শ্রীরামচরিতমানস

॥ শ্রীহরিঃ ॥

বিষয়-সূচী

বালকাণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩২) রতিকে বরদান	১২১
৩৩) বিয়ের জন্য শিবকে দেবতাদের প্রার্থনা, সপ্তর্ষিদের পার্বতীর কাছে গমন	১২৩
৩৪) শিবের অদ্ভুত বরযাত্রা এবং বিবাহের আয়োজন	১২৫
৩৫) শিব-বিবাহ	১৩৫
৩৬) শিব-পার্বতী সংবাদ	১৪৭
৩৭) অবতারের হেতু বর্ণনা	১৬৩
৩৮) নারদের অভিমান এবং মায়ার প্রভাব	১৬৭
৩৯) বিশ্বমোহিনীর স্বয়ংবর, নারদের শিবের অনুচরদের ও ভগবানকে শাপ এবং মোহভঙ্গ	১৭১
৪০) মনু-শতরূপার তপস্যা এবং বরলাভ	১৮৭
৪১) প্রতাপভানুর কাহিনী	১৯৭
৪২) রাবণাদির জন্ম, তপস্যা, ঐশ্বর্য ও অত্যাচার	২২১
৪৩) ধরিত্রী এবং দেবতাদের করুণ প্রার্থনা	২৩১
৪৪) ভগবানের বরদান	২৩৫
৪৫) রাজা দশরথের পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞ, রাণীদের গর্ভসঞ্চার	২৩৭
৪৬) ভগবানের প্রাকট্য ও বাল্যলীলার আনন্দ	২৪১
৪৭) দশরথের কাছে বিশ্বামিত্রের রাম-লক্ষ্মণকে সমর্পণ করার জন্য প্রার্থনা	২৫৯
৪৮) বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-রক্ষা	২৬১
৪৯) অহল্যা-উদ্ধার	২৬৩
৫০) শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে সাথে নিয়ে বিশ্বামিত্রের জনক-পুরে আগমন	২৬৭
৫১) শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে দেখে . জনকরাজার মুগ্ধতা	২৭১
৫২) রাম-লক্ষ্মণের জনকপুর দর্শন	২৭৩
৫৩) পুষ্পবাটিকা নিরীক্ষণ, সীতাকে প্রথম দর্শন, সীতা-রামের পরস্পর দর্শন	২৮৩
৫৪) সীতার পার্বতীপূজা, বর-প্রাপ্তি তথা রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ	২৯৩
৫৫) রাম-লক্ষ্মণকে সাথে নিয়ে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞশালায় প্রবেশ	২৯৯
৫৬) সীতার যজ্ঞশালায় আগমন	৩০৫
৫৭) বন্দীদের দ্বারা জনক রাজার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা	৩১১
৫৮) সমাগত রাজন্যবর্গের ধনুক উত্তোলনে ব্যর্থতা, জনক-রাজার নৈরাশ্যোক্তি	৩১৩
৫৯) লক্ষ্মণের ক্রোধ	৩১৫
৬০) হরধনুভঙ্গ	৩১৭
৬১) বরমাল্য দান	৩২৭
৬২) রাম-লক্ষ্মণ ও পরশুরাম সংবাদ	৩৩৫
৬৩) দশরথের কাছে জনকের দূত প্রেরণ, অযোধ্যা থেকে বরযাত্রীদের প্রস্থান	৩৫৫

অযোধ্যাকাণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা

লঙ্কাকাণ্ড

উত্তরকাণ্ড

।।শ্রীহরিঃ।।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীরামচরিতমানসের স্থান শুধুমাত্র হিন্দী সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যেও অদ্বিতীয়। এর সমকক্ষ এমন সর্বাঙ্গসুন্দর কাব্যলক্ষণযুক্ত, সাহিত্যের সমস্ত রসে পরিপূর্ণ, কাব্য-কলার দৃষ্টিতেও সর্বোচ্চ কোটির, আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন, আদর্শ রাজ-ধর্ম, আদর্শ পারিবারিক জীবন, পাতিব্রত-ধর্ম, ভ্রাতৃ-ধর্মের প্রকাশক, সর্বোচ্চ ভক্তি, জ্ঞান, ত্যাগ, বৈরাগ্য তথা সদাচার শিক্ষাদায়ক, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ-যুবা— সকলের জন্যই সমান উপযোগী এবং সর্বোপরি সগুণ-সাকার ভগবানের আদর্শ মানবলীলা তথা তাঁর গুণ, প্রভাব, রহস্য ও প্রেমের গূঢ় তত্ত্বকে অত্যন্ত সরল রুচিপূর্ণ এবং ওজস্বী ভাষায় ব্যক্তকারী কোনও দ্বিতীয় গ্রন্থ কেবল হিন্দী ভাষাতেই নয়, বিশ্বের অন্য কোনও ভাষাতেই আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। এই কারণেই যত আগ্রহ নিয়ে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত,গৃহী-সন্ন্যাসী, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ—সর্বস্তরের মানুষ এই গ্রন্থরত্ন পাঠ করে ; সেই আগ্রহ নিয়ে অন্য কোনও গ্রন্থ পাঠ করে না ; তথা ভক্তি, জ্ঞান, নীতি, সদাচারের যত প্রচার এই গ্রন্থের দ্বারা হয়েছে, এরকম কদাচিৎ অন্য কোনও গ্রন্থের দ্বারা হয়েছে।

পৃথিবীতে যে গ্রন্থের এত সমাদর, তার বহু সংস্করণ ও তার বহুবিধ টীকা থাকা স্বাভাবিক। এরই ফলে আজ পর্যন্ত শ্রীরামচরিতমানসের যেমন বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি তার বহু টীকাও লেখা হয়েছে। আমাদের গীতা-পুস্তকালয়ে রামায়ণ সম্বন্ধীয় শত শত গ্রন্থ সংগৃহীত রয়েছে। আজ পর্যন্ত এটির লক্ষাধিক কপি ছাপা হয়েছে। প্রায়শই একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে আর সেই সংস্করণে আগের সংস্করণের চেয়ে কোনও না কোনও বিশিষ্টতা অবশ্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে। রামায়ণ পাঠের ব্যাপারেও রামায়ণী পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মতভেদ দেখা যায়, এমনকি কোথাও কোথাও তো প্রায়শ প্রতিটি চৌপাইতেও কোনও না কোনও সংস্করণে পাঠভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই একটি গ্রন্থের মধ্যে যত পাঠভেদ দেখা যায়, তত পাঠভেদ কোনও প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এর দ্বারাও এই গ্রন্থের সর্বলোকপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

এছাড়াও শ্রীরামচরিতমানস একটি আশীর্বাদাত্মক গ্রন্থ। এর প্রত্যেকটি পদকে ভক্তিমান মানুষ মন্ত্রের মত শ্রদ্ধা করে এবং এই গ্রন্থ পাঠের দ্বারা লৌকিক ও পারলৌকিক অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। শুধু তাই নয়, এই পুস্তক

শ্রদ্ধার সাথে পাঠ করে এবং এঁর উপদেশগুলি যথাযথভাবে পালন করে আর এতে বর্ণিত শ্রীভগবানের মধুর লীলাকাহিনী চিন্তা এবং কীর্তন করে মোক্ষরূপ পরম পুরুষার্থ এবং তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ভগবৎভক্তি অনায়াসে লাভ হতে পারে। তা কেনই বা না হবে ? যে পুস্তকের রচয়িতা গোস্বামী তুলসীদাসের মত অনন্য ভক্ত, যিনি ভগবান সীতারামের কৃপায় তাঁদের দিব্য লীলা প্রত্যক্ষ অনুভব করে যথাযথরূপে বর্ণনা করেছেন, সাক্ষাৎ ভগবান মহাদেবের আদেশে যাঁর ওপরে সেই ভগবান **'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'** লিখে নিজের হাতে স্বাক্ষর করেছেন সেই পুস্তকের পক্ষে, এইরকম অলৌকিক প্রভাব হওয়া এমনকী আশ্চর্যের ব্যাপার ! এই পটভূমিতে এই অলৌকিক গ্রন্থের যত বেশি প্রচার করা যাবে, যত বেশি পঠন-পাঠন এবং মনন-অনুশীলন হবে ততই জগতের পক্ষে মঙ্গল হবে —এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বর্তমান যুগে যখন সর্বত্রই কেবল হাহাকার ; সকলেই দুঃখ এবং অশান্তিতে জ্বলে পুড়ে মরছে, পৃথিবীর সর্বত্রই কেবল হানাহানি এবং প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ নিধন হচ্ছে, কোটি কোটি টাকা একে অন্যের বিনাশের জন্য খরচ করা হচ্ছে, বিজ্ঞানের নূতন নূতন উদ্ভাবন জগতকে শ্মশানে পরিণত করে চলেছে, বিশ্বের বড় বড় মস্তিষ্ক ধ্বংসের নূতন নূতন আবিষ্কারে ব্যস্ত, সেখানে সুখ-শান্তি এবং প্রেমের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে ভগবৎকৃপা অনুভব করার জন্য রামচরিতমানসের পাঠ এবং অনুশীলন একান্তই প্রয়োজন।ক

এই ভাবনা মাথায় রেখে গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুরের দ্বারা গীতার মত এই রামায়ণ মহাগ্রন্থেরও ছোট বড় আকারের যথাসাধ্য শুদ্ধ, প্রামাণিক, সুলভ, সচিত্র এবং সঠিক সংস্করণ প্রকাশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই প্রথম গীতাপ্রেস, শ্রীরামচরিতমানসের বাংলা সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হয়েছে। এই সংস্করণের দোহা, চৌপাই-এর অর্থ হিন্দী 'মানসাঙ্ক' অনুসারে করা হয়েছে। পাঠ এবং অর্থের সম্ভাব্য ভুলত্রুটির জন্য বিদগ্ধভক্ত পাঠকদের কাছে অবনত মস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং ভগবানের জিনিস বিনম্রভাবে ভগবানের সেবাতেই অর্পণ করছি।

—প্রকাশক

॥ শ্রীহরিঃ ॥

নবাহ্ন-পারায়ণের বিশ্রামস্থল

---o---

মাস-পারায়ণের বিশ্রামস্থল

---o---

গোস্বামী তুলসীদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রয়াগের কাছে বান্দা জেলায় রাজাপুর নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে আত্মারাম দুবে নামে একজন বিখ্যাত সরযূতীরবাসী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল হুলসী। ১৫৫৪ সম্বৎ (বঙ্গাব্দ ৯০৫ সাল)-এর শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী মূলা নক্ষত্রে এই ভাগ্যবান দম্পতির গৃহে বারো মাস গর্ভে থাকার পর গোস্বামী তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে বালক তুলসীদাস কাঁদেননি, কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে 'রাম' শব্দ বেরিয়েছিল। তাঁর মুখে বত্রিশটি দাঁত ছিল এবং গঠনসৌষ্ঠব ছিল পাঁচ বছরের বালকের মত। এই অদ্ভুত বালককে দেখে পিতা অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত হয়ে এর সম্বন্ধে নানারকম চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। এই সব দেখে মা হুলসীর বড়ই দুশ্চিন্তা হল। তিনি বালকের অনিষ্টের আশঙ্কায় দশমীর রাতে নবজাত শিশুকে নিজের দাসীর সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন এবং পরের দিন তিনি অসার সংসার ত্যাগ করলেন। দাসীর নাম ছিল 'চুনিয়াঁ'। সে অত্যন্ত আদর-যত্নের সাথে বালকের পরিচর্যা করতে লাগল। তুলসীদাসের বয়স যখন প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর, তখন চুনিয়াঁরও মৃত্যু হল। এবার বালক তুলসীদাস সত্যই অনাথ হয়ে পড়ল। সে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং এ-বাড়ি ও-বাড়ির দরজায় দরজায় তিরস্কৃত হতে লাগল। এইসময় জগজ্জননী পার্বতী দেবীর এই প্রতিভাবান বালকের ওপর দয়া হল। তিনি ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে প্রতিদিন এই বালকের কাছে এসে তাকে নিজের হাতে ভোজন করিয়ে যেতে লাগলেন।

এদিকে ভগবান শঙ্করের ইচ্ছায় রামশৈলে বসবাসকারী শ্রীঅনন্তানন্দজীর প্রিয় শিষ্য শ্রীনরহর্যানন্দজী এই বালককে খুঁজে বের করে তার নাম রাখলেন রামবোলা। তিনি তাকে অযোধ্যায় নিয়ে গেলেন এবং ১৫৬৯ সম্বতের মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শুক্রবারে তার উপনয়ন সংস্কার করালেন। কেউ না শেখালেও বালক রামবোলা গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করল দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। এরপর নরহরি স্বামী বৈষ্ণবের পঞ্চসংস্কার করে রামবোলাকে 'রাম' মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন এবং অযোধ্যায় থেকে তাকে

বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগলেন। বালক রামবোলার প্রখর বুদ্ধি ছিল। একবার গুরুর মুখ থেকে যা শুনত, সাথে সাথে তাই কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। কিছুদিন বাদে গুরু-শিষ্য দুজনেই সেখান থেকে শূকরক্ষেত্রে গমন করলেন। সেখানে শ্রীনরহরি স্বামী তুলসীদাসকে রামচরিতমানস শোনান। দিন কয়েক পর তুলসীদাস সেখান থেকে কাশী চলে এলেন। কাশীতে শেষসনাতনজীর কাছে পনেরো বৎসর পর্যন্ত বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন। এরপর তাঁর মনে সাংসারিক জীবনের কিছু ইচ্ছা জাগে এবং তিনি তাঁর বিদ্যাগুরুর অনুমতি নিয়ে নিজের জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। সেখানে এসে তিনি দেখেন যে তাঁর ঘর-সংসার সব নষ্ট হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে নিজের পিতার শ্রাদ্ধ করলেন এবং সেখানে থেকেই সকলকে রামকথা শোনাতে লাগলেন।

সম্বৎ ১৫৮৬ (বঙ্গাব্দ ৯৩৭ সাল) জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী বৃহস্পতিবারে ভরদ্বাজগোত্রীয় এক সুন্দরী কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ হয় এবং তিনি নববধূর সাথে সুখে দিনাতিপাত করতে থাকেন। একবার তাঁর স্ত্রী তাঁর ভাই-এর সাথে নিজের মায়ের কাছে যান। তুলসীদাসজীও পেছন পেছন সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। ওঁর স্ত্রী এর জন্য তাঁকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করেন এবং বলেন, 'আমার এই রক্তমাংসের শরীরে তোমার যে আসক্তি এর অর্ধেকও যদি তুমি ভগবানকে দিতে, তাহলে তোমার বন্ধন মুক্তি হয়ে যেত।'

কথাটা তুলসীদাসের মনে লেগে গেল। একমুহূর্তও বিলম্ব না করে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে গেলেন।

সেখান থেকে তুলসীদাস প্রয়াগে আসেন এবং গৃহস্থবেশ ত্যাগ করে সাধুবেশ ধারণ করেন। তারপর তিনি নানা তীর্থ পর্যটন করে আবার কাশীতে ফিরে আসেন। তীর্থ ভ্রমণকালে মানসসরোবরের তীরে তাঁর কাকভূশুণ্ডীর দর্শন লাভ হয়।

কাশীতে থেকেই তুলসীদাসজী রামকথা গান করতে লাগলেন। সেখানে একদিন এক প্রেতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, সে তাঁকে হনুমানজীর সন্ধান দিয়ে দেয়। হনুমানজীকে দর্শন করে তুলসীদাস তাঁর কাছে রঘুনাথের দর্শন প্রার্থনা করেন। হনুমানজী বলেন, 'চিত্রকূটে তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা

হবে।' তখন তুলসীদাস চিত্রকূট যাত্রা করেন।

চিত্রকূট পৌঁছে তিনি রামঘাটে তাঁর আসর বসালেন। একদিন তিনি পরিক্রমা করতে বেরুলেন। পথে তাঁর শ্রীরামের দর্শন হয়। তিনি দেখেন যে অতি সুন্দর দুই রাজকুমার ধনুর্বাণ হাতে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন। তিনি তাদের দেখে মুগ্ধ হয়ে যান কিন্তু তাঁদের চিনতে পারেননি। পেছন থেকে হনুমানজী এসে তাঁকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, তখন তাঁর আর অনুতাপের সীমা রইল না। হনুমান তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে প্রাতঃকালে আবার শ্রীরামের দর্শন হবে।

১৬০৭ সম্বৎ (৯৫৮ বঙ্গাব্দ) মৌনী অমাবস্যার বুধবারে ভগবান শ্রীরাম আবার তুলসীদাসের সামনে আবির্ভূত হন। তিনি বালকরূপে তুলসীদাসকে বললেন, বাবা আমায় একটু চন্দন দাও তো! হনুমান ভাবলেন যে তুলসীদাস এবার যেন আর ভুল না করে। তাই তোতাপাখির রূপ ধরে তিনি এই দোহাটি গাইলেন,—

চিত্রকূট কে ঘাট পর ভই সন্তন কে ভীর।
তুলসীদাস চন্দন ঘিসেঁ তিলক দেত রঘুবীর॥

তুলসীদাস সেই মনোহর মূর্তি দেখে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন। ভগবান শ্রীরাম নিজের হাতে চন্দন নিয়ে নিজের কপালে এবং পরে তুলসীদাসের কপালে ফোঁটা দিয়ে অন্তর্ধান করলেন।

১৬২৮ সম্বতে (৯৭৯ বঙ্গাব্দ) হনুমানজীর নির্দেশে তিনি অযোধ্যায় পাড়ি দেন। তখন প্রয়াগে মাঘমেলা চলছিল। তিনি কয়েকদিন সেখানে থেকে গেলেন। উৎসবের ছয় দিন পরে একটি বটগাছের নীচে তিনি ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্য মুনির দর্শন লাভ করেন। শূকরক্ষেত্রে নিজের গুরুর মুখে যে কাহিনী শুনেছিলেন সেদিন সেইসময় সেখানে সেই রামচরিতমানসের আলোচনা হচ্ছিল, তা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। অতঃপর তিনি কাশী চলে যান এবং প্রহ্লাদ ঘাটে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তাঁর ভেতরকার কবিশক্তির প্রকাশ হয় এবং তিনি সংস্কৃত ভাষায় পদ্য লিখতে থাকেন। কিন্তু দিনেরবেলা তিনি যেসব কবিতা লিখতেন রাত্রিবেলা সেগুলি মুছে যেত। এই ঘটনা রোজ ঘটত। অষ্টমদিনে তুলসীদাস

এক স্বপ্ন দেখেন যে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে নিজের ভাষায় (অবধি ভাষায়) কাব্য রচনার নির্দেশ দিচ্ছেন। তাঁর স্বপ্ন ভেঙে গেল তিনি উঠে বসলেন। সেই মুহূর্তে হর-পার্বতী তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। তিনি তাঁদের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। মহাদেব বললেন 'তুমি অযোধ্যায় গিয়ে বাস এবং গ্রাম্যভাষায় কাব্য রচনা কর। আমার আশীর্বাদে তোমার কাব্য সামবেদের সমান ফলবতী হবে।' এই কথা বলে গৌরী ও শঙ্কর ভগবান অন্তর্ধান করলেন। এই নির্দেশ অনুসারে তুলসীদাস কাশী থেকে অযোধ্যায় চলে আসেন।

১৬৩১ সম্বতের (৯৮২ বঙ্গাব্দ) শুরুতে রামনবমীর দিন প্রায় সেইরকমই গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ ছিল যেমন ছিল ত্রেতাযুগে রামজন্মের দিনে। সেইদিন সকালবেলা তুলসীদাস রামচরিতমানস গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করেন। দুই বছর সাত মাস ছাব্বিশ দিনে গ্রন্থ লেখা শেষ হয়। ১৬৩৩ সম্বতের (৯৮৪ বঙ্গাব্দ) অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে রামবিবাহের দিন সাতটি কাণ্ড সমাপ্ত হয়।

এরপর ভগবানের নির্দেশে তুলসীদাস কাশী চলে এলেন। সেখানে বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণাকে রামচরিতমানস শ্রবণ করান। রাত্রিবেলা পুস্তকটি বিশ্বনাথের মন্দিরে রেখে দেওয়া হয়। সকালবেলা যখন পুস্তকের আবরণ খোলা হল তখন দেখা গেল পুস্তকের ওপরে লেখা রয়েছে—**'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'** আর নীচে বাবা বিশ্বনাথের স্বাক্ষর। সেই সময় উপস্থিত জনেরা **'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'** এই ধ্বনিও শোনেন।

পণ্ডিতেরা যখন এ ঘটনা শুনলেন তখন তাঁদের মধ্যে ঈর্ষার উৎপত্তি হল। তাঁরা সমবেতভাবে তুলসীদাসের নিন্দা প্রচারে তৎপর হলেন এবং বইটি নষ্ট করার চেষ্টাও করতে লাগলেন। বইটি চুরি করার জন্য তাঁরা দুটো চোরকেও নিযুক্ত করলেন। চোরেরা চুরি করতে গিয়ে দেখে যে তুলসীদাসের বাড়ির চারপাশে দুই বীরপুরুষ ধনুর্বাণ নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। এই পুরুষ দুটি সুদর্শন শ্যাম ও গৌরবর্ণ। এঁদের দর্শনে চোরেদের বুদ্ধিও শুদ্ধ হয়ে গেল। সেইদিন থেকে তারা চুরি করা ত্যাগ করল এবং ভজন-কীর্তনে মন দিল। তাঁর লেখা বইটি রক্ষার জন্য ভগবান কষ্ট করে পাহারা দিচ্ছেন বুঝতে পেরে তুলসীদাস তাঁর সব জিনিসপত্র বিলিয়ে দিলেন এবং বইটি তাঁর বন্ধু

টোডরমলের কাছে রেখে দিলেন। এরপর তিনি একটি দ্বিতীয় কপি লিখলেন। সেই প্রতিলিপির পশ্চাৎপটের ওপর অন্যান্য প্রতিলিপি তৈরি হতে লাগল। পুস্তকের প্রচার দিনের পর দিন বাড়তেই থাকল।

এদিকে পণ্ডিতেরা অন্য কোনও উপায় না দেখে সেই পুস্তকটি শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর কাছে পাঠালেন তাঁর মতামতের জন্য। মধুসূদন সরস্বতী বইটি দেখে অত্যন্তই আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং লিখলেন—

আনন্দকাননে হ্যস্মিঞ্জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতামঞ্জরী ভাতি রামভ্রমরভূষিতা॥

'এই কাশীরূপী আনন্দকাননে তুলসীদাস হলেন চলমান তুলসীগাছের চারা। তাঁর কবিতারূপী মঞ্জরী অতীব সুন্দর, যার ওপর শ্রীরামরূপী ভ্রমর সর্বদা গুঞ্জন করে।'

এতেও পণ্ডিতেরা খুশি হলেন না। তখন এই বইয়ের পরীক্ষার আর এক উপায় স্থির করা হল। বাবা বিশ্বনাথের সামনে সবার ওপরে বেদ, তার নীচে শাস্ত্র, শাস্ত্রের নীচে পুরাণ এবং সকলের নীচে রামচরিতমানস রেখে মন্দিরের দরজা তালা-বন্ধ করে রাখা হল। ভোরবেলা মন্দির খুলে দেখা গেল যে শ্রীরামচরিতমানস বেদেরও ওপরে রাখা আছে। এতে পণ্ডিতেরা বড়ই লজ্জায় পড়লেন। তাঁরা গিয়ে তুলসীদাসের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং ভক্তিভরে তাঁর চরণামৃত পান করলেন।

এরপর থেকে তুলসীদাসজী অসীঘাটে বাস করতে লাগলেন। একদিন রাত্রে কলিযুগ ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে তাঁর কাছে এল এবং ভয় দেখাতে থাকল। গোস্বামীজী হনুমানকে স্মরণ করলেন। হনুমানজী তাঁকে বিনয়ের পদ রচনা করতে বললেন ; অতঃপর গোস্বামীজী বিনয়-পত্রিকা রচনা করলেন এবং ঈশ্বরের চরণে সেটি সমর্পণ করলেন। শ্রীরামচন্দ্র সেই বই-এর ওপর নিজে স্বাক্ষর করে দিলেন এবং তুলসীদাসকে অভয় দিলেন।

১৬৮০ সম্বতে (১০৩১ বঙ্গাব্দে) শ্রাবণ কৃষ্ণ তৃতীয়া তিথীতে শনিবারে অসীঘাটের ওপর রামনাম জপ করতে করতে গোস্বামীজী এই মরদেহ ত্যাগ করলেন।

———o———

শ্রীরামশলাকা প্রশ্নাবলী

মানসানুরাগী মহানুভবগণকে শ্রীরামশলাকা প্রশ্নাবলীর বিশেষ পরিচয় দেবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এর মহত্ত্ব এবং উপযোগিতা প্রায় সমস্ত মানসপ্রেমীরই জানা আছে। তাই নীচে তার স্বরূপমাত্র চিহ্নিত করে সেখানে প্রশ্নোত্তর বোঝবার নিয়ম এবং তার উত্তরফলের উল্লেখ করা হল।

সু	প্র	উ	বি	হো	মু	গ	বঁ	সু	নু	বি	ঘ	ধি	ই	দ
র	রু	ফ	সি	সি	রে	বস	হি	মং	ল	ন	ল	য	ন	অঁ
সুজ	সো	গ	সু	কু	ম	স	গ	ত	ন	ই	ল	ধা	বে	নো
ত্য	র	ন	কু	জো	ম	রি	র	র	অ	কী	হো	সং	রা	য
পু	সু	থ	সী	জে	ই	গ	ম*	সং	ক	রে	হো	স	স	নি
ত	র	ত	র	স	হুঁ	হ	ব	ব	প	চি	স	হিঁ	স	তু
ম	কা	া	র	র	ম	মি	মী	ম্হা	া	জা	হূ	হীঁ	া	া
তা	রা	রে	রী	হু	কা	ফ	খা	জূ	ঈ	র	রা	পূ	দ	ল
নি	কো	জো	গো	ন	মু	জি	যঁ	নে	মনি	ক	জ	প	স	ল
হি	রা	মি	স	রি	গ	দ	ন্মু	খ	ম	খি	জি	ম	ত	জঁ
সিং	খ	নু	ন	কো	মি	নিজ	ক	গ	ধু	ধ	সু	কা	স	র
গু	ব	ম	অ	রি	নি	ম	ল	া	ন	ঢ়	তী	ন	ক	ভ
না	পু	ব	অ	া	র	ল	া	এ	তু	র	ন	নু	বৈ	থ
সি	হ	সু	ম্হ	রা	র	স	স	র	ত	ন	খ	া	জ	া
র	া	া	লা	ধী	া	রী	জা	হূ	হীঁ	খা	জূ	ই	রা	রে

এই রামশলাকা প্রশ্নাবলী দ্বারা কেউ যদি নিজের অভীষ্ট প্রশ্নের উত্তর পেতে চায় তো সর্বপ্রথমে তার ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করা উচিত।

তারপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে মনে মনে অভীষ্ট প্রশ্নের চিন্তা করে প্রশ্নাবলীর মনোমতো ঘরে আঙুল অথবা কোনও একটি কাঠি রেখে দিতে হবে। এরপর ওই ঘরে যে অক্ষর আছে সেই অক্ষরটিকে আলাদা একটি সাদা কাগজে অথবা শ্লেটে লিখতে হবে। যাতে করে প্রশ্নাবলীও নোংরা না হয় আর যতক্ষণ না প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় ততক্ষণ ঘরটি ভুল না হয়, সেইজন্য সেই ঘরটি চিহ্নিত করা প্রয়োজন (চিহ্নটি পেন্সিলে করলে ভালো হয় যাতে পরে তুলে দেওয়া যায়)। এইবার যে ঘরের অক্ষর লিখে নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে এগিয়ে যাওয়া দরকার এবং তারপর নবম ঘরে যে অক্ষরটি লিখে নেওয়া দরকার। এইভাবে প্রতি নবম ঘরের অক্ষরটি লিখে যাওয়া দরকার, যতক্ষণ না সেই প্রথম ঘরটি, যেখানে কাঠি দিয়ে রাখা হয়েছে, সেখানে পৌঁছান হয়। প্রথম ঘরের অক্ষরটি যে ঘর থেকে নবম হবে সেই পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে একটি চৌপাই পুরো হয়ে যাবে যা দিয়ে প্রশ্ন কর্তার অভীষ্ট প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে কোনও কোনও ঘরে কেবলমাত্র 'আ'-এর মাত্রা (া) এবং কোনও কোনও ঘরে দুটি অক্ষর আছে। গোনার সময় না তো মাত্রা লেখা ঘরটি বাদ দিবে, না দুই অক্ষরযুক্ত ঘরকে দু'বার গুনতে হবে। যেখানে মাত্রালেখা ঘর আসবে সেখানে মাত্রাটি যোগ করবে এবং যেখানে দু'অক্ষরওয়ালা ঘর আসবে সেখানে দুই অক্ষরই একসাথে লিখে দেবে।

এই উদাহরণের দ্বারা একটি চৌপাই দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া যাক। পাঠক মনোযোগ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝুন। কেউ যদি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান এবং নিজের প্রশ্নের চিন্তা করে প্রশ্নাবলীর* যুক্ত 'ম' লেখা ঘরের ওপর আঙুল বা কাঠি রাখে এবং তার উপরে বর্ণিত ক্রম অনুসারে অক্ষরগুলি গুনতে গুনতে লিখে যায় তাহলে উত্তররূপে নীচের চৌপাইটি হয়ে যাবে—

হো ই হি সো ই জো রা ম* র চি রা খা।
কো ক রি ত র্ক ব ঢ়া বৈ সা খা॥

এই চৌপাইটি বালকাণ্ডের অন্তর্গত শিব ও পার্বতীর সংবাদে আছে।

উত্তরস্বরূপ এই চৌপাই থেকে প্রশ্নকর্তার এই আশ্বাস মেলে যে কাজ হবে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে, কাজেই সেই ব্যাপার ভগবানের ওপর ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়।

এই চৌপাইটি ছাড়া শ্রীরামশলাকা প্রশ্নাবলী থেকে আরও আটটি চৌপাই তৈরি হয়। এই সব কটির স্থান এবং তার ফল নীচে বলা হচ্ছে। সব-সমেত ন'টি চৌপাই আছে।

১) সুনু সিয় সত্য অসীম হমারী। পূজিহি মন কামনা তুম্হারী॥

স্থান—এই চৌপাইটি বালকাণ্ডে সীতার গৌরীপূজা প্রসঙ্গে আছে। গৌরী সীতাকে আশীর্বাদ করেছেন।

ফল—প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন উত্তম, কার্য সিদ্ধ হবে।

২) প্রবিসি নগর কীজে সব কাজা। হৃদয়ঁ রাখি কোসলপুর রাজা॥

স্থান—এই চৌপাইটি সুন্দরকাণ্ডে হনুমানজীর লঙ্কা প্রবেশের সময়ের।

ফল—ভগবানকে স্মরণ করে কাজ আরম্ভ কর, সফলতা প্রাপ্ত হবে।

৩) উঘরহিঁ অন্ত ন হোই নিবাহূ। কালনেমি জিমি রাবন রাহূ॥

স্থান—এই চৌপাইটি বালকাণ্ডের আরম্ভে সৎসঙ্গ বর্ণনার প্রসঙ্গে আছে।

ফল—এই কাজে মঙ্গল নেই। কাজের সাফল্যে সন্দেহ আছে।

৪) বিধি বস সুজন কুসঙ্গত পরহীঁ। ফনি মনি সম নিজ গুন অনুসরহীঁ॥

স্থান—এই চৌপাইটি বালকাণ্ডের আরম্ভে সৎসঙ্গ বর্ণনার প্রসঙ্গে আছে।

ফল—অসৎ লোকের সঙ্গ বর্জন কর। কাজ সফল হওয়াতে সন্দেহ আছে।

৫) মুদ মঙ্গলময় সন্ত সমাজূ। জো জগ জঙ্গম তীরথরাজূ॥

স্থান—এই চৌপাইটি বালকাণ্ডে সন্ত সমাজরূপী তীর্থের বর্ণনাতে আছে।

ফল—ভালো প্রশ্ন। কাজ সিদ্ধ হবে।

৬) গরল সুধা রিপু করহিঁ মিতাঈ। গোপদ সিন্ধু অনল সিতলাঈ॥

স্থান—এই চৌপাইটি হনুমানজীর লঙ্কা প্রবেশ সময়কালীন।

ফল—প্রশ্ন খুবই ভালো, কাজ সফল হবে।

৭) বরুন কুবের সুরেস সমীরা। রন সন্মুখ ধরি কাহুঁ ন ধীরা॥

স্থান—এই চৌপাইটি লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের মৃত্যুর পরে মন্দোদরীর বিলাপ প্রসঙ্গে আছে।

ফল—কাজ সফল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে।

৮) সুফল মনোরথ হোহুঁ তুম্হারে। রামু লখনু সুনি ভএ সুখারে॥

স্থান—এই চৌপাইটি বালকাণ্ডে পুষ্পবাটিকা থেকে ফুল নিয়ে আসার পর বিশ্বামিত্রের আশীর্বাদরূপে বলা হয়েছে।

ফল—খুব সুন্দর প্রশ্ন। কার্য সফল হবে।

রামশলাকা প্রশ্নাবলীতে এইরকম সাকুল্যে নয়টি চৌপাই তৈরি হয়। যেগুলি মধ্যে সবরকম প্রশ্নেরই উত্তর সন্নিহিত রয়েছে।

———o———

পারায়ণ-বিধি

শ্রীরামচরিতমানসের বিধিমতো পাঠক মহানুভাবের পাঠ আরম্ভের আগে শ্রীতুলসীদাসজী, শ্রীবাল্মীকিজী, দেবাদিদেব মহাদেব ও শ্রীহনুমানজীকে আবাহন-পূজন করার পর তিন ভাইয়ের সাথে সীতা ও রামচন্দ্রের আবাহন, ষোড়শোপচারে পূজা ও ধ্যান করা প্রয়োজন। তারপর পাঠ আরম্ভ করা উচিত। সকলকে আবাহন, পূজন ও ধ্যানের মন্ত্র ক্রমশ নীচে দেওয়া হল—

অথ আবাহন মন্ত্রঃ

তুলসীক নমস্তুভ্যমিহাগচ্ছ শুচিব্রত।
নৈর্ঋত্য উপবিশ্যেদং পূজনং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ১॥
ওঁ তুলসীদাসায় নমঃ।

শ্রীবাল্মীক নমস্তুভ্যমিহাগচ্ছ শুভপ্রদ।
উত্তরপূর্বয়োর্মধ্যে তিষ্ঠ গৃহ্ণীষ্ব মেঽর্চনম্॥ ২॥
ওঁ বাল্মীকায় নমঃ।

গৌরীপতে নমস্তুভ্যমিহাগচ্ছ মহেশ্বর।
পূর্বদক্ষিনয়োর্মধ্যে তিষ্ঠ পূজাং গৃহান মে॥ ৩॥
ওঁ গৌরীপতয়ে নমঃ।

শ্রীলক্ষ্মণ নমস্তুভ্যমিহাগচ্ছ সহপ্রিয়ঃ।
যাম্যভাগে সমাতিষ্ঠ পূজনং সংগৃহাণ মে॥ ৪॥
ওঁ শ্রীসপত্নীকায় লক্ষ্মনায় নমঃ।

শ্রীশত্রুঘ্ন নমস্তুভ্যমিহাগচ্ছ সহপ্রিয়ঃ।
পীঠস্য পশ্চিমে ভাগে পূজনং স্বীকুরুষ্ব মে॥ ৫॥
ওঁ শ্রীসপত্নীকায় শত্রুঘ্নায় নমঃ।

শ্রীভরত নমস্তুভ্যমিহাগচ্ছ সহপ্রিয়ঃ।
পীঠকস্যোত্তরে ভাগে তিষ্ঠ পূজাং গৃহাণ মে॥ ৬॥
ওঁ শ্রীসপত্নীকায় ভরতায় নমঃ।

শ্রীহনুমন্নমস্তুভ্যমিহাগচ্ছ কৃপানিধে।
পূর্বভাগে সমাতিষ্ঠ পূজনং স্বীকুরু প্রভো॥ ৭॥
ওঁ হনুমতে নমঃ।

অথ প্রধানপূজা চ কর্তব্যা বিধিপূর্বকম্।

পুষ্পাঞ্জলিং গৃহীত্বা তু ধ্যানং কুর্যাৎ পরস্য চ।। ৮ ।।
রক্তাম্ভোজদলাভিরামনয়নং পীতাম্বরালঙ্কৃতং
শ্যামাঙ্গং দ্বিভুজং প্রসন্নবদনং শ্রীসীতয়া শোভিতম্।
কারুণ্যামৃতসাগরং প্রিয়গণৈর্ভ্রাত্রাদিভির্ভাবিতং
বন্দে বিষ্ণুশিবাদিসেব্যমনিশং ভক্তেষ্টসিদ্ধিপ্রদম্।। ৯ ।।
আগচ্ছ জানকীনাথ জানক্যা সহ রাঘব।
গৃহাণ মম পূজাং চ বায়ুপুত্রাদিভির্যুতঃ।। ১০ ।।

ইত্যাবাহনম্

সুবর্ণরচিতং রাম দিব্যাস্তরণশোভিতং।
আসনং হি ময়া দত্তং গৃহাণ মণিচিত্রিতম্।। ১১ ।।

ইতি ষোড়শোপচারৈঃ পূজয়েৎ

ওঁ অস্য শ্রীমন্মানসরামায়ণশ্রীরামচরিতস্য শ্রীশিবকাকভুশুণ্ডিযাজ্ঞবল্ক্য-গোস্বামীতুলসীদাসা ঋষয়ঃ শ্রীসীতারামো দেবতা শ্রীরামনাম বীজং ভবরোগহরী ভক্তিঃ শক্তিঃ মম নিয়ন্ত্রিতাশেষবিঘ্নতয়া শ্রীসীতারাম প্রীতি-পূর্বকসকলমনোরথসিদ্ধ্যর্থং পাঠে বিনিয়োগঃ।

অথ আচমনম্

শ্রীসীতারামাভ্যাং নমঃ। শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীরামভদ্রায় নমঃ।
ইতি মন্ত্রত্রিতয়েন আচমনং কুর্যাৎ। শ্রীযুগলবীজমন্ত্রেণ প্রাণায়ামং কুর্যাৎ ।।

অথ করন্যাসঃ

জগ মঙ্গল গুন গ্রাম রাম কে। দানি মুকুতি ধন ধরম ধাম কে।।
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
রাম রাম কহি জে জমুহাহীঁ। তিন্হহি ন পাপপুঞ্জ সমুহাহীঁ।।
তর্জনীভ্যাং নমঃ।
রাম সকল নামন্হ তে অধিকা। হোউ নাথ অঘ খগ গন বধিকা।।
মধ্যমাভ্যাং নমঃ।
উমা দারু জোষিত কী নাঈঁ। সবহি নচাবত রামু গোসাঈঁ।।
অনামিকাভ্যাং নমঃ।
সন্মুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ।।
কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ।

মামভিরক্ষয় রঘুকুলনায়ক। ধৃত বর চাপ রুচির কর সায়ক॥
করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
ইতি করন্যাসঃ

অথ হৃদয়াদিন্যাসঃ

জগ মঙ্গল গুন গ্রাম রাম কে। দানি মুকুতি ধন ধরম ধাম কে॥
হৃদয়ায় নমঃ।
রাম রাম কহি জে জমুহাহীঁ। তিন্হহিঁ ন পাপপুঞ্জ সমুহাহীঁ॥
শিরসে স্বাহা।
রাম সকল নামন্হ তে অধিকা। হোউ নাথ অঘ খগ গন বধিকা॥
শিখায়ৈ বষট্।
উমা দারু জোষিত কী নাঈঁ। সবহি নচাবত রামু গোসাঈঁ॥
কবচায় হুম্।
সন্মুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ॥
নেত্রাভ্যাং বৌষট্।
মামভিরক্ষয় রঘুকুলনায়ক। ধৃত বর চাপ রুচির কর সায়ক॥
অস্ত্রায় ফট্।
ইতি হৃদয়াদিন্যাসঃ

অথ ধ্যানম্

মামবলোকয় পঙ্কজলোচন। কৃপা বিলোকনি সোচ বিমোচন॥
নীল তামরস স্যাম কাম অরি। হৃদয় কঞ্জ মকরন্দ মধুপ হরি॥
জাতুধান বরূথ বল ভঞ্জন। মুনি সজ্জন রঞ্জন অঘ গঞ্জন॥
ভূসুর সসি নব বৃন্দ বলাহক। অসরন সরন দীন জন গাহক॥
ভুজবল বিপুল ভার মহি খণ্ডিত। খর দূষন বিরাধ বধ পণ্ডিত॥
রাবনারি সুখরূপ ভূপবর। জয় দসরথ কুল কুমুদ সুধাকর॥
সুজস পুরান বিদিত নিগমাগম। গাবত সুর মুনি সন্ত সমাগম॥
কারুনীক ব্যলীক মদ খণ্ডন। সব বিধি কুসল কোসলা মণ্ডন॥
কলি মল মথন নাম মমতাহন। তুলসিদাস প্রভু পাহি প্রনত জন॥
ইতি ধ্যানম্

মহামিলন মঠের নিবেদন

।। শ্রীরামঃ শরণং মম।।

করুণাবরুণালয় পরমারাধ্যদেবতা অনন্তশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের অনূদিত গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত শ্রীরামচরিতমানস বহু বাধা ও সমস্যা-সঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া অদ্য তাঁহারই ৯৯তম আবির্ভাবোৎসবে প্রকাশিত হইল। সকলে জানিয়া হয়তো বিস্মিত হইবেন এই গ্রন্থরত্নের ছাপা শুরু হইয়াছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের নরলীলা প্রকট-কালীনেই। আমাদের অযোগ্যতা, অক্ষমতায় তাহা তখন সম্পূর্ণ হয় নাই। দীর্ঘ ৯।১০ বৎসর পরে ইহা ছাপিতে পুনরারম্ভ হয়। 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি'—এই আপ্তবাক্য অতি সত্য। কলিরাজ এই কার্যে নানা বাধা সৃষ্টি করিলেও কয়েকজনের চেষ্টায় ও সদিচ্ছায় ইহার প্রকাশ সম্ভব হইল। তন্মধ্যে শ্রীদাদাজী ও শ্রীরামেশানন্দদার নাম উল্লেখযোগ্য।

বিখ্যাত সন্ত, মনীষী ও মহাকবি তুলসীদাস যে শব্দের যেমন বানান দিয়াছেন আমরা সেইরূপই দিয়াছি, বাংলায় ও সংস্কৃতে তাহা ভুল মনে হইলে শ্রীতুলসীদাসজীর অনুসরণই করিয়াছি। গ্রাম্য ও প্রান্তিক ভাষায় তাহাই প্রচলিত দেখা যায়। যদি কোথাও দেখা যায় যে সংস্কৃত বা বাংলা ব্যাকরণসম্মত ঠিক ঠিক বানান ছাপা হইয়াছে, তাহা হয়তো শ্রীতুলসীদাসেরও আছে নতুবা আমাদের ভুলে হইয়াছে। বিশেষ 'ষত্ব' 'ণত্ব' স্থানে ভুল বানানই বেশী দৃষ্ট হয়। হিন্দী ও প্রান্তিক গ্রাম্যভাষায় তাহা ভুলই নয়। ইহা ছাড়া যেমন 'গুর' শব্দ, গুর মানে গুরু। আবার কোথাও 'গুরু' শব্দও আছে। এইরূপ 'পেম' 'প্রেম', 'রাউ' 'রাঊ', 'সিয়' 'সীয়' বহু শব্দের একই অর্থের দু'রকম বানান দেখা যায়। আরও গ্রাম্য ও হিন্দীতে 'ং' কখনও-'ং' অনুস্বার মত, কখনও বা চন্দ্রবিন্দুর মত উচ্চারিত হয়। হিন্দীতে 'ঁ' চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণও আলাদা আছে, বাংলায় তা নেই। বাংলা 'ং' অনুস্বার ও 'ঁ' চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ পৃথক্ পৃথক্। বাংলায় 'ং' অনুস্বার কোথায় চন্দ্রবিন্দুর মত হবে তা বেশ অসুবিধার, তবু সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিতে আমরা ছাপিয়াছি, সেজন্য ভুল থাকিতেই পারে। হিন্দীভাষীর কাছে শুনিয়া মানসপাঠের সুর শিখিয়া লইলে পাঠে খুব আনন্দ পাইবেন।.......... আমরা গীতাপ্রেসের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি। গীতা প্রেস এখন বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। সেই গীতাপ্রেসের প্রাণপুরুষ জয়দয়াল গোয়েন্দকাজীর পরম অনুগামী মহাত্মা হনুমানপ্রসাদ পোদ্দারের পুণ্য নামে শ্রীশ্রীঠাকুর এই শ্রীরামচরিতমানস উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ছিলেন দেশবিখ্যাত ধর্মরক্ষক।..........

শ্রীসাধনানন্দ কিঙ্কর

সম্পাদক,

শ্রীগুরু প্রকাশন, মহামিলন মঠ

সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত অনুবাদিত
শ্রীরামচরিতমানসের ভূমিকা

তুলসীদাসের রামায়ণখানা হিন্দী ভাষায় লেখা। ইহা গ্রাম্য ভাষা—হিন্দী-জানা লোকের বুঝিতে কোনও কষ্ট নাই। এই রামায়ণের মত আর একখানা বইও ভারতবর্ষে নাই যাহা এত লোকে পড়ে। অন্য দেশেও কোনও এক ভাষার একখানা বই এত লোকে পড়ে কিনা সন্দেহ। তুলসী-রামায়ণের বিক্রয়ের শেষ নাই। যত ছাপা হয় বিক্রয় হইয়া যায়। একখানা চার টাকা দামের হিন্দী রামায়ণের ৭ম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে প্রকাশক লিখিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী ৮০ হাজার বই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। অল্প দামের রামায়ণ যে কতই বিক্রয় হয় তাহার সংখ্যা নাই।

তুলসী-রামায়ণ প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে লেখা। এই গ্রন্থখানা আজও প্রথম দিনের মতই নূতন রহিয়াছে। সারা ভারতের স্ত্রী-পুরুষ ইহা পড়িয়া পড়িয়া আশা মিটাইতে পারে না। ইহার অন্তরের সৌন্দর্য এত বেশী যে, ইহা নিজের গুণে হিন্দুস্থানের সকল হিন্দী-ভাষী বা হিন্দী-জানা লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। এমন হিন্দী-ভাষী চাষা নাই, যে ইহার দুই-দশটা চৌপাই বা দোঁহা না জানে ও প্রয়োজন মত উল্লেখ না করিয়া থাকে।

বাংলায় এ জিনিসের অনুরূপ কোনও গ্রন্থ নাই। বাংলায় কৃত্তিবাস রামায়ণ একমাত্র লোক-প্রিয় রামায়ণ। কিন্তু তুলসী-রামায়ণ উহা হইতে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। ইহাতে গল্পাংশ বড়ই কম। যাহাতে রামের প্রতি ভক্তি হয়, যাহাতে মানুষ নীতি-পথ চিনিয়া লইতে পারে ও তদনুযায়ী আচরণ করিতে পারে, তুলসী তাহার অবলম্বন দিয়াছেন। ঘটনাগুলিও এমন করিয়া সাজানো হইয়াছে যে তাহাতে এবং বর্ণনায় এই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে রাম-সীতা যেমন একদিক দিয়া আমাদের হৃদয়-রাজ্যের রাজাসনে বসিয়াছেন, অমনি আবার আর এক দিক দিয়া আমাদের ঘরে আমাদের ছেলে-মেয়ে-বধূ হইয়াও রহিয়াছেন। রাম-সীতা-ভরতাদির কথা ভাবিতে তুলসী আমাদিগকে রাজবাড়ীতে লইয়া যান নাই, কাঙ্গালের ঘরের

ছেলে-মেয়ে-বউ দিয়াই তৃপ্ত করিয়াছেন। তিনি রামের গলায় সোনার হার ও সীতার গায়ে মণিমুক্তার ভূষণ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেগুলি নিতান্তই আলগোচে গায়ে লাগিয়া আছে, উহা তাঁহাদের বিচ্ছেদের অংশ নয়—মামুলিভাবে রাজার ছেলে-বউকে দিতে হয় বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের চাল-চলন কথাবার্তা গ্রামের যে কোনও গরীবের ঘরে খাপ খায়।

জনক সীতার বিবাহে কত আয়োজন করিলেন ; কত লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ বিদায় করিলেন—এ সব তুলসী খুব গম্ভীরভাবে লিখিয়াছেন। কিন্তু গোঁসাই এমনি চাতুরী করিয়াছেন যে, যখন তাঁহার সীতার বিবাহ-বর্ণনা পড়ি তখন মনে হয়, আমাদের ধোপা, নাপিত, বামুন, কায়স্থ, গরীব, মধ্যবিত্তের ঘরে যে বিবাহ হয় সেই বিবাহই যেন দেখিতেছি ; সেই বিবাহের বরই যেন তুলসীর রাম, সেই বিবাহের কনেই যেন সীতা। যে বিবাহে মোট পাঁচ টাকা খরচ হয় সে বিবাহের বেয়াইয়ের আদর যেন জনকের আদরেরই মত।

রাম যখন একেবারে শিশু, কেবল চলিতে শিখিয়াছেন তখনকার কথা—**ভোজন করত চপল.......দধি ওদন লপটাই**॥ (বালকাণ্ড, দোহা ২০৩।৩...)

'রাজা যখন রামকে খাইতে ডাকেন তখন সঙ্গী ছেলেদিগকে ফেলিয়া সে আসিতে চায় না। কৌশল্যা ডাকিতে গেলে সে ছেলে থুপ্ থাপ করিয়া ছুটিয়া পালায়। ধূলায় ধূসর ছেলেকে রাজা হাসিয়া কোলে বসান, চঞ্চল মনে খাইতে খাইতে একটু অবসর পাইলেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া সে পালায়—মুখে দধি-ভাত লেপ্‌টিয়া থাকে।'

এই রামকে দেখিতে রাজার বাড়ী যাইতে হয় না— দেশ জুড়িয়া ঘরে ঘরেই এই রাম আছে। এই জন্যই তুলসীর অত আদর। ইহা প্রত্যেকের নিজের ঘরের—নিজের হৃদয়ের জিনিস। রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে তুলসী সাধারণ লোকের আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দিয়াছেন।

কেবল তাহাই নয়, গীতার আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলিও নীতি ও আচরণের ভিতর দিয়া তিনি স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। তুলসী-রামায়ণের কাব্য-সৌন্দর্যও অতুলনীয়। এমন সহজ ভাষায়, এমন গ্রাম্য কথায়, এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, মনে হয়—এক সংস্কৃত ভাষা ছাড়া আর কোনও

অলঙ্কারময় ভাষাতেই যেন সে ভাব প্রকাশ করা যাইত না। সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সর্বসাধারণের চলতি ভাষায় লেখা হইলে যাহা হয়, তুলসী-রামায়ণ তাহাই। রামের প্রতি অনুরাগে তুলসী ডুবিয়া ছিলেন। রাম-ভক্তি-রস তিনি তাঁহার রামায়ণে অকাতরে বিলাইয়া হিন্দী-ভাষী ভারতবাসীকে রামায়ণভক্ত করিয়াছেন, রাম-ভক্ত করিয়াছেন—এ কথা বলিতে পারি না। কেননা তুলসীর যে রাম তাহার ভক্ত হওয়া অতিবড় সৌভাগ্য। সে সৌভাগ্য যেদিন ভারতবাসীর হইবে সেদিন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য বসিবে—কলিযুগের মধ্যেই সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে।

তুলসী-রামায়ণ পাঠে পাঠকের গভীর উপকার হইবে, বাঙ্গালী জাতির উপকার হইবে—এই আশায় বাংলা অক্ষরে হিন্দী মূল দিয়া তাহার বাংলা অনুবাদ প্রণয়ন করিতেছি।

তুলসী রামায়ণ পড়িতে হ্রস্ব দীর্ঘ বুঝিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। তুলসী-রামায়ণে 'শ' নাই বলিলেই চলে। সকল স্থলেই 'স' ব্যবহার হইয়াছে, উহার উচ্চারণ ইংরাজী Saw-র মত। তুলসীর 'ষ' ও 'খ'-এর একই উচ্চারণ। বাঙ্গালী পাঠক দুই-চারি লাইন কোনও হিন্দুস্থানীকে দিয়া পড়াইয়া লইলেই তুলসীর দোঁহা ও চৌপাই পড়ার ধাঁচ ধরিতে পারিবেন। তুলসী-রামায়ণ সুর করিয়া পড়িতে হইবে। নচেৎ উহার রস ভালভাবে পাওয়া যাইবে না। ছন্দের মিল রাখার জন্য 'ি'কার, 'ী'কার সুবিধা-অনুযায়ী ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন কোথাও বা 'সিয়া' কোথাও বা 'সিতা' কোথাও বা 'সীতা'। চৌপাইয়ের শেষ অক্ষর দীর্ঘ উচ্চারণ হইবেই। কাজেই সেখানকার বানান দীর্ঘ হইতেই হইবে। এ গ্রন্থের শ্লোকের ভিতরকার 'ব' অক্ষর-এর উচ্চারণ সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব অথবা 'ওয়া'র মত হইবে।

তুলসী-রামায়ণ বাঙ্গালীর পক্ষে পড়া সহজ, বোঝা আরও সহজ। দুই-চারটা চৌপাই পড়িয়া আড় ভাঙ্গিয়া লইলেই হইল। গোটাকতক হিন্দী শব্দের মানে অবশ্য শিখিতে হয়, কিন্তু তাহা পড়িতে পড়িতেই শেখা যায়।

যাহাতে বাঙ্গালী পাঠকেরা তুলসী-রামায়ণের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন সেইজন্য এই রামায়ণের চরিত্র ও বিষয় লইয়া কিছু আলোচনা করিব। আমার ভরসা হয়, এই আলোচনা পড়িলে তুলসী-রামায়ণ পড়িবার

আগ্রহ বাড়িবে। চরিত্র-আলোচনার আর একটা হেতুও এই যে, আমি মূলের অনুবাদকালে কোথাও টীকা দিই নাই। টীকা দেওয়ার আবশ্যক বোধ করি নাই। কিন্তু সাধারণভাবে যাহা আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছি তাহা এই প্রস্তাবনায় চরিত্র-আলোচনা কালেই করিয়াছি।

চরিত্রগুলি আলোচনা দ্বারা তুলসী-রামায়ণের ভাব ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। যথাসম্ভব তুলসী রামায়ণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াই চরিত্রগুলির আলোচনা করিয়াছি। যদি এই আলোচনা পড়িয়া তুলসী-রামায়ণের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে ও পাঠকেরা আগ্রহের সহিত রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করেন তবে ধন্য হইব।

রাম কে ?

তুলসীদাস রামায়ণখানার নাম দিয়াছেন—**'রামচরিতমানস'** অর্থাৎ রাম-চরিত-রূপ মানস সরোবর। ইহাতে রাম-কথা-রূপ হাঁস বিচরণ করে। লোকে তুলসীর দেওয়া নাম ছাড়িয়া সোজাসুজি তুলসী-রামায়ণই বলিয়া থাকে।

তুলসী যে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার মন-গড়া জিনিস। উহা বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ নয়। বাল্মীকির রামায়ণ ছাড়া অন্য যে সকল গ্রন্থে রাম-কথা আছে তুলসীদাস সকলেরই সাহায্য লইয়া নিজের অন্তরের তৃপ্তির জন্য এই রামায়ণ লিখিয়াছেন।

তুলসী সকলকেই ডাকিয়া বলিতেছেন যে, জীবন সফল করার জন্য রাম-ভক্তি চাই। রাম-কথা পড়িলে রাম-ভক্তি আসিবে, মন শান্ত হইবে, দুঃখ-শোক দূর হইবে। তাঁহার রামায়ণ ভক্তির ভাব জাগাইবার ও তাহা পুষ্ট করিবার বিশেষ সহায়ক। রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র। তিনি মাতার ষড়যন্ত্রে বনে গিয়া দুঃখ পান। রাবণ সীতা হরণ করিয়া লইয়া গেলে তিনি যুদ্ধ করিয়া রাবণকে বধ করেন ও সীতাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন।

রামচন্দ্র মানুষের মতই চলিয়া-ফিরিয়া সুখে-দুঃখে জীবন কাটাইয়াছেন। সেইজন্য রামকে আদর্শ চরিত বলিয়া ধরা যাইতে পারে কিনা তাহা লইয়া

বাদানুবাদ আছে। কোনও কোনও বিদ্বান ব্যক্তি রামকে কেবলমাত্র সমালোচকের চক্ষে দেখেন। ঈশ্বরই যে রাম অবতার হইয়া নিজ কার্য করিয়া গিয়াছেন সে অনুভূতি না থাকায় রামকে তাঁহাদের বিচারে এমন একজন লোক বলিয়াই কেবলমাত্র ধরা হয় যিনি রাবণ-বধাদি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ প্রকারের রামে তুলসীদাসের প্রয়োজন নাই। তুলসীর রাম তাঁহার ইষ্টদেব, জগৎপিতা, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, ভক্তের দুঃখহারী, প্রভু।

তুলসীদাস নিজে যে রস আস্বাদ করিয়াছেন সে রস সকলকেই বিলাইতে চাহেন। উহার প্রধান বাধা বুদ্ধির বাধা। যে রাম মানুষের সন্তান, যিনি স্ত্রী বিরহে কাতর হইয়া বনে বনে পথে পথে সীতাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন, যাঁহাকে মেঘনাদ নাগপাশে বাঁধিয়া কাবু করিয়া ফেলিতে পারেন তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান—একথা কেমন করিয়া বলা যায় ?

বুদ্ধির এই প্রশ্নকে তুলসীদাস একটি বড় স্থান দিয়াছেন এবং উহাকে অবলম্বন করিয়া রামের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া রাম-চরিত খুলিয়া দেখাইয়াছেন।

'রামচরিতমানসের' অবতরণিকায় যেখানে রাম-কথা শুরু হইল সেইখানে 'রাম কে' এই প্রশ্ন লইয়াই তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যাজ্ঞবল্ক্য আসিয়াছেন। তিনি প্রয়াগে আসিয়াছিলেন মকর-স্নান করিতে। ফিরিবার পূর্বে ভরদ্বাজকে দেখিতে যান। ভরদ্বাজ গুরুকে বলিলেন—তাঁহার একটা বড় বিষয়ে সন্দেহ আছে, উহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে।

রাম কবন্ প্রভু.........কহহু বিবেকু বিচারী॥ (বালকাণ্ড দোহা ৪৬।৩...)

"হে প্রভু, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে 'রাম কে ?' হে কৃপানিধি, আমাকে তুমি বুঝাইয়া বল। এক রাম ত' ছিলেন অযোধ্যাপতি দশরথের কুমার। তাঁহার চরিতকথা সকলেই জানে। তিনি স্ত্রী বিরহে বড় দুঃখ পান ও রাগ করিয়া রাবণকে যুদ্ধে মারেন। হে প্রভু, শিব যাঁহাকে জপ করেন তিনিই কি সেই রাম অথবা অপর কেহ ? তুমি সত্য-পরায়ণ ও সর্বজ্ঞ। তুমি জ্ঞানের সহিত বিচার করিয়া বল।"

ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য হাসিয়া বলেন যে, তুমি ত কায়মনোবাক্যে রাম-

ভক্ত, তোমার চাতুরী আমি জানিয়াছি। তুমি রাম-গুণ শুনিতে চাও বলিয়াই এমন বোকা সাজিয়া প্রশ্ন করিয়াছ যে, রাম কে—তিনিই কি ভগবান ?

এই প্রশ্ন হইতে তুলসী-রামায়ণ আরম্ভ। তুলসীদাস আর একটু অগ্রসর হইয়া বালকাণ্ডেই সতীর মুখ দিয়া সেই প্রশ্নই করিতেছেন—রাম কে ? রাম তখন দণ্ডক বনে। সেই স্থান দিয়া শিব সতীকে লইয়া চলিয়াছেন। তখন—

বিরহ বিকল.........ফিরত দোউ ভাঈ॥ (বালকাণ্ড দোহা ৪৯।৪)

সীতা আশ্রমে নাই। রাম বিকল হইয়া খুঁজিতেছেন।

হা গুন খানি ....দেখী সীতা মৃগনৈনী॥ (অরণ্যকাণ্ড দোহা ৩০।৪...)

রামচন্দ্র তরুলতা পশু-পক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়াছেন যে, তাহারা মৃগ-নয়নী সীতাকে কি দেখিয়াছে ? এমনি ব্যাকুল অবস্থায় শিব রামকে দেখিতে পান। রামকে তিনি নিজ ইষ্টদেব জানিয়া 'জয়সচ্চিদানন্দ' বলিয়া প্রণাম করিলেন। শিব এত অভিভূত হইলেন যে, তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইল। শিবের এই অবস্থা দেখিয়া সতী আশ্চর্য হইলেন। যিনি জগতের পূজ্য, বিশ্বেশ্বর শিব, তিনি আবার একজন রাজার ছেলেকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া প্রণাম করিলেন—ইহা দেখিয়া সতী বড় সন্দেহে পড়িলেন।

শিব সতীকে বুঝাইয়া সন্দেহ করিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, 'যে রামের কথা আমরা এইমাত্র অগস্ত্য ঋষির নিকট শুনিতেছিলাম, যাঁহাকে ভক্তি করার কথা আমি মুনিকে শুনাইলাম ও যিনি আমার ইষ্টদেব, ইনিই সে রাম।'

কিন্তু সতীর সন্দেহ যায় না। সতী ভাবেন যে, যদি বিষ্ণু দেবতাদের হিতের জন্য মানুষের শরীর ধারণ করিয়া থাকেন, তবে ত তিনিও শিবেরই মত সর্বজ্ঞ। সেই বিষ্ণু কি অজ্ঞের মত স্ত্রী খুঁজিয়া বেড়াইতে পারেন ?

খোঁজই সো কি শ্রীপতি অসুরারী॥ (বালকাণ্ড দোহা ৫১।১)

সতীর মনে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। তিনি তখন শিবের কথায় রামকে পরীক্ষা করিতে যান। গিয়া রামকে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া যান। সতী সীতার বেশ ধরিয়া রামকে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া শিব তাঁহাকে ত্যাগ করেন। পরে সতী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের ঘরে পার্বতী হইয়া জন্মিয়া শিবকে পাইবার জন্য অনেক হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা

করেন। বিবাহের পর পার্বতী শিবকে আবার সেই প্রশ্নই করেন যে, 'রাম কে ? পূর্বজন্মে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তখন ভাল করিয়া বুঝি নাই, আবার বল।'

রামু সো অবধ.......অলখগতি কোঈ।। (বালকাণ্ড দোহা ১০৮।৪)

'যিনি অযোধ্যার রাজপুত্র তিনিই রাম অথবা তিনি আর কোনও অজন্মা, গুণরহিত পুরুষ, যাঁহার গতি দেখা যায় না।'

জৌঁ নৃপ তনয়.............অতি মোরি।। (বালকাণ্ড দোহা ১০৮)

'যদি রাজপুত্রই হয়, তবে ব্রহ্ম কেমন করিয়া হইল ? স্ত্রীর বিরহে রামের বুদ্ধিই ত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অথচ এদিকে রামচরিত দেখিয়া, তাঁহার মহিমার কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিতেছে।'

শিব পার্বতীকে আবার উপদেশ দেন। বলেন—

ঝূঠেউ সত্য জাহি.....জপত জিসু নামু। (বালকাণ্ড দোহা ১১২।১)

'তিনি রাম যাঁহাকে না জানিলে মিথ্যাও সত্য বলিয়া মনে হয়, যেমন দড়িকে সাপ বলিয়া ভুল হয়। জাগিলে যেমন স্বপনের ভুল মিলিয়া যায়, তেমনি রামকে জানিলে জগৎ হারাইয়া যায়। যাঁহার নাম জপিলে সকল সিদ্ধিই সুলভ হয় সেই বালক রামকে বন্দনা করি।'

পার্বতী যে প্রশ্ন করিলেন ও রাম-কথা শুনিতে চাহিলেন সেজন্য শিব তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার একথাও বলিলেন—

এক বাত নহিঁ মোহি....ধরহিঁ মুনি ধ্যানা।। (বালকাণ্ড দোহা ১১৪।৪)

'তুমি মোহবশে বলিলেও তোমার একটা কথা আমার কাছে ভাল লাগে নাই। তুমি বলিয়াছ যে, যাঁহার কথা বেদ বলে, মুনিরা যাঁহার ধ্যান করে, তিনি রাম—কি আর কেহ ?'

কহহিঁ সুনহিঁ অস.........ঝূঠ ন সাচ।। (বালকাণ্ড দোহা ১১৪)

এমন কথা সেই মানুষেরাই বলে ও শোনে যাহাদিগকে মোহ-পিশাচ পাইয়া বসিয়াছে, যাহারা পাষণ্ড, যাহারা হরিপদে বিমুখ, যাহারা সত্য-মিথ্যা জানে না। এইভাবে নর-দেহ-ধারী রাম যে নির্গুণ ব্রহ্ম তাহাই বুঝাইতে গিয়া বলেন—

জো গুন রহিত........নহিঁ জৈসেঁ।। (বালকাণ্ড দোহা ১১৬।২..)

'গুণরহিত যিনি তিনিই সগুণ হ'ন, যেমন জল ও বরফ একই জিনিস—ভিন্ন নয়।'

জগত প্রকাস্য.......ইব মোহ সহায়া॥ (বালকাণ্ড দোহা ১১৭।৪)

'রামচন্দ্রই দৃষ্টিগোচর জগৎ, তিনিই জগতের প্রকাশক, তিনিই মায়া পতি, জ্ঞান ও গুণের আলয়। তিনি সত্য, মায়া অসত্য। কিন্তু তাঁহারই রচিত মোহবশে মিথ্যামায়া সত্য বলিয়া বোধ হয়।'

রজত সীপ মহুঁ.....সকই কোউ টারি॥ (বালকাণ্ড দোহা ১১৭)

'ঝিনুক দেখিয়া রূপা বলিয়া বোধ হয়, সূর্য কিরণকে মরীচিকায় জল বলিয়া মনে হয়। ইহারা ত্রিকালে মিথ্যা হইলেও এ ভ্রম দূর করা যায় না।'

এহি বিধি জগ.........দূরি দুখ হোঈ॥ (বালকাণ্ড দোহা ১১৮।১)

'তেমনিভাবে জগৎ রামচন্দ্রের আশ্রিত হইয়া আছে। ঐ জগৎ অসত্য হইলেও দুঃখ দেয়। স্বপ্নে মাথাকাটা গেলে যেমন দুঃখ হয়, না জাগা পর্যন্ত যেন সে দুঃখ যায় না তেমনি রাম যে কে তাহা না জানা পর্যন্ত জগতের মিথ্যা দুঃখ যায় না।'

রামচন্দ্র কেমন ?

বিনু পদ চলই .....জাই নহিঁ বরনী॥ (বালকাণ্ড দোহা ১১৮।৩-৪)

'তাঁহার পা নাই তবুও তিনি চলেন, কান বিনাই শোনেন, হাত না থাকিলেও কাজ করেন, কথা না বলিলেও তিনি বড় বক্তা, শরীর না থাকিলেও স্পর্শ করেন, চোখ না থাকিলেও তিনি দেখেন, নাক না থাকিলেও তিনি গন্ধ লন, এমনি সকল রকম কার্য তাঁহার অলৌকিক। তাঁহার মহিমা বর্ণনা করা যায় না।'

সোই দসরথ সুত......কোসলপতি ভগবান। (বালকাণ্ড দোহা ১১৮)

'ভক্তের মঙ্গলের জন্য সেই অরূপ ভগবানই কোশলপতি রামচন্দ্র হইয়াছেন।'

সোই প্রভু মোর.........উর অন্তরজামী॥ (বালকাণ্ড দোহা ১১৯।১)

'সেই চরাচরের স্বামীই আমার প্রভু রঘুনাথ, তিনি সকলের হৃদয়ের কথাই জানেন !'

রাম সো পরমাতমা.....সকল গুন জাহীঁ॥ (বালকাণ্ড দোহা ১১৯।৩)

'শঙ্কর বলিলেন—ভবানী, রাম সেই পরমাত্মা, এ বিষয়ে তোমার ভুল করাটা বড় অন্যায় হইয়াছে। এ রকম সন্দেহ মনে আনিলেও জ্ঞান, বৈরাগ্য ও সকল গুণ চলিয়া যায়।'

এমনি করিয়া উপদেশ দিয়া শঙ্কর পার্বতীকে শান্ত করিলেন। পার্বতীর তপস্যা ছিল, সংস্কার ছিল, তিনি এবার বুঝিলেন। কিন্তু সকলে ত বুঝে না। যাহারা বুঝে না তাহারা বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা কেবলই প্রশ্ন করিতে থাকে—সর্বজ্ঞ হইলে অজ্ঞের মত ঘুরিয়া বেড়াইলেন কেন ? ইচ্ছা করিলেই ত রাবণকে মারিতে পারিতেন, তবে রাবণকে মারিতে এত বেগ পাইতে হইল কেন ? তিনি অমন করিয়া পিছন হইতে ব্যাধের মত বালীকে বধ করিলেন কেন ? সীতার অগ্নিপরীক্ষা করিলেন কেন ? এমনি সকল প্রশ্ন তুলিয়া মানুষকে তাহার বুদ্ধি বিব্রত করে। এই বুদ্ধিকে ঠিক পথে চালাইবার প্রশ্ন এখন আসিয়া পড়িতেছে।

মেঘনাদ রামকে নাগপাশে বাঁধিলে গরুড় গিয়া সে বাঁধন কাটিয়া দিয়া আসিল। ইহাতে গরুড়ের মোহ হইল। সে শুনিয়াছে যে রাম বিষ্ণু অবতার। সে কেমন অবতার যাহাকে বাঁধা যায়, আর গরুড়ের সাহায্যে যাঁহার বাঁধন কাটিতে হয় ?

ব্যাপক ব্রহ্ম ......নাগপাস সোই রাম॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ৫৮।৪...)

'শুনিয়াছিলাম যে, ব্যাপক ব্রহ্ম, বিরজ বাক্‌পতি, মায়া মোহের অতীত পরমেশ্বর রাম অবতার লইয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম—তাঁহার কোনও প্রভাব নাই। যাঁহার নাম জপ করিয়া লোকে ভব-বন্ধন হইতে মুক্তি পায়, ক্ষুদ্র রাক্ষস তাঁহাকে নাগপাশে বাঁধে ?'

গরুড়ের মানসিক অশান্তি হইল। সে নারদকে জিজ্ঞাসা করিল। নারদ বলিলেন—ঐ প্রকার মোহ তাঁহাকে অনেক নাচাইয়াছে, গরুড় যেন ও কথা ব্রহ্মাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে। ব্রহ্মা বলিলেন—ঐ মায়া আমাকেও অনেক নাচাইয়াছে। তুমি গিয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা কর। শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—

তবহিঁ হোই সব......... দৃঢ় অনুরাগ॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ৬১।২..)

তুলসী মহেশ্বরের মুখ দিয়া এইবার শেষ কথা বলাইলেন—'অনেকদিন

সৎসঙ্গ করিলে তবে সন্দেহ যায়। সৎসঙ্গে হরিকথা শুনিবে। নানাপ্রকারে মুনিরা উহা গাহিয়া থাকেন। সে কথার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে ঐ একই বিষয়েরই প্রমাণ করা হয় যে, প্রভু রাম হইতেছেন ভগবান। সৎসঙ্গ ছাড়া রাম-কথা হয় না। রাম-কথা ছাড়া মোহ যায় না। আর মোহ না গেলে রাম পদে গভীর অনুরাগ হয় না।

ভক্তি না হইলে বিশ্বপতি রামই যে ভগবান সে বিশ্বাস আসে না। রাম ত ভক্তের জন্যই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

ভগত হেতু ভগবান.....ধরহিঁ ইমি স্বামী॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ৭২ক)

'ভক্তের হিতের জন্যই ভগবান রাম-রাজার শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের মত অথচ পরম পবিত্র চরিত্র তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু রামের মানুষ-রূপ সম্পূর্ণ নিজের রূপ নয়। কোনও নট যেমন নানাপ্রকার বেশ ধরিয়া নৃত্য করেন ও যে বেশ ধরিয়াছেন সেইরূপ ভাব দেখান, কিন্তু সে সকল ভাবের কোনওটাই নটের নিজের নয়, ভগবানও তেমনি নটের মত, মানুষ হওয়ার নাটকে রাম সাজিয়াছিলেন'। ইহাই রাম-চরিত বুঝিবার ও আলোচনা করিবার প্রথম ধাপ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।........

অবতার রাম জন্মিয়াছেন, খেলা করিয়াছেন, বিবাহ করিয়াছেন, যুদ্ধ করিয়াছেন। বাল্মীকি ও তুলসীদাসের রামও এই-সকলই করিয়াছেন, কেবল তাঁহার উপর পূর্ণত্ব আরোপিত হইয়াছে। অপূর্ণের উপর পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া মানুষ নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া লইতেছে। পদে পদেই মানুষ-রূপধারী অপূর্ণ অবতারের অপূর্ণত্ব ও ত্রুটি ধরা যাইতে পারে। কিন্তু নিজের হিতের জন্য তাহা না করিয়া, আদর্শ পুরুষত্ব তাঁহাতে আরোপ করিয়া লোকে কার্য সিদ্ধ করিয়া আসিতেছে, ভক্তি সমর্পণ করিতেছে। যাঁহারা রাম-চরিত্রে মানুষের দোষ-গুণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার বিচার করিতে চাহেন, আদর্শত্ব বা ঈশ্বরত্ব আরোপ করিতে চাহেন না, তাঁহারা তাহা করুন, ভক্তের তাহাতে ক্ষতি নাই। ভক্ত যাহা চায়, রামচন্দ্রে পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া সে তাহা পায়। যে পথে সে চলিতে চায়, কাল্পনিক পূর্ণ অবতারের নিকট হইতেই সে তাহার সন্ধান পায়। সেই কাল্পনিক অবতার

তাহার কাছে ইতিহাসের লোক অপেক্ষাও সত্য।

রামচন্দ্র মানব-চরিত্র অভিনয় করিয়া আমাদিগকে ধন্য হওয়ার পথ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্ম-কর্মের চিন্তা আমাদিগকে মুক্তি পথে লইয়া যায়। এক খণ্ড শিলার ত কোনও চরিত্র নাই, তথাপি মানুষ তাহাতেও পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া শাল-গ্রাম শিলাকে ভক্তি দিয়া নিজের যাহা পাওয়ার তাহা পাইয়া থাকে। তুলসীদাসের অভিজ্ঞতা এই যে, যতরকম আরোপ ও কল্পনাই করা যাউক, রাম-নামে ও রাম-ভক্তিতে যত সহজে কাজ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। মুক্তিপথের দীন পথিকের নিকট এই আশ্বাসের কথার মধ্যে মন্ত্র-শক্তি রহিয়াছে। এই দিক দিয়াই রাম-চরিত বিচার করার বিষয়। প্রত্যেক ঘটনাটি লইয়া চুল চিরিয়া বিচার করিলে বুদ্ধির দাবা খেলা হইবে। কিন্তু দাবা খেলা যেমন সত্যই চতুরঙ্গ সেনায় সেনায় যুদ্ধ নয়, তেমনি ঐ ভাবের রাম-চরিত্র আলোচনাও অলীক।

রাম হরিণ শিকার করিতেন—

বন্ধু সখা সঁগ.......... দেখাবহিঁ আনী॥ (বালকাণ্ড ২০৫।১)

তুলসীদাস এই বর্ণনা দিয়াছেন। যাঁহার সর্বজীবে সমদৃষ্টি তিনি অকারণ প্রাণীবধ করিতেন। ইহাই কি আদর্শ চরিত্র ? উত্তরে বলা যায় যে, তখনকার দিনে রাজার ছেলের মৃগয়া করা একটা অবশ্য করণীয় কাজ ছিল। তিনি সমসাময়িক লোকাচার-সম্মত কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মনুষ্য-চরিত্র অনুসরণ করিয়াই মানুষকে মোক্ষ পাওয়ার অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর হিসাবে বিচার করিলে তাঁহার প্রত্যেক কাজের জন্যই তাঁহাকে দোষ দিতে হয়। স্ত্রী-বিরহে তিনি কেনই বা কাতর হইলেন ? তিনি সর্বজ্ঞ ও আদর্শ চরিত্র হইলেও ঐ সময় সাধারণ মানুষের মতই আচরণ করিয়া গিয়াছেন। তাহা করিয়াছেন বলিয়াই রাম-চরিত্র এত মধুর, এত চিত্তাকর্ষক ও এত শক্তিশালী হইয়াছে।.......

সুভ আচরণ কতহুঁ...ধরা অকুলানী॥ (বালকাণ্ড দোহা ১৮৩।৪..)

'কোনও স্থানে আর কোনও শুভ আচরণ রহিল না। কেহ আর দেবতা-ব্রাহ্মণ ও গুরুকে মানে না। হরি-ভক্তি নাই। যজ্ঞ জপ দানাদি নাই। স্বপ্নেও বেদ ও পুরাণ কেহ শুনে না। জপ যোগ বিরাগ তপস্যা যজ্ঞ এ সকলের কথা

কানে শুনিলেই রাবণ উঠিয়া নিজেই ছোটে। সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। সংসার এমন ভ্রষ্টাচারী হইল যে ধর্মের কথা আর কানেও শোনা যায় না। যে বেদ-পুরাণের কথা বলে তাহাকে নানা ভয় দেখাইয়া দেশের বাহির করা হয়। পার্বতী, যাহাদের আচরণ এইরূপ তাহারা রাক্ষস বলিয়া জানিবে। ধর্মের গ্লানি দেখিয়া পৃথিবী বড় ভীত ও আকুল হইলেন।'

রামের সহিত রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল। রাবণ রাক্ষসদের রাজা। রাক্ষস কাহারা ? যাহারা শুভ আচরণ করিতে দেয় না, দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু মানে না, যজ্ঞ পণ্ড করে, সংসার ভ্রষ্টাচারী করে, বেদ-পুরাণের কথা বলিলে তাহাকে দেশ ছাড়া করিয়া তাড়াইয়া দেয়, তাহারাই রাক্ষস জানিবে। এইসকল রাক্ষস খুঁজিতে বেশী দূর যাইতে হয় না, মানুষের হৃদয়েই এই রাক্ষসদল বাস করে। তাহাদের সর্দার বা রাজাও হৃদয়েই বাস করে। এই রাক্ষসদের অত্যাচারে পৃথিবী পীড়িতা হইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

গিরি সরি সিন্ধু......রাবন ভয় ভীতা।। (বালকাণ্ড দোহা ১৮৪।৩..)

'পৃথিবী কাঁদিয়া বলে, একজন পরদ্রোহী আমার কাছে যত ভার, পর্বত নদী সাগর এ সকল আমার কাছে তত ভার বোধ হয় না। আমি সকল ধর্ম বিপরীত দেখিতেছি, রাক্ষস-ভয়ে ভীত হইয়া কিছু বলিতে পারিতেছি না।' কিন্তু এক পরদ্রোহ রূপ রাক্ষস নয়, নানা হিংস্র ও পাপ বৃত্তির রাক্ষস পুষিয়া মানুষ হৃদয়পুরকে রাবণপুরী লঙ্কা করিয়া রাখিয়াছে।

পৃথিবী কাঁদিয়া ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—তাঁহার দ্বারা কিছুই হইবে না, অন্য কোনও দেবতার দ্বারাও কিছুই হইবে না। তাঁহারা সকলেই রাবণ ভয়ে ভীত। একমাত্র বিষ্ণু রক্ষা করিতে পারেন। তখন গাভীর বেশে পৃথিবী ও দেবতারা মিলিয়া উতলা হইয়া খুঁজিতে লাগিলেন যে, কোথায় বিষ্ণুকে পাওয়া যায়। কেহ বলে—চল বৈকুণ্ঠে যাই, কেহ বলে—তিনি ক্ষীর সমুদ্রে বাস করেন।

পুর বৈকুণ্ঠ জান..... বস প্রভু সোঈ।। (বালকাণ্ড দোহা ১৮৫।১)

শিব ছিলেন রাম-ভক্ত। রাম বা বিষ্ণু কোথায় থাকেন তাহা তিনি জানিতেন। শঙ্কর বলিলেন—

তেহিঁ সমাজ গিরিজা...... জিমি আগী।। (বালকাণ্ড দোহা ১৮৫।২...)

'সেই সকলের মধ্যে আমিও ছিলাম। অবসর পাইয়া একটা কথা বলিলাম। যাহার হৃদয়ে ভক্তি যেমন, প্রভু সেইভাবে, সেখানে প্রকাশ হ'ন—ইহাই রীতি। হরি সকল স্থানে সমানভাবে ব্যাপ্ত আছেন। আমি জানি—তিনি প্রেমের বলে প্রত্যক্ষ হ'ন। দেশে কালে দিকবিদিকে কোথায়ই বা তিনি না আছেন ! সর্বশূন্য বৈরাগী প্রভু, স্থাবর জঙ্গমে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। আগুন যেমন কাঠের ভিতরই আছে, ঘষিলেই প্রত্যক্ষ হয়, হরিও তেমনি হৃদয়েই আছেন—প্রেমেই প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দেন।'

রাক্ষসেরা হিংসা, পরদ্রোহ, লোভ ও কামাদির রূপ লইয়া হৃদয়-ক্ষেত্রকে পীড়িত করিতেছিল। হরি তাহাদিগকে দমন করিবেন। হরি বা রামও হৃদয়ের ভিতরই আছেন, চাই কেবল রাম-ভক্তি। তাহা হইলেই তিনি প্রকাশ হইতে পারেন।

হৃদয়ে যখন রাক্ষসের উৎপাতের বোধ দেখা দেয় তখনই রাম-জন্মের সূচনা হয়। দেবতারা যখন রাক্ষস দ্বারা পীড়িত হইয়া বিষ্ণুকে খুঁজিতেছিলেন এবং শিব তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন যে, বিষ্ণুকে খুঁজিতে কোথাও যাইতে হইবে না, নিজের হৃদয়ের মধ্যে খুঁজিলেই তাঁহার দেখা পাওয়া যাইবে, তখন দেবতারা শ্রীভগবানের স্তুতি আরম্ভ করিলেন। ভগবান প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, তিনি দশরথ রাজার ঘরে পুত্ররূপে জন্মিবেন। কেননা মনু ও শতরূপা তাঁহাকে পাওয়ার জন্য অনেক তপস্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাই এ জন্মে দশরথ ও কৌশল্যা রূপে জন্মিয়াছেন।

কস্যপ অদিতি...... সো চারিউ ভাঈ॥ (বালকাণ্ড দোহা ১৮৭।২...)

রাবণের উৎপাতে হৃদয়ের প্রভু জাগিয়া উঠিয়া রাক্ষস মারার সংকল্প লইলেন। রাবণ সদলে মারা গেল। রাক্ষসের শক্তি কম নয়। সে সমস্ত সৎগুণ দাবাইয়া রাখিয়াছিল। সে পার্থিব শক্তিতে পূর্ণ। সেই শক্তি অর্জনের জন্য সেও তপস্যাই করিয়াছে। সেই তপস্যার ফলে রাবণ ক্রমশ অধিক করিয়া রাজসিকতাই পাইয়াছে। সীতাকে হরণ করিয়া সে জগৎপিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যাহার হৃদয়ে রাম-ভক্তি আছে সেখানে কালক্রমে রাক্ষসের পরাজয় হয়। সহজে ত দুষ্ট বৃত্তি পরাজয় মানে না। বিপুল যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়। রাবণ মরিয়াও মরে না—বারবার মাথা গজাইয়া উঠে।

দুষ্প্রবৃত্তি ও হিংসা নির্মূল করা বড়ই শক্ত। অবশেষে রাবণ মরিলে ধর্মরাজ্য বা রামরাজ্য হৃদয়ে স্থাপিত হয়।

ইহাই রাম-রাবণের যুদ্ধের অন্তরের দিক। ইহার বাহিরের দিক হইতেছে রাম অবতারের অযোধ্যায় জন্ম ও কর্ম। সে কাহিনীও পবিত্র, মঙ্গলদায়ক ও ভক্তিপ্রদ। রামায়ণের ভিতর দিয়া এই দুইটা ধারা—একটা বাহিরের, একটা অন্তরের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। দুই-ই মনোহর, দুই-ই ভক্তিদায়ক। ইহার বর্ণনা করিতে করিতে তুলসী বারবার মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন—'এমন প্রিয়, এমন হিতকারী, এমন নিকটতম প্রভু রামকে কেন না ভজনা করিবে ?'

যাঁহারা রামায়ণের বাহ্যিক ধারায় খাঁটি ইতিহাস খোঁজেন তাঁহাদিগকে বাল্মীকি ঋষি প্রথমেই ব্যর্থ করিয়া রাখিয়াছেন। স্বর্গ-পাতাল দৈত্য-দেবতা আনিয়া, রাবণের ঘাড়ে দশটা মাথা চাপাইয়া, তাহাকে যখন মায়া-মূর্তি ধরার শক্তি দিয়া বানর, ভালুক ও পাখীকে দিয়া কথা বলাইয়া, হনুমানকে কখনও বা মাছির মত ছোট, কখনও বা শত যোজন পরিমিত করিয়া, অতিপ্রাকৃত করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, কেহ যেন ইহার মধ্যে ইতিহাস না খোঁজেন।

এই রাম-কথার একজন প্রধান বক্তা কাক-ভূষণ্ডী। সে কালের অতীত। মহাপ্রলয়েও তাহার মৃত্যু নাই। শুদ্ধ ভক্তিই কাকের রূপ ধরিয়া আছে। ধর্মের ও সত্যের মতই সে কাক অবিনশ্বর। বারবার কল্পে কল্পে রাম অযোধ্যায় জন্মিতেছেন, বারবার কাক তাঁহার শিশুলীলা দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছে।

জব জব অবধপুরীঁ.....সুখ লহউঁ।। (উত্তরকাণ্ড দোহা ১১৪।৬)

যে অযোধ্যা কল্পে কল্পে দেখা দেয়, বারবার যে অযোধ্যায় রামের জন্ম হয়, যে দণ্ডকবন হইতে রাবণ বারবার সীতা হরণ করে, যে অযোধ্যায় বারবার রামের অভিষেক হয়, সে কোন্ ইতিহাসের, কোন্ ভূগোলের রাম-সীতা, অযোধ্যা ও দণ্ডক বন ?

কিন্তু, তাই বলিয়া বাহ্যিক ধারায় ঘটনা, স্থান ও চরিত্রগুলি কি অসত্য ? এই রাম-সীতার কাহিনী, রামের জন্ম, বাল্যলীলা, সীতার সহিত রামের সাক্ষাৎ, ধনুর্ভঙ্গ, বিবাহ, কৈকেয়ীর মন্ত্রণা, রামের বনবাস, রাবণের সীতা-হরণ, লঙ্কায় যুদ্ধ—এ সকল কি অসত্য ? **আমি দৃঢ়ভাবে বলি যে, উহা**

কখনও অসত্য নয়। ইতিহাস হিসাবে উহার কোনও স্থান নাই। কল্পলোকে উহা সৃষ্ট। ঐতিহাসিক সত্যও হয়ত কিছু আছে। কিন্তু তাহা হইলেও সকল মিলিয়া কাহিনীটা ইতিহাসের কাহিনী অপেক্ষাও সত্য। সীতা-রাম সত্য ও বাস্তব। তাঁহারা এই ভারত-ভূমিতে বাস করিয়া গিয়াছেন, ঐ অযোধ্যা, ঐ চিত্রকূট তাঁহারা পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। যে যে স্থান দিয়া সীতাদেবী শুধু পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছেন সেই সেই স্থানের ধূলিকণা পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। সেই ধূলিতে জন্মিয়া ভারতীয় কন্যারা নির্মল হইয়াছে, সাধ্বী হইয়াছে।

রামায়ণের অঙ্গীভূত হর-পার্বতী কাহিনী, সতীর দক্ষ-যজ্ঞে দেহ নাশ, পরে পর্বত গৃহে জন্ম, নারদের উপদেশ, উমার হাজার হাজার বৎসর তপস্যা—এ সকল কি মিথ্যা ? এ সকল মিথ্যা নহে—ইতিহাসের সত্য অপেক্ষা অধিকতর সত্য। এমন সত্য যে, সারা ভারতের হিন্দুই নিজ অনুভূতি ও ধর্মবিশ্বাস হইতে উহার সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া সত্য বলিয়া প্রমাণ দিবে।

রামায়ণ পড়িতে এই অনুভূতি ও এই বিশ্বাসের সাক্ষ্য লইয়া পড়িলে ফল পাওয়া যাইবে। রামায়ণকে ছেলে-ভুলানো গল্প বলিয়া যিনি মনে করেন তিনি কৃপার পাত্র। রামায়ণের হয়ত বা সবটাই কাল্পনিক, হয়ত বা কতকটা তাহার ঐতিহাসিক। কিন্তু সমস্তটুকুই শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছে ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য।

তুলসীদাস লিখিয়াছেন যে, তাঁহার রাম-কথা সকলের জন্য নয়।

যহ ন কহীঅ........সচরাচর স্বামিহি॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ১২৮।২)

এই কথা দুষ্ট, জেদী লোক যাহারা মন দিয়া হরিলীলা শুনে না, তাহাদিগকে বলিবে না। এ কথা কামী ক্রোধীকে ও যে জগৎপতিকে ভজনা করে না, তাহাকে বলিবে না। হয় ভক্তির সহিত পড়িবে, নয় ত পড়িবে না। ইহাই গ্রন্থকর্তার অভিপ্রায়।

তুলসী-রামায়ণ পাঠের পূর্বে ইহার কতকগুলি চরিত লইয়া আলোচনা করিলে শ্রদ্ধার ভাব বৃদ্ধি সম্ভব। তাই এখন কতকগুলি চরিত্র আলোচনা করিব।

———o———

হর-পার্বতী চরিত

তুলসী-রামায়ণের বক্তা শঙ্কর, শ্রোতা পার্বতী। শঙ্করের নিকট হইতে লোমপাদ শুনিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে কাক-ভূষণ্ডী শুনিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে গরুড় শুনিয়াছিলেন। সেই কথা যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজকে শুনান। সেই কথা তুলসী তাঁহার গুরুর নিকট শুনিয়াছিলেন। তুলসী-রামায়ণ প্রধানত যাজ্ঞবল্ক্য-ভরদ্বাজ সংবাদ হইলেও গ্রন্থমধ্যে সাক্ষাৎভাবে ভূষণ্ডী ও গরুড়ের উক্তি ও হর-পার্বতীর উক্তি রহিয়াছে। অনেক দোঁহা ও চৌপাই 'পার্বতী শোন' বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে। আবার অনেকগুলি 'গরুড় শোন' বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

শঙ্কর রাম-ভক্ত, রাম তাঁহার ইষ্টদেবতা ও প্রভু। সেইজন্য শঙ্করের নিজের কথাও তুলসী-রামায়ণের অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। শঙ্করের রাম-ভক্তি দেখিয়া সতীর আশ্চর্য হওয়া সতীর সীতাবেশে রামকে ছলনা করার চেষ্টা, শঙ্করের পত্নী-ত্যাগ ও তপস্যা, সতীর দক্ষ-যজ্ঞে যাওয়া, যোগ-আগুনে মরণ, পর্বতের ঘরে পার্বতী নামে জন্ম লওয়া, পার্বতীর তপস্যা, শিবের ধ্যান ভাঙিতে গিয়া মদন ভস্ম হওয়া, হর-পার্বতী বিবাহ, বরযাত্রা ইত্যাদি সমস্তই পুরানো কাহিনী। কিন্তু তুলসীদাস এগুলি নূতন করিয়া তাঁহার রামায়ণে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা করিতে গিয়া হর-পার্বতীর যে পরিচয় তুলসী দিয়াছেন তাহা অপূর্ব হইয়াছে। উহাতে শিব-ভক্তি যেমন উৎপন্ন হয়, রাম-ভক্তিও তেমনি দৃঢ় হয়। আর সতীর যে চরিত্র তুলসীদাস আঁকিয়াছেন, যে ভাষায় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন, রামায়ণের অঙ্গ হইতে আলাদা করিয়া লইলেও উহার মূল্য যথেষ্ট থাকিয়া যায়। তুলসী-রামায়ণের 'বালকাণ্ড' যে মধুর রসে ভরা, হর-পার্বতী সংবাদ তাহার অনেকখানি যোগাইয়াছে।

শঙ্করের মনের শুদ্ধি প্রথমেই চমক লাগায়। সতী রামকে পরীক্ষা করিতে গিয়া সীতার রূপ লন। রাম তখন সীতার বিরহে নিতান্ত কাতর ছিলেন। সতীকে সীতার বেশে দেখিয়া লক্ষ্মণ চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু রাম যুক্তকরে প্রণাম করিয়া, তিনি দশরথ পুত্র রাম একথা জানাইয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন—'শঙ্কর কোথায়, আপনি বনে একাকী ঘুরিতেছেন কেন ?' সতী একথা গোপন করিলেও শঙ্কর জানিলেন যে, সতী সীতার রূপ ধরিয়াছিলেন।

জোঁ অব করউঁ.......... হোই অনীতী॥ (বালকাণ্ড দোহা ৫৬।৪)

এখন আর সতীর সহিত স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক রাখা যায় না। কিন্তু সতীকে ত্যাগ করাও কঠিন।

পরম পুনীত ....অধিক সন্তাপু॥ (বালকাণ্ড দোহা ৫৬)

সতী পুণ্যবতী, তাঁহাকে ত্যাগ করা যায় না। আবার তাঁহার সহিত পূর্ব সম্পর্ক রাখাও পাপ। প্রকাশ করিয়া শঙ্কর কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না, অথচ হৃদয়ে খুব সন্তাপ হইতেছিল।

তখন সাধারণ মানুষের যাহা করণীয় তিনি তাহাই করিলেন, মনে মনে রামকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

তব শঙ্কর প্রভু পদ........কীন্হ মন মাহীঁ॥ (বালকাণ্ড দোহা ৫৭।১)

শঙ্কর রামকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে স্মরণ করাতে এই ভাব মনে আসিল যে, 'এ-দেহে আর সতীর সহিত আমার সাক্ষাৎ নাই।' শঙ্কর মনে মনে ঐ সঙ্কল্পই লইলেন। তখন দৈববাণী হইল—'তুমি ছাড়া এমন পণ আর কে করিতে পারে—তুমি রামভক্ত ও সমর্থ।'

ইহাতে শঙ্কর চরিত্রে প্রেম, দৃঢ়তা ও পবিত্রতার ত্রিবেণী সঙ্গম হইয়াছে। সঙ্কটকালে রাম-ভক্ত এইপ্রকার সঙ্কল্পের প্রেরণা পাইয়া থাকেন ও সে সঙ্কল্প রক্ষা করার শক্তিও পাইয়া থাকেন।

শঙ্কর তখন তপস্যায় বসিলেন। ৮৭ হাজার বৎসর কাটিয়া গেল। যখন সমাধি ভাঙিল তখন সতী অতি দুঃখে নিকটে আসিতেই শঙ্কর তাঁহাকে বামে না বসাইয়া সম্মুখে বসিতে দিলেন। সতীর কিছুই ভাল লাগে না। তিনি বাপের বাড়ী যাইবেন। সেখানে যজ্ঞ হইতেছে— সেই বাহানায় দিন কতক কাটাইয়া আসিবেন। এজন্য তিনি শঙ্করের অনুমতি চাহিলেন। শঙ্করের গভীর প্রেম এখানে আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর পার্বতীকে যাইতে নিষেধ করিলেন, বলিলেন—বিনা নিমন্ত্রণে যাইতে নাই—

জদপি মিত্র প্রভু পিত.....কল্যানু ন হোঈ॥ (বালকাণ্ড দোহা ৬২।৩)

'যদিও মিত্র, স্বামী, পিতা ও গুরুর গৃহে বিনা নিমন্ত্রণেই যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি যেখানে বিরোধ আছে সেখানে ঐভাবে গেলে কল্যাণ হয় না।'

কিন্তু সতী তাহা শুনিলেন না। শঙ্কর তখন লোক সঙ্গে দিয়া সতীকে পাঠাইয়া দিলেন। দক্ষের ঘরে পতি-পরিত্যক্তা সতী যজ্ঞের দিন উপস্থিত হইলেন। মানুষের পতি-পরিত্যক্তা উপেক্ষিতা মেয়ে তাহার বাপের বাড়ী আসিলে যে করুণ অবস্থা হয়, তুলসীদাস যেন তাহারই ছবি দুই কথায় নিখুঁতভাবে আঁকিয়াছেন—

পিতা ভবন জব........জরে সব গাতা॥ (বালকাণ্ড দোহা ৬৩।১..)

''ভবানী বাপের বাড়ী গেলে দক্ষের ভয়ে কেহই তাঁহাকে সম্মান করিল না। একমাত্র মা-ই আদর করিয়া দেখা করিলেন। বোনেরা দেখা করিতে আসিয়া খুব হাসিতে লাগিল। 'কেমন আছ'—দক্ষ একথাও জিজ্ঞাসা করিল না, তাহার সর্ব শরীর সতীকে দেখিয়া জ্বলিতেছিল।'

ভবানী তখন চারিদিকের অনাদরের আবহাওয়ায় হাঁপাইয়া উঠিলেন। দেখিলেন এ ত তাঁহাকে অসম্মান করা নয়, এ যে শঙ্করকেই অপমান করা। যজ্ঞস্থলে গিয়া দেখেন—সেখানে শিবের যজ্ঞভাগ নাই। তখন তাঁহার অসহ্য হইল, দক্ষের মেয়ে বলিয়া নিজের উপর ধিক্কার আসিল।

জগদাতমা মহেসু......মখ হাহাকারা॥ (বালকাণ্ড দোহা ৬৪।৩-৪)

'জগতের আত্মা হইতেছেন পুরারি মহেশ্বর। তিনি জগতের পিতা, তিনি সকলের হিতকারী। আমার মন্দমতি পিতা তাঁহার নিন্দা করিতেছেন। আমার এই দেহ সেই পিতা হইতে উৎপন্ন। এজন্য চন্দ্রমৌলী বৃষকেতু শঙ্করকে হৃদয়ে রাখিয়া এই দেহ ত্যাগ করিব। এই কথা বলিয়া যোগ-আগুনে শরীর জ্বালাইয়া ফেলিলেন। যজ্ঞক্ষেত্রে হাহাকার উপস্থিত হইল।'

তাহার পরেই সতী গিয়া পর্বতের ঘরে জন্মিলেন, হিমালয়ের আর সুখের শেষ নাই।

জব তেঁ উমা......রামভগতি কে পাএঁ॥ (বালকাণ্ড দোহা ৬৫।৪...)

'যখন হইতে উমা হিমালয়ের ঘরে আসিলেন তখন হইতে সেখানে সকল সিদ্ধি ও সম্পদ ভরিয়া উঠিল। মুনিরা আসিয়া সেখানে আশ্রম করিয়া

বাস করিতে লাগিলেন। হিমালয়ও তাঁহাদিগকে উপযুক্ত স্থান দিলেন। নদীসকলে পবিত্র জল বহিতে লাগিল, সকল পশু পক্ষী পতঙ্গ সুখী হইল। সকল জীবই স্বাভাবিক শত্রুতা ত্যাগ করিল। সকলে হিমালয়কে ভালবাসিতে লাগিল। কেহ রাম-ভক্তি পাইলে সে যেমন দেখিতে সুন্দর হয়, হিমালয়ের ঘরে গিরিজা আসায় তাঁহার সেই মত শোভা হইল।'

এই মধুর অবস্থার মধ্যে পার্বতী নারদের পরামর্শে শিবের জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন। শিব বিবাহ করিতে সম্মত হইলে সপ্ত ঋষিরা আসিয়া পার্বতীকে পরীক্ষা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—দুষ্ট নারদের কথায় শিবের জন্য তপস্যা করা বেকুবী। শিব কি করিয়াছেন ?

পঞ্চ কহেঁ ....কি নারি খটাহিঁ।। (বালকাণ্ড দোহা ৭৯।৪...)

পাঁচজনের কথায় শিব সতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন পরে তাঁহাকে অনাদর করিয়া মরিয়া যাইতে দেন। এখন দিব্য ঘুমাইয়া কাল কাটাইতেছেন, কোনও কষ্ট নাই—ভিক্ষা করিয়া খাইতেছেন। এমন স্বভাবতই একাকী লোকের ঘরে কি স্ত্রীর স্থান আছে ?'

কিন্তু পার্বতী অটল থাকিলেন। তখন সপ্ত ঋষিদের কন্যা পছন্দ হইল। তাঁহারা শঙ্করকে খবর জানাইলেন ও পরে বিবাহের সম্বন্ধ পাকা করিতে আসিলেন। কিন্তু আবারও পরখ না করিয়া পার্বতীকে লওয়ার পাত্র সপ্ত ঋষিরা নহেন। এদিকে মদন ভস্ম হইয়াছে। তখন তাঁহারা আসিয়া পার্বতীকে তামাসা করিলেন—

কহা হমার ন সুনেহু......জারেও কামু মহেস।। (বালকাণ্ড দোহা ৮৯)

'তখন নারদের উপদেশে আমাদের কথা শোন নাই। এখন ত তোমার শঙ্করকে বিবাহ করার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইল। মহেশ্বর মদনকে ভস্ম করিয়াছেন।'

ইহার উত্তরে পার্বতী যে কথা বলিলেন তাহা তাঁহাকে ও সমস্ত ভারতের নারীকে শাশ্বত কালের জন্য ধন্য করিয়াছে।

সুনি বোলীঁ মুসুকাই........কী নাঈ।। (বালকাণ্ড দোহা ৯০।১-৪)

'মুনিদের কথা শুনিয়া ভবানী হাসিয়া বলেন—জ্ঞানী মুনিগণ আপনারা ঠিকই বলিয়াছেন। কেননা আপনারা এই জানেন যে, শঙ্কর এতদিন সবিকার

(কামী) ছিলেন, এইবারে কামকে দগ্ধ করিলেন। কিন্তু আমি ত জানি, শিব বরাবরই যোগী। তিনি অজ, অনবদ্য, অকাম, অভোগী। এই কথা জানিয়াই যদি আমি কায়-মন-বাক্যে প্রীতির সহিত শিবের সেবা করিয়া থাকি তবে হে মুনিগণ, আপনারা জানিবেন যে, আমার শিবকে বিবাহ করার পণ ঈশ্বর সত্য করিবেন। আপনারা যে বলিলেন, শিব মদন ভস্ম করিয়াছেন, তাহা আপনারা বুঝার ভুলেই বলিয়াছেন। আগুনের স্বভাবই এই যে, ঠাণ্ডা তাহার কাছে যাইতে পারে না। যদি কাছে যায় অবশ্যই তাহাকে ধ্বংস হইতে হইবে। মদনেরও সেই দশাই হইয়াছিল। শঙ্কর স্বভাবতই অকামী, তাই তাঁহার কাছে যাইতে কাম ভস্ম হইয়াছে।'

তুলসীদাস এইখানে পার্বতীর মুখ দিয়া মদন-ভস্ম-রূপকের মানে সাফ করিয়া দিলেন। ভারতের মেয়েরা কেন যে পার্বতীকে আদর্শ ধরে, কেন যে শিব পূজা করে এবং তাহার প্রভাব যে হিন্দু সমাজে কি, তাহারও ইঙ্গিত করিলেন। বিবাহ কামের জন্য নয়, বিবাহ আত্মায় আত্মায় মিলনের জন্য। হিন্দু-মেয়েরা যখন শিবের মত স্বামী পাওয়ার জন্য ব্রত করে তখন জানিয়া-না-জানিয়া এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করে যে, বিবাহের পবিত্র সম্পর্কে কামনার স্থান নাই।

ইতি হর-পার্বতী চরিত

———o———

নারদ চরিত

তুলসী-রামায়ণে নারদ কয়েকবার দেখা দিয়াছেন। নারদ বিষ্ণু-ভক্ত। প্রভু ও ভক্তে কি সম্পর্ক তাহা তুলসীর নারদ-চরিত্র হইতে স্পষ্ট হইতেছে। প্রভু সর্বদাই প্রণত-কল্পতরু, সর্বদা ক্ষমাময়, ভক্তের ব্যথায় ব্যথিত এবং মা যেমন ছেলেকে রক্ষা করেন, প্রভু তেমনি ভক্তকে রক্ষা করেন। সন্তান গালি দিলেও মা যেমন তাহা সহ্য করেন, তবুও প্রেম ছাড়েন না, প্রভুও ভক্তের জন্য তাহাই করেন।

মদন যেমন শিবের নিকট হার মানে, নারদের বেলায়ও একবার তাহার সেইপ্রকার হার হয়। নারদ একবার গভীর ধ্যানে বসিলে মদন তাঁহাকে

বিচলিত করিতে চেষ্টা করে, না পারিয়া পরে ক্ষমা চাহিয়া পালায়। ইহাতে নারদের মনে বড় গর্ব হয়। পরে বিষ্ণুর সহিত দেখা হইলে নারদ তাঁহাকে এই গল্প শুনান। ভগবান বলিলেন—

তুম্হরে সুমিরন......সকল ভগবানা॥ (বালকাণ্ড দোহা ১২৯....)

'তোমার স্মরণ করিলেই কামের মোহ, মান ও অহঙ্কার নষ্ট হয়—সে মদন তোমার কি করিতে পারে ? হে মুনি, মোহ তাহারই হয়, যাহার হৃদয়ে জ্ঞান ও বিরাগ নাই। তুমি ব্রহ্মচর্য-রত, তুমি ধীর-বুদ্ধি, তোমাকে কি কাম পীড়া দিতে পারে ?'

নারদ অভিমানের সহিত বলিলেন—'ভগবান সকলই তোমার কৃপা।'

ভগবান দেখিলেন যে, নারদের মনে বড় অহঙ্কারের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। উহা দূর করিতে হইবে। গর্বহারী ভগবান তখন মায়াপুরী ও মায়া কন্যা সৃষ্টি করিলেন। নারদ পথেই সেই কন্যা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাহার স্বয়ম্বর হইতেছিল। নারদ তাহাকে পাওয়ার জন্য ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভগবান দেখা দিলে, নারদ বলিলেন—'যাহাতে ঐ কন্যা আমাকে বরণ করে এমন রূপ দাও—আমাকে তোমার নিজের রূপ দাও।'

প্রভু বলিলেন—

জেহি বিধি হোইহি......প্রভু ভয়উ॥ (বালকাণ্ড দোহা ১৩২....)

'নারদ, যাহাতে তোমার পরমহিত হয় তাহাই আমি করিব, ইহা সত্য জানিও। রোগ-ব্যাকুল রোগী যদি কুপথ্য চায় তবে বৈদ্য তাহা দেন না। সেইভাবেই আমি তোমার উপকার করিব।' এই বলিয়া প্রভু অন্তর্হিত হইলেন।

ভগবান নারদকে বানরের মুখ করিয়া দিলেন ও এমন মায়া করিলেন যে, অপরে নারদকে তাঁহার স্বরূপে দেখিবে, কেবল সেই কন্যা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে বানরের আকৃতিতে। স্বয়ম্বরে কন্যা পাওয়া গেল না। নারদ জলের উপর নিজের প্রতিবিম্বে দেখিলেন যে, তাঁহার আকৃতি বানরের। কিন্তু পরেই সেখানে দেখিলেন আবার তাঁহার নিজের মুখ। মনে বড় রাগ হইল। একবার ভগবানকে দেখিয়া লইব ভাবিয়া তিনি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। পথেই দেখেন—রমা ও বিষ্ণু চলিয়াছেন আর সঙ্গে সেই কন্যা যাহাকে নারদ

চাহিয়াছিলেন। নারদ অগ্নিশর্মা হইলেন। এত বড় ভক্ত, কিন্তু তাঁহারও মনের কোণে কি দ্বেষ লুকানো ছিল, তাহা তখন বাহির হইয়া পড়িল।

পর সম্পদা সকহু......হিয়ঁ কছু ধরহূ॥ (বালকাণ্ড দোহা ১৩৬।৪...)

'পরের ভাল তুমি দেখিতে পার না, তোমার মনের ভিতর বিশেষ করিয়া ঈর্ষা ও কপটতা আছে। তুমি সিন্ধুমন্থনের সময় দেবতা পাঠাইয়া বিষ খাওয়াইয়া রুদ্রকে পাগল করাও। তুমি অসুরদিগকে দিলে সুরা, শঙ্করকে দিলে বিষ, আর নিজের বেলায় লইলে সুন্দরী লক্ষ্মীকে। তুমি স্বার্থসাধক ও কুটিল, তোমার ব্যবহার সর্বদা কপট। তুমি একেবারে স্বাধীন—মাথার উপরে আর কেহ নাই। তাই যাহা মনে আসে তাহাই কর। মন্দকে ভাল কর, ভালকে মন্দ। আর সেজন্য তোমার মনে বিন্দুমাত্র হর্ষ বা শোক নাই।'

ডহকি ডহকি..........ন কাঁহূ সাধা॥ (বালকাণ্ড দোহা ১৩৭।২)

'তুমি ঠকাইয়া ঠকাইয়া সকলের ভেদ জানিয়া লও, তুমি একেবারে নির্ভয় বলিয়া মনের সুখে আছ। তোমার শুভাশুভ কোনও কর্ম করিতেই ঠেকে না, আজ পর্যন্ত তোমাকে কেহ সিধা করিতে পারে নাই।'

ভলে ভবন................মম এহা॥ (বালকাণ্ড দোহা ১৩৭।৩)

'এখন ভাল লোকের পাল্লায় পড়িয়াছ। এইবার নিজের কাজের ফল পাইবে। যে দেহ ধরিয়া ঠকাইয়া কন্যা লইয়া আসিয়াছ, আমার শাপে সেই মানুষ দেহ ধারণ কর।'

কপি আকৃতি...........হোব দুখারী॥ (বালকাণ্ড দোহা ১৩৭।৪)

'আমাকে তুমি বানরের চেহারা দিয়াছিলে। সেই বানরই তোমার সহায় হইবে। তুমি আমার বড় অপকার করিয়াছ। তুমি নারী-বিরহে দুঃখ পাইবে।'

শ্রাপ সীস ....কৃপানিধি লীন্‌হি॥ (বালকাণ্ড দোহা ১৩৭)

'অভিশাপ মাথায় লইয়া প্রভু অনেক বিনয় করিলেন ও নিজের মায়ার প্রবলতা ফিরাইয়া লইলেন।'

জব হরি মায়া........প্রনতারতি হরনা॥ (বালকাণ্ড দোহা ১৩৮।১)

'হরি যখন মায়া দূর করিলেন তখন সেখানে না আছে রমা, না আছে রাজকুমারী। তখন মুনি অতি ভীত হইয়া ভগবানের পায়ে পড়িয়া বলিলেন—ভক্তের দুঃখ নিবারণকারী হরি, আমাকে রক্ষা কর।'

পরের কল্পে রাম যখন অবতার হইয়া সীতাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেইসময় নারদ গিয়া দেখা করিয়া রামকে জিজ্ঞাসা করেন—প্রভু সেবার বিবাহ করিতে চাহিলে তুমি ওরূপ করিয়াছিলে কেন। রাম তখন তাঁহাকে এই কথাই বুঝাইয়া বলেন যে, ছেলে আগুনে হাত দিতে চাহিলে মা জোর করিয়া ধরিয়া রাখে, ভগবানও ভক্তের প্রতি সেইপ্রকার করেন।

প্রভু ভক্তের হিতের জন্য কতখানি সহ্য করেন তুলসী তাহাই বারবার দেখাইয়া দিয়াছেন। নারদের এমন দুর্বাক্যেও প্রভু রুষ্ট হ'ন নাই। কাম জয় করিয়া নারদ যে অভিমান করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহার সেই অভিমান নষ্ট করিয়াই প্রভু দেখাইয়া দিলেন— ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কেহ কাম জয় করিতে পারে না।

নারদের এই উপাখ্যান তুলসীর সৃষ্ট নহে। কিন্তু তুলসী এমন করুণ মধুর হাস্যরসে ইহা সাজাইয়াছেন যে তাহা নূতন আকার লইয়াছে। নারদের অবস্থা দেখাইয়া, পাঠকের হৃদয়ের লুকানো কাম ও ক্রোধের উপর দৃষ্টি টানিয়া আনিয়াই এই গ্রন্থ পাঠ করা তিনি সার্থক করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

ইতি নারদ চরিত

———o———

রাম চরিত

রামের জন্ম হইল—

নৌমী তিথি........... লোক বিশ্রামা॥ (বালকাণ্ড দোহা ১৯১।১)

সেদিন চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষ নবমী। ঈশ্বরের প্রিয় অভিজিত মুহূর্তে দুপুরবেলায় যখন বেশী গরম নয় অথচ বেশী শীতও নয়—লোকের আনন্দ-দায়ক এমনি পবিত্র সময়ে রামচন্দ্র জন্মিলেন।

সে শিশুর কি রূপ ! উহার পুনঃপুনঃ বর্ণনায় তুলসীদাসের ক্লান্তি নাই। যেখানেই সংসারে মায়ের কোলে, গৃহের আঙ্গিনায় শিশু দেখা যায় তুলসীর রাম-রূপ-বর্ণনা সেইখানকার দৃশ্যই মনে করাইয়া দেয়। তুলসী রাম-

সীতাময় জগৎ দেখিতেন। তাই তাঁহার রাম-সীতা আমাদের ঘরের শিশু হইয়া, কুমার-কুমারী হইয়া, বিরহী-বিরহিণী হইয়া, স্বামী-স্ত্রী হইয়া, ঘর ভরিয়া—হৃদয় ভরিয়া রহিয়াছে—ভক্তির জন্য, প্রেমের জন্য, বাৎসল্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া আছে!

সেই অপরূপ বালরূপ তুলসী যেভাবে আঁকিয়াছেন তাহার নমুনা এই-

রেখা ত্রয় সুন্দর.........বালবিভূষন চীর॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ৭৬)

তাহার পেটে ত্রিবলী রেখা, গভীর সুন্দর নাভি, চওড়া বুক। ঐ বীর শিশুর গায়ে ছেলেদের নানা অলঙ্কার শোভা পাইতেছিল।

অরুন পানি........ছবি সীবাঁ॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ৭৭।১)

তাহার হাতের রং লাল, নখ ও অঙ্গুলিগুলি সুন্দর, বিশাল বাহুতে সুন্দর ভূষণ দেওয়া। কাঁধ বাল-কেশরীর মত, গ্রীবা শাঁখের মত, চিবুক সুন্দর—মুখের শোভার সীমা নাই।

কলবল বচন.......সম হাসা॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ৭৭।২)

কল-বল করিয়া আধ-আধ কথা বলে, তাহার ওষ্ঠ লাল্‌চে, দুটা দুটা করিয়া সুন্দর দাঁত, সুন্দর কপাল, নাক সুন্দর, তাহার হাসি—চাঁদের কিরণের ন্যায়।

নীল কঞ্জ..............ছবি ছায়ে॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ৭৭।৩)

তাহার চোখ নীল পদ্মের মত, উহা সংসার বন্ধন মুক্ত করে। তাহার কপালে গোরচনার তিলক কাটা, ভ্রূ কান পর্যন্ত বড় ও সুন্দর, আর মাথায় কালো কোঁকড়া চুল।

মোহি সন করহিঁ.........পূপ দেখাবহিঁ॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ৭৭।৫)

সে আমার সঙ্গে নানারকমে খেলা করে, সে কথা বর্ণনা করিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। যখন খল্-খল্ করিয়া হাসিয়া আমাকে ধরিতে আসে আমি পালাই, তখন শিশু আমাকে পীঠা দেখায়।

যখন স্বয়ম্বর সভায় রামচন্দ্র উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহার ও লক্ষ্মণের উপর সকলেরই চক্ষু পড়িল—

রাজত রাজ সমাজ............বিলোচন চোর॥ (বালকাণ্ড দোহা ২৪২)

রাজাদের মধ্যে কোশলের দুই রাজকুমার শোভা পাইতেছিলেন—এক

জনার দেহ শ্যামল, অপরের দেহ গৌর বর্ণ। তাঁহারা বিশ্বের সকলের চক্ষু যেন চুরি করিয়া লইয়াছিলেন।

স্বয়ম্বর-সভায় রামের বাহিরের সৌন্দর্যই কেবল লোককে মুগ্ধ করে নাই—তাঁহাকে নানা জনে নানাভাবে দেখিতেছিল—

বিদুষন্হ প্রভু.........লাগহিঁ জৈসেঁ।। (বালকাণ্ড দোহা ২৪২।১)

জ্ঞানীরা প্রভুর বিরাট স্বরূপ দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা অনেক হাত-পা চোখ ও মাথাযুক্ত বিরাট রূপ দেখিলেন। জনকের বন্ধুরা তাঁহাকে স্বজনবন্ধু ও প্রিয়ের মত দেখিতে লাগিলেন।

সহিত বিদেহ.........সহজ প্রকাসা।। (বালকাণ্ড দোহা ২৪২।২)

রাণীর সহিত রাজা জনক তাঁহাকে শিশুর সহিত প্রীতির চক্ষে দেখিতেছিলেন। সে ভাব বর্ণনা করা যায় না। যোগীরা তাঁহাকে পরমতত্ত্বস্বরূপ দেখিলেন, যেন মূর্তিমান শুদ্ধ-শান্ত-রস স্বরূপ নিজেই প্রকাশিত হইয়াছেন।

হরি ভগতন্হ..........নহিঁ কথনীয়া।। (বালকাণ্ড দোহা ২৪২।৩)

হরি-ভক্তেরা রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে দেখিলেন যেন সকল সুখদাতা ইষ্ট-দেব। রামকে সীতা যেভাবে দেখিতেছিলেন সে প্রেমের কথা মুখে বলার নয়।

রামচন্দ্র যখন প্রথম সীতাকে দেখিলেন সে বর্ণনা অনুপম। গৌরী-মন্দির ছিল সাধারণের বেড়াইবার পুষ্প-বাটিকার মধ্যে সরোবরের তীরে। রামচন্দ্র সেখানে প্রাতে বেড়াইতে আসিয়াছেন—

বাগু তড়াগু বিলোকি......হরষে বন্ধু সমেত। (বালকাণ্ড দোহা ২২৭)

ফুল-বাগ ও সরোবর দেখিয়া রাম ও লক্ষ্মণ আনন্দ পাইলেন।

চহু দিসি............জননি পঠাঈ।। (বালকাণ্ড দোহা ২২৮।১)

চারিদিকে দেখিয়া মালীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রসন্ন মনে ফুল-পাতা তুলিতে লাগিলেন। সেই অবসরে সীতা সেখানে আসিলেন। মাতা তাঁহাকে গিরিজাপূজার জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

সঙ্গ সখীঁ সব সুভগ.........মনু মোহা।। (বালকাণ্ড দোহা ২২৮ক।২)

সীতার সঙ্গে চতুরা সখীরা ছিল, তাহারা মনোহর গান করিতেছিল।

সরোবরের সম্মুখেই পার্বতীর মন্দির শোভা পাইতেছিল। সে স্থানের মন-মুগ্ধকর সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না।

মজ্জনু করি সর.........সুভগ বরু মাগা॥ (বালকাণ্ড দোহা ২২৮।৩)

সখীদিগের সহিত সরোবরে স্নান করিয়া সীতা আনন্দিত মনে গৌরী-মন্দিরে গেলেন, সেখানে গিয়া অতি ভক্তির সহিত পূজা করিলেন, নিজের যোগ্য সৌভাগ্যশালী বর (পতি) প্রার্থনা করিলেন। এদিকে সখীদের একজন বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে রাম লক্ষ্মণকে দেখিতে পায়। দেখিয়াই সে মুগ্ধ হয়। নিজেরা আলোচনা করিতে থাকে। একজন সখী বলিয়া দেয় যে উঁহারা সেই রাজকুমার যাঁহারা বিশ্বামিত্রের সহিত আসিয়া কাল নগর দেখিয়াছেন ও নগরের সকলের মন বশ করিয়াছেন। সীতাকে বলে যে উহারা দেখার যোগ্য সুতরাং উহাদিগকে অবশ্যই দেখিতে হইবে। সীতা তাহাদিগের সহিত রাম-লক্ষ্মণকে খুঁজিয়া দেখিতে বাহির হইলেন। এদিকে তাহাদের চলার শব্দ রামচন্দ্র শুনিতে পাইলেন।

কঙ্কন কিঙ্কিন.........কহঁ কীন্হী॥ (বালকাণ্ড দোহা ২৩০।১)

কঙ্কন নূপুরের কিঙ্কিনী ধ্বনি শুনিয়া রাম নিজের মনে ব্যাপার কি বুঝিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—মনে হয় যেন মদন সারা বিশ্ব জয় করার মানসে নাকাড়ার উপর ডঙ্কা পিটিতেছে।

অস কহি........নয়ন চকোরা॥ (বালকাণ্ড দোহা ২৩০।২)

এই কথা বলিয়া তিনি ফিরিয়া সেইদিকে তাকাইতেই সীতার মুখচন্দ্র চোখে পড়িল—তাঁহার চক্ষু চকোরের মত সেই চাঁদের দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর সীতার শোভায় মুগ্ধ হইয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন—

তাত জনকতনয়া........ফিরই ফুলবাগঁ॥ (বালকাণ্ড দোহা ২৩১।১)

ভাই, এই সেই জনক-কন্যা যাঁহার জন্য ধনুক-যজ্ঞ হইতেছে। সখীরা ইঁহাকে গৌরী-পূজার জন্য লইয়া আসিয়াছে, এখন ফুল-বাগানকে উজ্জ্বল করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

জাসু বিলোকি.......সুনু ভ্রাতা॥ (বালকাণ্ড দোহা ২৩১।২)

ইঁহার অলৌকিক শোভা দেখিয়া আমার স্বভাবতঃ পবিত্র মন চঞ্চল হইয়াছে। ইহার কারণ বিধাতাই জানেন। ভাই, আমার দক্ষিণ অঙ্গ

নাচিতেছে।

এদিকে সীতা দাঁড়াইয়া খুঁজিতেছিলেন কোথায় তাঁহারা—

চিতবতি চকিত..........সিত শ্রেনী॥ (বালকাণ্ড দোহা ২৩১।১)

সীতা চারিদিকে দেখিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন রাজ-কিশোর কোথায় গেলেন। মৃগ-শাবক-নয়নী সীতা যেদিকে তাকাইতেছিলেন সেইদিকেই যেন শ্বেত কমল বর্ষণ করিতেছিলেন।

রামের হৃদয় চঞ্চল হইয়াছে। যখন তিনি সীতাকে প্রথম দেখিলেন তখন তাঁহার স্বভাবতঃ পবিত্র হৃদয়ে এ কিসের আলোড়ন জাগিল ? বিবাহ হইবার সম্ভাবনা মনে লইয়া রামচন্দ্র জনকপুরীতে যান নাই। নিজে যে স্বয়ম্বরে সীতার প্রার্থী হইবেন তাহাও তাঁহার মনে ছিল না। অথচ বিবিধ ঘটনা সূত্রে সীতার সহিত দেখা হইতেই তিনি তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। তথাপি যখন হরধনুতে গুণ চড়াইতে রাজারা যাইতেছে ও না পারিয়া ফিরিয়া আসিতেছে তখনও তিনি চঞ্চলতা দেখাইলেন না। সে ধনুক কেহ নাড়াইতেও পারিলেন না। এজন্য রাজা জনক পৃথিবী বীর-শূন্য হইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ উঠিয়া বলিলেন যে, যদি রামের অনুমতি পান তবে কেবল ধনুকে গুণ চড়ানো কেন, অনেক অসম্ভবও তিনি সম্ভব করাইতে পারেন। রাম তাঁহাকে ইশারা করিয়া বসিতে বলিলেন। তখন—

বিশ্বামিত্র সময়......জনক পরিতাপা॥ (বালকাণ্ড দোহা ২৫৪।৩)

বিশ্বামিত্র সময় শুভ জানিয়া অতি স্নেহময় বাক্যে বলিলেন, রাম উঠ, হরধনু ভাঙ্গ, জনকের পরিতাপ দূর কর।

সুনি গুরু বচন......মৃগরাজু লজায়েঁ॥ (বালকাণ্ড দোহা ২৫৩।৪)

গুরুর কথা শুনিয়া রাম তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তাঁহার হৃদয়ে হর্ষ বা বিষাদ কিছুই নাই। তিনি সহজ স্বভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার চলার ভঙ্গিতে যুবা সিংহও লজ্জা পায়।

রাম-চরিত্রের প্রত্যেক গুরু ঘটনাতেই এই নির্লেপভাব তুলসী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সীতার সহিত দেখা হইয়াছে, তাঁহাকে তিনি হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন। ঐ ধনুক-ভাঙ্গার উপরই তাঁহার সীতাকে পাওয়া না পাওয়া

নির্ভর করিতেছে। এমন বিষম পরীক্ষার সময়েও তাঁহার 'হরষু বিষাদু ন কছু উর আবা'—তিনি একেবারে অবিচল।

ইহা অপেক্ষা কঠিনতর পরীক্ষার সময়ে তাঁহার আচরণ ইহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য ও আদর্শ। যে দিন রাজ্যাভিষেক হইবে সেদিন তাঁহাকে অতি প্রাতে সুমন্ত্র আসিয়া বলেন যে, রাজা ডাকিতেছেন। রামচন্দ্র গিয়া দেখেন—রাজা দশরথ কৈকেয়ীর ঘরে বিকল হইয়া পড়িয়া আছেন। হেতু জিজ্ঞাসা করিলে কৈকেয়ী সকল কথা বলিলেন, ভরতকে রাজ্য দেওয়ার কথা ও তাঁহাকে বনে গিয়া দশরথের প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে—একথা শুনাইলেন।

সব প্রসঙ্গু ....ধরি নিঠুরাঈ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ৪১।২)

সকল কথা রঘুপতিকে শুনাইলেন। মনে হয় যেন নিষ্ঠুরতা কৈকেয়ীর শরীর ধারণ করিয়া বসিয়াছিল।

সে কথা শুনিয়া—

মন মুসুকাই.......জনু বাগ বিভূষন॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ৪১।৩)

'স্বভাবতই আনন্দময় রামচন্দ্র মনে মনে হাসিয়া সকল দোষ-শূন্য, মৃদু সুন্দর ও বাক্‌দেবীর ভূষণস্বরূপ বাক্য বলিলেন।'

'সহজ-আনন্দ-নিধান' অথবা স্বভাবতই আনন্দময় কাহাকে বলে, তুলসী এই স্থানে রামচরিতে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রামচন্দ্র হর্ষ ও বিষাদের অতীত। কেবল তাহাই নয়, তিনি স্বভাবতই আনন্দময়, সে আনন্দ, রাজ্য হাতে আসাতে বা হাত হইতে যাওয়াতে টলে না। কৈকেয়ীর কথায় রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনবাসে যাওয়ার প্রস্তাব শুনিয়া রামচন্দ্রের দুঃখ ত হইলই না, উপরন্তু আনন্দ হইল। সে আনন্দ যেভাবে তুলসী ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাও অপূর্ব।

বনবাসের আজ্ঞা শুনিয়া রামচন্দ্র আনন্দে বলিতেছেন—

সুনু জননী........সকল সংসারা॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ৪১।৪)

যে মাতা তাঁহাকে বনবাসের কথা শুনাইতেছেন তাঁহাকেই রামচন্দ্র বলিতেছেন—'সেই পুত্রই বড় ভাগ্যবান, যে বাপমায়ের কথায় অনুরাগ দেখায়। পিতামাতাকে তুষ্ট করে এমন পুত্র সংসারে দুর্লভ।'

এক্ষণে রাম তাঁহার সন্তোষ আরও পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিতেছেন–

মুনিগন মিলনু ....জননী তোর॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ৪১)

বন বিশেষ করিয়া মুনিদিগের মিলনের স্থান, সেখানে আমার সকল রকমেই হিত হইবে। তাহার উপর পিতার আজ্ঞা, আবার মা, তোমার সম্মতি রহিয়াছে।

ভরতু প্রানপ্রিয়.........মূঢ় সমাজা॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ৪২।১)

প্রাণ-প্রিয় ভরত রাজ্য পাইবে, আজ দেখিতেছি, বিধাতা সকল প্রকারেই প্রসন্ন। এমন কাজেও যদি বনে না যাই, তবে আমাকে মূর্খের অগ্রগণ্য বলিতে হইবে।

সেবহিঁ অরণ্ডু.........মাতু মন মাহীঁ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ৪২।২)

যে মূর্খ কল্পতরু ত্যাগ করিয়া ভেরাণ্ডার গাছ চায়, যে অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ চায়, সেও এমন অবসর পাইয়া সুযোগ লইতে ছাড়ে না। একথা মা, তুমি মনে বিচার করিয়া দেখিও।

কি সহজ আনন্দময় ও সরল বিশ্বাসময় হৃদয় ! অশুভ হইতে কেবলমাত্র শুভটুকু বাছিয়া লইয়া দেখার এই আদর্শ মানুষ জাতিকে দেবত্বের দিকে লইয়া যায়। কোথাও রাগ নাই, বিলাপের আভাস নাই, অমঙ্গল হইতে মঙ্গল খুঁজিয়া ভূমানন্দময় অবস্থায় সহজভাবে রাম রহিয়াছেন। রামের মধ্যের বিরাট পুরুষ তাঁহার বাক্যের ভিতর দিয়া এমনিভাবে প্রকাশ পাইয়াছেন।

রামের আনন্দ বাড়িয়াই চলিয়াছে। পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলে দশরথ উঠিয়া তাঁহাকে বুকে লইলেন। কথা বলিতে পারিলেন না, চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মনে মনে ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমার সমস্ত যাউক, তবু রাম যেন চোখের আড়াল না হয়। দশরথকে ব্যাকুল দেখিয়া রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন—

অতি লঘু বাত........সীতল গাতা॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ৪৫।৪)

'অতি সামান্য কথার জন্য তুমি দুঃখ পাইতেছ। প্রথমেই আমাকে কেন ডাকিয়া বলিলে না। তোমাকে দেখিয়া আমি মাকে তোমার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করি, তখন সকল কথা শুনিয়া আমার শরীর শীতল হইয়া গেল।

কৈকেয়ীর মুখে বনে যাওয়ার কথা শুনিয়া রামচন্দ্রের শরীর শীতল

হইয়াছিল— বনে যাওয়ার আনন্দে মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। এখন দশরথের সহিত কথা বলিতে বলিতে বনে যাওয়ার আনন্দের কথা স্মরণ করিয়া শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল।

রাম দশরথকে বলিতেছেন—

মঙ্গল সময়........পুলকে প্রভু গাত॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ৪৫)

পিতা, মঙ্গল সময়ে আমার প্রতি ভালবাসার টানে শোক করিবেন না। আনন্দিত মনে আজ্ঞা দিন। এই কথা বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের দেহে পুলক লাগিল।

রামের এই অবস্থা দেখিয়া তুলসীদাস বলিতেছেন—

নব গজন্দু........অনন্দু অধিকান ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ৫১)

রঘুপতি যেন নূতন ধরা হাতী (গজন্দু) আর রাজ্যপাট হইতেছে তাঁহার বাঁধনের দড়ি। ছুটি পাইয়াছেন, বনে যাইতে পারিবেন—ইহাতে তাঁহার মনে বড়ই আনন্দ।

নূতন ধরা হাতী ছাড়া পাইয়া বনে ছুটিয়া পালাইতে পারিলে তাহার যেমন আনন্দ হয়, বন-গমনের আদেশেও রামচন্দ্রের তেমনি আনন্দ হইল।

এই একটানা আনন্দের স্রোত প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রামের চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। মধ্যে দুই একবার সীতা বিরহে বা লক্ষ্মণের শোকে চঞ্চলতা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু তাহা অতি সাময়িক। পরমুহূর্তেই আনন্দিত মনে রামচন্দ্র কর্তব্য কার্য করিয়া গিয়াছেন।

রাজপুরী হইতে বনবাসের জন্য রাম-সীতা-লক্ষ্মণের যে দলটি বাহির হইল উহার শান্ত রসে সমস্ত জীবজগৎ ভরিয়া উঠিল। লক্ষ্মণের ভিতর স্বভাবতঃই কতকটা বীরভাবের আধিক্য ছিল, কিন্তু তিনিও এই সঙ্কটে শান্ত হইয়া গেলেন।

প্রথম রাত্রি গাছের তলায় কাটাইতে দেখিয়া গুহক নিষাদের বড় দুঃখ হইল। তখন—

বোলে লখন........ ভোগ সবু ভ্রাতা॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ৯২।২)

লক্ষ্মণ মৃদু মধুর বাক্যে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিরসপূর্ণ কথা বলিতে লাগিলেন। কেহ কাহারও সুখ-দুঃখদাতা নয়। ভাই, সকলেই

নিজ কৃত-কর্ম ভোগ করে।

ধরনি ধামু.......পরমারথু নাহীঁ। (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ৯২।৪)

ধরণী, ধাম, ধন, পুর, পরিবার, স্বর্গ, নরক ইত্যাদির যেখানে ব্যবহার চলে সে সকল দেখ, শুন ও মনে মনে বুঝ যে, উহাদের মূলে আছে মোহ—পরমার্থ নাই।

সপনেঁ হোই............জিয়ঁ জোই।। (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ৯২)

স্বপ্নে রাজা ভিখারী হয়, কাঙ্গাল ইন্দ্র হয়, কিন্তু জাগিলে রাজার বা কাঙ্গালের কোনও ক্ষতি বা লাভ হয় না, তেমনি এই সংসার মিথ্যা জানিও।

অস বিচারি .... দেইয় দোষূ।। (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ৯৩।১)

এই কথা বিচার করিয়া রাগ ছাড়, মিথ্যা কাহাকেও দোষ দিও না ইত্যাদি অনেক পরমার্থ উপদেশ লক্ষ্মণ দেন।ক

এদিকে দশরথ সুমন্ত্রকে পাঠাইয়াছিলেন যেন রামকে দুই দিন বন দেখাইয়া সে ফিরাইয়া লইয়া আসে। শৃঙ্গবের পুরে গঙ্গাতীরে রামের সহিত সুমন্ত্রের বিদায় লওয়ার সময় হইয়াছে। তখন সুমন্ত্র দশরথের আদেশ জানাইয়া কাঁদিয়া রামের পায় পড়িলেন। তখন—

মন্ত্রিহি রাম করি.....অপজসু ছাবা।। (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ৯৫।১-৩)

রাম মন্ত্রীকে উঠাইয়া সান্ত্বনা দিলেন। বলিলেন—দেব, তুমি ত ধর্ম-পথের কথা সকলই জান। শিবি, দধীচি, রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি ধর্মের জন্য কোটি ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। সত্যের সমান আর কোনও ধর্ম নাই। এই কথা বেদ পুরাণে বলে। সেই ধর্ম, যাহা পাওয়া এত কঠিন তাহাই আমি সহজে পাইতেছি। যদি সে ধর্ম ত্যাগ করি তবে ত্রিলোক অখ্যাতিতে পূর্ণ হইবে।

এমন জিনিস সুলভে পাইয়া রামচন্দ্রের মনে আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি সুখে পথ চলিতেছেন—সমস্ত পথ পবিত্র হইতেছে—

আগেঁ রামু...........মায়া জৈসেঁ।। (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১২৩।১)

রাম আগে আগে যাইতেছেন, তাঁহার পিছনে তাপসবেশে লক্ষ্মণ শোভা পাইতেছেন। এই দুজনার মাঝে সীতা দেবীর শোভা যেন ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে মায়ার মত।

প্রভু পদ........দাহিন লায়েঁ।। (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১২৩।৩)

প্রভুর পায়ের দাগের মাঝে মাঝে সীতা সন্তর্পণে পা ফেলিয়া চলিতেছিলেন। রাম ও সীতার পায়ের দাগ এড়াইয়া লক্ষ্মণ একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ফিরিয়া রাস্তা চলিতেছেন।

খগ মৃগ............রাম বটোহী॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১২২।৪)

তাঁহাদের শোভা দেখিয়া পশু-পক্ষীও মুগ্ধ হইতেছে। পথিক রামচন্দ্র তাহাদের চিত্ত চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছেন। প্রেম, পবিত্রতা ও বীরত্ব এমনি করিয়াই পৃথিবী জয় করিয়া থাকে। যে গ্রামের উপর দিয়া তাঁহারা যাইতেছেন সেখানকার লোক আনন্দে উন্মত্ত হইতেছে।

চলিয়া গেলে বলিতেছে—

তে পিতু মাতু........সোই ঠাউঁ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১২২।৩)

সে পিতামাতা ধন্য যাঁহারা জন্ম দিয়াছেন, যে নগর হইতে ইঁহারা আসিয়াছেন সে নগর ধন্য, সে দেশ, সে শৈল, সে বন, সে গ্রাম, সে স্থান ধন্য যেখান দিয়া ইঁহারা যাইতেছেন। এমনিভাবে নিবিড় আনন্দ দিয়া ও পাইয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাসহ পথ চলিতেছেন। রামের মানুষ-হৃদয়ের দুর্বলতার পরিচয় তুলসী চকিতে এক একবার দিয়াছেন—

জব জব রামু.....কুসমউ বিচারী॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১৪১।২)

যখন অযোধ্যার কথা মনে পড়িত তখন রামের চোখে জল আসিত। মাতা, পিতা, পরিজন ও ভাইকে স্মরণ করিয়া ভরতের ভক্তি, সেবা ও সদাচারের কথা মনে করিয়া প্রভু দুঃখিত হইতেন। কিন্তু অসময় বলিয়া ধৈর্য ধরিয়া থাকিতেন।

চলিতে চলিতে রামচন্দ্র চিত্রকূটে বাল্মীকি আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মুনিকে প্রণাম করিয়া সেখানে থাকার জন্য উপযুক্ত স্থান দেখাইয়া দিতে বলিলেন। বলিলেন—

তহঁ রচি........কাল কৃপালা॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১২৬।৩)

সেখানে, হে কৃপালু মুনি, সুন্দর পাতার কুটীর তৈয়ারী করিয়া কিছুকাল বাস করিব।

রামচন্দ্র চিত্রকূটে থাকিবেন, সেইখানে বাসের জন্য স্থান তাঁহাকে খুঁজিয়া দিতে বলিতেছেন—এই প্রশ্নে বাল্মীকির হৃদয় খুলিয়া গেল। তিনি

অনুপমভাবে রামকে স্বাগত করিলেন—

পূঁছেহু মোহি কি ....দেখাবৌঁ ঠাউঁ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১২৭)

আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ যে, কোথায় তুমি থাকিবে ? কিন্তু আমার সঙ্কোচ হইলেও তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—তুমি যেখানে নাই সে স্থান তুমিই দেখাইয়া দাও। তখন তোমাকে ঠাঁই দেখাইব।

সুনহু রাম অব....কহুঁ গৃহ রূরে॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১২৮।২-৩)

হে রাম, এখন তোমাকে বাসস্থানের কথা বলিতেছি যেখানে সীতা-লক্ষ্মণ সমেত তুমি বাস করিয়া থাক। যাহার কান সমুদ্রের সমান, আর তোমার কথারূপ সুন্দর নদী তাহাতে আসিয়া পড়ে, কিন্তু সে কান-সমুদ্র ভরিয়া উঠে না, হে রাম তাহারই হৃদয় তোমার সুন্দর গৃহ।

লোচন চাতক.........রঘুনায়ক॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১২৮।৩...)

যে তাহার চোখ চাতকের মত তৃষিত করিয়া তোমার দর্শন রূপ মেঘের আশায় থাকে, যে তোমার রূপ-জলের বিন্দু পাইলে সুখী হয়, অন্য সকল জল—নদী-সমুদ্র-সরোবরের জলকে অনাদর করে হে রঘুনাথ, তুমি লক্ষ্মণ ও সীতা সহিত তাহারই সুখদায়ক হৃদয়-গৃহে বাস কর।

কর নিত করহিঁ..........মন মাহীঁ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১২৮।২...)

যাহার হাত নিত্য রাম-পদ পূজা করে, হৃদয়ে রামের ভরসা ছাড়া আর কোনও ভরসা রাখে না, যাহার পা রামতীর্থেই কেবল যায়, রাম, তুমি তাহারই মনে বাস কর।

সব কে প্রিয়......মন মাহীঁ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১২৮।১৩০।২...)

যে সকলের প্রিয়, সকলের হিতকারী যাহার নিকট সুখ-দুঃখ-প্রশংসা-গালি সমান, যে সত্য ও প্রিয় বাক্য বিচার করিয়া বলে, যে জাগিয়া বা ঘুমাইয়া তোমারই শরণ লয়, যাহার তুমি ছাড়া আর গতি নাই, রাম, তুমি তাহারই মনে বাস কর।

জাহি ন চাহিয়.......নিজ গেহু॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১৩১)

যাহার কোনও দিন কিছুই চাহিবার নাই, তোমার প্রতি যাহার স্বাভাবিক ভক্তি আছে, রাম তুমি সর্বদা তাহার মনে বাস কর, তাহার মনই তোমার নিজের গৃহ।

তারপর লক্ষ্মণ চিত্রকূটে একটা সুন্দর স্থান দেখিয়া কুটির তৈয়ারীর জায়গা ঠিক করিলেন। স্থানীয় কোল-ভীলেরা আসিয়া ঘর বাঁধিয়া দিল। রামের প্রভাবে চিত্রকূট রামময় হইল।

করি কেহরি কপি.......মৃগ বৃন্দ বিসেষী ।। (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১৩৮।১)

হাতী, সিংহ, বানর, কোল, হরিণ—ইহারা সকলে শত্রুতা ত্যাগ করিয়া একসঙ্গে বিচরণ করিতে লাগিল। ধনুর্বাণ হাতে রামের মূর্তি দেখিয়া মৃগেরা বিশেষ করিয়া সুখী হইত।

চিত্রকূটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা শান্তভাবে পশু-পক্ষী কোল-ভীলদের সাথে প্রেম করিয়া ও মুনি-ঋষিদের সহিত সৎসঙ্গ করিয়া দিন কাটাইতেছিলেন, এইসময় ভরত অযোধ্যার লোকজন লইয়া রামকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য চিত্রকূট অভিমুখে রওনা হইলেন। ভরত লোকজন লইয়া আসিতেছেন, কোল-ভীলদের মুখে এই সংবাদ পাইয়া লক্ষ্মণের মনে সন্দেহ হয় যে, ভরত রাজা হইয়া, রাজমদে মত্ত হইয়া রামের অনিষ্ট করিতে আসিতেছেন। ভরতকে সাজা দিবেন বলিয়া লক্ষ্মণ খুব আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তাহাতে রাম লক্ষ্মণকে যে আশ্বাস দিলেন উহা মনকে মুগ্ধ করে—

সুনহু লখন.........সুনা ন দীসা।। (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ২৩১।৪)

লক্ষ্মণ শোন, বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে ভরতের মত ভাল আর কাহারও কথা শুনি নাই বা আর কাহাকেও দেখি নাই।

তিমিরু তরুন......ভরতহি ভাঈ।। (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ২৩২।১)

বাল-সূর্যকে অন্ধকার গিলিয়া ফেলিতে পারে, আকাশ মেঘের ভিতর মিলাইয়া যাইতে পারে, গোষ্পদ জলে অগস্ত্যমুনি ডুবিতে পারেন, পৃথিবী সহজ ক্ষমা ছাড়িতে পারে, মশার ফুঁতে মেরু উড়িয়া যাইতে পারে কিন্তু তবুও ভরতের রাজ-অহঙ্কার হইতে পারে না।

ভরত এই বিশ্বাস পাওয়ারই যোগ্য ছিলেন। তারপর ভরত লোকজন সহিত উপস্থিত হইলে সকলের সহিত দেখা করিতে গিয়া—

প্রথম রাম..........ধরি খোরী।। (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১৪৪।৪)

রাম প্রথমেই কৈকেয়ীর সহিত দেখা করেন ও নিজের সরল স্বভাব ও

ভক্তিতে রাম তাঁহার বুদ্ধি ঠাণ্ডা করেন। তাঁহার পায়ে পড়িয়া রামচন্দ্র অনেক সান্ত্বনা দেন—কাল, কর্ম ও বিধাতার ঘাড়েই রামচন্দ্র যত দোষ চাপান।

অযোধ্যাবাসীদিগকে লইয়া ভরত ফিরিয়া গেলে—

বহুরি রাম.............মোহি জানা॥ (অরণ্যকাণ্ড দোহা ৩।১)

রাম মনে অনুমান করিলেন যে, সকলেই জানিয়া গিয়াছে—আমি এখানে আছি, সুতরাং এখানে ভিড় হইবে।

তখন মুনিদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সীতাকে লইয়া দুই ভাই চলিলেন। পথে অনেক মুনির আশ্রম ঘুরিয়া অবশেষে পঞ্চবটী বনে আসিলেন। সেখানে গোদাবরী তীরে পাতার কুটীর বানাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটী বনে বাস করার সময় লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন—

উত্তরে রামচন্দ্র জ্ঞান, ধর্ম, ভক্তি ও মুক্তি উপদেশ দেন।

মায়া—

মৈ অরু মোর.......নেহু ভাঈ॥ (অরণ্যকাণ্ড দোহা ১৫।১-২)

আমি, আমার, তুমি, তোমার এই জ্ঞানই মায়া—ইহাই সকল জীবকে বশ করিয়া রাখিয়াছে। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়-গোচর, যাহা কিছু মন দ্বারা গ্রহণ করা যায় সে সমস্তই মায়া বলিয়া জানিও।

জ্ঞান—

জ্ঞান মান জহঁ..........সব মাহীঁ॥ (অরণ্যকাণ্ড দোহা ১৫।৪)

অণুমাত্রও মান না রাখা ও সকলের ভিতর সমভাবে ব্রহ্ম দেখার নাম জ্ঞান।

পরম বৈরাগ্য—

কহিয় তাত সো........গুন ত্যাগী॥ (অরণ্যকাণ্ড দোহা ১৫।৪)

তাহাকেই পরম বৈরাগী বলা যায় যে সিদ্ধি ও তিন-গুণ তৃণের ন্যায় ত্যাগ করে।

জীব ও ঈশ্বর—

মায়া ঈস..........প্রেরক সীব॥ (অরণ্যকাণ্ড দোহা ১৫)

মায়া, ঈশ্বর ও নিজেকে যে জানে না সে জীব। বন্ধন ও মোক্ষ যিনি

দেন, যিনি সকলের উপর, যিনি মায়ার প্রেরক তিনিই ঈশ্বর।

ভক্তি—

ঈশ্বর লাভের সহজ পথ।

জাতেঁ বেগি........ভগত সুখদাঈ॥ (অরণ্যকাণ্ড দোহা ১৬।১)

যাহাতে আমি শীঘ্র শীঘ্র গলিয়া যাই (সন্তুষ্ট হই) তাহাই আমার ভক্ত-সুখ-দায়ক-ভক্তি।

ভক্তির সাধন—

ভগতি কে ....শ্রুতি রীতী॥ (অরণ্যকাণ্ড দোহা ১৬।৩)

ভক্তি পাওয়ার পথ বিস্তার করিয়া বলিতেছি। এই ভক্তিপথ সহজ ও ইহাতে জীব আমাকে পায়। প্রথম হইতেছে—ব্রাহ্মণের চরণে অতিশয় শ্রদ্ধা আর বেদ অনুযায়ী নিজ ধর্ম অনুসরণ করা। (বেদ অনুযায়ী নিজ নিজ ধর্ম অর্থে বর্ণধর্ম বা গীতা যাহাকে 'স্বধর্ম' বলিয়াছেন।)

স্বধর্ম পালনের ফল বৈরাগ্য ও ভক্তি—

এহি কর.........উপজ অনুরাগা॥ (অরণ্যকাণ্ড দোহা ১৬।৪)

স্বধর্ম পালনের ফলে আপনা আপনিই বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং তখন আমার ধর্মে, ভাগবত ধর্মে অনুরাগ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ভক্তি দেখা দেয়।

ভক্তি স্থির রাখার পথ—

গুরু পিতু...........দৃঢ় সেবা॥ (অরণ্যকাণ্ড দোহা ১৬।৫)

গুরু, পিতা, মাতা, ভাই, পতি ও দেবতা ইত্যাদির সেবাকেই আমার দৃঢ় সেবা বলিয়া জানা।

এইস্থানে রামচন্দ্র মালা লইয়া বসিয়া থাকাকেই ভক্তি বলিতেছেন না। সেবা ভাবে সংসারের সকল কাজ করা চাই। যাহাকেই সেবা করিবে সেই সেবা ঈশ্বরকে করিতেছি এই ভাব বজায় রাখা চাই। তাহা হইলে উহা সাত্ত্বিক সেবা কর্ম হইবে। ঈশ্বরকে সেবা করা হইতেছে এই জ্ঞানে কার্য করিলে তাহাতে আসক্তি বা অভিমান থাকিতে পারে না।

কিছুদিন গোদাবরী তীরে পঞ্চবটীতে এইভাবে কাটাইবার পর সুর্পনখা দেখা দেয়। তারপর সীতাহরণ হয় এবং রামচন্দ্রের অবর্ণনীয় বিরহ-দুঃখ

উপস্থিত হয়। রামচন্দ্র সীতাকে খুঁজিতেছেন, তরুলতাকে সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছেন ও সীতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—

সুনু জানকী..........কস নাহীঁ॥ (অরণ্যকাণ্ড দোহা ৩০।৭)

সীতা, তুমি নাই বলিয়া সকল তরুলতা যেন রাজা হইয়াছে এমনি তাদের আনন্দ—তাহারা একাই আমাকে পাইবে—তুমি মাঝখানে থাকিবে না। তুমি কেমন করিয়া এই ক্রোধের কারণ সহ্য করিতেছ, তুমি কেন এখনি আসিয়া দেখা দিতেছ না ?

এইভাবে রাম বিকল হইয়া সীতাকে খুঁজিতেছেন—মনুষ্য-চরিত্রের অভিনয় করিতেছেন—

পূরনকাম রাম.....অজ অবিনাসী॥ (অরণ্যকাণ্ড দোহা ৩০।৯)

পূর্ণকাম অজ অবিনাশী ভগবান মানুষের আচরণ করিয়া দেখাইতেছিলেন।

ইহার পর বালী বধের পর্ব। সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা হইলে রাম বালীকে বধ করার প্রতিজ্ঞা ল'ন। সুগ্রীব ও বালীর মধ্যে যখন মুষ্টিযুদ্ধ চলিতেছিল তখন রাম আড়াল হইতে বালীকে এক বাণ মারেন। মরণাহত হইয়া বালী বলে—

ধর্ম হেতু অবতরেহু........ মোহি মারা॥ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড দোহা ৯।৩)

প্রভু তুমি ধর্ম-রক্ষার জন্য অবতার লইয়াছ, কিন্তু আমাকে কেন ব্যাধের মত মারিলে। আমি হইলাম তোমার শত্রু আর সুগ্রীব প্রিয় হইল। কোন দোষেই বা আমাকে মারিলে ?

রাম উত্তর দিলেন—

অনুজ বধূ ভগিনী......পাপ ন হোঈ॥ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড দোহা ৯।৪)

ছোট ভাইয়ের স্ত্রী, ভগ্নী, পুত্রবধূ ও কন্যা এই চারিজনই সমান। ইহাদের প্রতি যে কুদৃষ্টিতে তাকায় তাহাকে বধ করিলে কিছু পাপ নাই।

তখনকার সমাজে সুনীতি-রক্ষার জন্য এই ঘটনার ও এই উত্তরের বিশেষ মূল্য আছে। বালী তাহার ভাইয়ের স্ত্রীকে হরণ করিয়াছিল। উহা সমাজে এত বড় অপরাধ যে, তখনকার দিনে হরণকারীকে যে কোনও উপায়ে হত্যা করিয়া ফেলাও হয়ত সমাজসম্মত ব্যবস্থা ছিল। রামচন্দ্র বীর ও

সমর্থ। তিনি ইচ্ছা করিলে সম্মুখ যুদ্ধেই বালীকে অবশ্য বধ করিতে পারিতেন। তিনি পূর্বে অনেক রাক্ষসকে অবহেলায় মারিয়াছেন। তবুও তিনি আড়াল হইতে মারিয়া এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, বালী যে অপরাধ করিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পথ-বিপথের বিচার করার দরকার নাই।

ইহাতে রাম-চরিত্রে দোষ বা গ্লানি পড়ে না। তিনি যে যুগের মানুষ সে যুগে যাহা সদাচার বলিয়া গণ্য করা হইত তাহা করিলে তাঁহাকে দোষ স্পর্শ করে না। তখনকার সমাজেও ব্যাধের মত মারা অসাধারণ কার্য হইয়া থাকিবে—সেইজন্যই বালির এই শ্লেষ উক্তি। একথা যেন কেহ মনে না করেন যে, যেহেতু রাম পিছন হইতে মারিয়াছিলেন সেই হেতু গুপ্তহত্যা বা হত্যা সমর্থন করা যায়।

বালী বধ করার পরেই বর্ষা আসিয়া পড়ে—সীতার খোঁজের জন্য তখন কিছুই করা যায় না। ঐ বর্ষাকালটা রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিতই কাটান। এই উপলক্ষ্যে তুলসী বর্ষার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা ভারি সুন্দর।

রাম বলিতেছেন—

ঘন ঘমন্ড নভ.....থির নাহীঁ।। (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড দোহা ১৪।১)

আকাশে মেঘ ঘোর গর্জন করিতেছে, আমার প্রিয়াহীন মন সে শব্দ শুনিয়া ডরাইতেছে না। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে—কিন্তু মেঘের ভিতর থাকিতেছে না। বিদ্যুতের অস্থিরতা যেন খলের প্রীতির মত স্বভাবতই অস্থির।

বরষহিঁ জলদ.........সহ জৈসেঁ।। (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড দোহা ১৪।২)

মেঘ বর্ষণ করার সময় মাটির নিকট আসিতেছে। পণ্ডিতেরা যেমন বিদ্যা পাইয়া অবনত হয়, মেঘও তেমনি জল ভারে নত হইয়াছে।

বৃষ্টির বিন্দুর আঘাত পাহাড় তেমনি করিয়া সহ্য করিতেছে, খলের বাক্য সাধু যেমন করিয়া সহ্য করে।

প্রত্যেক উপমার ভিতর দিয়াই একটা তরল সুমিষ্ট অথচ উদার উপদেশের ধারা বহিয়া গিয়াছে।

কিষ্কিন্ধ্যায় বিভীষণের সহিত রামের সাক্ষাৎ হইল। বিভীষণই দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বিভীষণ রামের আশ্রয় লওয়ার জন্য চলিয়া আসিয়া

সমুদ্রের এ পারে পহুঁছিলে সুগ্রীবের অনুচরেরা তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া ফেলে ও বন্দী করে। তারপর—

কহ সুগ্রীবঁ....... কারন আয়া॥ (সুন্দরকাণ্ড দোহা ৪৩।২..)

সুগ্রীব বলিলেন— রঘুনাথ, রাবণের ভাই সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। রাক্ষসের মায়া জানা যায় না, উহারা ইচ্ছামত রূপ লয়। কেন আসিয়াছে কে জানে ?

ভেদ হমার লেন...সরনাগত ভয়হারী॥ (সুন্দরকাণ্ড দোহা ৪৩।৪)

দুষ্ট আমাদের গুপ্তকথা জানিতে আসিয়াছে। আমার মনে হয়, উহাকে বাঁধিয়া রাখাই ভাল। প্রভু বলিলেন—সখা, তুমি নীতি অনুসারে ঠিকই বলিয়াছ। কিন্তু আমি শরণাগতের ভয় হরণ করার প্রতিজ্ঞা লইয়াছি।

ভেদ লেন পঠবা........হানি কপীসা॥ (সুন্দরকাণ্ড দোহা ৪৪।৩)

যদি তাহাকে আমাদের মন্ত্রণা জানিতেই রাবণ পাঠাইয়া থাকে, তবু সুগ্রীব, তাহাতে আমাদের ভয় বা হানি কি ?

এই স্থলে রাম সাধারণ মানুষের মতই বিভীষণের আসার হেতু জানেন না। এইটুকুমাত্র জানিয়াছেন যে, বিভীষণ শরণাগত। সুগ্রীব যে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখার কথা বলিলেন তাহা রাজনীতিসম্মত। রাজারা শত্রুপক্ষীয়ের উপর সন্দেহ বশে ঐ প্রকার ব্যবহারই করিয়া থাকে।

কিন্তু রামচন্দ্র আসিয়াছেন সেই সন্দেহের যুগ দূর করিয়া স্বর্গরাজ্য বসাইতে। তিনি আসিয়াছেন—জগতে মঙ্গল স্থাপন করিতে। সন্দেহ ও কল্যাণ একসঙ্গে চলে না। কাজেই রামচন্দ্র সন্দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই রাজনীতি বদলাইয়া ফেলিতেছেন। তিনি সহজভাবে বলিলেন যে, যদি মন্ত্রণা জানাইতেই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ভয় বা ক্ষতি কি ?

'তবহুঁ ন কছু ভয় হানি কপীসা'—এই সামান্য কথা কয়টার মধ্যে সমস্ত রাজনীতির মূলের পরিবর্তন রহিয়া গিয়াছে। যিশুখৃষ্টের পূর্ব পর্যন্ত ইহুদি ধর্ম বলিত—'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত লও।' উহা ছিল প্রতিহিংসার ধর্ম। উহা হিংসা ও ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। যিশু আসিয়া বলিলেন উহা নয়। তোমরা জানিতে—'চোখের বদলে চোখ লওয়াই ধর্ম', আমি বলিতেছি—'এক গালে মারিলে আর এক গাল পাতিয়া দিবে।' ইহাই

যিশুখৃষ্টের দান ও খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব।

যিশুর বহু পূর্ব হইতে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বে ইহা থাকিলেও কার্যত রাজনীতিতে ইহার ব্যতিক্রম ছিল। রামচন্দ্র ব্যবহারিকভাবে সেই ব্যতিক্রম দূর করিতে আসিয়াছেন। যদি বিভীষণ গুপ্তকথা জানিতে আসিয়া থাকে এবং বলে যে সাক্ষাৎ করিতে ও শরণ লইতে আসিয়াছে তবে রামচন্দ্র কেন তাহাকে অবিশ্বাস করিবেন ? শরণাগতকে রক্ষা করাই তাঁহার ধর্ম।

লক্ষ্মণ যখন শেল-বিদ্ধ হ'ন তখন রামচন্দ্র শোকে বিহ্বল হইয়া পড়েন। লক্ষ্মণ অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রামচন্দ্র বলিতেছেন—

মম হিত লাগি............নহিঁ ওহূ॥ (লঙ্কাকাণ্ড ৬১।২....)

আমার জন্য বাপ-মা ছাড়িয়াছ—বনে আসিয়া শীতে গ্রীষ্মে ও বাতাসে দুঃখ সহিয়াছ। ভাই, তোমার সে অনুরাগ এখন কোথায় গেল ? আমার ব্যাকুল কথা শুনিয়াও তুমি উঠিতেছ না। যদি জানিতাম যে, বনে আসিয়া তোমাকে হারাইব—তবে পিতার আজ্ঞাও মানিতাম না।

এইভাবে—

বহু বিধি সোচত............ কৃপাল দেখাঈ॥ (লঙ্কাকাণ্ড ৬১।৯)

শোক-বিমোচন রাম নানাপ্রকারে শোক করিতে লাগিলেন—তাঁহার পদ্ম চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। উমা, রঘুরাজ রামচন্দ্র এক অদ্বিতীয় ও অখণ্ড, তিনি মানুষের গতি ও ভক্ত-বৎসলতা দেখাইতেছেন।

রাম ও রাবণের সম্মুখ যুদ্ধ যে একটি হৃদয় ক্ষেত্রের যুদ্ধ সেকথা তুলসী অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। রামের সহিত রাবণের মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। তখন—

রাবনু রথী.........বীর বলবানা॥ (লঙ্কাকাণ্ড ৮০।১...)

রাবণ রথে চড়িয়া আছেন আর রঘুবরের রথ নাই প্রীতিবশত বিভীষণের মনে আশঙ্কা হইল। তিনি চরণ বন্দনা করিয়া প্রেমের সহিত বলিলেন—হে নাথ, তোমার রথ নাই পায়ে পাদুকা নাই। বলবান বীর রাবণকে কি করিয়া জিতিবে।

সুনহু সখা কহ.........স্যন্দন আনা॥ (লঙ্কাকাণ্ড ৮০।২...)

কৃপা-নিধান রাম বলিলেন—হে সখা, যাহাতে জয় হইবে এমন রথ

আনিয়াছি। সে রথের চাকা শৌর্য ও বীর্য। তাহার ধ্বজা ও পতাকা সত্য ও শীল।

ঈস ভজনু.............সন্তোষ কৃপানা॥ (লঙ্কাকাণ্ড ৮০।৪)

এই রথের চতুর সারথি হইতেছে ঈশ্বর-ভজন, ঢাল হইতেছে বিরতি ও তলোয়ার হইতেছে সন্তোষ। কুঠার হইতেছে দান, বুদ্ধি হইতেছে শেল, ধনুক হইতেছে বিজ্ঞান।

অমল অচল মন...... তহুঁ রিপু তাকে॥ (লঙ্কাকাণ্ড ৮০।৫-৬)

নির্মল অচল মন হইতেছে তূণীর, সংযম নিয়ম নানাপ্রকার বাণ, ব্রাহ্মণ গুরুর পূজা অভেদ্য কবচ। ইহাদের সমান বিজয়ের অন্য উপায় আর নাই। সখা, এইরূপ ধর্মময় রথ যাহার, তাহাকে জয় করার মত শত্রু কোথাও নাই।

মহা অজয়................সখা মতিধীর॥ (লঙ্কাকাণ্ড ৮০ ক)

ধীর বুদ্ধি সখা শুন, যাহার এইপ্রকার দৃঢ় রথ আছে সে বীর মহা অজয়, সংসার রূপ শত্রু সে জয় করিতে পারে।

রাবণ মরিল। মনের রাজ্যে দুষ্টের মৃত্যু হওয়ায় মনে রাম-রাজ্য বসিল। আবার এদিকে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিলে সেখানে যে রাম-রাজ্য বসিল তাহাও হৃদয়ের রাম-রাজ্যের জুড়ী হইল।

রাম-রাজ্যের স্বরূপ—

রাম রাজ বৈঠেঁ...........বিষমতা খোঈ॥ (উত্তরকাণ্ড ২০।৪)

রাম-রাজ্য বসিল, ত্রিলোক আনন্দিত হইল, সকল শোক গেল। কাহারও সহিত কেহ শত্রুতা করে না, রামের প্রতাপ ভেদ বুদ্ধি দূর করিয়া দিল।

বরনাশ্রম নিজ নিজ.......... সোক ন রোগ॥ (উত্তরকাণ্ড ২০)

বর্ণাশ্রম অনুসারে সকলে বেদের পথে থাকিয়া নিজ নিজ ধর্ম পালন করিতে লাগিল। সকলে সর্বদা সুখ পাইতে লাগিল, রোগ শোক ও ভয় রহিল না।

দৈহিক দৈবিক.......নিরত শ্রুতি রীতী॥ (উত্তরকাণ্ড ২১।১)

দৈহিক, দৈবিক ও ভৌতিক—এই ত্রিতাপ রামরাজ্যে কাহারও রহিল না। সকলে পরস্পরের প্রতি ভালবাসার সম্পর্ক রাখিল, সকলে বেদ অনুসারে ধর্ম পালন করিতে লাগিল।

চারিও চরন ধর্ম.......... কে অধিকারী॥ (উত্তরকাণ্ড ২১।২)

জগতে চার পা পূরা ধর্ম স্থাপিত হইল, স্বপ্নেও পাপ রহিল না। সকল নর-নারী রাম-ভক্তি-রত হইল, সকলেই পরম গতির অধিকারী হইল।

অল্পমৃত্যু নহিঁ.............ন লচ্ছন হীনা॥ (উত্তরকাণ্ড ২১।৩)

অকালমৃত্যু রহিল না, সে ব্যথা কেহ পাইত না, সকলেরই সুন্দর নীরোগ শরীর হইল। না রহিল দরিদ্র না রহিল দীন-দুঃখী। কেহ মূর্খ বা অলক্ষুণে রহিল না।

সব নির্দম্ভ.................কপট সয়ানী॥ (উত্তরকাণ্ড ২১।৪)

সকলে নিরহঙ্কার ও ধর্মরত হইল, সকল স্ত্রী ও পুরুষ গুণী হইল। সকলে গুণজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্ঞানী হইল, সকলেই কৃতজ্ঞ হইল, কেহ কপটতা করিয়া চতুরতা করিবার রহিল না।

রাম রাজ নভগেস........কাহুহি নাহিঁ॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ২১)

হে গরুড়, শোন—রামরাজ বসিলে স্থাবর জঙ্গম সহিত এই জগতে কাহারও কাল, ধর্ম, স্বভাব ও ত্রিগুণের জন্য যে সকল দুঃখ হয় তাহা রহিল না।

দন্ড জতিন্হ.........রামচন্দ্র কেঁ রাজ॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ২২)

সাধারণ রাজ্যের রাজারা ভেদ, দণ্ড ইত্যাদি নীতি দ্বারা রাজ্য পালন করিয়া থাকে। কিন্তু উহার ভিতর হিংসা কপটতা রহিয়াছে। রাম-রাজ্য বসিলে আর ভেদ ও দণ্ড নীতির দ্বারা রাজ্য চালাইবার আবশ্যক হইল না। রাজা রাজদণ্ড ত্যাগ করিলেন, অর্থাৎ লোককে গায়ের জোরে শাসন করা বা শাস্তি দেওয়া উঠিয়া গেল। জেলখানা, বেত, ফাঁসী, শূল ইত্যাদি রহিল না। রাজা দণ্ড দেওয়া ত্যাগ করিলে দণ্ড গেল কোথায় ? রাজার হাতের দণ্ড লাঠি হইয়া দণ্ডী বা সন্ন্যাসীর হাতে গেল।

ভেদ নীতি—একে অন্যে ঝগড়া বাধাইয়া শাসন করার নীতিও উঠিয়া গেল। ভেদ তখন কোথায় গেল ? ভেদ গেল নর্তকদের সমাজে। সুর তালের জন্যই ভেদ ব্যবহার হইতে লাগিল।

সাধারণ রাজারা পররাজ্য জয় করিতে বাহির হন। কিন্তু রাম-রাজ্যে কোনও পররাজ্য রহিল না। পরই কেহ রহিল না—জয় করিবে আর

কাহাকে ? জয় করিবার কাজ রহিল মাত্র নিজের মনকে। এই হইল রামরাজ।

এই রাম-রাজের প্রতিষ্ঠা। হৃদয়ে ও বাহিরে রাম-রাজেরই প্রতিষ্ঠার পথ দেখাইবার জন্য রামায়ণ। রাম-রাজ-বর্ণনায় রাম-চরিত কথা চরমে পহুঁছিয়াছে।

ইতি শ্রীরাম চরিত।

সীতা চরিত

সীতার কথা তুলসীদাসজী বর্ণনা করিতে অনেক সময়েই সঙ্কোচ করিয়াছেন, সে পবিত্রতা ও স্বাভাবিক শুচিতার বর্ণনা করার চেষ্টা করিতেও তুলসীদাস থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

সিয় সোভা নহিঁ..........অঙ্গ অনুরাগী॥ (বালকাণ্ড ২৪৭।১)

সীতার শোভা বর্ণনা করা যায় না, সীতা জগতের মাতাস্বরূপ ও গুণের খনি। সকল উপমাই সাধারণ স্ত্রী-লোকের বেলায় ব্যবহার হওয়ায় সেগুলি সীতার বেলায় আমার কাছে খাটো লাগে।

সীতার রূপ সেইজন্য তুলসীদাস বর্ণনা করেন নাই। মনের ভাবও বর্ণনা করিতে অনেক স্থলে সাহস পান নাই।

রামহিঁ চিতব...............নহিঁ কথনীয়া॥ (বালকাণ্ড ২৪২।৩)

স্বয়ম্বর সভায় রামচন্দ্রকে যে যেভাবে দেখিতেছিলেন তুলসী তাহা বর্ণনা করিয়া আসিয়া সীতার বেলায় বলিলেন—রামকে সীতা যেভাবে দেখিতেছিলেন তাহা মুখ দিয়া বলার মত নয়।

সাক্ষাৎভাবে বর্ণনা না করিলেও যেখানেই সীতার উল্লেখ করিয়াছেন সেইখানেই বিনয়, নম্রতা ও পবিত্রতার স্রোত বহাইয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন। তখন সীতাকে লইয়া সখী রামের গলায় জয়মালা পরাইয়া দিতে গেলেন। কিন্তু—

জাই সমীপ.............চিত্র অবরেখী॥ (বালকাণ্ড ২৬৪।২)

রামের নিকট গিয়া তাঁহার সৌন্দর্য দেখিয়া সীতা যেন পটের ছবির মত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর সখীঁ.............রাম উর মেলী॥ (বালকাণ্ড ২৬৪।৩..)

চতুর সখী সীতার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, ঐ সুন্দর জয়মালা পরাইয়া দাও। সেকথা শুনিয়া সীতা দুই হাত ধরিয়া মালা তুলিলেন, কিন্তু প্রেমে বিবশ হইয়া পরাইতে পারিলেন না। এই দৃশ্য দেখিয়া সখী গাহিতে লাগিল—সীতা রামের গলায় জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন।

তারপর রামচন্দ্রকে ত প্রণাম করিতে হয়।

সখীঁ কহহিঁ................অতি ভীতা॥ (বালকাণ্ড ২৬৫।৪)

সখী বলে—সীতা, প্রভুকে প্রণাম কর, কিন্তু সীতা ভয়ে ভয়ে প্রভুর চরণ স্পর্শ করিতেছেন না।

এমনিভাবে সপ্রেমে তুলসী রাম-সীতার বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন। সীতার কোমলতা ভেদ করিয়া তাঁহার কঠিনতা বাহির হইয়া পড়িয়াছে যখন রামচন্দ্র তাঁহাকে বনবাসে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তখন বনের সমস্ত দুঃখই সীতার নিকট সুখদায়কই হইবে একথা জানাইয়া বড় দুঃখে তিনি বলিয়া উঠিলেন—

মৈঁ সুকুমারি.............কহুঁ ভোগূ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৬৭।৪..)

আমি সুকুমারী, আর তুমি বনে যাওয়ার যোগ্য—তোমারই তপস্যা করা উচিত আর আমার জন্য ভোগ!

এমন কঠোর কথা শুনিয়াও সীতার প্রাণ যাইতেছে না—

অস কহি সীয়........সকী সঁভারী॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৬৮।১)

এই কথা বলিয়া সীতা বড় বিকল হইলেন, বিচ্ছেদের কথাও সহিতে পারিলেন না। সীতা সঙ্গে গেলেও কখনও পথের ভার হন নাই, বরঞ্চ সেবা করার সঙ্কল্প বরাবরই পালন করিয়া গিয়াছেন। যখন রাম-সীতা চিত্রকূটের আশ্রম ত্যাগ করিয়া গভীরতর বনে যাওয়ার জন্য চলিতেছিলেন তখন পথে অত্রি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে মুনি-স্ত্রী অনুসূয়া সীতাকে বলেন—

সুনু সীতা তব.......কথা সংসার হিত॥ (অরণ্যকাণ্ড দোহা ৫খ)

সীতা, তোমার নাম স্মরণ করিয়া স্ত্রীরা পতিব্রতা ধর্ম পালন করিবে।

তুমি রামের প্রাণপ্রিয়—সংসার-হিতের জন্য কিছু বলিলাম।

অনুসূয়া সতী স্ত্রীকে চার ভাগে ভাগ করেন—উত্তম, মধ্যম, নিকৃষ্ট ও অধম। তাহাদের লক্ষণ—

উত্তম কে অস............নারি জগ সোঈ॥ (অরণ্যকাণ্ড ৫।৬)

উত্তম পতিব্রতার মনের এই ভাব যে, জগতে যে অন্য পুরুষ আছে তাহা সে স্বপ্নেও জানে না। মধ্যম—পরপতিকে ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রের মত দেখে। ধর্ম হইবে এই বিচার করিয়া যে কুলে থাকে সে নিকৃষ্ট, আর যে অবসর না পাওয়ায় কুলে থাকে তাহাকে অধম জানিবে।

দণ্ডক বনে সীতাকে রাখিয়া যখন রাম স্বর্ণ-মৃগ মারিতে যাইবেন তাহার কিছু পূর্বে বলিলেন—

সুনহু প্রিয়া............রূপ সুবিনীতা॥ (অরণ্যকাণ্ড ২৪।১-২)

ব্রত-পালনকারিণী সুশীলা প্রিয়া, শুন—আমি কিছু ললিত নর-লীলা করিব। তুমি আগুনের মধ্যে বাস কর। ততক্ষণ আমি রাক্ষসদিগকে নাশ করিতেছি। এই কথা বুঝাইয়া বলাতেই সীতা প্রভুর চরণ হৃদয়ে রাখিয়া আগুনে প্রবেশ করিলেন। সীতা সেখানে নিজেরই মত রূপ ও নিজের সুবিনীত প্রতিবিম্ব রাখিয়া গেলেন।

এই শ্লোক দুইটির মর্ম আমি ধরিতে পারি নাই। ইহার সাধারণ মানে হয় এই যে, রামচন্দ্র সীতাকে আগুনের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিলেন ও তাঁহার স্থানে রাখিলেন এক ছায়া-সীতা এবং পরে রাবণ বধ হইলে অগ্নি-পরীক্ষা কালে আসল সীতা আগুন হইতে আবার বাহির হইলেন। কিন্তু পূর্বেই যদি সীতা আগুনে প্রবেশ করিয়া থাকেন তবে সীতা হরণের সীতা, তাঁহার বিলাপ, রামনাম লইয়া রাবণের হাতেও তাঁহার নির্ভয়ে থাকা ও পরে অগ্নি-পরীক্ষা—এ সমস্তই নিরর্থক হয়। কবির কি গভীর উদ্দেশ্য আছে আমি তাহা ধরিতে পারি নাই।

সীতাকে রাবণ অশোক বনে লইয়া গেলে তিনি রাবণকে যেভাবে তুচ্ছ করেন তাহা তাঁহারই যোগ্য—

সঠ সূনেঁ হরি.................নহিঁ তোহী॥ (সুন্দরকাণ্ড ৯।৫)

দুষ্ট তুমি খালি ঘর ইহতে আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ। অধম

নির্লজ্জ, তোমার লাজ নাই।

অশোক বনে সীতার পবিত্রতা ও পতিব্রতাই সীতাকে রক্ষা করিয়াছিল। রাম-নাম ছাড়া তাঁহার আর কোনও সম্বল ছিল না।

জেহি বিধি................রহতি হরিনাম॥ (অরণ্যকাণ্ড ২৯ খ)

যেভাবে রামচন্দ্র কপট হরিণের পিছনে ছুটিলেন সেই দৃশ্য সীতা হৃদয়ে রাখিয়া হরিমান জপ করিতেছিলেন।

হনুমান অশোকবনে গিয়া দেখেন—

কৃস তনু সীস.....................গুন শ্রেণী॥ (সুন্দরকাণ্ড ৮।৪)

সীতার শরীর কৃশ হইয়াছে— মাথায় এক বেণীর জটা হইয়াছে। তিনি হৃদয়ে রঘুপতির নাম জপ করিতেছেন।

নিজ পদ নয়ন ....পদ কমল। (সুন্দরকাণ্ড দোহা ৮)

নীচের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া নিজের পায়ের দিকে তিনি তাকাইয়া আছেন, আর তাঁহার মন রাম-চরণে লীন হইয়া আছে। রাবণ বধ হইলে হনুমান সীতাকে রামের শিবিরে আনিতে গেল। তখন রাক্ষস-রাক্ষসীরা তাঁহাকে—

বহু প্রকার.............সুখধাম সনেহী॥ (লঙ্কাকাণ্ড ১০৮।৪)

দিব্য বসন-ভূষণ পরাইয়া দিল, তাহারা সুন্দর শিবিকা সাজাইয়া আনিল। সীতা আনন্দে সুখধাম প্রেমময় রামকে স্মরণ করিয়া তাহাতে উঠিলেন।

চারিদিকে বেত-পানি রক্ষক শিবিকা ঘিরিয়া চলিয়াছে—

দেখন ভালু...............নিবারন ধায়ে॥ (লঙ্কাকাণ্ড ১০৮।৫)

তাঁহাকে দেখার জন্য বানর-ভালুকেরা আসিলে রক্ষকেরা রাগিয়া মারিতে যায়।

কহ রঘুবীর............রঘুনাথ গোসাঈঁ॥ (লঙ্কাকাণ্ড ১০৮।৬)

রঘুনাথ হাসিয়া বলিলেন সখা, আমার কথা শোন, সীতাকে পায়ে হাঁটাইয়া আন, বানরেরা তাহাকে মায়ের মত করিয়া দেখুক। তখন সীতা অগণিত সন্তানকে আনন্দ দিয়া হাঁটিয়া আসিলেন। আসিতেই রাম তাঁহার কাছে অগ্নি-পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। সীতা লক্ষ্মণকে আগুন প্রস্তুত

করিতে বলিলেন—

জৌঁ মন বচ...............শ্রিখণ্ড সমানা॥ (লঙ্কাকাণ্ড ১০৯।৪)

যদি কায়মনোবাক্যে আমার হৃদয়ে রঘুনাথ ভিন্ন অন্য গতি নাই বলিয়া জানিয়া থাকি তবে আগুন, তুমি সকলেরই গতি জান, তুমি আমার নিকট চন্দনের মত হও।

পবিত্রতার যিনি মূর্তি তাঁহার নিকট প্রকৃতি বশ্যতা স্বীকার করে। আগুনের ত সীতার কথা মানিতেই হইবে। সীতা প্রভুকে স্মরণ করিয়া আগুন যেন চন্দন এমনিভাবে তাহাতে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পর সীতাকে লইয়া রামচন্দ্র হনুমানাদির সহিত অযোধ্যায় ফিরিয়া রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। সীতা যখন রাজরাণী হইলেন তখনও—

পতি অনুকূল....................মন লাঈ॥ (উত্তরকাণ্ড ২৪।২)

সীতা সর্বদা পতি অনুকূল রহিলেন। সীতা শোভাময়ী, সুশীলা, বিনয়বতী। তিনি কৃপাসিন্ধু রঘুনাথের সামর্থ্য জানিতেন। মন দিয়া তাঁহার চরণ সেবা করিতেন।

জদ্যপি গৃহঁ ....আয়সু অনুসরঈ॥ (উত্তরকাণ্ড ২৪।৩)

যদিও রাজবাড়ীতে খুব সেবা-কুশল দাসদাসীর অভাব ছিল না তথাপি সীতা নিজ হাতেই গৃহ-পরিচর্যা করিতেন ও রামচন্দ্রের আদেশ অনুসরণ করিতেন।

জেহি বিধি..............সন্ততমনিন্দিতা॥ (উত্তরকাণ্ড ২৪।৪-৫)

যাহাতে রামচন্দ্রের সুখ হয় সীতা তাহাই করিতেন, তিনি সেবা-বিধি জানিতেন। তিনি কৌশল্যাদি শাশুড়ীকে তাঁহাদের গৃহে সেবা করিতেন, তাঁহার অভিমান বা অহঙ্কার ছিল না। সীতা,পার্বতী, লক্ষ্মী, ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়া, তিনি জগতের মাতা এবং সদা প্রশংসনীয়া।

জাসু কৃপা কটাচ্ছু.........সুভাবহিঁ খোই॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ২৪)

লক্ষ্মীর স্বভাব চঞ্চল, সেই লক্ষ্মীরূপিনী সীতা যাঁহার কৃপাদৃষ্টি দেবতারাও চায় তিনি নিজের চঞ্চল স্বভাব খোয়াইয়া অচঞ্চল হইয়া রামচন্দ্রের পদে ভক্তি করিতেন।

সীতা ভারতের নারীর আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন—পতিভক্ত ও সহজ

পবিত্রতায় তাঁহার সমান কেহ নাই। তাহা ছাড়া স্ত্রী-ধর্মে নিজ হাতেই যে গৃহ-কার্য করিতে হয় তাহাও তিনি নিজে আচরণ করিয়াই দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না, দাস-দাসী ত কতই ছিল। তবুও তিনি নিজ হাতে গৃহের ছোট-বড় কাজ করিয়া সেই সমস্ত কাজকে মর্যাদা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রভাববশতঃ আজও ভারতের নারীরা শুদ্ধ, পবিত্র ও কর্মঠ আছে। পশ্চিমের বিলাসিতা ও ভোগের আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখিয়াছে।

রামায়ণে সীতার কথা খুব বেশী জায়গা জুড়িয়া নাই। কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব, তাঁহার মধুরতা ও পবিত্রতা রামায়ণের সমস্ত কাহিনী ও ঘটনাকে নিবিড়ভাবে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। রাম-কথার প্রত্যেক অঙ্গই সীতার প্রভাব, সীতার বিশ্বাস, সীতার সেবা, সীতার শীলতা মধুর ও পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে।

সীতা ভারতের আলো, জগতের আলো, তুলসীদাসের হৃদয় সীতার আলোতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে!

ইতি সীতা চরিত।

———o———

লক্ষ্মণ চরিত

লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে একেবারে অভিন্নভাবে যুক্ত। বিশ্বামিত্র দুই ভাইকেই রাক্ষস তাড়াইতে লইয়া গেলেন, উভয়েই সমান বীরত্ব দেখান। তারপর লক্ষ্মণের সহিত স্বয়ম্বর সভায় আমাদের পরিচয় হয়। লক্ষ্মণ জানিয়াছেন যে, তাঁহার রামচন্দ্র বিশ্ব-পিতা, সমর্থ ও সকল কর্ম-কুশল। এই বিশ্বাসে লক্ষ্মণের কাজের পথ সোজা হইয়াছিল—কোথায় কিছু আটকায় নাই। রাজারা ধনুক ভাঙ্গিতে না পারায় জনকের খেদে লক্ষ্মণ যে উত্তর দেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সে তেজপূর্ণ উত্তরের মধ্যেও রামের প্রতি নির্ভরের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার নিজের শক্তির বড়াই কিছু নাই—রাম আজ্ঞা দিলে তিনি সবই করিতে পারেন।

জৌঁ তুম্হার.........পিনাক পুরানা॥ (বালকাণ্ড ২৫৩।২-৩)

তোমার আজ্ঞা পাইলে খেলার গুলির মত ব্রহ্মাণ্ড উঠাইতে পারি, ও কাচের পাত্রের মত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারি। মেরু পর্বতকে মূলার ন্যায় ভাঙ্গিতে পারি। এ সমস্তই হে ভগবান রাম, যখন তোমার মহিমায় করা যায় তখন আর এই পুরানো ধনুকটার কথা কি ?

সেই স্বয়ম্বর সভাতেই পরশুরামের সহিত লক্ষ্মণের কথা কাটাকাটি হয়। পরশুরাম রাগিয়া অস্থির। যে হরধনু ভাঙ্গিয়াছে তাহাকে তিনি সাজা দিবেন। লক্ষ্মণ আগু হইয়া বলেন—মুনি, অত রাগ কর কেন, একটা পুরানো ধনুক ভাঙ্গিয়াছে সেজন্য অত রাগের প্রয়োজন কি ?

কিন্তু সেকথা কে শোনে ? পরশুরাম বড়ই দুর্বাক্য বলিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন—

কোটি কুলিস..................বান কুঠারা।। (বালকাণ্ড ২৭৩।৪)

কিন্তু তাহাতে মুনি আরও চটিয়া লক্ষ্মণকে কাটিতে যান। কিন্তু ছেলেমানুষ বলিয়া না কাটিয়া বিশ্বামিত্রকে বলেন—এই ছেলেটিকে বুঝাইয়া দাও—আমি কে । কিন্তু ইতিপূর্বে পরশুরাম নিজেই তাঁহার বীরত্বের কথা খুব জোরেই জাহির করিয়াছেন। সেইজন্য লক্ষ্মণ শ্লেষ করিয়া বলিলেন—

লখন কহেউ...............বরনই পারা।। (বালকাণ্ড ২৭৪।৩)

মুনি আরও তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মণের শ্লেষ তাঁহার অসহ্য হইয়াছে, রাগে তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। রাম বলিলেন—মুনি রাগ করিবেন না, দুধ-মুখো ছোট ছেলে—আপনাকে চিনে নাই।

পরশুরাম আরও রাগিয়া গেলেন, বলিলেন—

গৌর সরীর.................পয়মুখ নাহীঁ।। (বালকাণ্ড ২৭৭।৪)

'ওর শরীর গৌর, কিন্তু মনটাই কাল। ও দুধমুখো ছেলে নয়, ওর মুখ বিষে ভরা।'

পরশুরাম রাগে কাঁপিতেছেন—এই মারেন ত সেই মারেন। তখনও লক্ষ্মণের না আছে ভয় না আছে রাগ। তিনি তবুও তামাসাই করিতে লাগিলেন—

লখন কহেউ.....পায় পিরানে।। (বালকাণ্ড দোহা ২৭৭, চৌপাই ২৭৮।১)

লক্ষ্মণ হাসিয়া বলিলেন—মুনি ক্রোধ হইতেছে পাপের মূল, এই

ক্রোধের বশেই লোকে অনুচিত কাজ করে ও বিশ্ব প্রতিকূল হয়। হে মুনি, আমি তোমার অনুচর, রাগ ছাড়িয়া এখন আমার উপর দয়া কর। রাগ করিলে ত আর ভাঙ্গা ধনুক জুড়িবে না ? দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পায়ে ব্যথা হইয়া থাকিবে—এইবার উপবেশন কর।

মুনি আরও জ্বলিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের এক একটা শ্লেষের কথা মুনিকে বাণের মত বিঁধিতেছিল— উত্তর জোগাইতেছিল না। তিনি কেবল নিজের দর্প করিতেছিলেন ও মারার ভয় দেখাইতেছিলেন। মুনির বড় দুরবস্থা হইল। তিনি রাগে হীনবল হইয়া গেলেন। মারিব-মারিব করিয়া ধমকাইতেছিলেন—কিন্তু রাগে শরীর হইতে মারার শক্তিও চলিয়া গেল। মুনি খেদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

বহই ন হাথু.............কৃপা কসি কাউ॥ (বালকাণ্ড ২৮০।১)

মারিবার জন্য হাত উঠিতেছে না, আমার এই নৃপঘাতী কুঠার আজ মারিতে কুণ্ঠিত হইতেছে। বিধি আমার প্রতি বাম হইলেন—আমার স্বভাবই বদলাইয়া দিলেন। আমার হৃদয়ে এই বালকের জন্য কৃপার ভাব কোথা হইতে আসিল ?

লক্ষ্মণের অমল নির্ভীকতা ও সহজ চটুলতা এই কথাবার্তায় সুন্দর প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

লক্ষ্মণ অপরের সহিত কথায় পটু হইলেও রামের নিকট বেশী কথা বলার সাহসই তাঁহার নাই। যখন রাম বনে যাইবেন ঠিক হইয়াছে—সীতাও সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি লইয়াছেন তখন লক্ষ্মণ যাইতে চাহিলে রাম বলিলেন যে, লক্ষ্মণের থাকাই উচিত ও ধর্মসঙ্গত। কারণ শোকে বিকল রাজা-রাণী মলিন হইয়া আছেন। লক্ষ্মণ প্রতি উত্তরে সানুনয়ে যে কথাটা জানাইলেন তাহাতে যুক্তি নাই কেবল প্রেম আছে—

মোরেঁ সবই..............কি সোঈ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৭২।৩-৪)

হে দীনবন্ধু অন্তর্যামী, তুমিই আমার একমাত্র প্রভু। ধর্মনীতির উপদেশ তাহারই দরকার যে কীর্তি, সম্পদ ও সুগতি চায়। কিন্তু যে জন কায়মনোবাক্যে তোমার চরণে রত, হে কৃপাসিন্ধু, তাহাকে কি ত্যাগ করিবে ?

রামের নিকট হইতে লক্ষ্মণ সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি পাইলেন, কিন্তু আবার মায়ের অনুমতিও ত লইতে হয়। মা লক্ষ্মণের নিকট ঘটনা শুনিয়াই শোকে ব্যাকুল হইলেন। লক্ষ্মণের ভয় হইল।

লখন লখেউ............করব অকাজূ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৭২।৪)

লক্ষ্মণ দেখিলেন—আজ অনর্থ হইবে, এই স্নেহবশেই মা অকাজ করিবেন।

কিন্তু লক্ষ্মণের সৌভাগ্য যে সুমিত্রা সকল কথা শুনিয়া নিজেই বলিলেন—

তাত তুম্হারী............কছু নাহীঁ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৭৪।১-২)

পুত্র, সীতাই তোমার মা, আর রামই তোমার সর্ব প্রকারের স্নেহময় পিতা। যেখানে সূর্যের উদয় সেখানেই যেমন দিন, তেমনি যেখানে রাম সেখানেই অযোধ্যা। যদি সীতা-রামই বনে যায় তবে অযোধ্যায় তোমার কিছু কাজ নাই।

লক্ষ্মণ সঙ্গে চলিলেন। রাম-সীতাকে রক্ষা করা তাঁহার প্রধান কাজ। দিনে সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, রাত্রিতে পাহারা দিতেন। এই সেবা ১৪ বৎসর সমানে লক্ষ্মণ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম রাত্রে শৃঙ্গবের পুরে যখন রাম-সীতা গাছতলায় পাতার বিছানায় শুইলেন তখন লক্ষ্মণ—

কছুক দূরি............ বৈঠি বীরাসন॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৯০।১)

কিছু দূরে বাণ শরসান সাজাইয়া বীরাসনে বসিয়া জাগিতে লাগিলেন।

যখন সীতা কাছে নাই তখন যেন লক্ষ্মণ আরও নিবিড়ভাবে রামকে সঙ্গ দিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তখন বেদ, শ্রুতি, ধর্ম, ইতিহাস, পুরাণের কথা রামকে জিজ্ঞাসা করিতেন ও সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। সীতার বিরহ-ব্যথায় যতটা রামকে স্বস্তি দেওয়া সম্ভব এইরূপে তিনি তাহা দিতে লাগিলেন।

প্রতিজ্ঞা-অনুসারে রাম নগরে যাওয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। দুইবার, একবার বালী বধের পর সুগ্রীবকে রাজ্য দেওয়ার সময়, আর একবার বিভীষণকে লঙ্কায় রাজপদে অভিষিক্ত করার সময় নগরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। দুইবার লক্ষ্মণের দ্বারা সেই কাজ করানো হয়। লক্ষ্মণ কেবল যে এই

মধুর কর্তব্য পালন করিয়াই নিষ্কৃতি পাইয়াছেন তাহা নয়। যখন সীতার অগ্নি-পরীক্ষা হইবে তখনও সীতা লক্ষ্মণকেই বলিতেছেন—

লছিমন হোহু ....ন ওউ॥ (লঙ্কাকাণ্ড ১০৯।১-২)

লক্ষ্মণ তুমি ধর্মের সাথী হও, শীঘ্র আগুন জ্বালাও। লক্ষ্মণ সীতার বিরহ, বিবেক ও ধর্ম-নীতি-পূর্ণ কথা শুনিয়া সজল চোখে হাত জোড় করিয়া রহিলেন, প্রভুর নিকট কিছু বলিতে পারিলেন না।

এই দুঃখদায়ক কার্যও লক্ষ্মণকে করিতে হইল। লক্ষ্মণ নিজের কর্মশক্তির উপর অনেকখানি বিশ্বাস করিতেন। দৈবকে বড় আমল দিতে চাহিতেন না।

নাথ দৈব কর ....আলসী পুকারা॥ (সুন্দরকাণ্ড ৫১।২)

যখন সমুদ্র পার হওয়ার কথা লইয়া পরামর্শ হইতেছিল তখন বিভীষণ বলিলেন—প্রভু, তুমি বাণ দিয়া সমুদ্র শুকাইয়া ফেলিতে পার, কিন্তু তাহার পূর্বে সমুদ্রকেই একবার স্তুতি করিয়া দেখ। রাম তাহাতেই রাজী হইলেন। কিন্তু লক্ষ্মণের তাহা ভাল লাগিল না। লক্ষ্মণ বলিলেন—

'নাথ দৈবের ভরসা কি, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্র শুষিয়া ফেল। ভীরুদের মনে একই আশ্রয় আছে—অলস লোকেরাই দৈব বলিয়া চেঁচায়।'

দৈবের প্রতি লক্ষ্মণের এই ত মনোভাব। সেই লক্ষ্মণকে যখন দৈবের হাতেই সীতাকে ফেলিয়া দিতে হইল, যখন নিজ হাতে আগুন জ্বালাইয়া সীতাকে উহাতে প্রবেশ করার যোগাড় করিয়া দিতে হইল তখনকার সেই মনোবেদনার কথা তুলসী একটিমাত্র শব্দে ইঙ্গিত করিয়াছেন—

'দেখি রাম রুখ লছিমন ধায়ে..................লঙ্কাকাণ্ড ১০৯।৩)

লক্ষ্মণ সজল নয়নে জোড় হাত করিয়া শুনিলেন—তখন প্রভুকে কিছু বলিতেই সাহস পাইলেন না এবং 'দেখি রামরুখ'—রামের ইচ্ছা দেখিয়াই সীতার প্রবেশের জন্য আগুন করিতে ছুটিলেন।

লক্ষ্মণ নিজের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে রামের অধীন করিয়া রামের সেবা করিয়া গিয়াছেন—লক্ষ্মণের এই পরিচয়ই তুলসীদাস দিয়াছেন।

ইতি লক্ষ্মণ চরিত।

———o———

ভরত চরিত

জৌঁ ন হোত.............ধরত কো॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ২৩৩।১)

যখন দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন তখন ভরত মামার বাড়ী কেকয় দেশে। সে দেশ অযোধ্যা হইতে অনেক দূরে—পাঞ্জাবে।

দূত গিয়া সংবাদ কেবলমাত্র এইটুকুই দিল যে, গুরু তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। তাঁহার মনটা খারাপ ছিল আরও খারাপ হইয়া উঠিল। তিনি তখনই রওনা হইলেন—

চলে সমীর বেগ........জাউঁ উড়াঈ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৫৮।১)

বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলেন—নদী-পাহাড় বন-বাদাড় লঙ্ঘন করিয়া চলিতে লাগিলেন। মনে বড় ব্যথা, কিছুই ভাল লাগে না। মনে হয়—যেন উড়িয়া যাই।

অযোধ্যায় রাজপুরীতে পহুঁছিয়া মায়ের ঘরে গেলেন। যাইতেই মা বলিলেন—

তাত বাত মৈঁ...........পগু ধারেউ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৬০।১)

বাছা, আমি সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি, বেচারি মন্থরা আমার সহায় হইয়াছে। তবে বিধাতা মাঝখানে কিছু গোল করিয়াছেন—রাজা স্বর্গে গিয়াছেন।

তারপর আনন্দের সহিত প্রথম হইতে সকল কথা শুনাইলেন। শুনিয়া—

ভরতহি বিসরেউঁ পিতু.....রাম বন গৌনু। (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১৬০)

ভরতের হৃদয় ঘৃণায় ধিক্কারে ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, কৈকেয়ীকে বলিলেন—

অস কো জীব........সত্য কহু মোহী॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৬২।৩-৪)

জগতে এমন প্রাণী কে আছে যাহার নিকট রঘুনাথ প্রাণ-প্রিয় নয় ? সেই রামও তোর অতি শত্রু হইল—তুই কে সত্য করিয়া বল।

তারপর কৌশল্যার ঘরে গেলেন—

মাতাঁ ভরতু গোদ.......মৃদু বচন উচারে॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৬৫।২)

কৌশল্যা মাতা ভরতকে কোলে বসাইয়া, চোখের জল মুছাইয়া মৃদুবাক্য বলিলেন।

কিন্তু ভরত কি সান্ত্বনা মানেন ? কে না বলিবে যে তাঁহার এই কার্যে সম্মতি আছে ? সেইজন্য ভরত শপথ করিয়া বলিতে লাগিলেন—সংসারে যত পাপ আছে—

জে অঘ মাতু..............পুর জারেঁ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৬৭।৩)

যে পাপ পিতা মাতা পুত্রকে মারিলে হয়, যে পাপ গাই গোষ্ঠ ব্রাহ্মণ পুরী জ্বালাইয়া দিলে হয়,

তে পাতক মোহি....... মোর মত মাতা॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৬৭।৪)

সেইসকল পাতক আমার হউক, বিধাতা তাহাই করুন যদি মা, আমার কৈকেয়ীর কার্যে সম্মতি থাকে।

মা বলিলেন—

রাম প্রানহু.............. তেঁ প্যারে॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৬৯।১)

রাম যে তোমার প্রাণেরও প্রাণ তুমিও রঘুপতির প্রাণাধিক প্রিয়।

অস কহি মাতু.........নয়ন জল ছায়ে॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৬৯।৩)

এই বলিয়া মা ভরতকে বুকে লইলেন, মায়ের স্তন হইতে দুধ গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, চোখ জলে ভরিয়া গেল।

কিন্তু ভরতের জ্বলুনি যায় না। পিতার শব রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা দাহ করার পর শুচি-শুদ্ধ হইয়া রাজসভায় সকলে বসিলে, বশিষ্ঠ বলিলেন, পিতার আজ্ঞা পালন করিতে হয়—তোমার রাজ্যাভিষেক করিতে হয়। মায়েরা ধরিলেন—তুমিই ভরত আমাদের অবলম্বন, তুমি রাজা হও। সচিব অনুনয় করিতে লাগিলেন ভরত ধিক্কার দিয়া গর্জিয়া উঠিলেন—

কৈকেই সুঅন .....অধম কেঁ রাজ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১৭৮)

কৈকেয়ীর পুত্র কুটিল-মতি, রাম-বিমুখ, নির্লজ্জ আমার মত অধমের রাজ্যে যে তোমরা সুখ চাও সে কেবল মোহবশে।

লখন রাম...........তুম্হ টীকা॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৮০।২-৩)

লক্ষ্মণ রাম সীতাকে বনে দিয়া কৈকেয়ী উপকার করিয়াছে, আর পতিকে স্বর্গে পাঠাইয়া তাঁহার উপকার করিয়াছে। নিজে বৈধব্য ও অপযশ লইয়াছে, প্রজাকে শোক-সন্তাপ দিয়াছে। ইহা হইতে কৈকেয়ী-পুত্র আমার আর কি ভাল হইতে পারে ? তাহার উপরেও আবার তোমরা আমাকে

রাজতিলক দিতে চাও ?—

কৈকই জঠর জনমি.......অনুচিত নাহীँ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৮০।৪)

কৈকেয়ীর জঠরে জন্মিয়া আমার পক্ষে কিছুই জগতে অনুচিত হইবে না।

কিন্তু গুরুও ত তাঁহাকে রাজা হওয়ার জন্যই বুঝাইতেছেন—গুরুর কথা ত উপেক্ষা করা কঠিন। তাই দুঃখের সহিত বলিতেছেন—

গুর বিবেক..............সবু কোউ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৮২।১)

সংসারে সকলেই জানে—গুরু বিবেকের সাগর, হাতের মুঠোর মধ্যে যেমন আমলকী, সারা জগৎটা গুরুর কাছে তেমনি। সেই গুরুও আমাকে অভিষেক করিতে চাহেন। বিধাতা যখন বিমুখ হন তখন সকলেই বিমুখ হয়।

কিন্তু এত শোক ও পরিতাপের মধ্যেও রামের প্রতি ভক্তি ভরতকে ঠিক পথই দেখাইতেছিল। সকলে জেদ করিলেও ভরতের কাছে কর্তব্য স্থির—

একহিँ আঁক.............বিনু বূঝা॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৮৩।১)

একটা কথাই মনে স্থির করিয়াছি যে প্রাতঃকালে প্রভুর নিকট রওনা হইব। আর কোনও পথ আমি দেখি না, আমার মনের কথা রঘুনাথ ছাড়াই বা কে বুঝিবে ?

ভরতের প্রেমে সকলের বুদ্ধি খুলিয়া গেল। সকলেই বলিল—ঠিক কথা, চল—কাল ভোরে সকলেই রামের কাছে যাইব। গুরু চলিলেন, মায়েরা চলিলেন। ভরত বলিলেন—

কহেউ লেহু.............রামহিँ রাজূ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৮৭।২)

সকল রাজ্যাভিষেকের আয়োজন লইয়া চল। মুনি বশিষ্ঠ বনেই রামকে অভিষেক করিবেন।

এদিকে সকলেই নগর ছাড়িয়া বনে যাইতে সাজিলে ভরত বলিলেন —বাড়ী-ঘর অযত্নে ফেলিয়া যাওয়া চলিবে না। কতক কতক লোককে রক্ষক স্বরূপ রাখিয়া যাইতেই হইবে। কেননা

সম্পতি সব..........সাঈँ দোহাঈ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৮৬।২)

এইসকল সম্পত্তি ত রঘুনাথের। যদি অযত্নে ফেলিয়া যাই তবে পরিণামে আমাদের ভাল হইবে না, ঈশ্বরের দোহাই, আমরা বড় পাপীর কাজ করিব।

তারপর সকলকে লইয়া ভরত চলিলেন, প্রেমে উন্মাদের মত হইয়া,

শৃঙ্গবেরপুর.............সিথিল তব॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৯৭।১)

যখন শৃঙ্গবের পুর দেখিলেন তখন প্রেমে তাঁহার শরীর এলাইয়া পড়িল।

এখন পথে পথে কেবল রামের যাওয়ার চিহ্ন পড়িয়া আছে। ভরত সে ঘাট সে বাট সে পথের ধূলা প্রণাম করিতে করিতে চলিয়াছেন।

গাছের তলায় যে শয্যায় রাম-সীতা রাত্রি কাটাইয়াছেন।

কুস সাঁথরী..........প্রীতি অধিকাঈ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৯৯।১)

সেই কুশের সুন্দর শয্যা ভরত দেখিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন —পায়ের দাগ যেখানে আছে সে ধূলি চোখে লাগাইলেন—ভরতের প্রীতির কথা বর্ণনা করা যায় না।

কনক বিন্দু দুই......সীয় সম লেখে॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৯৯।২)

সীতার ভূষণের দুই চারিটা সোনার রেণু পড়িয়া আছে দেখিয়া উহা যেন স্বয়ং সীতা এইভাবে মাথায় রাখিলেন।

গঙ্গা পার হইলেন, ত্রিবেণী পার হইলেন, সকল স্থানেই প্রণাম করিয়া একই বর চাহেন—

অরথ ন ধরম........বরদানু ন আন॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ২০৪)

অর্থে বা ধর্মে বা কামে রুচি নাই, মোক্ষও চাই না। জন্মে জন্মে যেন রাম-পদে মতি থাকে—এই বর ছাড়া আর কিছু চাই না।

আমি রামকে চাই—রাম যদি আমাকে না চাহেন তাহাতেই বা কি আসে যায় ?

জানহুঁ রামু..........অনুগ্রহ তোরেঁ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ২০৫।১)

ত্রিবেণীকে বলিতেছেন যে, যদি রাম আমাকে কুটিল বলিয়া জানেন, লোকে যদি আমাকে গুরু ও প্রভু-দ্রোহী বলে ত বলুক, তোমার অনুগ্রহে আমার মনে যেন সীতা-রামের উপর ভক্তি প্রতিদিন বাড়ে।

যে প্রেম কোনও প্রতিদান চায় না, কেবল ভক্তি দিয়া ভালবাসিয়াই সন্তুষ্ট, সেই নিঃস্বার্থ প্রেমের মূর্তি ভরতের হৃদয় খোলা পাইয়া তখন ফুটিয়া তাহার সৌরভ বাহির করিতেছে—

জলদু জনম ভরি.........ভাঁতি ভলাঈ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ২০৫।২)

জলদ যদি জন্ম ভরিয়া চাতকের কথা ভুলিয়া যায়, জল চাহিলে মেঘ যদি জলের বদলে বজ্র ও শিলা বর্ষণ করে, চাই কি, চাতকেরও 'ফটিক জল' ডাক যদি কমিতে কমিতে কমিয়া যায়, তবুও আমার যেন রাম-পদে প্রেম বাড়ে—উহাতে সকল রকমেই ভাল।

এমনিভাবে ভরত চলিতেছেন। গাছপালা, মেঘ ও বসুন্ধরা ভরতের প্রেমে গলিয়া যাইতেছে—

কিয়েঁ জাহিঁ ছায়া.....ভরতহিঁ জাত॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ২১৬)

মেঘ ভরতের পথে ছায়া করিয়া করিয়া যাইতেছিল, সুন্দর সুখদায়ক বাতাস বহিতেছিল, ভরত যাওয়ার সময় পথ যে রকম হইয়াছিল, রাম যাওয়ার সময়ও তেমন হয় নাই। রঘুনাথ যখন ভরতের প্রশংসা করিলেন তখন আকাশ হইতে দৈববাণী হইল—

জৌঁ ন হোত..............ধরত কো॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ২৩৩।১)

যদি জগতে ভরতের জন্ম না হইত তবে সকল ধর্মের ভার কে ধরিত ? ইহা বেশী কিছু নয় কেননা দেবতাদের মতে—

ভরত সরিস.........রামু জপ জেহী॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ২১৮।৪)

ভরতের মত রাম-ভক্ত আর কে আছে ? কেননা জগত রাম-নাম জপ করে আর রাম করেন ভরতের জপ।

তারপর রামের সহিত যখন ভরতের দেখা হইল সেখানকার বর্ণনা তুলসীদাসের মুখেই পাঠক শুনিবেন। এতক্ষণ ভরতের একটা নিজের সত্ত্বা ছিল, একটা কর্তব্যবোধ ছিল—রামকে রাজা করিতে হইবে। তাহার মূলে অবিশ্বাসের এই তীক্ষ্ণ বাণটাই ছিল যে, ভরত রাজা হইলে রাম কি জানিবেন যে ভরতের মন মলিন নয়। কিন্তু রামের সহিত দেখা হওয়ায় রামের কথা শুনিয়া ভরতের সমস্ত ব্যক্তিত্ব রাম-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই—রামের সাথে থাকার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহাও মিটিয়া গেল।

ভরতহিঁ ভয়উ............গিরা প্রসাদূ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৩০৭।২)

ভরতের পরম সন্তোষ উপস্থিত হইল, প্রভু সন্তুষ্ট আছেন, দুঃখ ও দোষ কাটিয়া গেল। তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইল, বিষাদ মিটিল—যেন মূকের উপর

বাক্‌দেবীর আশীর্বাদ হইল।

অনেক রকম প্রস্তাব ছিল, যেমন রাম গিয়া রাজত্ব করুন, ভরত শত্রুঘ্ন বনে যাইবেন, অথবা রাম ভরতকে সঙ্গে রাখুন লক্ষ্মণ ফিরিয়া যাউক। কিন্তু আর সে সকল প্রস্তাবের কোনই প্রয়োজন রহিল না—রাম রাজ্য না লউন, লক্ষ্মণ তাহার সঙ্গে থাকুক ভরতের সমান তৃপ্তি।

নাথ ভয়উ................ভয়ে কো॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৩০৭।৩)

নাথ, সাথে যাওয়ার সুখ পাইলাম, জগতে জন্ম লওয়ার লাভ পাইয়া গেলাম।

অব কৃপাল............. জেহি সেঈ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৩০৭।৪)

কৃপালু প্রভু, এখন আপনার যে প্রকার আজ্ঞা হয় সাদরে তাহাই মাথায় লইয়া সেইপ্রকার কাজ করিব। হে দেব, আমাকে এমন কোনও অবলম্বন দাও যাহা ধরিয়া আমি তোমার ফিরিয়া আসা অবধি সময়ে কাটাইতে পারি।

রামচন্দ্র তাঁহাকে প্রজা-পালনের ভার দিয়া ফিরাইয়া পাঠাইলেন। বলিলেন—

গুরু পিতু................ভরি যাঈ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৩১৫।৩)

গুরু পিতা মাতা প্রভুর আজ্ঞা মানিয়া যদি কঠিন পথে চলিতে হয় তবু পা ফস্‌কাইবে না। ইহা বিচার করিয়া এবং সকল শোক ত্যাগ করিয়া আমার বনবাসের শেষ পর্যন্ত অযোধ্যা পালন কর।

দেসু কোসু...........প্রজা রজধানী॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৩১৫।৪)

দেশ কোষ পুরজন ও পরিবারের গুরু ভার গুরুপদের ধূলায় রহিয়াছে। মুনিজী, মা ও সচিবের উপদেশ অনুসারে তুমি পৃথিবী, প্রজা ও রাজধানী পালন করিবে।

মুখিয়া মুখ সো.....সহিত বিবেক॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ৩১৫)

তুলসী বলিতেছেন— রামচন্দ্র বলিলেন, খাওয়াদাওয়ার জন্য যেমন আমাদের কাছে মুখ, দেশের মুখ্যও এই মুখের মত হওয়া চাই। মুখ খায় কিন্তু তাহাতেই সকল অঙ্গ পুষ্ট ও পালিত হয়, তেমনি মুখিয়া বা মুখ্যও (রাজা) প্রজার নিকট হইতে নিজের খাদ্য (কর) লইয়া সকল অঙ্গের পোষণ ও বিবেকের সহিত পালন করিবে।

রাজধরম সরবসু এতনোঈ .... (অযোধ্যাকাণ্ড ৩১৬।১)

ইহাই রাজ-ধর্মের সারকথা। তাহার পর একটা আশ্রয়স্বরূপ প্রভুর পাদুকা লইয়া ভরত ফিরিয়া আসিলেন।

সিংহাসন প্রভু .....বৈঠারে নিরুপাধি। (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ৩২৩)

নিরুপাধি রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে বসাইলেন।

নন্দিগাবঁ..................ধুর ধীরা॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৩২৪।১)

নন্দীগ্রামে (অযোধ্যার উপকণ্ঠে) কুঁড়ে ঘর করিয়া ধর্ম-ধুরন্ধর ভরত বাস করিতে লাগিলেন।

জটাজূট সির ....রিষিধরম সপ্রেমা॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৩৪২।২)

মাথায় জটা ধারণ করিয়া, মাটি খুঁড়িয়া তাহাতেই কুশের শয্যায় শুইয়া, অসন, বসন, বাসন, ব্রত ও নিয়ম বিষয়ে ঋষিদিগের কঠিন কর্ম প্রেমের সহিত তিনি পালন করিতে লাগিলেন।

ভরতের তপস্যা কেমন ?—

সুনি ব্রত নেম.......দলন দিনেসূ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৩২৬।২-৩)

ভরতের ব্রত-নিয়মের কথা শুনিয়া সাধুদেরও সঙ্কোচ হয়, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মুনি-রাজেরাও লজ্জা পান। ভরতের আচরণ পরম পবিত্র, মধুর, কল্যাণপ্রদ ও মঙ্গলদায়ক। তাহা কলির কঠিন ক্লেশ হরণকারী, মায়া মোহের নিশি দূর করিতে সূর্যের ন্যায়।

পাপ পুঞ্জ................সুধা কর সারূ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৩২৬।৪)

ভরত-চরিত্র পাপরূপ হাতীর পক্ষে সিংহের ন্যায়। উহা সকল সন্তাপ-শান্তকারী, জন-রঞ্জনকারী, ভব-ভার-ভঞ্জনকারী, উহা রাম ভক্তিরূপ সুধার সার।

সিয় রাম প্রেম.............করত কো॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৩২৬। ছন্দ)

সীতা-রামের প্রেম-সুধায় পূর্ণ ভরতের জন্ম যদি না হইত তবে মুনি-মনেরও অগম্য সংযম নিয়ম শম দম আদি বিষম ব্রত কে আচরণ করিত ? দুঃখ দাহ দারিদ্র্য ও দোষাদিকে সুযশ পাওয়ার অছিলায় কে দূর করিত ? কলিকালে তুলসীর মত দুষ্টকে জোর করিয়া কেই বা রামের সংস্পর্শে আনিত ?

তুলসী-রামায়ণের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ভরত-কথায় পূর্ণ। ভরতের

প্রেম, ভক্তি, বুদ্ধি, নির্মলতা, পবিত্রতা ও তপস্যা ভারতবর্ষকে ধন্য করিয়াছে। বস্তুত ভরতেরই ত ভারত। ভারত আবার ভরতের পরিচয় যেন সত্য করিয়া তুলিতে পারে।

ইতি ভরত চরিত।

দশরথ চরিত

জিয়ত রাম বিধু .... মরনু সবাঁরা।। (অযোধ্যাকাণ্ড ১৫৬।১)

দশরথ ও কৌশল্যা ছিলেন পূর্বজন্মে মনু ও শতরূপা। তাঁহারা অনেক সহস্র বৎসর তপস্যা করার পর রামের মূর্তিতে ভগবানের দেখা পান। বর চাহিতে বলিলে বর চান—'তোমার মত পুত্র চাই।' ভগবান মুস্কিলে পড়িলেন, তাঁহার মত পুত্র কোথায় পাইবেন ?

দেখি প্রীতি................হোব মৈঁ আঈ।। (বালকাণ্ড ১৫০।১)

তাঁহাদের প্রীতি দেখিয়া, অমূল্য কথা শুনিয়া করুণানিধি বলিলেন 'তথাস্তু'। আর বলিলেন—নিজের মত আর কোথায় খুঁজিতে যাইব, হে রাজা আমিই গিয়া তোমার পুত্র হইব।

পরে মনু ও শতরূপা দশরথ ও কৌশল্যা হইয়া জন্মেন এবং তাঁহাদের ঘরে রামচন্দ্র জন্ম ল'ন। সকলেই রামকে ভালবাসে, ভাল বলে, বেশ সুখে দিন যায়, ইতিমধ্যে একদিন বিশ্বামিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা দশরথ বহু সম্মানের সহিত আতিথ্য-সৎকার করিয়া মুনির আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মুনি বলিলেন—

অসুর সমূহ................ হোব সনাথা।। (বালকাণ্ড ২০৭।৫)

অসুরেরা আমাদের শত্রুতা করে, আমি তোমার কাছে ইহাই চাহিতে আসিয়াছি যে, তুমি রাম-লক্ষ্মণকে আমার সঙ্গে দাও, তাহারা রাক্ষস মারিবে—আমরাও বাঁচিব।

সুনি রাজা.............বনই গোসাঈঁ।। (বালকাণ্ড ২০৮।১-৩)

এই অতি অপ্রিয় কথা শুনিয়া রাজার বুক কাঁপিতে লাগিল, মুখ বিবর্ণ

হইয়া গেল। রাজা বলিলেন মুনি, তুমি ভূমি, ধেনু, ধন, কোষ চাও, সর্বস্ব চাও তাহাও আনন্দে দিব। দেহ ও প্রাণ অপেক্ষা কিছুই প্রিয় নাই, তাহাও এই মুহূর্তেই দিব, কিন্তু আমার সকল পুত্রই প্রাণের মত প্রিয়। হে প্রভু, রামকে ত দেওয়া যায় না।

কহঁ নিসিচর............পরম কিসোরা॥ (বালকাণ্ড ২০৮।৩)

কোথায় অতি ঘোর কঠোর রাক্ষস, আর কোথায় আমার পরম সুন্দর কিশোর পুত্র !

তবু যাইতে দিতে হইল। বশিষ্ঠ বুঝাইলেন যে, সন্দেহ না করিয়া যাইতে দেওয়াই উচিত। রাম গেলেন, রাক্ষস মারিলেন, অহল্যা উদ্ধার করিলেন, সীতার স্বয়ম্বরে গিয়া হরধনু ভাঙ্গিয়া জয়মাল্য পাইলেন। দশরথ এ সকল কোনও সংবাদ পান নাই। জনকের নিকট হইতে বিবাহের নিমন্ত্রণ সংবাদ লইয়া দূত আসিলে দশরথ সকল কথা জানিলেন। কি তাঁহার আনন্দ ! বারবার পত্র পড়িতে লাগিলেন—বশিষ্ঠকে শুনাইলেন, রাণীদিগকে শুনাইলেন। দূতকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—

ভৈয়া কহহু .... নয়ন নিহারে॥ (বালকাণ্ড ২৯১।২)

ভাই, বল আমার দুই ছেলেই কুশলেই আছে ত ? তুমি নিজে চোখে তাহাদিগকে দেখিয়াছ ত ?

কহহু বিদেহ...............দূত মুসুকানে॥ (বালকাণ্ড ২৯১।৪)

বল, জনক কেমন করিয়া তাহাদিগকে চিনিলেন ? শুনিয়া দূত হাসিয়া ফেলিলেন।

জিন্হ কে জস..............কর লীন্হে॥ (বালকাণ্ড ২৯২।১-২)

যাহাদের যশ ও প্রতাপের তুলনায় চাঁদকেও ম্লান মনে হয়, সূর্যকেও শীতল বোধ হয় তাহাদিগকে কেমন করিয়া জনক চিনিলেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? সূর্যকে কি প্রদীপ হাতে লইয়া দেখিতে হয় ?

তারপর বিবাহ হইয়া গেল। রাম-সীতা অযোধ্যায় আসিলেন। এইবার রামের রাজ্যাভিষেক। কৈকেয়ী দুষ্ট প্রস্তাব করিবার পূর্বে শপথ করাইয়া লইতে চায়। তাই রাজাকে আহত করিয়া কৈকেয়ী বলিল—বারবার বর দিবে বল কিন্তু দাও না। রাজা বলিলেন—

ঝুঠেহু হমহিঁ....,,,,....মুনি গায়ে॥ (অযোধ্যাকাণ্ড।২৮।২-৩)

অসত্যের মত পাপ নাই। যেমন কোটি কোটি কুঁচ একত্র করিলেও পাহাড়ের সমান হইতে পারে না, তেমনি কোটি কোটি অন্য পাপ একটা অসত্যের সমান নয়। সমস্ত পুণ্য ও সৎকার্যের মূলে সত্য রহিয়াছে। একথা বেদে ও পুরাণে বলে, ঋষিরাও এই কথাই বলেন।

সত্য-পরায়ণ দশরথ যে সত্যকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই সত্যের জন্য প্রাণ-প্রিয় রামকেও তাঁহার বনে যাইতে দিতে হইল। কৈকেয়ীকে কতই বিনয় করিলেন—

কহু তজি...........মাতু প্রতিকূলা॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৩২।৩-৪)

রাগ করিও না, রামের কি অপরাধ বল, সকলেই রামকে বড় সাধু বলে। যাহার স্বভাবে শত্রুও প্রিয় হয়, সে মায়ের বিরুদ্ধে কি কাজ করিতে পারে ?

মাগু মাথ...................ভরি ছাতী॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৩৪।৪)

মাথা চাও ত এখনই তাহা তোমাকে দিতেছি, কিন্তু আমাকে রামের বিরহে মারিও না। যেমন করিয়া হয় রামকে রাখ, নয়ত জন্ম ভরিয়া বুক জ্বলিবে।

রাম যখন বনে যান তখন দশরথ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন—

গই মুরুছা..................তন মাহীঁ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৮১।৩)

মূর্ছা ভাঙ্গিয়া গেলে রাজা জাগিলেন। সুমন্ত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—রাম বনে চলিয়া গেল, কিন্তু প্রাণ ত গেল না। কি সুখে আর শরীরে প্রাণ থাকে ?

পুনি ধরি...................তুম্হ জাহূ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৮১।৪)

তারপর ধৈর্য ধরিয়া রাজা বলিলেন—তুমি রথ লইয়া সঙ্গে যাও। বলিয়া দিলেন যে, রথে করিয়া লইয়া গিয়া দিন চার বনে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইয়া আসিও।

জৌ নহিঁ...............মিথিলেসকিসোরী॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ৮২।১)

যদি সত্যসন্ধ দৃঢ়ব্রত রঘুরাজ দুই ভাই না ফিরে তবে তুমি করজোড়ে বিনয় করিয়া বলিও প্রভু, মিথিলেশ কুমারীকে ফিরাইয়া দাও।

কিন্তু কেহই ফিরিলেন না। সুমন্ত্র খালি রথ লইয়া আসিল। দশরথ জিজ্ঞাসা করিলেন—

কহাঁ লখনু..........পুত্রবধূ বৈদেহী॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৫৫।১)

কিন্তু কেহইত ফিরে নাই—দশরথ বলিয়া উঠিলেন—

হা রঘুনন্দন................দীন বীতে॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৫৫।৪)

হায় প্রাণ-প্রিয় রঘুনাথ, তোমায় ছাড়িয়া অনেক দিন বাঁচিয়া আছি। তারপর

রাম রাম কহি রাম....... সুরধাম॥ (অযোধ্যাকাণ্ড দোহা ১৫৫)

তুলসী বলেন—

জিয়ত রাম............মরনু সঁবারা॥ (অযোধ্যাকাণ্ড ১৫৬।১)

দশরথ বাঁচিয়া থাকিতে রামের চন্দ্রমুখ দেখিতেন, আবার রামের বিরহ দিয়া মরণকেও শুদ্ধ করিয়া লইলেন।

ইতি দশরথ চরিত।

বিভীষণ চরিত

হনুমান সীতার খোঁজে লঙ্কায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাবণের বাড়ীতে সীতাকে দেখিতে পাইল না। এ বাড়ী সে বাড়ী খুঁজিতেছে তখন

ভবন এক....................ভিন্ন বনাবা॥ (সুন্দরকাণ্ড ৫।৪)

একটা বাড়ী দেখিতে পাইল যেখানে আলাদা করিয়া বিষ্ণু মন্দির রহিয়াছে।

রামায়ুধ অঙ্কিত.................কপিরাই॥ (সুন্দরকাণ্ড দোহা ৫)

রামের ধনুকের চিহ্ন আঁকা সে গৃহের শোভা অবর্ণনীয়। সেখানে নূতন তুলসী গাছের সারি দেখিয়া হনুমানের আনন্দ হইল।

লঙ্কা নিসিচর...............বিভীষনু জাগা॥ (সুন্দরকাণ্ড ৬।১)

লঙ্কা হইতেছে রাক্ষসের ধাম, এখানে সজ্জনের বাড়ী কোথা হইতে আসিল ? হনুমান ভাবিতেছে, এমন সময় বিভীষণ জাগিল।

রাম রাম...................সজ্জন চীন্হা॥ (সুন্দরকাণ্ড ৬।২)

বিভীষণ জাগিয়া উঠিয়া 'রাম রাম' উচ্চারণ করিলে, হনুমান আনন্দে সজ্জন চিনিতে পারিল।

এই বিভীষণের সহিত প্রথম পরিচয়। লঙ্কায় রামভক্ত একজনই ছিল—

দৈবযোগে তাহার সহিত হনুমানের দেখা হইল। সেবার হনুমান লঙ্কা পোড়াইয়া ফিরে। তারপর রাবণের সভায় বিভীষণ গিয়া রাবণকে সীতা ফিরাইয়া দিয়া রামের সহিত মিত্রতা করিতে বলেন।

তাহি বয়রু................ হেতু সনেহী॥ (সুন্দরকাণ্ড ৩৯।৩)

শত্রুতা ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট মাথা নত কর। রঘুনাথ শরণাগতের দুঃখ দূর করেন। প্রভু, সীতাকে রামের নিকট ফিরাইয়া দাও। রামচন্দ্র অহেতুক প্রেমী, তাঁহার ভজনা কর।

কিন্তু রাবণের রাগ ইহাতে বাড়িয়াই যায়। তিনি পদাঘাত করিয়া বিভীষণকে দূর করিয়া দেন। বিভীষণ খেদ করিলেন ও এই বলিয়া গেলেন যে, তিনি রামের শরণ লইতে যাইতেছেন, তাঁহাকে মিথ্যা দোষ আর যেন না দেওয়া হয়।

সত্যপরায়ণ বিষ্ণুভক্ত লোকের এই প্রকার সঙ্কটে যাহা করা উচিত বিভীষণ তাহাই করিয়াছেন। রাবণ একজন সতী স্ত্রীকে—আর কেহ নয় স্বয়ং সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। এই পর-স্ত্রী অপহারীকে প্রশ্রয় যে দেয় সেও পাপ করে। রাবণের হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাহাকে বারণ করিয়াছে —মন্দোদরী অনেক হাতে পায়ে ধরিয়াছেন, মাল্যবন্ত নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। যে বাড়ীর কর্তা এইরূপ দুষ্কার্য করিতে থাকে তখন তাহার প্রতি সদয় ব্যবহারই হইতেছে তাহার সংশ্রব ত্যাগ করা, সে যাহাতে শুদ্ধ হয় সেই পথ লওয়া। বিভীষণ এই পথ লইয়াছিলেন।

বিভীষণ একদিনের ব্যবহারেই কিছু বিরক্ত হইয়া রাবণের সংশ্রব ত্যাগ করেন নাই। বরাবর রাবণের সংসারে ক্লেশে নিজ ধর্ম বাঁচাইয়া বাস করিয়া আসিতেছিলেন। যখন হনুমানের সহিত প্রথম দেখা হয়, তখন বিভীষণ দুঃখ করিয়া নিজের অবস্থার যে বর্ণনা দেন তাহা এই—

সুনহু পবনসুত...............জীভ বিচারী॥ (সুন্দরকাণ্ড ৭।১)

হে হনুমান, আমার অবস্থার কথা শুন। দাঁতের ভিতর জিভকে যেভাবে সর্বদা জাগ্রত ও সশঙ্ক থাকিতে হয় আমাকেও তেমনিভাবে থাকিতে হয়। একটু অসতর্ক হইলেই পতন।

তিনি সৎভাবে ও সাহসের সহিত কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন। তিনি

কেবল ধর্ম-প্রেরণায় রামের নিকট গিয়া শরণ ল'ন, কোনও মন্দ ইচ্ছা বা স্বার্থ বা ভয় তাঁহার ছিল না।

রামের সহিত দেখা হইলে বিভীষণের হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া রাম বলিলেন—

সুনু লঙ্কেস.................প্রিয় মোরেঁ॥ (সুন্দরকাণ্ড ৪৯।১)

হে লঙ্কাপতি, তোমার মধ্যে সকল গুণ রহিয়াছে, সেইজন্য তুমি আমার অতিশয় প্রিয়।

বিভীষণের মত সজ্জন রামের নিকট কেমন ? রাম বলিতেছেন—

অস সজ্জন.................ধনু জৈসেঁ॥ (সুন্দরকাণ্ড ৪৮।৪)

এইপ্রকার সজ্জন লোভী হৃদয়ের ধনের মত আমার হৃদয়ে বাস করে। তারপর রামচন্দ্র সমুদ্র জল আনিয়া তাঁহাকে রাজটীকা দেন।

জদপি সখা.................ভঈ অপারা॥ (সুন্দরকাণ্ড ৪৯।৫)

প্রভু বলিলেন যে, সখা যদিও তোমার রাজ্য পাওয়ার ইচ্ছা নাই তথাপি আমার দর্শন ব্যর্থ যায় না। এই বলিয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেক করিলেন, আকাশে খুব পুষ্পবৃষ্টি হইল।

বিভীষণ রামের সঙ্গে লঙ্কায় যান, সেখানে যুদ্ধে সকল রকম সাহায্য করেন। তারপর রাবণ বধ হইলে রামচন্দ্র যখন তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তখন বিভীষণ বড়ই আকিঞ্চন করেন—

দেখি কোস............অবধপুর জাইয়॥ (লঙ্কাকাণ্ড ১১৬।৩-৪)

ধন-ভাণ্ডার, রাজবাড়ী ও রাজ-সম্পদ ইচ্ছামত কপিদিগকে দিন। সকল রকমে আমাকে নিজের করিয়া লউন, আর পরে আমাকে লইয়া অযোধ্যায় যাইবেন।

রামচন্দ্র বলেন—

তোর কোস গৃহ মোর সব সত্য বচন সুনু ভ্রাত। (লঙ্কাকাণ্ড দোহা ১১৬ ক)

তোমার ধন-সম্পদ গৃহ সত্যই আমার। কিন্তু ভরতের অবস্থা মনে করিয়া আর বিলম্ব না করিয়া তিনি দেশে ফেরেন। বিভীষণ সঙ্গে আসেন, তাঁহাকে অনেক সম্মান ও প্রেম দিয়া কিছুকাল অযোধ্যায় রাখিয়া রামচন্দ্র ফিরাইয়া পাঠান। রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া বিজয়ীর অধিকার লঙ্কার উপর

পাইয়াছিলেন। সে রাজ্য তিনি ধর্মপরায়ণ বিভীষণকেই উপযুক্ত মনে করিয়া দান করেন। বিভীষণও রামের ভক্তি ও আশীর্বাদ পাইয়া লঙ্কা শাসনের যোগ্য হ'ন।

বিভীষণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত বশতঃ 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' কথাটা অন্যায়ভাবে চলিতেছে। বস্তুত বিভীষণ ঘরের শত্রু নহেন, পরম মিত্র—রাবণই ঘরের পরম শত্রু।

ইতি বিভীষণ চরিত।

রাবণ চরিত

রাবণ জানিত যে মানুষের হাতে তাহার মৃত্যু। সেই মানুষ রাম-রূপে যখন তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন, তখনও তাহার এই বুদ্ধি হইল না যে, এই যুদ্ধে মৃত্যু হইতে পারে, অতএব সন্ধি করা হউক। রাবণ অভিমানে অন্ধ ছিল। রাবণ যে পরম অভিমানী একথা সকলেই জানিতেন। রাবণ পার্থিব বলের চিহ্নস্বরূপ, পার্থিব শক্তি, দেহের জোর, সৈন্য-রচনা-কৌশল ইত্যাদি যত শক্তি দিতে পারে সে সকলই তাহার ছিল। রাবণের আখড়ার যে বর্ণনা তুলসীদাস দিয়াছেন তাহাতে তাহার পার্থিব ভোগের আয়োজন প্রস্তুত করিবার শক্তির কিছু কিছু নমুনা দেখাইয়াছেন—

রামচন্দ্র বলিতেছেন—

দেখু বিভীষন...............উপল কঠোরা॥ (লঙ্কাকাণ্ড ১৩।১)

বিভীষণ দক্ষিণ দিকে দেখ, মেঘাড়ম্বর হইয়াছে ও বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, মেঘ মধুর গর্জন করিতেছে, যেন শিলাবৃষ্টি হইবে।

কহত বিভীষনু............. দেখ অখারা॥ (লঙ্কাকাণ্ড ১৩ক।২)

বিভীষণ বলিলেন— কৃপানিধি, শুনুন, উহা বিদ্যুৎ বা মেঘমালা নয়। লঙ্কার শিখরে সুন্দর বাড়ী আছে, সেখানে রাবণ আখ্ড়া দেখিতেছে—

ছত্র মেঘডম্বর.................দামিনী দমঙ্কা॥ (লঙ্কাকাণ্ড ১৩।৩)

রাবণের মাথায় যে ছাতা ধরা হইয়াছে উহা মেঘের রংয়ের মত, উহা অতি কালো মেঘাড়ম্বরের মত দেখা যাইতেছে। আর মন্দোদরীর কানের গহনা—উহাই বিদ্যুতের মত চমকাইতেছে।

ইহাতে রাবণের ভোগের উপকরণ বা শিল্পকলা সৃষ্টির কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণ যাহাকে দেখিয়াছে তাহাকেই জয় করিয়াছে। তাহার গুটিকতক বড় বড় বিস্ময়কর কার্যের কথা, হাতে করিয়া কৈলাস পর্বত তোলার কথা, নিজ মাথা কাটিয়া শিবকে পূজা করার কথা কতবার নিজ মুখেই সে বড়াই করিয়াছে। এমন অভিমানী রাবণ হিতকথা শুনিতে চায় না, শুনিতে পারে না। তাহার ভয়ে জগৎ কাঁপুক, দেবতারা পালাইয়া থাকুক—রাবণ তাহাই চায়। রাবণের পীড়ায় পৃথিবী কত পীড়িত হইয়াছিল তাহা অন্যত্র দেখানো হইয়াছে। এমন কোনও দুষ্কর্ম নাই যাহা সে না করিতে পারিত। পর-স্ত্রী বা কন্যা হরণ করিতে তাহার লজ্জামাত্র ছিল না। এমন রাবণও যে একেবারে না জানিত যে রাম কে, তাহা নয়। যখন রাবণ খর-দূষণের সংহারের সংবাদ পায় তখন সে ভাবিতে লাগিল—

সুর নর ....বিনু ভগবন্তা॥ (অরণ্যকাণ্ড ২৩।১)

দেবতা মানুষ অসুর নাগ ও পক্ষীদের মধ্যে আমার ভৃত্যের সমান কেহ নাই, আর খর-দূষণ ত আমারই সমান বলবান, এক ভগবান ছাড়া তাহাকে আর কে মারিতে পারে ?

সুর রঞ্জন...................ভব তরউঁ॥ (অরণ্যকাণ্ড ২৩।২)

দেবতাদের আনন্দ-দানকারী, পৃথিবীর ভার-ভঞ্জনকারী, ভগবানই যদি অবতার লইয়া থাকেন তবে আমি জেদ করিয়াই তাহার সহিত শত্রুতা করিব ও প্রভুর শরে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ভব-সংসার পার হইব।

হোইহি ভজনু..................রন দোউ॥ (অরণ্যকাণ্ড ২৩।৩)

তামস দেহে ভজন হয় না, সেইজন্য কায়মনোবাক্যে এই প্রতিজ্ঞাই যে, শত্রুতা করিব। যদি রাম লক্ষণ মানুষ রূপ-ধারী কোনও রাজপুত্র হয় তবে তাহাদের দুইজনকেই রণে জয় করিয়া তাহাদের নারী হরণ করিব।

দুর্বুদ্ধি ইহাকেই বলে, ইহাই অধর্মকে ধর্ম মনে করা। তামসিক অবস্থার ইহাই পরিচয়।

রাবণের তামসিক দেহ, তামসিক মন ও তামসিক তপস্যা। সে তপস্যার দ্বারা শক্তি পাইয়াছে ও উহা সংসারের দুঃখের জন্য ও নিজের অধোগতির জন্যই ব্যবহার করিয়াছে।

মানুষের মনে তামসিক ও রাজসিক ভাবের অধিকার বেশী হইলে

মানুষও রাবণই হইয়া উঠে। সে রাবণের মৃত্যুতে তবে শান্তি।

যে রাবণের ভয়ে ইন্দ্রাদি দেবতারা পর্যন্ত ভীত, যাহার বাহুবল ও সৈন্যবল অপার, যাহার হাতে প্রকৃতি খেলার পুতুলের মত, যে ইচ্ছা করিলে আকাশে বা পাতালে যুদ্ধ করিতে পারে, কর্দম বৃষ্টি, রক্ত বৃষ্টি করাইতে পারে এমন রাবণকে মারার জন্য আরও কত শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন। কিন্তু রাবণকে যিনি মারিলেন তাঁহার বাহ্যশক্তি কোথায়। তিনি ত তপস্বী, তাঁহার না আছে বর্ম, চর্ম, না আছে হাতি, ঘোড়া, রথ, না আছে সৈন্য। কতকগুলি বানর ভালুক লইয়া যুদ্ধ হয় রাবণের মত শক্তিশালী অভিমানী বীরের সঙ্গে। রামায়ণকার এই স্থানে বস্তুর উপর আত্মার জয় দেখাইয়াছেন। রাবণের আখড়োর কথা পূর্বে বলিয়াছি। রামও রাজার পুত্র, কিন্তু তিনি তেমন আখড়ো কোথাও দেখেনও নাই, শোনেনও নাই। অর্থাৎ রাবণের বস্তুবিদ্যায় যে অধিকার ছিল আধুনিক ভাষায় কামান গোলা গুলি, এরোপ্লেন সাবম্যারিন, বিষাক্ত-গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহার করায় রাবণের যে সামর্থ্য ছিল রামের মত তপস্বীর যে সকল কিছুই ছিল না। রাবণের নিজের সম্বন্ধে যেমন অসীম অভিমান, বিপক্ষের সম্বন্ধেও তেমনি প্রবল অবজ্ঞা। বালীপুত্রকে রাবণ বলিতেছে—

কটু জল্পসি...............তজি টেক।। (লঙ্কাকাণ্ড দোহা ৩১। ৪)

রে নির্বোধ বানর, যাহার বলের সম্বন্ধে বড় কটু কথা বলিতেছিস তাহার বল, প্রতাপ, বৃদ্ধি ও তেজ নাই। তাহাকে গুণহীন মানহীন বিচার করিয়া তাহার পিতা বনবাস দিয়াছেন। সে দুঃখ ত আছেই, তাহার পর স্ত্রীর বিরহ, আর দিন রাত আমার ভয়ে সে ভীত হইয়া আছে। যাহার বলের গর্ব করিতেছিস্ সেই রামের মত মানুষ রাক্ষসেরা দিন রাত খাইয়া বেড়ায়। ওরে মূর্খ, জেদ ছাড়িয়া একথা ভাবিয়া দেখিস্।

এত বড় যে অবজ্ঞার ভাব— ইহা কেবল বস্তুত তাহার অভিমানেরই আবরণ। রামের শক্তির নিকট সে নিজে কত তুচ্ছ, তাহা তাহার সামান্য ইঙ্গিতেই প্রকাশ হইয়া পড়িত।

যখন দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, সমুদ্র বাঁধানো হইয়াছে তখন রাবণ রামের শক্তি নিমেষে বুঝিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

বাঁধেউ বননিধি...........পয়োধি নদীস।। (লঙ্কাকাণ্ড দোহা ৫)

নানা নামে, নানা রূপে, বারিনিধি, তোয়নিধি, কম্পতি উদধি বলিয়া সমুদ্রকে স্মরণ করিয়া রাবণ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন—সমুদ্র তোমাকেও বাঁধিয়াছে ? কিন্তু সে কেবল নিমেষের তরে, পর মুহূর্তেই—

নিজ বিকলতা.................ভয় ভোরি॥ (লঙ্কাকাণ্ড ৬।১)

নিজে যে বিচলিত হইয়াছে, সে কথা বুঝিয়া নিজেই হাসিয়া উঠিল, ও ভয় ভুলিয়া গিয়া ঘরে ফিরিল।

রামচন্দ্র বানরসেনা লইয়াই এক প্রবল ও অভিমানী শক্তিশালী রাক্ষসকে বধ করেন। ইহাতে অহিংসার দ্বারা হিংসার, মন দ্বারা বস্তুকে জয় করার ক্ষমতাই দেখানো হইয়াছে। রাবণ তপস্বী রামকে অতিশয় তুচ্ছ করিত ও ঘৃণা করিত, কিন্তু সেই তপস্বীর নিকটই পরাজয় লইতে হয়। জগতের অসাধু রাজাদিগকে বাল্মীকি সতর্ক করিয়াছেন যে, তপস্বীর আঘাতে বড় দাম্ভিকের শাসন-যন্ত্রও ভাঙ্গিয়া যায়—দম্ভ মাটিতে মিলায়।

ইতি রাবণ চরিত।

ভূষণ্ডী চরিত

রামচন্দ্র কে ভজন..........পূছ বিষান॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ৭৮ ক)

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে পর, শিব বলিতেছেন—

তব অতি.................ফিরেউঁ বিরাগা॥ (উত্তরকাণ্ড ৫৬।৩)

আমার হৃদয়ে বড় শোক হইল। প্রিয়া, তোমার বিয়োগে বড় দুঃখী হইলাম। তখন বিরাগ বশে সুন্দর বন গিরি নদী সরোবর কৌতুকের সহিত দেখিয়া ফিরিতে লাগিলাম। সেইসময়—

গিরি সুমের..................সুন্দর ভূরী॥ (উত্তরকাণ্ড ৫৬।৪)

উত্তর দিকে সুমেরু পর্বত হইতে দূরে এক বড় সুন্দর নীল পর্বত দেখিতে পাই।

তেহিঁ গিরি....................ন হোঈ॥ (উত্তরকাণ্ড ৫৭।১)

সেই সুন্দর পর্বতে সেই পক্ষী (ভূষণ্ডী) বাস করে। কল্পনান্তেও তাহার নাশ হয় না।

এই হইতেছে শিবের সহিত কাক-ভূষণ্ডীর সাক্ষাৎ। শিব দেখেন—ভূষণ্ডী সেই পাহাড়ের উপর গাছের তলায় ধ্যান করে, জপ ও যজ্ঞ করে—

আঁব ছাহঁ..................সাদর গানা॥ (উত্তরকাণ্ড ৫৭।৩-৪)

ভূষণ্ডী সেখানে আম গাছের ছায়ায় মানস পূজা করে। হরি-ভজন ছাড়া আর কোনই কাজ তাহার নাই। সে গাছের নীচে বসিয়া হরিকথা বলে, সে কথা অনেক পাখীরা আসিয়া শোনে। নানাপ্রকার বিচিত্র রাম-চরিত সপ্রেমে ও সাদরে ভূষণ্ডী গান করে।

সেই স্থানের সরোবরে অনেক বিমল-মতি মরাল বাস করে, তাহারা ঐ কথা শোনে। এই কৌতুক দেখিয়া শিবের আনন্দ হইল।

তব কছু কাল...........আয়উঁ কৈলাস॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ৫৭)

তখন কিছুকাল মরাল দেহ ধরিয়া সেইখানে বাস করিয়া রঘুপতির গুণ-গাথা শুনিয়া পুনরায় কৈলাসে আসিলাম।

তারপর শিবের নিকট গরুড় আসিলে শিব গরুড়কে মোহ দূর করার জন্য ভূষণ্ডীর নিকট পাঠাইয়া দেন। গরুড় সেখানে গিয়া ভূষণ্ডীর মুখে রাম-চরিত শোনে ও তাহার মোহ দূর হয়। গরুড় মোহ হইয়াছিল বলিয়া খেদ প্রকাশ করিলে ভূষণ্ডী বলে—মোহ কাহার না হয় ?

মোহ ন অন্ধ..............ন এহিঁ সংসার॥ (উত্তরকাণ্ড ৭০।৪)

মোহ কাহাকে না অন্ধ করিয়াছে, কাম কাহাকে না নাচাইয়াছে, তৃষ্ণা কাহাকে না পাগল করিয়াছে, ক্রোধ কাহার হৃদয় জ্বালায় নাই, আর জ্ঞানী তাপস বীর কবি গুণবান পণ্ডিত ইহাদের কাহাকেই বা সংসার লোভের বিড়ম্বনায় ফেলে নাই ?

জোবন জ্বর কেহি........কৃত ন মলীনী॥ (উত্তরকাণ্ড ৭১।১-৩)

যৌবন জ্বর কাহাকে না প্রলাপী করিয়াছে, মমতা কাহার না যশ নাশ করিয়াছে ? মাৎসর্য কাহাকে না কলঙ্ক দিয়াছে, শোকের বাতাস কাহাকে না দোলাইয়াছে, পুত্র-ইচ্ছা, বিত্ত-ইচ্ছা ও লোক-ইচ্ছা কাহার মতি না মলিন করিয়াছে ?

যহ সব মায়া...........বরনই পারা॥ (উত্তরকাণ্ড ৭১।৪)

ইহারা সকলেই মায়ার পরিবার, ইহারা কত অসীম বলশালী তাহা বলা যায় না।

এই মায়া মিথ্যা হইলেও 'ছুট ন রাম কৃপাবিনু'—রামের কৃপা না হইলে উহা দূর হয় না।

জো মায়া সব..............সহিত সমাজা॥ (উত্তরকাণ্ড ৭২।১)

যে মায়া সকল জগৎকে নাচায়, যাহার আচরণ কেহ দেখিতেও পায় না, সেই মায়াই আবার প্রভুর কটাক্ষে সপরিবারে নটির মত নাচে।

যিনি মায়াকে নাচান তিনিই রাম—

সোই সচ্চিদানন্দঘন.............ভগবন্তা॥ (উত্তরকাণ্ড ৭২।২)

সেই রামই সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, তিনি জন্মরহিত ও বিজ্ঞান রূপ, তিনি গুণের নিবাস, তিনি ব্যাপ্ত করান ও নিজেই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তিনি অখণ্ড ও অনন্ত। তিনিই অখিল অমোঘ শক্তিশালী ভগবান।

সেই রামের সম্বন্ধে মোহ আরোপ করার কোনও কারণ নাই, কেননা—

রবি সনমুখ তম কবহুঁ কি জাহীঁ.........। (উত্তরকাণ্ড ৭২।৪)

কিন্তু—

জে মতি মলিন................ইমি স্বামী॥ (উত্তরকাণ্ড ৭৩।১)

যাহারা মলিন-বুদ্ধি, বিষয়ের বশ ও কামী তাহারাই প্রভুর উপর দোষ আরোপ করে। কিন্তু সে তাহাদেরই চক্ষুর দোষ—

নয়ন দোষ জা.........আপুহি লেখা॥ (উত্তরকাণ্ড ৭৩ক।২-৩)

যাহার চোখে দোষ হইয়াছে সে চাঁদকেও হল্‌দে বলে। যে নৌকায় চলিয়াছে সে মোহবশে দেখে যে জগৎ চলিয়াছে, আর সে নিজে অচল হইয়া আছে।

এই মোহ দূর করার জন্য ভক্ত-বৎসল ভক্তকে দুঃখ দেন।

জিমি সিসু তন.............ভ্রম ত্যাগি॥ (উত্তরকাণ্ড ৭৪।৪)

যেমন শিশুর শরীরে ফোঁড়া হইলে মা কঠিন হইয়া উহা চিরাইয়া দেন, যদি ছেলে দুঃখ পাইয়া অধীর হইয়া কাঁদে তবুও যেমন মা রোগ সারাইবার জন্য ছেলের সে ব্যথা গ্রাহ্য করেন না, তেমনি রঘুপতি নিজ ভক্তের মান তাহার হিতের জন্য হরণ করেন। ওরে তুলসী, এমন প্রভুকে ভ্রম ত্যাগ করিয়া কেন ভজনা করিস না ?

ভক্তের হিতের জন্য প্রভু ভক্তকে দুঃখ দেন, মোহ দূর করেন—এই কথা বলিতে বলিতে কাক-ভূষণ্ডী বলেন যে, তাঁহারও মোহ হইয়াছিল। একবার

তিনি অযোধ্যায় রামচন্দ্রের বাল্যলীলা দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন—

মোহি সন..............চিদানন্দ সন্দোহ॥ (উত্তরকাণ্ড ৭৭।৫)

প্রভু আমার সহিত নানারকমে খেলিতে লাগিলেন, সে খেলার কথা বলিতে লজ্জা হয়। খিল খিল করিয়া হাসিয়া যখন আমাকে ধরিতে আসেন তখন আমি পালাই, পালাইলে আমাকে পিঠা দেখান। সাধারণ শিশুর মত এই লীলা দেখিয়া আমার মোহ হইল, ভাবিলাম—সচ্চিদানন্দ প্রভু এ কি চরিত করিতেছেন ?

মোহ হওয়ামাত্রই কাক প্রভুর নানা লীলা দেখিতে লাগিল। তাঁহার উদরের ভিতরে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইল। সকল বিশ্বেই রাম অধিপতি। এই অবস্থায় অভিভূত হইয়া পড়িলে রাম তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—

কাগভূসুণ্ডী মাঁগু বর অতি প্রসন্ন মোহি জানি। (উত্তরকাণ্ড দোহা ৮৩)

রাম তাহাকে জ্ঞান, বিবেক, বিরতি ইত্যাদি অনেক কিছু দেওয়ার কথা বলিলেন। কিন্তু কাক ভাবে—

প্রভু কহ দেন.............. দেন ন কহী॥ (উত্তরকাণ্ড ৮৪।২)

প্রভু সকল সুখ দিতে চাহিয়াছেন সে ভাল, কিন্তু কৈ তাঁহার প্রতি ভক্তির কথা ত' বলিতেছেন না !

ভগতি হীন গুন...............খগরাজা॥ (উত্তরকাণ্ড ৮৪।৩)

ভক্তিহীনের সকল গুণ ও সকল সুখ লবণ ছাড়া অনেক ব্যঞ্জনের মত। ভজনহীনের সুখ কোন কাজে আসে ? এই কথা ভাবিয়া বলিলাম—যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় তবে বর দাও—

অবিরল ভগতি..............কোউ পাব॥ (উত্তরকাণ্ড ৮৪ক)

তোমার প্রতি অবিরল ও বিশুদ্ধ ভক্তি, যাহার কথা শ্রুতি পুরাণ বলে। যাহা যোগীশ্বরেরা ও মুনিরা খোঁজেন, আর যাহা উহাদের মধ্যে কেহ প্রভুর প্রসাদেই পাইয়া থাকে।

ভগবান সে বর ত দিলেনই তাহা ছাড়া উপযুক্ত আরও অনেক বর দিলেন। ভূষণ্ডী তখন রামের স্তুতি করিলেন।

কিন্তু এমন ভক্ত ভূষণ্ডীর কাকের চেহারা কেন ? এই প্রশ্ন গরুড় ভূষণ্ডীকে করে, পার্বতীও শিবকে করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে ভূষণ্ডী

নিজের পূর্ব জীবন-কাহিনী বলেন। সে কাহিনী এই—তিনি শূদ্র ছিলেন এবং শিবভক্ত ছিলেন কিন্তু বিষ্ণুকে অভক্তি করার জন্য হাজার জন্ম বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করার শাপ পান। তবে গুরুর কৃপায় তিনি এ বরও পান যে, তাঁহার দেহ ত্যাগ করিতে কোনও কষ্ট হইবে না, পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ থাকিবে। গুরুর কৃপায় বিভিন্ন জন্মে তাঁহার রাম-ভক্তি বাড়িতে থাকে। শেষে ব্রাহ্মণ জন্ম পান। এবারে বিরাগী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

গুর কে বচন.........অতি দীন॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ১১০ ক এবং খ)

গুরুর বাক্য স্মরণ করিয়া, রাম চরণে মন রাখিয়া ক্ষণে ক্ষণে নূতন অনুরাগে রঘুপতির যশ গাহিয়া ফিরিতেছিলাম, দেখিলাম—মেরু শিখরে বটছায়ায় লোমশ মুনি আসীন তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া অতি দীন বাক্যে বলিলাম—

সগুণ ব্রহ্ম অবরাধন মোহি কহহু ভগবান॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ১১০ঘ)

তিনি কিছুকাল সাদরে রঘুনাথ-গুণ-গান শুনাইয়া বুঝিলেন যে, আমি উপযুক্ত অধিকারী। তখন আমাকে—

লাগে করন..............অখণ্ড অনূপা॥ (উত্তরকাণ্ড ১১১।২)

নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার সে উপদেশ ভাল লাগিল না। আমি বলিলাম—

রাম ভগতি জল...........মুনীস প্রবীনা॥ (উত্তরকাণ্ড ১১১।৫)

রাম-ভক্তি হইতেছে জল, আর আমার মন হইতেছে মাছ। হে জ্ঞানী মুনীশ্বর, মাছ জল হইতে কি করিয়া আলাদা হইবে। মুনিকে বলি যে—

সেই উপদেস............ দেখউঁ রঘুরায়া॥ (উত্তরকাণ্ড ১১১।৫)

কিন্তু মুনি বারবার আমায় সগুণ মত খণ্ডন করিয়া নির্গুণ উপদেশ দেন। উত্তর প্রতি-উত্তর করায় মুনির দেহে ক্রোধের চিহ্ন দেখা দিল।

বারংবার সকোপ মুনি করই নিরূপন জ্ঞান। (উত্তরকাণ্ড ১১১ ক)

তখন আমি আপন মনে ভাবিতে লাগিলাম—

ক্রোধ কি দ্বৈতবুদ্ধি............কি ঈসসমান॥ (উত্তরকাণ্ড ১১১খ)

দ্বৈতবুদ্ধি বিনা ক্রোধ কি করিয়া হইবে, আর অজ্ঞান না থাকিলে কি দ্বৈত ভাব হইতে পারে ? মায়ার বশীভূত, বিচ্ছিন্ন মূর্খ জীব কি ঈশ্বরের সমান ?

আমি এমনিভাবে ভাবিতেছিলাম ও বারবার নিজ পক্ষ সমর্থন করিতেছিলাম। তখন মুনি রাগিয়া শাপ দেন—

সঠ স্বপচ্ছ................চলেউঁ উড়াই॥ (উত্তরকাণ্ড ১১২।৮)

দুষ্ট, তোমার বিশাল হৃদয় কেবল স্বপক্ষই বুঝে। তুমি এখন পাখীর মধ্যে চণ্ডাল (কাক) হও। সে শাপ আমি মাথায় তুলিয়া লইলাম, কোনও ভয় বা দীনতা আসিল না। তখনি কাক হইলাম। তখন মুনিকে প্রণাম করিয়া, রঘুবংশ-মণি রামকে স্মরণ করিয়া আনন্দে উড়িয়া চলিলাম।

ভূষণ্ডীর মনে রাম-ভক্তি আছে, তাহার ত রাগ নাই। শিব বলিতেছেন—

উমা জে রাম চরন.........করহিঁ বিরোধ॥ (উত্তরকাণ্ড ১১২খ)

উমা, যে রাম-চরণে রত, যাহার কাম, মদ ও ক্রোধ চলিয়া গিয়াছে, সে জগৎ নিজের প্রভুময় দেখে, তাহার আর বিরোধ কাহার সহিত থাকিতে পারে ?

কৃপাসিন্ধু মুনি মতি.......পরীচ্ছা মোরী॥ (উত্তরকাণ্ড ১১৩ক।১)

কৃপাসিন্ধু মুনির বুদ্ধি ভুলাইয়া দিয়া আমার প্রেমের পরীক্ষা লইলেন।

ঋষি কাকের সহনশীলতা দেখিয়া অনুতপ্ত হইলেন, সাদরে তাহাকে ডাকিয়া লইলেন, নানাপ্রকারে সন্তুষ্ট করিয়া আনন্দিত হইয়া রাম-মন্ত্র দিলেন। তিনিই তাহাকে বালক-রূপ রামের ধ্যান শিখাইলেন।

তারপর—

নিজ কর কমল..........অব মোরেঁ॥ (উত্তরকাণ্ড ১১৩ক।৮)

নিজের করকমলে আমার মাথা স্পর্শ করিয়া হর্ষে মুনি আমাকে আশীর্বাদ করিলেন—তোমার হৃদয়ে অবিরল রাম-ভক্তি আমার প্রসাদে বাস করিবে।

সদা রাম..................বিরাগ নিধান॥ (উত্তরকাণ্ড ১১৩ক)

তুমি সর্বদা রাম-প্রিয় হও, তুমি শুভ গুণের আলয় ও নিরভিমান হও, তুমি যে ইচ্ছা রূপ লইতে পারিবে। মৃত্যু তোমার ইচ্ছাধীন, তুমি জ্ঞান ও বিরাগের ভাণ্ডার হও।

জেহিঁ আশ্রম.................এক প্রজন্ত॥ (উত্তরকাণ্ড ১১৩খ)

তুমি শ্রীভগবান স্মরণ করিয়া যে আশ্রমে বাস করিবে তাহার এক যোজনের মধ্যে মায়া ব্যাপ্ত হইবে না।

তাহার পর মুনিকে প্রণাম করিয়া ভূষণ্ডী আশ্রমে চলিয়া আসিল।

তাতেঁ যহ তন............সকল সন্দেহ॥ (উত্তরকাণ্ড ১১৪ক)

এই দেহে রাম-পদে ভক্তি পাইয়াছি বলিয়াই ইহা আমার প্রিয়। আমি নিজ প্রভুর দর্শন পাইয়াছি, আমার সকল সন্দেহ গিয়াছে।

ভগতি পচ্ছ হঠ............ভজন প্রতাপ॥ (উত্তরকাণ্ড ১১৪ খ)

ভক্তি পক্ষ জেদ করিয়া ধরিয়াছিলাম বলিয়া মহর্ষি আমাকে শাপ দিলেন, আমি তাহাতেই মুনি-দুর্লভ বর পাইলাম। ভজনের শক্তি দেখ—

জে অসি....................পয় লাগী॥ (উত্তরকাণ্ড ১১৫।১)

ভক্তি এমন জিনিস জানিয়াও যে তাহা ত্যাগ করে, কেবল জ্ঞানের জন্য শ্রম করে সে নির্বোধ, কামধেনু ঘরে ফেলিয়া দুধের জন্য আকন্দ গাছ খোঁজে।

ইতি ভূষণ্ডী চরিত।

———○———

রাম ভক্তি-কথা

রামায়ণখানা ত কেবল রাম-রাবণের গল্প নয়, ভক্তের উদ্ধার পাওয়ার সোপান। তুলসীদাস রাম-কথার মাহাত্ম্য বলিয়া এই ভাবই স্পষ্ট করিয়াছেন যে, রাম-কথার আশ্রয় লইয়া ভক্তেরা সংসার-সাগর পার হইতেছে। রামচন্দ্র অনেক কষ্ট করিয়া, অনেক হাঙ্গামা করিয়া একটা রাক্ষস-বংশ নির্মূল করিয়াছিলেন, কিন্তু রাম-কথা শুনিয়া, রাম-নাম রটনা করিয়া হৃদয়ের সকল রাক্ষস-বংশ ধ্বংস হইতেছে— দুই এক জনের নয়, সকল ভক্তের হৃদয়ের সমস্ত দৈত্য নষ্ট হইতেছে।

এইজন্যই তুলসী বলেন যে, রাম-নাম ও রাম-কথা স্বয়ং রাম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

রাম সকুল.................নহিঁ সপনেঁ॥ (বালকাণ্ড ২৫।৩-৪)

রাম যুদ্ধে সবংশে রাবণকে মারেন ও সীতার সহিত অযোধ্যায় আসেন। সেখানে রাম রাজত্ব করেন—একথা সুর-মুনিরা সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

এই ত রামায়ণের কাহিনী। কিন্তু এই কাহিনীর ভিতর হইতে অর্থ-সংগ্রহ করিয়া রামের সেবক নিজ হৃদয়ের মধ্যে যে রাবণ বাস করে তাহার

সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করে—

'রাম সেবক রাম-নাম প্রীতির সহিত স্মরণ করিয়া বিনাশ্রমে প্রবল মোহসমূহ জয় করিয়া নিজে ভক্তিসুখে মগ্ন হইয়া বেড়ায়— নাম-প্রসাদে স্বপ্নেও তাহার দুঃখ থাকে না।'

অর্থাৎ রাম রাবণ মারিয়া অযোধ্যায় রাম-রাজ্য বসাইয়াছিলেন, আর রাম-কথা বা রাম-ভক্তি হৃদয়ের রাবণ মারিয়া হৃদয়ে রাম-রাজ্য বসায়।

এই ভাব পর পর কতকগুলি শ্লোকে তুলসীদাস চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

রাম এক................নাম-প্রতাপূ।। (উত্তরকাণ্ড ২৪।২....)

রাম এক তাপস-স্ত্রীকে (অহল্যা) উদ্ধার করিয়াছিলেন আর রাম-নাম কোটি খল ও কুমতিকে উদ্ধার করিয়াছে। রাম নিজে একটা ধনুক—হরধনুক ভঙ্গ করিয়াছিলেন, আর রাম-নাম প্রভাবে ভব-ভয় ভাঙ্গে।

দণ্ডক বনু প্রভু.............কুলষ নিকন্দন।। (বালকাণ্ড ২৪।৪)

প্রভু দণ্ডক-বনের শোভা বাড়াইয়াছিলেন— কিন্তু সে একটামাত্র বন, আর তাঁহার নাম অগণিত মানুষের মনে বনকে পবিত্র করিয়াছে। রামচন্দ্র কেবল রাক্ষসদিগকে মারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাম কলির পাপ-রূপ সকল রাক্ষস বধ করে।

তুলসীর বিচার অনুসারে রাম-নাম নির্গুণ ও সগুণ এই দুই ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে বড়। বেশ তার্কিকের মত যুক্তি দ্বারা তুলসী ইহা প্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছেন—

অগুন সগুন......................নিজ বুতেঁ।। (বালকাণ্ড ২৩।১)

ব্রহ্মের দুইটা স্বরূপ—নির্গুণ ও সগুণ। এই দুইই অবর্ণনীয়, অগাধ, অনাদি অনুপম। কিন্তু আমার মতে এই দুই হইতেই রাম-নাম বড়, কেননা এই নাম নিজের জোরে সগুণ নির্গুণ উভয়কেই নিজের বশে রাখিয়াছে।

কারণ—

ব্যাপকু একু....................রতন তেঁ।। (বালকাণ্ড ২৩।৩...)

ব্রহ্ম অবিনাশী, সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, এক ও ব্যাপক। এইপ্রকার অবিকার ব্রহ্ম হৃদয়েই আছেন, তবু তাঁহার হৃদয়ে থাকা সত্ত্বেও জগতে সকল জীবই দীন-দুঃখী হইয়া আছে। যেমন রত্ন পরীক্ষা করিলে রত্নের মূল্য বাহির

হয় তেমনি হৃদয়ে রাম-নাম প্রতিষ্ঠা করিলে, রাম-নামের যত্ন করিলে হৃদয়স্থিত ব্রহ্মও প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

নাম অগুণ ও সগুণ—এই দুই স্বরূপের মাঝামাঝি, উহা অবলম্বন করিয়া দুই-ই পাওয়া যায়।

অগুন সগুন..................চতুর দুভাষী॥ (বালকাণ্ড ২১।৪)

অগুণ ও সগুণের মধ্যে নাম সাক্ষীস্বরূপ হইয়া আছে, দুই জনের কথা বুঝাইবার জন্য নাম চতুর দোভাষী।

সগুণ ও অগুণ— এই দুইয়েরই প্রকাশকারী বলিয়া নাম নির্গুণ সগুণ হইতেও বড়।

নিরগুন তেঁ.............বিচার অনুসার॥ (বালকাণ্ড দোহা ২৩)

নামের অপার প্রভাব এবং এইজন্য নাম লওয়া নির্গুণস্বরূপ উপসনা হইতেও বড়। আমার নিজের বিবেচনায় একথা বলিতেছি যে, রাম অপেক্ষাও রামের নাম বড়।

এই ভাবই আরও অনেকগুলি শ্লোকে তুলসীদাস প্রকাশ করিয়াছেন—

ব্রহ্ম রাম তেঁ...............জিয়ঁ জানি॥ (বালকাণ্ড দোহা ২৫)

ব্রহ্ম-নাম হইতেও রাম-নাম বড়। যাঁহারা বর দেন রাম-নাম তাঁহাদিগকেও বর দেয়। শত কোটি রামচরিত মধ্যে 'রাম'-নামই মহেশ এইভাবে হৃদয়ে জানিয়া লইয়াছিলেন।

রাম-নাম কল্পতরুর মত—উহার নিকট যাহা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়।

নামু রাম কো...........তুলসী তুলসীদাসু॥ (বালকাণ্ড দোহা ২৬)

রাম-নাম কল্পতরু, কলির কল্যাণের আলয়। এই নাম স্মরণ করিয়াই যে তুলসীদাস ভাঙ্গের মত ছিল, সে তুলসীগাছের মত হইয়া গিয়াছে।

তুলসী হৃদয় খুলিয়া রাম-নামের বন্দনা করিতেছেন—

বন্দউঁ রাম নাম............গুন নিধান সো॥ (বালকাণ্ড ১৯।১)

রঘুবরের রাম-নাম বন্দনা করি, তিনি আগুন, সূর্য ও চন্দ্রের উৎপত্তির হেতু। এই রাম-নাম হরিহরময়, ইহাই বেদের প্রাণ, ইহাই অনুপম অগুণ ও সগুণের ভাণ্ডার।

এই নামের প্রতি প্রীতিতে তুলসীদাসের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে—

বরষা ঋতু..................ভাদব মাস॥ (বালকাণ্ড দোহা ১৯)

রঘুপতির ভক্তি বর্ষাকাল, আর দাস তুলসী হইতেছে শালী ধান। সেই ধানের পক্ষে 'রাম' এই দুই অক্ষর শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের মত।

সেই রামের প্রতি তুলসীর ভক্তি যেন অটল থাকে—

সঠ সেবক কী.........সুমতি কপি ভালু॥ (বালকাণ্ড দোহা ২৮ক)

কৃপালু রাম, আমার মত দুষ্ট সেবকের প্রতি প্রীতি রাখিও। রামচন্দ্র, সমর্থ তুমি সকলই করিতে পার। তুমি শিলা জলে ভাসাইয়াছিলে, তুমি বানর-ভালুককে মন্ত্রী করিয়াছিলে, কাজেই আমার মত অধমকেও কৃপা করিও।

রাম ত জানেন তুলসীদাস কত ক্ষুদ্র, তাঁহার কাছে ত সে কথা গোপন নাই। কোথায় রামচন্দ্র আর কোথায় তুলসীর মত ক্ষুদ্র লোক নিজেকে তাঁহার সেবক বলার অভিমান করে !

হৌঁহু কহাবত .... সেবক তুলসীদাস॥ (বালকাণ্ড দোহা ২৮খ)

এ কথা আমি বলাই, আর লোকেও এ কথা বলে যে, সীতানাথের মত প্রভুর সেবক হইতেছে তুলসীদাস, প্রভু তুমি সে উপহাসও সহ্য কর।

তুলসী বলিতেছেন— হৃদয়ের ভিতর-বাহির উজ্জ্বল করার একমাত্র উপায় হইতেছে রাম-নামের প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা।

রাম নাম.....................উজিয়ার॥ (বালকাণ্ড দোহা ২১)

দেহ হইতেছে মন্দির, আর জিহ্বা সেই মন্দিরের দরজার দেহড়ী বা পৈঠা। যদি দেহের ভিতর ও বাহির আলো করিতে চাও তবে রাম-নামের মণি-দীপ জিহ্বার দেউড়ীতে রাখ।

তুলসীর ভিতর-বাহির নাম-নামে উজ্জ্বল হইয়াছে। তাই তিনি জগৎ রামময় দেখিয়া জগতের চেতন-অচেতন সকলকেই রামজ্ঞানে প্রণাম জানাইতেছেন।

জড় চেতন..................জুগ পানি॥ (বালকাণ্ড দোহা ৭গ)

জড় ও চেতন জগতের যত জীব আছে সে সকলকেই রামময় জানিয়া যুক্তকরে সকলের চরণ-কমল প্রণাম করিতেছি।

তুলসী একটা কথার উপর বড় জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন—রামনামে রুচি আনার জন্য, বা ধর্মপথে এতটুকুও অগ্রসর হওয়ার জন্য সৎসঙ্গ

আবশ্যক। সৎসঙ্গের মহিমার কথা বলিয়া তুলসী কখনও ক্লান্ত হ'ন নাই। সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য শুনিয়াই তিনি গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন।

সাধু চরিত সুভ ....জস পাবা॥ (বালকাণ্ড ২।৩)

সাধুদের শুভ চরিত্র কার্পাসের মত, উহার ফল রস-শূন্য (সংসারের বিষয়ে) হইলেও বিশেষ গুণময়। কার্পাস নিজে দুঃখ সহ্য করে (ধনুরী তাহাকে পিটায়, তাঁতি তাহাকে বুনায়, ধোপা তাহাকে আছড়ায়) তবুও সে অপরের ছিদ্র ঢাকে। সাধুও তেমনি নিজে কষ্ট সহ্য করিয়া অপরের দোষ ঢাকেন।

সাধুরা চলৎ তীর্থের মত। লোককে গিয়া পবিত্র হইতে হয়, সাধুরা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ান ও লোককে তীর্থ-ফল দেন।

মুদ মঙ্গলময়..................তীরথরাজূ॥ (বালকাণ্ড ২।৪)

সাধুর সঙ্গ আনন্দ ও মঙ্গলদায়ক। সাধুরা জগতে তীর্থরাজ প্রয়াগের মত, অথচ সচল।

তীর্থ-স্নানের ফল যখন তখন দেখা যায় না। কিন্তু সৎসঙ্গ করা রূপ সচল তীর্থ-স্নানের ফল সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায়।

মজ্জন ফল পেখিয়...........কর দোউ॥ (বালকাণ্ড ৩।১....)

সাধুদিগকে বন্দনা করি, তাঁহারা সমচিত্ত, অর্থাৎ তাঁহারা হিতকারী ও অহিতকারী এই ভেদ করেন না। অঞ্জলিতে করিয়া ফুল লইলে, ফুল যেমন ডান হাত বাঁ হাত বিচার না করিয়া দুই হাতকেই সমান সুগন্ধ দেয়, সাধুরাও তেমনি আপন-পর বা প্রিয়-অপ্রিয় বিচার না করিয়া সকলেরই হিত করেন।

বিনু সতসঙ্গ......................ন সোঈ॥ (বালকাণ্ড ৩।৪)

সৎসঙ্গ না হইলে বিবেক হয় না, রাম-কৃপা ভিন্ন সৎসঙ্গ পাওয়া সহজ নয়।

হনুমানের সহিত বিভীষণের সাক্ষাৎ হইলে, বিভীষণের মনে ভরসা হইল যে, তাঁহার উপর হরির কৃপা হইয়াছে—

অব মোহি......................নহিঁ সন্তা॥ (সুন্দরকাণ্ড ৭।২)

কেননা 'হরির কৃপা ভিন্ন সাধুর সাক্ষাৎ হয়ই না।'

রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে রামকে দেখার জন্য সনকাদি মুনিরা আসিলেন। এই সাধুদিগকে দেখিয়া রামচন্দ্র নিজেকে ভাগ্যবান মনে

করিলেন ও বলিলেন—

আজু ধন্য.....................ভব ভঙ্গা॥ (উত্তরকাণ্ড ৩৩।৪)

মুনিগণ, আজ আমি ধন্য হইলাম, তোমাদের দর্শনে সকল পাপ নষ্ট হইয়া যায়। বড় ভাগ্যে সৎসঙ্গ পাওয়া যায়, উহাতে অক্লেশে ভব-বন্ধন কাটিয়া যায়।

ইহার পরেই ভরত রামচন্দ্রকে সাধুদের লক্ষণ কি তাহা বলিতে অনুরোধ করেন। রামচন্দ্র বলেন—

বিষয় অলম্পট.............তেঁ প্রানী॥ (উত্তরকাণ্ড ৩৮।১-২)

সাধুরা বিষয় ভোগে অলিপ্ত, তাঁহারা শীল ও গুণের আকর। তাঁহারা পরের দুঃখে দুঃখ পান, সুখে সুখ পান। তাঁহারা সকলের সহিত সমান ব্যবহার করেন, তাঁহাদের অহঙ্কার নাই এবং তাঁহারা বিরাগ লইয়াছেন। তাঁহারা লোভ, ক্রোধ, হর্ষ ও ভয় ত্যাগ করিয়া থাকেন।

তাঁহাদের চিত্ত কোমল, দীনের প্রতি তাঁহারা দয়া করেন, কায়মনোবাক্যে অকপটে আমাকে ভক্তি করেন। তাঁহারা সকলকে মান দেন, নিজে অভিমান-শূন্য। ভরত, এইপ্রকার লোকেরাই আমার প্রাণের মত প্রিয়।

নিন্দা অস্তুতি...............সুখ পুঞ্জ॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ৩৮)

যাঁহাদের নিকট নিন্দা ও স্তুতি দুই-ই সমান, আমার পদকমলে যাঁহাদের মমতা আছে সেই সজ্জনেরা আমার প্রাণপ্রিয়। তাঁহারা গুণের মন্দির ও সুখের সমষ্টি।

সাধুরা—

গাবহিঁ সুনহিঁ................শ্রুতি তেতে॥ (অরণ্যকাণ্ড ৪৬।৪)

গরুড় কাক ভূষণ্ডীর সৎসঙ্গ করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলে শিব পার্বতীকে বলিতেছেন—

গিরিজা সন্ত........... বেদ পুরান॥ (উত্তরকাণ্ড দোহা ১২৫ খ)

গিরিজা, সাধুর সঙ্গের মত আর কোনও লাভ নাই। বেদ ও পুরাণে বলে যে হরি-কৃপা ছাড়া সৎসঙ্গ হয় না।

অবশেষে তুলসীদাস সৎসঙ্গ প্রিয়দিগকেই রামকথা শোনার অধিকারী করিয়া রামায়ণ শেষ করিয়াছেন—

রাম কথা কে...........অতি প্যারী॥ (উত্তরকাণ্ড ১২৮।৩)

রাম-কথা শোনার তাহারাই অধিকারী যাহাদের সাধুসঙ্গ অতিশয় ভাল লাগে।

এমনি করিয়া তুলসীদাস—

কলি মল সমনি মনোমল হরনী.........। (উত্তরকাণ্ড ১২৯।১)

রাম-কথা-গান শেষ করিয়াছেন।

সৎসঙ্গ করিলে ভক্তি দেখা দেয়—আর ভক্তিই একমাত্র কামনার জিনিস। বারবার তুলসী এই কথাই বলিয়াছেন যে, সৎসঙ্গ কর। হরি কৃপা হইলেই সৎসঙ্গ পাইবে। সৎসঙ্গে রাম-কথা শুনিবে—রাম-ভক্তি আসিবে। রামের প্রতি ভক্তিই চরম পাওয়ার জিনিস। যে যেখানে যে বর চাহিয়াছে তাহার মধ্যে অবিরল ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শতরূপা যখন ভগবানের ধ্যান করিতেছিলেন তখন ভগবান দেখা দিয়া বলিলেন বর চাও। তিনি বলিলেন—

জে নিজ ভগত............করি দেহু॥ (বালকাণ্ড ১৫০।৪...)

'হে নাথ, তোমার নিজ ভক্তেরা যে সুখ পায়, যে গতি পায়, তুমি আমাকে দয়া করিয়া সেই সুখ, সেই গতি, সেই ভক্তি, তোমার চরণের সেই স্নেহ, সেই বিবেক ও সেই জীবনযাত্রা দাও।'

রামচন্দ্র চিত্রকূট হইতে পঞ্চবটী গেলেন, সেখান হইতে দণ্ডক বনে গেলেন। তিনি যেখানেই যাইতেছিলেন তাঁহার নিকট হইতে ভক্ত-সেবকেরা অবিরল ভক্তির আশীর্বাদ লইতেছিলেন।

যখন জটায়ুর সহিত দেখা হইল সে তখন তাঁহার পথ চাহিয়াই প্রাণ রাখিয়াছে—সে

অবিরল ভগতি............কীন্হী রাম॥ (অরণ্যকাণ্ড দোহা ৩২)

অবিরল ভক্তির বর চাহিয়া বৈকুণ্ঠে গেল। রাম নিজ হাতে তাহার সৎকার করিলেন।

পরে সুতীক্ষ্ণ-মুনির সহিত দেখা হইলে মুনির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া রাম বলিলেন—বর লও। সুতীক্ষ্ণ বলে আমি কি জানি ?

তুমহিঁ নীক...............জ্ঞান নিধানা॥ (অরণ্যকাণ্ড ১১।১৩)

সবরীর সহিত দেখা হইলে নবধা ভক্তি কি সে সম্বন্ধে তিনি তাহাকে উপদেশ দিলেন।

প্রথম ভগতি..............তজি গান॥ (অরণ্যকাণ্ড ৩৫।৪...)

বিবর প্রবেশ করিয়া হনুমানের সহিত তপস্বিনী স্বয়ংপ্রভাব দেখা হইলে তপস্বিনী তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিয়া রঘুপতির নিকট আসিলেন।

নানা ভাঁতি.................প্রভু দীন্হী॥ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৫।৪)

রঘুনাথের নিকট তপস্বিনী নানাপ্রকারে বিনয় করিলেন, প্রভু তখন তাহাকে অনপায়িনী ভক্তি দিলেন।

অনন্য ভক্তি বা অবিরল ভক্তি কাহাকে বলে তাহা রামচন্দ্র হনুমানকে উপদেশ দেওয়ার সময় পরিষ্কার করিয়াছেন—

সো অনন্য.............স্বামি ভগবন্ত॥ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড দোহা ৩)

হনুমান, তাহারই অনন্য ভক্তি হইয়াছে যাহার এই বিশ্বাস স্থির থাকে যে, আমি সেবক আর স্থাবর-জঙ্গম-স্বরূপ ভগবান প্রভু। এই বিশ্বাস হইলে প্রভুর সহিত সে লীন হইয়া যায়।

যে ভক্তিতে প্রভু গলিয়া যান, ভক্তকে ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হয় সেই অনন্য ভক্তির কথা প্রভু বিভীষণকেও শুনাইয়াছিলেন—

জননী জনক............ধনু জৈসেঁ॥ (সুন্দরকাণ্ড ৪৮।২-৪)

যে জন পিতামাতা, ভাই-পুত্র-স্ত্রী, শরীর, ধন ও বাড়ী, সুহৃদ্ ও পরিবার —এই সকলের উপর মমতার বাঁধনের দড়ি একত্র করিয়া সেই দড়ি দিয়া নিজের মনকে আমার পায়ে বাঁধে, অর্থাৎ যে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ীর উপর মমতা রামচন্দ্রের উপর অর্পণ করেন, যে সমদৃষ্টি পাইয়াছে, অর্থাৎ যে শত্রু-মিত্র সমান দেখে, যাহার নিজের কোনও ইচ্ছাই নাই, যাহার মনে হর্ষ শোক ভয় নাই সেইপ্রকার সজ্জন আমার হৃদয়ে তেমনিভাবে বাস করে যেমন করিয়া লোভীর হৃদয়ে ধনের আকাঙ্ক্ষা বাস করে।

তুলসীদাস এই অনন্য ভক্তি পাইয়াছিলেন। রামচন্দ্রই ছিলেন তাঁহার সর্বস্ব ও একমাত্র আপনার জিনিস। এই সম্পর্ক বজায় রাখিয়া তবে তিনি অন্য বন্ধন স্বীকার করিতেন। তুলসীদাস রাম কৃপায় 'ভাং' হইতে 'তুলসী' হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি নিজের সৎসঙ্গ তাঁহার রামায়ণের ভিতর দিয়া পাঠকদিগকে দিয়াছেন। তুলসীর মহৎ সঙ্গরূপ তাঁহার কৃত রামায়ণ পাঠ আমাদিগকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও রাম-ভক্তি দিক্।

———০———

B. K. Mitra
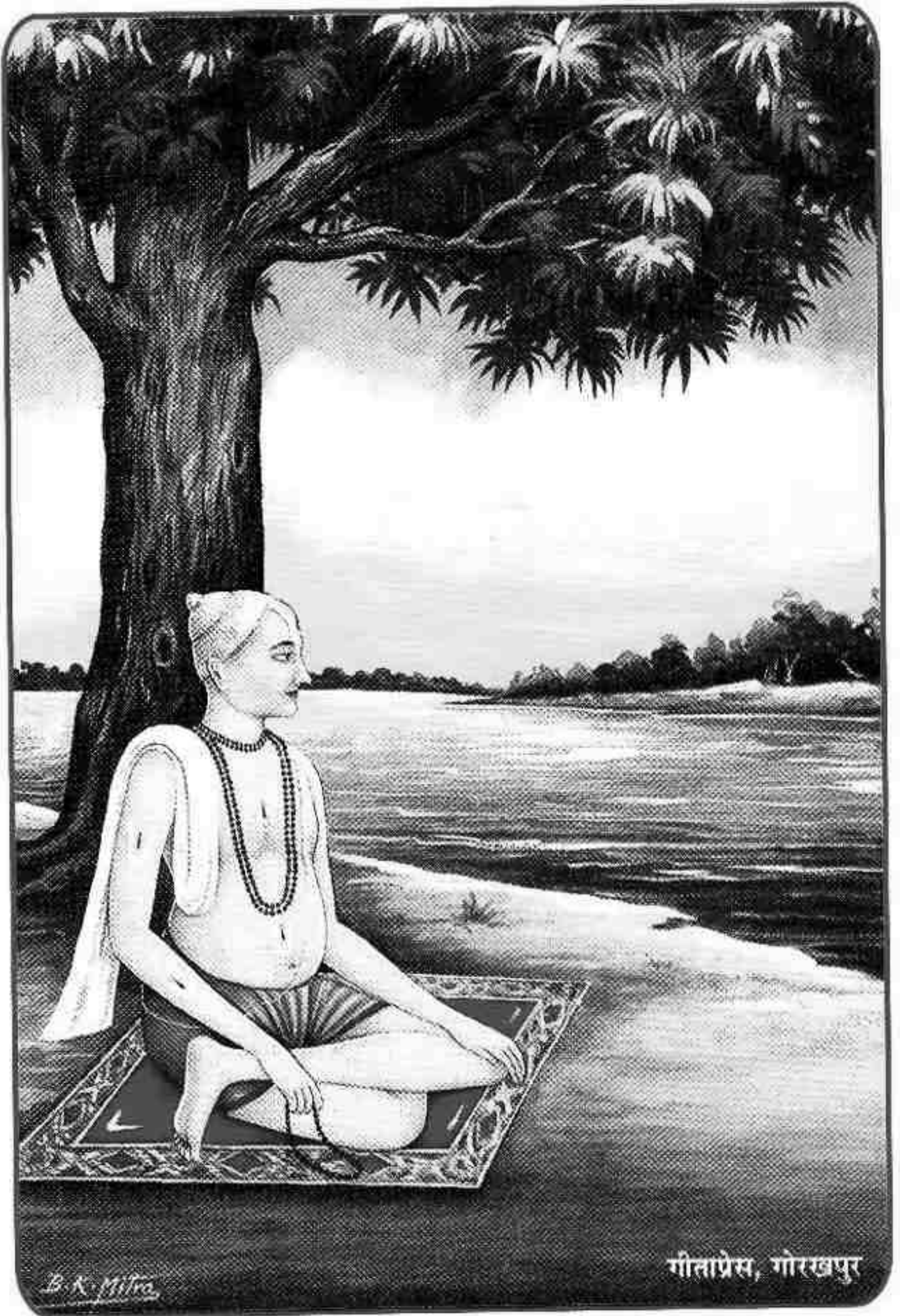
गीताप्रेस, गोरखपुर

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज

गीताप्रेस, गोरखपुर

श्रीरामदरबारकी झाँकी

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

শ্রীজানকীবল্লভো বিজয়তে

শ্রীরামচরিতমানস

প্রথম সোপান

বালকাণ্ড

শ্লোক (১—৪)

বর্ণানামর্থসংঘানা রসানাং ছন্দসামপি।
মঙ্গলানাং চ কর্তারৌ বন্দে বাণীবিনায়কৌ॥ ১
ভবানীশঙ্করৌ বন্দে শ্রদ্ধাবিশ্বাসরূপিণৌ।
যাভ্যাং বিনা ন পশ্যন্তি সিদ্ধাঃ স্বান্তঃস্থমীশ্বরম্॥ ২
বন্দে বোধময়ং নিত্যং গুরুং শঙ্কররূপিণম্।
যমাশ্রিতো হি বক্রোঽপি চন্দ্রঃ সর্বত্র বন্দ্যতে॥ ৩
সীতারামগুণগ্রামপুণ্যারণ্যবিহারিণৌ।
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বরকপীশ্বরৌ॥ ৪

শ্লোক—বর্ণ, অর্থ, রস ও ছন্দসমূহের প্রণেত্রী দেবী সরস্বতীকে ও সকল মঙ্গল বিধায়ক শ্রীগণেশকে আমি প্রণাম নিবেদন করছি॥ ১॥ যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ব্যতিরেকে সিদ্ধগণ নিজ অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের দর্শন লাভে সমর্থ হন না সেই শ্রদ্ধারূপী দেবী ভবানী ও বিশ্বাসরূপ ভগবান শ্রীশংকরকে আমি প্রণাম নিবেদন করছি॥ ২॥ যাঁর আশ্রয় লাভ করে চন্দ্র বক্রাকৃতি হয়েও সর্বত্র বন্দনীয়, সেই জ্ঞানময় শংকররূপী সনাতন শ্রীগুরুকে আমি প্রণাম নিবেদন করছি॥ ৩॥ সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রের গুণরাশিরূপ পুণ্যারণ্যে বিচরণকারী নির্মল তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন কবিশিরোমণি শ্রীবাল্মীকিকে ও কবিপ্রবর হনুমানকে আমি প্রণাম নিবেদন করছি॥ ৪॥

শ্লোক (৫—৭)

উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্।
সর্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতোঽহং রামবল্লভাম্।। ৫
যন্মায়াবশবর্তি বিশ্বমখিলং ব্রহ্মাদিদেবাসুরা।
যৎসত্ত্বাদমৃষৈব ভাতি সকলং রজ্জৌ যথাহের্ভ্রমঃ।
যৎপাদপ্লবমেকমেব হি ভবাম্ভোধেস্তিতীর্ষাবতাং
বন্দেঽহং তমশেষকারণপরং রামাখ্যমীশং হরিম্।। ৬
নানাপুরাণনিগমাগমসম্মতং যদ্ রামায়ণে নিগদিতং ক্বচিদন্যতোঽপি।
স্বান্তঃসুখায় তুলসী রঘুনাথগাথাভাষানিবন্ধমতিমঞ্জুলমাতনোতি।। ৭

সোরঠা (১—৫)

জো সুমিরত সিধি হোই গন নায়ক করিবর বদন।
করউ অনুগ্রহ সোই বুদ্ধি রাসি সুখ গুন সদন।।
মূক হোই বাচাল পঙ্গু চঢ়ই গিরিবর গহন।
জাসু কৃপাঁ সো দয়াল দ্রবউ সকল কলি মল দহন।।
নীল সরোরুহ স্যাম তরুন অরুন বারিজ নয়ন।
করউ সো মম উর ধাম সদা ছীরসাগর সয়ন।।
কুন্দ ইন্দু সম দেহ উমা রমন করুনা অয়ন।
জাহি দীন পর নেহ করউ কৃপা মর্দন ময়ন।।
বন্দউঁ গুরু পদ কঞ্জ কৃপা সিন্ধু নররূপ হরি।
মহামোহ তম পুঞ্জ জাসু বচন রবি কর নিকর।।

চৌপাই (১—২)

বন্দউঁ গুরু পদ পদুম পরাগা। সুরুচি সুবাস সরস অনুরাগা।।
অমিঅ মূরিময় চূরন চারূ। সমন সকল ভব রুজ পরিবারূ।।
সুকৃতি সম্ভু তন বিমল বিভূতী। মঞ্জুল মঙ্গল মোদ প্রসূতী।।
জন মন মঞ্জু মুকুর মল হরনী। কিএঁ তিলক গুন গন বস করনী।।

সৃষ্টি, স্থিতি (পালনকারিণী) সংহারকারিণী, সর্বক্লেশহারিণী, সর্বকল্যাণ বিধায়িনী শ্রীরামবল্লভা শ্রীসীতাদেবীকে আমি প্রণাম নিবেদন করছি॥ ৫ ॥ বিশ্বচরাচর, প্রজাপতি ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ও অসুরগণ যাঁর মায়ায় বশীভূত, রজ্জুতে সর্পভ্রমসম এই সমগ্র দৃশ্য জগৎ যার সত্তায় সত্য বলে প্রতিভাত হয়, ভবসাগরতারণেচ্ছু ব্যক্তিগণের নিকট যাঁর শ্রীপাদপদ্ম একমাত্র তরণীস্বরূপ, সেই সর্বকারণের কারণ সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রনামধারী ভগবান শ্রীহরিকে আমি প্রণাম নিবেদন করছি॥ ৬॥ যা বিবিধ পুরাণ, বেদ এবং (তন্ত্র) শাস্ত্রসম্মত এবং যা রামায়ণে ও অন্যান্য স্থানে শ্রীরঘুনাথের লীলা বলে কথিত আছে, তা তুলসীদাস নিজ অন্তরের প্রীতি কামনায় সুমধুর ছন্দে সংকীর্তন করতে সচেষ্ট হচ্ছে॥ ৭॥

সোরঠা—যাঁকে স্মরণ করলেই সর্বকার্যে সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত, যিনি গণপতি ও গজানন নামেও প্রসিদ্ধ, সেই বুদ্ধিরাজি শুভগুণধাম (সিদ্ধিদাতা) শ্রীগণেশ আমার উপর কৃপা করুন॥ ১॥ যাঁর কৃপা লাভ করে মূক বাগ্মী হয়, পঙ্গু দুর্গম গিরি লঙ্ঘন করে, সেই কলিকল্মষহারী, দয়ালু (শ্রীভগবান) আমার উপর কৃপা বর্ষণ করুন॥ ২॥ নীলাম্বুজশ্যামলকোমলাঙ্গ রাজীবায়তলোচন সতত ক্ষীরসাগরে শয়ান শ্রীভগবান (নারায়ণ) আমার অন্তরে সতত বিরাজমান হন॥ ৩॥ যিনি কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রসম গৌরকান্তি, যিনি দেবী পার্বতীর প্রিয়তম, করুণাকর ও দীনশরণ সেই মন্মথমর্দন দেবাদিদেব মহাদেব আমায় কৃপা করুন॥ ৪॥ যিনি নররূপে কৃপাসিন্ধু শ্রীহরি স্বয়ং আর যাঁর সদুপদেশ মায়ামোহরূপ সঘন অন্ধকার বিনাশে সূর্যের ন্যায় আলোকপুঞ্জসম, সেই গুরুমহারাজের শ্রীপাদপদ্মে শতকোটি প্রণাম নিবেদিত হল॥ ৫॥

চৌপাই—সুস্বাদু, সুগন্ধিত ও অনুরাগরঞ্জিত শ্রীগুরুপাদনখরজ উদ্দেশে প্রণাম নিবেদিত হল। সঞ্জীবনী মূলগুণসম্পন্ন এই শ্রীপাদপদ্মরজ ভবরোগকে সমূলে উৎপাটিত করতে সক্ষম॥ ১॥ তা সুকৃতিরূপ মহাদেবের অঙ্গে সুশোভিত বিভূতিসম নির্মল পরম কল্যাণকর ও সকল আনন্দের উৎস ; তা ভক্তমনদর্পণ মালিন্য নিরাবক। ললাটটিকারূপে তা (সত্ত্ব, রজ, তম) ত্রিগুণকে

চৌপাই (৩—৪)

শ্রীগুরু পদ নখ মনি গন জোতী। সুমিরত দিব্য দৃষ্টি হিয়ঁ হোতী॥
দলন মোহ তম সো সপ্রকাসূ। বড়ে ভাগ উর আবই জাসূ॥

উঘরহিঁ বিমল বিলোচন হী কে। মিটহিঁ দোষ দুখ ভব রজনী কে॥
সূঝহিঁ রাম চরিত মনি মানিক। গুপুত প্রগট জহঁ জো জেহিঁ খানিক॥

দোহা (১)

জথা সুঅঞ্জন অঞ্জি দৃগ সাধক সিদ্ধ সুজান।
কৌতুক দেখত সৈল বন ভূতল ভূরি নিধান॥

চৌপাই (১—৪)

গুরু পদ রজ মৃদু মঞ্জুল অঞ্জন। নয়ন অমিঅ দৃগ দোষ বিভঞ্জন॥
তেহি করি বিমল বিবেক বিলোচন। বরনউঁ রাম চরিত ভব মোচন॥

বন্দউঁ প্রথম মহীসুর চরনা। মোহ জনিত সংসয় সব হরনা॥
সুজন সমাজ সকল গুন খানী। করউঁ প্রনাম সপ্রেম সুবানী॥

সাধু চরিত সুভ চরিত কপাসূ। নিরস বিসদ গুনময় ফল জাসূ॥
জো সহি দুখ পরছিদ্র দুরাবা। বন্দনীয় জেহিঁ জগ জস পাবা॥

মুদ মঙ্গলময় সন্ত সমাজূ। জো জগ জঙ্গম তীরথরাজূ॥
রাম ভক্তি জহঁ সুরসরি ধারা। সরসই ব্রহ্ম বিচার প্রচারা॥

বশীভূত করতে সক্ষম।। ২।। মণিমাণিক্যসম জ্যোতির্ময় সেই শ্রীগুরুর পদনখ —যা স্মরণ করলেই অন্তরে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়ে থাকে। সেই অন্তরের জ্যোতি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে বিনাশ করতে সক্ষম। যে ব্যক্তি সেই জ্যোতিকে অন্তরে ধারণ করতে সক্ষম হয় সে যথার্থরূপে পরম ভাগ্যবান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।। ৩।। সেই জ্যোতির প্রভাবে অন্তর্দেশ তখন আলোকোজ্জ্বল হয় যার ফলে নির্মল অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলন হয়ে যায়। তাকে দেখে ভবান্ধকারের (অজ্ঞানরূপ) দোষ ও (গতায়াতরূপ) দুঃখ পলায়ন করে। তখন শ্রীরামচন্দ্রের মহিমার রত্নরাজি যা আমাদের অতি নিকটে দৃশাদৃশ্য রূপে সতত বিরাজমান, তা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।। ৪ ।।

দোহা—সেই ভক্তিরূপ সিদ্ধি অঞ্জন নয়নে ধারণ করে সাধক, সিদ্ধ ও সজ্জনসকল অতিশয় আশ্চর্য হয়ে পর্বত, অরণ্য ও ভূমিতে সেই রত্নভাণ্ডার প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়ে যান।। ১ ।।

চৌপাই—সুন্দর, সুকোমল গুরুমহারাজের সেই শ্রীপাদপদ্মরজ অঞ্জন-রূপে নয়নের পক্ষে অমৃতসম উপাদেয়। তা দৃষ্টিদোষ নিবারণকারীরূপে স্বীকৃত। সেই অঞ্জন দ্বারা আমার বিবেকনয়ন যুগলকে নির্মল করে আমি ভববন্ধন থেকে মুক্তিপ্রদানকারী শ্রীরামচরিত সংকীর্তনে প্রয়াসী হলাম।। ১ ।। সর্বাগ্রে পৃথিবীর ব্রাহ্মণ-দেবতাদের চরণে প্রণাম নিবেদন করছি কারণ তাঁরাই অজ্ঞানপ্রসূত সকল সন্দেহ হরণ করে থাকেন। অতঃপর সকল গুণাকর সাধুসন্তসকলকে সপ্রেম সবিনয় প্রণাম নিবেদন করছি।। ২।। সাধুসন্ত ও কাপাসের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উভয়ই শুভ ও মঙ্গল প্রদায়ক। উভয়ই বিশুষ্ক, বিস্তৃত ও গুণময়। কাপাসসম সাধুসন্তচরিত শুষ্ক হয় কারণ তা বিষয়াসক্তিরহিত হয়ে থাকে। কাপাসসম সাধুসন্তচরিতের বিস্তার অসীম কারণ তা অজ্ঞান ও পাপরূপ অন্ধকার বিরহিত। কাপাসে গুণ অর্থাৎ তন্তু হয় আর সাধুসন্তগণ তো সদ্‌গুণের ভাণ্ডারস্বরূপ তাই উভয়েই গুণময়। (যেমন কাপাসের সূত্র সূচের ছিদ্রকে আড়াল করে অথবা কাপাস যেমন বস্ত্ররূপে নির্মিত হওয়ায় সকল কষ্ট সহ্য করে সকলের গোপনীয় স্থানসকল লোকচক্ষুর আড়াল করে রাখে) তেমনই সাধুসন্তগণ স্বয়ং দুঃখ সহ্য করে অন্যের ছিদ্র (দোষ) আড়াল করে জগতে বন্দনীয়রূপে যশোলাভ করে থাকেন।। ৩।। সাধুসন্তমাত্রই আনন্দময় ও কল্যাণকর হয়ে থাকেন। তাঁরা তো জগতে সচল

চৌপাই (৫—৭)

বিধি নিষেধময় কলিমল হরনী। করম কথা রবিনন্দনি বরনী॥
হরি হর কথা বিরাজতি বেনী। সুনত সকল মুদ মঙ্গল দেনী॥
বটু বিস্বাস অচল নিজ ধরমা। তীরথরাজ সমাজ সুকরমা॥
সবহি সুলভ সব দিন সব দেসা। সেবত সাদর সমন কলেসা॥
অকথ অলৌকিক তীরথরাউ। দেই সদ্য ফল প্রগট প্রভাউ॥

দোহা (২)

সুনি সমুঝহিঁ জন মুদিত মন মজ্জহিঁ অতি অনুরাগ।
লহহিঁ চারি ফল অছত তনু সাধু সমাজ প্রয়াগ॥

চৌপাই (১—৫)

মজ্জন ফল পেখিঅ ততকালা। কাক হোহিঁ পিক বকউ মরালা॥
সুনি আচরজ করৈ জনি কোঈ। সতসঙ্গতি মহিমা নহিঁ গোঈ॥
বালমীক নারদ ঘটজোনী। নিজ নিজ মুখনি কহী নিজ হোনী॥
জলচর থলচর নভচর নানা। জে জড় চেতন জীব জহানা॥
মতি কীরতি গতি ভূতি ভলাঈ। জব জেহিঁ জতন জহাঁ জেহিঁ পাঈ॥
সো জানব সতসঙ্গ প্রভাউ। লোকেহুঁ বেদ ন আন উপাউ॥
বিনু সতসঙ্গ বিবেক ন হোই। রাম কৃপা বিনু সুলভ ন সোঈ॥
সতসঙ্গত মুদ মঙ্গল মূলা। সোই ফল সিধি সব সাধন ফূলা॥
সঠ সুধরহিঁ সতসঙ্গতি পাঈ। পারস পরস কুঘাত সুহাঈ॥
বিধি বস সুজন কুসঙ্গত পরহীঁ। ফনি মনি সম নিজ গুন অনুসরহীঁ॥

তীর্থরাজ (প্রয়াগ)। সেই তীর্থরাজ প্রয়াগে শ্রীরামভক্তি রূপ শ্রীগঙ্গাধারা ও ব্রহ্মবিচাররূপ শ্রীসরস্বতী ধারা বিদ্যমান থাকে॥ ৪॥ বিধিনিষেধরূপ কর্মের কথা হল কলিকল্মষহারী সূর্যতনয়া শ্রীযমুনা। ভগবান বিষ্ণুর ও ভগবান শংকরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত উপাখ্যানসকল ত্রিবেণীরূপে সুশোভিত যা শ্রবণ করলেই আনন্দ ও কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে॥ ৫॥ সেই (সাধুসন্ত সমাজরূপ প্রয়াগে) নিজ ধর্মে অটল বিশ্বাসই অক্ষয়বট আর শুভকর্মই সেই প্রয়াগের সমাজ (মণ্ডল)। সেই (সাধুসন্তসমাজরূপ প্রয়াগরাজ) সর্বদেশে সর্বকালে সকলেই লাভ করতে পারেন। সমাদরে তার সেবন করলে ক্লেশ বিনাশন হয়ে থাকে॥ ৬॥ সেই তীর্থরাজ অলৌকিক ও বাণীর অগোচর এবং সত্বর ফলদায়ী ; তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়॥ ৭ ॥

দোহা—যাঁরা এই সন্তসমাজরূপ তীর্থরাজের প্রভাব প্রসন্ন চিত্তে সেবন করেন ও তাতে অবগাহন করেন তারা এই জন্মেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ফল লাভ করে থাকেন॥ ২॥

চৌপাই—এই তীর্থরাজে অবগাহনের প্রভাবে কাক কোকিলে পরিণত হয়, বকও হংসে পরিবর্তিত হয়। এই কথা শ্রবণ করে কেউ যেন আশ্চর্য না হন কারণ সাধুসঙ্গের মহিমা তো যুগে যুগে কীর্তিত হয়েই আসছে॥ ১॥ মহাকবি বাল্মীকি, দেবর্ষি নারদ ও মহামুনি অগস্ত্য তো নিজের কথা নিজ মুখেই জগৎকে বলে গিয়েছেন। জলে, ভূমিতে, আকাশে বিচরণশীল যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গম জীবসকল বিভিন্ন কালে, স্থানে ও প্রকারে যখনই সুবুদ্ধি, কীর্তি, সদ্‌গতি, বিভূতি (ঐশ্বর্য)ও কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, সবই বস্তুত সাধুসঙ্গ লাভের ফলেই হয়েছে, বেদে ও ত্রিলোকে অন্য কোনো উপায় দেখা যায় না॥ ২-৩॥ সাধুসঙ্গ ছাড়া বিবেক জাগরণ হয় না আর শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা না থাকলে তো সাধুসঙ্গ লাভও সহজে হয় না। সকল আনন্দ ও কল্যাণের মূল তো সাধুসঙ্গ লাভ। সিদ্ধিলাভ তো সাধুসঙ্গের ফল আর অন্য সকল সাধনা তো ফুল পর্যন্ত সীমিত॥ ৪॥ সাধুসঙ্গ দুষ্টকেও সজ্জন করে যেমন পরশপাথর স্পর্শদান করে লৌহকে সুশোভন করে তোলে, সুবর্ণ করে তোলে। কিন্তু দৈবযোগে যদি কোনো সজ্জন অসৎসঙ্গ লাভ করেন, তিনি কিন্তু সর্পমণিসম নিজ গুণই অনুসরণ করে থাকেন। অর্থাৎ যেমন সর্পের সঙ্গলাভ করেও মণি তার বিষকে

চৌপাই (৫)

বিধি হরি হর কবি কোবিদ বানী। কহত সাধু মহিমা সকুচানী॥
সো মো সন কহি জাত ন কৈসেঁ। সাক বনিক মনি গুন গন জৈসেঁ॥

দোহা (৩ ক, খ)

বন্দউঁ সন্ত সমান চিত হিত অনহিত নহি কোই।
অঞ্জলি গত সুভ সুমন জিমি সম সুগন্ধ কর দোই॥

সন্ত সরল চিত জগত হিত জানি সুভাউ সনেহু।
বালবিনয় সুনি করি কৃপা রাম চরন রতি দেহু॥

চৌপাই (১—৩)

বহুরি বন্দি খল গন সতিভাএঁ। জে বিনু কাজ দাহিনেহু বাএঁ॥
পর হিত হানি লাভ জিন্হ কেরেঁ। উজরেঁ হরষ বিষাদ বসেরেঁ॥

হরি হর জস রাকেস রাহু সে। পর অকাজ ভট সহসবাহু সে॥
জে পর দোষ লখহিঁ সখসাখী। পর হিত ঘৃত জিন্হ কে মন মাখী॥

তেজ কৃসানু রোষ মহিষেসা। অঘ অবগুন ধন ধনী ধনেসা॥
উদয় কেত সম হিত সবহী কে। কুম্ভকরন সম সোবত নীকে॥

গ্রহণ করে না আর নিজ সহজ গুণ দীপ্তিকে ত্যাগ করে না তেমন ভাবেই সজ্জন ব্যক্তি দুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গ লাভ করেও অন্যদের প্রকাশিত করতেই থাকেন, দুষ্টের প্রভাব তাঁর উপর পড়ে না॥ ৫॥ এই সাধুসঙ্গের মহিমা বর্ণনা করতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও যখন কুণ্ঠিত হন ; তাহলে আমার পক্ষে তা বর্ণনা করা তো কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। শাকের কারবারি কি রত্নসম্ভার মূল্যায়নে সমর্থ হয়! ৬॥

দোহা— সাধুদের চিত্তে সাম্য বিরাজমান থাকে ; কেউ তাঁদের মিত্র বা শত্রু নয়। তাঁদের উদ্দেশে (শত কোটি) প্রণাম নিবেদিত হল। যেমন অঞ্জলিবদ্ধ সুন্দর পুষ্প (যা এক হস্তে চয়ন করা ও অন্য হস্তে অর্পণ করা) উভয় হস্তকেই সমভাবে সুগন্ধিত করে (তেমনই সজ্জন-সন্তব্যক্তি শত্রু ও মিত্র—উভয়কেই সমরূপে কল্যাণ করে ধন্য করেন)॥ ৩(ক)॥

দোহা— সহজ সরল চিত্ত সন্তগণ জগতের হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে পরিচিত। তাঁদের এই বিশেষ স্বভাব ও প্রীতির কথা জেনে আমি সবিনয়ে নিবেদন করছি যে তাঁরা যেন আমার বালকোচিত বিনয় শ্রবণ করে আমায় কৃপা করে শ্রীরামচন্দ্র চরণে প্রীতি প্রদান করেন॥ ৩ (খ)॥

চৌপাই—এইবার আমি শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানে দুষ্টদের প্রণাম করছি কারণ তারা অকারণে তাদের হিতাকাঙ্ক্ষীরও প্রতিকূল আচরণ করতে অভ্যস্ত। অন্যের ক্ষতিই তাদের দৃষ্টিতে লাভ। তারা অন্যের বিনষ্টিতে হর্ষ ও কল্যাণে বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকে॥ ১॥ দুষ্টগণ হরিহরের যশরূপ পূর্ণচন্দ্রের জন্য রাহুসম হয়ে থাকে। (অর্থাৎ যেখানেই তারা ভগবান শ্রীবিষ্ণু ও ভগবান শ্রীশংকরের যশোগান হতে দেখে তারা তাতে বাধা দিতে চেষ্টা করে)। দুষ্টগণ অপরের অনিষ্ট করাতে সহস্রবাহুসম বীর হয়ে থাকে। তারা অপরের দোষ সহস্রলোচনে প্রত্যক্ষ করে সুখের অনুভব করে। অপরের কল্যাণরূপ ঘৃতে তাদের মন মক্ষীসম হয়ে থাকে। (অর্থাৎ মক্ষী ঘৃতে পতিত হয়ে তা নষ্ট করবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও যেমন বিনষ্ট হয় ঠিক একইভাবে দুষ্টগণ সুকার্যকে নিজ জীবন দিয়েও পণ্ড করতে চায়)॥ ২॥ দুষ্টের তেজ (অপরকে উত্তপ্ত করবার ক্ষমতা) অগ্নিসম এবং ক্রোধ যমরাজসম হয়ে থাকে। পাপ ও দুর্গুণাদিতে তারা কুবেরসম সম্পদসম্পন্ন হয়ে থাকে। সকলের অমঙ্গল সাধনে তাদের বৃদ্ধি কেতুসম। অতএব তাদের

চৌপাই (৪—৬)

পর অকাজু লগি তনু পরিহরহীঁ। জিমি হিম উপল কৃষী দলি গরহীঁ॥
বন্দউঁ খল জস সেষ সরোষা। সহস বদন বরনই পর দোষা॥

পুনি প্রনবউঁ পৃথুরাজ সমানা। পর অঘ সুনই সহস দস কানা॥
বহুরি সক্র সম বিনবউঁ তেহী। সন্তত সুরানীক হিত জেহী॥

বচন বজ্র জেহি সদা পিআরা। সহস নয়ন পর দোষ নিহারা॥

দোহা (৪)

উদাসীন অতি মীত হিত সুনত জরহিঁ খল রীতি।
জানি পানি জুগ জোরি জন বিনতী করই সপ্রীতি॥

চৌপাই (১—৫)

মৈঁ অপনী দিসি কীন্হ নিহোরা। তিন্হ নিজ ওর ন লাউব ভোরা॥
বায়স পলিঅহিঁ অতি অনুরাগা। হোহিঁ নিরামিষ কবহুঁ কি কাগা॥

বন্দউঁ সন্ত অসজ্জন চরনা। দুখপ্রদ উভয় বীচ কছু বরনা॥
বিছুরত এক প্রান হরি লেহীঁ। মিলত এক দুখ দারুন দেহীঁ॥

উপজহিঁ এক সঙ্গ জগ মাহীঁ। জলজ জোঁক জিমি গুন বিলগাহীঁ॥
সুধা সুরা সম সাধু অসাধূ। জনক এক জগ জলধি অগাধূ॥

ভল অনভল নিজ নিজ করতূতী। লহত সুজস অপলোক বিভূতী॥
সুধা সুধাকর সুরসরি সাধূ। গরল অনল কলিমল সরি ব্যাধূ॥

গুন অবগুন জানত সব কোঈ। জো জেহি ভাব নীক তেহি সোঈ॥

কুম্ভকর্ণসম নিদ্রাগমনেই সকলের মঙ্গল নিহিত থাকে॥ ৩॥ শিলাবৃষ্টি শস্যক্ষেত্রকে ক্ষতি করবার সঙ্গে নিজেও দ্রবীভূত হয়ে বিনষ্ট হয়ে থাকে। দুষ্টের স্বভাব সেই শিলাসম হয়ে থাকে যারা নিজের প্রাণ দিয়েও অপরের অনিষ্ট করতে ধাবিত হয়। আমি দুষ্টদের (সহস্র মুখ বিশিষ্ট) শেষনাগসম জ্ঞান করে তাদের (দূর থেকে) প্রণাম করি যারা সহস্রমুখে সক্রোধে অপরের দোষসকল বর্ণনা করে থাকে॥ ৪ ॥ আবার দুষ্টদের রাজাপৃথু (যিনি শ্রীভগবানের যশোগান শ্রবণ করবার জন্য দশ সহস্র কর্ণ প্রার্থনা করেছিলেন) সম জ্ঞান করে প্রণাম নিবেদন করি। অতঃপর দুষ্টদের ইন্দ্রসম জ্ঞান করে বন্দনা করি কারণ ইন্দ্রসম তারাও সুরাকে উপাদেয় ও হিতকর জ্ঞান করে থাকে॥ ৫ ॥ এবং কটু বচনরূপ বজ্রতে তাদের সতত প্রীতি থাকে। দুষ্টগণ ইন্দ্রসম সহস্র নয়ন খুলে অপরের দোষ খুঁজে বেড়ায়॥ ৬ ॥

দোহা—দুষ্ট স্বভাবের বৈশিষ্ট্য যে তারা নিরপেক্ষ, মিত্র, শত্রু—কারও মঙ্গল সহ্য করতে পারে না। মঙ্গলের কথা শুনলেই তারা যেন জ্বলে ওঠে, তাই তাদের কাছে করজোড়ে আমার সবিনয় বন্দনা করা॥ ৪ ॥

চৌপাই—আমি আমার নিবেদন তো রাখলাম (তবুও ভয় হয় যে) তারা কিন্তু স্বভাব পরিবর্তন করবে না। কাক সমাদরে প্রতিপালিত হলেও মাংসভক্ষণ ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না॥ ১ ॥ আমি সাধু ও অসাধু—উভয়ের চরণে বন্দনা করি কারণ উভয়েই যে দুঃখের সঙ্গে নিত্যযুক্ত ; অবশ্যই এক হিসেবে প্রভেদ আছে। সাধুর বিদায় মৃত্যুসম দুঃখকর হয় যা অসাধুর আগমনেই হয়ে থাকে॥ ২ ॥ জগতে উভয়ের সৃষ্টি (সাধু ও অসাধু ব্যক্তির সৃষ্টি) একসঙ্গে হয়ে থাকে কিন্তু একসঙ্গে সৃষ্ট কমল ও জোঁকসম তাঁদের গুণগত পার্থক্য বর্তমান থাকে (কমল দর্শন ও স্পর্শ করলে সুখপ্রদ হয় কিন্তু জোঁক স্পর্শ করলে তা রক্ত শোষণ করে থাকে)। সাধুর প্রকৃতি অমৃতসম হয় (যা মৃত্যুরূপ জগৎ থেকে মুক্তি প্রদান করে থাকে) আর অসাধুর প্রকৃতি সুরাসম হয় (যা মোহ, জড়তা ও প্রমাদ সৃষ্টিকারী হয়ে থাকে)। উভয়ই কিন্তু জগৎরূপ অগাধ সাগর হতে সৃষ্ট। (শাস্ত্র-কথন অনুসারে সমুদ্রমন্থন কালে অমৃত ও সুরা উভয়ই উৎপন্ন হয়েছিল)॥ ৩॥ ভালো-মন্দ সকলেই নিজ কর্মানুসারে সুযশ-অপযশ লাভ করে থাকে। অমৃত, চন্দ্র, গঙ্গা ও সাধু আর বিষ, অগ্নি, কলিযুগের পাপের নদী অর্থাৎ কর্মনাশা ও হিংসায় বিশ্বাসী ব্যাধ—এদের গুণ-অবগুণের সঙ্গে সকলেই পরিচিত কিন্তু যে ব্যক্তির যেমন স্বভাব, তার তাতেই প্রীতি থাকে॥ ৪-৫ ॥

দোহা (৫)

ভলো ভলাইহি পৈ লহই লহই নিচাইহি নীচু।
সুধা সুরাহিঅ অমরতাঁ গরল সরাহিঅ মীচু॥

চৌপাই (১—৫)

খল অঘ অগুন সাধু গুন গাহা। উভয় অপার উদধি অবগাহা॥
তেহি তেঁ কছু গুন দোষ বখানে। সংগ্রহ ত্যাগ ন বিনু পহিচানে॥
ভলেউ পোচ সব বিধি উপজাএ। গনি গুন দোষ বেদ বিলগাএ॥
কহহিঁ বেদ ইতিহাস পুরানা। বিধি প্রপঞ্চু গুন অবগুন সানা॥
দুখ সুখ পাপ পুন্য দিন রাতী। সাধু অসাধু সুজাতি কুজাতী॥
দানব দেব উঁচ অরু নীচূ। অমিঅ সুজীবনু মাহুরু মীচূ॥
মায়া ব্রহ্ম জীব জগদীসা। লচ্ছি অলচ্ছি রঙ্ক অবনীসা॥
কাসী মগ সুরসরি ক্রমনাসা। মরু মারব মহিদেব গবাসা॥
সরগ নরক অনুরাগ বিরাগা। নিগমাগম গুন দোষ বিভাগা॥

দোহা (৬)

জড় চেতন গুন দোষময় বিস্ব কীন্হ করতার।
সন্ত হংস গুন গহহিঁ পয় পরিহরি বারি বিকার॥

চৌপাই (১—৪)

অস বিবেক জব দেই বিধাতা। তব তজি দোষ গুনহিঁ মনু রাতা॥
কাল সুভাউ করম বরিআঈ। ভলেউ প্রকৃতি বস চুকই ভলাঈ॥
সো সুধারি হরিজন জিমি লেহীঁ। দলি দুখ দোষ বিমল জসু দেহীঁ॥
খলউ করহিঁ ভল পাই সুসঙ্গূ। মিটই ন মলিন সুভাউ অভঙ্গূ॥
লখি সুবেষ জগ বঞ্চক জেঊ। বেষ প্রতাপ পূজিঅহিঁ তেঊ॥
উঘরহিঁ অন্ত ন হোই নিবাহূ। কালনেমি জিমি রাবন রাহূ॥
কিএহুঁ কুবেষু সাধু সনমানূ। জিমি জগ জামবন্ত হনুমানূ॥
হানি কুসঙ্গ সুসঙ্গতি লাহূ। লোকহুঁ বেদ বিদিত সব কাহূ॥

দোহা—সজ্জনের প্রীতি সতত উৎকৃষ্ট বস্তুতে কিন্তু অধম সতত কদর্যবস্তু ভালোবাসে। অমৃতের প্রশংসা হয়ে থাকে অমরত্ব প্রদানে কিন্তু গরল (বিষ) প্রাণ হরণ করে॥ ৫॥

চৌপাই—দুষ্টের পাপ ও অবগুণ আর সাধুর গুণসকল সাগরসম অসীম অপার হয়ে থাকে। এসবের প্রকৃত রূপ জানবার জন্য কিছু গুণাগুণের আলোচনা করা প্রয়োজন ছিল। তাই তা করা হল যাতে তা ত্যাগ অথবা গ্রহণের বিচার করা সম্ভব হয়॥ ১॥ ভালোমন্দ সকলই বিধাতার সৃষ্টি কিন্তু বেদে তাদের গুণাগুণের বিচার করে তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত আছে। বেদ, উপাখ্যান, পুরাণ সকলের মতে বিধাতার সৃষ্টি প্রপঞ্চে গুণাগুণের মিশ্রণ পাওয়া যায়॥ ২॥ সুখ-দুঃখ, পুণ্য-পাপ, দিবস-রজনী, সাধু-অসাধু, সুজাত-কুজাত, দেবতা-দানব, উচ্চ-নীচ, অমৃত-বিষ, সুন্দর জীবন-মৃত্যু, ব্রহ্ম-মায়া, ঈশ্বর-জীব, সম্পত্তি-দারিদ্র্য, দরিদ্র-রাজা, কাশী-মগধ, গঙ্গা-কর্মনাশা, মালোআ-মরু, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, স্বর্গ-নরক, অনুরাগ-বৈরাগ্য (এই সকলই বিধাতা সৃষ্ট) বেদ-শাস্ত্রসকল তাদের গুণাগুণ বিচার করে বিভাজন করেছেন॥ ৩-৫॥

দোহা—স্থাবর-জঙ্গম এই বিশ্বচরাচরকে সৃষ্টিকালে বিধাতা গুণাগুণ সমন্বিত করে সৃষ্টি করেছেন। সাধুসন্তরূপ হংসসকল সেই সৃষ্টির মধ্যে দোষযুক্ত জলকে ত্যাগ করে কেবল গুণযুক্ত দুগ্ধই গ্রহণ করে থাকেন॥ ৬॥

চৌপাই—বিধাতা যখন এইরূপ (হংসসম) বিবেক দান করেন তখন মন দোষ ত্যাগ করে গুণের প্রতিই আকর্ষণ বোধ করে থাকে। কিন্তু সময়, স্বভাব ও কর্মের প্রাধান্য হেতু সজ্জন (সাধু) ব্যক্তিগণও মায়ার বশীভূত হয়ে কখনও কখনও নিজ কল্যাণ পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েন॥ ১॥ শ্রীভগবানের ভক্ত যেমন ভ্রান্তি সংশোধন করে দুঃখ ও দোষ থেকে মুক্তি লাভ করে নির্মল যশ বিকিরণ করেন, তেমনই দুষ্টও কখনও কখনও উত্তম সঙ্গ লাভ করে উপকার করে থাকে ; কিন্তু তাদের মলিন স্বভাবের (সহজে) বদল হয় না॥ ২॥ সাধু সেজে প্রতারকগণ জগৎকে প্রবঞ্চনা করে সকলের কাছ থেকে সম্মান-সম্পদ আহরণ করে থাকে ; কিন্তু কোনো না কোনো একদিন তাদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে যেমন কালনেমি, রাবণ ও রাহুর হয়েছিল॥ ৩॥ সাধুর (সজ্জনের) সম্মান লাভের জন্য উত্তম আবরণ প্রয়োজন হয় না যেমন জাম্ববান ও শ্রীহনুমানের

চৌপাই (৫—৬)

গগন চঢ়ই রজ পবন প্রসঙ্গা। কীচহিঁ মিলই নীচ জল সঙ্গা॥
সাধু অসাধু সদন সুক সারীঁ। সুমিরহিঁ রাম দেহিঁ গনি গারীঁ॥

ধূম কুসঙ্গতি কারিখ হোঈ। লিখিঅ পুরান মঞ্জু মসি সোঈ॥
সোই জল অনল অনিল সংঘাতা। হোই জলদ জগ জীবন দাতা॥

দোহা (৭ ক—ঘ)

গ্রহ ভেষজ জল পবন পট পাই কুজোগ সুজোগ।
হোহিঁ কুবস্তু সুবস্তু জগ লখহিঁ সুলচ্ছন লোগ॥

সম প্রকাস তম পাখ দুহুঁ নাম ভেদ বিধি কীন্হ।
সসি সোষক পোষক সমুঝি জগ জস অপজস দীন্হ॥

জড় চেতন জগ জীব জত সকল রামময় জানি।
বন্দউঁ সব কে পদ কমল সদা জোরি জুগ পানি॥

দেব দনুজ নর নাগ খগ প্রেত পিতর গন্ধর্ব।
বন্দউঁ কিন্নর রজনিচর কৃপা করহু অব সর্ব॥

চৌপাই (১—৩)

আকার চারি লাখ চৌরাসী। জাতি জীব জল থল নভ বাসী॥
সীয় রামময় সব জগ জানী। করউঁ প্রনাম জোরি জুগ পানী॥

জানি কৃপাকর কিঙ্কর মোহূ। সব মিলি করহু ছাড়ি ছল ছোহূ॥
নিজ বুধি বল ভরোস মোহি নাহীঁ। তাতেঁ বিনয় করউঁ সব পাহীঁ॥

করন চহউঁ রঘুপতি গুন গাহা। লঘু মতি মোরি চরিত অবগাহা॥
সূঝ ন একউ অঙ্গ উপাউ। মন মতি রঙ্ক মনোরথ রাউ॥

ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করি। অসৎ সঙ্গে ক্ষতি ও সৎসঙ্গে লাভ হয় তা ত্রিভুবনে সকলেই জানে। এই কথার সমর্থন আমরা বেদে স্পষ্টরূপে পাই॥ ৪॥ পবনের সান্নিধ্য লাভ করে পথের ধূলি আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় আবার সেই ধূলি নিম্নগামী জলের সংস্পর্শে এসে কর্দমে স্থান পায়। সজ্জনের (সাধুর) আবাসের ময়না, টিয়া 'রাম-রাম' বুলি বলে আর সেই পক্ষীই অসাধুর গৃহে অবিশ্রান্ত কটুবাক্য বর্ষণ করে থাকে॥ ৫॥ অসৎ সঙ্গে ধূম্র কালিমা নামে পরিচিতি পায় আবার সেই ধূম্রই সুন্দর মসিরূপে পুরাণ রচনায় ব্যবহৃত হয়। আবার সেই ধূম্রই জল, অগ্নি ও পবন সংযোগে মেঘরূপে জগৎকে জীবন প্রদান করে থাকে॥ ৬॥

দোহা—সঙ্গ প্রভাবে গ্রহ, ঔষধি, জল, বায়ু ও বস্ত্র ভালোমন্দ হয়ে থাকে (সৎ সঙ্গে ভালো ও অসৎ সঙ্গে মন্দ হয়)। বোধসম্পন্ন বিচারশীল ব্যক্তিগণ এসম্বন্ধে সম্যকরূপে অবহিত॥ ৭(ক)॥

দোহা—মাসের দুই পক্ষে আলোক ও অন্ধকার সমানই থাকে কিন্তু বিধাতা এদের নামে পার্থক্য করে দিয়েছেন (নাম শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ রেখে দিয়েছেন)। একটিতে চন্দ্রকলার বৃদ্ধি ও অন্যটিতে চন্দ্রকলার হ্রাসরূপে একজনকে সুযশ ও অপরজনকে অপযশ দিয়েছেন॥ ৭(খ)॥

দোহা—জগতের স্থাবর-জঙ্গম নির্বিশেষে সকল জীব রামময়। তাই তাদের সকলের পাদপদ্মে হাতজোড় করে প্রণাম নিবেদিত হল॥ ৭ (গ)॥

দোহা—দেব, দানব, মানব, নাগ, পক্ষী, প্রেত, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও নিশাচর—সকলকে প্রণাম করছি। আমি সকলের কৃপা প্রার্থনা করছি॥ ৭ (ঘ)॥

চৌপাই—চুরাশি লক্ষ যোনিতে চার রকমের (স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ) জীব জলে, ভূমিতে ও আকাশে অবস্থান করে। এই বিশ্বচরাচর তাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে থাকে তাই সেই বিশ্বচরাচরকে আমি শ্রীসীতারামময় জেনে হাতজোড় করে প্রণাম করি॥ ১॥ আমাকে আপনাদের সেবক বলেই জানবেন। হে কৃপাকর সকল! ছলচাতুরি না করে কৃপা করুন। আমার নিজ বুদ্ধির উপর তেমন আস্থা নেই তাই আমার এই সবিনয় নিবেদন॥ ২॥ আমি শ্রীরঘুনাথের গুণসংকীর্তনে প্রয়াসী হয়েছি। অপার অসীম সাগরসম বিশাল শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র, কিন্তু আমার সম্বল তো কেবল এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি। তাই কোনো

চৌপাই (৪—৭)

মতি অতি নীচ ঊঁচি রুচি আছী। চহিঅ অমিঅ জগ জুরই ন ছাছী।।
ছমিহহিঁ সজ্জন মোরি ঢিঠাঈ। সুনিহহিঁ বালবচন মন লাঈ।।

জৌঁ বালক কহ তোতরি বাতা। সুনহিঁ মুদিত মন পিতু অরু মাতা।।
হঁসিহহিঁ কূর কুটিল কুবিচারী। জে পর দূষন ভূষনধারী।।

নিজ কবিত্ত কেহি লাগ ন নীকা। সরস হোউ অথবা অতি ফীকা।।
জে পর ভনিতি সুনত হরষাহীঁ। তে বর পুরুষ বহুত জগ নাহীঁ।।

জগ বহু নর সর সরি সম ভাঈ। জে নিজ বাঢ়ি বঢ়হিঁ জল পাঈ।।
সজ্জন সকৃত সিন্ধু সম কোঈ। দেখি পূর বিধু বাঢ়ই জোঈ।।

দোহা (৮)

ভাগ ছোট অভিলাষু বড় করউঁ এক বিস্বাস।
পৈহহিঁ সুখ সুনি সুজন সব খল করিহহিঁ উপহাস।।

চৌপাই (১—৩)

খল পরিহাস হোই হিত মোরা। কাক কহহিঁ কলকণ্ঠ কঠোরা।।
হংসহিঁ বক দাদুর চাতকহী। হঁসহিঁ মলিন খল বিমল বতকহী।।

কবিত রসিক ন রাম পদ নেহূ। তিন্হ কহঁ সুখদ হাস রস এহূ।।
ভাষা ভনিতি ভোরি মতি মোরী। হঁসিবে জোগ হঁসেঁ নহিঁ খোরী।।

প্রভু পদ প্রীতি ন সামুঝি নীকী। তিন্হহি কথা সুনি লাগিহি ফীকী।।
হরি হর পদ রতি মতি ন কুতরকী। তিন্হ কহুঁ মধুর কথা রঘুবর কী।।

পথই যেন খুঁজে পাই না। আমার মন ও বুদ্ধি কাঙালসম হলেও আমার মনোবাসনা কিন্তু রাজাসম॥ ৩॥ আমার বুদ্ধি অতি নীচ প্রকৃতির কিন্তু আকাঙ্ক্ষা বিশাল। অমৃত লাভের কামনা থাকলেও জগতে আমার ভাগ্যে ঘোল (মাঠা)ও জোটে না। হে সজ্জনগণ ! ধৃষ্টতা ক্ষমা করে আমার এই বালকোচিত আবদার একটু শুনুন॥ ৪॥ শিশু আধো আধো কথা বললেও তার মা-বাবা তা আনন্দ সহকারে শুনে থাকেন। কিন্তু ক্রূরমতি, কুটিল ও বদবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ—যাদের অপরের দোষ দর্শনেই প্রীতি নিহিত থাকে, তারা তো উপহাস করবেই॥ ৫॥ স্বরচিত সরস-নীরস কবিতা সকলেরই ভালো বলেই মনে হয়। কিন্তু অপরের লেখা কবিতা শ্রবণ করে আনন্দ অনুভূতি লাভ করেন এমন সজ্জন ব্যক্তি তো জগতে সতত বিরল॥ ৬॥ আরে ভাই ! জগতের অধিকাংশ ব্যক্তির প্রকৃতিই তো নদী সরোবরসম হয়ে থাকে যারা নিজেদের উন্নতিতে প্রসন্ন হয়। সমুদ্রসম প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তি জগতে বিরল যারা পূর্ণচন্দ্রসম অন্য কারো ঔৎকর্ষ্য দেখে উথলে পড়ে॥ ৭॥

দোহা—আমার সম্বল ক্ষুদ্র হলেও উদ্দেশ্য মহৎ। আমি কিন্তু এই কথাতে পূর্ণ বিশ্বাস ধারণ করি যে আমার এই রচনা সজ্জনদের প্রশংসা লাভ করবে আর দুষ্টদের উপহাস॥ ৮॥

চৌপাই—দুষ্টগণ পরিহাস করলে অবশ্য আমারই লাভ হবে (কারণ তাই তো জগতের নিয়ম)। সুমধুর কণ্ঠ কোকিল কাকের কাছ থেকে কর্কশ কণ্ঠ বলেই পরিচিত হয়ে থাকে। যেমন বক হাঁসকে দেখে আর ভেক চাতককে দেখে উপহাস করে তেমনই মলিন চিত্ত দুষ্টগণ তো আমার সুরম্য রচনা দেখে হাসবেই॥ ১॥ যারা কাব্যরসিক নয় আর যাদের প্রভু শ্রীরামচন্দ্র চরণে প্রেমপ্রীতি আদৌ নেই, তাদের জন্য আমার এই রচনা সুখসমৃদ্ধ হাস্যরসের জোগান দেবে। একে তো এই রচনা সাধারণ গ্রাম্য ভাষায় তাও আবার আমার মতন অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি দ্বারা রচিত। এমনিতেই তা হাস্যকর তাই তারা হাসলে তাদের দোষ দিই কেমন করে ? ২॥ শ্রীপ্রভু চরণে প্রেমপ্রীতি বিরহিত ও অপ্রতুল উত্তম বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিদের এই রচনা নীরস লাগাই স্বাভাবিক। শ্রীহরি (ভগবান শ্রীবিষ্ণু) ও শ্রীহর (ভগবান শংকর) চরণে প্রেমপ্রীতি ধারণকারী তর্কশূন্য বুদ্ধিতে যুক্ত (যারা শ্রীহরিহরের মধ্যে ভেদাভেদ ভাব ও উচ্চ-নিম্ন কল্পনা আনে না) ব্যক্তিদের এই শ্রীরঘুনাথ কথা সুমিষ্ট লাগবেই॥ ৩॥

চৌপাই (৪—৬)

রাম ভগতি ভূষিত জিয়ঁ জানী। সুনিহহিঁ সুজন সরাহি সুবানী॥
কবি ন হোউঁ নহিঁ বচন প্রবীনূ। সকল কলা সব বিদ্যা হীনূ॥

আখর অরথ অলংকৃতি নানা। ছন্দ প্রবন্ধ অনেক বিধানা॥
ভাব ভেদ রস ভেদ অপারা। কবিত দোষ গুন বিবিধ প্রকারা॥

কবিত বিবেক এক নহিঁ মোরেঁ। সত্য কহউঁ লিখি কাগদ কোরেঁ॥

দোহা (৯)

ভনিতি মোরি সব গুন রহিত বিস্ব বিদিত গুন এক।
সো বিচারি সুনিহহিঁ সুমতি জিন্হ কেঁ বিমল বিবেক॥

চৌপাই (১—৫)

এহি মহঁ রঘুপতি নাম উদারা। অতি পাবন পুরান শ্রুতি সারা।
মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হারী। উমা সহিত জেহি জপত পুরারী॥

ভনিতি বিচিত্র সুকবি কৃত জোউ। রাম নাম বিনু সোহ ন সোউ॥
বিধুবদনী সব ভাঁতি সঁবারী। সোহ ন বসন বিনা বর নারী॥

সব গুন রহিত কুকবি কৃত বানী। রাম নাম জস অঙ্কিত জানী॥
সাদর কহহিঁ সুনহিঁ বুধ তাহী। মধুকর সরিস সন্ত গুনগ্রাহী॥

জদপি কবিত রস একউ নাহীঁ। রাম প্রতাপ প্রগট এহি মাহীঁ॥
সোই ভরোস মোরেঁ মন আবা। কেহিঁ ন সুসঙ্গ বড়প্পনু পাবা॥

ধূমউ তজই সহজ করুআঈ। অগরু প্রসঙ্গ সুগন্ধ বসাঈ॥
ভনিতি ভদেস বস্তু ভলি বরনী। রাম কথা জগ মঙ্গল করনী॥

সজ্জনগণ এই রচনা (শ্রীরামচরিতমানস) শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিতে সিক্ত জেনে, অতি উত্তম আখ্যা প্রদান করে সাগ্রহে তা শ্রবণ করবেন। আমি কবি নই, বাক্যবিশারদও নই ; আমি তো সর্বতোভাবে চারুকলা ও বিদ্যা বিরহিত॥ ৪॥ কবিতার গুণাগুণের বিচার আবার বহুভাবে হয়ে থাকে যা বর্ণ, অক্ষর, অর্থ, অলংকার, ছন্দ, ভাব ও রসের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এদের মধ্যে একটিরও কাব্যিক জ্ঞান আমার নেই যা আমি শপথ নিয়ে জানাচ্ছি॥ ৫-৬॥

দোহা— আমার রচনায় এই সকল গুণের অভাব থাকলেও বিশ্ববিদিত একটি বিশেষগুণ অবশ্যই এতে আছে যা নির্মল জ্ঞানযুক্ত বিবেকসম্পন্ন সজ্জনদের (আমার মনে হয়) অবশ্যই আকর্ষণ করবে আর তাঁরা তা শ্রবণ করবেন॥ ৯॥

চৌপাই—এই রচনায় শ্রীরঘুনাথের নাম সংকীর্তনের সম্পদ বর্তমান যা পরম পবিত্র এবং পুরাণ ও শ্রুতির সাররূপে (সর্বকালে) পরিচিত। তা কল্যাণের আগার ও অমঙ্গল নিবারক বলে দেবী পার্বতীসহ ভগবান শ্রীশংকরও সতত জপ করে থাকেন॥ ১॥ বিখ্যাত কবি দ্বারা রচিত সুরম্য কাব্য রামনাম বিরহিত হলে তা শোভমান বলে স্বীকৃতি পায় না যেমন, বিধুবদনী নারী অলংকারে সুসজ্জিতা হলেও বস্ত্র ছাড়া শোভা পায় না॥ ২॥ আবার অখ্যাত কবির সর্বগুণ বিবর্জিত কাব্যও যদি রামনাম ও তাঁর লীলা সংকীর্তনে সমৃদ্ধ থাকে তবে তা সুধীজনের সমাদর লাভ করে। তাঁরা সেই কাব্যের শ্রবণ-কীর্তনও করেন কারণ সুধীজন ভ্রমরের প্রকৃতিসম হয়ে থাকেন আর কেবল সারবস্তুই গ্রহণ করেন॥ ৩॥ আমার রচিত কাব্যে যে কোনো রসেরই অস্তিত্ব নেই, তা আমি জানি। কিন্তু ভরসা সেই সত্যে প্রতিষ্ঠিত যে তাতে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মহিমাগান আছে। সাধুসঙ্গ লাভ করে প্রতিষ্ঠা পায় না, তা কখনও সম্ভব নয়॥ ৪॥ অগুরু সাধুসঙ্গ লাভ করে ধূম্র তার কটু গন্ধ ত্যাগ করে। আমার কাব্য অসাধারণ নয়, তা আমি জানি। কিন্তু তাতে যে জগতের পক্ষে কল্যাণকর শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা সংকীর্তনের সাধুসঙ্গ আছে। (তাই তা সুন্দর বলে স্বীকৃতি পাবেই।)॥ ৫॥

ছন্দ

মঙ্গল করনি কলিমল হরনি তুলসী কথা রঘুনাথ কী।
গতি ক্রূর কবিতা সরিত কী জ্যোঁ সরিত পাবন পাথ কী॥
প্রভু সুজস সঙ্গতি ভনিতি ভলি হোইহি সুজন মন ভাবনী।
ভব অঙ্গ ভূতি মসান কী সুমিরত সুহাবনি পাবনী॥

দোহা (১০ ক, খ)

প্রিয় লাগিহি অতি সবহি মম ভনিতি রাম জস সঙ্গ।
দারু বিচারু কি করই কোউ বন্দিঅ মলয় প্রসঙ্গ॥

স্যাম সুরভি পয় বিসদ অতি গুনদ করহিঁ সব পান।
গিরা গ্রাম্য সিয় রাম জস গাবহিঁ সুনহিঁ সুজান॥

চৌপাই (১—৪)

মনি মানিক মুকুতা ছবি জৈসী। অহি গিরি গজ সির সোহ ন তৈসী॥
নৃপ কিরীট তরুনী তনু পাঈ। লহহিঁ সকল সোভা অধিকাঈ॥

তৈসেহিঁ সুকবি কবিত বুধ কহহীঁ। উপজহিঁ অনত অনত ছবি লহহীঁ॥
ভগতি হেতু বিধি ভবন বিহাঈ। সুমিরত সারদ আবতি ধাঈ॥

রাম চরিত সর বিনু অন্হবাএঁ। সো শ্রম জাই ন কোটি উপাএঁ॥
কবি কোবিদ অস হৃদয়ঁ বিচারী। গাবহিঁ হরি জস কলি মল হারী॥

কীন্হেঁ প্রাকৃত জন গুন গানা। সির ধুনি গিরা লগত পছিতানা॥
হৃদয় সিন্ধু মতি সীপ সমানা। স্বাতি সারদা কহহিঁ সুজানা॥

ছন্দ—তুলসীদাস বলেন—শ্রীরঘুনাথ লীলাসংকীর্তনের অনন্ত মহিমা। তা কল্যাণকর ও কলিকল্মষহারী। আমার এই কাব্যের বক্রগতি পবিত্র গঙ্গাধারাসম। প্রভু শ্রীরঘুনাথের সুরম্য সাধুসঙ্গ লাভ করে, আমার বিশ্বাস যে এই বক্রগতি কাব্যও সুন্দর হয়ে সুধীজনের মনোরঞ্জনে সক্ষম হবে। শ্মশানের ভস্ম অপবিত্র হয়েও তা ভগবান শ্রীশংকরের সাধুসঙ্গ লাভ করে সৌন্দর্যের আধার হয় আর স্মরণ মাত্রেই পবিত্রতা প্রদান করে।

***দোহা**—শ্রীরামচন্দ্র মাহাত্ম্য সমৃদ্ধ আমার এই কাব্য সকলেরই প্রীতি লাভ করতে সমর্থ হবে। মলয় পর্বত সঙ্গলাভে তো কাষ্ঠসকলই (চন্দন হয়ে) সকলের কাছে বন্দনীয় রূপে স্বীকৃতি পায়। তখন কি কেউ তা পূর্বে কোন্ কাষ্ঠ ছিল তার বিচার-বিবেচনা করে ? ১০ (ক)॥*

***দোহা**—শ্যামলা গাভীর অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ হলেও তার দুগ্ধ কিন্তু উজ্জ্বল সাদা ও অতিশয় গুণসম্পন্ন হয় যা সকলে সমাদরে ধারণ করে থাকে। এই গ্রাম্য ভাষায় রচিত কাব্য শ্রীসীতারামের মাহাত্ম্যে সমৃদ্ধ বলেই সুধীজন তা পরম প্রীতি সহকারে শ্রবণ-কীর্তন করবেন॥ ১০ (খ)॥*

***চৌপাই**—*মণি-মাণিক্য-মুক্তো স্বাভাবিক ভাবেই সুন্দর। তাদের সৌন্দর্যের কান্তি সর্প, পর্বত, গজের মস্তকের উপর যতটা না হয় ততটা রাজার কিরীটে ও নবযুবতীর অঙ্গে হয়ে থাকে॥ ১॥ তাই সুধীজনের মতে কাব্য সৃষ্টি ও সমাদর লাভ করবার স্থান পৃথক হয়ে থাকে (অর্থাৎ কবির কাব্য সমাদৃত হয় সেই স্থানে যেখানে তার বিচার ও প্রচার হয় ও তাতে বর্ণিত আদর্শসকল পালিত ও অনুসৃত হয়)। কবির স্মরণ মাত্রেই তার ভক্তির আকর্ষণে দেবী সরস্বতী ব্রহ্মলোক ছেড়ে ছুটে আসেন॥ ২॥ দেবী সরস্বতী এইভাবে ব্রহ্মলোক থেকে ছুটে আসাতে তাঁর পথশ্রম প্রবল হয়। তাঁর পথশ্রম নিবারণ শ্রীরামচরিতরূপ সরোবরে অবগাহন করলেই হয়, অন্য কোটি উপায়েও যা সম্ভব হয় না। কবি ও পণ্ডিতগণ এই কথা ভালোভাবে জানেন তাই তাঁরা সতত কলিমলহরণকারী শ্রীহরির যশোগানে নিত্যযুক্ত থাকেন॥ ৩॥ কাব্যে সংসারী জীবদের গুণগান বর্ণিত থাকলে তা দেখে দেবী সরস্বতী মাথা চাপড়ে অনুশোচনা করেন (এই মনে করে যে কেন তিনি আসতে গেলেন !)। সুধীজন হৃদয়কে সাগর, বুদ্ধিকে শুক্তি ও দেবী সরস্বতীকে স্বাতী নক্ষত্র জ্ঞান করে থাকেন॥ ৪॥

চৌপাই (৫)

জোঁ বরষই বর বারি বিচারু। হোহিঁ কবিত মুকুতামনি চারু॥

দোহা (১১)

জুগুতি বেধি পুনি পোহিঅহিঁ রামচরিত বর তাগ।
পহিরহিঁ সজ্জন বিমল উর সোভা অতি অনুরাগ॥

চৌপাই (১—৫)

জে জনমে কলিকাল করালা। করতব বায়স বেষ মরালা॥
চলত কুপন্থ বেদ মগ ছাঁড়ে। কপট কলেবর কলি মল ভাঁড়ে॥

বঞ্চক ভগত কহাই রাম কে। কিঙ্কর কঞ্চন কোহ কাম কে॥
তিন্হ মহঁ প্রথম রেখ জগ মোরী। ধীঁগ ধরমধ্বজ ধন্ধক ধোরী॥

জোঁ অপনে অবগুন সব কহউঁ। বাঢ়ই কথা পার নহিঁ লহউঁ॥
তাতে মৈঁ অতি অলপ বখানে। থোরে মহুঁ জানিহহিঁ সয়ানে॥

সমুঝি বিবিধি বিধি বিনতী মোরী। কোউ ন কথা সুনি দেইহি খোরী॥
এতেহু পর করিহহিঁ জে অসঙ্কা। মোহি তে অধিক তে জড় মতি রঙ্কা॥

কবি ন হোউঁ নহিঁ চতুর কহাবউঁ। মতি অনুরূপ রাম গুন গাবউঁ॥
কহঁ রঘুপতি কে চরিত অপারা। কহঁ মতি মোরি নিরত সংসারা॥

জেহিঁ মারুত গিরি মেরু উড়াহীঁ। কহহু তূল কেহি লেখে মাহীঁ॥
সমুঝত অমিত রাম প্রভুতাঈ। করত কথা মন অতি কদরাঈ॥

দোহা (১২)

সারদ সেস মহেস বিধি আগম নিগম পুরান।
নেতি নেতি কহি জাসু গুন করহিঁ নিরন্তর গান॥

তাতে যদি উত্তম বিচার রূপ জলবর্ষণ হয় তাহলে মণিমুক্তোসম সুন্দর কাব্য সৃষ্ট হয়ে থাকে॥ ৫ ॥

দোহা—কাব্যের সেই মণিমুক্তোসম কবিতাকে যুক্তি দ্বারা যুক্ত করে তারপর শ্রীরামচরিতরূপ সুন্দর সূত্রে গ্রথিত করে সুধীজন তা নিজ নির্মল হৃদয় মন্দিরে সংরক্ষণ করেন যা তাঁদের পরম অনুরাগরূপ সৌন্দর্য প্রদান করে (অর্থাৎ আত্যন্তিক প্রেম লাভ হয়)॥ ১১॥

চৌপাই—করাল কলিযুগে জন্মগ্রহণকারী, হংসরূপে কাকসম আচরণকারী, বেদ কথিত পথ ত্যাগ করে কুপথগামী, কপট বিগ্রহ হয়ে কলিযুগের পাপভাণ্ড সম, শ্রীরামচন্দ্র ভক্ত বলে প্রচার করে লোক ঠকানোয় পটু, ধনসম্পদ (লোভ), ক্রোধ ও কামের দাস, কলহপ্রিয়, সদম্ভে ধর্মধ্বজ সেজে প্রচারকারী ও কপট পেশার বোঝা বহনকারী জগতের ব্যক্তিসকলের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার নাম উচ্চারিত হয়॥ ১-২॥ আমার অবগুণের বিস্তার অসীম যা বলে পার পাওয়া সম্ভব নয়। তাই অল্প কথাতেই তা শেষ করলাম। সুধীগণ তাতেই নিশ্চয়ই সমস্ত কথা বুঝে নেবেন॥ ৩॥ আমার সবিনয় নিবেদনসকল গ্রাহ্য করে (আমি আশা করি যে) আমার এই কাব্যের দোষ খুঁজতে অগ্রসর কেউ হবেন না। আর এত বলবার পরও যার মনে দ্বিধা থাকবে সে তো আমার থেকেও বেশি মূর্খ ও বুদ্ধির কাঙাল ! ৪॥ আমি কবি নই, বুদ্ধিমান বলে আমার পরিচিতিও নেই ; আমি কেবল আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা সংকীর্তন করবার চেষ্টা করছি। বিস্ময়ে হতবাক হই যখন ভাবি কোথায় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অপার অসীম জীবনচরিত আর কোথায় আমার বিষয়াসক্ত চিত্ত॥ ৫॥ যে বায়ুর গতিবেগে সুমেরু পর্বতও উড়ে যায় তার সামনে তুলোর ক্ষমতা কতটুকু ! প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অমিত মাহাত্ম্যের কথা জেনে এই কাব্য রচনায় আমার মন সতত কুণ্ঠা বোধ করে॥ ৬॥

দোহা—দেবী সরস্বতী, শেষনাগ, ভগবান শ্রীশংকর, ভগবান শ্রীব্রহ্মা, শাস্ত্র, বেদ ও পুরাণ তাঁকে সঠিক ভাবে নিরূপণে সক্ষম না হয়ে তাঁর (শ্রীরামচন্দ্রের) গুণসংকীর্তনে সতত নিত্যযুক্ত থাকেন॥ ১২॥

চৌপাই (১—৫)

সব জানত প্রভু প্রভুতা সোঈ। তদপি কহেঁ বিনু রহা ন কোঈ॥
তহাঁ বেদ অস কারন রাখা। ভজন প্রভাউ ভাঁতি বহু ভাষা॥

এক অনীহ অরূপ অনামা। অজ সচ্চিদানন্দ পর ধামা॥
ব্যাপক বিস্বরূপ ভগবানা। তেহিঁ ধরি দেহ চরিত কৃত নানা॥

সো কেবল ভগতন হিত লাগী। পরম কৃপাল প্রনত অনুরাগী॥
জেহি জন পর মমতা অতি ছোহূ। জেহিঁ করুনা করি কীন্হ ন কোহূ॥

গঈ বহোর গরীব নেবাজূ। সরল সবল সাহিব রঘুরাজূ॥
বুধ বরনহিঁ হরি জস অস জানী। করহিঁ পুনীত সুফল নিজ বানী॥

তেহিঁ বল মৈঁ রঘুপতি গুন গাথা। কহিহউঁ নাই রাম পদ মাথা॥
মুনিন্হ প্রথম হরি কীরতি গাঈ। তেহি মগ চলত সুগম মোহি ভাঈ॥

দোহা (১৩)

অতি অপার জে সরিত বর জৌঁ নৃপ সেতু করাহিঁ।
চঢ়ি পিপীলিকউ পরম লঘু বিনু শ্রম পারহি জাহিঁ॥

চৌপাই (১—২)

এহি প্রকার বল মনহি দেখাঈ। করিহউঁ রঘুপতি কথা সুহাঈ॥
ব্যাস আদি কবি পুঙ্গব নানা। জিন্হ সাদর হরি সুজস বখানা॥

চরন কমল বন্দউঁ তিন্হ কেরে। পুরবহুঁ সকল মনোরথ মেরে॥
কলি কে কবিন্হ করউঁ পরনামা। জিন্হ বরনে রঘুপতি গুন গ্রামা॥

চৌপাই—যথার্থই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য (বর্ণনাতীত) অসীম, তা সকলেই জানেন তবুও তা বর্ণনা করবার প্রচেষ্টা অনেকেই করে গিয়েছেন। এর কারণ রূপে বেদে বলা আছে যে সাধনভজনের পদ্ধতিও বহুবিধ (অর্থাৎ শ্রীভগবানের মহিমার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব না হলেও যতটা সম্ভব তা অবশ্য করা বাঞ্ছনীয় হয়ে থাকে কারণ তার প্রভাবও অসামান্য হয়ে থাকে। বিভিন্ন শাস্ত্রে এর বর্ণনা দিয়ে বলা আছে যে অতি অল্প সাধনভজনও মানবকে ভবসাগর উত্তরণে সহায়ক হয়)॥ ১॥ এক ও অদ্বিতীয়, ইচ্ছা বিরহিত, অরূপ, অব্যক্ত, অজ, বিশ্বরূপে সর্বব্যাপী, পরমধাম, সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান স্বয়ংই দিব্য নরতনু ধারণ করে বিবিধ লীলা করেন॥ ২॥ (প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের) এই নরলীলা ভক্তের মঙ্গল কামনায় নিহিত কারণ শ্রীভগবান যে অতিশয় কৃপাময় ও শরণাগতবৎসল। তাঁর ভক্তদের উপর বিশেষ মমতা ও কৃপা। তিনি একবার যে ভক্তের উপর প্রসন্ন হন (তাকে আপনজন জ্ঞান করেন) তার উপর কখনও কুপিত হন না॥ ৩॥ সেই প্রভু শ্রীরঘুনাথ হৃতবস্তু ফিরিয়ে দেন। তিনি দীনবন্ধু, সহজ-সরল, সর্বশক্তিমান সকলের প্রভু। এই কথা স্পষ্টভাবে জেনে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সেই শ্রীহরির যশোগান করে নিজ বাণীকে পবিত্র করেন ও মোক্ষ ও দুর্লভ ভগবৎপ্রেমাদি উত্তম ফল প্রদানকারী বলে থাকেন॥ ৪॥ তাই ভেবে (মহিমা সম্যক বর্ণনা সম্ভব না হলেও মহান ফল প্রদায়ক ভজনা মনে করে ভগবৎকৃপার জোরে) আমি শ্রীরামচন্দ্রের চরণে প্রণতি করে শ্রীরঘুনাথের গুণগান করব। এই পথেই (বাল্মীকি, ব্যাসাদি) মুনিগণ সর্বপ্রথম শ্রীহরির যশঃকীর্তন করেছেন। ভাইসকল ! সেই পথই আমার পক্ষে সহজ হবে॥ ৫॥

দোহা—সুপ্রশস্ত শ্রেষ্ঠ নদীর উপর যদি রাজা মহাশয় সেতু রচনা করে দেন তাহলে তার উপর দিয়ে অতি ক্ষুদ্রাকার পিপীলিকাও অনায়াসে নদী পার করতে সক্ষম হয় (এইভাবে মুনিদের রচনার সাহায্য নিয়ে আমি শ্রীরামচরিত্র বর্ণনা সহজেই করতে সক্ষম হব)॥ ১৩॥

চৌপাই—এইভাবে সাহস সঞ্চয় করে আমি সুরম্য শ্রীরঘুপতির গুণসংকীর্তনে প্রয়াসী হয়েছি। আমার পূর্বে বেদব্যাসাদি যে সকল মহাকবিগণ শ্রীহরির যশঃকীর্তন করে গিয়েছেন তাঁদের শ্রীপাদপদ্মে আমার (শতকোটি) প্রণাম নিবেদিত হল। আমি তাঁদের কাছে আমার মনোরথ পূর্তির আবেদন রাখছি। কলিযুগের যে সকল কবি শ্রীরঘুনাথের গুণসংকীর্তন করেছেন তাঁদের

চৌপাই (৩—৬)

জে প্রাকৃত কবি পরম সয়ানে। ভাষাঁ জিন্হ হরি চরিত বখানে।।
ভএ জে অহহিঁ জে হোইহহিঁ আগেঁ। প্রনবউঁ সবহি কপট সব ত্যাগেঁ।।

হোহু প্রসন্ন দেহু বরদানূ। সাধু সমাজ ভনিতি সনমানূ।।
জো প্রবন্ধ বুধ নহিঁ আদরহীঁ। সো শ্রম বাদি বাল কবি করহীঁ।।

কীরতি ভনিতি ভূতি ভলি সোঈ। সুরসরি সম সব কহঁ হিত হোঈ।।
রাম সুকীরতি ভনিতি ভদেসা। অসমঞ্জস অস মোহি অঁদেসা।।

তুম্হরী কৃপাঁ সুলভ সোউ মোরে। সিঅনি সুহাবনি টাট পটোরে।।

দোহা (১৪ ক—গ)

সরল কবিত কীরতি বিমল সোই আদরহিঁ সুজান।
সহজ বয়র বিসরাই রিপু জো সুনি করহিঁ বখান।।

সো ন হোই বিনু বিমল মতি মোহি মতি বল অতি থোর।
করহু কৃপা হরি জস কহউঁ পুনি পুনি করউঁ নিহোর।।

কবি কোবিদ রঘুবর চরিত মানস মঞ্জু মরাল।
বালবিনয় সুনি সুরুচি লখি মো পর হোহু কৃপাল।।

সোরঠা (১৪ ঘ—ঙ)

বন্দউঁ মুনি পদ কঞ্জু রামায়ণ জেহিঁ নিরময়উ।
সখর সুকোমল মঞ্জু দোষ রহিত দূষন সহিত।।

বন্দউঁ চারিউ বেদ ভব বারিধি বোহিত সরিস।
জিন্হহি ন সপনেহুঁ খেদ বরনত রঘুবর বিসদ জসু।।

উদ্দেশ্যেও প্রণাম জানাই॥ ১-২॥ অনেক জ্ঞানী কবিও আছেন যাঁরা নিজ ভাষায় শ্রীহরিচরিত বর্ণনা করেছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের এমন সকল কবিদের চরণে আমি নিষ্কপটে প্রণাম জানাই॥ ৩॥ আপনারা সকলে প্রসন্ন হয়ে এই বর দিন যে সাধুসমাজে যেন আমার রচনা সমাদৃত হয় কারণ সুধীগণ কর্তৃক সমাদৃত না হলে যে কবির সকল পরিশ্রমই বৃথা হয়ে যায়॥ ৪ ॥ কীর্তি, কাব্য ও ধনসম্পদ তখনই উত্তম বলে স্বীকৃতি পায় যখন তা গঙ্গানদীসম সকলের পক্ষে কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের লীলাবৃত্তান্ত যে সুরম্য তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু আমার রচনায় যে সেই গুণের একান্ত অভাব। এই অসংগতিই যে আমার চিন্তার মূল কারণ॥ ৫ ॥ কিন্তু হে কবিসকল ! আপনাদের কৃপায় এই অসংগতি দূর হওয়া সম্ভব। চটের উপর রেশম সুতোর কাজেও তো অনুপম সৌন্দর্য দেখা যায়॥ ৬॥

দোহা—কাব্যে যদি সহজ-সরল ভাবে নির্মল যশঃকীর্তন করা হয় আর শত্রুদেরও শত্রুতা ত্যাগ করে প্রশংসা করাতে সক্ষম হয় তবেই তা সুধীজনের সমাদর লাভ করে থাকে॥ ১৪ (ক)॥

শ্রীহরিলীলা সম্বন্ধিত কাব্য রচনা সুবিমল মতি ছাড়া সম্ভব হয় না আর আমার বুদ্ধির দৌড় যে পরিমিত। তাই আমার আপনাদের কাছে বারে বারে নিবেদন— হে কবিকুল ! আপনারা কৃপা করুন যাতে আমি শ্রীহরিলীলা সংকীর্তনে অগ্রসর হতে পারি॥ ১৪ (খ)॥

হে কবি ও পণ্ডিত সকল ! আপনারা যে শ্রীরামচরিত মানস সরোবরের সুন্দর হংসসম। আমার এই বালকোচিত বিনয় ও সদুদ্দেশ্য দেখে আপনারা আমার উপর কৃপা করুন॥ ১৪ (গ)॥

সোরঠা—আমি মহাকাব্য রামায়ণের প্রণেতা মুনিবর বাল্মীকির পাদপদ্মে বন্দনা করি। তাঁর প্রণীত রামায়ণে খরের (রাক্ষসের) উল্লেখ থাকলেও তাঁর রচনা কিন্তু কোমল ও সুন্দর ; আবার দূষণের (রাক্ষসের) কথা থাকলেও তা সর্বতোভাবে দূষণমুক্ত॥ ১৪ (ঘ)॥

যে বেদ চতুষ্টয় ভবসাগর উত্তরণের খেয়াস্বরূপ আর যা শ্রীহরির (শ্রীরঘুবীরের) নির্মল যশঃকীর্তন করে স্বপ্নেও ক্লান্তি বোধ করে না, আমি তার বন্দনা করি॥ ১৪ (ঙ)॥

সোরঠা (১৪ চ)

বন্দউঁ বিধি পদ রেনু ভব সাগর জেহিঁ কীন্হ জহঁ।
সন্ত সুধা সসি ধেনু প্রগটে খল বিষ বারুনী॥

দোহা (১৪ ছ)

বিবুধ বিপ্র বুধ গ্রহ চরন বন্দি কহউঁ কর জোরি।
হোই প্রসন্ন পুরবহু সকল মঞ্জু মনোরথ মোরি॥

চৌপাই (১—৫)

পুনি বন্দউঁ সারদ সুরসরিতা। জুগল পুনীত মনোহর চরিতা॥
মজ্জন পান পাপ হর একা। কহত সুনত এক হর অবিবেকা॥

গুর পিতু মাতু মহেস ভবানী। প্রনবউঁ দীনবন্ধু দিন দানী॥
সেবক স্বামি সখা সিয় পী কে। হিত নিরুপধি সব বিধি তুলসী কে॥

কলি বিলোকি জগ হিত হর গিরিজা। সাবর মন্ত্র জাল জিন্হ সিরিজা॥
অনমিল আখর অরথ ন জাপূ। প্রগট প্রভাউ মহেস প্রতাপূ॥

সো উমেস মোহি পর অনুকূলা। করিহিঁ কথা মুদ মঙ্গল মূলা॥
সুমিরি সিবা সিব পাই পসাউ। বরনউঁ রামচরিত চিত চাউ॥

ভনিতি মোরি সিব কৃপাঁ বিভাতী। সসি সমাজ মিলি মনহুঁ সুরাতী॥
জে এহি কথহি সনেহ সমেতা। কহিহহিঁ সুনিহহিঁ সমুঝি সচেতা॥

হোইহহিঁ রাম চরন অনুরাগী। কলি মল রহিত সুমঙ্গল ভাগী॥

দোহা (১৫)

সপনেহুঁ সাচেহুঁ মোহি পর জৌঁ হর গৌরি পসাউ।
তৌ ফুর হোউ জো কহেউঁ সব ভাষা ভনিতি প্রভাউ॥

সোরঠা—*আমি ভবসাগর স্রষ্টা ভগবান শ্রীব্রহ্মার পদরজ বন্দনা করছি। এই ভবসাগর তাঁর এক অনুপম সৃষ্টি যাতে আমরা সাধুসন্তরূপ অমৃত, চন্দ্র ও কামধেনু আবির্ভূত হতে দেখি আবার দুষ্ট মানবরূপ বিষ ও সুরাও উৎপন্ন হতে দেখি॥ ১৪ (চ)॥*

দোহা—*দেবতা, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও গ্রহসমূহের চরণ বন্দনা করে আমি করজোড়ে নিবেদন করি— আপনারা প্রসন্ন হন আর আমার সকল মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন॥ ১৪ (ছ)॥*

চৌপাই—অতঃপর আমি দেবী সরস্বতী ও দেবনদী শ্রীগঙ্গার চরণে বন্দনা নিবেদন করছি। উভয়েরই অনুপম পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্তমান। একদিকে যখন দেবনদীতে অবগাহন ও তা পান করলে পাপহরণ হয়ে থাকে অন্যদিকে দেবীর (দেবী সরস্বতীর) গুণ ও যশ শ্রবণ কীর্তন করলেই অজ্ঞান নাশ হয়॥ ১॥ অতঃপর ভগবান শ্রীশংকর ও দেবী পার্বতীর চরণে আমার (শতকোটি) প্রণাম নিবেদিত হল। তাঁরাই আমার গুরু, জনক-জননী সকলই। তাঁরা পরম দীনবন্ধু ও সতত দানী বলে খ্যাত। তাঁরা একাধারে সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের সেবক, প্রভু ও সখা। তাঁরা এই (অতি তুচ্ছ) তুলসীদাসের অকপট হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে পরিচিত॥ ২॥ যে শিবপার্বতী কলিযুগ এসেছে দেখে জগৎ কল্যাণে শাবর মন্ত্রসকল রচনা করেছেন যাতে অক্ষরের মিল নেই, অর্থও স্পষ্ট নয় আর যা জপও করা যায় না তবুও তাতে শ্রীশংকরের কৃপার প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়, সেই উমাপতি শ্রীশংকর আমার উপর প্রসন্ন হয়ে (শ্রীরামচন্দ্রের) এই কাব্যকে আনন্দ প্রদায়ক ও মঙ্গলময় করে দিন। এইভাবে দেবীপার্বতী ও শ্রীশংকর উভয়কে স্মরণ করে ও তাঁদের অনুমতি নিয়ে পরম উৎসাহে আমি শ্রীরামচরিত্র বর্ণনায় প্রয়াসী হলাম॥ ৩-৪॥ ভগবান শ্রীশংকরের কৃপায় আমার কাব্য যেন তারকাখচিত ও চন্দ্রযুক্ত রাত্রির নভোমণ্ডলসম শোভমান হয়। যাঁরা এই বৃত্তান্ত প্রেম সহকারে সাবধানে স্থিরচিত্তে শ্রবণ-কীর্তন করবেন তাঁরা কলিযুগের পাপসমূহ থেকে মুক্তি লাভ করে শ্রীরামচন্দ্রচরণ অনুরাগী হয়ে যাবেন॥ ৫-৬॥

দোহা—*আমি স্বপ্নেও যদি শ্রীহরপার্বতীর প্রসন্নতা অর্জন করতে সক্ষম হই তাহলে আমার এই গ্রাম্য ভাষায় রচিত কাব্যের প্রভাবসকল যা বলা হয়েছে তা সত্য বলে প্রমাণিত হবে॥ ১৫ ॥*

চৌপাই (১—৪)

বন্দউঁ অবধ পুরী অতি পাবনি। সরজূ সরি কলি কলুষ নসাবনি॥
প্রনবউঁ পুর নর নারি বহোরী। মমতা জিন্হ পর প্রভুহি ন থোরী॥

সিয় নিন্দক অঘ ওঘ নসাএ। লোক বিসোক বনাই বসাএ॥
বন্দউঁ কৌসল্যা দিসি প্রাচী। কীরতি জাসু সকল জগ মাচী॥

প্রগটেউ জহঁ রঘুপতি সসি চারূ। বিশ্ব সুখদ খল কমল তুসারূ॥
দসরথ রাউ সহিত সব রানী। সুকৃত সুমঙ্গল মূরতি মানী॥

করউঁ প্রনাম করম মন বানী। করহু কৃপা সুত সেবক জানী॥
জিন্হহি বিরচি বড় ভয়উ বিধাতা। মহিমা অবধি রাম পিতু মাতা॥

সোরঠা (১৬)

বন্দউঁ অবধ ভুআল সত্য প্রেম জেহি রাম পদ।
বিছুরত দীনদয়াল প্রিয় তনু তৃন ইব পরিহরেউ॥

চৌপাই (১—৪)

প্রনবউঁ পরিজন সহিত বিদেহূ। জাহি রাম পদ গূঢ় সনেহূ॥
জোগ ভোগ মহঁ রাখেউ গোঈ। রাম বিলোকত প্রগটেউ সোঈ॥

প্রনবউঁ প্রথম ভরত কে চরনা। জাসু নেম ব্রত জাই ন বরনা॥
রাম চরন পঙ্কজ মন জাসূ। লুবুধ মধুপ ইব তজই ন পাসূ॥

বন্দউঁ লছিমন পদ জল জাতা। সীতল সুভগ ভগত সুখ দাতা॥
রঘুপতি কীরতি বিমল পতাকা। দণ্ড সমান ভয়উ জস জাকা॥

সেষ সহস্রসীস জগ কারন। জো অবতরেউ ভূমি ভয় টারন॥
সদা সো সানুকূল রহ মো পর। কৃপাসিন্ধু সৌমিত্রি গুনাকর॥

চৌপাই—আমি পরম পবিত্র অযোধ্যাপুরী আর কলিমল বিনাশক শ্রীসরযূনদীর বন্দনা করছি। অতঃপর সেই অযোধ্যাবাসী প্রজাদের চরণে প্রণাম করি যাঁরা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অসীম মমতায় সিক্ত হতে পেরেছিলেন॥ ১॥ তিনি (নিজ অযোধ্যায় বসবাসকারী) সীতাদেবীর নিন্দাকারী (রজক ও তাঁকে সমর্থনকারী পুরনরনারী) সকলেরও পাপসকল বিনাশ করে শোকরহিত করে তাদের নিজ ধামে স্থান দিয়েছিলেন। আমি কৌশল্যারূপ পূর্ব গগনকে প্রণাম করি কারণ তাঁর কীর্তি সমগ্র জগতে বিস্তার করে আছে॥ ২॥ এই পূর্ব গগন থেকে জগৎকে সুখ প্রদানকারী আর হিমসম দুষ্টরূপ কমলদলকে শাসনকারী শ্রীরামচন্দ্ররূপী চন্দ্র উদয় হয়েছিলেন। রানীদের সঙ্গে মহারাজ দশরথ যেন পুণ্য ও কল্যাণ বিগ্রহ। তাঁদের উদ্দেশে কায়মনোবাক্যে প্রণাম নিবেদিত হল। আমাকে তাঁদের পুত্রের সেবক মনে করে তাঁরা যেন আমার উপর কৃপা বর্ষণ করেন। তাঁদের সৃষ্টি করে ভগবান শ্রীব্রহ্মাও ধন্য হয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের জননী-জনক রূপে তাঁরা তো অসীম মহিমার পাত্র॥ ৩-৪॥

সোরঠা—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রে যাঁর যথার্থ প্রেম ছিল আর যিনি দীনবন্ধু প্রভুর বিরহে নিজ দেহকে তুচ্ছ তৃণসম পরিত্যাগ করেছিলেন সেই অযোধ্যাপতি মহারাজ শ্রীদশরথের চরণে (শতকোটি) প্রণাম নিবেদিত হল॥ ১৬॥

চৌপাই—রাজর্ষি জনক শ্রীরামচন্দ্রের চরণে গভীর অনুরাগ ধারণ করতেন যা তিনি যোগ ও ভোগ দ্বারা ঢেকে রাখতেন। সেই অনুরাগ শ্রীরাম-চন্দ্রকে দর্শন করে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। এইরূপ রাজর্ষি জনকের ও তাঁর পরিবারবর্গের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদিত হল॥ ১॥ ভ্রাতাদের প্রসঙ্গে আমি সর্বপ্রথম শ্রীভরতের কথা বলব। অনুপম অনবদ্য তাঁর ব্রত ও নিয়ম পালন যা বর্ণনা করা কঠিন। তাঁর মন সতত শ্রীরামচন্দ্র পাদপদ্মে ভ্রমরসম নিত্যযুক্ত থাকত। তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদিত হল॥ ২॥ শীতল, সুন্দর ও ভক্ত-সুখপ্রদানকারী অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ চরিত্র। শ্রীরঘুনাথের কীর্তিরূপ বিমল পতাকায় তাঁর যশ (পতাকা ধারণকারী) দণ্ডসম ছিল। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদিত হল॥ ৩॥ সহস্র মস্তকের উপর জগৎকে ধারণকারী শেষনাগ ভবভয় নিবারণে শ্রীলক্ষ্মণ অবতার রূপে অবতরণ করেছিলেন। সেই কৃপাসিন্ধু গুণাকর সুমিত্রানন্দন শ্রীলক্ষ্মণ যেন আমার উপর সতত প্রসন্ন থাকেন॥ ৪॥

চৌপাই (৫)

রিপুসূদন পদ কমল নমামী। সূর সুসীল ভরত অনুগামী॥
মহাবীর বিনবউঁ হনুমানা। রাম জাসু জস আপ বখানা॥

সোরঠা (১৭)

প্রনবউঁ পবনকুমার খল বন পাবক গ্যান ঘন।
জাসু হৃদয় আগার বসহিঁ রাম সর চাপ ধর॥

চৌপাই (১—৫)

কপিপতি রীছ নিসাচর রাজা। অঙ্গদাদি জে কীস সমাজা॥
বন্দউঁ সব কে চরন সুহাএ। অধম সরীর রাম জিন্হ পাএ॥
রঘুপতি চরন উপাসক জেতে। খগ মৃগ সুর নর অসুর সমেতে॥
বন্দউঁ পদ সরোজ সব কেরে। জে বিনু কাম রাম কে চেরে॥
সুক সনকাদি ভগত মুনি নারদ। জে মুনিবর বিগ্যান বিসারদ॥
প্রনবউঁ সবহি ধরনি ধরি সীসা। করহু কৃপা জন জানি মুনীসা॥
জনকসুতা জগ জননি জানকী। অতিসয় প্রিয় করুনানিধান কী॥
তাকে জুগ পদ কমল মনাবউঁ। জাসু কৃপাঁ নিরমল মতি পাবউঁ॥
পুনি মন বচন কর্ম রঘুনায়ক। চরন কমল বন্দউঁ সব লায়ক॥
রাজিবনয়ন ধরেঁ ধনু সায়ক। ভগত বিপতি ভঞ্জন সুখদায়ক॥

দোহা (১৮)

গিরা অরথ জল বীচি সম কহিঅত ভিন্ন ন ভিন্ন।
বন্দউঁ সীতা রাম পদ জিন্হহি পরম প্রিয় খিন্ন॥

চৌপাই (১—২)

বন্দউঁ নাম রাম রঘুবর কো। হেতু কৃসানু ভানু হিমকর কো॥
বিধি হরি হরময় বেদ প্রান সো। অগুন অনূপম গুন নিধান সো॥
মহামন্ত্র জোই জপত মহেসূ। কাসীঁ মুকুতি হেতু উপদেসূ॥
মহিমা জাসু জান গনরাউ। প্রথম পূজিঅত নাম প্রভাউ॥

বীর, সদাচারী ও শ্রীভরত অনুগামী অনুজ শ্রীশত্রুঘ্ন চরণে প্রণাম নিবেদিত হল। যে মহাবীর শ্রীহনুমানের সুখ্যাতি প্রভু শ্রীরামচন্দ্র নিজ মুখে করেছেন, তাঁর শ্রীচরণে বারংবার প্রণাম ॥ ৫ ॥

সোরঠা—*ঘনীভূত জ্ঞানবিগ্রহ, অন্তরে ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্রকে ধারণকারী, অগ্নিসম দুষ্টরূপ অরণ্য ভস্মসাৎকারী পবনপুত্র শ্রীহনুমানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদিত হল॥ ১৭॥*

চৌপাই—বানররাজ শ্রীসুগ্রীব, ঋক্ষরাজ শ্রীজাম্ববান, রাক্ষসরাজ শ্রীবিভীষণ ও শ্রীঅঙ্গদাদি বানরসমাজ—যাঁরা অধম (পশু ও রাক্ষস) তনুধারণ করেও শ্রীরামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন তাঁদের চরণে প্রণাম নিবেদিত হল॥ ১॥ শ্রীরামচরণ উপাসক পশু, পক্ষী, দেবতা, মানব ও অসুরসকল শ্রীরামচন্দ্রের নিষ্কাম সেবকরূপে পরিচিত। তাঁদের পাদপদ্মে বন্দনা নিবেদিত হল॥ ২॥ শুকদেব, সনকাদি ও নারদ আদি ভক্ত আর পরম জ্ঞানী যত শ্রেষ্ঠ মুনিগণ আছেন তাঁদের উদ্দেশে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করে প্রণাম জানাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠ-সকল ! আমাকে সেবক জ্ঞান করে কৃপা করুন॥ ৩॥ (রাজর্ষি) জনকসুতা, জগন্মাতা ও কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়তমা জানকীদেবীর শ্রীপাদপদ্মে আমার বিনম্র নিবেদন যে তাঁর কৃপায় আমি যেন নির্মল বুদ্ধিযুক্ত হই॥ ৪॥ অতঃপর আমার কমলনয়ন, ধনুর্বাণধারী, ভক্তবিপদ্‌ভঞ্জন ও সুখপ্রদায়ক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সর্বসমর্থ শ্রীপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে সশ্রদ্ধ বন্দনা নিবেদন হল॥ ৫॥

দোহা—*বাণী ও তার অর্থ আর জল ও জলের তরঙ্গ পৃথক রূপে দৃশ্যমান হলেও বস্তুত তা অভিন্ন। সেইরূপ অভিন্ন দীনদুঃখীবৎসল শ্রীসীতারামের চরণে আমার (সাষ্টাঙ্গ) প্রণাম নিবেদিত হল॥ ১৮॥*

চৌপাই—আমি শ্রীরঘুনাথের রামনামের বন্দনা করছি যা কৃশানু (অগ্নি), ভানু (সূর্য), হিমকর (চন্দ্র)—সকলের হেতু অর্থাৎ 'র', 'আ' ও 'ম' রূপে বীজ। রামনাম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকর। তা বেদের প্রাণ ; নির্গুণ, নিরুপম ও গুণভাণ্ডার॥ ১॥ স্বয়ং মহাদেব শ্রীশংকর মহামন্ত্র রামনাম জপ করেন ; সেই রামনামের উপদেশ দান করেই তিনি কাশীতে মৃত্যুবরণকারীদের মুক্তি প্রদান করেন। রাম নামের মহিমা সিদ্ধিদাতা গণেশ জানেন বলেই তিনি দেবপূজায় অগ্রগণ্য হয়ে থাকেন॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

জান আদিকবি নাম প্রতাপূ। ভয়উ সুদ্ধ করি উলটা জাপূ॥
সহস নাম সম সুনি সিব বানী। জপি জেঁই পিয় সঙ্গ ভবানী॥

হরষে হেতু হেরি হর হী কো। কিয় ভূষন তিয় ভূষন তী কো॥
নাম প্রভাউ জান সিব নীকো। কালকূট ফলু দীন্‌হ অমী কো॥

দোহা (১৯)

বরষা রিতু রঘুপতি ভগতি তুলসী সালি সুদাস।
রাম নাম বর বরন জুগ সাবন ভাদব মাস॥

চৌপাই (১—৪)

আখর মধুর মনোহর দোউ। বরন বিলোচন জন জিয় জোউ॥
সুমিরত সুলভ সুখদ সব কাহূ। লোক লাহু পরলোক নিবাহূ॥

কহত সুনত সুমিরত সুঠি নীকে। রাম লখন সম প্রিয় তুলসী কে॥
বরনত বরন প্রীতি বিলগাতী। ব্রহ্ম জীব সম সহজ সঁঘাতী॥

নর নারায়ন সরিস সুভ্রাতা। জগ পালক বিসেষি জন ত্রাতা॥
ভগতি সুতিয় কল করন বিভূষন। জগ হিত হেতু বিমল বিধু পূষন॥

স্বাদ তোষ সম সুগতি সুধা কে। কমঠ সেষ সম ধর বসুধা কে॥
জন মন মঞ্জু কঞ্জ মধুকর সে। জীহ জসোমতি হরি হলধর সে॥

আদিকবি শ্রীবাল্মীকি রামনামের প্রভাব সম্যকরূপে অবগত তাই তিনি উলটো রামনাম (অর্থাৎ মরা মরা) জপ করেও শুদ্ধ হতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহাদেব শ্রীশংকর বলেন যে এক রামনাম সহস্রনামের সমান, তাই দেবী পার্বতীও নিজ পতিকে (শ্রীশংকরকে) অনুসরণ করে তাঁর সঙ্গেই রামনাম জপ করে থাকেন॥ ৩॥ দেবী পার্বতীর রামনামে বিশেষ প্রীতি প্রত্যক্ষ করে ভগবান শ্রীশংকর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে সেই নারীভূষণ (পতিব্রতা শিরোমণি) দেবীকে নিজ অঙ্গের ভূষণ করে নিয়েছিলেন (অর্থাৎ তাঁকে নিজ অঙ্গে ধারণ করে অর্ধাঙ্গিনী করে নিয়েছিলেন)। নামের প্রভাব ভগবান শ্রীশংকর উত্তমরূপে জানতেন ; তারই প্রভাবে কালকূট বিষ তাঁকে অমৃতের ফল দিয়েছিল॥ ৪॥

দোহা—তুলসীদাস বলেন—শ্রীরঘুপতির ভক্তি বর্ষা ঋতুসম। উত্তম সেবকসকল ধান্যবীজ আর রামনামের যুগল অক্ষর শ্রাবণ-ভাদ্র মাস॥ ১৯॥

চৌপাই—মধুর ও মনোহর এই যুগল অক্ষর 'রাম' বর্ণমালার নয়ন ও ভক্তসকলের জীবনসম। রামনাম স্মরণ সহজ, সরল ও সুখকর। রামনাম জপ ইহলোকে মঙ্গলকারী ও পরলোকে আশ্রয় প্রদান করে (অর্থাৎ ভক্ত শ্রীভগবানের দিব্য ধামে দিব্য দেহে সতত ভগবৎসেবায় নিত্যযুক্ত থাকে)॥ ১॥ অতিশয় সুন্দর ও মধুর এই অক্ষরযুগল ; উচ্চারণে, শ্রবণে ও স্মরণে তা যথার্থভাবেই অনুপম এবং তুলসীদাসের নিকট রাম-লক্ষ্মণের ন্যায় প্রিয়। যুগল অক্ষরকে পৃথক করলে অবশ্য তা আর উত্তম থাকে না (কারণ 'র'তে অগ্নিবীজ ও 'ম'-তে চন্দ্রবীজ থাকায় তার উচ্চারণ, অর্থ ও ফলে পার্থক্য দেখা যায়)। কিন্তু অক্ষরযুগল জীব ও ব্রহ্মসম স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত থাকাতে তা মঙ্গলজনক হয় (অক্ষরযুগল সমরূপ ও সমরস)॥ ২॥ অক্ষরযুগল যেন নর-নারায়ণ সম সুন্দর ভ্রাতাযুগল যাঁরা জগৎ পালন করেন আর বিশেষভাবে ভক্তের পরিত্রাতা রূপে পরিচিত। তা ভক্তিরূপ সুন্দর নারীর সুন্দর কর্ণাভরণসম আর জগৎ কল্যাণে নির্মল চন্দ্র ও সূর্যসম॥ ৩॥ অক্ষরযুগলে গতিরূপ (মোক্ষরূপ) অমৃতের স্বাদ ও তৃপ্তি প্রদানের শক্তি বর্তমান আছে। তা কূর্ম ও শেষনাগসম ধরণী ধারণকারী। অক্ষরযুগল ভক্তসকলের মনরূপ পদ্মবনে গুঞ্জরণকারী ভ্রমরসম আর জিহ্বারূপ মাতা যশোদার (নিকট) শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামসম আনন্দধাম॥ ৪॥

দোহা (২০)

এক ছত্রু একু মুকুটমনি সব বরননি পর জোউ।
তুলসী রঘুবর নাম কে বরন বিরাজত দোউ॥

চৌপাই (১—৫)

সুমঝত সরিস নাম অরু নামী। প্রীতি পরসপর প্রভু অনুগামী॥
নাম রূপ দুই ঈষ উপাধী। অকথ অনাদি সুসামুঝি সাধী॥

কো বড় ছোট কহত অপরাধূ। সুনি গুন ভেদু সমুঝিহহিঁ সাধূ॥
দেখিঅহিঁ রূপ নাম আধীনা। রূপ গ্যান নহিঁ নাম বিহীনা॥

রূপ বিসেষ নাম বিনু জানেঁ। করতল গত ন পরহিঁ পহিচানেঁ॥
সুমিরিঅ নাম রূপ বিনু দেখেঁ। আবত হৃদয়ঁ সনেহ বিসেষেঁ॥

নাম রূপ গতি অকথ কহানী। সমুঝত সুখদ ন পরতি বখানী॥
অগুন সগুন বিচ নাম সুসাখী। উভয় প্রবোধক চতুর দুভাষী॥

দোহা (২১)

রাম নাম মনিদীপ ধরু জীহ দেহরীঁ দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহেরহুঁ জৌঁ চাহসি উজিআর॥

চৌপাই (১—২)

নাম জীহঁ জপি জাগহিঁ জোগী। বিরতি বিরঞ্চি প্রপঞ্চ বিয়োগী॥
ব্রহ্মসুখহি অনুভবহিঁ অনূপা। অকথ অনাময় নাম ন রূপা॥

জানা চহহিঁ গূঢ় গতি জেঊ। নাম জীহঁ জপি জানহিঁ তেঊ॥
সাধক নাম জপহিঁ লয় লাএঁ। হোহিঁ সিদ্ধ অনিমাদিক পাএঁ॥

দোহা—তুলসীদাস বলেন—শ্রীরঘুবীরের রামনামের যুগল অক্ষরের অনুপম মাহাত্ম্য বর্তমান। এক ভাগ (র অক্ষর) ছত্ররূপে অর্থাৎ রেফ রূপে আর অন্যভাগ (ম অক্ষর) মুকুটমণি (চন্দ্রবিন্দু) রূপে সকল অক্ষরের উপর শোভমান হয়ে থাকে॥ ২০॥

চৌপাই—নাম ও নামীর মধ্যে অভিন্ন বোধ থাকলেও যুগলের মধ্যে কিন্তু সেব্য-সেবকরূপে প্রীতির সম্বন্ধ থাকে (সেব্যকে সেবক সতত যেমন অনুসরণ করে তেমনই নামের অনুগমন নামী করে থাকেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র নিজ রাম নামেরই অনুগমন করে থাকেন অর্থাৎ তাঁর নাম নিলে তিনি সেইখানে উপস্থিত হয়ে থাকেন)। নাম ও রূপ উভয়ই অনাদি অনির্বচনীয় ঈশ্বরের উপাধিবিশেষ। বিশুদ্ধ ভক্তিযুক্ত বুদ্ধি দ্বারাই তাঁর দিব্য ও অবিনাশী স্বরূপজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়॥ ১॥ তার মধ্যে (নাম ও রূপের মধ্যে) ভেদাভেদ বিচার করলে অপরাধ হয়। গুণের তারতম্য বুঝেই সুধীজন তা স্বয়ংই বুঝতে সক্ষম হবেন। রূপকে নামের অধীন থাকতেই দেখা যায় ; নাম ছাড়া রূপজ্ঞান যে হয় না॥ ২॥ নাম না জানা থাকলে কোনো বিশেষ রূপ করতলগত হলেও চেনা কঠিন হয় কিন্তু রূপ না দেখেও অতিশয় প্রীতি সহকারে তাকে স্মরণ করলে সেই রূপ হৃদয়ে আবির্ভূত হয়॥ ৩॥ রূপ ও নাম কী বস্তু, তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। যদিও তা শ্রুতিমধুর কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ বর্ণনা সম্ভব নয়। নিরাকার ও সাকারের মধ্যে নাম সাক্ষীস্বরূপ হয়ে থাকে যা যথার্থ জ্ঞান বিতরণে চতুর দোভাষীসম কার্যকর হয়ে থাকে॥ ৪॥

দোহা—তুলসীদাসের মতে বাহ্য ও অভ্যন্তর—উভয় স্থানকেই আলোকিত রাখবার জন্য মুখদ্বারের চৌকাঠ জিহ্বাতে রামনামরূপ মণিময় প্রদীপ ধারণ প্রয়োজন হয়॥ ২১॥

চৌপাই— শ্রীব্রহ্মা সৃষ্ট এই বিশ্বপ্রপঞ্চ (দৃশ্য জগৎ) থেকে অসংসক্ত থেকে বৈরাগ্যযুক্ত যোগী এই রামনামকেই জিহ্বা দ্বারা জপ করে (তত্ত্বজ্ঞানরূপ দিবাকালে) জেগে থাকেন আর নাম ও রূপ বিরহিত অনুপম, অনির্বচনীয় অনাময় ব্রহ্মসুখানুভূতি লাভ করেন॥ ১॥ পরমাত্মার সুগূঢ় রহস্য (পরমার্থ প্রসঙ্গ) জানতে আগ্রহী জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ জিহ্বা দ্বারা নাম জপ করে তা জানতে সক্ষম হন। (লৌকিক সিদ্ধিলাভে ইচ্ছুক) সাধকগণ তন্ময় হয়ে নামজপ করেন

চৌপাই (৩—৫)

জপহি নামু জন আরত ভারী। মিটহিঁ কুসংকট হোহিঁ সুখারী॥
রাম ভগত জগ চারি প্রকারা। সুকৃতী চারিউ অনঘ উদারা॥

চহূ চতুর কহুঁ নাম অধারা। গ্যানী প্রভুহি বিসেষি পিআরা॥
চহুঁ জুগ চহুঁ শ্রুতি নাম প্রভাউ। কলি বিসেষি নহিঁ আন উপাউ॥

দোহা (২২)

সকল কামনা হীন জে রাম ভগতি রস লীন।
নাম সুপ্রেম পিযুষ হ্রদ তিন্হহুঁ কিএ মন মীন॥

চৌপাই (১—৪)

অগুন সগুন দুই ব্রহ্ম সরূপা। অকথ অগাধ অনাদি অনূপা॥
মোরেঁ মত বড় নামু দুহূ তেঁ। কিএ জেহিঁ জুগ নিজ বস নিজ বূতেঁ॥

প্রৌঢ়ি সুজন জনি জানহিঁ জন কী। কহউঁ প্রতীতি প্রীতি রুচি মন কী॥
একু দারুগত দেখিঅ একূ। পাবক সম জুগ ব্রহ্ম বিবেকূ॥

উভয় অগম জুগ সুগম নাম তেঁ। কহেউঁ নামু বড় ব্রহ্ম রাম তেঁ॥
ব্যাপকু একু ব্রহ্ম অবিনাসী। সত চেতন ঘন আনঁদ রাসী॥

অস প্রভু হৃদয়ঁ অছত অবিকারী। সকল জীব জগ দীন দুখারী॥
নাম নিরূপন নাম জতন তেঁ। সোউ প্রগটত জিমি মোল রতন তেঁ॥

আর অণিমাদি (অষ্ট) সিদ্ধিসকল লাভ করে 'সিদ্ধ'রূপে প্রখ্যাত হন॥ ২॥ আর্ত ভক্ত (সংকটকালে) নাম জপ করেন আর তার দ্বারা সংকটমুক্ত হয়ে সুখী হন। ধনসম্পদ কামনাযুক্ত, সংকটে মুক্তি কামনাযুক্ত, শ্রীভগবানকে জানতে ইচ্ছুক ও ভগবৎতত্ত্বজ্ঞ স্বাভাবিক প্রীতিসম্পন্ন—এই চতুষ্টয় রামভক্তদের সকলেই পুণ্যাত্মা, পাপরহিত ও উদার হয়ে থাকেন॥ ৩॥ চার প্রকারের ভক্তই নাম জপের আশ্রিত ; এঁদের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তের উপর শ্রীপ্রভুর বিশেষ প্রীতি থাকে। এমনিতে তো চার যুগে ও চার বেদে নামের প্রভাব দেখা যায় কিন্তু কলিযুগে নামের বিশেষ মহিমা, কারণ অন্য আর কোনো পথ যে সেখানে খোলা নেই)॥ ৪॥

দোহা—(ভোগ ও মোক্ষাদি) সর্বপ্রকারের কামনা বিরহিত আর রাম-ভক্তিরসে নিমজ্জিত ভক্ত কামরূপ প্রেমময় অনুপম অমৃত সরোবরে নিজের মনকে মৎস্যরূপে রাখেন (অর্থাৎ তাঁরা নামরূপ সুধার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত থাকেন)॥ ২২॥

চৌপাই—নির্গুণ ও সগুণ—ব্রহ্মের এই দুই রূপ। উভয়ই বর্ণনাতীত, অসীম, অনাদি ও অনুপম। তুলসীদাসের মতে নামের স্থান উপরে কারণ নামই নিজ শক্তিতে উভয়কে বশীভূত করে রাখে॥ ১॥ সুধীগণ যেন কবির উক্তিকে ধৃষ্টতা বা কাব্যোক্তি উপাধি না দেন। এই উক্তিতেই আমার বিশ্বাস, প্রেম ও রুচি নিহিত। (নির্গুণ ও সগুণ) উভয় ব্রহ্মের জ্ঞানই অগ্নিসম। নির্গুণ সেই অপ্রকট অগ্নিসম যা কাষ্ঠের অভ্যন্তরে থাকলেও দেখা যায় না আর সগুণ সেই অগ্নি যা প্রত্যক্ষ করা যায় (বস্তুত উভয়ই অগ্নি ; প্রকট ও অপ্রকট ভেদে ভিন্ন বলে বোধ হয়। তাই নির্গুণ ও সগুণ বস্তুত এক ও অভেদ। তবুও) উভয়কেই জানতে পারা কঠিন কিন্তু নামজপ দ্বারা উভয়ই সহজলভ্য হয়ে যায়। তাই আমি 'রাম' নামকে (নির্গুণ) ব্রহ্ম থেকে আর (সগুণ) শ্রীরাম থেকে বড় বলেছি। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, এক ও অদ্বিতীয় ; তা সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের ঘনীভূত রূপ॥ ২-৩॥ এমন বিকারশূন্য প্রভুর হৃদয়ে অবস্থান করা সত্ত্বেও আমরা দেখি যে জগতে জীবসকল দীনহীন ও দুঃখিত। নামের যথার্থ মূল্য জেনে (অর্থাৎ তার স্বরূপ, মহিমা, রহস্য ও প্রভাব জেনে) নামজপ করলে (অর্থাৎ শ্রদ্ধা সহকারে নাম জপ সাধনা করলে) সেই ব্রহ্মই জ্ঞাত হয়ে পড়েন যেমন মূল্য জানলে তখন রত্ন প্রকৃত সমাদর পায়॥ ৪॥

দোহা (২৩)

নিরগুন তেঁ এহি ভাঁতি বড় নাম প্রভাউ অপার।
কহউঁ নামু বড় রাম তেঁ নিজ বিচার অনুসার॥

চৌপাই (১—৪)

রাম ভগত হিত নর তনু ধারী। সহি সঙ্কট কিএ সাধু সুখারী॥
নামু সপ্রেম জপত অনয়াসা। ভগত হোহিঁ মুদ মঙ্গল বাসা॥
রাম এক তাপস তিয় তারী। নাম কোটি খল কুমতি সুধারী॥
রিষি হিত রাম সুকেতুসুতা কী। সহিত সেন সুত কীন্হি বিবাকী॥
সহিত দোষ দুখ দাস দুরাসা। দলই নামু জিমি রবি নিসি নাসা॥
ভঞ্জেউ রাম আপু ভব চাপূ। ভব ভয় ভঞ্জন নাম প্রতাপূ॥
দণ্ডক বনু প্রভু কীন্হ সুহাবন। জন মন অমিত নাম কিএ পাবন॥
নিসিচর নিকর দলে রঘুনন্দন। নামু সকল কলি কলুষ নিকন্দন॥

দোহা (২৪)

সবরী গীধ সুসেবকনি সুগতি দীন্হি রঘুনাথ।
নাম উধারে অমিত খল বেদ বিদিত গুন গাথ॥

চৌপাই (১—৩)

রাম সুকণ্ঠ বিভীষন দোউ। রাখে সরন জান সবু কোউ॥
নাম গরীব অনেক নেবাজে। লোক বেদ বর বিরিদ বিরাজে॥
রাম ভালু কপি কটকু বটোরা। সেতু হেতু শ্রমু কীন্হ ন থোরা॥
নামু লেত ভবসিন্ধু সুখাহীঁ। করহু বিচারু সুজন মন মাহীঁ॥
রাম সকুল রন রাবনু মারা। সীয় সহিত নিজ পুর পগু ধারা।
রাজা রামু অবধ রজধানী। গাবত গুন সুর মুনি বর বানী॥

দোহা—তাই নির্গুণের তুলনায় নামের প্রভাব অনেক বেশি। আমি এখন আমার বিচার অনুসারেই বলছি যে নাম (সগুণ) শ্রীরাম থেকেও বড়॥ ২৩॥

চৌপাই—ভক্তদের কল্যাণ করবার জন্য প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে নরতনু ধারণ করে অবতরণ করতে হয়েছিল আর সাধুদের সুখী করবার জন্য তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতেও হয়েছিল ; কিন্তু প্রেমপ্রীতিতে নিত্যযুক্ত থেকে নামজপ করলে তো অনায়াসে আনন্দ ও কল্যাণ লাভ করা যায়॥ ১॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তো একজন তপস্বিনী নারী (অহল্যা) উদ্ধার করেছিলেন কিন্তু নামজপ তো কোটি কোটি বিকৃত বুদ্ধিযুক্ত দুষ্টদের উদ্ধার করেছে। শ্রীরামচন্দ্র মুনি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা হেতু একজন সুকেতু যক্ষকন্যা তাড়কাকে সৈন্য ও পুত্র (সুবাহু) সহিত বিনাশ করেছিলেন ; কিন্তু নাম যেমন সূর্য সতত রাত্রিকে নাশ করে থাকে তেমন ভাবেই নিজ ভক্তের দোষ, দুঃখ ও দুরাশাকে সতত বিনাশ করতেই থাকে। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে তো স্বয়ং হরধনু ভঙ্গ করতে হয়েছিল কিন্তু নাম জপ কেবল তার প্রতাপেই জগতের সকল ভয় নাশ করে থাকে॥ ২-৩॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র (ভয়ানক) দণ্ডক অরণ্যকে রমণীয় করেছিলেন কিন্তু নাম তো অসংখ্য মানুষের মন পবিত্র করেই চলেছে। শ্রীরঘুনাথ তো কেবল রাক্ষসদের বধ করেছিলেন কিন্তু নাম তো কলিযুগের সকল পাপকে সমূলে বিনাশ করে॥ ৪॥

দোহা—শ্রীরঘুনাথ তো শবরী, জটায়ু আদি উত্তম সেবকদেরই মুক্তি প্রদান করেছিলেন কিন্তু নাম জপ তো অবিরাম দুষ্টদের উদ্ধার করেই যাচ্ছে। নাম জপের মাহাত্ম্যের কথা বেদেও উল্লিখিত রয়েছে॥ ২৪॥

চৌপাই—সকলেই জানে যে শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব ও বিভীষণ—এই দুই সেবকের উদ্ধার করে শরণাগতি দান করেছিলেন কিন্তু নাম জপ সতত বহু দীনহীনকে উদ্ধার করেই চলেছে। নামের এই সুকৃতির কথা লোককথায় ও বেদে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে॥ ১॥ শ্রীরামচন্দ্রকে ঋক্ষ ও বানর সৈন্য একত্র করে সাগরের উপর সেতুবন্ধন করতে কম পরিশ্রম করতে হয়নি কিন্তু আমরা জানি যে নাম জপ করলেই ভবসাগর বিশুষ্ক হয়। সুধীগণ ! বিচার করুন (কার প্রতাপ বেশি)॥ ২॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সপরিবারে রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করে তারপর সীতাদেবীকে নিয়ে অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র

চৌপাই (৪)

সেবক সুমিরত নামু সপ্রীতী। বিনু শ্রম প্রবল মোহ দলু জীতী।।
ফিরত সনেহঁ মগন সুখ অপনেঁ। নাম প্রসাদ সোচ নহিঁ সপনেঁ।।

দোহা (২৫)

ব্রহ্ম রাম তেঁ নামু বড় বর দায়ক বর দানি।
রামচরিত সত কোটি মহঁ লিয় মহেস জিয়ঁ জানি।।

মাসপারায়ণ, প্রথম বিশ্রাম

চৌপাই (১—৫)

নাম প্রসাদ সম্ভু অবিনাসী। সাজু অমঙ্গল মঙ্গল রাসী।।
সুক সনকাদি সিদ্ধ মুনি জোগী। নাম প্রসাদ ব্রহ্মসুখ ভোগী।।

নারদ জানেউ নাম প্রতাপূ। জগ প্রিয় হরি হরি হর প্রিয় আপূ।।
নামু জপত প্রভু কীন্হ প্রসাদূ। ভগত সিরোমনি ভে প্রহলাদূ।।

ধ্রুবঁ সগলানি জপেউ হরি নাউঁ। পায়উ অচল অনুপম ঠাউঁ।।
সুমিরি পবনসুত পাবন নামূ। অপনে বস করি রাখে রামূ।।

অপতু অজামিলু গজু গনিকাউঁ। ভএ মুকুত হরি নাম প্রভাউঁ।।
কহৌঁ কহাঁ লগি নাম বড়াঈ। রামু ন সকহিঁ নাম গুন গাঈ।।

দোহা (২৬)

নামু রাম কো কলপতরু কলি কল্যান নিবাসু।
জো সুমিরত ভয়ো ভাঁগ তেঁ তুলসী তুলসীদাসু।।

চৌপাই (১)

চহুঁ জুগ তীনি কাল তিহুঁ লোকা। ভএ নাম জপি জীব বিসোকা।।
বেদ পুরান সন্ত মত এহূ। সকল সুকৃত ফল রাম সনেহূ।।

রাজা হলেন, অযোধ্যা তাঁর রাজধানী হল যার মনোরম গুণ সংকীর্তন দেবতা ও মুনিগণ করে থাকেন কিন্তু সেবক (ভক্ত) প্রেমপূর্বক নাম স্মরণ করেই অনায়াসে মোহের প্রবল সেনাকে পর্যুদস্ত করে আর প্রেমমগ্ন হয়ে আপন সুখে মগ্ন থাকে ; নামের কৃপায় স্বপ্নেও কোনো চিন্তা তাকে বিব্রত করতে পারে না॥ ৩-৪ ॥

দোহা—এইভাবে নাম (নির্গুণ) ব্রহ্ম ও (সগুণ) রাম উভয় থেকেই বড়। নাম বরদাতাদেরও বর দান করে থাকে। এই কথা অনুধাবন করেই শ্রীশংকর শতকোটি রামচরিত্র থেকে চয়ন করে এই রামনামকে (সার মনে করে) গ্রহণ করেছেন॥ ২৫॥

চৌপাই—রামনামের অনুগ্রহের ফলেই শ্রীশংকর মৃত্যুঞ্জয় আর বাহ্যরূপে অমঙ্গল বেশ ধারণ করেও স্বয়ং সকল মঙ্গলের আধার। শ্রীশুকদেব ও সনকাদি সিদ্ধ, মুনি ও যোগীগণ নামের প্রভাবেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে থাকেন॥ ১॥ দেবর্ষি নারদ নামের প্রতাপ জানেন। শ্রীহরি সমগ্র জগতের প্রিয়, (শ্রীহরির শ্রীহর অতি প্রিয়) আর তিনি (দেবর্ষি নারদ) শ্রীহরি ও শ্রীহর —উভয়ের প্রিয়। নাম জপের ফলে শ্রীপ্রভু কৃপা করেছিলেন যাতে প্রহ্লাদও ভক্তশিরোমণি হয়ে গিয়েছিলেন॥ ২॥ শ্রীধ্রুব চিত্তে গ্লানি ধারণ করে (বিমাতার কথায় দুঃখিত হয়ে সকামভাবে) হরিনাম জপ করে তার প্রভাবে অটল অনুপম স্থান (ধ্রুবলোক) লাভ করলেন। শ্রীহনুমান তো পবিত্র নাম স্মরণ করে শ্রীরামচন্দ্রকে নিজের বশীভূত করেছেন॥ ৩॥ অধম অজামিল, গজ ও গণিকা শ্রীহরির নামের প্রভাবে মুক্তি লাভ করেছিল। নাম মাহাত্ম্য আর কত বলব। স্বয়ং প্রভু শ্রীরামচন্দ্রও নামের গুণগান করে শেষ করতে পারবেন না॥ ৪॥

দোহা—কলিযুগে রাম নাম কল্পতরুসম ; তা সকল মঙ্গলের আগার (মুক্তির দ্বার)। সেই রাম নাম জপ করে সিদ্ধির পত্রসম (নিকৃষ্ট) তুলসীদাস তুলসীপত্রসম (পবিত্র) হয়ে গিয়েছে॥ ২৬॥

চৌপাই—(কেবল কলিযুগে নয়) যুগ চতুষ্টয়ে, ত্রিকালে ও ত্রিলোকে নাম জপ করেই জীব শোকমুক্ত হয়েছে। বস্তুত সকল পুণ্যের ফল শ্রীরামচন্দ্রের (অথবা রামনামের) প্রীতিতেই নিহিত থাকে। এই কথাতে বেদ, পুরাণ ও

চৌপাই (২—৪)

ধ্যানু প্রথম জুগ মখ বিধি দূজেঁ। দ্বাপর পরিতোষত প্রভু পূজেঁ॥
কলি কেবল মল মূল মলীনা। পাপ পয়োনিধি জন মন মীনা॥

নাম কামতরু কাল করালা। সুমিরত সমন সকল জগ জালা॥
রাম নাম কলি অভিমত দাতা। হিত পরলোক লোক পিতু মাতা॥

নহিঁ কলি করম ন ভগতি বিবেকূ। রাম নাম অবলম্বন একূ॥
কালনেমি কলি কপট নিধানূ। নাম সুমতি সমরথ হনুমানূ॥

দোহা (২৭)

রাম নাম নরকেসরী কনককসিপু কলিকাল।
জাপক জন প্রহলাদ জিমি পালিহি দলি সুরসাল॥

চৌপাই (১—৫)

ভায়ঁ কুভায়ঁ অনখ আলসহূঁ। নাম জপত মঙ্গল দিসি দসহূঁ॥
সুমিরি সো নাম রাম গুন গাথা। করউঁ নাই রঘুনাথহি মাথা॥

মোরি সুধারিহি সো সব ভাঁতী। জাসু কৃপা নহিঁ কৃপাঁ অঘাতী॥
রাম সুস্বামি কুসেবকু মোসো। নিজ দিসি দেখি দয়ানিধি পোসো॥

লোকহুঁ বেদ সুসাহিব রীতী। বিনয় সুনত পহিচানত প্রীতী॥
গনী গরীব গ্রাম নর নাগর। পণ্ডিত মূঢ় মলীন উজাগর॥

সুকবি কুকবি নিজ মতি অনুহারী। নৃপহি সরাহত সব নর নারী॥
সাধু সুজান সুসীল নৃপালা। ঈস অংস ভব পরম কৃপালা॥

সুনি সনমানহিঁ সবহি সুবানী। ভনিতি ভগতি নতি গতি পহিচানী॥
যহ প্রাকৃত মহিপাল সুভাউ। জান সিরোমনি কোসলরাউ॥

সাধুসন্তদের সমর্থন আছে॥ ১॥ প্রথম (সত্য) যুগে ধ্যানে, দ্বিতীয় (ত্রেতা) যুগে যজ্ঞে ও তৃতীয় (দ্বাপর) যুগে পূজার্চনায় শ্রীভগবান প্রসন্ন হন। কিন্তু কলিযুগে তো কেবল পাপ ও মলিনতার প্রাধান্য ; এতে মানব মন পাপসাগরে মৎস্যরূপে বাস করে (অর্থাৎ মন কখনও পাপ থেকে বিচ্যুত হতে চায় না ; তাই এই কলিযুগে ধ্যান, যজ্ঞ ও পূজার্চনা হওয়া সম্ভব হয় না)॥ ২॥ এই করাল কালে (কলিকালে) নাম হল কল্পবৃক্ষ যার স্মরণে জগতের সকল ক্লেশ নিবারণ হয়। কলিযুগে এই রামনাম জপ বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে থাকে। পরলোকে রামনাম হিতৈষীপ্রবর ও ইহলোকে তা জনক-জননীসম (অর্থাৎ নাম জপ পরলোকে শ্রীভগবানের পরমধাম প্রদান করে আর ইহলোকে তা জনক-জননীরূপে লালন-পালন করে)॥ ৩॥ কলিযুগে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের অভাবের ফলে একমাত্র সম্বল হল রামনাম। কপটের খনি কলিযুগ কালনেমিসম, যাকে বধ করবার জন্য শ্রীহনুমানসম রামনামই যোগ্য ও সর্বসমর্থ॥ ৪॥

দোহা—রামনাম নৃসিংহরূপী স্বয়ং শ্রীহরি, কলিযুগ হিরণ্যকশিপু আর জাপককারী জনগণ হলেন যেন ভক্ত প্রহ্লাদ ; এই রামনাম দেবারিকে (কলিযুগরূপ দৈত্যকে) বধ করে জাপক ভক্তদের রক্ষা করেন॥ ২৭॥

চৌপাই—নিরন্তর রামনাম জপের প্রভাবে কল্যাণ দশদিকে বিস্তার লাভ করে, এর প্রভাব প্রীতি-অপ্রীতি অথবা ক্রোধ-আলস্যযুক্ত হয়ে করলেও, কিছুতে খর্ব হয় না। সেই (পরম কল্যাণরূপ) রামনাম স্মরণ করে আর শ্রীরঘুনাথ চরণে মস্তক অবনত করে আমি শ্রীরামচন্দ্রের লীলা সংকীর্তনে অগ্রসর হলাম॥ ১॥ (আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে) তিনি আমার (ত্রুটি বিচ্যুতি) সব দিক দিয়ে সংশোধন করে দেবেন ; তাঁর কৃপা যে সতত কৃপাবর্ষণ করেই চলেছে। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় উত্তম প্রভু আর আমার মতন অধম সেবক ! তা সত্ত্বেও দয়ানিধি শ্রীরামচন্দ্র তাঁর কৃপাসিন্ধু নাম অক্ষুণ্ণ রেখে আমার প্রতিপালন করে যাচ্ছেন॥ ২॥ লোক পরম্পরায় ও শাস্ত্রে (বেদে) উত্তম প্রভুর লক্ষণ জানা যায়। উত্তম প্রভু সবিনয় নিবেদন দেখেই অনুরাগের ধরন বুঝতে পারেন। ধনী-দরিদ্র, গ্রাম্য-নগরবাসী, পণ্ডিত-মূর্খ, নিন্দনীয়-বিখ্যাত, সুকবি-কুকবি আদি সকল সেবকগণই নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে নৃপতির স্তুতি করে থাকেন আর সাধু, বুদ্ধিমান, সদাচারী, ঈশ্বর অংশে উৎপন্ন কৃপাকর

চৌপাই (৬)

রীঝত রাম সনেহ নিসোতেঁ। কো জগ মন্দ মলিনমতি মোতেঁ।।

দোহা (২৮ ক, খ)

সঠ সেবক কী প্রীতি রুচি রখিহহিঁ রাম কৃপালু।
উপল কিএ জলজান জেহিঁ সচিব সুমতি কপি ভালু।।

হৌঁহু কহাবত সবু কহত রাম সহত উপহাস।
সাহিব সীতানাথ সো সেবক তুলসীদাস।।

চৌপাই (১—৪)

অতি বড়ি মোরি ঢিঠাঈ খোরী। সুনি অঘ নরকহুঁ নাক সকোরী।।
সমুঝি সহম মোহি অপডর অপনেঁ। সো সুধি রাম কীন্হি নহিঁ সপনেঁ।।

সুনি অবলোকি সুচিত চখ চাহী। ভগতি মোরি মতি স্বামি সরাহী।।
কহত নসাই হোই হিয়ঁ নীকী। রীঝত রাম জানি জন জী কী।।

রহতি ন প্রভু চিত চূক কিএ কী। করত সুরতি সয় বার হিএ কী।।
জেহিঁ অঘ বধেউ ব্যাধ জিমি বালী। ফিরি সুকণ্ঠ সোই কীন্হি কুচালী।।

সোই করতূতি বিভীষন কেরী। সপনেহুঁ সো ন রাম হিয়ঁ হেরী।।
তে ভরতহি ভেঁটত সনমানে। রাজসভাঁ রঘুবীর বখানে।।

উত্তম নৃপতিও সকলের কথা শ্রবণ করে প্রত্যেকের বাণী, ভক্তি, বিনয় ও আচরণকে ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে তাদের যথাযোগ্য সম্মান করে থাকেন। লৌকিক নৃপতিগণেরই যখন এই রীতি তখন চতুর শিরোমণি কৌশলনাথ শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে বলার কী আছে ! ৩-৫॥ (আমি ভালোভাবে জানি যে) বিশুদ্ধ অনুরাগই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অতি প্রিয় বস্তু কিন্তু আমার থেকে বড় মূর্খ ও মলিনচিত্তও যে জগতে নেই॥ ৬॥

দোহা—তবুও কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র আমার মতন দুষ্ট সেবকের প্রীতি ও রুচিকে মেনে নেবেন বলেই আমার বিশ্বাস। তিনি তো প্রস্তরকেও জাহাজ ও বানর-ঋক্ষদেরও বুদ্ধিমান মন্ত্রী করেছিলেন॥ ২৮ (ক)॥

দোহা—সকলেই বলেন আমি নাকি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সেবক আর আমিও তা (নির্লজ্জভাবে) হজম করি। (তাদের কথার প্রতিবাদ করি না) ; প্রভু শ্রীসীতানাথের সেবক এই (অধম) তুলসীদাস—একথা বলা যে তাঁকে উপহাস করা কিন্তু তিনি তাও সানন্দে সহ্য করেন॥ ২৮ (খ)॥

চৌপাই—এ আমার অতিশয় দোষযুক্ত ধৃষ্টতা। আমার পাপের কথা শুনে নরকও নাক সিটকাবে (অর্থাৎ নরকেও আমার জন্য স্থান নেই)। এই স্বকপোল কল্পিত ভয়ে আমি সতত তটস্থ হয়ে থাকি কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তো স্বপ্নেও এটিকে (আমার দোষযুক্ত ধৃষ্টতার উপর) গুরুত্ব দেননি॥ ১॥ বরঞ্চ আমার প্রভু শ্রীরামচন্দ্র এই কথা শুনে, দেখে ও স্বনির্মল চিত্তরূপ দৃষ্টি দ্বারা নিরীক্ষণ করে আমার ভক্তি ও বুদ্ধির (উলটে) প্রশংসা করলেন, কারণ বাক্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হলেও (সেবকের উক্তিতে ভুল থাকলেও) হৃদয়ে নির্মলভাব থাকা উচিত (নিজেকে দীনহীন মনে করা তো নির্মল ভাব)। দাসের চিত্তের প্রকৃত অবস্থা জেনে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্নই হন॥ ২॥ শ্রীপ্রভু নিজ সেবকের ভুলভ্রান্তিকে কখনও মনে রাখেন না (তা তিনি ভুলে থাকেন) আর সেবকের ঔৎকর্ষকে শত শত বার মনে রাখেন। যে পাপের জন্য তিনি বালীকে ব্যাধসম বধ করেছিলেন তা তো সুগ্রীবও করেছিলেন॥ ৩॥ সেই অপরাধ বিভীষণেরও হয়েছিল কিন্তু প্রভু শ্রীরামচন্দ্র স্বপ্নেও সেসব কথা মনে স্থান দেননি। বরঞ্চ আমরা দেখি যে শ্রীভরতের সঙ্গে বিভীষণের পরিচয় দান কালে তাঁকে সম্মান জানানো হয়েছিল আর রাজসভাতে তার গুণগানও করা হয়েছিল॥ ৪॥

দোহা (২৯ ক, খ, গ)

প্রভু তরু তর কপি ডার পর তে কিএ আপু সমান।
তুলসী কহূঁ ন রাম সে সাহিব সীলনিধান॥

রাম নিকাঈঁ রাবরী হৈ সবহী কো নীক।
জৌঁ যহ সাঁচী হৈ সদা তৌ নীকো তুলসীক॥

এহি বিধি নিজ গুন দোষ কহি সবহি বহুরি সিরু নাই।
বরনউঁ রঘুবর বিসদ জসু সুনি কলি কলুষ নসাই॥

চৌপাই (১—৪)

জাগবলিক জো কথা সুহাঈ। ভরদ্বাজ মুনিবরহি সুনাঈ॥
কহিহউঁ সোই সংবাদ বখানী। সুনহুঁ সকল সজ্জন সুখু মানী॥

সম্ভু কীন্হ যহ চরিত সুহাবা। বহুরি কৃপা করি উমহি সুনাবা॥
সোই সিব কাগভুসুণ্ডিহি দীন্হা। রাম ভগত অধিকারী চীন্হা॥

তেহি সন জাগবলিক পুনি পাবা। তিন্হ পুনি ভরদ্বাজ প্রতি গাবা॥
তে শ্রোতা বকতা সমসীলা। সবঁদরসী জানহিঁ হরিলীলা॥

জানহিঁ তীনি কাল নিজ গ্যানা। করতল গত আমলক সমানা॥
ঔরউ জে হরিভগত সুজানা। কহহিঁ সুনহিঁ সমুঝহিঁ বিধি নানা॥

দোহা (৩০ ক)

মৈঁ পুনি নিজ গুর সন সুনী কথা সো সূকরখেত।
সমুঝী নহিঁ তসি বালপন তব অতি রহেউঁ অচেত॥

দোহা—প্রভু (শ্রীরামচন্দ্র) তো বৃক্ষের তলার লোক আর বানর বৃক্ষের ডালে থাকা পশু (অর্থাৎ কোথয় মর্যাদাপুরুষোত্তম সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্র আর কোথায় বৃক্ষ শাখায় লাফালাফি করা বানরকুল) ! কিন্তু এমন বানরদেরও তিনি আপন করে নিয়েছিলেন) । তুলসীদাস বলেন—শ্রীরামচন্দ্র-সম সদাচারযুক্ত প্রভু জগতে বিরল॥ ২৯ (ক)॥

হে শ্রীরামচন্দ্র ! আপনি ভালো বলেই সকলে ভালো (অর্থাৎ আপনার কল্যাণকর স্বভাবের জন্য সকলেরই কল্যাণ হয়)। এই কথা যদি সত্য হয় তাহলে তো তুলসীদাসেরও সর্বদা মঙ্গলই হবে ॥ ২৯ (খ)॥

এইভাবে নিজ দোষগুণ বিচার করে ও সকলকে মস্তক অবনত করে প্রণাম জানিয়ে আমি শ্রীরঘুনাথের লীলা সংকীর্তনে প্রয়াসী হলাম যা শ্রবণ করলে কলিযুগের পাপরাজি বিনষ্ট হয়॥ ২৯ (গ)॥

চৌপাই—মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য যে সুরম্য লীলা মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজকে বলেছিলেন। তাই আমি পরিবেশন করে ধন্য হব ; সুধীজন সুখপূর্বক তা শ্রবণ করুন॥ ১॥ এই অনুপম রামচরিতের স্রষ্টা ভগবান শ্রীশংকর—যিনি কৃপা করে তা দেবী পার্বতীকে বলেছিলেন। সেই রামচরিতই ভগবান শ্রীশংকর শ্রীকাকভূশণ্ডীকে প্রকৃত রামভক্ত ও অধিকারী জেনে, দান করেছিলেন॥ ২॥ সেই শ্রীকাকভূশণ্ডীর কাছে রামচরিত মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য লাভ করেছিলেন যা তিনি মুনিবর ভরদ্বাজকে সংকীর্তন করেছিলেন। বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই (মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য ও মহামুনি ভরদ্বাজ) সমান সদাচারযুক্ত ও সমদর্শী ছিলেন। তাঁরা শ্রীহরির লীলাসকল বিশেষভাবে অবগত ছিলেন॥ ৩॥ ত্রিকালজ্ঞ এই মুনিগণ শ্রীহরির লীলাসকল করতল আমলকবৎ (প্রত্যক্ষরূপে) জানতেন। (শ্রীভগবানের লীলারহস্য জ্ঞানধারণকারী) অন্যান্য সুধী শ্রীহরিভক্তও আছেন তাঁরা রামচরিতকে নানাভাবে স্মরণ-মনন, শ্রবণ-কীর্তন করে থাকেন॥ ৪॥

দোহা—বরাহক্ষেত্রে (গুরুগৃহে নিবাসকালে) আমি সেই অনুপম লীলাকথা শ্রবণ করেছিলাম। বালক অবস্থায় বিবেক-বুদ্ধির অপরিপক্কতার ফলে তখন তার গুরুত্ব আমার বোধগম্য হয়নি॥ ৩০ (ক)॥

দোহা (৩০ খ)

শ্রোতা বকতা গ্যাননিধি কথা রাম কৈ গূঢ়।
কিমি সমুঝৌঁ মৈঁ জীব জড় কলি মল গ্রসিত বিমূঢ়।।

চৌপাই (১—৭)

তদপি কহী গুর বারহিঁ বারা। সমুঝি পরী কছু মতি অনুসারা।।
ভাষাবদ্ধ করবি মৈঁ সোঈ। মোরেঁ মন প্রবোধ জেহিঁ হোঈ।।

জস কছু বুধি বিবেক বল মেরেঁ। তস কহিহউঁ হিয়ঁ হরি কে প্রেরেঁ।।
নিজ সন্দেহ মোহ ভ্রম হরনী। করউঁ কথা ভব সরিতা তরনী।।

বুধ বিশ্রাম সকল জন রঞ্জনি। রামকথা কলি কলুষ বিভঞ্জনি।।
রামকথা কলি পন্নগ ভরনী। পুনি বিবেক পাবক কহুঁ অরনী।।

রামকথা কলি কামদ গাঈ। সুজন সজীবনি মূরি সুহাঈ।।
সোই বসুধাতল সুধা তরঙ্গিনি। ভয় ভঞ্জনি ভ্রম ভেক ভুঅঙ্গিনি।।

অসুর সেন সম নরক নিকন্দিনি। সাধু বিবুধ কুল হিত গিরিনন্দিনি।।
সন্ত সমাজ পয়োধি রমা সী। বিস্ব ভার ভর অচল ছমা সী।।

জম গন মুহঁ মসি জগ জমুনা সী। জীবন মুকুতি হেতু জনু কাসী।।
রামহি প্রিয় পাবনি তুলসী সী। তুলসিদাস হিত হিয়ঁ হুলসী সী।।

সিবপ্রিয় মেকল সৈল সুতা সী। সকল সিদ্ধি সুখ সম্পতি রাসী।।
সদগুন সুরগন অম্ব অদিতি সী। রঘুবর ভগতি প্রেম পরমিতি সী।।

দোহা (৩১)

রামকথা মন্দাকিনী চিত্রকূট চিত চারু।
তুলসী সুভগ সনেহ বন সিয় রঘুবীর বিহারু।।

দোহা—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের গূঢ় তত্ত্ব সমন্বিত লীলাকথার বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই পূর্ণ জ্ঞানী হওয়া প্রয়োজন। আর আমি হলাম কলিযুগের পাপগ্রস্ত মহামূঢ় জড় জীব ! তাই তা অনুধাবন কেমন করে করতে পারব ? ৩০ (খ)॥

চৌপাই—শ্রীগুরুর কাছে সেই লীলাকথার বৃত্তান্ত বারে বারে শ্রবণ করে তার গুরুত্ব আমি অল্প কিছু বুঝতে সক্ষম হই। সেই কথাই আজ আমি গ্রাম্য চলিতভাষায় বলে আমার মনকে প্রবোধ দান করবার চেষ্টা করব॥ ১॥ শ্রীহরির প্রেরণা চিত্তে অনুভব করেই এই লীলা সংকীর্তনের প্রয়াস যা আমার বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তি অনুসারেই হবে (তা বলাই বাহুল্য)। এই লীলাকথা ভবসাগর উত্তরণের তরণী আর তা সকল সন্দেহ, মোহ ও ভ্রম নিবারণ করতে সক্ষম॥ ২॥ শ্রীরামলীলা বুধজনের শান্তি, ভক্তজনের মনোরঞ্জন ও কলিযুগের পাপহরণকারী। এই রাম কথা কলিযুগরূপ সর্পের পক্ষে ময়ূরসম আর বিবেকাগ্নি প্রজ্বলনের জন্য অরণিসম (অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র লীলাকথা জ্ঞান উদ্দীপক)॥ ৩॥ শ্রীরামকথা সকল মনোরথ পূরণকারী কামধেনু আর সুধীগণের কাছে সুরম্য সঞ্জীবনী মূলসম। ধরাধামে তা সুধা তরঙ্গিনী, জন্ম-মৃত্যু ভয় নিবারণকারী আর ভ্রমরূপ ভেক গ্রাসকারী সর্পসম॥ ৪॥ এই শ্রীরামলীলা কথা অসুর সৈন্যসম নরক ধ্বংসকারী, আর সাধুরূপ দেবকুল হিতকারী দেবী পার্বতীসম। তা সমস্ত সমাজরূপ ক্ষীরসাগরের দেবী লক্ষ্মীস্বরূপা তথা সম্পূর্ণ বিশ্বভার বহনকারী নিশ্চলা বসুন্ধরাসম॥ ৫॥ যমদূতদের মুখে কালিমা লেপনের জন্য তা এই জগতে শ্রীযমুনাসম আর জীবসকলকে মুক্তিপ্রদানকারী কাশীধামসম। এই রামকথা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে তুলসীপত্রসম প্রিয় আর তুলসীদাসের কাছে (জননী) হুলসীসম আন্তরিক হিতাকাঙ্ক্ষী॥ ৬॥ এই শ্রীরামলীলাকথা ভগবান শংকরের কাছে নর্মদাসম প্রিয়। তা সর্বসিদ্ধি ও সর্বসুখসম্পদ পুঞ্জসম। এই রামকথা সদ্‌গুণরূপ দেবতাগণের সৃষ্টি আর প্রতিপালনে মাতা অদিতিসম কুশল। তা বস্তুত শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তি ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা॥ ৭॥

দোহা—শ্রীতুলসীদাসের মতে শ্রীরামলীলাকথা মন্দাকিনীধারাসম পবিত্র। অনুপম সুন্দর (নির্মল) চিত্ত চিত্রকূট আর অনুপম প্রেমই হচ্ছে সেই অরণ্য যেখানে শ্রীসীতারাম সতত বিহার করেন॥ ৩১॥

চৌপাই (১—৭)

রামচরিত চিন্তামনি চারূ। সন্ত সুমতি তিয় সুভগ সিঙ্গারূ।।
জগ মঙ্গল গুনগ্রাম রাম কে। দানি মুকুতি ধন ধরম ধাম কে।।

সদগুর গ্যান বিরাগ জোগ কে। বিবুধ বৈদ ভব ভীম রোগ কে।
জননি জনক সিয় রাম প্রেম কে। বীজ সকল ব্রত ধরম নেম কে।।

সমন পাপ সন্তাপ সোক কে। প্রিয় পালক পরলোক লোক কে।।
সচিব সুভট ভূপতি বিচার কে। কুম্ভজ লোভ উদধি অপার কে।।

কাম কোহ কলিমল করিগন কে। কেহরি সাবক জন মন বন কে।।
অতিথি পূজ্য প্রিয়তম পুরারি কে। কামদ ঘন দারিদ দবারি কে।।

মন্ত্র মহামনি বিষয় ব্যাল কে। মেটত কঠিন কুঅঙ্ক ভাল কে।।
হরন মোহ তম দিনকর কর সে। সেবক সালি পাল জলধর সে।।

অভিমত দানি দেবতরু বর সে। সেবত সুলভ সুখদ হরি হর সে।।
সুকবি সরদ নভ মন উডগন সে। রামভগত জন জীবন ধন সে।।

সকল সুকৃত ফল ভূরি ভোগ সে। জগ হিত নিরুপধি সাধু লোগ সে।।
সেবক মন মানস মরাল সে। পাবন গঙ্গ তরঙ্গ মাল সে।।

দোহা (৩২ ক)

কুপথ কুতরক কুচালি কলি কপট দম্ভ পাষন্ড।
দহন রাম গুন গ্রাম জিমি ইন্ধন অনল প্রচন্ড।।

দোহা (৩২ খ)

রামচরিত রাকেস কর সরিস সুখদ সব কাহু।
সজ্জন কুমুদ চকোর চিত হিত বিসেষি বড় লাহু।।

চৌপাই—শ্রীরামচরিত অনুপম (অভীষ্টদায়ক) চিন্তামণি ; তা সুধীজনের সদ্বুদ্ধিরূপ ও নারীদের মনোহর শৃঙ্গার। শ্রীরামচন্দ্রের গুণসকল জগতের কল্যাণকারী ; তা মুক্তি, সম্পদ, ধর্ম ও পরমপদ সব কিছুই প্রদানে সমর্থ॥ ১॥ এই রামকথা জ্ঞান, বৈরাগ্য ও যোগের জন্য সদ্গুরুসম। তা ভবরোগ বিনাশে দেববৈদ্য (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) সম কার্যকর ও শ্রীসীতারামের প্রতি প্রেম উৎপাদনে কুশল জননী জনক সম ও সকল ব্রত, ধর্ম ও নিয়মের বীজস্বরূপ॥ ২॥ রামকথা পাপ, তাপ, শোক নিবারক ও প্রীতি সহকারে ইহলোকে ও পরলোকে প্রতিপালক। তা বিচার (জ্ঞান)রূপ রাজার বুদ্ধিমান মন্ত্রী ও লোভরূপ সমুদ্র শোষণ করবার (জন্য) অগস্ত্য মুনিসম॥ ৩॥ শ্রীরামচরিত ভক্তমনরূপ অরণ্যে নিবাসকারী কাম ও ক্রোধ আর কলিযুগের পাপরূপ (মদমত্ত) গজবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করবার জন্য সিংহশাবকসম শক্তিধর। এই রামকথা ভগবান শ্রীশংকরের কাছেও পূজ্য আর পরম প্রিয় অতিথিসম। তা দারিদ্র্যরূপ দাবানল নির্বাপণে কামনাপূরণকারী জলধর-সম॥ ৪॥ শ্রীরামচরিত বিষয়রূপ সর্পের বিষহরণের মন্ত্র ও মহামণিসম কার্যকর। তা ললাটে অঙ্কিত মন্দ প্রারব্ধকে দূরীকরণ করতে সমর্থ ও অজ্ঞানান্ধকারের সূর্য আর শস্যের প্রতিপালক মেঘ॥ ৫॥ তা মনোরথ পূরণের শ্রেষ্ঠ কল্পতরু আর সেবা করবার জন্য হরিহরসম সুলভ ও সুখপ্রদায়ক। এই রামকথা সুকবিরূপ শারদ মনগগনকে সুশোভিত করবার জন্য তারাসম আর শ্রীরামচন্দ্রভক্তদের জীবন-সম্পদ॥ ৬॥ শ্রীরামচরিতের (সঙ্গলাভের) পুণ্যফল মহান ভোগসম হয়, তা জগতের পক্ষে যথার্থভাবে হিতৈষী সাধুসন্তসম ; সেবকের মনরূপ মানস-সরোবরের জন্য হংসসম আর পবিত্রতা প্রদানে গঙ্গানদীর তরঙ্গমালার সমতুল॥ ৭॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের গুণকথাসকল (ভক্তকে) কলিযুগের কুপথ, কুতর্ক, অসদাচরণ, কপট, দম্ভ ও অনাচার থেকে রক্ষা করে আর প্রচণ্ড অগ্নিসম সেগুলিকে ভস্মীভূত করে॥ ৩২(ক)॥

শ্রীরামচরিত পূর্ণচন্দ্রকিরণসম সকলের সুখপ্রদানকারী আর কুমুদ ও চকোর চিত্তধারী সুধীজনের জন্য তা বিশেষ কল্যাণকর আর অতিশয় লাভদায়ক॥ ৩২ (খ)॥

চৌপাই (১—৭)

কীন্‌হি প্রস্ন জেহি ভাঁতি ভবানী। জেহি বিধি সঙ্কর কহা বখানী॥
সো সব হেতু কহব মৈঁ গাঈ। কথা প্রবন্ধ বিচিত্র বনাঈ॥
জেহিঁ যহ কতা সুনী নেহিঁ হোঈ। জনি আচরজু করৈ সুনি সোঈ॥
কথা অলৌকিক সুনহিঁ জে গ্যানী। নহিঁ আচরজু করহিঁ অস জানী॥
রমকথা কৈ মিতি জগ নাহীঁ। অসি প্রতীতি তিন্‌হ কে মন মাহীঁ॥
নানা ভাঁতি রাম অবতারা। রামায়ন সত কোটি অপারা॥
কলপভেদ হরিচরিত সুহাএ। ভাঁতি অনেক মুনীসন্‌হ গাএ॥
করিঅ ন সংসয় অস উর আনী। সুনিঅ কথা সাদর রতি মানী॥

দোহা (৩৩)

রাম অনন্ত অনন্ত গুন অমিত কথা বিস্তার।
সুনি আচরজু ন মানিহহিঁ জিন্‌হ কেঁ বিমল বিচার॥

চৌপাই (১—৪)

এহি বিধি সব সংসয় কর দূরী। সির ধরি গুর পদ পঙ্কজ ধূরী॥
পুনি সবহী বিনবউঁ কর জোরী। করত কথা জেহিঁ লাগ ন খোরী॥
সাদর সিবহি নাই অব মাথা। বরনউঁ বিসদ রাম গুন গাথা॥
সম্বত সোরহ সৈ একতীসা। করউঁ কথা হরি পদ ধরি সীসা॥
নৌমী ভৌম বার মধুমাসা। অবধপুরীঁ যহ চরিত প্রকাসা॥
জেহি দিন রাম জনম শ্রুতি গাবহিঁ। তীরথ সকল তহাঁ চলি আবহিঁ॥
অসুর নাগ খগ নর মুনি দেবা। আই করহিঁ রঘুনায়ক সেবা॥
জন্ম মহোৎসব রচহিঁ সুজানা। করহিঁ রাম কল কীরতি গানা॥

দোহা (৩৪)

মজ্জহিঁ সজ্জন বৃন্দ বহু পাবন সরজূ নীর।
জপহিঁ রাম ধরি ধ্যান উর সুন্দর স্যাম সরীর॥

চৌপাই—ভগবান শ্রীশংকর দেবী পার্বতীর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শ্রীরাম-লীলাবৃত্তান্ত সবিস্তারে বলেছিলেন। আমার বিবৃত শ্রীরামলীলা শ্রীভগবানের বৃত্তান্তেরই অনুকূল॥ ১ ॥ যদি এই শ্রীরামলীলাকথার বিস্তার পূর্বে কারো শোনা না থাকে তাহলে যেন তিনি তা শ্রবণ করে আশ্চর্য না হন। শ্রীরামলীলার বিস্তার অনন্ত তাই কোনো কথাতেই জ্ঞানীগুণীজন কখনও আশ্চর্য হন না। শ্রীরামচন্দ্রের ধরাধামে অবতরণের অনন্ত কাহিনি বর্তমান আছে তাই শত কোটি অনন্ত রামায়ণও দেখা যায়॥ ২-৩ ॥ শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিগণ কল্পভেদ অনুসারে শ্রীহরির নানা চরিত্রের অনুপম লীলা সংকীর্তন করে গিয়েছেন। তাই অকপটচিত্তে অতিশয় অনুরাগ সহিত পরম সমাদরে এই লীলা সংকীর্তনের আনন্দ উপভোগ করুন॥ ৪ ॥

দোহা—অনন্ত লীলাময় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের গুণরাশিও অনন্ত, তাই শ্রীরাম লীলাকথারও বিস্তার অসীম। অতএব হে নির্মল বিচারসম্পন্ন ভক্তগণ ! কোনো বিবরণেই আশ্চর্য হবেন না॥ ৩৩॥

চৌপাই—আশাকরি সকল সংশয় নিবারণ করতে সক্ষম হলাম। এইবার শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্মরজ মস্তকে ধারণ করে আমি আবার করজোড়ে নিবেদন করছি যেন শ্রীরামলীলা সংকীর্তনে কোনো দোষের স্পর্শ না হয়॥ ১॥ পরম সমাদরে ভগবান শ্রীশংকরকে প্রণাম নিবেদন করে নির্মল শ্রীরামচরিত সংকীর্তনের সূচনা হল। শ্রীহরির পাদপদ্মে মস্তক অবনত করে সংবৎ ১৬৩১ (বঙ্গাব্দ ৯৮১) রচনাসাল হিসেবে চিহ্নিত করা হল॥ ২ ॥ শ্রীরামচরিতমানসের রচনা শ্রীঅযোধ্যায় চৈত্র (শুক্ল পক্ষের) নবমীর শুভদিনে করা হল। এই পুণ্যদিবসেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ধরাধামে অবতরণ হয়েছিল। বেদ অনুসারে শ্রীঅযোধ্যায় সেই দিন সকল তীর্থের সমাবেশ হয়॥ ৩॥ সেই বিশেষ দিনে অসুর, নাগ, পক্ষী, মানব, মুনি ও দেবতা নির্বিশেষে সকলে শ্রীঅযোধ্যায় সমবেত হয়ে শ্রীরঘুনাথের সেবা ও পূজার্চনা করে থাকেন। সুধীজন শ্রীরামজন্ম মহোৎসবের আয়োজন করে সেইদিন সেখানে শ্রীরামলীলা সংকীর্তন করে থাকেন॥ ৪ ॥

দোহা—বহু ভক্তসুজন সেই বিশেষ দিনে পবিত্র শ্রীসরযূর জলে অবগাহন করে নবনীরদ শ্যামতনু শ্রীরঘুনাথের ধ্যান করে তাঁর নামজপ করেন॥ ৩৪॥

চৌপাই (১—৭)

দরস পরস মজ্জন অরু পানা। হরই পাপ কহ বেদ পুরানা॥
নদী পুনীত অমিত মহিমা অতি। কহি ন সকই সারদা বিমল মতি॥

রাম ধামদা পুরী সুহাবনি। লোক সমস্ত বিদিত অতি পাবনি॥
চারি খানি জগ জীব অপারা। অবধ তজেঁ তনু নহিঁ সংসারা॥

সব বিধি পুরী মনোহর জানী। সকল সিদ্ধিপ্রদ মঙ্গল খানী॥
বিমল কথা কর কীন্‌হ অরম্ভা। সুনত নসাহিঁ কাম মদ দম্ভা॥

রামচরিতমানস এহি নামা। সুনত শ্রবন পাইঅ বিশ্রামা॥
মন করি বিষয় অনল বন জরঈ। হোই সুখী জৌঁ এহিঁ সর পরঈ॥

রামচরিতমানস মুনি ভাবন। বিরচেউ সম্ভু সুহাবন পাবন॥
ত্রিবিধ দোষ দুখ দারিদ দাবন। কলি কুচালি কুলি কলুষ নসাবন॥

রচি মহেস নিজ মানস রাখা। পাই সুসমউ সিবা সন ভাষা॥
তাতেঁ রামচরিতমানস বর। ধরেউ নাম হিয়ঁ হেরি হরষি হর॥

কহউঁ কথা সোই সুখদ সুহাঈ। সাদর সুনহু সুজন মন লাঈ॥

দোহা (৩৫)

জস মানস জেহি বিধি ভয়উ জগ প্রচার জেহি হেতু।
অব সোই কহউঁ প্রসঙ্গ সব সুমিরি উমা বৃষকেতু॥

চৌপাই (১)

সম্ভু প্রসাদ সুমতি হিয়ঁ হুলসী। রামচরিতমানস কবি তুলসী॥
করই মনোহর মতি অনুহারী। সুজন সুচিত সুনি লেহু সুধারী॥

চৌপাই—বেদ ও পুরাণ অনুসারে শ্রীসরযূর মাহাত্ম্য অপরিসীম। তার দর্শন, স্পর্শ, অবগাহন ও ধারণ সকল পাপ হরণ করতে সক্ষম। এই পবিত্র নদীর মহিমা বর্ণনা তো বিমলমতি দেবী সরস্বতীও করতে সক্ষম হবেন না॥ ১॥ এই শোভমান অযোধ্যাপুরী শ্রীরামচন্দ্রের পরমধাম প্রদায়ক, ত্রিলোকের প্রসিদ্ধ (তীর্থক্ষেত্র)ও অতিশয় পবিত্রস্থান। জগতে যত রকম প্রাণী (অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ) আছে তাদের মধ্যে যারা এই অযোধ্যাপুরীতে দেহত্যাগ করে তাদের আর গতায়াতের দুঃখ ভোগ করতে হয় না। (তারা জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিলাভ করে শ্রীপ্রভুর পরমধাম লাভ করে থাকে)॥ ২॥ অতিশয় মনোহর, সর্বসিদ্ধি প্রদানকারী ও কল্যাণ আকর এই অযোধ্যাপুরী। এই উক্তিতে নিত্যযুক্ত থেকে এই বিমল লীলাগান সংকীর্তন আরম্ভ করা হল। তা শ্রবণ করলেই কাম, মদ ও দম্ভ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয়॥ ৩॥ এই শ্রীরামলীলাকথার নাম শ্রীরামচরিতমানস যা কর্ণপথে অন্তরে প্রবেশ করে শান্তি প্রদান করে। যে মদমত্তগজ মন বিষয়রূপ অগ্নিতে সতত দগ্ধ হচ্ছে তা এই শ্রীরামচরিতমানস সরোবরে এসে পড়লে সুখ অনুভব করবে॥ ৪॥ এই শ্রীরামচরিতমানস মুনিঋষি ও সুধীগণের অতিশয় প্রিয় ; কেননা এই সুরম্য ও পবিত্র মানস শ্রীশংকর স্বয়ং রচনা করেছেন। শ্রীরামচরিত কলিযুগের ত্রিদোষ, দুঃখ ও দারিদ্র্য, অসদাচরণ ও সকল পাপ বিনাশক॥ ৫॥ ভগবান শ্রীশংকর তা রচনা করে অন্তরে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যখন দেবী পার্বতী তা জানতে ইচ্ছুক হলেন তখন তিনি তা প্রকাশ করলেন। অন্তরে নিবাসকালে তা প্রত্যক্ষ করে ভগবান শ্রীশংকরই তার সুন্দর 'শ্রীরামচরিতমানস' নামকরণ করেন॥ ৬॥ সেই সুরম্য সুখসমৃদ্ধ শ্রীরামকথার উপস্থাপনা করা হচ্ছে। হে সুধীজন ! সাদরে একাগ্র হয়ে তা আপনারা শুনুন॥ ৭॥

দোহা—শ্রীরামচরিতমানসের আকৃতি, প্রকৃতি, রচনা ও প্রচার পদ্ধতিকে স্পর্শ করে, দেবী পার্বতী ও ভগবান শ্রীশংকরকে স্মরণ করে তার উপস্থাপন করা হচ্ছে॥ ৩৫॥

চৌপাই—শ্রীরামচরিতমানসের অমৃতকথা ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছা তুলসীদাসের চিত্তে উদয় হওয়া ভগবান শ্রীশংকরের বিশেষ কৃপা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই সংকীর্তন করতে গিয়ে তুলসীদাসের কবিরূপে

চৌপাই (২—৫)

সুমতি ভূমি থল হৃদয় অগাধূ। বেদ পুরান উদধি ঘন সাধূ॥
বরষহিঁ রাম সুজস বর বারী। মধুর মনোহর মঙ্গলকারী॥

লীলা সগুন জো কহহিঁ বখানী। সোই স্বচ্ছতা করই মল হানী॥
প্রেম ভগতি জো বরনি ন জাঈ। সোই মধুরতা সুসীতলতাঈ॥

সো জল সুকৃত সালি হিত হোঈ। রাম ভগত জন জীবন সোঈ॥
মেধা মহি গত সো জল পাবন। সকিলি শ্রবন মগ চলেউ সুহাবন॥

ভরেউ সুমানস সুথল থিরানা। সুখদ সীত রুচি চারু চিরানা॥

দোহা (৩৬)

সুঠি সুন্দর সংবাদ বর বিরচে বুদ্ধি বিচারি।
তেই এহি পাবন সুভগ সর ঘাট মনোহর চারি॥

চৌপাই (১—২)

সপ্ত প্রবন্ধ সুভগ সোপানা। গ্যান নয়ন নিরখত মন মানা॥
রঘুপতি মহিমা অগুন অবাধা। বরনব সোই বর বারি অগাধা॥

রাম সীয় জস সলিল সুধাসম। উপমা বীচি বিলাস মনোরম॥
পুরইনি সঘন চারু চৌপাঈ। জুগুতি মঞ্জু মনি সীপ সুহাঈ॥

পরিচিতি। কবি সেই অমৃতকথাকে যথাসাধ্য সুরম্য করবার প্রয়াসেই যুক্ত কিন্তু তা যে তার বুদ্ধিসীমা পর্যন্তই যেতে সক্ষম। তাই সুধীগণের কাছে কবির বিনম্র নিবেদন যে তাঁরা যেন নিজগুণেই তা শোধন করে নেন॥ ১॥ সদ্বুদ্ধি (সাত্ত্বিকী) ভূমি, হৃদয় সুগভীর মর্মস্থল, বেদপুরাণ শাস্ত্রসকল সাগর আর সাধুসন্ত মেঘ। সেই শাস্ত্রসকল সাগরের সঞ্চিত জল মেঘরূপ সাধুসন্তগণ শ্রীরামচন্দ্রের সুমধুর, মনোরম ও মঙ্গলজনক সুযশরূপে সদ্বুদ্ধিরূপ ভূমিতে বর্ষণ করেন যা ভক্তের সুগভীর হৃদয়রূপ মর্মস্থলে গিয়ে জমা হয়॥ ২॥ যে সগুণ লীলা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয় তা শ্রীরামচন্দ্রের সুযশরূপ নির্মলতাযুক্ত ও কলুষ বিনাশক ; আর যে রাগানুরাগ প্রেম বর্ণনা করা সম্ভব হয় না তা এই জলের মধুরতা ও সুশীতল প্রকৃতি॥ ৩॥ সেই (শ্রীরামচন্দ্রলীলারূপ) বারি সৎকর্মরূপ শালিধানের জন্য কল্যাণকর হয়, বস্তুত তা শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তদের জন্য প্রাণস্বরূপ প্রিয়। সেই পবিত্র বারি ধরাধামে অবতরণ করে ভক্তদের কর্ণপথে হৃদয়রূপ উৎকৃষ্ট স্থানে এসে জমা হয়। বহুদিন সেই স্থানে সঞ্চিত থেকে তা সুন্দর, সুরুচি পরিচায়ক, শীতল ও সুখপ্রদ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে॥ ৪-৫॥

দোহা—বিচার-বিবেচনা ও বুদ্ধি দ্বারা সুপুষ্ট হয়ে এই শ্রীরামলীলাকথা প্রসঙ্গে যে চার (ভূশণ্ডী-গরুড়, শিব-পার্বতী, যাজ্ঞবল্ক্য-ভরদ্বাজ আর তুলসীদাস সন্ত) উত্তম সংবাদ রচিত হয়েছে তা এই পবিত্র সুন্দর সরোবরের চারটি ঘাট॥ ৩৬॥

চৌপাই—সপ্তকাণ্ডই এই মানস সরোবরের সুন্দর সাতটি সোপান যার দিকে জ্ঞাননয়নে তাকালেই তা মনকে প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ করে দেয়। শ্রীরঘুপতির যে নির্গুণ (প্রাকৃতিক গুণাতীত) ও উদ্দাম মহিমা এই কাব্যে ভক্তদের উপহার দেওয়া হবে তা বস্তুত অগাধ সুগভীর সুন্দর ভক্তিবারিতে পরিপূর্ণ॥ ১॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ও সীতাদেবীর অনুপম লীলায় অমৃতসম উপাদেয় ভক্তিবারির অবস্থান। ব্যবহৃত উপমাসকল মানস সরোবরের তরঙ্গের মনোহর বিলাস মাত্র। এই কাব্যের সুন্দর চতুষ্পদী (চৌপাই)সকল মানস সরোবরের কমলিনীদলসম। কাব্যে যে সকল যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তা মানস সরোবরের সুন্দর মুক্তো উৎপাদনকারী রমণীয় শুক্তিসকলসম॥ ২॥

চৌপাই (৩—৮)

ছন্দ সোরঠা সুন্দর দোহা। সোই বহুরঙ্গ কমল কুল সোহা॥
অরথ অনূপ সুভাব সুভাসা। সোই পরাগ মকরন্দ সুবাসা॥

সুকৃত পুঞ্জ মঞ্জুল অলি মালা। গ্যান বিরাগ বিচার মরালা॥
ধুনি অবরেব কবিত গুন জাতী। মীন মনোহর তে বহুভাঁতী॥

অরথ ধরম কামাদিক চারী। কহব গ্যান বিগ্যান বিচারী॥
নব রস জপ তপ জোগ বিরাগা। তে সব জলচর চারু তড়াগা॥

সুকৃতী সাধু নাম গুন গানা। তে বিচিত্র জলবিহগ সমানা॥
সন্তসভা চহুঁ দিসি অবঁরাঈ। শ্রদ্ধা রিতু বসন্ত সম গাঈ॥

ভগতি নিরূপন বিবিধ বিধানা। ছমা দয়া দম লতা বিতানা॥
সম জম নিয়ম ফূল ফল গ্যানা। হরি পদ রতি রস বেদ বখানা॥

ঔরউ কথা অনেক প্রসঙ্গা। তেই সুক পিক বহুবরন বিহঙ্গা॥

দোহা (৩৭)

পুলক বাটিকা বাগ বন সুখ সুবিহঙ্গ বিহারু।
মালী সুমন সনেহ জল সীঁচত লোচন চারু॥

চৌপাই (১)

জে গাবহিঁ যহ চরিত সঁভারে। তেই এহি তাল চতুর রখবারে॥
সদা সুনহিঁ সাদর নর নারী। তেই সুরবর মানস অধিকারী॥

শ্রীরামচরিতমানসের অন্তর্গত ছন্দ, সোরঠা ও দোহাসকল সরোবরে প্রস্ফুটিত বিভিন্ন বর্ণের কমলদলসম সুন্দর ও শোভমান। উৎকৃষ্ট অর্থ, সুউচ্চ ভাবগাম্ভীর্য আর সুন্দর ভাষা বিন্যাসই সেই সকল কমলদলের পরাগ (পুষ্পরজ), মকরন্দ (পুষ্পমধু) ও সুগন্ধ॥ ৩॥ পুণ্যপুঞ্জ (অক্ষর বিন্যাস) সারি সারি ভ্রমরকুলসম সুন্দর। কাব্যের জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বিচার ঔৎকর্ষ মানস সরোবরের হংস (যা ভক্তকে সারবস্তুরূপ দুগ্ধের আস্বাদনের অনুভূতি প্রদান করে)। কাব্যের সুললিত ছন্দোবদ্ধ বিন্যাস, বক্রোক্তি, গুণগত ঔৎকর্ষ ও জাতিগত বৈচিত্র্যের সমন্বয় মানস সরোবরের বিভিন্ন ধরনের মনোহর মৎস্যসম॥ ৪॥ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ফল ; জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট সম্ভার, কাব্যের নয় রস, জপ, তপ, যোগ ও বৈরাগ্য প্রসঙ্গসকল এই মানস সরোবরের অনুপম সুন্দর জলচর প্রাণীকুল॥ ৫॥ সুকৃতিযুক্ত পুণ্যাত্মাদের, সাধুসন্তসকল আর নিরন্তর রামনামের গুণসংকীর্তন যেন মানস সরোবরের জলচর বিহঙ্গরাজিসম সুন্দর। সাধুসন্তদের আশ্রমসকলকে আর সর্বত্র শ্রদ্ধার মহিমা বৃত্তান্তকে যথাক্রমে মানস সরোবরের আম্র (অমৃত) কুঞ্জ ও বসন্ত ঋতু বলা হয়॥ ৬॥ বিভিন্নভাবে ভক্তি নিরূপণ আর ক্ষমা, দয়া ও দম (ইন্দ্রিয়শাসন) সকল, লতাবিতানসম শোভমান। মনের শাসন, যম (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ), নিয়ম (শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান) সকলই তার ফুল ও জ্ঞান ফল ; আর শ্রীহরির পাদপদ্মে নিঃসংশয় রতি এই জ্ঞানরূপ ফলের রস (অমৃত)। বেদে এই কথার সমর্থন আছে॥ ৭॥ এতে (শ্রীরামচরিতমানসে) আরও বহু প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে যা শুক-পিকাদি বিভিন্ন বর্ণের বিহঙ্গকুলসম সুসজ্জিত হয়ে বর্তমান আছে॥ ৮॥

দোহা —সেই (রামনামরূপ) অরণ্য ও উদ্যানবাটিকায় (নির্ভয়ে ও স্বচ্ছন্দে) বিচরণকারী পক্ষীকুল পুলক শিহরণরূপে বাস করে। মনরূপ নির্মলচিত্ত (ভক্তসকল) সেই লতাগুল্মবৃক্ষাদিকে নয়নের প্রেমবারি দ্বারা সতত সিঞ্চন করে থাকেন॥ ৩৭॥

চৌপাই—শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীরামচরিত পরিবেশনকারীগণই এই সরোবরের সুচতুর রক্ষক আর সমাদরে শ্রবণকারী নর-নারীসকলই এই

চৌপাই (২—৫)

অতি খল জে বিষঈ বগ কাগা। এহি সর নিকট ন জাহিঁ অভাগা॥
সম্বুক ভেক সেবার সমানা। ইহাঁ ন বিষয় কথা রস নানা॥

তেহি কারন আবত হিয়ঁ হারে। কামী কাক বলাক বিচারে॥
আবত এহিঁ সর অতি কঠিনাঈ। রাম কৃপা বিনু আই ন জাঈ॥

কঠিন কুসঙ্গ কুপন্থ করালা। তিন্হ কে বচন বাঘ হরি ব্যালা॥
গৃহ কারজ নানা জঞ্জালা। তে অতি দুর্গম সৈল বিসালা॥

বন বহু বিষম মোহ মদ মানা। নদীঁ কুতর্ক ভয়ঙ্কর নানা॥

দোহা (৩৮)

জে শ্রদ্ধা সম্বল রহিত নহিঁ সন্তন্হ কর সাথ।
তিন্হ কহুঁ মানস অগম অতি জিন্হহি ন প্রিয় রঘুনাথ॥

চৌপাই (১—৪)

জৌঁ করি কষ্ট জাই পুনি কোঈ। জাতহিঁ নীদ জুড়াঈ হোঈ॥
জড়তা জাড় বিষম উর লাগা। গএহুঁ ন মজ্জন পাব অভাগা॥

করি ন জাই সর মজ্জন পানা। ফিরি আবই সমেত অভিমানা॥
জৌঁ বহোরি কোউ পূজন আবা। সর নিন্দা করি তাহি বুঝাবা॥

সকল বিঘ্ন ব্যাপহিঁ নহিঁ তেহী। রাম সুকৃপাঁ বিলোকহিঁ জেহী॥
সোই সাদর সর মজ্জনু করঈ। মহা ঘোর ত্রয়তাপ ন জরঈ॥

তে নর যহ সর তজহিঁ ন কাউ। জিন্হ কেঁ রাম চরন ভল ভাউ॥
জো নহাই চহ এহিঁ সর ভাঈ। সো সতসঙ্গ করউ মন লাঈ॥

দেবোত্তম মানসের অধিকারী হন॥ ১ ॥ কাক ও বক প্রকৃতির দুষ্ট ব্যক্তিসকল এই মানস সরোবরের নিকটে যান না কারণ তাতে শামুক, ভেক ও শৈবালসম বিষয়রসের একান্ত অভাব। সেই বিষয়রসের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ প্রকৃতরূপেই ভাগ্যহীন॥ ২॥ কাক ও বক প্রকৃতির ভাগ্যহীন বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ এই সরোবরের নিকটে আসতে সক্ষম হয় না কারণ তাদের আগমনের পথে যে অনেক বাধা। (বস্তুত) শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা ব্যতিরেকে এইখানে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না॥ ৩॥ কুসঙ্গই এই পথের সুবিশাল বাধা ; এই কুসঙ্গীদের অসৎ পরামর্শ সকলই ব্যাঘ্র, সিংহ ও সর্পসম ক্ষতিকর। গৃহাসক্তি ও গৃহস্থ জীবনের প্রতিবন্ধকতা সরোবর গমনের পথে অতিশয় দুর্গম ও সুবিশাল পর্বতসম হয়ে দাঁড়ায়॥ ৪ ॥ সেই পথে মদ, মোহ ও মনরূপ অগম্য অরণ্য ও নানাবিধ বাদানুবাদ সৃষ্টি করবার কুপ্রবৃত্তি যেন উত্তাল নদীসম বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়ায়॥ ৫ ॥

দোহা—শ্রদ্ধারূপ পাথেয় বিরহিত, সাধুসঙ্গহীন ও প্রভু শ্রীরঘুনাথ চরিতে প্রীতিহীন ব্যক্তিদের জন্য শ্রীরামচরিতমানস অগম্য হয় (অর্থাৎ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ ও ভগবৎপ্রেম ছাড়া কেউ তা লাভ করে না)॥ ৩৮॥

চৌপাই—সেই বাধা অতিক্রম করে যদিও বা কেউ সেই (শ্রীরামচরিত-মানস) সরোবরে উপনীত হয় তবে নিদ্রারূপ প্রশান্তি তাকে ঘিরে ধরে। অন্তরে সে তখন জড়তারূপ শৈত্যপ্রবাহ অনুভব করে। তখন সেই হতভাগ্য ব্যক্তির আর (শ্রীরামচরিতমানস) সরোবরে স্নান করা সম্ভব হয় না॥ ১॥ তার সরোবরে অবগাহন হয় না ও জলপানও হয় না ; সে অহমিকাযুক্ত হয়ে ফিরে যায়। অতঃপর সরোবর বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কেউ জিজ্ঞাসা করলে (সে নিজের অবস্থার কথা না জানিয়ে) সরোবরের নিন্দা ও সমালোচনা করতে থাকে॥ ২॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাদৃষ্টি থাকলে এই সকল বাধা আপনা-আপনি সরে যায়। তখন সেইজন মানসসরোবরে অবগাহন করে জগতের ত্রিতাপ (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাপ) থেকে পরিত্রাণ পায়॥ ৩॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে অনুরাগসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও এই মানস সরোবরের সাধুসঙ্গ ত্যাগ করে না। হে সুধীগণ ! এই মানস সরোবরে অবগাহনের ইচ্ছা

চৌপাই (৫—৭)

অস মানস মানস চখ চাহী। ভই কবি বুদ্ধি বিমল অবগাহী॥
ভয়উ হৃদয়ঁ আনন্দ উছাহূ। উমগেউ প্রেম প্রমোদ প্রবাহূ॥

চলী সুভগ কবিতা সরিতা সো। রাম বিমল জস জল ভরিতা সো॥
সরজূ নাম সুমঙ্গল মূলা। লোক বেদ মত মঞ্জুল কূলা॥

নদী পুনীত সুমানস নন্দিনী। কলিমল তৃন তরু মূল নিকন্দিনি॥

দোহা (৩৯)

শ্রোতা ত্রিবিধ সমাজ পুর গ্রাম নগর দুহুঁ কূল।
সন্তসভা অনুপম অবধ সকল সুমঙ্গল মূল॥

চৌপাই (১—৪)

রামভগতি সুরসরিতহি জাঈ। মিলী সুকীরতি সরজু সুহাঈ॥
সানুজ রাম সমর জসু পাবন। মিলেউ মহানদু সোন সুহাবন॥

জুগ বিচ ভগতি দেবধুনি ধারা। সোহতি সহিত সুবিরতি বিচারা॥
ত্রিবিধ তাপ ত্রাসক তিমুহানী। রাম সরূপ সিন্ধু সমুহানী॥

মানস মূল মিলী সুরসরিহী। সুনত সুজন মন পাবন করিহী॥
বিচ বিচ কথা বিচিত্র বিভাগা। জনু সরি তীর তীর বন বাগা॥

উমা মহেস বিবাহ বরাতী। তে জলচর অগনিত বহুভাঁতী॥
রঘুবর জনম অনন্দ বধাঈ। ভবঁর তরঙ্গ মনোহরতাঈ॥

দোহা (৪০)

বালচরিত চহু বন্ধু কে বনজ বিপুল বহুরঙ্গ।
নৃপ রানী পরিজন সুকৃত মধুকর বারি বিহঙ্গ॥

থাকলে একাগ্রচিত্তে সৎসঙ্গ করো॥ ৪॥ এমন মানস সরোবরকে নির্মল চিত্তে দর্শন করে ও তাতে ডুব দিয়ে কবির বুদ্ধি নির্মল হয়ে গিয়েছে ; অন্তর এখন আনন্দ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ। চিত্তে এসেছে প্রেমানন্দের জোয়ার॥ ৫॥ তাই এই কাব্যরূপ নদী প্রবাহিত হতে উদ্যত যাতে রয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের নির্মল লীলারূপ জলের সম্ভার। এই (কাব্যরূপ) নদীর নাম সরযূ যা সকল মঙ্গলের মূল। লোকমত ও বেদমত হল এই নদীর সুন্দর দুই কূল॥ ৬॥ এই মানস সরোবর-নন্দিনী সরযূ পরম পবিত্র ; তা কলিযুগের (বড়-ছোট) পাপরূপ বৃক্ষ তৃণগুল্মতাকে সমূলে উৎপাটন করে থাকে॥ ৭॥

দোহা—(উত্তম, মধ্যম ও অধম) তিন রকমের সমাজই এই নদীর দুই কূলে অবস্থিত লোকালয়, গ্রাম ও শহর ; বিদ্বৎসমাজই হল সকল মঙ্গল বিধায়ক অনুপম সুন্দর অযোধ্যা॥ ৩৯॥

চৌপাই— অনুপম কীর্তিরূপ সুরম্য শ্রীসরযূ রামভক্তিরূপ শ্রীগঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই পবিত্র ধারাতেই পরে আমরা অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সমরে প্রতিভাত পবিত্র শৌর্যবীর্যের ধারা মহানদ শোনকে মিলিত হতে দেখি॥ ১॥ এই দুই প্রবাহের মধ্যে ভক্তিরূপ শ্রীগঙ্গাপ্রবাহ জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহ সুশোভিত। ত্রিতাপকে ভীতিপ্রদর্শনকারী এই ত্রিমুখী ধারা প্রবাহ শ্রীরামস্বরূপরূপ সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়॥ ২॥ এই (কীর্তিরূপ সরযূর) মূল হল মানস (শ্রীরামচরিত) আর তা (রামভক্তিরূপ) শ্রীগঙ্গায় গিয়ে মিলিত হয়েছে ; তা তা শ্রবণকারী সুধীজনকে পবিত্র করে। মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বিচিত্র বৃত্তান্তসকল আছে যা নদীর কূলে অবস্থিত উপবন ও উদ্যান বলা যেতে পারে॥ ৩॥ পার্বতীদেবী ও ভগবান শ্রীশংকরের বিবাহের বরযাত্রী হল নদীর বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য জলচরপ্রাণী। শ্রীরঘুনাথের জন্মের সময়ের আনন্দোৎসব ও অভিনন্দন সম্ভারই এই নদীর আবর্ত ও তরঙ্গের সৌন্দর্যরাজি॥ ৪॥

দোহা—ভ্রাতাসকলের বাল্যলীলা এই প্রবাহে বহুবর্ণের কমলসম শোভমান ; ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের লীলায় এক বিশেষ সৌন্দর্যের অবস্থান। মহারাজ শ্রীদশরথ, তাঁর রানীগণ ও তাঁর আত্মীয়স্বজনদের সৎকর্মই (পুণ্যই) ভ্রমর ও জলচর পক্ষীকুলের মনোহারিত্ব॥ ৪০॥

চৌপাই (১—৪)

সীয় স্বয়ংবর কথা সুহাঈ। সরিত সুহাবনি সো ছবি ছাঈ॥
নদী নাব পটু প্রশ্ন অনেকা। কেবট কুসল উতর সবিবেকা॥
সুনি অনুকথন পরস্পর হোঈ। পথিক সমাজ সোহ সরি সোঈ॥
ঘোর ধার ভৃগুনাথ রিসানী। ঘাট সুবদ্ধ রাম বর বানী॥
সানুজ রাম বিবাহ উছাহূ। সো সুভ উমগ সুখদ সব কাহূ॥
কহত সুনত হরষহিঁ পুলকাহীঁ। তে সুকৃতী মন মুদিত নহাহীঁ॥
রাম তিলক হিত মঙ্গল সাজা। পরব জোগ জনু জুরে সমাজা॥
কাঈ কুমতি কেকঈ কেরী। পরী জাসু ফল বিপতি ঘনেরী॥

দোহা (৪১)

সমন অমিত উতপাত সব ভরত চরিত জপজাগ।
কলি অঘ খল অবগুন কথন তে জলমল বগ কাগ॥

চৌপাই (১—৪)

কীরতি সরিত ছহূঁ রিতু রূরী। সময় সুহাবনি পাবনি ভূরী॥
হিম হিমসৈলসুতা সিব ব্যাহূ। সিসির সুখদ প্রভু জনম উছাহূ॥
বরনব রাম বিবাহ সমাজূ। সো মুদ মঙ্গলময় রিতুরাজূ॥
গ্রীষম দুসহ রাম বনগমনূ। পন্থকথা খর আতপ পবনূ॥
বরষা ঘোর নিসাচর রারী। সুরকুল সালি সুমঙ্গলকারী॥
রাম রাজ সুখ বিনয় বড়াঈ। বিষদ সুখদ সোই সরদ সুহাঈ॥
সতী সিরোমনি সিয় গুন গাথা। সোই গুন অমল অনূপম পাথা॥
ভরত সুভাউ সুসীতলতাঈ। সদা একরস বরনি ন জাঈ॥

চৌপাই—সীতাদেবীর স্বয়ংবরসভার মনোরম বৃত্তান্ত এই ধারাপ্রবাহকে এক বিশেষ সৌন্দর্য প্রদান করেছে। প্রশ্নরূপে বহু নৌকা এই পবিত্র ধারায় দেখা যায় যা বিবেকযুক্ত উত্তররূপ সুদক্ষ কাণ্ডারী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়॥ ১॥ এই সুন্দর শ্রীরামলীলাকথা শ্রবণ করে পরে তা শ্রোতাদের মধ্যে চর্চা হয়ে থাকে ; তা যেন নদীপথে গমনকারী পথিকসম সুন্দরদৃশ্য। এই নদীর প্রবল স্রোত শ্রীপরশুরামের ক্রোধ আর শ্রীরামচন্দ্রের অনুপম বাণীসমূহের সমাহার যেন এই ধারাপ্রবাহের পথে সুন্দর বাঁধানো ঘাট॥ ২॥ ভ্রাতৃসকলের সঙ্গে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের উচ্ছ্বাসযুক্ত বিবাহ উৎসবই এই শ্রীরামলীলা কথা নদীর জোয়ার যা সকলকে সুখ প্রদান করে। যে সকল ভক্তগণ এই লীলাকথা শ্রবণ-কীর্তনে আনন্দ ও পুলক শিহরণ অনুভব করে থাকেন তাঁরা বাস্তবিক ভাবেই পুণ্যাত্মা ; পরমানন্দে তাঁরা এই জলধারাপ্রবাহে অবগাহন করেন॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময়ে তাঁকে বহু সাজসজ্জা প্রস্তুত করে সুসজ্জিত করা হয়েছিল ; তা যেন পার্বণ উপলক্ষে স্নানের জন্য নদীতীরে সমবেত ভক্তমণ্ডলী। কৈকেয়ীর দুর্বুদ্ধি এই লীলানদীর শ্যাওলা যা অতি বড় বিপদ ডেকে এনেছিল॥ ৪॥

দোহা—অনন্ত সমস্যাকে প্রশমনকারী ধীর স্থির অনুপম শ্রীভরত চরিত্র এই লীলানদীর তটে অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞ। কলিযুগের পাপ আর দুষ্টদের অবগুণের যে সকল বর্ণনা আছে তাকে নদীর কর্দম, কাক ও বক আখ্যা দেওয়া যায়॥ ৪১॥

চৌপাই—অনুপম সুন্দর লীলাপ্রসঙ্গ সংকীর্তনে ষড়ঋতুর সৌন্দর্য বর্তমান, তার মহিমা, সৌন্দর্য ও পবিত্রতা বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। শিবপার্বতী বিবাহপ্রসঙ্গকে হেমন্ত ঋতু আখ্যা দিলে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসবের প্রসঙ্গকে সর্বসুখপ্রদায়ক ঋতু বলাই ঠিক হবে॥ ১॥ শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ দৃশ্যপটে আনন্দময় ও মঙ্গলময় ঋতুরাজ বসন্তের স্পর্শ অনুভূত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস গমনই দুঃসহ গ্রীষ্ম ঋতু আর পথের বিবরণ প্রখর রৌদ্র ও উত্তপ্ত বায়ু॥ ২॥ রাক্ষসদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধই বর্ষাঋতু যা দেবকুলরূপ ধান্যের জন্য কল্যাণকর। শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যকালে যে সুখ, শান্তি ও মাহাত্ম্য দেখা যায় তা যেন নির্মল সুখ প্রদানকারী শরৎকাল॥ ৩॥ সতী শিরোমণি সীতাদেবীর গুণগান জলের নির্মলতা ও গুণ। শ্রীভরতের স্বভাব এই নদীর সুশীতল প্রকৃতি যা সতত একই ভাবে অবস্থান করে যার বর্ণনা করা যায় না॥ ৪॥

দোঁহা (৪২)

অবলোকনি বোলনি মিলনি প্রীতি পরস্পর হাস।
ভায়প ভলি চহু বন্ধু কী জল মাধুরী সুবাস॥

চৌপাই (১—৪)

আরতি বিনয় দীনতা মোরী। লঘুতা ললিত সুবারি ন থোরী॥
অদভুত সলিল সুনত গুনকারী। আস পিআস মনোমল হারী॥

রাম সুপ্রেমহি পোষত পানী। হরত সকল কলি কলুষ গলানী॥
ভব শ্রম সোষক তোষক তোষা। সমন দুরিত দুখ দারিদ দোষা॥

কাম কোহ মদ মোহ নসাবন। বিমল বিবেক বিরাগ বঢ়াবন॥
সাদর মজ্জন পান কিএ তেঁ। মিটহিঁ পাপ পরিতাপ হিএ তেঁ॥

জিন্হ এহিঁ বারি ন মানস ধোএ। তে কায়ক কলিকাল বিগোএ॥
তৃষিত নিরখি রবি কর ভব বারী। ফিরিহহিঁ মৃগ জিমি জীব দুখারী॥

দোহা (৪৩ ক, খ)

মতি অনুহারি সবারি গুন গন গনি মন অন্হবাই।
সুমিরি ভবানী সংকরহি কহ কবি কথা সুহাই॥
অব রঘুপতি পদ পঙ্করুহ হিয়ঁ ধরি পাই প্রসাদ।
কহউঁ জুগল মুনিবর্য কর মিলন সুভগ সংবাদ॥

চৌপাই (১)

ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা। তিন্হহি রাম পদ অতি অনুরাগা॥
তাপস সম দম দয়া নিধানা। পরমারথ পথ পরম সুজানা॥

দোহা—চতুঃভ্রাতাগণের নিজেদের মধ্যে দর্শনে, কথনে, মিলনে, প্রীতি জ্ঞাপনে, হাস্যালাপনে ও অনুপম ভ্রাতৃত্ববোধে এই নদীর জলের মাধুর্য ও সুগন্ধি অনুভব করা যায়।। ৪২ ।।

চৌপাই—আমার আরতি, বিনয় ও দীনহীনভাব দেখে যেন এই অনুপম সুন্দর ও নির্মল বারিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বসবেন না। অদ্ভুত গুণসম্পন্ন এই নদীর জল। তা আশারূপ পিপাসা ও মনের মালিন্য হরণ করতে সক্ষম।। ১ ।। এই নদীর জলে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগকে পুষ্ট করবার আর পাপ ও পাপোদ্ভূত গ্লানিসকলকে হরণ করবার ক্ষমতা বর্তমান। তা জগতের জন্মমৃত্যুরূপ শ্রমকে দূর করে, সন্তোষকেও তুষ্টি প্রদান করে আর পাপ-সন্তাপ, দারিদ্র্য ও দোষকে বিনাশ করে।। ২ ।। এই নদীর জলে কাম, ক্রোধ, মদ ও মোহ নিবারণ করবার শক্তি বর্তমান। তাতে নির্মল জ্ঞান বৈরাগ্যও বৃদ্ধি পায়। পরম অনুরাগযুক্ত হয়ে এই জলে অবগাহন করলে আর তা পান করে অন্তরে ধারণ করলে, পাপ-সন্তাপ সকল দূরীভূত হয়।। ৩ ।। যারা এই (শ্রীরাম মাহাত্ম্য রূপ) জলে নিজেদের অন্তর বিধৌত করে না, সেই সকল কাপুরুষ কলিকাল দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। যেমন পিপাসায় কাতর মৃগ মরুস্থলের বালির উপর পতিত সূর্যালোকে সৃষ্ট মৃগতৃষ্ণিকা দ্বারা প্রতারিত হয় আর জল পানে সক্ষম না হয়ে দুঃখ ভোগ করে তেমনই সেই সকল জীব কেবল (বিষয়াসক্ত হয়ে) দুঃখই ভোগ করে যায়।। ৪ ।।

দোহা—এই অনুপম বারির গুণসকল নিজ বুদ্ধি অনুসারে অনুধাবন করে ও তাতে নিজ মনকে বিধৌত করিয়ে আর হরপার্বতীকে স্মরণ করে কবি (তুলসীদাস) এই মাহাত্ম্য সংকীর্তনে অগ্রসর হচ্ছে।। ৪৩ (ক) ।।

কবি, শ্রীরঘুনাথের শ্রীপাদপদ্ম অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রেখে ও তাঁর অনুমতি নিয়ে দুইজন শ্রেষ্ঠমুনির মিলনের অনুপম সুন্দর ঘটনাবৃত্তান্ত সংকীর্তন করছে।। ৪৩ (খ) ।।

চৌপাই—প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে মুনিবর ভরদ্বাজের আশ্রম। মুনিবর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে পরম অনুরাগসম্পন্ন। তাপস, নিগৃহীতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, দয়াসম্পন্ন মুনিবর পরমার্থ পথের পরম জ্ঞানী।। ১ ।।

চৌপাই (২—৪)

মাঘ মকরগত রবি জব হোঈ। তীরথপতিহিঁ আব সব কোঈ॥
দেব দনুজ কিন্নর নর শ্রেনীঁ। সাদর মজ্জহিঁ সকল ত্রিবেনীঁ॥

পূজহিঁ মাধব পদ জলজাতা। পরসি অখয় বটু হরষহিঁ গাতা॥
ভরদ্বাজ আশ্রম অতি পাবন। পরম রম্য মুনিবর মন ভাবন॥

তহাঁ হোই মুনি রিষয় সমাজা। জাহিঁ জে মজ্জন তীরথ রাজা॥
মজ্জহিঁ প্রাত সমেত উছাহা। কহহিঁ পরস্পর হরি গুন গাহা॥

দোহা (৪৪)

ব্রহ্ম নিরূপন ধরম বিধি বরনহিঁ তত্ত্ব বিভাগ।
কহহিঁ ভগতি ভগবন্ত কৈ সঞ্জুত গ্যান বিরাগ॥

চৌপাই (১—৪)

এহি প্রকার ভরি মাঘ নহাহীঁ। পুনি সব নিজ নিজ আশ্রম জাহীঁ॥
প্রতি সম্বত অতি হোই অনন্দা। মকর মজ্জি গবনহিঁ মুনিবৃন্দা॥

এক বার ভরি মকর নহাএ। সব মুনীস আশ্রমন্হ সিধাএ॥
জাগবলিক মুনি পরম বিবেকী। ভরদ্বাজ রাখে পদ টেকী॥

সাদর চরন সরোজ পখারে। অতি পুনীত আসন বৈঠারে॥
করি পূজা মুনি সুজসু বখানী। বোলে অতি পুনীত মৃদু বানী॥

নাথ এক সংসউ বড় মোরেঁ। করগত বেদতত্ত্ব সবু তোরেঁ॥
কহত সো মোহি লাগত ভয় লাজা। জৌঁ ন কহউঁ বড় হোই অকাজা॥

মাঘ মাসে সূর্য যখন মকর রাশিতে গমন করে তখন (দলে দলে) ভক্তগণ তীর্থরাজ প্রয়াগে আসেন। সেই পুণ্যলগ্নে দেবতা, দানব, কিন্নর, মানব নির্বিশেষে সকলেই পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহন করে থাকেন।। ২।। স্নানান্তে ভক্তগণ শ্রীবেণী মাধবের পাদপদ্মে পূজার্চনা করেন ও অক্ষয় বটের স্পর্শলাভ করে থাকেন ; অঙ্গে তখন তাঁদের পুলক শিহরণ। সুরম্য পরম পবিত্র এই ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ; তা শ্রেষ্ঠ মুনিদেরও মন হরণ করতে সক্ষম।। ৩।। তীর্থরাজ প্রয়াগে সমবেত মুনিঋষিমণ্ডলী সেইখানে (মুনিবর ভরদ্বাজের আশ্রমে) অবশ্যই গমন করেন। নিত্য প্রাতঃকালে তাঁরা ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানাদি সেরে আশ্রমে ফিরে এসে শ্রীহরির গুণগানে নিত্যযুক্ত হন।। ৪।।

দোহা—তাঁদের আলোচিত বিষয়ের মধ্যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, ধর্মের বিধান ও তত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণ প্রাধান্য পায়। জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্ত ভগবদ্ভক্তির আলোচনায় আশ্রম তখন মুখর হয়ে ওঠে।। ৪৪ ।।

চৌপাই—মাঘ মাস ধরে ত্রিবেণী সঙ্গমে নিত্য অবগাহন করে অবশেষে মকর স্নান করে তাঁরা নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। এইভাবে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে পূর্ণমাসব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।। ১।। সেইবার পূর্ণ মাঘ মাস ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে নিবাস করে মাসান্তে মকর স্নান সমাপন করে মুনিশ্রেষ্ঠগণ নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে গেলেন। পরম জ্ঞানী মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য গমনোদ্যত হলে ভরদ্বাজ মুনি তাঁর চরণ ধারণ করে প্রত্যাগমনে বিরত করলেন।। ২।। ভরদ্বাজ মুনি মহামুনির শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করে তাঁকে পরম পবিত্র আসন দান করলেন। অতঃপর তিনি মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্যের পূজার্চনা করে, তাঁর স্তব স্তুতি গানও করলেন আর অবশেষে সবিনয়ে মৃদুকণ্ঠে নিবেদন করলেন।। ৩।। (তিনি বললেন—) হে নাথ ! আমার মনে এক বিশাল সংশয় আছে আর আপনি আমার সম্মুখে বেদ তত্ত্বজ্ঞরূপে বর্তমান (অর্থাৎ আপনি বেদ তত্ত্বজ্ঞ তাই আমার সংশয় হরণে সমর্থ)। কিন্তু সেই সংশয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করতে আমার যুগপৎ ভয় ও লজ্জা হয় (ভয় কারণ আপনি মনে করতে পারেন যে আমি আপনাকে পরীক্ষা করবার জন্য প্রশ্ন করছি আর লজ্জার কারণ এত বয়সেও জ্ঞানলাভ না হওয়ার জন্য)। জিজ্ঞাসা না করলে আবার ক্ষতি আমারই (কারণ সংশয় তো থেকেই যাবে)।। ৪।।

দোহা (৪৫)

সন্ত কহহিঁ অসি নীতি প্রভু শ্রুতি পুরান মুনি গাব।
হোই ন বিমল বিবেক উর গুর সন কিএঁ দুরাব॥

চৌপাই (১—৪)

অস বিচারি প্রকটউঁ নিজ মোহূ। হরহু নাথ করি জন পর ছোহূ॥
রাম নাম কর অমিত প্রভাবা। সন্ত পুরান উপনিষদ গাবা॥
সন্তত জপত সম্ভু অবিনাসী। সিব ভগবান গ্যান গুন রাসী॥
আকর চারি জীব জগ অহহীঁ। কাসীঁ মরত পরম পদ লহহীঁ॥
সোপি রাম মহিমা মুনিরায়া। সিব উপদেসু করত করি দায়া॥
রামু কবন প্রভু পূছউঁ তোহী। কহিঅ বুঝাই কৃপানিধি মোহী॥
এক রাম অবধেস কুমারা। তিন্হ কর চরিত বিদিত সংসারা॥
নারি বিরহঁ দুখু লহেউ অপারা। ভয়উ রোষু রন রাবনু মারা॥

দোহা (৪৬)

প্রভু সোই রাম কি অপর কোউ জাহি জপত ত্রিপুরারি।
সত্যধাম সর্বগ্য তুম্হ কহহু বিবেকু বিচারি॥

চৌপাই (১—৪)

জৈসেঁ মিটৈ মোর ভ্রম ভারী। কহহু সো কথা নাথ বিস্তারী॥
জাগবলিক বোলে মুসুকাঈ। তুম্হহি বিদিত রঘুপতি প্রভুতাঈ॥
রামভগত তুম্হ মন ক্রম বানী। চতুরাঈ তুম্হারি মৈঁ জানী॥
চাহহু সুনৈ রাম গুন গূঢ়া। কীন্হিহু প্রশ্ন মনহুঁ অতি মূঢ়া॥
তাত সুনহু সাদর মনু লাঈ। কহউঁ রাম কৈ কথা সুহাঈ॥
মহামোহু মহিষেসু বিসালা। রামকথা কালিকা করালা॥
রামকথা সসি কিরন সমানা। সন্ত চকোর করহিঁ জেহি পানা॥
ঐসেই সংসয় কীন্হ ভবানী। মহাদেব তব কহা বখানী॥

দোহা—হে প্রভু ! সুধীগণের মতে শ্রীগুরুর সঙ্গে কপটতা করলে অন্তরে নির্মল জ্ঞানসঞ্চার হয় না। এই কথার সমর্থনে বেদ, পুরাণ ও মুনিদের উপদেশ প্রমাণ॥ ৪৫॥

চৌপাই— তাই আপনার কাছে এই সংশয় নিরসনের আর্তি। অনুগ্রহ করে সেই সংশয় দূর করে সেবকের অজ্ঞান হরণ করুন। রামনামের অনন্ত প্রভাবের কথা বেদে, পুরাণে, উপনিষদে ও সাধুসন্তদের উপদেশে শোনা যায়॥ ১॥ মূর্তিমান কল্যাণবিগ্রহ, জ্ঞান ও গুণ ধাম, অবিনাশী ভগবান শ্রীশংকর সতত রামনাম জপ করেন। জগতের চতুর্বিধ জীবসকলের কাশীতে মৃত্যু হলে পরমপদ লাভ হয়ে থাকে॥ ২॥ হে মুনিরাজ ! তাও শ্রীরামেরই (শ্রীরামনামেরই) মহিমা কারণ ভগবান শ্রীশংকর কৃপা করে (মৃত্যুপথযাত্রী জীবদের) রামনামই দান করে থাকেন। (এই হল তাদের পরমপদ লাভ করবার বিশেষ কারণ)। হে প্রভু ! আমি জানতে চাই যে এই শ্রীরাম কে ? হে কৃপা-নিধান ! আমাকে বুঝিয়ে দিন॥ ৩॥ অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথনন্দন শ্রীরামের কথা জগতে সুবিদিত। তিনি স্ত্রীর বিরহে অপার দুঃখের সম্মুখীন হয়ে কুপিত হয়ে যুদ্ধে রাবণ বধ করেছিলেন॥ ৪॥

দোহা —হে প্রভু ! ভগবান শ্রীশংকর দ্বারা জপ করা নাম কি সেই শ্রীরামচন্দ্রের অথবা অন্য কারও ? আপনি সত্যব্রত, সর্বজ্ঞানী ও বিবেক-সম্পন্ন ; আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলুন॥ ৪৬॥

চৌপাই— হে নাথ ! আমি সেই বৃত্তান্ত সবিস্তারে শুনতে ইচ্ছুক। আপনি তা বলে আমার সকল সংশয় হরণ করুন। মুনিবরের প্রশ্ন শ্রবণ করে মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য মৃদু হেসে বললেন—শ্রীরঘুনাথের মহিমা তো তোমার অজানা নয়॥ ১॥ তুমি যে কায়মনোবাক্যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত অনুরাগ-সম্পন্ন ভক্ত তা আমি জানি। তোমার প্রশ্ন করবার উদ্দেশ্যও আমার অজানা নয়। তুমি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে আমার মুখ দিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সুগূঢ় লীলারহস্য শ্রবণ করতে চাও॥ ২॥ হে তাত ! বেশ, আমি তাহলে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের লীলাবৃত্তান্ত সংকীর্তন করছি। তা তুমি পরম শ্রদ্ধা সহকারে মন দিয়ে শ্রবণ করো। অজ্ঞান অতিশয় বিশাল মহিষাসুর (সম ভয়ংকর) আর শ্রীরামচন্দ্রের লীলাকথা মহাশক্তি দেবী দুর্গা॥ ৩॥ শ্রীরামলীলা কথা সুশীতল চন্দ্রকিরণসম যা সাধুসন্তরূপ চকোরগণ সুধা জ্ঞানে সতত পান করে থাকেন। একবার অনুরূপ সংশয় যখন

দোহা (৪৭)

কহউঁ সো মতি অনুহারি অব উমা সম্ভু সংবাদ।
ভয়উ সময় জেহি হেতু জেহি সুনু মুনি মিটিহি বিষাদ॥

চৌপাই (১—৪)

এক বার ত্রেতা জুগ মাহীঁ। সম্ভু গএ কুম্ভজ রিষি পাহীঁ॥
সঙ্গ সতী জগজননি ভবানী। পূজে রিষি অখিলেস্বর জানী॥

রামকথা মুনিবর্জ বখানী। সুনী মহেস পরম সুখু মানী॥
রিষি পূছী হরিভগতি সুহাঈ। কহী সম্ভু অধিকারী পাঈ॥

কহত সুনত রঘুপতি গুন গাথা। কছু দিন তহাঁ রহে গিরিনাথা॥
মুনি সন বিদা মাগি ত্রিপুরারী। চলে ভবন সঁগ দচ্ছকুমারী॥

তেহি অবসর ভঞ্জন মহিভারা। হরি রঘুবংস লীন্হ অবতারা॥
পিতা বচন তজি রাজু উদাসী। দন্ডক বন বিচরত অবিনাসী॥

দোহা (৪৮ ক)

হৃদয়ঁ বিচারত জাত হর কেহি বিধি দরসনু হোই।
গুপ্ত রূপ অবতরেউ প্রভু গএঁ জান সবু কোই॥

সোরঠা (৪৮ খ)

সঙ্কর উর অতি ছোভু সতী ন জানহিঁ মরমু সোই।
তুলসী দরসন লোভু মন ডরু লোচন লালচী॥

চৌপাই (১)

রাবন মরন মনুজ কর জাচা। প্রভু বিধি বচনু কীন্হ চহ সাচা॥
জৌঁ নহিঁ জাউঁ রহই পছিতাবা। করত বিচারু ন বনত বনাবা॥

দেবী পার্বতীর চিত্তে দেখা দিয়েছিল তখন তার নিরসনে ভগবান শ্রীশংকর সবিস্তারে সেই শ্রীরামকথা সংকীর্তন করেই করেছিলেন॥ ৪॥

দোহা—এইবার আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে সেই হরপার্বতী সংবাদ বলছি। এই সংবাদের কাল ও পটভূমি জেনে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করলে, হে মুনি! তোমার সকল সংশয় দূরীভূত হবে॥ ৪৭॥

চৌপাই—ত্রেতাযুগে কোনো এক সময়ে ভগবান শ্রীশংকর জগজ্জননী ভবানী সতীদেবীকে নিয়ে ঋষি অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়েছিলেন। অগস্ত্য ঋষি ভগবান শ্রীশংকরকে অখিল বিশ্বেশ্বর জ্ঞানে পূজার্চনা করলেন॥ ১॥ মুনিবর অগস্ত্য তখন ভগবান মহেশ্বরকে শ্রীরাম লীলাকথা সবিস্তারে বলেন যা শ্রীভগবান শংকর পরমানন্দে শ্রবণ করেন। অতঃপর অনুপম হরিভক্তি প্রসঙ্গে মুনিবর কিছু প্রশ্ন করাতে ভগবান শংকর তাঁকে প্রকৃত অধিকারী বুঝে তার যথাযথ উত্তর দান করে হরিভক্তি রহস্যজ্ঞান দান করেছিলেন॥ ২॥ শ্রীরঘুনাথের লীলাকথা শ্রবণ-কীর্তনে নিত্যযুক্ত থেকে ভগবান শ্রীশংকর অগস্ত্য মুনির আশ্রমে কিছু কাল অতিবাহিত করেছিলেন। অতঃপর মুনিবরের কাছে বিদায় প্রার্থনা করে দক্ষনন্দিনী সতীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কৈলাস অভিমুখে যাত্রা করেন॥ ৩॥ সেই সময়ে ভূভার হরণ নিমিত্ত শ্রীহরির রঘুবংশে অবতরণ হয়েছিল। পিতৃবচন রক্ষা করবার জন্য অবিনাশী শ্রীভগবান রাজ্য ত্যাগ করে তাপস বেশে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করছিলেন॥ ৪॥

দোহা— ভগবান শ্রীশংকর চিন্তা করছিলেন—শ্রীভগবানের দর্শন লাভ কেমন করে হবে? শ্রীপ্রভু অবতাররূপে ছদ্মবেশে এসেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে সকলে তো তাঁকে চিনে ফেলবে॥ ৪৮ (ক)॥

সোরঠা—ভগবান শ্রীশংকর তখন উভয় সমস্যার সম্মুখীন। তিনি চাইতেন না যে শ্রীপ্রভুর গুপ্তভাবে নরদেহে আগমন রহস্য সকলে জেনে যাক অথচ তাঁর চিত্তে তখন শ্রীপ্রভুকে দর্শন করবার ইচ্ছাও অত্যধিক॥ ৪৮(খ)॥

চৌপাই—(প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে) রাবণের মৃত্যু মানুষের হাতে নির্ধারিত হয়েছিল। ভগবান শ্রীশংকর জানেন যে শ্রীপ্রভু, ভগবান শ্রীব্রহ্মার কথা সত্য করবার জন্যই এইবার নরদেহে আগমন করেছেন। শ্রীপ্রভুর নিকটে গমন না করলেও যে মন মানে না ; পরে তার জন্য আক্ষেপ হবে। এইরূপ ভাবনা চিন্তা করে ভগবান শ্রীশংকর কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিলেন না॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

এহি বিধি ভএ সোচবস ঈসা। তেহী সময় জাই সদসীসা॥
লীন্হ নীচ মারীচহি সঙ্গা। ভয়উ তুরত সোই কপট কুরঙ্গা॥

করি ছলু মূঢ় হরী বৈদেহী। প্রভু প্রভাউ তস বিদিত ন তেহী॥
মৃগ বধি বন্ধু সহিত হরি আএ। আশ্রমু দেখি নয়ন জল ছাএ॥

বিরহ বিকল নর ইব রঘুরাঈ। খোজত বিপিন ফিরত দোউ ভাঈ॥
কবহূঁ জোগ বিয়োগ ন জাকেঁ। দেখা প্রগট বিরহ দুখু তাকেঁ॥

দোহা (৪৯)

অতি বিচিত্র রঘুপতি চরিত জানহিঁ পরম সুজান।
জে মতিমন্দ বিমোহ বস হৃদয়ঁ ধরহিঁ কছু আন॥

চৌপাই (১—৪)

সম্ভু সময় তেহি রামহি দেখা। উপজা হিয়ঁ অতি হরষু বিসেষা॥
ভরি লোচন ছবিসিন্ধু নিহারী। কুসময় জানি ন কীন্হি চিন্হারী॥

জয় সচ্চিনানন্দ জগ পাবন। অস কহি চলেউ মনোজ নসাবন॥
চলে জাত সিব সতী সমেতা। পুনি পুনি পুলকত কৃপানিকেতা॥

সতীঁ সো দসা সম্ভু কৈ দেখী। উর উপজা সন্দেহু বিসেষী॥
সংকরু জগতবন্দ্য জগদীসা। সুর নর মুনি সব নাবত সীসা॥

তিন্হ নৃপসুতহি কীন্হ পরনামা। কহি সচ্চিদানন্দ পরধামা॥
ভএ মগন ছবি তাসু বিলোকী। অজহুঁ প্রীতি উর রহতি ন রোকী॥

দোহা (৫০)

ব্রহ্ম জো ব্যাপক বিরজ অজ অকল অনীহ অভেদ।
সো কি দেহ ধরি হোই নর জাহি ন জানত বেদ॥

এইরূপ চিন্তায় যখন ভগবান শ্রীশংকর নিমজ্জিত তখনই অধমচিত্ত রাবণ মারীচকে তার সঙ্গদান করতে বাধ্য করল আর মারীচ মায়ামৃগরূপ ধারণ করল॥ ২॥ মূর্খ রাবণ ছলচাতুরি করে সীতাদেবীকে হরণ করল, কেননা সে শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাবের কিছুই জানত না। অতঃপর মায়ামৃগ বধ হল আর অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে নিয়ে শ্রীহরি আশ্রমে ফিরে এলেন। আশ্রমে এসে সীতাদেবীকে দেখতে না পেয়ে তাঁর নয়নযুগল অশ্রুসজল হয়ে উঠল॥ ৩॥ শ্রীরঘুনাথ তখন নরলীলা করছিলেন, তাই তাঁর মানবসম আচরণ করে বিরহে ব্যাকুল হতে দেখা গেল। ভ্রাতাযুগল অরণ্য মধ্যে সীতাদেবীর অন্বেষণ করে বেড়াতে লাগলেন। যার সংযোগ-বিয়োগ কিছুই নেই তাঁর মধ্যেও লীলারূপে বিরহ দুঃখ দেখা গেল॥ ৪॥

দোহা—পরম বৈচিত্র্যপূর্ণ এই শ্রীরঘুপতিচরিত তো কেবল জ্ঞানী-গুণীজনই বুঝতে সক্ষম। মন্দবুদ্ধি মোহগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তা অন্যরকম মনে করেন॥ ৪৯॥

চৌপাই—ঘটনাক্রমে সেই সময় শোভাসাগর (শ্রীরামচন্দ্র) কে মহাদেব পরম প্রীতি সহকারে দর্শন করলেন কিন্তু দেশ-কাল বিবেচনা করে পরিচয় দানে বিরত থাকলেন॥ ১॥ 'জগৎপাবন সচ্চিদানন্দের জয় হোক !' বলে কামারি ভগবান শ্রীশংকর এগিয়ে গেলেন। কৃপানিধান ভগবান শ্রীশংকর পথে বারে বারে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলেন, মহাদেবী সতী তার সঙ্গেই ছিলেন॥ ২॥ ভগবান শ্রীশংকরকে ওইরূপ অবস্থা দেখে মহাদেবী সতী বিস্মিত হলেন। (তিনি তখন ভাবছেন) ভগবান শ্রীশংকর তো জগদীশ্বর ও জগদ্বরেণ্য ; দেবতা, মানব, মুনি সকলেই তাঁকে মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন করে ! ৩॥ সেই তিনি একজন (সাধারণ) রাজকুমারকে পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ বলে প্রণাম করলেন আর তাকে প্রত্যক্ষ করে এমন আনন্দমগ্ন হয়ে গেলেন যে এখনও তিনি সেই আনন্দ অন্তরে ধরে রাখতে পারছেন না॥ ৪॥

দোহা—ব্রহ্ম অজর, অগোচর, অব্যয়, সর্বগত, ইচ্ছারহিত ও ভেদাভেদ বিরহিত। বেদও তা জানতে সক্ষম নয়। তিনি দেহধারণ করে কি মনুষ্যরূপে বিচরণ করবেন ? ৫০॥

চৌপাই (১—৪)

বিষ্‌নু জো সুর হিত নরতনু ধারী। সোউ সর্বগ্য জথা ত্রিপুরারি॥
খোজই সো কি অগ্য ইব নারী। গ্যানধাম শ্রীপতি অসুরারী॥

সম্ভুগিরা পুনি মৃষা ন হোঈ। সিব সর্বগ্য জান সবু কোঈ॥
অস সংসয় মন ভয়উ অপারা। হোই ন হৃদয়ঁ প্রবোধ প্রচারা॥

জদ্যপি প্রগট ন কহেউ ভবানী। হর অন্তরজামী সব জানী॥
সুনহি সতী তব নারি সুভাউ। সংসয় অস ন ধরিঅ উর কাউ॥

জাসু কথা কুম্ভজ রিষি গাঈ। ভগতি জাসু মৈঁ মুনিহি সুনাঈ॥
সোই মম ইষ্টদেব রঘুবীরা। সেবত জাহি সদা মুনি ধীরা॥

ছন্দ

মুনি ধীর জোগী সিদ্ধ সন্তত বিমল মন জেহিঁ ধ্যাবহীঁ।
কহি নেতি নিগম পুরান আগম জাসু কীরতি গাবহীঁ॥
সোই রামু ব্যাপক ব্রহ্ম ভুবন নিকায় পতি মায়া ধনী।
অবতরেউ অপনে ভগত হিত নিজতন্ত্র নিত রঘুকুলমনী॥

সোরঠা (৫১)

লাগ ন উর উপদেসু জদপি কহেউ সিবঁ বার বহু।
বোলে বিহসি মহেসু হরিমায়া বলু জানি জিয়ঁ॥

চৌপাই (১—২)

জৌঁ তুম্হরেঁ মন অতি সন্দেহূ। তৌ কিন জাই পরীছা লেহূ॥
তব লগি বৈঠ অহউঁ বটছাহীঁ। জব লগি তুম্হ ঐহহু মোহি পাহীঁ॥

জৈসেঁ জাই মোহ ভ্রম ভারী। করেহু সো জতনু বিবেক বিচারী॥
চলীঁ সতী সিব আয়সু পাঈ। করহিঁ বিচারু করৌঁ কা ভাঈ॥

চৌপাই—দেবকুলের কল্যাণের জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণু নরদেহ ধারণ করে থাকেন ; তিনি তো ভগবান শ্রীশংকরসম সর্বজ্ঞ। সেই জ্ঞাননিধি কমলাপতি অসুরারি ভগবান শ্রীবিষ্ণুও কি অজ্ঞানীসম নিজ ভার্যাকে পথে পথে খুঁজে বেড়াবেন ? ১॥ আবার ভগবান শ্রীশংকরের কথাও অসত্য হতে পারে না ; সকলেই জানেন যে তিনি সর্বজ্ঞ। মহাদেবীর অন্তর সংশয়ে তখন দোলায়মান, তাই প্রবোধ সেইখানে ছিল না॥ ২॥ যদিও মহাদেবী ভবানী তাঁর সংশয়ের কথা প্রকাশ করলেন না কিন্তু অন্তর্যামী ভগবান শ্রীশংকর সবই জানতে পেরে গেলেন। তিনি বললেন—হে সতী ! তুমি নারী প্রকৃতির ! এমন সংশয়কে মনে স্থান না দেওয়াই ভালো॥ ৩ ॥ যাঁর লীলা সংকীর্তন মহামুনি অগস্ত্য করলেন আর যাঁর ভক্তিরহস্য জ্ঞান আমি মুনিবরকে দান করলাম, তিনিই বস্তুত আমার ইষ্টদেবতা শ্রীরঘুবীর। জ্ঞানী মুনিঋষিগণ সতত তাঁর সেবাতেই নিত্যযুক্ত থাকেন॥ ৪ ॥

ছন্দ—জ্ঞানী, মুনি, যোগী, সিদ্ধ ও সুধীসকল নির্মলচিত্তে সতত যাঁর ধ্যান করে থাকেন আর বেদ, পুরাণ ও শাস্ত্র নেতিবাচক কথা বলে যাঁর কীর্তি গান করে থাকেন, সেই সর্বব্যাপী অখিল বিশ্বেশ্বর, মায়াধীশ, নিত্য, পরম স্বতন্ত্র ব্রহ্ম শ্রীভগবান শ্রীরামচন্দ্রদেব নিজ ভক্তজনের কল্যাণে (স্বেচ্ছায়) রঘুকুলমণিরূপে অবতরণ করেছেন॥

দোহা—ভগবান শ্রীশংকরের উপদেশ বারে বারে লাভ করেও তা মহাদেবী সতীর কাছে স্বীকৃতি লাভ করল না। তখন মায়ার অতুলনীয় শক্তির কথা বিবেচনা করে ভগবান শ্রীমহাদেব মুচকি হেসে বললেন॥ ৫১ ॥

চৌপাই—(শ্রীভগবান বললেন—) তোমার মনে দেখছি এখনও প্রবল সংশয়। বেশ, তাহলে তুমিই না হয় পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হও। তোমার প্রত্যাগমন কাল পর্যন্ত আমি এই বটবৃক্ষের ছায়ায় অপেক্ষা করছি॥ ১॥ তোমার এই অজ্ঞানপ্রসূত ভ্রান্তি দূর হওয়া দরকার। তুমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখতে পার। তবে যা করবে তা খুব ভেবেচিন্তে করবে। পতিদেবতার অনুমতি লাভ করে দেবী সতী চললেন। পথে তিনি

চৌপাই (৩—৪)

ইহাঁ সম্ভু অস মন অনুমানা। দচ্ছসুতা কহুঁ নহিঁ কল্যানা॥
মোরেহু কহেঁ ন সংসয় জাহীঁ। বিধি বিপরীত ভলাঈ নাহীঁ॥
হোইহি সোই জো রাম রচি রাখা। কো করি তর্ক বঢ়াবৈ সাখা॥
অস কহি লগে জপন হরিনামা। গঈ সতী জহঁ প্রভু সুখধামা॥

দোহা (৫২)

পুনি পুনি হৃদয়ঁ বিচারু করি ধরি সীতা কর রূপ।
আগেঁ হোই চলি পন্থ তেহিঁ জেহিঁ আবত নরভূপ॥

চৌপাই (১—৪)

লছিমন দীখ উমাকৃত বেষা। চকিত ভএ ভ্রম হৃদয়ঁ বিসেষা॥
কহি ন সকত কছু অতি গম্ভীরা। প্রভু প্রভাউ জানত মতিধীরা॥
সতী কপটু জানেউ সুরস্বামী। সবদরসী সব অন্তরজামী॥
সুমিরত জাহি মিটই অগ্যানা। সোই সরবগ্য রামু ভগবানা॥
সতী কীন্হ চহ তহঁহুঁ দুরাউ। দেখহু নারি সুভাব প্রভাউ॥
নিজ মায়া বলু হৃদয়ঁ বখানী। বোলে বিহসি রামু মৃদু বানী॥
জোরি পানি প্রভু কীন্হ প্রনামূ। পিতা সমেত লীন্হ নিজ নামূ॥
কহেউ বহোরি কহাঁ বৃষকেতূ। বিপিন অকেলি ফিরহু কেহি হেতূ॥

দোহা (৫৩)

রাম বচন মৃদু গূঢ় সুনি উপজা অতি সঙ্কোচু।
সতী সভীত মহেস পহিঁ চলীঁ হৃদয়ঁ বড় সোচু॥

চৌপাই (১)

মৈঁ সঙ্কর কর কহা ন মানা। নিজ অগ্যানু রাম পর আনা॥
জাই উতরু অব দেহউঁ কাহা। উর উপজা অতি দারুন দাহা॥

ভাবছেন—আরে ভাই ! কীভাবে পরীক্ষা করব ? ২॥ এদিকে ভগবান শ্রীশংকর ভাবছেন—দক্ষসুতা মনে হচ্ছে মঙ্গল পথ থেকে সরে যাচ্ছেন। আমি বোঝালাম তবুও তার সংশয় গেল না ! এ দেখছি বিধি বাম। সতীর তো এতে মঙ্গল হবে না॥ ৩॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র যা স্থির করে রেখেছেন তাই হোক। আকাশ-পাতাল ভেবে কী লাভ ? এইরূপ যুক্তি গ্রহণ করে ভগবান শ্রীশংকর শ্রীহরির নামজপ করতে লাগলেন। অতঃপর মহাদেবী সতী সুখময় শ্রীরামচন্দ্র সকাশে গমন করলেন॥ ৪ ॥

দোহা—অনেক ভেবেচিন্তে মহাদেবী সতী সীতাদেবীর রূপ ধারণ করে সেই পথে এগিয়ে চললেন যে পথে (তাঁর ধারণায়) নরপতি শ্রীরামচন্দ্র এগিয়ে আসছিলেন॥ ৫২ ॥

চৌপাই—দেবীর ছদ্মবেশ দেখে শ্রীলক্ষ্মণ আশ্চর্য হলেন, চিত্তে ভ্রমের উদয় হল। তিনি গম্ভীর হয়ে রইলেন কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলেন না। স্থিরমতি শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীরঘুনাথের প্রভাবকে ভালোভাবে জানতেন॥ ১॥ সর্বদর্শী অন্তর্যামী দেবতাদেরও প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর ছদ্মবেশ ধরে ফেললেন ; সর্বজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান যাঁকে স্মরণ করলে সকল অজ্ঞান নিবারণ হয়॥ ২॥ অথচ কী বিচিত্র এই রমণী প্রকৃতি ! সেইখানেও (সেই সর্বজ্ঞ শ্রীভগবানের সম্মুখেও) সতীদেবী গোপন থাকতে চান। নিজ মায়ার অমিত শক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র হেসে বললেন॥ ৩॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র হাতজোড় করে সতীদেবীকে প্রণাম করলেন আর পিতার নাম বলে নিজের পরিচয় দিলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—হে দেবী ! বৃষবাহন ভগবান শ্রীশংকর কোথায় ? আপনি এই গভীর অরণ্যে একাকী বিচরণ করছেন কেন ? ৪॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের রহস্যময় সুললিত উক্তি শ্রবণ করে মহাদেবী সতী মনে সংকোচ অনুভব করলেন। ধরা পড়ে গিয়ে তিনি ঘটনাস্থল থেকে পলায়ন করে ভগবান শ্রীশংকরের সমীপে গমন করতে চাইলেন। তখন এক বিশাল চিন্তা তাঁর মন অধিকার করে বসেছিল॥ ৫৩॥

চৌপাই—(দেবী সতী ভাবছিলেন) দেবাদিদেব মহাদেবের কথা অবিশ্বাস করলাম আর নিজের অজ্ঞতা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের উপরে রাখলাম (আরোপ করলাম)। ভগবান শ্রীশংকর জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে কী বলব ? এসব ভেবে

চৌপাই (২—৪)

জানা রাম সতীঁ দুখু পাবা। নিজ প্রভাউ কছু প্রগটি জনাবা॥
সতীঁ দীখ কৌতুকু মগ জাতা। আগেঁ রামু সহিত শ্রী ভ্রাতা॥

ফিরি চিতবা পাছেঁ প্রভু দেখা। সহিত বন্ধু সিয় সুন্দর বেষা॥
জহঁ চিতবহিঁ তহঁ প্রভু আসীনা। সেবহিঁ সিদ্ধ মুনীস প্রবীনা॥

দেখে সিব বিধি বিষ্নু অনেকা। অমিত প্রভাউ এক তেঁ একা॥
বন্দত চরন করত প্রভু সেবা। বিবিধ বেষ দেখে সব দেবা॥

দোহা (৫৪)

সতী বিধাত্রী ইন্দিরা দেখীঁ অমিত অনূপ।
জেহিঁ জেহিঁ বেষ অজাদি সুর তেহি তেহি তন অনুরূপ॥

চৌপাই (১—৪)

দেখে জহঁ তহঁ রঘুপতি জেতে। সক্তিন্হ সহিত সকল সুর তেতে॥
জীব চরাচর জো সংসারা। দেখে সকল অনেক প্রকারা॥

পূজহিঁ প্রভুহি দেব বহু বেষা। রাম রূপ দূসর নহিঁ দেখা॥
অবেলাকে রঘুপতি বহুতেরে। সীতা সহিত ন বেষ ঘনেরে॥

সোই রঘুবর সোই লছিমনু সীতা। দেখি সতী অতি ভঈ সভীতা॥
হৃদয় কম্প তন সুধি কছু নাহীঁ। নয়ন মূদি বৈঠীঁ মগ মাহীঁ॥

বহুরি বিলোকেউ নয়ন উঘারী। কছু ন দীখ তহঁ দচ্ছকুমারী॥
পুনি পুনি নাই রাম পদ সীসা। চলীঁ তহাঁ জহঁ রহে গিরীসা॥

সতীদেবীর চিত্তে অন্তর্দাহন প্রবল হয়ে উঠল॥ ১॥ সতীদেবী যে দুঃখিত তা (অন্তর্যামী) প্রভু শ্রীরামচন্দ্র জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাঁর যৎসামান্য মায়ার শক্তি তাঁকে প্রদর্শিত করলেন। সতীদেবী গমনকালে সকৌতুক দর্শন করলেন—সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সম্মুখেই হেঁটে যাচ্ছেন। (এই দৃশ্যে সীতাদেবীকে আনবার কারণ এই যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সতীদেবীকে তাঁর সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ দর্শন করিয়ে তাঁর কল্পিত বিয়োগ ও দুঃখকে হরণ করে প্রকৃতিস্থ করে দিতে চাইলেন)॥ ২॥ (তখন তিনি) পিছন ফিরেও সেই শ্রীলক্ষ্মণ, সীতাদেবী সহিত প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে সুসজ্জিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করলেন। সতীদেবী তখন যেদিকেই তাকাচ্ছেন সেই দিকেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে বিরাজমান দেখতে লাগলেন ; আর দেখলেন যে শ্রীপ্রভুকে প্রবীণ সিদ্ধ মুনিঋষিগণ সেবা করছেন॥ ৩॥ সতীদেবীর অনেকানেক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর দর্শন লাভও হল যাঁরা প্রত্যেকেই প্রভাবসম্পন্ন এবং কেউ কারও থেকে কম নন। (তিনি আরো দেখলেন যে) বিভিন্ন বেশে সুসজ্জিত হয়ে সমগ্র দেবকুল প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণবন্দনা ও পদসেবা করে যাচ্ছেন॥ ৪॥

দোহা—তাঁর অগণিত সতী, ব্রহ্মাণী ও লক্ষ্মী দর্শনও হল। ব্রহ্মাদি দেবতাগণের শক্তিসকল তাঁদের অনুরূপ সজ্জায় সুসজ্জিত ছিলেন॥ ৫৪॥

চৌপাই — সতীদেবী যতজন শ্রীরঘুনাথ দেখলেন শক্তিসহ ততজন দেবতাকুলও দেখতে পেলেন। বিশ্বচরাচরের বহু রকমের জীবও তিনি দেখলেন॥ ১॥ (সতীদেবী দেখছেন) বহু রকমের বেশবাস ধারণ করে দেবতাগণ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পূজার্চনা করছেন কিন্তু কোথাও তিনি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয় রূপ দেখতে পেলেন না। সীতাদেবীর সহিত প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন বহু স্থানে হল কিন্তু তাঁদের বেশ সর্বত্র একই রকম ছিল॥ ২॥ (সর্বত্র) সেই শ্রীরঘুনাথ, সেই শ্রীলক্ষ্মণ ও সেই সীতাদেবী। এই দৃশ্য সতীদেবীকে ভীত করে তুলল। তিনি তখন প্রকম্পিত চিত্তে দেহবোধ হারিয়ে ফেললেন এবং চোখ বন্ধ করে পথে বসে পড়লেন॥ ৩॥ কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার চোখ খুললেন। দক্ষনন্দিনী (সতীদেবী) তখন আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্রের চরণে মস্তক অবনত করে ভগবান শ্রীশংকরের নিবাস অভিমুখে গমন করলেন॥ ৪॥

দোহা (৫৫)

গঙ্গ সমীপ মহেস তব হঁসি পূছী কুসলাত।
লীন্হি পরীছা কবন বিধি কহহু সত্য সব বাত।।

মাসপারায়ণ, দ্বিতীয় বিশ্রাম

চৌপাই (১—৪)

সতীঁ সমুঝি রঘুবীর প্রভাউ। ভয় বস সিব সন কীন্হ দুরাউ।।
কছু ন পরীছা লীন্হি গোসাঈ। কীন্হ প্রনামু তুম্হারিহি নাঈ।।
জো তুম্হ কহা সো মৃষা ন হোঈ। মোরেঁ মন প্রতীতি অতি সোঈ।।
তব সঙ্কর দেখেউ ধরি ধ্যানা। সতীঁ জো কীন্হ চরিত সবু জানা।।
বহুরি রামমায়হি সিরু নাবা। প্রেরি সতিহি জেহিঁ ঝূঁঠ কহাবা।।
হরি ইচ্ছা ভাবী বলবানা। হৃদয়ঁ বিচারত সম্ভু সুজানা।।
সতীঁ কীন্হ সীতা কর বেষা। সিব উর ভয়উ বিষাদ বিসেষা।।
জৌঁ অব করউঁ সতী সন প্রীতী। মিটই ভগতি পথু হোই অনীতী।।

দোহা (৫৬)

পরম পুনীত ন জাই তজি কিএঁ প্রেম বড় পাপু।
প্রগটি ন কহত মহেসু কছু হৃদয়ঁ অধিক সন্তাপু।।

চৌপাই (১—৩)

তব সঙ্কর প্রভু পদ সিরু নাবা। সুমিরত রামু হৃদয়ঁ অস আবা।।
এহিঁ তন সতিহি ভেট মোহি নাহীঁ। সিব সঙ্কল্পু কীন্হ মন মাহীঁ।।
অস বিচারি সঙ্করু মতিধীরা। চলে ভবন সুমিরত রঘুবীরা।।
চলত গগন ভৈ গিরা সুহাঈ। জয় মহেস ভলি ভগতি দৃঢ়াঈ।।
অস পন তুম্হ বিনু করই কো আনা। রামভগত সমরথ ভগবানা।।
সুনি নভগিরা সতী উর সোচা। পূছা সিবহি সমেত সকোচা।।

দোহা—*সতীদেবী যখন ভগবান শ্রীশংকরের নিকটে উপনীত হলেন তখন দেবাদিদেব মহাদেব মৃদু হেসে কুশল প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসা করলেন—বল, তুমি কী ভাবে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে পরীক্ষা করলে—সবকিছু যথাযথভাবে বল॥ ৫৫॥*

চৌপাই—সতীদেবী তখন শ্রীরঘুনাথের প্রভাব দেখে ভয়ে শংকরের কাছে তা গোপন করলেন আর উত্তর দিলেন—হে নাথ ! আমি আবার পরীক্ষা করতে কেন যাব ? (সেইখানে গমন করে) আপনার মতন প্রণাম করলাম॥ ১॥ আপনার কথা যে অসত্য হতে পারে না তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। দেবাদিদেব মহাদেব তখন ধ্যান-মগ্ন হয়ে সতীদেবী কৃত আচরণ জানতে পেরে গেলেন॥ ২॥ দেবাদিদেব অতঃপর সেই শ্রীরামচন্দ্রের মায়াকে নতমস্তকে প্রণাম জানালেন যা সতীদেবীকে অসত্য কথনে উৎসাহিত করল। মহাজ্ঞানী ভগবান শ্রীশংকর তখন ভাবছেন—কী প্রবল এই শ্রীহরির ইচ্ছারূপ নিয়তি ! ৩॥ পরীক্ষা করবার জন্য সতীদেবী সীতার রূপ ধারণ করেছেন তা দেবাদিদেবের পছন্দ হল না। ঘটনা তাঁকে বিষাদগ্রস্ত করে তুলল। (মাতৃরূপা সীতাদেবীর রূপ পরিগ্রহ করে) সতীদেবী আর দাম্পত্য সম্বন্ধ অটুট রাখতে সক্ষম নন ; সেই আচরণ ভক্তিমার্গকে কলুষিত করবে আর তা অতি বড় অন্যায় হবে॥ ৪॥

দোহা—*দেবী সতী পরম পবিত্র তাতে সন্দেহ নেই, তাই তাঁকে ত্যাগ করা সম্ভব নয়। আর দাম্পত্য প্রেমও পাপ। দেবাদিদেব মুখে কিছু বললেন না কিন্তু সন্তাপ তাঁকে দগ্ধ করছিল॥ ৫৬॥*

চৌপাই—অতঃপর ভগবান শ্রীশংকর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলেন। শ্রীপ্রভুর স্মরণ আসতেই তাঁর মনে হল যে সতীদেবীর এই দেহের সঙ্গে (দাম্পত্য) সম্বন্ধ করা ঠিক নয়। দেবাদিদেব মহাদেব তাই মনে সুদৃঢ় সংকল্প করলেন॥ ১॥ ধীর স্থির চিত্ত ভগবান শ্রীশংকর এইরূপ সংকল্প করে নিজ আবাসে (কৈলাসে) গমন করলেন। গমন কালে অনুপম আকাশবাণী ধ্বনিত হল—হে মহেশ্বর ! আপনার জয় হোক। আপনার ভক্তির প্রতি নিষ্ঠা অপরিসীম॥ ২॥ আপনি ছাড়া এমন প্রতিজ্ঞা কে করবে ? আপনি যে শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত আর সমর্থ শ্রীভগবান। আকাশবার্তা শ্রবণ করে দেবী সতী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি সসংকোচে মহাদেবকে প্রশ্ন

চৌপাই (৪)

কীন্‌হ কবন পন কহহু কৃপালা। সত্যধাম প্রভু দীনদয়ালা॥
জদপি সতীঁ পূছা বহু ভাঁতী। তদপি ন কহেউ ত্রিপুর আরাতী॥

দোহা (৫৭ ক)

সতী হৃদয়ঁ অনুমান কিয় সবু জানেউ সর্বগ্য।
কীন্‌হ কপটু মৈঁ সম্ভু সন নারি সহজ জড় অগ্য॥

সোরঠা (৫৭ খ)

জলু পয় সরিস বিকাই দেখহু প্রীতি কি রীতি ভলি।
বিলগ হোই রসু জাই কপট খটাঈ পরত পুনি॥

চৌপাই (১—৪)

হৃদয়ঁ সোচু সমুঝত নিজ করনী। চিন্তা অমিত জাই নহিঁ বরনী॥
কৃপাসিন্ধু সিব পরম অগাধা। পগট ন কহেউ মোর অপরাধা॥

সঙ্কর রুখ অবলোকি ভবানী। প্রভু মোহি তজেউ হৃদয়ঁ অকুলানী॥
নিজ অঘ সমুঝি ন কছু কহি জাঈ। তপই অবাঁ ইব উর অধিকাঈ॥

সতিহি সসোচ জানি বৃষকেতূ। কহীঁ কথা সুন্দর সুখ হেতূ॥
বরনত পন্থ বিবিধ ইতিহাসা। বিস্বনাথ পহুঁচে কৈলাসা॥

তহঁ পুনি সম্ভু সমুঝি পন আপন। বৈঠে বট তর করি কমলাসন॥
সঙ্কর সহজ সরূপু সম্‌হারা। লাগি সমাধি অখণ্ড অপারা॥

দোহা (৫৮)

সতী বসহিঁ কৈলাসা তব অধিক সোচু মন মাহিঁ।
মরমু ন কোউ জান কছু জুগ সম দিবস সিরাহিঁ॥

করলেন॥ ৩॥ (দেবী সতী প্রশ্ন করলেন—) হে কৃপালু ! বলুন, আপনি কী প্রতিজ্ঞা করেছেন ? হে প্রভু ! আপনি সত্যনিষ্ঠ ও দীনশরণ। দেবী সতীর প্রশ্নাদি ত্রিপুরারি শ্রীশংকর দ্বারা অকথিত রয়ে গেল॥ ৪॥

দোহা—সতীদেবী অনুমান করলেন যে সর্বজ্ঞ মহাদেব সব কথাই জানতে পেরেছেন। নারীচরিত্র স্বভাবতই মূর্খ ও অবুঝ, তাই আমিও তাঁর সঙ্গে ছলনা করলাম॥ ৫৭ (ক)॥

সোরঠা—প্রীতির রীতি লক্ষণীয়। জলও (দুগ্ধ সহিত যুক্ত হয়ে) দুগ্ধ রূপে দাম পায় কিন্তু তাতে যদি কপটরূপ অম্লরস এক ফোঁটাও পড়ে তখন জল পৃথক হয়ে যায় (দুধ কেটে যায়) আর স্বাদ (প্রেম) নষ্ট হয়॥ ৫৭ (খ)॥

চৌপাই—নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় সতীদেবীর মন ভরে গেল। বর্ণনাতীত চিন্তা তাঁর চিত্তকে অধিকার করে বসল। (তিনি বুঝতে পারলেন যে) মহাদেব অপার কৃপাসিন্ধু ; তাই তিনি প্রকাশ্যে তাঁর অপরাধের কথা বললেন না॥ ১॥ দেবাদিদেব মহাদেবের আচরণ দেখে সতীদেবী বুঝলেন যে মহাদেব তাঁকে ত্যাগ করেছেন। তখন তাঁর চিত্তে বর্ণনাতীত ব্যাকুলতা হল। নিজ কৃত অপরাধের কথা ভেবে তিনি কিছু বলতেও পারছিলেন না কিন্তু তাঁর অন্তরে তখন কুম্ভকারের অগ্নিকুণ্ডসম সন্তাপের অনুভূতি হচ্ছিল॥ ২॥ বৃষবাহন দেবাদিদেব মহাদেব জানলেন যে সতীদেবী অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি সতীদেবীকে সুখ প্রদান করবার জন্য অতিশয় সুন্দর প্রসঙ্গাদি আলোচনা করতে লাগলেন। পথে বিবিধ ইতিহাস প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে বিশ্বনাথ কৈলাসে উপনীত হলেন॥ ৩॥ কৈলাসে উপনীত হয়ে দেবাদিদেব শ্রীশংকর নিজ প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করে বটবৃক্ষের নীচে পদ্মাসনে বসলেন। তিনি ধীরে ধীরে নিজ স্বাভাবিক রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন আর অখণ্ড অপার সমাধিতে মগ্ন হয়ে গেলেন॥ ৪॥

দোহা—মহাদেবী সতী কৈলাসেই বাস করতে থাকলেন। মন তাঁর ভারাক্রান্ত ছিল। তাঁর মর্মবেদনা কেউ জানতে পারল না, এক-একটি দিন তাঁর কাছে যুগসম বিস্তৃত মনে হচ্ছিল॥ ৫৮॥

চৌপাই (১—৪)

নিত নব সোচু সতী উর ভারা। কব জৈহউঁ দুখ সাগর পারা॥
মৈঁ জো কীন্হ রঘুপতি অপমানা। পুনি পতিবচনু মৃষা করি জানা॥

সো ফলু মোহি বিধাতাঁ দীন্হা। জো কছু উচিত রহা সোই কীন্হা॥
অব বিধি অস বূঝিঅ নহিঁ তোহী। সঙ্কর বিমুখ জিআবসি মোহী॥

কহি ন জাই কছু হৃদয় গলানী। মন মহুঁ রামহি সুমির সয়ানী॥
জৌঁ প্রভু দীনদয়ালু কহাবা। আরতি হরন বেদ জসু গাবা॥

তৌ মৈঁ বিনয় করউঁ কর জোরী। ছূটউ বেগি দেহ যহ মোরী॥
জৌঁ মোরেঁ সিব চরন সনেহূ। মন ক্রম বচন সত্য ব্রতু এহূ॥

দোহা (৫৯)

তৌ সবদরসী সুনিঅ প্রভু করউ সো বেগি উপাই।
হোই মরনু জেহিঁ বিনহিঁ শ্রম দুসহ বিপত্তি বিহাই॥

চৌপাই (১—৩)

এহি বিধি দুখিত প্রজেসকুমারী। অকথনীয় দারুন দুখু ভারী॥
বীতেঁ সম্বত সহস সতাসী। তজী সমাধি সম্ভু অবিনাসী॥

রাম নাম সিব সুমিরন লাগে। জানেউ সতীঁ জগতপতি জাগে॥
জাই সম্ভু পদ বন্দনু কীন্হা। সনমুখ সঙ্কর আসনু দীন্হা॥

লগে কহন হরি কথা রসালা। দচ্ছ প্রজেস ভএ তেহি কালা॥
দেখা বিধি বিচারি সব লায়ক। দচ্ছহি কীন্হ প্রজাপতি নায়ক॥

বড় অধিকার দচ্ছ জব পাবা। অতি অভিমানু হৃদয়ঁ তব আবা॥
নহিঁ কোউ অস জনমা জগ মাহীঁ। প্রভুতা পাই জাহি মদ নাহীঁ॥

চৌপাই—নিত্যনতুন চিন্তা দেবী সতীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে লাগল। তিনি ভাবতে লাগলেন—কবে এই দুঃখসাগর পার করতে সক্ষম হব ? আমি যে শ্রীরঘুনাথকে অপমান করেছি আর আমার পতিদেবতার কথায় অবিশ্বাস করেছি। তার সমুচিত ফল বিধাতা আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু হে বিধাতা ! শ্রীশংকরবিমুখকে জীবিত রাখা আপনার পক্ষে কি উচিত কার্য হচ্ছে ? ১-২॥ সতীদেবীর তখন প্রবল অন্তর্বেদনা। বুদ্ধিমতী সতীদেবী মনে মনে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে বললেন—আপনি তো দীনশরণরূপে খ্যাত আর বেদে শোকতাপহরণকারীরূপে প্রশংসিত॥ ৩॥ আপনার কাছে আমি করজোড়ে প্রার্থনা করছি—আমার যেন অতি শীঘ্র এই দেহ থেকে মুক্তি লাভ হয়। যদি দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে আমার যথার্থ প্রীতি থাকে আর আমার এই (প্রেমের) ব্রত কায়মনোবাক্যে সত্য হয় (তাহলে যেন অতি শীঘ্র মুক্তি পাই)॥ ৪॥

দোহা—(যদি দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে আমার প্রীতি ও পাতিব্রত্য সত্য হয়) তাহলে যেন হে সর্বদর্শী প্রভু ! আমার প্রার্থনা শুনে এখনই এমন ব্যবস্থা করুন যাতে অনায়াসে আমার দেহত্যাগ হয় আর (পতি পরিত্যাগরূপ) অসহ্য দুঃখ থেকে আমি মুক্তি পাই॥ ৫৯॥

চৌপাই—দক্ষদুহিতার দিনকাল এইরূপ বর্ণনাতীত ভয়ানক দুঃখে কাটতে লাগল। সাতাশি হাজার বৎসর কেটে গেল। তারপর অবিনশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব সমাধিভঙ্গ করলেন॥ ১॥ সমাধি ভঙ্গ করেই দেবাদিদেব মহাদেব রামনাম স্মরণ করলেন। তখন মহাদেবী সতী জানতে পারলেন যে পতিদেবতা জগদীশ্বরের সমাধি ভঙ্গ হয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ গমন করে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে উপবেশন করবার জন্য সম্মুখে আসন দান করলেন॥ ২॥ তখন শ্রীশংকর শ্রীহরির প্রসঙ্গসকল প্রীতি সহকারে বলতে লাগলেন। সেই সময়ে দক্ষ প্রজাপতি পদে আসীন হলেন। ভগবান শ্রীব্রহ্মা দক্ষকে যোগ্য মনে করে তাকে প্রজাপতিদের অগ্রগণ্য করে দিয়েছিলেন॥ ৩॥ পদাধিকার দক্ষকে অহংকারযুক্ত করল। পদমর্যাদা লাভ করে অহংকারযুক্ত হয় না এমন লোক জগতে বিরল॥ ৪॥

দোহা (৬০)

দচ্ছ লিএ মুনি বোলি সব করন লগে বড় জাগ।
নেবতে সাদর সকল সুর জে পাবত মখ ভাগ॥

চৌপাই (১—৪)

কিন্নর নাগ সিদ্ধ গন্ধর্বা। বধুন্হ সমেত চলে সুর সর্বা॥
বিষ্নু বিরঞ্চি মহেসু বিহাঈ। চলে সকল সুর জান বনাঈ॥
সতীঁ বিলোকে ব্যোম বিমানা। জাত চলে সুন্দর বিধি নানা॥
সুর সুন্দরী করহিঁ কল গানা। সুনত শ্রবন ছুটহিঁ মুনি ধ্যানা॥
পূছেউ তব সিবঁ কহেউ বখানী। পিতা জগ্য সুনি কছু হরষানী॥
জৌঁ মহেসু মোহি আয়সু দেহীঁ। কছু দিন জাই রহৌঁ মিস এহীঁ॥
পতি পরিত্যাগ হৃদয়ঁ দুখু ভারী। কহই ন নিজ অপরাধ বিচারী॥
বোলী সতী মনোহর বানী। ভয় সঙ্কোচ প্রেম রস সানী॥

দোহা (৬১)

পিতা ভবন উৎসব পরম জৌঁ প্রভু আয়সু হোই।
তৌ মৈঁ জাউঁ কৃপাযতন সাদর দেখন সোই॥

চৌপাই (১—৩)

কহেহু নীক মোরেহুঁ মন ভাবা। যহ অনুচিত নহিঁ নেবত পঠাবা॥
দচ্ছ সকল নিজ সুতা বোলাঈঁ। হমরেঁ বয়র তুম্হউ বিসরাঈঁ॥
ব্রহ্মসভাঁ হম সন দুখু মানা। তেহি তেঁ অজহুঁ করহিঁ অপমানা॥
জৌঁ বিনু বোলেঁ জাহু ভবানী। রহই ন সীলু সনেহু ন কানী॥
জদপি মিত্র প্রভু পিতু গুর গেহা। জাইঅ বিনু বোলেহুঁ ন সঁদেহা॥
তদপি বিরোধ মান জহঁ কোঈ। তহাঁ গএঁ কল্যানু ন হোঈ॥

দোহা—দক্ষ এইবার সকল মুনিঋষিদের ডেকে বিশাল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। যে দেবতাগণ যজ্ঞভাগের অধিকারী তাঁদের সকলকে সসম্মানে নিমন্ত্রিত করলেন।। ৬০।।

চৌপাই—(দক্ষের আমন্ত্রণে) কিন্নর, নাগ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও দেবতাসকল ভার্যাসমেত যাত্রা করলেন। দেবতাগণ নিজ নিজ বিমান সজ্জিত করে চললেন ; কেবল শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীমহেশ্বর গেলেন না।।১।। মহাদেবী সতী আকাশপথে গমনরত সুরম্য বিমানসকল দেখতে পেলেন। সুন্দরী দেবললনাগণ সুন্দর গীতবাদ্য পরিবেশন করছিলেন যা ধ্যানমগ্ন মুনিদের মনেও বিক্ষেপ আনতে সক্ষম।। ২।। সুন্দর সুসজ্জিত বিমানে দেবতাদের গমনের কারণ মহাদেবী সতী জানতে চাইলেন। মহাদেব তাঁকে সব কথাই বললেন। পিতা যজ্ঞানুষ্ঠান করছেন শুনে মহাদেবী সতী ভাবতে লাগলেন—মহাদেব অনুমতি দিলে এই অছিলায় না হয় কিছুদিন পিত্রালয়ে কাটিয়ে আসি।। ৩।। তাঁর চিত্তে তখন পতি দ্বারা ত্যাগ হয়ে যাওয়ার অতি বড় দুঃখ ছিল কিন্তু নিজের অপরাধ হেতু তিনি কিছু বলতেও পারছিলেন না। অবশেষে ভয়, সংকোচ ও প্রেম মিশ্রিত কণ্ঠে সুমধুর বাক্যে তিনি অনুরোধ করলেন।। ৪।।

দোহা—(দেবী সতী বললেন—) হে প্রভু ! পিত্রালয়ে বিশাল উৎসব হচ্ছে। অনুমতি হলে, হে কৃপাময় ! আমি তাতে যোগ দিতে যাই।। ৬১।।

চৌপাই—মহাদেব শ্রীশংকর উত্তর দিলেন—কথাটা তুমি মন্দ বলনি। তা আমারও মনের মতন হয়েছে। তবে তিনি তো আমন্ত্রণ জানাননি, কাজটা অবশ্যই ভালো করেননি। দক্ষ তাঁর অন্যান্য কন্যাদের নিমন্ত্রণ করেছেন ; কিন্তু আমার উপর অপ্রসন্ন বলে তোমাকে ডাকেননি।। ১।। একবার শ্রীব্রহ্মার সভায় তিনি আমার উপর অপ্রসন্ন হয়েছিলেন তাই এখনও তিনি আমাকে অসম্মান করে যাচ্ছেন। হে ভবানী ! নিমন্ত্রণ না পেয়ে সেইখানে গেলে সদাচার ও স্নেহ পাবে না আর মান-মর্যাদাও লঙ্ঘিত হবে।। ২।। যদিও এ কথাও ঠিক যে মিত্র, প্রভু, পিতা ও গুরু গৃহে গমনের জন্য আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ প্রয়োজন হয় না তবুও যেখানে বৈরীভাবাপন্ন মনোভাব বর্তমান সেখানে বিনা আমন্ত্রণে গেলে তার পরিণাম ভালো হয় না।। ৩।।

চৌপাই (৪)

ভাঁতি অনেক সম্ভু সমুঝাবা। ভাবী বস ন গ্যানু উর আবা।।
কহ প্রভু জাহু জো বিনহিঁ বোলাএঁ। নহিঁ ভলি বাত হমারে ভাএঁ।।

দোহা (৬২)

কহি দেখা হর জতন বহু রহই ন দচ্ছকুমারি।
দিএ মুখ্য গন সঙ্গ তব বিদা কীন্হ ত্রিপুরারি।।

চৌপাই (১—৪)

পিতা ভবন জব গঈঁ ভবানী। দচ্ছ ত্রাস কাহুঁ ন সনমানী।।
সাদর ভলেহিঁ মিলী এক মাতা। ভগিনীঁ মিলীঁ বহুত মুসুকাতা।।
দচ্ছ ন কছু পূছী কুসলাতা। সতিহি বিলোকি জরে সব গাতা।।
সতীঁ জাই দেখেউ তব জাগা। কতহুঁ ন দীখ সম্ভু কর ভাগা।।
তব চিত চঢ়েউ জো সঙ্কর কহেউ। প্রভু অপমানু সমুঝি উর দহেউ।।
পাছিল দুখু ন হৃদয়ঁ অস ব্যাপা। জস যহ ভয়উ মহা পরিতাপা।।
জদ্যপি জগ দারুন দুখ নানা। সব তেঁ কঠিন জাতি অবমানা।।
সমুঝি সো সতিহি ভয়উ অতি ক্রোধা। বহু বিধি জননীঁ কীন্হ প্রবোধা।।

দোহা (৬৩)

সিব অপমানু ন জাই সহি হৃদয়ঁ ন হোই প্রবোধ।
সকল সভহি হঠি হটকি তব বোলীঁ বচন সক্রোধ।।

চৌপাই (১—২)

সুনহু সভাসদ সকল মুনিন্দা। কহী সুনী জিন্হ সঙ্কর নিন্দা।।
সো ফলু তুরত লহব সব কাহূঁ। ভলী ভাঁতি পছিতাব পিতাহূঁ।।
সন্ত সম্ভু শ্রীপতি অপবাদা। সুনিঅ জহাঁ তহঁ অসি মরজাদা।।
কাটিঅ তাসু জীভ জো বসাঈ। শ্রবন মূদি ন ত চলিঅ পরাঈ।।

মহাদেব নানাভাবে সতীকে বোঝালেন কিন্তু নিয়তির পরিহাসে দেবী সতীর কাছে তা গ্রহণীয় হল না। তখন মহাদেব তাঁকে স্পষ্ট করে বললেন—বিনা আমন্ত্রণ গেলে আমার মতে ফল ভালো হবে না॥ ৪॥

দোহা—ত্রিপুরারি শ্রীশংকর বহুভাবে বুঝিয়েও যখন দেবী সতীকে পিত্রালয়ে গমন থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না তখন তিনি অনুমতি প্রদান করে সঙ্গে কয়েকজন মুখ্য অনুচর (গণদের) দিয়ে যাত্রা করিয়ে দিলেন॥ ৬২॥

চৌপাই—পিত্রালয়ে দেবী ভবানী উপনীত হলেন কিন্তু পিতা দক্ষের ভয়ে কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল না। একমাত্র মাতা তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করলেন। ভগিনীসকল বক্রহেসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হল॥ ১॥ কন্যাকে আসতে দেখে পিতা দক্ষ কুশল জিজ্ঞাসাও করলেন না উলটে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে উঠল। দেবী সতী যজ্ঞস্থলে গিয়ে দেখলেন যে মহাদেবকে যজ্ঞভাগ দেওয়ার ব্যবস্থাও নেই॥ ২॥ তখন তাঁর মহাদেবের কথাগুলি মনে পড়ে গেল। পতির অসম্মান জ্বালায় দেবী ভবানীর অন্তর দগ্ধ হতে লাগল। সে বেদনা পতি কর্তৃক পরিত্যাগের বেদনা থেকে অনেক তীব্র ছিল॥ ৩॥ যদিও জগতে বহুবিধ ভয়ানক দুঃখ বর্তমান আছে তবুও জাতিগত অবমাননা তার মধ্যে সব থেকে বেশি কষ্টকর হয়ে থাকে। এইবার দেবী সতী ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। জননী তাঁকে প্রবোধ দান করে শান্ত করতে প্রয়াসী হলেন॥ ৪॥

দোহা— কিন্তু মহাদেবের অপমান তাঁর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হল না। কোনো প্রবোধ বাক্যই তাঁকে শান্ত করতে পারল না। তিনি যজ্ঞসভার উদ্দেশে তিরস্কার জ্ঞাপন করে সক্রোধে সতর্ক বার্তা ঘোষণা করলেন॥ ৬৩॥

চৌপাই—(তিনি বললেন—) হে সভাসদ ও মুনিসকল ! আমার কথা শুনে রাখুন। যাঁরা মহাদেবের নিন্দা করছেন অথবা তা শুনছেন অনতিবিলম্বেই তাঁরা এর সমুচিত শাস্তি পাবেন আর আমার পিতা তাঁর অপকর্মের জন্য অচিরকালেই অনুশোচনা করবেন॥ ১॥ সাধুসন্ত, মহাদেব ও লক্ষ্মীপতি নারায়ণের যে স্থানে নিন্দা হয়, উত্তম মর্যাদাশালী ব্যক্তি সেখানে কখনও চুপচাপ বসে থাকেন না। সম্ভব হলে তাঁরা তার (নিন্দুকের) জিহ্বা কেটে নেন অথবা কানে আঙুল দিয়ে সরে যান॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

জগদাতমা মহেসু পুরারী। জগত জনক সব কে হিতকারী॥
পিতা মন্দমতি নিন্দত তেহী। দচ্ছ সুক্র সম্ভব যহ দেহী॥
তজিহউঁ তুরত দেহ তেহি হেতূ। উর ধরি চন্দ্রমৌলি বৃষকেতূ॥
অস কহি জোগ অগিনি তনু জারা। ভয়উ সকল মখ হাহাকারা॥

দোহা (৬৪)

সতী মরনু সুনি সম্ভু গন লগে করন মখ খীস।
জগ্য বিধ্বংস বিলোকি মৃগু রচ্ছা কীন্হি মুনীস॥

চৌপাই (১—৪)

সমাচার সব সঙ্কর পাএ। বীরভদ্রু করি কোপ পঠাএ॥
জগ্য বিধ্বংস জাই তিন্হ কীন্হা। সকল সুরন্হ বিধিবত ফলু দীন্হা॥
ভৈঁ জগবিদিত দচ্ছ গতি সোঈ। জসি কছু সম্ভু বিমুখ কৈ হোঈ॥
যহ ইতিহাস সকল জগ জানী। তাতে মৈঁ সংক্ষেপ বখানী॥
সতীঁ মরত হরি সন বরু মাগা। জনম জনম সিব পদ অনুরাগা॥
তেহি কারন হিমগিরি গৃহ জাঈ। জনমীঁ পারবতী তনু পাঈ॥
জব তেঁ উমা সৈল গৃহ জাঈ। সকল সিদ্ধি সম্পতি তহঁ ছাঈ॥
জহঁ তহঁ মুনিন্হ সুআশ্রম কীন্হে। উচিত বাস হিম ভূধর দীন্হে॥

দোহা (৬৫)

সদা সুমন ফল সহিত সব দ্রুম নব নানা জাতি।
প্রগটী সুন্দর সৈল পর মনি আকর বহু ভাঁতি॥

চৌপাই (১)

সরিতা সব পুনীত জলু বহহীঁ। খগ মৃগ মধুপ সুখী সব রহহীঁ॥
সহজ বয়রু সব জীবন্হ ত্যাগা। গিরি পর সকল করহিঁ অনুরাগা॥

ত্রিপুরারি (ত্রিপুর নামক দৈত্যের হননকারী) ভগবান মহেশ্বর জগদাত্মা স্বয়ং ; তিনি জগৎপিতা ও সর্বকল্যাণের মূল। আমার পিতা মতিচ্ছন্ন হয়ে তাঁর বিরোধিতায় যুক্ত ; আর আমার (পরম দুর্ভাগ্য যে) এই তনু তাঁর বীর্যসম্ভূত॥ ৩॥ তাই চন্দ্রমৌলি বৃষধ্বজ ভগবান শ্রীশংকরকে অন্তরে ধারণ করে আমি আমার এই (নিন্দিত) দেহ ত্যাগ করব। এইরূপ বলেই মহাদেবী সতী যোগাগ্নি প্রকট করে নিজ তনু ভস্মসাৎ করে দিলেন। হাহাকার শব্দে যজ্ঞস্থল ভরে গেল॥ ৪॥

দোহা—মহাদেবী সতীর দেহত্যাগ সংবাদ মহাদেবের অনুচরগণকে কুপিত করল। তারা যজ্ঞ পণ্ড করতে উদ্যত হল। মহামুনি ভৃগু কোনো রকমে যজ্ঞ রক্ষা করলেন॥ ৬৪॥

চৌপাই— সকল সংবাদ দেবাদিদেব শ্রীশংকরের কানে যেতেই তিনি কুপিত হয়ে বীরভদ্রকে যজ্ঞশালায় প্রেরণ করলেন। বীরভদ্রের উপস্থিতিতে যজ্ঞ তছনছ হল আর দেবতাগণ যথোচিত ফল (দণ্ড) পেলেন॥ ১॥ শিবদ্রোহীদের যা গতি সচরাচর হয়ে থাকে যক্ষেরও সেই গতি (শাস্তি) হল। এই ইতিহাস সর্বজনবিদিত, তাই তা সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম॥ ২॥ সতীদেবী মৃত্যুকালে ভগবান শ্রীহরিকে স্মরণ করে বর চেয়েছিলেন যে তাঁর যেন জন্মজন্মান্তরে ভগবান শ্রীশংকরের পাদপদ্মে অনুরাগ অক্ষুণ্ণ থাকে। তাই তাঁর হিমাচলের গৃহে দেবী পার্বতী রূপে আবির্ভাব হল॥ ৩॥ উমাদেবীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হিমাচলের গৃহে সিদ্ধি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে লাগল। মুনিঋষিগণ স্বচ্ছ সুন্দর আশ্রম তৈরি করে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। হিমাচল সকলের জন্যই উপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন॥ ৪॥

দোহা—সেই অনুপম সুন্দর পর্বতমালায় বিভিন্ন ধরনের নবীন বৃক্ষরাজিতে পুষ্প ও ফলের সম্ভার দেখা গেল আর স্থানে স্থানে বহু মণিমুক্তোর খনির সন্ধান পাওয়া গেল॥ ৬৫॥

চৌপাই—নদীসমূহে পবিত্র জল প্রবাহিত হতে লাগল আর পশুপক্ষী ভ্রমরসকলেই সুখী হল। জীবসকল নিজ স্বাভাবিক শত্রুতা ভুলে পর্বত রাজ্যে প্রীতি সহকারে বসবাস করতে লাগল॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

সোহ সৈল গিরিজা গৃহ আএঁ। জিমি জনু রামভগতি কে পাএঁ।।
নিত নূতন মঙ্গল গৃহ তাসূ। ব্রহ্মাদিক গাবহিঁ জসু জাসূ।।
নারদ সমাচার সব পাএ। কৌতুকহীঁ গিরি গেহ সিধাএ।।
সৈলরাজ বড় আদর কীন্হা। পদ পখারি বর আসনু দীন্হা।।
নারি সহিত মুনি পদ সিরু নাবা। চরন সলিল সবু ভবনু সিঞ্চাবা।।
নিজ সৌভাগ্য বহুত গিরি বরন। সুতা বোলি মেলী মুনি চরনা।।

দোহা (৬৬)

ত্রিকালগ্য সর্বগ্য তুম্হ গতি সর্বত্র তুম্হারি।
কহহু সুতা কে দোষ গুন মুনিবর হৃদয়ঁ বিচারি।।

চৌপাই (১—৪)

কহ মুনি বিহসি গূঢ় মৃদু বানী। সুতরাং তুম্হারি সকল গুন খানী।।
সুন্দর সহজ সুসীল সয়ানী। নাম উমা অম্বিকা ভবানী।।
সব লচ্ছন সম্পন্ন কুমারী। হোইহি সন্তত পিয়হি পিআরী।।
সদা অচল এহি কর অহিবাতা। এহি তেঁ জসু পৈহহিঁ পিতু মাতা।।
হোইহি পূজ্য সকল জগ মাহীঁ। এহি সেবত কছু দুর্লভ নাহীঁ।।
এহি কর নামু সুমিরি সংসারা। ত্রিয় চঢ়িহহিঁ পতিব্রত অসিধারা।।
সৈল সুলচ্ছন সুতা তুম্হারী। সুনহু জে অব অবগুন দুই চারী।।
অগুন অমান মাতু পিতু হীনা। উদাসীন সব সংসয় ছীনা।।

দোহা (৬৭)

জোগী জটিল অকাম মন নগন অমঙ্গল বেষ।
অস স্বামী এহি কহঁ মিলিহি পরী হস্ত অসি রেখ।।

চৌপাই (১)

সুনি মুনি গিরা সত্য জিয়ঁ জানী। দুখ দম্পতিহি উমা হরষানী।।
নারদহূঁ যহ ভেদু ন জানা। দসা এক সমুঝব বিলগানা।।

দেবী পার্বতীর আগমনে পর্বত অনুপম সুন্দর হয়ে গেল যেমন রামভক্তি লাভ করে ভক্তের হয়ে থাকে। সেই পর্বতরাজের আবাসে নিত্যনতুন মঙ্গলোৎসব হতে লাগল যা ভগবান ব্রহ্মারও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করল॥ ২॥ দেবর্ষি নারদ যখন এই সকল কথা শুনলেন তখন তিনি কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য হিমাচল আবাসে পদার্পণ করলেন। পর্বতরাজ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা করে চরণ প্রক্ষালন করলেন ও উত্তম আসন দান করলেন॥ ৩॥ সস্ত্রীক গিরিরাজ হিমাচল দেবর্ষি নারদকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন আর দেবর্ষির পাদোদক সিঞ্চন করে ভবনসকল পবিত্র করলেন। হিমাচল নিজ পরম সৌভাগ্যের কথা বলে কন্যাকে ডেকে দেবর্ষিকে প্রণাম করালেন॥ ৪॥

দোহা—(অতঃপর হিমাচল বললেন—) হে মুনিবর ! আপনি ত্রিকালজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ। আপনার অগম্য কিছুই নেই। অতএব এই কন্যার ভাগ্য বিচার করে দোষগুণসকল আমাকে বলুন॥ ৬৬॥

চৌপাই—দেবর্ষি নারদ হেসে রহস্যময় সুকোমল ছন্দে বললেন—সর্ব-গুণাকর তোমার কন্যা। সহজ সুন্দর, সদাচারযুক্ত ও বুদ্ধিমতী ; এ উমা, অম্বিকা ও ভবানী নামে খ্যাত॥ ১॥ কন্যা সর্ব সুলক্ষণা, পতিপ্রিয়া, চিরসীমন্তিনী। কন্যা জনক-জননীকে যশস্বী করবে॥ ২॥ কন্যা সমগ্র জগতে পরম পূজ্য হবে আর তার সেবাকারী ভক্তের কিছুই অপ্রাপ্য থাকবে না। জগতে রমণীকুল এই কন্যার নাম স্মরণ করে সুকঠিন পাতিব্রত্য ধর্ম সহজেই পালন করতে সক্ষম হবে॥ ৩॥ হে গিরিরাজ ! সুলক্ষণা কন্যা তোমার। এর ভাগ্যে কয়েকটি দোষও আছে দেখছি। তাও শুনে রাখ। এর পতি গুণহীন, মানহীন, পিতৃমাতৃহীন, উদাসীন ও শীলহীন (বেপরোয়া) হবে॥ ৪॥

দোহা—এই কন্যার (নির্গুণ, মানহীন, পিতৃমাতৃহীন, উদাসীন, শীলহীন) যোগী জটাধারী, নিষ্কামচিত্ত, নগ্ন ও অমঙ্গলবাসন পতি লাভ এই কন্যার হবে। ভাগ্যরেখা এইরকমই বলছে॥ ৬৭॥

চৌপাই—দেবর্ষি নারদের কথা শ্রবণ করে ও তাকে মনে প্রাণে সত্য জেনে হিমাচল ও মেনকা দুঃখিত হয়ে গেলেন কিন্তু পার্বতীকে তা প্রসন্ন করল। দেবর্ষি নারদও এই রহস্য জানতে পারলেন না কারণ সকলের বহিরাচরণ সমরূপ থাকলেও অন্তরের উপলব্ধিতে পার্থক্য অবশ্যই ছিল॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

সকল সখীঁ গিরিজা গিরি মৈনা। পুলক সরীর ভরে জল নৈনা॥
হোই ন মৃষা দেবরিষি ভাষা। উমা সো বচনু হৃদয়ঁ ধরি রাখা॥
উপজেউ সিব পদ কমল সনেহূ। মিলন কঠিন মন ভা সন্দেহূ॥
জানি কুঅবসরু প্রীতি দুরাঈ। সখী উছঁগ বৈঠী পুনি জাঈ॥
ঝূঠি ন হোই দেবরিষি বানী। সোচহিঁ দম্পতি সখীঁ সয়ানী॥
উর ধরি ধীর কহই গিরিরাউ। কহহু নাথ কা করিঅ উপাউ॥

দোহা (৬৮)

কহ মুনীস হিমবন্ত সুনু জো বিধি লিখা লিলার।
দেব দনুজ নর নাগ মুনি কোউ ন মেটনিহার॥

চৌপাই (১—৪)

তদপি এক মৈঁ কহউঁ উপাঈ। হোই করৈ জৌঁ দৈউ সহাঈ॥
জস বরু মৈঁ বরনেউঁ তুম্হ পাহীঁ। মিলিহি উমহি তস সংসয় নাহীঁ॥
জে জে বর কে দোষ বখানে। তে সব সিব পহিঁ মৈঁ অনুমানে॥
জৌঁ বিবাহু সংকর সন হোঈ। দোষউ গুন সম কহ সবু কোঈ॥
জৌঁ অহি সেজ সয়ন হরি করহীঁ। বুধ কছু তিন্হ কর দোষু ন ধরহীঁ॥
ভানু কৃসানু সর্ব রস খাহীঁ। তিন্হ কহঁ মন্দ কহত কোউ নাহীঁ॥
সুভ অরু অসুভ সলিল সব বহ। সুরসরি কোউ অপুনীত ন কহঈ॥
সমরথ কহুঁ নহিঁ দোষু গোসাঈঁ। রবি পাবক সুরসরি কী নাঈঁ॥

দোহা (৬৯)

জৌঁ অস হিসিষা করহিঁ নর জড় বিবেক অভিমান।
পরহিঁ কলপ ভরি নরক মহুঁ জীব কি ঈস সমান॥

চৌপাই (১)

সুরসরি জল কৃত বারুনি জানা। কবহুঁ ন সন্ত করহিঁ তেহি পানা॥
সুরসরি মিলেঁ সো পাবন জৈসেঁ। ঈস অনীসহি অন্তরু তৈসেঁ॥

দেবর্ষি নারদের কথা শ্রবণ করে সখীসকল সহিত পার্বতী, গিরিরাজ হিমাচল ও মাতা মেনকা অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি লাভ করলেন ; তাঁদের নয়ন অশ্রুসজল হয়ে উঠল। দেবর্ষি নারদের কথা মিথ্যা হতে পারে না এই ধারণা পার্বতীর অন্তরে সুদৃঢ় হয়ে রইল॥ ২॥ তাঁর অন্তরে দেবাদিদেব মহাদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রীতি গভীর হল কিন্তু মনে একটি প্রশ্ন জেগে রইল যে তাঁকে লাভ করা অতিশয় কঠিন কার্য হবে ! সময় অনুকূল নয় জেনে পার্বতী তাঁর প্রীতি গোপন করে সখীর ক্রোড়ে গিয়ে বসলেন॥ ৩॥ দেবর্ষি নারদের কথা মিথ্যা হওয়ার নয় জেনে হিমাচল, মেনকা ও সকল বুদ্ধিমতী সখীগণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অতঃপর অন্তরে ধৈর্য ধারণ করে গিরিরাজ বললেন—হে নাথ ! বলুন, আমাদের এখন কী করণীয় ? ৪॥

দোহা—দেবর্ষি নারদ বললেন—হে গিরিরাজ ! শোনো। বিধাতার ললাট লিখন পরিবর্তন করবার ক্ষমতা দেবতা, দানব, নাগ, মানব ও মুনি—কারও নেই॥ ৬৮॥

চৌপাই—তবুও একটা উপায় আছে। দৈব সাহায্য থাকলে তা লাভ করা সম্ভব। উমার পতি নিঃসন্দেহে তেমনই হবে যেমন আমি তোমাদের বলেছি। কিন্তু আমার বিবেচনায় পতির কথিত দোষসকল ভগবান শ্রীশংকরের মধ্যে বিদ্যমান। মহাদেবের সঙ্গে উমার বিবাহ হলে সকলের চোখে দোষ-সকল গুণ হয়ে দেখা দেবে॥ ১-২॥ ভগবান শ্রীবিষ্ণু অনন্তনাগ শয্যায় শয়ন করেন কিন্তু বিজ্ঞব্যক্তি তাতে কোনো দোষ দেখেন না। সূর্য ও অগ্নিদেব ভালোমন্দ সকল রসই শোষণ করে থাকেন, কেউ তাঁদের নিন্দা করেন না॥ ৩॥ পূতোদকা গঙ্গায় শুভাশুভ জল প্রবাহিত হয় তাতে গঙ্গা অপবিত্র হয়ে যায় না। সূর্য, অগ্নি ও গঙ্গাসম সমর্থদের দোষ স্পর্শ করতে পারে না॥ ৪॥

দোহা—কিন্তু যদি নির্বোধ মানব জ্ঞান অহংকারে মত্ত হয়ে এইরূপ ব্যবহার করে তবে তার কল্পকাল নরকবাস হয়ে থাকে। কখনও জীব কী ঈশ্বরের সমান (সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা) হতে পারে ? ৬৯॥

চৌপাই—গঙ্গাজল দিয়ে প্রস্তুত করা সুরাও সাধুসন্তগণ স্পর্শ করেন না। কিন্তু সেই সুরা গঙ্গাজলে মিশ্রিত হয়ে গেলে তা পবিত্র হয়ে যায়। এই পার্থক্যই

চৌপাই (২—৪)

সম্ভু সহজ সমরথ ভগবানা। এহি বিবাহঁ সব বিধি কল্যানা॥
দুরারাধ্য পৈ অহহিঁ মহেসূ। আসুতোষ পুনি কিএঁ কলেসূ॥

জৌঁ তপু করৈ কুমারি তুম্হারী। ভাবিউ মেটি সকহিঁ ত্রিপুরারী॥
জদ্যপি বর অনেক জগ মাহীঁ। এহি কহঁ সিব তজি দূসর নাহীঁ॥

বর দায়ক প্রনতারতি ভঞ্জন। কৃপাসিন্ধু সেবক মন রঞ্জন॥
ইচ্ছিত ফল বিনু সিব অবরাধেঁ। লহিঅ ন কোটি জোগ জপ সাধেঁ॥

দোহা (৭০)

অস কহি নারদ সুমিরি হরি গিরিজহি দীন্হি অসীস।
হোইহি যহ কল্যান অব সংসয় তজহু গিরীস॥

চৌপাই (১—৪)

কহি অস ব্রহ্মভবন মুনি গয়উ। আগিল চরিত সুনহু জস ভয়উ॥
পতিহি একান্ত পাই কহ মৈনা। নাথ ন মৈঁ সমুঝে মুনি বৈনা॥

জৌঁ ঘরু বরু কুলু হোই অনূপা। করিঅ বিবাহু সুতা অনুরূপা॥
ন ত কন্যা বরু রহউ কুআরী। কন্ত উমা মম প্রানপিআরী॥

জৌঁ ন মিলিহি বরু গিরিজহি জোগূ। গিরি জড় সহজ কহিহি সবু লোগূ॥
সোই বিচারি পতি করেহু বিবাহূ। জেহিঁ ন বহোরি হোই উর দাহূ॥

অস কহি পরী চরন ধরি সীসা। বোলে সহিত সনেহ গিরীসা॥
বরু পাবক প্রগটৈ সসি মাহীঁ। নারদ বচনু অন্যথা নাহীঁ॥

দোহা (৭১)

প্রিয়া সোচু পরিহরহু সবু সুমিরহু শ্রীভগবান।
পারবতিহি নিরময়উ জেহিঁ সোই করিহি কল্যান॥

ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে বর্তমান॥ ১॥ দেবাদিদেব মহাদেব সর্বসমর্থ শ্রীভগবান স্বয়ং। তাই এই বিবাহে সর্বতোভাবে কল্যাণই হবে। তাঁকে আরাধনা করা অবশ্য সহজ নয় কিন্তু তিনি তপস্যায় অনায়াসেই তুষ্ট হন॥ ২॥ যদি আপনার কন্যা তপস্যায় যুক্ত হয় তাহলে ত্রিপুরারি মহাদেব ভবিতব্যকেও খণ্ডন করতে পারেন। বিশ্বচরাচরে পাত্রের অভাব নেই কিন্তু আপনার কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেব ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না॥ ৩॥ ভগবান শ্রীশংকর বরদাতা, শরণাগতবৎসল, কৃপাসিন্ধু ও সেবক মনোরঞ্জনকারী। তাঁর আরাধনা ছাড়া কোটি যোগ ও জপেও বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় না॥ ৪॥

দোহা—এমন কথা বলে দেবর্ষি নারদ শ্রীভগবানকে স্মরণ করে কন্যা পার্বতীকে আশীর্বাদ দিলেন। (অতঃপর তিনি বললেন—) হে গিরিরাজ ! সংশয় ত্যাগ করো। এতে কন্যার কল্যাণই হবে ॥ ৭০॥

চৌপাই—এইরূপ বলে দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মলোক উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। অতঃপর কী হল শুনে যাও। পতিদেবতাকে একলা পেয়ে মাতা মেনকা বললেন—হে নাথ ! দেবর্ষি নারদের কথা আমি ঠিক করে বুঝতে পারলাম না॥ ১॥ আমার কন্যার বিবাহ অনুকূল ঘর, বর ও কুলে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তা যদি পাওয়া না যায় তাহলে কন্যা বরং কুমারীই থাক (অনুপযুক্ত পাত্রের হাতে কন্যাদান আমি করতে চাই না) কারণ হে প্রভু ! পার্বতী যে আমার প্রাণসম প্রিয়॥ ২॥ উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ না হলে লোকে বলবে যে গিরি (পর্বত) তো স্বভাবতই জড়বুদ্ধি (মূর্খ)। হে প্রভু ! এই কথা বিচার করেই বিবাহ স্থির করবেন যাতে পরে আক্ষেপ না করতে হয়॥ ৩॥ এই কথা বলে মেনকা পতির চরণে মস্তক রাখলেন। তখন হিমাচল তাঁকে বললেন—চন্দ্রে যদি বা অগ্নি উদ্‌গিরণ হয় কিন্তু দেবর্ষি নারদের ভবিষ্যদ্বাণী কখনও মিথ্যা হতে পারে না ॥ ৪॥

দোহা—হে প্রিয়তমা ! সব চিন্তা ত্যাগ করে শ্রীভগবানের শরণাগত হও। যিনি পার্বতীকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই তার মঙ্গল করবেন॥ ৭১॥

চৌপাই (১—৪)

অব জৌঁ তুম্হহি সুতা পর নেহূ। তৌ অস জাই সিখাবনু দেহূ॥
করৈ সো তপু জেহিঁ মিলহিঁ মহেসূ। আন উপায়ঁ ন মিটিহি কলেসূ॥
নারদ বচন সগর্ভ সহেতূ। সুন্দর সব গুন নিধি বৃষকেতূ॥
অস বিচারি তুম্হ তজহু অসঙ্কা। সবহি ভাঁতি সংকরু অকলঙ্কা॥
সুনি পতি বচন হরষি মন মাহীঁ। গঈ তুরত উঠি গিরিজা পাহীঁ॥
উমহি বিলোকি নয়ন ভরে বারী। সহিত সনেহ গোদ বৈঠারী॥
বারহিঁ বার লেতি উর লাঈ। গদগদ কণ্ঠ ন কছু কহি জাঈ॥
জগত মাতু সর্বগ্য ভবানী। মাতু সুখদ বোলীঁ মৃদু বানী॥

দোহা (৭২)

সুনহি মাতু মৈঁ দীখ অস সপন সুনাবউঁ তোহি।
সুন্দর গৌর সুবিপ্রবর অস উপদেসেউ মোহি॥

চৌপাই (১—৪)

করহি জাই তপু সৈলকুমারী। নারদ কহা সো সত্য বিচারী॥
মাতু পিতহি পুনি যহ মত ভাবা। তপু সুখপ্রদ দুখ দোষ নসাবা॥
তপবল রচই প্রপঞ্চু বিধাতা। তপবল বিষ্নু সকল জগ ত্রাতা॥
তপবল সম্ভু করহিঁ সঙ্ঘারা। তপবল সেষু ধরই মহিভারা॥
তপ অধার সব সৃষ্টি ভবানী। করহি জাই তপু অস জিয়ঁ জানী॥
সুনত বচন বিসমিত মহতারী। সপন সুনায়উ গিরিহি হঁকারী॥
মাতু পিতহি বহুবিধি সমুঝাঈ। চলীঁ উমা তপ হিত হরষাঈ॥
প্রিয় পরিবার পিতা অরু মাতা। ভএ বিকল মুখ আব ন বাতা॥

চৌপাই—যদি তোমার কন্যার প্রতি যথার্থ ভালোবাসা থাকে তাহলে তুমি তাকে এমন শিক্ষা দেবে যাতে সে তপস্যা করে মহাদেবকে লাভ করে। ক্লেশ নিবারণের অন্য কোনো উপায় তো আমি দেখি না॥ ১॥ দেবর্ষি নারদের উপদেশ, অনুপম তাৎপর্যপূর্ণ ও রহস্যময় আর দেবাদিদেব শ্রীশংকর সর্বগুণসম্পন্ন। মনকে এই কথা বুঝিয়ে তুমি (মিথ্যা) সন্দেহ ত্যাগ করো। শ্রীশংকর পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক॥ ২॥ পতিদেবতার কথা মেনকাকে সন্তুষ্ট করল। তিনি প্রসন্ন চিত্তে তৎক্ষণাৎ উঠে কন্যা পার্বতীর কাছে গমন করলেন। পার্বতীকে দেখে তাঁর নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। তাকে সস্নেহে তিনি অঙ্কে ধারণ করলেন॥ ৩॥ মেনকা কন্যাকে বারে বারে বুকে জড়িয়ে ধরছিলেন। অনুরাগ এত প্রবল ছিল যে তাঁর দু চোখে অশ্রুতে ভরে গিয়েছিল। জগজ্জননী দেবী ভবানী তো সর্বজ্ঞ। (মাতার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে) তাঁকে শান্ত করবার জন্য তিনি সুমধুর কণ্ঠে বললেন॥ ৪॥

দোহা—(পার্বতী বললেন—) মা আমার! শোনো। আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি যে একজন দিব্যকান্তি গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণপ্রবর আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন॥ ৭২॥

চৌপাই—(সেই ব্রাহ্মণ আমাকে বললেন—) হে পার্বতী! দেবর্ষি নারদের কথা অভ্রান্ত জেনে তুমি তপস্যা করো। আর কথাটা তো তোমার মা-বাবাও মেনে নিয়েছেন। তপস্যা সুখপ্রদায়ক ও দুঃখদোষ বিনাশক হয়॥ ১॥ তপোবলের অসীম ক্ষমতা। শ্রীব্রহ্মার সৃষ্টি, শ্রীবিষ্ণুর জগৎ প্রতিপালন ও শ্রীশম্ভুর (রুদ্ররূপে) সংহার সবই তপোবলের জন্য। তপোবলেই শেষনাগের মস্তকে জগতের ভার বহন॥ ২॥ হে ভবানী! সমগ্র সৃষ্টিই তপস্যার ফল। এই কথা সুস্পষ্ট ভাবে জেনে তুমি তপস্যা করতে শুরু করো। স্বপ্নবৃত্তান্ত জননীকে আশ্চর্যান্বিত করল। তিনি তা হিমাচলকে ডেকে বললেন॥ ৩॥ জনক-জননীকে নানাভাবে আশ্বস্ত করে অতিশয় প্রসন্নচিত্তে দেবী পার্বতী তপস্যা করতে গেলেন। ঘটনা তাঁর আত্মীয়স্বজন ও মা-বাবাকে ব্যাকুল করে তুলল। কেউ কথা বলতে সক্ষম হলেন না॥ ৪॥

দোহা (৭৩)

বেদসিরা মুনি আই তব সবহি কহা সমুঝাই।
পারবতী মহিমা সুনত রহে প্রবোধহি পাই॥

চৌপাই (১—৪)

উর ধরি উমা প্রানপতি চরনা। জাই বিপিন লাগীঁ তপু করনা॥
অতি সুকুমার ন তনু তপ জোগূ। পতি পদ সুমিরি তজেউ সবু ভোগূ॥

নিত নব চরন উপজ অনুরাগা। বিসরী দেহ তপহিঁ মনু লাগা॥
সংবত সহস মূল ফল খাএ। সাগু খাই সত বরষ গবাঁএ॥

কছু দিন ভোজনু বারি বতাসা। কিএ কঠিন কছু দিন উপবাসা॥
বেল পাতী মহি পরই সুখাঈ। তীনি সহস সম্বত সোই খাঈ॥

পুনি পরিহরে সুখানেউ পরনা। উমহি নামু তব ভয়উ অপরনা॥
দেখি উমহি তপ খীন সরীরা। ব্রহ্মগিরা ভৈ গগন গভীরা॥

দোহা (৭৪)

ভয়উ মনোরথ সুফল তব সুনু গিরিরাজকুমারি।
পরিহরু দুসহ কলেস সব অব মিলিহহিঁ ত্রিপুরারি॥

চৌপাই (১—৩)

অস তপু কাহুঁ ন কীন্হ ভবানী। ভএ অনেক ধীর মুনি গ্যানী॥
অব উর ধরহু ব্রহ্ম বর বানী। সত্য সদা সন্তত সুচি জানী॥

আবৈ পিতা বোলাবন জবহীঁ। হঠ পরিহরি ঘর জাএহু তবহী॥
মিলহি তুম্হহি জব সপ্ত রিষীসা। জানেহু তব প্রমান বাগীসা॥

সুনত গিরা বিধি গগন বখানী। পুলক গাত গিরিজা হরষানী॥
উমা চরিত সুন্দর মৈঁ গাবা। সুনহু সম্ভু কর চরিত সুহাবা॥

দোহা — *তখন বেদশিরা মুনি এসে সকলকে শান্ত করলেন। দেবী পার্বতীর মহিমা শ্রবণ করে সকলে প্রবোধ লাভ করলেন ॥ ৭৩॥*

চৌপাই — প্রাণেশ্বরের (শ্রীশংকরের) শ্রীচরণ চিত্তে ধারণ করে দেবী পার্বতী অরণ্যে গমন করে তপস্যা শুরু করলেন। অতিশয় সুকুমার তনু দেবী পার্বতীর শরীর তপস্যার যোগ্য ছিল না তবুও পতির শ্রীচরণ স্মরণ করে দেবী সকল ভোগ বিলাসই ত্যাগ করলেন॥ ১॥ শ্রীপ্রভুর চরণে তাঁর অনুরাগ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল। তপস্যাকালে তাঁর দেহবোধ চলে গিয়েছিল। সতীদেবী সহস্র বর্ষ ফলমূল ও শতবর্ষ শাক ধারণ করে অতিবাহিত করলেন॥ ২॥ কিছু দিন জল পান ও বায়ু সেবন করে তারপর তিনি কঠোর উপবাস করতে লাগলেন। যে বিল্বপত্রসকল বিশুষ্ক হয়ে বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়ত তাই ধারণ করে তাঁর তিন সহস্র বৎসর কেটে গেল॥ ৩॥ অতঃপর তিনি বিশুষ্ক পর্ণও গ্রহণ করা বন্ধ করলেন আর তখনই তিনি অপর্ণা নামে খ্যাত হলেন। কঠোর তপস্যায় দেবী উমা ক্ষীণতনু হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় আকাশে গম্ভীর ব্রহ্মবাণীর ঘোষণা শোনা গেল॥ ৪॥

দোহা—*(আকাশবাণী উদ্‌ঘোষণা হল—) হে গিরিরাজনন্দিনী ! শোনো। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। এইবার অসহ্য ক্লেশযুক্ত কঠোর তপস্যা থেকে বিরত হও। তুমি ত্রিপুরারিকে লাভ করতে সক্ষম হবে॥ ৭৪॥*

চৌপাই — হে ভবানী ! কতই না বীর, মুনি, জ্ঞানী এর পূর্বে তপস্যা করেছেন কিন্তু এত কঠোর তপস্যা কেউ করেননি। এই ব্রহ্মবাণীকে সতত সত্য ও পবিত্র জেনে তা অন্তরে (শ্রদ্ধা সহকারে) ধারণ করো॥ ১॥ পিতৃদেব গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন আসবেন তখন হঠকারিতা ত্যাগ করে গৃহে প্রত্যাগমন কোরো ; আর যখন তুমি সপ্ত ঋষির দর্শন লাভ করবে তখন এই আকাশবাণীর সত্যতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে॥ ২॥ (এই) ব্রহ্মবাণী দেবী পার্বতীকে প্রসন্নতায় ভরিয়ে দিল। গিরিজা অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি লাভ করলেন। (মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজ মুনিকে বললেন —) পরম পবিত্র উমাদেবীর চরিতগাথা আমি তোমাকে শোনালাম। আমরা অনুপম সুন্দর মহাদেবের উপাখ্যানে প্রবেশ করছি॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

জব তেঁ সতীঁ জাই তনু ত্যাগা। তব তেঁ সিব মন ভয়উ বিরাগা॥
জপহিঁ সদা রঘুনায়ক নামা। জহঁ তহঁ সুনহিঁ রাম গুন গ্রামা॥

দোহা (৭৫)

চিদানন্দ সুখধাম সিব বিগত মোহ মদ কাম।
বিচরহিঁ মহি ধরি হৃদয়ঁ হরি সকল লোক অভিরাম॥

চৌপাই (১—৪)

কতহুঁ মুনিন্হ উপদেসহিঁ গ্যানা। কতহুঁ রাম গুন করহিঁ বখানা॥
জদপি অকাম তদপি ভগবানা। ভগত বিরহ দুখ দুখিত সুজানা॥
এহি বিধি গয়উ কালু বহু বীতী। নিত নৈ হোই রাম পদ প্রীতী॥
নেমু প্রেমু সংকর কর দেখা। অবিচল হৃদয়ঁ ভগতি কৈ রেখা॥
প্রগটে রামু কৃতগ্য কৃপালা। রূপ সীল নিধি তেজ বিসালা॥
বহু প্রকার সংকরহি সরাহা। তুম্হ বিনু অস ব্রতু কো নিরবাহা॥
বহুবিধি রাম সিবহি সমুঝাবা। পারবতী কর জন্মু সুনাবা॥
অতি পুনীত গিরিজা কৈ করনী। বিস্তর সহিত কৃপানিধি বরনী॥

দোহা (৭৬)

অব বিনতী মম সুনহু সিব জৌঁ মো পর নিজ নেহু।
জাই বিবাহহু সৈলজহি যহ মোহি মাগেঁ দেহু॥

চৌপাই (১—২)

কহ সিব জদপি উচিত অস নাহীঁ। নাথ বচন পুনি মেটি ন জাহীঁ॥
সির ধরি আয়সু করিঅ তুম্হারা। পরম ধরমু যহ নাথ হমারা॥
মাতু পিতা গুর প্রভু কৈ বানী। বিনহিঁ বিচার করিঅ সুভ জানী॥
তুম্হ সব ভাঁতি পরম হিতকারী। অগ্যা সির পর নাথ তুম্হারী॥

মহাদেবী সতীর দেহত্যাগের পর দেবাদিদেব মহাদেবের মনে বৈরাগ্যের আগমন হয়েছিল। তিনি তখন সতত রামনাম জপ করতে থাকলেন। শ্রীরামলীলা সংকীর্তনের সংবাদ পেলেই তিনি তথায় উপস্থিত হয়ে তা শ্রবণ করতেন॥ ৪॥

দোহা—মোহ, মদ, কাম বিবর্জিত পরম সুখধাম সচ্চিদানন্দ ভগবান শ্রীশংকর ত্রিভুবনে পরমানন্দ প্রদানকারী ভগবান শ্রীহরিকে (শ্রীরামচন্দ্রকে) অন্তরে ধারণ করে তাঁর ধ্যানে মগ্ন হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন॥ ৭৫॥

চৌপাই—তিনি কোথাও মুনিঋষিদের জ্ঞানোপদেশ দান আর কোথাও প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের লীলাকথা গান করতেন। যদিও পরমজ্ঞানী ভগবান শ্রীশংকর (সম্পূর্ণরূপে) নিষ্কাম তবুও তিনি নিজ ভক্ত (সতীদেবীর) বিয়োগের দুঃখে কাতর ছিলেন॥ ১॥ এইভাবে বহুকাল কেটে গেল। শ্রীরামচন্দ্রের চরণে তাঁর ক্রমশ প্রেমপ্রীতি বৃদ্ধি হতে লাগল। ভগবান শ্রীশংকরের (কঠোর) নিয়ম, (অনন্য) প্রীতি আর চিত্তে অটল নিষ্ঠা দেখে কৃতজ্ঞ, দয়ালু, রূপ ও সদাচার ভাণ্ডার দীপ্ততেজপুঞ্জ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র শ্রীশংকরকে দর্শন দিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভগবান শ্রীশংকরের প্রশংসা করে বললেন—এমন কঠোর ব্রতের পালন আপনি ছাড়া আর কেউ করতে সক্ষম নন॥ ২-৩॥ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নানাভাবে ভগবান শ্রীশংকরকে বোঝালেন আর দেবী পার্বতীর জন্মবৃত্তান্ত বললেন। কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্র সবিস্তারে দেবী পার্বতীর পরম পবিত্র তপস্যার কথাও বললেন॥ ৪॥

দোহা —(অতঃপর তিনি ভগবান শ্রীশংকরকে বললেন—) হে শ্রীশংকর! আমার সবিনয় নিবেদন স্বীকার করে আমার প্রতি আপনার যথার্থ অনুরাগকে মর্যাদা প্রদান করুন। আমি কামনা করি যেন আপনি দেবী পার্বতীকে অর্ধাঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন॥ ৭৬॥

চৌপাই — ভগবান শ্রীশংকর বললেন—যদিও এই কার্য অনুচিত তবু প্রভুর কথার অবমাননা করা যায় না। হে নাথ! আপনার আদেশ মস্তকে ধারণ করে পালন করাই আমার পরম ধর্ম॥ ১॥ এইভাবে মাতা, পিতা, গুরু ও প্রভুর কথার উপরে বিচার করা চলে না তাকে শুভজ্ঞানে পালন করতে হয়। আর

চৌপাই (৩—৪)

প্রভু তোষেউ সুনি সংকর বচনা। ভক্তি বিবেক ধর্ম জুত রচনা॥
কহ প্রভু হর তুম্হার পন রহেউ। অব উর রাখেহু জো হম কহেউ॥
অন্তরধান ভএ অস ভাষী। সংকর সোই মূরতি উর রাখী॥
তবহিঁ সপ্তরিষি সিব পহিঁ আএ। বোলে প্রভু অতি বচন সুহাএ॥

দোহা (৭৭)

পারবতী পহিঁ জাই তুম্হ প্রেম পরিচ্ছা লেহু।
গিরিহি প্রেরি পঠএহু ভবন দূরি করেহু সন্দেহু॥

চৌপাই (১—৪)

রিষিন্হ গৌরি দেখী তহঁ কৈসী। মূরতিমন্ত তপস্যা জৈসী॥
বোলে মুনি সুনু সৈলকুমারী। করহু কবন কারন তপু ভারী॥
কেহি অবরাধহু কা তুম্হ চহহূ। হম সন সত্য মরমু কিন কহহূ॥
কহত বচন মনু অতি সকুচাঈ। হঁসিহহু সুনি হমারি জড়তাঈ॥
মনু হঠ পরা ন সুনই সিখাবা। চহত বারি পর ভীতি উঠাবা॥
নারদ কহা সত্য সোই জানা। বিনু পংখন্হ হম চহহিঁ উড়ানা॥
দেখহু মুনি অবিবেকু হমারা। চাহিঅ সদা সিবহি ভরতারা॥

দোহা (৭৮)

সুনত বচন বিহসে রিষয় গিরিসম্ভব তব দেহ।
নারদ কর উপসেদু সুনি কহহু বসেউ কিসু গেহ॥

চৌপাই (১—২)

দচ্ছসুতন্হ উপদেসেন্হি জাঈ। তিন্হ ফিরি ভবনু ন দেখা আঈ॥
চিত্রকেতু কর ঘরু উন ঘালা। কনককসিপু কর পুনি অস হালা॥
নারদ সিখ জে সুনহিঁ নর নারী। অবসি হোহি তজি ভবনু ভিখারী॥
মন কপটী তন সজ্জন চীন্হা। আপু সরিস সবহী চহ কীন্হা॥

আপনার কথা তো আলাদা ; আপনি যে আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। হে নাথ ! আপনার আদেশ আমি শিরোধার্য করলাম॥ ২॥ শ্রীশংকরের ভক্তি, জ্ঞান ও ধর্ম সংযুক্ত উক্তি শ্রবণ করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সন্তুষ্ট হলেন। শ্রীপ্রভু তখন বললেন—হে শ্রীহরি ! আপনার প্রতিজ্ঞার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রইল। আপনাকে যা বললাম তা যেন ভুলে যাবেন না॥ ৩॥ এইরূপ বলে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অন্তর্ধান হলেন। তাঁর প্রেমময় মূর্তি ভগবান শ্রীশংকরের চিত্তে অধিষ্ঠিত রইল। তখনই সপ্তঋষিগণ ভগবান শ্রীশংকরের নিকটে এলেন। প্রভু শ্রীশংকর তাঁদের সুমধুর কণ্ঠে বললেন॥ ৪॥

দোহা—আপনারা দেবী পার্বতীর কাছে গমন করে তাঁর প্রীতির পরীক্ষা নিন আর হিমাচলকে বলে (দেবী পার্বতীকে) গৃহে ফিরিয়ে আনুন আর তাঁর মনের সকল সংশয় দূর করুন॥ ৭৭॥

চৌপাই—সপ্তর্ষি পার্বতীর তপস্যা স্থলে তাঁর তপোমূর্তি প্রত্যক্ষ করলেন ; তাঁরা দেখলেন যেন তপস্যাদেবী স্বয়ং ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। সপ্তর্ষি তাঁকে প্রশ্ন করলেন—হে গিরিরাজনন্দিনী ! শোনো। এত কঠোর তপস্যা করছ কেন ? তুমি কার আরাধনায় যুক্ত ? কী চাও ? আমাদের সেই গোপন কথা বলবে না ? (দেবী পার্বতী বললেন—) বলতে সংকোচ হয় কারণ তা শ্রবণ করে যদি আপনারা হাসাহাসি করেন ! ১-২॥ মন জিদ ধরেছে ; উপদেশ দিলে গ্রাহ্য করে না। তার জলে সৌধ নির্মাণের সাধ। দেবর্ষি নারদের কথা সত্য হবেই জেনে সে ডানা ছাড়া উড়তে চায়॥ ৩॥ হে ঋষিগণ ! আমার অবিবেচক মন ! তার দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করবার অদম্য বাসনা ! ৪॥

দোহা—দেবী পার্বতীর কথায় সপ্তর্ষি হেসে উঠলেন আর বললেন—আরে ! তোমার দেহ জড়জাত অর্থাৎ গিরিসম্ভূত। দেবর্ষি নারদের উপদেশ শুনে কারও পতিলাভ হয়েছে ! ৭৮॥

চৌপাই—দেবর্ষি নারদ দক্ষ রাজার পুত্রদের এমন উপদেশ দিলেন যাতে তারা আর ঘরমুখোই হল না। তিনি চিত্রকেতুর সর্বনাশ করেছেন। হিরণ্যকশিপুর অবস্থাও তথৈবচ হয়েছিল॥ ১॥ যারা দেবর্ষি নারদের উপদেশ মতন কার্য করে তারা অচিরেই গৃহত্যাগ করে পথের ভিখিরি হয়ে যায়। দেবর্ষি অঙ্গের শোভায় সজ্জন বোধ হলেও তাঁর মনে কিন্তু কুটিলতা ! তিনি সকলকে

চৌপাই (৩—৪)

তেহি কেঁ বচন মানি বিশ্বাসা। তুম্হ চাহহু পতি সহজ উদাসা॥
নির্গুন নিলজ কুবেস কপালী। অকুল অগেহ দিগম্বর ব্যালী॥
কহহু কবন সুখু অস বরু পাএঁ। ভল ভূলিহু ঠগ কে বৌরাএঁ॥
পঞ্চ কহেঁ সিবঁ সতী বিবাহী। পুনি অবডেরি মরাএন্হি তাহী॥

দোহা (৭৯)

অব সুখ সোবত সোচু নহিঁ ভীখ মাগি ভব খাহিঁ।
সহজ একাকিন্হ কে ভবন কবহুঁ কি নারি খটাহিঁ॥

চৌপাই (১—৪)

অজহূঁ মানহু কহা হমারা। হম তুম্হ কহুঁ বরু নীক বিচারা॥
অতি সুন্দর সুচি সুখদ সুসীলা। গাবহিঁ বেদ জাসু জস লীলা॥
দূষন রহিত সকল গুন রাসী। শ্রীপতি পুর বৈকুণ্ঠ নিবাসী॥
অস বরু তুম্হহি মিলাউব আনী। সুনত বিহসি কহ বচন ভবানী॥
সত্য কহেহু গিরিভব তনু এহা। হঠ ন ছূট ছূটৈ বরু দেহা॥
কনকউ পুনি পষান তেঁ হোঈ। জারেহুঁ সহজু ন পরিহর সোঈ॥
নারদ বচন ন মৈঁ পরিহরউঁ। বসউ ভবনু উজরউ নহিঁ ডরউঁ॥
গুর কেঁ বচন প্রতীতি ন জেহী। সপনেহুঁ সুগম ন সুখ সিধি তেহী॥

দোহা (৮০)

মহাদেব অবগুন ভবন বিষ্নু সকল গুন ধাম।
জেহি কর মনু রম জাহি সন তেহি তেহী সন কাম॥

চৌপাই (১)

জৌঁ তুম্হ মিলতেহু প্রথম মুনীসা। সুনতিউঁ সিখ তুম্হারি ধরি সীসা॥
অব মৈঁ জন্মু সম্ভু হিত হারা। কো গুন দূষন করৈ বিচারা॥

নিজের মতন (ভিখারি) করতে চান॥ ২॥ তাঁর কথার উপর বিশ্বাস করে তুমি এমন একজনকে পতিরূপে কামনা করছ যিনি স্বভাবত উদাসীন, নির্গুণ, নির্লজ্জ, কুবেশী, কপালমালী, কুলভ্রষ্ট, অনিকেত, দিগ্বসন ও উরগভূষণ॥ ৩॥ এমন একজনকে পতিরূপে লাভ করে তুমি কি সুখী হতে পারবে ? তুমি সেই প্রতারকের (দেবর্ষি নারদের) কথায় বিভ্রান্ত হয়েছ। পাঁচ জনের কথায় শ্রীশংকর সতীদেবীকে বিবাহ করেছিলেন কিন্তু পরে তাঁকেই ত্যাগ করে তাঁর মৃত্যুর কারণও হয়েছিলেন॥ ৪॥

দোহা—এখন শ্রীশংকরের আর কোনো চিন্তা নেই। ভিক্ষা করে খেয়ে সুখে নিদ্রাগমন করেন। এমন আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তির গৃহে কি কোনো নারী সংসার করতে পারে ? ৭৯॥

চৌপাই—এখনও সময় আছে। আমাদের কথা শুনে চললে ভালো হবে। আমাদের মনে তোমার জন্য অন্য এক পাত্র ঠিক করা আছে। পাত্র অনুপম রূপসম্পন্ন, পবিত্র, সুখধাম ও সদাচারযুক্ত। তাঁর যশ ও লীলা সংকীর্তন বেদও করেন। তিনি সকল দোষ বিরহিত, সকল সদ্‌গুণরাশিযুক্ত, লক্ষ্মীপতি ও বৈকুণ্ঠপুরীর নিবাসী। এমন পতিকে তোমার কাছে এনে দেবো। এই কথা শ্রবণ করে দেবী পার্বতী হেসে উত্তর দিলেন॥ ১-২॥ (দেবী পার্বতী বললেন—) আমার তনু যে গিরিসম্ভূত এই কথা আপনারা সত্য বলেছেন। প্রস্তর নির্মিত তনু বিনাশ হতে পারে কিন্তু তার প্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারে না। সুবর্ণের প্রাপ্তিও প্রস্তর গর্ভ থেকে হয়ে থাকে। সুবর্ণ দাহনেও তার স্বভাবের (প্রকৃতির) পরিবর্তন হয় না॥ ৩॥ অতএব দেবর্ষি নারদের কথা পরিহার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঘর থাকা বা না থাকাকে আমি ভয় পাই না। যার গুরুবাক্যে বিশ্বাস নেই তার সুখ তো হয়ই না, স্বপ্নেও সিদ্ধিলাভও সম্ভব নয়॥ ৪॥

দোহা—(আপনাদের কাছে জানলাম যে) ভগবান শ্রীশংকর সর্বদোষ-সম্পন্ন আর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বগুণাকর, যদি তা সত্যও হয় তবুও যার মন যেখানে একবার সমর্পিত হয়ে গিয়েছে, তাকেই সে আঁকড়ে থাকে॥ ৮০॥

চৌপাই—হে মুনিগণ ! আপনাদের সঙ্গে যদি আমার পূর্বে সাক্ষাৎ হত তাহলে না হয় আপনাদের উপদেশ শিরোধার্য করে রাখতাম। কিন্তু এখন তো আমি দেবাদিদেব মহাদেবের জীবন পণ করেছি। তাই গুণাগুণের বিচারের

চৌপাই (২—৪)

জৌ তুম্হরে হঠ হৃদয়ঁ বিসেষী। রহি ন জাই বিনু কিএঁ বরেষী।।
তৌ কৌতুকিঅন্হ আলসু নাহীঁ। বর কন্যা অনেক জগ মাহীঁ।।

জন্ম কোটি লগি রগর হমারী। বরউঁ সম্ভু ন ত রহউঁ কুআরী।।
তজউঁ ন নারদ কর উপদেসূ। আপু কহহিঁ সত বার মহেসূ।।

মৈঁ পা পরউঁ কহই জগদম্বা। তুম্হ গৃহ গবনহু ভয়উ বিলম্বা।।
দেখি প্রেমু বোলে মুনি গ্যানী। জয় জয় জগদম্বিকে ভবানী।।

দোহা (৮১)

তুম্হ মায়া ভগবান সিব সকল জগত পিতু মাতু।
নাই চরন সির মুনি চলে পুনি পুনি হরষত গাতু।।

চৌপাই (১—৪)

জাই মুনিন্হ হিমবন্তু পঠাএ। করি বিনতী গিরজহিঁ গৃহ ল্যাএ।।
বহুরি সপ্তরিষি সিব পহিঁ জাঈ। কথা উমা কৈ সকল সুনাঈ।।

ভএ মগন সিব সুনত সনেহা। হরষি সপ্তরিষি গবনে গেহা।।
মনু থির করি তব সম্ভু সুজানা। লগে করন রঘুনায়ক ধ্যানা।।

তারকু অসুর ভয়উ তেহি কালা। ভুজ প্রতাপ বল তেজ বিসলা।।
তহিঁ সব লোক লোকপতি জীতে। ভএ দেব সুখ সম্পতি রীতে।।

অজর অমর সো জীতি ন জাঈ। হারে সুর করি বিবিধ লরাঈ।।
তব বিরঞ্চি সন জাই পুকারে। দেখে বিধি সব দেব দুখারে।।

অবকাশ কোথায় ? ১॥ এই প্রসঙ্গে যদি আপনারা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন আর ঘটকালি করবেনই তা ঠিক করে ফেলেই থাকেন তাহলে বরং অন্যত্র যান ; জগতে তো আর পাত্রপাত্রীর অভাব নেই। এই ঘটকালি করতে যারা অতি উৎসাহী তাদের তো আলস্য হতে পারে না! ২॥ আমার তো কোটি জন্মাবধি এই প্রতিজ্ঞা থাকবে যে আমি যেন ভগবান শ্রীশংকরকে পতিরূপে লাভ করি অথবা কুমারী থেকে যাই। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবও শতবার বললে আমি দেবর্ষি নারদের উপদেশ ত্যাগ করতে পারব না॥ ৩॥ আবার জগজ্জননী দেবী পার্বতী বললেন—আমি আপনাদের পায়ে ধরছি। অনেকক্ষণ হয়ে গেল এইবার আপনারা নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করুন। (ভগবান শ্রীশংকরের উপর) দেবী পার্বতীর এই অলৌকিক প্রীতি লক্ষ্য করে জ্ঞানী মুনিগণ বললেন—হে জগজ্জননী ! হে ভবানী ! আপনার জয় হোক ! জয় হোক !! ৪॥

দোহা—আপনি দেবী মহামায়া ও শ্রীশংকর ভগবান। আপনারা সমগ্র জগতের জননী ও জনক। (এইরূপ বলে) মুনিগণ দেবী পার্বতীকে প্রণাম নিবেদন করলেন আর বিদায় নিলেন। তাঁদের অঙ্গ বারংবার আনন্দে শিহরিত হচ্ছিল॥ ৮১॥

চৌপাই—সপ্তর্ষি তখন হিমাচল সকাশে গমন করলেন আর তাকে দেবী পার্বতীর কাছে যেতে পরামর্শ দিলেন। পিতা হিমাচল অনেক অনুনয়-বিনয় করে কন্যাকে গৃহে প্রত্যাগমন করতে রাজি করালেন। তাঁরা গৃহে এলেন। এদিকে সপ্তর্ষিগণ দেবাদিদেব মহাদেবের সকাশে গমন করে তাঁকে দেবী পার্বতীর ব্যাপারে অবহিত করলেন॥ ১॥ দেবী পার্বতীর প্রীতির কথা শ্রবণ করে দেবাদিদেব মহাদেব আনন্দমগ্ন হয়ে গেলেন। সপ্তর্ষি প্রসন্ন চিত্তে ব্রহ্মলোকে ফিরে গেলেন। তখন মহাজ্ঞানী ভগবান শ্রীশংকর মনকে শান্ত করে শ্রীরঘুনাথের ধ্যান করতে লাগলেন॥ ২॥ এই সময়েই তারকাসুরের জন্ম হল। সে অমিত বাহুবল, প্রতাপশালী ও তেজসম্পন্ন ছিল। সে ত্রিলোকের সকল লোকপালদের পরাজিত করল। দেবতাগণ সুখ-সম্পদ বিরহিত হয়ে গেলেন॥ ৩॥ অজর অমর তারকাসুর অপরাজেয় ছিল। দেবতাগণ বারে বারে যুদ্ধে পরাভূত হলেন। অবশেষে তাঁরা ব্রহ্মার নিকটে গমন করে কাতর প্রার্থনা করলেন। দেবতাদের অবস্থা বিধাতাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল॥ ৪॥

দোহা (৮২)

সব সন কহা বুঝাই বিধি দনুজ নিধন তব হোই।
সম্ভু সুক্র সম্ভূত সুত এহি জীতই রন সোই॥

চৌপাই (১—৪)

মোর কহা সুনি করহু উপাঈ। হোইহি ঈশ্বর করিহি সহাঈ॥
সতী জো তজী দচ্ছ মখ দেহা। জনমী জাই হিমাচল গেহা॥

তেহি তপু কীন্হ সম্ভু পতি লাগী। সিব সমাধি বৈঠে সবু ত্যাগী॥
জদপি অহই অসমঞ্জস ভারী। তদপি বাত এক সুনহু হমারী॥

পঠবহু কামু জাই সিব পাহীঁ। করৈ ছোভু সংকর মন মাহীঁ॥
তব হম জাই সিবহি সির নাঈ। করবাউব বিবাহু বরিআঈ॥

এহি বিধি ভলেহিঁ দেবহিত হোঈ। মত অতি নীক কহই সবু কোঈ॥
অস্তুতি সুরন্হ কীন্হি অতি হেতূ। প্রগটেউ বিষমবান ঝষকেতূ॥

দোহা (৮৩)

সুরন্হ কহী নিজ বিপতি সব সুনি মন কীন্হ বিচার।
সম্ভু বিরোধ ন কুসল মোহি বিহসি কহেউ অস মার॥

চৌপাই (১—৩)

তদপি করব মৈঁ কাজু তুম্হারা। শ্রুতি কহ পরম ধরম উপকারা॥
পর হিত লাগি তজই জো দেহী। সন্তত সন্ত প্রসংসহিঁ তেহী॥

অস কহি চলেউ সবহি সিরু নাঈ। সুমন ধনুষ কর সহিত সহাঈ॥
চলত মার অস হৃদয়ঁ বিচারা। সিব বিরোধ ধ্রুব মরনু হমারা॥

তব আপন প্রভাউ বিস্তারা। নিজ বস কীন্হ সকল সংসারা॥
কোপেউ জবহিঁ বারিচরকেতূ। ছন মহুঁ মিটে সকল শ্রুতি সেতূ॥

দোহা—ভগবান শ্রীব্রহ্মা সকলকে বললেন—এই তারকাসুর একমাত্র ভগবান শ্রীশংকরের বীর্যে উৎপন্ন পুত্র দ্বারাই নিহত হতে পারে। সেই পুত্রই তারকাসুরকে পরাস্ত করতে সক্ষম॥ ৮২॥

চৌপাই—আমার এই কথা শুনে তোমরা ব্যবস্থা করতে তৎপর হও। সেই মতন করলে তোমরা দৈব সাহায্য পাবে আর তারকাসুরের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। দক্ষযজ্ঞে যে দেবী সতী দেহত্যাগ করেছিলেন তিনিই এখন হিমাচলের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন॥ ১॥ তিনিই ভগবান শ্রীশংকরকে পতিরূপে লাভ করবার জন্য তপস্যা করেছেন। এদিকে ভগবান শ্রীশংকর সব ছেড়ে সমাধিমগ্ন হয়ে বসে আছেন। যদিও এটি খুবই অসমঞ্জস মনে হতে পারে ; তবুও আমার মতামত শুনে রাখ॥ ২॥ তোমরা কামদেবকে ভগবান শ্রীশংকরের কাছে প্রেরণ করো যাতে তিনি তাঁর মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন (আর তাঁর সমাধি ভঙ্গ হয়)। তখন আমরা সকলে গিয়ে ভগবান শ্রীশংকরের পায়ে পড়ব আর জোর করে (তাঁকে রাজি করিয়ে) বিবাহ সম্পন্ন করব॥ ৩॥ দেবতাদের কল্যাণ এই পথেই হওয়া সম্ভব। (অন্য কোনো উপায় তো দেখি না)। সকলে প্রস্তাবকে যুক্তিযুক্ত মনে করল। অতঃপর দেবতাগণ পরম প্রীতি সহকারে স্তুতি করলেন আর তাঁদের সম্মুখে পঞ্চশরধারী মকরকেতন কামদেব আবির্ভূত হলেন॥ ৪॥

দোহা—দেবতাদের বিপদের কথা কামদেব শুনলেন। তিনি হেসে বিচার-বিবেচনা করে বললেন—হে দেবতাসকল। ভগবান শ্রীশংকরের বিরুদ্ধাচরণ করলে আমাকে ক্ষতি ভোগ করতে হবে॥ ৮৩॥

চৌপাই—যদিও বেদ অনুসারে পরোপকার পরম ধর্ম, তাই তোমাদের অভিষ্ট কার্য আমি অবশ্যই করব। যাঁরা পরোপকারে নিজ দেহ দান করেন, সাধুসন্তগণও তাঁদের সুখ্যাতি করেন॥ ১॥ এই সকল কথা বলে সকলকে প্রণাম করে কামদেব অগ্রসর হলেন। সঙ্গে তিনি (বসন্তাদি) সহায়কদের নিলেন। হস্তে তখন তিনি পুষ্প নির্মিত ধনুক ধারণ করেছিলেন। অবশ্য গমনকালে তিনি চিন্তা করে বুঝতে পেরেছিলেন যে ভগবান শ্রীশংকরের বিরোধিতায় তাঁর মৃত্যু সুনিশ্চিত॥ ২॥ মদন নিজ প্রভাব বিস্তার করে সমগ্র জগৎকে বশীভূত করলেন। যখন মীনকেতন কামদেব কোপ করলেন তখন

চৌপাই (৪)

ব্রহ্মচর্জ ব্রত সংজম নানা। ধীরজ ধরম গ্যান বিগ্যানা॥
সদাচার জপ জোগ বিরাগা। সভয় বিবেক কটকু সবু ভাগা॥

ছন্দ

ভাগেউ বিবেকু সহায় সহিত সো সুভট সংজুগ মহি মুরে।
সদগ্রন্থ পর্বত কন্দরন্হি মহুঁ জাই তেহি অবসর দুরে॥
হোনিহার কা করতার কো রখবার জগ খরভরু পরা।
দুই মাথ কেহি রতিনাথ জেহি কহুঁ কোপি কর ধনু সরু ধরা॥

দোহা (৮৪)

জে সজীব জগ অচর চর নারি পুরুষ অস নাম।
তে নিজ নিজ মরজাদ তজি ভএ সকল বস কাম॥

চৌপাই (১—৪)

সব কে হৃদয় মদন অভিলাষা। লতা নিহারি নবহিঁ তরু সাখা॥
নদীঁ উমগি অম্বুধি কহুঁ ধাঈঁ। সঙ্গম করহিঁ তলাব তলাঈঁ॥
জহঁ অসি দসা জড়ন্হ কৈ বরনী। কো কহি সকই সচেতন করনী॥
পসু পচ্ছী নভ জল থল চারী। ভএ কাম বস সময় বিসারী॥
মদন অন্ধ ব্যাকুল সব লোকা। নিসি দিনু নহি অবলোকহি কোকা॥
দেব দনুজ নর কিন্নর ব্যালা। প্রেত পিসাচ ভূত বেতালা॥
ইন্হ কৈ দসা ন কহেউঁ বখানী। সদা কাম কে চেরে জানী॥
সিদ্ধ বিরক্ত মহামুনি জোগী। তেপি কামবস ভএ বিয়োগী॥

ছন্দ

ভএ কামবস জোগীস তাপস পাবঁরন্হি কী কো কহৈ।
দেখহি চরাচর নারিময় জে ব্রহ্মময় দেখত রহে॥
অবলা বিলোকহি পুরুষময় জগু পুরুষ সব অবলাময়ং।
দুই দণ্ড ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভীতর কামকৃত কৌতুক অয়ং॥

এক মুহূর্তেই বেদের সকল মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল॥ ৩॥ ব্রহ্মচর্য, নিয়ম, বিবিধ সংযম, ধৈর্য, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সদাচার, জপ, যোগ, বৈরাগ্যাদি বিবেক সৈন্যসকল সভয়ে পলায়ন করল॥ ৪॥

ছন্দ—বিবেক-বিচার দলবল নিয়ে পালিয়ে গেল ; তার যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। সকল সদ্‌গ্রন্থরূপ পর্বত-কন্দরে আশ্রয় নিল (অর্থাৎ এসকল সদাচার গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ থাকল, তার আচরণ করা বন্ধ হল)। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল (আর সকলের এক প্রশ্ন—) হে বিধাতা ! এবারে আমাদের কে রক্ষা করবে ? কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে রতিপতি কামদেবকে (কুপিত হয়ে ধনুর্বাণধারণকারীরূপে) বাধা দেবে॥

দোহা—জগতের নারীপুরুষ নামধারী স্থাবর-জঙ্গম যত প্রাণীসকল ছিল সবই তখন নিজ মর্যাদা ভুলে কাম বশীভূত হয়ে গেল॥ ৮৪॥

চৌপাই—সকলের চিত্তেই তখন কাম প্রবল হল। লতাপাতা প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বৃক্ষশাখাসকল অবনমিত হল। নদীসকল স্ফীত হয়ে সাগর অভিমুখে ধাবিত হল। ক্ষুদ্র জলাশয়সকলও কামের প্রভাব থেকে রেহাই পেল না॥ ১॥ যখন স্থাবরের (বৃক্ষ, নদী আদির) অবস্থা এমন তখন জঙ্গম জীবসমূহের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আকাশে, জলে ও ভূমিতে বিচরণকারী পশুপক্ষীগণ (সংযোগ) কাল বিস্মরণ করে কামাসক্ত হয়ে পড়ল॥ ২॥ কামান্ধ হয়ে সকলেই আসক্তচিত্ত হয়ে উঠল। চখাচখী দিবারাত্র জ্ঞান হারাল। দেবতা, দানব, মানব, কিন্নর, সর্প, প্রেত, পিশাচ, ভূত, বেতালসমূহের বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকলাম কারণ তারা তো এমনিতেই কামাসক্ত। সিদ্ধ, বৈরাগী, মহামুনি, যোগীসকলও কামাসক্ত হয়ে যোগ ত্যাগ করে নারীসেবী হয়ে পড়ল॥ ৩-৪॥

ছন্দ—যোগীশ্বর, তাপস আদি সকলই যখন কামাসক্ত হয়ে পড়লেন তখন অধম মানবের কথা আর কী বলব ? যাঁরা জগৎকে ব্রহ্মময় দেখতেন তারাই তা নারীময় দেখতে লাগলেন। নারীগণ সবকিছুই পুরুষময় ও পুরুষগণ নারীময় দেখতে লাগলেন। কামদেব রচিত এই কৌতুক ব্রহ্মাণ্ডে দুদণ্ডকাল স্থায়ী হয়েছিল॥

সোরঠা (৮৫)

ধরী ন কাহূঁ ধীর সব কে মন মনসিজ হরে।
জে রাখে রঘুবীর তে উবরে তেহি কাল মহুঁ॥

চৌপাই (১—৪)

উভয় ঘরী অস কৌতুক ভয়উ। জৌ লগি কামু সম্ভু পহি গয়উ॥
সিবহি বিলোকি সসংকেউ মারু। ভয়উ জথাথিতি সবু সংসারু॥
ভএ তুরত সব জীব সুখারে। জিমি মদ উতরি গএঁ মতবারে॥
রুদ্রহি দেখি মদন ভয় মানা। দুরাধরষ দুর্গম ভগবানা॥
ফিরত লাজ কছু করি নহিঁ জাঈ। মরনু ঠানি মন রচেসি উপাঈ॥
প্রগটেসি তুরত রুচির রিতুরাজা। কুসুমিত নব তরু রাজি বিরাজা॥
বন উপবন বাপিকা তড়াগা। পরম সুভগ সব দিসা বিভাগা॥
জহঁ তহঁ জনু উমগত অনুরাগা। দেখি মুএহুঁ মন মনসিজ জাগা॥

ছন্দ

জাগই মনোভব মুএহুঁ মন বন সুভগতা ন পরৈ কহী।
সীতল সুগন্ধ সুমন্দ মারুত মদন অনল সখা সহী॥
বিকসে সরন্হি বহু কঞ্জ গুঞ্জত পুঞ্জ মঞ্জুল মধুকরা।
কলহংস পিক সুক সরস রব করি গান নাচহি অপছরা॥

দোহা (৮৬)

সকল কলা করি কোটি বিধি হারেউ সেন সমেত।
চলী ন অচল সমাধি সিব কোপেউ হৃদয়নিকেত॥

চৌপাই (১)

দেখি রসাল বিটপ বর সাখা। তেহি পর চঢ়েউ মদনু মন মাখা॥
সুমন চাপ নিজ সর সন্ধানে। অতি রিস তাকি শ্রবন লগি তানে॥

সোরঠা—তখন কারও চিত্তেই সংযত নয়। কামদেব সকলের উপরই প্রভাব বিস্তার করেছেন। কেবল যারা শ্রীরঘুনাথের শরণাগত তারাই শুধু রক্ষা পেল॥ ৮৫॥

চৌপাই—দুদণ্ড কাল ব্যাপী এই কামুক পরিবেশের মধ্যে কামদেব ভগবান শ্রীশংকর সমীপে উপস্থিত হলেন। ভগবান শ্রীশংকরকে (ধ্যানমগ্ন) দেখে কামদেবের মনে ভয় হল ; তখনই সমগ্র জগৎ তাঁর প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে এল॥ ১॥ তখন জীবসকল যেন স্বস্তি বোধ করল, যেন মাতালের ঘোর কাটল। দুরাধর্ষ (অপরাজেয়) ও দুর্গম (অনতিক্রমণীয়) ভগবান (সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য রূপ ছয় ঈশ্বরীয় গুণসম্পন্ন) রুদ্র (মহাভয়ংকর)—শ্রীশংকরকে প্রত্যক্ষ করে কামদেব ভীত হলেন॥ ২॥ ফিরে যেতে তাঁর লজ্জা হচ্ছিল অথচ কী করবেন তা ঠিক করতে পারছিলেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মৃত্যু তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তখন বসন্তকে আহ্বান করলেন। বৃক্ষরাজি পত্রপুষ্পদলে সুশোভিত হয়ে গেল॥ ৩॥ বন-উপবন, ঝিল-সরোবর ও দিগ্‌দিগন্ত সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠল। অনুরাগের প্রাবল্য সর্বত্র দেখা গেল। তাই দেখে বৈরাগ্যযুক্ত মনও কামাসক্ত হয়ে উঠল॥ ৪॥

ছন্দ—বৈরাগ্যযুক্ত মনেও কাম সঞ্চার হল। অরণ্য তখন অনুপম সৌন্দর্যসম্পন্ন হয়ে উঠল। কামাগ্নির প্রিয় সখা সুশীতল মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। জলাশয়সকল প্রস্ফুটিত কমলে পরিপূর্ণ হয়ে গেল আর ভ্রমরকুল তার উপর গুঞ্জরণ করতে লাগল। আকাশ-বাতাস রাজহংস, কোকিল ও শুক পক্ষীর কূজনে সুরম্য হয়ে উঠল। অপ্সরাগণ নৃত্যগীত পরিবেশন করতে লাগল॥

দোহা—কামদেব সসৈন্যে কোটি কলা প্রয়োগ করেও ভগবান শ্রীশংকরের সমাধি ভঙ্গ করতে ব্যর্থ হলেন। তখন কামদেব কুপিত হলেন॥ ৮৬॥

চৌপাই—এইবার আম্রকুঞ্জের এক সুরম্য ডালে কুপিত কামদেব উঠে বসলেন। তিনি পুষ্পধনুতে পঞ্চশর যুক্ত করে অতিশয় ক্রোধযুক্ত হয়ে ধনুর

চৌপাই (২—৪)

ছাড়ে বিষম বিসিখ উর লাগে। ছূটি সমাধি সম্ভু তব জাগে॥
ভয়উ ঈস মন ছোভু বিসেষী। নয়ন উঘারি সকল দিসি দেখী॥
সৌরভ পল্লব মদনু বিলোকা। ভয়উ কোপু কম্পেউ ত্রৈলোকা॥
তব সিবঁ তীসর নয়ন উঘারা। চিতবত কামু ভয়উ জরি ছারা॥
হাহাকার ভয়উ জগ ভারী। ডরপে সুর ভএ অসুর সুখারী॥
সমুঝি কামসুখ সোচহিঁ ভোগী। ভএ অকণ্টক সাধক জোগী॥

ছন্দ

জোগী অকণ্টক ভএ পতি গতি সুনত রতি মুরুছিত ভঈ।
রোদতি বদতি বহু ভাঁতি করুনা করতি সংকর পহিঁ গঈ॥
অতি প্রেম করি বিনতী বিবিধ বিধি জোরি কর সন্মুখ রহী।
প্রভু আসুতোষ কৃপাল সিব অবলা নিরখি বোলে সহী॥

দোহা (৮৭)

অব তে রতি তব নাথ কর হোইহি নামু অনঙ্গু।
বিনু বপু ব্যাপিহি সবহি পুনি সুনু নিজ মিলন প্রসঙ্গু॥

চৌপাই (১—৪)

জব জদুবংস কৃষ্ণ অবতারা। হোইহি হরন মহা মহিভারা॥
কৃষ্ণ তনয় হোইহি পতি তোরা। বচনু অন্যথা হোই ন মোরা॥
রতি গবনী সুনি সংকর বানী। কথা অপর অব কহউঁ বখানী॥
দেবন্‌হ সমাচার সব পাএ। ব্রহ্মাদিক বৈকুণ্ঠ সিধাএ॥
সব সুর বিষ্‌নু বিরঞ্চি সমেতা। গএ জহাঁ সিব কৃপানিকেতা॥
পৃথক পৃথক তিন্‌হ কীন্‌হি প্রসংসা। ভএ প্রসন্ন চন্দ্র অবতংসা॥
বোলে কৃপাসিন্ধু বৃষকেতূ। কহহু অমর আএ কেহি হেতূ॥
কহ বিধি তুম্‌হ প্রভু অন্তরজামী। তদপি ভগতি বস বিনবউঁ স্বামী॥

গুণে আকর্ণ টান দিলেন॥ ১॥ কামদেবের পঞ্চশর নিক্ষেপ করলে তা ভগবান শ্রীশংকরের বক্ষঃস্থলে আঘাত হানল। ভগবান শ্রীশংকরের সমাধি ভঙ্গ হল। স্বভাবত ঈশ্বর তখন অতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর সমাধিভঙ্গের কারণ অনুসন্ধান করতে তিনি চারদিকে দেখতে থাকলেন॥ ২॥ যখন আম্রকুঞ্জের মধ্যে (লুকিয়ে থাকা) কামদেবের উপর তাঁর দৃষ্টি গেল, তিনি অতিশয় ক্রোধান্বিত হলেন আর ত্রিভুবন ভয়ে কেঁপে উঠল। এইবার ভগবান শ্রীশংকর তাঁর তৃতীয় নয়ন উন্মীলন করলেন ; তাঁর দৃষ্টি মদনের উপর পড়তেই তিনি ভস্ম হয়ে গেলেন॥ ৩॥ সর্বত্র হাহাকার শোনা যেতে লাগল। দেবতাগণ তখন ভীত হলেন আর দানবরা প্রীত। ভোগসর্বস্ব ব্যক্তিগণ কামসুখ বিঘ্নিত হল বলে দুঃখিত হলেন। সাধক যোগীগণ নিষ্কণ্টক হলেন॥ ৪॥

ছন্দ—যোগীগণ অকণ্টক হলেন ; মদনভার্যা রতি পতির ঘটনা জ্ঞাত হতেই জ্ঞান হারালেন। অতঃপর রতি বিলাপ-রোদন করতে করতে ভগবান শ্রীশংকরের সমীপে গমন করলেন। তিনি অতিশয় প্রীতিপূর্বক বহুবিধ নিবেদন করে ভগবান শ্রীশংকরের সম্মুখে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। আশুতোষ কৃপালু ভগবান শ্রীশংকর অবলা নারীকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—॥

দোহা—*হে রতি ! এখন থেকে তোমার পতির নাম হবে অনঙ্গ, সে তনু ছাড়াই সর্বত্র বিরাজমান থাকবে। এইবার তার সঙ্গে তোমার পুনর্মিলন বৃত্তান্ত শুনে রাখো॥ ৮৭॥*

চৌপাই— দ্বাপরে ভূভার হরণের জন্য যদুবংশে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতারের আগমন হবে তখন তোমার পতি তাঁর পুত্র (প্রদ্যুম্ন)রূপে উৎপন্ন হবেন। আমার বাক্যের অন্যথা হবে না॥ ১॥ ভগবান শ্রীশংকরের কথা শুনে রতি চলে গেলেন। এইবার আমরা অন্য প্রসঙ্গে সবিস্তারে গমন করব। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যখন জানলেন যে ভগবান শ্রীশংকরের সমাধি ভঙ্গ হয়েছে তখন তাঁরা বৈকুণ্ঠে গমন করলেন॥ ২॥ অতঃপর ব্রহ্মা-বিষ্ণুসহ সকলে ভগবান শ্রীশংকরের নিকটে গমন করলেন। সকলেই পৃথকভাবে স্তুতি করলে চন্দ্রশেখর মহাদেব প্রসন্ন হলেন॥ ৩॥ কৃপাসিন্ধু ভগবান শ্রীশংকর বললেন—হে দেবতাগণ ! বলুন। আপনাদের আগমনের হেতু কী ? ভগবান শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে প্রভু ! আপনি তো অন্তর্যামী, তবুও বলছি। হে প্রভু ! ভক্তিপূর্বক কিছু নিবেদন রাখছি॥ ৪॥

দোহা (৮৮)

সকল সুরন্হ কে হৃদয়ঁ অস সংকর পরম উছাহু।
নিজ নয়নন্হি দেখা চহহিঁ নাথ তুম্হার বিবাহু॥

চৌপাই (১—৪)

যহ উৎসব দেখিঅ ভরি লোচন। সোই কছু করহু মদন মদ মোচন॥
কামু জারি রতি কহুঁ বরু দীন্হা। কৃপাসিন্ধু যহ অতি ভল কীন্হা॥
সাসতি করি পুনি করহি পসাউ। নাথ প্রভুন্হ কর সহজ সুভাউ॥
পারবতীঁ তপু কীন্হ অপারা। করহু তাসু অব অঙ্গীকারা॥
সুনি বিধি বিনয় সমুঝি প্রভু বানী। ঐসেই হোউ কহা সুখু মানী॥
তব দেবন্হ দুন্দুভীঁ বজাঈঁ। বরষি সুমন জয় জয় সুর সাঈঁ॥
অবসরু জানি সপ্তরিষি আএ। তুরতহিঁ বিধি গিরিভবন পঠাএ।
প্রথম গএ জহঁ রহীঁ ভবানী। বোলে মধুর বচন ছল সানী॥

দোহা (৮৯)

কহা হমার ন সুনেহু তব নারদ কে উপদেস।
অব ভা ঝূঠ তুম্হার পন জারেউ কামু মহেস॥

মাসপারায়ণ, তৃতীয় বিশ্রাম

চৌপাই (১—৪)

সুনি বোলীঁ মুসুকাইঁ ভবানী। উচিত কহেহু মুনিবর বিগ্যানী॥
তুম্হরে জান কামু অব জারা। অব লগি সম্ভু রহে সবিকারা॥
হমরেঁ জান সদা সিব জোগী। অজ অনবদ্য অকাম অভোগী॥
জৌঁ মৈঁ সিব সেয়ে অস জানী। প্রীতি সমেত কর্ম মন বানী॥
তৌ হমার পন সুনহু মুনীসা। করিহহিঁ সত্য কৃপানিধি ঈসা॥
তুম্হ জো কহা হর জারেউ মারা। সোই অতি বড় অবিবেকু তুম্হারা॥
তাত অনল কর সহজ সুভাউ। হিম তেহি নিকট জাই নহি কাউ॥
গএঁ সমীপ সো অবসি নসাঈ। অসি মন্মথ মহেস কী নাঈ॥

দোহা—(শ্রীব্রহ্মা বললেন—) হে শ্রীশংকর ! দেবতাদের অন্তরে এক প্রবল বাসনা এসেছে। তাঁরা সকলে স্বচক্ষে আপনার বিবাহ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে ধন্য হতে চান॥ ৮৮ ॥

চৌপাই—হে মন্মথ দর্পহারী ! আপনি এমন কিছু করুন যা দর্শন করে সকলে পরিতৃপ্ত হয়। হে কৃপাসিন্ধু ! মদনভস্ম করে আপনি রতিকে যে বর দিলেন তা সকলকে আনন্দ প্রদান করেছে॥ ১॥ হে নাথ ! উত্তম প্রভুগণের স্বভাব হল প্রথমে উচিত শিক্ষা দিয়ে পরে কৃপা করা। দেবী পার্বতী কঠিন তপস্যা করেছেন, তাঁকে অঙ্গীকার করে কৃতার্থ করুন॥ ২॥ ভগবান শ্রীব্রহ্মার প্রার্থনা শ্রবণ করে ভগবান শ্রীশংকরের তাঁর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ে গেল। তিনি প্রসন্ন হয়ে সম্মতি প্রদান করলেন। দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করে জয়ধ্বনি দিলেন॥ ৩॥ এমন সময়ে সেই স্থানে সপ্তর্ষিরও আগমন হল। ভগবান শ্রীব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ তাঁদের শুভ সংবাদ দিতে হিমাচল সকাশে প্রেরণ করলেন। প্রথমে তাঁরা দেবী পার্বতীর কাছে উপনীত হলেন। তাঁরা দেবী ভবানীকে রহস্য-কৌতুকযুক্ত কথায় বললেন—॥ ৪॥

দোহা—দেবর্ষি নারদের উপদেশ শুনে তুমি তখন আমাদের কথা গ্রাহ্য করলে না। এখন তো তোমার প্রতিজ্ঞাই মিথ্যা হয়ে গেল কারণ দেবাদিদেব মহাদেব তো মদনকে ভস্মসাৎ করে ফেলেছেন॥ ৮৯ ॥

চৌপাই—এই কথা শ্রবণ করে দেবী ভবানী মৃদু হেসে বললেন—হে জ্ঞানী মুনিগণ ! আপনাদের বুদ্ধিতে দেবাদিদেব মহাদেব এতদিনে কামভস্ম করলেন তাহলে এপর্যন্ত তিনি বিকারযুক্ত (কামী) ছিলেন ! ১॥ কিন্তু আমার বিবেচনায় দেবাদিদেব মহাদেব সততই যোগী, অজ, অনিন্দ্য, কামহীন ও ভোগবিরহিত। আমি যদি তাঁকে এই জ্ঞানে সানুরাগে কায়মনোবাক্যে সেবা করে থাকি তাহলে হে মুনিগণ ! শুনুন। সেই কৃপানিধি শ্রীভগবান আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন। আপনাদের উক্তি যে, তিনি কামভস্ম করেছেন—তা মোটেই বিবেচনাপ্রসূত নয়॥ ২-৩॥ হে তাত ! অগ্নির তো স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে হিম তার কাছে যেতে পারে না আর গেলে বিনষ্ট হবেই। মদনের মহাদেবের কাছে যাওয়ার প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য॥ ৪॥

দোহা (৯০)

হিয়ঁ হরষে মুনি বচন সুনি দেখি প্রীতি বিস্বাস।
চলে ভবানিহি নাই সির গএ হিমাচল পাস॥

চৌপাই (১—৪)

সবু প্রসঙ্গু গিরিপতিহি সুনাবা। মদন দহন সুনি অতি দুখু পাবা॥
বহুরি কহেউ রতি কর বরদানা। সুনি হিমবন্ত বহুত সুখু মানা॥
হৃদয়ঁ বিচারি সম্ভু প্রভুতাঈ। সাদর মুনিবর লিএ বোলাঈ॥
সুদিনু সুনখতু সুঘরী সোচাঈ। বেগি বেদবিধি লগন ধরাঈ॥
পত্রী সপ্তরিষিন্হ সোই দীন্হী। গহি পদ বিনয় হিমাচল কীন্হী॥
জাই বিধিহি তিন্হ দীন্হি সো পাতী। বাচত প্রীতি ন হৃদয়ঁ সমাতী॥
লগন বাচি অজ সবহি সুনাঈ। হরষে মুনি সব সুর সমুদাঈ॥
সুমন বৃষ্টি নভ বাজন বাজে। মঙ্গল কলস দসহুঁ দিসি সাজে॥

দোহা (৯১)

লগে সঁবারন সকল সুর বাহন বিবিধ বিমান।
হোহিঁ সগুন মঙ্গল সুভদ করহিঁ অপছরা গান॥

চৌপাই (১—৩)

সিবহি সম্ভু গন করহি সিঙ্গারা। জটা মুকুট অহি মৌরু সঁবারা॥
কুণ্ডল কঙ্কন পহিরে ব্যালা। তন বিভূতি পট কেহরি ছালা॥
সসি ললাট সুন্দর সির গঙ্গা। নয়ন তীনি উপবীত ভুজঙ্গা॥
গরল কণ্ঠ উর নর সির মালা। অসিব বেষ সিবধাম কৃপালা॥
কর ত্রিসূল অরু ডমরু বিরাজা। চলে বসহঁ চঢ়ি বাজহিঁ বাজা॥
দেখি সিবহি সুরত্রিয় মুসুকাহীঁ। বর লায়ক দুলহিনি জগ নাহীঁ॥

দোহা— দেবী ভবানীর বক্তব্য আর তাঁর অনুরাগ ও বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে সপ্তর্ষি অতিশয় আনন্দিত হলেন। তাঁরা দেবী ভবানীকে প্রণাম করে চলে গেলেন আর হিমাচলের সমীপে উপনীত হলেন।। ৯০।।

চৌপাই—তাঁরা পর্বতরাজ হিমাচলকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। কামদেব ভস্ম হয়ে গিয়েছেন এই সংবাদ হিমাচলকে দুঃখিত করল। অতঃপর সপ্তর্ষি, রতির বরলাভের কথাও বললেন যা হিমাচলকে প্রসন্ন করল।। ১।। শিব মহিমা জেনে হিমাচল শ্রেষ্ঠ মুনিগণকে আহ্বান করে শুভ দিন, নক্ষত্র ও ক্ষণ নিরূপণ করিয়ে নিলেন। অতঃপর বেদবিধি পালন করে তিনি বিবাহলগ্ন স্থির করে ফেললেন।। ২।। অতঃপর গিরিরাজ হিমাচল সপ্তর্ষির চরণে প্রণাম নিবেদন করে লগ্নপত্র তাঁদের হস্তে তুলে দিলেন। সপ্তর্ষি সেই লগ্নপত্র ভগবান শ্রীব্রহ্মার হাতে তুলে দিলেন। লগ্নপত্র পাঠ করে ব্রহ্মা আনন্দমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন ; অন্তরের প্রীতি আগলে রাখা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল।। ৩।। প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা সেই লগ্নপত্র পাঠ করে যখন সকলকে শোনালেন তখন মুনি ও দেবতাকুল আনন্দমগ্ন হয়ে গেলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল, মঙ্গল বাদ্যসকল বেজে উঠল আর দশ দিকে মঙ্গলঘট সজ্জিত করা হল।। ৪ ।।

দোহা—দেবতাগণ নিজ নিজ বাহন ও বিমান সুসজ্জিত করতে লাগলেন। মঙ্গলজনক শুভলক্ষণসকল দেখা যেতে লাগল। অপ্সরাগণ গান গাইতে লাগলেন।। ৯১ ।।

চৌপাই— অনুচরগণ দেবাদিদেবকে বর বেশে সজ্জিত করতে প্রয়াসী হল। তাঁর মস্তকে রচনা করা হল জটাজুটরূপ কিরীট যাতে সর্পভূষণ যুক্ত করা হল। শ্রবণে সর্পকুণ্ডল ও হস্তে সর্পকঙ্কণ ; যার সৌন্দর্য অনুপম ছিল। অঙ্গ বিভূতিমণ্ডিত করা হল। কটিতে ব্যাঘ্রাম্বর অতিশয় শোভমান হল।। ১ ।। তাঁর মস্তকের উপর ছিল সুন্দর চন্দ্রকলা তথা পুণ্যতোয়া গঙ্গা। তাঁর ত্রিনয়ন তথা সর্পের উপবীতধারী। কণ্ঠে তাঁর হলাহল। বক্ষঃস্থলে দোদুল্যমান নরমুণ্ডমালা। আপাতদৃষ্টিতে মহাদেবের বেশবাস অশুভ লাগলেও তিনি বস্তুত পরম মঙ্গলময় ও কৃপালু।। ২ ।। মহাদেব এক হস্তে ত্রিশূল ও অন্য হস্তে ডমরু নিয়ে আসীন হলেন বৃষবাহনে। গমনকালে চতুর্দিকে বাজনা বেজে উঠল। ভগবান

চৌপাই (৪)

বিষ্‌নু বিরঞ্চি আদি সুরব্রাতা। চঢ়ি চঢ়ি বাহন চলে বরাতা।।
সুর সমাজ সব ভাঁতি অনূপা। নহিঁ বরাত দূলহ অনুরূপা।।

দোহা (৯২)

বিষ্ণু কহা অস বিহসি তব বোলি সকল দিসিরাজ।
বিলগ বিলগ হোই চলহু সব নিজ নিজ সহিত সমাজ।।

চৌপাই (১—৪)

বর অনুহারি বরাত ন ভাঈ। হঁসী করৈহহু পর পুর জাঈ।।
বিষ্ণু বচন সুনি সুর মুসুকানে। নিজ নিজ সেন সহিত বিলগানে।।
মনহী মন মহেসু মুসুকাহী। হরি কে বিগ্য বচন নহি জাহী।।
অতি প্রিয় বচন সুনত প্রিয় কেরে। ভৃঙ্গিহি প্রেরি সকল গন টেরে।।
সিব অনুসাসন সুনি সব আএ। প্রভু পদ জলস সীস তিন্হ নাএ।।
নানা বাহন নানা বেষা। বিহসে সিব সমাজ নিজ দেখা।।
কোউ মুখ হীন বিপুল মুখ কাহূ। বিনু পদ কর কোউ বহু পদ বাহূ।।
বিপুল নয়ন কোউ নয়ন বিহীনা। রিষ্টপুষ্ট কোউ অতি তনখীনা।।

ছন্দ

তন খীন কোউ অতি পীন পাবন কোউ অপাবন গতি ধরে।
ভূষন করাল কপাল কর সব সদ্য সোনিত তন ভরে।।
খর স্বান সুঅর সৃকাল মুখ গন বেষ অগনিত কো গনৈ।
বহু জিনস প্রেত পিসাচ জোগি জমাত বরনত নহি বনৈ।।

সোরঠা (৯৩)

নাচহিঁ গাবহিঁ গীত পরম তরঙ্গী ভূত সব।
দেখত অতি বিপরীত বোলহিঁ বচন বিচিত্র বিধি।।

শ্রীশংকরকে দেখে দেবাঙ্গনাসকল মুখ টিপে হাসতে লাগলেন (আর বললেন—) এমন বরের যোগ্য কনে পাওয়া দুষ্কর॥ ৩॥ শ্রীবিষ্ণু, শ্রীব্রহ্মা আদি দেবতাগণ নিজ নিজ বাহনে চড়ে বরযাত্রী রূপে চললেন, দেবতাগণ সব দিক দিয়ে অনুপম (সর্বাঙ্গসুন্দর) ছিলেন কিন্তু বরযাত্রী বরের যোগ্য ছিল না॥ ৪॥

দোহা—*তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু সকল দিকপালদের ডেকে হেসে বলে দিলেন সকলে নিজ নিজ দলকে সঙ্গে নিয়ে আলাদাভাবে যেতে পারেন॥ ৯২॥*

চৌপাই—ভাইসকল! আমাদের এই বরযাত্রীদল বরের উপযুক্ত হয়নি। অন্য নগরে গিয়ে হাস্যাম্পদ না হওয়াই ভালো। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কথা শুনে দেবতাগণ মুচকি হাসলেন আর যে যার নিজ দলের সঙ্গে চললেন॥ ১॥ দেবাদিদেব মহাদেব (এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে) মনে মনে হাসলেন যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরিহাস প্রবণতা গেল না। নিজ প্রিয়তমের (শ্রীবিষ্ণু ভগবানের) মুখে এইরূপ প্রিয় কথা শ্রবণ করে মহাদেব ভৃঙ্গীকে পাঠিয়ে নিজ অনুচরদের ডেকে নিলেন॥ ২॥ মহাদেবের আহ্বান পেয়েই অনুচরগণ দলে দলে এসে উপস্থিত হল আর শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করল। বাহন ও বেশবাসের বৈচিত্র্য দেখে মহাদেবও প্রমোদিত হলেন॥ ৩॥ কারো মুখই নেই আবার কারো অনেকগুলো মুখ; কেউ হস্তপদ বিরহিত আবার কারো অনেকগুলো হস্তপদ; কারো অনেকগুলো চোখ আবার কারো একটা চোখও নেই। কেউ হৃষ্টপুষ্ট আবার কেউ ক্ষীণতনু॥ ৪॥

ছন্দ—*অনুচরদের মধ্যে কেউ ভয়ানক রোগা আবার কেউ ভয়ানক মোটা; কেউবা পবিত্র আর কেউ অপবিত্র বেশ ধারণ করে আছে। তাদের আভরণ ভীতিপ্রদ, হস্তে নরমুণ্ড। সকলের দেহেই উষ্ণ রুধিরের অনুলেখন। অদ্ভুত মুখাকৃতি তাদের—গর্দভ, সারমেয়, শূকর, শৃগাল সদৃশ। অনুচরদের বেশবাসের বৈচিত্র্য গণনা করে শেষ করা কঠিন। বহু সংখ্যক প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী একত্র হয়েছিল। এই সকল বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়॥*

সোরঠা—*ভূত-প্রেতসকল নৃত্যগীত করতে থাকল। সকলেই অতিশয় উল্লসিত ছিল। তারা যেমন বিচিত্র দর্শন তেমনই তাদের বিচিত্র কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি॥ ৯৩॥*

চৌপাই (১—৪)

জস দুলহু তসি বনী বরাতা। কৌতুক বিবিধ হোহিঁ মগ জাতা।।
ইহাঁ হিমাচল রচেউ বিতানা। অতি বিচিত্র নহি জাই বখানা।।
সৈল সকল জহঁ লগি জগ মাহী। লঘু বিসাল নহি বরনি সিরাহীঁ।।
বন সাগর সব নদীঁ তলাবা। হিমগিরি সব কহুঁ নেবত পঠাবা।।
কামরূপ সুন্দর তন ধারী। সহিত সমাজ সহিত বর নারী।।
গএ সকল তুহিনাচল গেহা। গাবহিঁ মঙ্গল সহিত সনেহা।।
প্রথমহি গিরি বহু গৃহ সঁবরাএ। জথাজোগু তহঁ তহঁ সব ছাএ।।
পুর সোভা অবলোকি সুহাঈ। লাগই লঘু বিরঞ্চি নিপুনাঈ।।

ছন্দ

লঘু লাগ বিধি কী নিপুনতা অবলোকি পুর সোভা সহী।
বন বাগ কূপ তড়াগ সরিতা সুভগ সব সক কো কহী।।
মঙ্গল বিপুল তোরন পতাকা কেতু গৃহ গৃহ সোহহীঁ।
বনিতা পুরুষ সুন্দর চতুর ছবি দেখি মুনি মন মোহহীঁ।।

দোহা (৯৪)

জগদম্বা জহঁ অবতরী সো পুরু বরনি কি জাই।
রিদ্ধি সিদ্ধি সম্পত্তি সুখ নিত নূতন অধিকাই।।

চৌপাই (১—৩)

নগর নিকট বরাত সুনি আঈ। পুর খরভরু সোভা অধিকাঈ।।
করি বনাব সজি বাহন নানা। চলে লেন সাদর অগবানা।।
হিয়ঁ হরষে সুর সেন নিহারী। হরিহি দেখি অতি ভএ সুখারী।।
সিব সমাজ জব দেখন লাগে। বিডরি চলে বাহন সব ভাগে।।
ধরি ধীরজু তহঁ রহে সয়ানে। বালক সব লৈ জীব পরানে।।
গএঁ ভবন পূছহিঁ পিতু মাতা। কহহিঁ বচন ভয় কম্পিত গাতা।।

চৌপাই—এইবার বর আর বরযাত্রী যেন মানানসই হল। যাত্রাপথে বহুবিধ কৌতুকরস পরিবেশন চলতে লাগল। এদিকে হিমাচল অতিথি অভ্যর্থনার জন্য এমন এক বিচিত্র মণ্ডপ নির্মাণ করালেন যা বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়॥ ১॥ জগতে যত ছোট-বড় পর্বত বিদ্যমান—যাদের বর্ণনা করে শেষ করা যায় না ও যত অরণ্য, সমুদ্র, নদী ও সরোবর ছিল, হিমাচল সকলকেই আমন্ত্রণ করেছিলেন॥ ২॥ তাঁরা নিজ ইচ্ছানুসার রূপ পরিগ্রহ করে সুন্দরী ভার্যাদের সঙ্গে সবান্ধবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন। সকলেই মাঙ্গলিক আচারাদিতে কুশল॥ ৩॥ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের জন্য হিমাচল আগে থেকেই বহু নিবাসস্থান সুসজ্জিত করে রেখেছিলেন। সকলেই বিবাহ অনুষ্ঠানে এসে সেই সকল নিবাসস্থানে এসে রইলেন। নগরের সৌন্দর্য সৃষ্টির সৌন্দর্যকেও তুচ্ছ করে দিল॥ ৪॥

ছন্দ—নগরের শোভা যেন বিধাতার নৈপুণ্যকেও ম্লান করে দিল। অরণ্য, উদ্যান, কূপ, সরোবর, নদী আদি স্থানে সর্বত্র বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের বিন্যাস ছিল। পথসকল তোরণ, ধ্বজ ও পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত করা হল। সুন্দর সুচতুর নরনারীকুল অতিশয় কান্তিযুক্ত ছিল যা মুনিমনকেও বিক্ষুব্ধ করতে সক্ষম॥

দোহা—যেখানে স্বয়ং জগদম্বার অবতরণ সেই ক্ষেত্রের বর্ণনা করা কী সম্ভব ? সেইখানে তো ঋদ্ধি, সিদ্ধি, সম্পত্তি ও সুখ উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে॥ ৯৪॥

চৌপাই—নগরের উপকণ্ঠে বরযাত্রীদল উপনীত হওয়ার সংবাদ সকলকে ব্যস্ত করে তুলল। বিবাহ আসর তখন অনুপম সৌন্দর্যে ভরে উঠল। অভ্যর্থনা কার্যে যুক্ত ব্যক্তিগণ উত্তমভাবে সজ্জিত হয়ে সঙ্গে নানাবিধ বাহন নিয়ে বরযাত্রীদলকে পরম সমাদরে আহ্বান করতে এগিয়ে গেলেন॥ ১॥ সম্মুখে দেবতাদের আসতে দেখে অতিথি আপ্যায়নে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ আনন্দিত হলেন। যখন তাঁরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে আসতে দেখলেন তখন তো তাঁদের আনন্দের পরিসীমা রইল না। অতঃপর তাঁদের দৃষ্টি ভগবান শ্রীশংকরের অনুচরদের উপর পড়ল। তাই দেখে অতিথি আপ্যায়নের জন্য আনীত বাহনসকল (গজ, অশ্ব ও বলদ আদি) ভয়ে পলায়ন করল॥ ২॥ অল্প কিছু প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। বালকগণ তখন প্রাণ

চৌপাই (৪)

কহিঅ কাহ কহি জাই ন বাতা। জম কর ধার কিধৌ বরিআতা॥
বরু বৌরাহ বসহঁ অসবারা। ব্যাল কপাল বিভূষন ছারা॥

ছন্দ

তন ছার ব্যাল কপাল ভূষন নগন জটিল ভয়ঙ্করা।
সঁগ ভূত প্রেত পিসাচ জোগিনি বিকট মুখ রজনীচরা॥
জো জিঅত রহিহি বরাত দেখত পুন্য বড় তেহি কর সহী।
দেখিহি সো উমা বিবাহু ঘর ঘর বাত অসি লরিকন্হ কহী॥

দোহা (৯৫)

সমুঝি মহেস সমাজ সব জননি জনক মুসুকাহি।
বাল বুঝাএ বিবিধ বিধি নিডর হোহু ডরু নাহি॥

চৌপাই (১—৪)

লৈ অগবান বরাতহি আএ। দিএ সবহি জনবাস সুহাএ॥
মৈনাঁ সুভ আরতী সঁবারী। সঙ্গ সুমঙ্গল গাবহি নারী॥
কঞ্চন থার সোহ বর পানী। পরিছন চলী হরহি হরষানী॥
বিকট বেষ রুদ্রহি জব দেখা। অবলন্হ উর ভয় ভয়উ বিসেষা॥
ভাগি ভবন পৈঠী অতি ত্রাসা। গএ মহেসু জহাঁ জনবাসা॥
মৈনা হৃদয়ঁ ভয়উ দুখু ভারী। লীন্হী বোলি গিরীসকুমারী॥
অধিক সনেহঁ গোদ বৈঠারী। স্যাম সরোজ নয়ন ভরে বারী॥
জেহিঁ বিধি তুম্হহি রূপু অস দীন্হা। তেহি জড় বরু বাউর কস কীন্হা॥

ছন্দ

কস কীন্হ বরু বৌরাহ বিধি জেহি তুম্হহি সুন্দরতা দঈ।
জো ফলু চহিঅ সুরতরুহিঁ সো বরবস ববূরহি লাগঈ॥
তুম্হ সহিত গিরি তে গিরৌ পাবক জরৌ জলনিধি মহুঁ পরৌ।
ঘরু জাউ অপজসু হোউ জগ জীবত বিবাহু ন হৌ করৌ॥

নিয়ে পলায়ন করেছে। তারা ঘরে ফিরে আসতে যখন তাদের মা-বাপ কারণ জিজ্ঞাসা করলেন তখন তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল—কী বলব ? বলার কিছু নেই। বরযাত্রী না যমরাজের সৈন্যবাহিনী ! উন্মাদ বর বৃষের উপর আসীন ! সর্প, নরমুণ্ড ও ভস্ম তার অঙ্গসজ্জা ! ৩-৪ ॥

ছন্দ—ভস্মমাখা পাত্রের অঙ্গে সর্প ও নরমুণ্ডের আভরণ ; সে দিগম্বর, জটাধারী ও ভয়ংকর আকৃতি। সঙ্গে তার ভয়ানক আকৃতির ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী ও রাক্ষস। বরযাত্রীদের দেখে বেঁচে থাকলে তবে সেই পুণ্যবান পার্বতীর বিবাহ দেখতে পাবে ! বালকগণের মাধ্যমে এই সংবাদ ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল ॥

***দোহা**—বালকদের বর্ণনা শুনে তাদের অভিভাবকগণ বুঝলেন যে তারা মহেশ্বরের অনুচরদের দেখে ভয় পেয়েছে। তাঁরা হেসে তাদের অভয় দিলেন॥ ৯৫ ॥*

চৌপাই— অতিথি আপ্যায়নে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন আর উত্তম নির্দিষ্ট স্থানে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। মেনকা (দেবী পার্বতীর মাতা) বরণডালা সজ্জিত করে অন্যান্য রমণীদের সঙ্গে মঙ্গলগীত গাইতে লাগলেন॥ ১॥ সুন্দর হস্তে শোভমান সুবর্ণ নির্মিত থালায় বরণ করবার সামগ্রী নিয়ে মেনকা পরমানন্দে দেবাদিদেব মহাদেবকে বরণ করতে গেলেন। দেবাদিদেবের ভয়ংকর বেশ দেখে রমণীগণের সঙ্গে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন আর ছুটে পলায়ন করলেন। মহাদেব তখন আবার বরযাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হলেন। মেনকার চিত্তে তখন অতিবড় দুঃখ হল। তিনি পার্বতীকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন॥ ২-৩॥ কন্যাকে তিনি পরম স্নেহে অঙ্কে ধারণ করলেন। তাঁর নীলপদ্মসম নয়নে তখন অশ্রু টলমল করছে। তিনি বললেন—এমন সুন্দরী কন্যার ওই উন্মাদ পাত্র ! বিধাতার এ কী পরিহাস ? ৪॥

ছন্দ—যে বিধাতা তোমাকে সুন্দরী করেছেন তিনিই তোমার জন্য উন্মাদ বর করলেন কেমন করে ? কল্পবৃক্ষের ফল বাবলা গাছ ? আমি তোমাকে নিয়ে পর্বত থেকে ঝাঁপ দেব, আগুনে পুড়ে মরব অথবা সাগরে ডুবে মরব। ঘর সংসার তছনছ হয়ে গেলেও আর জগতে অপযশস্কর হলেও প্রাণ থাকতে এমন উন্মাদের সঙ্গে তোমার বিবাহ হতে দেব না॥

দোহা (৯৬)

ভঙ্গঁ বিকল অবলা সকল দুখিত দেখি গিরিনারি।
করি বিলাপু রোদতি বদতি সুতা সনেহু সঁভারি॥

চৌপাই (১—৪)

নারদ কর মৈঁ কাহ বিগারা। ভবনু মোর জিন্হ বসত উজারা॥
অস উপদেসু উমহি জিন্হ দীন্হা। বৌরে বরহি লাগি তপু কীন্হা॥
সাচেহুঁ উন্হ কে মোহ ন মায়া। উদাসীন ধনু ধামু ন জায়া॥
পর ঘর ঘালক লাজ ন ভীরা। বাঁঝ কি জান প্রসব কৈ পীরা॥
জননিহি বিকল বিলোকি ভবানী। বোলী জুত বিবেক মৃদু বানী॥
অস বিচারি সোচহি মতি মাতা। সো ন টরই জো রচই বিধাতা॥
করম লিখা জৌ বাউর নাহূ। তৌ কত দোসু লগাইঅ কাহূ॥
তুম্হ সন মিটহিঁ কি বিধি কে অঙ্কা। মাতু ব্যর্থ জনি লেহু কলঙ্কা॥

ছন্দ

জনি লেহু মাতু কলঙ্কু করুনা পরিহরহু অবসর নহীঁ।
দুখু সুখু জো লিখা লিলার হমরেঁ জাব জহঁ পাউব তহীঁ॥
সুনি উমা বচন বিনীত কোমল সকল অবলা সোচহীঁ।
বহু ভাঁতি বিধিহি লগাই দূষন নয়ন বারি বিমোচহীঁ॥

দোহা (৯৭)

তেহি অবসর নারদ সহিত অরু রিষি সপ্ত সমেত।
সমাচার সুনি তুহিনগিরি গবনে তুরত নিকেত॥

চৌপাই (১—২)

তব নারদ সবহী সমুঝাবা। পূরুব কথাপ্রসঙ্গু সুনাবা॥
ময়না সত্য সুনহু মম বানী। জগদম্বা তব সুতা ভবানী॥
অজা অনাদি সক্তি অবিনাসিনি। সদা সম্ভু অরধঙ্গ নিবাসিনি॥
জগ সম্ভব পালন লয় কারিনি। নিজ ইচ্ছা লীলা বপু ধারিনি॥

দোহা—হিমাচল ভার্যার (মেনকার) দুরবস্থা উপস্থিত রমণীকুলকে ব্যাকুল করে তুলল। মেনকা কন্যার প্রতি ভালোবাসার কথা স্মরণ করে রোদন করতে করতে বিলাপ করতে লাগলেন॥ ৯৬॥

চৌপাই—(মেনকা বলছিলেন—) আমি দেবর্ষি নারদের কী ক্ষতি করেছি যে তিনি জেনেশুনে আমার সোনার সংসারে আগুন ধরিয়ে দিলেন ? তাঁর প্ররোচনায়ই তো পার্বতীর এমন উন্মাদ বর লাভ করবার জন্য তপস্যা করা ! ১॥ মায়া, মোহ, ধনসম্পদ, গৃহ, স্ত্রী তাঁর তো কিছুই নেই। এই সকল বস্তুর মর্ম তিনি কী করে জানবেন ? কেবল পরের ঘর ভেঙে বেড়াচ্ছেন। তাঁর লজ্জাও নেই, ভয়ও নেই ! বন্ধ্যা নারী কী কখনও প্রসব বেদনার কথা জানতে পারে ? ২॥ মাতাকে বিহ্বল চিত্ত দেখে দেবী পার্বতী মৃদু কণ্ঠে জ্ঞানগর্ভ উক্তি করলেন—মা আমার ! বিধির বিধান কি খণ্ডন করা যায় ? এই ভেবে তুমি ভাবনা-চিন্তা কোরো না। যদি আমার ভাগ্যে উন্মাদ স্বামীই থাকে তাহলে অন্য কাউকে দোষ দিয়ে লাভ কী। হে মাতা ! বিধির বিধান তুমি বদলাতে পারবে ? বৃথা কলঙ্কের ভাগী নাই বা হলে ! ৩-৪॥

ছন্দ—হে মাতা ! কলঙ্কিত কেন হবে ? কেঁদে লাভ নেই। এটি বিষাদগ্রস্ত হওয়ার সময় নয়। আমার ভাগ্যে যা সুখ-দুঃখ বরাদ্দ করা আছে তার থেকে আমি যেখানেই যাই না কেন পরিত্রাণ নেই। দেবী পার্বতীর এইরূপ সবিনয় নিবেদন শ্রবণ করে উপস্থিত রমণীকুল চিন্তান্বিত হয়ে বিধাতার উপর দোষারোপ করে রোদন করতে লাগল॥

দোহা—এমন সময়ে হিমাচল গৃহে ফিরে এলেন। সঙ্গে তিনি দেবর্ষি নারদ ও সপ্তর্ষিকেও নিয়ে এসেছিলেন॥ ৯৭॥

চৌপাই—তখন দেবর্ষি নারদ সকলকে পার্বতীর পূর্বজন্মের বিবরণ বলে শান্ত করলেন। (তিনি বললেন—) হে মাতা মেনকা ! একটা গূঢ় কথা জেনে রাখ। তোমার কন্যা যে সে ব্যক্তি নন, তিনি সাক্ষাৎ জগজ্জননী ভবানী॥ ১॥ তিনি অজ, অনাদি ও অবিনাশী আদ্যাশক্তি স্বয়ং। তিনি সর্বকালেই দেবাদিদেব মহাদেবের অর্ধাঙ্গিনী। তিনি জগতে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য করে থাকেন আর ইচ্ছানুসারে লীলাতনু ধারণ করেন॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

জনমী প্রথম দচ্ছ গৃহ জাঈ। নামু সতী সুন্দর তনু পাঈ॥
তহঁহুঁ সতী সঙ্করহি বিবাহীঁ। কথা প্রসিদ্ধ সকল জগ মাহীঁ॥

এক বার আবত সিব সঙ্গা। দেখেউ রঘুকুল কমল পতঙ্গা॥
ভয়উ মোহু সিব কহা ন কীন্‌হা। ভ্রম বস বেষু সীয় কর লীন্‌হা॥

ছন্দ

সিয় বেষু সতীঁ জো কীন্‌হ তেহিঁ অপরাধ সংকর পরিহরীঁ।
হর বিরহঁ জাই বহোরি পিতু কেঁ জগ্য জোগানল জরীঁ॥
অব জনমি তুম্‌হরে ভবন নিজ পতি লাগি দারুন তপু কিয়া।
অস জানি সংসয় তজহু গিরিজা সর্বদা সংকরপ্রিয়া॥

দোহা (৯৮)

সুনি নারদ কে বচন তব সব কর মিটা বিষাদ।
ছন মহুঁ ব্যাপেউ সকল পুর ঘর ঘর যহ সংবাদ॥

চৌপাই (১—৪)

তব ময়না হিমবন্ত অনন্দে। পুনি পুনি পারবতী পদ বন্দে॥
নারি পুরুষ সিসু জুবা সয়ানে। নগর লোগ সব অতি হরষানে॥

লগে হোন পুর মঙ্গল গানা। সজে সবহি হাটক ঘট নানা॥
ভাঁতি অনেক ভঈ জেবনারা। সূপসাস্ত্র জস কছু ব্যবহারা॥

সো জেবনার কি জাই বখানী। বসহিঁ ভবন জেহিঁ মাতু ভবানী॥
সাদর বোলে সকল বরাতী। বিষ্নু বিরঞ্চি দেব সব জাতী॥

বিবিধি পাঁতি বৈঠী জেবনারা। লাগে পরুসন নিপুন সুআরা॥
নারিবৃন্দ সুর জেবঁত জানী। লগীঁ দেন গারীঁ মৃদু বানী॥

দক্ষগৃহে কন্যা সতীরূপে পূর্বে তাঁর আগমন হয়েছিল। তখন তিনি অসামান্য রূপবতী হয়ে অবতরণ করেছিলেন। তখনও তাঁর ভগবান শ্রীশংকরের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। সেই বৃত্তান্ত তো জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে॥ ৩॥ তিনি সেই কালে ভ্রমণকালে (পথে) রঘুকুলকমল সূর্য শ্রীরঘুবীরকে দর্শন করে ভ্রমের বশীভূত হয়ে ভগবান শ্রীশংকরের কথায় বিশ্বাস না করে সীতাদেবীর রূপ ধারণ করেছিলেন॥ ৪॥

দোহা—সীতারূপ ধারণ করবার অপরাধে পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে তিনি বিরহ হেতু পিতা দক্ষের যজ্ঞে গমন করে যোগাগ্নিতে দেহ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এইবার তাঁর তোমাদের গৃহে আগমন হয়েছে আর তিনি তাঁর পতিদেবতার সান্নিধ্য লাভ করবার জন্য কঠিন তপস্যাও করেছেন। অতএব সন্দেহ ত্যাগ করে এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও যে পার্বতী তো জন্মজন্মান্তরে শ্রীশংকরপ্রিয়া (অর্ধাঙ্গিনী)॥

দোহা— দেবর্ষি নারদের মুখে অমৃতকথা শ্রবণ করে সকল বিষাদ মিটে গেল। ঘটনাবৃত্তান্ত মুহূর্তের মধ্যে সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেল॥ ৯৮॥

চৌপাই— মেনকা ও হিমাচল উভয়েই তখন আনন্দে পরিপূর্ণ হলেন। তাঁরা কন্যারূপে আবির্ভূতা দেবী ভবানীকে বারে বারে প্রণতি জানালেন। নগরের বালক-বৃদ্ধ-নারী নির্বিশেষে সকলেই অতিশয় প্রসন্নচিত্ত হয়ে গেল॥ ১॥ নগরের ঘরে ঘরে মঙ্গলগীত পরিবেশন হতে লাগল। গৃহদ্বার সকল সুবর্ণ ঘট দ্বারা সুসজ্জিত করা হল। পাকশালাসকল থেকে সুমধুর খাদ্য সামগ্রীর গন্ধ আসতে লাগল॥ ২॥ যে গৃহে স্বয়ং মা ভবানী আছেন সেইখানকার আহার্য সামগ্রীর বর্ণনা দেওয়া কঠিন। হিমাচল পরম সমাদরে শ্রীবিষ্ণু, শ্রীব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাদের ও বরযাত্রীদের ডেকে পাঠালেন॥ ৩॥ নিমন্ত্রিতগণ পঙ্‌ক্তি ভোজনে আপ্যায়িত হলেন। খাদ্য সামগ্রীসকল সুচতুর কুশল পরিবেশনকারী দ্বারা পরিবেশন করা হল। রমণীকুল নানারূপ হাস্যরস পরিবেশন করে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আনন্দদান করতে থাকলেন॥ ৪॥

ছন্দ

গারীঁ মধুর স্বর দেহিঁ সুন্দরি বিঙ্গ্য বচন সুনাবহীঁ।
ভোজনু করহিঁ সুর অতি বিলম্বু বিনোদু সুনি সচু পাবহীঁ॥
জেবঁত জো বঢ়্যো অনন্দু সো মুখ কোটিহূঁ ন পরৈ কহ্যো।
অচবাঁই দীন্হেঁ পান গবনে বাস জহঁ জাকো রহ্যো॥

দোহা (৯৯)

বহুরি মুনিন্হ হিমবন্ত কহুঁ লগন সুনাঈ আই।
সময় বিলোকি বিবাহ কর পঠএ দেব বোলাই॥

চৌপাই (১—৪)

বোলি সকল সুর সাদর লীন্হে। সবহি জথোচিত আসন দীন্হে॥
বেদী বেদ বিধান সঁবারী। সুভগ সুমঙ্গল গাবহিঁ নারী॥

সংঘাসনু অতি দিব্য সুহাবা। জাই ন বরনি বিরঞ্চি বনাবা॥
বৈঠে সিব বিপ্রন্হ সিরু নাঈ। হৃদয়ঁ সুমিরি নিজ প্রভু রঘুরাঈ॥

বহুরি মুনীসন্হ উমা বোলাঈঁ। করি সিঙ্গারু সখীঁ লৈ আঈঁ॥
দেখত রূপু সকল সুর মোহে। বরনৈ ছবি অস জগ কবি কো হৈ॥

জগদম্বিকা জানি ভব ভামা। সুরন্হ মনহিঁ মন কীন্হ প্রনামা॥
সুন্দরতা মরজাদ ভবানী। জাই ন কোটিহুঁ বদন বখানী॥

ছন্দ

কোটিহুঁ বদন নহিঁ বনৈ বরনত জগ জননি সোভা মহা।
সকুচহিঁ কহত শ্রুতি সেষ সারদ মন্দমতি তুলসী কহা॥
ছবিখানি মাতু ভবানি গবনীঁ মধ্য মণ্ডপ সিব জহাঁ।
অবলোকি সকহিঁ ন সকুচ পতি পদ কমল মনু মধুকরু তহাঁ॥

ছন্দ—সুন্দরীদের সরস ব্যাঙ্গোক্তিসকল দেবতাগণ উপভোগ করতে লাগলেন আর তাঁদের আহারপর্ব দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হল। আহারকালের সেই সরস আনন্দময় পরিবেশ বর্ণনা করা কোটি মুখেও সম্ভব নয়। আঁচানোর পর তাম্বূল সেবা হল। অতঃপর নিমন্ত্রিতগণ বিশ্রাম গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গমন করলেন ॥

দোহা—*অতঃপর মুনিগণ ফিরে এসে হিমালয়কে লগ্নপত্র দেখালেন আর বিবাহলগ্ন উপস্থিত দেখে দেবতাদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করলেন॥ ৯৯॥*

চৌপাই—দেবতাগণ আসতে তাঁদের পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করে যথাযোগ্য আসন দান করা হল। বিবাহসভা বেদবিধি অনুসারে সজ্জিত করা হল। রমণীগণ সুললিত কণ্ঠে উত্তম মঙ্গলগীত পরিবেশন করতে লাগলেন॥ ১॥ বেদিকার উপর স্বয়ং বিধাতা কর্তৃক নির্মিত অনুপম সুন্দর দিব্য সিংহাসন ছিল। তার সৌন্দর্য বলে বোঝানো সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে ও অন্তরে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে ভগবান শ্রীশংকর সেই সিংহাসনে বসলেন॥ ২॥ অতঃপর শ্রেষ্ঠমুনিগণ দেবী পার্বতীকে বিবাহসভায় নিয়ে আসতে বললেন। সখীগণ কর্তৃক সুসজ্জিতা দেবী পার্বতীকে সেইখানে আনা হল। দেবী পার্বতীর রূপ দেবতাদের মোহিত করল। জগতে এমন কবি কোথায় যে সেই সৌন্দর্য বাণীতে ধরে রাখতে সক্ষম হবে ! ৩॥ সাক্ষাৎ জগদম্বা ও শ্রীশংকরের অর্ধাঙ্গিনী রূপে দেবী পার্বতী দেবতাগণ দ্বারা মনে মনে পূজিত হলেন। দেবী ভবানী সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা সে সৌন্দর্য যে কোটি মুখেও বর্ণনা করা যায় না॥ ৪॥

ছন্দ—জগজ্জননী দেবী পার্বতীর অনুপম কান্তির বর্ণনা করা কোটি মুখেও সম্ভব নয়। বেদ, শেষনাগ ও দেবী সরস্বতী যা বর্ণনা করতে সংকোচ বোধ করেন, তা মন্দবুদ্ধি তুলসী কেমন করে করবে ? সৌন্দর্য ও কান্তির আকর মাতা ভবানী বিবাহসভার মধ্যবর্তী স্থানে ভগবান শ্রীশংকর সকাশে গমন করলেন। দেবী পার্বতী সংকোচে তাঁর পতিদেবতার পাদপদ্ম দর্শনও করতে পারছিলেন না কিন্তু মনভ্রমর সেই পদ্মমধু পান করছিল ॥

দোহা (১০০)

মুনি অনুসাসন গনপতিহি পূজেউ সম্ভু ভবানি।
কোউ সুনি সংসয় করৈ জনি সুর অনাদি জিয়ঁ জানি॥

চৌপাই (১—৪)

জসি বিবাহ কৈ বিধি শ্রুতি গাঈ। মহামুনিন্হ সো সব করবাঈ॥
গহি গিরীস কুস কন্যা পানী। ভবহি সমরপীঁ জানি ভবানী॥
পানিগ্রহন জব কীন্হ মহেসা। হিয়ঁ হরষে তব সকল সুরেসা॥
বেদমন্ত্র মুনিবর উচ্চরহীঁ। জয় জয় জয় সংকর সুর করহীঁ॥
বাজহিঁ বাজন বিবিধ বিধানা। সুমনবৃষ্টি নভ ভৈ বিধি নানা॥
হর গিরিজা কর ভয়উ বিবাহূ। সকল ভুবন ভরি রহা উছাহূ॥
দাসীঁ দাস তুরগ রথ নাগা। ধেনু বসন মনি বস্তু বিভাগা॥
অন্ন কনকভাজন ভরি জানা। দাইজ দীন্হ ন জাই বখানা॥

ছন্দ

দাইজ দিয়ো বহু ভাঁতি পুনি কর জোরি হিমভূধর কহ্যো।
কা দেউঁ পূরনকাম সংকর চরন পঙ্কজ গহিঁ রহ্যো॥
সিবঁ কৃপাসাগর সসুর কর সন্তোষু সব ভাঁতিহিঁ কিয়ো।
পুনি গহে পদ পাথোজ ময়নাঁ প্রেম পরিপূরন হিয়ো॥

দোহা (১০১)

নাথ উমা মম প্রান সম গৃহকিঙ্করী করেহু।
ছমেহু সকল অপরাধ অব হোই প্রসন্ন বরু দেহু॥

চৌপাই (১)

বহু বিধি সম্ভু সাসু সমুঝাঈ। গবনী ভবন চরন সিরু নাঈ॥
জননীঁ উমা বোলি তব লীন্হী। লৈ উছঙ্গ সুন্দর সিখ দীন্হী॥

দোহা—মুনিদের নির্দেশ মতন ভগবান শ্রীশংকর ও দেবী পার্বতী গণপতির (দেবতার) পূজা করলেন। দেবতাদের উপস্থিতি অনাদি অনন্ত কাল থেকে জেনে কারো মনে যেন সংশয় না হয় (যে বিবাহের পূর্বে গণপতির উপস্থিতি কেমন করে সম্ভব !)॥ ১০০॥

চৌপাই—বিবাহ অনুষ্ঠানে সকল বেদবিধিই পালন করা হল। গিরিরাজ হিমাচল হস্তে কুশ ধারণ করে ও কন্যার হস্ত ধারণ করে তাঁকে ভবানী (শ্রীশংকরভার্যা) জ্ঞানে ভগবান শ্রীশংকরের হস্তে সমর্পণ করলেন॥ ১॥ যখন মহেশ্বর দেবী পার্বতীর পাণিগ্রহণ করলেন তখন (ইন্দ্রাদি) দেবসকল অতিশয় প্রসন্নচিত্ত হয়ে গেলেন। শ্রেষ্ঠ মুনিগণের মুখে বেদমন্ত্র উচ্চারণ শোনা গেল। দেবতাগণ ভগবান শ্রীশংকরের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন॥ ২॥ বহুবিধ বাদ্য বাজতে লাগল। আকাশ থেকে বহুবিধ পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। শিব পার্বতী বিবাহ সম্পন্ন হল এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল॥ ৩॥ দাসদাসী, রথ, অশ্ব, ধেনু, গজ, বস্ত্র ও ধনসম্পদসহ অন্ন ও সুবর্ণ নির্মিত বাসনকোসন গাড়িতে বোঝাই করে যৌতুক রূপে দান করা হল। এর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়॥ ৪॥

ছন্দ—বহুবিধ যৌতুকাদি দান করে হিমাচল হাত জোড় করে বললেন—হে শ্রীশংকর ! আপনি পূর্ণকাম, আমি আপনাকে আর কী দেবো ? (এইটুকু বলে) তিনি ভগবান শ্রীশংকরের পাদপদ্ম ধারণ করলেন। তখন কৃপাসিন্ধু শ্রীশংকর নিজ শ্বশুরমহাশয়কে সর্বতোভাবে আশ্বস্ত করলেন। অতঃপর প্রেমপ্রীতিতে পূর্ণ চিত্ত মাতা মেনকা শ্রীশংকরকে প্রণাম করে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করে বললেন— ॥

দোহা—(মাতা মেনকা প্রীতি সহকারে বললেন—) হে নাথ ! উমা আমার প্রাণসম প্রিয়। তাকে আপনার গৃহে দাসী করে রাখবেন। তার সকল অপরাধ ক্ষমা করবেন। আপনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে এই বরই দিন॥ ১০১॥

চৌপাই—দেবাদিদেব মহাদেব শ্বশ্রূমাতাকে আশ্বাস দিলেন। তিনি ভগবান শ্রীশংকরের পাদপদ্মে প্রণাম করে গৃহে ফিরে গেলেন। মাতা মেনকা

চৌপাই (২—৪)

করেহু সদা সংকর পদ পূজা। নারিধরমু পতি দেউ ন দূজা।।
বচন কহত ভরে লোচন বারী। বহুরি লাই উর লীন্হী কুমারী।।

কত বিধি সৃজী নারি জগ মাহীঁ। পরাধীন সপনেহুঁ সুখু নাহীঁ।।
ভৈ অতি প্রেম বিকল মহতারী। ধীরজু কীন্হ কুসময় বিচারী।।

পুনি পুনি মিলতি পরতি গহি চরনা। পরম প্রেমু কছু জাই ন বরনা।।
সব নারিন্হ মিলি ভেটি ভবানী। জাই জননি উর পুনি লপটানী।।

ছন্দ

জননিহি বহুরি মিলি চলী উচিত অসীস সব কাহূঁ দঈ।
ফিরি ফিরি বিলোকতি মাতু তন তব সখী লৈ সিব পহি গঈ।।
জাচক সকল সন্তোষি সংকরু উমা সহিত ভবন চলে।
সব অমর হরষে সুমন বরষি নিসান নভ বাজে ভলে।।

দোহা (১০২)

চলে সঙ্গ হিমবন্তু তব পহুঁচাবন অতি হেতু।
বিবিধ ভাঁতি পরিতোষু করি বিদা কীন্হ বৃষকেতু।।

চৌপাই (১—২)

তুরত ভবন আএ গিরিরাঈ। সকল সৈল সর লিএ বোলাঈ।।
আদর দান বিনয় বহুমানা। সব কর বিদা কীন্হ হিমবানা।।

জবহিঁ সম্ভু কৈলাসহি আএ। সুর সব নিজ নিজ লোক সিধাএ।।
জগত মাতু পিতু সম্ভু ভবানী। তেহি সিঙ্গারু ন কহউঁ বখানী।।

গিয়েই দেবী পার্বতীকে কাছে ডেকে তাঁকে অঙ্কে ধারণ করে বহু সদুপদেশ দান করে বললেন—হে পার্বতী ! ভগবান শ্রীশংকরের চরণে সতত সেবাপূজায় নিত্যযুক্ত থাকবে, এটিই শ্রেষ্ঠ নারীধর্ম। নারীর জন্য পতিদেবতাই একমাত্র দেবতা হয়ে থাকেন। এইসকল বলবার সময়ে জননী মেনকার নয়নযুগল অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন॥ ১-২॥ (অতঃপর তিনি আবার বলে ফেললেন—) এই নারীজাতির সৃষ্টি করাই বা কেন ? পরাধীন ব্যক্তি কখনও কি সুখ ভোগ করতে পারে ? প্রেমাতিশয্যে মাতা মেনকা ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। কিন্তু সময় বুঝে তিনি সামলে নিয়ে ধৈর্য ধারণ করে রইলেন॥ ৩॥ মাতা মেনকা বারে বারে কন্যাকে বুকে টেনে নিচ্ছেন আর তাঁর পায়ে ধরছেন। সেই সময়ে প্রেম এত বর্ধিত হয়েছিল যা তা বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়। ভবানী অন্যান্য রমণীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আবার মাতার অঙ্গে মুখ লুকোলেন॥ ৪॥

ছন্দ—অতঃপর কন্যার জননীর কাছে বিদায় গ্রহণ করলেন। দেবী পার্বতী সকলের কাছ থেকে যথাযোগ্য আশীর্বাদ পেলেন। যাত্রাকালে কন্যা বারে বারে পিছন ফিরে মাতাকে দেখতে চাইছিলেন। এইবার সখীগণ তাঁকে ভগবান শ্রীশংকরের কাছে নিয়ে এল। দেবাদিদেব মহাদেব সকল যাচককেই সন্তুষ্ট করে দেবী পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে গৃহাভিমুখে (কৈলাসে) চললেন। আনন্দে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। আকাশে দুন্দুভি বেজে উঠল॥

দোহা—এদিকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্নেহের পরবশ হয়ে হিমাচল তাঁদের সঙ্গ নিলেন। বৃষকেতু (ভগবান শ্রীশংকর) বহুভাবে তাঁকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করলেন॥ ১০২॥

চৌপাই—গিরিরাজ ফিরে এসেই সকল পর্বত ও সরোবরসমূহকে আহ্বান করলেন। সমাদর ও দানসামগ্রী সহ সবিনয়ে সসম্মানে তিনি সকলকে বিদায় করলেন॥ ১॥ ভগবান শ্রীশংকর কৈলাসে এলেন। অন্যান্য দেবতাগণ নিজ নিজ লোকে ফিরে গেলেন। (তুলসীদাস বলেন—) ভগবান শ্রীশংকর ও দেবী ভবানী জগতের জনক-জননী। তাই তাঁদের শৃঙ্গার বর্ণনা করা হল না॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

করহিঁ বিবিধ বিধি ভোগ বিলাসা। গনন্হ সমেত বসহিঁ কৈলাসা॥
হর গিরিজা বিহার নিত নয়ঊ। এহি বিধি বিপুল কাল চলি গয়ঊ॥
তব জনমেউ ষটবদন কুমারা। তারকু অসুরু সমর জেহিঁ মারা॥
আগম নিগম প্রসিদ্ধ পুরানা। ষন্মুখ জন্মু সকল জগ জানা॥

ছন্দ

জগু জান ষন্মুখ জন্মু কর্মু প্রতাপু পুরুষারথু মহা।
তেহি হেতু মৈঁ বৃষকেতু সুত কর চরিত সংক্ষেপহিঁ কহা॥
যহ উমা সম্ভু বিবাহু জে নর নারি কহহিঁ জে গাবহীঁ।
কল্যান কাজ বিবাহ মঙ্গল সর্বদা সুখু পাবহী॥

দোহা (১০৩)

চরিত সিন্ধু গিরিজা রমন বেদ ন পাবহি পারু।
বরনৈ তুলসীদাসু কিমি অতি মতিমন্দ গবাঁরু॥

চৌপাই (১—৪)

সম্ভু চরিত সুনি সরস সুহাবা। ভরদ্বাজ মুনি অতি সুখু পাবা॥
বহু লালসা কথা পর বাঢ়ী। নয়নন্হি নীরু রোমাবলি ঠাঢ়ী॥
প্রেম বিবস মুখ আব ন বানী। দসা দেখি হরষে মুনি গ্যানী॥
অহো ধন্য তব জন্মু মুনীসা। তুম্হহি প্রান সম প্রিয় গৌরীসা॥
সিব পদ কমল জিন্হহি রতি নাহীঁ। রামহি তে সপনেহুঁ ন সোহাহীঁ॥
বিনু ছল বিস্বনাথ পদ নেহূ। রাম ভগত কর লচ্ছন এহূ॥
সিব সম কো রঘুপতি ব্রতধারী। বিনু অঘ তজী সতী অসি নারী॥
পনু করি রঘুপতি ভগতি দেখাঈ। কো সিব সম রামহি প্রিয় ভাঈ॥

দোহা (১০৪)

প্রথমহি মৈঁ কহি সিব চরিত বূঝা মরমু তুম্হার।
সুচি সেবক তুম্হ রাম কে রহিত সমস্ত বিকার॥

শিবপার্বতী বিবিধ ভোগবিলাসে যুক্ত থেকে নিজ অনুচরদের সঙ্গে কৈলাসে বসবাস করতে থাকলেন। তাঁরা নিত্যনতুন বিহার করতে লাগলেন। এইভাবে বহুকাল অতিবাহিত হল॥ ৩॥ অতঃপর কুমার ষড়ানের (কার্তিকের) জন্ম হল, যিনি (বড় হয়ে) যুদ্ধে তারকাসুরকে বধ করেন। তাঁর জন্ম কথার বিবরণ বেদ, তন্ত্র, পুরাণ সর্বত্র আছে এবং তা সকলেই জানেন॥ ৪॥

ছন্দ—ষড়াননের (কার্তিকের) জন্ম, কর্ম, প্রতাপ ও সুমহান পরাক্রম জগদ্বিখ্যাত, তাই এই বৃষধ্বজনন্দনের চরিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হল। শিবপার্বতী বিবাহ উপাখ্যান শ্রবণ-কীর্তনকারী ব্যক্তিগণ মাঙ্গলিক ও বিবাহাদি শুভকর্মে সতত সুখ লাভ করেন॥

***দোহা**—গিরিজাপতি দেবাদিদেব মহাদেবচরিত সিন্ধুসম (অসীম), বেদও তার আদি-অন্ত খুঁজে পান না। তাহলে এই মন্দমতি গ্রাম্য তুলসীদাস তার বর্ণনা কেমন করে করবে ? ১০৩॥*

***চৌপাই**—*অনুপম সুন্দর সরস ভগবান শ্রীশংকরের কথা শ্রবণ করে ভরদ্বাজ মুনি মুগ্ধ হলেন। তিনি আরো শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তাঁর নয়নযুগল আনন্দাশ্রুতে ভরে গিয়েছিল এবং অঙ্গে রোমাঞ্চ অনুভূতি হচ্ছিল॥ ১॥ মুনি প্রেমাবেশে বিহ্বল ; কিছু বলতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। তাঁর অবস্থা জ্ঞানী মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্যকে অতিশয় প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ করল। (তিনি বললেন—) হে মুনিবর ভরদ্বাজ ! ধন্য তুমি। জন্ম তোমার সার্থক। তোমার কাছে গৌরীনাথ যে প্রাণসম প্রিয়॥ ২॥ দেবাদিদেব মহাদেবের শ্রীপাদপদ্মে যার প্রীতি নেই সে স্বপ্নেও প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় হয় না। বিশ্বনাথ শ্রীশংকরের চরণে প্রীতিলাভই হল রামভক্তের লক্ষণ॥ ৩॥ দেবাদিদেব মহাদেবসম শ্রীরামচন্দ্রের (ভক্তির) ব্রতধারী আর কে আছে ? তিনি নিষ্পাপ দেবী সতীকে ত্যাগ করে চোখে আঙুল দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি পরম ভক্তির প্রমাণ দিয়েছেন। আর ! প্রভু শ্রীরামচন্দ্রেরও ভগবান শ্রীশংকরসম প্রিয় আর কে আছে ? ৪॥

***দোহা**—প্রথমেই শিবচরিত সংকীর্তন করে আমি তোমার প্রকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তুমি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃত ভক্ত ও সকল দোষ বিরহিত॥ ১০৪॥*

চৌপাই (১—৪)

মৈঁ জানা তুম্হার গুন সীলা। কহউঁ সুনহু অব রঘুপতি লীলা॥
সুনু মুনি আজু সমাগম তোরেঁ। কহি ন জাই জস সুখু মন মোরেঁ॥

রাম চরিত অতি অমিত মুনীসা। কহি ন সকহিঁ সত কোটি অহীসা॥
তদপি জথাশ্রুত কহউঁ বখানী। সুমিরি গিরাপতি প্রভু ধনুপানী॥

সারদ দারুনারি সম স্বামী। রামু সূত্রধর অন্তরজামী॥
জেহি পর কৃপা করহিঁ জনু জানী। কবি উর অজির নচাবহিঁ বানী॥

প্রনবউঁ সোই কৃপাল রঘুনাথা। বরনউঁ বিসদ তাসু গুন গাথা॥
পরম রম্য গিরিবরু কৈলাসূ। সদা জহাঁ সিব উমা নিবাসূ॥

দোহা (১০৫)

সিদ্ধ তপোধন জোগিজন সুর কিন্নর মুনিবৃন্দ।
বসহিঁ তহাঁ সুকৃতী সকল সেবহিঁ সিব সুখকন্দ॥

চৌপাই (১—৪)

হরি হর বিমুখ ধর্ম রতি নাহীঁ। তে নর তহঁ সপনেহুঁ নহিঁ জাহী॥
তেহি গিরি পর বট বিটপ বিসালা। নিত নূতন সুন্দর সব কালা॥

ত্রিবিধ সমীর সুসীতলি ছায়া। সিব বিশ্রাম বিটপ শ্রুতি গায়া॥
এক বার তেহি তর প্রভু গয়উ। তরু বিলোকি উর অতি সুখু ভয়উ॥

নিজ কর ডাসি নাগরিপু ছালা। বৈঠে সহজহিঁ সম্ভু কৃপালা॥
কুন্দ ইন্দু দর গৌর সরীরা। ভুজ প্রলম্ব পরিধন মুনিচীরা॥

তরুন অরুন অম্বুজ সম চরনা। নখ দুতি ভগত হৃদয় তম হরনা॥
ভুজগ ভূতি ভূষন ত্রিপুরারী। আননু সরদ চন্দ ছবি হারী॥

চৌপাই—আমি তোমার গুণসকল ও প্রকৃতি জানতে পেরে আনন্দিত। এইবার আমি শ্রীরঘুপতিলীলা সংকীর্তন করব, তুমি শোনো। হে মুনি ভরদ্বাজ ! শোনো। তোমার মতন শ্রোতা পেয়ে আমার যা আনন্দ হয়েছে তা বলে বোঝাতে পারব না॥ ১॥ হে মুনিবর ! রামচরিতের বিস্তার অসীম। শত কোটি শেষনাগও তা বর্ণনা করে শেষ করতে পারবেন না। তবুও যেমন শুনেছি তেমনই বাণীর অধিপতি ও ধনুর্ধারী প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে আমি সংকীর্তন করতে শুরু করলাম॥ ২॥ পরিচালক প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে দেবী সরস্বতী কাষ্ঠপুত্তলিকাসম। নিজ ভক্ত জেনে যে কবির উপর প্রভু রামচন্দ্রের কৃপা হয় তার হৃদয়াঙ্গনে দেবী সরস্বতী প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী চালিত হন॥ ৩॥ সেই কৃপালু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে তাঁরই সুমধুর লীলা সংকীর্তনে ব্রতী হলাম। যে কৈলাসে শিব-পার্বতী সতত বাস করেন তা পর্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সুরম্য॥ ৪॥

দোহা—সিদ্ধ, তাপস, যোগী, দেবতা, কিন্নর ও মুনিসকলের নিবাস-স্থান সেই কৈলাস পর্বত। তাঁরা সকলেই পুণ্যাত্মা প্রবর। তাঁরা সতত আনন্দ-নিকেতন ভগবান শ্রীশংকরের সেবায় নিত্যযুক্ত থাকেন॥ ১০৫॥

চৌপাই—যারা ভগবান শ্রীবিষ্ণু ও ভগবান শ্রীশংকরবিমুখ আর যাদের ধর্মে প্রীতি নেই তারা স্বপ্নেও সেইখানে গমন করতে পারেন না। সেই পর্বতের উপর এক বিশাল বটবৃক্ষ আছে যা সতত নবীন ও সর্বকালে ও সকল ঋতুতেই সুন্দর॥ ১॥ তথায় শীতল, মৃদুমন্দ ও সুগন্ধিত বায়ুপ্রবাহ সেই বটবৃক্ষতলকে অতিশয় সুখপ্রদ ও সুশীতল করে রাখে। তা ভগবান শ্রীশংকরের বিশ্রামস্থল বলে বেদে উল্লিখিত আছে। একবার ভগবান শ্রীশংকর সেই বৃক্ষতলে গিয়ে অতিশয় প্রসন্নচিত্ত হয়ে গেলেন॥ ২॥ স্বহস্তে ব্যাঘ্রচর্ম আসন প্রস্তুত করে কৃপালু ভগবান শ্রীশংকর সেইস্থানে উপবেশন করলেন। কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও শঙ্খসম গৌরবর্ণ দেবাদিদেব মহাদেব আজানুলম্বিত বাহু। তিনি বল্কলবস্ত্র ধারণ করেছিলেন ॥ ৩॥ সদ্য প্রস্ফুটিত রক্তকমলসম তাঁর চরণযুগল। অনুপম তাঁর পদনখ দীপ্তি যা ভক্তমনের অন্ধকার হরণে সক্ষম। তিনি সর্প ও ভস্ম বিভূষিত। ত্রিপুরারি ভগবান শ্রীশংকরের বদনের শোভা শারদ পূর্ণচন্দ্র শোভাকেও ম্লান করেছিল॥ ৪॥

দোহা (১০৬)

জটা মুকুট সুরসরিত সির লোচন নলিন বিসাল।
নীলকণ্ঠ লাবণ্যনিধি সোহ বালবিধু ভাল॥

চৌপাই (১—৪)

বৈঠে সোহ কামরিপু কৈসেঁ। ধরে সরীরু সান্তরসু জৈসেঁ॥
পারবতী ভল অবসরু জানী। গঈ সম্ভু পহি মাতু ভবানী॥
জানি প্রিয়া আদরু অতি কীন্হা। বাম ভাগ আসনু হর দীন্হা॥
বৈঠীঁ সিব সমীপ হরষাঈ। পূরুব জন্ম কথা চিত আঈ॥
পতি হিয়ঁ হেতু অধিক অনুমানী। বিহসি উমা বোলীঁ প্রিয় বানী॥
কথা জো সকল লোক হিতকারী। সোই পূছন চহ সৈলকুমারী॥
বিস্বনাথ মম নাথ পুরারী। ত্রিভুবন মহিমা বিদিত তুম্হারী॥
চর অরু অচর নাগ নর দেবা। সকল করহিঁ পদ পঙ্কজ সেবা॥

দোহা (১০৭)

প্রভু সমরথ সর্বগ্য সিব সকল কলা গুন ধাম।
জোগ গ্যান বৈরাগ্য নিধি প্রনত কলপতরু নাম॥

চৌপাই (১—৪)

জৌঁ মো পর প্রসন্ন সুখরাসী। জানিঅ সত্য মোহি নিজ দাসী॥
তৌ প্রভু হরহু মোর অগ্যানা। কহি রঘুনাথ কথা বিধি নানা॥
জাসু ভবনু সুরতরু তর হোঈ। সহি কি দরিদ্র জনিত দুখু সোঈ॥
সসিভূষন অস হৃদয়ঁ বিচারী। হরহু নাথ মম মতি ভ্রম ভারী॥
প্রভু জে মুনি পরমারথবাদী। কহহিঁ রাম কহুঁ ব্রহ্ম অনাদী॥
সেস সারদা বেদ পুরানা। সকল করহিঁ রঘুপতি গুন গানা॥
তুম্হ পুনি রাম রাম দিন রাতী। সাদর জপহু অনঁগ আরাতী॥
রামু সো অবধ নৃপতি সুত সোঈ। কী অজ অগুন অলখগতি কোঈ॥

দোহা—মহাদেবের মস্তকে তখন জটাজুট কিরীট ও পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর শোভা। দীর্ঘায়ত লোচন নীলকণ্ঠ ভগবান শ্রীশংকর সৌন্দর্যের মূর্তিমান বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হচ্ছিলেন। তাঁর মস্তকে ছিল দ্বিতীয়ার চন্দ্রের শোভা॥ ১০৬॥

চৌপাই—কামারি মহাদেব পূর্ণমর্যাদায় উপবিষ্ট ; তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি মূর্তিমান শান্ত রস। মাতা পার্বতী দেখলেন যে শ্রীপ্রভু প্রসন্ন, এই অনুকূল সময়। তাই মাতা ভবানী পতিদেবতার সমীপে গমন করলেন॥ ১॥ প্রিয় ভার্যার আগমন দেবাদিদেবকে প্রসন্ন করল। তিনি পরম সমাদরে দেবীকে তাঁর বামে উপবেশন করবার জন্য আসন দান করলেন। পরম আনন্দে দেবী ভবানী পতিদেবতার আদেশ পালন করলেন। তাঁর পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে গেল॥ ২॥ পতিদেবতার চিত্তে তার প্রতি পূর্বের তুলনায় অধিক প্রীতি মনে করে দেবী উমা বিনীত ভাবে মৃদু হাস্যে কিছু কথা জানতে চাইলেন। (মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন যে) দেবী পার্বতীর প্রশ্নের মূলে সকলের কল্যাণসাধনই নিহিত ছিল॥ ৩॥ (দেবী পার্বতী বললেন—) হে বিশ্বনাথ ! হে প্রভু ! হে ত্রিপুরারি ! আপনার মহিমা ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত। চর, অচর, মানব, নাগ ও দেবতা সকলেই আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবা করে থাকেন॥ ৪॥

দোহা—হে সর্বসমর্থ, সর্বজ্ঞ ও কল্যাণবিগ্রহ শ্রীপ্রভু ! আপনি সকল কলানিধি ও গুণধাম। আপনি যোগ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভাণ্ডারস্বরূপ। আপনার নামই শরণাগতের কল্পবৃক্ষ॥ ১০৭॥

চৌপাই—হে সুখময় ! যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন থাকেন ও আমাকে আপনার চিরজীবনের দাসী মনে করেন, তাহলে হে প্রভু ! শ্রীরঘুনাথের লীলা-বিবরণ দান করে আমার অজ্ঞান হরণ করুন॥ ১॥ কল্প-বৃক্ষের নীচে বাস করে দারিদ্র্যের দুঃখ কেন ভোগ করব ? হে ইন্দুভূষণ ! হে নাথ ! এরূপ বিবেচনা করে আমার বুদ্ধিভ্রম দূর করুন॥ ২॥ হে প্রভু ! পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ মুনিদের মতে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অনাদি ব্রহ্ম ; আর শেষনাগ, সরস্বতী, বেদ, পুরাণ সকলেই তো সতত শ্রীরঘুনাথের গুণসংকীর্তন করেন॥ ৩॥ হে কামারি ! আপনিও তো সতত রামনাম জপ করেন। কে এই শ্রীরামচন্দ্র ? অযোধ্যাপতির পুত্র শ্রীরাম অথবা অজ, নির্গুণ ও সর্বজনের অগোচর অন্য কেউ ? ৪॥

দোহা (১০৮)

জৌঁ নৃপ তনয় ত ব্রহ্ম কিমি নারি বিরহঁ মতি ভোরি।
দেখি চরিত মহিমা সুনত ভ্রমতি বুদ্ধি অতি মোরি॥

চৌপাই (১—৪)

জৌঁ অনীহ ব্যাপক বিভু কোউ। কহহু বুঝাই নাথ মোহি সোউ॥
অগ্য জানি রিস উর জনি ধরহূ। জেহি বিধি মোহ মিটৈ সোই করহূ॥
মৈঁ বন দীখি রাম প্রভুতাঈ। অতি ভয় বিকল ন তুম্হহি সুনাঈ॥
তদপি মলিন মন বোধু ন আবা। সো ফলু ভলী ভাঁতি হম পাবা॥
অজহূঁ কছু সংসউ মন মোরেঁ। করহু কৃপা বিনবউঁ কর জোরেঁ॥
প্রভু তব মোহি বহু ভাঁতি প্রবোধা। নাথ সো সমুঝি করহু জনি ক্রোধা॥
তব কর অস বিমোহ অব নাহীঁ। রামকথা পর রুচি মন মাহীঁ॥
কহহু পুনীত রাম গুন গাথা। ভুজগরাজ ভূষন সুরনাথা॥

দোহা (১০৯)

বন্দউঁ পদ ধরি ধরনি সিরু বিনয় করউঁ কর জোরি।
বরনহু রঘুবর বিসদ জসু শ্রুতি সিদ্ধান্ত নিচোরি॥

চৌপাই (১—৪)

জদপি জোষিতা নহি অধিকারী। দাসী মন ক্রম বচন তুম্হারী॥
গূঢ়উ তত্ত্ব ন সাধু দুরাবহিঁ। আরত অধিকারী জহঁ পাবহিঁ॥
অতি আরতি পূছউঁ সুররায়া। রঘুপতি কথা কহহু করি দায়া॥
প্রথম সো কারন কহহু বিচারী। নির্গুন ব্রহ্ম সগুন বপু ধারী॥
পুনি প্রভু কহহু রাম অবতারা। বালচরিত পুনি কহহু উদারা॥
কহহু জথা জানকী বিবাহীঁ। রাজ তজা সো দূষন কাহীঁ॥
বন বসি কীন্হে চরিত অপারা। কহহু নাথ জিমি রাবন মারা॥
রাজ বৈঠি কীন্হীঁ বহু লীলা। সকল কহহু সংকর সুখসীলা॥

দোহা—তিনি যদি রাজপুত্র হন তাহলে তিনি ব্রহ্ম কেমন করে হবেন ? (আর সত্যই ব্রহ্ম হলে) পত্নী বিরহে তাঁর চিত্ত বিক্ষেপ কীভাবে হয় ? তাঁর চরিত আর মহিমার মধ্যে যে আমি মিল খুঁজে পাই না॥ ১০৮॥

চৌপাই—নিস্পৃহ, পরিব্যাপ্ত, সর্বসমর্থ ব্রহ্ম যদি অন্য কেউ হন তাহলে তাঁর কথাই আমাকে বলুন। আমাকে মূর্খ জেনে যেন আমার উপর রাগ করবেন না। এমন কিছু করুন যাতে আমার মোহ দূরীভূত হয়॥ ১॥ আমি (পূর্ব জন্মে) শ্রীরামচন্দ্রের প্রভুত্ব প্রত্যক্ষ করেছিলাম কিন্তু ভয়ে তা আপনার কাছে বলতে পারিনি। আমার মলিন মনে তবুও বোধোদয় হয়নি এবং তার সমুচিত ফলও আমি ভোগ করেছি॥ ২॥ এখনও আমার সংশয় সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়নি। আমি করজোড়ে প্রার্থনা করছি, আপনি কৃপা করুন। হে প্রভু ! তখন নানাভাবে বোঝানো সত্ত্বেও আমার সংশয় যায়নি। হে নাথ ! সেই কথা মনে করে যেন কুপিত হবেন না॥ ৩॥ পূর্বের মতন মোহ এখন আর নেই আর আমি এখন শ্রীরামকথা শ্রবণে ইচ্ছুক। হে অনন্ত উরগভূষণ ! হে সুরেশ্বর ! আপনি আমাকে সেই নির্মল পরম পবিত্র শ্রীরামকথা বলুন॥ ৪॥

দোহা—আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে আপনাকে প্রণাম নিবেদন করে করজোড়ে নিবেদন করছি। আপনি শ্রুতি সিদ্ধান্তের সার শ্রীরঘুবীরের নির্মল লীলা সংকীর্তন করে আমাকে ধন্য করুন॥ ১০৯॥

চৌপাই— নারীজন্ম হওয়ায় আমি হয়তো তা শ্রবণের যথার্থ অধিকারী নই তবুও কায়মনোবাক্যে আমি আপনারই দাসী। প্রকৃত আর্ত অধিকারী লাভ করে তো সাধুসন্তগণ সেই সকল গূঢ় তত্ত্বও তার সম্মুখে প্রকাশ করে থাকেন॥ ১॥ হে সুরেশ্বর ! আমাকে আর্ত ও দীনহীন জ্ঞানে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাকথা বলুন। আমি প্রথমে জানতে চাই যে কোন্ কারণে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম সগুণ সাকার রূপ ধারণ করবার কথা ভাবেন ? ২॥ অতঃপর হে শ্রীপ্রভু ! প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অবতরণ ও বাল্যকথা, সীতাদেবীর সঙ্গে বিবাহ, কোন্ দোষে তাঁর রাজ্য ছাড়া ? এই সকল প্রসঙ্গ আমি শ্রবণ করতে ইচ্ছুক॥ ৩॥ হে নাথ ! তাঁর বনবাস কালের অপূর্ব সুন্দর লীলাসকল যা রাবণ বধে শেষ হয়, তাও বলুন। হে সুখধাম মহাদেব ! প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে বসে যে সকল লীলা করেছিলেন তাও কৃপা করে আমাকে বলুন॥ ৪॥

দোহা (১১০)

বহুরি কহহু করুনায়তন কীন্হ জো অচরজ রাম।
প্রজা সহিত রঘুবংসমনি কিমি গবনে নিজ ধাম।।

চৌপাই (১—৪)

পুনি প্রভু কহহু সো তত্ত্ব বখানী। জেহিঁ বিগ্যান মগন মুনি গ্যানী।।
ভগতি গ্যান বিগ্যান বিরাগ। পুনি সব বরনহু সহিত বিভাগা।।
ঔরউ রাম রহস্য অনেকা। কহহু নাথ অতি বিমল বিবেকা।।
জো প্রভু মৈঁ পূছা নহিঁ হোঈ। সোউ দয়াল রাখহু জনি গোঈ।।
তুম্হ ত্রিভুবন গুর বেদ বখানা। আন জীব পাঁবর কা জানা।।
প্রশ্ন উমা কৈ সহজ সুহাঈ। ছল বিহীন সুনি সিব মন ভাঈ।।
হর হিয়ঁ রামচরিত সব আএ। প্রেম পুলক লোচন জল ছাএ।।
শ্রীরঘুনাথ রূপ উর আবা। পরমানন্দ অমিত সুখ পাবা।।

দোহা (১১১)

মগন ধ্যান রস দণ্ড জুগ পুনি মন বাহের কীন্হ।
রঘুপতি চরিত মহেস তব হরষিত বরনৈ লীন্হ।।

চৌপাই (১—৩)

ঝূঠেউ সত্য জাহি বিনু জানেঁ। জিমি ভুজঙ্গ বিনু রজু পহিচানেঁ।।
জেহি জানেঁ জগ জাই হেরাঈ। জাগেঁ জথা সপন ভ্রম জাঈ।।
বন্দউঁ বালরূপ সোই রামূ। সব সিধি সুলভ জপত জিসু নামূ।।
মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হারী। দ্রবউ সো দসরথ অজির বিহারী।।
করি প্রনাম রামহি ত্রিপুরারী। হরষি সুধা সম গিরা উচারী।।
ধন্য ধন্য গিরিরাজকুমারী। তুম্হ সমান নহিঁ কোউ উপকারী।।

দোহা—*হে করুণানিধান ! আমি সেই অত্যাশ্চর্যজনক লীলা জানতে ইচ্ছুক যা প্রভু শ্রীরামচন্দ্র দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। কেমন করেই বা তিনি নিজ পরমধামে প্রজাদের নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন ? ১১০॥*

চৌপাই—হে প্রভু ! যে অনুভূতি লাভ করে জ্ঞানী মুনিগণ সতত পরমার্থ তত্ত্বে মগ্ন থাকেন তা আমি জানতে চাই। বিস্তারিতভাবে ভক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য আমাকে বুঝিয়ে বলুন॥ ১॥ (এছাড়া) শ্রীরামচন্দ্রের অন্যান্য যে সকল রহস্য (গুপ্ত চরিত বা ভাব) আছে তাও আমাকে বলুন। হে প্রভু ! হে দয়ালু ! যে সকল কথা জিজ্ঞাসিত হল না তাও কৃপা করে অবশ্যই বলবেন॥ ২॥ বেদ আপনাকে ত্রিভুবনের গুরু বলেন। অন্যান্য অধম জীব এই রহস্য কেমন করে জানবে ? দেবী পার্বতীর সহজ সরল ছলচাতুরি বিরহিত প্রশ্নসকল দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করে তুলল॥ ৩॥ দেবাদিদেব মহাদেবের চিত্তে তখন সম্পূর্ণ শ্রীরামকথা প্রতিভাত হল। তনু তখন প্রেমপ্রীতি অনুভূতিতে রোমাঞ্চিত। আনন্দাশ্রুতে তাঁর নয়নযুগল প্লাবিত হল। শ্রীরামচন্দ্র স্বরূপে মহাদেবের চিত্তে আসীন হতেই পরমানন্দবিগ্রহ ভগবান শ্রীশংকর স্বয়ং অমিত সুখানুভূতিতে পরিপূর্ণ হলেন॥ ৪॥

দোহা—*দুই দণ্ড কাল ভগবান শ্রীশংকর ধ্যানমগ্ন রহিলেন। অতঃপর তিনি মনকে বাহ্যভূমিতে টেনে এনে অতিশয় প্রসন্ন হয়ে শ্রীরামলীলা সংকীর্তন শুরু করলেন॥ ১১১॥*

চৌপাই—যাঁর জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মিথ্যা সত্য বলে মনে হয় যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় এবং যাঁর অনুভূতি হলে জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লুপ্ত হয়, যেমন জেগে উঠলে স্বপ্নের ভ্রম চলে যায়॥ ১॥ আমি সেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যরূপের বন্দনা করি ; যাঁকে জপ করলে সর্বসিদ্ধিই অনায়াসে লাভ করা যায়। সকল মঙ্গলের আকর, অমঙ্গলহারী আর শ্রীদশরথ অঙ্গনে ক্রীড়ারত সেই (বালক) শ্রীরামচন্দ্র আমার উপর কৃপা করুন॥ ২॥ ত্রিপুরারি ভগবান শ্রীশংকর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে পরমানন্দযুক্ত হয়ে অমৃতসম সুমিষ্ট বাক্যে বললেন —হে গিরিরাজনন্দিনী পার্বতী ! ধন্য তুমি ! তোমার মতন উপকারী বিরল॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

পূঁছেহু রঘুপতি কথা প্রসঙ্গা। সকল লোক জগ পাবনি গঙ্গা॥
তুম্হ রঘুবীর চরন অনুরাগী। কীন্হিহু প্রস্ন জগত হিত লাগী॥

দোহা (১১২)

রাম কৃপা তেঁ পারবতি সপনেহুঁ তব মন মাহিঁ।
সোক মোহ সন্দেহ ভ্রম মম বিচার কছু নাহিঁ॥

চৌপাই (১—৪)

তদপি অসঙ্কা কীন্হিহু সোঈ। কহত সুনত সব কর হিত হোঈ॥
জিন্হ হরিকথা সুনী নহিঁ কানা। শ্রবন রন্ধ্র অহিভবন সমানা॥
নয়নন্হি সন্ত দরস নহিঁ দেখা। লোচন মোরপঙ্খ কর লেখা॥
তে সির কটু তুম্বরি সমতূলা। জে ন নমত হরি গুর পদ মূলা॥
জিন্হ হরিভগতি হৃদয়ঁ নহিঁ আনী। জীবত সব সমান তেই প্রানী॥
জো নহিঁ করই রাম গুন গানা। জীহ সো দাদুর জীহ সমানা॥
কুলিস কঠোর নিঠুর সোই ছাতী। সুনি হরিচরিত ন জো হরষাতী॥
গিরিজা সুনহু রাম কৈ লীলা। সুর হিত দনুজ বিমোহনসীলা॥

দোহা (১১৩)

রামকথা সুরধেনু সম সেবত সব সুখ দানি।
সতসমাজ সুরলোক সব কো ন সুনৈ অস জানি॥

চৌপাই (১—৩)

রামকথা সুন্দর কর তারী। সংসয় বিহগ উড়াবনিহারী॥
রামকথা কলি বিটপ কুঠারী। সাদর সুনু গিরিরাজকুমারী॥
রাম নাম গুন চরিত সুহাএ। জনম করম অগনিত শ্রুতি গাএ॥
জথা অনন্ত রাম ভগবানা। তথা কথা কীরতি গুন নানা॥
তদপি জথা শ্রুত জসি মতি মোরী। কহিহউঁ দেখি প্রীতি অতি তোরী॥
উমা প্রস্ন তব সহজ সুহাঈ। সুখদ সন্তসম্মত মোহি ভাঈ॥

তোমার জিজ্ঞাসিত শ্রীরঘুনাথ লীলাপ্রসঙ্গ সর্বলোকে (ও সর্বকালে) গঙ্গাজল সম পবিত্র। (আমি জানি যে) তুমি জগতের কল্যাণের জন্যই প্রশ্ন করেছ। তোমার শ্রীরঘুনাথের চরণে প্রবল অনুরাগ (আমাকে মুগ্ধ করেছে)॥ ৪॥

দোহা— হে পার্বতী ! আমি সুনিশ্চিত যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তুমি শোক, মোহ, সন্দেহ ও ভ্রম বিরহিত। তা স্বপ্নেও তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না॥ ১১২॥

চৌপাই—তোমার প্রশ্নের আসল তাৎপর্য হল যাতে এই শ্রীরামচন্দ্রলীলা প্রসঙ্গ শ্রবণ-কীর্তনের দ্বারা সকলের মঙ্গল হয়। যে কর্ণ হরি সংকীর্তন শ্রবণ করেনি তা তো সর্প বিবরসম হয়॥ ১॥ যে নয়নে সাধুসন্ত দর্শনের সদিচ্ছা নেই তা ময়ূরপুচ্ছের মেকি নয়ন সম হয়ে থাকে। যে মস্তক শ্রীগুরু চরণে প্রণত হয় না তা কটু স্বাদের তুম্বর্কসম মনে করবে ॥ ২॥ যার অন্তরে শ্রীহরির উপর ভক্তি নেই সে তো জীবন থাকতেও মৃতসম। হে জিহ্বা সতত শ্রীরামচন্দ্রের (শ্রীহরির) গুণগানে নিত্যযুক্ত থাকে না তা তো দাদুর (ভেকের) জিহ্বাসম হয়॥ ৩॥ শ্রীহরি কথা শ্রবণ করে যে হৃদয়ে আনন্দ উথলে পড়ে না তা তো বজ্রসম কঠোর ও নিষ্ঠুর। হে পার্বতী ! তাই দেবকল্যাণকারী ও দৈত্য বিমোহনকারী প্রভু শ্রীরামচন্দ্র লীলাপ্রসঙ্গ এবারে শ্রবণ করো॥ ৪॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্র লীলাপ্রসঙ্গ কামধেনুসম যাকে সেবন করলেই সর্বসুখ লাভ হয় আর সজ্জন ব্যক্তিগণের নিবাসস্থানই হল দেবলোকসম দিব্যালোক। এই জ্ঞানে সকলেই তা শ্রবণ করতে ইচ্ছুক হবে॥ ১১৩॥

চৌপাই—শ্রীরামকথা সেই অনুপম হাততালিসম যা সন্দেহরূপী পক্ষীকে উড়িয়ে দিয়ে থাকে। তা কলিযুগরূপ বৃক্ষকে খণ্ডিত করবার জন্য কুঠারসম শক্তিশালী। হে গিরিরাজনন্দিনী ! তুমি শ্রদ্ধা সহকারে তা শ্রবণ করো॥ ১॥ বেদ অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের সুন্দর নাম, গুণ, চরিত, জন্ম ও কর্ম সীমাহীন। অনন্ত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা, কীর্তি ও গুণ—সবই অনন্ত॥ ২॥ তবুও তোমার প্রীতি ও অনুরাগ লক্ষ করে আমি যেমন জেনেছি তেমনই বলব ; অবশ্যই তা আমার বুদ্ধির সীমার মধ্যেই থাকবে। হে পার্বতী ! তোমার প্রশ্ন সহজ সুন্দর, সুখপ্রদ ও সাধুসম্মত বলে আমার তা ভালো লেগেছে॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

এক বাত নহিঁ মোহি সোহানী। জদপি মোহ বস কহেহু ভবানী।।
তুম্হ জো কহা রাম কোউ আনা। জেহি শ্রুতি গাব ধরহি মুনি ধ্যানা।।

দোহা (১১৪)

কহহিঁ সুনহিঁ অস অধম নর গ্রসে জে মোহ পিসাচ।
পাষণ্ডী হরি পদ বিমুখ জানহিঁ ঝূঠ ন সাচ।।

চৌপাই (১—৪)

অগ্য অকোবিদ অন্ধ অভাগী। কাঈ বিষয় মুকুর মন লাগী।।
লম্পট কপটী কুটিল বিসেষী। সপনেহুঁ সন্তসভা নহিঁ দেখী।।
কহহিঁ তে বেদ অসম্মত বানী। জিন্হ কেঁ সূঝ লাভু নহিঁ হানী।।
মুকুর মলিন অরু নয়ন বিহীনা। রাম রূপ দেখহিঁ কিমি দীনা।।
জিন্হ কেঁ অগুন ন সগুন বিবেকা। জল্পহিঁ কল্পিত বচন অনেকা।।
হরিমায়া বস জগত ভ্রমাহীঁ। তিন্হহিঁ কহত কছু অঘটিত নাহীঁ।।
বাতুল ভূত বিবস মতবারে। তে নহিঁ বোলহিঁ বচন বিচারে।।
জিন্হ কৃত মহামোহ মদ পানা। তিন্হ কর কহা করিঅ নহিঁ কানা।।

সোরঠা (১১৫)

অস নিজ হৃদয়ঁ বিচারি তজু সংসয় ভজু রাম পদ।
সুনু গিরিরাজ কুমারি ভ্রম তম রবি কর বচন মম।।

চৌপাই (১—৩)

সগুনহি অগুনহি নহিঁ কছু ভেদা। গাবহিঁ মুনি পুরান বুধ বেদা।।
অগুন অরূপ অলখ অজ জোঈ। ভগত প্রেম বস সগুন সো হোঈ।।
জো গুন রহিত সগুন সোই কৈসেঁ। জলু হিম উপল বিলগ নহিঁ জৈসে।।
জাসু নাম ভ্রম তিমির পতঙ্গা। তেহি কিমি কহিঅ বিমোহ প্রসঙ্গা।।
রাম সচ্চিদানন্দ দিনেসা। নহি তহঁ মোহ নিসা লবলেসা।।
সহজ প্রকাসরূপ ভগবানা। নহি তহঁ পুনি বিগ্যান বিহানা।।

কিন্তু হে পার্বতী ! একটা প্রশ্ন আমার পছন্দ হয়নি। আমি জানি তা তুমি মোহের বশীভূত হয়ে বলে ফেলেছ। তুমি বলেছ যে, যে শ্রীরামচন্দ্রের বেদ স্তুতি করেন ও মুনিগণ যাঁর ধ্যান করেন, তিনি অন্য কেউ ! ৪ ॥

দোহা—(তুমি জেনে রাখ যে) মোহরূপ পিশাচগ্রস্ত, পামর, ঈশ্বরবিমুখ ও সত্যাসত্য জ্ঞান বিরহিত অধম প্রকৃতির ব্যক্তির মনে এইরূপ সন্দেহ এসে থাকে॥ ১১৪॥

চৌপাই—যে অজ্ঞ, মূর্খ, অন্ধ ও ভাগ্যহীন ; যার মনদর্পণ বিষয়কালিমা লিপ্ত ; যে ব্যাভিচারী, কপটযুক্ত ও অতিশয় কুটিল ; যে স্বপ্নেও সাধুসঙ্গ লাভ করেনি ; যে নিজের ভালোমন্দ বোঝে না, সেই এমন বেদবিরুদ্ধ কথা বলে থাকে। হৃদয়দর্পণ মলিন ও নেত্রহীন ব্যক্তি বস্তুত ভাগ্যহীন। সে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের রূপ কেমন করে দেখবে ! ১-২॥ যে সগুণ-নির্গুণ-বিবেক বিরহিত হয়ে মনগড়া কথা বলে ও শ্রীহরির মায়ার বশীভূত হয়ে জগতে (জন্ম-মৃত্যু চক্রে) গতায়াত করতেই থাকে তার পক্ষেই যা ইচ্ছে বলে ফেলা অসম্ভব নয়॥ ৩॥ (সান্নিপাতিক, উন্মাদ) বায়ুরোগগ্রস্ত, ভূতগ্রস্ত ও মাতাল ব্যক্তিগণ বিচার করে কথা বলে না। মোহরূপ সুরা পানকারী ব্যক্তিগণের কথার উপর গুরুত্ব না দেওয়াই বুদ্ধিমত্তা॥ ৪॥

সোরঠা—অতএব অন্তরে সুদৃঢ় বিচার ধারণ করে সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠে শ্রীরামচন্দ্রচরণ ভজনায় নিত্যযুক্ত হও। হে পার্বতী ! যেমন সূর্যালোক অন্ধকার বিনাশ করে তেমনই আমার বলা শ্রীরামলীলাপ্রসঙ্গ তোমার ভ্রান্তিরূপ অন্ধকার বিনাশ করবে। তাই তা মন দিয়ে শ্রবণ করে যাও॥ ১১৫॥

চৌপাই— আসলে সগুণ, নির্গুণ অভেদ। মুনি, পণ্ডিত, পুরাণ, বেদ সকলেই তা সমর্থন করেন। নির্গুণ, নিরাকার, অব্যক্ত, অজ (ব্রহ্মই) ভক্তের ভক্তির বশীভূত হয়ে সগুণ সাকার রূপে আবির্ভূত হন॥ ১॥ প্রশ্ন ওঠে, নির্গুণ সগুণ হবেন কেমন করে ? আমরা তো দেখি জল নিরাকার হলেও বরফ কিন্তু সাকার, দুইই বস্তুত জল। তেমন ভাবেই নির্গুণ, সগুণ অভেদ। যিনি ভ্রমরূপ অন্ধকার বিনাশকারী সূর্যের ন্যায় তাঁর সম্বন্ধে মোহের কল্পনা করাও কী সম্ভব ? ২॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র হলেন সচ্চিদানন্দরূপ জ্ঞানসূর্য তাই সেখানে মোহরূপ রাত্রির অস্তিত্বই নেই। তিনি স্বভাবতঃই প্রকাশরূপ ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত

চৌপাই (৪)

হরষ বিষাদ গ্যান অগ্যানা। জীব ধর্ম অহমিতি অভিমানা॥
রাম ব্রহ্ম ব্যাপক জগ জানা। পরমান্দ পরেস পুরানা॥

দোহা (১১৬)

পুরুষ প্রসিদ্ধ প্রকাস নিধি প্রগট পরাবর নাথ।
রঘুকুলমনি মম স্বামি সোই কহি সিবঁ নায়উ মাথ॥

চৌপাই (১—৪)

নিজ ভ্রম নহি সমুঝহি অগ্যানী। প্রভু পর মোহ ধরহি জড় প্রানী॥
জথা গগন ঘন পটল নিহারী। ঝাঁপেউ ভানু কহহি কুবিচারী॥

চিতব জো লোচন অঙ্গুলি লাএঁ। প্রগট জুগল সসি তেহি কে ভাএঁ॥
উমা রাম বিষইক অস মোহা। নভ তম ধূম ধূরি জিমি সোহা॥

বিষয় করন সুর জীব সমেতা। সকল এক তে এক সচেতা॥
সব কর পরম প্রকাসক জোঈ। রাম অনাদি অবধপতি সোঈ॥

জগত প্রকাস্য প্রকাসক রামূ। মায়াধীস গ্যান গুন ধামূ॥
জাসু সত্যতা তেঁ জড় মায়া। ভাস সত্য ইব মোহ সহায়া॥

দোহা (১১৭)

রজত সীপ মহুঁ ভাস জিমি জথা ভানু কর বারি।
জদপি মৃষা তিহুঁকাল সোই ভ্রম ন সকই কোউ টারি॥

শ্রীভগবান স্বয়ং, সেখানে তো বিজ্ঞানরূপ সূর্যোদয়ের প্রশ্নই নেই, (কারণ মোহরূপ রাত্রি না থাকলে রাত্রি অবসানের কথা উঠতেই পারে না) তিনি সতত জ্ঞান স্বরূপ॥ ৩॥ হর্ষ, বিষাদ, জ্ঞান, অজ্ঞান, অহংকার ও অভিমান—এ সবই তো জীব ধর্ম। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তো সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, পরমানন্দস্বরূপ, পরাৎপর প্রভু ও পুরাণপুরুষ। জগতে এই কথা সর্বজনবিদিত॥ ৪॥

দোহা—আমার প্রভুই (পুরাণ) পুরুষ নামে খ্যাত ; তিনি সকল রূপেই আবির্ভূত ও প্রকাশের নিধিস্বরূপ। তিনিই আবার জীব, মায়া ও জগতের ঈশ্বর। তিনিই রঘুকুল শিরোমণি প্রভু শ্রীরামচন্দ্র। আমি তাঁকে প্রণাম নিবেদন করি॥ ১১৬॥

চৌপাই—অজ্ঞানী ব্যক্তি নিজ ভ্রমকে অনুধাবন করতে না পেরে নির্বুদ্ধিতাবশত তা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের উপর আরোপ করে বসে। এ যেন আকাশে মেঘ করে থাকলে মেঘ সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে বলার মতন নির্বুদ্ধিতা॥ ১॥ চোখে অঙ্গুলি চালনা করে একটা চন্দ্রকেই দুই চন্দ্ররূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। হে পার্বতী ! শ্রীরামচন্দ্র প্রসঙ্গে এইরূপ মোহ আরোপ করা তো (সতত নির্মল ও নির্লিপ্ত) আকাশে অন্ধকার, ধূম্র ও ধূলির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবার প্রয়াসসম॥ ২॥ বিষয়, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ আর জীবাত্মা—সকলেই একে অপরের সাহায্যে চেতন হয়ে থাকে (অর্থাৎ বিষয় প্রকাশ ইন্দ্রিয় দ্বারা, ইন্দ্রিয়-সকল প্রকাশ ইন্দ্রিয় সকলে অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল দ্বারা আর ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকলের প্রকাশ জীবাত্মা দ্বারা হয়ে থাকে)। আর সকলের যিনি পরম প্রকাশক (অর্থাৎ সকলের প্রকাশ যাঁর দ্বারা হয়) তিনিই হলেন অনাদি ব্রহ্ম অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র॥ ৩॥ এই জগতের প্রকাশের মূলে প্রকাশক শ্রীরামচন্দ্র। তিনি মায়াধিপতি, জ্ঞানধাম ও গুণধাম। তাঁর সত্তায় মোহবশত জড় মায়াও সত্য বলে প্রতিভাত হয়॥ ৪॥

দোহা—শুক্তিতে রজতের আর সূর্যালোকে জলের (মিথ্যা) প্রতীতি হয়ে থাকে। যদিও ত্রিকালে এই প্রতীতি সর্বতোভাবে মিথ্যা তবুও সেই ভ্রান্তিকে মুছে দেওয়া সুকঠিন॥ ১১৭॥

চৌপাই (১—৪)

এহি বিধি জগ হরি অশ্রিত রহঈঁ। জদপি অসত্য দেত দুখ অহঈ॥
জৌঁ সপনেঁ সির কাটৈ কোঈ। বিনু জাগেঁ ন দূরি দুখ হোঈ॥

জাসু কৃপাঁ অস ভ্রম মিটি জাঈ। গিরিজা সোই কৃপাল রঘুরাঈ॥
আদি অন্ত কোউ জাসু ন পাবা। মতি অনুমানি নিগম অস গাবা॥

বিনু পদ চলই সুনই বিনু কানা। কর বিনু করম করই বিধি নানা॥
আনন রহিত সকল রস ভোগী। বিনু বানী বকতা বড় জোগী॥

তন বিনু পরস নয়ন বিনু দেখা। গ্রহই ঘ্রান বিনু বাস অসেষা॥
অসি সব ভাঁতি অলৌকিক করনী। মহিমা জাসু জাই নহিঁ বরনী॥

দোহা (১১৮)

জেহি ইমি গাবহিঁ বেদ বুধ জাহি ধরহিঁ মুনি ধ্যান।
সোই দসরথ সুত ভগত হিত কোসলপতি ভগবান॥

চৌপাই (১—৪)

কাসীঁ মরত জন্তু অবলোকী। জাসু নাম বল করউঁ বিসোকী॥
সোই প্রভু মোর চরাচর স্বামী। রঘুবর সব উর অন্তরজামী॥

বিবসহুঁ জাসু নাম নর কহহীঁ। জনম অনেক রচিত অঘ দহহীঁ॥
সাদর সুমিরন জে নর করহীঁ। ভব বারিধি গোপদ ইব তরহীঁ॥

রাম সো পরমাতমা ভবানী। তহঁ ভ্রম অতি অবিহিত তব বানী॥
অস সংসয় আনত উর মাহীঁ। গ্যান বিরাগ সকল গুন জাহীঁ॥

সুনি সিব কে ভ্রম ভঞ্জন বচনা। মিটি গৈ সব কুতরক কৈ রচনা॥
ভই রঘুপতি পদ প্রীতি প্রতীতী। দারুন অসম্ভাবনা বীতী॥

চৌপাই—তদনুরূপভাবে এই জগৎ শ্রীহরির আশ্রিত। যদিও তা অসত্য, তা কিন্তু দুঃখ প্রদান করেই থাকে ; যেমন স্বপ্নে শিরশ্ছেদনের দুঃখ জেগে না ওঠা পর্যন্ত যায় না। (স্বপ্নভঙ্গে তা অসত্য জেনে দুঃখ নিবৃত্তি হয় ; রামভক্তিতে মোহভঙ্গ হলে সংসার অসত্য বলে বুঝতে পারা যায়)॥ ১॥ হে পার্বতী ! যাঁর কৃপাতে এই ভ্রান্তি নিরসন সম্ভব তিনিই কৃপালু শ্রীরঘুনাথ। তাঁর আদি অন্ত কেউই জানে না। বেদ নিজ বুদ্ধি অনুসারে তা অনুমান করে প্রকাশ করবার প্রয়াস মাত্র করে॥ ২॥ (বেদ অনুসারে—) পদ না থাকলেও তিনি সর্বত্র গমন করতে পারেন, কর্ণ না থাকলেও সব কিছু শ্রবণ করতে পারেন, হস্ত না থাকলেও বিবিধ কর্ম সম্পাদন করেন, মুখ (জিহ্বা) না থাকলেও সকল (ছয়) রসাস্বাদন করতে পারেন, বাক্‌শক্তি না থাকলেও উত্তম বক্তা হতে পারেন, তনু না থাকলেও স্পর্শ করতে পারেন, নয়ন না থাকলেও সব কিছু দেখতে পান আর নাসিকা না থাকলেও সর্বগন্ধ গ্রহণ করতে পারেন। এরূপ সেই ব্রহ্মের কার্যসকল এমন অলৌকিক যে তাঁর মহিমা বর্ণনা করা যায় না॥ ৩-৪॥

দোহা—বেদ ও প্রবুদ্ধগণ বর্ণিত ও ধ্যানমগ্ন মুনিগণের ইষ্ট সেই দশরথ-নন্দন ভক্তবৎসল প্রভুই হলেন অযোধ্যাপতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র॥ ১১৮॥

চৌপাই—(হে পার্বতী !) যাঁর নামমাহাত্ম্য স্মরণ করে কাশীতে দেহত্যাগকারীকে আমি (রামমন্ত্র প্রদান করে) শোকরহিত (মুক্ত) করে দিয়ে থাকি, তিনিই আমার প্রভু রঘুকুল শিরোমণি শ্রীরামচন্দ্র। বস্তুত তিনিই স্থাবর-জঙ্গম—সকলেরই প্রভু আর সর্বান্তর্যামী॥ ১॥ বাধ্য হয়ে (অনিচ্ছায়ও) তাঁর নাম স্মরণ করলে মানবের জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ দগ্ধ হয়। আর যাঁরা সানুরাগে তা স্মরণ করে থাকেন তাঁরা তো (দুস্তর) ভবসাগর গোষ্পদ অঙ্কিত খোঁড়লে সঞ্চিত বারিসম (অর্থাৎ অনায়াসে) লঙ্ঘন করে থাকেন॥ ২॥ হে পার্বতী ! সেই পরমপুরুষই শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং। তাঁতে ভ্রমবোধ আরোপ করা সর্বতোভাবে অনুচিত। এইরূপ সন্দেহের আভাসমাত্র মানবের জ্ঞান-বৈরাগ্য আদিসকল সদ্‌গুণকে ধ্বংস করে॥ ৩॥ দেবাদিদেব মহাদেবের সর্বসংশয় নিবারণকারী উক্তিসকল শ্রবণ করে দেবী পার্বতীর মনের সকল বাদানুবাদ স্পৃহার অবসান হল। তাঁর চিত্তে শ্রীরঘুনাথের পাদপদ্মে প্রেম ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। (শ্রীরামচন্দ্র যে পরব্রহ্ম হতেই পারেন না) তাঁর সেই ধারণা চিরতরে বিদায় নিল॥ ৪॥

দোহা (১১৯)

পুনি পুনি প্রভু পদ কমল গহি জোরি পঙ্করুহ পানি।
বোলী গিরিজা বচন বর মনহুঁ প্রেম রস সানি॥

চৌপাই (১—৪)

সসি কর সম সুনি গিরা তুম্হারী। মিটা মোহ সরদাতপ ভারী॥
তুম্হ কৃপাল সবু সংসউ হরেউ। রাম স্বরূপ জানি মোহি পরেউ॥
নাথ কৃপাঁ অব গয়উ বিষাদা। সুখী ভয়উঁ প্রভু চরন প্রসাদা॥
অব মোহি আপনি কিঙ্করি জানী। জদপি সহজ জড় নারি অয়ানী॥
প্রথম জো মৈঁ পূছা সোই কহহূ। জৌ মো পর প্রসন্ন প্রভু অহহূ॥
রাম ব্রহ্ম চিনময় অবিনাসী। সর্ব রহিত সব উর পুর বাসী॥
নাথ ধরেউ নরতনু কেহি হেতূ। মোহি সমুঝাই কহহু বৃষকেতূ॥
উমা বচন সুনি পরম বিনীতা। রামকথা পর প্রীতি পুনীতা॥

দোহা (১২০ ক)

হিয়ঁ হরষে কামারি তব সংকর সহজ সুজান।
বহু বিধি উমহি প্রসংসি পুনি বোলে কৃপানিধান॥

নবাহ্নপারায়ণ, প্রথম বিশ্রাম

মাসপারায়ণ, চতুর্থ বিশ্রাম

সোরঠা (১২০ খ, গ, ঘ)

সুনু সুভ কথা ভবানি রামচরিতমানস বিমল।
কহা ভুসুন্ডি বখানি সুনা বিহগ নায়ক গরুড়॥
সো সংবাদ উদার জেহি বিধি ভা আগেঁ কহব।
সুনহু রাম অবতার চরিত পরম সুন্দর অনঘ॥
হরি গুন নাম অপার কথা রূপ অগনিত অমিত।
মৈ নিজ মতি অনুসার কহউঁ উমা সাদর সুনহু॥

দোহা—দেবী পার্বতী তখন বারে বারে শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে নিজ হস্তকমল জোড় করে প্রেমরস সিঞ্চিত সুমধুর কথা বললেন॥ ১১৯॥

চৌপাই—(দেবী পার্বতী বললেন—হে প্রভু !) আপনার চন্দ্রালোকসম সুশীতল উপদেশ শ্রবণ করে আমার শরতের প্রখর রৌদ্রসম সন্তাপ দূরীভূত হয়েছে। হে কৃপালু ! আমার সকল সংশয় নিবারণ হয়েছে। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃত স্বরূপ আমি বুঝতে পেরেছি॥ ১॥ হে নাথ ! আপনার কৃপায় আমি এখন বিষাদ মুক্ত। আপনার শ্রীচরণের কৃপায় আমি এখন সুখানুভূতি লাভ করেছি। নারী জন্মলাভ করে আমি সম্ভবত মূর্খ ও জ্ঞানহীন ; তাই আমাকে আপনার দাসী জ্ঞানেও যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন থাকেন তাহলে আমার পূর্বে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দান করে ধন্য করুন। হে প্রভু ! (এ সত্য যে) শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, চিন্ময় (জ্ঞানসম্পন্ন), অবিনাশী, স্বতন্ত্র সত্তাও সর্বচিত্তে নিবাসকারী পরমেশ্বর ; তবুও হে নাথ ! আমাকে বলুন—কেন তিনি নরদেহ ধারণ করেছিলেন ? হে বৃষধ্বজ ! হে প্রভু ! তা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন। পার্বতীর সবিনয় নিবেদন ও শ্রীরামচন্দ্র প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ প্রীতি দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করল॥ ২-৪॥

দোহা ও সোরঠা—(দেবী পার্বতীর কথা শ্রবণ করে) পরমজ্ঞানী কৃপানিধান কামারি ভগবান শ্রীশংকর প্রসন্নচিত্ত হয়ে গেলেন। তিনি দেবী পার্বতীর নানাভাবে প্রশংসা করে বললেন—হে পার্বতী ! কাকভূশণ্ডী দ্বারা সবিস্তারে পক্ষীরাজ গরুড়কে বলা নির্মল শ্রীরামচরিতমানসের সেই মঙ্গলময় কথা শ্রবণ করো॥ ১২০ ক-খ॥

দোহা—যে ভাবে সেই উৎকৃষ্ট কথোপকথন উপস্থাপিত হয়েছিল আমি সেই ভাবেই বলব। এইবার তুমি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অবতরণের অনুপম সুন্দর নিষ্পাপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করো॥ ১২০ গ॥

দোহা—শ্রীহরির অনন্ত রূপ, অনন্ত গুণ, অনন্ত নাম ও অনন্ত কথা। তা অপার অসীম ও অগণিত। তবুও হে পার্বতী ! আমার বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে তার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি। তুমি সমাদরে তা শ্রবণ করো॥ ১২০ ঘ॥

চৌপাই (১—৪)

সুনু গিরিজা হরিচরিত সুহাএ। বিপুল বিসদ নিজমাগম গাএ॥
হরি অবতার হেতু জেহি হোঈ। ইদমিত্থং কহি জাই ন সোঈ॥

রাম অতর্ক্য বুদ্ধি মন বনী। মত হমার অস সুনহি সয়ানী॥
তদপি সন্ত মুনি বেদ পুরানা। জস কছু কহহিঁ স্বমতি অনুমানা॥

তস মৈঁ সুমুখি সুনাবউঁ তোহী। সমুঝি পরই জস কারন মোহী॥
জব জব হোই ধরম কৈ হানী। বাঢ়হি অসুর অধম অভিমানী॥

করহি অনীতি জাই নহি বরনী। সীদহিঁ বিপ্র ধেনু সুর ধরনী॥
তব তব প্রভু ধরি বিবিধ সরীরা। হরহি কৃপানিধি সজ্জন পীরা॥

দোহা (১২১)

অসুর মারি থাপহিঁ সুরন্হ রাখহিঁ নিজ শ্রুতি সেতু।
জগ বিস্তারহিঁ বিসদ জস রাম জন্ম কর হেতু॥

চৌপাই (১—৪)

সোই জস গাই ভগত ভব তরহীঁ। কৃপাসিন্ধু জন হিত তনু ধরহীঁ॥
রাম জনম কে হেতু অনেকা। পরম বিচিত্র এক তেঁ একা॥

জনম এক দুই কহউঁ বখানী। সাবধান সুনু সুমতি ভবানী॥
দ্বারপাল হরি কে প্রিয় দোউ। জয় অরু বিজয় জান সব কোউ॥

বিপ্র শ্রাপ তেঁ দূনউ ভাঈ। তামস অসুর দেহ তিন্হ পাঈ॥
কনককসিপু অরু হাটকলোচন। জগত বিদিত সুরপতি মদ মোচন॥

বিজঈ সমর বীর বিখ্যাতা। ধরি বরাহ বপু এক নিপাতা॥
হোই নরহরি দূসর পুনি মারা। জন প্রহলাদ সুজস বিস্তারা॥

চৌপাই—হে পার্বতী ! শোনো, বেদ ও পুরাণ শ্রীহরির অনুপম সুন্দর নির্মল চরিত্রের সবিস্তারে গান করে। শ্রীহরির অবতরণের একটাই কারণ—এমন কথা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় না (অর্থাৎ বহু কারণ থাকতে পারে আবার এমন কারণও থাকতে পারে যা কারো পক্ষেই সঠিক ভাবে জানা সম্ভব নয়)॥ ১॥ হে আমার সুচতুর প্রিয়তমা ! শোনো, আমার বুদ্ধিতে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য তর্কবিতর্কের ঊর্ধ্বে ; তা মন, বুদ্ধি ও বাণী দ্বারা বিচার করা যায় না। হে সুবদনী ! তবুও সাধুসন্ত, মুনি, বেদ ও পুরাণ যা বর্ণনা করেছেন ও আমার যেমন মনে হয় তাই তোমাকে বলব। যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় আর অধম অহংকারী রাক্ষসগণের অভ্যুত্থানে বর্ণনাতীত কলুষ বিস্তার করে এবং যার ফলে ব্রাহ্মণ, ধেনু, দেবতা ও পৃথিবীর দুর্দশা চরমে ওঠে, তখনই সেই কৃপানিধান শ্রীপ্রভু বিভিন্ন (দিব্য) তনু ধারণ করে আবির্ভূত হয়ে সাধুদিগের রক্ষা করেন॥ ২-৪॥

দোহা—তিনি অসুরদের বিনাশ করে দেবতাদের পুনঃস্থাপন করেন আর নিজ বাঙ্ময় প্রতিনিধি বেদের মর্যাদা সুরক্ষিত করেন—এইভাবে তিনি নিজ নির্মল যশ বিস্তার করে থাকেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অবতরণের এইটিই মুখ্য কারণ॥ ১২১॥

চৌপাই—সেই নির্মল লীলা, গুণ ও যশ সংকীর্তন করে ভক্তগণ ভবসাগর অতিক্রম করতে সমর্থ হন। ভক্ত কল্যাণেই তাঁর দেহধারণ। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের জন্মগ্রহণের যে সকল কারণ শোনা যায় তা অতিশয় বৈচিত্র্যপূর্ণ॥ ১॥ হে সুমতি ভবানী ! বহু কারণের মধ্যে দুই এক জন্মের বর্ণনা আমি সবিস্তারে করছি। তুমি একাগ্রচিত্তে তা শ্রবণ করে যাও। শ্রীহরির দ্বারপালযুগল জয়-বিজয়ের কথা তো সকলেই জানে॥ ২॥ ব্রাহ্মণের (সনকাদির) অভিশাপে তাদের তামসিক অসুর যোনি লাভ হয়। তাদের নাম হয়েছিল হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ। তারা দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাভূত করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল॥ ৩॥ দুইজনই সমর নিপুণ বিখ্যাত বীর ছিল। একজনকে (হিরণ্যাক্ষকে) বধ করবার জন্য শ্রীভগবান বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন আর অন্যজনকে (হিরণ্যকশিপুকে) বধ করবার তিনি নৃসিংহরূপ ধারণ করেছিলেন আর তিনি নিজ ভক্ত প্রহ্লাদের যশোগাথা বিস্তার করেছিলেন॥ ৪॥

দোহা (১২২)

ভএ নিসাচর জাই তেই মহাবীর বলবান।
কুম্ভকরন রাবন সুভট সুর বিজঈ জগ জান॥

চৌপাই (১—৪)

মুকুত ন ভএ হতে ভগবানা। তীনি জনম দ্বিজ বচন প্রবানা॥
এক বার তিন্হ কে হিত লাগী। ধরেউ সরীর ভগত অনুরাগী॥

কস্যপ অদিতি তহাঁ পিতু মাতা। দসরথ কৌসল্যা বিখ্যাতা॥
এক কলপ এহি বিধি অবতারা। চরিত পবিত্র কিএ সংসারা॥

এক কলপ সুর দেখি সুখারে। সমর জলন্ধর সন সব হারে॥
সম্ভু কীন্হ সংগ্রাম অপারা। দনুজ মহাবল মরই ন মারা॥

পরম সতী অসুরাধিপ নারী। তেহিঁ বল তাহি ন জিতহিঁ পুরারী॥

দোহা (১২৩)

ছল করি টারেউ তাসু ব্রত প্রভু সুর কারজ কীন্হ।
জব তেহিঁ জানেউ মরম তব শ্রাপ কোপ করি দীন্হ॥

চৌপাই (১—৪)

তাসু শ্রাপ হরি দীন্হ প্রমানা। কৌতুকনিধি কৃপাল ভগবানা॥
তহাঁ জলন্ধর রাবন ভয়উ। রন হতি রাম পরম পদ দয়উ॥

এক জনম কর কারন এহা। জেহি লগি রাম ধরী নরদেহা॥
প্রতি অবতার কথা প্রভু কেরী। সুনু মুনি বরনী কবিন্হ ঘনেরী॥

নারদ শ্রাপ দীন্হ এক বারা। কলপ এক তেহি লগি অবতারা॥
গিরিজা চকিত ভঈ সুনি বানী। নারদ বিষ্নুভগত পুনি গ্যানী॥

কারন কবন শ্রাপ মুনি দীন্হা। কা অপরাধ রমাপতি কীন্হা॥
যহ প্রসঙ্গ মোহি কহহু পুরারী। মুনি মন মোহ আচরজ ভারী॥

দোহা—তারাই আবার মহাবীর ও অমিত বিক্রম রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে জন্মগ্রহণ করে দেবতাদের পরাজিত করেছিল। তাদের কথা সমগ্র জগৎ জানে॥ ১২২॥

চৌপাই—ব্রাহ্মণের অভিশাপে তাদের তিন জন্ম অসুর যোনিতে হওয়ার কথা, তাই শ্রীভগবানের দ্বারা নিহত হয়েও তাদের (হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর) মুক্তি হয়নি। তাই ভক্তবৎসল শ্রীভগবান তাদের কল্যাণের জন্য আবার অবতাররূপে নরদেহ ধারণ করেছিলেন॥ ১॥ তখন (সেই অবতারে)কশ্যপ ও অদিতি হন তাঁর পিতামাতা যাঁরা দশরথ ও কৌশল্যা রূপে প্রসিদ্ধ হন। এক কল্পে এইরূপ অবতাররূপ দেহধারণ করে তিনি জগতে পবিত্র লীলা সম্পাদন করেন॥ ২॥ এক কল্পে জলন্ধর নামক দৈত্য দেবতাদের পরাজিত করেছিল ; দেবতাদের দুঃখিত দেখে দেবাদিদেব মহাদেব দৈত্যের সঙ্গে অতি ভয়ানক যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু সেই মহাবলবান দৈত্য বধ হয়েও মরছিল না॥ ৩॥ সেই দৈত্যরাজভার্যা পরম সতী (অতিশয় পবিত্র) ছিল। তাঁরই প্রভাবে ত্রিপুরারি ভগবান শ্রীশংকর সেই দৈত্যকে বধ করে বিজয় লাভ করতে পারলেন না॥ ৪॥

দোহা—তখন শ্রীপ্রভু ছলনা করে সেই রমণীর ব্রত ভঙ্গ করে কার্যোদ্ধার করেছিলেন। রমণী প্রকৃত তথ্য অবগত হয়ে কুপিত হয়ে শ্রীভগবানকে অভিশাপ দিয়েছিলেন॥ ১২৩॥

চৌপাই—লীলা পুরুষোত্তম কৃপালু শ্রীহরি সেই রমণীর অভিশাপও শিরোধার্য করেছিলেন। সেই জলন্ধর সেই কল্পে রাবণ হয়ে আসে যাকে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধে বধ করে পরমপদ (মুক্তি) প্রদান করেছিলেন॥ ১॥ এক জন্মে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের এই কারণে নরদেহ ধারণ করা। হে ভরদ্বাজ মুনি ! শোনো, শ্রীপ্রভুর বিভিন্ন অবতরণের কথা কবিগণ নানাভাবে বর্ণনা করেছেন॥ ২॥ একবার দেবর্ষি নারদের অভিশাপে তাঁর অবতার রূপে আগমন হয়। এই কথা শুনেই দেবী পার্বতী বিস্মিত হলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন—আরে ! দেবর্ষি নারদ তো পরম শ্রীবিষ্ণুভক্ত ও জ্ঞানী॥ ৩॥ দেবর্ষি নারদ শ্রীভগবানকে অভিশাপ দিলেন ! লক্ষ্মীপতি শ্রীভগবান কী অপরাধ করেছিলেন ? হে ত্রিপুরারি ! কৃপা করে বলুন। দেবর্ষি নারদের মনে মোহের আগমন তো আশ্চর্যজনক ঘটনা ! ৪॥

দোহা (১২৪ ক)

বোলে বিহসি মহেস তব গ্যানী মূঢ় ন কোই।
জেহি জস রঘুপতি করহিঁ জব সো তস তেহি ছন হোই॥

সোরঠা (১২৪ খ)

কহউঁ রাম গুন গাথ ভরদ্বাজ সাদর সুনহু।
ভব ভঞ্জন রঘুনাথ ভজু তুলসী তজি মান মদ॥

চৌপাই (১—৪)

হিমগিরি গুহা এক অতি পাবনি। বহ সমীপ সুরসরী সুহাবনি॥
আশ্রম পরম পুনীত সুহাবা। দেখি দেবরিষি মন অতি ভাবা॥

নিরখি সৈল সরি বিপিন বিভাগা। ভয়উ রমাপতি পদ অনুরাগা॥
সুমিরত হরিহি শ্রাপ গতি বাধী। সহজ বিমল মন লাগি সমাধী॥

মুনি গতি দেখি সুরেস ডেরানা। কামহি বোলি কীন্হ সনমানা॥
সহিত সহায় জাহু মম হেতূ। চলেউ হরষি হিয়ঁ জলচরকেতূ॥

সুনাসীর মন মহুঁ অসি ত্রাসা। চহত দেবরিষি মম পুর বাসা॥
জে কামী লোলুপ জগ মাহীঁ। কুটিল কাক ইব সবহি ডেরাহীঁ॥

দোহা (১২৫)

সূখ হাড় লৈ ভাগ সঠ স্বান নিরখি মৃগরাজ।
ছীনি লেই জনি জান জড় তিমি সুরপতিহি ন লাজ॥

চৌপাই (১)

তেহি আশ্রমহিঁ মদন জব গয়উ। নিজ মায়াঁ বসন্ত নিরময়উ।
কুসুমিত বিবিধ বিটপ বহুরঙ্গা। কূজহিঁ কোকিল গুঞ্জহিঁ ভৃঙ্গা॥

দোহা ও সোরঠা—*তখন দেবাদিদেব মহাদেব বললেন—(হে পার্বতী!) জ্ঞানীও কেউ নয়, মূর্খও কেউ নয়। শ্রীরঘুনাথ যেমন চান সেই মুহূর্তে সে তেমনই হয়ে যায়॥ ১২৪ ক॥ (যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—) হে ভরদ্বাজ! আমি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের লীলা সংকীর্তন করছি। তুমি একাগ্রচিত্তে তা শ্রবণ করো। তুলসীদাস বলেন—মদ ও অহংকার ত্যাগ করে গতায়াত নিবারণকারী শ্রীরঘুনাথের ভজনা করো॥ ১২৪ (খ)॥*

চৌপাই—হিমালয় পর্বতের এক পবিত্র গুহা দেবর্ষি নারদকে মুগ্ধ করেছিল। গুহার সন্নিকটে ছিল পূত সলিলা গঙ্গার ধারা। আশ্রম পরিবেশ দেবর্ষি নারদকে আকর্ষণ করল॥ ১॥ পর্বতমালা, নদী ও অরণ্যের যুগপৎ অবস্থানের সেই অনুপম সৌন্দর্য দেখে দেবর্ষি নারদের জগৎপিতা লক্ষ্মীকান্ত চরণে প্রেম উথলে উঠল। শ্রীভগবানের স্মরণে বিহ্বল দেবর্ষি নারদের গতি (দক্ষ প্রজাপতির অভিশাপে নারদ একই স্থানে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারতেন না) খর্ব হল। তিনি তখন সহজ সরল মনে শ্রীভগবানকে স্মরণ করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন॥ ২ ॥ দেবর্ষি নারদের ধ্যানমগ্ন মূর্তি দেখে দেবরাজ ইন্দ্র (রাজত্ব হারাবার) ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি কামদেবকে আহ্বান করে তাঁর আদরযত্ন করে বললেন—দেবর্ষি নারদের তপস্যা ভঙ্গ করা এখনই প্রয়োজন। মীনধ্বজ কামদেব দেবরাজের আদেশ পালন করতে চললেন॥ ৩॥ দেবরাজ ইন্দ্রের মনে অমরাবতী হারাবার ভীতি জেগে উঠেছিল। যেমন কাক সতত ভীত থাকে, কাম ও লোভের বশীভূত লোকেদের অবস্থাও তেমনই হয়ে থাকে॥ ৪॥

দোহা—*মূর্খ সারমেয় তার শুষ্ক অস্থিখণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পশুরাজ সিংহকে আসতে দেখে তার মনে ভীতি জাগে হয়তো পশুরাজ সেটি ছিনিয়ে নেবে, তাই সে তা রক্ষা করবার জন্যই ছোটাছুটি করে। (দেবর্ষি নারদ রাজত্ব কেড়ে নেবেন ভেবে) তেমনভাবেই দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তিত হয়েছিলেন, তাঁর এতটুকুও লজ্জা হল না॥ ১২৫॥*

চৌপাই—কামদেব ঘটনাস্থলে উপনীত হলেন। আশ্রম উদ্যানে তিনি নিজ মায়ায় বসন্ত ঋতু নির্মাণ করলেন। বৃক্ষরাজি বিভিন্ন বর্ণের পুষ্পে শোভমান হয়ে উঠল। কোকিলের কূজন ও ভ্রমরের গুঞ্জরণ স্থানকে সুরম্য করে তুলল॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

চলী সুহাবনি ত্রিবিধ বয়ারী। কাম কৃসানু বঢ়াবনিহারী॥
রম্ভাদিক সুর নারি নবীনা। সকল অসমসর কলা প্রবীনা॥
করহিঁ গান বহু তান তরঙ্গা। বহুবিধি ক্রীড়হিঁ পানি পতঙ্গা॥
দেখি সহায় মদন হরষানা। কীন্হেসি পুনি প্রপঞ্চ বিধি নানা॥
কাম কলা কছু মুনিহি ন ব্যাপী। নিজ ভয়ঁ ডরেউ মনোভব পাপী॥
সীম কি চাঁপি সকই কোউ তাসূ। বড় রখবার রমাপতি জাসূ॥

দোহা (১২৬)

সহিত সহায় সভীত অতি মানি হারি মন মৈন।
গহেসি জাই মুনি চরন তব কহি সুঠি আরত বৈন॥

চৌপাই (১—৪)

ভয়উ ন নারদ মন কছু রোষা। কহি প্রিয় বচন কাম পরিতোষা॥
নাই চরন সিরু আয়সু পাঈ। গয়উ মদন তব সহিত সহাঈ॥
মুনি সুসীলতা আপনি করনী। সুরপতি সভাঁ জাই সব বরনী॥
সুনি সব কেঁ মন অচরজু আবা। মুনিহি প্রসংসি হরিহি সিরু নাবা॥
তব নারদ গবনে সিব পাহীঁ। জিতা কাম অহমিতি মন মাহীঁ॥
মার চরিত সংকরহি সুনাএ। অতিপ্রিয় জানি মহেস সিখাএ॥
বার বার বিনবউঁ মুনি তোহী। জিমি যহ কথা সুনায়হু মোহী॥
তিমি জনি হরিহি সুনাবহু কবহূঁ। চলেহুঁ প্রসঙ্গ দুরাএহু তবহূঁ॥

দোহা (১২৭)

সম্ভু দীন্হ উপদেস হিত নহিঁ নারদহি সোহান।
ভরদ্বাজ কৌতুক সুনহু হরি ইচ্ছা বলবান॥

চৌপাই (১)

রাম কীন্হ চাহহিঁ সোই হোঈ। করৈ অন্যথা অস নহিঁ কোঈ॥
সম্ভু বচন মুনি মন নহিঁ ভাএ। তব বিরঞ্চি কে লোক সিধাএ॥

কামাগ্নিকে উজ্জীবিত করবার জন্য শীতল, মৃদুমন্দ ও সুগন্ধিত এই ত্রিগুণযুক্ত অনুপম সুন্দর বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করল। উদ্দীপ্ত যৌবনসম্পন্না রম্ভাদি যুবতীগণ মনোরম গীতাদি পরিবেশন করতে করতে কন্দুক ক্রীড়ায় মত্ত হল। সৈন্যকে সক্রিয় দেখে কামদেব প্রসন্ন হলেন আর বিভিন্ন প্রকারের মায়াজাল রচনায় যুক্ত হলেন॥ ২-৩॥ কিন্তু কামদেবের সকল ছলাকলা দেবর্ষি নারদের উপর প্রভাব ফেলতে বিফল হল। এইবার পাপী কামদেবের মনে নিজ পাপাচারের জন্য ভীতি উৎপন্ন এল। রমাপতি শ্রীভগবানের শরণাগতকে স্পর্শ করা যে আদৌ সম্ভব হয় না॥ ৪॥

দোহা—তখন অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে ভীত কামদেব পরাজয় স্বীকার করে সবিনয় নিবেদনসহ মুনিবরের চরণ সংলগ্ন হলেন॥ ১২৬॥

চৌপাই—ঘটনায় দেবর্ষি নারদ একটুও বিচলিত হননি। তিনি উত্তম কথা বলে কামদেবকে পরিতুষ্ট করলেন। তখন মুনিবরের চরণে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর অনুমতি নিয়ে কামদেব অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন॥ ১॥ দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় গমন করে কামদেব দেবর্ষি নারদের সদাচার ও নিজ কীর্তির বর্ণনা দিলেন। ঘটনা বিবরণ সকলকে আশ্চর্য করল। তাঁরা মুনিবরের প্রশংসা করে মনে মনে শ্রীহরিকে প্রণাম নিবেদন করলেন॥ ২॥ এদিকে দেবর্ষি নারদ দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে গমন করলেন। তাঁর মনে তখন মদন বিজয়ের অহংকার এসেছিল। তিনি এই ঘটনা ভগবান শ্রীশংকরকে বলে ফেললেন। মহাদেব দেবর্ষি নারদকে পরম প্রিয় জ্ঞানে এইরূপ উপদেশ দিলেন—হে মুনিবর ! আমার নিবেদন শুনে রাখ। আমাকে যা বললে তা যেন কখনও ভগবান শ্রীহরিকে নিবেদন করে বোসো না। প্রসঙ্গ উঠলে এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে॥ ৩-৪॥

দোহা—ভগবান শ্রীশংকরের এই সদুপদেশ কিন্তু দেবর্ষি নারদের পছন্দ হল না। হে ভরদ্বাজ ! এইবার কৌতুক (মজার) কথা শোনো। শ্রীহরির ইচ্ছা যে অতিশয় বলবান॥ ১২৭॥

চৌপাই—প্রভু শ্রীরামচন্দ্র যা ঘটাতে ইচ্ছা করেন তা রোধ করবার ক্ষমতা কারোরই নেই। মহাদেবের উপদেশ মনঃপূত না হওয়ায় দেবর্ষি নারদ তখন

চৌপাই (২—৪)

এক বার করতল বর বীনা। গাবত হরি গুন গান প্রবীনা।।
ছীরসিন্ধু গবনে মুনিনাথা। জহঁ বস শ্রীনিবাস শ্রুতিমাথা।।

হরষি মিলে উঠি রমানিকেতা। বৈঠে আসন রিষিহি সমেতা।।
বোলে বিহসি চরাচর রায়া। বহুতে দিনত কীন্‌হি মুনি দায়া।।

কাম চরিত নারদ সব ভাষে। জদ্যপি প্রথম বরজি সিবঁ রাখে।।
অতি প্রচণ্ড রঘুপতি কৈ মায়া। জেহি ন মোহ অস কো জগ জায়া।।

দোহা (১২৮)

রূখ বদন করি বচন মৃদু বোলে শ্রীভগবান।
তুম্‌হরে সুমিরন তেঁ মিটহিঁ মোহ মার মদ মান।।

চৌপাই (১—৪)

সুনু মুনি মোহ হোহিঁ মন তাকেঁ। গ্যান বিরাগ হৃদয় নহিঁ জাকেঁ।।
ব্রহ্মচরজ ব্রত রত মতিধীরা। তুম্‌হহি কি করই মনোভব পীরা।।

নারদ কহেউ সহিত অভিমানা। কৃপা তুম্‌হারি সকল ভগবানা।।
করুনানিধি মন দীখ বিচারী। উর অঙ্কুরেউ গরব তরু ভারী।।

বেগি সো মৈঁ ডারিহউঁ উখারী। পন হমার সেবক হিতকারী।।
মুনি কর হিত মম কৌতুক হোঈ। অবসি উপায় করবি মৈঁ সোঈ।।

তব নারদ হরি পদ সির নাঈ। চলে হৃদয়ঁ অহিমিতি অধিকাঈ।।
শ্রীপতি নিজ মায়া তব প্রেরী। সুনহু কঠিন করনী তেহি কেরী।।

দোহা (১২৯)

বিরচেউ মগ মহুঁ নগর তেহিঁ সত জোজন বিস্তার।
শ্রীনিবাসপুর তেঁ অধিক রচনা বিবিধ প্রকার।।

ব্রহ্মলোক গমন করলেন॥ ১ ॥ একবার সংগীত নিপুণ দেবর্ষি নারদ বীণা হস্তে হরিনাম করতে করতে ক্ষীরসাগরে উপনীত হলেন। সেখানে শ্রুতি শিরোমণি শ্রীনিবাস নিবাস করেন॥ ২॥ দেবর্ষি নারদকে আসতে দেখে শ্রীভগবান (নারায়ণ) উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন আর আসন দান করে একসঙ্গে বসলেন। অতঃপর জগদীশ্বর শ্রীভগবান হেসে বললেন—হে মুনিবর ! আপনি কৃপা করে বহুদিন পর দর্শন দিলেন॥ ৩॥ যদ্যপি মহাদেব কাম-বিজয়ের ঘটনাটি প্রভুকে বলতে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু সেই নিষেধ উপেক্ষা করে দেবর্ষি নারদ কামদেব বৃত্তান্ত সবিস্তারে প্রভুকে নিবেদন করে বসলেন। শ্রীরঘুপতির মায়া অতিশয় প্রবল, তাতে মোহিত হয় না এমন ব্যক্তি জগতে বিরল॥ ৪॥

দোহা—নিস্পৃহচিত্তে শ্রীভগবান সুকোমল উক্তি করলেন—হে মুনিবর ! আপনাকে স্মরণ করলেই জগতের কাম, মদ, মোহ, অহংকার দূরীভূত হয় (তাহলে আপনার নিজের জন্য কী বলার থাকতে পারে !)॥ ১২৮॥

চৌপাই—হে মুনিবর ! শুনুন। মোহ তো তাকেই অভিভূত করে যার চিত্তে জ্ঞান বৈরাগ্যের অভাব রয়েছে। আপনি তো ব্রহ্মচর্যব্রতে কুশল ও ধীরপ্রশান্ত। কামদেবের পক্ষে আপনাকে চঞ্চল করে তোলা কেমন করে সম্ভব ? ১॥ দেবর্ষি নারদ অহংকারে মত্ত হয়ে উত্তর দিলেন— ভগবন্ ! সবই আপনার কৃপায় সম্ভব হয়েছে। করুণাবিগ্রহ শ্রীহরি দেখলেন যে দেবর্ষি নারদের মনে প্রকাণ্ড অহংকাররূপ বৃক্ষের অঙ্কুরোদগম হয়েছে॥ ২॥ ভক্তের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল করাই যে আমার ব্রত, তাই এই অহংকার বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করবার জন্য এখনই কিছু করা প্রয়োজন। মুনির কল্যাণের জন্য লীলাভিনয়ের ভূমি প্রস্তুত হল॥ ৩॥ দেবর্ষি নারদ শ্রীভগবানের চরণে প্রণাম নিবেদন করে চলে গেলেন। তাঁর চিত্তে অহংকারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে লাগল। ভগবান শ্রীপতি নিজ মায়াকে প্রেরণ করলেন। সেই মায়ার কীর্তি এইবার শোনো॥ ৪॥

দোহা—পথে মায়া (শ্রীহরির মায়া) এক শত যোজন (চার শত ক্রোশ) বিস্তৃত নগর সৃষ্টি করল। সমগ্র নগরের সৌন্দর্য শ্রীনিবাসপুরী (বৈকুণ্ঠ) থেকে কোনো অংশে কম ছিল না॥ ১২৯॥

চৌপাই (১—৪)

বসহিঁ নগর সুন্দর নর নারী। জনু বহু মনসিজ রতি তনুধারী॥
তেহি পুর বসই সীলনিধি রাজা। অগনিত হয় গয় সেন সমাজা॥
সত সুরেস সম বিভব বিলাসা। রূপ তেজ বল নীতি নিবাসা॥
বিস্বমোহনী তাসু কুমারী। শ্রী বিমোহ জিসু রূপু নিহারী॥
সোই হরিমায়া সব গুন খানী। সোভা তাসু কি জাই বখানী॥
করই স্বয়ংবর সো নৃপবালা। আএ তহঁ অগনিত মহিপালা॥
মুনি কৌতুকী নগর তেহিঁ গয়উ। পুরবাসিন্হ সব পূছত ভয়উ॥
সুনি সব চরিত ভূপগৃহঁ আএ। করি পূজা নৃপ মুনি বৈঠাএ॥

দোহা (১৩০)

আনি দেখাঈ নারদহি ভূপতি রাজকুমারি।
কহহু নাথ গুন দোষ সব এহি কে হৃদয়ঁ বিচারি॥

চৌপাই (১—৪)

দেখি রূপ মুনি বিরতি বিসারী। বড়ী বার লগি রহে নিহারী॥
লচ্ছন তাসু বিলোকি ভুলানে। হৃদয়ঁ হরষ নহিঁ প্রগট বখানে॥
জো এহি বরই অমর সোই হোঈ। সমরভূমি তেহি জীত ন কোঈ॥
সেবহি সকল চরাচর তাহী। বরই সীলনিধি কন্যা জাহী॥
লচ্ছন সব বিচারি উর রাখে। কছুক বনাই ভূপ সন ভাষে॥
সুতা সুলচ্ছন কহি নৃপ পাহীঁ। নারদ চলে সোচ মন মাহীঁ॥
করৌঁ জাই সোই জতন বিচারী। জেহি প্রকার মোহি বরৈ কুমারী॥
জপ তপ কছু ন হোই তেহি কালা। হে বিধি মিলই কবন বিধি বালা॥

দোহা (১৩১)

এহি অবসর চাহিঅ পরম সোভা রূপ বিসাল।
জো বিলোকি রীঝৈ কুঅঁরি তব মেলৈ জয়মাল॥

চৌপাই — নগরের নরনারীসকলকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন অগণিত কামদেব ও রতি দেহ ধারণ করে বসবাস করছেন। নগরের অধিপতি ছিলেন রাজা শীলনিধি ; যার অসংখ্য অশ্ব, গজ ও সৈন্যসামন্ত॥ ১॥ শত ইন্দ্র সমতুল তার বৈভব ও বিলাস। সে যেন রূপ, তেজ, বল ও নীতির আবাসস্বরূপ। তার বিশ্বমোহিনী নামক একজন অসামান্য রূপবতী কন্যা ছিল যাকে দেখে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীও মোহিত হবেন॥ ২॥ সর্বগুণসম্পন্না কন্যা শ্রীহরির মায়া দ্বারাই সৃষ্ট ছিল। অনুপম বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের অধিকারী সেই রাজকুমারী স্বয়ংবরা হবে, তাই রাজ্যে বহু রাজাদের সমাগম হয়েছিল॥ ৩॥ কৌতূহলাবিষ্ট দেবর্ষি নারদ সেই নগরে উপনীত হয়ে জনগণের কাছ থেকে সকল খবরাখবর সংগ্রহ করলেন। অতঃপর তিনি রাজবাড়িতে উপনীত হয়ে রাজা কর্তৃক পূজিত হলেন। রাজা অভ্যর্থনা করে তাঁকে আসন দিলেন॥ ৪॥

দোহা—(অতঃপর) রাজামহাশয় রাজকুমারীকে দেবর্ষি নারদের সম্মুখে এনে জিজ্ঞাসা করলেন— হে নাথ ! কৃপা করে কন্যার ভাগ্যলিপি দেখে তার ভালোমন্দ সকলই বলুন॥ ১৩০॥

চৌপাই — কন্যার রূপ দেবর্ষি নারদকে মুগ্ধ করেছিল যার ফলে তাঁর বৈরাগ্য বিস্মরণ ঘটল। তিনি একদৃষ্টে অনেকক্ষণ কন্যাকে তাকিয়ে দেখতে থাকলেন। কন্যাকে সুলক্ষণা দেখে মুনিবর আত্মবিস্মৃত হলেন। অন্তরে আনন্দ হলেও তিনি বাহ্যত তা প্রকাশ করলেন না॥ ১॥ (সুলক্ষণসকল প্রত্যক্ষ করে মুনিবর মনে মনে ভাবলেন—) এই কন্যাকে যে বিবাহ করবে সে অমরত্ব লাভ করবে ; যুদ্ধক্ষেত্রে সে অজেয় হবে। এই সুশীলা রাজকুমারীকে যে বিবাহ করবে তাকে বিশ্বচরাচরের জীবসকল সতত সেবা করবে॥ ২॥ কন্যার সুলক্ষণ গোপন রেখে দেবর্ষি নারদ মহারাজ শীলনিধিকে কিছু বানানো মনগড়া কথা বললেন। মহারাজকে তিনি জানালেন যে কন্যা সুলক্ষণা। দেবর্ষি অতঃপর গমনকালে ভাবছিলেন—এমন এক উপায় উদ্ভাবন করতে হবে যাতে কন্যা আমাকেই বরমাল্য দেয়। জপতপ করে কিছু হওয়ার নয়। হে বিধাতা ! বলুন। আমি এই কন্যাকে কেমন করে লাভ করি॥ ৩-৪॥

দোহা—এখন প্রয়োজন দিব্যকান্তিযুক্ত মনোহর তনু যাতে রাজকুমারী মুগ্ধ হয়ে আমার কণ্ঠেই বরমাল্য অর্পণ করে॥ ১৩১॥

চৌপাই (১—৪)

হরি সন মাগৌ সুন্দরতাঈ। হোইহি জাত গহরু অতি ভাঈ॥
মোরে হিত হরি সম নহিঁ কোউ। এহি অবসর সহায় সোই হোউ॥
বহুবিধি বিনয় কীন্হি তেহি কালা। প্রগটেউ প্রভু কৌতুকী কৃপালা॥
প্রভু বিলোকি মুনি নয়ন জুড়ানে। হোইহি কাজু হিএঁ হরষানে॥
অতি আরতি কহি কথা সুনাঈ। করহু কৃপা করি হোহু সহাঈ॥
আপন রূপ দেহু প্রভু মোহী। আন ভাঁতি নহি পাবৌঁ ওহী॥
জেহি বিধি নাথ হোই হিত মোরা। করহু সো বেগি দাস মৈঁ তোরা॥
নিজ মায়া বল দেখি বিসালা। হিয়ঁ হঁসি বোলে দীনদয়ালা॥

দোহা (১৩২)

জেহি বিধি হোইহি পরম হিত নারদ সুনহু তুম্হার।
সোই হম করব ন আন কছু বচন ন মৃষা হমার॥

চৌপাই (১—৪)

কুপথ মাগ রুজ ব্যাকুল রোগী। বৈদ ন দেই সুনহু মুনি জোগী॥
এহি বিধি হিত তুম্হার মৈঁ ঠয়উ। কহি অস অন্তরহিত প্রভু ভয়উ॥
মায়া বিবস ভএ মুনি মূঢ়া। সমুঝী নহিঁ হরি গিরা নিগূঢ়া॥
গবনে তুরত তহাঁ রিষিরাঈ। জহাঁ স্বয়ংবর ভূমি বনাঈ॥
নিজ নিজ আসন বৈঠে রাজা। বহু বনাব করি সহিত সমাজা॥
মুনি মন হরষ রূপ অতি মোরেঁ। মোহি তজি আনহি বরিহি ন ভোরেঁ॥
মুনি হিত কারন কৃপানিধানা। দীন্হ কুরূপ ন জাই বখানা॥
সো চরিত্র লখি কাহুঁ ন পাবা। নারদ জানি সবহি সির নাবা॥

দোহা (১৩৩)

রহে তহাঁ দুই রুদ্র গন তে জানহিঁ সব ভেউ।
বিপ্রবেষ দেখত ফিরহি পরম কৌতুকী তেউ॥

চৌপাই—(বরং এক কাজ করি !) শ্রীভগবানের কাছ থেকে সৌন্দর্য চেয়ে নিই ; কিন্তু যেতে আসতে তো বহুক্ষণ লেগে যাবে। শ্রীহরিসম আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বিরল, তাই এক্ষণে তিনিই আমাকে সাহায্য করতে পারেন॥ ১॥ দেবর্ষি নারদ তখনই শ্রীহরিকে স্মরণ করে বিনীত প্রার্থনা নিবেদন করলেন। লীলাময় কৃপালু শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ সেইখানে আবির্ভূত হলেন। শ্রীপ্রভু দর্শনে মুনিবরের নয়ন শীতল হল। অবশ্যই মনে মনে তিনি প্রসন্ন হলেন যে এইবার কার্যোদ্ধার হবে॥ ২॥ দীনহীনভাবে তিনি সব কথা শ্রীহরিকে জানালেন এবং শ্রীভগবানকে কৃপা করে সাহায্য করতে বললেন। তিনি বললেন—হে প্রভু ! আমাকে আপনার রূপ প্রদান করুন ; তা ছাড়া সেই রাজকন্যা লাভ করবার অন্য কোনো পথ তো দেখি না॥ ৩॥ হে নাথ ! আমার মঙ্গলের জন্য আপনার এখনই কিছু করা প্রয়োজন। আমি আপনার সেবক। নিজ মায়ার অমিত পরাক্রম প্রত্যক্ষ করে দীনশরণ শ্রীভগবান মনে মনে হেসে উত্তর দিলেন॥ ৪॥

দোহা—হে দেবর্ষি নারদ ! শোনো, আমি এমন কিছু করব যাতে সঠিক মঙ্গল হয় ; অন্য কিছু করব না। আমার কথা কখনও মিথ্যা হয় না॥ ১৩২॥

চৌপাই—হে যোগী মুনি ! তাহলে শোনো। রোগাতুর ব্যক্তি কুপথ্য চাইলে উত্তম বৈদ্য কখনই তা তাকে দেন না। আমার তো তোমার মঙ্গল করাই উদ্দেশ্য। এই কথা বলে শ্রীভগবান অন্তর্ধান করলেন॥ ১॥ (শ্রীহরির) মায়ার বশীভূত মুনিবর এমনই মূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি ভগবানের নিগূঢ়ার্থক বাণীর তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না। ঋষিরাজ নারদ তৎক্ষণাৎ সেই স্বয়ংবর সভায় গেলেন॥ ২॥ নৃপতিগণ সুসজ্জিত হয়ে তাদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসে ছিলেন। নারদ মুনি তাঁর সুন্দর রূপের জন্য প্রসন্নচিত্ত হয়ে ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে রাজকুমারী তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ভুল করেও বরণ করে নেবে না॥ ৩॥ কৃপানিধি শ্রীভগবান মুনির কল্যাণের জন্যই তাঁকে এইরূপ কুৎসিত করে দিলেন যা বলা যায় না। কিন্তু শ্রীহরির লীলা কেউ বুঝতে পারল না। সকলেই তাঁকে নারদ মুনি জেনেই প্রণাম জানাল॥ ৪॥

দোহা—সেইখানে ভগবান শ্রীশংকরের দুইজন গণও ছিল। সকল বৃত্তান্ত জেনে তারা ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে সকল লীলা প্রত্যক্ষ করছিল। তারা আনন্দে ডগমগ করছিল॥ ১৩৩॥

চৌপাই (১—৪)

জেহিঁ সমাজ বৈঠে মুনি জাঈ। হৃদয়ঁ রূপ অহমিতি অধিকাঈ॥
তহঁ বৈঠে মহেস গন দোউ। বিপ্রবেষ গতি লখই ন কোউ॥

করহিঁ কূটি নারদহি সুনাঈ। নীকি দীন্হি হরি সুন্দরতাঈ॥
রীঝিহি রাজকুঅঁরি ছবি দেখী। ইন্হহি বরিহি হরি জানি বিসেষী॥

মুনিহি মোহ মন হাথ পরাএঁ। হঁসহি সম্ভু গন অতি সচু পাএঁ॥
জদপি সুনহি মুনি অটপটি বানী। সমুঝি ন পরই বুদ্ধি ভ্রম সানী॥

কাহুঁ ন লখা সো চরিত বিসেষা। সো সরূপ নৃপকন্যাঁ দেখা॥
মর্কট বদন ভয়ংকর দেহী। দেখত হৃদয়ঁ ক্রোধ ভা তেহী॥

দোহা (১৩৪)

সখী সঙ্গ লৈ কুঅঁরি তব চলি জনু রাজমরাল।
দেখত ফিরই মহীপ সব কর সরোজ জয়মাল॥

চৌপাই (১—৪)

জেহি দিসি বৈঠে নারদ ফূলী। সো দিসি তেহিঁ ন বিলোকী ভূলী॥
পুনি পুনি মুনি উকসহিঁ অকুলাহীঁ। দেখি দসা হর গন মুসুকাহীঁ॥

ধরি নৃপতনু তহঁ গয়উ কৃপালা। কুঅঁরি হরষি মেলেউ জয়মালা॥
দুলহিনি লৈ গে লচ্ছিনিবাসা। নৃপসমাজ সব ভয়উ নিরাসা॥

মুনি অতি বিকল মোহঁ মতি নাঠী। মনি গিরি গঈ ছূটি জনু গাঁঠী॥
তব হর গন বোলে মুসুকাঈ। নিজ মুখ মুকুর বিলোকহু জাঈ॥

অস কহি দোউ ভাগে ভয়ঁ ভারী। বদন দীখ মুনি বারি নিহারী॥
বেষু বিলোকি ক্রোধ অতি বাঢ়া। তিন্হহি সরাপ দীন্হ অতি গাঢ়া॥

চৌপাই—রূপের অহংকারে মত্ত হয়ে দেবর্ষি নারদ যে স্থানে (পঙ্‌ক্তিতে) বসলেন সেই শিবানুচরযুগলও সেইখানে বসল। ব্রাহ্মণ বেশ থাকায় তাদের এই কার্যকলাপ কেউ লক্ষ করল না॥ ১॥ তারা ঠাট্টা করে এমন ভাবে আলোচনা করছিল যাতে দেবর্ষি নারদ তাদের কথোপকথন শুনতে পান। তারা বলছিল—শ্রীহরি এঁকে অপরূপ সৌন্দর্য প্রদান করেছেন ! রাজকুমারী এঁর রূপেই মুগ্ধ হয়ে যাবে আর 'হরি' (নামান্তরে বানরকে 'হরি' বলা হয়) জেনে বরমাল্য অর্পণ করবে ! ২॥ মুনির মন তখন মোহগ্রস্ত কারণ সেটি তখন মায়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। গণেদের ব্যঙ্গযুক্ত কথোপকথন তাঁর কানেও যাচ্ছিল কিন্তু বুদ্ধিভ্রম হওয়ায় তার অর্থ তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পারছিলেন না। (তিনি মনে করছিলেন যে তাঁর প্রশংসাই করা হচ্ছে)॥ ৩॥ এই বিশেষ প্রসঙ্গ অন্য সকলের কাছে অজানা থাকলেও তা রাজকুমারী দেখতে পেল। মর্কট মুখাকৃতি ও ভয়ংকর দেহ দেখে রাজকুমারীর চিত্ত ক্রোধে ভরে গেল॥ ৪॥

দোহা—তখন রাজকুমারী সখীপরিবৃত হয়ে রাজহংসীসম চলছিল। তার কমলসম সুন্দর হস্তে বরমাল্য ধারণ করে সে নৃপতিসকলকে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল॥ ১৩৪॥

চৌপাই—যে দিকে নারদ মুনি (রূপ গর্বে) স্ফীত হয়ে বসে ছিলেন রাজকুমারী সেই দিকে ভুল করেও দেখল না। নারদ মুনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন ও ছটফট করছিলেন। তাঁর অবস্থা দেখে শিবানুচরগণ মুখ টিপে হাসছিল॥ ১॥ কৃপালু শ্রীভগবানও নৃপতিরূপে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাজকুমারী পরমানন্দে তাঁকে বরণ করে নিল। শ্রীনিকেতন ভগবান নববধূকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেলেন। নৃপতিগণ নিরাশ হয়ে পড়ল॥ ২॥ মোহগ্রস্ত মুনির বুদ্ধিবৈকল্য হয়েছিল। (রাজকুমারী চলে গেলে) তিনি বিহ্বল হয়ে পড়লেন যেন মণিমুক্তো হারিয়ে ফেলেছেন ! তখন শিবানুচরগণ হেসে তাঁকে বলল—দর্পণে একবার নিজের মুখটা তো দেখুন॥ ৩॥ এই কথা বলেই তারা ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। মুনিবর জলের ধারে গিয়ে নিজ মুখের প্রতিবিম্ব দেখলেন। নিজের রূপ দেখে তাঁর ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। তিনি শিবানুচরণগণকে কঠোর অভিশাপ দিলেন॥ ৪॥

দোহা (১৩৫)

হোহু নিসাচর জাই তুম্হ কপটী পাপী দোউ।
হঁসেহু হমহি সো লেহু ফল বহুরি হঁসেহু মুনি কোউ॥

চৌপাই (১—৪)

পুনি জল দীখ রূপ নিজ পাবা। তদপি হৃদয়ঁ সন্তোষ ন আবা॥
ফরকত অধর কোপ মন মাহীঁ। সপদি চলে কমলাপতি পাহীঁ॥

দেহউঁ শ্রাপ কি মরিহউঁ জাঈ। জগত মোরি উপহাস করাঈ॥
বীচহিঁ পন্থ মিলে দনুজারী। সঙ্গ রমা সোই রাজকুমারী॥

বোলে মধুর বচন সুরসাঈঁ। মুনি কহঁ চলে বিকল কী নাঈঁ॥
সুনত বচন উপজা অতি ক্রোধা। মায়া বস ন রহা মন বোধা॥

পর সম্পদা সকহু নহিঁ দেখী। তুম্হরেঁ ইরিষা কপট বিসেষী॥
মথত সিন্ধু রুদ্রহি বৌরায়হু। সুরন্হ প্রেরি বিষ পান করায়হু॥

দোহা (১৩৬)

অসুর সুরা বিষ সংকরহি আপু রমা মনি চারু।
স্বারথ সাধক কুটিল তুম্হ সদা কপট ব্যবহারু॥

চৌপাই (১—৩)

পরম স্বতন্ত্র ন সির পর কোঈ। ভাবই মনহি করহু তুম্হ সোঈ॥
ভলেহি মন্দ মন্দেহি ভল করহূ। বিসময় হরষ ন হিয়ঁ কছু ধরহূ॥

ডহকি ডহকি পরিচেহু সব কাহূ। অতি অসঙ্ক মন সদা উছাহূ॥
করম সুভাসুভ তুম্হহি ন বাধা। অব লগি তুম্হহি ন কাহূঁ সাধা॥

ভলে ভবন অব বায়ন দীন্হা। পাবহুগে ফল আপন কীন্হা॥
বঞ্চেহু মোহি জবনি ধরি দেহা। সোই তনু ধরহু শ্রাপ মম এহা॥

দোহা—তোমরা পাপী ও প্রবঞ্চক। (অভিশাপ দিলাম—) তোমরা রাক্ষস যোনি লাভ করো। আমাকে নিয়ে তামাশা করবার ফল ভোগ করো। কখনও আর কোনো মুনিকে নিয়ে তামাশা করতে যেও না॥ ১৩৫॥

চৌপাই—দেবর্ষি আবার জলাশয়ে গমন করে নিজ মুখের প্রতিবিম্ব দেখলেন। তিনি দেখলেন যে তাঁর আকৃতি পূর্ববৎ হয়ে গিয়েছে। পূর্বের আকৃতি ফিরে পেয়েও তাঁর সন্তুষ্টি হল না। ক্রোধে তাঁর ওষ্ঠযুগল প্রকম্পিত হচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি ভগবান কমলাপতির উদ্দেশে গমন করলেন॥ ১॥ (গমনকালে তিনি ভেবে নিয়েছেন—) হয় অভিশাপ দেবো অথবা প্রাণত্যাগ করব। সকলের সম্মুখে আমাকে হাস্যাস্পদ করা ! অসুরারি ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে তাঁর পথেই দেখা হয়ে গেল। লক্ষ্মীদেবী ও সেই রাজকুমারীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন॥ ২॥ সুরেশ্বর শ্রীভগবান সুমধুর কথায় জিজ্ঞাসা করলেন—হে মুনি ! উদ্বিগ্নচিত্তে কোথায় যাওয়া হচ্ছে ? শ্রীভগবানের কথা শুনেই মুনিবর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন ; মায়ার বশীভূত হওয়ায় তাঁর মন বশে ছিল না॥ ৩॥ (মুনি বললেন—) কারো সম্পদ তুমি সহ্য করতে পার না। তোমার মধ্যে ঈর্ষা ও কপট ভরা। সমুদ্র মন্থন কালে তুমি ভগবান শ্রীশংকরকে পাগল করে ছেড়েছ আর দেবতাদের প্ররোচনায় তাঁকে বিষপানও করিয়েছ॥ ৪॥

দোহা—অসুরদের সুরা ও ভগবান শ্রীশংকরকে বিষপান করিয়ে তুমি (কৌশলে) লক্ষ্মীদেবী ও সুন্দর (কৌস্তুভ) মণি দখল করেছ। স্বার্থপর, প্রতারক ! তোমার ব্যবহার সতত কপটযুক্ত॥ ১৩৬॥

চৌপাই—তোমার মাথার উপর কেউ নেই বলে তুমি স্বাধীনভাবে যখন যা ইচ্ছা হয় তাই করছ। ভালোকে মন্দ করছ, মন্দকে ভালো করছ। তোমার চিত্তে তো হর্ষ-বিষাদের বালাই নেই॥ ১॥ সবাইকে প্রতারণা করে করে তোমার সাহস ভয়ংকর বেড়ে গিয়েছে ; তাই (প্রতারণা কার্যে) তোমার বিশেষ প্রীতি। শুভাশুভ কোনো কার্যই করতে তুমি পিছপা হও না। এখনও পর্যন্ত কেউ তোমাকে উচিত শিক্ষা দেয়নি॥ ২॥ এইবার তুমি ভুল জায়গায় খোঁচা দিয়েছ (আমার মতন ভয়ংকর ব্যক্তির সঙ্গে প্রতারণা করেছ)। তাই কৃতকর্মের ফল তো তোমাকে ভোগ করতেই হবে। যে দেহ ধারণ করে তুমি আমাকে প্রতারণা করেছ, তুমি সেই দেহই ধারণ করবে। আমি অভিশাপ দিলাম॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

কপি আকৃতি তুম্হ কীন্হি হমারী। করিহহিঁ কীস সহায় তুম্হারী।।
মম অপকার কীন্হ তুম্হ ভারী। নারি বিরহঁ তুম্হ হোব দুখারী।।

দোহা (১৩৭)

শ্রাপ সীস ধরি হরষি হিয়ঁ প্রভু বহু বিনতী কীন্হি।
নিজ মায়া কৈ প্রবলতা করষি কৃপানিধি লীন্হি।।

চৌপাই (১—৪)

জব হরি মায়া দূরি নিবারী। নহি তহঁ রমা ন রাজকুমারী।।
তব মুনি অতি সভীত হরি চরনা। গহে পাহি প্রনতারতি হরনা।।
মৃষা হোউ মম শ্রাপ কৃপালা। মম ইচ্ছা কহ দীনদয়ালা।।
মৈঁ দুর্বচন কহে বহুতেরে। কহ মুনি পাপ মিটিহি কিমি মেরে।।
জপহু জাই সংকর সত নামা। হোইহি হৃদয়ঁ তুরত বিশ্রামা।।
কৌউ নহিঁ সিব সমান প্রিয় মোরেঁ। অসি পরতীতি তজহু জনি ভোরেঁ।।
জেহি পর কৃপা ন করহিঁ পুরারী। সো ন পাব মুনি ভগতি হমারী।।
অস উর ধরি মহি বিচরহু জাঈ। অব ন তুম্হহি মায়া নিঅরাঈ।।

দোহা (১৩৮)

বহুবিধি মুনিহি প্রবোধি প্রভু তব ভএ অন্তরধান।
সত্যলোক নারদ চলে করত রাম গুন গান।।

চৌপাই (১—২)

হর গন মুনিহি জাত পথ দেখী। বিগত মোহ মন হরষ বিসেষী।।
অতি সভীত নারদ পহিঁ আএ। গহি পদ আরত বচন সুনাএ।।
হর গন হম ন বিপ্র মুনিরায়া। বড় অপরাধ কীন্হ ফল পায়া।।
শ্রাপ অনুগ্রহ করহু কৃপালা। বোলে নারদ দীনদয়ালা।।

তুমি আমাকে বানরাকৃতি করে দিয়েছিলে তাই বানরই তোমার সহায়ক হবে। (স্ত্রীরূপে আকাঙ্ক্ষিত নারীকে ছিনিয়ে নিয়ে) তুমি আমাকে বিরহগ্রস্ত করে কষ্ট দিয়েছ ; তুমিও স্ত্রীবিরহে কষ্ট ভোগ করবে॥ ৪॥

দোহা—শ্রীভগবান অভিশাপকে শিরোধার্য করলেন আর সুমধুর বচনে তাঁকে শান্ত করতে প্রয়াসী হলেন। অতঃপর শ্রীহরি নিজ মায়াশক্তিকে প্রত্যাহার করে নিলেন॥ ১৩৭॥

চৌপাই—শ্রীহরির মায়াশক্তি প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী ও রাজকুমারী দুইজনই সেখানে রইলেন না। দেবর্ষি নারদ অতিশয় ভীত হয়ে শ্রীহরির চরণে পড়লেন আর বললেন—হে শরণাগত বৎসল ! আমি শরণাগত হলাম। রক্ষা করুন॥ ১॥ হে কৃপালু ! আমার অভিশাপ যেন মিথ্যা হয়। তখন দীনশরণ শ্রীভগবান বললেন—যা কিছু হয়েছে, সবই আমার ইচ্ছায় হয়েছে। মুনি বললেন—আমি যে আপনাকে অনেকগুলি কটু বাক্য বলেছি তাতে তো আমার পাপ হয়েছে ! ২॥ (শ্রীভগবান বললেন—) ভগবান শ্রীশংকরের শতনাম জপ করলে তোমার চিত্ত শান্ত হবে। মহাদেবসম কেউই আমার প্রিয় নয়। এই বিশ্বাস কখনও ভুল করেও ছেড় না॥ ৩॥ হে মুনি ! আমার ভক্তি লাভ করবার জন্য ত্রিপুরারির কৃপা প্রয়োজন হয়। এই বিশ্বাসে অটল থেকে জগতে বিচরণ করো। আমার মায়া আর তোমার উপর প্রভাব ফেলবে না॥ ৪॥

দোহা—এইভাবে মুনিবরকে সান্ত্বনা দিয়ে শ্রীপ্রভু অন্তর্ধান করলেন আর দেবর্ষি নারদ শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান করতে করতে সত্যলোক (ব্রহ্মলোক) অভিমুখে গমন করলেন॥ ১৩৮॥

চৌপাই—শিবানুচরগণ মুনিবরকে মোহ বিরহিত ও প্রসন্ন চিত্ত হয়ে পথে গমন করতে দেখল। তখন তারা অতিশয় ভীত হয়ে দেবর্ষি নারদের কাছে এল আর তাঁর শ্রীচরণ ধারণ করে নিবেদন করল—হে মুনিরাজ ! আমরা ব্রাহ্মণ নই, ভগবান শ্রীশংকরের গণ। আমরা অতি ভয়ানক অপরাধ করেছি আর তার প্রতিফলও পেয়েছি। হে কৃপালু ! অভিশাপ মোচন করে কৃপা করুন। দীনশরণ দেবর্ষি নারদ তাদের সান্ত্বনা দিয়ে আশ্বস্ত করলেন॥ ১-২॥

চৌপাই (৩—৪)

নিসিচর জাই হোহু তুম্‌হ দোউ। বৈভব বিপুল তেজ বল হোউ॥
ভুজবল বিস্ব জিতব তুম্‌হ জহিআ। ধরিহহিঁ বিষ্ণু মনুজ তনু তহিআ॥
সমর মরন হরি হাথ তুম্‌হারা। হোইহহু মুকুত ন পুনি সংসারা॥
চলে জুগল মুনি পদ সির নাঈ। ভএ নিসাচর কালহি পাঈ॥

দোহা (১৩৯)

এক কলপ এহি হেতু প্রভু লীন্‌হ মনুজ অবতার।
সুর রঞ্জন সজ্জন সুখদ হরি ভঞ্জন ভুবি ভার॥

চৌপাই (১—৪)

এহি বিধি জনম করম হরি কেরে। সুন্দর সুখদ বিচিত্র ঘনেরে॥
কলপ কলপ প্রতি প্রভু অবতরহীঁ। চারু চরিত নানাবিধি করহীঁ॥
তব তব কথা মুনীসন্‌হ গাঈ। পরম পুনীত প্রবন্ধ বনাঈ॥
বিবিধ প্রসঙ্গ অনূপ বখানে। করহিঁ ন সুনি আচরজু সয়ানে॥
হরি অনন্ত হরি কথা অনন্তা। কহহিঁ সুনহিঁ বহুবিধি সব সন্তা॥
রামচন্দ্র কে চরিত সুহাএ। কল্প কোটি লগি জাহিঁ ন গাএ॥
যহ প্রসঙ্গ মৈঁ কহা ভবানী। হরিমায়াঁ মোহহিঁ মুনি গ্যানী॥
প্রভু কৌতুকী প্রনত হিতকারী। সেবত সুলভ সকল দুখহারী॥

সোরঠা (১৪০)

সুর নর মুনি কোউ নাহিঁ জেহি ন মোহ মায়া প্রবল।
অস বিচারি মন মাহিঁ ভজিঅ মহামায়া পতিহি॥

চৌপাই (১)

অপর হেতু সুনু সৈলকুমারী। কহউঁ বিচিত্র কথা বিস্তারী॥
জেহি কারন অজ অগুন অরূপা। ব্রহ্ম ভয়উ কোসলপুর ভূপা॥

(মুনিবর বললেন—তোমরা দুইজন রাক্ষস হয়ে জন্মালেও তোমাদের প্রভূত ঐশ্বর্য, তেজ ও বল লাভ হবে। নিজ বাহুবলে তোমরা যখন বিশ্বজয় করবে তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু নরদেহে আবির্ভূত হবেন। যুদ্ধে শ্রীহরি দ্বারা নিহত হওয়ায় তোমরা মুক্তিলাভ করবে ; তোমাদের আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে না। তারা মুনিবরের চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করে বনে গেল আর যথাসময়ে রাক্ষস যোনি লাভ করল॥ ৩-৪॥

দোহা—সজ্জন রমণ, সুররঞ্জন, ভূভারভঞ্জন ভগবান শ্রীহরি এই কারণে এক কল্পে নরদেহে অবতরণ করেছিলেন॥ ১৩৯॥

চৌপাই—অতএব শ্রীভগবানের পরম সুন্দর সুখ প্রদানকারী বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অলৌকিক জন্ম ও কর্ম বর্তমান আছে। প্রত্যেক কল্পে যখন শ্রীভগবানের অবতাররূপে আগমন হয় তখন তিনি বহুবিধ সুন্দর লীলা করে থাকেন॥ ১॥ সেই কালের মহামুনিগণ পরম পবিত্র কাব্যগ্রন্থাদি রচনা করে শ্রীভগবানের লীলা সংকীর্তন করে গিয়েছেন। সেই সকল কাব্যগ্রন্থে তাঁরা অনুপম প্রসঙ্গসকলের বিবরণ দিয়েছেন যা শ্রবণ করে সুধীজন আশ্চর্য হন না॥ ২॥ যেমন শ্রীহরি অনন্ত, শ্রীহরিকথাও অনন্ত। সাধুসন্তদের তা নানাভাবে শ্রবণ-কীর্তন করতে দেখা যায়। শ্রীরামচন্দ্রের লীলা প্রসঙ্গ অনুপম সুন্দর যা কোটি কল্পেও সংকীর্তন করে শেষ করা যাবে না॥ ৩॥ (মহাদেব বললেন—) হে পার্বতী ! এই প্রসঙ্গ উত্থাপন আমি এই জন্য করেছি যে জ্ঞানী মুনিও শ্রীভগবানের মায়ার মোহিত হয়ে পড়েন ; তা জেনে রাখ। শ্রীপ্রভু কৌতুকপ্রিয় (লীলাময়) আর শরণাগতবৎসল। তিনি সেবকের জন্য সুলভ ও সকল দুঃখ নিবারণকারী॥ ৪॥

সোরঠা—শ্রীভগবানের এই অতিশয় শক্তিধর মায়াশক্তি সকলকেই মোহিত করতে সক্ষম ; সুর, নর, মুনি কেউই রেহাই পান না। এই কথা জেনেই সেই মহামায়ার অধীশ্বর (প্রেরক) শ্রীভগবানের ভজনা করা উচিত॥ ১৪০॥

চৌপাই—হে গিরিরাজনন্দিনী ! এইবার শ্রীভগবানের অবতাররূপে আগমনের অপর যে কারণের উল্লেখ পাওয়া যায় তা শ্রবণ করো। সেই বিচিত্র বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করছি। সেই কারণেই চিরঞ্জীব, নির্গুণ, অরূপ,

চৌপাই (২—৪)

জো প্রভু বিপিন ফিরত তুম্হ দেখা। বন্ধু সমেত ধরেঁ মুনিবেষা॥
জাসু চরিত অবলোকি ভবানী। সতী সরীর রহিহু বৌরানী॥
অজহুঁ ন ছায়া মিটতি তুম্হারী। তাসু চরিত সুনু ভ্রম রুজ হারী॥
লীলা কীন্হি জো তেহিঁ অবতারা। সো সব কহিহউঁ মতি অনুসারা॥
ভরদ্বাজ সুনি সংকর বানী। সকুচি সপ্রেম উমা মুসুকানী॥
লগে বহুরি বরনৈ বৃষকেতূ। সো অবতার ভয়উ জেহি হেতূ॥

দোহা (১৪১)

সো মৈঁ তুম্হ সন কহউঁ সবু সুনু মুনীস মন লাই।
রাম কথা কলি মল হরনি মঙ্গল করনি সুহাই॥

চৌপাই (১—৪)

স্বায়ম্ভু মনু অরু সতরূপা। জিন্হ তেঁ ভৈ নরসৃষ্টি অনূপা॥
দম্পতি ধরম আচরন নীকা। অজহুঁ গাব শ্রুতি জিন্হ কৈ লীকা॥
নৃপ উত্তানপাদ সুত তাসূ। ধ্রুব হরিভগত ভয়উ সুত জাসূ॥
লঘু সুত নাম প্রিয়ব্রত তাহী। বেদ পুরান প্রসংসহি জাহী॥
দেবহূতি পুনি তাসু কুমারী। জো মুনি কর্দম কৈ প্রিয় নারী॥
আদিদেব প্রভু দীনদয়ালা। জঠর ধরেউ জেহিঁ কপিল কৃপালা॥
সাংখ্য সাস্ত্র জিন্হ প্রগট বখানা। তত্ত্ব বিচার নিপুন ভগবানা॥
তেহি মনু রাজ কীন্হ বহু কালা। প্রভু আয়সু সব বিধি প্রতিপালা॥

সোরঠা (১৪২)

হোই ন বিষয় বিরাগ ভবন বসত ভা চৌথপন।
হৃদয়ঁ বহুত দুখ লাগ জনম গয়উ হরিভগতি বিনু॥

চৌপাই (১—৪)

বরবস রাজ সুতহি তব দীন্হা। নারি সমেত গমন বন কীন্হা॥
তীরথ বর নৈমিষ বিখ্যাতা। অতি পুনীত সাধক সিধি দাতা॥

নিরাকার (অব্যক্ত সচ্চিদানন্দঘন) ব্রহ্ম অযোধ্যার রাজা হলেন॥ ১॥ যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে তুমি অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ সহিত তাপস বেশে অরণ্যে বিচরণ করতে দেখেছিলে আর হে ভবানী ! যাঁর আচরণ দেখে তুমি তখন (সতীদেহে) এমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলে যে তার ছায়া এখনও তোমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, সেই বিভ্রান্তি রোগ বিনাশকারী লীলা শ্রবণ করো। সেই অবতারে শ্রীভগবান যেমন লীলা করেছিলেন তা আমি আমার বুদ্ধি অনুসারে তোমাকে বলব॥ ২-৩॥ (মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—) হে ভরদ্বাজ ! ভগবান শ্রীশংকর এইরূপ উক্তি করায় দেবী পার্বতী লজ্জিত হলেন ; আর মৃদু হাসলেন। তখন বৃষধ্বজ ভগবান শ্রীশংকর যার জন্য শ্রীভগবানকে অবতাররূপে আসতে হয়েছিল সেই প্রসঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ দিতে শুরু করলেন ॥ ৪॥

দোহা—হে মুনিবর ভরদ্বাজ ! যেমন বলছি মন দিয়ে শ্রবণ করে যাও। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের লীলার অনুপম সৌন্দর্য আছে ; তা কলিকল্মষহারী ও কল্যাণকর॥ ১৪১॥

চৌপাই—মানবকুলের সৃষ্টিকর্তা স্বায়ম্ভুব মনু ও (তাঁর ভার্যা) শতরূপার দাম্পত্য জীবন ও ধর্মাচরণ অতি উত্তম স্তরের ছিল। তাঁদের মর্যাদা সংকীর্তন আজও বেদে বিদ্যমান॥ ১॥ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদ ও পৌত্র বিখ্যাত হরিভক্ত শ্রীধ্রুব। স্বায়ম্ভুব মনুর কনিষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত, যাঁর প্রশংসা বেদে ও পুরাণে দেখা যায়॥ ২॥ স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহুতি যিনি কর্দম মুনির ভার্যা ছিলেন ; তিনিই আদিদেব, দীনশরণ ও কৃপালু শ্রীকপিলকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন॥ ৩॥ ভগবান শ্রীকপিল সাংখ্যশাস্ত্রে তত্ত্বসকল বিচারে নিপুণ ছিলেন। (স্বায়ম্ভুব) মনু বহুকাল রাজত্ব করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রকে শ্রীভগবানের আদেশরূপে মর্যাদা দান করে তা পালন করতেন॥ ৪ ॥

সোরঠা—সংসার-ধর্মেই জীবন অতিবাহিত হয়ে বার্ধক্য উপস্থিত হল কিন্তু বৈরাগ্য এল না। শ্রীহরিভক্তি লাভ ছাড়াই জীবন কেটে গেল মনে করে তাঁর মন দুঃখে ভরে গেল॥ ১৪২॥

চৌপাই—তখন তিনি জোর করে পুত্রকে রাজত্ব দিয়ে ভার্যাসহ অরণ্যে গমন করলেন। নৈমিষারণ্য এক প্রসিদ্ধ তীর্থ যা পরম পবিত্র ও সাধকদের

চৌপাই (২—৪)

বসহিঁ তহাঁ মুনি সিদ্ধ সমাজা। তহঁ হিয়ঁ হরষি চলেউ মনু রাজা॥
পন্থ জাত সোহহিঁ মতিধীরা। গ্যান ভগতি জনু ধরেঁ সরীরা॥
পহুঁচে জাই ধেনুমতি তীরা। হরষি নহানে নিরমল নীরা॥
আএ মিলন সিদ্ধ মুনি গ্যানী। ধরম ধুরন্ধর নৃপরিষি জানী॥
জহঁ জহঁ তীরথ রহে সুহাএ। মুনিন্হ সকল সাদর করবাএ॥
কৃস সরীর মুনিপট পরিধানা। সত সমাজ নিত সুনহিঁ পুরানা॥

দোহা (১৪৩)

দ্বাদস অচ্ছর মন্ত্র পুনি জপহিঁ সহিত অনুরাগ।
বাসুদেব পদ পঙ্করুহ দম্পতি মন অতি লাগ॥

চৌপাই (১—৪)

করহি অহার সাক ফল কন্দা। সুমিরহি ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দা॥
পুনি হরি হেতু করন তপ লাগে। বারি অধার মূল ফল ত্যাগে॥
উর অভিলাষ নিরন্তর হোঈ। দেখিঅ নয়ন পরম প্রভু সোঈ॥
অগুন অখণ্ড অনন্ত অনাদী। জেহি চিন্তহিঁ পরমারথবাদী॥
নেতি নেতি জেহি বেদ নিরূপা। নিজানন্দ নিরুপাধি অনূপা॥
সম্ভু বিরঞ্চি বিষ্‌নু ভগবানা। উপজহিঁ জাসু অংস তেঁ নানা॥
ঐসেউ প্রভু সেবক বস অহঈ। ভগত হেতু লীলাতনু গহঈ॥
জৌঁ যহ বচন সত্য শ্রুতি ভাষা। তৌ হমার পূজিহি অভিলাষা॥

দোহা (১৪৪)

এহি বিধি বীতে বরষ ষট সহস বারি আহার।
সম্বত সপ্ত সহস্র পুনি রহে সমীর অধার॥

চৌপাই (১)

বরষ সহস দস ত্যাগেউ সোউ। ঠাঢ়ে রহে এক পদ দোউ॥
বিধি হরি হর তপ দেখি অপারা। মনু সমীপ আএ বহু বারা॥

সিদ্ধিপ্রদানকারী॥ ১॥ নৈমিষারণ্য সিদ্ধমুনিগণের বাসস্থান। পরম আনন্দ যুক্ত হয়ে রাজা স্বায়ম্ভুব মনুর সেইখানে আগমন হল। রাজা ও রানি অতিশয় ধীর স্থির ছিলেন। তাঁদের পথে যেতে দেখে মনে হত যেন জ্ঞান ও ভক্তি মূর্তিমান হয়ে যাচ্ছেন॥ ২॥ অবশেষে তাঁরা গোমতী নদী তীরে উপনীত হলেন এবং হৃষ্টচিত্তে নির্মল জলে অবগাহন করলেন। ধর্মে প্রবীণ রাজর্ষি এসেছেন জেনে সিদ্ধ ও মুনিগণ তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন॥ ৩॥ সেখানে যত সুন্দর তীর্থ ছিল মুনিগণ পরম সমাদরে তাঁদের সেই সকল তীর্থ সেবন করিয়ে দিলেন। তাঁদের দেহ কৃষকায় হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা মুনি বস্ত্র বল্কল ধারণ করতেন আর নিত্য সাধুসন্তদের কাছে পুরাণ কথা শ্রবণ করতেন॥ ৪॥

***দোহা**—তাঁরা পরম অনুরাগে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র (**ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়**) জপ করতেন। ভগবান শ্রীবাসুদেবের পাদপদ্মে তাঁদের সুদৃঢ় অনুরাগ জন্মেছিল॥ ১৪৩॥*

চৌপাই—তাঁরা শাক, ফলমূল সেবন করে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্মরণ-মননে নিত্যযুক্ত রইলেন। এবার তাঁরা শ্রীহরির তপস্যায় যুক্ত হলেন এবং ফলমূলও ত্যাগ করে কেবল জলপান করে থাকতে লাগলেন॥ ১॥ যে পরম প্রভুর চিন্তায় ব্রহ্মজ্ঞানীগণ নিত্যযুক্ত থাকেন সেই নির্গুণ, অখণ্ড, অনন্ত ও অনাদি-কে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবার অভিলাষ তাঁদের চিত্তে জাগ্রত হল॥ ২॥ সেই পরম পুরুষের সত্তা নিরূপণে বেদ নেতি নেতি (এ নয়, এ নয়) বলে থেমে যায়। তা আনন্দস্বরূপ, উপাধিরহিত ও অনুপম। তাঁর অংশ থেকেই বহু ভগবান শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীমহেশ্বর উৎপন্ন হয়ে থাকেন॥ ৩॥ বেদ মতে এমন (মহান) প্রভুও সেবকের বশীভূত হয়ে থাকেন আর ভক্তের জন্য (দিব্য) লীলাবিগ্রহ ধারণ করেন। অতএব তাঁদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ হবেই॥ ৪॥

***দোহা**—এইভাবে জল মাত্র সেবন করে তাঁরা ছয় সহস্র বৎসর তপস্যা করলেন। অতঃপর তাঁরা জলপানও ত্যাগ করে কেবল বায়ু সেবন করে সাত-সহস্র বৎসর তপস্যা করলেন॥ ১৪৪॥*

চৌপাই—এরপর দশ সহস্র বৎসরকাল তাঁদের বায়ু সেবনও ত্যাগ করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে কাটল। তাঁদের তপস্যার কঠোরতায় তুষ্ট হয়ে শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীমহেশ্বর ভগবান বারে বারে ছুটে এসে তাঁদের নানারূপ প্রলোভন

চৌপাই (২—৪)

মাগহু বর বহু ভাঁতি লোভাএ। পরম ধীর নহিঁ চলহিঁ চলাএ॥
অস্থিমাত্র হোই রহে সরীরা। তদপি মনাগ মনহিঁ নহিঁ পীরা॥

প্রভু সর্বগ্য দাস নিজ জানী। গতি অনন্য তাপস নৃপ রানী॥
মাগু মাগু বরু ভৈ নভ বানী। পরম গভীর কৃপামৃত সানী॥

মৃতক জিআবনি গিরা সুহাঈ। শ্রবন রন্ধ্র হোই উর জব আঈ॥
হৃষ্ট পুষ্ট তন ভএ সুহাএ। মানহুঁ অবহিঁ ভবন তে আএ॥

দোহা (১৪৫)

শ্রবন সুধা সম বচন সুনি পুলক প্রফুল্লিত গাত।
বোলে মনু করি দণ্ডবত প্রেম ন হৃদয়ঁ সমাত॥

চৌপাই (১—৪)

সুনু সেবক সুরতরু সুরধেনূ। বিধি হরি হর বন্দিত পদ রেনূ॥
সেবত সুলভ সকল সুখদায়ক। প্রনতপাল সচরাচর নায়ক॥

জৌঁ অনাথ হিত হম পর নেহূ। তৌ প্রসন্ন হোই যহ বর দেহূ॥
জো সরূপ বস সিব মন মাহীঁ। জেহিঁ কারন মুনি জতন করাহীঁ॥

জো ভুসুণ্ডি মন মানস হংসা। সগুন অগুন জেহি নিগম প্রসংসা॥
দেখহি হম সো রূপ ভরি লোচন। কৃপা করহু প্রনতারতি মোচন॥

দম্পতি বচন পরম প্রিয় লাগে। মৃদুল বিনীত প্রেম রস পাগে॥
ভগতবছল প্রভু কৃপানিধানা। বিস্ববাস প্রগটে ভগবানা॥

দোহা (১৪৬)

নীল সরোরুহ নীল মনি নীল নীরধর স্যাম।
লাজহিঁ তন সোভা নিরখি কোটি কোটি সত কাম॥

ও বরের কথা বললেও সেই ধৈর্যযুক্ত তাপস দম্পতি তপস্যা ভঙ্গ করলেন না। তখন তাঁদের দেহ অস্থির স্তূপমাত্র হয়ে গেলেও তাঁদের মনে কোনো কষ্ট ছিল না॥ ১-২॥ সর্বজ্ঞ শ্রীপ্রভু জানলেন যে এই অনন্যশরণ দম্পতি তাঁর একান্ত সেবক। তখন সুগম্ভীর কৃপারূপ অমৃতময় আকাশবাণী ধ্বনিত হল—বর চাও। সঞ্জীবনী তুল্য আকাশবাণী মৃতপ্রায় দম্পতির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে চিত্তে অধিষ্ঠিত হল। রাজা রানি তাঁদের পূর্বের হৃষ্টপুষ্ট দেহ ফিরে পেলেন। মনে হল যেন তাঁরা সদ্য গৃহ থেকে এসেছেন॥ ৩-৪॥

দোহা—কর্ণকুহরে অমৃতোপম সুন্দর কথা প্রবেশ করতেই তাঁরা শিহরণ ও রোমাঞ্চ অনুভূতি লাভ করলেন ; তাঁদের চিত্ত প্রসন্ন হয়ে গেল। প্রেম হৃদয়ে যেন উথলে উঠল। স্বায়ম্ভুব মনু দণ্ডবৎ করে বললেন—॥ ১৪৫॥

চৌপাই—হে প্রভু ! শুনুন। আপনি সেবকের জন্য কল্পতরু ও কামধেনু তুল্য। শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীমহেশ্বর ভগবানও আপনার পদরজ বন্দনা করেন। আপনি সর্বসুলভ ও সর্বসুখপ্রদানকারী। আপনিই শরণাগত বৎসল ও স্থাবর জঙ্গম বিশ্বচরাচরের প্রভু॥ ১॥ হে অনাথনাথ ! যদি আমরা সত্যিই আপনার স্নেহভাজন হই তাহলে প্রসন্ন চিত্তে বর দিন যেন আমরা আপনাকে চাক্ষুষ দর্শন করতে পারি। আমরা আপনার সেইরূপ দর্শন করতে অভিলাষী যা সতত ভগবান শ্রীশংকর মনে অধিষ্ঠান করে রাখেন আর যা লাভ করবার জন্য মুনিগণ সতত উন্মুখ ; যা কাক-ভূশণ্ডীর মনরূপ মানস সরোবরে হংসসম বিচরণ করে আর বেদ সগুণ-নির্গুণ বলে যাঁর প্রশংসা করেন। হে শরণাগত বৎসল প্রভু ! কৃপা করুন যাতে আমরা আপনার সেই রূপ দু-চোখ ভরে দর্শন করতে পারি॥ ২-৩॥ দম্পতির সুকোমল, বিনীত ও প্রেমসিঞ্চিত উক্তি শ্রবণ করে শ্রীভগবান প্রসন্ন হলেন। তখন ভক্তবৎসল, কৃপানিধি, সর্বসমর্থ সর্বব্যাপী শ্রীভগবান ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন॥ ৪॥

দোহা—নীলসরোরুহ, নীলকান্তমণি, নীলনবনীরদকান্তি (কোমল, সরস ও দেদীপ্যমান) ঘনশ্যাম তনুর সৌন্দর্য কোটি কামদেবের সম্মিলিত সৌন্দর্যকেও ম্লান করে দিয়েছিল॥ ১৪৬॥

চৌপাই (১—৪)

সরদ ময়ঙ্ক বদন ছবি সীঁবা। চারু কপোল চিবুক দর গ্রীবা॥
অধর অরুন রদ সুন্দর নাসা। বিধু কর নিকর বিনিন্দক হাসা॥

নব অম্বুজ অম্বক ছবি নীকী। চিতবনি ললিত ভাবঁতী জী কী॥
ভৃকুটি মনোজ চাপ ছবি হারী। তিলক ললাট পটল দুতিকারী॥

কুণ্ডল মকর মুকুট সির ভ্রাজা। কুটিল কেস জনু মধুপ সমাজা॥
উর শ্রীবৎস রুচির বনমালা। পদিক হার ভূষন মনি জালা॥

কেহরি কন্ধর চারু জনেউ। বাহু বিভূষন সুন্দর তেউ॥
করি কর সরিস সুভগ ভুজদণ্ডা। কটি নিষঙ্গ কর সর কোদণ্ডা॥

দোহা (১৪৭)

তড়িত বিনিন্দক পীত পট উদর রেখ বর তীনি।
নাভি মনোহর লেতি জনু জমুন ভবঁর ছবি ছীনি॥

চৌপাই (১—৪)

পদ রাজীব বরনি নহিঁ জাহীঁ। মুনি মন মধুপ বসহিঁ জেন্হ মাহীঁ॥
বাম ভাগ সোভতি অনুকূলা। আদিসক্তি ছবিনিধি জগমূলা॥

জাসু অংস উপজহিঁ গুনখানী। অগনিত লচ্ছি উমা ব্রহ্মানী॥
ভৃকুটি বিলাস জাসু জগ হোঈ। রাম বাম দিসি সীতা সোঈ॥

ছবিসমুদ্র হরি রূপ বিলোকী। একটক রহে নয়ন পট রোকী।
চিতবহিঁ সাদর রূপ অনূপা। তৃপ্তি ন মানহিঁ মনু সতরূপা॥

হরষ বিবস তন দসা ভুলানী। পরে দন্ড ইব গহি পদ পানী॥
সির পরসে প্রভু নিজ কর কঞ্জা। তুরত উঠাএ করুনাপুঞ্জা॥

চৌপাই—তাঁর বদনমণ্ডলের শোভা যেন শারদ পূর্ণচন্দ্র শোভারও পরাকাষ্ঠা ছিল। গণ্ডস্থল ও চিবুক অনুপম সুন্দর ছিল ; গ্রীবাদেশে শঙ্খের ত্রিরেখাযুক্ত মসৃণ অবনমনের শোভা ছিল। তাঁর অরুণাভ ওষ্ঠাধর, দশন ও নাসিকা অনন্ত সৌন্দর্যময়। অধরের মৃদুমন্দ হাস্য বিন্যাস চন্দ্রছটাকেও লজ্জিত করে॥ ১॥ দীর্ঘায়ত নয়নযুগলে প্রস্ফুটিত কমলের সৌন্দর্য শোভা। মনোহর অবলোকনে ছিল চিত্তে প্রশান্তি প্রদান করবার দিব্য শক্তি। তাঁর বঙ্কিম ভ্রূবিলাসে ছিল কামদেবের বক্র ধনুকের শোভা হরণ করবার বিক্রম, ললাটে ছিল দেদীপ্যমান ললাটিকা॥ ২॥ তাঁর কর্ণযুগলে মকরাকৃতি কুণ্ডল ও মস্তকে কিরীটের শোভা বিরাজমান। সঘন কুঞ্চিত কেশদাম দেখে তাকে ভ্রমরপুঞ্জ মনে হচ্ছিল। বক্ষঃস্থলে ছিল শ্রীবৎস চিহ্ন। গলায় ছিল সুন্দর বনমালা, রত্নমণ্ডিত হার ; তিনি মণিমাণিক্যময় আভরণে সুসজ্জিত ছিলেন॥ ৩॥ সিংহ স্কন্ধের ন্যায় তাঁর স্কন্ধ ও চারু যজ্ঞোপবীতধারী। বাহুর অলংকার সকলেরও অনুপম সৌন্দর্য ছিল। তাঁর (আজানুলম্বিত) বাহুযুগল ছিল কুঞ্জরাশ্যসম মসৃণ ও ঢেউ খেলানো, কটিতে তূণ ও হস্তে ধনুর্বাণ ধারণ করা ছিল॥ ৪॥

দোহা—তাঁর মনোহর পীতাম্বরের দ্যুতি বিদ্যুদ্দামকেও লজ্জিত করেছিল। উদরে ত্রিবলিরেখার অনুপম সৌন্দর্য ছিল। নাভিমণ্ডলের সৌন্দর্য শ্রীযমুনার ঘূর্ণাবর্তকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল॥ ১৪৭॥

চৌপাই—মুনিমন ভ্রমরের নিবাসস্থান শ্রীভগবানের সেই শ্রীপাদপদ্মের বর্ণনাতীত সৌন্দর্য ছিল। অনন্ত শোভাসম্পন্না সৃষ্টির মহাকারণ আদ্যাশক্তি শ্রীসীতাদেবী শ্রীভগবানের বামে বিরাজমান ছিলেন॥ ১॥ যাঁর কলায় সর্বগুণাকর অগণিত লক্ষ্মীদেবী, পার্বতীদেবী ও ব্রহ্মাণী (অর্থাৎ ত্রিদেবের শক্তি সকল) উৎপন্ন হয়ে থাকেন আর যাঁর ভ্রূবিলাসে জগতের সৃষ্টি হয়ে থাকে সেই (শ্রীভগবানের শক্তি) শ্রীসীতাদেবী, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বামে অবস্থান করছিলেন॥ ২॥ সৌন্দর্যসাগর শ্রীহরির রূপ সম্মুখে আবির্ভূত দেখে মনু ও শতরূপা তা অনিমেষ নয়নে দেখতে থাকলেন। তাঁরা সেই অনুপম সৌন্দর্য-সুধা আকণ্ঠ পান করছিলেন। তাঁদের দর্শনের পিপাসার নিবৃত্তি যেন কিছুতেই হচ্ছিল না॥ ৩॥ আনন্দ আতিশয্যে তাঁদের দেহবোধ চলে গিয়েছিল। তাঁরা দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়ে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে ধারণ করলেন আর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম

দোহা (১৪৮)

বোলে কৃপানিধান পুনি অতি প্রসন্ন মোহি জানি।
মাগহু বর জোই ভাব মন মহাদানি অনুমানি॥

চৌপাই (১—৪)

সুনি প্রভু বচন জোরি জুগ পানী। ধরি ধীরজু বোলী মৃদু বানী॥
নাথ দেখি পদ কমল তুম্হারে। অব পূরে সব কাম হমারে॥

এক লালসা বড়ি উর মাহীঁ। সুগম অগম কহি জাতি সো নাহীঁ॥
তুম্হহি দেত অতি সুগম গোসাঈঁ। অগম লাগ মোহি নিজ কৃপনাঈঁ॥

জথা দরিদ্র বিবুধতরু পাঈ। বহু সম্পতি মাগত সকুচাঈ॥
তাসু প্রভাউ জান নহিঁ সোঈ। তথা হৃদয়ঁ মম সংসয় হোঈ॥

সো তুম্হ জানহু অন্তরজামী। পুরবহু মোর মনোরথ স্বামী॥
সকুচ বিহাই মাগু নৃপ মোহী। মোরেঁ নহিঁ অদেয় কছু তোহী॥

দোহা (১৪৯)

দানি সিরোমনি কৃপানিধি নাথ কহউঁ সতিভাউ।
চাহউঁ তুম্হহি সমান সুত প্রভু সন কবন দুরাউ॥

চৌপাই (১—৩)

দেখি প্রীতি সুনি বচন অমোলে। এবমস্তু করুনানিধি বোলে॥
আপু সরিস খোজৌঁ কহঁ জাঈ। নৃপ তব তনয় হোব মৈঁ আঈ॥

সতরূপহি বিলোকি কর জোরেঁ। দেবি মাগু বরু জো রুচি তোরেঁ॥
জো বরু নাথ চতুর নৃপ মাগা। সোই কৃপাল মোহি অতি প্রিয় লাগা॥

প্রভু পরন্তু সুঠি হোতি ঢিঠাঈ। জদপি ভগত হিত তুম্হহি সোহাঈ॥
তুম্হ ব্রহ্মাদি জনক জগ স্বামী। ব্রহ্ম সকল উর অন্তরজামী॥

নিবেদন করলেন। কৃপানিধি শ্রীপ্রভু তাঁদের মস্তকে কমলসম করতলস্পর্শ দান করে তাঁদের ধন্য করলেন আর তাঁদের ভূমি থেকে তুলে নিলেন॥ ৪॥

দোহা—অতঃপর কৃপানিধি শ্রীভগবান বললেন—আমি অতিশয় প্রসন্ন। আমাকে পরম দানবীর জেনে ইচ্ছানুসার বর চেয়ে নাও॥ ১৪৮॥

চৌপাই—শ্রীপ্রভুর সুমিষ্ট উক্তি শ্রবণ করে করজোড়ে ধৈর্য ধারণ করে রাজা স্বায়ম্ভুব মনু বললেন— হে নাথ ! আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন লাভ করেই আমাদের সকল মনস্কামনা পূরণ হয়ে গিয়েছে॥ ১॥ তবুও মনে যেন এক বাসনা আছে। তা পূরণ করা সহজ ও সুকঠিন—দুইই। হে প্রভু ! আপনার পক্ষে তা পূরণ করা অতি সহজ কিন্তু নিজ কার্পণ্যদোষ হেতু (দীনতার জন্য) তা অতিশয় কঠিনই মনে হয়॥ ২॥ দীনদরিদ্র ব্যক্তি কল্পবৃক্ষ লাভ করেও প্রভাব অজানা বলে বেশি কিছু যাচনা করতে সংকোচ বোধ করে। আমার চিত্তে তেমনই সংশয় এসেছে॥ ৩॥ হে প্রভু ! আপনি অন্তর্যামী, তাই আমার বাসনার কথা আপনার অজানা নয়। আপনি আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। (শ্রীভগবান বললেন—) হে রাজন্‌ ! সংকোচ ত্যাগ করে আমার কাছ থেকে তা চেয়ে নাও। তোমাকে অদেয় (বস্তু) তো আমার কিছুই নেই॥ ৪॥

দোহা—(রাজা বললেন—) হে দাতা শিরোমণি ! হে কৃপানিধি ! হে নাথ ! আমি আমার মনের সেই গুপ্ত বাসনার কথা বলছি। আপনার মতন আমাদের পুত্র কামনা করি। আপনার কাছ থেকে কী আর লুকিয়ে রাখব ? ১৪৯॥

চৌপাই— স্বায়ম্ভুব মনুর অনুরাগ ও অমূল্য কথা শ্রবণ করে শ্রীভগবান প্রসন্ন হয়ে বললেন—তথাস্তু। আমার বিকল্প আর খুঁজব কোথায়। আমি নিজেই তোমার পুত্ররূপে আসব॥ ১॥ শ্রীভগবান দেখলেন যে রানি শতরূপা হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীভগবান তাঁকে বললেন—হে দেবী ! তুমিও তোমার ইচ্ছানুসার বর চেয়ে নাও। (দেবী শতরূপা বললেন—) হে নাথ ! হে কৃপানিধি ! বিচক্ষণ রাজা মহাশয় যে বর চেয়ে নিয়েছেন তা আমার খুব পছন্দ হয়েছে॥ ২॥ কিন্তু হে প্রভু ! আমি জানি যে আমি কথা বলে ধৃষ্টতা করছি তবু হে ভক্তবৎসল ! আপনি তো ভক্তদের ধৃষ্টতা পছন্দও করে থাকেন। আপনি ব্রহ্মাদি দেবতাদের জনক, জগদীশ্বর ও সর্বান্তর্যামী ব্রহ্ম॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

অস সমুঝত মন সংসয় হোঈ। কহা জো প্রভু প্রবান পুনি সোঈ॥
জে নিজ ভগত নাথ তব অহহীঁ। জো সুখ পাবহিঁ জো গতি লহহীঁ॥

দোহা (১৫০)

সোই সুখ সোই গতি সোই ভগতি সোই নিজ চরন সনেহু।
সোই বিবেকু সোই রহনি প্রভু হমহি কৃপা করি দেহু॥

চৌপাই (১—৪)

সুনি মৃদু গূঢ় রুচির বর রচনা। কৃপাসিন্ধু বোলে মৃদু বচনা॥
জো কছু রুচি তুম্হরে মন মাহীঁ। মৈঁ সো দীন্হ সব সংসয় নাহী॥
মাতু বিবেক অলৌকিক তোরেঁ। কবহুঁ ন মিটিহি অনুগ্রহ মোরেঁ।
বন্দি চরন মনু কহেউ বহোরী। অবর এক বিনতী প্রভু মোরী॥
সুত বিষইক তব পদ রতি হোউ। মোহি বড় মূঢ় কহৈ কিন কোউ॥
মনি বিনু ফনি জিমি জল বিনু মীনা। মম জীবন তিমি তুম্হহি অধীনা॥
অস বরু মাগি চরন গহি রহেউ। এবমস্তু করুনানিধি কহেউ॥
অব তুম্হ মম অনুসাসন মানী। বসহু জাই সুরপতি রজধানী॥

সোরঠা (১৫১)

তহঁ করি ভোগ বিসাল তাত গএঁ কছু কাল পুনি।
হোইহহু অবধ ভুআল তব মৈঁ হোব তুম্হার সুত॥

চৌপাই (১—২)

ইচ্ছাময় নরবেষ সঁবারেঁ। হোইহউঁ প্রগট নিকেত তুম্হারেঁ॥
অংসন্হ সহিত দেহ ধরি তাতা। করিহউঁ চরিত ভগত সুখদাতা॥
জে সুনি সাদর নর বড়ভাগী। ভব তরিহহিঁ মমতা মদ ত্যাগী॥
আদিসক্তি জেহিঁ জগ উপজায়া। সোউ অবতরিহি মোরি যহ মায়া॥

একথা চিন্তা করে মন সেই অলৌকিক সত্য মেনে নিতে সংশয় বোধ করে। আবার শ্রীপ্রভুর কথাও যে সর্বতোভাবে সত্য তা আমি জানি। (তাই কৃপা করে বর দিন যেন) হে নাথ ! আপনার অন্তরঙ্গগণ যে (অলৌকিক ও অখণ্ড) সুখ ভোগ করে থাকেন আর যে পরমগতি লাভ করেন— ॥ ৪ ॥

দোহা— হে নাথ ! কৃপা করে সেই সুখ, সেই পরম গতি, সেই ভক্তি, আপনার শ্রীপাদপদ্মে সেই অনুরাগ আর সেই জ্ঞান, সেই অন্তরঙ্গ প্রেম আমাদের প্রদান করুন॥ ১৫০॥

চৌপাই—(রানি শতরূপার) কোমল, সুগূঢ় ও মনোরম বাণী শ্রবণ করে কৃপানিধি শ্রীভগবান সুললিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—আমি তো তোমাদের ইচ্ছানুসারেই সব দিয়েছি। তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই॥ ১॥ হে মাতা ! আমার অনুগ্রহে তোমার অলৌকিক জ্ঞান শাশ্বত হবে। এইবার রাজা স্বায়ম্ভুব মনু শ্রীভগবানের শ্রীচরণে আবার বন্দনা করে বললেন—আমার যে আরও একটা নিবেদন ছিল॥ ২॥ (রাজা মনু বললেন—) পুত্রের উপর যে প্রীতি পিতার অন্তরে থাকে তাই যেন আপনার শ্রীচরণে আমার থাকে। কেউ আমাকে অতি বড় মূর্খ বললেও তাতে যেন পরিবর্তন না আসে। মণি ছাড়া সর্পরাজ আর জল ছাড়া মীন যেমন বেঁচে থাকতে পারে না, আমার জীবনও যেন তেমনি আপনার অধীন হয় অর্থাৎ আপনার বিরহে যেন আমার দেহপাত হয়ে যায়॥ ৩॥ এরূপ বর প্রার্থনা করে রাজা শ্রীভগবানের শ্রীচরণ সংলগ্ন রইলেন। তখন দয়ালু শ্রীভগবান তাঁর অনুরোধ স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজধানী অমরাবতীতে গিয়ে অবস্থান করতে বললেন॥ ৪॥

দোহা—হে তাত ! স্বর্গে কিছুকাল সুখ ভোগ করবার পর তুমি অযোধ্যার রাজা হবে। তখন আমি তোমার পুত্র হব॥ ১৫১॥

চৌপাই—স্বেচ্ছায় নরদেহ ধারণ করে আমি তোমার গৃহে পদার্পণ করব। হে তাত ! নিজ কলা-সহ নরদেহ ধারণ করে আমি ভক্তসুখ প্রদায়ক লীলা করব॥ ১॥ অতিশয় সৌভাগ্যবান ভক্তগণ পরম সমাদরে আমার লীলা শ্রবণ করে আসক্তি ও মদ পরিহার করে, ভবসাগর অতিক্রম করে যাবে। আমার এই আদিভূতা জগৎসৃজনকারী মায়াও অবতরণ করবেন॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

পুরউব মৈঁ অভিলাষ তুম্হারা। সত্য সত্য পন সত্য হমারা॥
পুনি পুনি অস কহি কৃপানিধানা। অন্তরধান ভএ ভগবানা॥
দম্পতি উর ধরি ভগত কৃপালা। তেহিঁ আশ্রম নিবসে কছু কালা॥
সময় পাই তনু তজি অনয়াসা। জাই কীন্হ অমরাবতি বাসা॥

দোহা (১৫২)

যহ ইতিহাস পুনীত অতি উমহি কহী বৃষকেতু।
ভরদ্বাজ সুনু অপর পুনি রাম জনম কর হেতু॥

মাসপারায়ণ, পঞ্চম বিশ্রাম

চৌপাই (১—৪)

সুনু মুনি কথা পুনীত পুরানী। জো গিরিজা প্রতি সম্ভু বখানী॥
বিস্ব বিদিত এক কৈকয় দেসূ। সত্যকেতু তহঁ বসই নরেসূ॥
ধরম ধুরন্ধর নীতি নিধানা। তেজ প্রতাপ সীল বলবানা॥
তেহি কেঁ ভএ জুগল সুত বীরা। সব গুন ধাম মহা রনধীরা॥
রাজ ধনী জো জেঠ সুত আহী। নাম প্রতাপভানু অস তাহী॥
অপর সুতহি অরিমর্দন নামা। ভুজবল অতুল অচল সংগ্রামা॥
ভাইহি ভাইহি পরম সমীতী। সকল দোষ ছল বরজিত প্রীতী॥
জেঠে সুতহি রাজ নৃপ দীন্হা। হরি হিত আপু গবন বন কীন্হা॥

দোহা (১৫৩)

জব প্রতাপরবি ভয়উ নৃপ ফিরী দোহাঈ দেস।
প্রজা পাল অতি বেদবিধি কতহুঁ নহী অঘ লেস॥

চৌপাই (১—২)

নৃপ হিতকারক সচিব সয়ানা। নাম ধরমরুচি সুক্র সমানা॥
সচিব সয়ান বন্ধু বলবীরা। আপু প্রতাপপুঞ্জ রনধীরা॥
সেন সঙ্গ চতুরঙ্গ অপারা। অমিত সুভট সব সমর জুঝারা॥
সেন বিলোকি রাউ হরষানা। অরু বাজে গহগহে নিসানা॥

এইভাবে আমি তোমার অভিলাষ পূরণ করব। আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ, এটি নিশ্চিত জানবে। কৃপানিধান শ্রীভগবান বারে বারে এইরূপ বলে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন॥ ৩॥ ভক্তবৎসল শ্রীভগবানকে চিত্তে ধারণ করে রাজদম্পতি কিছুকাল আশ্রম জীবনযাপন করলেন। যথাকালে অনায়াসে দেহ থেকে মুক্তি লাভ করে তাঁরা ইন্দ্রলোকে গমন করে বসবাস করতে থাকলেন॥ ৪॥

দোহা —(মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—) হে ভরদ্বাজ ! এই পবিত্র ঘটনা ভগবান শ্রীশংকর কর্তৃক দেবী পার্বতীকে কথিত হয়েছিল। এইবার প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অবতাররূপে অবতরণের এক অন্য বিবরণ শ্রবণ করো॥ ১৫২॥

চৌপাই—হে মুনি ! সেই প্রাচীন অতিশয় পবিত্র ঘটনা ভগবান শ্রীশংকর দেবী পার্বতীকে বলেছিলেন। সেই সময় 'কৈকয়' নামক এক প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল। সত্যকেতু ছিলেন সেইখানকার রাজা॥ ১॥ রাজা ছিলেন ধর্মপ্রাণ, নীতিপরায়ণ, তেজস্বী, প্রতাপসম্পন্ন, সদাচারী ও বলবান। তাঁর দুই পুত্রই মহাবীর ; তাঁরা ছিলেন সর্বগুণসম্পন্ন ও যুদ্ধে সুনিপুণ॥ ২॥ রাজ্যের উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন প্রতাপভানু। কনিষ্ঠ অরিমর্দন ছিলেন অতিশয় শক্তিসম্পন্ন ও সমরে (পর্বতসম) অবিচল॥ ৩॥ ভ্রাতাযুগলের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। তাঁরা ছিলেন সর্বদোষ বিরহিত। তাঁদের প্রীতিতে ছলনার স্থান ছিল না। মহারাজ জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজত্ব দান করে বাণপ্রস্থ আশ্রমে চলে গিয়েছিলেন॥ ৪॥

দোহা— রাজা রূপে প্রতাপভানুর সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি বেদবিধি অনুসারে উত্তমরূপে প্রজাপালন করতে লাগলেন। তাঁর রাজত্বে কোথাও পাপের চিহ্নমাত্রও দেখা যেত না॥ ১৫৩॥

চৌপাই— রাজার পরামর্শদাতারূপে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী ও শুক্রাচার্যসম বুদ্ধিমান মন্ত্রী ছিলেন ধর্মরুচি। রাজা নিজেও প্রতাপশালী ও সুদক্ষ যোদ্ধা তদুপরি যোগ্য মন্ত্রী ও শক্তিধর সহোদর হওয়ায় তিনি সর্বপ্রকারেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিলেন॥ ১॥ সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জনে উদ্যত অসংখ্য যোদ্ধাসমন্বিত তাঁর চতুরঙ্গ অজেয় সেনা ছিল। একবার সৈন্যবাহিনী নিরিক্ষণ করে রাজা প্রসন্নচিত্ত ছিলেন, সেই অবসরে তুমুল রণবাদ্য বাজতে শুরু করল॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

বিজয় হেতু কটকঈ বনাঈ। সুদিন সাধি নৃপ চলেউ বজাঈ॥
জহঁ তহঁ পরীঁ অনেক লরাঈঁ। জীতে সকল ভূপ বরিআঈঁ॥
সপ্ত দীপ ভুজবল বস কীন্হে। লৈ লৈ দণ্ড ছাড়ি নৃপ দীন্হে॥
সকল অবনি মণ্ডল তেহি কালা। এক প্রতাপভানু মহিপালা॥

দোহা (১৫৪)

স্ববস বিস্ব করি বাহুবল নিজ পুর কীন্হ প্রবেসু।
অরথ ধরম কামাদি সুখ সেবই সময়ঁ নরেসু॥

চৌপাই (১—৪)

ভূপ প্রতাপভানু বল পাঈ। কামধেনু ভৈ ভূমি সুহাঈ॥
সব দুখ বরজিত প্রজা সুখারী। ধরমসীল সুন্দর নর নারী॥
সচিব ধরমরুচি হরি পদ প্রীতী। নৃপ হেতু সিখব নিত নীতী॥
গুর সুর সন্ত পিতর মহিদেবা। করই সদা নৃপ সব কৈ সেবা॥
ভূপ ধরম জে বেদ বখানে। সকল করই সাদর সুখ মানে॥
দিন প্রতি দেই বিবিধ বিধি দানা। সুনই সাস্ত্র বর বেদ পুরানা॥
নানা বাপী কূপ তড়াগা। সুমন বাটিকা সুন্দর বাগা॥
বিপ্রভবন সুরভবন সুহাএ। সব তীরথন্হ বিচিত্র বনাএ॥

দোহা (১৫৫)

জহঁ লগি কহে পুরান শ্রুতি এক এক সব জাগ।
বার সহস্র সহস্র নৃপ কিএ সহিত অনুরাগ॥

চৌপাই (১—২)

হৃদয়ঁ ন কছু ফল অনুসন্ধানা। ভূপ বিবেকী পরম সুজানা॥
করই জে ধরম করম মন বানী। বাসুদেব অর্পিত নৃপ গ্যানী॥
চঢ়ি বর বাজি বার এক রাজা। মৃগয়া কর সব সাজি সমাজা॥
বিন্ধ্যাচল গবীর বন গয়উ। মৃগ পুনীত বহু মারত ভয়উ॥

শুভ দিনক্ষণ দেখে রাজা প্রতাপভানু দিগ্বিজয়ের জন্য মনস্থ করলেন এবং তখনই রণবাদ্য বাজিয়ে যাত্রা আরম্ভের ব্যবস্থা করা হল। বহুস্থানে ভয়ানক যুদ্ধ হল কিন্তু তিনি সকল নৃপতিদেরই পরাভূত করলেন॥ ৩॥ নিজ বাহুবলে রাজা প্রতাপভানু সপ্তদ্বীপ অধিকার করে নিলেন ; নৃপতিগণ তাঁর আনুগত্য মানতে বাধ্য হল। কর নিয়ে রাজা তাদের মুক্তি দিলেন। তখন ভূমণ্ডলে প্রতাপভানুই একমাত্র চক্রবর্তী সম্রাট ছিলেন॥ ৪॥

দোহা *—বাহুবলে বিশ্ববিজয় করে রাজা প্রতাপভানু ফিরে এলেন। রাজা সময়ানুকুল ধর্ম, অর্থ, কামাদি সুখে কালাতিপাত করতে লাগলেন॥ ১৫৪॥*

চৌপাই—রাজা প্রতাপভানুর ছত্রছায়ায় ভূসম্পদ কামধেনুসম উদারচিত্ত হয়ে উঠেছিল। (তাঁর রাজ্যে) প্রজাগণ সকল দুঃখ বিরহিত ও সুখসমৃদ্ধ ছিল। নরনারীসকল সুদর্শন ও ধর্মশীল ছিলেন॥ ১॥ মহামন্ত্রী ধর্মরুচির শ্রীহরি চরণে বিশেষ অনুরাগ ছিল ; রাজার হিতকামনায় তিনি সর্বদাই তাঁকে সৎপরামর্শ দিতেন এবং প্রজাদের মঙ্গলার্থে নীতি রূপায়ণে সতত তৎপর থাকতেন। গুরুদেব, দেবতা, সাধুসন্ত, পিতৃপুরুষ ও ব্রাহ্মণের উপর রাজা প্রতাপভানুর বিশেষ প্রীতি ছিল ; তিনি তাঁদের সেবায় নিত্যযুক্ত থাকতেন॥ ২॥ তিনি বেদ-বর্ণিত রাজধর্ম পরম সমাদরে প্রসন্নচিত্তে পালন করে যেতেন। দানধ্যান তাঁর নিত্যকর্মের মধ্যেই ছিল। উত্তম শাস্ত্র বেদ ও পুরাণ কথায় তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল॥ ৩॥ তিনি তীর্থস্থানগুলিতে জলাশয়, পুষ্করিণী, কূপ, পুষ্পোদ্যান, কুঞ্জকানন, ব্রাহ্মণদের জন্য বাসস্থান ও দেব-মন্দির আদি মনোরম ব্যবস্থাদি করে দিয়েছিলেন॥ ৪॥

দোহা—*রাজা প্রতাপভানু বেদ ও পুরাণ বর্ণিত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান প্রসন্নচিত্তে সহস্র বার সম্পাদন করেছিলেন॥ ১৫৫॥*

চৌপাই—তাঁর কার্যসকল ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত ছিল। বুদ্ধিমান জ্ঞানী রাজাকৃত সকল ধর্মকর্মই কায়মনোবাক্যে ভগবান শ্রীবাসুদেব চরণে নিবেদিত হোত॥ ১॥ একবার রাজা প্রতাপভানু এক উত্তম অশ্বের উপর আসীন হয়ে মৃগয়া উদ্দেশ্যে সৈন্যসামন্ত সহিত বিন্ধ্যাচল পর্বতের গভীর অরণ্যে গমন করলেন।

চৌপাই (৩—৪)

ফিরত বিপিন নৃপ দীখ বরাহূ। জনু বন দূরেউ সসিহি গ্রসি রাহূ॥
বড় বিধু নহিঁ সমাত মুখ মাহীঁ। মনহুঁ ক্রোধ বস উগিলত নাহীঁ॥
কোল করাল দসন ছবি গাঈ। তনু বিসাল পীবর অধিকাঈ॥
ঘুরুঘুরাত হয় আরৌ পাএঁ। চকিত বিলোকত কান উঠাএঁ॥

দোহা (১৫৬)

নীল মহীধর সিখর সম দেখি বিসাল বরাহু।
চপরি চলেউ হয় সুটুকি নৃপ হাঁকি ন হোই নিবাহু॥

চৌপাই (১—৪)

আবত দেখি অধিক রব বাজী। চলেউ বরাহ মরুত গতি ভাজী॥
তুরত কীন্হ নৃপ সর সন্ধানা। মহি মিলি গয়উ বিলোকত বানা॥
তকি তকি তীর মহীস চলাবা। করি ছল সুঅর সরীর বচাবা॥
প্রগটত দুরত জাই মৃগ ভাগা। রিস বস ভূপ চলেউ সঁগ লাগা॥
গয়উ দূরি ঘন গহন বরাহূ। জহঁ নাহিন গজ বাজি নিবাহূ॥
অতি অকেল বন বিপুল কযেসূ। তদপি ন মৃগ মগ তজই নরেসূ॥
কোল বিলোকি ভূপ বড় ধীরা। ভাগি পৈঠ গিরিগুহাঁ গভীরা॥
অগম দেখি নৃপ অতি পছিতাঈ। ফিরেউ মহাবন পরেউ ভুলাঈ॥

দোহা (১৫৭)

খেদ খিন্ন ছুদ্ধিত তৃষিত রাজা বাজি সমেত।
খোজত ব্যাকুল সরিত সর জল বিনু ভয়উ অচেত॥

চৌপাই (১)

ফিরত বিপিন আশ্রম এক দেখা। তহঁ বস নৃপতি কপট মুনিবেষা॥
জাসু দেস নৃপ লীন্হ ছড়াঈ। সমর সেন তজি গয়উ পরাঈ॥

মৃগয়ায় তিনি বহু মৃগ শিকার করলেন॥ ২॥ অরণ্য পথে গমনকালে তাঁর দৃষ্টি এক বরাহের উপর পড়ল। (বিশাল দন্তযুক্ত হওয়ায়) মনে হচ্ছিল যেন রাহুরূপে তা চন্দ্রকে গ্রাস করে অরণ্যে এসে লুকিয়ে আছে। চন্দ্রের আকার বড় হওয়ায় তা তার মুখে আঁটছিল না ; কিন্তু ক্রোধে তাকে সে ছেড়েও দিচ্ছিল না॥ ৩॥ অতএব দন্তশোভা ভয়াবহই লাগছিল। (আর) বরাহ বিশালাকার হৃষ্টপুষ্ট ছিল। অশ্বখুরের শব্দ পেয়ে বরাহ সচকিত হয়ে কান খাড়া করে দেখতে লাগল॥ ৪॥

দোহা—নীলপর্বত শিখরসম বিশালাকার বরাহ দেখে রাজা প্রতাপভানু অশ্বকে কশাঘাত করে দ্রুতগতিতে চালনা করে বরাহকে অনুসরণ করে বললেন—এবার তোর নিস্তার নেই॥ ১৫৬॥

চৌপাই— সশব্দে অশ্বকে (নিজের দিকে) ছুটে আসতে দেখে বরাহ প্রবলবেগে পলায়ন করতে লাগল। রাজা প্রতাপভানু ধনুর্বাণ তুলে নিয়ে শর নিক্ষেপ করলেন। শরকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখে বরাহ গর্তে আত্মগোপন করল॥ ১॥ রাজা তাকে তাড়া করে শরনিক্ষেপ করতেই থাকলেন কিন্তু বরাহ সুকৌশলে নিজেকে রক্ষা করে ছুটতে লাগল। মাঝে মাঝে সে দেখা দিচ্ছিল আবার কখনো আত্মগোপন করছিল। রাজা কুপিত হয়ে তার পশ্চাদনুসরণ করতে লাগলেন॥ ২॥ বরাহকে তাড়া করতে করতে রাজা তাঁর দলবল থেকে বহু দূরে এসে পড়লেন। বরাহ রাজাকে ছুটিয়ে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে গেল যেখানে হাতি কিংবা ঘোড়ার প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। রাজা অরণ্যের অনন্ত ক্লেশ সহ্য করেও সেই বরাহের পিছু ছাড়লেন না॥ ৩॥ রাজার দুর্দমনীয় মনোভাব দেখে বরাহ পলায়ন করে এক অগম্য পর্বত কন্দরে প্রবেশ করে গেল। আর এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব জেনে রাজা হাহুতাশ করে ফিরে চললেন। গভীর অরণ্যে তাঁর পথভুল হয়ে গেল॥ ৪॥

দোহা—মনঃক্ষুণ্ণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর রাজা সখেদে অশ্বসহিত ব্যাকুল হয়ে তৃষ্ণার জল অনুসন্ধানে ব্যস্ত হলেন। জলের জন্য নদী অথবা সরোবর অনুসন্ধান করে শেষকালে জল না পেয়ে তিনি কাতর হয়ে পড়লেন॥ ১৫৭॥

চৌপাই—অরণ্যে বিচরণকালে রাজা প্রতাপভানু দেখলেন যে কাছেই এক আশ্রম রয়েছে। সেই আশ্রমে মুনিরূপে বাস করা ব্যক্তি আসলে পূর্বে একজন নৃপতি ছিল, যে রাজা প্রতাপভানু দ্বারা পরাজিত হয়ে অরণ্যে

চৌপাই (২—৪)

সময় প্রতাপভানু কর জানী। আপন অতি অসময় অনুমানী॥
গয়উ ন গৃহ মন বহুত গলানী। মিলা ন রাজহি নৃপ অভিমানী॥
রিস উর মারি রঙ্ক জিমি রাজা। বিপিন বসই তাপস কেঁ সাজা॥
তাসু সমীপ গবন নৃপ কীন্হা। যহ প্রতাপরবি তেহিঁ তব চীন্হা॥
রাউ তৃষিত নহিঁ সো পহিচানা। দেখি সুবেষ মহামুনি জানা।
উতরি তুরগ তে কীন্হ প্রনামা। পরম চতুর ন কহেউ নিজ নামা॥

দোহা (১৫৮)

ভূপতি তৃষিত বিলোকি তেহিঁ সরবরু দীন্হ দেখাই।
মজ্জন পান সমেত হয় কীন্হ নৃপতি হরষাই॥

চৌপাই (১—৪)

গৈ শ্রম সকল সুখী নৃপ ভয়উ। নিজ আশ্রম তাপস লৈ গয়উ॥
আসন দীন্হ অস্ত রবি জানী। পুনি তাপস বোলেউ মৃদু বানী॥
কো তুম্হ কস বন ফিরহু অকেলেঁ। সুন্দর জুবা জীব পরহেলেঁ॥
চক্রবর্তি কে লচ্ছন তোরেঁ। দেখত দয়া লাগি অতি মোরেঁ॥
নাম প্রতাপভানু অবনীসা। তাসু সচিব মৈ সুনহু মুনীসা॥
ফিরত অহেরেঁ পরেউঁ ভুলাঈ। বড়ে ভাগ দেখেউঁ পদ আঈ॥
হম কহঁ দুর্লভ দরস তুম্হারা। জানত হৌঁ কছু ভল হোনিহারা॥
কহ মুনি তাত ভয়উ অঁধিআরা। জোজন সত্তরি নগরু তুম্হারা॥

দোহা (১৫৯ ক)

নিসা ঘোর গম্ভীর বন পন্থ ন সুনহু সুজান।
বসহু আজু অস জানি তুম্হ জাএহু হোত বিহান॥

আত্মগোপনে কালাতিপাত করছিল॥ ১॥ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর সে প্রতাপভানুর সুসময় ও নিজের দুঃসময় জেনে (প্রতিশোধ নেওয়ার কথা মনে রেখে) মুখ বুজে সব সহ্য করল। সে ঘরে ফিরে গেল না এবং স্বাভিমানি হওয়ায় প্রতাপভানুর নিকট আত্মসমর্পণও করল না॥ ২॥ মনে দুঃসহ ক্রোধ নিয়ে সেই পরাজিত রাজা দরিদ্রসম মুনি সেজে অরণ্যে বাস করতে লাগল। (ভাগ্যের পরিহাসে) রাজা প্রতাপভানুর তার সঙ্গেই অরণ্যে দেখা হল। সে দেখা মাত্রই রাজা প্রতাপভানুকে চিনতে পারল॥ ৩॥ তৃষ্ণাকাতর রাজার তখন এমন ব্যাকুল অবস্থা যে তিনি কপট মুনিবেশধারী রাজাকে চিনতে পারলেন না। রাজা প্রতাপভানু তার আকর্ষক মুনিবেশ দেখে তাকে মহামুনিই ভাবলেন। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে প্রণাম নিবেদন করলেন। কিন্তু সুচতুর রাজা মুনিকে নিজের নাম জানালেন না॥ ৪॥

দোহা—অশ্বসহিত রাজা প্রতাপভানুকে তৃষ্ণাকাতর দেখে কপট মুনি তাঁকে সরোবরের সন্ধান দিল। তৃষ্ণার্ত রাজা প্রতাপভানু সরোবর দেখে পান-স্নানাদি সম্পন্ন করে অতিশয় আনন্দিত হলেন॥ ১৫৮॥

চৌপাই—তৃষ্ণা নিবারণে রাজা প্রতাপভানু সুখী হলেন। কপটমুনি রাজাকে আশ্রমে নিয়ে গিয়ে সূর্যাস্ত কাল দেখে উপবেশনের জন্য আসন দান করল। তখন সেই কপট তাপস মধুর স্বরে বলল—তুমি কে ? তুমি যুবক, দেখতেও সুন্দর ; তবুও প্রাণ হাতে করে অরণ্য মধ্যে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ ? তোমার অঙ্গে চক্রবর্তী রাজার লক্ষণ সুস্পষ্ট, তাই তোমার অবস্থা দেখে কষ্ট হচ্ছে॥ ১-২॥ (রাজা বললেন—) হে মুনিবর ! শুনুন। প্রতাপভানু রাজার আমি মন্ত্রী। মৃগয়ায় এসে পথ হারিয়েছি। এ আমার পরম সৌভাগ্য যে এখানে এসে আপনার শ্রীচরণ দর্শন লাভ করলাম॥ ৩॥ আপনার সুদুর্লভ দর্শন লাভ করে ধন্য হলাম ; তাই মনে হয় মঙ্গলই হবে। কপট মুনি উত্তর দিল—অন্ধকার নেমে এসেছে। তোমার নগর তো এখান থেকে সত্তর যোজন দূরে॥ ৪॥

দোহা—হে সুধী ! আমার কথা শোনো। এই ঘন অন্ধকারে পথ চিনে যাওয়া কঠিন হবে। তাই এইখানেই রাত্রিযাপন করে সকাল হলেই না হয় যাত্রা কোরো॥ ১৫৯ (ক)॥

দোহা (১৫৯ খ)

তুলসী জসি ভবতব্যতা তৈসী মিলই সহাই।
আপুনু আবই তাহি পহিঁ তাহি তহাঁ লৈ জাই॥

চৌপাই (১—৪)

ভলেহিঁ নাথ আয়সু ধরি সীসা। বাঁধি তুরগ তরু বৈঠ মহীসা॥
নৃপ বহু ভাঁতি প্রসংসেউ তাহী। চরন বন্দি নিজ ভাগ্য সরাহী॥
পুনি বোলেউ মৃদু গিরা সুহাঈ। জানি পিতা প্রভু করউঁ ঢিঠাঈ॥
মোহি মুনীস সুত সেবক জানী। নাথ নাম নিজ কহহু বখানী॥
তেহি ন জান নৃপ নৃপহি সো জানা। ভূপ সুহৃদ সো কপট সয়ানা॥
বৈরী পুনি ছত্রী পুনি রাজা। ছল বল কীন্হ চহই নিজ কাজা॥
সমুঝি রাজসুখ দুখিত অরাতী। অবাঁ অনল ইব সুলগই ছাতী॥
সরল বচন নৃপ কে সুনি কানা। বয়র সঁভারি হৃদয়ঁ হরষানা॥

দোহা (১৬০)

কপট বোরি বানী মৃদুল বোলেউ জুগুতি সমেত।
নাম হমার ভিখারি অব নির্ধন রহিত নিকেত॥

চৌপাই (১—৪)

কহ নৃপ জে বিগ্যান নিধানা। তুম্হ সারিখে গলিত অভিমানা॥
সদা রহহিঁ অপনপৌ দুরাএঁ। সব বিধি কুসল কুবেষ বনাএঁ॥
তেহি তেঁ কহহি সন্ত শ্রুতি টেরেঁ। পরম অকিঞ্চন প্রিয় হরি কেরে॥
তুম্হ সম অধন ভিখারি অগেহা। হোত বিরঞ্চি সিবহি সন্দেহা॥
জোসি সোসি তব চরন নমামী। মো পর কৃপা করিঅ অব স্বামী॥
সহজ প্রীতি ভূপতি কৈ দেখী। আপু বিষয় বিস্বাস বিসেষী॥
সব প্রকার রাজহি অপনাঈ। বোলেউ অধিক সনেহ জনাঈ॥
সুনু সতিভাউ কহউঁ মহিপালা। ইহাঁ বসত বীতে বহু কালা॥

দোহা—তুলসীদাস বলেন—ভবিতব্যকে ফলপ্রসূ করবার জন্য তেমনই সংযোগ ঘটে থাকে। কখনও ভবিতব্য নিজেই তার কাছে এসে উপস্থিত হয় আবার কখনও তাকে ঘটনাস্থলে টেনে নিয়ে যায়॥ ১৫৯ (খ)॥

চৌপাই—(রাজা বললেন—) হে নাথ ! ভালোই বলেছেন। কপট মুনির আদেশ শিরোধার্য করে রাজা অশ্বকে বৃক্ষে বেঁধে বসে পড়লেন। রাজা মুনির বহুভাবে স্তুতি করে তাঁর চরণ বন্দনা করে নিজ ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলেন॥ ১॥ অতঃপর রাজা মধুর কণ্ঠে বললেন—হে প্রভু ! পিতাসম আপনার সম্মুখে প্রশ্ন করে ধৃষ্টতা করছি। হে মুনিবর ! আমাকে পুত্র ও সেবক মনে করে আপনার পূর্ণ পরিচিতি প্রদান করুন॥ ২॥ সহজ সরল রাজা প্রতাপভানু তাকে চিনতে পারলেন না। তিনি এক অতিশয় কুটিল সুচতুর ব্যক্তির হাতে পড়েছিলেন। সে ছিল শত্রু, ক্ষত্রিয় জাতিতে উৎপন্ন, আবার পূর্বের রাজা, সে ছলেবলে কার্যসিদ্ধি করতে উদ্‌গ্রীব ছিল॥ ৩॥ রাজা প্রতাপভানুর শত্রুভাবাপন্ন সেই কপট মুনি নিজ রাজ্যসুখ স্মরণ করে ক্লিষ্ট ছিল। তার বুকে প্রতিহিংসার অগ্নি ধিকিধিকি জ্বলছিল। শত্রু রাজা প্রতাপভানুর সহজ সরল কথায় সে খুশি হল॥ ৪॥

দোহা—কপট তাপস কপটতায় যুক্ত থেকে যুক্তিযুক্ত সুকোমল উত্তর দিল—আমি ভিক্ষুক, কারণ আমি নিঃসম্বল ও অনিকেত॥ ১৬০॥

চৌপাই—রাজা বললেন—আপনার মতন জ্ঞানীগুণী নিরভিমানী তো স্বরূপ গোপন রাখবেনই কারণ দরিদ্র বেশেই তো সকল কল্যাণ নিহিত থাকে (কারণ তাতে অহংকারের ও তার থেকে পতনের ভয় থাকে না)॥ ১॥ তাই তো সাধুসন্ত আর বেদ উন্মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে পরম অকিঞ্চন (যাঁরা সতত অহংকার, মমতা ও অভিমান থেকে নিত্যমুক্ত) শ্রীভগবানের পরম প্রিয় হয়ে থাকেন। আপনার মতন নির্ধন, ভিক্ষুক ও অনিকেতকে দেখে ভগবান ব্রহ্মা ও শংকরেরও ভুল হয়ে যাবে (যে আপনি কোনো মহানুভব আত্মা অথবা ভিখারি)॥ ২॥ যাই হোক, আপনি যেই হোন না কেন আমি আপনাকে নমস্কার করছি। হে প্রভু ! এইবার আমার উপর কৃপা করুন। তার উপর স্বাভাবিক প্রীতি ও অত্যধিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখে কপটমুনি আশ্বস্ত হল যে রাজা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়েছেন। সে এইবার পরম প্রীতি প্রদর্শন করে বলল—হে রাজা ! সত্য বলি, আমার এইখানেই বহুদিন কেটেছে॥ ৩-৪॥

দোহা (১৬১ ক)

অব লগি মোহি ন মিলেউ কোউ মৈঁ ন জনাবউঁ কাহু।
লোকমান্যতা অনল সম কর তপ কানন দাহু॥

সোরঠা (১৬১ খ)

তুলসী দেখি সবেসু ভূলহিঁ মূঢ় ন চতুর নর।
সুন্দর কেকিহি পেখু বচন সুধা সম অসন অহি॥

চৌপাই (১—৪)

তাতেঁ গুপুত রহউঁ জগ মাহীঁ। হরি তজি কিমপি প্রয়োজন নাহীঁ॥
প্রভু জানত সব বিনহিঁ জনাএঁ। কহহু কবনি সিধি লোক রিঝাএঁ॥
তুম্হ সুচি সুমতি পরম প্রিয় মোরেঁ। প্রীতি প্রতীতি মোহি পর তোরেঁ॥
অব জৌঁ তাত দুরাবউঁ তোহী। দারুন দোষ ঘটই অতি মোহী॥
জিমি জিমি তাপসু কথই উদাসা। তিমি তিমি নৃপহি উপজ বিস্বাসা॥
দেখা স্ববস কর্ম মন বানী। তব বোলা তাপস বগধ্যানী॥
নাম হমার একতনু ভাঈ। সুনি নৃপ বোলেউ পুনি সিরু নাঈ॥
কহহু নাম কর অরথ বখানী। মোহি সেবক অতি আপন জানী॥

দোহা (১৬২)

আদিসৃষ্টি উপজী জবহিঁ তব উতপতি ভৈ মোরি।
নাম একতনু হেতু তেহি দেহ ন ধরী বহোরি॥

চৌপাই (১—২)

জনি আচরজু করহু মন মাহীঁ। সুত তপ তেঁ দুর্লভ কছু নাহীঁ॥
তপবল তেঁ জগ সৃজই বিধাতা। তপবল বিষ্নু ভএ পরিত্রাতা॥
তপবল সম্ভু করহিঁ সঙ্ঘারা। তপ তেঁ অগম ন কছু সংসারা॥
ভয়উ নৃপহি সুনি অতি অনুরাগা। কথা পুরাতন কহৈ সো লাগা॥

দোহা—*আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসেনি আর আমিও কারো কাছে যেচে আলাপ করতে যাইনি কারণ লোকমান্য হওয়ার বাসনা অগ্নিসম হয়ে থাকে যা তপস্যারূপ অরণ্যকে ভস্মসাৎ করে দেয় ॥ ১৬১ (ক)॥*

সোরঠা—*তুলসীদাস বলেন*—*বেশভূষায় চাকচিক্য কেবল মূর্খকেই নয় জ্ঞানীকেও বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। ময়ূর দেখতে সুন্দর আর ডাকেও সুন্দর কিন্তু তার খাদ্য সর্প ! ॥ ১৬১ (খ)॥*

চৌপাই—(কপট তাপস বলল—) তাই আমি সকলের কাছ থেকে দূরেই থাকতে ইচ্ছুক। শ্রীহরি ছাড়া আর কারো কাছে আমার চাইবার কিছুই নেই। শ্রীপ্রভু তো সবই জানেন। তাই বল, সকলকে সন্তুষ্ট করে আমি কি সিদ্ধিলাভ করতে পারব ? ১॥ তুমি পবিত্র, বুদ্ধিমান ও আমার পরম প্রিয় আর আমার উপর তোমার প্রীতি ও বিশ্বাসও আছে দেখছি। হে তাত ! তাই তোমার কাছে কিছু গোপন করা যে আমার পক্ষে দোষের হবে॥ ২॥ কপট তাপস যতই নিজেকে উদাসীন প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যেতে লাগল রাজা প্রতাপভানুর তার উপর বিশ্বাস ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। বকধার্মিক (কপট) মুনি রাজাকে কায়মনোবাক্যে বশীভূত জেনে বলল—হে ভাই ! আমি একতনু। তা শুনেই রাজা প্রতাপভানু তাকে আবার প্রণাম নিবেদন করে বললেন—আমাকে আপনার পরম অনুগত সেবক মনে করবেন। আমি আপনার নামের অর্থ জানতে ইচ্ছুক॥ ৩-৪॥

দোহা—*(কপট তাপস বলল—) সৃষ্টি কালেই আমার উৎপত্তি হয়েছিল। তখন থেকে আমার আর দ্বিতীয় তনু প্রয়োজন হয়নি। তাই আমি একতনু॥ ১৬২॥*

চৌপাই—হে পুত্র ! যেন চমকে উঠো না। তপস্যায় সকলই সুলভ হয়ে থাকে। তপস্যার বলেই ভগবান শ্রীব্রহ্মা বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করে থাকেন। তপস্যার বলেই ভগবান শ্রীবিষ্ণু তা প্রতিপালন করে থাকেন॥ ১॥ তপস্যার বলেই ভগবান শ্রীশংকর সংহার কার্য করে থাকেন। জগতে এমন কোনো বস্তু নেই যা তপস্যা দ্বারা লাভ করা যায় না। এইসকল কথাবার্তা শ্রবণ করে রাজা প্রতাপভানুর অনুরাগ আরও বেড়ে গেল। কপট তাপস তখন পুরাণ

চৌপাই (৩—৪)

করম ধরম ইতিহাস অনেকা। করই নিরূপন বিরতি বিবেকা।।
উদভব পালন প্রলয় কহানী। কহেসি অমিত আচরজ বখানী।।
সুনি মহীপ তাপস বস ভয়উ। আপন নাম কহন তব লয়উ।।
কহ তাপস নৃপ জানউঁ তোহী। কীন্‌হেহু কপট লাগ ভল মোহী।।

সোরঠা (১৬৩)

সুনু মহীস অসি নীতি জহঁ তহঁ নাম ন কহহিঁ নৃপ।
মোহি তোহি পর অতি প্রীতি সোই চতুরতা বিচারি তব।।

চৌপাই (১—৪)

নাম তুম্‌হার প্রতাপ দিনেসা। সত্যকেতু তব পিতা নরেসা।।
গুর প্রসাদ সব জানিঅ রাজা। কহিঅ ন আপন জানি অকাজা।।
দেখি তাত তব সহজ সুধাঈ। প্রীতি প্রতীতি নীতি নিপুনাঈ।।
উপজি পরী মমতা মন মোরেঁ। কহউঁ কথা নিজ পূছে তোরেঁ।।
অব প্রসন্ন মৈঁ সংসয় নাহীঁ। মাগু জো ভূপ ভাব মন মাহীঁ।।
সুনি সুবচন ভূপতি হরষানা। গহি পদ বিনয় কীন্‌হি বিধি নানা।।
কৃপাসিন্ধু মুনি দরসন তোরেঁ। চারি পদারথ করতল মোরেঁ।।
প্রভুহি তথাপি প্রসন্ন বিলোকী। মাগি অগম বর হোউঁ অসোকী।।

দোহা (১৬৪)

জরা মরন দুখ রহিত তনু সমর জিতৈ জনি কোউ।
একছত্র রিপু হীন মহি রাজ কলপ সত হোউ।।

চৌপাই (১)

কহ তাপস নৃপ ঐসেই হোউ। কারন এক কঠিন সুনু সোউ।।
কালউ তুঅ পদ নাইহি সীসা। এক বিপ্রকুল ছাড়ি মহীসা।।

কথা বলতে লাগল॥ ২॥ সে ধর্ম, কর্ম ও বহুবিধ ইতিহাস বৃত্তান্ত বলে বৈরাগ্য ও জ্ঞান তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে লাগল। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় প্রসঙ্গ আলোচনা করে সে রাজা প্রতাপভানুকে আরও বশীভূত করে ফেলল॥ ৩॥ সবিস্তারে আশ্চর্যজনক কথাগুলি শ্রবণ করে রাজা প্রতাপভানু কপট মুনির সম্পূর্ণভাবে বশীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তখন নিজের প্রকৃত পরিচয় দিতে লাগলেন। কপট তাপস বলল—রাজন্! আমি তোমাকে জানি। তুমি কপটতা করেছ, তা আমার ভালো লেগেছে॥ ৪॥

সোরঠা—হে রাজন্ ! শোনো। রাজনীতি অনুসারে রাজাগণ যেখানে সেখানে নিজ পরিচিতি প্রদান করেন না। তোমার বিচক্ষণতা দেখে আমার তোমার উপর প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে॥ ১৬৩॥

চৌপাই—তুমি নিজে প্রতাপভানু, মহারাজ সত্যকেতুর পুত্র। হে রাজন্! শ্রীগুরুর কৃপায় আমি সব কথাই জানি কিন্তু তাতে নিজের ক্ষতি জেনে কিছু বলিনি॥ ১॥ হে বৎস ! তোমার স্বাভাবিক সরলতা, প্রেম, বিশ্বাস ও নীতি কুশলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে ; তাই আমি তোমার প্রশ্নের উত্তরে নিজের কথা বলছি॥ ২॥ তুমি নিঃসন্দেহে জেনে রাখ যে আমি প্রসন্ন হয়েছি। তাই হে রাজন্! যা চাইতে প্রাণ চায় তাই চেয়ে নাও। কপট তাপসের কথাগুলি শ্রবণ করে রাজা অতিশয় আনন্দিত হয়ে গেলেন। তিনি কপট মুনির পায়ে ধরে বললেন—হে কৃপাসিন্ধু মুনিবর ! আপনার দর্শন লাভ করেই আমার (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ রূপ) চতুর্বর্গ ফল করায়ত্ত হয়ে গিয়েছে। তবু প্রভুকে প্রসন্ন দেখে একটা দুর্লভ বর যাচনা করে আমি শোক বিরহিত হয়ে যেতে চাই॥ ৩-৪॥

দোহা—আমাকে বর দিন—যেন বার্ধক্য, মৃত্যু ও দুঃখ আমাকে স্পর্শ না করতে পারে ; আমি যেন যুদ্ধে অজেয় হই আর আমার রাজত্ব শতকল্প নিষ্কণ্টক ভাবে স্থায়ী হয়॥ ১৬৪॥

চৌপাই—কপট তাপস বলল—হে রাজন্! তাই হবে। তবে একটা কঠিন শর্ত আছে তাও জেনে রাখো। হে ভূপতি ! কেবল ব্রাহ্মণকুল ছাড়া কালও

চৌপাই (২—৪)

তপবল বিপ্র সদা বরিআরা। তিন্হ কে কোপ ন কোউ রখবারা॥
জৌঁ বিপ্রন্হ বস করহু নরেসা। তৌ তুঅ বস বিধি বিষ্নু মহেসা॥
চল ন ব্রহ্মকুল সন বরিআঈ। সত্য কহউঁ দোউ ভুজা উঠাঈ॥
বিপ্র শ্রাপ বিনু সুনু মহিপালা। তোর নাস নহি কবনেহুঁ কালা॥
হরষেউ রাউ বচন সুনি তাসূ। নাথ ন হোই মোর অব নাসূ॥
তব প্রসাদ প্রভু কৃপানিধানা। মো কহুঁ সর্ব কাল কল্যানা॥

দোহা (১৬৫)

এবমস্তু কহি কপট মুনি বোলা কুটিল বহোরি।
মিলব হমার ভুলাব নিজ কহহু ত হমহি ন খোরি॥

চৌপাই (১—৪)

তাতেঁ মৈঁ তোহি বরজউঁ রাজা। কহে কথা তব পরম অকাজা॥
ছঠেঁ শ্রবন যহ পরত কহানী। নাস তুম্হার সত্য মম বানী॥
যহ প্রগটেঁ অথবা দ্বিজশ্রাপা। নাস তোর সুনু ভানুপ্রতাপা॥
আন উপায়ঁ নিধন তব নাহীঁ। জৌ হরি হর কোপহিঁ মন মাহীঁ॥
সত্য নাথ পদ গহি নৃপ ভাষা। দ্বিজ গুর কোপ কহহু কো রাখা॥
রাখই গুর জৌঁ কোপ বিধাতা। গুর বিরোধ নহিঁ কো জগ ত্রাতা॥
জৌঁ ন চলব হম কহে তুম্হারেঁ। হোউ নাস নহি সোচ হমারে॥
একহি ডর ডরপত মন মোরা। প্রভু মহিদেব শ্রাপ অতি ঘোরা॥

দোহা (১৬৬)

হোহিঁ বিপ্র বস কবন বিধি কহহু কৃপা করি সোউ।
তুম্হ তজি দীনদয়াল নিজ হিতূ ন দেখউঁ কোউ॥

চৌপাই (১)

সুনু নৃপ বিবিধ জতন জগ মাহীঁ। কষ্টসাধ্য পুনি হোহি কিঁ নাহীঁ॥
অহই এক অতি সুগম উপাঈ। তহাঁ পরন্তু এক কঠিনাঈ॥

তোমার চরণে মাথানত করবে॥ ১॥ তপস্যার বলে ব্রাহ্মণকুল সতত বলবান। তাঁরা ক্রুদ্ধ হলে, তা থেকে কেউ রক্ষা করতে পারেন না। হে নরপতি ! যদি তুমি ব্রাহ্মণদের বশীভূত করে ফেলতে পার তাহলে স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও তোমার বশীভূত হয়ে যাবেন॥ ২॥ ব্রাহ্মণকুলের উপর শক্তি প্রয়োগ চলে না। তাই আমি দুই হাত তুলে এই পরম সত্য উচ্চারণ করছি—হে রাজন্ ! শোনো। ব্রাহ্মণের অভিশাপ ছাড়া কখনও তোমার বিনাশ হবে না॥ ৩॥ রাজা প্রতাপভানু তার কথা শুনে অতিশয় প্রসন্ন হয়ে গেলেন। তিনি বললেন—হে প্রভু ! আমার আর বিনাশ হবে না। হে কৃপানিধি প্রভু ! আপনার কৃপায় আমার সতত কল্যাণই হবে॥ ৪॥

দোহা—'তাই হোক' বলে সেই কুটিল কপট মুনি আবার বলল—(কিন্তু) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও অরণ্যে পথ হারানোর কথা কাউকে বলা যাবে না (বললে আমাকে দোষ দেবে না)॥ ১৬৫॥

চৌপাই—হে রাজন্ ! এই প্রসঙ্গ জানাজানি হলে তোমার খুবই ক্ষতি হবে। পাঁচকান হলেই তোমার বিনাশ হবে এই কথা ভালোভাবে জেনে রাখো॥ ১॥ হে প্রতাপভানু ! জেনে রাখো। এই কথা প্রকাশিত হলে অথবা ব্রাহ্মণের দ্বারা অভিশাপ হলে তোমার বিনাশ হবে। অন্য কোনো উপায়—যেমন হরিহর কুপিত হলেও তোমার মৃত্যু হবে না॥ ২॥ রাজা প্রতাপভানু তখন মুনিবরের পদসংলগ্ন হয়ে বললেন—হে শ্রীপ্রভু ! আপনি যথার্থ কথা বলেছেন। ব্রাহ্মণ আর শ্রীগুরুর কোপ থেকে কে রক্ষা করতে পারে ? যদি ভগবান শ্রীব্রহ্মা কুপিত হন তখন শ্রীগুরু রক্ষা করে থাকেন কিন্তু শ্রীগুরু প্রতিকূল হলে তখন তো কেউ রক্ষাকর্তা থাকে না॥ ৩॥ যদি আপনার উপদেশ অমান্য করি তাহলে আমার বিনাশ হলেও কোনো দুঃখ থাকবে না। কিন্তু হে শ্রীপ্রভু ! আমার মনে ব্রাহ্মণ অভিশাপের অতি ভয়ানক ভয় আছে॥ ৪॥

দোহা—সেই ব্রাহ্মণদের কীভাবে বশীভূত করা সম্ভব কৃপা করে তাও বলে দিন। হে দীনশরণ ! আমি আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকেই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করি না॥ ১৬৬॥

চৌপাই—(কপট তাপস বলল—) হে রাজন্ ! শোনো। ব্রাহ্মণদের বশীভূত করবার যে সকল উপায় আছে তা সবই কষ্টসাধ্য আবার তাতে সাফল্য

চৌপাই (২—৪)

মম আধীন জুগুতি নৃপ সোঈ। মোর জাব তব নগর ন হোঈ॥
আজু লগে অরু জব তেঁ ভয়উঁ। কাহূ কে গৃহ গ্রাম ন গয়উঁ॥

জৌঁ ন জাউঁ তব হোই অকাজূ। বনা আই অসমঞ্জস আজূ॥
সুনি মহীস বোলেউ মৃদু বানী। নাথ নিগম অসি নীতি বখানী॥

বড়ে সনেহ লঘুন্হ পর করহীঁ। গিরি নিজ সিরনি সদা তৃন ধরহীঁ॥
জলধি অগাধ মৌলি বহ ফেনূ। সন্তত ধরনি ধরত সির রেনূ॥

দোহা (১৬৭)

অস কহি গহে নরেস পদ স্বামী হোহু কৃপাল।
মোহি লাগি দুখ সহিঅ প্রভু সজ্জন দীনদয়াল॥

চৌপাই (১—৪)

জানি নৃপহি আপন আধীনা। বোলা তাপস কপট প্রবীনা॥
সত্য কহউঁ ভূপতি সুনু তোহী। জগ নাহিন দুর্লভ কছু মোহী॥

অবসি কাজ মৈঁ করিহউঁ তোরা। মন তন বচন ভগত তৈঁ মোরা॥
জোগ জুগুতি তপ মন্ত্র প্রভাউ। ফলই তবহি জব করিঅ দুরাউ॥

জৌঁ নরেস মৈঁ করৌঁ রসোঈ। তুম্হ পরুসহু মোহি জান ন কোঈ॥
অন্ন সো জোই জোই ভোজন করঈ। সোই সোই তব আয়সু অনুসরঈ॥

পুনি তিন্হ কে গৃহ জেবঁই জোউ। তব বস হোই ভূপ সুনু সোউ॥
জাই উপায় রচহু নৃপ এহূ। সম্বত ভরি সংকল্প করেহূ॥

দোহা (১৬৮)

নিত নূতন দ্বিজ সহজ সত বরেহু সহিত পরিবার।
মৈঁ তুম্হরে সংকলপ লগি দিনহিঁ করবি জেবনার॥

যে হবেই তাও বলা যায় না। কিন্তু একটা সহজ উপায় অবশ্য আছে, তাতেও কিছু অসুবিধা আছে॥ ১॥ হে রাজন্ ! তার ব্যবস্থা তো আমার হাতেই আছে কিন্তু আমার পক্ষে তোমার নগরে গমন যে আদৌ সম্ভব নয়। আমি জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত কারও গৃহে অথবা গ্রামে যাইনি॥ ২॥ অথচ যদি না যাই তাহলে তোমার কার্যসিদ্ধি হয় কেমন করে ? এ এক বিষম সমস্যায় পড়লাম। তার কথা শ্রবণ করে রাজা সবিনয়ে নিবেদন করলেন—শাস্ত্রানুসারে স্নেহ তো নিম্নগামী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছোটকে স্নেহ করেন। আমরা দেখি যে বিশাল পর্বতমালা মস্তকে তৃণ ধারণ করে থাকে, অসীম সুগভীর সমুদ্র ফেনাকে মাথায় করে রাখে আর ধরিত্রী সতত ধূলিকণা মস্তকে ধারণ করে থাকে॥ ৩-৪॥

***দোহা**—এইকথা বলে রাজা প্রতাপভানু আবার সেই কপট মুনির পদসংলগ্ন হলেন (আর বললেন—) হে প্রভু ! কৃপা করুন। আপনি সুজন ও দীনশরণ। (অতএব) হে প্রভু ! আমার জন্য এইটুকু কষ্ট যে আপনাকে করতেই হবে॥ ১৬৭॥*

চৌপাই—রাজাকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত জেনে ছলনায় প্রবীণ সেই তাপস বলল—হে রাজন্ ! তোমাকে সত্যই বলব। জগতে দুর্লভ বলে আমার কিছু নেই॥ ১॥ আমি তোমার কার্য অবশ্যই সম্পন্ন করব কারণ আমি জানি যে কায়মনোবাক্যে তুমি আমার ভক্ত। তবে যোগ, যুক্তি, তপস্যা ও মন্ত্রের প্রভাব তখনই লাভ করা যায় যদি তা গোপনে করা হয়॥ ২॥ হে নরেশ ! আমি আহার্য রন্ধন করে দেবো আর তুমি তা পরিবেশন করবে। যদি আহার্য ভক্ষণকারী আমার উপস্থিতি জানতে না পারে তাহলে সে তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে যাবে॥ ৩॥ কেবল তাই নয়, যারা সেই আহার্য ভক্ষণকারীর গৃহেও আহার্য ধারণ করবে তারাও তোমার আজ্ঞাধীন হয়ে যাবে। হে রাজন্ ! এমনই ব্যবস্থা করো আর বর্ষকালব্যাপী (আহার্য দানের) সংকল্প করো॥ ৪॥

***দোহা**—নিত্যনতুন এক লক্ষ ব্রাহ্মণদের সবান্ধবে নিমন্ত্রিত কোরো। আমি তোমার সংকল্প কাল (অর্থাৎ এক বৎসর) পর্যন্ত প্রত্যহ রন্ধন করে দেবো॥ ১৬৮॥*

চৌপাই (১—৪)

এহি বিধি ভূপ কষ্ট অতি থোরেঁ। হোইহহিঁ সকল বিপ্র বস তোরেঁ॥
করিহহিঁ বিপ্র হোম মখ সেবা। তেহিঁ প্রসঙ্গ সহজেহিঁ বস দেবা॥
ঔর এক তোহি কহউঁ লখাউ। মৈঁ এহিঁ বেষ ন আউব কাউ॥
তুম্হরে উপরোহিত কহুঁ রায়া। হরি আনব মৈঁ করি নিজ মায়া॥
তপবল তেহি করি আপু সমানা। রখিহউঁ ইহাঁ বরষ পরবানা॥
মৈ ধরি তাসু বেষু সুনু রাজা। সব বিধি তোর সঁবারব কাজা॥
গৈ নিসি বহুত সয়ন অব কীজে। মোহি তোহি ভূপ ভেট দিন তীজে॥
মৈ তপবল তোহি তুরগ সমেতা। পহুঁচৈহউঁ সোবতহি নিকেতা॥

দোহা (১৬৯)

মৈ আউব সোই বেষু ধরি পহিচানেহু তব মোহি।
জব একান্ত বোলাই সব কথা সুনাবৌঁ তোহি॥

চৌপাই (১—৪)

সয়ন কীন্হ নৃপ আয়সু মানী। আসন জাই বৈঠ ছলগ্যানী॥
শ্রমিত ভূপ নিদ্রা অতি আঈ। সো কিমি সোব সোচ অধিকাঈ॥
কালকেতু নিসিচর তহঁ আবা। জেহিঁ সূকর হোই নৃপহি ভুলাবা॥
পরম মিত্র তাপস নৃপ কেরা। জানই সো অতি কপট ঘনেরা॥
তেহি কে সত সুত অরু দস ভাঈ। খল অতি অজয় দেব দুখদাঈ॥
প্রথমহিঁ ভূপ সমর সব মারে। বিপ্র সন্ত সুর দেখি দুখারে॥
তেহিঁ খল পাছিল বয়রু সঁভারা। তাপস নৃপ মিলি মন্ত্র বিচারা॥
জেহি রিপু ছয় সোই রচেন্হি উপাউ। ভাবী বস ন জান কছু রাউ॥

দোহা (১৭০)

রিপু তেজসী অকেল অপি লঘু করি গনিঅ ন তাহু।
অজহু দেত দুখ রবি সসিহি সির অবসেষিত রাহু॥

চৌপাই—হে রাজন্ ! এইভাবে স্বল্প চেষ্টার ফলে সকল ব্রাহ্মণই তোমার বশীভূত হয়ে যাবেন। ব্রাহ্মণগণ যে হোম, যজ্ঞ ও পূজার্চনা করবেন তাতে দেবতারাও আপনাআপনি তোমার বশীভূত হয়ে যাবেন॥ ১ ॥ আমি আর একটা কথা জানিয়ে রাখছি। আমি কিন্তু নিজ রূপে তোমার কাছে কখনও যাব না। হে রাজন্ ! আমি আমার মায়াবলে তোমার পুরোহিতকে হরণ করে নিয়ে আসব॥ ২॥ তপোবলে তাকে আমার নিজের রূপ দান করে এক বর্ষ পর্যন্ত এখানে রাখব আর হে রাজন্! শোনো। আমি তার রূপ নিয়ে তোমার কার্যসিদ্ধি করব॥ ৩॥ হে রাজন্ ! রাত হয়েছে, নিদ্রাগমন করো। আজ থেকে তৃতীয় দিনে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হবে। তপোবলে অশ্বসহ আমি তোমাকে নিদ্রাবস্থাতেই তোমার রাজভবনে পৌঁছে দেবো॥ ৪॥

দোহা—আমি সেই (পুরোহিতের) রূপ ধরে আসব। একান্তে ডেকে যখন সকল কথা বলব তখন তুমি আমাকে চিনতে পারবে॥ ১৬৯॥

চৌপাই—রাজা প্রতাপভানু আদেশ পালন করে শয়ন করলেন আর সেই দুষ্ট মুনি জেগে আসনে বসে রইল। রাজা অতিশয় পরিশ্রান্ত ছিলেন তাই তাঁর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হতে সময় লাগল না। কিন্তু কপটমুনির মনে তখন নানা চিন্তা, তাই নিদ্রাগমন হয় কেমন করে ! ১॥ (তখনই) সেইখানে কালকেতু রাক্ষসের আগমন হল। সেই রাক্ষসই পূর্বে বরাহরূপে রাজা প্রতাপভানুকে প্রতারণা করে অনেক দূরে টেনে এনেছিল। কপট মুনির সঙ্গে তার প্রবল সখ্যতা ছিল। সে অনেক ছলচাতুরিও জানত॥ ২॥ কালকেতু রাক্ষসের শত পুত্র ও দশজন ভ্রাতা ছিল। তারা অতিশয় দুষ্ট, অজেয় ; ও দেবতাদের ক্লেশ প্রদান করত। ব্রাহ্মণ, সাধুসন্ত ও দেবতাসকলের তাদের হাতে দুর্দশা হচ্ছে দেখে রাজা প্রতাপভানু পূর্বেই তাদের সকলকে বধ করেছিলেন॥ ৩॥ দুষ্ট কালকেতু রাজা প্রতাপভানুর সঙ্গে পূর্বের শত্রুতার কথা স্মরণ করে সেই কপট মুনির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে বিনাশ করবার পরিকল্পনা করল। ভবিতব্যের বশীভূত রাজা (প্রতাপভানু) কিছুই জানতে পারলেন না॥ ৪॥

দোহা—বলবান শত্রু একা থাকলেও তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা ঠিক নয়। যার কেবল মস্তক অবশিষ্ট ছিল সেই রাহু আজও সূর্য-চন্দ্রকে দুঃখ প্রদান করে থাকে॥ ১৭০॥

চৌপাই (১—৪)

তাপস নৃপ নিজ সখহি নিহারী। হরষি মিলেউ উঠি ভয়উ সুখারী॥
মিত্রহি কহি সব কথা সুনাঈ। জাতুধান বোলা সুখ পাঈ॥
অব সাধেউঁ রিপু সুনহু নরেসা। জৌ তুম্হ কীন্হ মোর উপদেসা॥
পরিহরি সোচ রহহু তুম্হ সোঈ। বিনু ঔষধ বিআধি বিধি খোঈ॥
কুল সমেত রিপু মূল বহাঈ। চৌথে দিবস মিলব মৈঁ আঈ॥
তাপস নৃপহি বহুত পরিতোষী। চলা মহাকপটী অতিরোষী॥
ভানুপ্রতাপহি বাজি সমেতা। পহুঁচাএসি ছন মাঝ নিকেতা॥
নৃপহি নারি পহিঁ সয়ন করাঈ। হয় গৃহঁ বাঁধেসি বাজি বনাঈ॥

দোহা (১৭১)

রাজা কে উপরোহিতহি হরি লৈ গয়উ বহোরি।
লৈ রাখেসি গিরি খোহ মহুঁ মায়ঁ করি মতি ভোরি॥

চৌপাই (১—৪)

আপু বিরচি উপরোহিত রূপা। পরেউ জাই তেহি সেজ অনূপা॥
জাগেউ নৃপ অনভএঁ বিহানা। দেখি ভবন অতি অচরজু মানা॥
মুনি মহিমা মন মহুঁ অনুমানী। উঠেউ গবঁহিঁ জেহিঁ জান ন রানী॥
কানন গয়উ বাজি চঢ়ি তেহীঁ। পুর নর নারি ন জানেউ কেহীঁ॥
গএঁ জাম জুগ ভূপতি আবা। ঘর ঘর উৎসব বাজ বধাবা॥
উপরোহিতহি দেখ জব রাজা। চকিত বিলোক সুমিরি সোই কাজা॥
জুগ সম নৃপহি গএ দিন তীনী। কপটী মুনি পদ রহ মতি লীনী॥
সময় জানি উপরোহিত আবা। নৃপহি মতে সব কহি সমুঝাবা॥

দোহা (১৭২)

নৃপ হরষেউ পহিচানি গুরু ভ্রম বস রহা ন চেত।
বরে তুরত সত সহস বর বিপ্র কুটুম্ব সমেত॥

চৌপাই—কপট মুনি সখাকে দেখে উৎফুল্ল হল আর সুখানুভূতি লাভ করল। সে সকল কথা সখাকে বলল। তখন রাক্ষস কালকেতু সানন্দে বলল—হে রাজন্! শোনো, যখন তুমি আমার পরিকল্পনা অনুসারে (এতদূর) করে ফেলেছ তখন জেনে রাখ যে শত্রু ফাঁদে পড়েছে। আর চিন্তা নেই ; নিদ্রাগমন করো। বিধাতা ঔষধি ছাড়াই রোগ সারিয়ে দিয়েছেন॥ ১-২॥ শত্রুকে নির্বংশ করে ও সমূলে উৎপাটন করে (আজ থেকে) চতুর্থ দিবসে আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হব। (এইভাবে) কপট মুনিকে আশ্বস্ত করে সেই মহামায়াবী ক্রোধান্ধ রাক্ষস চলে গেল॥ ৩॥ সে রাজা প্রতাপভানুকে অশ্বসহিত এক মুহূর্তে গৃহে পৌঁছে দিল। রাজাকে রানির কাছে শুইয়ে দিয়ে সে অশ্বকে আস্তাবলে বেঁধে রাখল॥ ৪॥

দোহা—তারপর সে রাজপুরোহিতকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার মতিভ্রান্তি ঘটিয়ে পাহাড়ের এক গুহায় বন্দি করে রাখল॥ ১৭১॥

চৌপাই—এরপর কালকেতু রাক্ষস নিজে পুরোহিতের রূপ ধারণ করে পুরোহিতেরই শয্যায় শায়িত রইল। ভোর হওয়ার পূর্বেই রাজা প্রতাপভানুর ঘুম ভাঙল। তিনি দেখলেন যে নিজের ঘরে পৌঁছে গিয়েছেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন॥ ১॥ মুনির মহিমা স্মরণ করে তিনি রানিকে না জানিয়ে অতি সন্তর্পণে উঠে গেলেন। অতঃপর অশ্বপৃষ্ঠে আসীন হয়েই অরণ্যে চলে গেলেন। তাঁর গতিবিধি কেউই জানতে পারল না॥ ২॥ দ্বিপ্রহর অতিক্রম করে রাজা প্রতাপভানু গৃহে ফিরে এলেন। তাঁর প্রত্যাগমনে ঘরে ঘরে উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হল। যখন রাজা রাজপুরোহিতকে দেখলেন তখন সকল বৃত্তান্ত তার মনে পড়ল। তিনি আশ্চর্য হয়ে রাজপুরোহিতের দিকে তাকিয়ে রইলেন॥ ৩॥ দিবস ত্রয় রাজা অতিশয় কষ্টে কাটালেন ; সময় তখন তাঁর কাছে যুগসম বিস্তৃত ছিল, অন্তর ছিল কপটমুনির প্রতি শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। যথাসময়ে রাজপুরোহিত রূপে রাক্ষস কালকেতুর আগমন হল। কপট মুনির গোপন পরামর্শ অনুসারে সে রাজা প্রতাপভানুকে সব বুঝিয়ে বলল॥ ৪॥

দোহা—(লক্ষণ মিলিয়ে) শ্রীগুরুদেবকে (সেইরূপে) চিনতে পেরে রাজা প্রসন্নচিত্ত হয়ে গেলেন। প্রকৃত ব্যক্তিকে চিনতে তাঁর ভুল হয়ে গেল (ব্যক্তি সেই কপট মুনি, না অন্য কোনো রাক্ষস)। তিনি পরমানন্দে তৎক্ষণাৎ এক লক্ষ উত্তম ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে বসলেন॥ ১৭২॥

চৌপাই (১—৪)

উপরোহতি জেবনার বনাঈ। ছরস চারি বিধি জসি শ্রুতি গাঈ॥
মায়াময় তেহিঁ কীন্হি রসোঈ। বিঞ্জন বহু গনি সকই ন কোঈ॥
বিবিধ মৃগন্হ কর আমিষ রাঁধা। তেহি মহুঁ বিপ্র মাঁসু খল সাঁধা॥
ভোজন কহুঁ সব বিপ্র বোলাএ। পদ পখারি সদার বৈঠাএ॥
পরুসন জবহিঁ লাগ মহিপালা। ভৈ অকাসবানী তেহি কালা॥
বিপ্রবৃন্দ উঠি উঠি গৃহ জাহূ। হৈ বড়ি হানি অন্ন জনি খাহূ॥
ভয়উ রসোঈঁ ভূসুর মাঁসূ। সব দ্বিজ উঠে মানি বিস্বাসূ॥
ভূপ বিকল মতি মোহঁ ভুলানী। ভাবী বস ন আব মুখ বানী॥

দোহা (১৭৩)

বোলে বিপ্র সকোপ তব নহিঁ কছু কীন্হ বিচার।
জাই নিসাচর হোহু নৃপ মূঢ় সহিত পরিবার॥

চৌপাই (১—৪)

ছত্রবন্ধু তৈঁ বিপ্র বোলাঈ। ঘালৈ লিএ সহিত সমুদাঈ॥
ঈশ্বর রাখা ধরম হমারা। জৈহসি তৈঁ সমেত পরিবারা॥
সম্বত মধ্য নাস তব হোউ। জলদাতা ন রহিহি কুল কোউ॥
নৃপ সুনি শ্রাপ বিকল অতি ত্রাসা। ভৈ বহোরি বর গিরা অকাসা॥
বিপ্রহু শ্রাপ বিচারি ন দীন্হা। নহি অপরাধ ভূপ কছু কীন্হা॥
চকিত বিপ্র সব সুনি নভবানী। ভূপ গয়উ জহঁ ভোজন খানী॥
তহঁ ন অসন নহিঁ বিপ্র সুআরা। ফিরেউ রাউ মন সোচ অপারা॥
সব প্রসঙ্গ মহিসুরন্হ সুনাঈ। ত্রসিত পরেউ অবনীঁ অকুলাঈ॥

দোহা (১৭৪)

ভূপতি ভাবী মিটই নহিঁ জদপি ন দূষন তোর।
কিএঁ অন্যথা হোই নহিঁ বিপ্রশ্রাপ অতি ঘোর॥

চৌপাই —পুরোহিত বেশধারী রাক্ষস বেদবর্ণিত ষড়্‌রসযুক্ত চার রকমের আহার্য প্রস্তুত করল। সে মায়াবলে এত রকম আহার্য প্রস্তুত করল যে তা গণনা করা সম্ভব ছিল না॥ ১॥ সেই দুষ্ট রাক্ষস বহু প্রকারের পশুর মাংস রন্ধন করেছিল আর তার সঙ্গে ব্রাহ্মণের মাংসও মিশ্রিত করে দিয়েছিল। ব্রাহ্মণসকল আহার্য ধারণ করবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন। তাঁদের পাদপ্রক্ষালন করে পরম সমাদরে বসানো হল॥ ২॥ এইবার রাজা প্রতাপভানু ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করতে লাগলেন। তখনই (কালকেতুকৃত) আকাশবাণী তাঁরা শ্রবণ করলেন—হে ব্রাহ্মণসকল ! অন্নধারণ করলে অমঙ্গল হবে ; তা স্পর্শ করবেন না। আহার্য অস্বীকার করে গৃহে ফিরে যান॥ ৩॥ পাকশালায় ব্রাহ্মণের মাংস রন্ধন করা হয়েছে। (আকাশবার্তা) বিশ্বাস করে ব্রাহ্মণগণ উঠে দাঁড়ালেন। রাজা প্রতাপভানু বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। মোহ তাঁর বুদ্ধিকে হরণ করে নিয়েছিল। ভবিতব্য হেতু তাঁর মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোল না॥ ৪॥

দোহা—ব্রাহ্মণগণ কিছুই বিচার-বিবেচনা না করে সক্রোধে বলে উঠলেন —ওরে মূর্খ রাজা ! তুই সপরিবারে রাক্ষস যোনিতে জন্মগ্রহণ করবি॥ ১৭৩॥

চৌপাই —ওরে অধমাধম ক্ষত্রিয় ! তুই সপরিবারে ব্রাহ্মণদের ডেকে তাঁদের ধর্মচ্যুত করতে চেয়েছিলি কিন্তু ঈশ্বর আমাদের ধর্ম রক্ষা করেছেন। তুই এইবার সপরিবারে বিনষ্ট হবি॥ ১॥ এক বৎসরের মধ্যে তুই ধ্বংস হবি ; বংশে বাতি দেওয়ার মতনও কেউ থাকবে না। অভিশাপ শ্রবণ করে রাজা প্রতাপভানু ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার শুভ দৈববাণীও শোনা গেল—হে ব্রাহ্মণগণ ! তোমাদের অভিশাপ কিন্তু বিচার-বিবেচনা প্রসূত হল না। এই ক্ষেত্রে তো রাজা প্রতাপভানুর কোনো অপরাধই হয়নি। দৈববাণী শ্রবণ করে ব্রাহ্মণগণ চমকে উঠলেন। তখন রাজা দ্রুতগতিতে পাকশালায় গেলেন॥ ২-৩॥ (রাজা প্রতাপভানু পাকশালায় গিয়ে দেখলেন—) রন্ধন করা আহার্য নেই আর সেই পাচক ব্রাহ্মণও নেই। চিন্তায় বিহ্বল রাজা ফিরে এসে সকল বৃত্তান্ত ব্রাহ্মণদের বললেন আর স্বয়ং ভীত ও ব্যাকুলচিত্ত হয়ে ভূমিতে বসে পড়লেন॥ ৪॥

দোহা— (ব্রাহ্মণগণ বললেন—) হে রাজা প্রতাপভানু ! বুঝলাম তুমি নির্দোষ তবু নিয়তিকে খণ্ডন করা যায় না। ব্রহ্মশাপ অতি ভয়ংকর তার অন্যথা হয় না॥ ১৭৪॥

চৌপাই (১—৪)

অস কহি সব মহিদেব সিধাএ। সমাচার পুরলোগন্‌হ পাএ॥
সোচহিঁ দূষন দৈবহি দেহীঁ। বিরচত হংস কাগ কিয় জেহীঁ॥
উপরোহিতহি ভবন পহুঁচাঈ। অসুর তাপসহি খবরি জনাঈ॥
তেহি খল জহঁ তহঁ পত্র পঠাএ। সজি সজি সেন ভূপ সব ধাএ॥
ঘেরেন্‌হি নগর নিসান বজাঈ। বিবিধ ভাঁতি নিত হোই লরাঈ॥
জূঝে সকল সুভট করি করনী। বন্ধু সমেত পরেউ নৃপ ধরনী॥
সত্যকেতু কুল কোউ নহি বাঁচা। বিপ্রশ্রাপ কিমি হোই অসাঁচা॥
রিপু জিতি সব নৃপ নগর বসাঈ। নিজ পুর গবনে জয় জসু পাঈ॥

দোহা (১৭৫)

ভরদ্বাজ সুনু জাহি জব হোই বিধাতা বাম।
ধূরি মেরুসম জনক জম তাহি ব্যালসম দাম॥

চৌপাই (১—৪)

কাল পাই মুনি সুনু সোই রাজা। ভয়উ নিসাচর সহিত সমাজা॥
দস সির তাহি বীস ভুজদন্ডা। রাবন নাম বীর বরিবন্ডা॥
ভূপ অনুজ অরিমর্দন নামা। ভয়উ সো কুম্ভকরন বলধামা॥
সচিব জো রহা ধরমরুচি জাসূ। ভয়উ বিমাত্র বন্ধু লঘু তাসূ॥
নাম বিভীষন জেহি জগ জানা। বিষ্‌নুভগত বিগ্যান নিধানা॥
রহে জে সুত সেবক নৃপ কেরে। ভএ নিসাচর ঘোর ঘনেরে॥
কামরূপ খল জিনস অনেকা। কুটিল ভয়ংকর বিগত বিবেকা॥
কৃপা রহিত হিংসক সব পাপী। বরনি ন জাহিঁ বিস্ব পরিতাপী॥

দোহা (১৭৬)

উপজে জদপি পুলস্ত্যকুল পাবন অমল অনূপ।
তদপি মহীসুর শ্রাপ বস ভএ সকল অঘরূপ॥

চৌপাই—এইরূপ বলে ব্রাহ্মণগণ বিদায় নিলেন। পুরবাসীগণ (যখন) এই সংবাদ শুনল তখন তারা হাহুতাশ করে বিধাতার উপরেই দোষারোপ করতে লাগল—তিনি তো হংস সৃষ্টি করতে গিয়ে কাক সৃষ্টি করলেন ! (এমন পুণ্যাত্মা রাজাকে দেবতা করা উচিত ছিল আর তাকে কিনা রাক্ষস করে দিলেন !)॥ ১॥ এদিকে পুরোহিতকে গৃহে পৌঁছে দিয়ে অসুর (কালকেতু) সকল বিবরণ কপট তাপসকে জানাল। সেই দুষ্ট তাপস সর্বত্র সংবাদ প্রেরণ করে রাজা প্রতাপভানু দ্বারা পরাজিত সকল রাজাদের একত্র করল। তারা সকলে একজোট হয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজা প্রতাপভানুর রাজ্য আক্রমণ করল॥ ২॥ তারা দুন্দুভি বাদ্য সহকারে নগর অবরোধ করল। প্রত্যহ যুদ্ধ হতে লাগল। (রাজা প্রতাপভানুর) শৌর্যবীর্যসম্পন্ন যোদ্ধাগণ যুদ্ধে বীরের মৃত্যু বরণ করল। রাজা অনুজসহিত রণভূমিতে শায়িত হলেন॥ ৩॥ সত্যকেতুর বংশে বাতি দেওয়ারও কেউ রইল না। ব্রাহ্মণদের অভিশাপ যে মিথ্যা হওয়া সম্ভব নয়। শত্রুকে পরাভূত করে ও পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজাগণ বিজয় ও যশ অর্জন করে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গেল॥ ৪॥

দোহা—(মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—) হে ভরদ্বাজ ! শোনো। বিধাতা প্রতিকূল হলে ধূলি সুমেরু পর্বতসম বিশাল, পিতা যমসম কালরূপ ও রজ্জুও সর্পসম ভয়ংকর হয়ে ওঠে॥ ১৭৫॥

চৌপাই—হে মুনি ! শোনো। যথাকালে রাজা প্রতাপভানুর সপরিবারে রাক্ষস রূপে জন্ম হল ; নাম হল রাবণ। পরম শৌর্যবীর্যসম্পন্ন রাবণের দশমুণ্ড ও বিংশ বাহু ছিল॥ ১॥ অনুজ অধমর্দন হলেন বলবান রাক্ষস কুম্ভকর্ণ। মন্ত্রী ধর্মরুচি রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হলেন, যিনি বিভীষণ নামে পরিচিত হলেন ; তিনি ছিলেন বিষ্ণুভক্ত ও জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার। রাজা প্রতাপভানুর পুত্র ও সেবক সকলের অতি ভয়ানক রাক্ষস জন্ম হল॥ ২-৩॥ তারা নানা-জাতির ইচ্ছানুরূপ রূপধারণকারী, কুটিল, ভয়ংকর, বিবেকরহিত, নির্দয়, হিংসাযুক্ত, পাপপরায়ণ। তারা সমগ্র বিশ্বকে যা দুঃখ প্রদান করেছিল তা বলবার নয়॥ ৪॥

দোহা— যদিও তারা পুলস্ত্য মুনির পবিত্র নির্মল অনুপম বংশোদ্ভূত, তবুও ব্রাহ্মণের অভিশাপে তারা মূর্তিমান পাপরূপ হয়ে দাঁড়াল॥ ১৭৬॥

চৌপাই (১—৪)

কীন্হ বিবিধ তপ তীনিহুঁ ভাঈ। পরম উগ্র নহিঁ বরনি সো জাঈ।।
গয়উ নিকট তপ দেখি বিধাতা। মাগহু বর প্রসন্ন মৈঁ তাতা।।
করি বিনতী পদ গহি দসসীসা। বোলেউ বচন সুনহু জগদীসা।।
হম কাহূ কে মরহিঁ ন মারেঁ। বানর মনুজ জাতি দুই বারেঁ।।
এবমস্তু তুম্হ বড় তপ কীন্হা। মৈঁ ব্রহ্মাঁ মিলি তেহি বর দীন্হা।।
পুনি প্রভু কুম্ভকরন পহিঁ গয়উ। তেহি বিলোকি মন বিসময় ভয়উ।।
জৌঁ এহিঁ খল নিত করব অহারূ। হোইহি সব উজারি সংসারূ।।
সারদ প্রেরি তাসু মতি ফেরী। মাগেসি নীদ মাস ষট কেরী।।

দোহা (১৭৭)

গএ বিভীষন পাস পুনি কহেউ পুত্র বর মাগু।
তেহিঁ মাগেউ ভগবন্ত পদ কমল অমল অনুরাগু।।

চৌপাই (১—৪)

তিন্হহি দেই বর ব্রহ্ম সিধাএ। হরষিত তে অপনে গৃহ আএ।।
ময় তনুজা মন্দোদরি নামা। পরম সুন্দরী নারি ললামা।।
সোই ময়ঁ দীন্হি রাবনহি আনী। হোইহি জাতুধানপতি জানী।।
হরষিত ভয়উ নারি ভলি পাঈ। পুনি দোউ বন্ধু বিআহেসি জাঈ।।
গিরি ত্রিকূট এক সিন্ধু মঝারী। বিধি নির্মিত দুর্গম অতি ভারী।।
সোই ময় দানবঁ বহুরি সঁবারা। কনক রচিত মনিভবন অপারা।।
ভোগাবতি জসি অহিকুল বাসা। অমরাবতি জসি সক্রনিবাস।।
তিন্হ তে অধিক রম্য অতি বঙ্কা। জগ বিখ্যাত নাম তেহি লঙ্কা।।

চৌপাই—ভ্রাতাত্রয় বহুরকম কঠিন তপস্যা করল যা বর্ণনা করা যায় না। তাদের উগ্র তপস্যা দেখে ভগবান শ্রীব্রহ্মা তাদের সমীপে গমন করে বললেন —হে তাত ! তোমাদের তপস্যায় আমি প্রসন্ন হয়েছি। বল, কী চাও ? ১ ॥ রাবণ সবিনয়ে তাঁর পদসংলগ্ন হয়ে বলল— হে জগদীশ্বর ! শুনুন। মানব ও বানর ছাড়া আমি যেন আর কারো হাতে নিহত না হই (আমাকে এই বর দিন)॥ ২॥ (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) আমি আর ভগবান শ্রীব্রহ্মা দুইজনে একত্রে 'তাই হবে' বললাম ; সে বাস্তবিক পক্ষে অতি কঠোর তপস্যা করেছিল। অতঃপর ভগবান শ্রীব্রহ্মা কুম্ভকর্ণের কাছে গেলেন। তাঁকে দেখেই তাঁর মনে বড় আশ্চর্য হল॥ ৩॥ (ভগবান শ্রীব্রহ্মা বললেন—) প্রতিদিন এ যা আহার করবে, তাতে সৃষ্টি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে সময় লাগবে না। (তাই তিনি) দেবী সরস্বতীর সাহায্যে কুম্ভকর্ণের বুদ্ধিবৈকল্য ঘটালেন। (তাতে) কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রাগমনের বর প্রার্থনা করল॥ ৪॥

দোহা—অতঃপর ভগবান শ্রীব্রহ্মা বিভীষণের কাছে গেলেন আর বললেন—হে পুত্র ! বর প্রার্থনা করো। বিভীষণ চাইলেন শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নির্মল (নিষ্কাম ও অনন্য) প্রেম॥ ১৭৭॥

চৌপাই—ভগবান শ্রীব্রহ্মা তাই তাকে দিলেন। (মনের মতন বর লাভ করে) ভ্রাতৃত্রয় প্রসন্নচিত্তে গৃহে ফিরে এলেন। ময়দানব তনয়া মন্দোদরী পরমাসুন্দরী ও নারীরূপে অনন্যা ছিল॥ ১॥ ময়দানব কন্যাকে রাবণের হাতে সম্প্রদান করল। ময়দানব বুঝতে পেরেছিল যে রাবণ রাক্ষসদের রাজা হবে। উত্তম নারীকে ভার্যারূপে লাভ করে রাবণ প্রসন্ন হল। অতঃপর সে ভ্রাতাদেরও বিবাহের ব্যবস্থা করল॥ ২॥ সাগরের মধ্যে ত্রিকূট পর্বতের উপর ভগবান শ্রীব্রহ্মা নির্মিত এক বিশাল দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। (মায়াবী শিল্পনিপুণ) ময়দানব তাকে নবরূপে সজ্জিত করে ফেলল। সেইখানে রত্নখচিত সুবর্ণ নির্মিত অগণিত মহল ছিল॥ ৩॥ (পাতালে) যেমন নাগদের থাকবার জন্য ভোগপুরী, (স্বর্গে) যেমন দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের থাকবার জন্য অমরাবতী, এই দুর্গ ছিল তার থেকেও বেশি সুন্দর ও দুর্গম। লঙ্কা তার জগদ্বিখ্যাত নাম॥ ৪॥

দোহা (১৭৮ ক, খ)

থাঙ্গঁ সিন্ধু গভীর অতি চারিহুঁ দিসি ফিরি আব।
কনক কোট মনি খচিত দৃঢ় বরনি ন জাই বনাব॥
হরি প্রেরিত জেহিঁ কলপ জোই জাতুধানপতি হোই।
সূর প্রতাপী অতুলবল দল সমেত বস সোই॥

চৌপাই (১—৪)

রহে তহাঁ নিসিচর ভট ভারে। তে সব সুরন্হ সমর সংঘারে॥
অব তহঁ রহহি সক্র কে প্রেরে। রচ্ছক কোটি জচ্ছপতি কেরে॥
দসমুখ কতহুঁ খবরি অসি পাঈ। সেন সাজি গঢ় ঘেরেসি জাঈ॥
দেখি বিকট ভট বড়ি কটকাঈ। জচ্ছ জীব লৈ গএ পরাঈ॥
ফিরি সব নগর দসানন দেখা। গয়উ সোচ সুখ ভয়উ বিসেষা॥
সুন্দর সহজ অগম অনুমানী। কীন্হি তহাঁ রাবন রজধানী॥
জেহি জস জোগ বাঁটি গৃঁহ দীন্হে। সুখী সকল রজনীচর কীন্হে॥
এক বার কুবের পর ধাবা। পুষ্পক জান জীতি লৈ আবা॥

দোহা (১৭৯)

কৌতুকহী কৈলাস পুনি লীন্হেসি জাই উঠাই।
মনহুঁ তৌলি নিজ বাহুবল চলা বহুত সুখ পাই॥

চৌপাই (১—৪)

সুখ সম্পতি সুত সেন সহাঈ। জয় প্রতাপ বল বুদ্ধি বড়াঈ॥
নিত নূতন সব বাঢ়ত জাঈ। জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাঈ॥
অতিবল কুম্ভকরন অস ভ্রাতা। জেহি কহুঁ নহি প্রতিভট জগ জাতা॥
করই পান সোবই ষট মাসা। জাগত হোই তিহূঁ পুর ত্রাসা॥
জৌ দিন প্রতি অহার কর সোঈ। বিস্ব বেগি সব চৌপট হোঈ॥
সমর ধীর নহি জাই বখানা। তেহি সম অমিত বীর বলবানা॥
বারিদনাদ জেঠ সুত তাসূ। ভট মহুঁ প্রথম লীক জগ জাসূ॥
জেহি ন হোই রন সনমুখ কোঈ। সুরপুর নিতহি পরাবন হোঈ॥

দোহা— *সমগ্র লঙ্কা চতুর্দিকে সুগভীর সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। লঙ্কা প্রবেশের প্রধান দ্বারটি অভেদ্য এবং সেটি সুবর্ণনির্মিত মণিমাণিক্যখচিত। এটির শিল্প নৈপুণ্য অতি উৎকৃষ্ট, বর্ণনা করে শেষ করা যায় না॥ ১৭৮ (ক)॥*

দোহা—*শ্রীভগবানের প্রেরণায় যে কল্পে যে রাক্ষসদের রাজা (রাবণ) হয় সেই বীর, প্রতাপী, অমিত বলবান সৈন্যসহিত সেই পুরীতে বাস করে॥ ১৭৮ (খ)॥*

চৌপাই—পূর্বে লঙ্কায় বিশালাকার যুদ্ধকুশল রাক্ষসদের বাস ছিল। দেবতারা সেই রাক্ষসদের যুদ্ধে বিনাশ করেছিলেন। তখন সেইখানে দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশে কুবেরের এক কোটি রক্ষক (যক্ষ) বাস করছে—এইরূপ সংবাদ পেয়ে রাবণ সৈন্য নিয়ে দুর্গ অবরোধ করল। সেই অতিশয় ভয়ংকর যোদ্ধা ও তার বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখে যক্ষগণ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচল॥ ১-২ ॥ দশানন নগরকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে বুঝল যে তার বাসস্থানের সমস্যা মিটতে চলেছে। লঙ্কার স্বাভাবিক সৌন্দর্য আর তা শত্রুদের অগম্য জেনে, সে সেইখানেই রাজধানীর গোড়াপত্তন করল॥ ৩॥ যোগ্যতা নিরূপণ করে গৃহসকল বিতরণ করে সে রাক্ষসদের তুষ্ট করল। এর মধ্যে একবার কুবেরকে আক্রমণ করে সে তার পুষ্পকরথ ছিনিয়ে আনল॥ ৪॥

দোহা— *সকৌতুকে রাবণ একবার কৈলাস পর্বত তুলে নিল ; যেন সে নিজ বাহুবল পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে সেইখান থেকে ফিরে এল॥ ১৭৯॥*

চৌপাই—আমরা সচরাসর দেখে থাকি যে লাভ হলেই লোভ বেড়ে যায়। তেমন ভাবেই রাবণের সুখ, সম্পদ, পুত্র, সৈন্যসামন্ত, সাহায্যকারী, বিজয়, প্রতাপ, বল, বুদ্ধি ও গৌরব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল॥ ১॥ রাবণের কাছে ছিল অতিশয় বলবান কুম্ভকর্ণসম ভ্রাতা, যার সমকক্ষ যোদ্ধা জগতে ছিল না। কুম্ভকর্ণ সুরা পান করে ছয় মাস কাল নিদ্রাগমন করত। নিদ্রা থেকে উঠলেই জগতে ত্রাসের সঞ্চার হত॥ ২॥ কুম্ভকর্ণ নিত্য আহার করলে জগৎ তছনছ হয়ে যেত ; তার সমরদক্ষতা বর্ণনাতীত ছিল। (লঙ্কায়) এমন অসংখ্য বলবান বীর ছিল॥ ৩॥ রাবণের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল মেঘনাদ। সে ছিল একজন জগদ্বিখ্যাত যোদ্ধা। যুদ্ধক্ষেত্রে তার সম্মুখে দাঁড়াবার সাহস কারও ছিল না। স্বর্গলোকে মেঘনাদের ভয়ে সতত ত্রাহি ত্রাহি রব উঠত॥ ৪॥

দোহা (১৮০)

কুমুখ অকম্পন কুলিসরদ ধূমকেতু অতিকায়।
এক এক জগ জীতি সক ঐসে সুভট নিকায়॥

চৌপাই (১—৪)

কামরূপ জানহিঁ সব মায়া। সপনেহুঁ জিন্হ কে ধরম ন দায়া॥
দসমুখ বৈঠ সভাঁ এক বারা। দেখি অমিত আপন পরিবারা॥
সুত সমূহ জন পরিজন নাতী। গনৈ কো পার নিসাচর জাতী॥
সেন বিলোকি সহজ অভিমানী। বোলা বচন ক্রোধ মদ সানী॥
সুনহু সকল রজনীচর জূথা। হমরে বৈরী বিবুধ বরূথা॥
তে সনমুখ নহিঁ করহি লরাঈ। দেখি সবল রিপু জাহিঁ পরাঈ॥
তেন্হ কর মরন এক বিধি হোঈ। কহউঁ বুঝাই সুনহু অব সোঈ॥
দ্বিজভোজন মখ হোম সরাধা। সব কৈ জাই করহু তুম্হ বাধা॥

দোহা (১৮১)

ছুধা ছীন বলহীন সুর সহজেহিঁ মিলিহহিঁ আই।
তব মারিহউঁ কি ছাড়িহউঁ ভলী ভাঁতি অপনাই॥

চৌপাই (১—৪)

মেঘনাদ কহুঁ পুনি হঁকরাবা। দীন্হীঁ সিখ বলু বয়রু বঢ়াবা॥
জে সুর সমর ধীর বলবানা। জিন্হ কেঁ লরিবে কর অভিমানা॥
তিনহহি জীতি রন আনেসু বাঁধী। উঠি সুত পিতু অনুসাসন কাঁধী॥
এহি বিধি সবহী অগ্যা দীন্হী। আপুনু চলেউ গদা কর লীন্হী॥
চলত দসানন ডোলতি অবনী। গর্জত গর্ভ স্রবহি সুর রবনী॥
রাবন আবত সুনেউ সকোহা। দেবন্হ তকে মেরু গিরি খোহা॥
দিগপালন্হ কে লোক সুহাএ। সূনে সকল দসানন পাএ॥
পুনি পুনি সিংঘনাদ করি ভারী। দেই দেবতন্হ গারি পচারী॥

দোহা—(তা ছাড়া রাবণের কাছে) দুর্মুখ, অকম্পন, বজ্রদন্ত, ধূমকেতু আর অতিকায়সম বীর যোদ্ধা সকলও ছিল যারা একাই সমগ্র জগৎকে পদানত করতে সক্ষম ছিল॥ ১৮০॥

চৌপাই—রাক্ষসগণ ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করতে পারত ; তারা (আসুরী) মায়ায় পারদর্শী ছিল। দয়াধর্ম বলে তাদের কিছু ছিল না, স্বপ্নেও। একবার রাবণ সভায় উপবিষ্ট নিজ রাক্ষসকূলকে দেখল। সে দেখল যে অগণিত পুত্র-পৌত্র, কুটুম্ব ও সেবকগণ উপস্থিত। (সমগ্র) রাক্ষসকূলকে গণনা করে শেষ করতে পারে ? নিজ সৈন্যবল প্রত্যক্ষ করে স্বভাবে অহংকারী রাবণ গর্বিত ও ক্রোধিত হয়ে বলল—হে রাক্ষসগণ ! শোনো। দেবতাগণ আমাদের শত্রুভাবাপন্ন। তারা সম্মুখ সমরে ভীত। বলবান শত্রু দেখলেই তারা পলায়ন করে। একটিমাত্র উপায়ে তাদের ধ্বংস করা সম্ভব ; তা আমি বুঝিয়ে বলছি। এইবার তা শ্রবণ করো। (তাদের বলবৃদ্ধিতে সহায়ক) ব্রাহ্মণভোজন, যজ্ঞ, হোম ও শ্রাদ্ধ—এই সকল কার্যে তোমরা বাধা দাও॥ ১-৪॥

দোহা—তখন ক্ষীণজীবী বলহীন দেবতারা সহজেই আমার করায়ত্ত হবে। তখন তাদের বধ করে অথবা সর্বতোভাবে আমার অধীন করে তবে ছাড়ব॥ ১৮১॥

চৌপাই— অতঃপর রাবণ মেঘনাদকে ডেকে পাঠাল। সে মেঘনাদকে দেবতাদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে তাদের বল ও (দেবতাদের) বিরোধিতাকে উসকানি দিল। পুনরায় সে বলল— হে পুত্র ! যে দেবতাকে রণকুশল, বলবান ও যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক দেখবে—॥ ১॥ তাকে যুদ্ধে পরাজিত করে বেঁধে আনবে। পুত্র মেঘনাদ পিতার আদেশ শিরোধার্য করল। এইভাবে রাবণ সকলকেই আদেশ দিয়ে নিজেও গদা নিয়ে (দেবলোকে) যাত্রা করল॥ ২॥ রাবণের পদভারে ভূমণ্ডল প্রকম্পিত হল। তার রণহুঙ্কারে দেবললনাগণের গর্ভপাত হতে লাগল। দেবতাগণ দেখলেন যে রাবণ সক্রোধে দেবলোকে আসছে ; তাঁরা পলায়ন করে সুমেরু পর্বতকন্দরে লুকিয়ে রইলেন॥ ৩॥ দিকপালদের লোকসকল জনমানবশূন্য হয়ে ছিল। তা দেখে রাবণ সিংহগর্জন করে দেবতাদের গালিগালাজ করে যুদ্ধে আহ্বান করতে লাগল॥ ৪॥

চৌপাই (৪—৭)

রন মদ মত্ত ফিরই জগ ধাবা। প্রতিভট খোজত কতহুঁ ন পাবা॥
রবি সসি পবন বরুন ধনধারী। অগিনি কাল জম সব অধিকারী॥
কিন্নর সিদ্ধ মনুজ সুর নাগা। হঠি সবহী কে পন্থহিং লাগা॥
ব্রহ্মসৃষ্টি জহঁ যগি তনুধারী। দসমুখ বসবর্তী নর নারী॥
আয়সু করহিং সকল ভয়ভীতা। নবহিং আই নিত চরন বিনীতা॥

দোহা (১৮২ ক, খ)

ভুজবল বিস্ব বস্য করি রাখেসি কোউ ন সুতন্ত্র।
মণ্ডলীক মনি রাবন রাজ করই নিজ মন্ত্র॥
দেব জচ্ছ গন্ধর্ব নর কিন্নর নাগ কুমারি।
জীতি বরীঁ নিজ বাহু বল বহু সুন্দর বর নারি॥

চৌপাই (১—৪)

ইন্দ্রজীত সন জো কছু কহেউ। সো সব জনু পহিলেহিং করি রহেউ॥
প্রথমহিং জিন্হ কহুঁ আয়সু দীন্হা। তিন্হ কর চরিত সুনহু জো কীন্হা॥
দেখত ভীমরূপ সব পাপী। নিসিচর নিকর দেব পরিতাপী॥
করহিং উপদ্রব অসুর নিকায়া। নানা রূপ ধরহিং করি মায়া॥
জেহি বিধি হোই ধর্ম নির্মূলা। সো সব করহিং বেদ প্রতিকূলা॥
জেহিং জেহিং দেস ধেনু দ্বিজ পাবহিং। নগর গাউঁ পুর আগি লগাবহিং॥
সুভ আচরন কতহুঁ নহিং হোঈ। দেব বিপ্র গুরু মান ন কোঈ॥
নহিং হরিভগতি জগ্য তপ গ্যানা। সপনেহুঁ সুনিঅ ন বেদ পুরানা॥

ছন্দ

জপ জোগ বিরাগা তপ মখ ভাগা শ্রবন সুনই দসসীসা।
আপুনু উঠি ধাবই রহৈ ন পাবই ধরি সব ঘালই খীসা॥
অস ভ্রষ্ট অচারা ভা সংসারা ধর্ম সুনিঅ নহিং কানা।
তেহি বহুবিধি ত্রাসই দেস নিকাসই জো কহ বেদ পুরানা॥

রণমদমত্ত রাবণ তার সমকক্ষ যোদ্ধার খোঁজে সমগ্র জগৎ ছুটে বেড়াতে লাগল কিন্তু তা কোথাও পেল না। সে সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, অগ্নি, কাল ও যমাদি সকল অধিকারীগণ ও কিন্নর, সিদ্ধ, মানব, দেবতা ও নাগদের উপর অত্যাচার করতে লাগল। ভগবান শ্রীব্রহ্মা-সৃষ্ট তনুধারী জীবসকল রাবণের পদানত হয়ে গেল॥ ৫-৬॥ সকলেই ভয়াভিভূত হয়ে রাবণের আদেশ পালন করতে শুরু করল। তারা প্রতিদিন রাবণের চরণে সবিনয়ে প্রণাম নিবেদন করে দিন কাটাতে লাগল॥ ৭॥

দোহা—নিজ বাহুবলে রাবণ বিশ্বচরাচরকে বশীভূত করে ফেলল ; কেউই আর স্বতন্ত্র রইল না। (এইভাবে) রাজাধিরাজ সার্বভৌম সম্রাট রূপে সে নিজের আইন-কানুন বলবৎ করে রাজত্ব করতে লাগল॥ ১৮২ (ক)॥

দোহা—দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব, মানব, কিন্নর আর নাগকন্যাদের ও অন্যান্য বহু সুন্দরী ও উত্তম নারীদের রাবণ বাহুবলের জোরে হরণ করে বিবাহ করল॥ ১৮২ (খ)॥

চৌপাই—মেঘনাদকে প্রদত্ত রাবণের আদেশ যেন পূর্বেই পালিত হয়েছিল (অর্থাৎ আদেশ পালনে এমনই ক্ষিপ্রগতি দেখা গিয়েছিল)। এবার মেঘনাদ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যসকল শ্রবণ করো॥ ১॥ রাক্ষসসকল কিম্ভূত-কিমাকার, পাপাসক্ত ও দেবতাদের পরিতাপ প্রদানকারী ছিল। সেই অসুর-সকল মায়াবলে বহুরূপ ধারণ করে উপদ্রব করে বেড়াত॥ ২॥ তাদের কার্যসকল বেদবিরোধী হত যাতে ধর্মকে নির্মূল করা যায়। নগরে, গ্রামে, গৃহে যেখানেই তারা ধেনু ও ব্রাহ্মণের খোঁজ পেত সেইখানেই অগ্নিসংযোগ করে দিত॥ ৩॥ শুভকর্মসকল (ব্রাহ্মণ ভোজন, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ আদি) তাদের ভয়ে বন্ধ হয়ে গেল। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর সম্মান রইল না। হরিভক্তি, যজ্ঞ, তপস্যা, জ্ঞান সবই অচল হয়ে গেল। বেদ ও পুরাণকথা স্বপ্নেও শুনতে পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল॥ ৪॥

ছন্দ—জপ, যোগ, বৈরাগ্য, তপস্যা ও যজ্ঞে দেবতাদের যজ্ঞভাগ দান—এই সকল কথা কানে এলেই রাবণ তা বন্ধ করবার জন্য স্বয়ং ঘটনাস্থলে ছুটে যেত আর সব কিছু তছনছ করে দিত। ধর্মাচরণ অনুমোদিত নয় এই অলিখিত আইন বলবৎ হয়ে গেল। কেউ বেদ ও পুরাণকথা বললেই তাকে অপদস্থ করে দেশছাড়া করা হত॥

সোরঠা (১৮৩)

বরনি ন জাই অনীতি ঘোর নিসাচর জো করহিঁ।
হিংসা পর অতি প্রীতি তিন্হ কে পাপহি কবনি মিতি॥

মাসপারায়ণ, ষষ্ঠ বিশ্রাম

চৌপাই (১—৪)

বাঢ়ে খল বহু চোর জুআরা। জে লম্পট পরধন পরদারা॥
মানহিঁ মাতু পিতা নহিঁ দেবা। সাধুন্হ সন করবাবহিঁ সেবা॥
জিন্হ কে যহ আচরন ভবানী। তে জানেহু নিসিচর সব প্রানী॥
অতিসয় দেখি ধর্ম কৈ গ্লানী। পরম সভীত ধরা অকুলানী॥
গিরি সরি সিন্ধু ভার নহিঁ মোহী। জস মোহি গরুঅ এক পরদ্রোহী॥
সকল ধর্ম দেখই বিপরীতা। কহি ন সকই রাবন ভয় ভীতা॥
ধেনু রূপ ধরি হৃদয়ঁ বিচারী। গঈ তহাঁ জহঁ সুর মুনি ঝারী॥
নিজ সন্তাপ সুনাএসি রোঈ। কাহূ তে কছু কাজ ন হোঈ॥

ছন্দ

সুর মুনি গন্ধর্বা মিলি করি সর্বা গে বিরঞ্চি কে লোকা।
সঁগ গোতনুধারী ভূমি বিচারী পরম বিকল ভয় সোকা॥
ব্রহ্মাঁ সব জানা মন অনুমানা মোর কছু ন বসাঈ।
জা করি তৈঁ দাসী সো অবিনাসী হমরেউ তোর সহাঈ॥

সোরঠা (১৮৪)

ধরনি ধরহি মন ধীর কহ বিরঞ্চি হরিপদ সুমিরু।
জানত জন কী পীর প্রভু ভঞ্জিহি দারুন বিপতি॥

চৌপাই (১)

বৈঠে সুর সব করহিঁ বিচারা। কহঁ পাইঅ প্রভু করিঅ পুকারা॥
পুর বৈকুণ্ঠ জান কহ কোঈ। কোউ কহ পয়নিধি বস প্রভু সোঈ॥

সোরঠা—রাক্ষসদের অত্যাচার চরমে উঠল যা বলে বোঝানো যায় না। শুধু হিংসায় যাদের প্রীতি তাদের পাপাচরণ যে মাত্রাতিরিক্ত হবে তা তো বলাই বাহুল্য॥ ১৮৩॥

চৌপাই—সর্বত্র তখন পরদ্রব্য ও পরনারীতে আসক্তি ; দুষ্ট, চোর-ছ্যাঁচোড়ের রমরমা। কেউ মাতা, পিতা, দেবতার সম্মান দেয় না ; আর সাধুসেবা করবার কথা তো প্রশ্নই ওঠে না বরং তারা সাধুদের দিয়ে সেবা করিয়ে নেয়॥ ১॥ (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে ভবানী ! এইরূপ ব্যভিচারীকে রাক্ষস আখ্যা প্রদান করাই শ্রেয়। এইভাবে ধর্মের এই বিপুল অবক্ষয় দেখে ধরণীদেবী অতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হয়ে পড়লেন॥ ২॥ (তিনি ভাবতে লাগলেন—) পরদ্রোহী অর্থাৎ অপরের অনিষ্টকারীর বোঝা আমার নিকট পাহাড়, নদী, সমুদ্র সকলের সম্মিলিত বোঝার চেয়ে বেশি কষ্টকর হয়ে উঠেছে। চতুর্দিকে ধর্মের অবক্ষয় কিন্তু রাবণের ভয়ে তিনি কিছু মুখ তুলে বলতে পারেন না॥ ৩॥ (অবশেষে) বিচার-বিবেচনা করে ধেনুরূপ ধারণ করে মাতা বসুন্ধরা সেইস্থানে গেলেন যেখানে দেবতা ও মুনিঋষিগণ লুকিয়ে ছিলেন। তিনি রোদনাকুল হয়ে সমস্ত দুঃখ তাঁদের বললেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না॥ ৪॥

ছন্দ—তখন দেবতা, মুনি ও গন্ধর্ব সমবেত হয়ে ভগবান শ্রীব্রহ্মার কাছে গমন করলেন। ভয়ে ও শোকে বিহ্বল বসুন্ধরা দেবীও ধেনুরূপ নিয়ে সঙ্গে চললেন। ভগবান শ্রীব্রহ্মা দুঃখের কথাসকল শুনলেন কিন্তু বুঝলেন যে বিহিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। (তখন তিনি বসুন্ধরা দেবীকে বললেন—) তুমি যাঁর দাসী সেই অবিনশ্বর শ্রীহরিই আমাদের উদ্ধার করতে পারেন॥

সোরঠা— (ভগবান শ্রীব্রহ্মা বললেন—) হে বসুন্ধরা ! একাগ্রচিত্তে শ্রীহরির চরণারবিন্দ স্মরণ করো। তিনি সেবকের পীড়ার কথা জানেন। তিনিই তোমাকে সুকঠিন বিপত্তি থেকে উদ্ধার করবেন॥ ১৮৪॥

চৌপাই—দেবতাদের মধ্যে বিচার-বিবেচনা হতে লাগল। প্রভুকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে যাতে তাঁর নিকটে গিয়ে রক্ষার জন্য নিবেদন করা যায়। কারো মতে তিনি বৈকুণ্ঠে আবার কারো মতে তিনি ক্ষীরসাগরে আছেন বলে

চৌপাই (২—৪)

জাকে হৃদয়ঁ ভগতি জসি প্রীতী। প্রভু তহঁ প্রগট সদা তেহিঁ রীতী॥
তেহিঁ সমাজ গিরিজা মৈঁ রহেউঁ। অবসর পাই বচন এক কহেউঁ॥
হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা। প্রেম তে প্রগট হোহিঁ মৈঁ জানা॥
দেস কাল দিসি বিদিসিহু মাহীঁ। কহহু সো কহাঁ জহাঁ প্রভু নাহীঁ॥
অগ জগময় সব রহিত বিরাগী। প্রেম তেঁ প্রভু প্রগটই জিমি আগী॥
মোর বচন সব কে মন মানা। সাধু সাধু করি ব্রহ্ম বখানা॥

দোহা (১৮৫)

সুনি বিরঞ্চি মন হরষ তন পুলকি নয়ন বহ নীর।
অস্তুতি করত জোরি কর সাবধান মতিধীর॥

ছন্দ (১)

জয় জয় সুরনায়ক জন সুখদায়ক প্রনতপাল ভগবন্তা।
গো দ্বিজ হিতকারী জয় অসুরারী সিন্ধুসুতা প্রিয় কন্তা॥
পালন সুর ধরনী অদ্ভুত করনী মরম ন জানই কোঈ।
জো সহজ কৃপালা দীনদয়ালা করউ অনুগ্রহ সোঈ॥

ছন্দ (২)

জয় জয় অবিনাসী সব ঘট বাসী ব্যাপক পরমানন্দা।
অবিগত গোতীতং চরিত পুনীতং মায়ারহিত মুকুন্দা॥
জেহি লাগি বিরাগী অতি অনুরাগী বিগত মোহ মুনিবৃন্দা।
নিসি বাসর ধ্যাবহিঁ গুন গন গাবহিঁ জয়তি সচ্চিদানন্দা॥

ছন্দ (৩)

জেহিঁ সৃষ্টি উপাঈ ত্রিবিধ বনাঈ সঙ্গ সহায় ন দূজা।
সো করউ অঘারী চিন্ত হমারী জানিঅ ভগতি ন পূজা॥
জো ভব ভয় ভঞ্জন মুনি মন রঞ্জন গঞ্জন বিপতি বরূথা।
মন বচ ক্রম বানী ছাড়ি সয়ানী সরন সকল সুরজূথা॥

জানানো হল॥ ১॥ প্রভুর প্রতি যাঁর হৃদয়ে যেমন ভক্তি ও প্রেম থাকে তাঁর নিকট তেমন রূপেই প্রভু আত্মপ্রকাশ করেন। সেই সময়ে হে পার্বতী ! আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি তাদের মনে করিয়ে দিলাম যে শ্রীভগবান সর্বত্র সমরূপে পরিব্যাপ্ত। তাঁর আবির্ভাব প্রেমপ্রীতির উপর নির্ভরশীল। এমন দেশ, কাল, দিগ্‌দিগন্ত কোথায়, যেখানে শ্রীপ্রভু নেই ? ২-৩॥ তিনি বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত ; জগন্ময় হয়েও নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত। অগ্নি যেমন অরণি মন্থনাদির দ্বারা প্রকট হয় তেমনই শ্রীপ্রভুও প্রেমসাধন দ্বারা আবির্ভূত হন। আমার কথা সকলের মনঃপূত হল। ভগবান শ্রীব্রহ্মা সাধুবাদ দিয়ে তা সমর্থন করলেন॥ ৪॥

দোহা— আমার কথায় প্রজাপতি ব্রহ্মা আনন্দবিহ্বল হয়ে উঠলেন। অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি লাভ করে তাঁর নয়ন অশ্রুসজল হয়ে উঠল। সুধীর ভগবান শ্রীব্রহ্মা পরম অনুরাগে করজোড়ে শ্রীপ্রভুর স্তবস্তুতি করতে লাগলেন॥ ১৮৫॥

ছন্দ— হে দেবাদিদেব সুখদায়ক শরণাগতবৎসল শ্রীভগবান ! আপনার জয় হোক ! জয় হোক ! হে গোব্রাহ্মণবৎসল, অসুরমর্দন শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ! আপনার জয় হোক। হে সুর ও বসুন্ধরা পালনকর্তা ! অনুপম অনবদ্য আপনার লীলা যার মর্ম জানা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এমন সহজ কৃপালু দীনশরণ শ্রীপ্রভু ! আপনি আমাদের উপর কৃপা করুন॥ ১॥

ছন্দ—হে অবিনাশী, সর্বব্যাপী (সর্বান্তর্যামী), পরম আনন্দময়, অবিগত, ইন্দ্রিয়াতীত, পূতচরিত্র, মায়াতীত মুকুন্দ (মোক্ষদাতা) ! আপনার জয় হোক ! জয় হোক ! যাঁর জন্য সর্বত্যাগী ও বিগত মোহ (জ্ঞানী) মুনিবৃন্দও অতিশয় অনুরাগযুক্ত হয়ে দিবারাত্র ধ্যান ও লীলাসংকীর্তন করেন, সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের জয় হোক॥ ২॥

ছন্দ—যিনি কারো সাহায্য ছাড়াই একা (অথবা নিজেকে ত্রিগুণরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর করে অথবা উপাদান কারণ ছাড়াই অর্থাৎ স্বয়ংই সৃষ্টির অভিন্ন নিমিত্ত উপাদান কারণ হয়ে) তিন রকমের সৃষ্টি করেছেন, সেই পাপ বিনাশন শ্রীভগবান আমাদের চিন্তাহরণ করুন। আমরা ভক্তি জানি না, পূজাও জানি না। যিনি জন্মমৃত্যুসম ভবভয়ভঞ্জন, মুনিমনঃরঞ্জন ও বিপদনাশক—আমরা (দেবতাগণ) ছলচাতুরীরহিত হয়ে কায়মনোবাক্যে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হলাম॥ ৩॥

ছন্দ (৪)

সারদ শ্রুতি সেষা রিষয় অসেষা জা কহুঁ কোউ নহিঁ জানা।
জেহি দীন পিআরে বেদ পুকারে দ্রবউ সো শ্রীভগবানা॥
ভব বারিধি মন্দর সব বিধি সুন্দর গুনমন্দির সুখপুঞ্জা।
মুনি সিদ্ধ সকল সুর পরম ভয়াতুর নমত নাথ পদ কঞ্জা॥

দোহা (১৮৬)

জানি সভয় সুর ভূমি সুনি বচন সমেত সনেহ।
গগনগিরা গম্ভীর ভই হরনি সোক সন্দেহ॥

চৌপাই (১—৪)

জনি ডরপহু মুনি সিদ্ধ সুরেসা। তুম্হহি লাগি ধরিহউঁ নর বেসা॥
অংসন্হ সহিত মনুজ অবতারা। লেহউঁ দিনকর বংস উদারা॥
কস্যপ অদিতি মহাতপ কীন্হা। তিন্হ কহুঁ মৈঁ পূরব বর দীন্হা॥
তে দসরথ কৌসল্যা রূপা। কৌসলপুরীঁ প্রগট নর ভূপা॥
তিন্হ কেঁ গৃহ অবতরিহউঁ জাঈ। রঘুকুল তিলক সো চারিউ ভাঈ॥
নারদ বচন সত্য সব করিহউঁ। পরম সক্তি সমেত অবতরিহউঁ॥
হরিহউঁ সকল ভূমি গরুআঈ। নির্ভয় হোহু দেব সমুদাঈ॥
গগন ব্রহ্মবানী সুনি কানা। তুরত ফিরে সুর হৃদয় জুড়ানা॥
তব ব্রহ্মাঁ ধরনিহি সমুঝাবা। অভয় ভঈ ভরোস জিয়ঁ আবা॥

দোহা (১৮৭)

নিজ লোকহি বিরঞ্চি গে দেবন্হ ইহই সিখাই।
বানর তনু ধরি ধরি মহি হরি পদ সেবহু জাই॥

চৌপাই (১)

গএ দেব সব নিজ নিজ ধামা। ভূমি সহিত মন কহুঁ বিশ্রামা॥
জো কছু আয়সু ব্রহ্মাঁ দীন্হা। হরষে দেব বিলম্ব ন কীন্হা॥

ছন্দ—যাঁকে পূর্ণরূপে জানতে দেবী সরস্বতী, বেদ, শেষনাগ ও মুনিঋষিদের পক্ষেও সম্ভব হয়ে ওঠেনি আর যাঁকে বেদ দীনশরণ আখ্যা দিয়ে থাকেন, সেই শ্রীভগবান আমাদের উপর কৃপা করুন। আপনি ভবসাগর (মন্থনের) মন্দারপর্বত, অলোকসুন্দর, গুণসম্পন্ন ও সুখপুঞ্জস্বরূপ। হে নাথ! সিদ্ধ, মুনি ও দেবতাসকল ভয়ে অতিশয় ব্যাকুল হয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছেন॥ ৪॥

দোহা—দেবতা ও বসুন্ধরাকে ভয়ার্ত জেনে তাঁদের স্তবস্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে শোক ও সন্দেহ নিরসনকারী দৈববাণী ঘোষিত হল যা অনুপম গাম্ভীর্যযুক্ত ছিল॥ ১৮৬॥

চৌপাই—(দৈববাণীতে শোনা গেল—) হে মুনি, সিদ্ধ, সুরসকল! ভয় পেয়ো না। তোমাদের জন্য আমি নরতনু ধারণ করব আর উদার (পবিত্র) সূর্যবংশে কলাসহিত অবতরণ করব॥ ১॥ পূর্বে কশ্যপ ও অদিতি যখন কঠিন তপস্যা করেছিলেন তখন আমি তাঁদের বরদান করেছিলাম। তাঁরাই নরপতি দশরথ ও কৌশল্যা রূপে অযোধ্যাপুরীতে আবির্ভূত হয়েছেন॥ ২॥ দেবর্ষি নারদের কথা সত্য প্রমাণ করবার জন্য চার ভ্রাতা রূপে তাঁরই গৃহে রঘুকুল আলোকিত করে আমি অবতরণ করব। পরাসক্তি সহ আমার আগমন হবে॥ ৩॥ ভূভার হরণ নিমিত্ত আমার অবতরণ। অতএব হে দেবতাগণ! ভয় পেয়ো না। আকাশবার্তা স্বকর্ণে শ্রবণ করে দেবতাগণ তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলেন। তাদের চিত্তে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল॥ ৪॥ এইবার ভগবান শ্রীব্রহ্মা কর্তৃক বসুন্ধরা দেবীকে আশ্বাসন দেওয়া হল। অবলম্বন লাভ করে যেন বসুন্ধরা দেবী নির্ভয় হয়ে গেলেন॥ ৫॥

দোহা—ভগবান শ্রীব্রহ্মা দেবতাদের উপদেশ দান করে বললেন—তোমরা সকলে বানররূপ ধারণ করে মর্ত্যলোকে গমন করে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সেবায় নিত্যযুক্ত হয়ে যাও। অতঃপর তিনি স্বলোকে গমন করলেন॥ ১৮৭॥

চৌপাই—দেবতাগণ স্বলোকে ফিরে গেলেন। সকলেই তখন প্রসন্নচিত্ত। শ্রীভগবানের আদেশও তাঁদের মনঃপূত হয়েছিল; তাঁরা তৎক্ষণাৎ তা পালন করতে তৎপর হলেন॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

বনচর দেহ ধরী ছিতি মাহীঁ। অতুলিত বল প্রতাপ তিন্হ পাহীঁ॥
গিরি তরু নখ আয়ুধ সব বীরা। হরি মারগ চিতবহিঁ মতিধীরা॥

গিরি কানন জহঁ তহঁ ভরি পূরী। রহে নিজ নিজ অনীক রচি রূরী॥
যহ সব রুচির চরিত মৈঁ ভাষা। অব সো সুনহু জো বীচহিঁ রাখা॥

অবধপুরী রঘুকুলমনি রাউ। বেদ বিদিত তেহি দসরথ নাউঁ॥
ধরম ধুরন্ধর গুননিধি গ্যানী। হৃদয়ঁ ভগতি মতি সারঁগপানী॥

দোহা (১৮৮)

কৌসল্যাদি নারি প্রিয় সব আচরন পুনীত।
পতি অনুকূল প্রেম দৃঢ় হরি পদ কমল বিনীত॥

চৌপাই (১—৪)

এক বার ভূপতি মন মাহীঁ। ভৈ গলানি মোরেঁ সুত নাহীঁ॥
গুর গৃহ গয়উ তুরত মহিপালা। চরন লাগি করি বিনয় বিসালা॥

নিজ দুখ সুখ সব গুরহি সুনায়উ। কহি বসিষ্ঠ বহুবিধি সমুঝায়উ॥
ধরহু ধীর হোইহহিঁ সুত চারী। ত্রিভুবন বিদিত ভগত ভয় হারী॥

সৃঙ্গী রিষিহি বসিষ্ঠ বোলাবা। পুত্রকাম সুভ জগ্য করাবা॥
ভগতি সহিত মুনি আহুতি দীন্হেঁ। প্রগটে অগিনি চরূ কর লীন্হেঁ॥

জো বসিষ্ঠ কছু হৃদয়ঁ বিচারা। সকল কাজু ভা সিদ্ধ তুম্হারা।
যহ হবি বাঁটি দেহু নৃপ জাঈ। জথা জোগ জেহি ভাগ বনাঈ॥

দোহা (১৮৯)

তব অদৃস্য ভএ পাবক সকল সভহি সমুঝাই।
পরমানন্দ মগন নৃপ হরষ ন হৃদয়ঁ সমাই॥

পৃথিবীতে বানরতনু ধারণ করে তাঁদের আগমন হল। সকলেই মহাবীর ও অমিতবিক্রম হয়ে অতুলনীয় বল ও প্রতাপের অধিকারী হলেন। বীরসকলের অস্ত্র হল পর্বত, বৃক্ষ ও নখ। সেইসকল স্থির-ধীসম্পন্ন (বানররূপী দেবগণ) শ্রীভগবানের আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন॥ ২॥ পর্বত অরণ্য সর্বত্র সুন্দর বানর সৈন্যবাহিনীতে ছেয়ে গেল। বানর সৈন্যকে প্রস্তুত রেখে আমরা প্রসঙ্গান্তরে গমন করলাম॥ ৩॥ অযোধ্যায় তখন রঘুকুল শিরোমণি শ্রীদশরথ স্বমহিমায় বিরাজমান ছিলেন। রাজা শ্রীদশরথের গুণগান বেদেও পাওয়া যায়। রাজা ছিলেন পরম ধার্মিক, সর্বগুণাকর ও জ্ঞানসম্পন্ন। তাঁর চিত্তে ছিল শার্ঙ্গধনুর্ধারী শ্রীভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তি। তাঁই তিনি স্বাভাবিকভাবেই শ্রীভগবানে নিত্যযুক্ত থাকতেন॥ ৪॥

দোহা—*মহারাজ শ্রীদশরথের কৌশল্যাদি প্রিয় রানিসকল পবিত্র আচরণযুক্ত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সুবিনীত ও পতিদেবতার অনুকূল। তাঁদেরও শ্রীহরি চরণে অনন্য প্রীতি ছিল॥ ১৮৮॥*

চৌপাই—একবার পুত্র না থাকার দুঃখ মহারাজ শ্রীদশরথের চিত্তে প্রবলরূপ ধারণ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ গুরু বশিষ্ঠদেব সকাশে গমন করে তাঁকে সবিনয়ে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর সুখ-দুঃখের কথা বললেন। গুরু বশিষ্ঠদেব তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন—ধৈর্যধারণ করো। অনতিবিলম্বে ত্রিলোকে প্রসিদ্ধ, ভক্তকে অভয় প্রদানকারী চার পুত্রের জনক হবে॥ ১-২॥ গুরু বশিষ্ঠদেব শৃঙ্গী মুনিকে ডেকে পাঠালেন আর তাঁকে দিয়ে পুত্রকামনায় শুভ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করালেন। মুনিবর ভক্তিসহকারে আহুতি প্রদান করাতে অগ্নিদেবতা হস্তে চরু (পায়সান্ন) নিয়ে আবির্ভূত হলেন॥ ৩॥ (আর দশরথকে বললেন—) বশিষ্ঠদেবের ইচ্ছানুসারে তোমার সকল কার্য সিদ্ধ হল। হে রাজন্! (এখন) তুমি এই চরু (পায়সান্ন) যে ভাবে ভালো মনে কর ভাগ করে দাও॥ ৪॥

দোহা—*অতঃপর অগ্নিদেবতা সভাস্থ সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে অন্তর্ধান হলেন। রাজা পরমানন্দে মগ্ন হলেন ; আনন্দ যেন তাঁর চিত্তে ধরছিল না॥ ১৮৯॥*

চৌপাই (১—৪)

তবহিঁ রায়ঁ প্রিয় নারি বোলাঈঁ। কৌসল্যাদি তহাঁ চলি আঈ॥
অর্ধ ভাগ কৌসল্যাহি দীন্হা। উভয় ভাগ আধে কর কীন্হা॥

কৈকেঈ কহঁ নৃপ সো দয়উ। রহ্যো সো উভয় ভাগ পুনি ভয়উ॥
কৌসল্যা কৈকেঈ হাথ ধরি। দীন্হ সুমিত্রহি মন প্রসন্ন করি॥

এহি বিধি গর্ভসহিত সব নারী। ভঈঁ হৃদয়ঁ হরষিত সুখ ভারী॥
জা দিন তে হরি গর্ভহিঁ আএ। সকল লোক সুখ সম্পতি ছাএ॥

মন্দির মহঁ সব রাজহিঁ রানী। সোভা সীল তেজ কী খানী॥
সুখ জুত কছুক কাল চলি গয়উ। জেহি প্রভু প্রগট সো অবসর ভয়উ॥

দোহা (১৯০)

জোগ লগন গ্রহ বার তিথি সকল ভএ অনুকূল।
চর অরু অচর হর্ষজুত রাম জনম সুখমূল॥

চৌপাই (১—৪)

নৌমী তিথি মধু মাস পুনীতা। সুকল পচ্ছ অভিজিত হরিপ্রীতা॥
মধ্যদিবস অতি সীত ন ঘামা। পাবন কাল লোক বিশ্রামা॥

সীতল মন্দ সুরভি বহ বাউ। হরষিত সুর সন্তন মন চাউ॥
বন কুসুমিত গিরিগন মনিআরা। স্রবহি সকল সরিাঽমৃতধারা॥

সো অবসর বিরঞ্চি জব জানা। চলে সকল সুর সাজি বিমানা॥
গগন বিমল সঙ্কুল সুর জূথা। গাবহিঁ গুন গন্ধর্ব বরূথা॥

বরষহিঁ সুমন সুঅঞ্জুলি সাজী। গহগহি গগন দুন্দুভী বাজী॥
অস্তুতি করহিঁ নাগ মুনি দেবা। বহুবিধি লাবহিঁ নিজ নিজ সেবা॥

চৌপাই—তখন মহারাজ দশরথ তাঁর প্রিয় পত্নীদের আহ্বান করলেন। কৌশল্যাদি রানিগণ তথায় উপস্থিত হলেন। পায়সান্নের অর্ধেক ভাগ তিনি রানি কৌশল্যাকে দিয়ে (অবশিষ্ট) অর্ধেকের দুই ভাগ করলেন॥ ১॥ (তার এক ভাগ) তিনি রানি কৈকেয়ীকে দিলেন। অবশিষ্ট যা রইল তাকে দুই ভাগে ভাগ করে রাজা তা কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর হাতে রেখে (অর্থাৎ তাঁদের অনুমতি নিয়ে) অর্থাৎ তাঁদের প্রসন্ন করে রানি সুমিত্রাকে প্রদান করলেন॥ ২॥ এইভাবে রানিসকল গর্ভ ধারণ করলেন। তাঁরা সুখানুভূতি লাভ করে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন। শ্রীহরির (লীলা বিলাসে) গর্ভে আসার দিন থেকে ত্রিলোকে সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হতে লাগল॥ ৩॥ রাজপ্রাসাদে তখন রানিগণ সৌন্দর্য, সদাচার ও জ্যোতি সম্পন্ন হয়ে বিরাজ করছিলেন। এইভাবে সুখে সময় কাটতে লাগল আর শ্রীপ্রভুর আবির্ভাবের মহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত হল॥ ৪॥

দোহা—যোগ, লগ্ন, গ্রহ, বার ও তিথি সকলই অনুকূল হয়ে গেল। স্থাবর জঙ্গম—সর্বত্র আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল (কারণ) শ্রীরামচন্দ্রের জন্মগ্রহণই (অর্থাৎ আবির্ভাবই) সর্বসুখের মূল কারণ॥ ১৯০॥

চৌপাই—পবিত্র চৈত্র মাস, নবমী তিথি। শুক্লপক্ষ ও শ্রীভগবানের অতি প্রিয় অভিজিৎ মুহূর্ত উপস্থিত হল, দ্বিপ্রহর কাল। শীততাপে পরিমিত সুখানুভূতি। সেই পবিত্রকাল সর্বলোকের জন্য শান্তিপ্রদায়ক ছিল॥ ১॥ শীতল, মৃদুমন্দ, সুগন্ধিত বায়ুপ্রবাহ আকাশ-বাতাস মনোরম করে রেখেছিল। দেবগণ প্রসন্নচিত্ত ছিলেন আর সাধুসন্তদের মনে ছিল (দুর্দমনীয়) উচ্ছ্বাস। অরণ্য, উদ্যানসকল পুষ্পসম্ভারে সুসজ্জিত হয়ে উঠেছিল। পর্বতমালাসকল মণিমাণিক্যসম দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছিল। সকল নদনদীতে অমৃতের ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল॥ ২॥ শ্রীভগবানের আবির্ভাবকাল উপস্থিত জেনে প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা দেবতাসকলকে নিয়ে সুসজ্জিত বিমানে আরোহণ করে যাত্রা করলেন। গগনমণ্ডল দেবগণে পরিবৃত হয়ে গেল। গন্ধর্বগণকে হরিগানে মত্ত হতে দেখা গেল॥ ৩॥ তাঁরা শ্রীপ্রভুর উদ্দেশে সুন্দর করে পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করতে থাকলেন। শ্রীভগবানকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রচণ্ড রবে দুন্দুভি বাদন শুরু হয়ে গেল। নাগ, মুনি ও দেবতা সকলেই স্তবস্তুতি করতে থাকলেন আর বহুভাবে তাঁদের প্রীতি, সেবা, উপহার প্রদান করতে লাগলেন॥ ৪॥

দোহা (১৯১)

সুর সমূহ বিনতী করি পহুঁচে নিজ নিজ ধাম।
জগনিবাস প্রভু প্রগটে অখিল লোক বিশ্রাম।।

ছন্দ (১)

ভএ প্রগট কৃপালা দীনদয়ালা কৌসল্যা হিতকারী।
হরষিত মহতারী মুনি মন হারী অদ্ভুত রূপ বিচারী।।
লোচন অভিরামা তনু ঘনস্যামা নিজ আয়ুধ ভুজ চারী।
ভূষন বনমালা নয়ন বিসাল সোভাসিন্ধু খরারী।।

ছন্দ (২)

কহ দুই কর জোরী অস্তুতি তোরী কেহি বিধি করৌঁ অনন্তা।
মায়া গুন গ্যানাতীত অমানা বেদ পুরান ভনন্তা।।
করুনা সুখ সাগর সব গুন আগর জেহি গাবহিঁ শ্রুতি সন্তা।
সো মম হিত লাগী জন অনুরাগী ভয়উ প্রগট শ্রীকন্তা।।

ছন্দ (৩)

ব্রহ্মাণ্ড নিকায়া নির্মিত মায়া রোম রোম প্রতি বেদ কহৈ।
মম উর সো বাসী যহ উপহাসী সুনত ধীর মতি থির ন রহৈ।।
উপজা জব গ্যানা প্রভু মুসুকানা চরিত বহুত বিধি কীন্হ চহৈ।
কহি কথা সুহাঈ মাতু বুঝাঈ জেহি প্রকার সুত প্রেম লহৈ।।

ছন্দ (৪)

মাতা পুনি বোলী সো মতি ডোলী তজহু তাত যহ রূপা।
কীজৈ সিসুলীলা অতি প্রিয়সীলা যহ সুখ পরম অনূপা।।
সুনি বচন সুজানা রোদন ঠানা হোই বালক সুরভূপা।
যহ চরিত জে গাবহিঁ হরিপদ পাবহিঁ তে ন পরহিঁ ভবকূপা।।

দোহা—দেবতাগণ প্রণাম নিবেদন করে স্তবস্তুতি করলেন আর স্বধামে প্রত্যাগমন করলেন। অখিলাত্মা, সর্বশান্তিদাতা, জগন্নিবাসের শুভ আবির্ভাব হল॥ ১৯১॥

ছন্দ—দীনবন্ধু, পরমকরুণাকর, কল্যাণমূর্তি ভগবান কৌশল্যেয় ধরাধামে অবতরণ করলেন। মুনিমন হরণকারী শ্রীপ্রভুর জ্যোতির্ময় বিগ্রহ সম্মুখে উপস্থিত দেখে মাতা কৌশল্যা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন। নয়নাভিরাম ঘনশ্যাম নবনীরদকান্তি চতুর্ভুজ ; হস্তে তাঁর দিব্য আয়ুধ। তাঁর অঙ্গ দিব্য আভরণের দ্যুতিতে সুশোভিত। কণ্ঠে ছিল সুচারু বনমালা। তিনি দীর্ঘায়তলোচন অতিশয় সুন্দর। খরবিনাশন সৌন্দর্যসিন্ধু শ্রীভগবানের শোভা বর্ণনাতীত॥ ১॥

ছন্দ—(জন্মলগ্নে পুত্রকে শ্রীহরিরূপে প্রত্যক্ষ করে) মাতা কৌশল্যা করজোড়ে তাঁর স্তবস্তুতি করতে লাগলেন—হে অনন্তবীর্য ! আপনার স্তুতি করবার ভাষা আমার জানা নেই। বেদ পুরাণ মতে আপনি অক্ষর ব্রহ্ম স্বয়ং ; আপনি মায়াতীত, গুণাতীত ও জ্ঞানাতীত। শ্রুতিসকল ও সন্তদের মতে আপনি দয়ার সাগর, সুখের সাগর ও সর্বগুণসম্পন্ন আর সেইভাবেই আপনার মহিমা সংকীর্তন হয়ে থাকে। (আমি কত ভাগ্যবতী যে) সেই ভক্তবৎসল লক্ষ্মীকান্ত স্বয়ং আমার কল্যাণ নিমিত্ত সাকাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন॥ ২॥

ছন্দ—বেদ অনুসারে আপনার প্রতি রোমকূপে মায়া বিরচিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠান। আপনার আমার গর্ভে অবস্থান করবার মতন হাস্যকর বৃত্তান্ত সুধীজনের বুদ্ধিকেও বিচলিত করবে। মাতা খানিকটা ধাতস্থ হয়েছেন দেখে শ্রীভগবান নিশ্চিন্ত হয়ে হাসলেন কারণ এই অবতারে যে তাঁকে বহুলীলা সম্পাদন করতে হবে। মাতাকে আরো সন্তুষ্ট করবার জন্য তিনি (পূর্বজন্মের) অনুপম লীলার বর্ণনা দিলেন এবং বাৎসল্য প্রীতির জাগরণ করলেন (অর্থাৎ মাতার তাঁর প্রতি পুত্রভাব উৎপন্ন করলেন)॥ ৩॥

ছন্দ—মাতার দৃষ্টিপথে পরিবর্তন এল। তখন তিনি বললেন—হে তাত ! এই রূপ পরিহার করে অতি প্রিয় বাল্যলীলাভিনয় করুন, (আমার) তাতেই পরম সুখ নিহিত। মাতার সুললিত উক্তি শ্রবণ করে সুরপতি শ্রীভগবান শিশু (রূপ) ধারণ করে রোদন করতে লাগলেন। (তুলসীদাস বলেন—) এই অনুপম সুন্দর লীলা সংকীর্তনকারী হরিপদ লাভ করেন আর ভবকূপে পতিত হয়ে দুঃখ ভোগ করতে হয় না॥ ৪॥

দোহা (১৯২)

বিপ্র ধেনু সুর সন্ত হিত লীন্হ মনুজ অবতার।
নিজ ইচ্ছা নির্মিত তনু মায়া গুন গো পার॥

চৌপাই (১—৪)

সুনি সিসু রুদন পরম প্রিয় বানী। সম্ভ্রম চলি আঈঁ সব রানী॥
হরষিত জহঁ তহঁ ধাঈঁ দাসী। আনঁদ মগন সকল পুরবাসী॥

দসরথ পুত্রজন্ম সুনি কানা। মানহুঁ ব্রহ্মানন্দ সমানা॥
পরম প্রেম মন পুলক সরীরা। চাহত উঠন করত মতি ধীরা॥

জাকর নাম সুনত সুভ হোঈ। মোরেঁ গৃহ আবা প্রভু সোঈ।
পরমানন্দ পূরি মন রাজা। কহা বোলাই বজাবহু বাজা॥

গুর বসিষ্ঠ কহঁ গয়উ হঁকারা। আএ দ্বিজন সহিত নৃপদ্বারা॥
অনুপম বালক দেখেন্হি জাঈ। রূপ রাসি গুন কহি ন সিরাঈ॥

দোহা (১৯৩)

নন্দীমুখ সরাধ করি জাতকরম সব কীন্হ।
হাটক ধেনু বসন মনি নৃপ বিপ্রন্হ কহঁ দীন্হ॥

চৌপাই (১—৩)

ধ্বজ পতাক তোরন পুর ছাবা। কহি ন জাই জেহি ভাঁতি বনাবা॥
সুমনবৃষ্টি অকাস তেঁ হোঈ। ব্রহ্মানন্দ মগন সব লোঈ॥

বৃন্দ বৃন্দ মিলি চলীঁ লোগাঈঁ। সহজ সিঙ্গার কিএঁ উঠি ধাঈঁ॥
কনক কলস মঙ্গল ভরি থারা। গাবত পৈঠহিঁ ভূপ দুআরা॥

করি আরতি নেবছাবরি করহীঁ। বার বার সিসু চরনন্হি পরহীঁ॥
মাগধ সূত বন্দিগন গায়ক। পাবন গুন গাবহিঁ রঘুনায়ক॥

দোহা — *শ্রীভগবানের নরদেহ ধারণ বিপ্র, ধেনু, দেবগণ ও সাধুসন্ত কল্যাণে নিহিত ছিল। অজ্ঞানরূপ মায়ার মলিনতা, ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজ, তম) ও (অন্তর ও বাহ্য) ইন্দ্রিয় তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর দিব্য তনু নিজ ইচ্ছায় নির্মিত, তা কোনো কর্মবন্ধনের বশীভূত হয়ে ত্রিগুণাত্মক পাঞ্চভৌতিক দেহ নয়)॥ ১৯২ ॥*

চৌপাই — (মহারাজ দশরথের রাজপ্রাসাদে) পরম আকাঙ্ক্ষিত অতি মধুর শিশুর রোদন শব্দ শ্রবণ করে রানিসকল বিহ্বলচিত্তে ছুটে এলেন। দাসীদের চতুর্দিকে ছোটাছুটি করতে দেখা গেল। অযোধ্যার পুরবাসীসকল এই সংবাদে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল॥ ১॥ পুত্রজন্ম সংবাদ রাজা শ্রীদশরথকে যেন ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি প্রদান করল। তাঁর মনে তখন প্রেমপ্রীতির দুরন্ত উচ্ছ্বাস। অঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। আনন্দ আতিশয্যের মধ্যেই রাজা যেন শিথিল অঙ্গকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইলেন॥ ২॥ যাঁর নাম শুনলেই কল্যাণ হয় সেই শ্রীপ্রভুর আমার গৃহে আগমন হয়েছে। (নিজের সৌভাগ্যের কথা মনে করে) রাজা আনন্দময় হয়ে গেলেন। বাদ্যকরদের তিনি বাদ্যবৃন্দ বাজাবার নির্দেশ দিলেন॥ ৩॥ তিনি গুরু বশিষ্ঠদেবকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করলেন। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে গুরুদেব এসে সেই অনুপম রূপলাবণ্যযুক্ত শিশুকে দেখলেন। শিশু বর্ণনাতীত গুণসম্পন্ন ছিল॥ ৪॥

দোহা—*রাজা অতঃপর নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করে জাতকর্ম-সংস্কারসকল করলেন আর ব্রাহ্মণদের সুবর্ণ, ধেনু, বস্ত্র ও মণিমাণিক্য দান দিলেন॥ ১৯৩॥*

চৌপাই—নগর ধ্বজ, পতাকা, তোরণে ছেয়ে গেল। সেই অনুপম নগরসজ্জা বর্ণনা করে বোঝানো কঠিন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল ; সকলেই ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে গেল॥ ১॥ দলে দলে রমণীকুলকে আসতে দেখা গেল। আনন্দ আতিশয্যে রমণীগণ সহজ শৃঙ্গাররত অবস্থাতেই ছুটে এল। তারা সুবর্ণ নির্মিত কলস ও মাঙ্গলিক দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত থালা নিয়ে সুমধুর গীত পরিবেশন করতে করতে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করল॥ ২॥ শিশুকে আরতি করে রমণীগণ নিজেদের সেই শিশুর চরণে সমর্পণ করে দিল। সূত, বন্দী আদি স্তুতিগায়কগণ শ্রীপ্রভুর গুণসংকীর্তনে যুক্ত হল॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

সর্বস দান দীন্‌হ সব কাহূ। জেহিঁ পাবা রাখা নহিঁ তাহূ॥
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুম কীচা। মচী সকল বীথিন্‌হ বিচ বীচা॥

দোহা (১৯৪)

গৃহ গৃহ বাজ বধাব সুভ প্রগটে সুষমা কন্দ।
হরষবন্ত সব জহঁ তহঁ নগর নারি নর বৃন্দ॥

চৌপাই (১—৪)

কৈকয়সুতা সুমিত্রা দোউ। সুন্দর সুত জনমত ভৈঁ ওঊ॥
বহ সুখ সম্পতি সময় সমাজা। কহি ন সকই সারদ অহিরাজা॥
অবধপুরী সোহই এহি ভাঁতী। প্রভুহি মিলন আঈ জনু রাতী॥
দেখি ভানু জনু মন সকুচানী। তদপি বনী সন্ধ্যা অনুমানী॥
অগর ধূপ বহু জনু অঁধিআরী। উড়ই অবীর মনহুঁ অরুনারী॥
মন্দির মনি সমূহ জনু তারা। নৃপ গৃহ কলস সো ইন্দু উদারা॥
ভবন বেদধুনি অতি মৃদু বানী। জনু খগ মুখর সময়ঁ জনু সানী॥
কৌতুক দেখি পতঙ্গ ভুলানা। এক মাস তেইঁ জাত ন জানা॥

দোহা (১৯৫)

মাস দিবস কর দিবস ভা মরম ন জানই কোই।
রথ সমেত রবি থাকেউ নিসা কবন বিধি হোই॥

চৌপাই (১—২)

যহ রহস্য কাহূঁ নহিঁ জানা। দিনমনি চলে করত গুনগানা॥
দেখি মহোৎসব সুর মুনি নাগা। চলে ভবন বরনত নিজ ভাগা॥
ঔরউ এক কহউঁ নিজ চোরী। সুনু গিরিজা অতি দৃঢ় মতি তোরী॥
কাকভুসুণ্ডি সঙ্গ হম দোউ। মনুজরূপ জানই নহিঁ কোউ॥

রাজা শ্রীদশরথ মুক্তহস্তে দানাদি করলেন। আনন্দে দান গ্রহণকারীগণও লাভ করা দ্রব্যাদি বিতরণ করে দিতে লাগল। নগরের অলিগলিতে মৃগমদ (কস্তুরী), চন্দন ও কুমকুম এত বেশি সিঞ্চন করা হল যে তা কর্দমে পরিণত হল॥ ৪॥

দোহা — গৃহে গৃহে পুত্রজন্ম হেতু আনন্দোৎসব হতে লাগল কারণ সুষমারাজির (শ্রীভগবানের) যে শুভাবির্ভাব হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে দলে দলে নরনারীবৃন্দ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল॥ ১৯৪॥

চৌপাই—রানি কৈকেয়ী ও সুমিত্রা দুইজনই সুন্দর পুত্রদের জন্মদান করলেন। তখনকার সুখ, সম্পদ, কাল ও পরিস্থিতির প্রকৃত বর্ণনা করা (কবির পক্ষে কেন) দেবী সরস্বতীর ও সর্পরাজ শেষনাগের পক্ষেও সম্ভব নয়॥ ১॥ অযোধ্যাপুরীর তখন অনুপম শোভা। শ্রীপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছায় রজনী যেন সূর্য দেখে থতমত খেয়ে সন্ধ্যারূপেই বিরাজমান হয়ে রয়েছে॥ ২॥ ধূপধুনার ধোঁয়ায় চতুর্দিকে অন্ধকার আর তার মাঝে আবির উড়ছে ; মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যার অন্ধকারে সূর্যের অস্তাচলের গমনের অরুণাভা ছড়াচ্ছে। তারই মধ্যে রাজপ্রাসাদের মণিমাণিক্যসকল তারার মতন জ্বলজ্বল করছে। রাজপ্রাসাদ শীর্ষের সুবর্ণ কলসকে দেখে মনে হচ্ছে যেন গগনে পূর্ণচন্দ্র স্বমহিমায় বিরাজমান রয়েছে॥ ৩॥ রাজপ্রাসাদের ভিতর থেকে ভেসে আসা সুললিত বেদপাঠ ধ্বনিকে সন্ধ্যাকালের বিহঙ্গকুলের কলতান মনে হতে লাগল। এই কৌতুক প্রত্যক্ষ করে সূর্যদেবও নিজ গতি ভুলে গেলেন ; এক মাসকাল অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু তিনি তা জানতে পারলেন না॥ ৪॥

দোহা—দিবাকাল মাস পর্যন্ত বিস্তৃত হল। এই রহস্য সকলের অজানাই রয়ে গেল। সূর্য রথসহ সেইখানেই অবস্থান করে থাকলেন তাই রাত্রি আগমনের প্রশ্নই রইল না॥ ১৯৫॥

চৌপাই—এই রহস্য কেউই জানতে পারল না। সূর্যদেবতা (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের) মহিমা গান করতে করতে এগিয়ে গেলেন। দেবতা, মুনি ও নাগসকল এই মহোৎসব প্রত্যক্ষ করাকে নিজ পরম সৌভাগ্য জেনে নিজ নিজ ধামে গমন করলেন॥ ১॥ হে পার্বতী ! আমি জানি যে (প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে) তোমার অনন্য ভক্তি ; তাই তোমাকে একটা নিজের গুপ্ত কথা বলব। তুমি শোনো। কাকভূশণ্ডী আর আমিও তখন সেইখানে ছিলাম ;

চৌপাই (৩—৪)

পরমানন্দ প্রেম সুখ ফূলে। বীথিন্হ ফিরহিঁ মগন মন ভূলে॥
যহ সুভ চরিত জান পৈ সোঈ। কৃপা রাম কৈ জাপর হোঈ॥
তেহি অবসর জো জেহি বিধি আবা। দীন্হ ভূপ জো জেহি মন ভাবা॥
গজ রথ তুরগ হেম গো হীরা। দীন্হে নৃপ নানাবিধি চীরা॥

দোহা (১৯৬)

মন সন্তোষে সবন্হি কে জহঁ তহঁ দেহিঁ অসীস।
সকল তনয় চির জীবহুঁ তুলসিদাস কে ঈস॥

চৌপাই (১—৪)

কছুক দিবস বীতে এহি ভাঁতী। জাত ন জানিঅ দিন অরু রাতী॥
নামকরন কর অবসরু জানী। ভূপ বোলি পঠএ মুনি গ্যানী॥
করি পূজা ভূপতি অস ভাষা। ধরিঅ নাম জো মুনি গুনি রাখা॥
ইন্হ কে নাম অনেক অনূপা। মৈঁ নৃপ কহব স্বমতি অনুরূপা॥
জো আনন্দ সিন্ধু সুখরাসী। সীকর তেঁ ত্রৈলোক সুপাসী॥
সো সুখধাম রাম অস নামা। অখিল লোক দায়ক বিশ্রামা॥
বিস্ব ভরন পোষন কর জোঈ। তাকর নাম ভরত অস হোঈ॥
জাকে সুমিরন তেঁ রিপু নাসা। নাম সত্রুহন বেদ প্রকাসা॥

দোহা (১৯৭)

লচ্ছন ধাম রাম প্রিয় সকল জগত আধার।
গুরু বসিষ্ট তেহি রাখা লছিমন নাম উদার॥

চৌপাই (১)

ধরে নাম গুর হৃদয়ঁ বিচারী। বেদ তত্ত্ব নৃপ তব সুত চারী॥
মুনি ধন জন সরবস সিব প্রানা। বাল কেলি রস তেহিঁ সুখ মানা॥

নরদেহে ছিলাম বলে কেউ চিনতে পারেনি॥ ২॥ প্রেমপ্রীতিরঞ্জিত ও পরমানন্দ-যুক্ত হয়ে আমরা আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এই শুভ বৃত্তান্ত শ্রীপ্রভুর কৃপা থাকলেই জানা সম্ভব হয়॥ ৩॥ তখন যে যেমন চেয়েছে আর যার যা ইচ্ছে ছিল রাজামহাশয় সবই পূরণ করেছিলেন। দানবস্তুর মধ্যে গজ, রথ, অশ্ব, ধেনু, বস্ত্র, সুবর্ণ, হীরক সবই ছিল॥ ৪॥

দোহা—(মহারাজ শ্রীদশরথের কাছে বাঞ্ছিত বস্তুসকল লাভ করে) সকলেই প্রসন্নচিত্ত হয়ে তুলসীদাসের প্রভু পুত্র চতুষ্টয়কে চিরজীবী হওয়ার আশীর্বাদ দিলেন॥ ১৯৬॥

চৌপাই—কালচক্র ঘুরে চলল। সকলের অলক্ষিতে দিন রাত কেটে যেতে লাগল। নামকরণ কাল উপস্থিত দেখে রাজামহাশয় মুনিবর বশিষ্ঠদেবকে ডেকে পাঠালেন॥ ১॥ মুনিবর আসতেই রাজামহাশয় তাঁর যথাবিধি পূজার্চনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন—হে মুনিবর ! বলুন কী নাম রাখা যায় ? (মুনিবর বললেন—) হে রাজন্ ! এঁদের তো বহু অনুপম সুন্দর নাম আছে, তবু আমার বিচার অনুসারে আমি বলছি॥ ২॥ আপনার পুত্রগণ সুখরাশিসম্পন্ন ও আনন্দসাগর। এই সাগরের এক বিন্দু ত্রিলোককে সুখসমৃদ্ধ করতে সক্ষম। সুখধাম ও বিশ্বচরাচরের শান্তিদাতা আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম 'রাম'॥ ৩॥ জগৎ ভরণপোষণকারী আপনার দ্বিতীয় পুত্র 'ভরত'। আর যাঁকে স্মরণ করলেই শত্রুর বিনাশ হয় তিনি বেদ সমর্থিত 'শত্রুঘ্ন'॥ ৪॥

দোহা—এরপর গুরু বশিষ্ঠদেব সর্বসুলক্ষণযুক্ত, শ্রীরামচন্দ্রের অতি প্রিয় ও জগতের আধারস্বরূপ পুত্রের উৎকৃষ্ট নামকরণ করলেন 'লক্ষ্মণ'॥ ১৯৭॥

চৌপাই—হৃদয় মন্থন করে গুরু বশিষ্ঠদেব এইসকল নাম দিলেন (আর বললেন—) হে রাজন্ ! তোমার পুত্র চতুষ্টয় মূর্তিমান বেদতত্ত্ব (সাক্ষাৎ পরাৎপর ভগবান)। তাঁরা মুনিঋষিদের সম্পদ, ভক্তদের সর্বস্ব ও দেবাদিদেব মহাদেবের প্রাণস্বরূপ। তাঁরা (এক্ষণে তোমাদের প্রেমাধীন হয়ে) বাল্যলীলার রসাস্বাদনে ইচ্ছুক॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

বারেহি তে নিজ হিত পতি জানী। লছিমন রাম চরন রতি মানী।।
ভরত সক্রুহন দূনউ ভাঈ। প্রভু সেবক জসি প্রীতি বড়াঈ।।
স্যাম গৌর সুন্দর দোউ জোরী। নিরখহিঁ ছবি জননীঁ তৃন তোরী।।
চারিউ সীল রূপ গুন ধামা। তদপি অধিক সুখসাগর রামা।।
হৃদয়ঁ অনুগ্রহ ইন্দু প্রকাসা। সূচত কিরন মনোহর হাসা।।
কবহুঁ উছঙ্গ কবহুঁ বর পলনা। মাতু দুলারই কহি প্রিয় ললনা।।

দোহা (১৯৮)

ব্যাপক ব্রহ্ম নিরঞ্জন নির্গুন বিগত বিনোদ।
সো অজ প্রেম ভগতি বস কৌসল্যা কে গোদ।।

চৌপাই (১—৫)

কাম কোটি ছবি স্যাম সরীরা। নীল কঞ্জ বারিদ গম্ভীরা।।
অরুন চরন পঙ্কজ নখ জোতী। কমল দলন্হি বৈঠে জনু মোতী।।
রেখ কুলিস ধ্বজ অঙ্কুস সোহে। নূপুর ধুনি সুনি মুনি মন মোহে।।
কটি কিঙ্কিনী উদর ত্রয় রেখা। নাভি গভীর জান জেহিঁ দেখা।।
ভুজ বিসাল ভূষন জুত ভূরী। হিয়ঁ হরি নখ অতি সোভা রূরী।।
উর মনিহার পদিক কী সোভা। বিপ্র চরন দেখত মন লোভা।।
কম্বু কণ্ঠ অতি চিবুক সুহাঈ। আনন অমিত মদন ছবি ছাঈ।।
দুই দুই দসন অধর অরুনারে। নাসা তিলক কো বরনৈ পারে।।
সুন্দর শ্রবন সুচারু কপোলা। অতি প্রিয় মধুর তোতরে বোলা।।
চিক্কন কচ কুঞ্চিত গভুআরে। বহু প্রকার রচি মাতু সঁবারে।।

বাল্যকাল থেকেই শ্রীলক্ষ্মণ অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ পরম হিতাকাঙ্ক্ষী প্রভু জ্ঞানে তাঁর শ্রীচরণে প্রীতি ধারণ করলেন। ওদিকে শ্রীভরত ও শ্রীশত্রুঘ্নর মধ্যে প্রভু ও সেবক সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়ে গেল॥ ২॥ উভয় যুগলই 'শ্যাম' ও 'গৌর' ছিল। সেই ভ্রাতৃযুগলের অনুপম সৌন্দর্য সকলকে মোহিত করতে লাগল। জননী সকল নজর লাগা থেকে সন্তানদের রক্ষা করবার জন্য তৃণচ্ছেদন করে সন্তানদের দিকে তাকাতেন। ভ্রাতাচতুষ্টয়ই রূপ, গুণ ও সদাচারের ধাম ছিলেন ; তবুও যেন সুখসাগর শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম॥ ৩॥ তাঁর অন্তরে ছিল কৃপারূপ চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধতা যা তাঁর স্মিতহাস্যে ছড়িয়ে পড়ত। মাতা সন্তানকে কখনও অঙ্কে আর কখনও দোলনায় শয়ান দিয়ে 'বাছা আমার' বলে আদর করতেন॥ ৪॥

দোহা—যিনি সর্বব্যাপী, নিরঞ্জন (মায়ারহিত), নির্গুণ, হর্ষ-বিষাদ বিরহিত অজ ব্রহ্ম—তিনিই প্রেম ও ভক্তির বশীভূত হয়ে মাতা কৌশল্যার অঙ্কে ক্রীড়ালীলা করছেন॥ ১৯৮॥

চৌপাই—তাঁর নীলকমল (সদৃশ) নবনীরদ ঘনশ্যাম তনুতে ছিল কোটি কামদেবের সৌন্দর্য। অরুণাভ শ্রীপাদপদ্মের নখের (শুভ্র) জ্যোতি দেখে মনে হচ্ছিল যেন রক্তকমল পত্রদলের উপর মুক্তা বিরাজমান হয়ে আছে॥ ১॥ (চরণতল) বজ্র, ধ্বজ ও অঙ্কুশ চিহ্ন শোভিত ছিল। তাঁর নূপুরের রুনুঝুনু শব্দ মুনিমনকেও মোহিত করত। তাঁর কটিতে ছিল কিঙ্কিণী আর উদরে ছিল ত্রিবলি রেখা। নাভির গভীরতা তো সেই জানে যে তাঁকে দর্শন করে ধন্য হয়েছে॥ ২॥ (আজানুলম্বিত) সুবিশাল বাহুযুগল ছিল অতিশয় সুন্দর ; তাতে বিভিন্ন করভূষণ থাকাতে তা আরও সুন্দর লাগছিল। বুকে ব্যাঘ্রনখের দ্যুতি ছিল। কণ্ঠে ছিল রত্নখচিত মণিহার। বক্ষের ভৃগুপদচিহ্ন দর্শন করলেই মন মুগ্ধ হয়ে যায়॥ ৩॥ তিনি ত্রিরেখাযুক্ত কম্বুকণ্ঠ সুশোভন চিবুকবিশিষ্ট। বদনে অসংখ্য কামদেবের যুগপৎ অধিষ্ঠানের সৌন্দর্য। নাসিকা গঠন সুচারু। অরুণাভ অধরের মধ্যে দুইটি দন্তের অনুপম শোভা। ললাটিকার সৌন্দর্য বর্ণনা করা কঠিন॥ ৪॥ সুন্দর কর্ণযুগল আর রুচির কপোল। মধুর আধো আধো কথার শ্রুতি-মাধুর্য অনুপম। জন্মসময় থেকে বৃদ্ধি পাওয়া সুচিক্কণ কুঞ্চিত কেশদামে এক অনবদ্য সৌন্দর্য যা মাতা কৌশল্যা নানাভাবে সজ্জিত করে দিতেন॥ ৫॥

চৌপাই (৬)

পীত ঝগুলিআ তনু পহিরাঈ। জানু পানি বিচরনি মোহি ভাঈ॥
রূপ সকহিঁ নহিঁ কহি শ্রুতি সেষা। সো জানই সপনেহুঁ জেহিঁ দেখা॥

দোহা (১৯৯)

সুখ সন্দোহ মোহপর গ্যান গিরা গোতীত।
দম্পতি পরম প্রেম বস কর সিসুচরিত পুনীত॥

চৌপাই (১—৪)

এহি বিধি রাম জগত পিতু মাতা। কোসলপুর বাসিন্হ সুখদাতা॥
জিন্হ রঘুনাথ চরন রতি মানী। তিন্হ কী যহ গতি প্রগট ভবানী॥
রঘুপতি বিমুখ জতন কর কোরী। কবন সকই ভব বন্ধন ছোরী॥
জীব চরাচর বস কৈ রাখে। সো মায়া প্রভু সোঁ ভয় ভাখে॥
ভৃকুটি বিলাস নচাবই তাহী। অস প্রভু ছাড়ি ভজিঅ কহু কাহী॥
মন ক্রম বচন ছাড়ি চতুরাঈ। ভজত কৃপা করিহহিঁ রঘুরাঈ॥
এহি বিধি সিসুবিনোদ প্রভু কীন্হা। সকল নগরবাসিন্হ সুখ দীন্হা॥
লৈ উছঙ্গ কবহুঁক হলরাবৈ। কবহুঁ পালনে ঘালি ঝুলাবৈ॥

দোহা (২০০)

প্রেম মগন কৌসল্যা নিসি দিন জাত ন জান।
সুত সনেহ বস মাতা বালচরিত কর গান॥

চৌপাই (১—২)

এক বার জননীঁ অন্হবাএ। করি সিঙ্গার পলনাঁ পৌঢ়াএ॥
নিজ কুল ইষ্টদেব ভগবানা। পূজা হেতু কীন্হ অস্নানা॥
করি পূজা নৈবেদ্য চঢ়াবা। আপু গঈ জহঁ পাক বনাবা॥
বহুরি মাতু তহবাঁ চলি আঈ। ভোজন করত দেখ সুত জাঈ॥

অঙ্গে তাঁর ঢিলেঢালা পীতবস্ত্র। বাল্যলীলায় হাঁটু আর হাতের উপর ভর করে তাঁর হামা দেওয়ার দৃশ্য পরম সুন্দর। সেই রূপের বর্ণনা করা বেদ ও শেষনাগের পক্ষেও সম্ভব নয়। স্বপ্নেও যে তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছে সেই কেবল এরূপ সৌন্দর্যকে অনুভব করতে সক্ষম হবে॥ ৬॥

দোহা—সুখসম্পদের আকর, মোহ বিরহিত ও জ্ঞান-বাণী-ইন্দ্রিয় অতীত ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাজদম্পতির প্রেমে বশীভূত হয়ে পবিত্র বাল্যলীলা করতে লাগলেন॥ ১৯৯॥

চৌপাই—এইভাবে (সমগ্র) জগতের পিতামাতা শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যা পুরবাসীদের সুখ প্রদান করতে থাকলেন। হে ভবানী ! যাঁরা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণে প্রীতি ধারণ করেন তাঁদের এইরূপ গতি লাভ হয়ে থাকে (অর্থাৎ শ্রীভগবান তাঁদের প্রেমের বশীভূত হয়ে বাল্যলীলা প্রদর্শন করে তাঁদের আনন্দ দান করে থাকেন)॥ ১॥ শ্রীরঘুনাথ বিমুখ ব্যক্তি কোটি চেষ্টা করেও ভববন্ধন ছিন্ন করতে সক্ষম হয় না। বিশ্বচরাচরের জীবসকল যে মায়ার বশীভূত সেই মায়াও শ্রীপ্রভুকে ভয় করে চলে॥ ২॥ শ্রীভগবান সেই মায়াকেই ভ্রূবিলাসে নৃত্য করান। এমন প্রভুকে ছেড়ে আর কার ভজনা করবে ? ছলচাতুরী বিরহিত হতে হবে কায়মনোবাক্যে আর সহজ সরল হৃদয়ে ভজনা করলে শ্রীরঘুনাথ তখনই কৃপা করবেন॥ ৩॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা প্রদর্শন এইভাবে চলতে লাগল যা সমগ্র অযোধ্যাবাসীকে আনন্দ প্রদান করত। মাতা কৌশল্যা বালক শ্রীরামচন্দ্রকে কখনও কোলে তুলে আদর করতেন আবার কখনও তাঁকে দোলনায় রেখে দোলাতেন॥ ৪॥

দোহা—প্রেমাভিভূত মাতা কৌশল্যা দিবানিশির গমনাগমনের কথা জানতেও পারতেন না। পুত্রস্নেহে বিভোর মাতা পুত্রের বাল্যলীলায় বিমুগ্ধচিত্তে সংকীর্তন করতেন॥ ২০০॥

চৌপাই—একবার মাতা কৌশল্যা শিশুপুত্রকে স্নানাদি করিয়ে উত্তম-রূপে সুসজ্জিত করে দোলনায় শুইয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি কুলদেবতার পূজার নিমিত্ত স্নানাদি করলেন॥ ১॥ মাতা পূজার্চনা ও নৈবেদ্য নিবেদন করে পাকশালায় গেলেন। কিছুক্ষণ পরে মাতা কৌশল্যা সেইখানে (ঠাকুরঘরে) ফিরে এলেন। এসে দেখলেন যে (ইষ্টদেবতার উদ্দেশে নিবেদিত নৈবেদ্য) পুত্র

চৌপাই (৩—৪)

গৈ জননী সসু পহিঁ ভয়ভীতা। দেখা বাল তহাঁ পুনি সূতা॥
বহুরি আই দেখা সুত সোঈ। হৃদয়ঁ কম্প মন ধীর ন হোঈ॥
ইহাঁ উহাঁ দুই বালক দেখা। মতিভ্রম মোর কি আন বিসেষা॥
দেখি রাম জননী অকুলানী। প্রভু হঁসি দীন্হ মধুর মুসুকানী॥

দোহা (২০১)

দেখরাবা মাতহি নিজ অদ্ভুত রূপ অখন্ড।
রোম রোম প্রতি লাগে কোটি কোটি ব্রহ্মন্ড॥

চৌপাই (১—৪)

অগনিত রবি সসি সিব চতুরানন। বহু গিরি সরিত সিন্ধু মহি কানন॥
কাল কর্ম গুন গ্যান সুভাঊ। সোউ দেখা জো সুনা ন কাঊ॥
দেখী মায়া সব বিধি গাঢ়ী। অতি সভীত জোরে কর ঠাঢ়ী॥
দেখা জীব নচাবই জাহী। দেখী ভগতি জো ছোরই তাহী॥
তন পুলকিত মুখ বচন ন আবা। নয়ন মূদি চরননি সিরু নাবা॥
বিসময়বন্ত দেখি মহতার। ভএ বহুরি সিসুরূপ খরারী॥
অস্তুতি করি ন জাই ভয় মানা। জগত পিতা মৈঁ সুত করি জানা॥
হরি জননী বহুবিধি সমুঝাঈ। যহ জনি কতহুঁ কহসি সুনু মাঈ॥

দোহা (২০২)

বার বার কৌসল্যা বিনয় করই কর জোরি।
অব জনি কবহূঁ ব্যাপৈ প্রভু মোহি মায়া তোরি॥

খেয়ে নিচ্ছে॥ ২॥ (মাতা ভাবছেন—পুত্রকে দোলনায় শুইয়ে রেখে দিলাম ; কে তাকে নৈবেদ্যর সামনে এনে বসিয়ে দিল)। মাতা ভয় পেয়ে দোলনার কাছে ছুটে গেলেন। সেইখানে গিয়ে দেখলেন যে পুত্র দোলনাতেই শুয়ে আছে। অতঃপর মাতা ছুটে (ঠাকুরঘরে) গিয়ে দেখলেন যে সেই পুত্রই সেইখানে নৈবেদ্য খাচ্ছে। তাঁর বুক কেঁপে উঠল। মন অশান্ত হয়ে উঠল ॥ ৩॥ (মাতা বিভ্রান্ত) দোলনায় একজন পুত্র আবার ঠাকুরঘরে আর একজন ? মনের ভুল না অন্য কিছু ? মাতা কৌশল্যাকে বিহ্বল দেখে তখন প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সুমধুর মুচকি হাসলেন॥ ৪॥

দোহা—অতঃপর তিনি মাতাকে (মাতা কৌশল্যাকে) নিজ অদ্ভুত বিরাট রূপ প্রদর্শন করলেন। সেই বিরাটরূপের প্রতি রোমকূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান॥ ২০১॥

চৌপাই—অগণিত সূর্য, চন্দ্র, শিব, ব্রহ্মা, পর্বতমালা, নদীসকল, সমুদ্র, পৃথিবী, অরণ্য, কাল, কর্ম, গুণ, জ্ঞান ও প্রকৃতির সম্ভার সেইখানে বিরাজমান ছিল। মাতা বহু এমন বস্তু দেখলেন যা তিনি পূর্বে কখনও শোনেননি বা দেখেননি॥ ১॥ পরম শক্তিশালী মায়াকে তিনি (শ্রীভগবানের সম্মুখে) সভয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি জীবকে দেখলেন যাকে মায়া নাচিয়ে বেড়ায় আর তারপর সেই ভক্তিকে দেখলেন যে জীবকে মায়ার (কবল থেকে) মুক্ত করে॥ ২॥ তখন (মাতা কৌশল্যার) অঙ্গে অঙ্গে শিহরণ। তিনি কোনো কথা বলতে সক্ষম হলেন না। তাই চোখ বুজে (অন্তরে সেই বিরাটরূপ প্রতিষ্ঠিত করে) শ্রীরামচন্দ্রের চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। মাতাকে বিস্ময়ান্বিত দেখে খর বিনাশক প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আবার শিশু রূপে ফিরে এলেন॥ ৩॥ ভয়ে মাতা স্তুতিও করতে পারছিলেন না। জগৎপিতা পরমাত্মাকে পুত্র রূপে কল্পনা করা যে প্রবল ধৃষ্টতা ; তাই তাঁর ভয় করছিল। শ্রীহরি তখন মাতা কৌশল্যাকে শান্ত করলেন (আর বললেন—) দেখ হে মাতা ! এই কথা যেন কোথাও প্রকাশ করে ফেল না॥ ৪॥

দোহা—মাতা কৌশল্যা বারে বারে করজোড়ে সবিনয় নিবেদন করলেন—হে প্রভু ! আপনার মায়া যেন আর কখনও আমার উপর প্রভাব না ফেলে॥ ২০২॥

চৌপাই (১—৫)

বালচরিত হরি বহুবিধি কীন্হা। অতি অনন্দ দাসন্হ কহঁ দীন্হা॥
কছুক কাল বীতেঁ সব ভাঈ। বড়ে ভএ পরিজন সুখদাঈ॥
চূড়াকরন কীন্হ গুরু জাঈ। বিপ্রন্হ পুনি দছিনা বহু পাঈ॥
পরম মনোহর চরিত অপারা। করত ফিরত চারিউ সুকুমারা॥
মন ক্রম বচন অগোচর জোঈ। দসরথ অজির বিচর প্রভু সোঈ॥
ভোজন করত বোল জব রাজা। নহিঁ আবত তজি বাল সমাজা॥
কৌসল্যা জব বোলন জাঈ। ঠুমুকু ঠুমুকু প্রভু চলহিঁ পরাঈ॥
নিগম নেতি সিব অন্ত ন পাবা। তাহি ধরৈ জননী হঠি ধাবা॥
ধূসর ধূরি ভরেঁ তনু আএ। ভূপতি বিহসি গোদ বৈঠাএ॥

দোহা (২০৩)

ভোজন করত চপল চিত ইত উত অবসরু পাই।
ভাজি চলে কিলকত মুখ দধি ওদন লপটাই॥

চৌপাই (১—৪)

বালচরিত অতি সরল সুহাএ। সারদ সেষ সম্ভু শ্রুতি গাএ॥
জিন্হ কর মন ইন্হ সন নহিঁ রাতা। তে জন বঞ্চিত কিএ বিধাতা॥
ভএ কুমার জবহিঁ সব ভ্রাতা। দীন্হ জনেউ গুরু পিতু মাতা॥
গুরগৃহঁ গএ পঢ়ন রঘুরাঈ। অল্প কাল বিদ্যা সব আঈ॥
জাকী সহজ স্বাস শ্রুতি চারী। সো হরি পঢ় যহ কৌতুক ভারী॥
বিদ্যা বিনয় নিপুন গুন সীলা। খেলহিঁ খেল সকল নৃপ লীলা॥
করতল বান ধনুষ অতি সোহা। দেখত রূপ চরাচর মোহা॥
জিন্হ বীথিন্হ বিহরহিঁ সব ভাঈ। থকিত হোহিঁ সব লোগ লুগাঈ॥

চৌপাই—শ্রীহরির অনুপম বাল্যলীলা চলতে থাকল আর তা সেবকদেরও প্রভূত আনন্দ প্রদান করছিল। কালচক্র আবর্তিত হতে থাকল। ভ্রাতা চারজন বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পরিবার পরিজনদের সুখ প্রদান করতে থাকলেন॥ ১॥ রাজকুমারদের চূড়াকরণ সংস্কারের জন্য গুরু বশিষ্ঠদেবের ডাক পড়ল। শুভানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণগণ আবার প্রভূত দক্ষিণা পেলেন। সুরম্য সুকুমার রাজকুমারগণ অতিশয় মনোহর লীলাভিনয় করে যেতে লাগলেন॥ ২॥ যিনি কায়মনোবাক্যে অগোচর—সেই শ্রীহরিই মহারাজ দশরথের আঙিনায় খেলে বেড়াতে লাগলেন। আহার করবার জন্য পিতার আহ্বান সত্ত্বেও তাঁরা সখাদের ছেড়ে আসতে চাইতেন না॥ ৩॥ মাতা কৌশল্যা নিজে ডেকে আনতে গেলে শ্রীপ্রভু নাচানাচি করে ছুটে পালাতেন। বেদ যাঁকে নেতি নেতি বলে নিরূপণ করেন আর দেবাদিদেব মহাদেবও যাঁর অন্ত খুঁজে পান না, সেই শ্রীহরিকেই মাতা জোর করে ধরে আনবার জন্য ছুটতেন॥ ৪॥ ধূলিধূসরতনু অবস্থায় ফিরে এলে রাজা দশরথ তাঁকে হেসে কোলে ঠাঁই দেন॥ ৫॥

দোহা—আহারকালেও শ্রীপ্রভুর চঞ্চলতা কমত না। একটু সুযোগ পেলেই শ্রীপ্রভু মুখে দইভাত লেগে থাকা অবস্থায় খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুটে পালাতেন॥ ২০৩॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা সহজ সরল হলেও অতীব মনোহর ; তার সংকীর্তন করে দেবী সরস্বতী, শেষনাগ, ভগবান শ্রীশংকর ও বেদও শেষ পায় না। যে এই অনুপম সুন্দর বাল্যলীলায় আকর্ষণ অনুভব করে না সে তো হতভাগ্য ; বিধাতার অধম সৃষ্টি॥ ১॥ ধীরে ধীরে রাজকুমার সকল কৈশোরে উপনীত হলেন। তখন গুরুদেব দ্বারা পিতা-মাতা তাঁদের যজ্ঞোপবীত সংস্কার করলেন। অতঃপর শ্রীরঘুনাথ (ভ্রাতাসকলকে নিয়ে) বিদ্যাভ্যাস হেতু গুরুগৃহে গেলেন আর অতি অল্প সময়েই সকল বিদ্যার্জন সম্পূর্ণ করলেন॥ ২॥ শ্রীভগবানের জন্য চতুর্বেদ শ্বাসপ্রশ্বাসসম স্বাভাবিক। তাঁর বিদ্যার্জনের জন্য গুরুগৃহে গমন অবশ্যই কৌতুকপ্রদ ঘটনা। চার ভ্রাতাই বিদ্যা, বিনয়, গুণ ও চরিত্রে নিপুণ। তাঁরা সকলেই রাজার উপযুক্ত লীলার অনুকরণ করতেন॥ ৩॥ বালকদের হস্তে ধনুর্বাণের অপরিসীম সৌন্দর্য। তাঁদের রূপ বিশ্বচরাচরকে মোহিত করে রাখত। যে পথে ভ্রাতাগণ ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে যেতেন সেইখানকার নরনারীসকল অতিশয় স্নেহে শিথিল অঙ্গ হয়ে তাঁদের দর্শন করতেন॥ ৪॥

দোহা (২০৪)

কোসলপুর বাসী নর নারি বৃদ্ধ অরু বাল।
প্রানহু তে প্রিয় লাগত সব কহুঁ রাম কৃপাল।।

চৌপাই (১—৪)

বন্ধু সখা সঁগ লেহিঁ বোলাঈ। বন মৃগয়া নিত খেলহিঁ জাঈ।।
পাবন মৃগ মারহিঁ জিয়ঁ জানী। দিন প্রতি নৃপহি দেখাবহিঁ আনী।।
জে মৃগ রাম বান কে মারে। তে তনু তজি সুরলোক সিধারে।।
অনুজ সখা সঁগ ভোজন করহীঁ। মাতু পিতা অগ্যা অনুসরহীঁ।।
জেহি বিধি সুখী হোহিঁ পুর লোগা। করহি কৃপানিধি সোই সংজোগা।।
বেদ পুরান সুনহিঁ মন লাঈ। আপু কহহিঁ অনুজন্হ সমুঝাঈ।।
প্রাতকাল উঠি কৈ রঘুনাথা। মাতু পিতা গুরু নাবহিঁ মাথা।।
আয়সু মাগি করহিঁ পুর কাজা। দেখি চরিত হরষই মন রাজা।।

দোহা (২০৫)

ব্যাপক অকল অনীহ অজ নির্গুন নাম ন রূপ।
ভগত হেতু নানা বিধি করত চরিত্র অনূপ।।

চৌপাই (১—৪)

যহ সব চরিত কহা মৈঁ গাঈ। আগিলি কথা সুনহু মন লাঈ।।
বিস্বামিত্র মহামুনি গ্যানী। বসহিঁ বিপিন সুভ আশ্রম জানী।।
জহঁ জপ জগ্য জোগ মুনি করহীঁ। অতি মারীচ সুবাহুহি ডরহীঁ।।
দেখত জগ্য নিসাচর ধাবহিঁ। করহি উপদ্রব মুনি দুখ পাবহিঁ।।
গাধিতনয় মন চিন্তা ব্যাপী। হরি বিনু মরহিঁ ন নিসিচর পাপী।।
তব মুনিবর মন কীন্হ বিচারা। প্রভু অবতরেউ হরন মহি ভারা।।
এহূঁ মিস দেখৌঁ পদ জাঈ। করি বিনতী আনৌঁ দোউ ভাঈ।।
গ্যান বিরাগ সকল গুন অয়না। সো প্রভু মৈঁ দেখব ভরি নয়না।।

দোহা—অযোধ্যার আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই শ্রীরামচন্দ্রকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন॥ ২০৪॥

চৌপাই— ভ্রাতা-সখা পরিবৃত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র নিত্য মৃগয়ায় যেতেন। (ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে) পূত মৃগ শিকার করতেন আর তা এনে মহারাজকে (শ্রীদশরথকে) নিত্য দেখাতেন॥ ১॥ যে মৃগ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শরে প্রাণ দিত সে দেহত্যাগ করে দেবলোকে গমন করত। শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতা ও সখা সকলকে সঙ্গে নিয়ে আহার করতেন। সকল কার্যেই জনক-জননীর অনুমতি পালন করতেন॥ ২॥ কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্রের লীলাসকল নগরের জনগণের প্রীতির উদ্দেশে নিবেদিত থাকত। তিনি বেদ ও পুরাণ একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করে, পরে তা অনুজদের ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতেন॥ ৩॥ প্রত্যহ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে শ্রীরঘুনাথ প্রথমে জনক-জননী ও গুরুদেবকে প্রণাম নিবেদন করতেন আর তাঁদের রাজকার্যসকল দেখতেন। পুত্রের আচরণ রাজামহাশয়কে যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রদান করত॥ ৪॥

দোহা—যিনি সর্বব্যাপী, নিরবয়ব, অনীহ, অজ ও নির্গুণ ; যাঁর নাম নেই, রূপ নেই, সেই শ্রীভগবান ভক্তদের জন্য বিভিন্ন (অলৌকিক) লীলা সম্পাদন করেন॥ ২০৫॥

চৌপাই—এই সকল বৃত্তান্ত বলে আমি পরের প্রসঙ্গে আসছি ; একাগ্রচিত্তে তা শ্রবণ করো। জ্ঞানী মহামুনি বিশ্বামিত্র অরণ্যে এক পবিত্র আশ্রম রচনা করে সেখানে বাস করতেন। মুনিবর আশ্রমে জপ, যজ্ঞ ও যোগাদি সম্পন্ন করতেন কিন্তু মারীচ ও সুবাহু রাক্ষসগণ তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। যজ্ঞ করলেই রাক্ষসেরা ছুটে আসত আর নানারকম উপদ্রব করত। তাদের অত্যাচারে মুনিবর ক্লেশ ভোগ করতেন॥ ১-২॥ গাধিনন্দন মুনিবর শ্রীবিশ্বামিত্র জানলেন যে এই রাক্ষসদের হাত থেকে পরিত্রাণ কেবল শ্রীহরিই দিতে পারেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করে ভেবে দেখলেন যে ভূভার হরণ নিমিত্ত শ্রীপ্রভুর আগমন অবতাররূপে হয়েছে॥ ৩॥ (তিনি ভাবতে লাগলেন—) এই প্রসঙ্গে সেই শ্রীপ্রভুর চরণ দর্শন করে আসলে কেমন হয় ! তারপর অনুনয় বিনয় করে ভ্রাতৃযুগলকে এই আশ্রমে নিয়ে আসি ! (আহা !) জ্ঞান-বৈরাগ্য ও সর্বগুণধাম শ্রীপ্রভুকে আমি দুচোখ ভরে দেখতে পাব ! ৪॥

দোহা (২০৬)

বহুবিধি করত মনোরথ জাত লাগি নহিঁ বার।
করি মজ্জন সরউ জল গএ ভূপ দরবার॥

চৌপাই (১—৫)

মুনি আগমন সুনা জব রাজা। মিলন গয়উ লৈ বিপ্র সমাজা॥
করি দণ্ডবত মুনিহি সনমানী। নিজ আসন বৈঠারেন্‌হি আনী॥
চরন পখারি কীন্‌হি অতি পূজা। মো সম আজু ধন্য নহিঁ দূজা॥
বিবিধ ভাঁতি ভোজন করবাবা। মুনিবর হৃদয়ঁ হরষ অতি পাবা॥
পুনি চরননি মেলে সুত চারী। রাম দেখি মুনি দেহ বিসারী॥
ভএ মগন দেখত মুখ সোভা। জনু চকোর পূরন সসি লোভা॥
তব মন হরষি বচন কহ রাউ। মুনি অস কৃপা ন কীন্‌হিহু কাউ॥
কেহি কারন আগমন তুম্‌হারা। কহহু সো করত ন লাবউঁ বারা॥
অসুর সমূহ সতাবহিঁ মোহী। মৈঁ জাচন আয়উঁ নৃপ তোহী॥
অনুজ সমেত দেহু রঘুনাথা। নিসিচর বধ মৈঁ হোব সনাথা॥

দোহা (২০৭)

দেহু ভূপ মন হরষিত তজহু মোহ অগ্যান।
ধর্ম সুজস প্রভু তুম্‌হ কৌঁ ইন্‌হ কহঁ অতি কল্যান॥

চৌপাই (১—২)

সুনি রাজা অতি অপ্রিয় বানী। হৃদয় কম্প মুখ দুতি কুমুলানী॥
চৌথেঁপন পায়উঁ সুত চারী। বিপ্র বচন নহিঁ কহেহু বিচারী॥
মাগহু ভূমি ধেনু ধন কোসা। সর্বস দেউঁ আজু সহরোসা॥
দেহ প্রান তেঁ প্রিয় কছু নাহীঁ। সোউ মুনি দেউঁ নিমিষ এক মাহীঁ॥

দোহা—এইরূপ মনস্কামনা নিয়ে মুনিবর তৎক্ষণাৎ যাত্রা করলেন। সরযূ নদীতে অবগাহন করে তিনি রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপনীত হলেন॥ ২০৬॥

চৌপাই—মুনিবরের আগমন বার্তা শ্রবণ করে মহারাজ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। অতঃপর মহারাজ মুনিবরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে সসম্মানে তাঁকে নিজ আসনে অধিষ্ঠিত করলেন॥ ১॥ মহারাজ মুনিবর বিশ্বামিত্রের পাদপ্রক্ষালন করে তাঁর যথাবিধি পূজার্চনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন— আমার মতন ভাগ্যবান জগতে নেই। এর পর মহারাজ মুনিবরকে নানারকম ভোজ্য সামগ্রী দ্বারা সেবা করলেন, মুনিবরও প্রসন্নচিত্ত হয়ে গেলেন॥ ২॥ অতঃপর রাজামহাশয় তাঁর চার পুত্রকে আহ্বান করে মুনিবরকে প্রণাম করালেন। মুনিবর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে দেহবোধ বিরহিত হয়ে গেলেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য কান্তি দর্শন করে মুনিবর তখন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন চকোর একাগ্রচিত্তে পূর্ণিমা চন্দ্র দর্শন করছে ॥ ৩॥ রাজা তখন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ; হে মুনিবর ! আপনার এমন কৃপা পূর্বে কখনও আমি দেখিনি। আপনার শুভাগমনের কোনো বিশেষ কারণ থাকলে বলতে দ্বিধা করবেন না। আমি তা তৎক্ষণাৎ পূরণ করব॥ ৪॥ (মুনিবর বিশ্বামিত্র বললেন—) হে রাজন্ ! রাক্ষসের অত্যাচারে আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। আমি কিছু চাইতে এসেছি। অনুজসহ শ্রীরঘুনাথকে আমার দরকার। রাক্ষস বধ হলে তবেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব॥ ৫॥

দোহা— হে রাজন্ ! মোহ ও অজ্ঞান ত্যাগ করে প্রসন্ন চিত্তে যা চাইছি দাও। তাতে তোমার ধর্ম রক্ষা হবে, যশোগান হবে ; আর তোমার পুত্রদেরও মঙ্গল হবে॥ ২০৭॥

চৌপাই—এই অতিশয় অপ্রিয় কথা শ্রবণ করে রাজামহাশয়ের বুক দুরদুর করে উঠল ; তিনি বিমর্ষবদন হয়ে পড়লেন। (তিনি বললেন—) হে মুনিবর ! এই চার পুত্র আমার শেষ বয়সের সন্তান। কথাটা বোধহয় আপনি ভেবেচিন্তে বলেননি॥ ১॥ হে মুনিদেব ! আপনি ভূমি, ধেনু, ধনরত্ন, রাজকোষ চেয়ে নিন ; আমি সর্বস্ব আপনাকে দান করব। যে দেহ ও প্রাণ সর্বাধিক প্রিয় হয়ে থাকে তাও এই মুহূর্তে আমি দান করতে রাজি আছি॥ ২॥

চৌপাই (৩—৫)

সব সুত প্রিয় মোহি প্রান কি নাঈঁ। রাম দেত নহিঁ বনই গোসাঈঁ॥
কহঁ নিসিচর অতি ঘোর কঠোরা। কহঁ সুন্দর সুত পরম কিসোরা॥

সুনি নৃপ গিরা প্রেম রস সানী। হৃদয়ঁ হরষ মানা মুনি গ্যানী॥
তব বসিষ্ট বহুবিধি সমুঝাবা। নৃপ সন্দেহ নাস কহঁ পাবা॥

অতি আদর দোউ তনয় বোলাএ। হৃদয়ঁ লাই বহু ভাঁতি সিখাএ॥
মেরে প্রান নাথ সুত দোউ। তুম্হ মুনি পিতা আন নহি কোউ॥

দোহা (২০৮ ক)

সৌপে ভূপ রিষিহি সুত বহুবিধি দেই অসীস।
জননী ভবন গএ প্রভু চলে নাই পদ সীস॥

সোরঠা (২০৮ খ)

পুরুষসিংহ দোউ বীর হরষি চলে মুনি ভয় হরন।
কৃপাসিন্ধু মতিধীর অখিল বিস্ব কারন করন॥

চৌপাই (১—৪)

অরুন নয়ন উর বাহু বিসালা। নীল জলজ তনু স্যাম তমালা॥
কটি পট পীত কসে বর ভাথা। রুচির চাপ সায়ক দুহুঁ হাথা॥

স্যাম গৌর সুন্দর দোউ ভাঈ। বিস্বামিত্র মহানিধি পাঈ॥
প্রভু ব্রহ্মন্যদেব মৈঁ জানা। মোহি নিতি পিতা তজেউ ভগবানা॥

চলে জাত মুনি দীন্হি দেখাঈ। সুনি তাড়কা ক্রোধ করি ধাঈ॥
একহিঁ বান প্রান হরি লীন্হা। দীন জানি তেহি নিজ পদ দীন্হা॥

তব রিষি নিজ নাথহি জিয়ঁ চীন্হী। বিদ্যানিধি কহুঁ বিদ্যা দীন্হী॥
জাতে লাগ ন ছুধা পিপাসা। অতুলিত বল তনু তেজ প্রকাসা॥

সকল পুত্রই আমার প্রাণসম প্রিয়। হে প্রভু ! তার মধ্যে রামকে দিতে (কোনো মতেই) মন চায় না। আপনি অতিশয় ভয়ংকর রাক্ষসের কথা বলছেন, তাদের তুলনায় আমার পুত্র তো সদ্য কৈশোরে উপনীত সুকুমার বালক মাত্র ! ৩॥ অনুরাগরঞ্জিত মহারাজের উক্তি শ্রবণ করে জ্ঞানী মুনি শ্রীবিশ্বামিত্র আনন্দিত হলেন। তখন গুরু বশিষ্ঠদেব রাজামহাশয়কে নানাভাবে বোঝালেন। রাজার মনের দ্বন্দ কেটে গেল॥ ৪॥ রাজামহাশয় পরম প্রীতিপূর্বক পুত্রদ্বয়কে কাছে ডাকলেন। অতঃপর তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে কিছু উপদেশ দিলেন। (অতঃপর তিনি বললেন—) হে নাথ ! এই পুত্রযুগল আমার প্রাণসম প্রিয়। হে মুনিবর ! (এখন থেকে) আপনিই এদের জনক হলেন, অন্য কেউ নয়॥ ৫॥

দোহা—রাজামহাশয় আশীর্বাদ দিয়ে পুত্রদ্বয়কে ঋষির হস্তে সঁপে দিলেন। অতঃপর শ্রীপ্রভু অন্দরমহলে গমন করে মাতার চরণে প্রণাম করে এলেন॥ ২০৮ (ক)॥

সোরঠা—কৃপাসিন্ধু, ধীরমতি, বিশ্বচরাচরের কারণেরও কারণ পুরুষ-সিংহ ভ্রাতাযুগল প্রসন্নচিত্তে মুনিবরের ভীতি হরণ নিমিত্ত যাত্রা করলেন॥ ২০৮ (খ)॥

চৌপাই—পদ্মপলাশলোচন, সুপ্রশস্ত বক্ষঃস্থল, আজানুলম্বিতবাহু, নীলপদ্ম ও তমালবৃক্ষসম শ্যাম শ্রীভগবান অঙ্গে পীতাম্বর ও তরকচ ধারণ করে আছেন। হস্তে তাঁর অনুপম সুন্দর ধনুক ও শর॥ ১॥ শ্যাম ও গৌর ভ্রাতৃযুগলের অনুপম সৌন্দর্য। মুনিবরের কাছে তাঁরা অমূল্য সম্পদসম ছিলেন। (মুনিবর ভাবছেন—) শ্রীপ্রভু ব্রাহ্মণদের ভক্ত। আমার জন্য তিনি নিজ পিতাকে পর্যন্ত ছেড়ে এলেন॥ ২॥ পথে যেতে যেতে মুনিবর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে তাড়কা রাক্ষসী দেখালেন। মানুষের পায়ের শব্দ শুনেই তাড়কা রাক্ষসী সক্রোধে ছুটে এল। শ্রীপ্রভুর এক শরাঘাতেই রাক্ষসীর ভবলীলা সাঙ্গ হল। আর্ত জেনে শ্রীপ্রভু তাকে নিজ পরমপদ প্রদান করলেন॥ ৩॥ ঋষি বিশ্বামিত্র জানতেন যে শ্রীপ্রভু বিদ্যার আকর। তবুও (তাঁর লীলা সম্পাদনের নিমিত্ত) তিনি শ্রীপ্রভুকে এমন বিদ্যা দান করলেন যাতে ক্ষুধা-পিপাসার ক্লেশ জয় করা যায় আর দেহে অতুলনীয় বল ও তেজ সঞ্চার হয়॥ ৪॥

দোহা (২০৯)

আয়ুধ সর্ব সমর্পি কৈ প্রভু নিজ আশ্রম আনি।
কন্দ মূল ফল ভোজন দীন্‌হ ভগতি হিত জানি॥

চৌপাই (১—৬)

প্রাত কহা মুনি সন রঘুরাঈ। নির্ভয় জগ্য করহু তুম্‌হ জাঈ॥
হোম করন লাগে মুনি ঝারী। আপু রহে মখ কীঁ রখবারী॥
সুনি মারীচ নিসাচর ক্রোহী। লৈ সহায় ধাবা মুনিদ্রোহী॥
বিনু ফর বান রাম তেহি মারা। সত জোজন গা সাগর পারা॥
পাবক সর সুবাহু পুনি মারা। অনুজ নিসাচর কটকু সঁঘারা॥
মারি অসুর দ্বিজ নির্ভয়কারী। অস্তুতি করহিঁ দেব মুনি ঝারী॥
তহঁ পুনি কছুক দিবস রঘুরায়া। রহে কীন্‌হি বিপ্রন্‌হ পর দায়া॥
ভগতি হেতু বহু কথা পুরানা। কহে বিপ্র জদ্যপি প্রভু জানা॥
তব মুনি সাদর কহা বুঝাঈ। চরিত এক প্রভু দেখিঅ জাঈ॥
ধনুষজগ্য সুনি রঘুকুল নাথা। হরষি চলে মুনিবর কে সাথা॥
আশ্রম এক দীখ মগ মাহীঁ। খগ মৃগ জীব জন্তু তহঁ নাহীঁ॥
পূছা মুনিহি সিলা প্রভু দেখী। সকল কথা মুনি কহা বিসেষী॥

দোহা (২১০)

গৌতম নারি শ্রাপ বস উপল দেহ ধরি ধীর।
চরন কমল রজ চাহতি কৃপা করহু রঘুবীর॥

ছন্দ (১)

পরসত পদ পাবন সোক নসাবন প্রগট ভঈ তপপুঞ্জ সহী।
দেখত রঘুনায়ক জন সুখদায়ক সনমুখ হোই কর জোরি রহী॥
অতি প্রেম অধীরা পুলক সরীরা মুখ নহি আবই বচন কহী।
অতিসয় বড়ভাগী চরনন্‌হি লাগী জুগল নয়ন জলধার বহী॥

দোহা—সকল আয়ুধ প্রভু রামচন্দ্রকে সমর্পণ করে মুনিবর তাঁদের আশ্রমে নিয়ে এলেন। অতঃপর শ্রীপ্রভুকে পরম হিতাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানে ভক্তি সহকারে কন্দ, ফলমূল দ্বারা সেবা করলেন॥ ২০৯॥

চৌপাই—প্রাতঃকালেই শ্রীরঘুনাথ মুনিবরকে বললেন—আপনি নির্ভয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করুন। তাঁর কথা শ্রবণ করে মুনিগণ যজ্ঞ করতে শুরু করলেন। শ্রীপ্রভু (শ্রীরামচন্দ্র) স্বয়ং সেই যজ্ঞরক্ষায় নিযুক্ত রইলেন॥ ১॥ যজ্ঞ অনুষ্ঠান বার্তা মুনিবিরোধী রাক্ষস মারীচ আদিকে কুপিত করে তুলল। রাক্ষস মারীচ সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ফলাহীন শরাঘাতে শতযোজন দূরবর্তী সাগরের ওপারে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন॥ ২॥ অতঃপর তিনি রাক্ষস সুবাহুর উপর অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলেন। ওদিকে অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ সমগ্র রাক্ষস সৈন্য সংহার করে ফেললেন। এইভাবে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসদের বধ করে ব্রাহ্মণদের নির্ভয় করলেন। দেবতা ও মুনিসকল তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্র সেইস্থানে আরো কিছু দিন অবস্থান করে ব্রাহ্মণদের ধন্য করেছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁকে ভক্তিসহকারে পৌরাণিক কাহিনি-সকল শোনালেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সেইসকল শুনলেন যদিও তিনি সকল কাহিনি জানতেন॥ ৪॥ অতঃপর মুনিবর ঘটনা বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলে তাঁকে সেইখানে গমন করতে অনুরোধ করলেন। হরধনু যজ্ঞের কথা শ্রবণ করে রঘুকুলপতি শ্রীরামচন্দ্র অতি আগ্রহ সহকারে মুনিবরের সঙ্গে গমন করলেন॥ ৪॥ পথে এক আশ্রম পড়ল। এক বিশেষ স্থানে পশু-পক্ষী, জীবজন্তু কোথাও কিছু দেখা গেল না। একটি শিলা প্রত্যক্ষ করে শ্রীপ্রভু মুনিবরের কাছ থেকে তার সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। মুনিবর সবিস্তারে সব কথা প্রভুকে বললেন॥ ৬॥

দোহা—মুনি গৌতমের পত্নী অহল্যা শাপগ্রস্তা হয়ে শিলায় পরিণত হয়ে আছেন। তিনি সাগ্রহে আপনার শ্রীপাদপদ্মরজর জন্য অপেক্ষা করে আছেন। হে শ্রীরঘুবীর! আপনি কৃপা করুন॥ ২১০॥

ছন্দ—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পরম পবিত্র শোকবিনাশন শ্রীচরণস্পর্শ লাভ করেই সেই তপোমূর্তি অহল্যা দেহ ধারণ করলেন। অহল্যা দেখতে পেলেন যে ভক্তবৎসল শ্রীরঘুনাথ স্বয়ং সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি অনুরাগরঞ্জিত হয়ে হাতজোড় করে শ্রীভগবানের সম্মুখে দাঁড়ালেন। অঙ্গে তাঁর পুলক শিহরণ

ছন্দ (২)

ধীরজু মন কীন্হা প্রভু কহুঁ চীন্হা রঘুপতি কৃপাঁ ভগতি পাঈ।
অতি নির্মল বানী অস্তুতি ঠানী গ্যানগম্য জয় রঘুরাঈ॥
মৈ নারি অপাবন প্রভু জগ পাবন রাবন রিপু জন সুখদাঈ।
রাজীব বিলোচন ভব ভয় মোচন পাহি পাহি সরনহিঁ আঈ॥

ছন্দ (৩)

মুনি শ্রাপ জো দীন্হা অতি ভল কীন্হা পরম অনুগ্রহ মৈঁ মানা।
দেখেউঁ ভরি লোচন হরি ভব মোচন ইহই লাভ সংকর জানা॥
বিনতী প্রভু মোরী মৈঁ মতি ভোরী নাথ ন মাগউঁ বর আনা।
পদ কমল পরাগা রস অনুরাগা মম মন মধুপ করৈ পানা॥

ছন্দ (৪)

জেহি পদ সুরসরিতা পরম পুনীতা প্রগট ভঈ সিব সীস ধরী।
সোঈ পদ পঙ্কজ জেহি পূজত অজ মম সির ধরেউ কৃপাল হরী॥
এহি ভাঁতি সিধারী গৌতম নারী বার বার হরি চরন পরী।
জো অতি মন ভাবা সো বরু পাবা গৈ পতি লোগ অনন্দ ভরী॥

দোহা (২১১)

অস প্রভু দীনবন্ধু হরি কারন রহিত দয়াল।
তুলসিদাস সঠ তেহি ভজু ছাড়ি কপট জঞ্জাল॥

মাসপারায়ণ, সপ্তম বিশ্রাম

চৌপাই (১)

চলে রাম লছিমন মুনি সঙ্গা। গএ জহাঁ জগ পাবনি গঙ্গা॥
গাধিসূনু সব কথা সুনাঈঁ। জেহি প্রকার সুরসরি মহি আঈ॥

অনুভূতি লাভ হচ্ছিল। তিনি কিছু কথা বলতে পারছিলেন না। পরম ভাগ্যবতী অহল্যা শ্রীপ্রভুর চরণ সংলগ্ন হলেন। তাঁর নয়নযুগল তখন প্রেমানন্দবারি বর্ষণ করছিল॥ ১॥

ছন্দ—অতঃপর খানিকটা ধাতস্থ হয়ে তিনি শ্রীপ্রভুকে চিনতে সক্ষম হলেন। শ্রীরঘুনাথের কৃপায় তাঁর মধ্যে ভক্তি সঞ্চার হল। নির্মল স্তুতি বাক্যে তিনি স্তুতি করতে লাগলেন—হে জ্ঞানগম্য শ্রীরঘুনাথ ! আপনার জয় হোক, জয় হোক। আমি অতি সাধারণ এক অপবিত্র নারী মাত্র ; আর আপনি হে প্রভু ! জগৎপাবন, ভক্তসুখদায়ক রাবণারি। হে পদ্ম-পলাশলোচন ! হে ভবভয়নাশন ! আমি আপনার শরণাগত হলাম। আপনি (আমাকে) রক্ষা করুন, রক্ষা করুন॥ ২॥

ছন্দ—মুনির অভিশাপে আমার পরম কল্যাণ নিহিত ছিল। এ তাঁর অসীম অনুগ্রহ যে আমি ভবতারণ শ্রীহরিকে (আপনাকে) দু-চোখ ভরে দর্শন করতে পারলাম। এই দর্শন তো ভগবান শ্রীশংকরও অতিশয় সৌভাগ্যজনক জ্ঞান করে থাকেন। হে প্রভু ! আমি এক অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি নারী মাত্র। আমার একটি মাত্র নিবেদন আছে। হে নাথ ! আমি অন্য কোনো বর চাই না কেবল কামনা করি যেন আমার মনভ্রমর সতত আপনার শ্রীপাদপদ্মরজর প্রেমরূপ সুধা পান করতে থাকে॥ ৩॥

ছন্দ— পরমপবিত্র দেবনদী শ্রীগঙ্গার—যাঁকে ভগবান শ্রীশংকর মস্তকে স্থান দিয়েছেন, উৎস ও সতত ভগবান শ্রীব্রহ্মা দ্বারা পূজিত আপনার শ্রীপাদপদ্ম, শ্রীহরি (আপনি) ! আমার মস্তকে রেখেছেন। আমি কত সৌভাগ্যবতী ! এইভাবে স্তুতি করে গৌতমভার্যা অহল্যা বারে বারে শ্রীপ্রভুর পদে লুটিয়ে পড়ে নিজ অন্তরের বাসনা পূর্ণ করলেন ও সানন্দে পতিলোকে গমন করলেন॥ ৪॥

দোহা—এমনই দীনবন্ধু ও অহৈতুক কৃপাসিন্ধু প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ! তুলসীদাস বলেন—ওরে শঠ মন ! তুই ছলচাতুরী ত্যাগ করে তাঁর ভজনায় নিত্যযুক্ত হয়ে যা॥ ২১১॥

চৌপাই—মহামুনি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণ ক্রমশঃ এগিয়ে জগৎপাবনী গঙ্গানদীর তীরে পৌঁছালেন। মহারাজ গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র

চৌপাই (২—৪)

তব প্রভু রিষিন্হ সমেত নহাএ। বিবিধ দান মহিদেবন্হি পাএ।।
হরষি চলে মুনি বৃন্দ সহায়া। বেগি বিদেহ নগর নিঅরায়া।।

পুর রম্যতা রাম জব দেখী। হরযে অনুজ সমেত বিসেষী।।
বাপী কূপ সরিত সর নানা। সলিল সুধাসম মনি সোপানা।।

গুঞ্জত মঞ্জু মত্ত রস ভৃঙ্গা। কূজত কল বহুবরন বিহঙ্গা।।
বরন বরন বিকসে বনজাতা। ত্রিবিধ সমীর সদা সুখদাতা।।

দোহা (২১২)

সুমন বাটিকা বাগ বন বিপুল বিহঙ্গ নিবাস।
ফূলত ফলত সুপল্লবত সোহত পুর চহুঁ পাস।।

চৌপাই (১—৪)

বনই ন বরনত নগর নিকাঈ। জহাঁ জাই মন তহঁই লোভাঈ।।
চারু বজারু বিচিত্র অবাঁরী। মনিময় বিধি জনু স্বকর সঁবারী।।

ধনিক বনিক বর ধনদ সমানা। বৈঠে সকল বস্তু লৈ নানা।।
চৌহট সুন্দর গলীঁ সুহাঈ। সন্তত রহহিঁ সুগন্ধ সিঞ্চাঈ।।

মঙ্গলময় মন্দির সব কেরেঁ। চিত্রিত জনু রতিনাথ চিতেরেঁ।।
পুর নর নারি সুভগ সুচি সন্তা। ধরমসীল গ্যানী গুনবন্তা।।

অতি অনূপ জহঁ জনক নিবাসূ। বিথকহিঁ বিবুধ বিলোকি বিলাসূ।।
হোত চকিত চিত কোট বিলোকী। সকল ভুবন সোভা জনু রোকী।।

মুনি তখন প্রভুকে দেবনদী গঙ্গার মর্ত্যলোকে আগমনের ঘটনা সবিস্তারে জানালেন॥ ১॥ তখন শ্রীপ্রভু ঋষিগণের সঙ্গে (গঙ্গায়) অবগাহন করলেন। ব্রাহ্মণগণ নানারকম দানাদি অর্পণ করলেন। মুনিদের সঙ্গে প্রসন্নচিত্তে তাঁদের পথ চলা আবার শুরু হল। অনতিবিলম্বে তাঁরা জনকপুর সন্নিকটে উপনীত হলেন॥ ২॥ জনকপুরীর অনুপম সৌন্দর্য শ্রীরামচন্দ্র ও অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে হর্ষোৎফুল্ল করে তুলল। অমৃতসম জলে ভরা বহু দীঘি, কূপ, নদী ও সরোবর তাঁদের চোখে পড়ল। বাঁধানো ঘাটের সিঁড়িসমূহে মণিময় কারুকার্য ছিল॥ ৩॥ পুষ্পসমূহে মকরন্দ রসমদমত্ত ভ্রমরকুল গুঞ্জরণ করছিল। নানাবর্ণের পক্ষীকুলের কলধ্বনি পরিবেশকে আনন্দময় করে রেখেছিল। বিভিন্ন বর্ণের প্রস্ফুটিত কমলের এক বিচিত্র সম্ভার ছিল। (সকল ঋতুতেই) সুখপ্রদানকারী শীতল সুগন্ধিত মৃদুমন্দ বাতাস সকলকে সুখ প্রদান করছিল॥ ৪॥

দোহা—পুষ্পপল্লবে, উদ্যানে, অরণ্যে অগণিত পক্ষীকুলের সমাহার। পুষ্পিত পল্লবিত ফলভারে অবনত বৃক্ষসকল নগরের চতুর্দিক যেন সুসজ্জিত করে রেখেছিল॥ ২১২॥

চৌপাই—সুরম্য নগরের বর্ণনাতীত সৌন্দর্য ছিল। যেখানেই দৃষ্টি পড়ে সেইখানেই মোহিত হতে হয়। পণ্যবীথিকা সকলের অনুপম সৌন্দর্য। অট্টালিকাসকল মণিময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ; দেখে মনে হয় তা যেন বিধাতার নিজ উৎকৃষ্ট সৃষ্টি॥ ১॥ ব্যবসায়ীকুল কুবেরসম ধনী ; তারা বিভিন্ন উত্তম বস্তুসকল দ্বারা বিপণি সজ্জিত করে ক্রেতার জন্য বসে আছে। চৌমাথা, গলিপথসকল সুগন্ধিত জলে সিঞ্চিত করে রাখা আছে॥ ২॥ মঙ্গলময় গৃহস্থাবাসসকল ; তাতে বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ কারুকলাশিল্প সম্ভার, যা দেখে মনে হয় যেন স্বয়ং কামদেব তা স্বহস্তে অঙ্কন করেছেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মিথিলার পুরবাসীসকল সুন্দর, পবিত্র, সাধুস্বভাবযুক্ত, ধর্মাত্মা, জ্ঞানী ও গুণবান॥ ৩॥ রাজর্ষি জনকের মহলের বিলাসব্যসন দেবতাদেরও স্তম্ভিত করতে সক্ষম (মানবকুল তো আশ্চর্য হবেই)। রাজপ্রাসাদের প্রকোষ্ঠসকল অত্যাশ্চর্যজনক ; তা দর্শন করেই মনে হয় যেন ত্রিলোকের সকল সৌন্দর্য সেইখানে ধরে রাখা আছে॥ ৪॥

দোহা (২১৩)

ধবল ধাম মনি পুরট পট সুঘটিত নানা ভাঁতি।
সিয় নিবাস সুন্দর সদন সোভা কিমি কহি জাতি॥

চৌপাই (১—৪)

সুভগ দ্বার সব কুলিস কপাটা। ভূপ ভীর নট মাগধ ভাটা॥
বনী বিসাল বাজি গজ সালা। হয় গয় রথ সংকুল সব কালা॥
সূর সচিব সেনপ বহুতেরে। নৃপগৃহ সরিস সদন সব কেরে॥
পুর বাহের সর সরিত সমীপা। উতরে জহঁ তহঁ বিপুল মহীপা॥
দেখি অনূপ এক অঁবরাঈ। সব সুপাস সব ভাঁতি সুহাঈ॥
কৌসিক কহেউ মোর মনু মানা। ইহাঁ রহিঅ রঘুবীর সুজানা॥
ভলেহিঁ নাথ কহি কৃপানিকেতা। উতরে তহঁ মুনিবৃন্দ সমেতা॥
বিস্বামিত্র মহামুনি আএ। সমাচার মিথিলাপতি পাএ॥

চৌপাই (২১৪)

সঙ্গ সচিব সুচি ভূরি ভট ভূসুর বর গুর গ্যাতি।
চলে মিলত মুনিনায়কহি মুদিত রাউ এহি ভাঁতি॥

চৌপাই (১—৩)

কীন্হ প্রনামু চরন ধরি মাথা। দীন্হি অসীস মুদিত মুনিনাথা॥
বিপ্রবৃন্দ সব সাদর বন্দে। জানি ভাগ্য বড় রাউ অনন্দে॥
কুসল প্রশ্ন কহি বারহিঁ বারা। বিস্বামিত্র নৃপহি বৈঠারা॥
তেহি অবসর আএ দোউ ভাঈ। গএ রহে দেখন ফুলবাঈ॥
স্যাম গৌর মৃদু বয়স কিসোরা। লোচন সুখদ বিস্ব চিত চোরা॥
উঠে সকল জব রঘুপতি আএ। বিস্বামিত্র নিকট বৈঠাএ॥

দোহা — মহারাজের জ্যোতির্ময় প্রাসাদসমূহে অনুপম কারুশিল্পকলার বিন্যাস ; সর্বত্র মণিমাণিক্যখচিত সুবর্ণময় জরিদার অন্তরাল দেখা যাচ্ছে। সীতাদেবীর মহলের সৌন্দর্য বলে বোঝানো সম্ভব নয়॥ ২১৩॥

চৌপাই — রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারসকলও সুন্দর। তাতে দেদীপ্যমান হীরকসম উজ্জ্বল সুদৃঢ় কপাট ছিল। সেই রাজদ্বারে সতত অধীনস্থ রাজাদের, নটদের, বন্দকদের ও ভাটদের আনাগোনা লেগেই থাকত। আর ছিল হাতিদের জন্য হাতিশাল, অশ্বদের জন্য আস্তাবল ও রথ রাখবার স্থান যাতে হাতি, অশ্ব ও রথ ভরা থাকত॥ ১॥ শৌর্যবীর্যসম্পন্ন যোদ্ধা, মন্ত্রী ও সেনাপতিও প্রচুর ছিল। তাদের নিবাসস্থানসকলও রাজপ্রাসাদসম ছিল। নগরের উপকণ্ঠে সরোবর ও নদীর তীরবর্তী স্থানে বহু রাজাদের ছাউনি ছিল॥ ২॥ সেইখানে সকল সুবিধাযুক্ত ও সুরম্য এক আম্রকুঞ্জে এসে তা ঋষি বিশ্বামিত্রের পছন্দ হয়ে গেল। তিনি বললেন — হে সুজাত রঘুবীর ! এইখানে থাকলে কেমন হয় ? ৩॥ কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্র মুনিবরের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলেন। তিনি মুনিদের সঙ্গে সেইখানেই অবস্থান করলেন। ঋষি বিশ্বামিত্রের মিথিলায় আগমন বার্তা রাজর্ষি জনকের অজানা রইল না॥ ৪॥

দোহা—(ঋষি বিশ্বামিত্র মিথিলায় পদার্পণ করেছেন সংবাদ শ্রবণ করেই) রাজর্ষি জনক বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত পবিত্রচিত্ত মন্ত্রী, বহু যোদ্ধা, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসকল, গুরুদেব শ্রীশতানন্দ আর নিজ জ্ঞাতিকুটুম্বাদিকে সঙ্গে নিয়ে প্রসন্নচিত্তে মুনি শিরোমণি শ্রীবিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্থান করলেন॥ ২১৪॥

চৌপাই — রাজর্ষি জনক মুনিবরের চরণে মস্তক রেখে প্রণাম নিবেদন করলেন। মুনিবর প্রসন্নচিত্তে তাঁকে আশীর্বাদ দিলেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত ব্রাহ্মণদের প্রণাম নিবেদন করে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান জ্ঞান করলেন॥ ১॥ বারংবার কুশল বিনিময় হল। রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্র ঋষিকে বসালেন। এমন সময়ে পুষ্পোদ্যান দেখে ভ্রাতৃযুগল (শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণ) ফিরে এলেন॥ ২॥ নয়ননন্দন সমগ্র বিশ্বের চিত্ত আকর্ষণকারী সুকুমার কিশোর শ্যাম ও গৌর বর্ণ ভ্রাতৃদ্বয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। শ্রীরঘুনাথের আগমনে (তাঁর রূপে ও তেজে প্রভাবিত হয়ে) সকলে উঠে দাঁড়ালেন। ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁদের কাছে ডেকে বসালেন॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

ভএ সব সুখী দেখি দোউ ভ্রাতা। বারি বিলোচন পুলকিত গাতা।।
মূরতি মধুর মনোহর দেখী। ভয়উ বিদেহু বিদেহু বিসেষী।।

দোহা (২১৫)

প্রেম মগন মনু জানি নৃপু করি বিবেকু ধরি ধীর।
বোলেউ মুনি পদ নাই সিরু গদগদ গিরা গভীর।।

চৌপাই (১—৪)

কহহু নাথ সুন্দর দোউ বালক। মুনিকুল তিলক কি নৃপকুল পালক।।
ব্রহ্ম জো নিগম নেতি কহি গাবা। উভয় বেষ ধরি কী সোই আবা।।
সহজ বিরাগরূপ মনু মোরা। থকিত হোত জিমি চন্দ চকোরা।।
তাতে প্রভু পূছউঁ সতিভাউ। কহহু নাথ জনি করহু দুরাউ।।
ইন্হহি বিলোকত অতি অনুরাগা। বরবস ব্রহ্মসুখহি মন ত্যাগা।।
কহ মুনি বিহসি কহেহু নৃপ নীকা। বচন তুম্হার ন হোই অলীকা।।
এ প্রিয় সবহি জহাঁ লগি প্রানী। মন মুসুকাহিঁ রামু সুনি বানী।।
রঘুকুল মনি দসরথ কে জাএ। মম হিত লাগি নরেস পঠাএ।।

দোহা (২১৬)

রামু লখনু দোউ বন্ধুবর রূপ সীল বল ধাম।
মখ রাখেউ সবু সাখি জগু জিতে অসুর সংগ্রাম।।

চৌপাই (১—২)

মুনি তব চরন দেখি কহ রাউ। কহি ন সকউঁ নিজ পুন্য প্রভাউ।।
সুন্দর স্যাম গৌর দোউ ভ্রাতা। আনঁদহূ কে আনঁদ দাতা।।
ইন্হ কৈ প্রীতি পরসপর পাবনি। কহি ন জাই মন ভাব সুহাবনি।।
সুনহু নাথ কহ মুদিত বিদেহূ। ব্রহ্ম জীব ইব সহজ সনেহূ।।

ভ্রাতৃযুগলকে দর্শন করে সকলের সুখানুভূতি লাভ হল। সকলের নয়নে তখন প্রেমানন্দাশ্রু। সুমধুর মনোহর শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে মিথিলাপতি রাজর্ষি জনক বিশেষভাবে দেহানুভূতি বিরহিত হয়ে গেলেন॥ ৪॥

দোহা—রাজর্ষি জনক প্রেমমগ্ন হয়েও বিবেকপূর্বক ধৈর্য ধারণ করে নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি তখন ঋষি বিশ্বামিত্রকে আবার প্রণাম নিবেদন করে গদগদচিত্তে বললেন—॥ ২১৫॥

চৌপাই—(রাজর্ষি জনক বললেন—) হে নাথ ! এই সুন্দর বালকযুগল কি মুনিকুল ললাটিকা না নৃপকুলপালক ? অথবা কি যুগল বিগ্রহ রূপে স্বয়ং পরব্রহ্ম আবির্ভূত হয়েছেন যাঁর বর্ণনা করতে গিয়ে বেদও 'নেতি নেতি' বলে খেই হারায় ? ১॥ সহজ বৈরাগ্যযুক্ত আমার মন। (এঁদের দর্শন করে) আমার মন, চন্দ্র দেখে চকোরসম মুগ্ধ হয়ে পড়েছে। হে প্রভু ! আমি সহজ সরল ভাবে (এঁদের সম্বন্ধে) জানতে চাই। হে মুনিবর ! কোনো কিছু গোপন না করে খুলে বলুন॥ ২॥ এঁদের দর্শন করে প্রেমময়চিত্তে এখন যেন আমার ব্রহ্মসুখও নিরস মনে হচ্ছে। মুনিবর হেসে উত্তর দিলেন—হে রাজন্ ! যথার্থ আপনার অনুমান। আপনার চিন্তাতে যে সত্য ছাড়া অন্য কিছুই কখনও স্থান পায় না॥ ৩॥ এঁরা সমগ্র জগতের প্রাণীকুলের প্রিয়পাত্র। ঋষি বিশ্বামিত্রের (রহস্যময়) উক্তি শ্রবণ করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তখন মনে মনে হাসলেন (যেন রহস্য উন্মোচন করতে নিষেধ করছেন)। তখন মুনিবর বললেন—এঁরা রঘুকুল শিরোমণি মহারাজ শ্রীদশরথের পুত্র। আমার কার্য সাধনের জন্য মহারাজ শ্রীদশরথ এঁদের আমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন॥ ৪॥

দোহা—উৎকৃষ্ট রূপ, সদাচার ও সামর্থ্যের আধার এই ভ্রাতৃযুগল শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণ। জগৎ জানে যে এঁরা যুদ্ধে রাক্ষসদের বধ করে আমার যজ্ঞ রক্ষা করেছেন॥ ২১৬॥

চৌপাই—রাজর্ষি জনক বললেন—হে মুনিবর ! আপনার শ্রীচরণ দর্শন লাভ করে যা পুণ্য অর্জন করলাম তা তো বলে বোঝানো যাবে না। আর এই শ্যাম ও গৌর ভ্রাতাযুগল তো আনন্দকেও আনন্দ প্রদান করতে সমর্থ॥ ১॥ এঁদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক অতিশয় পবিত্র ও রমণীয় ; তা সহজেই মনকে হরণ করতে সক্ষম। কিন্তু তা তো বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

চৌপাই (৩—৪)

পুনি পুনি প্রভুহি চিতব নরনাহূ। পুলক গাত উর অধিক উছাহূ॥
মুনিহি প্রসংসি নাই পদ সীসূ। চলেউ লবাই নগর অবনীসূ॥

সুন্দর সদনু সুখদ সব কালা। তহাঁ বাসু লৈ দীন্হ ভুআলা॥
করি পূজা সব বিধি সেবকাঈ। গয়উ রাউ গৃহ বিদা করাঈ॥

দোহা (২১৭)

রিষয় সঙ্গ রঘুবংস মনি করি ভোজনু বিশ্রামু।
বৈঠে প্রভু ভ্রাতা সহিত দিবসু রহা ভরি জামু॥

চৌপাই (১—৪)

লখন হৃদয়ঁ লালসা বিসেষী। জাই জনকপুর আইঅ দেখী॥
প্রভু ভয় বহুরি মুনিহি সকুচাহীঁ। প্রগট ন কহহিঁ মনহিঁ মুসুকাহীঁ॥

রাম অনুজ মন কী গতি জানী। ভগত বছলতা হিয়ঁ হুলসানী॥
পরম বিনীত সকুচি মুসুকাঈ। বোলে গুর অনুসাসন পাঈ॥

নাথ লখনু পুরু দেখন চহহীঁ। প্রভু সকোচ ডর প্রগট ন কহহীঁ॥
জৌ রাউর আয়সু মৈঁ পাবৌঁ। নগর দেখাই তুরত লৈ আবৌঁ॥

সুনি মুনীসু কহ বচন সপ্রীতী। কস ন রাম তুম্হ রাখহু নীতী॥
ধরম সেতু পালক তুম্হ তাতা। প্রেম বিবস সেবক সুখদাতা॥

দোহা (২১৮)

জাই দেখি আবহু নগরু সুখ নিধান দোউ ভাঈ।
করহু সুফল সব কে নয়ন সুন্দর বদন দেখাই॥

রাজর্ষি জনক আনন্দিত হয়ে বললেন—হে নাথ ! শুনুন ব্রহ্ম ও জীবের ন্যায় স্বাভাবিক প্রীতি যেন এঁদের মধ্যেও বর্তমান॥ ২॥ রাজর্ষি জনক শ্রীপ্রভুকে বারেবারে দর্শন করছিলেন (দৃষ্টি যেন সেখান থেকে সরছিল না)। প্রেমানুরাগে তাঁর তনুতে ছিল পুলক শিহরণের অনুভূতি। চিত্তে তিনি প্রবল উৎসাহ অনুভব করছিলেন। (অতঃপর) মুনিবরের স্তুতি করে আর তাঁকে আবার প্রণাম নিবেদন করে রাজর্ষি জনক তাঁদের নগরে নিয়ে চললেন॥ ৩॥ অতিথিদের নিবাসস্থানরূপে যে মহল রাজামহাশয় ঠিক করে রেখেছিলেন তা অতীব সুন্দর ও সকল ঋতুতেই সুখপ্রদ ছিল। অতঃপর সকল পূজার্চনা ও সেবা নিবেদন করে রাজর্ষি জনক নিজ আবাসে ফিরে গেলেন॥ ৪॥

দোহা—রঘুকুল শিরোমণি প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ঋষিদের সঙ্গে আহার ও বিশ্রাম করে অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ সহিত উপবেশন করলেন। তখন দিবাকালের এক প্রহর মাত্র অবশিষ্ট ছিল॥ ২১৭॥

চৌপাই—জনকপুর দেখবার প্রবল ইচ্ছা শ্রীলক্ষ্মণের চিত্তে জাগল। তাঁর তখন উভয় সমস্যা ; একদিকে যদি অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র বারণ করেন আর অন্যদিকে মুনিবরকে বলতে বিশেষ সংকোচ। প্রকাশ্যে কিছু বলতে না পেরে মনে মনে আনন্দভোগ করছিলেন॥ ১॥ (অন্তর্যামী) শ্রীরামচন্দ্রের কাছে অনুজ শ্রীলক্ষ্মণের ইচ্ছার কথা অজানা রইল না। (তখন) তাঁর চিত্তে ভক্তবাৎসল্য উথলে পড়ল। শ্রীগুরুর অনুমতি নিয়ে শ্রীপ্রভু সসংকোচে সবিনয়ে মুচকি হেসে বললেন—॥ ২॥ (শ্রীপ্রভু বললেন—) হে নাথ ! লক্ষ্মণ নগর ঘুরে দেখতে চায় কিন্তু আপনার ভয়ে ও সংকোচে তা বলতে পারছে না। যদি অনুমতি হয় তাহলে তাকে নগর পরিভ্রমণ করিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসি॥ ৩॥ তাঁর কথা শুনে মুনিবর বিশ্বামিত্র প্রেম প্রীতি সহকারে বললেন—হে রাম ! তুমি নীতি রক্ষা করবে না তাই কি কখনও হয় ? হে তাত ! তুমি তো ধর্মের মর্যাদাপালনকারী ও প্রেমের বশীভূত হয়ে সেবকের সুখ প্রদায়ক॥ ৪॥

দোহা—হে সুখধাম ভ্রাতাযুগল ! যাও, জনকপুর ঘুরে দেখে এসো ; আর নিজেদের সুন্দর বদনের সৌন্দর্য বিতরণ করে (পুরবাসীদের) নয়ন সার্থক করো॥ ২১৮॥

চৌপাই (১—৪)

মুনি পদ কমল বন্দি দোউ ভ্রাতা। চলে লোক লোচন সুখ দাতা॥
বালক বৃন্দ দেখি অতি সোভা। লগে সঙ্গ লোচন মনু লোভা॥

পীত বসন পরিকর কটি ভাথা। চারু চাপ সর সোহত হাথা॥
তন অনুহরত সুচন্দন খোরী। স্যামল গৌর মনোহর জোরী॥

কেহরি কন্ধর বাহু বিসালা। উর অতি রুচির নাগমনি মালা॥
সুভগ সোন সরসীরুহ লোচন। বদন ময়ঙ্ক তাপত্রয় মোচন॥

কানন্হি কনক ফূল ছবি দেহীঁ। চিতবত চিতহি চোরি জনু লেহীঁ॥
চিতবনি চারু ভৃকুটি বর বাঁকী। তিলক রেখ সোভা জনু চাঁকী॥

দোহা (২১৯)

রুচির চৌতনীঁ সুভগ সির মেচক কুঞ্চিত কেস।
নখ সিখ সুন্দর বন্ধু দোউ সোভা সকল সুদেস॥

চৌপাই (১—৩)

দেখন নগরু ভূপসুত আএ। সমাচার পুরবাসিন্হ পাএ॥
ধাএ ধাম কাম সব ত্যাগী। মনহুঁ রঙ্ক নিধি লূটন লাগী॥

নিরখি সহজ সুন্দর দোউ ভাঈ। হোহিঁ সুখী লোচন ফল পাঈ॥
জুবতীঁ ভবন ঝরোখন্হি লাগীঁ। নিরখহিঁ রাম রূপ অনুরাগীঁ॥

কহহিঁ পরস্পর বচন সপ্রীতী। সখি ইন্হ কোটি কাম ছবি জীতী॥
সুর নর অসুর নাগ মুনি মাহীঁ। সোভা অসি কহুঁ সুনিঅতি নাহীঁ॥

চৌপাই—সর্বলোকের নয়নরঞ্জন শান্তিদায়ক ভ্রাতৃদ্বয় মুনিবরের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে নগরদর্শনে বেরোলেন। তাঁদের অনুপম কান্তি নগরের কিশোরদের আকর্ষণ করল আর তারাও ভ্রাতাদ্বয়ের সঙ্গ দিল। তাদের নয়ন ও মন (তাঁদের মাধুর্যে) মজে গিয়েছিল॥ ১॥ ভ্রাতৃযুগলের অঙ্গে ছিল পীতাম্বর। তাঁদের কটিতে তরকচ পীতবর্ণের দোপাট্টায় বাঁধা ছিল। (শ্যাম ও গৌরবর্ণের) অঙ্গের অনুকূল (অর্থাৎ যে বর্ণের চন্দন অঙ্গের সঙ্গে মানানসই হবে সেই বর্ণের) চন্দনের ললাটিকার এক অনুপম শোভা ছিল। এককথায় সেই শ্যাম ও গৌর যুগলমূর্তির সৌন্দর্য অনুপম অনবদ্য ছিল॥ ২॥ তাঁরা উভয়েই সিংহস্কন্ধ পুষ্টগলদেশ ও আজানুলম্বিত বাহুসম্পন্ন, বিশাল বক্ষঃস্থলে তাঁদের ছিল গজমুক্তা মণিমালার অলংকার। তাঁরা উভয়েই অরুণাভ পদ্ম-পলাশলোচন। তাঁদের বদনমণ্ডলে ছিল ত্রিতাপ মোচন পূর্ণচন্দ্রের শোভা॥ ৩॥ তাঁদের সুবর্ণনির্মিত কর্ণকুণ্ডল ছিল অতিশয় সুন্দর যা দেখলেই চিত্তহরণ হয়। সুশীতল দৃষ্টিতে ছিল অপূর্ব মনোহারিতা। ভ্রূযুগল ছিল রক্তিম আর রমণীয়। ললাটিকা সুরম্য অঙ্কন যেন সৌন্দর্যকে অনুপম স্তরে উন্নীত করেছিল॥ ৪ ॥

দোহা—মস্তকে ছিল চতুষ্কোণ শিরোভূষণ কিরীট। কিরীটের তলায় কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম এক মাধুর্যপূর্ণ দৃশ্য সৃষ্টি করেছিল। ভ্রাতাযুগল এককথায় তখন আপাদমস্তক সুন্দর লাগছিলেন। প্রতি অঙ্গের এক নিজস্ব সৌন্দর্যও বিচ্ছুরিত হচ্ছিল॥ ২১৯ ॥

চৌপাই—রাজকুমারদ্বয়ের নগর দর্শনের কথা পুরবাসীগণ জানতে পারল। তাদের ঘর সংসার, কাজকর্ম মাথায় উঠল। সব ফেলে তারা রাজকুমারদ্বয়কে দেখবার জন্য ছুটে গেল। মনে হচ্ছিল যেন দীনদরিদ্রসকল ধনসম্পদের খোঁজ পেয়ে তা লুণ্ঠন করবার জন্য ছুটে যাচ্ছে॥ ১॥ এমন অনিন্দ্যসুন্দর ভ্রাতাদের দর্শন করে তারা কৃতকৃত্য হয়ে গেল। নয়নাভিরাম প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে অন্তরালে অবস্থান করে যুবতীনারীগণ মুগ্ধ হয়ে গেল ; তারা তাঁর রূপসুধা আকণ্ঠ পান করল॥ ২॥ পরম প্রীতিপূর্বক তারা আলোচনা করতে লাগল—হে সখী ! এই মনোমোহন তো কোটি কামদেবের যুগপৎ সৌন্দর্যকেও ম্লান করে দেয়। এমন সৌন্দর্য ও কান্তি দেবতা, মানব, অসুর, নাগ ও মুনিদের মধ্যে শোনা যায়নি (দেখা তো দূরের কথা)॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

বিষ্‌নু চারি ভুজ বিধি মুখ চারী। বিকট বেষ মুখ পঞ্চ পুরারী॥
অপর দেউ অস কোউ ন আহী। যহ ছবি সখী পটতরিঅ জাহী॥

দোহা (২২০)

বয় কিসোর সুষমা সদন স্যাম গৌর সুখ ধাম।
অঙ্গ অঙ্গ পর বারিঅহিঁ কোটি কোটি সত কাম॥

চৌপাই (১—৪)

কহহু সখী অস কো তনু ধারী। জো ন মোহ যহ রূপ নিহারী॥
কোউ সপ্রেম বোলী মৃদু বানী। জো মৈঁ সুনা সো সুনহু সয়ানী॥
এ দোউ দসরথ কে ঢোটা। বাল মরালন্‌হি কে কল জোটা॥
মুনি কৌসিক মখ কে রখবারে। জিন্‌হ রন অজির নিসাচর মারে॥
স্যাম গাত কল কঞ্জ বিলোচন। জো মারীচ সুভুজ মদু মোচন॥
কৌসল্যা সুত সো সুখ খানী। নামু রামু ধনু সায়ক পানী॥
গৌর কিসোর বেষু বর কাছেঁ। কর সর চাপ রাম কে পাছেঁ॥
লছিমনু নামু রাম লঘু ভ্রাতা। সুনু সখি তাসু সুমিত্রা মাতা॥

দোহা (২২১)

বিপ্রকাজু করি বন্ধু দোউ মগ মুনিবধূ উধারি।
আএ দেখন চাপমখ সুনি হরষী সব নারি॥

চৌপাই (১—২)

দেখি রাম ছবি কোউ এক কহঈ। জোগু জানকিহি যহ বরু অহঈ॥
জৌঁ সখি ইন্‌হহি দেখ নরনাহূ। পন পরিহরি হঠি করই বিবাহূ॥
কোউ কহ এ ভূপতি পহিচানে। মুনি সমেত সাদর সনমানে॥
সখি পরন্তু পনু রাউ ন তজঈ। বিধি বস হঠি অবিবেকহি ভজঈ॥

চক্রপাণি ভগবান শ্রীবিষ্ণু তো চতুর্ভুজ, ভগবান শ্রীব্রহ্মা চতুর্মুখ আর শূলপাণি ভগবান শ্রীশংকর তো ভয়াবহ দর্শন, দিগম্বর ও পঞ্চানন ! হে সখী ! এমন দেবতাও নেই যাঁর সঙ্গে এঁর সৌন্দর্যের তুলনা করা যায়॥ ৪॥

দোহা—কুমারদ্বয় কিশোর কান্তিসম্পন্ন, শ্যামল ও গৌরবর্ণ ; তাঁরা যেন সকল সুখের আকর। এঁদের সর্বাঙ্গে কান্তির বিন্যাস ; তা যেন কোটি কোটি কামদেবের যুগপৎ সৌন্দর্যকেও ম্লান করে॥ ২২০॥

চৌপাই—হে সখী ! বল, এই সৌন্দর্যে (স্থাবর জঙ্গম নির্বিশেষে সকলেরই) মোহিত হওয়াই তো স্বাভাবিক । তখন অন্য এক সখী পরম প্রীতিপূর্বক রমণীয় কণ্ঠে বলল—হে সুবদনী ! আমি যা শুনেছি, তাই বলছি– রাজকুমারদ্বয় হলেন মহারাজ শ্রীদশরথের সুপুত্র ! এই রাজহংসসম সুন্দর রাজকুমারদ্বয় ঋষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করবার জন্য এসে বহু রাক্ষস বধ করেছেন॥ ১-২॥ যিনি রাজীবলোচন শ্যামল সুন্দর, মারীচ ও সুবাহু গর্বখর্বকারী, হস্তে ধনুর্বাণধারী ও সুখাকর, তিনি হলেন কৌশল্যানন্দন শ্রীরামচন্দ্র॥ ৩॥ যে কিশোর গৌরবর্ণ ও সুন্দর বেশবাস ধারণ করে ধনুর্বাণ হস্তে শ্রীরামচন্দ্রের অনুগমন করছেন তিনি হলেন তাঁর অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ। হে সখী ! শুনে রাখো, এঁর মাতা হলেন সুমিত্রাদেবী॥ ৪॥

দোহা—ভ্রাতাদ্বয় ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রের কার্য সম্পাদনপূর্বক পথে মুনিবর গৌতমের ভার্যা অহল্যাদেবীকে উদ্ধার করে এইখানে ধনুর্যজ্ঞ দেখতে এসেছেন। এই সকল বৃত্তান্ত উপস্থিত রমণীকুলকে প্রসন্ন করল॥ ২২১॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রের অনিন্দ্য সুন্দর মূর্তি দেখে অন্য একজন সখী বলল—এই তো আমাদের সখী জানকীর সুযোগ্য পাত্র আমাদের সামনেই রয়েছেন। রাজামহাশয় এঁকে দেখে ফেললে তিনি নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যাবেন আর এঁর সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিয়ে দেবেন॥ ১॥ অন্য একজন বলল—আরে ! রাজামহাশয় এঁকে প্রথমেই দেখেছেন। মুনিবর বিশ্বামিত্রের সঙ্গে এঁকেও তিনি অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করে এনেছেন। তবে হে সখীগণ—প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করা তো তাঁর পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। বিধি বিধানকে স্বীকৃতি দিয়ে হঠকারিতায় তিনি অবিবেচক হয়ে অটল থাকবেন (অর্থাৎ প্রতিজ্ঞায় অটল থাকায় বোকামি থেকে সরে আসবেন না)॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

কোউ কহ জৌঁ ভল অহই বিধাতা। সব কহঁ সুনিঅ উচিত ফল দাতা॥
তৌ জানকিহি মিলিহি বরু এহূ। নাহিন আলি ইহাঁ সন্দেহূ॥
জৌঁ বিধি বস অস বনৈ সঁজোগূ। তৌ কৃতকৃত্য হোই সব লোগূ॥
সখি হমরেঁ আরতি অতি তাতেঁ। কবহুঁক এ আবহিঁ এহি নাতেঁ॥

দোহা (২২২)

নাহিঁ ত হম কহুঁ সুনহু সখি ইন্হ কর দরসনু দূরি।
যহ সংঘটু তব হোই জব পুন্য পুরাকৃত ভূরি॥

চৌপাই (১—৪)

বোলী অপর কহেহু সখি নীকা। এহি বিআহ অতি হিত সবহী কা॥
কোউ কহ সংকর চাপ কঠোরা। এ স্যামল মৃদু গাত কিসোরা॥
সবু অসমঞ্জস অহই সয়ানী। যহ সুনি অপর কহই মৃদু বানী॥
সখি ইন্হ কহঁ কোউ কোউ অস কহহীঁ। বড় প্রভাউ দেখত লঘু অহহীঁ॥
পরসি জাসু পদ পঙ্কজ ধূরী। তরী অহল্যা কৃত অঘ ভূরী॥
সো কি রহিহি বিনু সিবধনু তোরেঁ। যহ প্রতীতি পরিহরিঅ ন ভোরেঁ॥
জেহিঁ বিরঞ্চি রচি সীয় সঁবারী। তেহিঁ স্যামল বরু রচেউ বিচারী॥
তাসু তাসু বচন সুনি সব হরষানীঁ। ঐসেই হোউ কহহিঁ মৃদু বানীঁ॥

দোহা (২২৩)

হিয়ঁ হরষহিঁ বরষহিঁ সুমন সুমুখি সুলোচনি বৃন্দ।
জাহিঁ জহাঁ জহঁ বন্ধু দোউ তহঁ তহঁ পরমানন্দ॥

চৌপাই (১)

পুর পূরব দিসি গে দোউ ভাঈঁ। জহঁ ধনুমখ হিত ভূমি বনাঈ॥
অতি বিস্তার চারু গচ ঢারী। বিমল বেদিকা রুচির সঁবারী॥

কেউ বলল—মঙ্গলময় বিধাতা সকলকেই যথোচিত ফল প্রদান করে থাকেন ; তাহলে তো সখী জানকীর এঁকেই পাওয়া উচিত। আমার মনে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই॥ ৩॥ দৈবযোগ এইরূপ মিলন হলে আমরা কৃতার্থ হয়ে যাব। হে সখী। আমার হাঁকুপাঁকু করবার কারণ যে তাহলে ইনি আবার এইখানে আসবেন (আর আমাদের দর্শন লাভ হবে)॥ ৪॥

দোহা—(বিবাহ) না হলে, হে সখী ! আমাদের পক্ষে এঁর আবার দর্শন পাওয়া কঠিন হবে। (অবশ্য) এই যোগাযোগ তখনই সম্ভব যদি আমাদের পূর্বজন্মার্জিত কিছু সুকৃতি থাকে॥ ২২২॥

চৌপাই— অন্য একজন বলল—হে সখী ! তুমি ভালোই বলেছ। এই বিবাহে সকলেরই মঙ্গল নিহিত। কেউ বলল— হরধনু তো প্রচণ্ড ভারী আর কঠোর ; আর এই শ্যামলাঙ্গ রাজকুমার তো সুকুমার বালক মাত্র॥ ১॥ হে সুবদনী ! সকলই তো গোলমেলে লাগছে। তার কথা শুনে অন্য এক সখী সুকোমল উক্তি করল—হে সখী ! লোকে বলে যে ইনি দেখতে সুকুমার বালক মনে হলেও আসলে বিশাল প্রভাবসম্পন্ন॥ ২॥ যাঁর শ্রীপাদপদ্মরজ স্পর্শ লাভ করে অতি বড় পাপ করেও অহল্যা উদ্ধার হয়ে গেলেন, তিনি কি হরধনু ভঙ্গ না করে ছাড়বেন ? এই বিশ্বাস ভুল করেও হারানো ঠিক নয়॥ ৩॥ সীতাদেবীকে সৃষ্টি করবার সময় যে বিধাতা নিজ বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন তিনিই আবার সীতাদেবীর জন্য এমন অনুপম সুন্দর শ্যামসুন্দর পাত্রও সৃষ্টি করেছেন। সখীর কথা সকলকেই আনন্দে পরিপূর্ণ করল। তারা মৃদু কণ্ঠে বলল—তাই যেন হয়॥ ৪॥

দোহা—তখন সেই সুন্দরী সুলোচন রমণীসকল প্রসন্নচিত্তে পুষ্পবৃষ্টি করে তাদের আনন্দ জ্ঞাপন করল। ভ্রাতাযুগল যে দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন সেদিকে আনন্দের জোয়ার বইছিল॥ ২২৩॥

চৌপাই— এইবার ভ্রাতাযুগল নগরের পূর্ব দিকে চললেন। সেইখানেই ধনুর্যজ্ঞের জন্য রঙ্গশালা নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই ঢালাই করা পাকা অঙ্গন দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সুবিশাল ছিল যাতে একটি সুন্দর ও সুনির্মল বেদিকাও প্রস্তুত করা হয়েছিল॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

চহুঁ দিসি কঞ্চন মঞ্চ বিসালা। রচে জহাঁ বৈঠহিঁ মহিপালা॥
তেহি পাছেঁ সমীপ চহুঁ পাসা। অপর মঞ্চ মণ্ডলী বিলাসা॥
কছুক ঊঁচি সব ভাঁতি সুহাঈ। বৈঠহিঁ নগর লোগ জহঁ জাঈ॥
তিন্হ কে নিকট বিসাল সুহাএ। ধবল ধাম বহুবরন বনাএ॥
জহঁ বৈঠে দেখহিঁ সব নারী। জথাজোগু নিজ কুল অনুহারী॥
পুরবালক কহি কহি মৃদু বচনা। সাদর প্রভুহি দেখাবহিঁ রচনা॥

দোহা (২২৪)

সব সিসু এহি মিস প্রেমবস পরসি মনোহর গাত।
তন পুলকহিঁ অতি হরষু হিয়ঁ দেখি দেখি দোউ ভ্রাত॥

চৌপাই (১—৪)

সিসু সব রাম প্রেমবস জানে। প্রীতি সমেত নিকেত বখানে॥
নিজ নিজ রুচি সব লেহিঁ বোলাঈ। সহিত সনেহ জাহিঁ দোউ ভাঈ॥
রাম দেখাবহিঁ অনুজহি রচনা। কহি মৃদু মধুর মনোহর বচনা॥
লব নিমেষ মহুঁ ভুবন নিকায়া। রচই জাসু অনুসাসন মায়া॥
ভগতি হেতু সোই দীনদয়ালা। চিতবত চকিত ধনুষ মখসালা॥
কৌতুক দেখি চলে গুরু পাহীঁ। জানি বিলম্বু ত্রাস মন মাহীঁ॥
জাসু ত্রাস ডর কহুঁ ডর হোঈ। ভজন প্রভাউ দেখাবত সোঈ॥
কহি বাতেঁ মৃদু মধুর সুহাঈঁ। কিএ বিদা বালক বরিআঈঁ॥

দোহা (২২৫)

সভয় সপ্রেম বিনীত অতি সকুচ সহিত দোউ ভাই।
গুর পদ পঙ্কজ নাই সির বৈঠে আয়সু পাই॥

চতুর্দিকে ছিল সুবর্ণ নির্মিত বিশাল মঞ্চ যা নৃপতিদের উপবেশনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তারই পিছনে চতুর্দিকে মণ্ডলাকার সামান্য উচ্চ বেষ্টনী ও মঞ্চ যা পুরজনদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তারই সমীপে ছিল বহু বিশাল ও সুন্দর নির্মল পাকাবাড়ি যা রমণীদের জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল ; রমণীগণ নিজ কুল অনুসারে যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করে ধনুর্যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করতে পান তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মিথিলার বালকগণ পরম সমাদরে সুমিষ্ট বচনে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছিল॥ ২-৪॥

দোহা—*এই কালে বালকগণ বিভিন্ন অছিলায় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পরম পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করে পুলকিত হয়ে উঠছিল। শ্রীপ্রভুর সঙ্গে তাঁর অনুজকেও বারে বারে দর্শন করে তারা প্রসন্নচিত্ত হচ্ছিল॥ ২২৪॥*

চৌপাই—প্রভু শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন যে পুরবালকগণ প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। তিনি তখন ধনুর্যজ্ঞশালার প্রশংসা করতে শুরু করলেন যাতে বালকদের প্রেম, আনন্দ, উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। তারা ইচ্ছামতন ভ্রাতৃযুগলকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁদের সব কিছু ভালোভাবে দেখিয়ে দিচ্ছিল॥ ১॥ সেই সুরম্য ধনুর্যজ্ঞশালা রচনা বৃত্তান্ত শ্রীরামচন্দ্র অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে সুমধুর ও সুকোমল কথায় বোঝাতে লাগলেন। শ্রীপ্রভুর তখন বিচিত্র লীলা ! যাঁর আদেশে যোগমায়া নিমেষে ব্রহ্মাণ্ডসকল রচনা করতে সক্ষম, সেই দীনশরণ শ্রীরামচন্দ্র ভক্তির বশীভূত হয়ে ধনুর্যজ্ঞশালার রচনা দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন ! সকল কৌতুক (বিচিত্র রচনা) প্রত্যক্ষ করে তিনি গুরুদেবের কাছে ফিরে চললেন। অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে জেনে তাঁর ভয়ও হল॥ ২-৩॥ যাঁর ভয়ে ভয়ও ভীত হয় সেই শ্রীপ্রভু ভজনের প্রভাব প্রদর্শন করছেন (আর ভয় পাওয়ার লীলা করছেন)। তিনি তখন পুরবালকদের সুমিষ্ট কথায় বুঝিয়ে প্রায় জোর করে বিদায় দিলেন॥ ৪॥

দোহা—*অতঃপর ভ্রাতাদ্বয় যুগপৎ ভয়, প্রেম, বিনয় ও সসংকোচে যুক্ত গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে অনুমতি নিয়ে উপবেশন করলেন॥ ২২৫॥*

চৌপাই (১—৪)

নিসি প্রবেস মুনি আয়সু দীন্হা। সবহীঁ সন্ধ্যাবন্দনু কীন্হা॥
কহত কথা ইতিহাস পুরানী। রুচির রজনি জুগ জাম সিরানী॥

মুনিবর সয়ন কীন্হি তব জাঈ। লগে চরন চাপন দোউ ভাঈ॥
জিন্হ কে চরন সরোরুহ লাগী। করত বিবিধ জপ জোগ বিরাগী॥

তেই দোউ বন্ধু প্রেম জনু জীতে। গুর পদ কমল পলোটত প্রীতে॥
বার বার মুনি অগ্যা দীন্হী। রঘুবর জাই সয়ন তব কীন্হী॥

চাপত চরন লখনু উর লাএঁ। সভয় সপ্রেম পরম সচু পাএঁ॥
পুনি পুনি প্রভু কহ সোবহু তাতা। পৌঢ়ে ধরি উর পদ জলজাতা॥

দোহা (২২৬)

উঠে লখনু নিসি বিগত সুনি অরুনসিখা ধুনি কান।
গুর তেঁ পহিলেহি জগতপতি জাগে রামু সুজান॥

চৌপাই (১—৪)

সকল সৌচ করি জাই নহাএ। নিত্য নিবাহি মুনিহি সির নাএ॥
সময় জানি গুর আয়সু পাঈ। লেন প্রসূন চলে দোউ ভাঈ॥

ভূপ বাগু বর দেখেউ জাঈ। জহঁ বসন্ত রিতু রহী লোভাঈ॥
লাগে বিটপ মনোহর নানা। বরন বরন বর বেলি বিতানা॥

নব পল্লব ফল সুমন সুহাএ। নিজ সম্পতি সুর রূখ লজাএ॥
চাতক কোকিল কীর চকোরা। কূজত বিহগ নটত কল মোরা॥

মধ্য বাগ সরু সোহ সুহাবা। মনি সোপান বিচিত্র বনাবা॥
বিমল সলিলু সরসিজ বহুরঙ্গা। জলখগ কূজত গুঞ্জত ভৃঙ্গা॥

চৌপাই—দিবাবসান কাল সমাগত দেখে মুনিবর সন্ধ্যাহ্নিকের কথা মনে করিয়ে দিলেন। অতঃপর পুরাণ কথা ও ইতিহাসের ঘটনাবলীর আলোচনা হতে লাগল। এইভাবে সেই সুন্দর রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর কেটে গেল॥ ১॥ এইবার মুনিবর বিশ্রাম করবার জন্য শায়িত হলেন। (শ্রীভগবান নরলীলায় প্রবৃত্ত হলে এক অনুপম দৃশ্য অভিনীত হল।) যাঁদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও সমর্পণ হেতু পরম বৈরাগ্যবান ব্যক্তিও জপতপ ও যোগাদির ক্রিয়ায় নিত্যযুক্ত থাকেন তাঁরাই যেন প্রেমের বশীভূত হয়ে মুনিবরের শ্রীপাদপদ্ম সেবা করতে লাগলেন। মুনিবর অনেকবার বলবার পর প্রভু শ্রীরঘুনাথ শয্যায় শয়ন করলেন॥ ২-৩॥ এইবার একাধারে ভয় ও প্রেমে পূর্ণ হয়ে অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণ কোলে টেনে নিয়ে সেবা করতে করতে পরম সুখানুভূতি লাভ করলেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বারে বারে অনুরোধ শুনে অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ অগ্রজের শ্রীচরণ অন্তরে ধারণ করে শয়ন করলেন॥ ৪॥

দোহা—এইভাবে রাত্রি কেটে গেল। নিশি অবসানে কুক্কুটধ্বনি শুনে অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ শয্যাত্যাগ করলেন। বিশুদ্ধচিত্ত জগৎপতি শ্রীরামচন্দ্র মুনিবরের আগেই শয্যাত্যাগ করলেন॥ ২২৬॥

চৌপাই—শৌচ-স্নানাদি সমাপনান্তে ভ্রাতৃযুগল নিত্যকর্ম (সন্ধ্যাহ্নিক ও অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া) করলেন। অতঃপর তাঁরা মুনি বিশ্বামিত্রের সকাশে গমন করে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন আর তাঁর অনুমতি নিয়ে পুষ্পচয়ন করতে বার হলেন॥ ১॥ রাজর্ষি জনকের পুষ্পোদ্যান দর্শন করে তাঁদের মনে হল যেন বসন্ত ঋতু প্রলুব্ধ হয়ে সেইখানে বিরাজমান রয়েছে। পুষ্পোদ্যানে বিভিন্ন বৃক্ষের অনুপম সম্ভার ছিল। বিভিন্ন বর্ণের লতাপাতায় সুন্দর চন্দ্রাতপ শোভমান ছিল॥ ২॥ নব পল্লব, ফল, ফুলের সম্ভারসম্পন্ন বৃক্ষাদি যেন কল্পবৃক্ষকেও লজ্জিত করছিল। পাপিয়া, কোকিল, টিয়া, চকোর পক্ষীরাজির সুমধুর কূজনে পুষ্পোদ্যান মুখরিত ছিল। স্থানে স্থানে ময়ূরকে নৃত্য করতে দেখা যাচ্ছিল॥ ৩॥ পুষ্পোদ্যানের মাঝে এক অনুপম সুন্দর সরোবর যাতে বাঁধানো ঘাট আর ঘাটের সোপান শ্রেণীতে মণিমাণিক্যের কারুকার্য ছিল। সরোবরের কাকচক্ষু নির্মল জলে বিভিন্ন বর্ণের সরসিজ সম্ভার ছিল। জলচর পক্ষীদের কূজন ও ভ্রমরের গুঞ্জরণে সেখানকার সৌন্দর্য অতিশয় বৃদ্ধি পেয়েছিল॥ ৪॥

দোহা (২২৭)

বাহু তড়াগু বিলোকি প্রভু হরষে বন্ধু সমেত।
পরম রম্য আরামু যহু জো রামহি সুখ দেত॥

চৌপাই (১—৪)

চহুঁ দিসি চিতই পূঁছি মালীগন। লগে লেন দল ফূল মুদিত মন॥
তেহি অবসর সীতা তহঁ আঈ। গিরিজা পূজন জননি পঠাঈ॥

সঙ্গ সখী সব সুভগ সয়ানীঁ। গাবহিঁ গীত মনোহর বানীঁ॥
সর সমীপ গিরিজা গৃহ সোহা। বরনি ন জাই দেখি মনু মোহা॥

মজ্জনু করি সর সখিন্হ সমেতা। গঈ মুদিত মন গৌরি নিকেতা॥
পূজা কীন্হি অধিক অনুরাগা। নিজ অনুরূপ সুভগ বরু মাগা॥

এক সখী সিয় সঙ্গু বিহাঈ। গঈ রহী দেখন ফুলবাঈ॥
তেহিঁ দোউ বন্ধু বিলোকে জাঈ। প্রেম বিবস সীতা পহিঁ আঈ॥

দোহা (২২৮)

তাসু দসা দেখী সখিন্হ পুলক গাত জলু নৈন।
কহু কারনু নিজ হরষ কর পূছহিঁ সব মৃদু বৈন॥

চৌপাই (১—৩)

দেখন বাগু কুঅঁর দুই আএ। বয় কিসোর সব ভাঁতি সুহাএ॥
স্যাম গৌর কিমি কহৌঁ বখানী। গিরা অনয়ন নয়ন বিনু বানী॥

সুনি হরষীঁ সব সখীঁ সয়ানী। সিয় হিয়ঁ অতি উতকন্ঠা জানী॥
এক কহই নৃপসুত তেই আলী। সুনে জে মুনি সঁগ আএ কালী॥

জিন্হ নিজ রূপ মোহনী ডারী। কীন্হে স্ববস নগর নর নারী॥
বরনত ছবি জহঁ তহঁ সব লোগূ। অবসি দেখিঅহিঁ দেখন জোগূ॥

দোহা—পুষ্পোদ্যান ও সরোবর প্রত্যক্ষ করে অনুজ সহিত প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আনন্দিত হলেন। এই পুষ্পোদ্যান (যথার্থ রূপেই) সুরম্য যা (জগৎকে সুখপ্রদানকারী) প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকেও সুখ প্রদানে সক্ষম॥ ২২৭॥

চৌপাই— চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে ও মালীদের জিজ্ঞাসা করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্নচিত্তে পত্রপুষ্প চয়ন করতে লাগলেন। তখনই সেইখানে সীতাদেবীরও আগমন হল ; তিনি মাতা কর্তৃক দেবী গিরিজা (দেবী পার্বতী) পূজনের জন্য প্রেরিতা হয়েছিলেন॥ ১॥ সীতাদেবীর সঙ্গে সৌভাগ্যবতী সেয়ানা সখীগণও ছিলেন। তারা সুললিত কণ্ঠে গীত পরিবেশন করছিলেন। সরোবরের নিকটেই দেবী গিরিজার মন্দির। মন্দির সুশোভিত, মনোমুগ্ধকর ও বর্ণনাতীত সুন্দর॥ ২॥ স্নানের জন্য সখীদের সঙ্গে সরোবরে নেমে সীতাদেবী প্রসন্নচিত্তে দেবী গিরিজার মন্দিরে গমন করে পরম প্রীতি সহকারে পূজার্চনা করলেন আর নিজের জন্য সুযোগ্য বর কামনা করলেন॥ ৩॥ একজন সখী সীতাদেবীর সঙ্গ ছেড়ে পুষ্পোদ্যান দেখতে গিয়েছিলেন। দৃষ্টিনন্দন ভ্রাতৃ-যুগলের উপর দৃষ্টি পড়তেই তিনি প্রেমবিহ্বল চিত্তে সীতাদেবীর কাছে ফিরে এলেন॥ ৪॥

দোহা—সখীর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হচ্ছিল, তাঁর নয়ন প্রেমানন্দাশ্রুতে ভরে ছিল। তার অবস্থা প্রত্যক্ষ করে অন্যান্য সখীগণ তাকে এই বিশেষ ভাবানুরাগের কারণ জিজ্ঞাসা করল॥ ২২৮॥

চৌপাই—(সে বলল—) পুষ্পোদ্যান দেখতে দুইজন রাজকুমার এসেছেন। কিশোরদ্বয় অনিন্দ্যসুন্দর। তাঁরা শ্যাম ও গৌর বর্ণ ; কী করে তাঁদের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিই, কারণ নয়নের বর্ণনা করবার যে শক্তি নেই আর বাক্যেরও যে দেখবার শক্তি নেই॥ ১॥ সাগ্রহে সকলে তার কথা-সকল শুনল। সীতাদেবীর উৎকণ্ঠা হচ্ছে দেখে সখীদের আর আনন্দের সীমা রইল না। একজন তখন বলতে লাগল—হে সখীসকল ! গতকাল যে রাজকুমারদ্বয় ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে এসেছেন বলে আমরা শুনেছি মনে হয় এঁরা তাঁরাই॥ ২॥ তাঁরা নিজের মোহিনী শক্তি আরোপ করে নগরবাসীদের বশীভূত করে ফেলেছেন ; যত্রতত্র জনগণকে, তাঁদের মনোহর মূর্তির ও সৌন্দর্যের কথা বলতে শোনা যাচ্ছে। তাঁদের সৌন্দর্য দেখবার মতন ; তাই আমাদেরও তাঁদের অবশ্যই (গিয়ে) দেখে নেওয়া উচিত॥ ৩ ॥

চৌপাই (৪)

তাসু বচন অতি সিয়হি সোহানে। দরস লাগি লোচন অকুলানে॥
চলী অগ্র করি প্রিয় সখি সোঈ। প্রীতি পুরাতন লখই ন কোঈ॥

দোহা (২২৯)

সুমিরি সীয় নারদ বচন উপজী প্রীতি পুনীত।
সকিত বিলোকতি সকল দিসি জনু সিসু মৃগী সভীত॥

চৌপাই (১—৪)

কঙ্কন কিঙ্কিনি নূপুর ধুনি সুনি। কহত লখন সন রামু হৃদয়ঁ গুনি॥
মানহুঁ মদন দুন্দুভী দীন্হী। মনসা বিস্ব বিজয় কহঁ কীন্হী॥

অস কহি ফিরি চিতএ তেহি ওরা। সিয় মুখ সসি ভএ নয়ন চকোরা॥
ভএ বিলোচন চারু অচঞ্চল। মনহুঁ সকুচি নিমি তজে দিগঞ্চল॥

দেখি সীয় সোভা সুখু পাবা। হৃদয়ঁ সরাহত বচনু ন আবা॥
জনু বিরঞ্চি সব নিজ নিপুনাঈ। বিরচি বিস্ব কহঁ প্রগটি দেখাঈ॥

সুন্দরতা কহুঁ সুন্দর করঈ। ছবিগৃহঁ দীপসিখা জনু বরঈ॥
সব উপমা কবি রহে জুঠারী। কেহিঁ পঠতরৌঁ বিদেহকুমারী॥

দোহা (২৩০)

সিয় সোভা হিয়ঁ বরনি প্রভু আপনি দসা বিচারি।
বোলে সুচি মন অনুজ সন বচন সময় অনুহারি॥

এই কথোপকথন সীতাদেবীর মনে ধরল। তাঁদের দর্শন লাভের জন্য তাঁর নয়নযুগল অস্থির হয়ে পড়ল। সেই প্রিয় সখীকে সামনে রেখে সীতাদেবী চললেন। তাঁর পূর্বের প্রীতিকে কেউ ধরতে পারল না॥ ৪॥

দোহা—দেবর্ষি নারদের কথা স্মরণ করে সীতাদেবীর মনে পবিত্র প্রীতি উৎপন্ন হল। তিনি আশ্চর্য হয়ে ইতিউতি দেখতে লাগলেন, মনে হচ্ছিল যেন ভীত হরিণছানা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে॥ ২২৯॥

চৌপাই—কঙ্কণ, কিঙ্কিণী ও নূপুরের ধ্বনি শ্রবণ করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র নিজ অন্তরের কথা অনুজ শ্রীলক্ষ্মণের কাছে ব্যক্ত করলেন—দেখো, মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং কামদেব বিশ্বকে পরাভূত করবার সংকল্প নিয়ে দুন্দুভি বাজাচ্ছেন॥ ১॥ এই বলে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সেইদিক ফিরে দাঁড়ালেন। সীতাদেবীর চন্দ্রসম সুন্দর বদনমণ্ডল প্রত্যক্ষ করবার জন্য তাঁর নয়নচকোর উদ্‌গ্রীব হল। তিনি সুন্দর নয়নে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। (জনক রাজার পূর্বপুরুষ নিমি পলকে বাস করেন এইরূপ বলা হয়। কন্যা জামাতার মিলনদৃশ্য অবলোকন তাঁর পক্ষে শোভনীয় নয় মনে করে) নিমি সংকোচে পলকে অবস্থান ত্যাগ করলেন (তাই শ্রীপ্রভু অনিমেষ নয়ন হলেন)॥ ২॥ সীতাদেবীর মধুরিমা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি সেই সৌন্দর্যের প্রশংসা অন্তরে করলেও তা বর্ণনা করতে পারছিলেন না। (শোভা যে অনুপম তাতে সন্দেহ নেই) যেন প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর সমস্ত নৈপুণ্য সীতাদেবীকে সৃষ্টি করবার সময় উজাড় করে দিয়েছিলেন॥ ৩॥ তা (সীতাদেবীর সৌন্দর্য) সুন্দরকেও আরো সুন্দর করে ; তা যেন সৌন্দর্যরূপ বাসগৃহে দীপশিখাসম দেদীপ্যমান। (এতক্ষণ সৌন্দর্যরূপ বাসগৃহ অন্ধকার ছিল, সেই গৃহ যেন সীতাদেবীর সৌন্দর্যরূপ দীপশিখা লাভ করে ঝকমক করে উঠেছে যাতে তা আরো সুন্দর দেখাচ্ছে)। কবিগণ সকল উপমাই ব্যবহার করে উচ্ছিষ্ট করে রেখেছেন। আমি জনকদুহিতার উপমা তুলনা করবার কিছু পাচ্ছি না॥ ৪॥

দোহা—(এইভাবে) অন্তরে সীতাদেবীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করে আর নিজ অবস্থান বিচার করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পবিত্র মনে অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে সময়োচিত কথা বললেন॥ ২৩০॥

চৌপাই (১—৪)

তাত জনকতনয়া যহ সোঈ। ধনুষজগ্য জেহি কারন হোঈ॥
পূজন গৌরি সখী লৈ আঈ। করত প্রকাসু ফিরই ফুলবাঈ॥
জাসু বিলোকি অলৌকিক সোভা। সহজ পুনীত মোর মনু ছোভা॥
সো সবু কারন জান বিধাতা। ফরকহি সুভদ অঙ্গ সুনু ভ্রাতা॥
রঘুবংসিন্হ কর সহজ সুভাউ। মনু কুপন্থ পগু ধরই ন কাঊ॥
মোহি অতিসয় প্রতীতি মন কেরী। জেহিঁ সপনেহুঁ পরনারি ন হেরী॥
জিনহ কৈ লহহিঁ ন রিপু রন পীঠী। নহিঁ পাবহিঁ পরতিয় মনু ডীঠী॥
মঙ্গন লহহিঁ ন জিন্হ কৈ নাহীঁ। তে নরবর থোরে জগ মাহীঁ॥

দোহা (২৩১)

করত বতকহী অনুজ সন মন সিয় রূপ লোভান।
মুখ সরোজ মকরন্দ ছবি করই মধুপ ইব পান॥

চৌপাই (১—৪)

চিতবতি চকিত চহূঁ দিসি সীতা। কহঁ গএ নৃপ কিসোর মনু চিন্তা॥
জহঁ বিলোক মৃগ সাবক নৈনী। জনু তহঁ বরিস কমল সিত শ্রেনী॥
লতা ওট তব সখিন্হ লখাএ। স্যামল গৌর কিসোর সুহাএ॥
দেখি রূপ লোচন ললচানে। হরষে জনু নিজ নিধি পহিচানে॥
থকে নয়ন রঘুপতি ছবি দেখে। পলকন্হিহূঁ পরিহরীঁ নিমেষেঁ॥
অধিক সনেহঁ দেহ ভৈ ভোরী। সরদ সসিহি জনু চিতব চকোরী॥
লোচন মগ রামহি উর আনী। দীন্হে পলক কপাট সয়ানী॥
জব সিয় সখিন্হ প্রেমবস জানী। কহি ন সকহিঁ কছু মন সকুচানী॥

দোহা (২৩২)

লতাভবন তেঁ প্রগট ভে তেহি অবসর দোউ ভাই।
নিকসে জনু জুগ বিমল বিধু জলদ পটল বিলগাই॥

চৌপাই—হে তাত ! ইনিই সেই জনকনন্দিনী যাঁর জন্য ধনুর্যজ্ঞ আয়োজন করা হয়েছে। সখীগণ এঁকে গৌরীমাতার পূজার জন্য এনেছিল। এখন তিনি পুষ্পোদ্যানে আলোক বিচ্ছুরণ করে বিচরণ করছেন॥ ১॥ এঁর অলৌকিক সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে স্বভাব-পবিত্র আমার মন ক্ষুব্ধ হয়েছে। তার কারণ বিধাতা বলতে পারবেন। কিন্তু হে ভাই ! শোনো। আমার মঙ্গলসূচক (ডান অঙ্গের) কম্পনের অনুভূতি লাভ হচ্ছে॥ ২ ॥ রঘুবংশজাতর মন কখনও কুপথে যায় না। আমার স্থির বিশ্বাস যে (জেগে তো নয়ই) স্বপ্নেও কখনও আমার মন পরনারীর উপর দৃষ্টি দেয়নি॥ ৩॥ জগতে এমন পূজ্য ব্যক্তিত্ব বিরল যে রণক্ষেত্রে কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না। যার মন ও দৃষ্টি পরনারীর দিকে যায় না আর যার গৃহ থেকে যাচক কখনও রিক্তহস্তে ফিরে যায় না॥ ৪ ॥

দোহা—প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অনুজ শ্রীলক্ষ্মণের সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত থাকলেও তাঁর মনভ্রমর সীতাদেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর মুখারবিন্দের সৌন্দর্যরূপ মকরন্দ সুধা পান করছিল॥ ২৩১ ॥

চৌপাই—সীতাদেবী কিন্তু তখনও রাজকুমার যুগলকে দেখতে পাননি ; তাই তিনি আশ্চর্য হয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। তিনি ভাবছিলেন—রাজকুমারদ্বয় গেলেন কোথায় ? তখন চকিতবালহরিণীনয়না সীতাদেবী যে দিকেই দেখছিলেন সেই দিকেই তিনি শ্বেতকমলরাজির সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছিলেন॥ ১॥ সখীদের আহ্বানে তাঁর দৃষ্টি লতাপাতার অন্তরালে উপস্থিত সুন্দর রাজকুমারদের উপর পড়ল। তাঁর রূপ দর্শন করে নয়নযুগল মুগ্ধ হয়ে গেল। তিনি তখন প্রসন্নচিত্ত ; যেন নিজ নিধি চিনতে পেরেছেন॥ ২॥ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে তাঁর নয়ন স্থির হয়ে রইল। তিনি অনিমেষ নয়নে দেখতে থাকলেন। প্রীতির প্রাবল্য হেতু তাঁর তনু তখন বিহ্বল। যেন শারদ পূর্ণ-চন্দ্রকে বিমুগ্ধ নয়নে চকোর প্রত্যক্ষ করছে॥ ৩॥ নয়নপথে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে অন্তরে আহ্বান করে সীতাদেবী নয়ন কপাট রুদ্ধ করে দিলেন (অর্থাৎ চোখ বন্ধ করে তাঁর ধ্যান করতে লাগলেন)। সীতাদেবীকে প্রেমানুরাগরঞ্জিত দেখে সখীগণের সংকোচ হল ; তাঁরা কিছু বলতে পারছিলেন না॥ ৪॥

দোহা—তখনই ভ্রাতাযুগল লতাপাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। যেন দুইটি নির্মল চন্দ্র মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল॥ ২৩২ ॥

চৌপাই (১—৪)

সোভা সীবঁ সুভগ দোউ বীরা। নীল পীত জলজাভ সরীরা॥
মোরপংখ সির সোহত নীকে। গুচ্ছ বীচ বিচ কুসুম কলী কে॥
ভাল তিলক শ্রমবিন্দু সুহাএ। শ্রবন সুভগ ভূষন ছবি ছাএ॥
বিকট ভৃকুটি কচ ঘূঘরবারে। নব সরোজ লোচন রতনারে॥
চারু চিবুক নাসিকা কপোলা। হাস বিলাস লেত মনু মোলা॥
মুখছবি কহি ন জাই মোহি পাহীঁ। জো বিলোকি বহু কাম লজাহীঁ॥
উর মনি মাল কম্বু কল গীবা। কাম কলভ কর ভুজ বলসীঁবা॥
সুমন সমেত বাম কর দোনা। সাবঁর কুঅঁর সখী সুঠি লোনা॥

দোহা (২৩৩)

কেহরি কটি পট পীত ধর সুষমা সীল নিধান।
দেখি ভানুকুলভূষনহি বিসরা সখিন্হ অপান॥

চৌপাই (১—৪)

ধরি ধীরজু এক আলি সয়ানী। সীতা সন বোলী গহি পানী॥
বহুরি গৌরি কর ধ্যান করেহূ। ভূপকিসোর দেখি কিন লেহূ॥
সকুচি সীয়ঁ তব নয়ন উঘারে। সনমুখ দোউ রঘুসিংঘ নিহারে॥
নখ সিখ দেখি রাম কৈ সোভা। সুমিরি পিতা পনু মনু অতি ছোভা॥
পরবস সখিন্হ লখী জব সীতা। ভয়উ গহরু সব কহহিঁ সভীতা॥
পুনি আউব এহি বেরিআঁ কালী। অস কহি মন বিহসী এক আলী॥
গূঢ় গিরা সুনি সিয় সকুচানী। ভয়উ বিলম্বু মাতু ভয় মানী॥
ধরি বড়ি ধীর রামু উর আনে। ফিরী অপনপউ পিতুবস জানে॥

দোহা (২৩৪)

দেখন মিস মৃগ বিহগ তরু ফিরই বহোরি বহোরি।
নিরখি নিরখি রঘুবীর ছবি বাঢ়ই প্রীতি ন থোরি॥

চৌপাই—বীর ভ্রাতাযুগল ছিলেন সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। তাঁদের অঙ্গে নীল ও পীত কমলের আভা আর মস্তকে ময়ূর পুচ্ছের মধ্যে পুষ্পাঞ্জলি গুচ্ছের শোভা॥ ১॥ ললাটদেশে ললাটিকা ও শ্রমবারির অনুপম শোভা। শ্রবণে অনুপম সুন্দর কর্ণভূষণ। ভ্রূ বঙ্কিম ও কুঞ্চিত কেশদাম। তাঁরা ছিলেন অরুণ নবকঞ্জলোচন॥ ২॥ চিবুক, নাসিকা ও কপোল অতিশয় সুন্দর। মন ভোলানো ছিল হাস্যবিলাস। বদনমণ্ডলের সৌন্দর্য বর্ণনাতীত সুন্দর যা বহু কামদেবের যুগপৎ সৌন্দর্যকেও লজ্জিত করতে সক্ষম॥ ৩॥ বক্ষঃস্থলে মণিমালা। শঙ্খসদৃশ গলদেশ। কামদেবের হস্তীশাবকের কুঞ্জরাস্যসম বলবান বাহুযুগল। হে সখী ! যে সুকুমার রাজকুমারের বামহস্তে পুষ্পের ডালি, সেই শ্যামল সুন্দর তনু অতিশয় সুন্দর॥ ৪॥

দোহা—সিংহ কটি, পীতাম্বরধারী, সৌন্দর্য ও সদাচারের ভাণ্ডার সূর্যকুলভূষণ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে সখীগণ আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল॥ ২৩৩॥

চৌপাই—এক সুচতুরা সখী সামলে নিয়ে হাত ধরে সীতাদেবীকে বলল—আরে, দেবী গিরিজার ধ্যান না হয় পরে করবে এখন তো ভালো করে রাজকুমারকে দেখে নাও॥ ১॥ তখন সসংকোচে সীতাদেবী আবার নয়ন কপাট উন্মোচন করলেন আর সম্মুখে উপস্থিত রঘুকুল সিংহদ্বয়কে দেখলেন। আপাদমস্তক শোভাযুক্ত শ্রীরামচন্দ্রকে দেখেই তাঁর পিতার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ল, আর মন অতিশয় ক্ষুব্ধ হল॥ ২॥ সখীগণ লক্ষ করল যে সীতাদেবী প্রেমবিহ্বল হয়ে পড়ছেন। তখন তারা বলল—আরে, বড় বেলা হয়ে যাচ্ছে (এইবার তো ফিরে যেতে হবে)। কাল আবার এইসময়ে এইখানে—বলে এক সখী মনে মনে হাসল॥ ৩॥ সখীর রহস্যপূর্ণ উক্তি শ্রবণ করে সীতাদেবীর সংকোচ হল। দেরি হয়ে গিয়েছে শুনে তাঁর ভয় হল যে মাতা অপ্রসন্ন হবেন। ধৈর্য ধারণ করে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি অন্তরে ধারণ করলেন আর (তাঁর ধ্যান করতে করতে) নিজেকে পিতার অধীন জেনে ফিরে চললেন॥ ৪॥

দোহা— মৃগ, পক্ষী, বৃক্ষাদি দেখবার অছিলায় সীতাদেবী বারে বারে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ দর্শন করে যেন তাঁর চিত্তে প্রীতি উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছিল॥ ২৩৪॥

চৌপাই (১—৪)

জানি কঠিন সিবচাপ বিসূরতি। চলী রাখি উর স্যামল মূরতি॥
প্রভু জব জাত জানকী জানী। সুখ সনেহ সোভা গুন খানী॥

পরম প্রেমময় মৃদু মসি কীন্হী। চারু চিত্ত ভীতীঁ লিখি লীন্হী॥
গঈ ভবানী ভবন বহোরী। বন্দি চরন বোলী কর জোরী॥

জয় জয় গিরিবররাজ কিসোরী। জয় মহেস মুখ চন্দ চকোরী॥
জয় গজবদন ষড়ানন মাতা। জগত জননি দামিনি দুতি গাতা॥

নহি তব আদি মধ্য অবসানা। অমিত প্রভাউ বেদু নহিঁ জানা॥
ভব ভব বিভব পরাভব কারিনি। বিস্ব বিমোহনি স্ববস বিহারিনি॥

দোহা (২৩৫)

পতিদেবতা সুতীয় মহুঁ মাতু প্রথম তব রেখ।
মহিমা অমিত ন সকহিঁ কহি সহস সারদা সেষ॥

চৌপাই (১—৪)

সেবত তোহি সুলভ ফল চারী। বরদায়নী পুরারি পিআরী॥
দেবি পূজি পদ কমল তুম্হারে। সুর নর মুনি সব হোহি সুখারে॥

মোর মনোরথু জানহু নীকেঁ। বসহু সদা উর পুর সবহী কেঁ॥
কীন্হেউঁ প্রগট ন কারন তেহীঁ। অস কহি চরন গহে বৈদহীঁ॥

বিনয় প্রেম বস ভঈ ভবানী। খসী মাল মূরতি মুসুকানী॥
সাদর সিয়ঁ প্রসাদু সির ধরেউ। বোলী গৌরি হরষু হিয়ঁ ভরেউ॥

সুনু সিয় সত্য অসীস হমারী। পূজিহি মন কামনা তুম্হারী॥
নারদ বচন সদা সুচি সাচা। সো বরু মিলিহি জাহিঁ মনু রাচা॥

চৌপাই— হরধনু সুদৃঢ় মনে করে সীতাদেবী উদ্বিগ্ন চিত্তে অন্তরে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে ফিরে চললেন। (হরধনু সুকঠিন মনে পড়তেই তাঁর মনে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল যে সুকুমার শ্রীরঘুনাথ তা কেমন করে ভঙ্গ করতে সক্ষম হবেন। পিতার প্রতিজ্ঞা তখন তাঁর ভালো লাগছিল না তাই তিনি ফিরে যাওয়ার সময়ে বিলাপ করছিলেন। প্রেমানুরাগ প্রাবল্যেই এমন বিস্মরণ হয়েছিল। যখন তাঁর শ্রীভগবানের বলবীর্যের কথা মনে পড়ল তিনি তখন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন আর শ্রীপ্রভুর শ্যামল বিগ্রহ অন্তরে ধারণ করে চললেন)। সুখ, স্নেহ, সুষমা ও গুণের আকর সীতাদেবীকে চলে যেতে দেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তখন পরম প্রেমের কোমল মসি দ্বারা তাঁর স্বরূপকে নিজ সুন্দর চিত্তরূপ পটে অঙ্কিত করে নিলেন। সীতাদেবী আবার দেবী ভবানী মন্দিরে গমন করে দেবীর চরণ বন্দনা করে হাতজোড় করে বললেন— হে শ্রেষ্ঠপর্বতদুহিতা দেবী পার্বতী ! আপনার জয় হোক, জয় হোক। হে দেবাদিদেব মহাদেবের চন্দ্রবদন উপাসক চকোরী দেবী ভবানী ! আপনার জয় হোক। হে গজানন ও ষড়ানন জননী দেবী পার্বতী ! হে জগজ্জননী ! হে সৌদামিনীকান্তি তনু ! আপনার জয় হোক। আপনি আদি-মধ্য-অন্ত বিরহিত। আপনার অসীম প্রভাব বেদেরও অজ্ঞাত। আপনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশিনী, বিশ্বমোহিনী ও স্ববশ বিহারিণী॥ ১-৪॥

দোহা—হে পরম পতিব্রতা মাতা ভবানী ! আপনি অতুলনীয়া। আপনার অপার মহিমার বর্ণনা দেবী সরস্বতী ও শেষনাগও করতে পারবেন না॥ ২৩৫॥

চৌপাই—হে বরদা ! হে ত্রিপুরারি শ্রীশংকর প্রিয়া ! আপনার সেবায় চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়ে থাকে। হে দেবী ! আপনার শ্রীপাদপদ্ম পূজার্চনা করলে দেবতা, মুনি, নর সকলেরই সুখ লাভ হয়॥ ১॥ আপনি তো সকলের হৃদয় মন্দিরে নিত্য অধিষ্ঠান করে থাকেন। তাই আমার মনোবাঞ্ছা আপনার অজানা নয়। সে কথা আর মুখ ফুটে বললাম না। এইরূপ বলে দেবী জানকী দেবী ভবানীর শ্রীচরণ ধারণ করলেন॥ ২॥ সীতাদেবীর বিনয় ও প্রীতি দেবী গিরিজাকে সন্তুষ্ট করল। দেবী বিগ্রহ মৃদু হাসলেন আর তাঁর কণ্ঠ থেকে মালা খসে পড়ল। পরম সমাদরে সেই প্রসাদী মালা সীতাদেবী মস্তকে ধারণ করলেন। দেবী গৌরী প্রসন্নচিত্তে বললেন— হে সীতা ! আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। দেবর্ষি নারদের কথা সতত পবিত্র (সংশয়, ভ্রম আদি দোষ বিরহিত) ও সত্য হয়। যে বরে তোমার মন অনুরক্ত হয়েছে তাই তুমি লাভ করবে॥ ৩-৪॥

ছন্দ

মনু জাহিঁ রাচেউ মিলিহি সো বরু সহজ সুন্দর সাঁবরো।
করুনা নিধান সুজান সীলু সনেহু জানত রাবরো॥
এহি ভাঁতি গৌরি অসীস সুনি সিয় সহিত হিয়ঁ হরষী অলী।
তুলসী ভবানিহি পূজি পুনি পুনি মুদিত মন্দির চলী॥

সোরঠা (২৩৬)

জানি গৌরি অনুকূল সিয় হিয় হরষু ন জাই কহি।
মঞ্জুল মঙ্গল মূল বাম অঙ্গ ফরকন লগে॥

চৌপাই (১—৪)

হৃদয়ঁ সরাহত সীয় লোনাঈ। গুর সমীপ গবনে দোউ ভাঈ॥
রাম কহা সবু কৌসিক পাহীঁ। সরল সুভাউ ছুঅত ছল নাহীঁ॥
সুমন পাই মুনি পূজা কীন্হী। পুনি অসীস দুহু ভাইন্হ দীন্হী॥
সুফল মনোরথ হোহুঁ তুম্হারে। রামু লখনু সুনি ভএ সুখারে॥
করি ভোজনু মুনিবর বিগ্যানী। লগে কহন কছু কথা পুরানী॥
বিগত দিবসু গুরু আয়সু পাঈ। সন্ধ্যা করন চলে দোউ ভাঈ॥
প্রাচী দিসি সসি উয়উ সুহাবা। সিয় মুখ সরিস দেখি সুখু পাবা॥
বহুরি বিচারু কীন্হ মন মাহীঁ। সীয় বদন সম হিমকর নাহীঁ॥

দোহা (২৩৭)

জনমু সিন্ধু পুনি বন্ধু বিষু দিন মলীন সকলঙ্ক।
সিয় মুখ সমতা পাব কিমি চন্দু বাপুরো রঙ্ক॥

চৌপাই (১)

ঘটই বঢ়ই বিরহিনি দুখদাঈ। গ্রসই রাহু নিজ সন্ধিহিঁ পাঈ॥
কোক সোকপ্রদ পঙ্কজ দ্রোহী। অবগুন বহুত চন্দ্রমা তোহী॥

ছন্দ—যাঁর প্রতি তোমার মনে অনুরাগ এসেছে সেই সহজ সুন্দর শ্যামল বর (শ্রীরামচন্দ্র) তুমি লাভ করবে। সেই সর্বজ্ঞ করুণানিধান তোমার সদাচার ও প্রীতির কথা জানেন। এইরূপ আশীর্বাদ দেবী ভবানীর কাছে লাভ করে সীতাদেবী সখীগণ সহিত প্রসন্নচিত্ত হলেন। তুলসীদাস বলছেন—দেবী ভবানীর বারে বারে পূজা করে সীতাদেবী প্রসন্নচিত্তে রাজপ্রাসাদে ফিরে চললেন॥

সোরঠা—*দেবী ভবানীকে অনুকূল জেনে সীতাদেবীর এত আনন্দ হল যে তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। সীতাদেবী তখন বাম অঙ্গে মঙ্গলসূচক স্পন্দন অনুভূতি লাভ করছিলেন॥ ২৩৬॥*

চৌপাই— অন্তরে সীতাদেবীর সৌন্দর্যের সুখ্যাতি করে ভ্রাতৃযুগল গুরুদেব সকাশে গমন করলেন। সকল কথাই প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ঋষি বিশ্বামিত্রকে নিবেদন করলেন ; তাঁর সহজ সরল স্বভাবে যে ছলচাতুরীর স্পর্শ নেই ! ১॥ পুষ্প দ্বারা মুনিবর পূজার্চনা করলেন। অতঃপর তিনি ভ্রাতৃযুগলকে আশীর্বাদ দিয়ে বললেন — তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হোক। মুনিবরের আশীর্বাদ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণকে খুশি করল॥ ২॥ বিশিষ্ট জ্ঞানী মুনিবর শ্রীবিশ্বামিত্র আহারান্তে কিছু প্রাচীন কাহিনী বলতে লাগলেন। (এইভাবে) দিবাবসানকাল সমাগত হল আর মুনিবরের আদেশ অনুসারে ভ্রাতাযুগল সন্ধ্যাহ্নিক করতে গমন করলেন॥ ৩॥ (ওদিকে) পূর্বগগনে চন্দ্রোদয় হল। প্রথম দৃষ্টিতে চন্দ্রকে সীতাদেবীর বদনমণ্ডলসম সুন্দর দেখে তিনি সুখানুভূতি লাভ করলেন। অতঃপর ভেবে দেখলেন যে চন্দ্র সীতাদেবীর বদনমণ্ডলসম হতেই পারে না॥ ৪॥

দোহা—*চন্দ্র লবণাক্ত সাগরজাত আর (সাগরেই সৃষ্ট বলে) বিষ তার ভ্রাতা ; দিবাকালে চন্দ্র নিষ্প্রভ মলিন আর সে কলঙ্কযুক্ত। তাই অভাগা চন্দ্রের সীতাদেবীর বদনমণ্ডলের মতন সৌন্দর্য ধারণের যোগ্যতাই নেই॥ ২৩৭॥*

চৌপাই—চন্দ্রে হ্রাস-বৃদ্ধি আছে ; বিরহিণী নারীদের দুঃখ প্রদান করবার দোষ আছে। রাহু তাকে সুযোগ পেলেই গ্রাস করে থাকে। চন্দ্র চক্রবাককে (চক্রবাকীর বিয়োগের) দুঃখ দিয়ে থাকে আর কমলের শত্রুতা করে থাকে। হে চন্দ্র ! তোমার মধ্যে তো অপগুণের ছড়াছড়ি (যা সীতাদেবীর বদনমণ্ডলে নেই)॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

বৈদেহী মুখ পটতর দীন্হে। হোই দোষু বড় অনুচিত কীন্হে॥
সিয় মুখ ছবি বিধু ব্যাজ বখানী। গুর পহিঁ চলে নিসা বড়ি জানী॥
করি মুনি চরন সরোজ প্রনামা। আয়সু পাই কীন্হ বিশ্রামা॥
বিগত নিসা রঘুনায়ক জাগে। বন্ধু বিলোকি কহন অস লাগে॥
উয়উ অরুন অবলোকহু তাতা। পঙ্কজ কোক লোক সুখদাতা॥
বোলে লখনু জোরি জুগ পানী। প্রভু প্রভাউ সূচক মৃদু বানী॥

দোহা (২৩৮)

অরুনোদয়ঁ সকুচে কুমুদ উড়গন জোতি মলীন।
জিমি তুম্হার আগমন সুনি ভএ নৃপতি বলহীন॥

চৌপাই (১—৪)

নৃপ সব নখত করহিঁ উজিআরী। টারি ন সকহিঁ চাপ তম ভারী॥
কমল কোক মধুকর খগ নানা। হরষে সকল নিসা অবসানা॥
ঐসেহিঁ প্রভু সব ভগত তুম্হারে। হোইহহিঁ টূটেঁ ধনুষ সুখারে॥
উয়উ ভানু বিনু শ্রম তম নাসা। দুরে নখত জগ তেজু প্রকাসা॥
রবি নিজ উদয় ব্যাজ রঘুরায়া। প্রভু প্রতাপু সব নৃপন্হ দিখায়া॥
তব ভুজ বল মহিমা উদঘাটী। প্রগটী ধনু বিঘটন পরিপাটী॥
বন্ধু বচন সুনি প্রভু মুসুকানে। হোই সুচি সহজ পুনীত নহানে॥
নিত্যক্রিয়া করি গুরু পহিঁ আএ। চরন সরোজ সুভগ সির নাএ॥
সতানন্দু তব জনক বোলাএ। কৌসিক মুনি পহিঁ তুরত পঠাএ॥
জনক বিনয় তিন্হ আই সুনাঈ। হরষে বোলি লিএ দোউ ভাঈ॥

দোহা (২৩৯)

সতানন্দ পদ বন্দি প্রভু বৈঠে গুর পহি জাই।
চলহু তাত মুনি কহেউ তব পঠবা জনক বোলাই॥

নবাহ্নপারায়ণ, দ্বিতীয় বিশ্রাম

মাসপারায়ণ, অষ্টম বিশ্রাম

অতএব জানকীদেবীর বদনমণ্ডলের সঙ্গে তোমার উপমা দিলে আমাকে দোষ স্পর্শ করবে। এইভাবে চন্দ্রকে মধ্যে রেখে সীতাদেবীর বদনমণ্ডলের শোভা বর্ণনা করতে করতে রাত্রি গভীর হয়ে গিয়েছে জেনে তিনি মুনিবর সকাশে চললেন॥ ২॥ মুনিবরের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর অনুমতি নিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বিশ্রাম করতে গেলেন। রাত্রি অবসানে শ্রীরঘুনাথ জেগে গিয়ে অনুজকে দেখে বললেন—হে তাত ! চেয়ে দেখো। কমল, চক্রবাক ও সমগ্র জগৎকে সুখপ্রদানকারী অরুণোদয় কাল উপস্থিত হয়েছে। শ্রীলক্ষ্মণ উঠে হাতজোড় করে শ্রীপ্রভুর প্রভাবসূচক সুকোমল উক্তি করলেন॥ ৩-৪॥

দোহা—অরুণোদয় দেখে কুমুদ সংকুচিত হয়েছে, তারাগণ নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে যেন নৃপতিসকল আপনার আগমন বার্তা শ্রবণ করে হীনবল হয়ে পড়েছে॥ ২৩৮॥

চৌপাই—সকল নৃপতিসম তারকারাজি (কেবল) স্তিমিত আলোক বিকিরণ করতেই সক্ষম যা ধনুরূপ অন্ধকার অপনোদন করতে পারে না। রাত্রি অবসানে কমল, চখা, ভ্রমর ও বিভিন্ন প্রকারের পক্ষীগণ যেমন আনন্দ করে—॥ ১॥ হে শ্রীপ্রভু ! তেমনই হরধনু ভঙ্গ হলে আপনার ভক্তকুল তৃপ্ত হবেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে অন্ধকার কেটে গেল। তারাগণ লুকিয়ে পড়ল আর জগৎ আলোকিত হয়ে গেল॥ ২॥ হে শ্রীরঘুনাথ ! সূর্য উদিত হয়ে নৃপতিদের আপনার প্রতাপ প্রদর্শন করবার ইঙ্গিত দিয়েছেন ; আর এই হরধনু ভঙ্গ করবার আয়োজন আপনার বাহুবলের মহিমা বিস্তার করবার জন্যই হয়েছে॥ ৩॥ অনুজের উক্তি শ্রবণ করে শ্রীপ্রভু মুচকি হাসলেন। অতঃপর সহজ পবিত্র প্রভু শ্রীরামচন্দ্র প্রাতঃক্রিয়াদি ও স্নান করে ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছে এলেন আর তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করলেন॥ ৪॥ ওদিকে রাজর্ষি জনক গুরু শ্রীশতানন্দদেবকে আহ্বান করে ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছে যেতে বললেন। শ্রীশতানন্দ এসে রাজর্ষি জনকের বার্তা নিবেদন করলেন। ঋষিবর বিশ্বামিত্র তখন ভ্রাতাযুগলকে ডেকে পাঠালেন॥ ৫॥

দোহা—শ্রীশতানন্দ মুনির চরণ বন্দনা করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র গুরুদেবের কাছে গিয়ে বসলেন। তখন মুনিবর বিশ্বামিত্র বললেন—হে তাত ! রাজর্ষি জনক আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। চল, আমরা যাই॥ ২৩৯॥

চৌপাই (১—৪)

সীয় স্বয়ংবরু দেখিঅ জাঈ। ঈসু কাহি ধোঁ দেই বড়াঈ॥
লখন কহা জস ভাজনু সোঈ। নাথ কৃপা তব জাপর হোঈ॥
হরষে মুনি সব সুনি বর বানী। দীন্হি অসীস সবহি সুখু মানী॥
পুনি মুনিবৃন্দ সমেত কৃপালা। দেখন চলে ধনুষমখ সালা॥
রঙ্গভূমি আএ দোউ ভাঈ। অসি সুধি সব পুরবাসিন্হ পাঈ॥
চলে সকল গৃহ কাজ বিসারী। বাল জুবান জরঠ নর নারী॥
দেখী জনক ভীর ভৈ ভারী। সুচি সেবক সব লিএ হঁকারী॥
তুরত সকল লোগন্হ পহি জাহূ। আসন উচিত দেহু সব কাহূ॥

দোহা (২৪০)

কহি মৃদু বচন বিনীত তিন্হ বৈঠারে নর নারি।
উত্তম মধ্যম নীচ লঘু নিজ নিজ থল অনুহারি॥

চৌপাই (১—৪)

রাজকুঅঁর তেহি অবসর আএ। মনহুঁ মনোহরতা তন ছাএ॥
গুন সাগর নাগর বর বীরা। সুন্দর স্যামল গৌর সরীরা॥
রাজ সমাজ বিরাজত রূরে। উড়গন মহুঁ জনু জুগ বিধু পূরে॥
জিন্হ কে রহী ভাবনা জৈসী। প্রভু মূরতি তিন্হ দেখী তৈসী॥
দেখহিঁ রূপ মহা রনধীরা। মনহুঁ বীর রসু ধরেঁ সরীরা॥
ডরে কুটিল নৃপ প্রভুহি নিহারী। মনহুঁ ভয়ানক মূরতি ভারী॥
রহে অসুর ছল ছোনিপ বেষা। তিন্হ প্রভু প্রগট কাল সম দেখা॥
পুরবাসিন্হ দেখে দোউ ভাঈ। নর ভূষন লোচন সুখদাঈ॥

দোহা (২৪১)

নারি বিলোকহিঁ হরষি হিয়ঁ নিজ নিজ রুচি অনুরূপ।
জনু সোহত সিঙ্গার ধরি মূরতি পরম অনূপ॥

চৌপাই—সীতাদেবী স্বয়ংবরা হবেন, আমরা দেখব। দেখা যাক, ঈশ্বর কাকে গৌরবান্বিত করেন। শ্রীলক্ষ্মণ বললেন—যাঁর উপর আপনার কৃপাদৃষ্টি থাকবে তিনিই গৌরবান্বিত হবেন (হরধনু তিনিই ভঙ্গ করবেন)॥ ১॥ এই উত্তম উক্তিসকল মুনিদের প্রসন্ন করল। আনন্দ সহকারে তাঁরা আশীর্বাদ দিলেন। অতঃপর মুনিবৃন্দ সহিত কৃপানিধি শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্যজ্ঞশালা অভিমুখে গমন করলেন॥ ২॥ ভ্রাতৃদ্বয়ের যজ্ঞশালায় আগমন বার্তা নগরবাসী সকলের কাছে পৌঁছাল। তখনই নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা ঘরকন্না ও কাজকর্ম ছেড়ে ধনুর্যজ্ঞশালা অভিমুখে ছুটল॥ ৩॥ রাজর্ষি জনক জানতে পারলেন যে প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে। তিনি বিশ্বাসী সেবকদের বললেন—এখনই সেইখানে যাও আর সকলকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করো॥ ৪॥

দোহা—তখন সেবকগণ সবিনয়ে সসম্মানে উত্তম, মধ্যম, সাধারণ ও সর্বনিম্ন—সকল শ্রেণীর নারীপুরুষকেই যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করালো॥ ২৪০॥

চৌপাই—তখনই রাজকুমারদ্বয়ের (শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণের) প্রবেশ হল। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং মনোহারিত্ব দেহ ধারণ করে সম্মুখে উপস্থিত। সুন্দর শ্যাম ও গৌর বর্ণ রাজকুমারদ্বয় গুণার্ণব, চতুর ও বলবীর্য-সম্পন্ন লাগছিলেন॥ ১॥ নৃপতিদের মধ্যে বিরাজমান থেকেও তাঁরা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিলেন ; তাঁরা যেন তারাদের মধ্যে যুগল পূর্ণচন্দ্র। যে যেমন সে তেমন রূপেই শ্রীপ্রভুর মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করল॥ ২॥ রণকুশল রাজার চোখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র যেন স্বয়ং বীররস ধারণকারী বিগ্রহ রূপে প্রতিভাত হচ্ছিলেন। কুটিল রাজা শ্রীপ্রভুকে দেখে ভয় পেল যেন অতি ভয়ানক মূর্তি॥ ৩॥ রাজার ছদ্মবেশ উপস্থিত রাক্ষসগণ শ্রীপ্রভুকে স্বয়ং কাল রূপে প্রত্যক্ষ করল। মিথিলাবাসী জনগণ ভ্রাতৃযুগলকে দৃষ্টিনন্দন নরভূষণরূপে দেখল॥ ৪॥

দোহা—নারীসকল হর্ষোৎফুল্লচিত্তে স্বরুচি অনুসারে তাঁদের দেখছিলেন ; যেন অনুপম সুন্দর মূর্তি ধারণ করে শৃঙ্গার রস শোভমান হয়ে আছেন॥ ২৪১॥

চৌপাই (১—৪)

বিদুষন্হ প্রভু বিরাটময় দীসা। বহু মুখ কর পগ লোচন সীসা॥
জনক জাতি অবলোকহিঁ কৈসেঁ। সজন সগে প্রিয় লাগহিঁ জৈসেঁ॥
সহিত বিদেহ বিলোকহিঁ রানী। সিসু সম প্রীতি ন জাতি বখানী॥
জোগিন্হ পরম তত্ত্বময় ভাসা। সান্ত সুদ্ধ সম সহজ প্রকাসা॥
হরিভগতন্হ দেখে দোউ ভ্রাতা। ইষ্টদেব ইব সব সুখ দাতা॥
রামহি চিতব ভায়ঁ জেহি সীয়া। সো সনেহু সুখু নহিঁ কথনীয়া॥
উর অনুভবতি ন কহি সক সোউ। কবন প্রকার কহৈ কবি কোউ॥
এহি বিধি রহা জাহি জস ভাউ। তেহি তস দেখেউ কোসলরাউ॥

দোহা (২৪২)

রাজত রাজ সমাজ মহুঁ কোসলরাজ কিসোর।
সুন্দর স্যামল গৌর তন বিস্ব বিলোচন চোর॥

চৌপাই (১—৪)

সহজ মনোহর মূরতি দোউ। কোটি কাম উপমা লঘু সোউ॥
সরদ চন্দ নিন্দক মুখ নীকে। নীরজ নয়ন ভাবতে জী কে॥
চিতবনি চারু মার মনু হরনী। ভাবতি হৃদয় জাতি নহিঁ বরনী॥
কল কপোল শ্রুতি কুণ্ডল লোলা। চিবুক অধর সুন্দর মৃদু বোলা॥
কুমুদবন্ধু কর নিন্দক হাঁসা। ভৃকুটী বিকট মনোহর নাসা॥
ভাল বিসাল তিলক ঝলকাহীঁ। কচ বিলোকি অলি অবলি লজাহীঁ॥
পীত চৌতনীঁ সিরন্হি সুহাঈঁ। কুসুম কলীঁ বিচ বীচ বনাঈঁ॥
রেখেঁ রুচির কম্বু কল গীবাঁ। জনু ত্রিভুবন সুষমা কী সীবাঁ॥

দোহা (২৪৩)

কুঞ্জর মনি কণ্ঠা কলিত উরন্হি তুলসিকা মাল।
বৃষভ কন্ধ কেহরি ঠবনি বল নিধি বাহ বিসাল॥

চৌপাই—বিদ্বান ব্যক্তিরা শ্রীপ্রভুকে বিরাট রূপে প্রত্যক্ষ করলেন ; সেই বিরাট রূপে অসংখ্য বদন, হস্ত, পদ, নেত্র ও মস্তক ছিল। রাজর্ষি জনকের স্বজনদের চোখে শ্রীপ্রভু পরম আত্মীয়সম প্রিয় লাগছিলেন॥ ১॥ রাজর্ষি জনক ও তাঁর রানিসকলের চোখে শ্রীপ্রভু সন্তানসম লাগছিলেন ; তাঁদের বর্ণনাতীত প্রীতি ছিল। যোগীদের চোখে তিনি ছিলেন শুদ্ধ, সত্ত্ব, শান্ত, স্বতঃপ্রকাশিত॥ ২॥ শ্রীহরিভক্তগণ ভ্রাতৃযুগলকে সর্বসুখপ্রদায়ক ইষ্টদেবতা রূপে দেখলেন। সীতাদেবী যে ভাব নিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করেছিলেন সেই প্রেমপ্রীতির তো বর্ণনা হয় না॥ ৩॥ যে প্রীতি ও অনুরাগ তিনি চিত্তে অনুভব করছিলেন তা তাঁর পক্ষেও বলা সম্ভব ছিল না। তা হলে কোনো কবি তা কেমন করে বলবে ? এই ভাবে যে যেমন, সে তেমন ভাবেই অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রকে দেখল॥ ৪॥

দোহা—কৌশল্যাধিপতির ভুবনমনোমোহিনী সুন্দর শ্যামল ও গৌর বর্ণ কুমারযুগল নৃপতিদের মধ্যে স্বমহিমায় বিরাজমান ছিলেন॥ ২৪২॥

চৌপাই—যুগল মূর্তি সহজ মনোহর ছিল। কোটি কামদেবের যুগপৎ সৌন্দর্য তাঁদের সৌন্দর্যের সম্মুখে ছিল তুচ্ছ। শারদচন্দ্র বিনিন্দিত তাঁদের সুন্দর বদনমণ্ডল এবং নীরজসম নয়নযুগল নয়নরঞ্জন ছিল॥ ১॥ বিশ্ববিমোহিনী দৃষ্টি বিক্ষেপের সৌন্দর্য কামদেবের মনকেও হরণ করতে সক্ষম ছিল। তা চিত্তাকর্ষক কিন্তু বর্ণনা করে বোঝানো কঠিন। সুন্দর কপোলদেশ। চঞ্চল দোদুল্যমান কুণ্ডলদ্বয় অনুপম সুন্দর। বাণীতে ছিল কোমলতার মাধুর্য॥ ২॥ চন্দ্রজ্যোৎস্না-লোকবিনিন্দিত সুমধুর হাস্য বিন্যাস। বঙ্কিম ভ্রূবিলাস, মনোহর নাসিকা। সুপ্রশস্ত ললাটে দীপ্তিমান ললাটিকার শোভা। কেশদাম কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিত যা দেখে ভ্রমর পঙক্তিও লজ্জিত হয়॥ ৩॥ মস্তকে পীত চতুষ্কোণ কুসুমকোরক যুক্ত অনুপম সুন্দর কিরীটের শোভা। অনুপম কম্বুকণ্ঠে মনোহর ত্রিরেখার শোভা যা যেন ত্রিলোকের সৌন্দর্যসীমা (প্রকাশ করছিল)॥ ৪॥

দোহা—তাঁদের কণ্ঠে ছিল গজমোতিকণ্ঠি ও তুলসীর মালা। সিংহবিক্রম ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন বৃষস্কন্ধ। তাঁদের আজানুলম্বিত বাহুযুগলে ছিল অসীম শক্তির অভিব্যক্তি॥ ২৪৩॥

চৌপাই (১—৪)

কটি তূনীর পীত পট বাঁধেঁ। কর সর ধনুষ বাম বর কাঁধেঁ॥
পীত জগ্য উপবীত সুহাএ। নখ সিখ মঞ্জু মহাছবি ছাএ॥

দেখি লোগ সব ভএ সুখারে। একটক লোচন চলত ন তারে॥
হরষে জনকু দেখি দোউ ভাঈ। মুনি পদ কমল গহে তব জাঈ॥

করি বিনতী নিজ কথা সুনাঈ। রঙ্গ অবনি সব মুনিহি দেখাঈ॥
জহঁ জহঁ জাহিঁ কুঅঁর বর দোউ। তহঁ তহঁ চকিত চিতব সবু কোউ॥

নিজ নিজ রুখ রামহি সবু দেখা। কোউ ন জান কছু মরমু বিসেষা॥
ভলি রচনা মুনি নৃপ সন কহেউ। রাজাঁ মুদিত মহাসুখ লহেউ॥

দোহা (২৪৪)

সব মঞ্চন্হ তে মঞ্চু এক সুন্দর বিসদ বিসাল।
মুনি সমেত দোউ বন্ধু তহঁ বৈঠারে মহিপাল॥

চৌপাই (১—৩)

প্রভুহি দেখি সব নৃপ হিয়ঁ হারে। জনু রাকেস উদয় ভএঁ তারে॥
অসি প্রতীতি সব কে মন মাহীঁ। রাম চাপ তোরব সক নাহীঁ॥

বিনু ভঞ্জেহুঁ ভব ধনুষু বিসালা। মেলিহি সীয় রাম উর মালা॥
অস বিচারি গবনহু ঘর ভাঈ। জসু প্রতাপু বলু তেজু গবাঁঈ॥

বিহসে অপর ভূপ সুনি বানী। জে অবিবেক অন্ধ অভিমানী॥
তোরেহুঁ ধনুষু ব্যাহু অবগাহা। বিনু তোরে কো কুঅঁরি বিআহা॥

চৌপাই—ছিল কটিতে পীতাম্বরের বাঁধুনিতে তূণীর। ডান হস্তে শর ও বাম স্কন্ধে ধনুক ও পীতি যজ্ঞোপবীতের মাধুর্য। সর্বাঙ্গে আপাদ-মস্তকে সৌন্দর্যের বিন্যাস ছিল। ভ্রাতাদ্বয় অনুপম শোভা বিস্তার করে রেখেছিলেন॥ ১॥ ভ্রাতৃদ্বয়কে দর্শন করে সকলেই সুখানুভূতি লাভ করলেন। সকলেই অনিমেষ নয়নে তাঁদের সৌন্দর্যসুধা পান করতে লাগলেন। ভ্রাতৃদ্বয়কে উপস্থিত দেখে রাজর্ষি জনক হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি তখন উঠে মুনি বিশ্বামিত্রের শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করলেন॥ ২॥ রাজর্ষি জনক সব কথা মুনিবরকে জানালেন। অতঃপর তিনি মুনিবরকে যজ্ঞশালা ঘুরে দেখালেন। মুনিবরের সঙ্গে আসা রাজকুমারযুগলকেও সকলে বিস্ময়াভিভূত নয়নে দেখতে থাকল॥ ৩॥ সকলেই দেখল যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছেন ; কিন্তু সেই রহস্য কেউ জানতে পারল না। মুনিবর রাজর্ষিকে জানালেন—যজ্ঞশালার রচনা খুব সুন্দর হয়েছে। (মুনি বিশ্বামিত্রসম নিস্পৃহ, বিরক্ত ও জ্ঞানী মুনিবরের মুখ থেকে যজ্ঞশালা নির্মাণের প্রশংসা শ্রবণ করে) রাজর্ষি জনক প্রসন্ন হলেন ও সুখানুভূতি লাভ করলেন॥ ৪॥

দোহা—সকল মঞ্চের মধ্যে একটি মঞ্চ সর্বাধিক সুন্দর, উজ্জ্বল ও বিশাল ছিল। (স্বয়ং) রাজর্ষি জনক মুনি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাজকুমারদ্বয়কে তাতে উপবেশন করতে দিলেন॥ ২৪৪॥

চৌপাই—প্রভুকে উপস্থিত দেখে অন্যান্য নৃপতিগণ হতাশ ও হতোদ্যম হল ; যেন চন্দ্রোদয় হতেই তারাগণ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। সকলেই নিঃসন্দেহ হল যে শ্রীরামচন্দ্রই এই হরধনু ভঙ্গ করতে সক্ষম হবেন॥ ১॥ (আর তাঁর রূপ দর্শন করে সকলেই বুঝল যে) সুবিশাল হরধনু (যা ভঙ্গ করা হয়তো সম্ভব নয়) ভঙ্গ না হলেও সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেবেনই (অর্থাৎ দুই দিক থেকেই তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ও শ্রীরামচন্দ্রের জয় সুনিশ্চিত)। (এই মনে করে তারা বলতে লাগল—) হে ভাইসকল ! এইবার যশ, প্রতাপ, বল ও তেজ বিসর্জন দিয়ে ঘরে ফিরে চল॥ ২॥ অন্যান্য অবিবেকী ও অহংকারে মত্ত নৃপতিগণ এই কথা শুনে হাসল। (তারা বলল—) হরধনু ভঙ্গ করেও বিবাহ হওয়া কঠিন হবে (অর্থাৎ সহজে আমরা জানকীকে হাতছাড়া করব না) তাহলে ধনু ভঙ্গ না করে রাজকুমারীকে বিবাহ করে কে নিয়ে যেতে পারবে ? ৩ ॥

চৌপাই (৪)

এক বার কালউ কিন হোউ। সিয় হিত সমর জিতব হম সোউ॥
যহ সুনি অবর মহিপ মুসুকানে। ধরমসীল হরিভগত সয়ানে॥

সোরঠা (২৪৫)

সীয় বিআহবি রাম গরব দূরি করি নৃপন্হ কে।
জীতি কো সক সংগ্রাম দসরথ কে রন বাঁকুরে॥

চৌপাই (১—৪)

ব্যর্থ মরহু জনি গাল বজাঈ। মন মোদকন্হি কি ভূখ বুতাঈ॥
সিখ হমারি সুনি পরম পুনীতা। জগদম্বা জানহু জিয়ঁ সীতা॥

জগত পিতা রঘুপতিহি বিচারী। ভরি লোচন ছবি লেহু নিহারী॥
সুন্দর সুখদ সকল গুন রাসী। এ দোউ বন্ধু সম্ভু উর বাসী॥

সুধা সমুদ্র সমীপ বিহাঈ। মৃগজলু নিরখি মরহু কত ধাঈ॥
করহু জাই জা কহুঁ জোই ভাবা। হম তৌ আজু জনম ফলু পাবা॥

অস কহি ভলে ভূপ অনুরাগে। রূপ অনূপ বিলোকন লাগে॥
দেখহিঁ সুর নভ চঢ়ে বিমানা। বরষহিঁ সুমন করহিঁ কল গানা॥

দোহা (২৪৬)

জানি সুঅবসরু সীয় তব পঠঈ জনক বোলাই।
চতুর সখীঁ সুন্দর সকল সাদর চলীঁ লবাই॥

সম্মুখে কাল স্বয়ং উপস্থিত হলেও সীতাকে লাভ করবার জন্য আমরা তাকেও যুদ্ধে পরাজিত করব। এই অহংকারযুক্ত কথাগুলি ধর্মাত্মা, হরিভক্ত ও বুদ্ধিমান নৃপতিদের প্রমোদিত করল॥ ৪॥

সোরঠা—(তাই ধর্মাত্মা, হরিভক্ত ও বুদ্ধিমান নৃপতিগণ জানাল—) নৃপতিদের দর্প চূর্ণ করে (যে হরধনু কেউ ভাঙতে পারবে না, তা ভেঙে) শ্রীরামচন্দ্রই সীতাদেবীকে বিবাহ করবেন ; (আর যুদ্ধ করে) মহারাজ শ্রীদশরথের রণকুশল পুত্রদের (যুদ্ধে) পরাজিত করতে পারে এমন বীর কোথায় ? ২৪৫॥

চৌপাই—আগ বাড়িয়ে মরতে যাওয়ার কী প্রয়োজন ! মনের দ্বারা কল্পিত মোদকে কি ক্ষুধা নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব ? আমার পরম পবিত্র (নিষ্কপটে) উপদেশ শ্রবণ করে সীতাদেবীকে জগজ্জননী মনে করো (আর তাঁকে পত্নীরূপে লাভ করবার আশা ও লালসা ত্যাগ করো)॥ ১॥ আর শ্রীরঘুনাথকে জগৎপিতা (পরমেশ্বর) জ্ঞানে দুচোখ ভরে দেখে নাও (কারণ এমন সুযোগ বারে বারে পাবে না)। সুন্দর, সুখদ, সকল গুণসম্পন্ন এই ভ্রাতৃযুগল দেবাদিদেব মহাদেবের অন্তরে নিবাস করেন (স্বয়ং মহাদেবও যাঁদের সতত অন্তরে লুকিয়ে রাখেন তিনিই সশরীরে তোমাদের চোখের সম্মুখে উপবিষ্ট রয়েছেন)॥ ২॥ সম্মুখে উপস্থিত (ঈশ্বরদর্শনরূপ) অমৃত সাগর ছেড়ে তোমরা (জগজ্জননী জানকীদেবীকে পত্নীরূপে লাভ করবার দুরাকাঙ্ক্ষারূপ মিথ্যা) মরীচিকার পিছনে কেন ছুটে যাচ্ছ ? আরে (ভাই !) যার যেমন ভালো লাগে করো। আমরা তো (শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে) মানবজন্ম লাভের ফল পেয়েই গিয়েছি (আমাদের জন্ম ও জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে)॥ ৩॥ এইরূপ উক্তি করে উত্তম নৃপতিবৃন্দ প্রেমমগ্ন হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের নয়নাভিরাম রূপ প্রত্যক্ষ করতে লাগল। সেই মনোহর দৃশ্য অবলোকন করবার জন্য বিমানে চড়ে দেবতাগণেরও আগমন হয়েছিল ; তাঁরা মঙ্গলগীত পরিবেশন করে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ৪॥

দোহা—শুভক্ষণ সমাগত জেনে রাজর্ষি জনক সীতাদেবীকে ডেকে পাঠালেন। সুন্দরী সুচতুরা সখীগণ সীতাদেবীকে নিয়ে চললেন॥ ২৪৬॥

চৌপাই (১—৪)

সিয় সোভা নহিঁ জাই বখানী। জগদম্বিকা রূপ গুন খানী।।
উপমা সকল মোহি লঘু লাগীঁ। প্রাকৃত নারি অঙ্গ অনুরাগীঁ।।

সিয় বরনিঅ তেই উপমা দেঈ। কুকবি কহাই অজসু কো লেঈ।।
জৌ পটতরিঅ তীয় সম সীয়া। জগ অসি জুবতি কহাঁ কমনীয়া।।

গিরা মুখর তন অরধ ভবানী। রতি অতি দুখিত অতনু পতি জানী।।
বিষ বারুনী বন্ধু প্রিয় জেহী। কহিঅ রমাসম কিমি বৈদেহী।।

জৌঁ ছবি সুধা পয়োনিধি হোঈ। পরম রূপময় কচ্ছপু সোঈ।।
সোভা রজু মন্দরু সিঙ্গারূ। মথৈ পানি পঙ্কজ নিজ মারূ।।

চৌপাই — রূপলাবণ্যসমৃদ্ধ গুণবতী জগজ্জননী সীতাদেবীর সৌন্দর্যের বর্ণনা করা যায় না। তাঁর জন্য যে কাব্যের সকল উপমাই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণ তা লৌকিক জগতের নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। (কাব্যের উপমাসকল ত্রিগুণাত্মক মায়িক জগৎ থেকে নেওয়া হয়, তা শ্রীভগবানের আদ্যাশক্তি শ্রীজানকীদেবীর অলৌকিক চিন্ময় অঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে অপরাধ হয় আর নিজেকে হাস্যাস্পদ হতে হয়)॥ ১॥ সীতাদেবীর সৌন্দর্য বর্ণনা করে সেই সকল উপমা ব্যবহার করে কে বদনাম কুড়োতে চায় ? (অর্থাৎ সীতাদেবীর জন্য সেই সকল উপমা ব্যবহার করে সুকবি তার সম্মান হারায় আর অপকীর্তির ভাগী হয় ; তাই কোনো সুকবিই এমন মূর্খতা ও অনুচিত কার্য করবে না)। যদি কোনো বিশেষ রমণীর রূপের সঙ্গে সীতাদেবীর রূপের তুলনা করা হয় তাহলে এমন সুন্দর যুবতী আছেই বা কোথায় (যার রূপের সঙ্গে তাঁর উপমা দেওয়া যায় !)॥ ২॥ লৌকিক জগতের রমণীদের কথা না হয় বাদই দিলাম দেবকুলের রমণীদেরও অধিক দিব্য ও সুন্দর বলা হয়, তাহলে দেখা যায় ; সরস্বতীদেবী বড় বেশি কথা বলেন, পার্বতীদেবী তো অর্ধাঙ্গী (অর্ধনারীশ্বর রূপে তিনি অর্ধাঙ্গী, অবশিষ্টাংশ তো দেবাদিদেব মহাদেবের), কামদেবের পত্নী রতি পতিকে অনঙ্গ জেনে সতত দুঃখী আর বিষ-সুরা নামক ভ্রাতার (সমুদ্র উদ্ভূত বলে) সম্বন্ধযুক্ত লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে জানকীদেবীর কেমন করে তুলনা হয়॥ ৩॥ (উপরোক্ত দেবী লক্ষ্মী লবণাক্ত সমুদ্রজাত যা মন্থন করবার জন্য শ্রীভগবান অতি কর্কশ পৃষ্ঠ বিশিষ্ট কূর্ম রূপ ধারণ করেছিলেন, রজ্জু করা হয়েছিল মহান বিষধর বাসুকি নাগকে, মন্থনদণ্ড-কার্য করেছিল অতিশয় কঠোর মন্দার পর্বত আর তাকে মন্থন করেছিলেন সকল দেবতা ও দৈত্যগণ। যে দেবী লক্ষ্মীকে অতিশয় শোভাকর ও অনুপম সুন্দরী বলা হয় তাঁকে আবির্ভূত করতে এত সংখ্যক কুৎসিত ও স্বাভাবিক ভাবেই কঠোর উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছিল ! এমন উপকরণ দ্বারা সৃষ্ট দেবী লক্ষ্মী জানকী দেবীর সমান হন কী করে ? (অবশ্যই যদি এর বিপরীত) সমুদ্র অমৃতের হয়, কূর্ম রূপবান হয়, রজ্জু শোভমান হয়, শৃঙ্গার (রস) পর্বত হয় আর সেই কল্পনার সমুদ্রকে স্বয়ং কামদেব নিজ হস্তে মন্থন করেন—॥ ৪॥

দোহা (২৪৭)

এহি বিধি উপজৈ লচ্ছি জব সুন্দরতা সুখ মূল।
তদপি সকোচ সমেত কবি কহহিঁ সীয় সমতূল।।

চৌপাই (১—৪)

চলীঁ সঙ্গ লৈ সখীঁ সয়ানী। গাবত গীত মনোহর বানী।।
সোহ নবল তনু সুন্দর সারী। জগত জননি অতুলিত ছবি ভারী।।

ভূষন সকল সুদেস সুহাএ। অঙ্গ অঙ্গ রচি সখিন্হ বনাএ।।
রঙ্গভূমি জব সিয় পগু ধারী। দেখি রূপ মোহে নর নারী।।

হরষি সুরন্হ দুন্দুভীঁ বজাঈ। বরষি প্রসূন অপছরা গাঈ।।
পানি সরোজ সোহ জয়মালা। অবচট চিতএ সকল ভুআলা।।

সীয় চকিত চিত রামহি চাহা। ভএ মোহবস সব নরনাহা।।
মুনি সমীপ দেখে দোউ ভাঈ। লগে ললকি লোচন নিধি পাঈ।।

দোহা—*(অমৃত সাগর মন্থন যদি রূপবান কূর্ম, শোভমান রজ্জু, শৃঙ্গার রস পর্বত মন্থন দণ্ড কামদেব দ্বারা স্বহস্তে করা হয়) তাহলেও তার থেকে উদ্ভূত দেবী লক্ষ্মীকে কবিগণ সীতাদেবীর সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হবেন ॥ ২৪৭ ॥*

(যে সৌন্দর্য সাগরকে কামদেব মন্থন করবেন সেই সৌন্দর্যও প্রাকৃতিক ও লৌকিক সৌন্দর্যই হবে ; কারণ কামদেব স্বয়ংই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিরই বিকারমাত্র) অতএব সেই সৌন্দর্য মন্থন করে উৎপন্ন দেবী লক্ষ্মীও উপরোক্ত দেবী লক্ষ্মীর চেয়ে অধিক সুন্দর ও দিব্য হলেও প্রাকৃতিকই হবেন তাই তাঁর সঙ্গেও সীতাদেবীর সৌন্দর্যের তুলনা করা কবির পক্ষে অতিশয় সংকোচের কারণ হবে। যে সৌন্দর্যে সীতাদেবীর দিব্যাতিদিব্য পরম দিব্য বিগ্রহ নির্মিত সেই সৌন্দর্য উপরোক্ত সৌন্দর্য থেকে আলাদা ও অপ্রাকৃত, বস্তুত দেবী লক্ষ্মীর অপ্রাকৃত রূপও তাই। তা কামদেবের মন্থনে আসতে পারে না আর তাই দেবী জানকীরও স্বরূপ, তা থেকে ভিন্ন নয় ; আর উপমা দিলে ভিন্ন বস্তুর সঙ্গে দেওয়া হয়। আরও একটা কথা যে দেবী জানকীর আবির্ভাব নিজ মহিমায়, তাঁকে উৎপন্ন করবার জন্য অন্য কোনো ভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হয়নি। অর্থাৎ শক্তি শক্তিমান থেকে অভিন্ন, অদ্বৈত-তত্ত্বের এটিই অনুপম বার্তা। এই গূঢ় দার্শনিকতত্ত্ব ভক্তশিরোমণি কবি এই অভূতপূর্ব উপমা অলংকার দ্বারা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।)

চৌপাই—সুচতুরা সখীগণ সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে সুমধুর স্বরে গান করতে করতে এগিয়ে চললেন। উদ্দীপ্তযৌবনা সীতাদেবীর অঙ্গে সুন্দর বস্ত্রের শোভা ছিল। জগজ্জননী সীতাদেবী তখন অনুপম সৌন্দর্যের আধার ছিলেন॥ ১॥ সীতাদেবীর অঙ্গাভরণসকল যথাযোগ্য স্থানে সখীগণ ধারণ করিয়ে দিয়েছিল। বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিতা সীতাদেবী ধনুর্যজ্ঞভূমিতে পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দিব্য রূপ সকলকে বিমোহিত করেছিল॥ ২॥ সীতাদেবীকে দেবতাগণ দুন্দুভি বাদ্যে ও অপ্সরাগণ গীত পরিবেশন করতে করতে পুষ্পবৃষ্টি করে অভ্যর্থনা করলেন। সীতাদেবীর করকমলে ছিল সেই স্বয়ংবর মাল্য। নৃপতিগণ তটস্থ হয়ে তাঁকে দেখতে লাগল॥ ৩ ॥ শ্রীরামচন্দ্রকে অবলোকন করবার সময়ে সীতাদেবী বিহ্বলচিত্ত হয়ে পড়লেন। অন্যান্য

দোহা (২৪৮)

গুরজন লাজ সমাজু বড় দেখি সীয় সকুচানি।
লাগি বিলোকন সখিন্হ তন রঘুবীরহি উর আনি।।

চৌপাই (১—৪)

রাম রূপু অরু সিয় ছবি দেখেঁ। নর নারিন্হ পরিহরীঁ নিমেষেঁ।।
সোচহিঁ সকল কহত সকুচাহীঁ। বিধি সন বিনয় করহিঁ মন মাহীঁ।।

হরু বিধি বেগি জনক জড়তাঈ। মতি হমারি অসি দেহি সুহাঈ।।
বিনু বিচার পনু তজি নরনাহূ। সীয় রাম কর করৈ বিবাহূ।।

জগু ভল কহিহি ভাব সব কাহূ। হঠ কীন্হেঁ অন্তহুঁ উর দাহূ।।
এহি লালসাঁ মগন সব লোগূ। বরু সাঁবরো জানকী জোগূ।।

তব বন্দীজন জনক বোলাএ। বিরিদাবলী কহত চলি আএ।।
কহ নৃপু জাই কহহু পন মোরা। চলে ভা হিয়ঁ হরষু ন থোরা।।

দোহা (২৪৯)

বোলে বন্দী বচন বর সুনহু সকল মহিপাল।
পন বিদেহ কর কহহিঁ হম ভুজা উঠাই বিসাল।।

চৌপাই (১—২)

নৃপ ভুজবলু বিধু সিবধনু রাহূ। গরুঅ কঠোর বিদিত সব কাহূ।।
রাবনু বানু মহাভট ভারে। দেখি সরাসন গবঁহিঁ সিধারে।।

সোই পুরারি কোদন্ডু কঠোরা। রাজ সমাজ আজু জোই তোরা।।
ত্রিভুবন জয় সমেত বৈদেহী। বিনহিঁ বিচার বরই হঠি তেহী।।

নৃপতিগণ মোহাসক্ত হয়ে পড়লেন। সীতাদেবী দেখলেন যে ভ্রাতৃযুগল ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছে (উপবিষ্ট) রয়েছেন। বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করে নয়নযুগল সেইখানেই কেন্দ্রিত হয়ে গেল॥ ৪॥

দোহা—যখন সীতাদেবীর হুঁশ হল যে সভার মধ্যে গুরুজন ও মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ রয়েছেন তখন তিনি লজ্জায় সংকোচ অনুভব করলেন। তিনি তখন প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে সখীদের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিলেন॥ ২৪৮॥

চৌপাই—তখন নরনারী নির্বিশেষে সকলে শ্রীরামচন্দ্রের রূপ ও সীতাদেবীর মাধুর্য অনিমেষ নয়নে পান করছেন। সকলেই একটা বিশেষ কামনায় নিত্যযুক্ত কিন্তু তাঁরা মুখ ফুটে বলতে পারছিলেন না। সকলেই মনে মনে একটাই প্রার্থনা করছেন—হে বিধাতা ! রাজর্ষি জনককে সুমতি প্রদান করুন যাতে তিনি হরধনুভঙ্গের কঠোর প্রতিজ্ঞা থেকে সরে এসে সোজাসুজি সীতাদেবীর বিবাহ শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গেই করে দেন॥ ১-২॥ এইরূপ কার্যে তিনি সকলেরই সাধুবাদ লাভ করবেন কারণ তা সকলেই কামনা করে। হঠকারিতা করলে শেষে তাঁকে দুঃখ না পেতে হয় ! সকলেই একমত যে সীতাদেবীর যোগ্যপাত্র একমাত্র এই শ্যামলবরণ রাজকুমারই॥ ৩॥ রাজর্ষি জনক বন্দকদের আহ্বান করলেন। রাজবংশের সুকৃতি সংকীর্তন করতে করতে তারা এল। রাজর্ষি জনক আদেশ দিলেন—যাও, আমার প্রতিজ্ঞার বিবরণ ঘোষণা করো। বন্দকগণ পরমানন্দে বলল॥ ৪॥

দোহা—বন্দকগণ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশে সুচারু ঘোষণা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল—হে সভায় উপস্থিত মাননীয় মহীপালসকল ! শুনুন। আমরা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে রাজর্ষি জনকের সুকঠিন প্রতিজ্ঞার কথা বলছি॥ ২৪৯॥

চৌপাই—নৃপতিদের বাহুবল চন্দ্র, হরধনু রাহু ; সেটি গুরুভার ও কঠোর এই কথা সর্বজনবিদিত। মহাবীর রাবণ ও বাণাসুর এই হরধনু দেখে চুপিচুপি পলায়ন করেছেন (তাকে তোলা তো দূরের কথা স্পর্শ করবার সাহসও তাঁদের হয়নি)॥ ১॥ এই রাজসভায় যিনি এই কঠোর হরধনু ভঙ্গ করতে সক্ষম হবেন, ত্রিভুবন জয়ের সঙ্গে তাঁকেই জানকীদেবী নিঃসংশয়ে বরমালা অর্পণ করবেন॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

সুনি পন সকল ভূপ অভিলাষে। ভটমানী অতিসয় মন মাখে॥
পরিকর বাঁধি উঠে অকুলাঈ। চলে ইষ্টদেবন্হ সির নাঈ॥

তমকি তাকি তকি সিবধনু ধরহীঁ। উঠই ন কোটি ভাঁতি বলু করহীঁ॥
জিন্হ কে কছু বিচারু মন মাহীঁ। চাপ সমীপ মহীপ ন জাহীঁ॥

দোহা (২৫০)

তমকি ধরহিঁ ধনু মূঢ় নৃপ উঠই ন চলহিঁ লজাই।
মনহুঁ পাই ভট বাহুবলু অধিকু অধিকু গরুআই॥

চৌপাই (১—৪)

ভূপ সহস দস একহি বারা। লগে উঠাবন টরই ন টারা॥
ডগই ন সম্ভু সরাসনু কৈসেঁ। কামী বচন সতী মনু জৈসেঁ॥
সব নৃপ ভএ জোগু উপহাসী। জৈসেঁ বিনু বিরাগ সন্ন্যাসী॥
কীরতি বিজয় বীরতা ভারী। চলে চাপ কর বরবস হারী॥
শ্রীহত ভএ হারি হিয়ঁ রাজা। বৈঠে নিজ নিজ জাই সমাজা॥
নৃপন্হ বিলোকি জনকু অকুলানে। বোলে বচন রোষ জনু সানে॥
দীপ দীপ কে ভূপতি নানা। আএ সুনি হম জো পনু ঠানা॥
দেব দনুজ ধরি মনুজ সরীরা। বিপুল বীর আএ রনধীরা॥

দোহা (২৫১)

কুঅঁরি মনোহর বিজয় বড়ি কীরতি অতি কমনীয়।
পাবনিহার বিরঞ্চি জনু রচেউ ন ধনু দমনীয়॥

চৌপাই (১)

কহহু কাহি যহু লাভু ন ভাবা। কাহুঁ ন সংকর চাপ চঢ়াবা॥
রহউ চঢ়াউব তোরব ভাঈ। তিলু ভরি ভূমি ন সকে ছড়াঈ॥

প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করেই নৃপতিগণ প্রলুব্ধ হলেন। যাঁদের মধ্যে বীরত্বের অহংকার ছিল, তাঁরা মনে মনে উৎসাহিত হলেন এবং কোমর বেঁধে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে অগ্রসর হলেন॥ ৩॥ সদর্পে দৃষ্টিবিক্ষেপ করে তাঁরা এগিয়ে গেলেন। অতঃপর ভালোভাবে হরধনু প্রত্যক্ষ করে তা তোলবার জন্য চেপে ধরলেন। কিন্তু কোটি চেষ্টা করেও তাঁরা হরধনু তুলতেই সক্ষম হলেন না। যাঁদের মধ্যে বিচার-বিবেচনা ছিল, তাঁরা হরধনুর ধারে কাছে গেলেন না॥ ৪॥

দোহা—সেইসকল মূর্খ নৃপতি সদর্পে হরধনু ধারণ করে তা তুলতে সক্ষম না হয়ে লজ্জিত হয়ে ফিরে গেলেন। মনে হল যে বীরদের বাহুবল লাভ করে হরধনু উত্তরোত্তর গুরুভার হয়ে উঠছে॥ ২৫০॥

চৌপাই—তখন দশ সহস্র নৃপতি একত্রে হরধনু তুলতে গেলেন কিন্তু তাঁরা সেটি নড়াতেও পারলেন না। কামী পুরুষের কথায় সতীনারীর মনের মতন, হরধনু অবিচল রইল॥ ১॥ যেমন বৈরাগ্য না থাকলে সন্ন্যাসী উপহসিত হয় তেমনই সেই নৃপতিগণও উপহাসের পাত্র হলেন। তাঁরা হরধনুর মহিমায় কীর্তি, বিজয় ও শৌর্যবীর্য সবকিছু হারিয়ে ফিরে গেলেন॥ ২॥ হতাশ হয়ে নৃপতিগণ মাথা নত করে যে যার আসনে গিয়ে বসলেন। নৃপতিদের হরধনু তুলতে অক্ষম হতে দেখে রাজর্ষি জনক ব্যাকুল হয়ে উঠলেন আর যেন সক্রোধে বললেন— আমার প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করে দেশবিদেশ থেকে বহু নৃপতিগণ এলেন। দেবতা ও দৈত্যগণ নরদেহ ধারণ করে এলেন আর বহু মহাবীরও এলেন—॥ ৩-৪॥

দোহা—(এত সংখ্যক মহাবীর দেশবিদেশ থেকে এলেন) কিন্তু হরধনু ভঙ্গ করে অনুপম সুন্দরী কন্যা, বিজয়ের গৌরব ও রমণীয় কীর্তি লাভ করবার যোগ্য ব্যক্তি যেন বিধাতা সৃষ্টিই করেননি॥ ২৫১॥

চৌপাই—বলুন, এই সুকৃতি লাভ করবার জন্য কে না ইচ্ছুক হবে! কিন্তু কেউই তো হরধনুর জ্যারোপ করতে সক্ষম হলেন না। আরে, জ্যারোপ অথবা ভঙ্গ করা তো দূরের কথা কেউ তা একচুল মাটি থেকে তুলতেও পারলেন না॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

অব জনি কোউ মাখৈ ভট মানী। বীর বিহীন মহী মৈঁ জানী॥
তজহু আস নিজ নিজ গৃহ জাহূ। লিখা ন বিধি বৈদেহি বিবাহূ॥

সুকৃতু জাই জৌঁ পনু পরিহরঊঁ। কুঅঁরি কুআরি রহউ কা করঊঁ॥
জৌঁ জনতেউঁ বিনু ভট ভুবি ভাঈ। তৌ পনু করি হোতেউঁ ন হঁসাঈ॥

জনক বচন সুনি সব নর নারী। দেখি জানকিহি ভএ দুখারী॥
মাখে লখনু কুটিল ভইঁ ভৌহেঁ। রদপট ফরকত নয়ন রিসৌহেঁ॥

দোহা (২৫২)

কহি ন সকত রঘুবীর ডর লগে বচন জনু বান।
নাই রাম পদ কমল সিরু বোলে গিরা প্রমান॥

চৌপাই (১—৪)

রঘুবংসিন্হ মহুঁ জহঁ কোউ হোঈ। তেহিঁ সমাজ অস কহই ন কোঈ॥
কহী জনক জসি অনুচিত বানী। বিদ্যমান রঘুকুলমনি জানী॥

সুনহু ভানুকুল পঙ্কজ ভানূ। কহউঁ সুভাউ ন কছু অভিমানূ॥
জৌঁ তুম্হারি অনুসাসন পাবৌঁ। কন্দুক ইব ব্রহ্মান্ড উঠাবৌঁ॥

কাচে ঘট জিমি ডারৌঁ ফোরী। সকউঁ মেরু মূলক জিমি তোরী॥
তব প্রতাপ মহিমা ভগবানা। কো বাপুরো পিনাক পুরানা॥

নাথ জানি অস আয়সু হোউ। কৌতুকু করৌঁ বিলোকিঅ সোউ॥
কমল নাল জিমি চাপ চঢ়াবৌঁ। জোজন সত প্রমান লৈ ধাবৌঁ॥

দোহা (২৫৩)

তোরৌঁ ছত্রক দন্ড জিমি তব প্রতাপ বল নাথ।
জৌঁ ন করৌঁ প্রভু পদ সপথ কর ন ধরৌঁ ধনু ভাথ॥

যা বলছি তাতে যেন নিজ সামর্থ্যের দর্পযুক্ত ব্যক্তিগণ অপমানিত না মনে করেন। আমি বুঝতে পেরেছি যে ধরণীর বুকে বীরদের অভাব দেখা দিয়েছে। অতএব বিবাহের আশা ত্যাগ করে আপনারা নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। বিধাতা দেখছি সীতার কপালে বিবাহের কথা লেখেনইনি॥ ২ ॥ যদি প্রতিজ্ঞা না রাখি তাহলে সুকৃতি নাশ হবে ; তাই উপায় নেই, কন্যা কুমারীই থাকুক। যদি (ঘুণাক্ষরেও) জানতে পারতাম যে পৃথিবীতে বীরের অভাব হয়েছে তাহলে আজ উপহাস্যাস্পদ হতাম না॥ ৩॥ রাজর্ষি জনকের উক্তি শ্রবণ করে নরনারী নির্বিশেষে সকলেই জানকীদেবীকে দেখে দুঃখিত হল। এদিকে শ্রীলক্ষ্মণ উত্তেজিত হলেন ; তাঁর ভ্রূভঙ্গি বঙ্কিম হল, ওষ্ঠ প্রকম্পিত হল আর ক্রোধে নয়নযুগল রক্তবর্ণ হয়ে উঠল॥ ৪॥

দোহা—তিনি শ্রীরঘুবীরের ভয়ে কিছু বলতে পারছিলেন না কিন্তু রাজর্ষি জনকের কথাগুলি তাঁকে সুতীক্ষ্ণ বাণসম বিদ্ধ করল। অবস্থা সহ্য করা সম্ভব নয় বুঝে শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে মস্তক অবনত করে বলেই ফেললেন॥ ২৫২॥

চৌপাই—(শ্রীলক্ষ্মণ বললেন—) রঘুকুলজাত কেউ উপস্থিত থাকলে তাঁর সম্মুখে এমন কথা কেউ উচ্চারণ করে না। এই সভায় রঘুকুল শিরোমণি শ্রীরামচন্দ্র উপস্থিত আছেন জেনেও রাজর্ষি জনক এমন অনুচিত কথা বলেন কী করে ? ১॥ হে সূর্যকুলকমলভানু ! শুনুন, আমি মদমত্ত হয়ে নয়, স্বাভাবিক ভাবেই বলছি যে আপনার অনুমতি লাভ করলে আমি ব্রহ্মাণ্ডকে কন্দুকসম অনায়াসে তুলে ধরতে পারি॥ ২॥ আর ব্রহ্মাণ্ডকে কাঁচা মাটির ঘটের মতন গুঁড়ো করে ফেলতে পারি। সুমেরু পর্বতকে মূলাসম উৎপাটিত করতে পারি আর তা ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারি। হে ভগবন্ ! আপনার প্রতাপের মহিমায় এই পুরাতন ধনুক আর এমন কী ? ৩॥ এই কথা জেনে হে নাথ ! অনুমতি দিন। আমার কীর্তি দেখে আপনি আনন্দ পাবেন। হরধনুকে কমলনালসম বেঁকিয়ে তা নিয়ে শত যোজন পথ ছুটে দৌড়ে আসি॥ ৪॥

দোহা— হে নাথ ! আপনার প্রতাপের শক্তিতে হরধনুকে ছত্রাকসম টুকরো করে ফেলি। যদি তা করতে না পারি তাহলে আপনার শ্রীচরণের নামে শপথ করে বলছি যে জীবনে আর ধনুক ও তূণ স্পর্শ করব না॥ ২৫৩॥

চৌপাই (১—৪)

লখন সকোপ বচন জে বোলে। ডগমগানি মহি দিগ্গজ ডোলে॥
সকল লোগ সব ভূপ ডেরানে। সিয় হিয়ঁ হরষু জনকু সকুচানে॥

গুর রঘুপতি সব মুনি মন মাহীঁ। মুদিত ভএ পুনি পুনি পুলকাহীঁ॥
সয়নহি রঘুপতি লখনু নেবারে। প্রেম সমেত নিকট বৈঠারে॥

বিস্বামিত্র সময় সুভ জানী। বোলে অতি সনেহময় বানী॥
উঠহু রাম ভঞ্জহু ভবচাপা। মেটহু তাত জনক পরিতাপা॥

সুনি গুরু বচন চরন সিরু নাবা। হরষু বিষাদু ন কছু উর আবা॥
ঠাঢ়ে ভএ উঠি সহজ সুভাএঁ। ঠবনি জুবা মৃগরাজু লজাএঁ॥

দোহা (২৫৪)

উদিত উদয় গিরি মঞ্চ পর রঘুবর বালপতঙ্গ।
বিকসে সন্ত সরোজ সব হরষে লোচন ভৃঙ্গ॥

চৌপাই (১—৪)

নৃপন্হ কেরি আসা নিসি নাসী। বচন নখত অবলী ন প্রকাসী॥
মানী মহিপ কুমুদ সকুচানে। কপটী ভূপ উলূক লুকানে॥

ভএ বিসোক কোক মুনি দেবা। বরিসহিঁ সুমন জনাবহিঁ সেবা॥
গুর পদ বন্দি সহিত অনুরাগা। রাম মুনিন্হ সন আয়সু মাগা॥

সহজহিঁ চলে সকল জগ স্বামী। মত্ত মঞ্জু বর কুঞ্জর গামী॥
চলত রাম সব পুর নর নারী। পুলক পূরি তন ভএ সুখারী॥

বন্দি পিতর সুর সুকৃত সঁভারে। জৌ কছু পুণ্য প্রভাউ হমারে॥
তৌ সিবধনু মৃনাল কী নাঈঁ। তোরহুঁ রামু গনেস গোসাঈঁ॥

চৌপাই—শ্রীলক্ষ্মণের ক্রোধযুক্ত কথাগুলি বলবার সময়ে পৃথিবী প্রকম্পিত হল আর দিগ্‌গজগণ বিচলিত হল। তা উপস্থিত জনগণ ও নৃপতিগণকে ভীত করল। সীতাদেবীর অন্তরে আনন্দ অনুভূতি হল ; কিন্তু রাজর্ষি জনক হতভম্ব হলেন॥ ১॥ গুরু বিশ্বামিত্র, শ্রীরঘুবীর ও মুনিগণ মনে আনন্দ অনুভূতির সঙ্গে বারে বারে পুলক শিহরণ অনুভব করলেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ইঙ্গিতে অনুজ লক্ষ্মণকে নিষেধ করলেন আর পরম সমাদরে কাছে ডেকে বসালেন॥ ২॥ ঋষি বিশ্বামিত্র বুঝলেন যে সেই শুভক্ষণ সমাগত হয়েছে। তিনি অতিশয় প্রেমময় কথা বললেন—হে রাম ! ওঠ, হরধনু ভঙ্গ করে রাজর্ষি জনকের সন্তাপ হরণ করো॥ ৩॥ গুরু বিশ্বামিত্রের আদেশ শিরোধার্য করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। মুনিবরকে প্রণাম নিবেদন করে তিনি সহজ, সরল ভাবে বীরের মতন দাঁড়ালেন। তাঁর হর্ষ-বিষাদ মুক্ত দাঁড়াবার অঙ্গ ভঙ্গিমায় তরুণ সিংহেরও যেন লজ্জা হয়॥ ৪॥

দোহা—ধনুর্যজ্ঞমঞ্চরূপ উদয়াচলে শ্রীরঘুনাথরূপ প্রভাতসূর্য উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্ফুটিত কমলসম সুধীজন প্রফুল্ল হলেন আর তাঁদের ভ্রমররূপ নয়ন হর্ষোৎফুল্ল হল॥ ২৫৪॥

চৌপাই—নৃপতিদের আশারূপ রাত্রির অবসান হল। তাঁদের আস্ফালন-রূপ তারাদের দীপ্তি ম্লান হয়ে গেল (তাঁরা মৌন হয়ে গেলেন)। অহংকারী রাজারূপ কুমুদসকল কুঁকড়ে গেল আর কপট চিত্ত নৃপতিগণ পেচকসম লুকিয়ে পড়ল॥ ১॥ মুনি ও দেবতারূপ চক্রবাকসকল শোক বিরহিত হয়ে গেলেন। তাঁরা পুষ্পবৃষ্টি করে আনন্দ প্রকাশ করলেন। প্রথমে শ্রীগুরুর চরণযুগল বন্দনা করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র উপস্থিত মুনিদের অনুমতি চাইলেন॥ ২॥ অখিল জগৎপতি শ্রীরামচন্দ্র সুন্দর মদমত্ত গজসম স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে গেলেন। তাঁর হরধনুর দিকে গমনের সঙ্গে সঙ্গে নগরের নরনারী-সকল সুখী হল ; তারা রোমাঞ্চিত হল॥ ৩॥ পিতৃপুরুষ ও দেবতা-সকলকে বন্দনা করে তারা নিজ পুণ্যসকল স্মরণ করে প্রার্থনা নিবেদন করল—হে সিদ্ধিদাতা গণেশ ! যদি আমাদের পুণ্যফল বলে কিছু থাকে তাহলে যেন প্রভু শ্রীরামচন্দ্র হরধনুকে কমলনালসম অনায়াসে ভেঙে ফেলেন॥ ৪॥

দোহা (২৫৫)

রামহি প্রেম সমেত লখি সখিন্হ সমীপ বোলাই।
সীতা মাতু সনেহ বস বচন কহই বিলখাই॥

চৌপাই (১—৪)

সখি সব কৌতুকু দেবনিহারে। জেউ কহাবত হিতূ হমারে॥
কোউ ন বুঝাই কহই গুর পাহীঁ। এ বালক অসি হঠ ভলি নাহীঁ॥

রাবন বান ছুআ নহিঁ চাপা। হারে সকল ভূপ করি দাপা॥
সো ধনু রাজকুঅঁর কর দেহীঁ। বাল মরাল কি মন্দর লেহীঁ॥

ভূপ সয়ানপ সকল সিরানী। সখি বিধি গতি কছু জাতি না জানী॥
বোলী চতুর সখী মৃদু বানী। তেজবন্ত লঘু গনিঅ ন রানী॥

কহঁ কুম্ভজ কহঁ সিন্ধু অপারা। সোষেউ সুজসু সকল সংসারা॥
রবি মন্ডল দেখত লঘু লাগা। উদয়ঁ তাসু তিভুবন তম ভাগা॥

দোহা (২৫৬)

মন্ত্র পরম লঘু জাসু বস বিধি হরি হর সুর সর্ব।
মহামত্ত গজরাজ কহুঁ বস কর অঙ্কুস খর্ব॥

চৌপাই (১)

কাম কুসুম ধনু সায়ক লীন্হে। সকল ভুবন অপনে বস কীন্হে॥
দেবি তজিঅ সংসউ অস জানী। ভঞ্জব ধনুষু রাম সুনু রানী॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সীতাদেবীর মাতার বাৎসল্য ভাব ছিল। তিনি সখীদের কাছে ডেকে বিলাপ করতে লাগলেন॥ ২৫৫॥

চৌপাই—(সুনয়নাদেবী বললেন—) হে সখীসকল ! আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বলে যাঁরা পরিচিত তাঁরা কেবল বসে মজা দেখছেন। এঁদের মধ্যে কেউই গুরু শ্রীবিশ্বামিত্রকে বুঝিয়ে বলছেন না যে সে (শ্রীরামচন্দ্র) এখনও বালক মাত্র ; তাকে নিয়ে এইরকম হঠকারিতা করা ভালো হচ্ছে না। (যে হরধনু রাবণ ও বাণাসুরসম জগদ্বিখ্যাত বীরগণ নড়াতে পারেননি তাকে ভঙ্গ করবার জন্য মুনি বিশ্বামিত্রের শ্রীরামচন্দ্রকে আদেশ দেওয়া আর শ্রীরামচন্দ্রের তা ভঙ্গ করবার জন্য যাওয়াকে রানি হঠকারিতা মনে করেছিলেন তাই তিনি বলছিলেন যে গুরু শ্রীবিশ্বামিত্রকে কেউ বোঝাচ্ছে না কেন ?)॥ ১॥ রাবণ ও বাণাসুর যে ধনুককে ছুঁতেও সাহস করলেন না আর অন্যান্য নৃপতিগণ দম্ভ করে তুলতে গিয়ে হার স্বীকার করলেন সেই হরধনুকে এই সুকুমার রাজকুমারের হাতে দেওয়া হল। আরে, বালমরাল কি কখনও মন্দারপর্বত তুলতে পারে ? ২॥ (আর কেউ বলুক আর না বলুক রাজা নিজে তো অতিশয় বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। অন্তত তাঁকে গুরুদেবের বোঝাবার চেষ্টা করা উচিত ছিল কিন্তু মনে হচ্ছে) রাজার সকল বুদ্ধিমত্তা লোপ পেয়েছে। হে সখী ! বিধাতার ইচ্ছা কিছু বোঝা যায় না। (এইরূপ বলে রানি চুপ করে গেলেন)। তখন এক চতুরা (যে শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জানত) সখী মৃদুকণ্ঠে বলল—হে রানি ! তেজস্বী (ছোট দেখতে হলেও) তাঁকে ছোট মনে করবেন না॥ ৩॥ দেখুন কুম্ভজাত অগস্ত্য মুনির তুলনায় সমুদ্র কত বিশাল আকার। তিনি সমুদ্রকে শোষণ করে নেওয়ায় তাঁর সুযশ ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত হয়। সূর্যমণ্ডল ক্ষুদ্রাকার হলেও তা উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিভুবনের অন্ধকার দূর হয়॥ ৪॥

দোহা—বিধাতা, হরিহর ও দেবতাসকল যে মন্ত্রের বশীভূত তা কিন্তু ক্ষুদ্রই হয়ে থাকে। মদমত্ত গজরাজকে ক্ষুদ্রাকার অঙ্কুশই বশীভূত করে রাখে॥ ২৫৬॥

চৌপাই—কামদেব পুষ্পধনুর্বাণ নিয়েই ত্রিভুবন বশীভূত করে রেখেছেন। হে দেবী ! তাই সংশয়সকল ত্যাগ করুন। হে রানি ! শুনুন,

চৌপাই (২—৪)

সখী বচন সুনি ভৈ পরতীতী। মিটা বিষাদু বঢ়ী অতি প্রীতী॥
তব রামহি বিলোকি বৈদেহী। সভয় হৃদয়ঁ বিনবতি জেহি তেহী॥
মনহীঁ মন মনাব অকুলানী। হোহু প্রসন্ন মহেস ভবানী॥
করহু সফল আপনি সেবকাঈ। করি হিতু হরহু চাপ গরুআঈ॥
গননায়ক বর দায়ক দেবা। আজু লগেঁ কীন্‌হিউঁ তুঅ সেবা॥
বার বার বিনতী সুনি মোরী। করহু চাপ গুরুতা অতি থোরী॥

দোহা (২৫৭)

দেখি দেখি রঘুবীর তন সুর মনাব ধরি ধীর।
ভরে বিলোচন প্রেম জল পুলকাবলী সরীর॥

চৌপাই (১—৪)

নীকেঁ নিরখি নয়ন ভরি সোভা। পিতু পনু সুমিরি বহুরি মনু ছোভা॥
অহহ তাত দারুনি হঠ ঠানী। সমুঝত নহি কছু লাভু ন হানী॥
সচিব সভয় সিখ দেই ন কোঈ। বুধ সমাজ বড় অনুচিত হোঈ॥
কহঁ ধনু কুলিসহু চাহি কঠোরা। কহঁ স্যামল মৃদুগাত কিসোরা॥
বিধি কেহি ভাঁতি ধরৌ উর ধীরা। সিরস সুমন কন বেধিঅ হীরা॥
সকল সভা কৈ মতি ভৈ ভোরী। অব মোহি সম্ভুচাপ গতি তোরী॥
নিজ জড়তা লোগন্‌হ পর ডারী। হোহি হরুঅ রঘুপতিহি নিহারী॥
অতি পরিতাপ সীয় মন মাহীঁ। লব নিমেষ জুগ সয় সম জাহীঁ॥

দোহা (২৫৮)

প্রভুহি চিতই পুনি চিতব মহি রাজত লোচন লোল।
খেলত মনসিজ মীন জুগ জনু বিধু মন্ডল ডোল॥

শ্রীরামচন্দ্র অবশ্যই হরধনু ভঙ্গ করবেন॥ ১ ॥ সখীর আশ্বাস বাণী শ্রবণ করে রানির চিত্তে প্রতীতির উদয় হল। বিষাদের স্থানে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের উপর তাঁর প্রীতি জন্মাল। ওদিকে তখনই শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে ভীতচিত্ত সীতাদেবী দেবদেবীর স্মরণ করতে লাগলেন॥ ২ ॥ তিনি ব্যাকুল হয়ে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন—হে শ্রীমহেশ ! হে ভবানীদেবী ! আমার উপর আপনারা প্রসন্ন হন। আমি আপনাদের যা কিছু পূজার্চনা করেছি তার সুফল প্রদান করুন আর অনুগ্রহ করে হরধনুকে লঘুভার করে দিন॥ ৩॥ হে গণনায়ক ! হে বরদাতা দেবতা শ্রীগণেশ ! আমার এতদিনের পূজার্চনার সুফল আজই দিন। আমার বারংবার সবিনয় নিবেদন গুরুভার হরধনু যেন লঘুভার হয়ে যায়॥ ৪ ॥

দোহা—শ্রীরঘুবীরের দিকে তাকিয়ে ধৈর্য ধারণ করে সীতাদেবী বারে বারে দেবতাদের উদ্দেশে সবিনয় নিবেদন করে যেতে থাকলেন। পুলকিত তনু সীতাদেবীর নয়নে তখন প্রেমাশ্রু ভরে উঠেছিল॥ ২৫৭ ॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য দুচোখ ভরে পান করে পিতার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়তেই সীতাদেবীর মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। (তিনি ভাবছেন—) আহ ! পিতৃদেব এক সুকঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন, তিনি ভালোমন্দ কিছুই বুঝতে চাইছেন না॥ ১ ॥ মন্ত্রীমহাশয়ও ভয় পাচ্ছেন ; তাই কেউ যে রাজামহাশয়কে সৎপরামর্শ দেবে তেমন কেউ নেই। পণ্ডিতদের সভায় এ এক ভয়ানক অন্যায় করা হচ্ছে। কোথায় সেই বজ্রসম সুকঠিন হরধনু আর কোথায় এই কোমলাঙ্গ কিশোর শ্যামসুন্দর॥ ২ ॥ হে ভগবান ! বলুন তো ধৈর্য ধরে থাকি কেমন করে ? শিরীষ ফুলের কণা দিয়ে কী হীরক কাটা যায় ? সভাস্থ সকলের বুদ্ধিভ্রম ঘটেছে। তাই হে হরধনু ! একমাত্র তুমিই আমার ভরসা॥ ৩॥ তুমি তোমার গুরুভার উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়ে শ্রীরঘুনাথসম (সুকুমার তনু) লঘুভার হয়ে যাও। এইভাবে সীতাদেবীর মন অতিশয় পরিতাপযুক্ত ছিল ; তাঁর এক এক মুহূর্ত যুগসম কাটছিল॥ ৪ ॥

দোহা—একবার প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দিকে দেখেই সীতাদেবী মাথা নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তখন তাঁর নয়নযুগল অতিশয় শোভমান ছিল যেন চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে দুইটি কামদেবের মৎস্য খেলা করছে ॥ ২৫৮ ॥

চৌপাই (১—৪)

গিরা অলিনি মুখ পঙ্কজ রোকী। প্রগট ন লাজ নিসা অবলোকী॥
লোচন জলু রহ লোচন কোনা। জৈসেঁ পরম কৃপন কর সোনা॥

সকুচী ব্যাকুলতা বড়ি জানী। ধরি ধীরজু প্রতীতি উর আনী॥
তন মন বচন মোর পনু সাচা। রঘুপতি পদ সরোজ চিতু রাচা॥

তৌ ভগবানু সকল উর বাসী। করিহি মোহি রঘুবর কৈ দাসী॥
জেহি কেঁ জেহি পর সত্য সনেহূ। সো তেহি মিলই ন কছু সন্দেহূ॥

প্রভু তন চিতই প্রেম তন ঠানা। কৃপানিধান রাম সবু জানা॥
সিয়হি বিলোকি তকেউ ধনু কৈসেঁ। চিতব গরুরু লঘু ব্যালহি জৈসেঁ॥

দোহা (২৫৯)

লখন লখেউ রঘুবংসমনি তাকেউ হর কোন্দন্ডু।
পুলকি গাত বোলে বচন চরন চাপি ব্রহ্মান্ডু॥

চৌপাই (১—৪)

দিসিকুঞ্জরহু কমঠ অহি কোলা। ধরহু ধরনি ধরি ধীর ন ডোলা॥
রামু চহহিঁ সংকর ধনু তোরা। হোহু সজগ সুনি আয়সু মোরা॥

চাপ সমীপ রামু জব আএ। নর নারিন্হ সুর সুকৃত মনাএ॥
সব কর সংসউ অরু অগ্যানূ। মন্দ মহীপন্হ কর অভিমানূ॥

ভৃগুপতি কেরি গরব গরুআঈ। সুর মুনিবরন্হ কেরি কদরাঈ॥
সিয় কর সোচু জনক পছিতাবা। রানিন্হ কর দারুন দুখ দাবা॥

সম্ভুচাপ বড় বোহিতু পাঈ। চঢ়ে জাই সব সঙ্গু বনাঈ॥
রাম বাহুবল সিন্ধু অপারূ। চহত পারু নহিঁ কোউ কড়হারূ॥

চৌপাই—সীতাদেবীর বাণীরূপী ভ্রমরীকে মুখরূপী কমল রুদ্ধ করে রেখেছিল, লজ্জারূপী রাত্রির জন্য তা প্রস্ফুটিত হচ্ছিল না। চোখের জলও চোখের কোণে স্থির হয়ে ছিল ; মনে হচ্ছিল যেন কোনো মহাকৃপণ সুবর্ণকে গৃহের কোণেই লুকিয়ে রেখেছে॥ ১॥ অত্যধিক ব্যাকুল হতে দেখে উপস্থিত ব্যক্তিগণ কী মনে করবেন ভেবে সীতাদেবীর মনে সংকোচ হল। তিনি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে যদি কায়মনোবাক্যে তাঁর প্রতিজ্ঞা সত্য হয় আর শ্রীরঘুনাথের প্রতি তাঁর অনুরাগ যথার্থ হয় তাহলে সর্বান্তর্যামী শ্রীভগবান তাঁকে দাসী অবশ্যই করবেন। যদি প্রীতি বাস্তব হয় তাহলে তা প্রাপ্তি হয়ই, এই তথ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই॥ ২-৩॥ শ্রীপ্রভুর দৃষ্টি বিক্ষেপ করে সীতাদেবী ঠিক করে নিলেন যে তাঁর দেহ শ্রীরামচন্দ্রে সমর্পিত হলে তবেই থাকবে না হলে নয়। অন্তর্যামী প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সবই জানতে পেরে গেলেন। তিনি সীতাদেবীর দিকে একবার দেখে হেলায় হরধনুর দিকে তাকালেন ; মনে হল যেন শ্রীগরুড় কোনো তুচ্ছ ক্ষুদ্র সর্পকে অবলোকন করছেন॥ ৪॥

দোহা—এদিকে যখন শ্রীলক্ষ্মণ দেখলেন যে রঘুকুলশিরোমণি শ্রীরামচন্দ্র হরধনুর উপর দৃষ্টিপাত করেছেন তখন তিনি অঙ্গে রোমাঞ্চ অনুভূতি লাভ করলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডকে পদতলে চেপে ধরে বলে উঠলেন—॥ ২৫৯॥

চৌপাই—হে দিগ্‌গজসকল ! হে কূর্ম ! হে শেষনাগ ! হে বরাহ ! ধরণীকে ভালোভাবে সামলে রাখো যাতে তা প্রকম্পিত না হয়। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করতে চান। আমার সতর্কবার্তা শ্রবণ করে সকলে সাবধান হয়ে যাও॥ ১॥ যখন প্রভু শ্রীরামচন্দ্র হরধনু সমীপে এলেন তখন উপস্থিত নরনারী নির্বিশেষে সকলে দেবতাদের কাছে নিজ সুকৃতির ফল কামনা করলেন। সকলের সংশয় ও অজ্ঞান, অধম নৃপতিদের অহংকার, শ্রীপরশুরামের গর্বের গুরুভার, দেবতা ও শ্রেষ্ঠ ঋষিমুনিদের বিহ্বলতা, সীতাদেবীর চিন্তা, রাজর্ষি জনকের আক্ষেপ, রানিদের দাবানলসম দারুণ দুঃখ সকলই সেই হরধনুর উপর আসীন হল ; যেন সেই বিশাল অর্ণবপোতের উপর আসীন হয়ে তারা শ্রীরামচন্দ্রের বাহুবলরূপ অসীম সাগর লঙ্ঘন করতে চায়, কিন্তু কাণ্ডারীর দেখা নেই॥ ২-৪॥

দোহা (২৬০)

রাম বিলোকে লোক সব চিত্র লিখে সে দেখি।
চিতঈ সীয় কৃপায়তন জানী বিকল বিসেষি॥

চৌপাই (১—৪)

দেখী বিপুল বিকল বৈদেহী। নিমিষ বিহাত কলপ সম তেহী॥
তৃষিত বারি বিনু জো তনু ত্যাগ। মুএঁ করই কা সুধা তড়াগা॥
কা বরষা সব কৃষী সুখানেঁ। সময় চুকেঁ পুনি কা পছিতানেঁ॥
অস জিয়ঁ জানি জানকী দেখী। প্রভু পুলকে লখি প্রীতি বিসেষী॥
গুরহি প্রনামু মনহিঁ মন কীন্হা। অতি লাঘবঁ উঠাই ধনু লীন্হা॥
দমকেউ দামিনি জিমি জব লয়উ। পুনি নভ ধনু মন্ডলসম ভয়উ॥
যেত চঢ়াবত খৈঁচত গাঢ়েঁ। কাহুঁ ন লখা দেখ সবু ঠাঢ়েঁ॥
তেহি ছন রাম মধ্য ধনু তোরা। ভরে ভুবন ধুনি ঘোর কঠোরা॥

ছন্দ

ভরে ভুবন ঘোর কঠোর রব রবি বাজি তজি মারগু চলে।
চিক্করহিঁ দিগ্গজ ডোল মহি অহি কোল কূরুম কলমলে॥
সুর অসুর মুনি কর কান দীন্হে সকল বিকল বিচারহী।
কোদন্ড খন্ডেউ রাম তুলসী জয়তি বচন উচারহীঁ॥

সোরঠা (২৬১)

সংকর চাপু জহাজু সাগরু রঘুবর বাহুবলু।
বূঢ় সো সকল সমাজু চঢ়া জো প্রথমহিঁ মোহ বস॥

দোহা— এইবার প্রভু শ্রীরামচন্দ্র চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন ; সকলই যেন পটচিত্রসম স্থির হয়ে আছে। অতঃপর কৃপানিধি শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন যে তিনি বিশেষভাবে ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন॥ ২৬০॥

চৌপাই—সীতাদেবী বিহ্বলচিত্ত হয়ে আছেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বুঝলেন যে সীতাদেবীর এক একটি মুহূর্ত কল্পসম লাগছে। তৃষ্ণার্ত যদি মৃত্যুর পূর্বে জল লাভ না করে তাহলে পরে অমৃত সরোবরে তার কী লাভ ? ১॥ শস্যক্ষেত্র বিশুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টিপাত হলে কী লাভ হবে ? সময় কেটে গেলে পরে অনুতাপ করে তো লাভ হবে না। এইরূপ মনোভাব নিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর প্রতি সীতাদেবীর বিশেষ অনুরাগ তাঁকে মুগ্ধ করল॥ ২॥ (এইবার) প্রভু শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করে অনায়াসে হরধনুকে তুলে নিলেন। হস্তে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরধনুতে বিদ্যুৎ প্রভা বিচ্ছুরণ হল আর আকাশে মণ্ডলাকারে তা দেখা গেল॥ ৩॥ হরধনু উত্তোলন, জ্যারোপ ও সবলে আকর্ষণ ক্রিয়াদি সমাপন বিদ্যুৎ গতিতে হল যা দর্শকগণ বুঝতেই পারলেন না। সকলেই মুহূর্তের মধ্যে দেখল যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র হরধনু আকর্ষণ করে সম্মুখে বিরাজমান রয়েছেন। তখনই প্রভু শ্রীরামচন্দ্র হরধনুকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। বিকট শব্দে ত্রিভুবন প্রকম্পিত হল॥ ৪॥

ছন্দ— কঠোর ও ভয়ংকর শব্দে ত্রিভুবন ভরে গেল। সূর্যরথের অশ্বাদি নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত হল। দিগ্‌গজসকলের বৃংহণে আকাশ-বাতাস ভরে গেল ধরণী টলমল করে উঠল। শেষনাগ, বরাহ ও কূর্মের মধ্যে চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হল। দেবাসুর ও মুনিঋষিসকল কারণ অনুমান করতে সচেষ্ট হলেন। তুলসীদাস বলেন—প্রভু শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করেছেন জেনে সকলে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন॥

দোহা—হরধনু অর্ণবপোত আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বাহুবল সাগর। তারা (পূর্বে বর্ণিত আরোহীগণ) হরধনুভঙ্গ হতেই সাগরে নিমজ্জিত হল ॥ ২৬১॥

চৌপাই (১—৪)

প্রভু দোউ চাপখণ্ড মহি ডারে। দেখি লোগ সব ভএ সুখারে॥
কৌসিকরূপ পয়োনিধি পাবন। প্রেম বারি অবগাহু সুহাবন॥
রামরূপ রাকেসু নিহারী। বঢ়ত বীচি পুলকাবলি ভারী॥
বাজে নভ গহগহে নিসানা। দেববধূ নাচহিঁ করি গানা॥
ব্রহ্মাদিক সুর সিদ্ধ মুনীসা। প্রভুহি প্রসংসহিঁ দেহিঁ অসীসা॥
বরিসহিঁ সুমন রঙ্গ বহু মালা। গাবহিঁ কিন্নর গীত রসালা॥
রহী ভুবন ভরি জয় জয় বানী। ধনুষ ভঙ্গ ধুনি জাত ন জানী॥
মুদিত কহহিঁ জহঁ তহঁ নর নারী। ভঞ্জেউ রাম সম্ভুধনু ভারী॥

দোহা (২৬২)

বন্দী মাগধ সূতগন বিরুদ বদহিঁ মতিধীর।
করহিঁ নিছাবরি লোগ সব হয় গয় ধন মনি চীর॥

চৌপাই (১—৪)

ঝাঁঝি মৃদঙ্গ সঙ্খ সহনাঈ। ভেরি ঢোল দুন্দুভী সুহাঈ॥
বাজহিঁ বহু বাজনে সুহাএ। জহঁ তহঁ জুবতিন্হ মঙ্গল গাএ॥
সখিন্হ সহিত হরষী অতি রানী। সূখত ধান পরা জনু পানী॥
জনক লহেউ সুখু সোচু বিহাঈ। পৈরত থকেঁ থাহ জনু পাঈ॥
শ্রীহত ভএ ভূপ ধনু টূটে। জৈসেঁ দিবস দীপ ছবি ছূটে॥
সীয় সুখহি বরনিঅ কেহি ভাঁতী। জনু চাতকী পাই জলু স্বাতী॥
রামহি লখনু বিলোকত কৈসেঁ। সসিহি চকোর কিসোরকু জৈসেঁ॥
সতানন্দ তব আয়সু দীন্হা। সীতাঁ গমনু রাম পহিঁ কীন্হা॥

দোহা (২৬৩)

সঙ্গ সখী সুন্দর চতুর গাবহিঁ মঙ্গলচার।
গবনী বাল মরাল গতি সুষমা অঙ্গ অপার॥

চৌপাই—এইবার হস্তে ধারণ করা হরধনুর খণ্ডদ্বয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। এই অনুপম দৃশ্য অবলোকন করে সকলের আনন্দের সীমা রইল না। শ্রীরামচন্দ্ররূপ পূর্ণচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করে অনুপম সুন্দর প্রেমময় বারিযুক্ত মুনিবর বিশ্বামিত্ররূপ সাগরে পুলক শিহরণরূপ উত্তাল তরঙ্গমালা উঠতে লাগল। আকাশে বাতাসে দুন্দুভি বেজে উঠল ; দেবাঙ্গনা-সকল নৃত্যগীত পরিবেশন করতে লাগলেন॥ ১-২ ॥ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, সিদ্ধ মুনিঋষিগণ তখন শ্রীপ্রভুর প্রশংসায় মুখর হলেন আর তাঁর উদ্দেশে মঙ্গল কামনা করতে লাগলেন। তাঁরা বিভিন্ন বর্ণের পুষ্প ও পুষ্পমাল্যাদি বর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্নরগণ সুমধুর গীত পরিবেশনে যুক্ত হল॥ ৩॥ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের গুরুভার হরধনু ভঙ্গ করবার কথার আলোচনা হতে লাগল॥ ৪ ॥

দোহা—সুধীর চিত্ত ব্যক্তিগণ, ভাটগণ ও বন্দকগণ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তির সংকীর্তনে যুক্ত হলেন। প্রজাগণ আনন্দ আতিশয্যে অন্ন, গজ, ধনসম্পদ, মণিমাণিক্য ও বস্ত্রাদি বিতরণ করে দিতে লাগল॥ ২৬২ ॥

চৌপাই—ঝাঁঝ, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, সানাই, ঢোল ও অনুপম নাকাড়া আদি বহু প্রকারের সুন্দর বাদ্য বাজতে শুরু করল। যুবতীগণ দল বেঁধে নানা স্থানে ভক্তিমূলক গান করতে লাগল॥ ১ ॥ সখী পরিবৃতা রানির তখন আনন্দের সীমা রইল না ; যেন খরায় বিশুষ্ক ধান্যশস্য বৃষ্টি পেয়ে বেঁচে গেল। রাজর্ষি জনক তখন তাঁর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তিলাভ করে সুখানুভূতি লাভ করছেন ; যেন পরিশ্রান্ত (জলে সাঁতার কাটায় ক্লান্ত) অবলম্বন পেয়ে তা জড়িয়ে ধরল॥ ২ ॥ হরধনু ভঙ্গ হওয়ায় নৃপতিগণ শ্রীহীন হয়ে রইলেন ; তাঁদের অবস্থা দিবাকালের প্রদীপের মতন হল। সীতাদেবীর সুখের বর্ণনা করা সত্যই কঠিন ; যেন চাতকী স্বাতী নক্ষত্রের জল পেয়েছে॥ ৩॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তখন অনুজ শ্রীলক্ষ্মণের দিকে এমনভাবে দেখছেন যেন চন্দ্র চকোরশাবককে প্রত্যক্ষ করছেন। এমন সময়ে গুরুদেব শ্রীশতানন্দের ইচ্ছায় সীতাদেবী প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেলেন॥ ৪ ॥

দোহা—সীতাদেবী সখী পরিবৃতা হয়ে মরাল শাবকের গতিতে এগিয়ে চলছেন ; তাঁর অঙ্গে অঙ্গে অনুপম শোভার বিন্যাস। সখীগণ সুন্দর ও সুচতুরা ; তারা মঙ্গলাচারণ গীতি গাইতে গাইতে যাচ্ছিল॥ ২৬৩॥

চৌপাই (১—৪)

সখিন্হ মধ্য সিয় সোহতি কৈসেঁ। ছবিগন মধ্য মহাছবি জৈসেঁ॥
কর সরোজ জয়মাল সুহাঈ। বিস্ব বিজয় সোভা জেহিঁ ছাঈ॥

তন সকোচু মন পরম উছাহূ। গূঢ় প্রেমু লখি পরই ন কাহূ॥
জাই সমীপ রাম ছবি দেখী। রহি জনু কুঅঁরি চিত্র অবরেখী॥

চতুর সখীঁ লখি কহা বুঝাঈ। পহিরাবহু জয়মাল সুহাঈ॥
সুনত জুগল কর মাল উঠাঈ। প্রেম বিবস পহিরাই ন জাঈ॥

সোহত জনু জুগ জলজ সনালা। সসিহি সভীত দেত জয়মালা॥
গাবহিঁ ছবি অবলোকি সহেলী। সিয়ঁ জয়মাল রাম উর মেলী॥

সোরঠা (২৬৪)

রঘুবর উর জয়মাল দেখি দেব বরিসহিঁ সুমন।
সকুচে সকল ভুআল জনু বিলোকি রবি কুমুদগন॥

চৌপাই (১—৩)

পুর অরু ব্যোম বাজনে বাজে। খল ভএ মলিন সাধু সব রাজে॥
সুর কিন্নর নর নাগ মুনীসা। জয় জয় জয় কহি দেহিঁ অসীসা॥

নাচহিঁ গাবহিঁ বিবুধ বধূটীঁ। বার বার কুসুমাঞ্জলি ছূটী॥
জহঁ তহঁ বিপ্র বেদধুনি করহীঁ। বন্দী বিরিদাবলি উচ্চরহীঁ॥

মহি পাতাল নাক জসু ব্যাপা। রাম বরী সিয় ভঞ্জেউ চাপা॥
করহিঁ আরতী পুর নর নারী। দেহিঁ নিছাবরি বিত্ত বিসারী॥

চৌপাই—সখীগণের মধ্যে সীতাদেবী যেন সুন্দরীদের দ্বারা পরিবৃতা একজন পরমাসুন্দরী। সেই দৃশ্যপট অনুপম সৌন্দর্যসম্পন্ন ছিল। সীতাদেবীর করকমলে ছিল অনুপম সুন্দর বরমাল্য যাতে বিশ্ববিজয়ের দ্যুতি ছিল॥ ১॥ সীতাদেবীর বাহ্য আচরণে ছিল সংকোচ যদিও মনে ছিল পরম উৎসাহ। তাঁর সুগভীর অনুরাগের কথা তিনি প্রকাশ করছিলেন না। শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে উপনীত হয়ে তিনি চিত্রার্পিতবৎ স্থির হয়ে গেলেন॥ ২॥ সীতাদেবীর অনুরাগ বিহ্বল অবস্থা সুচতুরা সখী বুঝতে পেরে তাঁকে বলল— কী হল ? এই সুন্দর বরমাল্য গলায় পরিয়ে দাও। সখীর কথা শ্রবণ করে সীতাদেবী বরমাল্য তুলে ধরলেন কিন্তু প্রেমানুরাগাধিক্যে তা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের গলায় পরিয়ে দিতে পারছিলেন না (অথবা গুরুজনদের উপস্থিতিতে সীতাদেবী প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছিলেন না। বরমাল্য হাতে নিয়ে তিনি কঙ্কণে প্রতিবিম্বিত শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য মূর্তিকে সানুরাগে দেখছিলেন। বরমাল্য তখনই গলায় দিতে গেলে তিনি আর তা দেখতে পেতেন না তাই তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন)॥ ৩॥ (তখন তাঁর হস্তযুগলের শোভা অনুপম সুন্দর হয়েছিল) যেন নালসহ দুইটি পদ্মফুল চন্দ্রকে সভয়ে বরমাল্য প্রদান করতে উদ্যত হয়েছে। সুন্দর দৃশ্যপট সখীদের মোহিত করল। আনন্দে তারা গান গেয়ে উঠল আর তখনই সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করলেন॥ ৪॥

সোরঠা—শ্রীরঘুবীরের কণ্ঠে বরমাল্য প্রত্যক্ষ করে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করে তাঁদের আনন্দ জ্ঞাপন করলেন। ওদিকে অন্যান্য নৃপতিগণ যেন কুমুদের মতন সূর্য প্রত্যক্ষ করে কুঁকড়ে গেল॥ ২৬৪॥

চৌপাই—মিথিলা নগরের আকাশে বাতাসে নাকাড়া বাদ্য শোনা যেতে লাগল। দুষ্টগণ হতাশ হল আর সজ্জনবৃন্দ প্রসন্ন হলেন। দেবতা, কিন্নর, মানব, নাগ ও শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিদের কণ্ঠে স্নেহাশিস বার্তা শোনা গেল॥ ১॥ দেবলোকের বধূগণ আনন্দে নৃত্যগীতে যুক্ত হলেন ; তাঁরা শ্রীভগবানের উদ্দেশে বারেবারে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগলেন। ব্রাহ্মণদের বেদধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরে গেল। বন্দকগণ কুল সুকৃতি সংকীর্তন করতে লাগল॥ ২॥ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে সর্বত্র প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গ করবার কথা ও সীতাদেবীকে গ্রহণ করবার কথা ছড়িয়ে পড়ল। সুর নরনারীসকল আনন্দে দিব্য দম্পতির উদ্দেশে

চৌপাই (৪)

সোহতি সীয় রাম কৈ জোরী। ছবি সিঙ্গারু মনহুঁ এক ঠৌরী॥
সখীঁ কহহিঁ প্রভু পদ গহু সীতা। করতি ন চরন পরস অতি ভীতা॥

দোহা (২৬৫)

গৌতম তিয় গতি সুরতি করি নহিঁ পরসতি পগ পানি।
মন বিহসে রঘুবংসমনি প্রীতি অলৌকিক জানি॥

চৌপাই (১—৪)

তব সিয় দেখি ভূপ অভিলাষে। কূর কপূত বূঢ় মন মাখে॥
উঠি উঠি পহিরি সনাহ অভাগে। জহঁ তহঁ গাল বজাবন লাগে॥
লেহু ছড়াই সীয় কহ কোউ। ধরি বাঁধহু নৃপ বালক দোউ॥
তোরে ধনুষু চাড় নহিঁ সরঈ। জীবত হমহি কুঅঁরি কো বরঈ॥
জৌঁ বিদেহু কছু করৈ সহাঈ। জীতহু সমর সহিত দোউ ভাঈ॥
সাধু ভূপ বোলে সুনি বানী। রাজসমাজহি লাজ লজানী॥
বলু প্রতাপু বীরতা বড়াঈ। নাক পিনাকহি সঙ্গ সিধাঈ॥
সোই সূরতা কি অব কহুঁ পাঈ। অসি বুধি তৌ বিধি মুহঁ মসি লাঈ॥

দোহা (২৬৬)

দেখহু রামহি নয়ন ভরি তজি ইরিষা মদু কোহু।
লখন রোষু পাবকু প্রবল জানি সলভ জনি হোহু॥

চৌপাই (১—২)

বৈনতেয় বলি জিমি চহ কাগূ। জিমি সসু চহৈ নাগ অরি ভাগূ॥
জিমি চহ কুসল অকারন কোহী। সব সম্পদা চহৈ সিবদ্রোহী॥
লোভী লোলুপ কল কীরতি চহঈ। অকলঙ্কতা কি কামী লহঈ॥
হরি পদ বিমুখ পরম গতি চাহা। তস তুম্হার লালচু নরনাহা॥

আরতি নিবেদন করতে থাকল আর সামর্থ্য বিস্মরণ করে উপহারাদি বিতরণ করতে লাগল।। ৩।। শ্রীসীতারামের যুগল মূর্তির সৌন্দর্য অসামান্য ছিল ; মনে হচ্ছিল যেন তা সৌন্দর্য ও শৃঙ্গার রসের মিলনক্ষেত্র। সখীগণ সীতাদেবীকে তাঁর পতিদেবতার চরণ স্পর্শ করতে বলল ; কিন্তু সীতাদেবী ভয়ে তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করলেন না।। ৪।।

দোহা—তখন শ্রীগৌতমভার্যা অহল্যার কথা মনে পড়ে যাওয়াতে সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদস্পর্শ করতে ইতস্তত করছিলেন। সীতাদেবীর অলৌকিক প্রীতির কথা জেনে রঘুকুল শিরোমণি শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে হাসলেন।। ২৬৫।।

চৌপাই—সীতাদেবীকে দেখে কিছু নৃপতির লোভ হল। সেই মূঢ় কুপুত্র ব্যক্তিগণের মনে দুষ্টবুদ্ধির উদয় হল। তাঁরা কবচ ধারণ করে স্থানে স্থানে আস্ফালন করতে লাগলেন।। ১।। একজন বললেন—সীতাকে কেড়ে নিয়ে রাজকুমারদ্বয়কে ধরে বেঁধে ফেলব। হরধনু ভঙ্গ করলেই সব হয়ে গেল ! দেখি, আমরা বেঁচে থাকতে রাজকুমারীকে কে বিবাহ করতে পারে ? ২।। যদি জনকরাজা ওদের সাহায্য করে তাহলে তাকেও পরাজিত করব। এইসব কথা শুনে এক সৎবুদ্ধিসম্পন্ন নৃপতি বললেন—এই (নির্লজ্জ) নৃপতিদের দেখে তো লজ্জাও মুখ লুকিয়ে পালায়। আরে ! তোমাদের বলবিক্রম, প্রতাপ, বাহাদুরি, সম্মান তো হরধনুর সঙ্গেই লুটিয়ে পড়েছে। এই যে বীরত্ব এখন দেখাচ্ছ, তা তখন ছিল কোথায় ? তোমরা এই দুর্বুদ্ধি বলেই তো বিধাতা তোমাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছেন।। ৩-৪।।

দোহা—ঈর্ষা, দম্ভ আর ক্রোধ পরিহার করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দুচোখ ভরে দর্শন করে কৃতার্থ হয়ে যাও। কেন অযথা শ্রীলক্ষ্মণের অগ্নিসম ভয়ংকর ক্রোধে পতঙ্গসম পুড়ে মরতে চাইছ ? ২৬৬ ।।

চৌপাই—যে যা কামনা করে সব কি সে পায় ? কাক কি গরুড়ের ভাগ পায় ? মশক কি সিংহের ভাগ পায় ? অকারণে যে ক্রোধ করে সে যদি মঙ্গল চায়, কামী পুরুষ যদি নিষ্কলঙ্ক হতে চায়, শিববিমুখ যদি সম্পদ চায়, লোভী যদি সুকীর্তি চায়, শ্রীহরিচরণবিমুখ যদি পরমগতি (মোক্ষ) চায় ; তা কি সম্ভব ? হে নৃপতিগণ ! তেমনই তোমাদের সীতাকে লাভ করার আশা ব্যর্থ ।। ১-২।।

চৌপাই (৩—৪)

কোলাহলু সুনি সীয় সকানী। সখীঁ লবাই গঙ্গঁ জহঁ রানী॥
রামু সুভায়ঁ চলে গুরু পাহীঁ। সিয় সনেহু বরনত মন মাহীঁ॥

রানিন্হ সহিত সোচবস সীয়া। অব ধোঁ বিধিহি কাহ করনীয়া॥
ভূপ বচন সুনি ইত উত তকহীঁ। লখনু রাম ডর বোলি ন সকহীঁ॥

দোহা (২৬৭)

অরুন নয়ন ভৃকুটী কুটিল চিতবত নৃপন্হ সকোপ।
মনহুঁ মত্ত গজগন নিরখি সিংঘকিসোরহি চোপ॥

চৌপাই (১—৪)

খরভরু দেখি বিকল পুর নারীঁ। সব মিলি দেহি মহীপন্হ গারীঁ॥
তেহিঁ অবসর সুনি সিবধনু ভঙ্গা। আয়উ ভৃগুকুল কমল পতঙ্গা॥

দেখি মহীপ সকল সকুচানে। বাজ ঝপট জনু লবা লুকানে॥
গৌরি সরীর ভূতি ভল ভ্রাজা। ভাল বিসাল ত্রিপুন্ড বিরাজা॥

সীস জটা সসিবদনু সুহাবা। রিসবস কছুক অরুন হোই আবা॥
ভৃকুটী কুটিল নয়ন রিস রাতে। সহজহুঁ চিতবত মনহুঁ রিসাতে॥

বৃষভ কন্ধ উর বাহু বিসালা। চারু জনেউ মাল মৃগছালা॥
কটি মুনিবসন তূন দুই বাঁধেঁ। ধনু সর কর কুঠারু কল কাঁধেঁ॥

দোহা (২৬৮)

সান্ত বেষু করনী কঠিন বরনি ন জাই সরূপ।
ধরি মুনিতনু জনু বীর রসু আয়উ জহঁ সব ভূপ॥

কোলাহল ধ্বনি সীতাদেবীকে শঙ্কিত করল। সখীগণ তাঁকে সেই স্থানে নিয়ে গেলেন যেখানে সীতাদেবীর মাতা (সুনয়নাদেবী) ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে সীতাদেবীর অনুরাগের কথা ভাবছিলেন। তিনি স্বাভাবিক গতিতে ঋষি বিশ্বামিত্রের নিকটে গেলেন॥ ৩॥ (দুষ্ট নৃপতিদের আস্ফালন শুনে) রানিদের সঙ্গে সীতাদেবীও চিন্তিত হলেন— বিধাতা যে কী করতে চাইছেন তা বোঝা যাচ্ছে না ! নৃপতিদের আস্ফালন শুনে শ্রীলক্ষ্মণ এধার-ওধার তাকাচ্ছেন কিন্তু প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভয়ে কিছু বলতে পারছেন না॥ ৪॥

দোহা—ভ্রূ বাঁকা করে রক্তচক্ষু শ্রীলক্ষ্মণ সক্রোধে দুষ্ট নৃপতিদের দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন মদমত্ত হস্তীযূথ দেখে সিংহশাবক উত্তেজিত হয়ে গিয়েছে॥ ২৬৭॥

চৌপাই—বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করে মিথিলাপুর রমণীগণ ব্যাকুলচিত্ত হয়ে দুষ্ট নৃপতিদের উদ্দেশে কটুবাক্য বর্ষণ করতে লাগলেন। তখনই হরধনু ভঙ্গ করা হয়েছে বার্তা শ্রবণ করে ভৃগুকুলকমল সূর্য শ্রীপরশুরামের ঘটনাস্থলে আগমন হল॥ ১॥ বাজপাখির আক্রমণে যেন ভীত তিতিরসকল লুকিয়ে পড়ল। শ্রীপরশুরামকে উপস্থিত দেখে আস্ফালনকারী নৃপতিগণের অবস্থা তেমনই হল। শ্রীপরশুরাম গৌরবর্ণ ; তাঁর অঙ্গের উপর বিভূতির অনুপম সৌন্দর্য শোভা পাচ্ছিল। তাঁর বিশাল ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক বিরাজমান। জটাজুটধারী ভগবান শ্রীপরশুরামের সুন্দর চন্দ্রবদন ক্রোধে আরক্ত হয়েছিল। তাঁর ভ্রূযুগল ছিল বঙ্কিম আর নয়নযুগল ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়েছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় দেখলেও তাঁকে ক্রোধান্বিত মনে হত॥ ২-৩॥ তিনি সুবিশাল বক্ষ, হৃষ্টপুষ্ট বৃষস্কন্ধ, আজানুলম্বিত বাহু। তাঁর কণ্ঠে যজ্ঞোপবীত, বগলে মৃগচর্ম ও সুন্দর মাল্য শোভমান ছিল। তিনি মুনি বল্কল বস্ত্র ধারণ করে ছিলেন। কটিতে ছিল দুইটি তূণ, হস্তে ধনুর্বাণ আর স্কন্ধে সুন্দর কুঠার॥ ৪॥

দোহা—বেশবাসে শান্ত মনে হলেও শ্রীপরশুরাম ছিলেন আচরণে অতীব কঠোর ; তাই তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করা কঠিন। তাঁকে দেখে বোধ হচ্ছিল যেন সাক্ষাৎ বীররস রূপ পরিগ্রহ করে নৃপতিদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন॥ ২৬৮॥

চৌপাই (১—৪)

দেখত ভৃগুপতি বেষু করালা। উঠে সকল ভয় বিকল ভুআলা॥
পিতু সমেত কহি কহি নিজ নামা। লগে করন সব দন্ড প্রনামা॥

জেহি সুভায়ঁ চিতবহিঁ হিতু জানী। সো জানই জনু আই খুটানী॥
জনক বহোরি আই সিরু নাবা। সীয় বোলাই প্রনামু করাবা॥

আসিষ দীন্হি সখীঁ হরষানীঁ। নিজ সমাজ লৈ গঈঁ সয়ানীঁ॥
বিস্বামিত্রু মিলে পুনি আঈ। পদ সরোজ মেলে দোউ ভাঈ॥

রামু লখনু দসরথ কে ঢোটা। দীন্হি অসীস দেখি ভল জোটা॥
রামহি চিতই রহে থকি লোচন। রূপ অপার মার মদ মোচন॥

দোহা (২৬৯)

বহুরি বিলোকি বিদেহ সন কহহু কাহ অতি ভীর।
পূঁছত জানি অজাত জিমি ব্যাপেউ কোপু সরীর॥

চৌপাই (১—৪)

সমাচার কহি জনক সুনাএ। জেহি কারন মহীপ সব আএ॥
সুনত বচন ফিরি অনত নিহারে। দেখে চাপখন্ড মহি ডারে॥

অতি রিস বোলে বচন কঠোরা। কহু জড় জনক ধনুষ কৈ তোরা॥
বেগি দেখাউ মূঢ় ন ত আজূ। উলটউঁ মহি জহঁ লহি তব রাজূ॥

অতি ডরু উতরু দেত নৃপু নাহীঁ। কুটিল ভূপ হরষে মন মাহীঁ॥
সুর মুনি নাগ নগর নর নারী। সোচহিঁ সকল ত্রাস উর ভারী॥

মন পছিতাতি সীয় মহতারী। বিধি অব সঁবরী বাত বিগারী॥
ভৃগুপতি কর সুভাউ সুনি সীতা। অরধ নিমেষ কলপ সম বীতা॥

চৌপাই—রুদ্রমূর্তি শ্রীপরশুরামকে আসতে দেখে নৃপতিগণ সভয়ে উঠে দাঁড়ালেন আর নিজ পিতৃপরিচয় দান করে একে একে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করতে থাকলেন॥ ১॥ মঙ্গল কামনা করেও শ্রীপরশুরাম কারো দিকে তাকালেও সকলে মনে করছিল যে এইবার বুঝি তার ভবলীলা সাঙ্গ হল। অতঃপর রাজর্ষি জনক এসে তাঁকে প্রণাম করলেন আর কন্যা সীতাদেবীকেও ডেকে প্রণাম করালেন॥ ২॥ শ্রীপরশুরাম সীতাদেবীকে আশীর্বাদ দিলেন। তাই দেখে সখীগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। (সেইখানে থাকা আর ঠিক নয় মনে করে) সুচতুরা সখীগণ সীতাদেবীকে অন্দরমহলে নিয়ে গেল। এইবার ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন আর তিনি ভ্রাতৃযুগলকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করালেন॥ ৩॥ (ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁদের পরিচয় দান করে বললেন—) এঁরা রাজা দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণ। কামমদমোহক প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য কান্তি শ্রীপরশুরামকে মুগ্ধ করল ; তিনি স্তম্ভিত হয়ে অনিমেষ নয়নে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকলেন॥ ৪॥

দোহা—শ্রীপরশুরাম সব দেখলেন। সব কিছু তাঁর জানা ছিল। তবু তিনি জানেন না ভাব করে রাজর্ষি জনককে শুধালেন—বল ! এত জনসমাগম কেন ? বলতে বলতে তাঁর দেহে ক্রোধের সঞ্চার হল॥ ২৬৯॥

চৌপাই—নৃপতিদের আগমনের কারণ রাজর্ষি জনক সবিস্তারে তাঁকে বললেন। রাজর্ষি জনকের কথা শুনে তিনি ঘুরে অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি দেখলেন যে হরধনু দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় ভূমিতে পড়ে আছে॥ ১॥ শ্রীপরশুরাম এইবার সক্রোধে কঠোর ভাষায় বললেন—ওরে মূর্খ জনক ! বল, কে হরধনু ভঙ্গ করেছে ? তাকে এখনই আমার সম্মুখে হাজির কর ; নাহলে ওরে মূঢ় ! আজ আমি তোর রাজ্য সীমা পর্যন্ত সব কিছু ওলটপালট করে দেবো॥ ২॥ রাজর্ষি জনক তখন অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। ঘটনা দুষ্ট নৃপতিদের আনন্দ দিল। দেবতা, মুনি, নাগ ও পুরজনগণ সকলেই চিন্তিত হলেন ; তখন সকলের মনেই ভয় জন্মাল॥ ৩॥ সীতাদেবীর জননী (সুনয়নাদেবী) অনুতপ্ত হয়ে ভাবছেন—হায় ! বিধাতা যে এইবার বাড়া ভাতে ছাই দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। শ্রীপরশুরামের স্বভাবের কথা জেনে সীতাদেবীর অর্ধ মুহূর্তও কল্পসম দীর্ঘস্থায়ী মনে হতে লাগল॥ ৪॥

দোহা (২৭০)

সভয় বিলোকে লোগ সব জানি জানকী ভীরু।
হৃদয়ঁ ন হরষু বিষাদু কছু বোলে শ্রীরঘুবীরু॥

মাসপারায়ণ, নবম বিশ্রাম

চৌপাই (১—৪)

নাথ সম্ভুধনু ভঞ্জনিহারা। হোইহি কেউ এক দাস তুম্হারা॥
আয়সু কাহ কহিঅ কিন মোহী। সুনি রিসাই বোলে মুনি কোহী॥
সেবকু সো জো করৈ সেবকাঈ। অরি করনী করি করিঅ লরাঈ॥
সুনহু রাম জেহিঁ সিবধনু তোরা। সহসবাহু সম সো রিপু মোরা॥
সো বিলগাউ বিহাই সমাজা। ন ত মারে জৈহহিঁ সব রাজা॥
সুনি মুনি বচন লখন মুসুকানে। বোলে পরসুধরহি অপমানে॥
বহু ধনুহী তোরীঁ লরিকাঈঁ। কবহুঁ ন অসি রিস কীন্হি গোসাঈঁ॥
এহি ধনুপর মমতা কেহি হেতূ। সুনি রিসাই কহ ভৃগুকুলকেতূ॥

দোহা (২৭১)

রে নৃপ বালক কাল বস বোলত তোহি ন সঁভার।
ধনুহী সম তিপুরারি ধনু বিদিত সকল সংসার॥

চৌপাই (১—৪)

লখন কহা হঁসি হমরেঁ জানা। সুনহু দেব সব ধনুষ সমানা॥
কা ছতি লাভু জুন ধনু তোরেঁ। দেখা রাম নয়ন কে ভোরেঁ॥
ছুঅত টুট রঘুপতিহু ন দোসূ। মুনি বিনু কাজ করিঅ কত রোসূ॥
বোলে চিতই পরসু কী ওরা। রে সঠ সুনেহি সুভাউ ন মোরা॥
বালকু বোলি বধউঁ নহিঁ তোহী। কেবল মুনি জড় জানহি মোহী॥
বাল ব্রহ্মচারী অতি কোহী। বিস্ব বিদিত ছত্রিয়কুল দ্রোহী॥
ভুজবল ভূমি ভূপ বিনু কীন্হী। বিপুল বীর মহিদেবন্হ দীন্হী॥
সহসবাহু ভুজ ছেদনিহারা। পরসু বিলোকু মহীপকুমারা॥

দোহা— তখন প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সকলকে ভীত দেখে ও সীতাদেবীকে ভয়াতুর জেনে হর্ষ ও বিষাদ বিরহিত হয়ে তাঁকে উত্তর দিলেন॥ ২৭০॥

চৌপাই—(শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে নাথ! হরধনুভঙ্গকারী আপনারই কোনো এক দাস। কী আদেশ, আমাকে বলুন না? এই কথা শ্রবণ করে ক্রোধী মুনি কুপিত হয়ে উত্তর দিলেন॥ ১॥ (শ্রীপরশুরাম উত্তর দিলেন—) সেবা করলে তবেই তো সেবক হয়; আর যে শত্রুসম কার্য করে, তার সঙ্গে যুদ্ধ করাই তো উচিত। হে রাম! শোনো। যে এই হরধনু ভঙ্গ করেছে সে আমার সহস্রবাহুসম শত্রু॥ ২॥ যে হরধনুভঙ্গ করেছে সে বাইরে বেরিয়ে আসুক না হলে সকল নৃপতিদেরই প্রাণ সংশয় হবে। মুনিবরের কথায় শ্রীলক্ষ্মণ হেসে ফেললেন। তিনি পরশুরামকে ব্যঙ্গ করেই বললেন—হে মুনিবর! আমরা তো বাল্যকাল থেকে বহু ধনুর্ভঙ্গই করেছি কিন্তু তখন তো আপনি এমন রেগে ওঠেননি। জানতে পারি এই বিশেষ হরধনুর উপর আপনার মমতার কারণটা কী? শ্রীলক্ষ্মণের কথায় ভৃগুকুলকেতু শ্রীপরশুরাম তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন—॥ ৩-৪॥

দোহা—(শ্রীপরশুরাম বললেন—) ওরে (বাচাল) রাজকুমার! তোর কাল শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে যার জন্য তুই কী বলছিস জানিস না। কোথায় জগদ্বিখ্যাত হরধনু আর কোথায় তোর খেলনার ধনুক! ২৭১॥

চৌপাই— শ্রীলক্ষ্মণ হেসে উত্তর দিলেন—হে দেব! শুনুন। আমার বুদ্ধিতে সকল ধনুকই, ধনুকই হয়। এক পুরাতন ধনুক থাকল বা ভাঙল, তাতে কার কী এসে যায়? প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তো এই ধনুকটাকে ভুল করে নূতন ভেবেছিলেন॥ ১॥ আর ধনুক তো স্পর্শ করতেই আপনাআপনি ভেঙে গেল। এতে শ্রীরঘুনাথের তো কোনো দোষ দেখি না। হে মুনিবর! আপনি অকারণে রাগ করছেন কেন? তখন শ্রীপরশুরাম নিজের কুঠারের দিকে তাকিয়ে বললেন— ওরে মূর্খ! তোর বোধহয় আমার স্বভাবের কথা জানা নেই॥ ২॥ তোকে বালকজ্ঞানে রেহাই দিলাম। ওরে মূর্খ! তুই আমাকে কেবল মুনি বলে ভাবছিস! আমি আবাল্য ব্রহ্মচারী ও অতিশয় ক্রোধী আর ক্ষত্রিয়কুলত্রাস রূপে জগদ্বিখ্যাত॥ ৩॥ বাহুবলে আমি ভূমিকে নৃপতিহীন করে দিয়েছি আর বহুবার তা ব্রাহ্মণদের সমর্পিত করেছি। হে রাজকুমার! চেয়ে দেখ। এই কুঠারই সহস্রবাহুর বাহুসকল ছিন্ন করেছিল॥ ৪॥

দোহা (২৭২)

মাতু পিতহি জনি সোচবস করসি মহীসকিসোর।
গর্ভন্‌হ কে অর্ভক দলন পরসু মোর অতি ঘোর॥

চৌপাই (১—৪)

বিহসি লখনু বোলে মৃদু বানী। অহো মুনীসু মহা ভটমানী॥
পুনি পুনি মোহি দেখাব কুঠারূ। চহত উড়াবন ফূঁকি পহারূ॥
ইহাঁ কুম্‌হড়বতিয়া কোউ নাহীঁ। জে তরজনী দেখি মরি জাহীঁ॥
দেখি কুঠারু সরাসন বানা। মৈঁ কছু কহা সহিত অভিমানা॥
ভৃগুসুত সমুঝি জনেউ বিলোকী। জো কছু কহহু সহউঁ রিস রোকী॥
সুর মহিসুর হরিজন অরু গাঈ। হমরেঁ কুল ইন্‌হ পর ন সুরাঈ॥
বধেঁ পাপু অপকীরতি হারেঁ। মারতহূঁ পা পরিঅ তুম্‌হারেঁ॥
কোটি কুলিস সম বচনু তুম্‌হারা। ব্যর্থ ধরহু ধনু বান কুঠারা॥

দোহা (২৭৩)

জো বিলোকি অনুচিত কহেউঁ ছমহু মহামুনি ধীর।
সুনি সরোষ ভৃগুবংসমনি বোলে গিরা গভীর॥

চৌপাই (১—৩)

কৌসিক সুনহু মন্দ যহু বালকু। কুটিল কালবস নিজ কুল ঘালকু॥
ভানু বংস রাকেস কলঙ্কূ। নিপট নিরঙ্কুস অবুধ অসঙ্কূ॥
কাল কবলু হোইহি ছন মাহীঁ। কহউঁ পুকারি খোরি মোহি নাহীঁ॥
তুম্‌হ হটকহু জৌঁ চহহু উবারা। কহি প্রতাপু বলু রোষু হমারা॥
লখন কহেউ মুনি সুজসু তুম্‌হারা। তুম্‌হহি অছত কো বরনৈ পারা॥
অপনে মুঁহ তুম্‌হ আপনি করনী। বার অনেক ভাঁতি বহু বরনী॥

দোহা—ওরে (নির্বোধ) রাজকুমার ! তুই কেন জনকজননীর শোকের কারণ হতে চাস ! আমার কুঠার অতিশয় ভয়ানক। এ গর্ভের সন্তানকেও রেহাই দেয় না॥ ২৭২ ॥

চৌপাই—শ্রীলক্ষ্মণ তখন আবার হাসি মুখে ব্যঙ্গ করে বললেন—আহা ! এই বৃদ্ধমুনি নিজেকে মহাযোদ্ধা মনে করে বসে আছেন। তাই আমাকে তিনি বারে বারে কুঠার দেখিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন। তিনি ফুঁ দিয়ে পর্বত উড়িয়ে দিতে চান॥ ১॥ এখানে কোনো কুমড়ো ফুলের ফল ফলে নেই যা টোকা মারলেই খসে যাবে। আমি কথাগুলো আপনার ধনুর্বাণ ও কুঠার দেখার পরেই বলেছি॥ ২॥ ভৃগুবংশজাত যজ্ঞোপবীতধারী দেখে, আপনি আমাকে যা কিছু বলেছেন, তা আমি মুখ বুজে সহ্য করে গিয়েছি। আর আমাদের বংশে দেবতা, ব্রাহ্মণ, হরিভক্ত ও গাভীর উপর বীরত্ব প্রদর্শন করবার প্রচলন নেই॥ ৩॥ কেননা এদের নাশ করলে পাপ হয় আর পরাজিত হলে বদনাম হয়। তাই আপনি আমাকে বধ করতে উদ্যত হলেও আমাকে তো আপনার পায়ে পড়তেই হবে। কোটি বজ্রসম কঠোর আপনার বাক্যবাণ। (এমন অস্ত্র থাকতে) বৃথাই আপনার ধনুর্বাণ ও কুঠার ধারণ করা॥ ৪॥

দোহা—এঁদের (ধনুর্বাণ ও কুঠার) দেখে যদি আমি কিছু অনুচিত কথা বলে থাকি তাহলে হে শান্ত মুনিবর ! আমাকে ক্ষমা করবেন। শ্রীলক্ষ্মণের কথাগুলি শ্রবণ করে ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ শ্রীপরশুরাম সক্রোধে গম্ভীর স্বরে বললেন— ॥ ২৭৩॥

চৌপাই—(শ্রীপরশুরাম বললেন—) হে বিশ্বামিত্র ! শোনো। তোমার এই বালক নিতান্ত মন্দবুদ্ধি ও কুটিল স্বভাবের। কালের প্রভাবে এ নিজ কুলের ধ্বংস ডেকে আনছে। এ তো পূর্ণচন্দ্রসম সূর্যবংশের কলঙ্ক। এই বালক অতিশয় অবাধ্য, মূর্খ ও নির্ভয়॥ ১॥ মুহূর্তের মধ্যে বালক কালগ্রাস হয়ে যাবে। আমি সাবধান করলাম, পরে আমাকে দোষ দিও না। যদি তুমি এর মঙ্গল চাও তাহলে একে আমার প্রতাপ, সামর্থ্য ও ক্রোধের কথা বলে চুপ করে থাকতে বলো॥ ২॥ শ্রীলক্ষ্মণ আবার বলে উঠলেন—হে মুনি ! যেখানে আপনি স্বয়ং বিরাজমান, সেখানে আপনার গুণকীর্তন করবার জন্য অন্য লোকের কী দরকার ? আপনি তো এর মধ্যেই বারেবারে নিজের মুখেই নিজের গুণকীর্তন করে ফেলেছেন॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

নহিঁ সন্তোষু ত পুনি কছু কহহূ। জনি রিস রোকি দুসহ দুখ সহহূ॥
বীরব্রতী তুম্হ ধীর অছোভা। গারী দেত ন পাবহু সোভা॥

দোহা (২৭৪)

সূর সমর করনী করহিঁ কহি ন জনাবহিঁ আপু।
বিদ্যমান রন পাই রিপু কায়র কথহিঁ প্রতাপু॥

চৌপাই (১—৪)

তুম্হ তৌ কালু হাঁক জনু লাবা। বার বার মোহি লাগি বোলাবা॥
সুনত লখন কে বচন কঠোরা। পরসু সুধারি ধরেউ কর ঘোরা॥

অব জনি দেই দোসু মোহি লোগূ। কটুবাদী বালকু বধজোগূ॥
বাল বিলোকি বহুত মৈঁ বাঁচা। অব যহু মরনিহার ভা সাঁচা॥

কৌসিক কহা ছমিঅ অপরাধূ। বাল দোষ গুন গনহিঁ ন সাধূ॥
খর কুঠার মৈঁ অকরুন কোহী। আগেঁ অপরাধী গুরুদ্রোহী॥

উতর দেত ছোড়উঁ বিনু মারেঁ। কেবল কৌসিক সীল তুম্হারেঁ॥
ন ত এহি কাটি কুঠার কঠোরেঁ। গুরহি উরিন হোতেউঁ শ্রম থোরেঁ॥

দোহা (২৭৫)

গাধিসূনু কহ হৃদয়ঁ হঁসি মুনিহি হরিঅরই সূঝ।
অয়ময় খাঁড় ন ঊখময় অজহুঁ ন বূঝ অবূঝ॥

চৌপাই (১)

কহেউ লখন মুনি সীলু তুম্হারা। কো নহিঁ জান বিদিত সংসারা॥
মাতা পিতহি উরিন ভএ নীকেঁ। গুর রিনু রহা সোচু বড় জী কেঁ॥

এখনও যদি পূর্ণরূপে তৃপ্তি না হয়ে থাকে তাহলে না হয়, আরও কিছু বলে ফেলুন। রাগ চেপে রেখে অকারণে কষ্ট পাবেন না। বীরত্ব প্রদর্শনই তো আপনার ব্রত ! আপনি ধৈর্যবান ও ক্ষোভশূন্য, এরূপ কটু কথা বলা আপনার শোভা পায় না॥ ৪॥

দোহা—শূর তার সামর্থ্য রণক্ষেত্রে প্রদর্শন করে থাকে, মুখে বলে বেড়ায় না। শত্রুকে সম্মুখে উপস্থিত দেখে কাপুরুষগণই নিজ প্রতাপের গুণকীর্তন করে থাকে॥ ২৭৪॥

চৌপাই—আপনি তো আমার জন্য ক্রমাগত কালকে হাঁক পাড়ছেন মনে হচ্ছে। শ্রীলক্ষ্মণের কাটাকাটা কথা শুনে শ্রীপরশুরাম নিজ ভয়ানক কুঠারকে ঠিক করে হাতে তুলে নিলেন॥ ১॥ (আর বললেন—) আর যেন কেউ আমাকে দোষ না দেয়। এই কটুভাষী বালক বধের যোগ্য। বালক মনে করে আমি অনেকক্ষণ সহ্য করেছি, এখন দেখছি এর মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে॥ ২॥ (ঋষি বিশ্বামিত্র বললেন—) অপরাধ ক্ষমা করুন। সাধুরা বালকের দোষগুণ ধরেন না। (শ্রীপরশুরাম বললেন—) আমি সুতীক্ষ্ণ কুঠার হস্তে দয়ামায়াহীন ও ক্রোধী পরশুরাম আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে এই গুরুদ্রোহী দুর্বিনীত অপরাধী আমার বিরুদ্ধেই কথা বলছে ! তবুও তাকে আমি বধ না করে ছেড়ে দিলাম হে বিশ্বামিত্র ! কেবল তোমাকে ভালোবাসি বলে। না হলে কুঠার দিয়ে একে বধ করে অনায়াসে গুরুদেবের ঋণ শোধ করতাম॥ ৩-৪॥

দোহা—(ঋষি বিশ্বামিত্র মনে মনে হাসলেন, তিনি ভাবছেন—) মুনিবর সর্বত্র শ্যামলিমাই প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছেন (অর্থাৎ সর্বত্র জয়লাভ করে তিনি ভাবছেন যে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণ দুইজন সাধারণ ক্ষত্রিয় মাত্র)। কিন্তু এই লৌহ নির্মিত খাঁড়াকে তিনি আখের (রসে ভরা) বলে ভাবছেন (যা মুখে দিলেই জল হয়ে যাবে। দুঃখ এই যে) মুনি এখনও অবুঝ হয়ে কথা বলছেন ; এঁদের ক্ষমতা তাঁর জানা নেই॥ ২৭৫॥

চৌপাই—(শ্রীলক্ষ্মণ বললেন—) হে মুনি ! আপনার কীর্তিকলাপ কারো অজানা নয় ; তা তো জগদ্বিখ্যাত। আপনি তো বাবা-মার ঋণ ভালোভাবে শোধ করেছেন এখন কেবল গুরুর ঋণটুকুই পড়ে আছে যার জন্য আপনি

চৌপাই (২—৪)

সো জনু হমরেহি মাথে কাঢ়া। দিন চলি গএ ব্যাজ বড় বাঢ়া॥
অব আনিঅ ব্যবহরিআ বোলী। তুরত দেউঁ মৈঁ থৈলী খোলী॥

সুনি কটু বচন কুঠার সুধারা। হায় হায় সব সভা পুকারা॥
ভৃগুবর পরসু দেখাবহু মোহী। বিপ্র বিচারি বচউঁ নৃপদ্রোহী॥

মিলে ন কবহুঁ সুভট রন গাঢ়ে। দ্বিজ দেবতা ঘরহি কে বাঢ়ে॥
অনুচিত কহি সব লোক পুকারে। রঘুপতি সয়নহিঁ লখনু নেবারে॥

দোহা (২৭৬)

লখন উতর আহুতি সরিস ভৃগুবর কোপু কৃসানু।
বঢ়ত দেখি জল সম বচন বোলে রঘুকুলভানু॥

চৌপাই (১—৪)

নাথ করহু বালক পর ছোহূ। সূধ দূধমুখ করিঅ ন কোহূ॥
জৌ পৈ প্রভু প্রভাউ কছু জানা। তৌ কি বরাবরি করত অয়ানা॥

জৌঁ লরিকা কছু অচগিরি করহীঁ। গুর পিতু মাতু মোদ মন ভরহীঁ॥
করিঅ কৃপা সিসু সেবক জানী। তুম্হ সম সীল ধীর মুনি গ্যানী॥

রাম বচন সুনি কছুক জুড়ানে। কহি কছু লখনু বহুরি মুসুকানে॥
হঁসত দেখি নখ সিখ রিস ব্যাপী। রাম তোর ভ্রাতা বড় পাপী॥

গৌর সরীর স্যাম মন মাহীঁ। কালকূটমুখ পয়মুখ নাহীঁ॥
সহজ টেঢ় অনুহরই ন তোহী। নীচু মীচু সম দেখ ন মোহী॥

দোহা (২৭৭)

লখন কহেউ হঁসি সুনহু মনি ক্রোধু পাপ কর মূল।
জেহি বস জন অনুচিত করহিঁ চরহিঁ বিস্ব প্রতিকূল॥

অতিশয় চিন্তান্বিত॥ ১॥ মনে হচ্ছে যেন গুরুঋণ শোধ করবার জন্য আপনি আমার মাথাটাই ঠিক করে রেখেছেন। যাই হোক অনেক দিন আগেকার কথা ; ঋণটা তো সুদে-আসলে অনেক বেড়ে গিয়েছে। তাহলে তা হিসেব করবার জন্য কাউকে ডাকুন, তাহলে আমি তা ট্যাক থেকে দিয়ে দিই॥ ২॥ শ্রীলক্ষ্মণের কটুবাক্য শ্রীপরশুরামকে আবার উত্তেজিত করল। তিনি আবার কুঠার হাতে নিলেন। সভায় উপস্থিত জনগণ হাহাকার করে উঠল। (শ্রীলক্ষ্মণ বললেন—) হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমাকে কুঠারের ভয় দেখাচ্ছেন ? কিন্তু হে নৃপশত্রু ! আমি আপনাকে ব্রাহ্মণ বলে এখনও কিছু বলিনি॥ ৩॥ মনে হচ্ছে সম্মুখ সমরে আপনি বলবান যোদ্ধা এখনও পাননি। হে ব্রাহ্মণ দেবতা ! আপনার যত তড়পানি ঘরে বসেই। উপস্থিত জনগণ এই কথাকে অনুচিত বলে স্বীকৃতি দিল। তখন প্রভু শ্রীরঘুপতি ইশারা করে অনুজকে থামতে বললেন॥ ৪॥

দোহা—শ্রীলক্ষ্মণের বাক্যাহুতিতে শ্রীপরশুরামের ক্রোধাগ্নি বৃদ্ধি হচ্ছে দেখে রঘুকুলভানু শ্রীরামচন্দ্র মধুর বচন প্রয়োগ করে (যেন জলসিঞ্চন করে অগ্নিকে শান্ত করতে চাইলেন)॥ ২৭৬॥

চৌপাই—(শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে নাথ ! বালকের উপর কৃপা করুন। এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর উপর ক্রোধ করবেন না। এ যদি শ্রীপ্রভুর (আপনার) প্রতাপ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও জানত তাহলে কি এই অজ্ঞান বালক আপনার সঙ্গে তর্ক করত ? ॥ ১ ॥ শিশুর চপলতা গুরু, পিতা ও মাতার কৌতুকের কারণ হয়ে থাকে। কাজেই একে শিশু ও সেবক মনে করে ক্ষমা করে দিন। আপনি তো নিরপেক্ষ, সদাচারী, সুধীর ও জ্ঞানী বলেই পরিচিত॥ ২॥ শ্রীরামচন্দ্রের (সুশীতল বচন) শ্রবণ করে মুনির ক্রোধাগ্নি কিঞ্চিৎ স্তিমিত হল। এমন সময়ে শ্রীলক্ষ্মণ আবার কিছু বলে হাসলেন। তাঁকে হাসতে দেখে শ্রীপরশুরামের আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। তিনি বললেন—হে রাম ! তোমার অনুজ অতি পাপী, গৌরবর্ণ হয়েও সে অন্তরে মলিন। এ পয়োমুখ নয়, কালকূটমুখ। এই বালক স্বভাবে দুর্বিনীত, তোমার মতন আদৌ (সুশীল) নয়। এই অধম আমাকে কালসম মনে করে না॥ ৩-৪॥

দোহা—শ্রীলক্ষ্মণ (আবার) বললেন—হে মুনি ! শুনুন। ক্রোধই হল পাপের উৎস। ক্রোধের বশীভূত হয়েই মানুষ নানারকম অনুচিত কর্ম করে থাকে আর বিশ্বের প্রতিকূল আচরণ করে (সকলের অকল্যাণ করে)॥ ২৭৭॥

চৌপাই (১—৪)

মৈঁ তুম্হার অনুচর মুনিরায়া। পরিহরি কোপু করিঅ অব দায়া॥
টূট চাপ নহিঁ জুরিহি রিসানে। বৈঠিঅ হোইহিঁ পায় পিরানে॥

জৌ অতি প্রিয় তৌ করিঅ উপাঈ। জোরিঅ কোউ বড় গুনী বোলাঈ॥
বোলত লখনহিঁ জনকু ডেরাহীঁ। মষ্ট করহু অনুচিত ভল নাহীঁ॥

থর থর কাঁপহিঁ পুর নর নারী। ছোট কুমার খোট বড় ভারী॥
ভৃগুপতি সুনি সুনি নিরভয় বানী। রিস তন জরই হোই বল হানী॥

বোলে রামহি দেই নিহোরা। বচউঁ বিচারি বন্ধু লঘু তোরা॥
মনু মলীন তনু সুন্দর কৈসেঁ। বিষ রস ভরা কনক ঘটু জৈসেঁ॥

দোহা (২৭৮)

সুনি লছিমন বিহসে বহুরি নয়ন তরেরে রাম।
গুর সমীপ গবনে সকুচি পরিহরি বানী বাম॥

চৌপাই (১—৪)

অতি বিনীত মৃদু সীতল বানী। বোলে রামু জোরি জুগ পানী॥
সুনহু নাথ তুম্হ সহজ সুজানা। বালক বচনু করিঅ নহিঁ কানা॥

বররৈ বালকু একু সুভাউ। ইন্হহি ন সন্ত বিদূষহিঁ কাউ॥
তেহিঁ নাহীঁ কছু কাজ বিগারা। অপরাধী মৈঁ নাথ তুম্হারা॥

কৃপা কোপু বধু বঁধব গোসাঈঁ। মো পর করিঅ দাস কী নাঈঁ॥
কহিঅ বেগি জেহি বিধি রিস জাঈ। মুনিনায়ক সোই করৌঁ উপাঈ॥

কহ মুনি রাম জাই রিস কৈসেঁ। অজহুঁ অনুজ তব চিতব অনৈসেঁ॥
এহি কে কন্ঠ কুঠারু ন দীন্হা। তৌ মৈঁ কাহ কোপু করি কীন্হা॥

চৌপাই—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমি হলাম আপনার অনুচর ; এইবার দয়া করে শান্ত হন। আপনার রাগে তো আর হরধনু জোড়া লাগবে না। অনেকক্ষণ হল দাঁড়িয়ে আছেন। নিশ্চয়ই আপনার পা ব্যথা করছে। এইবার বসুন॥ ১॥ যদি এই ধনুকেই আপনার বিশেষ প্রীতি নিহিত থাকে তাহলে না হয় কোনো বড় দক্ষ কারিগর ডেকে তা জুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শ্রীলক্ষ্মণের কথায় রাজর্ষি জনকের ভয় হল ; তিনি বললেন—আরে ! চুপ। কথাটা অনুচিত ; তা বলা ঠিক নয়॥ ২ ॥ মিথিলার জনগণ তখন থরথরি কম্পমান হয়ে ভাবছে—আরে ! এই ছোট রাজকুমার তো দেখছি ভয়ানক দুষ্ট। শ্রীলক্ষ্মণের নিরুদ্বিগ্নচিত্ত কথাবার্তা শ্রবণ করে শ্রীপরশুরামের সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলে যেতে লাগল যা তাঁর শক্তিক্ষয়ের কারণ হচ্ছিল॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্রের উপর যেন দয়া করে শ্রীপরশুরাম বললেন—কেবল তোমার অনুজ বলেই আমি একে রেহাই দিলাম। এর এত সুন্দর গৌরবর্ণ তবুও এ অতীব মলিনচিত্ত ; যেন সুবর্ণ নির্মিত বিষকুম্ভ॥ ৪॥

দোহা—শ্রীপরশুরামকে আবার ব্যঙ্গোক্তি করতে উদ্যত হলে শ্রীরামচন্দ্র দৃষ্টি দ্বারা অনুজকে বিরত করলেন। তখন শ্রীলক্ষ্মণ মুনিবর বিশ্বামিত্রের কাছে গমন করলেন॥ ২৭৮॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্র হাতজোড় করে সবিনয়ে সুললিত কণ্ঠে বললেন—হে নাথ ! আপনি সজ্জন ও বুদ্ধিমান। আপনি বালকের কথার উপর গুরুত্ব দেবেন না॥ ১॥ বোলতা ও বালক স্বভাব একরকম হয়। বিজ্ঞ সন্তজন তাদের দোষ ধরেন না। আর তা ছাড়া সে তো কোনো অন্যায় করেনি। হে নাথ ! যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য দায়ী তো আমি॥ ২॥ অতএব হে প্রভু ! আমি আপনার শরণাগত। এখন কৃপা, ক্রোধ, বধ, বন্ধন যা করতে ইচ্ছা হয়, তা আমাকে করুন। আপনার ক্রোধ প্রশমনের জন্য আপনি কোনো উপায় বলুন। হে মুনিরাজ ! সম্ভব হলে আমি তাই করব॥ ৩॥ শ্রীপরশুরাম বললেন—হে রাম ! শান্ত হই কেমন করে। দেখ, এখনও তোমার ছোট ভাই আমার দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। ওর গলায় যদি কুঠারাঘাত না করি তাহলে বৃথাই এত ক্রোধ করা॥ ৪॥

দোহা (২৭৯)

গর্ভ শ্রবহিঁ অবনিপ খনি সুনি কুঠার গতি ঘোর।
পরসু অছত দেখউঁ জিঅত বৈরী ভূপকিসোর॥

চৌপাই (১—৪)

বহই ন হাথু দহই রিস ছাতী। ভা কুঠারু কুন্ঠিত নৃপঘাতী॥
ভয়উ বাম বিধি ফিরেউ সুভাউ। মোরে হৃদয়ঁ কৃপা কসি কাউ॥

আজু দয়া দুখু দুসহ সহাবা। সুনি সৌমিত্রি বিহসি সিরু নাবা॥
বাউ কৃপা মূরতি অনুকূলা। বোলত বচন ঝরত জনু ফূলা॥

জৌ পৈ কৃপাঁ জরিহিঁ মুনি গাতা। ক্রোধ ভএঁ তনু রাখ বিধাতা॥
দেখু জনক হঠি বালকু এহূ। কীন্হ চহত জড় জমপুর গেহূ॥

বেগি করহু কিন আখিন্হ ওটা। দেখত ছোট খোট নৃপু ঢোটা॥
বিহসে লখনু কহা মন মাহীঁ। মূদেঁ আঁখি কতহুঁ কোউ নাহীঁ॥

দোহা (২৮০)

পরসুরামু তব রাম প্রতি বোলে উর অতি ক্রোধু।
সম্ভু সরাসনু তোরি সঠ করসি হমার প্রবোধু॥

চৌপাই (১—৩)

বন্ধু কহই কটু সম্মত তোরেঁ। তূ ছল বিনয় করসি কর জোরেঁ॥
করু পরিতোষু মোর সংগ্রামা। নাহিं ত ছাড় কহাউব রামা॥

ছলু তজি করহি সমরু সিবদ্রোহী। বন্ধু সহিত ন ত মারউঁ তোহী॥
ভৃগুপতি বকহিঁ কুঠার উঠাএঁ। মন মুসুকাহিঁ রামু সির নাএ॥

গুনহ লখন কর হম পর রোষূ। কতহুঁ সুধাইহু তে বড় দোষূ॥
টেঢ় জানি সব বন্দই কাহূ। বক্র চন্দ্রমহি গ্রসই ন রাহূ॥

দোহা—আমার কুঠারের ভয়ংকর কীর্তিসকল শ্রবণ করেই রাজমহিষীদের গর্ভপাত হয়ে থাকে। তা আমার হাতে থাকা সত্ত্বেও এই শত্রুভাবাপন্ন দুর্বিনীত রাজকুমারকে আমি জীবিত দেখছি ! ২৭৯॥

চৌপাই—অন্তরে ক্রোধের জ্বালা, কিন্তু হাত চলছে না। (হায়) নৃপতি-ঘাতক এই কুঠারও কুণ্ঠাগ্রস্ত ! বিধি বাম, আমার যে স্বভাবে পরিবর্তন আসছে, তা না হলে আমার চিত্তে কাউকে দয়ামায়া প্রদর্শন অসম্ভব ! ১॥ আজ দয়াই আমাকে দুঃসহ দুঃখ সহ্য করতে বাধ্য করছে। এই কথা শ্রবণ করে শ্রীলক্ষ্মণ মাথা নীচু করে হাসলেন (আর বললেন—) আপার কৃপারূপী পবন (অর্থাৎ বাক্যসকল) আপনার শ্রীবিগ্রহেরই উপযুক্ত। কথা বলছেন যেন পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে॥ ২॥ হে মুনি ! যদি দয়াতেই আপনার দেহে প্রজ্বলন অনুভূতি হয়, তাহলে তো রেগে গেলে আপনার দেহকে বিধাতাই রক্ষা করবেন ! (শ্রীপরশুরাম বললেন—) হে জনক ! দেখ, এই মূর্খ বালক হঠকারিতা করে যমালয়ে যেতে চাইছে॥ ৩॥ এই বালককে এখনই আমার সম্মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ না কেন ? এই রাজকুমার দেখতে ছোট হলেও অতিশয় বদ প্রকৃতির। শ্রীলক্ষ্মণ হেসে মনে মনে বললেন—চোখ বন্ধ করলে সব ঝামেলা মিটে যায়॥ ৪॥

দোহা—তখন শ্রীপরশুরাম রক্তচক্ষু দেখিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন—ওরে শঠ ! তুই হরধনু ভঙ্গ করে উলটে আমাকেই জ্ঞান দিতে এসেছিস ! ২৮০॥

চৌপাই—তোর সম্মতি আছে বলেই তো তোর অনুজ আমাকে কটুবাক্য বলে যাচ্ছে আর তুই নাটক করে হাতজোড় করে বিনয় দেখাচ্ছিস ! হয় সংগ্রামে আমাকে পরিতৃপ্তি প্রদান কর নয়তো নিজের নাম ভুলে যা॥ ১॥ ওরে শিববিদ্বেষী ! ছলচাতুরি ছেড়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। নয়তো তোদের দুই ভাইকে আমিই যমালয়ে পাঠিয়ে দেবো। শ্রীপরশুরাম কুঠার তুলে এইরূপ আস্ফালন করে যাচ্ছিলেন, ওদিকে শ্রীরামচন্দ্র তখন মাথা নীচু করে মনে মনে হাসছিলেন॥ ২॥ (শ্রীরামচন্দ্র ভাবছেন—) দোষ করল লক্ষ্মণ আর ইনি আমার উপর তড়পাচ্ছেন। দেখছি ভালো হলেও বিপদ। কুটিলচিত্ত ব্যক্তিদের সকলেই তোয়াজ করে চলে ; কুটিল বক্র চন্দ্রকে তো রাহুও গ্রাস করে না ! ৩॥

চৌপাই (৪)

রাম কহেউ রিস তজিঅ মুনীসা। কর কুঠারু আগেঁ যহ সীসা॥
জেহিঁ রিস জাই করিঅ সোই স্বামী। মোহি জানিঅ আপন অনুগামী॥

দোহা (২৮১)

প্রভুহি সেবকহি সমরু কস তজহু বিপ্রবর রোসু।
বেষু বিলোকেঁ কহেসি কছু বালকহূ নহিঁ দোসু॥

চৌপাই (১—৪)

দেখি কুঠার বান ধনু ধারী। ভৈ লরিকহি রিস বীরু বিচারী॥
নামু জান পৈ তুম্হহি ন চীন্হা। বংস সুভায় উতরু তেহিঁ দীন্হা॥
জৌ তুম্হ ঔতেহু মুনি কী নাঈঁ। পদ রজ সির সিসু ধরত গোসাঈঁ॥
ছমহু চূক অনজানত কেরী। চহিঅ বিপ্র উর কৃপা ঘনেরী॥
হমহি তুম্হহি সরিবরি কসি নাথা। কহহু ন কহাঁ চরন কহঁ মাথা॥
রাম মাত্র লঘু নাম হমারা। পরসু সহিত বড় নাম তোহারা॥
দেব একু গুনু ধনুষ হমারেঁ। নব গুন পরম পুনীত তুম্হারেঁ॥
সব প্রকার হম তুম্হ সন হারে। ছমহু বিপ্র অপরাধ হমারে॥

দোহা (২৮২)

বার বার মুনি বিপ্রবর কহা রাম সন রাম।
বোলে ভৃগুপতি সরুষ হসি তহূঁ বন্ধু সম বাম॥

চৌপাই (১—২)

নিপটহিঁ দ্বিজ করি জানহি মোহী। মৈ জস বিপ্র সুনাবউঁ তোহী॥
চাপ স্রুবা সর আহুতি জানূ। কোপু মোর অতি ঘোর কৃসানূ॥
সমিধি সেন চতুরঙ্গ সুহাঈ। মহা মহীপ ভএ পসু আঈ॥
মৈঁ এহিঁ পরসু কাটি বলি দীন্হে। সমর জগ্য জপ কোটিন্হ কীন্হে॥

শ্রীরামচন্দ্র তখন বললেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! কেন রাগারাগি করছেন ! কুঠার তো আপনার হাতেই রয়েছে ; এই আমি আমার মাথাটা এগিয়ে দিলাম। হে প্রভু ! যাতে আপনার ক্রোধ শান্ত হয় তাই করুন। আমি আপনার অনুগামী মাত্র॥ ৪ ॥

দোহা—প্রভু আর সেবকের মধ্যে যুদ্ধ অসম্ভব ! হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! ক্রোধ পরিহার করুন। আপনার (বীরের মতন) বেশবাস দেখে বালক কিছু বলে ফেলেছে। বস্তুত বালকেরও যে দোষ, তাও বলা যায় না॥ ২৮১ ॥

চৌপাই—আপনাকে কুঠার ও ধনুর্বাণ ধারণ করে থাকতে দেখে আপনাকে যোদ্ধা মনে করে কিছু কথা বলে ফেলেছে। সে আপনার নামের সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত হলেও আপনাকে দেখে (বোধহয়) চিনতে পারেনি। সে তাঁর বংশ মর্যাদা রক্ষা করতে আপনাকে উত্তর দিয়ে গিয়েছে॥ ১ ॥ হে প্রভু ! যদি আপনি মুনি বেশে আসতেন তাহলে সে আপনার পদরজ মস্তকে ধারণ করত। না জেনে করা অপরাধের কথা ভুলে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। ব্রাহ্মণদের চিত্তে প্রভূত দয়া থাকাই তো স্বাভাবিক॥ ২ ॥ হে নাথ ! আমাদের সঙ্গে আপনার তুলনা হয় কী ? বলুন কোথায় চরণ আর কোথায় মস্তক ! কোথায় আমি ছোট্ট 'রাম' নাম আর কোথায় আপনি পরশু সহিত রাম নামধারী॥ ৩ ॥ হে দেব ! আমাদের ধনুকে তো কেবল এক গুণ আর আপনার পরম পবিত্র (শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিকতা—এই) নয় গুণ। আমরা তো আপনার থেকে সব দিক দিয়েই পিছিয়ে আছি। হে বিপ্র ! আমাদের অপরাধসকল ক্ষমা করে দিন॥ ৪ ॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্র শ্রীপরশুরামকে বারে বারে মুনি ও বিপ্রবর বললেন। তখন ভৃগুপতি (শ্রীপরশুরাম) কুপিত হয়ে (ক্রোধের হাস্য হেসে) বললেন—তুইও তোর অনুজসম বদ॥ ২৮২ ॥

চৌপাই—তুই আমাকে পাতি ব্রাহ্মণই মনে করিস ? আমি কেমন বিপ্র শুনে রাখ। আমার ধনুককে শ্রুবা, বাণকে আহুতি আর ক্রোধকে অতিশয় ভয়ংকর অগ্নি বলে জানবি ; চতুরঙ্গ সেনা সুন্দর সমিধ। আমার যজ্ঞে বড় বড় নৃপতিসকল বলির পশু হয়েছেন যাঁদের আমি এই কুঠার দিয়ে বলি দিয়েছি। এইরূপ কোটি জপযুক্ত রণযজ্ঞ সম্পাদন আমি করেছি (অর্থাৎ যেমন 'স্বাহা' মন্ত্রোচ্চারণ করে আহুতি দান করা হয় আমি নাম ধরে নৃপতিদের বলি দিয়েছি॥ ১-২ ॥

চৌপাই (৩—৪)

মোর প্রভাউ বিদিত নহিঁ তোরেঁ। বোলসি নিদরি বিপ্র কে ভোরেঁ॥
ভঞ্জেউ চাপু দাপু বড় বাঢ়া। অহমিতি মনহুঁ জীতি জগ ঠাঢ়া॥

রাম কহা মুনি কহহু বিচারী। রিস অতি বড়ি লঘু চূক হমারী॥
ছুঅতহিঁ টূট পিনাক পুরানা। মৈঁ কেহি হেতু করৌঁ অভিমানা॥

দোহা (২৮৩)

জৌঁ হম নিদরহিঁ বিপ্র বদি সত্য সুনহু ভৃগুনাথ।
তৌ অস কো জগ সুভটু জেহি ভয় বস নাবহিঁ মাথ॥

চৌপাই (১—৪)

দেব দনুজ ভূপতি ভট নানা। সমবল অধিক হোউ বলবানা॥
জৌ রন হমহি পচারৈ কোউ। লরহিঁ সুখেন কালু কিন হোউ॥

ছত্রিয় তনু ধরি সমর সকানা। কুল কলঙ্কু তেহিঁ পাবঁর আনা॥
কহউঁ সুভাউ ন কুলহি প্রসংসী। কালহু ডরহিঁ ন রন রঘুবংসী॥

বিপ্রবংস কৈ অসি প্রভুতাঈ। অভয় হোই জো তুম্হহি ডেরাঈ॥
সুনি মৃদু গূঢ় বচন রঘুপতি কে। উঘরে পটল পরসুধর মতি কে॥

রাম রমাপতি কর ধনু লেহূ। খৈঁচহু মিটৈ মোর সন্দেহূ॥
দেত চাপু আপুহিঁ চলি গয়উ। পরসুরাম মন বিসময় ভয়উ॥

দোহা (২৮৪)

জানা রাম প্রভাউ তব পুলক প্রফুল্লিত গাত।
জোরি পানি বোলে বচন হৃদয়ঁ ন প্রেমু অমাত॥

আমার ক্ষমতা তোর জানা নেই তাই তুই আমাকে সাধারণ ব্রাহ্মণ জ্ঞানে অনাদর করছিস। হরধনু ভঙ্গ করে অহংকারে মত্ত হয়ে তুই এমন ভাব করছিস যেন বিশ্বজিৎ হয়ে গিয়েছিস॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্র বললেন—হে মুনিবর ! বিচার-বিবেচনা করে কথা বলুন। আমার অল্প দোষে আপনি বড় বেশি ক্রোধ করে ফেলেছেন। হরধনু পুরাতন ছিল যা স্পর্শ করতেই দুখানা হয়ে গেল। আমার অহংকার করবার তো কোনো কারণ ঘটেনি ! ৪॥

দোহা—হে ভৃগুনাথ ! যদি আমরা সত্যই আপনাকে ব্রাহ্মণ বলে অনাদর করে থাকি, তাহলে শুনে রাখুন জগতে এমন যোদ্ধা কোথায় যাকে দেখে আমরা ভয়ে মস্তক অবনত করব ? ২৮৩॥

চৌপাই— দেবতা, অসুর, নৃপতি আর অনেক সংখ্যক যোদ্ধার মধ্যে পরাক্রমে আমাদের সমতুল অথবা অধিক বলবান— এমন কেউ যদি আমাকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করে আমি তার সঙ্গে সানন্দে যুদ্ধ করি ; কাল স্বয়ং এলেও করি॥ ১॥ ক্ষত্রিয় দেহ ধারণ করে যে যুদ্ধে ভয় পায় সেই পামর তো কুলকলঙ্ক। আমি বংশের বড়াই করে বলছি না, স্বাভাবিক ভাবেই বলছি যে রঘুবংশজাত যুদ্ধে কালকেও ভয় পায় না॥ ২॥ ব্রাহ্মণবংশের অসীম মহিমা। যে আপনাকে ভয় পায় তার আর অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভয় পাওয়ার দরকার হয় না (অথবা যে ভয়হীন সেও আপনাকে ভয় পায়)। শ্রীরঘুনাথের সবিনয় রহস্যপূর্ণ কথা শ্রবণ করে শ্রীপরশুরামের সম্মুখে সত্য উদ্ঘাটন হয়ে গেল॥ ৩॥ (শ্রীপরশুরাম বললেন—) হে শ্রীরামচন্দ্র ! হে শ্রীলক্ষ্মীপতি ! আপনি এই ধনুক হাতে নিন আর তাতে জ্যারোপ করুন ; তাতেই আমার সকল সন্দেহের অবসান হবে। শ্রীপরশুরাম ধনুক দিতে উদ্যত হলে সেই শার্ঙ্গ ধনুক আপনাআপনি শ্রীরামচন্দ্রের কাছে চলে গেল। তখন শ্রীপরশুরামের আশ্চর্যের সীমা রইল না॥ ৪॥

দোহা—তিনি শ্রীপ্রভুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন। অঙ্গে তাঁর পুলক শিহরণ হতে লাগল ; তিনি প্রফুল্ল চিত্ত হলেন। চিত্তে অনুরাগ ধারণ করে রাখতে পারছিলেন না। তিনি হাতজোড় করে বলতে শুরু করলেন॥ ২৮৪॥

চৌপাই (১—৪)

জয় রঘুবংস বনজ বন ভানূ। গহন দনুজ কুল দহন কৃসানূ॥
জয় সুর বিপ্র ধেনু হিতকারী। জয় মদ মোহ কোহ ভ্রম হারী॥

বিনয় সীল করুনা গুন সাগর। জয়তি বচন রচনা অতি নাগর॥
সেবক সুখদ সুভগ সব অঙ্গা। জয় সরীর ছবি কোটি অনঙ্গা॥

করৌ কাহ মুখ এক প্রসংসা। জয় মহেস মন মানস হংসা॥
অনুচিত বহুত কহেউঁ অগ্যাতা। ছমহু ছমামন্দির দোউ ভ্রাতা॥

কহি জয় জয় জয় রঘুকুলকেতূ। ভৃগুপতি গএ বনহি তপ হেতূ॥
অপভয়ঁ কুটিল মহীপ ডেরানে। জহঁ তহঁ কায়র গবঁহিঁ পরানে॥

দোহা (২৮৫)

দেবন্হ দীন্হী দুন্দুভীঁ প্রভু পর বরষহিঁ ফূল।
হরষে পুর নর নারি সব মিটী মোহময় সূল॥

চৌপাই (১—৪)

অতি গহগহে বাজনে বাজে। সবহিঁ মনোহর মঙ্গল সাজে॥
জূথ জূথ মিলি সুমুখি সুনয়নীঁ। করহিঁ গান কল কোকিলবয়নীঁ॥

সুখু বিদেহ কর বরনি ন জাঈ। জন্মদরিদ্র মনহুঁ নিধি পাঈ॥
বিগত ত্রাস ভঈ সীয় সুখারী। জনু বিধু উদয়ঁ চকোরকুমারী॥

জনক কীন্হ কৌসিকহি প্রনামা। প্রভু প্রসাদ ধনু ভঞ্জেউ রামা॥
মোহি কৃতকৃত্য কীন্হ দুহুঁ ভাঈঁ। অব জো উচিত সো কহিঅ গোসাঈঁ॥

কহ মুনি সুনু নরনাথ প্রবীনা। রহা বিবাহু চাপ আধীনা॥
টূটতহীঁ ধনু ভয়উ বিবাহূ। সুর নর নাগ বিদিত সব কাহূ॥

চৌপাই — হে রঘুকুলরূপ কমলবনভানু ! হে রাক্ষসকুলরূপ গহণ অরণ্যভস্মকারী অগ্নি ! আপনার জয় হোক। হে দেব-গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারী ! আপনার জয় হোক। হে মদ-মোহ-ক্রোধ-ভ্রমহারী ! আপনার জয় হোক॥ ১॥ হে বিনয়-সদাচার-কৃপা-গুণসাগর ! হে সুচতুর বাক্‌পতি ! আপনার জয় হোক। হে সেবক সুখদায়ক ! হে কোটি মদন সৌন্দর্যবিগ্রহ সর্বাঙ্গ সুন্দর ! আপনার জয় হোক॥ ২ ॥ আমি এক মুখ দিয়ে কী আর প্রশংসা করতে পারি ? হে শংকর মনমানসহংস ! আপনার জয় হোক। আমি না জেনে বহু কটুকথা ব্যবহার করেছি ! হে ক্ষমাদেবায়তন ভ্রাতাযুগল ! আমাকে ক্ষমা করুন॥ ৩॥ হে রঘুকুলধ্বজ শ্রীরামচন্দ্র ! আপনার জয় হোক ! জয় হোক ! এইরূপ স্তুতিবাক্য নিবেদন করে শ্রীপরশুরামকে তপস্যা করবার জন্য অরণ্য অভিমুখে যাত্রা করলেন। (ঘটনা প্রবাহ প্রত্যক্ষ করে) দুষ্ট নৃপতিসকল অকারণে (মনঃকল্পিত) ভয়ে (শ্রীরামচন্দ্রের কাছে তো শ্রীপরশুরামও পরাভূত হলেন। আমরা এর অপমান করেছিলাম। তাই যদি তিনি প্রতিশোধপরায়ণ হন, সেই ব্যর্থ ভয়ে) ভীত হলেন। সেই কাপুরুষ নৃপতিসকল লুকিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন॥ ৪॥

দোহা—আনন্দে দেবতাগণ দুন্দুভিবাদ্য বাজাতে লাগলেন আর শ্রীপ্রভুর উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকলেন। মিথিলার জনগণের আনন্দের সীমা রইল না। তাদের (অজ্ঞানপ্রসূত) মোহময় শূলবেদনা প্রশমিত হল॥ ২৮৫॥

চৌপাই —বাদ্য নাদে আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ হল। সকলেই মনোহর মঙ্গলসূচক বেশ ধারণ করলেন। সুনয়নী কোকিলকণ্ঠী সুন্দরী ললনাগণ দল বেঁধে উত্তম সঙ্গীত পরিবেশন করতে লাগল॥ ১॥ রাজর্ষি জনক তখন অত্যন্ত সুখী হলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন জন্মদুঃখী বিপুল ধনসম্পদ লাভ করেছে। সীতাদেবী ত্রাসবিরহিত হলেন ; তাঁর সুখ দেখে মনে হল যেন চকোরী চন্দ্র দর্শন করে সুখ লাভ করেছে॥ ২॥ রাজর্ষি জনক তখন ঋষি বিশ্বামিত্রকে প্রণাম নিবেদন করে বললেন—আপনার কৃপায় শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করেছেন। এই ভ্রাতাযুগল তো আমাকে কৃতকৃত্য করেছেন। হে প্রভু ! এখন কী করণীয় তাই বলুন॥ ৩॥ মুনিবর উত্তর দিলেন—হে প্রবীণ নরপতি ! শোনো। এমনিতে তো বিবাহ হরধনুর সঙ্গে যুক্ত ছিল ; হরধনু ভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ হয়েই গিয়েছে। এই সত্য দেবতা, মানব, নাগ নির্বিশেষে সকলেরই জানা॥ ৪॥

দোহা (২৮৬)

তদপি জাই তুম্হ করহু অব জথা বংস ব্যবহারু।
বুঝি বিপ্র কুলবৃদ্ধ গুর বেদ বিদিত আচারু॥

চৌপাই (১—৪)

দূত অবধপুর পঠবহু জাঈ। আনহিঁ নৃপ দসরথহি বোলাঈ॥
মুদিত রাউ কহি ভলেহিঁ কৃপালা। পঠএ দূত বোলি তেহি কালা॥

বহুরি মহাজন সকল বোলাএ। আই সবন্হি সাদর সির নাএ॥
হাট বাট মন্দির সুরবাসা। নগরু সঁবারহু চারিহুঁ পাসা॥

হরষি চলে নিজ নিজ গৃহ আএ। পুনি পরিচারক বোলি পঠাএ॥
রচহু বিচিত্র বিতান বনাঈ। সির ধরি বচন চলে সচু পাঈ॥

পঠএ বোলি গুনী তিন্হ নানা। জে বিতান বিধি কুসল সুজানা॥
বিধিহি বন্দি তিন্হ কীন্হ অরম্ভা। বিরচে কনক কদলি কে খম্ভা॥

দোহা (২৮৭)

হরিত মনিন্হ কে পত্র ফল পদুমরাগ কে ফূল।
রচনা দেখি বিচিত্র অতি মনু বিরঞ্চি কর ভূল॥

চৌপাই (১—৩)

বেনু হরিত মনিময় সব কীন্হে। সরল সপরব পরহিঁ নহিঁ চীন্হে॥
কনক কলিত অহিবেলি বনাঈ। লখি নহিঁ পরই সপরন সুহাঈ॥

তেহি কে রচি পচি বন্ধ বনাএ। বিচ বিচ মুকুতা দাম সুহাএ॥
মানিক মরকত কুলিস পিরোজা। চীরি কোরি পচি রচে সরোজা॥

কিএ ভৃঙ্গ বহুরঙ্গ বিহঙ্গা। গুঞ্জহিঁ কূজহিঁ পবন প্রসঙ্গা॥
সুর প্রতিমা খম্ভন গঢ়ি কাঢ়ীঁ। মঙ্গল দ্রব্য লিএঁ সব ঠাঢ়ীঁ॥

দোহা—তবুও তুমি কুলবিধি অনুসারে অনুষ্ঠান আয়োজন করো। এই কার্যে ব্রাহ্মণ, কুলবয়োবৃদ্ধ ও গুরু সকলের পরামর্শই নাও আর অনুষ্ঠান-সকলে বেদ-বিধি অনুসরণ করো॥ ২৮৬॥

চৌপাই—(সর্বাগ্রে) অযোধ্যায় দূত প্রেরণ করো আর রাজা দশরথকে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করো। রাজর্ষি জনক প্রসন্ন হয়ে বললেন—হে কৃপালু! উত্তম বলেছেন। তিনি তখনই দূতদের ডেকে পাঠিয়ে দিলেন॥ ১॥ অতঃপর তিনি মহাজনবৃন্দকে ডেকে পাঠালেন। তারা রাজর্ষি জনকের কাছে এসে পরম সমাদরে প্রণাম নিবেদন করল। (মহারাজ বললেন—) বিপণন কেন্দ্র, রাজপথ, গৃহসকল, দেবালয় ও সমগ্র মিথিলা নগরকে উত্তমরূপে সুসজ্জিত করতে তৎপর হও॥ ২॥ মহাজনসকল প্রসন্ন চিত্তে চলে যাওয়ার পর রাজামহাশয় সেবকদের ডেকে পাঠালেন। (আর আদেশ দিলেন) কারুকার্যমণ্ডিত মণ্ডপ-সজ্জা প্রস্তুত করো। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য করে তারা সানন্দে তা পালন করতে চলল॥ ৩॥ মণ্ডপ নির্মাণে বহু উত্তম কারিগর ডাকা হল। কুশল ও চতুর কারিগরসকল বিধাতাকে বন্দনা করে কার্যারম্ভ করল। সর্ব প্রথম তারা সুবর্ণ নির্মিত অনুপম সুন্দর কদলীবৃক্ষ স্তম্ভ নির্মাণ করল॥ ৪॥

দোহা—তারা হরিদ্বর্ণ হরিন্মণি (পান্না) পত্র ও ফল নির্মাণ করল ও পদ্মরাগ মণি ফুল তৈরি করল। মণ্ডপের অনুপম চিত্রবিচিত্র রচনা কৌশল প্রত্যক্ষ করে বিধাতাও বিভ্রান্ত হলেন॥ ২৮৭॥

চৌপাই—স্তম্ভসকল দেখতে সাধারণ গাঁটযুক্ত বাঁশের ন্যায় ছিল। সুচারু শিল্পকলায় মণিমাণিক্য নির্মিত স্তম্ভগুলি যে কৃত্রিম তাই বোঝা যাচ্ছিল না। তাতে সুবর্ণ নির্মিত অপূর্ব লতাপাতার কাজ করা ছিল যা আসলসম সুন্দর মনে হচ্ছিল॥ ১॥ বন্ধনের রজ্জুতে লতাপাতার কারুকার্য ও মিনাকারি করা ছিল যাতে মুক্তোর ঝালরের সৌন্দর্যযুক্ত করা হয়েছিল। মাণিক্য, মরকত, হীরা ও ফিরোজা কেটে কারুকার্য করে বিভিন্ন রংযুক্ত কমলফুল তৈরি করা হয়েছিল॥ ২॥ কারুশিল্পে ভ্রমর ও বিভিন্ন বর্ণের পাখিরা স্থান পেল। এই শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য ছিল যে বাতাসের প্রবাহে তাদের মধ্যে যথাক্রমে গুঞ্জরণ ও কূজন ধ্বনি শোনা যেত। স্তম্ভগুলিতে মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি হস্তে দেবতাদের মূর্তির অনুপম শোভা ছিল॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

চৌকেঁ ভাঁতি অনেক পুরাঈঁ। সিন্ধুর মনিময় সহজ সুহাঈঁ॥

দোহা (২৮৮)

সৌরভ পল্লব সুভগ সুঠি কিএ নীলমনি কোরি।
হেম বৌর মরকত ঘবরি লসত পাটময় ডোরি॥

চৌপাই (১—৪)

রচে রুচির বর বন্দনিবারে। মনহুঁ মনোভবঁ ফন্দ সঁবারে॥
মঙ্গল কলস অনেক বনাএ। ধ্বজ পতাক পট চমর সুহাএ॥
দীপ মনোহর মনিময় নানা। জাই ন বরনি বিচিত্র বিতানা॥
জেহিঁ মন্ডপ দুলহিনি বৈদেহী। সো বরনৈ অসি মতি কবি কেহী॥
দূলহু রামু রূপ গুন সাগর। সো বিতানু তিহুঁ লোক উজাগর॥
জনক ভবন কৈ সোভা জৈসী। গৃহ গৃহ প্রতি পুর দেখিঅ তৈসী॥
জেহিঁ তেরহুতি তেহি সময় নিহারী। তেহি লঘু লগহিঁ ভুবন দস চারী॥
জো সম্পদা নীচ গৃহ সোহা। সো বিলোকি সুরনায়ক মোহা॥

দোহা (২৮৯)

বসই নগর জেহিঁ লচ্ছি করি কপট নারি বর বেষু।
তেহি পুর কৈ সোভা কহত সকুচহিঁ সারদ সেষু॥

চৌপাই (১—৩)

পহুঁচে দূত রাম পুর পাবন। হরষে নগর বিলোকি সুহাবন॥
ভূপ দ্বার তিন্হ খবরি জনাঈ। দসরথ নৃপ সুনি লিএ বোলাঈ॥
করি প্রনামু তিন্হ পাতী দীন্হী। মুদিত মহীপ আপু উঠি লীন্হী॥
বারি বিলোচন বাঁচত পাতী। পুলক গাত আঈ ভরি ছাতী॥
রামু লখনু উর কর বর চীঠী। রহি গএ কহত ন খাটী মীঠী॥
পুনি ধরি ধীর পত্রিকা বাঁচী। হরষী সভা বাত সুনি সাঁচী॥

গজমুক্তাকার অপূর্ব সুন্দর আল্পনার শোভা বহুস্থানে রচনা করা হয়েছিল॥ ৪॥

দোহা— নীলকান্তমণি দ্বারা আম্র পল্লব সৃষ্ট হল। আমের বোল সকল সুবর্ণ নির্মিত ছিল। আম্র মুকুল ও রেশম সূত্র দ্বারা বন্ধন করা পান্না নির্মিত আম্র গুচ্ছ অনুপম সৌন্দর্য বিকিরণ করছিল॥ ২৮৮॥

চৌপাই—অতি উত্তম পরম সুন্দর ঝালর সকল দেখে তাকে কামদেবের ফাঁদ মনে হচ্ছিল। অসংখ্য মঙ্গলঘট, ধ্বজ, পতাকা, পরদা ও চামর নির্মাণ করা হয়েছিল॥ ১॥ নানা মণিময় প্রদীপে সুসজ্জিত চিত্রবিচিত্র মণ্ডপ বর্ণনাতীত সুন্দর লাগছিল। যে মণ্ডপে সীতাদেবী বধূরূপে উপবেশন করবেন তার বর্ণনা দেওয়ার মতন বুদ্ধি কোনো কবির পক্ষে থাকা সম্ভব ? ২॥ যে মণ্ডপে রূপ ও গুণ (সাগর শ্রীরামচন্দ্র বরবেশে উপস্থিত থাকবেন তা তো ত্রিভুবন বিখ্যাত হবেই। রাজর্ষি জনকের রাজপ্রাসাদ যেমন সুন্দর লাগছিল, তেমনই শোভাযুক্ত অন্যান্য বাসগৃহসকলও লাগছিল॥ ৩॥ তখনকার জনকপুরীর সৌন্দর্য যে দেখেছে তার কাছে চতুর্দশ ভুবনের সৌন্দর্যও তুচ্ছ মনে হবে। জনকপুরীর অধমের গৃহেও যে ধনসম্পদ সেই সময় পরিলক্ষিত হয়েছিল তা দেখে দেবরাজ ইন্দ্রও মোহিত হয়েছিলেন॥ ৪॥

দোহা—যে নগরে স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মী ছদ্মবেশে বিরাজমান তার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তো দেবী সরস্বতী ও শেষনাগের সংকোচ হবেই॥ ২৮৯॥

চৌপাই— রাজর্ষি জনকের দূত শ্রীরামচন্দ্র স্পর্শপূত পবিত্র অযোধ্যায় উপনীত হল। নগরের অনুপম সৌন্দর্য দূতকে মুগ্ধ করল। মহারাজ দশরথের প্রাসাদের দ্বারে উপনীত হয়ে দূত তার আগমন বার্তা মহারাজ সকাশে প্রেরণ করল। মহারাজ দশরথ সাগ্রহে দূতকে তাঁর নিকটে আনবার আদেশ দিলেন॥ ১॥ দূত প্রণাম নিবেদন করে রাজর্ষি জনকের পত্র মহারাজ শ্রীদশরথকে অর্পণ করল। সানন্দে মহারাজ স্বয়ং উঠে সেই পত্র গ্রহণ করলেন। রাজর্ষি জনকের বার্তা পাঠ করে মহারাজ দশরথের নয়নযুগল প্রেম ও আনন্দ আতিশয্যে সজল হল। অঙ্গে তখন তাঁর পুলক শিহরণ। বার্তা পাঠ করে তাঁর বুক জুড়িয়ে গেল॥ ২॥ অন্তর তাঁর রাম-লক্ষ্মণময় হয়ে গিয়েছিল। হাতের চিঠি হাতেই রয়ে গেল। তিনি চিঠি পড়ে ভালো-মন্দ কিছুই বললেন না। তিনি চুপ করে আবার সেই বার্তা পাঠ করলেন। অতঃপর খানিকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে

চৌপাই (৪)

খেলত রহে তহাঁ সুধি পাঈ। আএ ভরতু সহিত হিত ভাঈ॥
পূছত অতি সনেহঁ সকুচাঈ। তাত কহাঁ তে পাতী আঈ॥

দোহা (২৯০)

কুসল প্রানপ্রিয় বন্ধু দোউ অহহিঁ কহহু কেহিঁ দেস।
সুনি সনেহ সানে বচন বাচী বহুরি নরেস॥

চৌপাই (১—৪)

সুনি পাতী পুলকে দোউ ভ্রাতা। অধিক সনেহু সমাত ন গাতা॥
প্রীতি পুনীত ভরত কৈ দেখী। সকল সভাঁ সুখু লহেউ বিসেষী।
তব নৃপ দূত নিকট বৈঠারে। মধুর মনোহর বচন উচারে॥
ভৈআ কহহু কুসল দোউ বারে। তুম্হ নীকেঁ নিজ নয়ন নিহারে॥
স্যামল গৌর ধরেঁ ধনু মাথা। বয় কিসোর কৌসিক মুনি সাথা॥
পহিচানহু তুম্হ কহহু সুভাউ। প্রেম বিবস পুনি পুনি কহ রাউ॥
জা দিন তেঁ মুনি গএ লবাঈ। তব তেঁ আজু সাঁচি সুধি পাঈ॥
কহহু বিদেহ কবন বিধি জানে। সুনি প্রিয় বচন দূত মুসুকানে॥

দোহা (২৯১)

সুনহু মহীপতি মুকুট মনি তুম্হ সম ধন্য ন কোউ।
রামু লখনু জিন্হ কে তনয় বিস্ব বিভূষন দোউ॥

চৌপাই (১—২)

পূছন জোগু ন তনয় তুম্হারে। পুরুষসিংঘ তিহু পুর উজিআরে॥
জিন্হ কে জস প্রতাপ কে আগে। সসি মলীন রবি সীতল লাগে॥
তিন্হ কহঁ কহিঅ নাথ কিমি চীন্হে। দেখিঅ রবি কি দীপ কর লীন্হে॥
সীয় স্বয়ংবর ভূপ অনেকা। সমিটে সুভট এক তেঁ একা॥

তিনি পত্র সভাস্থ সকলের সম্মুখে পাঠ করলেন। সভাস্থ সকলে সুমধুর বার্তা শ্রবণ করে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল॥ ৩॥ আনন্দবার্তা সেই স্থানে পৌঁছাল যেখানে শ্রীভরত অনুজ শ্রীশত্রুঘ্ন ও অন্যান্য সখাদের সঙ্গে ক্রীড়ারত ছিলেন। তাঁরা ছুটে রাজসভায় এসে পিতাকে সসংকোচে প্রীতিপূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন— 'পিতৃদেব ! পত্র কোথা থেকে এসেছে ?' ৪॥

দোহা—আমাদের প্রাণসম প্রিয় ভ্রাতাযুগল ভালো তো ? এখন কোথায় আছেন ? সন্তানের অনুরাগরঞ্জিত কথাগুলি শ্রবণ করে মহারাজ শ্রীদশরথ তাঁদেরও পত্রটি পাঠ করে শোনালেন॥ ২৯০॥

চৌপাই—পত্রবৃত্তান্ত ভ্রাতাযুগলকে পরমানন্দ অনুভূতি ও পুলক শিহরণ দিল। প্রীতি এত প্রবল হল যে তা দেহে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। শ্রীভরতের পবিত্র প্রেম সভাস্থ সকলকে সুখানুভূতি প্রদান করল॥ ১॥ তখন মহারাজ দশরথ দূতকে কাছে ডেকে বসালেন আর প্রশ্ন করলেন—ভাই ! বলো, আমার পুত্রদ্বয় কুশলে আছে তো ? তুমি তাদের নিজের চোখে ভালোভাবে দেখেছ তো ? ২॥ বালক দুইজন একজন শ্যামবর্ণ, অন্যজন গৌরবর্ণ। তারা ধনুক ও তূণীর নিয়ে ঘোরাফেরা করে। তারা মুনি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে গিয়েছে। তুমি যদি সত্যই তাদের দেখে থাক তাহলে তাদের স্বভাব-আচরণ আমাকে বলো। রাজা শ্রীদশরথ তখন বিশেষভাবে প্রেমময় হয়ে দূতকে এইরূপ প্রশ্ন করতে থাকলেন॥ ৩॥ (ভাই !) ঋষি বিশ্বামিত্র তাদের সেই যে নিয়ে গেলেন তারপর থেকে আমি কোনো খবর পাচ্ছিলাম না ; বহুদিন পর এই তাদের খবর পেলাম। আচ্ছা ! রাজর্ষি জনক আমার পুত্রদের চিনলেন কেমন করে ? তাঁর প্রেমময় কথাগুলি শ্রবণ করে দূত মুচকি হাসল॥ ৪॥

দোহা—(সে বলল—) হে নরপতি শিরোমণি ! শুনুন। আপনি ধন্য। সমগ্র বিশ্বের ভূষণস্বরূপ যাঁরা, সেই শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণের আপনি পিতা ! ২৯১॥

চৌপাই—আপনার সন্তানদের কোনো ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে চিনতে হয় না। সেই পুরুষসিংহদ্বয় ত্রিভুবন আলোকিত করে রেখেছেন। তাঁদের যশ চন্দ্রকে মলিন ও সূর্যকে শীতল করে॥ ১॥ হে নাথ ! আপনি প্রশ্ন করেছেন যে আপনার সন্তানদের চেনা কেমন করে সম্ভব হল ! বলুন, সূর্য প্রত্যক্ষ করবার জন্য কি

চৌপাই (৩—৪)

সম্ভু সরাসনু কাহুঁ ন টারা। হারে সকল বীর বরিআরা॥
তীনি লোক মহঁ জে ভটমানী। সভ কৈ সকতি সম্ভু ধনু ভানী॥

সকই উঠাই সুরাসুর মেরূ। সোউ হিয়ঁ হারি গয়উ করি ফেরূ॥
জেহি কৌতুক সিবসৈলু উবাবা। সোউ তেহি সভাঁ পরাভউ পাবা॥

দোহা (২৯২)

তহাঁ রাম রঘুবংসমনি সুনিঅ মহা মহিপাল।
ভঞ্জেউ চাপ প্রয়াস বিনু জিমি গজ পঙ্কজ নাল॥

চৌপাই (১—৪)

সুনি সরোষ ভৃগুনায়কু আএ। বহুত ভাঁতি তিন্হ আঁখি দেখাএ॥
দেখি রাম বলু নিজ ধনু দীন্হা। করি বহু বিনয় গবনু বন কীন্হা॥

রাজন রামু অতুলবল জৈসেঁ। তেজ নিধান লখনু পুনি তৈসেঁ॥
কম্পহি ভূপ বিলোকত জাকেঁ। জিমি গজ হরি কিসোর কে তাকেঁ॥

দেব দেখি তব বালক দোউ। অব ন আঁখি তর আবত কোউ॥
দূত বচন রচনা প্রিয় লাগী। প্রেম প্রতাপ বীর রস পাগী॥

সভা সমেত রাউ অনুরাগে। দূতন্হ দেন নিছাবরি লাগে॥
কহি অনীতি তে মূদহিঁ কানা। ধরমু বিচারি সবহিঁ সুখু মানা॥

দোহা (২৯৩)

তব উঠি ভূপ বসিষ্ঠ কহুঁ দীন্হি পত্রিকা জাই।
কথা সুনাঈ গুরহি সব সাদর দূত বোলাই॥

প্রদীপের প্রয়োজন হয় ? সীতাদেবীর স্বয়ংবর সভায় তো বহু নৃপতির ও বহু অদ্বিতীয় যোদ্ধার আগমন হয়েছিল। কিন্তু হরধনু একচুল নড়ানোর ক্ষমতা কারো হয়নি। সকল বলবানই পরাভূত হয়েছিলেন। হরধনু শৌর্যবীর্য অহংকারী যোদ্ধাদের শক্তি হরণ করে নিয়েছিল॥ ২-৩॥ যে বাণাসুর সুমেরু পর্বত উত্তোলনে সমর্থ তিনিও হার স্বীকার করে হরধনু পরিক্রমা করে চলে গিয়েছিলেন ; আর যে রাবণ খেলাচ্ছলে কৈলাসকে তুলে নিয়েছিলেন তিনিও সেই সভায় পরাজয় স্বীকার করেছিলেন॥ ৪॥

দোহা—হে মহারাজ ! শুনুন। সেখানে (যেখানে এত বড় বড় যোদ্ধাগণ পরাভূত হলেন) রঘুবংশ শিরোমণি শ্রীরামচন্দ্র অনায়াসে হরধনু তুলে দুটুকরো করে ফেললেন ; দেখে মনে হল যেন গজ কমলনাল উপড়ে ফেলে দিচ্ছে॥ ২৯২॥

চৌপাই—হরধনু ভঙ্গ হওয়ার সংবাদ শ্রীপরশুরামকে উত্তেজিত করেছিল। তিনি সক্রোধে ছুটে এসে রক্তচক্ষু প্রদর্শন করেছিলেন। অবশেষে তিনিও প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রম প্রত্যক্ষ করে তাঁকে নিজ ধনুক অর্পণ করে তাঁর স্তবস্তুতি করে অরণ্য অভিমুখে চলে গেলেন॥ ১॥ হে রাজন্ ! অতুলনীয় বলবান শ্রীরামচন্দ্র আর অতুলনীয় তেজস্বী শ্রীলক্ষ্মণ। শ্রীলক্ষ্মণকে দেখে তো নৃপতিগণ প্রকম্পিত হচ্ছিলেন ; দেখে মনে হচ্ছিল যেন সিংহশাবক দেখে গজ প্রকম্পিত হচ্ছে॥ ২॥ হে দেব ! আপনার সন্তানদের দেখবার পর আর যেন কেউ নজরে পড়ে না (আমাদের সম্ভ্রম আদায় করতে সমর্থ হচ্ছে না)। প্রীতি, শৌর্যবীর্য ও বীররস সিঞ্চিত দূতের বাণীসকল সকলকে মুগ্ধ করল॥ ৩॥ সভাসদসহ রাজামহাশয় প্রেমময় হয়ে গেলেন আর দূতকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। পুরস্কার গ্রহণ দূতের পক্ষে নীতিসম্মত নয় বলে সে হাত দিয়ে কান ঢাকল। ধর্ম বিচার করে (অর্থাৎ দূতের ধার্মিক আচরণ প্রত্যক্ষ করে) সকলেই মুগ্ধ হল॥ ৪॥

দোহা—এইবার রাজামহাশয় উঠে গুরু বশিষ্ঠদেবকে সেই পত্রটি দিলেন। অতঃপর তিনি দূতকে ডেকে সকল বৃত্তান্ত শ্রীগুরুকে নিবেদন করলেন॥ ২৯৩॥

চৌপাই (১—৪)

সুনি বোলে গুর অতি সুখু পাঈ। পুন্য পুরুষ কহুঁ মহি সুখ ছাঈ॥
জিমি সরিতা সাগর মহুঁ জাহীঁ। জদ্যপি তাহি কামনা নাহীঁ॥

তিমি সুখ সম্পতি বিনহিঁ বোলাএঁ। ধরমসীল পহিঁ জাহিঁ সুভাএঁ॥
তুম্হ গুর বিপ্র ধেনু সুর সেবী। তসি পুনীত কৌসল্যা দেবী॥

সুকৃতী তুম্হ সমান জগ মাহীঁ। ভয়উ ন হৈ কোউ হোনেউ নাহীঁ॥
তুম্হ তে অধিক পুন্য বড় কাকেঁ। রাজন রাম সরিস সুত জাকেঁ॥

বীর বিনীত ধরম ব্রত ধারী। গুন সাগর বর বালক চারী॥
তুম্হ কহুঁ সর্ব কাল কল্যানা। সজহু বরাত বজাই নিসানা॥

দোহা (২৯৪)

চলহু বেগি সুনি গুর বচন ভলেহিঁ নাথ সিরু নাই।
ভূপতি গবনে ভবন তব দূতন্হ বাসু দেবাই॥

চৌপাই (১—৪)

রাজা সবু রনিবাস বোলাঈ। জনক পত্রিকা বাচি সুনাঈ॥
সুনি সন্দেসু সকল হরষানীঁ। অপর কথা সব ভূপ বখানীঁ॥

প্রেম প্রফুল্লিত রাজহিঁ রানী। মনহুঁ সিখিনি সুনি বারিদ বানী॥
মুদিত অসীস দেহিঁ গুর নারীঁ। অতি আনন্দ মগন মহতারীঁ॥

লেহিঁ পরস্পর অতি প্রিয় পাতী। হৃদয়ঁ লগাই জুড়াবহিঁ ছাতী॥
রাম লখন কৈ কীরতি করনী। বারহি বার ভূপবর বরনী॥

মুনি প্রসাদু কহি দ্বার সিধাএ। রানিন্হ তব মহিদেব বোলাএ॥
দিএ দান আনন্দ সমেতা। চলে বিপ্রবর আসিষ দেতা॥

চৌপাই—ঘটনা বৃত্তান্ত শ্রবণ করে গুরু বশিষ্ঠদেব প্রীত হলেন আর বললেন—জগৎ তো পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের জন্যই সুখময়। যেমন আবাহন ছাড়াই নদীসকল সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়ে থাকে তেমনই সুখ ও সম্পদ আবাহন ছাড়াই স্বাভাবিকভাবেই ধর্মাত্মা ব্যক্তিদের নিকটে গমন করে থাকে। তুমি যেমন দেবতা, গুরু, ব্রাহ্মণ ও ধেনু সেবায় নিত্যযুক্ত থাক, তেমনই পবিত্র তোমার ভার্যা কৌশল্যা দেবী॥ ১-২॥ তোমার মতন পুণ্যাত্মা জগতে বিরল ; কখনও হয়নি, কখনও হবেও না। হে রাজন্ ! তুমি রামসম পুত্রের জনক। তোমার চেয়ে বেশি পুণ্যবান আর কে আছে ? ৩॥ তোমার চার পুত্র সকলেই বীর, বিনম্র ও ধর্ম ব্রতধারী আর সদ্গুণসাগর। তোমার জন্য সকল কালই শুভ। তাই যাও, বাদ্য নিনাদে বরযাত্রী নিয়ে যাও॥ ৪॥

দোহা—গুরুদেবের কাছে অবিলম্বে গমন করবার আদেশ পেয়ে মহারাজ তা পালন করতে অগ্রসর হলেন। তিনি গুরুদেবের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে, প্রথমে দূতের বাসস্থান ঠিক করে দিলেন। অতঃপর তিনি অন্দরমহলে গমন করলেন॥ ২৯৪॥

চৌপাই—রাজা শ্রীদশরথ অন্দরমহলে গমন করে রানিদের ডেকে রাজর্ষি জনকের বার্তা পড়ে শোনালেন। সমাচার শ্রবণ করে রানিগণ হর্ষোৎফুল্ল হলেন। অতঃপর তিনি দূতের মুখে শোনা অন্যান্য কথাগুলিও বললেন॥ ১॥ অন্দরমহলে তখন আনন্দের জোয়ার দেখা গেল। রমণীগণের অবস্থা মেঘ দর্শনে ময়ূরসম হল। গুরু মাতা ও প্রবীণা রমণীগণ আশীর্বাদ দিতে লাগলেন। মাতাগণ তখন আনন্দে পরিপূর্ণ হলেন॥ ২॥ রাজর্ষি জনকের বার্তা সকলের অন্তর স্পর্শ করে তাতে শীতলতা প্রদান করেছিল। সকলেই সেই বার্তাকে স্পর্শ করে আনন্দ অনুভূতি লাভ করল। নৃপতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য মহারাজ দশরথ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণের সুকৃতির বারে বারে সংকীর্তন করতে লাগলেন॥ ৩॥ সবই মুনিবরের কৃপায় সম্ভব হয়েছে বলে মহারাজ অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন রাজমহিষীগণ ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে সানন্দে তাঁদের দানাদি করলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁদের আশীর্বাদ করে চলে গেলেন॥ ৪॥

সোরঠা (২৯৫)

জাচক লিএ হঁকারি দীন্‌হি নিছাবরি কোটি বিধি।
চিরু জীবহুঁ সুত চারি চক্রবর্তি দসরত্থ কে॥

চৌপাই (১—৪)

কহত চলে পহিরেঁ পট নানা। হরষি হনে গহগহে নিসানা॥
সমাচার সব লোগন্‌হ পাএ। লাগে ঘর ঘর হোন বধাএ॥

ভুবন চারিদস ভরা উছাহূ। জনকসুতা রঘুবীর বিআহূ॥
সুনি সুভ কথা লোগ অনুরাগে। মগ গৃহ গলীঁ সঁবারন লাগে॥

জদ্যপি অবধ সদৈব সুহাবনি। রাম পুরী মঙ্গলময় পাবনি॥
তদপি প্রীতি কৈ প্রীতি সুহাঈ। মঙ্গল রচনা রচী বনাঈ॥

ধ্বজ পতাক পট চামর চারু। ছাবা পরম বিচিত্র বজারু॥
কনক কলস তোরন মনি জালা। হরদ দূব দধি অচ্ছত মালা॥

দোহা (২৯৬)

মঙ্গলময় নিজ নিজ ভবন লোগন্‌হ রচে বনাই।
বীথীঁ সীঁচীঁ চতুরসম চৌকেঁ চারু পুরাই॥

চৌপাই (১—৩)

জহঁ তহঁ জূথ জূথ মিলি ভামিনি। সজি নব সপ্ত সকল দুতি দামিনি॥
বিধুবদনীঁ মৃগ সাবক লোচনি। নিজ সরূপ রতি মানু বিমোচনি॥

গাবহিঁ মঙ্গল মঞ্জুল বানীঁ। সুনি কল রব কলকন্ঠি লজানীঁ॥
ভূপ ভবন কিমি জাই বখানা। বিস্ব বিমোহন রচেউ বিতানা॥

মঙ্গল দ্রব্য মনোহর নানা। রাজত বাজত বিপুল নিসানা॥
কতহুঁ বিরিদ বন্দী উচ্চরহীঁ। কতহুঁ বেদ ধুনি ভূসুর করহীঁ॥

সোরঠা—*অতঃপর ভিক্ষুকদের আহ্বান করে রাজমহিষীগণ কোটি কোটি বস্ত্রসকল উপহারস্বরূপ বিতরণ করলেন। সকলে যাওয়ার সময়ে বলে গেল—চক্রবর্তী সম্রাট শ্রীদশরথের চার পুত্র চিরজীবী হন॥ ২৯৫॥*

চৌপাই—রাজপুত্রদের দীর্ঘজীবন কামনা করে ভিক্ষুকগণ সুন্দর চিত্র-বিচিত্র বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চলল। পরম আনন্দে বালকসকল নাকাড়া বাদ্য বাজাতে লাগল। শুভ সমাচার প্রজাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। ঘরে ঘরে তখন আনন্দোৎসব হতে লাগল॥ ১॥ জানকীদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রের শুভবিবাহ হচ্ছে শুনে চতুর্দশ ভুবনে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। শুভ সমাচার জনগণকে প্রেমময় করে তুলল। রাজপথ, বাসগৃহ, গলিপথ—সবই সুসজ্জিত হতে লাগল॥ ২॥ শ্রীরামচন্দ্রের স্পর্শপূত মঙ্গলময় পবিত্র অযোধ্যা স্বাভাবিকভাবেই সুন্দর ছিল। কিন্তু সেই শুভ বিবাহের সংবাদে প্রীতির মাত্রা এত অধিক হয়েছিল যে অযোধ্যাকে মাঙ্গলিক সজ্জায় সুসজ্জিত করতে সকলেই তৎপর হয়েছিল॥ ৩॥ ধ্বজ, পতাকা, পরদা ও সুন্দর চামর দ্বারা হাটবাজার ঘিরে ফেলা হল। সুবর্ণ ঘট, তোরণ, মণিময় ঝালর, হলুদ, দূর্বা, দধি, অক্ষত ও মাল্য দ্বারা প্রজাগণের গৃহসকল সুসজ্জিত করা হল॥ ৪॥

দোহা—*(সুবর্ণ কলস, তোরণ, মণিময় ঝালর, হলুদ, দূর্বা, দধি, অক্ষত ও মাল্যদ্বারা) প্রজাদের গৃহসকল সুসজ্জিত করা হল যাতে তা মঙ্গলময় হয়ে গেল। গলিপথে চন্দন, কর্পূর, কস্তুরী ও কেশর মিশ্রিত গন্ধদ্রব্য দ্বারা সিঞ্চন করা হল। গৃহ দ্বারে আল্পনা দিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হল॥ ২৯৬॥*

চৌপাই—বিদ্যুদ্দীপ্ত অঙ্গকান্তি বালমৃগনয়না কামভার্যারতির সৌন্দর্য বিনিন্দিত পরমা সুন্দরী ললনাগণ ষোড়শ শৃঙ্গারে সজ্জিত হয়ে বহু স্থানে একত্র হয়ে সুমধুর কণ্ঠে মাঙ্গল্য গীতি পরিবেশন করছিলেন ; তাঁদের সুললিত কণ্ঠস্বর কোকিলকেও লজ্জা দিচ্ছিল। রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য বলে বোঝানো সম্ভব নয় ; বিশ্ববিমোহন মণ্ডপ রচনা সেইখানেই করা হয়েছিল॥ ১-২॥ সর্বত্র থরে থরে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সাজানো ছিল। নাকাড়াদি বাদ্যসকল পরিবেশকে সুন্দর করে রেখেছিল। স্থানে স্থানে ভাটগণ বংশের সুকৃতির গান করছিল। ব্রাহ্মণের বেদধ্বনিতে আকাশ বাতাস মনোরম হয়ে উঠল॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

গাবহিঁ সুন্দরি মঙ্গল গীতা। লৈ লৈ নামু রামু অরু সীতা॥
বহুত উছাহু ভবনু অতি থোরা। মানহুঁ উমগি চলা চহু ওরা॥

দোহা (২৯৭)

সোভা দসরথ ভবন কই কো কবি বরনৈ পার।
জহাঁ সকল সুর সীস মনি রাম লীন্হ অবতার॥

চৌপাই (১—৪)

ভূপ ভরত পুনি লিএ বোলাঈ। হয় গয় স্যন্দন সাজহু জাঈ॥
চলহু বেগি রঘুবীর বরাতা। সুনত পুলক পূরে দোউ ভ্রাতা॥

ভরত সকল সাহনী বোলাএ। আয়সু দীন্হ মুদিত উঠি ধাএ॥
রচি রুচি জীন তুরগ তিন্হ সাজে। বরন বরন বর বাজি বিরাজে॥

সুভগ সকল সুঠি চঞ্চল করনী। অয় ইব জরত ধরত পগ ধরনী॥
নানা জাতি ন জাহিঁ বখানে। নিদরি পবনু জনু চহত উড়ানে॥

তিন্হ সব ছয়ল ভএ অসবারা। ভরত সরিস বয় রাজকুমারা॥
সব সুন্দর সব ভূষনধারী। কর সর চাপ তূন কটি ভারী॥

দোহা (২৯৮)

ছরে ছবীলে ছয়ল সব সূর সুজান নবীন।
জুগ পদচর অসবার প্রতি জে অসিকলা প্রবীন॥

চৌপাই (১)

বাঁধেঁ বিরদ বীর রন গাঢ়ে। নিকসি ভএ পুর বাহের ঠাঢ়ে॥
ফেরহিঁ চতুর তুরগ গতি নানা। হরষহিঁ সুনি সুনি পনব নিসানা॥

শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে উপলক্ষ্য করে সুন্দরী ললনাদের মাঙ্গলিক গীতি পরিবেশিত হচ্ছিল। উৎসাহ ও উদ্দীপনার জোয়ার এসেছিল যা রাজপ্রাসাদের মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই আনন্দ যেন উপচে পড়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল॥ ৪॥

দোহা—যেখানে দেব শিরোমণি শ্রীরামচন্দ্র অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন সেই রাজপ্রাসাদের বর্ণনা কি কোনো কবি করতে পারে! ২৯৭॥

চৌপাই—এইবার মহারাজ শ্রীদশরথ পুত্র ভরতকে আহ্বান করে অবিলম্বে বরানুগমন উপলক্ষ্যে গজ, অশ্ব ও রথ আদি সজ্জিত করতে আদেশ দিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহে বরযাত্রীরূপে গমন করবার আদেশ পিতৃদেবের কাছে পেয়ে শ্রীভরত ও শ্রীশত্রুঘ্ন আনন্দে পুলকিত হলেন॥ ১॥ শ্রীভরত তৎক্ষণাৎ অশ্বাধ্যক্ষকে ডেকে পাঠালেন ও যথাযোগ্য আদেশ দিলেন। আদেশ শিরোধার্য করে অল্প সময়ের মধ্যেই অশ্বগুলির জিন কষে অপরূপ সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হল। বিভিন্ন বর্ণের সুসজ্জিত অশ্বদলের উপস্থিতি দৃষ্টিনন্দন হয়েছিল॥ ২॥ তুরঙ্গম বাহিনী এক পরম শোভা বিস্তার করেছিল। তেজি অশ্বসকল চঞ্চলভাবে ভূমিতে নাল ঠুকছিল যেন তাদের পা উত্তপ্ত লৌহের উপর পড়ছিল। তুরঙ্গম বাহিনীতে বিভিন্ন বর্ণের সমাহার ছিল যার বিষদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। ক্ষিপ্রগতি অশ্বগণ বায়ুর বেগকেও অস্বীকার করে উড়ে যেতে প্রস্তুত ছিল॥ ৩॥ অশ্বারোহীসকল ছিলেন শ্রীভরতসম উদ্দীপ্ত যৌবন রাজকুমারগণ। তাঁদের অঙ্গকান্তি ছিল অনিন্দ্য সুন্দর ; তাঁদের ধারণ করা আভরণ আদি সৌন্দর্যকে উৎকৃষ্ট স্তরে উন্নীত করেছিল। তাঁরা সকলেই ধনুর্বাণ ও তূণ ধারণ করে ছিলেন॥ ৪॥

দোহা—অশ্বারোহী সকলই অনিন্দ্যসুন্দর, শৌর্যবীর্যসম্পন্ন, সুচতুর উদ্যত যৌবন সুপুরুষ ছিলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে দুইজন করে পদাতিক ছিল যারা তরবারি চালনায় সুনিপুণ ছিল॥ ২৯৮॥

চৌপাই—উৎসবের পরিবেশে শৌর্যবীর্যসম্পন্ন রণকুশল বীরগণ নগরের সীমানায় সমবেত হলেন। অশ্বারোহী বীরগণ বিভিন্নভাবে অশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। ভেরি ও নাকাড়া বাদ্য শ্রবণ করে সকলেই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

রথ সারথিন্হ বিচিত্র বনাএ। ধ্বজ পতাক মনি ভূষন লাএ।।
চবঁর চারু কিঙ্কিনি ধুনি করহীঁ। ভানু জান সোভা অপহরহীঁ।।

সাবঁকরন অগনিত হয় হোতে। তে তিন্হ রথন্হ সারথিন্হ জোতে।।
সুন্দর সকল অলঙ্কৃত সোহে। জিন্হহি বিলোকত মুনি মন মোহে।।

জে জল চলহিঁ থলহি কী নাঈ। টাপ ন বূড় বেগ অধিকাঈ।।
অস্ত্র সস্ত্র সবু সাজু বনাঈ। রথী সারথিন্হ লিএ বোলাঈ।।

দোহা (২৯৯)

চঢ়ি চঢ়ি রথ বাহের নগর লাগী জুরন বরাত।
হোত সগুন সুন্দর সবহি জো জেহি কারজ জাত।।

চৌপাই (১—৪)

কলিত করিবরন্হি পরীঁ অঁবারী। কহি ন জাহিঁ জেহি ভাঁতি সঁবারীঁ।।
চলে মত্ত গজ ঘন্ট বিরাজী। মনহুঁ সুভগ সাবন ঘন রাজী।।

বাহন অপর অনেক বিধানা। সিবিকা সুভগ সুখাসন জানা।।
তিন্হ চঢ়ি চলে বিপ্রবর বৃন্দা। জনু তনু ধরেঁ সকল শ্রুতি ছন্দা।।

মাগধ সূত বন্দি গুনগায়ক। চলে জান চঢ়ি জো জেহি লায়ক।।
বেসর উঁট বৃষভ বহু জাতী। চলে বস্তু ভরি অগনিত ভাঁতী।।

কোটিন্হ কাঁবরি চলে কহারা। বিবিধ বস্তু কো বরনৈ পারা।।
চলে সকল সেবক সমুদাঈ। নিজ নিজ সাজু সমাজু বনাঈ।।

দোহা (৩০০)

সব কেঁ উর নির্ভর হরষু পূরিত পুলক সরীর।
কবহিঁ দেখিবে নয়ন ভরি রামু লখনু দোউ বীর।।

অনবদ্য ছিল রথসমূহের শোভা ; সারথিগণ রথসকলকে ধ্বজ, পতাকা, মণি ও নানাবিধ সজ্জায় ভূষিত করে পরম সুন্দর করে তুলেছিল। তাতে ছিল চারু চামরের সৌন্দর্য ও সুমধুর কিঙ্কিণী বাদ্য ধ্বনি। রথসকল যেন সৌন্দর্যে সূর্যের রথকেও ম্লান করে দিয়েছিল॥ ২॥ শ্যামবর্ণযুক্ত অসংখ্য ঘোটক ছিল যা অলংকারে সুজ্জিত পরম সুন্দর রথসমূহে যুক্ত ছিল। সেই শোভমান দৃশ্য মুনিমনকেও মোহিত করতে সক্ষম ছিল॥ ৩॥ জলে-স্থলে উভয়েই সেই অনুপম সুন্দর রথসকল চলতে সক্ষম ছিল কারণ ঘোটকগণ অতিশয় তীব্র গতিতে গমন করায় তাদের খুর জলে ডুবে যেত না। যখন অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসজ্জায় রথসকল সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে গেল, তখন সারথিগণ রথীদের রথারোহণ করতে আহ্বান করল॥ ৪॥

দোহা—রথারূঢ় বরযাত্রীসকল নগরের সীমানায় বাইরে সমবেত হতে থাকলেন। সকলেই নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত ; কার্য অনুসারে তাঁরা শুভলক্ষণ-সকল প্রত্যক্ষ করে আনন্দমগ্ন হয়ে গেলেন॥ ২৯৯॥

চৌপাই—করীপরসকল বরগুক সজ্জিত ছিল। তাদের মনোহর সজ্জা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। মদমত্ত গজরাজসকল ঘণ্টাযুক্ত ছিল। তাদের গমন কালের শোভা দেখে মনে হচ্ছিল যেন শ্রাবণ মাসের মেঘরাজি (তর্জনগর্জন করে) এগিয়ে চলেছে॥ ১॥ বরযাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের বাহন ব্যবহৃত হয়েছিল—সুন্দর শিবিকা, সুখাসনযুক্ত তাঞ্জাম ও রথসকল বিশেষভাবে ছিল। সেই সকল বাহনে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসকল যাচ্ছিলেন ; তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাঁরা মূর্তিমান বেদছন্দসকল॥ ২॥ ভাট, সূত, বন্দক-সকল যোগ্যতা অনুসারে বাহন লাভ করে চলল। অসংখ্য রকমের বস্তুসকল বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন জাতির অশ্বতর, লম্বৌষ্ঠ ও বৃষভ ব্যবহৃত হয়েছিল॥ ৩॥ ভারীদের স্কন্ধেও প্রচুর দ্রব্যাদি রাখা ছিল। দ্রব্যসকল সংখ্যায় এত বেশি যে তা কেউ বলে শেষ করতে পারবে না। সেবকদের সাজসজ্জা তাদের নিজস্ব সমাজ অনুসারেই ছিল॥ ৪॥

দোহা—সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ চিত্ত হয়েছিল ; অঙ্গে ছিল তাদের পুলক শিহরণ। (সকলেরই এক কামনা ছিল) ভ্রাতাযুগলের অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণের দর্শন লাভ করা॥ ৩০০॥

চৌপাই (১—৪)

গরজহিঁ গজ ঘন্টা ধুনি ঘোরা। রথ রব বাজি হিংস চহু ওরা॥
নিদরি ঘনহি ঘুর্ম্মরহিঁ নিসানা। নিজ পরাই কছু সুনিঅ ন কানা॥

মহা ভীর ভূপতি কে দ্বারেঁ। রজ হোই জাই পষান পবারেঁ॥
চঢ়ী অটারিন্হ দেখহিঁ নারীঁ। লিএঁ আরতী মঙ্গল থারীঁ॥

গাবহিঁ গীত মনোহর নানা। অতি আনন্দু ন জাই বখানা॥
তব সুমন্ত্র দুই স্যন্দন সাজী। জীতে রবি হয় নিন্দক বাজী॥

দোউ রথ রুচির ভূপ পহিঁ আনে। নহিঁ সারদ পহি জাহিঁ বখানে॥
রাজ সমাজু এক রথ সাজা। দূসর তেজ পুঞ্জ অতি ভ্রাজা॥

দোহা (৩০১)

তেহিঁ রথ রুচির বসিষ্ঠ কহুঁ হরষি চঢ়াই নরেসু।
আপু চঢ়েউ স্যন্দন সুমিরি হর গুর গৌরি গনেসু॥

চৌপাই (১—৩)

সহিত বসিষ্ঠ সোহ নৃপ কৈসেঁ। সুর গুর সঙ্গ পুরন্দর জৈসেঁ॥
করি কুল রীতি বেদ বিধি রাঊ। দেখি সবহি সব ভাঁতি বনাঊ॥

সুমিরি রামু গুর আয়সু পাঈ। চলে মহীপতি সঙ্খ বজাঈ॥
হরষে বিবুধ বিলোকি বরাতা। বরষহিঁ সুমন সুমঙ্গল দাতা॥

ভয়উ কোলাহল হয় গয় গাজে। ব্যোম বরাত বাজনে বাজে॥
সুর নর নারি সুমঙ্গল গাঈ। সরস রাগ বাজহিঁ সহনাঈ॥

চৌপাই—কোলাহল সুতীব্র আকার ধারণ করেছিল। গজের বৃংহণ, ঘণ্টাধ্বনি, রথের ঘরঘর ও অশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তার উপর ছিল মেঘগর্জনসম গুরুগম্ভীর নাকাড়া বাদ্য। কোলাহলে কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছিল না॥ ১॥ মহাবীর শ্রীদশরথের প্রাসাদের দ্বারে প্রবল জনসমাগম হয়েছিল। ভিড়ের চাপ এত বেশি ছিল যে তা প্রস্তরকেও চূর্ণ বিচূর্ণ করতে সক্ষম ছিল। প্রাসাদের অলিন্দে মাঙ্গলিক দ্রব্যের থালা নিয়ে রমণীগণ আরতির জন্য প্রস্তুত ছিল॥ ২॥ রমণীকুল মনোরম গীতিসকল পরিবেশন করছিলেন। তাঁরা অতিশয় আনন্দময় ছিলেন যা বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না। এইবার মন্ত্রী শ্রীসুমন্ত্র দুইটি রথ সুসজ্জিত করলেন আর তাতে সূর্যের অশ্ব থেকেও তেজি অশ্ব যুক্ত করলেন॥ ৩॥ তিনি রথ দুইটি মহারাজ দশরথের কাছে নিয়ে এলেন। সেই রথ দুইটি সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা ছিল যার বিবরণ দেওয়া দেবী সরস্বতীর পক্ষেও সম্ভব হবে না। একটি রথে রাজার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি স্থান পেল। দ্বিতীয় রথ তেজপুঞ্জসম শোভাযুক্ত ছিল॥ ৪॥

দোহা—মহারাজ দশরথ সেই সুন্দর রথে গুরু বশিষ্ঠদেবকে উপবেশন করালেন। অতঃপর তিনি গুরু, শিবপার্বতী ও গণেশ আদি দেবতাদের স্মরণ করে অন্য রথটিতে উঠলেন॥ ৩০১॥

চৌপাই — গুরু বশিষ্ঠদেবের সঙ্গে মহারাজ দশরথের বরযাত্রী নিয়ে গমনের দৃশ্যের অনন্ত শোভা ছিল ; মনে হচ্ছিল যেন দেবগুরু বশিষ্ঠদেব দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে চলেছেন। যাত্রাকালে বেদবিধি ও কুলরীতির পালন পূর্ণভাবে হল। সকলকে পূর্ণরূপে প্রস্তুত দেখে রাজা শ্রীদশরথ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে ও গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে শাঁখ বাজিয়ে যাত্রারম্ভ করলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে বরযাত্রীদের গমনের দৃশ্য দেবতাদের হর্ষোৎফুল্ল করল। তাঁরা মঙ্গলপ্রদানকারী পুষ্পবৃষ্টি করলেন॥ ১-২॥ কোলাহল ভীষণ বেড়ে গেল। গজের বৃংহণ ও অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শোনা যেতে লাগল। স্বর্গে ও মর্ত্যে বাদ্যসকল বেজে উঠল। দেবললনা ও মানবললনা সকলই সুমধুর মঙ্গলগীতি পরিবেশন করতে লাগলেন। সানাইতে বেজে উঠল সুমধুর ও সরস রাগরাগিণী॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

ঘন্ট ঘন্টি ধুনি বরনি ন জাহীঁ। সরব করহিঁ পাইক ফহরাহীঁ॥
করহিঁ বিদূষক কৌতুক নানা। হাস কুসল কল গান সুজানা॥

দোহা (৩০২)

তুরগ নচাবহিঁ কুঅঁর বর অকনি মৃদঙ্গ নিসান।
নাগর নট চিতবহিঁ চকিত ডগহিঁ ন তাল বঁধান॥

চৌপাই (১—৪)

বনই ন বরনত বনী বরাতা। হোহিঁ সগুন সুন্দর সুভদাতা॥
চারা চাষু বাম দিসি লেঈ। মনহুঁ সকল মঙ্গল কহি দেঈ॥
দাহিন কাগ সুখেত সুহাবা। নকুল দরসু সব কাহূঁ পাবা॥
সানুকূল বহ ত্রিবিধ বয়ারী। সঘট সবাল আব বর নারী॥
লোবা ফিরি ফিরি দরসু দেখাবা। সুরভী সনমুখ সিসুহি পিআবা॥
মৃগমালা ফিরি দাহিনি আঈ। মঙ্গল গন জনু দীন্হি দেখাঈ॥
ছেমকরী কহ ছেম বিসেষী। স্যামা বাম সুতরু পর দেখী॥
সনমুখ আয়উ দধি অরু মীনা। কর পুস্তক দুই বিপ্র প্রবীনা॥

দোহা (৩০৩)

মঙ্গলময় কল্যানময় অভিমত ফল দাতার।
জনু সব সাচে হোন হিত ভএ সগুন এক বার॥

চৌপাই (১—২)

মঙ্গল সগুন সুগম সব তাকেঁ। সগুন ব্রহ্ম সুন্দর সুত জাকেঁ॥
রাম সরিস বরু দুলহিনি সীতা। সমধী দসরথু জনকু পুনীতা॥

সুনি অস ব্যাহু সগুন সব নাচে। অব কীন্হে বিরঞ্চি হম সাঁচে॥
এহি বিধি কীন্হ বরাত পয়ানা। হয় গয় গাজহিঁ হনে নিসানা॥

ছোট-বড় ঘণ্টার সুমধুর শব্দ আকাশবাতাসকে মনোরম করে রেখেছিল যার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যায়ামবীর পদাতিকগণ নানারকম খেলা দেখাচ্ছিল। বিদূষকের হাস্যকৌতুক পরিবেশনে যাত্রা মনোরম হয়েছিল।। ৪ ।।

দোহা— *সর্বাঙ্গসুন্দর রাজকুমারীসকল মৃদঙ্গ ও নাকাড়া বাদ্যের তালে তালে অশ্বচালনা করছিলেন ; তাঁদের সুনিপুণ অশ্বচালনায় ছন্দপতন হচ্ছিল না। সুচতুর নটগণ আশ্চর্য হয়ে এই সুমধুর দৃশ্য উপভোগ করছিল।। ৩০২ ।।*

চৌপাই—বরানুগমন দৃশ্যের শোভা বর্ণনাতীত সুন্দর ছিল। সর্বত্রই মঙ্গলসূচক চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। নীলকণ্ঠ পাখির বাম দিকে খাদ্য খুঁটে খাওয়া যেন সম্পূর্ণ মঙ্গলবার্তার সূচনা দিচ্ছিল।। ১ ।। কাক দক্ষিণে শস্যক্ষেত্রে দেখা গেল। সকলের চোখেই নকুল পড়ল। শীতল, মৃদুমন্দ সুগন্ধিত বায়ু অনুকূল দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল। সুন্দরী নারীগণকে ঘট সহিত শিশুক্রোড়ে দেখা গেল।। ২ ।। খেঁকশিয়াল ছুটে যাওয়ার সময় বারে বারে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিল। গাভীসকল সম্মুখে স্থিত গোবৎসকে দুগ্ধ পান করাচ্ছিল। মৃগদল বাম দিক থেকে ঘুরে এসে দক্ষিণ দিকে গমন করল। লক্ষণগুলি সবই মঙ্গলবার্তার সূচনা দিচ্ছিল।। ৩ ।। ছোট-বড় ঘণ্টার সুমধুর শব্দ আকাশবাতাসকে মনোরম করে রেখেছিল যার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যায়ামবীর পদাতিকগণ নানারকম খেলা দেখাচ্ছিল। বিদূষকের হাস্যকৌতুক পরিবেশনে যাত্রা মনোরম হয়েছিল।। ৪ ।।

দোহা—*সকল মঙ্গলময়, কল্যাণকর ও অভীষ্ট ফলপ্রদানকারী সৌলক্ষণ্য চিহ্নসকল যেন তা সত্য প্রমাণ করবার জন্য যুগপৎ আবির্ভূত হল।। ৩০৩ ।।*

চৌপাই— সগুণ ব্রহ্ম স্বয়ং যাঁর অনুপম সুন্দর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর জন্য মঙ্গলচিহ্নসকল সহজলভ্য হবেই। এই বিবাহে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র বর ও সীতাদেবী কনে তাই রাজযোটক প্রত্যক্ষ করে মঙ্গলচিহ্নসকল আনন্দে নৃত্য করে উঠল আর বলল—এতদিনে বিধাতা আমাদের স্বীকৃতি প্রদান করলেন। এইভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর বরযাত্রী প্রস্থান করল। অশ্ব ও গজ সকল

চৌপাই (৩—৪)

আবত জানি ভানুকুল কেতূ। সরিতন্হি জনক বঁধাএ সেতূ॥
বীচ বীচ বর বাস বনাএ। সুরপুর সরিস সম্পদা ছাএ॥

অসন সয়ন বর বসন সুহাএ। পাবহিঁ সব নিজ নিজ মন ভাএ॥
নিত নূতন সুখ লখি অনুকূলে। সকল বরাতিন্হ মন্দির ভূলে॥

দোহা (৩০৪)

আবত জানি বরাত বর সুনি গহগহে নিসান।
সজি গজ রথ পদচর তুরগ লেন চলে অগবান॥

মাসপারায়ণ, দশম বিশ্রাম

চৌপাই (১—৪)

কনক কলস ভরি কোপর থারা। ভাজন ললিত অনেক প্রকারা॥
ভরে সুধা সম সব পকবানে। নানা ভাঁতি ন জাহিঁ বখানে॥

ফল অনেক বর বস্তু সুহাঈঁ। হরষি ভেঁট হিত ভূপ পঠাঈঁ॥
ভূষন বসন মহামনি নানা। খগ মৃগ হয় গয় বহুবিধি জানা॥

মঙ্গল সগুন সুগন্ধ সুহাএ। বহুত ভাঁতি মহিপাল পঠাএ॥
দধি চিউরা উপহার অপারা। ভরি ভরি কাঁবরি চলে কহারা॥

অগবানন্হ জব দীখি বরাতা। উর আনন্দু পুলক ভর গাতা॥
দেখি বনাব সহিত অগবানা। মুদিত বরাতিন্হ হনে নিসানা॥

দোহা (৩০৫)

হরষি পরস্পর মিলন হিত কছুক চলে বগমেল।
জনু আনন্দ সমুদ্র দুই মিলত বিহাই সুবেল॥

ডাকতে লাগল আর নাকাড়ায় কাঠি পড়ল॥ ১-২॥ সূর্যবংশকেতু শ্রীদশরথের শুভাগমন বার্তা শ্রবণ করে রাজর্ষি জনক নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে দিলেন। পথে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সুন্দর পান্থশালা নির্মাণ করা হল যাতে দেবলোকসম সম্পদ উপলভ্য ছিল। সেই বিশ্রামাগারে মনের মতন সুন্দর অনুপম আহার, শয্যা ও বস্ত্র লাভ করে বরযাত্রীগণ অতিশয় আনন্দ লাভ করেন ; এমনকী তাঁরা তখন গৃহের কথাও বিস্মরণ হয়েছিলেন ! ৩-৪॥

দোহা—(বরযাত্রীদল মিথিলার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছালেন।) উচ্চরোলে নাকাড়া বাদ্য ধ্বনি শ্রবণ করে কন্যাপক্ষ সেই শ্রেষ্ঠ বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়ার জন্য গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সহিত সুসজ্জিত হয়ে এগিয়ে এলেন॥ ৩০৪॥

চৌপাই—রাজর্ষি জনক পাত্রপক্ষের অভ্যর্থনার নিমিত্ত বহু উপঢৌকন আদি সঙ্গে পাঠালেন। প্রেরিত দ্রব্যসকল বিভিন্ন রকমের ছিল। সুবর্ণ কলসে পানীয় (দুগ্ধ, ঘোলের শরবত, শীতল পানীয়, জল) ছিল। বর্ণনাতীত সুন্দর অমৃতসম উপাদেয় রন্ধন করা খাদ্য দ্রব্যাদি পরাতে, থালায় ও অন্যান্য সুন্দর বাসনকোসনে করে ছিল। উত্তম ফল ও অন্যান্য সুন্দর উপহার দ্রব্যাদি ছিল। অলংকার বস্ত্র, নানাবিধ মূল্যবান মণিমাণিক্য (রত্নাদি) ছিল। পশুপক্ষী ছিল ; অশ্ব, গজ ছিল। নানা প্রকারের যানবাহন ছিল। তিনি বহুবিধ সুগন্ধিত ও সুন্দর মাঙ্গলিক দ্রব্য ও শুভচিহ্নযুক্ত বস্তুসকলও পাঠালেন। ভারীগণ দধি, চিঁড়া ও অগণিত উপঢৌকন কাঁধে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল॥ ১-৩॥ অভ্যর্থনাকারী কন্যাপক্ষ বরযাত্রীদের দেখামাত্র আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, এবং রোমাঞ্চ অনুভূতি লাভ করলেন। তাঁদের সুসজ্জিতভাবে সানন্দে এগিয়ে আসতে দেখে বরযাত্রীদল সজোরে নাকাড়া বাজাতে লাগলেন॥ ৪॥

দোহা—আনন্দ আতিশয্যে (পাত্রপক্ষের আর কনেপক্ষের) কিছু লোক দলের সীমানা লঙ্ঘন করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ছুটলেন। দেখে মনে হচ্ছিল যেন দুইটি আনন্দ মহাসাগর মিলেমিশে একাকার হতে উদ্যত॥ ৩০৫॥

চৌপাই (১—৪)

বরষি সুমন সুর সুন্দরি গাবহিঁ। মুদিত দেব দুন্দুভীঁ বজাবহিঁ॥
বস্তু সকল রাখীঁ নৃপ আগে। বিনয় কীন্হি তিন্হ অতি অনুরাগেঁ॥

প্রেম সমেত রায়ঁ সবু লীন্হা। ভৈ বকসীস জাচকন্হি দীন্হা॥
করি পূজা মান্যতা বড়াঈ। জনবাসে কহুঁ চলে লবাঈ॥

বসন বিচিত্র পাঁবড়ে পরহীঁ। দেখি ধনদু ধন মদু পরিহরহীঁ॥
অতি সুন্দর দীন্হেউ জনবাসা। জহঁ সব কহুঁ সব ভাঁতি সুপাসা॥

জানী সিয়ঁ বরাত পুর আঈ। কছু নিজ মহিমা প্রগটি জনাঈ॥
হৃদয়ঁ সুমিরি সব সিদ্ধি বোলাঈঁ। ভূপ পহুনঈ করন পঠাঈঁ॥

দোঁহা (৩০৬)

সিধি সব সিয় আয়েসু অকনি গঈঁ জহাঁ জনবাস।
লিএঁ সম্পদা সকল সুখ সুরপুর ভোগ বিলাস॥

চৌপাই (১—৪)

নিজ নিজ বাস বিলোকি বরাতী। সুরসুখ সকল সুলভ সব ভাঁতী॥
বিভব ভেদ কছু কোউ ন জানা। সকল জনক কর করহিঁ বখানা॥

সিয় মহিমা রঘুনায়ক জানী। হরষে হৃদয়ঁ হেতু পহিচানী॥
পিতু আগমনু সুনত দোউ ভাঈ। হৃদয়ঁ ন অতি আনন্দু অমাঈ॥

সকুচন্হ কহি ন সকত গুরু পাহীঁ। পিতু দরসন লালচু মন মাহীঁ॥
বিস্বামিত্র বিনয় বড়ি দেখী। উপজা উর সন্তোষু বিসেষী॥

হরষি বন্ধু দোউ হৃদয়ঁ লগাএ। পুলক অঙ্গ অম্বক জল ছাএ॥
চলে জহাঁ দসরথু জনবাসে। মনহুঁ সরোবর তকেউ পিআসে॥

চৌপাই—দেবললনাগণ পুষ্পবৃষ্টি করে গান গাইতে লাগলেন আর দেবতাগণ আনন্দে দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন। (অভ্যর্থনাকারী) ব্যক্তিগণ আনীত বস্তুসকল মহারাজ শ্রীদশরথের সম্মুখে রেখে তা প্রীতি সহকারে অর্পণ করলেন॥ ১॥ মহারাজ শ্রীদশরথ পরম প্রীতি সহকারে উপঢৌকনসকল গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি তা যাচকদের মধ্যে পুরস্কাররূপে বিতরণ করে দিলেন। বরযাত্রীদের যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে, পূজার্চনা ও আপ্যায়ন করে অতিথিশালায় নিয়ে যাওয়া হল॥ ২॥ অভ্যর্থনা করে অতি উত্তম গালিচার উপর দিয়ে পাত্রপক্ষকে অতিথিশালায় নিয়ে যাওয়া হল। সেই সম্পদ কুবেরের অভিমানকেও খর্ব করল। পরম সুন্দর অতিথিশালা ; তাতে সকল সামগ্রী মজুত করে রাখা ছিল॥ ৩॥ বরযাত্রীর আগমন বার্তা সীতাদেবী জানলেন। তিনি নিজ মহিমা প্রকাশ করে সিদ্ধিসকলকে আহ্বান করলেন আর তাদের অতিথি সেবায় নিযুক্ত করলেন॥ ৪॥

দোহা—সীতাদেবীর আদেশ শিরোধার্য করে সিদ্ধিসকল সুখ, সম্পদ ও দেবলোকের ভোগবিলাস অতিথিশালায় উপস্থিত করে দিলেন॥ ৩০৬॥

চৌপাই—অতিথিশালার বিশ্রামের স্থান পাত্রপক্ষকে প্রসন্নচিত্ত করে দিল। সেইখানে তাঁরা দেবলোকের সকল সুখের সমাহার দেখলেন। ঐশ্বর্যের গুপ্তরহস্য সকলের অজানাই রয়ে গেল। সকলেই তখন রাজর্ষি জনকের সুখ্যাতিতে মুখর॥ ১॥ সীতাদেবীর ঐশ্বর্যের প্রভাব অন্তর্যামী শ্রীরঘুনাথ জানলেন ; সীতাদেবীর মহিমা তাঁকে প্রসন্ন করল। পিতৃদেবের আগমন বার্তা ভ্রাতৃযুগলকে অনুপম আনন্দ দিল॥ ২॥ ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে পিতৃদেবকে দর্শন করবার লালসা প্রবল হয়ে উঠেছিল কিন্তু সংকোচ হেতু তাঁরা গুরু বিশ্বামিত্রের কাছে প্রকাশ করতে পারছিলেন না। মুনিবর এই কথা জেনে মনে মনে সন্তুষ্ট হলেন॥ ৩॥ মুনি শ্রীবিশ্বামিত্র ভ্রাতাযুগলকে বুকে টেনে আলিঙ্গন দান করলেন। অঙ্গে তাঁর তখন পুলক শিহরণ। তাঁর নয়নযুগলে প্রেমাশ্রু টলমল করতে লাগল। তিনি তখন শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে সেই অতিথি-শালার দিকে পা বাড়ালেন যেখানে মহারাজ দশরথ অবস্থান করছিলেন। যেন সরোবরই যেচে তৃষ্ণার্তর কাছে গমন করল॥ ৪॥

দোহা (৩০৭)

ভূপ বিলোকে জবহিঁ মুনি আবত সুতন্হ সমেত।
উঠে হরষি সুখসিন্ধু মহুঁ চলে থাহ সী লেত॥

চৌপাই (১—৪)

মুনিহি দন্ডবত কীন্হ মহীসা। বার বার পদ রজ ধরি সীসা॥
কৌসিক রাউ লিএ উর লাঈ। কহি অসীস পূছী কুসলাঈ॥

পুনি দন্ডবত করত দোউ ভাঈ। দেখি নৃপতি উর সুখু ন সমাঈ॥
সুত হিয়ঁ লাই দুসহ দুখ মেটে। মৃতক সরীর প্রান জনু ভেঁটে॥

পুনি বসিষ্ঠ পদ সির তিন্হ নাএ। প্রেম মুদিত মুনিবর উর লাএ॥
বিপ্র বৃন্দ বন্দে দুহুঁ ভাঈঁ। মনভাবতী অসীসেঁ পাঈঁ॥

ভরত সহানুজ কীন্হ প্রনামা। লিএ উঠাই লাই উর রামা॥
হরষে লখন দেখি দোউ ভ্রাতা। মিলে প্রেম পরিপূরিত গাতা॥

দোহা (৩০৮)

পুরজন পরিজন জাতিজন জাচক মন্ত্রী মীত।
মিলে জথাবিধি সবহি প্রভু পরম কৃপাল বিনীত॥

চৌপাই (১—২)

রামহি দেখি বরাত জুড়ানী। প্রীতি কি রীতি ন জাতি বখানী॥
নৃপ সমীপ সোহহিঁ সুত চারী। জনু ধন ধরমাদিক তনুধারী॥

সুতন্হ সমেত দসরথহি দেখী। মুদিত নগর নর নারি বিসেষী॥
সুমন বরিসি সুর হনহিঁ নিসানা। নাকনটীঁ নাচহিঁ করি গানা॥

দোহা—মহারাজ শ্রীদশরথ দেখতে পেলেন যে মুনিবর তাঁর সন্তানদের সঙ্গে তাঁর কাছেই আসছেন। হর্ষোৎফুল্ল মহারাজ শ্রীদশরথ তখন যেন অতলস্পর্শী সুখ সাগরের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন॥ ৩০৭॥

চৌপাই—ভূপতি শ্রীদশরথ ঋষিবরের শ্রীপাদপদ্মরজ বারে বারে মস্তকে ধারণ করে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করলেন। মুনি বিশ্বামিত্র তখন মহারাজকে ভূমি থেকে তুলে আলিঙ্গন দান করলেন আর আশীর্বাদ দিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন॥ ১॥ অতঃপর ভ্রাতৃযুগলকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করতে দেখে মহারাজ সুখ আর ধরে রাখতে পারছিলেন না। পুত্রদের (তুলে) বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি সুদীর্ঘকালের অদর্শনজনিত দুঃসহ দুঃখ নিবারণ করতে চাইলেন ; মনে হল যেন মৃত ব্যক্তির দেহে আবার প্রাণের সঞ্চার হয়েছে॥ ২॥ অতঃপর ভ্রাতাযুগল মুনিবর বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করলেন। পরম আনন্দে মুনিবর তাঁদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অতঃপর সকল ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে মনের মতন আশীর্বাদ লাভও হল॥ ৩॥ এইবার অনুজ শ্রীশত্রুঘ্ন সহিত শ্রীভরত শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের ভূমি থেকে তুলে আলিঙ্গন দান করলেন। শ্রীলক্ষ্মণকে দেখে ভ্রাতাযুগল পরম আনন্দ অনুভূতি লাভ করলেন এবং প্রীতিপূর্বক আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হলেন॥ ৪॥

দোহা—তদনন্তর কৃপানিধি শ্রীরামচন্দ্র সবিনয়ে অযোধ্যার প্রজাগণ, পরিজন, জ্ঞাতি, যাচক, মন্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যথোচিত প্রীতি বিনিময় করলেন॥ ৩০৮॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রকে সম্মুখে উপস্থিত দেখে বরযাত্রীদল যেন শান্তির অনুভূতি লাভ করল (কারণ তখন তাদের সুদীর্ঘকাল বিরহজ্বালার নিরসন হয়েছিল)। প্রীতির ঔৎকর্ষ্য বলে বোঝানো সম্ভব নয়। মহারাজ শ্রীদশরথ তাঁর পুত্র চতুষ্টয়ের সান্নিধ্য উপভোগ করছিলেন ; যেন তাঁর কাছে তাঁরা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ রূপ হয়ে দেহধারণ করে উপস্থিত॥ ১॥ পুত্রদের নিয়ে মহারাজ শ্রীদশরথ নিজ মহিমায় বিরাজমান ছিলেন। এই দৃশ্য মিথিলার নরনারী-সকলকে বিশেষভাবে আনন্দ দান করল। সেই দৃশ্য দেখে (আকাশে) দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করলেন আর দুন্দুভিবাদ্য সহকারে আনন্দ প্রকাশ করলেন ; অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্যগীতাদি পরিবেশন করতে লাগলেন॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

সতানন্দ অরু বিপ্র সচিব গন। মাগধ সূত বিদুষ বন্দীজন॥
সহিত বরাত রাউ সনমানা। আয়সু মাগি ফিরে অগবানা॥
প্রথম বরাত লগন তেঁ আঈ। তাতেঁ পুর প্রমোদু অধিকাঈ॥
ব্রহ্মানন্দু লোগ সব লহহীঁ। বঢ়হুঁ দিবস নিসি বিধি সন কহহীঁ॥

দোহা (৩০৯)

রামু সীয় সোভা অবধি সুকৃত অবধি দোউ রাজ।
জহঁ তহঁ পুরজন কহহিঁ অস মিলি নর নারি সমাজ॥

চৌপাই (১—৪)

জনক সুকৃত মূরতি বৈদেহী। দসরথ সুকৃত রামু ধরেঁ দেহী॥
ইন্হ সম কাহুঁ ন সিব অবরাধে। কাহুঁ ন ইন্হ সমান ফল লাধে॥
ইন্হ সম কোউ ন ভয়উ জগ মাহীঁ। হৈ নহিঁ কতহূঁ হোনেউ নাহীঁ॥
হম সব সকল সুকৃত কৈ রাসী। ভএ জগ জনমি জনকপুর বাসী॥
জিন্হ জানকী রাম ছবি দেখী। কো সুকৃতী হম সরিস বিসেষী॥
পুনি দেখব রঘুবীর বিআহূ। লেব ভলী বিধি লোচন লাহূ॥
কহহিঁ পরস্পর কোকিলবয়নীঁ। এহি বিআহঁ বড় লাভু সুনয়নীঁ॥
বড়ে ভাগ বিধি বাত বনাঈ। নয়ন অতিথি হোইহহিঁ দোউ ভাঈ॥

দোহা (৩১০)

বারহিঁ বার সনেহ বস জনক বোলাউব সীয়।
লেন আইহহিঁ বন্ধু দোউ কোটি কাম কমনীয়॥

চৌপাই (১)

বিবিধ ভাঁতি হোইহি পহুনাঈ। প্রিয় ন কাহি অস সাসুর মাঈ॥
তব তব রাম লখনহি নিহারী। হোইহহিঁ সব পুর লোগ সুখারী॥

বরযাত্রী অভ্যর্থনা করবার জন্য কন্যাপক্ষের গুরুদেব শ্রীসতানন্দ, ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রীগণ, বন্দক ও ভাটগণ এসেছিলেন। মহারাজ শ্রীদশরথ সহিত বরযাত্রীদের যথাযোগ্য আদর আপ্যায়ন করে অনুমতি নিয়ে তাঁরা ফিরে চললেন॥ ৩॥ বরযাত্রীদের আগমন, লগ্ন দিবসের পূর্বেই হয়েছিল যা মিথিলাবাসীকে পরম আনন্দ প্রদান করেছিল। সকলেই যেন তখন ব্রহ্মানন্দ অনুভূতি লাভে তৃপ্ত। বিধাতার কাছে সকলেরই এক কামনা ছিল—যেন দিবসরজনী প্রলম্বিত হয় আর আনন্দ মুহূর্তগুলি তাড়াতাড়ি শেষ না হয়ে যায়॥ ৪॥

দোহা—মিথিলাবাসী নরনারীগণকে দল বেঁধে এই আলোচনা করতে শোনা গেল যে যদি প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা হন তাহলে নৃপতিযুগল পুণ্যের পরাকাষ্ঠা॥ ৩০৯॥

চৌপাই—রাজর্ষি জনকের সুকৃতির প্রতিমূর্তি সীতাদেবী আর মহারাজ শ্রীদশরথের জন্য তা শ্রীরামচন্দ্র। যেন এঁদের (দুই রাজার) মতন ভগবান শ্রীশংকরের আরাধনা কেউ কখনও করেননি আর সুফলও পাননি॥ ১॥ এঁদের মতন আর কাউকে জগতে দেখি না ; পূর্বে কখনও হননি আর ভবিষ্যতেও কখনও হবেনও না। আমরা যেন সম্পূর্ণ পুণ্যরাজি স্বয়ংই। আমাদের কত সৌভাগ্য যে আমাদের জন্ম মিথিলায় ঠিক এই সময়ে হয়েছে যাতে আমরা শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে চাক্ষুষ দেখতে পেলাম। আমাদের মতন পুণ্যাত্মা যেন হয় না ! এইবার আমরা শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ অনুষ্ঠান দেখে চক্ষু সার্থক করব॥ ২-৩॥ কোকিলসম সুললিত কণ্ঠ রমণীগণ পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করছে—হে সুনয়না ! এই বিবাহে একমাত্র লাভ হল আমাদের ! আমাদের কত সৌভাগ্য যে বিধাতা এমন সুবন্দোবস্ত করে দিলেন আর এই ভ্রাতাযুগল আমাদের নয়নের মণি হয়ে গেলেন॥ ৪॥

দোহা—রাজর্ষি জনকের স্নেহে সাড়া দিয়ে সীতাদেবী বারে বারে পিতৃগৃহে আসবেন আর তাঁকে পৌঁছানো ও নিয়ে যাওয়ার সময় এই ভ্রাতাযুগল আসলে, আমরা তাঁদের প্রায়ই দেখতে পাব॥ ৩১০॥

চৌপাই—তখন তাঁদের নানাভাবে আদরযত্ন করা হবে। হে সখী ! এমন শ্বশুরবাড়ি কার না পছন্দ হবে ! তা সেই সুযোগে আমাদের মতন মিথিলাবাসীরা শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণকে দেখে সুখ পাবে॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

সখি জস রাম লখন কর জোটা। তৈসেই ভূপ সঙ্গ দুই ঢোটা॥
স্যাম গৌর সব অঙ্গ সুহাএ। তে সব কহহিঁ দেখি জে জাএ॥
কহা এক মৈঁ আজু নিহারে। জনু বিরঞ্চি নিজ হাথ সঁবারে॥
ভরতু রামহী কী অনুহারী। সহসা লখি ন সকহিঁ নর নারী॥
লখনু সত্রুসূদনু একরূপা। নখ সিখ তে সব অঙ্গ অনূপা॥
মন ভাবহিঁ মুখ বরনি ন জাহীঁ। উপমা কহুঁ ত্রিভুবন কোউ নাহীঁ॥

ছন্দ

উপমা ন কোউ কহ দাস তুলসী কতহুঁ কবি কোবিদ কহৈঁ।
বল বিনয় বিদ্যা সীল সোভা সিন্ধু ইন্হ সে এই অহৈঁ॥
পুর নারি সকল পসারি অঞ্চল বিধিহি বচন সুনাবহীঁ।
ব্যাহিঅহুঁ চারিউ ভাই এহিঁ পুর হম সুমঙ্গল গাবহীঁ॥

সোরঠা (৩১১)

কহহিঁ পরস্পর নারি বারি বিলোচন পুলক তন।
সখি সবু করব পুরারি পুন্য পয়োনিধি ভূপ দোউ॥

চৌপাই (১—৪)

এহি বিধি সকল মনোরথ করহীঁ। আনঁদ উমগি উমগি উর ভরহীঁ॥
জে নৃপ সীয় স্বয়ংবর আএ। দেখি বন্ধু সব তিন্হ সুখ পাএ॥
কহত রাম জসু বিসদ বিসালা। নিজ নিজ ভবন গএ মহিপালা॥
গএ বীতি কছু দিন এহি ভাঁতী। প্রমুদিত পুরজন সকল বরাতী॥
মঙ্গল মূল লগন দিনু আবা। হিম রিতু অগহনু মাসু সুহাবা॥
গ্রহ তিথি নখতু জোগু বর বারূ। লগন সোধি বিধি কীন্হ বিচারূ॥
পঠৈ দীন্হি নারদ সন সোঈ। গনী জনক কে গনকন্হ জোঈ॥
সুনী সকল লোগন্হ যহ বাতা। কহহিঁ জোতিষী আহিঁ বিধাতা॥

হে সখী ! শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণের জুটির মতন আরো দুই রাজকুমার মহারাজ শ্রীদশরথের সঙ্গে এসেছেন ; তাঁদের মধ্যেও একজন শ্যাম ও অন্যজন গৌরবর্ণ। এই কথা যারা তাঁদের দেখে এসেছে তাদের মুখ থেকে শুনেছি॥ ২॥ একজন বলল—আজই আমি তাঁদের দেখে এসেছি। তাঁরা এত সুন্দর যে মনে হয় বিধাতার নিজ হস্তে সৃষ্ট। শ্রীভরত তো অবিকল শ্রীরামচন্দ্রের মতন দেখতে। চট করে চোখে পড়লে চেনা মুস্কিল যে কে কোন্ জন ! ৩॥ শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীশত্রুঘ্ন হুবহু একরকম। তাঁরা আপদমস্তক সুন্দর ; সে সৌন্দর্য বলে বোঝানো সম্ভব নয়। তাঁদের মতন সুন্দর ত্রিভুবনে বিরল॥ ৪॥

ছন্দ—তুলসীদাস বলেন—কবি ও বিদ্বান উভয়েই বলেন যে এঁদের তুলনা হয় না। পরাক্রম, বিনয়, বিদ্যা, সদাচার ও শোভা সাগর এঁরা। এঁদের মতন অন্য কোনো ব্যক্তিকে পাওয়া সম্ভব নয়। মিথিলায় রমণীকুল বিধাতার কাছে বিনম্র নিবেদন করল—এই ভ্রাতা চতুষ্টয়ের বিবাহ যেন মিথিলাতেই হয় আর আমরা মঙ্গলগীতি পরিবেশন করব॥

সোরঠা— রমণীগণ অঙ্গে পুলকিত হয়ে প্রেমাশ্রুসজল নয়ন হয়েছিল। তারা পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন কালে বলল—রাজাযুগল পুণ্যের সাগরসম, ত্রিপুরারি মহাদেব আমাদের মনোবাঞ্ছাও অবশ্যই পূরণ করবেন॥ ৩১১॥

চৌপাই— যখন সকলে এইরকম প্রার্থনা করছিল তখন তাদের চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সীতাদেবীর স্বয়ংবর সভায় সমাগত নৃপতিগণও এই ভ্রাতা চতুষ্টয়কে দর্শন করে ধন্য হলেন॥ ১॥ শ্রীরামচন্দ্রের সুবিমল যশোগাথা সংকীর্তন করে নৃপতিগণ যে যার নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। মিথিলার জনগণ ও পাত্রপক্ষ সকলেই অতি আনন্দভোগ করছেন॥ ২॥ অবশেষে মঙ্গলময় শুভলগ্নযুক্ত দিন এসে পড়ল। তখন হেমন্তের মনোরম অগ্রহায়ণ মাস। গ্রহ, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও বার সবই সর্বশ্রেষ্ঠ হল। লগ্ন বিচার করে বিধাতা লগ্নপত্র দেবর্ষি নারদের হাতে (রাজর্ষি জনকের কাছে) পাঠিয়ে দিলেন। লগ্নপত্রের বিবরণ রাজর্ষি জনকের জ্যোতিষীদের গণনার সঙ্গে মিলে গেল। এই কথা শুনে সকলে বলল—এইখানকার জ্যোতিষীরাও বিধাতাসম॥ ৩-৪॥

দোহা (৩১২)

ধেনুধূরি বেলা বিমল সকল সুমঙ্গল মূল।
বিপ্রন্হ কহেউ বিদেহ সন জানি সগুন অনুকূল॥

চৌপাই (১—৪)

উপরোহিতহি কহেউ নরনাহা। অব বিলম্ব কর কারনু কাহা॥
সতানন্দ তব সচিব বোলাএ। মঙ্গল সকল সাজি সব ল্যাএ॥

সঙ্খ নিসান পনব বহু বাজে। মঙ্গল কলস সগুন সুভ সাজে॥
সুভগ সুআসিনি গাবহিঁ গীতা। করহিঁ বেদ ধুনি বিপ্র পুনীতা॥

লেন চলে সাদর এহি ভাঁতী। গএ জহাঁ জনবাস বরাতী॥
কোসলপতি কর দেখি সমাজূ। অতি লঘু লাগ তিন্হহি সুররাজূ॥

ভয়উ সমউ অব ধারিঅ পাউ। যহ সুনি পরা নিসানহিঁ ঘাউ॥
গুরহি পূছি করি কুল বিধি রাজা। চলে সঙ্গ মুনি সাধু সমাজা॥

দোহা (৩১৩)

ভাগ্য বিভব অবধেস কর দেখি দেব ব্রহ্মাদি।
লগে সরাহন সহস মুখ জানি জনম নিজ বাদি॥

চৌপাই (১—৩)

সুরন্হ সুমঙ্গল অবসরু জানা। বরষহিঁ সুমন বজাই নিসানা॥
সিব ব্রহ্মাদিক বিবুধ বরূথা। চঢ়ে বিমানন্হি নানা জূথা॥

প্রেম পুলক তন হৃদয়ঁ উছাহূ। চলে বিলোকন রাম বিআহূ॥
দেখি জনকপুরু সুর অনুরাগে। নিজ নিজ লোক সবহিঁ লঘু লাগে॥

চিতবহিঁ চকিত বিচিত্র বিতানা। রচনা সকল অলৌকিক নানা॥
নগর নারি নর রূপ নিধানা। সুঘর সুধরম সুসীল সুজানা॥

দোহা—তখন ব্রাহ্মণগণ রাজর্ষি জনককে বললেন—হে মহারাজ ! সকল মঙ্গলময় সুবিমল গোধূলিলগ্ন সমাগত। সর্বত্র মঙ্গলজনক শুভলক্ষণসকল দেখা যেতে লাগল॥ ৩১২ ॥

চৌপাই—তখন রাজর্ষি জনক পুরোহিত শ্রীশতানন্দকে বললেন—আর বিলম্ব করে কী হবে ? তখন শ্রীশতানন্দ মন্ত্রীদের আহ্বান করলেন। তাঁদের আদেশে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সকল সুসজ্জিত করে নিয়ে আসা হল॥ ১॥ শঙ্খ, নাকাড়া, ভেরি, ঢোল আদি বহু বাদ্য একসঙ্গে বেজে উঠল। মঙ্গলঘট ও শুভলক্ষণযুক্ত বস্তু দধি, দূর্বা আদি আনা হল। সুন্দরী সৌভাগ্যবতী রমণীগণ গান গাইতে লাগল আর পরম পবিত্র বেদপাঠ ব্রাহ্মণদের মুখে শোনা গেল॥ ২॥ এইবার সকলে অভ্যর্থনা করে পাত্রপক্ষকে আনতে চললেন। তাঁরা সেই অতিথিশালায় উপনীত হলেন যেখানে পাত্রপক্ষ অবস্থান করে ছিলেন। অযোধ্যাপতি শ্রীদশরথের বৈভব প্রত্যক্ষ করে তাঁরা দেবরাজ ইন্দ্রকেও তুচ্ছ মনে করতে লাগলেন॥ ৩॥ (তাঁরা সেইখানে গিয়ে নিবেদন করলেন—) শুভলগ্ন সমাগত। আপনাদের যাওয়া প্রয়োজন। এই কথা শ্রবণ করতেই নাকাড়াসকল বেজে উঠল। গুরু বশিষ্ঠদেবের অনুমতি নিয়ে ও সকল কুলাচার পালন করে মহারাজ শ্রীদশরথ মুনি ও সাধু সকলকে নিয়ে চললেন॥ ৪॥

দোহা— অযোধ্যাপতি মহারাজ শ্রীদশরথের সৌভাগ্য ও বৈভব প্রত্যক্ষ করে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ মনে করলেন যে তাঁদের জন্মই বৃথা গেল। তাঁরা সহস্রমুখে দশরথের প্রশংসা করতে লাগলেন॥ ৩১৩॥

চৌপাই—মঙ্গলময় শুভলগ্ন সমাগত জেনে দেবতাগণ দুন্দুভি বাদ্য সহকারে পুষ্পবর্ষণ করতে থাকলেন। ভগবান শ্রীশংকর, ভগবান শ্রীব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাগণ দলে দলে বিমানে আরোহণ করলেন ; পুলকিত হয়ে তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে চললেন। তাঁরা সানুরাগে জনকপুর অবলোকন করলেন ; তাঁদের তা নিজ লোক থেকেও বেশি ভালো লাগল॥ ১-২॥ বিবাহ মণ্ডপের অনুপম সজ্জা ও অলৌকিক সৃষ্টিসকল তাঁদের অভিভূত করল। মিথিলার জনগণকে তাঁদের অনুপম রূপলাবণ্যযুক্ত লাগল ; তারা সকলেই সুশীল, অভিজাত, ধার্মিক ও বুদ্ধিমান॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

তিন্হহি দেখি সব সুর সুরনারীঁ। ভএ নখত জনু বিধু উজিআরীঁ॥
বিধিহি ভয়উ আচরজু বিসেষী। নিজ করনী কছু কতহুঁ ন দেখী॥

চৌপাই (৩১৪)

সিবঁ সমুঝাএ দেব সব জনি আচরজ ভুলাহু।
হৃদয়ঁ বিচারহু ধীর ধরি সিয় রঘুবীর বিআহু॥

চৌপাই (১—৪)

জিন্হ কর নামু লেত জগ মাহীঁ। সকল অমঙ্গল মূল নসাহীঁ॥
করতল হোহিঁ পদারথ চারী। তেই সিয় রামু কহেউ কামারী॥

এহি বিধি সম্ভু সুরন্হ সমুঝাবা। পুনি আগেঁ বর বসহ চলাবা॥
দেবন্হ দেখে দসরথু জাতা। মহামোদ মন পুলকিত গাতা॥

সাধু সমাজ সঙ্গ মহিদেবা। জনু তনু ধরেঁ করহিঁ সুখ সেবা॥
সোহত সাথ সুভগ সুত চারী। জনু অপবরগ সকল তনুধারী॥

মরকত কনক বরন বর জোরী। দেখি সুরন্হ ভৈ প্রীতি ন থোরী॥
পুনি রামহি বিলোকি হিয়ঁ হরষে। নৃপহি সরাহি সুমন তিন্হ বরষে॥

দোহা (৩১৫)

রাম রূপু নখ সিখ সুভগ বারহিঁ বার নিহারি।
পুলক গাত লোচন সজল উমা সমেত পুরারি॥

মিথিলার জনগণকে দেখে দেবতা ও দেবাঙ্গনা সকল নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন ; যেন চন্দ্রোদয়ে নক্ষত্রগণ জৌলুস হারাল। ভগবান শ্রীব্রহ্মা আশ্চর্য সব থেকে বেশি হয়েছিলেন কারণ তিনি সেইখানে নিজের সৃষ্টি করা কোনো বস্তুই দেখতে পেলেন না॥ ৪ ॥

দোহা—তখন ভগবান শ্রীশংকর সকলকে বললেন— আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। একটু ধৈর্য সহকারে ভাবলেই সকলেই বুঝতে পারবে যে এই বিবাহ অনুষ্ঠান সাধারণ নয় ; তা অলৌকিক। এই অলৌকিক বিবাহ যে (শ্রীভগবানের মহামহিমাযুক্ত স্বীয় শক্তি) সীতাদেবীর ও (স্বয়ং বিশ্বেশ্বরের অর্থাৎ) শ্রীরামচন্দ্রের॥ ৩১৪ ॥

চৌপাই—কামারি ভগবান শ্রীশংকর আবার বললেন—এঁরা হলেন জগতের জনক-জননী ; পরম পবিত্র শ্রীসীতারামের নাম নিলেই জগেতের সকল অমঙ্গল সমূলে বিনাশ হয় আর (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ রূপ) চতুর্বর্গ ফল করতলগত হয়॥ ১॥ ভগবান শ্রীশংকর দেবতাদের এইরূপ বলে নিজ শ্রেষ্ঠ বাহন নন্দিকেশ্বরের উপর আরোহণ করে এগিয়ে গেলেন। অন্যান্য দেবতাগণ মহারাজ শ্রীদশরথকে প্রসন্নচিত্তে গমন করতে দেখলেন। মহারাজ তখন পুলকিত অঙ্গ হয়ে ছিলেন॥ ২॥ মহারাজের সঙ্গে সঙ্গদান করছিলেন (হর্ষোৎফুল্ল) সাধু ও ব্রাহ্মণসকল। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন সকল সুখ মূর্তিমান হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। মহারাজের সঙ্গে তাঁর পুত্রসকলও ছিলেন। চারপুত্রকে দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন (সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য) মোক্ষরূপে মূর্তিমান হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন॥ ৩॥ অনুপম সুন্দর যুগল বিগ্রহদ্বয় একজন মরকত হরিদ্বর্ণ ও অন্যজন সুবর্ণবর্ণ। তা দর্শন করে দেবতাগণ প্রীত হলেন। অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে তাঁরা আনন্দে পরিপূর্ণ হলেন। দেবতাগণ মহারাজের প্রশংসা করে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ৪॥

দোহা—অনুপম সর্বাঙ্গসুন্দর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য বারে বারে দর্শন করে দেবী পার্বতী ও ভগবান শ্রীশংকর অঙ্গে পুলকিত হতে লাগলেন। তাঁদের নয়নযুগল প্রেমাশ্রুসজল হয়ে উঠল॥ ৩১৫ ॥

চৌপাই (১—৪)

কেকি কন্ঠ দুতি স্যামল অঙ্গা। তড়িত বিনিন্দক বসন সুরঙ্গা॥
ব্যাহ বিভূষন বিবিধ বনাএ। মঙ্গল সব সব ভাঁতি সুহাএ॥

সরদ বিমল বিধু বদনু সুহাবন। নয়ন নবল রাজীব লজাবন॥
সকল অলৌকিক সুন্দরতাঈ। কহি ন জাই মনহীঁ মন ভাঈ॥

বন্ধু মনোহর সোহহিঁ সঙ্গা। জাত নচাবত চপল তুরঙ্গা॥
রাজকুঅঁর বর বাজি দেখাবহিঁ। বংস প্রসংসক বিরিদ সুনাবহিঁ॥

জেহি তুরঙ্গ পর রামু বিরাজে। গতি বিলোকি খগনায়কু লাজে॥
কহি ন জাই সব ভাঁতি সুহাবা। বাজি বেষু জনু কাম বনাবা॥

ছন্দ

জনু বাজি বেষু বনাই মনসিজু রাম হিত অতি সোহঈ।
আপনেঁ বয় বল রূপ গুন গতি সকল ভুবন বিমোহঈ॥
জগমগত জীনু জরাব জোতি সুমোতি মনি মানিক লগে।
কিঙ্কিনি ললাম লগামু ললিত বিলোকি সুর নর মুনি ঠগে॥

দোহা (৩১৬)

প্রভু মনসহিঁ লয়লীন মনু চলত বাজি ছবি পাব।
ভূষিত উড়গন তড়িত ঘনু জনু বর বরহি নচাব॥

চৌপাই (১—২)

জেহিঁ বর বাজি রামু অসবারা। তেহি সারদউ ন বরনৈ পারা॥
সংকরু রাম রূপ অনুরাগে। নয়ন পঞ্চদস অতি প্রিয় লাগে॥

হরি হিত সহিত রামু জব জোহে। রমা সমেত রমাপতি মোহে॥
নিরখি রাম ছবি বিধি হরষানে। আঠই নয়ন জানি পছিতানে॥

চৌপাই—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ময়ূরকণ্ঠকান্তি (হরিতাভ) শ্যাম অঙ্গ। পরিধেয় পীতাম্বর এত সুন্দর ও উজ্জ্বল যে তা বিদ্যুন্মালাকেও লজ্জিত করে। পরম মঙ্গলময় রূপ তাঁর। বিবাহ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকারের সুন্দর আভরণে তিনি সুসজ্জিত ছিলেন॥ ১॥ তিনি শারদ পূর্ণচন্দ্রসম নির্মল বদনমণ্ডলযুক্ত ; তাঁর নয়নের মনোহারিতা প্রস্ফুটিত কমলকেও হার মানায়। তিনি অলৌকিক সৌন্দর্যসম্পন্ন (মায়া সৃষ্ট নন) ; তা দিব্য সচ্চিদানন্দময়। সেই মনোহর অলৌকিক সৌন্দর্য ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না॥ ২॥ তাঁর সঙ্গে অতি মনোহর ভ্রাতাগণ রয়েছেন যাঁরা চঞ্চল অশ্বদের নৃত্যের তালে তালে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। রাজকুমারগণ শ্রেষ্ঠ অশ্বচালনায় কৌশল দেখাচ্ছেন আর ভাট, বন্দক-গণ কুলের গুণাবলী সংকীর্তন করে যাচ্ছেন॥ ৩॥ গরুড় বিনিন্দিত গতি সম্পন্ন প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অশ্ব। সেই অশ্ব সর্বাঙ্গসুন্দর ছিল যা বলে বোঝানো যাবে না। অশ্বের সৌন্দর্য দেখে মনে হয় যেন স্বয়ং কামদেব অশ্বেররূপে এসেছেন॥ ৪॥

ছন্দ—যেন প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় কামদেব অশ্বরূপে শোভমান হয়ে আছেন। অশ্ব নিজ জৌলুস, বল, রূপ, গুণ ও ছন্দে ত্রিভুবনকে বিমোহিত করে রেখেছিল। জিন মুক্তা ও মণিমাণিক্য খচিত হওয়ায় তা জ্যোতির্ময় লাগছিল। অশ্বের লাগামে সুন্দর কিঙ্কিণী লাগানো ছিল তা দেবতা, মানব ও মুনিদের মোহিত করছিল॥

দোহা—শ্রীপ্রভুর ইচ্ছায় তদ্গতচিত্ত অশ্ব অনুপম শোভা বিস্তার করে চলছিল ; যেন তারাগণ ও বিদ্যুন্মালায় অলংকৃত মেঘরাজি সুন্দর ময়ূরকে নৃত্যশীল করে ছিল॥ ৩১৬॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রের অশ্ব ছিল অলৌকিক সুন্দর যার বর্ণনা দেওয়া দেবী সরস্বতীর পক্ষেও সম্ভব নয়। অশ্বারূঢ় শ্রীরামচন্দ্রের অলৌকিক রূপে মুগ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীশংকর তাঁর পঞ্চদশ নয়ন উন্মীলন করে তা উপভোগ করতে লাগলেন॥ ১॥ ভগবান শ্রীবিষ্ণু যখন প্রীতিপূর্বক শ্রীরামচন্দ্রকে দেখলেন তখন তিনি (পরমা সুন্দরী) দেবীলক্ষ্মীর সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্রের শোভা প্রত্যক্ষ করে ভগবান শ্রীব্রহ্মা অতিশয় প্রসন্ন হলেন কিন্তু তাঁর নয়নের সংখ্যা কেবল আট বলে দুঃখ পেলেন॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

সুর সনেপ উর বহুত উছাহূ। বিধি তে ডেবঢ় লোচন লাহূ॥
রামহি চিতব সুরেস সুজানা। গৌতম শ্রাপু পরম হিত মানা॥

দেব সকল সুরপতিহি সিহাহীঁ। আজু পুরন্দর সম কোউ নাহীঁ॥
মুদিত দেবগন রামহি দেখী। নৃপসমাজ দুহুঁ হরষু বিসেষী॥

ছন্দ

অতি হরষু রাজসমাজ দুহু দিসি দুন্দুভীঁ বাজহিঁ ঘনী।
বরষহিঁ সুমন সুর হরষি কহি জয় জয়তি জয় রঘুকুলমনী॥
এহি ভাঁতি জানি বরাত আবত বাজনে বহু বাজহীঁ।
রানী সুআসিনি বোলি পরিছনি হেতু মঙ্গল সাজহীঁ॥

দোহা (৩১৭)

সজি আরতী অনেক বিধি মঙ্গল সকল সঁবারি।
চলীঁ মুদিত পরিছনি করন গজগামিনি বর নারি॥

চৌপাই (১—৪)

বিধুবদনীঁ সব সব মৃগলোচনি। সব নিজ তন ছবি রতি মদু মোচনি।
পহিরেঁ বরন বরন বর চীরা। সকল বিভূষন সজেঁ সরীরা॥

সকল সুমঙ্গল অঙ্গ বনাএঁ। করহিঁ গান কলকন্ঠি লজাএঁ॥
কঙ্কন কিঙ্কিনি নূপুর বাজহিঁ। চালি বিলোকি কাম গজ লাজহিঁ॥

বাজহিঁ বাজনে বিবিধ প্রকারা। নভ অরু নগর সুমঙ্গলচারা॥
সচী সারদা রমা ভবানী। জে সুরতিয় সুচি সহজ সয়ানী॥

কপট নারি বর বেষ বনাঈ। মিলী সকল রনিবাসহিঁ জাঈ॥
করহিঁ গান কল মঙ্গল বানীঁ। হরষ বিবস সব কাহুঁ ন জানীঁ॥

দেব সেনাপতি কার্তিকের চিত্তে প্রবল আনন্দ অনুভূতি হল কারণ তিনি ভগবান শ্রীব্রহ্মার দেড়গুণ অর্থাৎ বারোটি চোখে শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করছেন। চতুর দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সহস্র নয়নে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখতে থাকলেন আর ঋষি গৌতমের অভিশাপকে নিজের কল্যাণকর মনে করলেন॥ ৩॥ দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের সৌভাগ্যকে ঈর্ষার চোখে দেখলেন (আর বললেন—) ইন্দ্রসম ভাগ্যবান আজ আর কেউ নেই। শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে দেবগণ তখন প্রসন্ন চিত্ত। নৃপতি যুগলের সমাজেও তখন বিশেষ আনন্দের পরিবেশ ছিল॥ ৪॥

ছন্দ—দুই রাজার শিবিরেই তখন আনন্দের হাট বসেছিল ; উভয় স্থানেই উচ্চনাদে নাকাড়া বাদ্য পরিবেশন হচ্ছিল। পরম আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে দেবতাগণ রঘুকুলমণি শ্রীরামচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন। পাত্রপক্ষের আগমন বার্তা লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বহু রকমের বাদ্য বেজে উঠল। রানি সৌভাগ্যবতী নারীদের ডেকে বরণডালার দ্রব্যাদি গোছগাছ করে নিতে লাগলেন॥

দোহা—বরণের বিভিন্ন মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি গোছগাছ করে নিয়ে রাজ-মহিষীগণ গজেন্দ্রগমনে পরমানন্দযুক্ত হয়ে বরণ করবার জন্য চললেন॥ ৩১৭॥

চৌপাই—বিধুবদনা মৃগনয়না রমণীগণ অপরূপ সুন্দরী ছিলেন যা রতির সৌন্দর্যকেও ম্লান করে। তাঁরা উৎকৃষ্ট চিত্রবিচিত্র বর্ণময় পরিধেয় বস্ত্রাদি ও অলংকারাদি ধারণ করে ছিলেন॥ ১॥ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দ্বারা তাঁরা অঙ্গ সুসজ্জিত করে কোকিল বিনিন্দিত কণ্ঠে গান করছিলেন। তাঁদের কঙ্কণ, কিঙ্কিণী ও নূপুর সুমধুর বাদ্য পরিবেশন করছিল। রমণীগণ গজেন্দ্রগমন গতিতে চলছিলেন যা কামদেবের গজকেও গতিতে লজ্জা দেয়॥ ২॥ নানাবিধ বাদ্যাদি বাজছিল। আকাশে ও ভূমিতে সর্বত্র মঙ্গলাচরণ হতে লাগল। দেবলোকের শচী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্বতী দেবীসকল—যাঁরা স্বাভাবিকভাবেই পবিত্র ও নিপুণ, ছদ্মবেশে সুন্দর রমণীরূপে অন্দরমহলে ঢুকে পড়লেন। সকলেই হর্ষোৎফুল্ল থাকায় কেউই তাঁদের চিনতে সক্ষম হলেন না॥ ৩-৪॥

ছন্দ

কো জান কেহি আনন্দ বস সব ব্রহ্মু বর পরিছন চলী।
কল গান মধুর নিসান বরষহিঁ সুমন সুর সোভা ভলী॥
আনন্দকন্দু বিলোকি দুলহু সকল হিয়ঁ হরষিত ভঈ।
অম্ভোজ অম্বক অম্বু উমগি সুঅঙ্গ পুলকাবলি ছঈ॥

দোহা (৩১৮)

জো সুখু ভা সিয় মাতু মন দেখি রাম বর বেষু।
সো ন সকহিঁ কহি কলপ সত সহজ সারদা সেষু॥

চৌপাই (১—৪)

নয়ন নীরু হটি মঙ্গল জানী। পরিছনি করহিঁ মুদিত মন রানী॥
বেদ বিহিত অরু কুল আচারূ। কীন্হ ভলী বিধি সব ব্যবহারূ॥

পঞ্চ সবদ ধুনি মঙ্গল গানা। পট পাঁবড়ে পরহিঁ বিধি নানা॥
করি আরতী অরঘু তিন্হ দীন্হা। রাম গমনু মন্ডপ তব কীন্হা॥

দসরথু সহিত সমাজ বিরাজে। বিভব বিলোকি লোকপতি লাজে॥
সময়ঁ সময়ঁ সুর বরষহিঁ ফূলা। সান্তি পঢ়হিঁ মহিসুর অনুকূলা॥

নভ অরু নগর কোলাহল হোঈ। আপনি পর কছু সুনই ন কোঈ॥
এহি বিধি রামু মন্ডপহিঁ আএ। অরঘু দেই আসন বৈঠাএ॥

ছন্দ

বৈঠারি আসন আরতী করি নিরখি বরু সুখু পাবহীঁ।
মনি বসন ভূষন ভূরি বারহিঁ নারি মঙ্গল গাবহীঁ॥
ব্রহ্মাদি সুরবর বিপ্র বেষ বনাই কৌতুক দেখহীঁ।
অবলোকি রঘুকুল কমল রবি ছবি সুফল জীবন লেখহীঁ॥

ছন্দ—তখন চেনা অথবা জানার অবস্থা ছিল না। পরম আনন্দে সকলেই বররূপে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মকে বরণ করতে পাওয়ার সৌভাগ্য লাভে ধন্য। মনোরম গীতি পরিবেশনের সঙ্গে সুমধুর নাকাড়া বাদ্য বাজছিল। দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করে আনন্দ প্রকাশ করছিলেন। সে এক অনুপম সুন্দর দৃশ্য। বর স্বয়ং আনন্দবিগ্রহ তাই সকলেই হর্ষোৎফুল্ল। অভিনব দৃশ্য দেখে সকলের কমলনয়নই প্রেমাশ্রুবারিতে পরিপূর্ণ ছিল ; অঙ্গে ছিল পুলক শিহরণ অনুভূতি॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রকে বরবেশে দেখে সীতাদেবীর মাতা সুনয়নাদেবী অনুপম সুখানুভূতি লাভ করলেন ; সেই বৃত্তান্ত সহস্র সরস্বতী ও শেষনাগের পক্ষে শতকল্পেও বলে শেষ করা সম্ভব নয় (অথবা লক্ষ সরস্বতী ও শেষনাগ লক্ষ কল্পেও তা বলে শেষ করতে পারবেন না)॥ ৩১৮॥

চৌপাই—পরম মঙ্গলময় সময় জেনে মহারানি নয়ণবারি রোধ করে প্রসন্নচিত্তে পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রকে বরবেশে বরণ করে নিলেন। সকল অনুষ্ঠানই বেদবিহিত রীতি ও কুলাচার অনুসারে উত্তমরূপে করা হল॥ ১॥ পঞ্চশব্দ (তন্ত্রী, করতাল, ঝাঁঝ, নাকাড়া ও ভূরী—বাদ্যের শব্দ) ও পঞ্চধ্বনি (বেদধ্বনি, বন্দকধ্বনি, জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি) ও মঙ্গলগীতি পরিবেশন চলতে লাগল। যাওয়ার পথে গালিচা পাতা হল। মহারানি সুনয়না দেবী বরণ করে অর্ঘ্য দিলেন। তখন প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বিবাহ মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হলেন॥ ২॥ তখন মহারাজ শ্রীদশরথ সপার্ষদ আসন গ্রহণ করলেন ; তাঁর বৈভব যেন লোকপালদেরও লজ্জা দেয়। যথোচিত সময়ে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন আর ভূদেব ব্রাহ্মণগণ শান্তিবচন উচ্চারণ করছিলেন॥ ৩॥ ভূমি, আকাশ-বাতাস আনন্দে উল্লাসে পরিপূর্ণ হল। পরস্পরের কথা শ্রবণ করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। এইভাবে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বিবাহ মণ্ডপে উপনীত হলেন, অর্ঘ্য দান করে সসম্মানে আসন দান করা হল॥ ৪॥

ছন্দ—বরাসনে বিরাজমান ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। বরণাদি সম্পন্ন হলে ভালোভাবে বরকে অবলোকন করে রমণীকুল সুখানুভূতি লাভ করলেন। তাঁরা প্রভূত পরিমাণ মণিমাণিক্য, বস্ত্রালংকার উপহাররূপে প্রদান করে আনন্দে মঙ্গলগান করতে লাগলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে কৌতুক লীলা প্রত্যক্ষ করছেন। রঘুকুল-পদ্ম-বিকাশকারী-ভানু শ্রীরামচন্দ্রের শোভা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে তাঁরা ধন্য হলেন॥

দোহা (৩১৯)

নাউ বারী ভাট নট রাম নিছাবরি পাই।
মুদিত অসীসহিঁ নাই সির হরষু ন হৃদয়ঁ সমাই॥

চৌপাই (১—৪)

মিলে জনকু দসরথু অতি প্রীতীঁ। করি বৈদিক লৌকিক সব রীতীঁ॥
মিলত মহা দোউ রাজ বিরাজে। উপমা খোজি খোজি কবি লাজে॥
লহী ন কতহুঁ হারি হিয়ঁ মানী। ইন্হ সম এই উপমা উর আনী॥
সামধ দেখি দেব অনুরাগে। সুমন বরষি জসু গাবন লাগে॥
জগু বিরঞ্চি উপজাবা জব তেঁ। দেখে সুনে ব্যাহ বহু তব তেঁ॥
সকল ভাঁতি সম সাজু সমাজূ। সম সমধী দেখে হম আজূ॥
দেব গিরা সুনি সুন্দর সাঁচী। প্রীতি অলৌকিক দুহু দিসি মাচী॥
দেত পাঁবড়ে অরঘু সুহাএ। সাদর জনকু মন্ডপহিঁ ল্যাএ॥

ছন্দ

মন্ডপু বিলোকি বিচিত্র রচনাঁ রুচিরতাঁ মুনি মন হরে।
নিজ পানি জনক সুজান সব কহুঁ আনি সিংঘাসন ধরে॥
কুল ইষ্ট সরিস বসিষ্ট পূজে বিনয় করি আসিষ লহী।
কৌসিকহি পূজত পরম প্রীতি কি রীতি তৌ ন পরৈ কহী॥

দোহা (৩২০)

বামদেব আদিক রিষয় পূজে মুদিত মহীস।
দিএ দিব্য আসন সবহি সব সন লহী অসীস॥

চৌপাই (১)

বহুরি কীন্হি কোসলপতি পূজা। জানি ঈস সম ভাউ ন দূজা॥
কীন্হি জোরি কর বিনয় বড়াঈ। কহি নিজ ভাগ্য বিভব বহুতাঈ॥

দোহা—পরামাণিক, মালী, বন্দক ও নটসকল প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের স্পর্শ লাভ করা উপহার দ্রব্য লাভ করে সানন্দে বিনীত আশীর্বাদ দিল ; তাদের উল্লাসে বাঁধ দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না॥ ৩১৯॥

চৌপাই—বৈদিক রীতিনীতি ও লোকাচার পালন করে এইবার রাজর্ষি জনক ও মহারাজ দশরথ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলেন। সেই মিলন দৃশ্য অনুপম শোভাযুক্ত, যার উপমা খুঁজে বার করা কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি॥ ১॥ উপমা যখন একান্ত ভাবেই পাওয়া গেল না তখন কবির মনে হল যে এঁদের উপমা এঁরা নিজেরাই। বৈবাহিকের মধ্যে এমন সুসম্পর্ক দেবতাদের প্রসন্নতা প্রদান করল। তাঁরা পুষ্পবৃষ্টি করে সাধুবাদ দিলেন আর তাঁদের প্রশংসা করতে লাগলেন॥ ২॥ (তাঁরা আলোচনা করতে লাগলেন—) সৃষ্টি কাল থেকে আমরা কত বিবাহ দেখলাম ও শুনলাম কিন্তু সর্বতোভাবে ঐশ্বর্যপূর্ণ অথচ সুসংগত এমন বৈবাহিক আমরা আজ পর্যন্ত দেখিনি॥ ৩॥ দেবতাদের বিশ্লেষণ দুই পক্ষকেই অলৌকিক প্রীতিতে পরিপূর্ণ করল। মহারাজ শ্রীদশরথকে বিবাহমণ্ডপে নিয়ে যাওয়ার জন্য গালিচা পাতা হল। রাজর্ষি জনক স্বয়ং তাঁকে পরম সমাদরে অর্ঘ্য দান করে বিবাহমণ্ডপে নিয়ে গেলেন॥ ৪॥

ছন্দ—মণ্ডপের রচনা কলাকৌশল ও রুচির বিন্যাস মুনিমনকেও মুগ্ধ করল। অতিথিবৎসল রাজর্ষি জনক সকলের বসবার জন্য নিজেই সিংহাসন বয়ে নিয়ে এলেন। অতঃপর রাজর্ষি ঋষি বশিষ্ঠদেবকে কুলদেবতাসম পূজার্চনা করলেন আর বিনম্র চিত্তে তাঁর আশীর্বাদাদি গ্রহণ করলেন। ঋষি বিশ্বামিত্রের পূজার্চনা করবার সময়ে জনক রাজার প্রীতির আতিশয্য দেখা গেল ; সেই প্রীতি বলে বোঝানো সম্ভব নয়॥

দোহা—রাজর্ষি জনক অতঃপর কামদেবাদি ঋষিদের পরম প্রীতি সহকারে পূজার্চনা করলেন। সকলেই দিব্য আসন লাভ করলেন ; তাঁদের আশীর্বাদকে রাজর্ষি জনক মাথা পেতে নিলেন॥ ৩২০॥

চৌপাই—অতঃপর তিনি অযোধ্যাপতি শ্রীদশরথকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজার্চনা করলেন ; পূজাকালে তাঁর মনে অন্য কোনো ভাবের আগমন হল না। অতঃপর তিনি করজোড়ে মহারাজ শ্রীদশরথের শুভাগমনকে তাঁর পরম সৌভাগ্য ও সম্পদরূপে চিহ্নিত করলেন॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

পূজে ভূপতি সকল বরাতী। সমধী সম সাদর সব ভাঁতী॥
আসন উচিত দিএ সব কাহূ। কহী কাহ মুখ এক উছাহূ॥
সকল বরাত জনক সনমানী। দান মান বিনতী বর বানী॥
বিধি হরি হরু দিসিপতি দিনরাউ। জে জানহিঁ রঘুবীর প্রভাউ॥
কপট বিপ্র বর বেষ বনাএঁ। কৌতুক দেখহিঁ অতি সচু পাএঁ॥
পূজে জনক দেব সম জানেঁ। দিএ সুআসন বিনু পহিচানেঁ॥

ছন্দ

পহিচান কো কেহি জান সবহি অপান সুধি ভোরী ভঈ।
আনন্দ কন্দু বিলোকি দূলহু উভয় দিসি আনঁদময়ী॥
সুর লখে রাম সুজান পূজে মানসিক আসন দএ।
অবলোকি সীলু সুভাউ প্রভু কো বিবুধ মন প্রমুদিত ভএ॥

দোহা (৩২১)

রামচন্দ্র মুখ চন্দ্র ছবি লোচন চারু চকোর।
করত পান সাদর সকল প্রেমু প্রমোদু ন থোর॥

চৌপাই (১—৪)

সমউ বিলোকি বসিষ্ঠ বোলাএ। সাদর সতানন্দু সুনি আএ॥
বেগি কুঅঁরি অব আনহু জাঈ। চলে মুদিত মুনি আয়সু পাঈ॥
রানী সুনি উপরোহিত বানী। প্রমুদিত সখিন্হ সমেত সয়ানী॥
বিপ্র বধূ কুলবৃদ্ধ বোলাঈঁ। করি কুলরীতি সুমঙ্গল গাঈঁ॥
নারি বেষ জে সুর বর বামা। সকল সুভায়ঁ সুন্দরী স্যামা॥
তিন্হহি দেখি সুখু পাবহিঁ নারী। বিনু পহিচানি প্রানহু তে প্যারী॥
বার বার সনমানহিঁ রানী। উমা রমা সারদ সম জানী॥
সীয় সঁবারি সমাজু বনাঈ। মুদিত মন্ডপহিঁ চলীঁ লবাঈ॥

রাজর্ষি জনক বরযাত্রীসকলকে বৈবাহিকসম সম্মান প্রদর্শন করে অতি সমাদরে পূজার্চনা করলেন ; তিনি তাঁদের যথোচিত আসনও দিলেন। তখনকার উচ্ছ্বাসের মাত্রা বর্ণনা করা এই এক মুখে সম্ভব নয়॥ ২॥ বরযাত্রীদের আপ্যায়নে রাজর্ষি জনক দান, মান, বিনয় ও সুমধুর বাক্য— কোনোটাই বাদ দিলেন না। শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যারা সম্পূর্ণ জ্ঞানী ছিলেন সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দিক্‌পাল ও সূর্য ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে প্রীতিপূর্বক লীলা দেখে যাচ্ছিলেন। রাজর্ষি জনক তাঁদেরও দেবতা জ্ঞানে পূজার্চনা করলেন আর চিনতে না পেরেও তাঁদের উত্তম আসন প্রদান করলেন॥ ৩-৪॥

ছন্দ—তখন কে কাকে চিনবে, জানবে ! সকলেই নিজ নিজ অস্তিত্ব হারিয়ে বসেছিল। আনন্দ নিকেতন বরকে দেখে দুই পক্ষই তখন আনন্দ বিহ্বল। সর্বজ্ঞ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু দেবতাদের চিনতে পারলেন। তিনি তাঁদের সকলকে মনে মনে পূজা করে মনেই তাঁদের আসন প্রদান করলেন। শ্রীপ্রভুর সদাচার ও স্বভাব দেখে দেবতারা মনে মনে আনন্দিত হলেন॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের চন্দ্রবদনের অনুপম সৌন্দর্য সকলের সুন্দর নয়ন চকোর পরমানন্দে পান করতে লাগল। প্রেম ও আনন্দ উপছে পড়ছিল॥ ৩২১॥

চৌপাই—মহালগ্ন সমাগত দেখে মহামুনি বশিষ্ঠদেব গুরু শ্রীশতানন্দকে ডেকে পাঠালেন। গুরু শ্রীশতানন্দ তখন সসম্ভ্রমে ছুটে এলেন। মহামুনি বশিষ্ঠদেব বললেন—এইবার রাজকুমারীকে আনবার ব্যবস্থা করুন। মহামুনির আদেশ পেয়ে তাঁরা প্রসন্নচিত্তে তা পালন করবার জন্য চললেন॥ ১॥ বুদ্ধিমতী রানি পুরোহিতের নির্দেশ শ্রবণ করে সখীদের সঙ্গে আনন্দ করতে লাগলেন। তিনি ব্রাহ্মণী ও কুলবয়োবৃদ্ধা সকলকে ডেকে কুলাচার পালন করতে করতে সুন্দর মঙ্গলগীতি গাইতে শুরু করলেন॥ ২॥ শ্রেষ্ঠ দেবাঙ্গনাসকল, যাঁরা সুন্দরী নারীর ছদ্মবেশে ছিলেন, সকলেই স্বভাব সুন্দরী ও ষোড়শী। তাঁদের উপস্থিতিতে মিথিলার অন্তঃপুরবাসীগণ সুখানুভূতি লাভ করছিলেন ; পরিচিতি না থাকলেও তাঁরা প্রাণসম প্রিয় লাগছিলেন॥ ৩॥ মহারানি তাঁদের দেবী পার্বতী, দেবী লক্ষ্মী ও দেবী সরস্বতীসম মনে করে বারে বারে সম্মান প্রদর্শন করছিলেন। (অন্তঃপুরবাসী ও সখীগণ দ্বারা) সীতাদেবী উত্তম রূপে সুসজ্জিতা হলেন। রমণীগণ দল বেঁধে তাঁকে বিবাহ মণ্ডপে নিয়ে এলেন॥ ৪॥

ছন্দ

চলি ল্যাই সীতহি সখীঁ সাদর সজি সুমঙ্গল ভামিনীঁ।
নবসপ্ত সাজেঁ সুন্দরীঁ সব মত্ত কুঞ্জর গামিনীঁ।।
কল গান সুনি মুনি ধ্যান ত্যাগহিঁ কাম কোকিল লাজহীঁ।
মঞ্জীর নূপুর কলিত কঙ্কন তাল গতি বর বাজহীঁ।।

দোহা (৩২২)

সোহতি বনিতা বৃন্দ মহুঁ সহজ সুহাবনি সীয়।
ছবি ললনা গন মধ্য জনু সুষমা তিয় কমনীয়।।

চৌপাই (১—৪)

সিয় সুন্দরতা বরনি ন জাঈ। লঘু মতি বহুত মনোহরতাঈ।।
আবত দীখি বরাতিন্হ সীতা। রূপ রাসি সব ভাঁতি পুনীতা।।

সবহি মনহিঁ মন কিএ প্রনামা। দেখি রাম ভএ পূরনকামা।।
হরষে দসরথ সুতন্হ সমেতা। কহি ন জাই উর আনঁদু জেতা।।

সুর প্রনামু করি বরিসহিঁ ফূলা। মুনি অসীস ধুনি মঙ্গল মূলা।।
গান নিসান কোলাহলু ভারী। প্রেম প্রমোদ মগন নর নারী।।

এহি বিধি সীয় মন্ডপহিঁ আঈ। প্রমুদিত সান্তি পঢ়হিঁ মুনিরাঈ।।
তেহি অবসর কর বিধি ব্যবহারূ। দুহুঁ কুলগুর সব কীন্হ অচারূ।।

ছন্দ (১)

আচারু করি গুর গৌরি গনপতি মুদিত বিপ্র পুজাবহীঁ।
সুর প্রগটি পূজা লেহিঁ দেহিঁ অসীস অতি সুখু পাবহীঁ।।
মধুপর্ক মঙ্গল দ্রব্য জো জেহি সময় মুনি মন পহুঁ চহেঁ।
ভরে কনক কোপর কলস সো তব লিএহিঁ পরিচারক রহেঁ।।

ছন্দ—অন্তঃপুরবাসী রমণীগণ ও সখীগণ দ্বারা সীতাদেবীকে অনুপম সুন্দর মাঙ্গলিক সাজে সুসজ্জিত করা হল। অতঃপর ষোড়শ শৃঙ্গারে সুসজ্জিতা সুন্দরীগণ মত্ত গজেন্দ্রগামিনী চালে সীতাদেবীকে নিয়ে বিবাহ মণ্ডপের দিকে চললেন। সেই দৃশ্য দেখে ও মনোরম পরিবেশিত গীতি শ্রবণ করে মুনিদেরও ধ্যানভঙ্গ হয় ও কামদেবের কোকিলও লজ্জা পায়। সুন্দরীদের গমনকালে তাদের ধারণ করা মঞ্জীর, নূপুর ও কঙ্কণ তালে তালে বাদ্যবাদন করছিল॥

দোহা—সহজ সুন্দরী সীতাদেবী অনুপম সুন্দরী নারীদের মধ্যেও বিশেষভাবে শোভমান ছিলেন ; তিনি যেন সুন্দরীদের মধ্যে কমনীয় সুষমারূপে অধিষ্ঠিতা ছিলেন ॥ ৩২২ ॥

চৌপাই—এই ক্ষীণবুদ্ধিতে সেই সুমনোহর সীতাদেবীর সৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এইবার পরম পবিত্র রূপরাশিসম্পন্না সীতাদেবীর আগমন দৃশ্য পাত্রপক্ষের চোখে পড়ল॥ ১॥ সকলেই মনে মনে সীতাদেবীকে প্রণাম নিবেদন করলেন ; আর শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে তারা তো পূর্ণকাম (কৃতকৃত্য) হয়ে গেলেন। মহারাজ শ্রীদশরথ এই দৃশ্য দেখে তাঁর অন্যান্য পুত্রদের সঙ্গে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন ; সে আনন্দ বলে বোঝানো যাবে না॥ ২॥ দেবতাগণ শ্রীসীতারামকে দর্শন করে (পরমানন্দ যুক্ত হয়ে) প্রণাম নিবেদন করে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। মঙ্গলময় মুনিঋষিদের আশীর্বচন ; গীতি ও নাকাড়া বাদ্য পরিবেশন সমগ্র পরিবেশকে কোলাহল মুখর করে রেখেছিল। নরনারী নির্বিশেষে সকলেই প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ছিল॥ ৩॥ এইভাবে সীতাদেবীর বিবাহমণ্ডপে আগমন হল। মুনিরাজের শান্তিবাণী পাঠ পরিবেশকে দিব্য স্তরে উন্নীত করল। উভয় পক্ষের কুলগুরুগণ বিবাহের সময়ের অবশ্যকৃত্য রীতি, ব্যবহার ও কুলাচার যথাযথভাবে পালন করলেন॥ ৪॥

ছন্দ—কুলাচার উত্তমরূপে পালন করে গুরুদেব প্রসন্নচিত্তে মহাদেবী গৌরী, সিদ্ধিদাতা গণেশের ও ব্রাহ্মণদের পূজার্চনা করালেন (অথবা ব্রাহ্মণদের দ্বারা মহাদেবী গৌরী ও সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজার্চনা করালেন)। দেবতাগণ সশরীরে আবির্ভূত হয়ে সেই পূজার্চনা গ্রহণ করলেন আর সুখানুভূতি সহকারে আশীর্বাদ দিলেন। মধুপর্কাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদির প্রয়োজনীয়তা মুনিমনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেবকগণ তা কুম্ভে পূর্ণ করে সুবর্ণনির্মিত পরাতে প্রস্তুত রাখছিলেন॥

ছন্দ

কুল রীতি প্রীতি সমেত রবি কহি দেত সবু সাদর কিয়ো।
এহি ভাঁতি দেব পুজাই সীতহি সুভগ সিংঘাসনু দিয়ো॥
সিয় রাম অবলোকনি পরস্পর প্রেমু কাহুঁ ন লখি পরৈ।
মন বুদ্ধি বর বানী অগোচর প্রগট কবি কৈসেঁ করৈ॥

দোহা (৩২৩)

হোম সময় তনু ধরি অনলু অতি সুখ আহুতি লেহিঁ।
বিপ্র বেষ ধরি বেদ সব কহি বিবাহ বিধি দেহিঁ॥

চৌপাই (১—৪)

জনক পাটমহিষী জগ জানী। সীয় মাতু কিমি জাই বখানী॥
সুজসু সুকৃত সুখ সুন্দরতাঈ। সব সমেটি বিধি রচী বনাঈ॥
সমউ জানি মুনিবরন্হ বোলাঈঁ। সুনত সুআসিনি সাদর ল্যাঈঁ॥
জনক বাম দিসি সোহ সুনয়না। হিমগিরি সঙ্গ বনী জনু ময়না॥
কনক কলস মনি কোপর রূরে। সুচি সুগন্ধ মঙ্গল জল পূরে॥
নিজ কর মুদিত রায়ঁ অরু রানী। ধরে রাম কে আগেঁ আনী॥
পঢ়হিঁ বেদ মুনি মঙ্গল বানী। গগন সুমন ঝরি অবসরু জানী॥
বরু বিলোকি দম্পতি অনুরাগে। পায় পুনীত পখারন লাগে॥

ছন্দ (১)

লাগে পখারন পায় পঙ্কজ প্রেম তন পুলকাবলী।
নভ নগর গান নিসান জয় ধুনি উমগি জনু চহুঁ দিসি চলী॥
জে পদ সরোজ মনোজ অরি উর সর সদৈব বিরাজহীঁ।
জে সকৃত সুমিরত বিমলতা মন সকল কলি মল ভাজহীঁ॥

ছন্দ—স্বয়ং সূর্যদেব প্রীতি সহকারে সূর্যবংশের রীতিনীতি বলে দিচ্ছিলেন যা অতি সমাদরে সঙ্গে সঙ্গে পালন করা হচ্ছিল। এইভাবে দেবতাদের পূজার্চনা সুচারুভাবে সুসম্পন্ন হল আর তখন মুনিগণ সীতাদেবীকে উত্তম সিংহাসনে উপবেশন করালেন। সকলের অলক্ষ্যে সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে দৃষ্টি ও প্রীতি বিনিময় হয়ে গেল। সেই গূঢ় তত্ত্ব যা মন, বুদ্ধি ও বাণীর অগোচর, তা কবি কীভাবে প্রকাশ করবে ॥

দোহা—হোমের সময়ে অগ্নিদেব সশরীরে আবির্ভূত হয়ে প্রীতিপূর্বক আহুতি গ্রহণ করলেন। বেদসকল ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত ছিলেন ; তাঁরা বিবাহ পদ্ধতি সঠিক ভাবে নির্দেশ করছিলেন॥ ৩২৩॥

চৌপাই—রাজর্ষি জনকের জগদ্বিখ্যাত পাটরানি ও সীতাদেবীর মাতার (সুনয়নাদেবীর) বর্ণনা করা কঠিন কার্য। বিধাতা যেন সকল সুযশ, সুকৃতি, সুখ ও সৌন্দর্য ঢেলে তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন॥ ১॥ শুভলগ্ন সমাগত জেনে মুনিগণ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। আহ্বান বার্তা শ্রবণ করেই সৌভাগ্যবতী রমণীগণ সুনয়নাদেবীকে পরম সমাদরে নিয়ে এলেন। সুনয়নাদেবী রাজর্ষি জনকের বাম দিকে শোভমান হলেন ; মনে হচ্ছিল যেন হিমাচলের সঙ্গে মেনকা বসে আছেন॥ ২॥ এইবার রাজদম্পতি স্বহস্তে পবিত্র সুগন্ধিত মঙ্গলবারিতে পূর্ণ সুবর্ণনির্মিত কলস ও মণিময় সুন্দর পরাত সানন্দে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে রাখলেন॥ ৩॥ মাঙ্গলিক কার্যের রীতি অনুসারে মুনিগণ বেদপাঠ করছিলেন। শুভলগ্ন সমাগত দেখে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। রাজদম্পতি প্রেমানুরাগরঞ্জিত হয়ে বরের পাদপ্রক্ষালন করে দিতে লাগলেন॥ ৪॥

ছন্দ—রাজদম্পতি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন যখন করছিলেন তখন তাঁরা পুলকিত তনু হয়ে পড়েছিলেন। আকাশ-বাতাস-ভূমি সর্বত্রই গীতি, নাকাড়া বাদ্য ও জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হল। যে শ্রীপাদপদ্ম কামারি ভগবান শ্রীশংকরের চিত্ত সরোবরে সতত প্রস্ফুটিত থাকে ; যা একবার স্মরণ করলে মনের কলুষ নিবারণ হয় আর কলিযুগের সকল পাপ বিধৌত হয় ॥ ১॥

ছন্দ (২)

জে পরসি মুনিবনিতা লহী গতি রহী জো পাতকমঈ।
মকরন্দু জিন্হ কো সম্ভু সির সুচিতা অবধি সুর বরনঈ॥
করি মধুপ মন মুনি জোগিজন জে সেই অভিমত গতি লহেঁ।
তে পদ পখারত ভাগ্যভাজনু জনকু জয় জয় সব কহেঁ॥

ছন্দ (৩)

বর কুঅঁরি করতল জোরি সাখোচারু দোউ কুলগুর করৈঁ।
ভয়ো পানিগহনু বিলোকি বিধি সুর মনুজ মুনি আনঁদ ভরৈঁ॥
সুখমূল দূলহু দেখি দম্পতি পুলক তন হুলস্যো হিয়ো।
করি লোক বেদ বিধানু কন্যাদানু নৃপভূষন কিয়ো॥

ছন্দ (৪)

হিমবন্ত জিমি গিরিজা মহেসহি হরিহি শ্রী সাগর দঈ।
তিমি জনক রামহি সিয় সমরপী বিস্ব কল কীরতি নঈ॥
ক্যোঁ করৈ বিনয় বিদেহু কিয়ো বিদেহু মূরতি সাবঁরীঁ।
করি হোমু বিধিবত গাঁঠি জোরী হোন লাগীঁ ভাবঁরীঁ॥

দোহা (৩২৪)

জয় ধুনি বন্দী বেদ ধুনি মঙ্গল গান নিসান।
সুনি হরষহিঁ বরষহিঁ বিবুধ সুরতরু সুমন সুজান॥

চৌপাই (১)

কুঅঁরু কুঅঁরি কল ভাবঁরি দেহীঁ। নয়ন লাভু সব সাদর লেহীঁ॥
জাই ন বরনি মনোহর জোরী। জো উপমা কছু কহৌঁ সো থোরী॥

ছন্দ—যাঁর স্পর্শ লাভ করে গৌতমভার্যা পাতকী হয়েও পরমগতি লাভ করেন ; যে শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দরস (গঙ্গা) ভগবান শ্রীশংকরের মস্তকে স্থান পায় ; যাঁকে দেবতাগণ পবিত্রতা বা পরাকাষ্ঠা মনে করে থাকেন ; আর যাঁকে মনভ্রমর করে সেবা করে যোগী-মুনিগণ মনোবাঞ্ছিত গতি লাভ করে থাকেন তাই আজ পরম সৌভাগ্যবান রাজর্ষি জনক বিধৌত করে দিচ্ছিলেন। সেই অনুপম ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সকলে জয়ধ্বনি দিলেন॥ ২॥

ছন্দ—উভয়পক্ষের কুলগুরু পাত্রপাত্রীর হস্ত যুক্ত করে উভয়পক্ষের বংশ পরিচয় যথাযথভাবে ঘোষণা করলেন। পাণিগ্রহণ অনুষ্ঠান দেখে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, মানবগণ ও মুনিঋষিগণ পরম আনন্দে পরিপূর্ণ হলেন। সকল সুখের আকর শ্রীরামচন্দ্ররূপ বরকে প্রত্যক্ষ করে রাজদম্পতি অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি লাভ করলেন ; অন্তর তাঁদের পরম আনন্দে ভরে উঠল। লোকাচার ও বেদবিধি যথাযথভাবে পালন করে নৃপতিদের ভূষণ রাজর্ষি জনক কন্যাদান করলেন॥

ছন্দ—পূর্বে হিমাচল কন্যা পার্বতীদেবীকে ভগবান শ্রীশংকরের হস্তে অর্পণ করেছিলেন আর সাগর কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর হস্তে অর্পণ করেছিলেন। সেইভাবেই রাজর্ষি জনক কন্যা সীতাদেবীকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে তুলে দিলেন। বিশ্বচরাচরে এক অনুপম সুন্দর নবীন কীর্তি স্থাপন হল। বিদেহ নামধারী রাজর্ষি জনক তখন বিনয় প্রকাশ করবার অবস্থায় ছিলেন না কারণ নবনীরদকান্তি শ্যামসুন্দর শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে সত্যই দেহজ্ঞান বিরহিত করে দিয়েছিলেন। শাস্ত্রবিধি অনুসারে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করে গাঁঠছড়া বাঁধা হল আর নবদম্পতিকে যথাবিধি অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কুশণ্ডিকা করানো হল॥ ৪॥

দোহা—জয়ধ্বনি, বেদধ্বনি, বন্দকধ্বনি, মঙ্গলধ্বনি ও নাকাড়াধ্বনি শ্রবণ করে শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ; তাঁরা কল্পবৃক্ষ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ৩২৪॥

চৌপাই—নবদম্পতি কুশণ্ডিকা অনুষ্ঠানে অগ্নি প্রদক্ষিণ করছেন। সেই অনুপম দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে উপস্থিত সকলে চক্ষু সার্থক করলেন। নবদম্পতির সৌন্দর্য বর্ণনা সাধ্যাতীত কারণ তার উপমা যে হয় না॥ ১॥

চৌপাই (২—৫)

রাম সীয় সুন্দর প্রতিছাহীँ। জগমগাত মনি খম্ভন মাহীँ॥
মনহুঁ মদন রতি ধরি বহু রূপা। দেখত রাম বিআহু অনূপা॥
দরস লালসা সকুচ ন থোরী। প্রগটত দুরত বহোরি বহোরী॥
ভএ মগন সব দেখনিহারে। জনক সমান অপান বিসারে॥
প্রমুদিত মুনিন্হ ভাবঁরীं ফেরীं। নেগসহিত সব রীতি নিবেরীं॥
রাম সীয় সির সেঁদুর দেহীँ। সোভা কহি ন জাতি বিধি কেহীँ॥
অরুন পরাগ জলজু ভরি নীকেঁ। সসিহি ভূষ অহি লোভ অমীँ কেঁ॥
বহুরি বসিষ্ঠ দীন্হি অনুসাসন। বরু দুলহিনি বৈঠে এক আসন॥

ছন্দ (১—৪)

বৈঠে বরাসন রামু জানকি মুদিত মন দসরথু ভএ।
তনু পুলক পুনি পুনি দেখি অপনেँ সুকৃত সুরতরু ফল নএ॥
ভরি ভুবন রহা উছাহু রাম বিবাহু ভা সবহীँ কহা।
কেহি ভাঁতি বরনি সিরাত রসনা এক যহু মঙ্গলু মহা॥
তব জনক পাই বসিষ্ঠ আয়সু ব্যাহ সাজ সঁবারি কৈ।
মাণ্ডবী শ্রুতকীরতি উরমিলা কুঅঁরি লঈঁ হঁকারি কৈ॥
কুসকেতু কন্যা প্রথম জো গুন সীল সুখ সোভামঈ।
বস রীতি প্রীতি সমেত করি সো ব্যাহি নৃপ ভরতহি দঈ॥
জানকী লঘু ভগিনী সকল সুন্দরি সিরোমনি জানি কৈ।
সো তনয় দীন্হী ব্যাহি লখনহি সকল বিধি সনমানি কৈ॥
জেহি নামু শ্রুতকীরতি সুলোচনি সুমুখি সব গুন আগরী।
সো দঈ রিপুসূদনহি ভূপতি রূপ সীল উজাগরী॥
অনুরূপ বর দুলহিনি পরস্পর লখি সকুচ হিয়ঁ হরষহীँ।
সব মুদিত সুন্দরতা সরাহহিঁ সুমন সুর গন বরষহীँ॥
সুন্দরীं সুন্দর বরন্হ সহ সব এক মণ্ডপ রাজহীँ।
জনু জীব উর চারিউ অবস্থা বিভুন সহিত বিরাজহীँ॥

শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর অপরূপ প্রতিবিম্ব মণিময় স্তম্ভে দেদীপ্যমান ছিল ; যেন কামদেব ও রতি অগণিত রূপ ধারণ করে শ্রীরামচন্দ্রের সুন্দর বিবাহানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করছেন॥ ২ ॥ দর্শন লাভ করবার লালসা আর সংকোচ কামদেব ও রতির উভয়ের মধ্যেই ছিল ; তাই তাঁদের ক্ষণিক আবির্ভাব ও অদৃশ্য হওয়া বারে বারে হচ্ছিল। অপরূপ সুন্দর দৃশ্য দর্শকদের আনন্দে পরিপূর্ণ করল। তাঁরা সকলেই রাজর্ষি জনকসম দেহজ্ঞান বিরহিত হয়ে গেলেন॥ ৩॥ মুনিগণ কর্তৃক পরমানন্দে অগ্নি প্রদক্ষিণ ও সপ্তপদী অনুষ্ঠানসকল সুসম্পন্ন হল। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তখন বধূবেশী সীতাদেবীর সীমন্তে সিঁদুরদান করলেন ; সেই দৃশ্য তো বলে বোঝানো যাবে না॥ ৪ ॥ মনে হচ্ছিল যেন সর্প অমৃতের লোভে পরাগ দ্বারা পদ্মকে পূর্ণ করে তার দ্বারা চন্দ্রকে ভূষিত করছে (এইখানে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের হস্তকে পদ্ম, সিন্দুরকে পরাগ, শ্রীরামচন্দ্রের শ্যাম বাহুযুগলকে সর্প ও সীতাদেবীর মুখমণ্ডলকে চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে)। অতঃপর গুরু বশিষ্ঠদেবের অনুমতি নিয়ে বরকনেকে এক আসনে বসানো হল॥ ৫ ॥

ছন্দ—প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে শ্রেষ্ঠ বরাসনে উপবিষ্ট দেখে মহারাজ শ্রীদশরথ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন। নিজ সুকৃতি কল্পবৃক্ষের নবীন ফলকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করে তিনি বারে বারে অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভব করতে লাগলেন। আনন্দ তখন চতুর্দশ ভুবনে ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ-অনুষ্ঠান সমাপনের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এই অতিশয় মঙ্গলকর বৃত্তান্ত কথন কি এক জিহ্বার পক্ষে করা সম্ভব ! ১ ॥ অতঃপর মুনি বশিষ্ঠদেবের নির্দেশ অনুসারে রাজর্ষি জনক বিবাহের জন্য ব্যবস্থাদি করে রাজকুমারীত্রয় মাণ্ডবীদেবী, শ্রুতকীর্তি ও উর্মিলাকে ডেকে পাঠালেন। শ্রীকুশধ্বজের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাণ্ডবীদেবী গুণ, সদাচার, সুখ ও শোভার আধার ছিলেন। রাজর্ষি জনক তাঁর বিবাহ পরম প্রীতি সহকারে সকল নিয়ম পালন করে শ্রীভরতের সঙ্গে দিয়ে দিলেন॥ ২ ॥ সীতাদেবীর সহোদরা উর্মিলাদেবী অপরূপ সুন্দরী ছিলেন ; সসম্মানে তাঁর বিবাহ শ্রীলক্ষ্মণের সঙ্গে দেওয়া হল। সুলোচনা সুবদনা সর্বগুণসম্পন্না রূপ ও সদাচার আধারস্বরূপা শ্রুতকীর্তির বিবাহ রাজর্ষি জনক শ্রীশত্রুঘ্নের সঙ্গে দিলেন॥ ৩ ॥ চার জোড়া বরকনে তাঁদের অনুপম সৌন্দর্য বিস্তার করে বিবাহমণ্ডপে বিরাজমান। বরকনেসকল নিজের

দোহা (৩২৫)

মুদিত অবধপতি সকল সুত বধুন্হ সমেত নিহারী।
জনু পাএ মহিপাল মনি ক্রিয়ন্হ সহিত ফল চারি॥

চৌপাই (১—৪)

জসি রঘুবীর ব্যাহ বিধি বরনী। সকল কুআঁর ব্যাহে তেহিঁ করনী।
কহি ন জাই কছু দাইজ ভূরী। রহা কনক মনি মন্ডপু পূরী॥

কম্বল বসন বিচিত্র পটোরে। ভাঁতি ভাঁতি বহু মোল ন থোরে॥
গজ রথ তুরগ দাস অরু দাসী। ধেনু অলঙ্কৃত কামদুহা সী॥

বস্তু অনেক করিঅ কিমি লেখা। কহি ন জাই জানহিঁ জিন্হ দেখা॥
লোকপাল অবলোকি সিহানে। লীন্হ অবধপতি সবু সুখু মানে॥

দীন্হ জাচকন্হি জো জেহি ভাবা। উবরা সো জনবাসেহিঁ আবা॥
তব কর জোরি জনকু মৃদু বানী। বোলে সব বরাত সনমানী॥

ছন্দ (১, ২)

সনমানি সকল বরাত আদর দান বিনয় বড়াই কৈ।
প্রমুদিত মহামুনি বৃন্দ বন্দে পূজি প্রেম লড়াই কৈ॥
সিরু নাই দেব মনাই সব সন কহত কর সম্পুট কিএঁ।
সুর সাধু চাহত ভাউ সিন্ধু কি তোষ জল অঞ্জলি দিএঁ॥

কর জোরি জনকু বহোরি বন্ধু সমেত কোসলরায় সোঁ।
বোলে মনোহর বয়ন সানি সনেহ সীল সুভায় সোঁ॥
সম্বন্ধ রাজন রাবরেঁ হম বড়ে অব সব বিধি ভএ।
এহি রাজ সাজ সমেত সেবক জানিবে বিনু গথ লএ॥

মনের মতন সঙ্গী পেয়ে আনন্দিত হয়েও সংকুচিত। সুন্দরী নববধূগণকে সুন্দর বরের সঙ্গে উপস্থিত দেখে দেবতাগণ তাঁদের প্রশংসা করে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন জীবচিত্তের চার অবস্থা (জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়) নিজ চার স্বামীর (বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও ব্রহ্ম) সঙ্গে বিরাজমান রয়েছেন॥ ৪॥

দোহা—সকল পুত্রবধূদের সঙ্গে পুত্র চতুষ্টয়কে দেখে অযোধ্যাপতি শ্রীদশরথ আনন্দে পরিপূর্ণ হলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন চক্রবর্তী সম্রাট (যজ্ঞ, শ্রদ্ধা, যোগ ও জ্ঞান) ক্রিয়া চতুষ্টয়ের সঙ্গে চতুর্বর্গফল (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) লাভ করে আনন্দে আছেন॥ ৩২৬॥

চৌপাই—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহের রীতিই অন্যান্য রাজকুমারদের বিবাহের সময়ে অনুসৃত হল। যৌতুকের পরিমাণ বলে শেষ করা যাবে না ; সম্পূর্ণ মণ্ডপই সুবর্ণ ও মণিমাণিক্যে ঠাসা হয়ে গিয়েছিল॥ ১॥ যৌতুকের মধ্যে রেশম, পশম, বস্ত্র আদির বহুমূল্য সম্ভার ছিল। তা ছাড়া ছিল গজ, অশ্ব, অলংকারে সুসজ্জিতা ধেনু যা গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। সেই বিশাল পরিমাণ দ্রব্যাদি দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল ; তা লোকপালদেরও স্তম্ভিত করেছিল। সকল যৌতুকই অযোধ্যাপতি শ্রীদশরথ সানন্দে প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করেছিলেন॥ ২-৩॥ যৌতুকে পাওয়া দ্রব্যাদি যে যেমন চাইল তেমনই মহারাজ শ্রীদশরথ দান করে দিলেন ; কেবল অবশিষ্ট অংশই তিনি অতিথি-শালায় প্রেরণ করলেন। অতঃপর রাজর্ষি জনক হাতজোড় করে পাত্রপক্ষের উদ্দেশ্যে প্রীতি নিবেদন করলেন॥ ৪॥

ছন্দ—পাত্রপক্ষের সম্মানে দান, বিনয়, সমাদর ও প্রশংসা নিবেদন করে রাজর্ষি জনক পরম আনন্দে প্রীতিপূর্বক মুনিবরদের পূজার্চনা করলেন। মস্তক অনবত করে তিনি দেবতাদের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করলেন আর তারপর হাতজোড় করে বলতে লাগলেন—দেবতা ও সাধু তো সদ্ভাবই চান (তাঁরা প্রীতি দেখলে প্রসন্ন হন ; সেই পূর্ণকাম মহানুভবদের কি দ্রব্যাদি দিয়ে সন্তুষ্ট করা যায় ?) ; এক আঁজলা জলদান করে কি সমুদ্রকে সন্তুষ্ট করা যায় ? ১॥

অতঃপর রাজর্ষি জনক ভ্রাতা সহিত হাতজোড় করে অযোধ্যাপতি শ্রীদশরথ সমীপে গমন করলেন আর স্নেহ, সদাচার ও সুন্দর প্রেম সিঞ্চিত

ছন্দ (৩)

এ দারিকা পরিচারিকা করি পালিবীঁ করুনা নঈ।
অপরাধু ছমিবো বোলি পঠএ বহুত হৌঁ টীট্যো কঈ।।
পুনি ভানুকুলভূষন সকল সনমান নিধি সমধী কিএ।
কহি জাতি নহিঁ বিনতী পরস্পর প্রেম পরিপূরন হিএ।।

ছন্দ (৪)

বৃন্দারকা গন সুমন বরিসহিঁ রাউ জনবাসেহি চলে।
দুন্দুভী জয় ধুনি বেদ ধুনি নভ নগর কৌতূহল ভলে।।
তব সখীঁ মঙ্গল গান করত মুনীস আয়সু পাই কৈ।
দূলহ দুলহিনিন্হ সহিত সুন্দরি চলীঁ কোহবর ল্যাই কৈ।।

দোহা (৩২৬)

পুনি পুনি রামহি চিতব সিয় সকুচতি মনু সকুচৈন।
হরত মনোহর মীন ছবি প্রেম পিআসে নৈন।।

মাসপারায়ণ, একাদশ বিশ্রাম

চৌপাই (১—৪)

স্যাম সরীরু সুভায়ঁ সুহাবন। সোভা কোটি মনোজ লজাবন।।
জাবক জুত পদ কমল সুহাএ। মুনি মন মধুপ রহত জিন্হ ছাএ।।
পীত পুনীত মনোহর ধোতী। হরতি বাল রবি দামিনি জোতী।।
কল কিঙ্কিনি কটি সূত্র মনোহর। বাহু বিসাল বিভূষন সুন্দর।।
পীত জনেউ মহাছবি দেঈ। কর মুদ্রিকা চোরি চিতু লেঈ।।
সোহত ব্যাহ সাজ সব সাজে। উর আয়ত উরভূষন রাজে।।
পিঅর উপরনা কাখাসোতী। দুহুঁ আঁচরন্হি লগে মনি মোতী।।
নয়ন কমল কল কুন্ডল কানা। বদনু সকল সৌঁদর্জ নিধানা।।

ভাষায় বিনয় সহকারে বললেন—হে রাজন্ ! আপনার সঙ্গে আত্মীয়তায় যুক্ত হয়ে আমরা সব দিক থেকে কৃতকৃত্য হয়ে গিয়েছি। এখন থেকে এই রাজ্য ও সম্পদসহ আমরা আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব॥ ২॥

আমার এই কন্যাদের দাসী জ্ঞান করে সতত তাদের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখবেন। আপনাকে এইখানে ডেকে আনবার আমার ঔদ্ধত্যকে আপনি (নিজগুণে) ক্ষমা করে দিন। অতঃপর সূর্যকুলভূষণ শ্রীদশরথ বেহাই রাজর্ষি জনককে এত সম্মান দিলেন যে তিনি সম্মাননিধি হয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে যে বিনয় ও প্রীতির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হল তা বলে বোঝানো যাবে না॥ ৩॥

দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন ; মহারাজ শ্রীদশরথ এইবার উঠে তাঁর বিশ্রামস্থল অভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন আকাশে বাতাসে ভূমিতে সর্বত্র আনন্দোৎসব চলছিল ; নাকাড়া বাদ্য, জয়ধ্বনি ও বেদপাঠ পরিবেশকে রমণীয় করে রেখেছিল। তখন মুনিগণের অনুমতি লাভ করে সুন্দরী সখীগণ মঙ্গলগীতি পরিবেশন করতে করতে বরকনে চতুষ্টয়কে নিয়ে কুলদেবতার স্থানে গমন করলেন॥ ৪॥

দোহা—*সীতাদেবী ঘন ঘন প্রেমপ্রীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দিকে গেলেন। দৃষ্টিতে লজ্জার আভাস থাকলেও, মনে তা ছিল না। সেই দৃষ্টি যেন মৎস্যের জলের জন্য আঁকুপাকু করাকে মনে করিয়ে দেয়॥ ৩২৬॥*

চৌপাই—দূর্বাদলশ্যাম প্রভু শ্রীরামচন্দ্র স্বভাব সুন্দর ; সে শোভা কোটি কামদেবের যুগপৎ শোভাকেও ম্লান করে। তাঁর অনক্তরস অরুণাভ মুনিমনরূপ ভ্রমর আকর্ষণকারী পাদপদ্মদ্বয় পরম রমণীয়॥ ১॥ তাঁর অঙ্গের পীতাম্বর জ্যোতির্ময় ; তা যেন প্রভাতসূর্য ও বিদ্যুতের জ্যোতিকেও ম্লান করে দেয়। তাঁর কটিদেশ কটিসূত্র ও কিঙ্কিণী দ্বারা সুসজ্জিত। আজানুলম্বিত বাহুযুগলে ছিল অলংকারের শোভা॥ ২॥ পীত উপবীতেরও অনন্য শোভা। তাঁর অঙ্গুরীয়র সৌন্দর্য সকলের চিত্ত হরণ করতে সক্ষম ছিল। বিবাহ সাজে সুসজ্জিত প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অতিশয় শোভমান ছিলেন। তাঁর সুবিস্তৃত বক্ষঃস্থলে শোভিত ছিল অনুপম উরোভূষণ॥ ৩॥ দুই পাশে মণিমাণিক্যের ঝালর যুক্ত পীত উত্তরীয় তাঁর স্কন্ধ থেকে উপবীতসম আড়াআড়ি ভাবে অনুপম শোভা বিস্তার করে রেখেছিল। তিনি ছিলেন রাজীবায়তলোচন। তাঁর শ্রবণকুণ্ডলের শোভাও ছিল অনন্য ও বদনমণ্ডল ছিল যেন সকল সৌন্দর্যের আকর॥ ৪॥

চৌপাই (৫)

সুন্দর ভৃকুটি মনোহর নাসা। ভাল তিলকু রুচিরতা নিবাসা॥
সোহত মৌরু মনোহর মাথে। মঙ্গলময় মুকুতা মনি গাথে॥

ছন্দ (১—৪)

গাথে মহামনি মৌর মঞ্জুল অঙ্গ সব চিত চোরহীঁ।
পুর নারি সুর সুন্দরীঁ বরহি বিলোকি সব তিন তোরহীঁ॥
মনি বসন ভূষন বারি আরতি করহিঁ মঙ্গল গাবহীঁ।
সুর সুমন বরিসহিঁ সূত মাগধ বন্দি সুজসু সুনাবহীঁ॥

কোহবরহিঁ আনে কুঅঁর কুঅঁরি সুআসিনিন্হ সুখ পাই কৈ।
অতি প্রীতি লৌকিক রীতি লাগীঁ করন মঙ্গল গাই কৈ॥
লহকৌরি গৌরি সিখাব রামহি সীয় সন সারদ কহৈঁ।
রনিবাসু হাস বিলাস রস বস জন্ম কো ফলু সব লহৈঁ॥

নিজ পানি মনি মহুঁ দেখিঅতি মূরতি সুরূপনিধান কী।
চালতি ন ভুজবল্লী বিলোকনি বিরহ ভয় বস জানকী॥
কৌতুক বিনোদ প্রমোদু প্রেমু ন জাই কহি জানহিঁ অলীঁ।
বর কুঅঁরি সুন্দর সকল সখীঁ লবাই জনবাসেহিঁ চলীঁ॥

তেহি সময় সুনিঅ অসীস জহঁ তহঁ নগর নভ আনঁদু মহা।
চিরু জিঅহুঁ জোরীঁ চারু চারয়ো মুদিত মন সবহীঁ কহা॥
জোগীঁন্দ্র সিদ্ধ মুনীস দেব বিলোকি প্রভু দুন্দুভি হনী।
চলে হরষি বরষি প্রসূন নিজ নিজ লোক জয় জয় জয় ভনী॥

সুন্দর ভ্রূবিলাস ও মনোহর নাসিকার শোভা। ললাটিকায় ছিল সকল সৌন্দর্যের নিবাসভূমি। মস্তকে ছিল মনোহর কিরীট (মৌড়) ; তাতে মঙ্গলময় মুক্তা ও মণিমাণিক্যের সজ্জা ছিল।। ৫ ।।

ছন্দ—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকের মৌড়ে বহুমূল্য মণিমাণিক্যের শোভা ছিল যা অতিশয় চিত্তাকর্ষক ছিল। সুরনারী ও দেবললনাসকল বরকে দেখে তৃণচ্ছেদন করে নজর না লাগার কামনা করছিলেন ; আর মণিমাণিক্য ও বস্ত্রালংকার উপহার দিয়ে বরণ করছিলেন ও মঙ্গলগীতি করে আনন্দ করছিলেন। দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন আর সূত, মাগধ ও বন্দকসকল সুযশ সংকীর্তন করছিলেন।। ১।। সিমন্তিনী রমণীগণ প্রীতিপূর্বক বরকনে চতুষ্টয়কে কুলদেবতার স্থানে নিয়ে এলেন আর অতিশয় প্রীতি সহকারে মঙ্গলগীতি গাইতে গাইতে স্ত্রী-আচারাদি পালন করতে লাগলেন। দেবী পার্বতী শ্রীরামচন্দ্রকে ও সীতাদেবীকে পরস্পরকে খাইয়ে দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন ; এই কার্যে দেবী সরস্বতীও দেবী পার্বতীকে সাহায্য করলেন। অন্দরমহল তখন হাস্যকৌতুকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। (শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে দেখে) সকলেই অনুভব করলেন যে জন্ম সার্থক হয়েছে।। ২ ।। সীতাদেবীর কঙ্কণের মণিমাণিক্যে অনিন্দ্যসুন্দর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছিল যা সীতাদেবী একদৃষ্টে দেখছিলেন। হাত নড়ালে সেই দৃশ্য উপভোগ বিঘ্নিত হবে, তাই তিনি নিজ বাহুবল্লরীকে ও দৃষ্টিকে স্থির রেখেছিলেন। তখনকার আনন্দময় পরিবেশের কথা বলে বোঝানো সম্ভব নয় ; সেই হাস্যকৌতুক, বিনোদন, আনন্দ ও প্রেম সখীগণ আকণ্ঠ পান করছিলেন। অতঃপর সুন্দরী সখীগণ বরকনেদের বিশ্রামাগারে নিয়ে চললেন।। ৩।। স্বর্গ মর্ত্য তখন আশীর্বচনের ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়েছিল। সর্বত্রই আনন্দ ছেয়ে গেল। প্রসন্নচিত্তে সকলের মুখেই তখন নবদম্পতি চতুষ্টয়ের দীর্ঘজীবনের কামনা ধ্বনিত হচ্ছিল। যোগীরাজ, সিদ্ধ, শ্রেষ্ঠমুনি ও দেবতা-সকল প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে দুন্দুভি বাদনে আনন্দ প্রকাশ করলেন ; আর পুষ্পবৃষ্টি সহকারে জয়ধ্বনি দিতে দিতে নিজ নিজ লোকে প্রত্যাগমন করলেন।। ৪ ।।

দোহা (৩২৭)

সহিত বধূটিন্হ কুঅঁর সব তব আএ পিতু পাস।
সোভা মঙ্গল মোদ ভরি উমগেউ জনু জনবাস॥

চৌপাই (১—৪)

পুনি জেবনার ভই বহু ভাঁতী। পঠএ জনক বোলাই বরাতী॥
পরত পাঁবড়ে বসন অনূপা। সুতন্হ সমেত গবন কিয়ো ভূপা॥

সাদর সব কে পায় পখারে। জথাজোগু পীঢ়ন্হ বৈঠারে॥
ধোএ জনক অবধপতি চরনা। সীলু সনেহু জাই নহি বরনা॥

বহুরি রাম পদ পঙ্কজ ধোএ। জে হর হৃদয় কমল মহুঁ গোএ॥
তীনিউ ভাই রাম সম জানী। ধোএ চরন জনক নিজ পানী॥

আসন উচিত সবহি নৃপ দীন্হে। বোলি সূপকারী সব লীন্হে॥
সাদর লগে পরন পনবারে। কনক কীল মনি পান সঁবারে॥

দোহা (৩২৮)

সূপোদন সুরভী সরপি সুন্দর স্বাদু পুনীত।
ছন মহুঁ সব কেঁ পরুসি গে চতুর সুআর বিনীত॥

চৌপাই (১—২)

পঞ্চ কবল করি জেবন লাগে। গারি গান সুনি অতি অনুরাগে॥
ভাঁতি অনেক পরে পকবানে। সুধা সরিস নহিঁ জাহিঁ বখানে॥

পরুসন লগে সুআর সুজানা। বিঞ্জন বিবিধ নাম কো জানা॥
চারি ভাঁতি ভোজন বিধি গাঈ। এক এক বিধি বরনি ন জাঈ॥

দোহা—এইবার রাজকুমার চতুষ্টয় বধূদের সঙ্গে নিয়ে পিতা মহারাজ শ্রীদশরথের কাছে এলেন। মহারাজের নিবাসস্থান যেন আনন্দ, মঙ্গল ও শোভার আগার হয়ে গেল॥ ৩২৭ ॥

চৌপাই—অতঃপর অনেক রকম উত্তম আহার্য দ্রব্যাদির প্রস্তুতি চলল। রাজর্ষি জনক পাত্রপক্ষের সকলকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করলেন। মহারাজ শ্রীদশরথ পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে সেইস্থানে গমন করলেন। তাঁদের অভ্যর্থনায় চলার পথে গালিচা পাতা হল॥ ১॥ পরম সমাদরে সকলের পাদপ্রক্ষালন করে দেওয়া হল আর যথাযোগ্য আসন দেওয়া হল। তখন রাজর্ষি জনক অযোধ্যাপতি শ্রীদশরথের পাদপ্রক্ষালন করে দিলেন। তাঁর মনে অসামান্য সদাচার ও প্রীতি যা বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়॥ ২॥ অতঃপর তিনি সেই শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করলেন যা সতত ভগবান শ্রীশংকরের হৃৎকমলে বিরাজমান থাকে। শ্রীরামচন্দ্রের পাদপ্রক্ষালন করবার পর রাজর্ষি জনক অন্য তিন ভ্রাতারও পাদপ্রক্ষালন করলেন কারণ তাঁর দৃষ্টিতে ভ্রাতাগণ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সমান ছিলেন॥ ৩॥ রাজর্ষি জনক সকলকেই যথাযোগ্য আসন দিলেন। অতঃপর পরিবেশনকারীদের ডাক পড়ল। পরম সমাদরে সকলকে আহারপাত্র দান করা হল। আহার্যপাত্র মণিময় ছিল যাতে সুবর্ণ নির্মিত খুরো লাগানো ছিল॥ ৪॥

দোহা—সুচতুর সুবিনীত পাচকগণ আহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করেছিল। আহার্য দ্রব্যের মধ্যে সুন্দর, সুস্বাদু ও পবিত্র অন্ন-ডাল ও সুগন্ধিত গব্যঘৃত ছিল। অতি অল্পক্ষণেই তা সকলকে পরিবেশন করা হল॥ ৩২৮॥

চৌপাই—পঞ্চগ্রাস (অর্থাৎ প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা ও ব্যানায় স্বাহা) মন্ত্রোচ্চারণ করে গ্রাস গ্রহণ করে সকলে আহার করতে শুরু করলেন। আহারকালে সরস গীতিও পরিবেশন করা হল যা সকলকে প্রেমময় করে তুলল। বহুরকমের অমৃতোপম (সুস্বাদু) আহার্য দ্রব্যাদি পরিবেশন করা হল যা বলে শেষ করা যাবে না॥ ১॥ উত্তম পাচকগণ দ্বারা প্রস্তুত করা নানা রকমের ব্যঞ্জনাদি পরিবেশিত হতে লাগল। সেই সকল খাদ্য দ্রব্যাদির নামও কারো কারো জানা ছিল না। (চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়) চার স্বাদের খাদ্য পরিবেশিত হল। প্রত্যেক রকমের এত রকমের পদ প্রস্তুত করা হয়েছিল যে তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

ছরস রুচির বিঞ্জন বহু জাতী। এক এক রস অগনিত ভাঁতী॥
জেবঁত দেহিঁ মধুর ধুনি গারী। লৈ লৈ নাম পুরুষ অরু নারী॥
সময় সুহাবনি গারি বিরাজা। হঁসত রাউ সুনি সহিত সমাজা॥
এহি বিধি সবহীঁ ভোজনু কীন্হা। আদর সহিত আচমনু দীন্হা॥

দোহা (৩২৯)

দেই পান পূজে জনক দসরথু সহিত সমাজ।
জনবাসেহি গবনে মুদিত সকল ভূপ সিরতাজ॥

চৌপাই (১—৪)

নিত নূতন মঙ্গল পুর মাহীঁ। নিমিষ সরিস দিন জামিনি জাহীঁ॥
বড়ে ভোর ভূপতিমনি জাগে। জাচক গুন গন গাবন লাগে॥
দেখি কুঅঁর বর বধুন্হ সমেতা। কিমি কহি জাত মোদু মন জেতা॥
প্রাতক্রিয়া করি গে গুরু পাহীঁ। মহাপ্রমোদু প্রেমু মন মাহীঁ॥
করি প্রনামু পূজা কর জোরী। বোলে গিরা অমিঅঁ জনু বোরী॥
তুম্হরী কৃপাঁ সুনহু মুনিরাজা। ভয়উঁ আজু মৈঁ পূরন কাজা॥
অব সব বিপ্র বোলাই গোসাঈঁ। দেহু ধেনু সব ভাঁতি বনাঈঁ॥
সুনি গুর করি মহিপাল বড়াঈ। পুনি পঠএ মুনিবৃন্দ বোলাঈ॥

দোহা (৩৩০)

বামদেউ অরু দেবরিষি বালমীকি জাবালি।
আএ মুনিবর নিকর তব কৌসিকাদি তপসালি॥

চৌপাই (১—২)

দন্ড প্রনাম সবহি নৃপ কীন্হে। পূজি সপ্রেম বরাসন দীন্হে॥
চারি লচ্ছ বর ধেনু মগাঈঁ। কাম সুরভি সম সীল সুহাঈঁ॥
সব বিধি সকল অলঙ্কৃত কীন্হীঁ। মুদিত মহিপ মহিদেবন্হ দীন্হীঁ॥
করত বিনয় বহু বিধি নরনাহূ। লহেউঁ আজু জগ জীবন লাহূ॥

ষড় রসযুক্ত বহু রকমের সুস্বাদু ব্যঞ্জন রন্ধন করা হয়েছিল। ষড়-রসের (কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল ও মধুর) প্রত্যেকটিতে অগণিত পদ রন্ধন করা হয়েছিল। আহার গ্রহণকারীদের আমোদ আহ্লাদ খেউড় দ্বারা আপ্যায়ন করা হচ্ছিল॥ ৩॥ সময়োপযোগী খেউড় গীতি পরিবেশন সকলের সঙ্গে মহারাজ দশরথও উপভোগ করলেন। সেই অপূর্ব আহার্য ধারণ ক্রিয়া সমাপনে সকলকে আচমনের জল দান করা হল॥ ৪॥

দোহা—অতঃপর রাজর্ষি জনক তাম্বূল দান করে মহারাজ শ্রীদশরথসহ বরযাত্রীদের সেবা করলেন। চক্রবর্তী সম্রাট শ্রীদশরথ এইবার প্রসন্নচিত্তে বিশ্রামাগার অভিমুখে রওনা হলেন॥ ৩২৯॥

চৌপাই—মিথিলায় নিত্যনতুন মঙ্গলানুষ্ঠান আয়োজিত হতে লাগল। দিনরাত ঝড়ের বেগে কেটে যাচ্ছিল। প্রত্যুষেই মহারাজ শ্রীদশরথ নিদ্রোত্থিত হলেন। বন্দকগণ তখন মহরাজের যশঃকীর্তনে প্রবৃত্ত হল॥ ১॥ রাজকুমার চতুষ্টয়কে সুন্দরী নববধূদের সঙ্গে দেখে মহারাজের মনে আনন্দ ধরছিল না ; যা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে তিনি গুরু বশিষ্ঠদেব সকাশে গমন করলেন। তিনি তখন আনন্দ ও প্রীতির জোয়ারে ভেসে যাচ্ছিলেন॥ ২॥ মহারাজ শ্রীদশরথ গুরু বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম ও পূজার্চনা করে অমৃতসিঞ্চিত উক্তি করলেন—হে মুনিরাজ ! শুনুন। আপনার অনুগ্রহে আজ আমি পূর্ণকাম হলাম॥ ৩॥ হে প্রভু ! এইবার আপনি ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে বস্ত্রালংকারে সর্বতোভাবে সুসজ্জিতা ধেনু দান করুন। মহারাজ শ্রীদশরথের উক্তি মুনিবরকে প্রসন্নচিত্ত করল। তিনি মহারাজের ভূয়সী প্রশংসা করলেন ও মুনিঋষিদের ডেকে পাঠালেন॥ ৪॥

দোহা— তখন কামদেব, দেবর্ষি নারদ, বাল্মীকি, জাবালি ও বিশ্বামিত্র আদি শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিদের আগমন হল॥ ৩৩০॥

চৌপাই— মহারাজ শ্রীদশরথ দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করে মুনিঋষিদের অভ্যর্থনা করলেন ও প্রীতিপূর্বক পূজার্চনা করে তাঁদের আসন দান করলেন। অতঃপর মহারাজের আদেশ কামধেনুসম সংস্বভাবা চার লক্ষ উত্তম ধেনু আনা হল॥ ১॥ সেই সকল ধেনুকে বস্ত্রালংকার দ্বারা সর্বতোভাবে সুসজ্জিত করা হল ; আর তা মহারাজ শ্রীদশরথ কর্তৃক ব্রাহ্মণদের দান করা হল। সবিনয়ে মহারাজ জানালেন আজ মনে হচ্ছে আমার জন্ম জগতে সফল হল॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

পাই অসীস মহীসু অনন্দা। লিএ বোলি পুনি জাচক বৃন্দা॥
কনক বসন মনি হয় গয় স্যন্দন। দিএ বূঝি রুচি রবিকুলনন্দন॥
চলে পঢ়ত গাবত গুন গাথা। জয় জয় জয় দিনকর কুল নাথা॥
এহি বিধি রাম বিআহ উছাহূ। সকই ন বরনি সহস মুখ জাহূ॥

দোহা (৩৩১)

বার বার কৌসিক চরন সীসু নাই কহ রাউ।
যহ সবু সুখু মুনিরাজ তব কৃপা কটাচ্ছ পসাউ॥

চৌপাই (১—৪)

জনক সনেহু সীলু করতূতী। নৃপু সব ভাঁতি সরাহ বিভূতী॥
দিন উঠি বিদা অবধপতি মাগা। রাখহিঁ জনকু সহিত অনুরাগা॥
নিত নূতন আদরু অধিকাঈ। দিন প্রতি সহস ভাঁতি পহুনাঈ॥
নিত নব নগর অনন্দ উছাহূ। দসরথ গবনু সোহাই ন কাহূ॥
বহুত দিবস বীতে এহি ভাঁতী। জনু সনেহ রজু বঁধে বরাতী॥
কৌসিক সতানন্দ তব জাঈ। কহা বিদেহ নৃপহি সমুঝাঈ॥
অব দসরথ কহঁ আয়সু দেহূ। জদ্যপি ছাড়ি ন সকহু সনেহূ॥
ভলেহি নাথ কহি সচিব বোলাএ। কহি জয় জীব সীস তিন্হ নাএ॥

দোহা (৩৩২)

অবধনাথু চাহত চলন ভীতর করহু জনাউ।
ভএ প্রেমবস সচিব সুনি বিপ্র সভাসদ রাউ॥

চৌপাই (১)

পুরবাসী সুনি চলিহি বরাতা। বূঝত বিকল পরস্পর বাতা॥
সত্য গবনু সুনি সব বিলখানে। মনহুঁ সাঁঝ সরসিজ সকুচানে॥

ব্রাহ্মণদের আশীর্বচন মহারাজকে আনন্দ প্রদান করল। অতঃপর মহারাজ যাচকদের ডেকে পাঠালেন। তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করে তাদের আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের কথা জেনে নিলেন। চাহিদা অনুসারে রবিকুলনন্দন মহারাজ শ্রীদশরথ যাচকদের সুবর্ণ, বস্ত্র, মণিমাণিক্য, অশ্ব, গজ ও রথ প্রদান করলেন॥ ৩॥ মনের মতন বস্তুসকল লাভ করে যাচকগণ সূর্যকুলনাথের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেল। এইভাবে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহোৎসব হল। তার বিস্তৃত বিবরণ সহস্র মুখ শেষনাগও দিতে পারবেন না॥ ৪॥

দোহা—বারে বারে মুনিবর বিশ্বামিত্রের চরণে মস্তক অবনমন করে মহারাজ শ্রীদশরথ বললেন—হে মুনিরাজ! এই সবই আপনার কৃপায় সম্ভব হয়েছে॥ ৩৩১॥

চৌপাই—রাজা দশরথ রাজর্ষি জনকের স্নেহ, সদাচার, কীর্তি ও ঐশ্বর্যের খুব প্রশংসা করলেন। প্রত্যহ (প্রত্যুষে) উঠে মহারাজ শ্রীদশরথ অযোধ্যা ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতেন কিন্তু রাজর্ষি জনকের প্রীতি তাঁকে মিথিলায় ধরে রাখত॥ ১॥ খাতির আদর যত্ন দিনে দিনে বেড়েই যেতে লাগল। প্রতিদিন সহস্র উপায়ে অতিথি সেবা চলতেই থাকল। নগরে নিত্যনতুন আনন্দোৎসব হতেই থাকল। মনে হল যে মহারাজ শ্রীদশরথ চলে যান তা কেউই চাইছিল না॥ ২॥ এইভাবে বহুদিন কেটে গেল। বরযাত্রীসকল যেন প্রীতি বন্ধনে আটকা পড়ে ছিলেন। তখন সমস্যা নিরসনে ঋষি বিশ্বামিত্র ও মুনি শতানন্দ এগিয়ে এলেন। তাঁরা রাজর্ষি জনকের কাছে গিয়ে বুঝিয়ে বললেন—আমরা জানি যে তাঁদের ছেড়ে দিতে আপনার মন চাইছে না তবুও আপনি মহারাজ শ্রীদশরথকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েই দিন। তাঁদের অনুরোধ মেনে নিয়ে রাজর্ষি জনক মন্ত্রীদের ডেকে পাঠালেন। মন্ত্রীগণ, 'মহারাজের জয় হোক'—বলে প্রণাম নিবেদন করলেন॥ ৩-৪॥

দোহা—(রাজর্ষি জনক তাঁদের বললেন—) অযোধ্যানাথ ফিরে যেতে চান, অন্দরমহলে খবর পাঠানো হোক। প্রত্যাগমন সংবাদ মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, সভাসদ এমনকী রাজর্ষি জনককেও প্রেমাভিভূত করল॥ ৩৩২॥

চৌপাই—নগরবাসীদেরও কানে এই সংবাদ পৌঁছাল। সংবাদের সত্যতা নিরূপণে সকলেই পরস্পরকে প্রশ্ন করতে লাগল। যখন তারা জানতে পারল

চৌপাই (২—৪)

জহঁ জহঁ আবত বসে বরাতী। তহঁ তহঁ সিদ্ধ চলা বহু ভাঁতী॥
বিবিধ ভাঁতি মেবা পকবানা। ভোজন সাজু ন জাই বখানা॥

ভরি ভরি বসহঁ অপার কহারা। পঠঈঁ জনক অনেক সুসারা॥
তুরগ লাখ রথ সহস পচীসা। সকল সঁবারে নখ অরু সীসা॥

মত্ত সহস দস সিন্ধুর সাজে। জিন্হহি দেখি দিসিকুঞ্জর লাজে॥
কনক বসন মনি ভরি ভরি জানা। মহির্ষী ধেনু বস্তু বিধি নানা॥

দোহা (৩৩৩)

দাইজ অমিত ন সকিঅ কহি দীন্হ বিদেহঁ বহোরি।
জো অবলোকত লোকপতি লোক সম্পদা থোরি॥

চৌপাই (১—৪)

সবু সমাজু এহি ভাঁতি বনাঈ। জনক অবধপুর দীন্হ পঠাঈ॥
চলিহি বরাত সুনত সব রানীঁ। বিকল মীনগন জনু লঘু পানীঁ॥

পুনি পুনি সীয় গোদ করি লেহীঁ। দেই অসীস সিখাবনু দেহীঁ॥
হোএহু সন্তত পিয়হি পিআরী। চিরু অহিবাত অসীত হমারী॥

সাসু সসুর গুর সেবা করেহূ। পতি রুখ লখি আয়সু অনুসরেহূ॥
অতি সনেহ বস সখীঁ সয়ানী। নারি ধরম সিখবহিঁ মৃদু বানী॥

সাদর সকল কুঅঁরি সমুঝাঈঁ। রানিন্হ বার বার উর লাঈঁ॥
বহুরি বহুরি ভেটহিঁ মহতারীঁ। কহহিঁ বিরঞ্চি রচীঁ কত নারীঁ॥

দোহা (৩৩৪)

তেহি অবসর ভাইন্হ সহিত রামু ভানু কুল কেতু।
চলে জনক মন্দির মুদিত বিদা করাবন হেতু॥

যে সংবাদ সঠিক তখন তারা বিমর্ষ হয়ে পড়ল ; তাদের অবস্থা সন্ধ্যা আগমনে কমলের অবস্থার মতন হল॥ ১॥ মিথিলা আগমনের পথে মহারাজ শ্রীদশরথ বরযাত্রীদের নিয়ে যে সকল স্থানে বিশ্রাম করেছিলেন সেই সকল স্থানে রন্ধন করবার কাঁচামাল পাঠানো হল। তা ছাড়া শুষ্ক ফল—মেওয়া, বহুদিন থাকে এমন প্রস্তুত করা খাদ্যদ্রব্য ও আহারসামগ্রী প্রেরণ করা হল, যা বলে শেষ করা যাবে না॥ ২॥ মালবহনের জন্য অসংখ্য গো-যান ও ভারি নিযুক্ত করা হল। এর সঙ্গে রাজর্ষি জনক উত্তম শয্যাসহিত পালঙ্কও পাঠালেন। মহারাজ শ্রীদশরথের সঙ্গে যৌতুকরূপে বহু দ্রব্যাদিও পাঠানো হল। তার মধ্যে ছিল—এক লক্ষ অশ্ব ও পঁচিশ সহস্র রথ যা আগাপাস্তলা সুসজ্জিত করা ছিল ; দশ সহস্র সুসজ্জিত মদমত্ত গজ যা দেখে দিগ্‌গজসকলও লজ্জিত হল ; গাড়ি গাড়ি সুবর্ণ, বস্ত্র, মণিমাণিক্য ; মহিষ ও ধেনু আদি বহু অন্যান্য বস্তু॥ ৩-৪॥

দোহা—(এইভাবে) রাজর্ষি জনক আবার অপরিমিত যৌতুকাদি দিলেন যার পরিমাণ বলে শেষ করা যাবে না। তা দেখে লোকপালদের সম্পদও তুচ্ছ মনে হয়॥ ৩৩৩॥

চৌপাই—যৌতুকাদিসকল রাজর্ষি জনক অযোধ্যায় প্রেরণ করলেন। অযোধ্যা ফিরে যাওয়ার সংবাদে রানিসকল ছটফট করতে লাগলেন ; তাঁদের অবস্থা জল ছাড়া মৎস্যসম হল॥ ১॥ রাজমহিষীগণ কন্যা সীতাদেবীকে বারে বারে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ দিলেন—স্বামী সোহাগিনী হও। অতঃপর তাঁরা নারীধর্ম পালনের কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলে দিলেন—শ্বশুর, শাশুড়ি, গুরুদেবের সেবায় নিত্যযুক্ত থাকবে। পতিদেবতার অনুকূল থেকে সতত তাঁকে অনুসরণ করবে। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধিমতী সখীগণও তাঁকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিলেন॥ ২-৩॥ রাজমহিষীগণ অতঃপর অন্যান্য কন্যাদেরও বারে বারে আলিঙ্গন করে নারীধর্ম শিক্ষা দান করলেন। তাঁরা (আসন্ন বিয়োগ ব্যথার কথা মনে করে) বললেন—বিধাতা কেন যে নারীজাতিকে সৃষ্টি করলেন ! ৪॥

দোহা—তখনই সূর্যকুলধ্বজ শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ভ্রাতাদের নিয়ে প্রসন্নচিত্তে বিদায় গ্রহণের জন্য রাজর্ষি জনকের প্রাসাদে গমন করলেন॥ ৩৩৪॥

চৌপাই (১—৪)

চারিউ ভাই সুভায়ঁ সুহাএ। নগর নারি নর দেখন ধাএ॥
কোউ কহ চলন চহত হহিঁ আজূ। কীন্হ বিদেহ বিদা কর সাজূ॥

লেহু নয়ন ভরি রূপ নিহারী। প্রিয় পাহুনে ভূপ সুত চারী॥
কো জানৈ কেহিঁ সুকৃত সয়ানী। নয়ন অতিথি কীন্হে বিধি আনী॥

মরনসীলু জিমি পাব পিঊষা। সুরতরু লহৈ জনম কর ভূখা॥
পাব নারকী হরিপদু জৈসেঁ। ইন্হ কর দরসনু হম কহঁ তৈসেঁ॥

নিরখি রাম সোভা উর ধরহূ। নিজ মন ফনি মূরতি মনি করহূ॥
এহি বিধি সবহি নয়ন ফলু দেতা। গএ কুঅঁর সব রাজ নিকেতা॥

দোহা (৩৩৫)

রূপ সিন্ধু সব বন্ধু লখি হরষি উঠা রনিবাসু।
করহিঁ নিছাবরি আরতী মহা মুদিত মন সাসু॥

চৌপাই (১—৪)

দেখি রাম ছবি অতি অনুরাগীং। প্রেমবিবস পুনি পুনি পদ লাগীং॥
রহী ন লাজ প্রীতি উর ছাঈ। সহজ সনেহু বরনি কিমি জাঈ॥

ভাইন্হ সহিত উবটি অন্হবাএ। ছরস অসন অতি হেতু জেবাঁএ॥
বোলে রামু সুঅবসরু জানী। সীল সনেহ সকুচময় বানী॥

রাউ অবধপুর চহত সিধাএ। বিদা হোন হম ইহাঁ পঠাএ॥
মাতু মুদিত মন আয়সু দেহূ। বালক জানি করব নিত নেহূ॥

সুনত বচন বিলখেউ রনিবাসূ। বোলি ন সকহিঁ প্রেমবস সাসূ॥
হৃদয়ঁ লগাঈ কুঅঁরি সব লীন্হী। পতিন্হ সৌঁপি বিনতী অতি কীন্হী॥

চৌপাই—অনিন্দ্যসুন্দর ভ্রাতা চতুষ্টয়কে দর্শন করবার জন্য পুরনর-নারীদের মধ্যে ছোটাছুটি হতে দেখা গেল। আলোচনা হতে লাগল—আজই এঁরা চলে যেতে চান। তাঁদের বিদায় আয়োজন বিদেহরাজ সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন॥ ১॥ এই পরম প্রিয় অতিথিবৃন্দ রাজকুমার চতুষ্টয়ের (মনোহর) রূপ দুচোখ ভরে দেখে চক্ষু সার্থক করে নাও। হে সজনী ! জানি না কোন্ পুণ্যবলে বিধাতা এঁদের আমাদের দৃষ্টিপথে অতিথিরূপে হাজির করেছেন ! ২॥ আমাদের পক্ষে এঁদের দর্শন পাওয়া যেন মুমূর্ষুর অমৃত লাভ করা, জন্ম থেকে ক্ষুধার্তর কল্পবৃক্ষ লাভ করা অথবা নরকের জীবের শ্রীভগবানের পরমপদ লাভ করা ! ৩॥ শ্রীরামচন্দ্রের সুমধুর মূর্তিকে নয়নপথে অন্তরে নিয়ে গিয়ে হৃদয়কপাট বন্ধ করে দাও। সেই বিগ্রহ মণিরূপে ঘনসর্পের মস্তকে বিরাজমান থাকুক। পথে দর্শকদের আনন্দ দান করে রাজকুমার চতুষ্টয় একসঙ্গে রাজপ্রাসাদে উপনীত হলেন॥ ৪॥

দোহা—রূপসিন্ধু ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে দেখে অন্দরমহল হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল। শ্বশ্রূমাতাগণ অন্তরে অসামান্য প্রীতি ধারণ করে জামাতাদের আশীর্বাদ দিলেন আর বরণ করে নিলেন॥ ৩৩৫॥

চৌপাই—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অনিন্দ্যসুন্দর শোভা দেখে তাঁরা প্রেমবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন আর বারে বারে তাঁর চরণে পড়ছিলেন। অন্তরে প্রীতির অধিষ্ঠান হল আর সংকোচ কেটে গেল। তাঁদের এই স্বাভাবিক স্নেহের কথা যে বলে বোঝানো সম্ভব নয়॥ ১॥ তাঁরা ভ্রাতাগণসহ শ্রীরামচন্দ্রকে তেল-হলুদ মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিলেন আর পরমপ্রীতি সহকারে ষড়রসযুক্ত আহার করালেন। উপযুক্ত সময় সমাগত দেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সদাচার, স্নেহ ও সংকোচযুক্ত উক্তি করলেন—মহারাজ অযোধ্যায় ফিরে যেতে চান ; তিনি আমাদের বিদায় নেওয়ার জন্য এইখানে পাঠিয়েছেন। হে মাতা ! প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দিন। আমাদের সতত সন্তান মনে করে স্নেহ ও প্রীতি অবিচল রাখবেন॥ ২-৩॥ এই কথা শ্রবণ করতেই অন্দরমহলে বিষাদ নেমে এল। শ্বশ্রূমাতাগণ প্রেমানুরাগে বাক্‌শক্তি হারালেন। তাঁরা কন্যাদের বুকে টেনে নিলেন আর তাঁদের পতির হাতে অর্পণ করে সবিনয়ে বললেন—॥ ৪॥

ছন্দ

করি বিনয় সিয় রামহি সমরপী জোরি কর পুনি পুনি কহৈ।
বলি জাউঁ তাত সুজান তুম্হ কহুঁ বিদিত গতি সব কী অহৈ।।
পরিবার পুরজন মোহি রাজহি প্রানপ্রিয় সিয় জানিবী।
তুলসীস সীলু সনেহু লখি নিজ কিঙ্করী করি মানিবী।।

সোরঠা (৩৩৬)

তুম্হ পরিপূরন কাম জান সিরোমনি ভাবপ্রিয়।
জন গুন গাহক রাম দোষ দলন করুনায়তন।।

চৌপাই (১—৪)

অস কহি রহী চরন গহি রানী। প্রেম পঙ্ক জনু গিরা সমানী।।
সুনি সনেহসানী বর বানী। বহুবিধি রাম সাসু সনমানী।।
রমা বিদা মাগত কর জোরী। কীন্হ প্রনামু বহোরি বহোরী।।
পাই অসীস বহুরি সিরু নাঈ। ভাইন্হ সহিত চলে রঘুরাঈ।।
মঞ্জু মধুর মূরতি উর আনী। ভঈ সনেহ সিথিল সব রানী।।
পুনি ধীরজু ধরি কুঅঁরি হঁকারীঁ। বার বার ভেটহিঁ মহতারীঁ।।
পহুঁচাবহিঁ ফিরি মিলহিঁ বহোরী। বঢ়ী পরস্পর প্রীতি ন থোরী।।
পুনি পুনি মিলত সখিন্হ বিলগাঈ। বাল বচ্ছ জিমি ধেনু লবাঈ।।

দোহা (৩৩৭)

প্রেমবিবস নর নারি সব সখিন্হ সহিত রনিবাসু।
মানহুঁ কীন্হ বিদেহপুর করুনাঁ বিরহঁ নিবাসু।।

চৌপাই (১—২)

সুক সারিকা জানকী জ্যাএ। কনক পিঞ্জরন্হি রাখি পঢ়াএ।।
ব্যাকুল কহহিঁ কহাঁ বৈদেহী। সুনি ধীরজু পরিহরই ন কেহী।।
ভএ বিকল খগ মৃগ এহি ভাঁতী। মনুজ দসা কৈসেঁ কহি জাতী।।
বন্ধু সমেত জনকু তব আএ। প্রেম উমগি লোচন জল ছাএ।।

ছন্দ—অতি বিনীত নিবেদন করে সীতাদেবীকে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন। অতঃপর তিনি হাতজোড় করে বললেন—হে পুত্র ! হে বুদ্ধিমান ! আমি জানি যে তুমি সকলের অবস্থা সম্যকভাবে অবগত আছ। এই কথা তবুও বলি যে এই কন্যা সীতা এই পরিবারের, পুরজনের, আমার ও রাজা মহাশয়ের প্রাণসম প্রিয়। হে তুলসীর প্রভু ! তার সদাচার ও স্নেহের কথা মনে রেখে একে নিজ দাসীরূপে রক্ষা কোরো॥

সোরঠা—তুমি পূর্ণকাম ; তুমি জ্ঞানী শিরোমণি ও পরমভাগবত। হে শ্রীরামচন্দ্র ! তুমি ভক্তগুণগ্রাহী, দোষ বিনাশক ও করুণানিধান॥ ৩৩৬॥

চৌপাই—কথাগুলি বলে মহারানি সুনয়নাদেবী প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণ ধারণ করে চুপ করে গেলেন। মনে হচ্ছিল যেন তাঁর বাণী প্রেমপঙ্কে আটকা পড়েছিল। শ্বশ্রূমাতার স্নেহ বিগলিত কথাগুলি শ্রবণ করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে নানাভাবে সম্মান প্রদর্শন করলেন॥ ১॥ এইবার প্রভু শ্রীরামচন্দ্র হাতজোড় করে বিদায় প্রার্থনা করে বারে বারে প্রণাম করলেন। আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে ও আবার প্রণাম করে ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীরঘুনাথ যাত্রা করলেন॥ ২॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অনিন্দ্যসুন্দর সুমধুর মূর্তিকে অন্তরে ধারণ করে রাজমহিষীগণ স্নেহবিহ্বল হয়ে পড়লেন। অতঃপর ধৈর্য ধারণ করে কন্যাদের ডেকে মাতাগণ বারে বারে বুকে জড়িয়ে ধরতে থাকলেন॥ ৩॥ বিদায় দান ও আলিঙ্গন পর্ব চলতেই থাকল। পরস্পরের মধ্যে প্রেমপ্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকল। এইবার সখীগণ কন্যাদের মাতাদের কাছ থেকে আলাদা করে দিতে লাগলেন ; যেন সদ্যপ্রসূতা থেকে গোবৎস পৃথক করে দেওয়া হল॥ ৪॥

দোহা—নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলে ও সখীগণ সহিত অন্দরমহল তখন প্রেমবিহ্বল হয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন মিথিলায় করুণা ও বিরহ প্রসারিত হয়েছে॥ ৩৩৭॥

চৌপাই—সীতাদেবীর পোষা টিয়া ও ময়না সোনার খাঁচায় ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করছিল—বৈদেহী কোথায় ? তাদের এইরূপ বলতে শুনে সকলেরই যেন ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছিল॥ ১॥ যখন পশুপক্ষীদের এমন অবস্থা তখন মানুষের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তখন ভ্রাতসহ রাজর্ষি জনকের সেইখানে আগমন হল। প্রেমানুরাগে তাঁর নয়নযুগল প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

সীয় বিলোকি ধীরতা ভাগী। রহে কহাবত পরম বিরাগী॥
লীন্হি রায়ঁ উর লাই জানকী। মিটী মহামরজাদ গ্যান কী॥
সমুঝাবত সব সচিব সয়ানে। কীন্হ বিচারু ন অবসর জানে॥
বারহিঁ বার সুতা উর লাঈঁ। সজি সুন্দর পালকীঁ মগাঈঁ॥

দোহা (৩৩৮)

প্রেমবিবস পরিবারু সবু জানি সুলগন নরেস।
কুআঁরি চঢ়াঈঁ পালকিন্হ সুমিরে সিদ্ধি গনেস॥

চৌপাই (১—৪)

বহুবিধি ভূপ সুতা সমুঝাঈঁ। নারিধরমু কুলরীতি সিখাঈঁ॥
দাসী দাস দিএ বহুতেরে। সুচি সেবক জে প্রিয় সিয় কেরে॥
সীয় চলত ব্যাকুল পুরবাসী। হোহিঁ সগুন সুভ মঙ্গল রাসী॥
ভূসুর সচিব সমেত সমাজা। সঙ্গ চলে পহুঁচাবন রাজা॥
সময় বিলোকি বাজনে বাজে। রথ গজ বাজি বরাতিন্হ সাজে॥
দসরথ বিপ্র বোলি সব লীন্হে। দান মান পরিপূরন কীন্হে॥
চরন সরোজ ধূরি ধরি সীসা। মুদিত মহীপতি পাই অসীসা॥
সুমিরি গজাননু কীন্হ পয়ানা। মঙ্গলমূল সগুন ভএ নানা॥

দোহা (৩৩৯)

সুর প্রসূন বরষহিঁ হরষি করহিঁ অপছরা গান।
চলে অবধপতি অবধপুর মুদিত বজাই নিসান॥

রাজর্ষি জনক পরম বৈরাগ্যবানরূপে সুবিদিত ; কিন্তু সীতাদেবীকে দেখে তাঁরও ধৈর্যচ্যুতি হল। মহারাজ কন্যা সীতাকে বুকে টেনে নিলেন। (প্রেমের প্রভাবে) জ্ঞানেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল॥ ৩॥ বিচক্ষণ মন্ত্রীদের পরামর্শ লাভ করে রাজর্ষি জনক শান্ত হলেন ; তিনি বুঝলেন যে তখন বিষাদগ্রস্ত হওয়ার সময় নয়। তিনি কন্যাসকলকে বারে বারে আলিঙ্গন করে সুসজ্জিত শিবিকা আনবার নির্দেশ দিলেন॥ ৪॥

দোহা—আত্মীয়স্বজন পরিবারবর্গ সকলেই প্রেমবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। রাজর্ষি জনক জানলেন যে যাত্রারম্ভ করবার উৎকৃষ্ট সময় সমাগত হয়েছে। তিনি সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করে কন্যাদের শিবিকায় তুলে দিলেন॥ ৩৩৮॥

চৌপাই—রাজর্ষি জনক কন্যাদের সময়োচিত উপদেশাদি দিলেন ; উপদেশের মধ্যে নারীধর্ম ও কুলরীতিই প্রধান ছিল। তিনি সঙ্গে অগণিত দাস-দাসীও দিলেন ; তারা সকলেই সীতাদেবীর প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন ছিল॥ ১॥ সীতাদেবীর যাত্রাকালে মিথিলাবাসীসকল ব্যাকুল হয়ে পড়ল। মঙ্গলকর শুভলক্ষণসকল সর্বত্র পরিলক্ষিত হল। রাজর্ষি জনক স্বয়ং কন্যাদের পৌঁছে দেওয়ার জন্য চললেন ; সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীসকলকে নিলেন॥ ২॥ যাত্রারম্ভের উৎকৃষ্ট সময় উপনীত হলে বাদ্যাদি বেজে উঠল। বরযাত্রীসকল রথ, গজ ও অশ্বসকল গোছগাছ করে নিলেন। মহারাজ শ্রীদশরথ এইবার ব্রাহ্মণদের আহ্বান করলেন আর প্রভূত দানাদি করে তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করলেন॥ ৩॥ ব্রাহ্মণদের শ্রীপাদপদ্মরজ মস্তকে ধারণ করে ও তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে মহারাজ শ্রীদশরথ প্রমোদিত হলেন। অতঃপর তিনি সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করে প্রস্থান করলেন। তখন মঙ্গলময় শুভলক্ষণসকল দেখা দিতে লাগল॥ ৪॥

দোহা—দেবতাগণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন আর অপ্সরাগণ গান গাইতে লাগলেন। এইবার অযোধ্যাপতি মহারাজ শ্রীদশরথ নাকাড়া বাদ্য বাজিয়ে পরমানন্দে অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা করলেন॥ ৩৩৯॥

চৌপাই (১—৪)

নৃপ করি বিনয় মহাজন ফেরে। সাদর সকল মাগনে টেরে॥
ভূষন বসন বাজি গজ দীন্হে। প্রেম পোষি ঠাঢ়ে সব কীন্হে॥

বার বার বিরিদাবলি ভাষী। ফিরে সকল রামহি উর রাখী॥
বহুরি বহুরি কোসলপতি কহহীঁ। জনকু প্রেমবস ফিরৈ ন চহহীঁ॥

পুনি কহ ভূপতি বচন সুহাএ। ফিরিঅ মহীস দূরি বড়ি আএ॥
রাউ বহোরি উতরি ভএ ঠাঢ়ে। প্রেম প্রবাহ বিলোচন বাঢ়ে॥

তব বিদেহ বোলে কর জোরী। বচন সনেহ সুধাঁ জনু বোরী॥
করৌঁ কবন বিধি বিনয় বনাঈ। মহারাজ মোহি দীন্হি বড়াঈ॥

দোহা (৩৪০)

কোসলপতি সমধী সজন সনমানে সব ভাঁতি।
মিলনি পরস্পর বিনয় অতি প্রীতি ন হৃদয়ঁ সমাতি॥

চৌপাই (১—৪)

মুনি মন্ডলিহি জনক সিরু নাবা। আসিরবাদু সবহি সন পাবা॥
সাদর পুনি ভেঁটে জামাতা। রূপ সীল গুন নিধি সব ভ্রাতা॥

জোরি পঙ্করুহ পানি সুহাএ। বোলে বচন প্রেম জনু জাএ॥
রাম করৌঁ কেহি ভাঁতি প্রসংসা। মুনি মহেস মন মানস হংসা॥

করহিঁ জোগ জোগী জেহি লাগী। কোহু মোহু মমতা মদু ত্যাগী॥
ব্যাপকু ব্রহ্মু অলখু অবিনাসী। চিদানন্দু নিরগুন গুনরাসী॥

মন সমেত জেহি জান ন বানী। তরকি ন সকহিঁ সকল অনুমানী॥
মহিমা নিগমু নেতি কহি কহঈ। জো তিহুঁ কাল একরস রহঈ॥

চৌপাই—মহারাজ শ্রীদশরথ অনুনয়-বিনয় করে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ফিরে যেতে রাজি করলেন। অতঃপর তিনি অতি সমাদরে যাচকদেরও ডাকলেন। যাচকদের তিনি বস্ত্রালংকার, অশ্ব-গজ আদি দান করে প্রেমময় ও সম্পদযুক্ত করে দিলেন॥ ১॥ যাচকগণ রঘুকুলের গুণসংকীর্তন করে অন্তরে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করে ফিরে গেল। অযোধ্যাপতি শ্রীদশরথ বারে বারে রাজর্ষি জনককে ফিরে যেতে বলছিলেন কিন্তু প্রেমবিহ্বল রাজর্ষি জনক ফিরে যেতে রাজি হচ্ছিলেন না॥ ২॥ মহারাজ শ্রীদশরথ আবার সুমিষ্ট স্বরে নিবেদন করলেন—হে রাজন্ ! অনেক দূর এসে পড়েছেন, এইবার দয়া করে ফিরে যান। এইরূপ বলে মহারাজ শ্রীদশরথ রথ থেকে নেমে ভূমিতে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর নয়নযুগল তখন প্রেমাশ্রু ধরে রাখতে সক্ষম ছিল না॥ ৩॥ তখন রাজর্ষি জনক হাতজোড় করে স্নেহময় অমৃতসিঞ্চিত কথা বললেন—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার ভাষা আমার জানা নেই। হে মহারাজ ! আপনি আমাকে গৌরবান্বিত করে দিয়েছেন॥ ৪॥

দোহা—অযোধ্যাপতি শ্রীদশরথ নিজ বৈবাহিককে সকল রকম সম্মান প্রদর্শন করলেন। পরস্পরের আচরণে বিনয় ও প্রীতি এত বেশি ছিল যে তা বাইরেও প্রকাশ হয়ে পড়ছিল॥ ৩৪০॥

চৌপাই—রাজর্ষি জনক মুনিদের প্রণাম নিবেদন করলেন আর তাঁদের দেওয়া আশীর্বাদ মাথায় তুলে নিলেন। অতঃপর তিনি রূপ ও সদাচারযুক্ত সর্বগুণসম্পন্ন ভ্রাতা-চতুষ্টয়ের (জামাতাদের) কাছে গেলেন। তিনি তাঁদের সম্মুখে নিজ সুন্দর করকমলযুগলযুক্ত করে প্রীতিপূর্বক বললেন—হে শ্রীরামচন্দ্র ! আমি আপনার প্রশংসা কেমন করে করতে হয় জানি না। আপনি তো মুনিদের ও দেবাদিদেব মহাদেবের মনরূপ মানস সরোবরের হংস॥ ১-২॥ আপনি সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম যাঁকে লাভ করবার জন্য যোগিগণ মদ, মোহ, ক্রোধ ও মমতা ত্যাগ করে যোগসাধন করেন ; যিনি সর্বব্যাপী, অলখ, অবিনশ্বর, চিদানন্দস্বরূপ, নির্গুণ ও গুণময় ; যিনি বাক্যমনাতীত অর্থাৎ যাঁকে যুক্তিতর্ক দ্বারা জানা যায় না কেবল অনুমান করা যায় ; যাঁর মহিমা বেদ প্রকাশ করতে অক্ষম হয়ে 'নেতি নেতি' করেই থেমে যায় আর যিনি ত্রিকালে সমরূপে বিরাজমান থাকেন॥ ৩-৪॥

দোহা (৩৪১)

নয়ন বিষয় মো কহুঁ ভয়উ সো সমস্ত সুখ মূল।
সবই লাভু জগ জীব কহঁ ভএঁ ঈসু অনুকূল॥

চৌপাই (১—৪)

সবহি ভাঁতি মোহি দীন্হি বড়াঈ। নিজ জন জানি লীন্হ অপনাঈ॥
হোহিঁ সহস দস সারদ সেষা। করহিঁ কলপ কোটিক ভরি লেখা॥

মোর ভাগ্য রাউর গুন গাথা। কহি ন সিরাহিঁ সুনহু রঘুনাথা॥
মৈঁ কছু কহউঁ এক বল মোরেঁ। তুম্হ রীঝহু সনেহ সুঠি থোরেঁ॥

বার বার মাগউঁ কর জোরেঁ। মনু পরিহরৈ চরন জনি ভোরেঁ॥
সুনি বর বচন প্রেম জনু পোষে। পূরনকাম রামু পরিতোষে॥

করি বর বিনয় সসুর সনমানে। পিতু কৌসিক বসিষ্ঠ সম জানে॥
বিনতী বহুরি ভরত সন কীন্হী। মিলি সপ্রেমু পুনি আসিষ দীন্হী॥

দোহা (৩৪২)

মিলে লখন রিপুসূদনহি দীন্হি অসীস মহীস।
ভএ পরসপর প্রেমবস ফিরি ফিরি নাবহিঁ সীস॥

চৌপাই (১—৩)

বার বার করি বিনয় বড়াঈ। রঘুপতি চলে সঙ্গ সব ভাঈ॥
জনক গহে কৌসিক পদ জাঈ। চরন রেনু সির নয়নন্হ লাঈ॥

সুনু মুনীস বর দরসন তোরেঁ। অগমু ন কছু প্রতীতি মন মোরেঁ॥
জো সুখু সুজসু লোকপতি চহহীঁ। করত মনোরথ সকুচত অহহীঁ॥

সো সুখু সুজসু সুলভ মোহি স্বামী। সব সিধি তব দরসন অনুগামী॥
কীন্হি বিনয় পুনি পুনি সিরু নাঈ। ফিরে মহীসু আসিষা পাঈ॥

দোহা—*সেই সকল সুখধাম পরব্রহ্ম পরমাত্মা আপনি সাকার রূপে আমার সম্মুখে বিরাজমান রয়েছেন। শ্রীভগবানের আনুকূল্যই তো জীবের পরম কল্যাণের মূল॥ ৩৪১॥*

চৌপাই—আপনিই কৃপা করে আমাকে মহিমান্বিত করেছেন আর নিজের মনে করে আপন করে নিয়েছেন। যদি দশ সহস্র দেবী সরস্বতী ও শেষনাগও কোটি কোটি কল্প ধরে গণনা করেন তবুও হে শ্রীরঘুনাথ ! আমার সৌভাগ্য ও আপনার গুণের কথা বলে শেষ করতে সক্ষম হবেন না। আমি জানি যে আপনি অল্পেই তুষ্ট হয়ে থাকেন ; আমার বলা কথাগুলি সেই ভরসাতেই॥ ১-২ ॥ আমি বারে বারে করজোড়ে মিনতি করে যেন আমার মন ভুলেও আপনার শ্রীচরণ থেকে বিচ্যুত না হয়। রাজর্ষি জনকের উক্তিসকল অতি উত্তম ও প্রেমসিঞ্চিত ছিল। তা পূর্ণকাম শ্রীরামচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করল। তিনি বিনয় সহকারে শ্বশ্রূপিতা রাজর্ষি জনককে পরম সম্মান প্রদর্শন করে পিতা শ্রীদশরথ, গুরু শ্রীবিশ্বামিত্র ও কুলগুরু শ্রীবশিষ্ঠদেবের ন্যায় সমজ্ঞানে সম্মান জানালেন। অতঃপর রাজর্ষি জনক শ্রীভরতের কাছে বিনীত আচরণ করে তাঁকে আশীর্বাদ দিলেন॥ ৩-৪ ॥

দোহা—*অতঃপর রাজর্ষি জনক শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীশত্রুঘ্নর সঙ্গেও মিলিত হয়ে তাঁদের আশীর্বাদ দিলেন। উভয় পক্ষই তখন প্রেমবিহ্বল হয়ে পড়েছিল। তাই তাঁদের মস্তক বারে বারে অবনমিত হচ্ছিল॥ ৩৪২ ॥*

চৌপাই—বারে বারে রাজর্ষি জনকের প্রশংসা করে ও তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে শ্রীরঘুনাথ ভ্রাতাদের নিয়ে রওনা হলেন। রাজর্ষি জনক এইবার গিয়ে ঋষি বিশ্বামিত্রের চরণ ধারণ করলেন ; ঋষির পদরজ গ্রহণ করে তিনি তা মস্তকে ও নয়নে স্পর্শ করলেন॥ ১ ॥ (তিনি বললেন—) হে মুনিবর ! শুনুন। আপনার সুন্দর দর্শন লাভ করে জগতে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। এই মতে আমার প্রত্যয় অতি দৃঢ়। যে সুখ ও সুযশ লোকপালগণ কামনা করে থাকেন (কিন্তু লাভ করা অসম্ভব মনে করে) তা চাইতে দ্বিধা করে থাকেন, হে প্রভু ! সেই সুখ ও সুযশ আমি লাভ করেছি। সিদ্ধিসকল তো আপনার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায় আপনার অনুগমন করে থাকে। এইভাবে বারে বারে মিনতি তিনি করলেন। অতঃপর তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে ও তাঁর আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে রাজর্ষি জনক মিথিলায় ফিরে চললেন॥ ২-৩॥

চৌপাই (৪)

চলী বরাত নিসান বজাঈ। মুদিত ছোট বড় সব সমুদাঈ॥
রামহি নিরখি গ্রাম নর নারী। পাই নয়ন ফলু হোহিঁ সুখারী॥

দোহা (৩৪৩)

বীচ বীচ বর বাস মগ লোগন্‌হ সুখ দেত।
অবধ সমীপ পুনীত দিন পহুঁচী আই জনেত॥

চৌপাই (১—৪)

হনে নিসান পনব বর বাজে। ভেরি সঙ্খ ধুনি হয় গয় গাজে॥
ঝাঁঝি বিরব ডিঙ্গিমীঁ সুহাঈ। সরস রাগ বাজহিঁ সহনাঈ॥
পুর জন আবত অকনি বরাতা। মুদিত সকল পুলকাবলি গাতা॥
নিজ নিজ সুন্দর সদন সঁবারে। হাট বাট চৌহট পুর দ্বারে॥
গলীঁ সকল অরগজাঁ সিঞ্চাঈঁ। জহঁ তহঁ চৌকেঁ চারু পুরাঈঁ॥
বনা বজারু ন জাই বখানা। তোরন কেতু পতাক বিতানা॥
সফল পূগফল কদলি রসালা। রোপে বকুল কদম্ব তমালা॥
লগে সুভগ তরু পরসত ধরনী। মনিময় আলবাল কল করনী॥

দোহা (৩৪৪)

বিবিধ ভাঁতি মঙ্গল কলস গৃহ গৃহ রচে সঁবারি।
সুর ব্রহ্মাদি সিহাহিঁ সব রঘুবর পুরী নিহারি॥

চৌপাই (১—২)

ভূপ ভবনু তেহি অবসর সোহা। রচনা দেখি মদন মনু মোহা॥
মঙ্গল সগুন মনোহরতাঈ। রিধি সিধি সুখ সম্পদা সুহাঈ॥
জনু উছাহ সব সহজ সুহাএ। তনু ধরি ধরি দসরথ গৃহঁ ছাএ॥
দেখন হেতু রাম বৈদেহী। কহহু লালসা হোহি ন কেহী॥

বরযাত্রী দলের যাত্রা আবার শুরু হল। প্রবল নাদে নাকাড়া বাদ্য আবার শুরু হল। (চলার পথের) গ্রাম্য নরনারী সমুদায় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করে নয়ন সার্থক করল ও অতিশয় সুখানুভূতি লাভ করল॥ ৪॥

দোহা—কয়েক স্থানে সাময়িক বিরতি করে, বিশ্রাম গ্রহণ করে ও পথের জনগণকে অনুপম সুখানুভূতি বিতরণ করতে করতে অবশেষে বরযাত্রীদল এক পবিত্র দিনে অযোধ্যা নগরের উপকণ্ঠে উপনীত হল॥ ৩৪৩॥

চৌপাই—ঢোল নাকাড়া বাদ্য নির্ঘোষ বরযাত্রীদের প্রত্যাগমন মুহূর্তকে আনন্দময় করে তুলল। ভেরি ও শঙ্খ ধ্বনি, গজের বৃংহণ ও অশ্বের হ্রেষা ধ্বনি যুগপৎ কোলাহল সৃষ্টি করল। ঝাঁঝ, মৃদঙ্গ ও সরস রাগে সানাই বাজতে শুরু করল॥ ১॥ বরযাত্রীদের প্রত্যাগমন সংবাদ পুরাবাসীদের আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিল। সকলেই অঙ্গে পুলক অনুভূতি লাভ করল। প্রত্যেকে বাসগৃহ, বাণিজ্যালয়, গলিপথ, চৌরাস্তা ও পুরদ্বারসকল সুসজ্জিত করে ফেলল॥ ২॥ গলিপথে সুগন্ধিত বারি সিঞ্চন করা হল। চতুর্দিকে আল্পনা দিয়ে মনোহর করে তোলা হল। বাণিজ্যকেন্দ্রসকল তোরণ, ধ্বজ, পতাকা ও মণ্ডপে এত সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হল যে তা বলে বোঝানো যাবে না॥ ৩॥ ফলসহিত সুপারি, কলা, আম্র, বকুল, কদম্ব ও তমাল বৃক্ষ রোপণ করে পথকে সুসজ্জিত করা হল। ফলভারে অবনমিত বৃক্ষের ডাল ভূমিকে স্পর্শ করছিল। মণিময় শিল্পকলায় সমৃদ্ধ গাছের গোড়ার আধার মনোহর ছিল॥ ৪॥

দোহা—গৃহদ্বারসকল সুন্দর মঙ্গলময় দ্বারঘট দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছিল। শ্রীরঘুবীরের অযোধ্যাপুরী তখন অনুপম সুন্দর যা ব্রহ্মাদি দেবতাদেরও ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল॥ ৩৪৪॥

চৌপাই—অযোধ্যাপতি শ্রীদশরথের রাজপ্রাসাদের তখন মনোমোহন সৌন্দর্য দেখা গিয়েছিল যার শিল্পনৈপুণ্য কামদেবকেও মোহিত করেছিল। মঙ্গলময় শুভলক্ষণসকল, মনোহারিত্ব, ঋদ্ধি-সিদ্ধি, সুখ, সুসম্পদ ও সর্বরূপে আনন্দ যেন মূর্তিমান হয়ে সেই রাজপ্রাসাদে বিরাজমান হয়ে ছিল। তাদের প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সীতাদেবীকে একত্রে দর্শন করবার লালসা থাকাই তো স্বাভাবিক ছিল॥ ১-২॥

চৌপাই (৩—৪)

জূথ জূথ মিলি চলী সুআসিনি। নিজ ছবি নিদরহিঁ মদন বিলাসিনি॥
সকল সুমঙ্গল সজেঁ আরতী। গাবহিঁ জনু বহু বেষ ভারতী॥

ভূপতি ভবন কোলাহলু হোঈ। জাই ন বরনি সমউ সুখু সোঈ॥
কৌসল্যাদি রাম মহতারীঁ। প্রেমবিবস তন দসা বিসারীঁ॥

দোহা (৩৪৫)

দিএ দান বিপ্রন্হ বিপুল পূজি গনেস পুরারি।
প্রমুদিত পরম দরিদ্র জনু পাই পদারথ চারি॥

চৌপাই (১—৪)

মোদ প্রমোদ বিবস সব মাতা। চলহিঁ ন চরন সিথিল ভএ গাতা॥
রাম দরস হিত অতি অনুরাগীঁ। পরিছনি সাজু সজন সব লাগীঁ॥

বিবিধ বিধান বাজনে বাজে। মঙ্গল মুদিত সুমিত্রাঁ সাজে॥
হরদ দূব দধি পল্লব ফূলা। পান পূগফল মঙ্গল মূলা॥

অচ্ছত অঙ্কুর লোচন লাজা। মঞ্জুল মঞ্জরি তুলসি বিরাজা॥
ছুহে পুরট ঘট সহজ সুহাএ। মদন সকুন জনু নীড় বনাএ॥

সগুন সুগন্ধ ন জাহিঁ বখানী। মঙ্গল সকল সজহিঁ সব রানী॥
রচীঁ আরতীঁ বহুত বিধানা। মুদিত করহিঁ কল মঙ্গল গানা॥

দোহা (৩৪৬)

কনক থার ভরি মঙ্গলন্হি কমল করন্হি লিএঁ মাত।
চলী মুদিত পরিছনি করন পুলক পল্লবিত গাত॥

দলে দলে সৌভাগ্যবতী রমণীগণ চললেন। সেই দৃশ্য যেন মদনভার্যা রতির সৌন্দর্যকেও ম্লান করে দিয়েছিল। তাঁরা মাঙ্গলিক দ্রব্যাদির থালা ও বরণসামগ্রী নিয়ে সুমধুর কণ্ঠে গান করছিলেন। সেই দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং দেবী সরস্বতী বহুরূপ ধরে অতি উত্তম সংগীত পরিবেশন করে পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলেছিলেন॥ ৩॥ অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ তখন আনন্দমুখর হয়ে উঠেছিল। তখনকার পরিবেশ ও সুখানুভূতি তো বলে বোঝানো যাবে না। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৌশল্যাদেবী আদি মাতাগণ এত প্রেমময় হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁরা নিজ দেহজ্ঞান বিরহিত হয়ে পড়েছিলেন॥ ৪॥

দোহা—তাঁরা সিদ্ধিদাতা গণেশ ও ত্রিপুরারি ভগবান শ্রীশংকরের পূজা করে ব্রাহ্মণদের প্রভূত দানাদি করলেন। মন তাঁদের উল্লসিত। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন পরম দরিদ্র (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ রূপ) চতুর্বর্গ ফল লাভ করে ধন্য হয়ে গিয়েছে॥ ৩৪৫॥

চৌপাই—সুখ ও আনন্দ এত অধিক ছিল যে মাতাসকল শিথিল অঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা ভালো করে চলতে পারছিলেন না। শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা অনুরাগরঞ্জিত হয়ে বরণডালার দ্রব্যাদি ভালো করে গুছিয়ে নিতে লাগলেন॥ ১॥ বহুবিধ বাদ্য বাজছিল। মাতা সুমিত্রাদেবী পরমানন্দে বরণডালার জিনিসপত্রগুলি দেখতে লাগলেন। বরণডালায় সুসজ্জিত বস্তুসমূহের মধ্যে ছিল হরিদ্রা, দূর্বা, দধি, পত্র, পুষ্প, তাম্বূল, দীপ, সুপারি, অক্ষত (চাল), ধান্য, গোরোচনা, খই ও সুন্দর তুলসী মঞ্জরি। বর্ণময় চিত্রিত সহজ সুন্দর সুবর্ণনির্মিত কলস দেখে মনে হচ্ছিল যেন কামদেবের পক্ষীসকল বাসা বেঁধেছে॥ ২-৩॥ সুগন্ধ দ্রব্যাদি (চন্দন, অগুরু, গোলাপ জল, ধূপ, ধুনো) এত বেশি ছিল যে তা বলে শেষ করা যাবে না। রাজমহিষীগণ এইবার বরণের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। বরণ করবার বস্তুসকলও প্রস্তুত ছিল। সকলে আনন্দময় হয়ে মধুর স্বরে মাঙ্গলিক গান করতে লাগলেন॥ ৪॥

দোহা—কমলসম কোমল করে সুবর্ণনির্মিত থালায় বরণ সামগ্রী নিয়ে মাতাসকল পরমানন্দে এগিয়ে চললেন। তাঁদের অঙ্গে তখন পুলক শিহরণ॥ ৩৪৬॥

চৌপাই (১—৪)

ধূপ ধূম নভু মেচক ভয়উ। সাবন ঘন ঘমন্ডু জনু ঠয়উ॥
সুরতরু সুমন মাল সুর বরষহিঁ। মনহুঁ বলাক অবলি মনু করষহিঁ॥

মঞ্জুল মনিময় বন্দনিবারে। মনহুঁ পাকরিপু চাপ সঁবারে॥
প্রগটহিঁ দুরহিঁ অটন্হ পর ভামিনি। চারু চপল জনু দমকহিঁ দামিনি॥

দুন্দুভি ধুনি ঘন গরজনি ঘোরা। জাচক চাতক দাদুর মোরা॥
সুর সুগন্ধ সুচি বরষহিঁ বারী। সুখী সকল সসি পুর নর নারী॥

সমউ জানি গুর আয়সু দীন্হা। পুর প্রবেসু রঘুকুলমনি কীন্হা॥
সুমিরি সম্ভু গিরিজা গনরাজা। মুদিত মহীপতি সহিত সমাজা॥

দোহা (৩৪৭)

হোহিঁ সগুন বরষহিঁ সুমন সুর দুন্দুভীঁ বজাই।
বিবুধ বধূ নাচহিঁ মুদিত মঞ্জুল মঙ্গল গাঈ॥

চৌপাই (১—৪)

মাগধ সূত বন্দি নট নাগর। গাবহিঁ জসু তিহু লোক উজাগর॥
জয় ধুনি বিমল বেদ বর বানী। দস দিসি সুনিঅ সুমঙ্গল সানী॥

বিপুল বাজনে বাজন লাগে। নভ সুর নগর লোগ অনুরাগে॥
বনে বরাতী বরনি ন জাহীঁ। মহা মুদিত মন সুখ ন সমাহীঁ॥

পুরবাসিন্হ তব রায় জোহারে। দেখত রামহি ভএ সুখারে॥
করহি নিছাবরি মনিগন চীরা। বারি বিলোচন পুলক সরীরা॥

আরতি করহিঁ মুদিত পুর নারী। হরষহিঁ নিরখি কুঅঁর বর চারী॥
সিবিকা সুভগ ওহার উঘারী। দেখি দুলহিনিন্হ হোহিঁ সুখারী॥

চৌপাই—ধূপের ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল যেন শ্রাবণের ঘনঘটা ছেয়ে রয়েছে। দেবতাগণ কল্পবৃক্ষের পুষ্পমাল্য বর্ষণ করছিলেন। তা আকাশে উড়ে যাওয়া সারি সারি বকের মতন মন আকর্ষণ করছিল॥ ১॥ সুন্দর মণিময় পত্র, পুষ্প ও পতাকা শোভিত তোরণ ও দ্বার সজ্জায় ব্যবহৃত মালা দেখে রামধনু মনে হচ্ছিল। অট্টালিকার গবাক্ষে ও অলিন্দে সুন্দরী রমণীদের সচঞ্চল আসা-যাওয়া হচ্ছিল ; তাদের দেখে বিদ্যুন্মালা বলে মনে হচ্ছিল॥ ২॥ নাকাড়া বাদ্যে মেঘ গর্জনের নাদ ছিল। যাচকগণ মাছরাঙা, ভেক ও ময়ূরসম সেই বর্ষণের অপেক্ষায় ছিল। দেবতাগণ সুগন্ধবারি বর্ষণ করছিলেন তাতে শস্যক্ষেত্রসম পুরনরনারীগণ সুখানুভূতি লাভ করছিল॥ ৩॥ নগর প্রবেশের উৎকৃষ্ট সময় সমাগত দেখে গুরু বশিষ্ঠদেব অনুমতি দিলেন। তখন রঘুকুল শিরোমণি মহারাজ শ্রীদশরথ ভগবান শ্রীশংকর, দেবী ভবানী ও সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করে সকলকে সঙ্গে নিয়ে পরমানন্দে নগরে প্রবেশ করলেন॥ ৪॥

দোহা—মঙ্গলময় শুভলক্ষণসকল দেখা যেতে লাগল। দেবতাগণ দুন্দুভি বাদ্য সহকারে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। দেবাঙ্গনাগণ পরামনন্দে মধুর গীত পরিবেশন করে নৃত্য করতে লাগলেন॥ ৩৪৭॥

চৌপাই—বন্দকগণ ত্রিলোকের পরম জ্যোতিস্বরূপ জ্যোতির্ময় শ্রীরামচন্দ্রের যশঃকীর্তন করতে লাগল। দিকে দিকে শোনা গেল জয়ধ্বনি ও মঙ্গলময় বেদপাঠধ্বনি॥ ১॥ বহুরকম বাদ্য একসঙ্গে বাজতে লাগল। স্বর্গে দেবতাগণ ও মর্ত্যে জনগণ সকলেই তখন প্রেমময় হয়ে গিয়েছিলেন। বরযাত্রীদের সাজসজ্জা দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল যার ঔৎকর্ষ বলে বোঝানো সম্ভব নয়। সকলের মনই হর্ষোৎফুল্ল ছিল ; সুখ যেন মনে ধরছিল না॥ ২॥ মহারাজ শ্রীদশরথের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে অযোধ্যাবাসীগণ তাঁকে বন্দনা করল। যখন তাদের দৃষ্টি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের উপর তখন তারা অনির্বচনীয় সুখানুভূতি লাভ করল। তাদের নয়নযুগল প্রেমাশ্রুসজল ছিল আর অঙ্গে পুলক শিহরণ রোমাঞ্চ অনুভূতি লাভ হচ্ছিল॥ ৩॥ পুরনারীগণ আনন্দে আরতি করছিল। সুন্দর রাজকুমার চতুষ্টয়কে দেখে তাদের আনন্দের সীমা রইল না। শিবিকার সুন্দর আড়াল সরিয়ে তারা নববধূদেরও দেখে আনন্দিত হল॥ ৪॥

দোহা (৩৪৮)

এহি বিধি সবহী দেত সুখু আএ রাজদুআর।
মুদিত মাতু পরিছনি করহিঁ বধুন্হ সমেত কুমার॥

চৌপাই (১—৪)

করহিঁ আরতী বারহিঁ বারা। প্রেমু প্রমোদু কহৈ কো পারা॥
ভূষন মনি পট নানা জাতী। করহিঁ নিছাবরি অগনিত ভাঁতী॥
বধুন্হ সমেত দেখি সুত চারী। পরমানন্দ মগন মহতারী॥
পুনি পুনি সীয় রাম ছবি দেখী। মুদিত সফল জগ জীবন লেখী॥
সখীঁ সীয় মুখ পুনি পুনি চাহী। গান করহিঁ নিজ সুকৃত সরাহী॥
বরষহিঁ সুমন ছনহিঁ ছন দেবা। নাচহিঁ গাবহিঁ লাবহিঁ সেবা॥
দেখি মনোহর চারিউ জোরীঁ। সারদ উপমা সকল ঢঁঢোরীঁ॥
দেত ন বনহিঁ নিপট লঘু লাগীঁ। একটক রহীঁ রূপ অনুরাগীঁ॥

দোহা (৩৪৯)

নিগম নীতি কুল রীতি করি অরঘ পাঁবড়ে দেত।
বধুন্হ সহিত সুত পরিছি সব চলীঁ লবাই নিকেত॥

চৌপাই (১—৪)

চারি সিংঘাসন সহজ সুহাএ। জনু মনোজ নিজ হাথ বনাএ॥
তিন্হ পর কুঅঁরি কুঅঁর বৈঠারে। সাদর পায় পুনীত পখারে॥
ধূপ দীপ নৈবেদ বেদ বিধি। পূজে বর দুলহিনি মঙ্গল নিধি॥
বারহিঁ বার আরতী করহীঁ। ব্যজন চারু চামর সির ঢরহীঁ॥
বস্তু অনেক নিছাবরি হোহীঁ। ভরীঁ প্রমোদ মাতু সব সোহীঁ॥
পাবা পরম তত্ত্ব জনু জোগীঁ। অমৃতু লহেউ জনু সন্তত রোগীঁ॥
জনম রঙ্ক জনু পারস পাবা। অন্ধহি লোচন লাভু সুহাবা॥
মূক বদন জনু সারদ ছাঈ। মানহুঁ সমর সূর জয় পাঈ॥

দোহা—এভাবে সুখসাগরে আপ্লুত করে, সকলে রাজদ্বারে এসে উপনীত হলেন। পরম প্রীতি সহকারে তখন মাতাগণ বধূসমেত পুত্রদের বরণ করতে থাকলেন॥ ৩৪৮॥

চৌপাই—বরণপর্ব যেন আর কিছুতেই শেষ হচ্ছিল না। তখনকার প্রেম ও আনন্দ বলে বোঝানো কবির পক্ষে সম্ভব হল না। বস্ত্রালংকার, মণিমাণিক্য ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী বিতরণ চলতেই থাকল॥ ১॥ পুত্রদের নববধূর সহিত প্রত্যক্ষ করে মাতাগণ পরমানন্দ অনুভূতি লাভ করছিলেন। সেই আনন্দমগ্ন মাতাদের দৃষ্টি ঘুরে ফিরে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর উপর নিবদ্ধ হচ্ছিল। তাঁরা জীবন ধন্য মনে করছিলেন॥ ২॥ সীতাদেবীর চন্দ্রানন প্রত্যক্ষ করে সখীগণও আহ্লাদিত হয়েছিল ; তারা মনে মনে নিজ পুণ্য ও সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করছিল। দেবতাগণ নৃত্যগীত সহকারে পুষ্পবৃষ্টি করে শ্রীপ্রভুকে তুষ্ট করবার প্রয়াস করছিলেন॥ ৩॥ চার জোড়া দৃষ্টিনন্দন মূর্তি এক সঙ্গে প্রত্যক্ষ করে দেবী সরস্বতী ঔৎকর্ষ প্রকাশ করবার জন্য উপমা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি তা খুঁজে পেতে সক্ষম হলেন না কারণ সকল উপমাই আসলের তুলনায় ম্লান লাগছিল। অবশেষে তিনি কার্যে বিরত হয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের রূপে আকৃষ্ট হয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকেই তাকিয়ে রইলেন॥ ৪॥

দোহা—চার জোড়া পুত্র-পুত্রবধূকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও পদাসন প্রদান করে রাজমহিষীগণ বরণ করে তাঁদের অন্দরমহলে নিয়ে চললেন॥ ৩৪৯॥

চৌপাই—সহজ সুন্দর চারটি সিংহাসন প্রস্তুত করাই ছিল ; দেখে মনে হচ্ছিল যেন তা কামদেব দ্বারা নিজ হস্তে নির্মিত। সেই সিংহাসনের উপর রাজকুমারী ও রাজকুমারসকলকে উপবেশন করানো হল। মাতাগণ অতি সমাদরে তাঁদের পাদপ্রক্ষালন করে দিলেন॥ ১॥ তারপর বেদ কথিত বিধি অনুসারে মঙ্গলময় বরকনে চতুষ্টয়কে ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা পূজার্চনা করা হল। মাতাগণ বারে বারে আরতি করতেই থাকলেন আর ব্যজনী ও চামর দ্বারা ব্যজনও করতে থাকলেন॥ ২॥ উপহারসামগ্রী দান চলতেই থাকল। পরম শোভমান রাজমহিষীগণ পরমানন্দময় হয়ে ছিলেন। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন যোগীগণ পরমতত্ত্বানুভূতি লাভ করেছেন ; নিত্যপীড়িত ব্যক্তি অমৃত লাভ করেছে ; আর জন্মাবধি দরিদ্র ব্যক্তি যেন পরশ পাথর লাভ করেছে ; যেন অন্ধ

দোহা (৩৫০ ক, খ)

এহি সুখ তে সত কোটি গুন পাবহিঁ মাতু অনন্দু।
ভাইন্‌হ সহিত বিআহি ঘর আএ রঘুকুলচন্দু॥
লোক রীতি জননীঁ করহি বর দুলহিনি সকুচাহিঁ।
মোদু বিনোদু বিলোকি বড় রামু মনহিঁ মুসুকাহিঁ॥

চৌপাই (১—৪)

দেব পিতর পূজে বিধি নীকী। পূজীঁ সকল বাসনা জী কী॥
সবহি বন্দি মাগহিঁ বরদানা। ভাইন্‌হ সহিত রাম কল্যানা॥
অন্তরহিত সুর আসিষ দেহীঁ। মুদিত মাতু অঞ্চল ভরি লেহীঁ॥
ভূপতি বোলি বরাতী লীন্‌হে। জান বসন মনি ভূষন দীন্‌হে॥
আয়সু পাই রাখি উর রামহি। মুদিত গএ সব নিজ নিজ ধামহি॥
পুর নর নারি সকল পহিরাএ। ঘর ঘর বাজন লগে বধাএ॥
জাচক জন জাচহিঁ জোই জোঈ। প্রমুদিত রাউ দেহিঁ সোই সোঈ॥
সেবক সকল বজনিআ নানা। পূরন কিএ দান সনমানা॥

দোহা (৩৫১)

দেহিঁ অসীস জোহারি সব গাবহিঁ গুন গন গাথ।
তব গুর ভূসুর সহিত গৃহঁ গবনু কীন্‌হ নরনাথ॥

চৌপাই (১— ২)

জো বসিষ্ঠ অনুসাসন দীন্‌হী। লোক বেদ বিধি সাদর কীন্‌হী॥
ভূসুর ভীর দেখি সব রানী। সাদর উঠীঁ ভাগ্য বড় জানী॥
পায় পখারি সকল অন্‌হবাএ। পূজি ভলী বিধি ভূপ জেবাঁএ॥
আদর দান প্রেম পরিপোষে। দেত অসীস চলে মন তোষে॥

সুন্দর দৃষ্টি লাভ করেছে ; যেন মূক বাণীতে দেবী সরস্বতীকে লাভ করেছে ; আর শৌর্যবীর্যসম্পন্ন ব্যক্তি যেন যুদ্ধে বিজয়লাভ করেছে।। ৩-৪ ।।

দোহা—রঘুকুলচন্দ্র প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বিবাহ করে ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করায় মাতাগণের যা আনন্দ হয়েছিল তা উপরোক্ত আনন্দ থেকে শত কোটিগুণ অধিক ছিল।। ৩৫০ (ক)।।

দোহা— মাতাগণ লোকাচার সমর্থিত ক্রিয়াসকল যখন করছিলেন তা বরকনেদের সংকোচের কারণ হয়ে উঠেছিল। এই অনুপম আমোদ আহ্লাদ দেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে হাসলেন।। ৩৫০ (খ)।।

চৌপাই—সকল মনোবাঞ্ছা পূরণ হওয়ায় মাতাগণ দেবতাদের ও পিতৃপুরুষদের উত্তমরূপে পূজার্চনা করলেন। সকলকে বন্দনা করে মাতাগণ বর চাইলেন যেন ভ্রাতাদের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের কল্যাণ হয়।। ১ ।। নভোমণ্ডলে সুগুপ্ত দেবতাগণ আশীর্বাদ দিলেন যা মাতাসকল আনন্দ সহকারে আঁচল পেতে গ্রহণ করলেন। এইবার বরযাত্রী সকলের ডাক পড়ল। মহারাজ দশরথ তাদের যান, বস্ত্র, মণিমাণিক্য ও অলংকার আদি দান করলেন।। ২ ।। হৃদয় মন্দিরে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করে মহারাজ শ্রীদশরথের অনুমতি নিয়ে তাঁরা নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করলেন। নরনারী নির্বিশেষে পুরজনসকলকে মহারাজ বস্ত্রালংকার দান করলেন। ঘরে ঘরে উৎসব পালিত হতে লাগল।। ৩ ।। যে যা চাইল, মহারাজ শ্রীদশরথ তাকে তাই দিলেন। সেবক ও বাদ্যকর সকলও বাদ গেল না ; তারাও নানারূপ দানাদি লাভ করে সসম্মানে সন্তুষ্ট হল।। ৪ ।।

দোহা—সকলেই মহারাজ শ্রীদশরথের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। আশীর্বাদ দিয়ে গুণসংকীর্তনও হতে লাগল। তখন গুরু বশিষ্টদেব ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে মহারাজ শ্রীদশরথ রাজপ্রাসাদে গমন করলেন।। ৩৫১ ।।

চৌপাই—গুরু বশিষ্ঠদেবের নির্দেশ অনুসারে মহারাজ শ্রীদশরথ সকল লোকাচার ও বেদবিধি উত্তমরূপে পালন করলেন। ব্রাহ্মণসকলকে উপস্থিত দেখে রাজমহিষীগণ তাকে পরম সৌভাগ্যরূপে জানলেন ; তাঁরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে সম্মান প্রদর্শন করলেন।। ১ ।। তাঁদের পাদপ্রক্ষালন ও স্নানাদির ব্যবস্থা করা হল। মহারাজ তাঁদের উত্তমরূপে পূজার্চনা করে আহার্য দান করে সেবা করলেন। ব্রাহ্মণগণ সমাদর, দান ও প্রীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে

চৌপাই (৩—৪)

বহু বিধি কীন্‌হি গাধিসুত পূজা। নাথ মোহি সম ধন্য ন দূজা॥
কীন্‌হি প্রসংসা ভূপতি ভূরী। রানিন্‌হ সহিত লীন্‌হি পগ ধূরী॥
ভীতর ভবন দীন্‌হ বর বাসূ। মন জোগবত রহ নৃপু রনিবাসূ॥
পূজে গুর পদ কমল বহোরী। কীন্‌হি বিনয় উর প্রীতি ন থোরী॥

দোহা (৩৫২)

বধুন্‌হ সমেত কুমার সব রানিন্‌হ সহিত মহীসু।
পুনি পুনি বন্দত গুর চরন দেত অসীস মুনীসু॥

চৌপাই (১—৪)

বিনয় কীন্‌হি উর অতি অনুরাগেঁ। সুত সম্পদা রাখি সব আগেঁ॥
নেগু মাগি মুনিনায়ক লীন্‌হা। আসিরবাদু বহুত বিধি দীন্‌হা॥
উর ধরি রামহি সীয় সমেতা। হরষি কীন্‌হ গুর গবনু নিকেতা॥
বিপ্রবধূ সব ভূপ বোলাঈঁ। চৈল চারু ভূষন পহিরাঈঁ॥
বহুরি বোলাই সুআসিনি লীন্‌হীঁ। রুচি বিচারি পহিরাবনি দীন্‌হীঁ॥
নেগী নেগ জোগ সব লেহীঁ। রুচি অনুরূপ ভূপমনি দেহীঁ॥
প্রিয় পাহুনে পূজ্য জে জানে। ভূপতি ভলী ভাঁতি সনমানে॥
দেব দেখি রঘুবীর বিবাহূ। বরষি প্রসূন প্রসংসি উছাহূ॥

দোহা (৩৫৩)

চলে নিসান বজাই সুর নিজ নিজ পুর সুখ পাই।
কহত পরসপর রাম জসু প্রেম ন হৃদয়ঁ সমাই॥

গিয়েছিলেন। তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ দান করে চলে গেলেন॥ ২ ॥ এইবার মহারাজ শ্রীদশরথ গাধিনন্দন মুনিবর শ্রীবিশ্বামিত্রকে নানাভাবে পূজার্চনা করে সম্মানিত করলেন। তিনি বললেন—হে নাথ ! আমার মতন সুখী বোধহয় ত্রিভুবনে কেউ নেই। মহারাজ শ্রীদশরথ মুনিবরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। তিনি রাজমহিষীদের ডেকে একসঙ্গে মুনিবরকে প্রণাম করলেন॥ ৩॥ রাজপ্রাসাদের মধ্যেই মুনিবর শ্রীবিশ্বামিত্রের থাকবার জন্য স্থান দেওয়া হল। মহারাজ রাজমহিষীদের সঙ্গে মুনিবরের সেবার প্রতি নজর রাখলেন। অতঃপর মহারাজ শ্রীদশরথ গুরু বশিষ্ঠদেবের শ্রীপাদপদ্মে পূজার্চনা ও স্তুতি করলেন। অন্তর তখন তাঁর প্রীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল॥ ৪॥

দোহা—*নববধূ সকলকে নিয়ে রাজকুমারগণ আর রাজমহিষীদের নিয়ে মহারাজ স্বয়ং বারে বারে গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করলেন। শ্রেষ্ঠ মুনিবরও তাঁদের আশীর্বাদ দিলেন॥ ৩৫২ ॥*

চৌপাই— মহারাজ শ্রীদশরথ অনুরাগরঞ্জিত চিত্তে পুত্রসকল ও সকল ধনসম্পদ গুরুদেবের সম্মুখে রেখে তা গ্রহণ করবার জন্য অনুনয়-বিনয় করলেন। মুনিবর কেবল পুরোহিতের স্বল্প দক্ষিণা গ্রহণ করে সকলকে আশীর্বাদাদি দিলেন॥ ১॥ অতঃপর শ্রীসীতারামকে হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে গুরু বশিষ্ঠদেব প্রসন্নচিত্তে নিজ গৃহ অভিমুখে গমন করলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণভার্যাদের ডাক পড়ল। মহারাজ তাঁদেরও বস্ত্রালংকার দান করে সন্তুষ্ট করলেন॥ ২॥ অতঃপর নগরের সকল সৌভাগ্যবতী রমণীদের ডাক পড়ল। মহারাজ তাদের সকলকে পছন্দমতন বস্ত্রালংকার দান করে সন্তুষ্ট করলেন। বিবাহাদি উৎসবে যার যা কিছু প্রাপ্য হয়, মহারাজ শ্রীদশরথ তা সকলই দান করলেন॥ ৩॥ মহারাজ এইবার প্রিয় ও পূজনীয় অতিথি অভ্যাগতদের যথাযোগ্য সম্মান দিলেন। দেবতাগণ শ্রীরঘুনাথের বিবাহ উৎসবের ভূয়সী প্রশংসা করে পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে নিজ লোকে প্রত্যাগমন করলেন॥ ৪॥

দোহা—*পরম সুখানুভূতি লাভ করে দুন্দুভিবাদ্য বাজিয়ে দেবতাগণ নিজ নিজ লোকে গমন করলেন। সকলেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের যশঃকীর্তনেই যুক্ত। অন্তরে তারা আনন্দ ধরে রাখতে পারছিলেন না॥ ৩৫৩॥*

চৌপাই (১—৪)

সব বিধি সবহি সমদি নরনাহূ। রহা হৃদয়ঁ ভরি পূরি উছাহূ॥
জহঁ রনিবাসু তহাঁ পগু ধারে। সহিত বহূটিন্হ কুঅঁর নিহারে॥

লিএ গোদ করি মোদ সমেতা। কো কহি সকই ভয়উ সুখু জেতা॥
বধূ সপ্রেম গোদ বৈঠারীঁ। বার বার হিয়ঁ হরষি দুলারীঁ॥

দেখি সমাজু মুদিত রনিবাসূ। সব কে উর অনন্দ কিয়ো বাসূ॥
কহেউ ভূপ জিমি ভয়উ বিবাহূ। সুনি সুনি হরষু হোত সব কাহূ॥

জনক রাজ গুন সীলু বড়াঈ। প্রীতি রীতি সম্পদা সুহাঈ॥
বহুবিধি ভূপ ভাট জিমি বরনী। রানীঁ সব প্রমুদিত সুনি করনী॥

দোহা (৩৫৪)

সুতন্হ সমেত নহাই নৃপ বোলি বিপ্র গুর গ্যাতি।
ভোজন কীন্হ অনেক বিধি ঘরী পঞ্চ গই রাতি॥

চৌপাই (১—৪)

মঙ্গলগান করহিঁ বর ভামিনি। ভৈ সুখমূল মনোহর জামিনি॥
অঁচই পান সব কাহূঁ পাএ। স্রগ সুগন্ধ ভূষিত ছবি ছাএ॥

রামহি দেখি রজায়সু পাঈ। নিজ নিজ ভবন চলে সির নাঈ॥
প্রেম প্রমোদু বিনোদু বড়াঈ। সময়উ সমাজু মনোহরতাঈ॥

কহি ন সকহিঁ সত সারদ সেসূ। বেদ বিরঞ্চি মহেস গনেসূ॥
সো মৈঁ কহৌঁ কবন বিধি বরনী। ভূমিনাগু সির ধরই কি ধরনী॥

নৃপ সব ভাঁতি সবহি সনমানী। কহি মৃদু বচন বোলাঈঁ রানী॥
বধূ লরিকনীঁ পর ঘর আঈঁ। রাখেহু নয়ন পলক কী নাঈঁ॥

চৌপাই—উত্তমরূপে অতিথি সৎকার কার্য সম্পাদন করে মহারাজ শ্রীদশরথের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তিনি তখন অন্দরমহলে গমন করে নববধূদের সঙ্গে পুত্রসকলকে দেখতে পেলেন॥ ১॥ মহারাজ শ্রীদশরথ তখন পুত্রদের দেখে মহানন্দে বুকে টেনে নিলেন। তখনকার অনুভূত সুখানুভূতিকে বলে বোঝানো যাবে না। নববধূগণও মহারাজের অপত্যস্নেহ থেকে বঞ্চিত হলেন না॥ ২॥ তখন যেন অন্দরমহলে আনন্দের হাট বসেছিল। হৃদয়কলস সেই আনন্দরস ধরে রাখতে পারছিল না। এইবার রাজামহাশয় উপস্থিত সকলকে বিবাহকালের ঘটনাসকল সবিস্তারে বললেন। সকলেই তা শুনে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন॥ ৩॥ রাজা দশরথ জানালেন—রাজর্ষি জনকের গুণ, সদাচার, মহানুভবতা, অনুপম প্রীতি ও বিপুল ধন-সম্পদ বৃত্তান্ত যখন মহারাজ স্বয়ং বলছিলেন তখন মনে হচ্ছিল যেন তা বিখ্যাত ভাটবন্দক দ্বারা পরিবেশিত হচ্ছে। রাজর্ষি জনকের বৃত্তান্ত রাজমহিষীদের হর্ষোৎফুল্ল করে তুলল॥ ৪॥

দোহা—বহুদিন পর পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে মহারাজ স্নানাদি করলেন। অতঃপর তাঁরা ব্রাহ্মণ, গুরুদেব ও আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে একত্রে আহার করতে বসলেন। আনন্দময় পরিবেশে কখন যে রাত্রির পঞ্চম দণ্ড কেটে গিয়েছে তা কেউ বুঝতেও পারেননি॥ ৩৫৪॥

চৌপাই—সুন্দরী রমণীদের মঙ্গলগানে পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠল। সেই রাত্রি যেন পরম রমণীয় ও সর্বসুখের আকর হয়ে উঠেছিল। সকলেই হাত মুখ ধুয়ে তাম্বূল সেবন করলেন আর পুষ্পমাল্য ও গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা বিভূষিত হয়ে শোভাময় হয়ে গেলেন॥ ১॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দুচোখ ভরে দর্শন করে মহারাজের অনুমতি নিয়ে সকলে যে যার ঘরে ফিরে গেল। সেইখানকার প্রেম, প্রমোদ, বিনোদ, মহানুভবতা, উৎসবের পরিবেশ ও মনোহারিত্ব তো শত শত দেবী সরস্বতী, শেষ নাগ, বেদ, ভগবান শ্রীব্রহ্মা, ভগবান শ্রীশংকর ও সিদ্ধিদাতা গণেশও বলে শেষ করতে পারবেন না। তা প্রকাশ করা তাহলে কবির পক্ষে কেমন করে সম্ভব হবে? কেঁচো কি কখনও ধরণীকে মাথায় তুলতে পারে? ২-৩॥ মহরাজ শ্রীদশরথ সসম্ভ্রমে সুকোমল কণ্ঠে রাজমহিষীদের কাছে ডেকে বললেন—নববধূসকল এখনও অল্পবয়স্কা আর পরের ঘরে মা-বাপকে ছেড়ে এসেছে। চোখের পাতা যেমন চোখকে আগলে রাখে সেইভাবে এদের সযত্নে রাখতে হবে॥ ৪॥

দোহা (৩৫৫)

লরিকা শ্রমিত উনীদ বস সয়ন করাবহু জাই।
অস কহি গে বিশ্রামগৃহঁ রাম চরন চিতু লাঈ॥

চৌপাই (১—৪)

ভূপ বচন সুনি সহজ সুহাএ। জরিত কনক মনি পলঁগ ডসাএ॥
সুভগ সুরভি পয় ফেন সমানা। কোমল কলিত সুপেতীঁ নানা॥
উপবরহন বর বরনি ন জাহীঁ। স্রগ সুগন্ধ মনিমন্দির মাহীঁ॥
রতনদীপ সুঠি চারু চঁদোবা। কহত ন বনই জান জেহিঁ জোবা॥
সেজ রুচির রচি রামু উঠাএ। প্রেম সমেত পলঁগ পৌঢ়াএ॥
অগ্যা পুনি পুনি ভাইন্‌হ দীন্‌হী। নিজ নিজ সেজ সয়ন তিন্‌হ কীন্‌হী॥
দেখি স্যাম মৃদু মঞ্জুল গাতা। কহহিঁ সপ্রেম বচন সব মাতা॥
মারগ জাত ভয়াবনি ভারী। কেহি বিধি তাত তাড়কা মারী॥

দোহা (৩৫৬)

ঘোর নিসাচর বিকট ভট সমর গনহিঁ নহিঁ কাহু।
মারে সহিত সহায় কিমি খল মারীচ সুবাহু॥

চৌপাই (১—৪)

মুনি প্রসাদ বলি তাত তুম্‌হারী। ঈস অনেক করবরেঁ টারী॥
মখ রখবারী করি দুহুঁ ভাঈঁ। গুরু প্রসাদ সব বিদ্যা পাঈঁ॥
মুনি তিয় তরী লগত পগ ধূরী। কীরতি রহী ভুবন ভরি পূরীঁ॥
কমঠ পীঠি পবি কূট কঠোরা। নৃপ সমাজ মহুঁ সিব ধনু তোরা॥
বিস্ব বিজয় জসু জানকি পাঈ। আএ ভবন ব্যাহি সব ভাঈ॥
সকল অমানুষ করম তুম্‌হারে। কেবল কৌসিক কৃপাঁ সুধারে॥
আজু সুফল জগ জনমু হমারা। দেখি তাত বিধুবদন তুম্‌হারা॥
জে দিন গএ তুম্‌হহি বিনু দেখেঁ। তে বিরঞ্চি জনি পারহিঁ লেখেঁ॥

দোহা—ছেলেরাও সকলে পরিশ্রান্ত ও নিদ্রাক্লিষ্ট ছিল। এদের শোয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এইসকল কথা বলে মহারাজ শ্রীদশরথ শ্রীরামচন্দ্রের চরণ চিত্তে ধারণ করে বিশ্রামাগারে গমন করলেন॥ ৩৫৫॥

চৌপাই—সহজ সুন্দর মহারাজের কথা শুনে রাজমহিষীগণ শয্যার ব্যবস্থা করতে চললেন। মণিমাণিক্যখচিত সুবর্ণময় পালঙ্ক পাতা হল ; শয্যায় দুগ্ধফেননিভ শুভ ও সুন্দর চাদর পাতা হল॥ ১॥ উপাধান সকলের বর্ণনাতীত মনোহর শোভা ছিল। মণিময় কক্ষে পুষ্পমাল্য ও সুগন্ধিত দ্রব্যাদির সম্ভার ছিল। রত্নদীপসকল অতীব সুন্দর আর চন্দ্রাতপের শোভা তো কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যে তা দেখেছে সেই কেবল বুঝতে পারবে যে তা কত সুন্দর লাগছিল॥ ২॥ সুন্দর শয্যা প্রস্তুতি সুসম্পন্ন করে মাতাগণ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে ধরে তুললেন ও শয্যায় শয়ন করিয়ে দিলেন। ভ্রাতাদের শয়ন করতে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বারে বারে বলছিলেন। তখন তারাও নিজ নিজ শয্যায় গিয়ে শয়ন করলেন॥ ৩॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নবনীরদ কান্তি সুকোমল শ্যামল তনু দেখে মাতাগণ পরমপ্রীতি সহকারে প্রশ্ন করলেন—হে তাত ! পথে যাওয়ার সময়ে তুমি অতি ভয়ংকরী তাড়কা রাক্ষসী বধ কেমন করে করলে ? ৪॥

দোহা—যুদ্ধনিপুণ অপরাজেয় দুষ্ট মারীচ ও সুবাহু রাক্ষসদের সাঙ্গোপাঙ্গসহ তুমি কীভাবে বধ করলে ? ৩৫৬॥

চৌপাই—হে তাত ! আমার সৌভাগ্যের শেষ নেই। মুনিবরের কৃপায় ও ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমাদের সকল বিপদের নিরসন হয়েছে। তোমরা দুই ভাই মিলে গুরুদেবের যজ্ঞ রক্ষা করে তাঁর কৃপায় সকল বিদ্যাও লাভ করেছ॥ ১॥ তোমার পদরজ স্পর্শ লাভ করে গৌতমভার্যা অহল্যার মুক্তি লাভ হয়ে গেল। বিশ্বচরাচর তোমার এই অক্ষয় কীর্তির প্রশংসা করে। যে হরধনু কূর্মপৃষ্ঠে, বজ্র ও পর্বত থেকেও কঠোর বলে পরিচিত ছিল, তা তুমি অনায়াসে ভঙ্গ করলে॥ ২॥ তুমি বিশ্ববিজয়ের যশ ও সীতাকে লাভ করেছ আর ভ্রাতাদেরও বিবাহ দিয়ে নিয়ে এসেছ। তোমার এই সকল অনন্য সাধারণ কর্মসকলই মুনিবরের (মুনি বিশ্বামিত্রের) কৃপায় সম্ভব হয়েছে॥ ৩॥ হে তাত ! আজ তোমার বিধুবদন দেখতে পেয়ে মনে হচ্ছে যেন মানবজন্ম সফল হল। বিধাতার কাছে একান্ত অনুরোধ যে তিনি যেন তোমাকে না দেখা দিনগুলি আমাদের আয়ুতে যুক্ত না করেন অর্থাৎ সেই দিনগুলি আয়ু থেকে বাদ দেন॥ ৪॥

দোহা (৩৫৭)

রাম প্রতোষীঁ মাতু সব কহি বিনীত বর বৈন।
সুমিরি সম্ভু গুর বিপ্র পদ কিএ নীদবস নৈন॥

চৌপাই (১—৪)

নীদউঁ বদন সোহ সুঠি লোনা। মনহুঁ সাঁঝ সরসীরুহ সোনা॥
ঘর ঘর করহিঁ জাগরন নারীঁ। দেহিঁ পরস্পর মঙ্গল গারীঁ॥
পুরী বিরাজতি রাজতি রজনী। রানীঁ কহহিঁ বিলোকহু সজনী॥
সুন্দর বধুন্হ সাসু লৈ সোঈঁ। ফনিকন্হ জনু সিরমনি উর গোঈঁ॥
প্রাত পুনীত কাল প্রভু জাগে। অরুনচূড় বর বোলন লাগে॥
বন্দি মাগধন্হি গুনগন গাএ। পুরজন দ্বার জোহারন আএ॥
বন্দি বিপ্র সুর গুর পিতু মাতা। পাই অসীস মুদিত সব ভ্রাতা॥
জননিন্হ সাদর বদন নিহারে। ভূপতি সঙ্গ দ্বার পগু ধারে॥

দোহা (৩৫৮)

কীন্হি সৌচ সব সহজ সুচি সরিত পুনীত নহাই।
প্রাতক্রিয়া করি তাত পহিঁ আএ চারিউ ভাই॥

নবাহ্নপারায়ণ, তৃতীয় বিশ্রাম

চৌপাই (১—৩)

ভূপ বিলোকি লিএ উর লাঈ। বৈঠে হরষি রজায়সু পাঈ॥
দেখি রামু সব সভা জুড়ানী। লোচন লাভ অবধি অনুমানী॥
পুনি বসিষ্টু মুনি কৌসিকু আএ। সুভগ আসনন্হি মুনি বৈঠাএ॥
সুতন্হ সমেত পূজি পদ লাগে। নিরখি রামু দোউ গুর অনুরাগে॥
কহহিঁ বসিষ্টু ধরম ইতিহাসা। সুনহিঁ মহীসু সহিত রনিবাসা॥
মুনি মন অগম গাধিসুত করনী। মুদিত বসিষ্ট বিপুল বিধি বরনী॥

দোহা—*বিনম্র সুমধুর কথায় মাতাদের সন্তুষ্ট করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ভগবান শ্রীশংকর, গুরুদেব ও ব্রাহ্মণদের শ্রীচরণ স্মরণ করতে করতে নিদ্রাগমনের উদ্দেশ্যে নয়ন কপাট বন্ধ করলেন॥ ৩৫৭॥*

চৌপাই—নিদ্রিত প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মুখমণ্ডলে ছিল দিব্য কান্তি ; সেখানে যেন বিকালের রক্তকমলের শোভা বিরাজমান ছিল। ওদিকে আনন্দে রমণীকুলের চোখে ঘুম ছিল না। তাঁরা চটুল মঙ্গলময় গল্প ও হাস্যকৌতুক করে সময় কাটাচ্ছিলেন॥ ১॥ রাজমহিষীগণ আলোচনা করছেন—হে সজনী ! চেয়ে দেখ, আজকের রাত্রিটা কত সুন্দর ! দেখ, অযোধ্যা আজ কেমন শোভমান ! এইবার নববধূদের সঙ্গে নিয়ে মাতাসকল শয়ন করলেন ; মস্তকের মণিকে যেন সর্প সযত্নে অন্তরে লুকিয়ে রাখল॥ ২॥ পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র নিদ্রোত্থিত হলেন। সুন্দর কুক্কুটধ্বনি দিবাকালকে স্বাগত সম্ভাষণ করল। ভাট বন্দকগণ যশঃকীর্তন করতে লাগল। পুরজন এসে মহারাজের নামে জয়ধ্বনি করল॥ ৩॥ ভ্রাতা চতুষ্টয় ব্রাহ্মণ, দেবতা, গুরু, পিতা, মাতা সকলকে প্রণাম করলেন আর আশীর্বাদ লাভ করে প্রসন্ন হলেন। মাতাদের পুত্রদের মুখ দেখে আনন্দ আর ধরে না। অতঃপর তাঁরা মহারাজের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলেন॥ ৪॥

দোহা—*পরম পবিত্র ভ্রাতাচতুষ্টয় প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে সরযূ নদীতে অবগাহন করলেন। অতঃপর প্রাতঃসন্ধ্যাদি করে তাঁরা পিতৃদেবের কাছে এলেন॥ ৩৫৮॥*

চৌপাই—ভ্রাতৃচতুষ্টয় মহারাজ দশরথের কাছ থেকে উষ্ণ আলিঙ্গন লাভ করলেন। মহারাজের অনুমতি নিয়ে সকলে বসলেন। সভাসদগণ একদৃষ্টে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন ; তাঁরা চক্ষুর পরম প্রাপ্তি লাভ করে শান্ত হয়ে গেলেন (অর্থাৎ তাঁদের ত্রিতাপ যেন চিরতরে মুছে গেল)॥ ১॥ অতঃপর গুরু বশিষ্ঠদেব ও মহামুনি বিশ্বামিত্র এলেন। মহারাজ তাঁদের সুন্দর আসন প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি পুত্রদের তাঁদের যথাবিধি পূজার্চনা ও প্রণাম করলেন। উভয় গুরুই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে প্রেমময় হয়ে গেলেন॥ ২॥ গুরু বশিষ্ঠদেব শাস্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। মহারাজ শ্রীদশরথ তাঁর রাজমহিষীদের সঙ্গে সেই ধর্মালোচনা শ্রবণ করলেন। এইবার গুরু বশিষ্ঠদেব মহামুনি শ্রীবিশ্বামিত্রের সেই সকল অক্ষয় কীর্তিসকল বলতে থাকলেন যা মুনিমনেরও অগম্য॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

বোলে বামদেউ সব সাঁচী। কীরতি কলিত লোক তিহুঁ মাচী॥
সুনি আনন্দু ভয়উ সব কাহূ। রাম লখন উর অধিক উছাহূ॥

দোহা (৩৫৯)

মঙ্গল মোদ উছাহ নিত জাহিঁ দিবস এহি ভাঁতি।
উমগী অবধ অনন্দ ভরি অধিক অধিক অধিকাতি॥

চৌপাই (১—৫)

সুদিন সোধি কল কঙ্কন ছোরে। মঙ্গল মোদ বিনোদ ন থোরে॥
নিত নব সুখু সুর দেখি সিহাহীঁ। অবধ জন্ম জাচহিঁ বিধি পাহীঁ॥

বিস্বামিত্রু চলন নিত চহহীঁ। রাম সপ্রেম বিনয় বস রহহীঁ॥
দিন দিন সয়গুন ভূপতি ভাউ। দেখি সরাহ মহামুনিরাউ॥

মাগত বিদা রাউ অনুরাগে। সুতন্হ সমেত ঠাঢ় ভে আগে॥
নাথ সকল সম্পদা তুম্হারী। মৈঁ সেবকু সমেত সুত নারী॥

করব সদা লরিকন্হ পর ছোহূ। দরসনু দেত রহব মুনি মোহূ॥
অস কহি রাউ সহিত সুত রানী। পরেউ চরন মুখ আব ন বানী॥

দীন্হি অসীস বিপ্র বহু ভাঁতী। চলে ন প্রীতি রীতি কহি জাতী॥
রামু সপ্রেম সঙ্গ সব ভাঈ। আয়সু পাই ফিরে পহুঁচাঈ॥

দোহা (৩৬০)

রাম রূপু ভূপতি ভগতি ব্যাহু উছাহু অনন্দু।
জাত সরাহত মনহিঁ মন মুদিত গাধিকুলচন্দু॥

শ্রীবামদেব বললেন — যা শ্রবণ করলেন সকলই সত্য। মুনিবর শ্রীবিশ্বামিত্রের অক্ষয় কীর্তির কথা ত্রিলোক জানে। কথাসকল উপস্থিত সকলকে আনন্দ দিল। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণের মধ্যে বিশেষ উচ্ছ্বাস দেখা গেল॥ ৪॥

দোহা *— মঙ্গলময় আনন্দোৎসব নিত্য হতে লাগল ; আনন্দে সকলের দিন কেটে যেতে লাগল। অযোধ্যায় যেন আনন্দ কলস উপচে পড়ল। সেই আনন্দ যেন উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে লাগল॥ ৩৫৯॥*

চৌপাই—শুভদিন দেখে বিবাহ উপলক্ষে ধারণ করা মাঙ্গল্য হরিদ্রাবর্ণ সূত্র খুলে ফেলা হল। সর্বত্রই তখন মঙ্গল, আনন্দ ও হাস্যকৌতুকের হাট বসে গিয়েছিল। সুখের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেবতাদের মনেও চাঞ্চল্য আনল ; তাঁরা অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করবার জন্য বিধাতার কাছে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন॥ ১॥ প্রত্যহ ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের প্রস্তাব আসতে শুরু করল কিন্তু প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতি ও বিনয় তাঁকে অযোধ্যায় আটকে রাখছিল। এদিকে মহারাজ শ্রীদশরথের প্রেমপ্রীতিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করে মহামুনিরাজ শ্রীবিশ্বামিত্র তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন॥ ২॥ অবশেষে বিদায় নেওয়ার কথা ঋষি বিশ্বামিত্র ঠিক করেই ফেললেন। মহারাজ শ্রীদশরথ প্রেমপ্রীতি পরিপূর্ণ হয়ে পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে মুনিবরের সম্মুখে দাঁড়ালেন ; (আর বললেন—) হে নাথ ! এই সকল সম্পদই আপনার। আমি সপরিবারে আপনার সেবক মাত্র॥ ৩॥ হে মুনিবর ! আমার সন্তানদের উপর আপনার কৃপাকটাক্ষ অবিচল রাখবেন আর আমাকেও মাঝে মাঝে দর্শন দানে বঞ্চিত করবেন না। এইরূপ বলে মহারাজ শ্রীদশরথ সপরিবারে মুনিবরের চরণে পতিত হলেন। প্রেমবিহ্বল মহারাজের পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব হল না॥ ৪॥ অতঃপর ব্রাহ্মণ শ্রীবিশ্বামিত্র সকলকে আশীর্বাদাদি দিয়ে ফিরে গেলেন। সকলেই তখন প্রেমময় হয়ে পড়েছিলেন। পরম প্রীতি সহকারে ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র মুনিবর শ্রীবিশ্বামিত্রকে আশ্রমে পৌঁছে মুনিবরের অনুমতি নিয়ে ফিরে এলেন॥ ৫॥

দোহা *— পরমানন্দে গাধিকুলচন্দ্র শ্রীবিশ্বামিত্র ফিরে গিয়েছিলেন। পথে তিনি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ, মহারাজ শ্রীদশরথের ভক্তি, চার ভ্রাতার বিবাহ ও জনগণের বিপুল উচ্ছ্বাস ও আনন্দের কথা স্মরণ করতে করতে প্রস্থান করছিলেন॥ ৩৬০॥*

চৌপাই (১—৪)

বামদেব রঘুকুল গুর গ্যানী। বহুরি গাধিসুত কথা বখানী॥
সুনি মুনি সুজসু মনহিঁ মন রাউ। বরনত আপন পুন্য প্রভাউ॥

বহুরে লোগ রজায়সু ভয়উ। সুতন্হ সমেত নৃপতি গৃহঁ গয়উ॥
জহঁ তহঁ রাম ব্যাহু সবু গাবা। সুজসু পুনীত লোক তিহুঁ ছাবা॥

আএ ব্যাহি রামু ঘর জব তেঁ। বসই অনন্দ অবধ সব তব তেঁ॥
প্রভু বিবাহঁ জস ভয়উ উছাহূ। সকহিঁ ন বরনি গিরা অহিনাহূ॥

কবিকুল জীবনু পাবন জানী। রাম সীয় জসু মঙ্গল খানী॥
তেহি তে মৈঁ কছু কহা বখানী। করন পুনীত হেতু নিজ বানী॥

ছন্দ

নিজ গিরা পাবনি করন কারন রাম জসু তুলসীঁ কহ্যো।
রঘুবীর চরিত অপার বারিধি পারু কবি কৌনেঁ লহ্যো॥
উপবীত ব্যাহ উছাহ মঙ্গল সুনি জে সাদর গাবহীঁ।
বৈদেহি রাম প্রসাদ তে জন সর্বদা সুখু পাবহীঁ॥

সোরঠা (৩৬১)

সিয় রঘুবীর বিবাহু জে সপ্রেম গাবহিঁ সুনহিঁ।
তিন্হ কহুঁ সদা উছাহু মঙ্গলায়তন রাম জসু॥

মাসপারায়ণ, দ্বাদশ বিশ্রাম

চৌপাই—মুনি শ্রীবামদেব ও রঘুকুলগুরু জ্ঞানী শ্রীবশিষ্ঠদেব তখন সবিস্তারে মুনিবর শ্রীবিশ্বামিত্রের প্রশংসা করতে থাকলেন। মুনিবর শ্রীবিশ্বামিত্রের কীর্তি শ্রবণ করে মহারাজ শ্রীদশরথ নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলেন॥ ১॥ এইবার অন্যান্য ব্যক্তিগণও মহারাজের অনুমতি নিয়ে ফিরে গেলেন আর তখন মহারাজ পুত্রদের নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র বিবাহ বৃত্তান্ত সর্বত্র সংকীর্তিত হতে লাগল। ত্রিলোক প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র সুযশে পূর্ণ হল॥ ২॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাগমনের কাল থেকে অযোধ্যা যেন সকল আনন্দের বাসস্থান হয়ে উঠেছিল। তাঁর বিবাহ উপলক্ষ্যে যে আনন্দের হাট বসেছিল তা দেবী সরস্বতী ও সর্পরাজ শেষনাগের পক্ষেও বলে শেষ করা সম্ভব নয়॥ ৩॥ শ্রীসীতারামের মহিমা সংকীর্তন পরম মঙ্গলময় ও কবিকুলের জীবনকে নির্মলতা প্রদান করে। তাই নিজ বাণীকে নির্মলতা প্রদানের আশায় কবি তা যৎকিঞ্চিত সংকীর্তন করবার প্রয়াস করলেন॥ ৪॥

ছন্দ—তুলসীদাসের শ্রীপ্রভুর মহিমা সংকীর্তন প্রয়াস বাণীর পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করবার নিমিত্তই ; কারণ যে প্রভু শ্রীরঘুনাথচরিত বিস্তার সাগরসম তার কুল পাওয়া কোনো কবির পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁরা এই যজ্ঞোপবীত ও বিবাহ উৎসব বৃত্তান্ত অতি সমাদরে শ্রবণ করবেন তাঁদের সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় জীবনে সুখ সুনিশ্চিত জানবেন॥

দোহা—পরম ভক্তি সহকারে সীতাদেবী ও শ্রীরঘুনাথের বিবাহবৃত্তান্ত যাঁরা সংকীর্তন করবেন তাঁরা আনন্দময় হয়ে যাবেন কারণ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের গৌরবগাথা পরম কল্যাণকর॥ ৩৬১॥

কলিযুগের সমস্ত পাপ বিনাশকারী শ্রীরামচরিতমানসের এই প্রথম সোপান সমাপ্ত হল।

ইতি শ্রীমদ্রামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে প্রথমঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ।

(বালকাণ্ড সমাপ্ত)
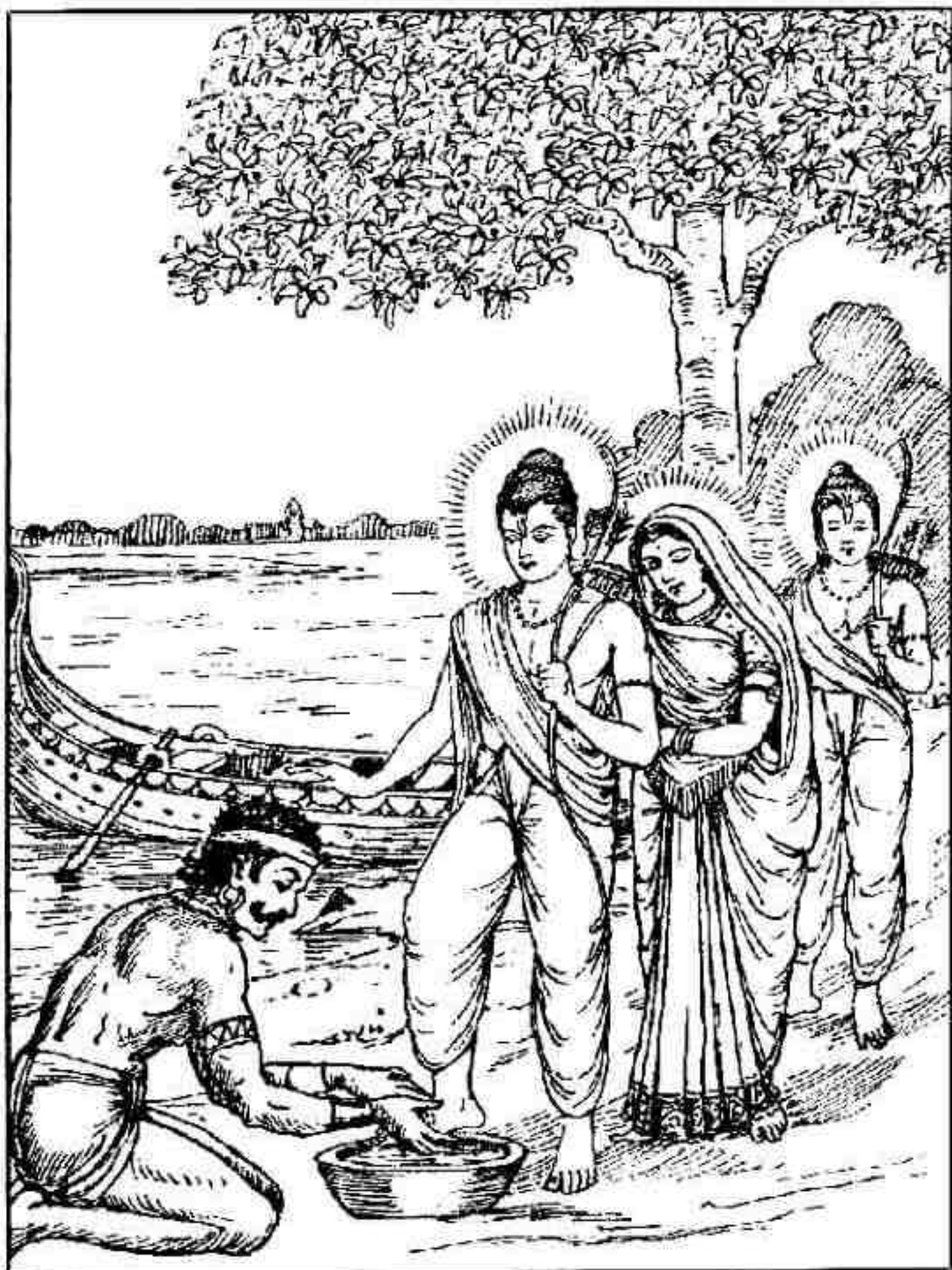
।। শ্রীগণেশায় নমঃ ।।

শ্রীজানকীবল্লভো বিজয়তে

শ্রীরামচরিতমানস

দ্বিতীয় সোপান

অযোধ্যাকাণ্ড

শ্লোক (১—৩)

যস্যাঙ্কে চ বিভাতি ভূধরসুতা দেবাপগা মস্তকে
ভালে বালবিধুর্গলে চ গরলং যস্যোরসি ব্যালরাট্।
সোঽয়ং ভূতিবিভূষণঃ সুরবরঃ সর্বাধিপঃ সর্বদা
শর্বঃ সর্বগতঃ শিবঃ শশিনিভঃ শ্রীশঙ্করঃ পাতু মাম্।। ১
প্রসন্নতাং যা ন গতাভিষেকতস্তথা ন মম্লে বনবাসদুঃখতঃ।
মুখাম্বুজশ্রী রঘুনন্দনস্য মে সদাস্তু সা মঞ্জুলমঙ্গলপ্রদা।। ২
নীলাম্বুজশ্যামলকোমলাঙ্গং সীতাসমারোপিতবামভাগম্।
পাণৌ মহাসায়কচারুচাপং নমামি রামং রঘুবংশনাথম্।। ৩

শ্লোক—যাঁর অঙ্কে হিমাচলসুতা পার্বতী, মস্তকে গঙ্গা, ললাটে দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা, কণ্ঠে হলাহল, বক্ষঃস্থলে সর্পরাজ শেষনাগ, সর্বাঙ্গে ভস্মের শোভা —সেই সর্বগত, সর্বেশ্বর, কল্যাণবিগ্রহ, সংহারকর্তা, দেবশ্রেষ্ঠ, শশিশুভ্র শ্রীশংকর আমাকে সতত রক্ষা করুন।। ১ ।। রঘুনন্দনের শ্রীমুখের যে অনুপম শোভা রাজ্যাভিষেকের কথা শ্রবণ করে প্রসন্ন অথবা বনবাসের কথা শ্রবণ করে মলিন হয়নি তা যেন সতত আমার পক্ষে কল্যাণকর ও শুভ মঙ্গলদায়ী হয়।। ২ ।। যাঁর অঙ্গ নীলোৎপলসদৃশ শ্যাম ও কোমল, যাঁর বামভাগে সীতাদেবী অবস্থান করেন আর যিনি হস্তে অমোঘ ধনুর্বাণ ধারণ করেন, সেই রঘুবংশের প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত প্রণাম করি।

দোহা

শ্রীগুরু চরন সরোজ রজ নিজ মনু মুকুরু সুধারি।
বরনউঁ রঘুবর বিমল জসু জো দায়কু ফল চারি॥

চৌপাই (১—৪)

জব তেঁ রামু ব্যাহি ঘর আএ। নিত নব মঙ্গল মোদ বধাএ॥
ভুবন চারিদস ভূধর ভারী। সুকৃত মেঘ বরষহিঁ সুখ বারী॥
রিধি সিধি সম্পতি নদীঁ সুহাঈ। উমগি অবধ অম্বুধি কহুঁ আঈ॥
মনিগন পুর নর নারি সুজাতী। সুচি অমোল সুন্দর সব ভাঁতী॥
কহি না জাই কছু নগর বিভূতী। জনু এতনিঅ বিরঞ্চি করতূতী॥
সব বিধি সব পুর লোগ সুখারী। রামচন্দ্র মুখ চন্দু নিহারী॥
মুদিত মাতু সব সখীঁ সহেলী। ফলিত বিলোকি মনোরথ বেলী॥
রাম রূপু গুন সীলু সুভাউ। প্রমুদিত হোই দেখি সুনি রাউ॥

দোহা (১)

সব কেঁ উর অভিলাষু অস কহহিঁ মনাই মহেসু।
আপ অছত জুবরাজ পদ রামহি দেউ নরেসু॥

চৌপাই (১—৩)

এক সময় সব সহিত সমাজা। রাজসভাঁ রঘুরাজু বিরাজা॥
সকল সুকৃত মূরতি নরনাহূ। রাম সুজসু সুনি অতিহি উছাহূ॥
নৃপ সব রহহিঁ কৃপা অভিলাষেঁ। লোকপ করহিঁ প্রীতি রুখ রাখেঁ॥
তিভুবন তীনি কাল জগ মাহীঁ। ভূরিভাগ দসরথ সম নাহীঁ॥
মঙ্গলমূল রামু সুত জাসূ। জো কছু কহিঅ থোর সবু তাসূ॥
রায়ঁ সুভায়ঁ মুকুরু কর লীন্হা। বদনু বিলোকি মুকুটু সম কীন্হা॥

দোহা—শ্রীগুরুচরণ সরোজরজ দ্বারা নিজ মন-দর্পণ শুদ্ধ (পবিত্র) করে আমি (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ রূপ) চতুর্বর্গ ফলপ্রদায়ক শ্রীরঘুবীরের বিমল যশ বর্ণনা (লীলা সংকীর্তন) করছি (অথবা করতে প্রয়াসী হলাম)॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্র বিবাহ করে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। তাঁর আগমনের সময় থেকেই তথায় নিত্যনতুন মঙ্গলোৎসব হতে থাকল, চতুর্দিকে উৎসবের বাদ্য শোনা যেতে লাগল। যেন চতুর্দশ ভুবনসম পর্বতমালায় পুণ্যরূপ মেঘ অনবরত সুখরূপ বারিবর্ষণ করছে॥ ১॥ ঋদ্ধি-সিদ্ধি ও সম্পদরূপ পরম সুখ ও শান্তি প্রদানকারী নদীসমূহ যেন অযোধ্যারূপ সমুদ্রে এসে মিলিত হতে লাগল। নগরের জনগণ উৎকৃষ্ট রত্নসম পরিশোভিত এবং পবিত্রতা, মূল্যবোধ ও সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল॥ ২ ॥ নগরের অনুপম সৌন্দর্যের যেন বর্ণনা হয় না। সর্বত্র ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য চোখে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল যেন বিধাতার সৃষ্টি অযোধ্যাতেই উৎকর্ষের শীর্ষে উপনীত হয়েছে। নগরবাসীগণ শ্রীরামচন্দ্রের বদনকমল দর্শন করে অতিশয় সুখানুভূতিতে মগ্ন থাকত ॥ ৩॥ জননী ও তাঁদের সখী-সহচরীসকল তাঁদের মনোবাঞ্ছা তরুকে পল্লবিত হতে দেখে আনন্দে মগ্ন হয়ে ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের রূপ, গুণ, শালীনতা ও স্বভাব রাজা দশরথকে আনন্দ প্রদান করছিল॥ ৪॥

দোহা—সকলের চিত্তে তীব্র অভিলাষ ছিল যেন রাজা দশরথ জীবদ্দশাতেই শ্রীরামচন্দ্রকে যুবরাজরূপে অভিষিক্ত করে যান। তারা এই উদ্দেশ্যে মহাদেবের কাছে সতত প্রার্থনা নিবেদন করত॥ ১ ॥

চৌপাই—একদা রঘুকুলরাজ শ্রীদশরথ পাত্রমিত্র পরিবৃত হয়ে রাজসভায় বিরাজমান ছিলেন। সকল পুণ্যের মূর্তবিগ্রহ শ্রীমহারাজ স্বয়ং। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সুযশ (কথা) শুনে আনন্দ সহকারে তা উপভোগ করছিলেন॥ ১ ॥ অধীনস্থ রাজাগণ তাঁর কৃপা কামনা করতেন আর লোকপালগণ মহারাজ দশরথকে তুষ্ট রেখে চলতেন। তখন ত্রিভুবনে (স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে) ও ত্রিকালে (ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে) রাজা দশরথসম সৌভাগ্যবান আর কেউ ছিল না॥ ২ ॥ সর্বমঙ্গলময় শ্রীরামচন্দ্র যাঁর সন্তান তাঁর (সেই চক্রবর্তী সম্রাট দশরথ) সম্বন্ধে যা কিছুই বলা হোক না কেন, তা কম হবে। একদিন রাজা সহসা আপন মনে দর্পণ হাতে নিয়ে নিজ মস্তকের কিরীট ঠিক করলেন॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

শ্রবন সমীপ ভএ সিত কেসা। মনহুঁ জরঠপনু অস উপদেসা।।
নৃপ জুবরাজু রাম কহুঁ দেহূ। জীবন জনম লাহু কিন লেহূ।।

দোহা (২)

যহ বিচারু উর আনি নৃপ সুদিনু সুঅবসরু পাই।
প্রেম পুলকি তন মুদিত মন গুরহি সুনায়উ জাই।।

চৌপাই (১—৪)

কহই ভুআলু সুনিঅ মুনিনায়ক। ভএ রাম সব বিধি সব লায়ক।।
সেবক সচিব সকল পুরবাসী। জে হমারে অরি মিত্র উদাসী।।
সবহি রামু প্রিয় জেহি বিধি মোহী। প্রভু অসীস জনু তনু ধরি সোহী।।
বিপ্র সহিত পরিবার গোসাঈঁ। করহিঁ ছোহু সব রৌরিহি নাঈঁ।।
জো গুর চরন রেনু সির ধরহীঁ। তে জনু সকল বিভব বস করহীঁ।।
মোহি সম যহু অনুভয়উ ন দূজেঁ। সবু পায়উঁ রজ পাবনি পূজেঁ।।
অব অভিলাষু একু মন মোরেঁ। পূজিহি নাথ অনুগ্রহ তোরেঁ।।
মুনি প্রসন্ন লখি সহজ সনেহূ। কহেউ নরেস রজায়সু দেহূ।।

দোহা (৩)

রাজন রাউর নামু জসু সব অভিমত দাতার।
ফল অনুগামী মহিপ মনি মন অভিলাষু তুম্হার।।

চৌপাই (১—২)

সব বিধি গুরু প্রসন্ন জিয়ঁ জানী। বোলেউ রাউ রহঁসি মৃদু বানী।।
নাথ রামু করিঅহিঁ জুবরাজূ। কহিঅ কৃপা করি করিঅ সমাজূ।।
মোহি অছত যহু হোই উছাহূ। লহহিঁ লোগ সব লোচন লাহূ।।
প্রভু প্রসাদ সিব সবই নিবাহীঁ। যহ লালসা এক মন মাহীঁ।।

(হঠাৎ দর্পণে তাঁর দৃষ্টি গেল) কানের পার্শ্বদেশের কেশ শুভ্রদর্শন হয়ে গিয়েছে। সামান্য ঘটনা যেন তাঁকে উপদেশ দান করল— হে রাজা ! তোমার বার্ধক্যকাল উপস্থিত হয়েছে, এবার শ্রীরামচন্দ্রকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করে জন্ম ও জীবন সার্থক করো॥ ৪ ॥

দোহা—মনে এই চিন্তা করে তিনি (শ্রীরামচন্দ্রকে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত করবার জন্য) পুলকিত হৃদয়ে এক শুভ দিন-ক্ষণে সানন্দে তা গুরু শ্রীবশিষ্ঠদেব সকাশে নিবেদন করলেন॥ ২ ॥

চৌপাই—রাজা বললেন— হে মুনিবর ! (কৃপা করে আমার নিবেদন) শুনুন ! শ্রীরামচন্দ্র এখন সব দিক দিয়ে সুযোগ্য হয়ে উঠেছে। সেবক, মন্ত্রী, জনগণ আর শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই যেমন আমাকে ভালোবাসে, শ্রীরামচন্দ্রকেও একইরকম ভালোবাসে। আপনার আশীর্বাদ যেন মূর্তবিগ্রহরূপে শ্রীরামচন্দ্রে শোভায়মান হয়ে আছে। ব্রাহ্মণসকল আপনার মতনই সপরিবারে তার উপর স্নেহ বর্ষণ করে থাকেন॥ ১-২ ॥ শ্রীগুরুপদরজ মস্তকে ধারণ করলে (জগতের) সকল ঐশ্বর্যই আয়ত্ত হয়ে থাকে। এ কথা আমি যতটা অনুভব করেছি অতটা বোধহয় অন্য কেউ করেনি। আপনার পবিত্র পদরজের প্রভাবেই তো আমার সবকিছু লাভ করা সম্ভব হয়েছে ॥ ৩ ॥ এখন আমার মনে একটি মাত্র অভিলাষ বর্তমান। হে নাথ ! তা কেবল আপনার কৃপাতেই পূর্ণ হওয়া সম্ভব। রাজাকে সহজ সরল স্নেহভাবযুক্ত দেখে মুনি প্রসন্ন হয়ে বললেন— হে নরেশ ! বেশ ! বলুন না ! বলুন, কী অভিলাষ ? ৪ ॥

দোহা —হে রাজন্ ! আপনার নামযশই সকল অভিলষিত বস্ত্র প্রদান করতে সমর্থ। হে রাজশিরোমণি ! আপনার মনোবাঞ্ছা তো ফলকেই অনুসরণ করে থাকে (অর্থাৎ আপনার ইচ্ছা জাগরণের পূর্বেই ফল হাজির হয়ে যায়)॥ ৩॥

চৌপাই— গুরুকে অতিশয় প্রসন্ন দেখে রাজা আনন্দিত হয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন— হে গুরুদেব ! শ্রীরামচন্দ্রকে যুবরাজ করে দিন। আয়োজন করবার পূর্বে আপনার সম্মতি প্রয়োজন॥ ১ ॥ আমার জীবদ্দশায় এই আনন্দ উৎসব হোক (যাতে) সকলে তা দর্শন করে নয়ন সার্থক করে। হে প্রভু ! আপনার কৃপায় ভগবান শংকর আমায় সব দিয়েছেন (আমার সকল ইচ্ছা পূরণ

চৌপাই (৩—৪)

পুনি ন সোচ তনু রহউ কি জাউ। জেহিঁ ন হোই পাছেঁ পছিতাউ॥
সুনি মুনি দসরথ বচন সুহাএ। মঙ্গল মোদ মূল মন ভাএ॥

সুনু নৃপ জাসু বিমুখ পছিতাহীঁ। জাসু ভজন বিনু জরনি ন জাহীঁ॥
ভয়উ তুম্হার তনয় সোই স্বামী। রামু পুনীত প্রেম অনুগামী॥

দোহা (৪)

বেগি বিলম্বু ন করিঅ নৃপ সাজিঅ সবুই সমাজু।
সুদিন সুমঙ্গলু তবহিঁ জব রামু হোহিঁ জুবরাজু॥

চৌপাই (১—৪)

মুদিত মহীপতি মন্দির আএ। সেবক সচিব সুমন্ত্রু বোলাএ॥
কহি জয়জীব সীস তিন্হ নাএ। ভূপ সুমঙ্গল বচন সুনাএ॥

জৌঁ পাঁচহি মত লাগৈ নীকা। করহু হরষি হিয়ঁ রামহি টীকা॥

মন্ত্রী মুদিত সুনত প্রিয় বানী। অভিমত বিরবঁ পরেউ জনু পানী॥
বিনতী সচিব করহিঁ কর জোরী। জিঅহু জগতপতি বরিস করোরী॥

জগ মঙ্গল ভল কাজু বিচারা। বেগিঅ নাথ ন লাইঅ বারা॥
নৃপহি মোদু সুনি সচিব সুভাষা। বঢ়ত বৌঁড় জনু লহী সুসাখা॥

দোহা (৫)

কহেউ ভূপ মুনিরাজ কর জোই জোই আয়সু হোই।
রাম রাজ অভিষেক হিত বেগি করহু সোই সোই॥

করেছেন), কেবল মাত্র এইটিই অবশিষ্ট আছে।। ২ ।। (এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের পর) দেহের চিন্তা থাকবে না, অনুতাপও থাকবে না। রাজা দশরথের আনন্দ-যুক্ত মঙ্গলময় কথা শ্রবণ করে মুনি অতিশয় আনন্দিত হলেন।। ৩ ।। (বশিষ্ঠদেব বললেন—) হে রাজন্! শুনুন। যাঁর প্রতি বিমুখতা পরিশেষে পরিতাপের কারণ হয় এবং যাঁর সাধনভজন ছাড়া হৃদয়ের জ্বালা দূর হয় না সেই পবিত্র প্রেমের কাঙাল প্রভু (সর্বলোকেশ্বর) শ্রীরামচন্দ্র আপনার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন (শ্রীরামচন্দ্র পবিত্র প্রেমের অনুগমন করে থাকেন তাই তো প্রেমে বশীভূত হয়ে তিনি আপনার পুত্ররূপে এসেছেন)।। ৪ ।।

দোহা— হে রাজন্! বিলম্ব করে লাভ নেই, এখনই সব ব্যবস্থা করে ফেলুন। ভালো দিন আর মঙ্গলময় সময় তো তখনই হবে যখন শ্রীরামচন্দ্র যুবরাজ হয়ে যাবেন (অর্থাৎ তাঁর অভিষেকের জন্য সকল দিনই শুভ আর সকল সময়ই মঙ্গলময়)।। ৪ ।।

চৌপাই—রাজা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ভবনে প্রত্যাগমন করলেন। তিনি এসেই সেবক ও সচিব সুমন্ত্রকে ডেকে পাঠালেন। রাজা দশরথের সম্মুখে এসে মস্তক অবনত করে সুমন্ত্র বললেন—মহারাজের জয় হোক ! তিনি দীর্ঘজীবী হন ! তখন রাজা সেই অনুপম মঙ্গলময় বার্তা (যে শ্রীরামচন্দ্র যুবরাজ রূপে অভিষিক্ত হবেন) ঘোষণা করলেন।। ১ ।। (তিনি আরও বললেন—) সকলে যদি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন তবে আপনারা হৃষ্টচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের যথাযথ আয়োজন আরম্ভ করুন।। ২ ।। এই মনানুকূল বাণী শ্রবণ করে মন্ত্রী অতিশয় আনন্দিত হলেন, যেন তাঁর মনোবাঞ্ছাতরুতে জল সিঞ্চন হল। মন্ত্রী হাতজোড় করে সবিনয়ে নিবেদন করলেন—হে জগৎপতি ! আপনি কোটি বৎসর জীবিত থাকুন।। ৩ ।। আপনি সমগ্র জগতের কল্যাণ কামনায় এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। হে নাথ ! অতি শীঘ্রই এটি সম্পন্ন করুন, বিলম্ব করে লাভ নেই। মন্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করে রাজা পরমানন্দ লাভ করলেন যেন বাড়ন্ত তরুলতা সুন্দর বৃক্ষশাখার অবলম্বন লাভ করল।। ৪ ।।

দোহা—রাজা তখন বললেন—আপনারা শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের জন্য মুনিবর বশিষ্ঠদেব প্রদত্ত নির্দেশসকল অবিলম্বে কার্যান্বিত করবার ব্যবস্থা করুন।। ৫ ।।

চৌপাই (১—৪)

হরষি মুনীস কহেউ মৃদু বানী। আনহু সকল সুতীরথ পানী।।
ঔষধ মূল ফূল ফল পানা। কহে নাম গনি মঙ্গল নানা।।
চামর চরম বসন বহু ভাঁতী। রোম পাট পট অগনিত জাতী।।
মনিগন মঙ্গল বস্তু অনেকা। জো জগ জোগু ভূপ অভিষেকা।।
বেদ বিদিত কহি সকল বিধানা। কহেউ রচহু পুর বিবিধ বিতানা।।
সফল রসাল পূগফল কেরা। রোপহু বীথিন্হ পুর চহুঁ ফেরা।।
রচহু মঞ্জু মনি চৌকেঁ চারূ। কহহু বনাবন বেগি বজারূ।।
পূজহু গনপতি গুর কুলদেবা। সব বিধি করহু ভূমিসুর সেবা।।

দোহা (৬)

ধ্বজ পতাক তোরন কলস সজহু তুরগ রথ নাগ।
সির ধরি মুনিবর বচন সবু নিজ নিজ কাজহিঁ লাগ।।

চৌপাই (১—৪)

জো মুনীস জেহি আয়সু দীন্হা। সো তেহিঁ কাজু প্রথম জনু কীন্হা।।
বিপ্র সাধু সুর পূজত রাজা। করত রাম হিত মঙ্গল কাজা।।
সুনত রাম অভিষেক সুহাবা। বাজ গহাগহ অবধ বধাবা।।
রাম সীয় তন সগুন জনাএ। ফরকহিঁ মঙ্গল অঙ্গ সুহাএ।।
পুলকি সপ্রেম পরসপর কহহীঁ। ভরত আগমনু সূচক অহহীঁ।।
ভএ বহুত দিন অতি অবসেরী। সগুন প্রতীতি ভেঁট প্রিয় কেরী।।
ভরত সরিস প্রিয় কো জগ মাহীঁ। ইহই সগুন ফলু দূসর নাহীঁ।।
রামহি বন্ধু সোচ দিন রাতী। অন্ডন্হি কমঠ হৃদউ জেহি ভাঁতী।।

চৌপাই—মুনিবর সানন্দে মৃদুস্বরে বললেন—সকল শ্রেষ্ঠ তীর্থের জল প্রয়োজন। অতঃপর তিনি ঔষধি, মূল, ফল, পত্রপুষ্পাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদির নাম একে একে বললেন॥ ১ ॥ চামর, মৃগচর্ম, বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র, অসংখ্য জাতির পশম ও কৌষেয় বস্ত্র, (বিভিন্ন প্রকারের) রত্নাদি আর অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি যা রাজ্যাভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় (সেই বস্তুসকল জোগাড় করে আনতে বললেন)॥ ২ ॥ বেদ কথিত সকল বিধান জানিয়ে মুনিবর আরও বললেন—নগরের বিভিন্ন স্থানে চন্দ্রাতপ রচনা করো। নগরের পথে পথে সর্বত্র ফলবান আম্র, পূগ ও কদলীবৃক্ষ রোপণ করবার ব্যবস্থা করো॥ ৩ ॥ রত্নমণ্ডিত বেদী রচনা করো আর পণ্যবীথিকা সকল সুসজ্জিত করতে বলো। গণপতি, গুরুদেব ও কুলদেবতার পূজা দাও। আর সম্মুখে উপস্থিত ব্রাহ্মণ দেবতাদের সেবার উত্তম ব্যবস্থা করো॥ ৪ ॥

দোহা—ধ্বজা-পতাকা, তোরণ, কলস দ্বারা নগরকে সুসজ্জিত করো। হস্তী, রথ, অশ্ব আদিকে উৎসবের সাজে সজ্জিত করো। মুনিবর বশিষ্ঠদেবের আদেশ শিরোধার্য করে যে যার (নিজ) কার্যে তৎক্ষণাৎ লেগে পড়ল॥ ৬ ॥

চৌপাই—মুনি বশিষ্ঠদেব যা করতে বলেছিলেন তা অতি অল্পকালেই হয়ে গেল—কর্ম সম্পাদনে কুশলতা দেখে মনে হচ্ছিল যেন তা পূর্বেই করা ছিল। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণ, সাধু ও দেবতাসকলকে পূজার্চনা ও সেবা করতে থাকলেন। সবই শ্রীরামচন্দ্রের কল্যাণের জন্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হতে লাগল॥ ১ ॥ শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের মনোরম সংবাদ লাভ করেই অযোধ্যায় উৎসবের বাদ্য বেজে উঠল। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর অঙ্গে শুভলক্ষণরূপে স্পন্দনাদির অনুভূতি হতে লাগল॥ ২ ॥ প্রেমানন্দে উৎফুল্ল শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী শুভলক্ষণ প্রত্যক্ষ করে আলোচনা করে বললেন—তাহলে অবশ্যই ভরত আসছে। তিনি দীর্ঘদিন মাতুল গৃহে থাকায় তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য মন উতলা হয়েছিল। এই শুভ লক্ষণসকল প্রিয় ভরতের সঙ্গে মিলন হওয়ার সংকেত দান করছে॥ ৩ ॥ জগতে ভরতসম প্রিয় আমার আর কেউ নয়, এবং এতেই শুভ লক্ষণ প্রকাশের সার্থকতা। শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ ভরতের চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকা, যেন কচ্ছপের সতত ডিম্বের চিন্তাসম মনে হচ্ছিল॥ ৪ ॥

দোহা (৭)

এহি অবসর মঙ্গলু পরম সুনি রহঁসেও রনিবাসু।
সোভত লখি বিধু বঢ়ত জনু বারিধি বীচি বিলাসু॥

চৌপাই (১—৪)

প্রথম জাই জিন্হ বচন সুনাএ। ভূষন বসন ভূরি তিন্হ পাএ॥
প্রেম পুলকি তন মন অনুরাগীঁ। মঙ্গল কলস সজন সব লাগীঁ॥
চৌকেঁ চারু সুমিত্রাঁ পূরী। মনিময় বিবিধ ভাঁতি অতি রূরী॥
আনঁদ মগন রাম মহতারী। দিএ দান বহু বিপ্র হঁকারী॥
পূজীঁ গ্রামদেবি সুর নাগা। কহেউ বহোরি দেন বলিভাগা॥
জেহি বিধি হোই রাম কল্যানূ। দেহু দয়া করি সো বরদানূ॥
গাবহিঁ মঙ্গল কোকিলবয়নীঁ। বিধুবদনীঁ মৃগসাবকনয়নীঁ॥

দোহা (৮)

রাম রাজ অভিষেকু সুনি হিয়ঁ হরষে নর নারি।
লগে সুমঙ্গল সজন সব বিধি অনুকূল বিচারী॥

চৌপাই (১—৪)

তব নরনাহঁ বসিষ্ঠু বোলাএ। রামধাম সিখ দেন পঠাএ॥
গুর আগমনু সুনত রঘুনাথা। দ্বার আই পদ নায়উ মাথা॥
সাদর অরঘ দেই ঘর আনে। সারহ ভাঁতি পূজি সনমানে॥
গহে চরন সিয় সহিত বহোরী। বোলে রামু কমল কর জোরী॥
সেবক সদন স্বামি আগমনূ। মঙ্গল মূল অমঙ্গল দমনূ॥
তদপি উচিত জনু বোলি সপ্রীতী। পঠইঅ কাজ নাথ অসি নীতী॥
প্রভুতা তজি প্রভু কীন্হ সনেহূ। ভয়উ পুনীত আজু যহু গেহূ॥
আয়সু হোই সো করৌঁ গোসাঈঁ। সেবকু লহই স্বামি সেবকাঈঁ॥

দোহা—(শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের) মঙ্গলবার্তা তখন সমগ্র অন্দর-মহলকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিল, চন্দ্রকলায় সংবর্ধন যেন সমুদ্রের তরঙ্গকে আনন্দে উত্তাল করে তুলল॥ ৭ ॥

চৌপাই—(অন্দরমহলে) গমন করে যে সর্বপ্রথম এই আনন্দ সংবাদ পরিবেশন করল সে প্রভূত পরিমাণ বস্ত্রালংকারাদি পুরস্কাররূপে লাভ করল। রাজমহিষীগণ আনন্দে অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি লাভ করে প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে গেলেন এবং মাঙ্গলিক কলসাদি সাজাতে আরম্ভ করলেন॥ ১ ॥ সুমিত্রাদেবী বহুবিধ মণিমাণিক্য খচিত অতিশয় সুন্দর বেদী রচনা করলেন। আনন্দমগ্ন শ্রীরামচন্দ্রজননী কৌশল্যাদেবী ব্রাহ্মণদের ডেকে বহু দানাদি করলেন॥ ২ ॥ গ্রাম্য দেবদেবী ও নাগসকল তাঁর দ্বারা পূজার্চিত হলেন আর (কার্যসিদ্ধি হলে) পুনরায় পূজা দেওয়ার মানত তিনি করলেন এবং সকলের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের কল্যাণের জন্য সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের বর প্রার্থনা করলেন॥ ৩ ॥ কোকিল কণ্ঠ, বিধুবদনা মৃগশাবকলোচনা সুন্দরীগণ মাঙ্গলিক গান গাইতে লাগল॥ ৪ ॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের বার্তা নরনারী নির্বিশেষে সকলকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিল। বিধাতা অনুকূল জেনে তারা সকলে মঙ্গলময় সাজে সুসজ্জিত হতে লাগল॥ ৮॥

চৌপাই—অতঃপর রাজা বশিষ্ঠদেবকে ডেকে পাঠালেন এবং শ্রীরামকে শিক্ষা (সময়োচিত উপদেশ) দান করবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের মহলে যেতে তাঁকে অনুরোধ করলেন। শ্রীগুরুর আগমন বার্তা শ্রবণ করে শ্রীরামচন্দ্র ভবনদ্বারে এসে শ্রীগুরুর চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন॥ ১॥ সমাদরে অর্ঘ্যদান করে শ্রীরামচন্দ্র গুরুদেবকে মহলের ভিতর নিয়ে গেলেন আর ষোড়শ উপচারে পূজার্চনা করে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। অতঃপর সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যুগলে শ্রীগুরুর পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করলেন আর হাতজোড় করে বললেন— ॥ ২॥ সেবকের কাছে শ্রীপ্রভুর আগমন সতত মঙ্গলকর ও অমঙ্গলনাশক। তবুও হে নাথ ! নীতি অনুসারে আপনি এই দাসকে কার্য সম্পাদন নিমিত্ত আহ্বান করলেন না কেন ? কিন্তু আপনি আপনার অধিকার বর্জন করে (স্বয়ং এইখানে পদার্পণ করে) যে স্নেহ প্রদর্শন করলেন তাতে এই

দোহা (৯)

সুনি সনেহ সানে বচন মুনি রঘুবরহি প্রসংস।
রাম কস ন তুম্‌হ কহহু অস হংস বংস অবতংস।।

চৌপাই (১—৪)

বরনি রাম গুন সীলু সুভাউ। বোলে প্রেম পুলকি মুনিরাউ।।
ভূপ সজেউ অভিষেক সমাজূ। চাহত দেন তুম্‌হহি জুবরাজূ।।
রাম করহু সব সংজম আজূ। জৌঁ বিধি কুসল নিবাহে কাজূ।।
গুরু সিখ দেই রায় পহিঁ গয়উ। রাম হৃদয়ঁ অস বিসমউ ভয়উ।।
জনমে এক সঙ্গ সব ভাঈ। ভোজন সয়ন কেলি লরিকাঈ।।
করনবেধ উপবীত বিআহা। সঙ্গ সঙ্গ সব ভএ উছাহা।।
বিমল বংস যহু অনুচিত একূ। বন্ধু বিহাই বড়েহি অভিষেকূ।।
প্রভু সপ্রেম পছিতানি সুহাঈ। হরউ ভগত মন কৈ কুটিলাঈ।।

দোহা (১০)

তেহি অবসর আএ লখন মগন প্রেম আনন্দ।
সনমানে প্রিয় বচন কহি রঘুকুল কৈরব চন্দ।।

চৌপাই (১—২)

বাজহিঁ বাজনে বিবিধ বিধানা। পুর প্রমোদু নহিঁ জাই বখানা।।
ভরত আগমনু সকল মনাবহিঁ। আবহুঁ বেগি নয়ন ফলু পাবহিঁ।।
হাট বাট ঘর গলীঁ অথাঈঁ। কহহিঁ পরসপর লোগ লোগাঈঁ।।
কালি লগন ভলি কেতিক বারা। পূজিহি বিধি অভিলাষু হমারা।।

গৃহ আজ পবিত্র হয়ে গেল। হে গোঁসাই ! যেমন আদেশ করবেন আমি তা পালন করব। শ্রীপ্রভুর সেবাতেই তো সেবকের মঙ্গল নিহিত থাকে॥ ৩-৪॥

দোহা—*(শ্রীরামচন্দ্রের) প্রেমময় কথা সকল শ্রবণ করে মুনি বশিষ্ঠদেব শ্রীরঘুনাথের প্রশংসা করে বললেন—হে রাম ! তোমার মুখেই এমন কথা শোভা পায়, তুমি যে সূর্যবংশের ভূষণস্বরূপ॥ ৯॥*

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রের স্বভাব, গুণ ও সহবতের প্রশংসা করে মুনিবর বশিষ্ঠদেব পুলকিত হয়ে বললেন—(হে রাম !) রাজা (দশরথ) রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা করছেন। তিনি তোমাকে যুবরাজ পদে (আগামীকাল) অধিষ্ঠিত দেখতে চান॥ ১॥ (তাই) হে রাম ! আজ যে তোমার হোম, উপবাস আদি সংযমের বিধিগত নির্দেশ পালন করা প্রয়োজন। সংযম প্রয়োজন যাতে এই শুভকার্য নির্বিঘ্নে হয়। গুরুদেব এইরূপ উপদেশ প্রদান করে রাজা দশরথের সকাশে গমন করলেন। শ্রীগুরুর নিকট রাজ্যাভিষেকের সংবাদ লাভ করে শ্রীরামচন্দ্রের মনে কোথায় যেন একটি নিরানন্দের অনুভূতি জেগে উঠল॥ ২॥ (তিনি তখন ভাবছেন—) আমরা ভ্রাতৃচতুষ্টয় প্রায় একসঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের অশন, শয়ন ও বাল্যকালের খেলাধুলা একসঙ্গে হয়েছে। আমাদের কর্ণবেধ, উপনয়ন ও বিবাহ আনন্দানুষ্ঠানও একই সঙ্গে পালিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই পবিত্র বংশে এমন অনুচিত নিয়ম কেন যাতে রাজ্যাভিষেক কেবল জ্যেষ্ঠেরই হয় অন্যদের হয় না। (তুলসীদাস বলেন) শ্রীরামচন্দ্রের এই প্রেমে পরিপূর্ণ অনুশোচনা যেন সংকীর্ণ মানসিকতাযুক্ত ভক্তজনের মানসিক কলুষ হরণ করে॥ ৩-৪॥

দোহা—*সেইসময় ঘটনাস্থলে প্রেমানন্দে মগ্ন শ্রীলক্ষ্মণের আগমন হল। রঘুকুলকুমুদনাথ শ্রীরামচন্দ্র অনুজকে সুমিষ্ট বচনে আপ্যায়ন করলেন॥ ১০॥*

চৌপাই—বহুবিধ বাদ্য বাজছিল। বর্ণনাতীত সুন্দর তখন নগরের পরিবেশ। অযোধ্যাবাসীগণ উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে যেন ভরত শীঘ্রই ফিরে আসুন আর (রাজ্যাভিষেকের উৎসব) চাক্ষুস দর্শন করে নয়ন সার্থক করুন॥ ১॥ পথে ঘাটে হাটে চৌমাথায় সর্বত্র একই আলোচনা হতে লাগল। সকলেই জানতে উৎসুক যে আগামীকালের সেই শুভলগ্ন কখন যখন বিধাতা (শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক রূপে) আমাদের অভিলাষ পূরণ করবেন॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

কনক সিংঘাসন সীয় সমেতা। বৈঠহিঁ রামু হোই চিত চেতা।।
সকল কহহিঁ কব হোইহি কালী। বিঘন মনাবহিঁ দেব কুচালী।।
তিন্হহি সোহাই ন অবধ বধাবা। চোরহি চন্দিনি রাতি ন ভাবা।।
সারদ বোলি বিনয় সুর করহীঁ। বারহিঁ বার পায় লৈ পরহীঁ।।

দোহা (১১)

বিপতি হমারি বিলোকি বড়ি মাতু করিঅ সোই আজু।
রামু জাহিঁ বন রাজু তজি হোই সকল সুরকাজু।।

চৌপাই (১—৪)

সুনি সুর বিনয় ঠাঢ়ি পছিতাতী। ভইউঁ সরোজ বিপিন হিমরাতী।।
দেখি দেব পুনি কহহিঁ নিহোরী। মাতু তোহি নহিঁ থোরিউ খোরী।।
বিসময় হরষ রহিত রঘুরাউ। তুম্হ জানহু সব রাম প্রভাউ।।
জীব করম বস সুখ দুখ ভাগী। জাইঅ অবধ দেব হিত লাগী।।
বার বার গহি চরন সঁকোচী। চলী বিচারি বিবুধ মতি পোচী।।
উঁচ নিবাসু নীচি করতূতী। দেখি ন সকহিঁ পরাই বিভূতী।।
আগিল কাজু বিচারি বহোরী। করিহহিঁ চাহ কুসল কবি মোরী।।
হরষি হৃদয়ঁ দসরথ পুর আঈ। জনু গ্রহ দসা দুসহ দুখদাঈ।।

সীতাদেবীসহিত শ্রীরামচন্দ্রকে সুবর্ণময় সিংহাসনে বিরাজমান দেখে তাঁরা তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। একদিকে যখন জনগণ আগামীকালের আগমনের প্রতীক্ষায় অধীর, তখন অন্যদিকে অঘটন ঘটানোয় কুশল দেবতারা এই কাজে বিঘ্ন ঘটানোর কুচক্রে লিপ্ত ছিলেন॥ ৩ ॥ অযোধ্যার আনন্দোৎসব তাঁদের পছন্দ হচ্ছিল না যেমন নিশি-কুটুম্বের (তস্করের) চন্দ্রালোকে উদ্‌ভাসিত রজনী পছন্দ হয় না। দেবতাগণ দেবী সরস্বতীকে ডেকে তাঁর শ্রীচরণ ধারণ করে বারবার কৃপা প্রার্থনা করছিলেন॥ ৪ ॥

দোহা — (তাঁরা দেবী সরস্বতীকে বললেন—) হে মাতা ! আমাদের ভয়ানক বিপদ। দেবতাদের প্রয়োজনে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য ছেড়ে বনগমন একান্ত প্রয়োজন। আপনি তার ব্যবস্থা করে দিন॥ ১১ ॥

চৌপাই — দেবতাদের অনুরোধ শ্রবণ করে দেবী সরস্বতী উঠে দাঁড়িয়ে হায় হায় করে বলে উঠলেন—কমলকাননের পক্ষে আমাকে হেমন্ত ঋতুর রাত্রিসম প্রস্তুত করা হল। তাঁকে বিষণ্ণ চিত্ত দেখে দেবতাগণ সবিনয়ে আবার নিবেদন করলেন—হে মাতা ! এই কার্যে কোনো দোষ আপনাকে স্পর্শ করবে না॥ ১ ॥ শ্রীরঘুনাথ সম্পূর্ণরূপে হর্ষ-বিষাদশূন্য। আপনি তো শ্রীরামচন্দ্রের আচরণের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত। কর্মানুসারে জীবের সুখ ও দুঃখ ভোগ হয়ে থাকে। অতএব দেবতাদের মঙ্গলের জন্যই আপনি অযোধ্যায় গমন করুন॥ ২ ॥ বারে বারে শ্রীচরণ ধারণ করে নিবেদন করাতে দেবী সরস্বতী বিব্রত বোধ করে শেষকালে যাত্রা করলেন। তিনি দেবতাদের মন্দ বুদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন। দেবতারা উচ্চাসনে উপবেশন করলেও তাঁদের কর্ম খুবই নিন্দনীয়। তাঁরা অপরের ঐশ্বর্য সহ্য করতে পারেন না॥ ৩ ॥ অতঃপর দেবী সরস্বতী ভবিষ্যতের ঘটনা সকল চিন্তা করে রাজা দশরথের অযোধ্যাপুরীতে এলেন এবং স্থির করলেন যে, শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে প্রেরণ করলে রাক্ষস বধ হয়ে সমগ্র জগতের সার্বিক কল্যাণ হবে আর তাঁর বনবাসকালের ঘটনাসকল বর্ণনা করবার জন্য কবির তাঁর সাহায্য প্রয়োজন হবে। অতএব তিনি আনন্দে অযোধ্যায় এলেন—যেন কোনো দুঃসহ দুঃখ প্রদানকারী অনিষ্ট গ্রহের দৃষ্টি অযোধ্যার উপর পতিত হল॥ ৪ ॥

দোহা (১২)

নামু মন্থরা মন্দমতি চেরী কৈকই কেরি।
অজস পেটারী তাহি করি গঈ গিরা মতি ফেরি॥

চৌপাই (১—৪)

দীখ মন্থরা নগরু বনাবা। মঞ্জুল মঙ্গল বাজ বধাবা॥
পূছেসি লোগন্হ কাহ উছাহূ। রাম তিলকু সুনি ভা উর দাহূ॥
করই বিচারু কুবুদ্ধি কুজাতী। হোই অকাজু কবনি বিধি রাতী॥
দেখি লাগি মধু কুটিল কিরাতী। জিমি গবঁ তকই লেউঁ কেহি ভাঁতী॥
ভরত মাতু পহিঁ গই বিলখানী। কা অনমনি হসি কহ হঁসি রানী॥
উতরু দেই ন লেই উসাসূ। নারি চরিত করি ঢারই আঁসূ॥
হঁসি কহ রানি গালু বড় তোরেঁ। দীন্হ লখন সিখ অস মন মোরেঁ॥
তবহুঁ ন বোল চেরি বড়ি পাপিনি। ছাড়ই স্বাস কারি জনু সাঁপিনি॥

দোহা (১৩)

সভয় রানি কহ কহসি কিন কুসল রামু মহিপালু।
লখনু ভরতু রিপুদমনু সুনি ভা কুবরী উর সালু॥

চৌপাই (১—২)

কত সিখ দেই হমহি কোউ মাঈ। গালু করব কেহি কর বলু পাঈ॥
রামহি ছাড়ি কুসল কেহি আজূ। জেহি জনেসু দেই জুবরাজূ॥
ভয়উ কৌসিলহি বিধি অতি দাহিন। দেখত গরব রহত উর নাহিন॥
দেখহু কস ন জাই সব সোভা। জো অবলোকি মোর মনু ছোভা॥
পূতু বিদেস ন সোচু তুম্হারেঁ। জানতি হহু বস নাহু হমারেঁ॥
নীদ বহুত প্রিয় সেজ তুরাঈ। লখহু ন ভূপ কপট চতুরাঈ॥

দোহা—মন্থরা নামক কৈকেয়ীর জনৈকা মন্দবুদ্ধিসম্পন্না দাসী ছিল। তাকেই দোষের ভাগী করে দেবী সরস্বতী তার মধ্যে বুদ্ধির বিকার ঘটিয়ে চলে গেলেন॥ ১২ ॥

চৌপাই— মন্থরা দেখল যে অযোধ্যা নগরকে সুসজ্জিত করা হয়েছে। অতি রমণীয় বাদ্য বাদন আকাশ বাতাসকে মুখর করে তুলেছে। খোঁজ খবর নিয়ে সে জানতে পারল যে শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক হবে, তাই উৎসব হচ্ছে। সংবাদ শোনামাত্রই যেন তার হৃদয় জ্বলে-পুড়ে গেল॥ ১ ॥ সেই মন্দবুদ্ধি, অধম বংশজাতা দাসী এক রাত্রেই সেই উৎসবকে পণ্ড করে দেওয়ার পন্থা উদ্ভাবনে সচেষ্ট হল। এ যেন কুটিলচিত্ত কিরাত রমণীর মৌচাক দেখে তা ভেঙে কেমন করে মধু সংগ্রহ করা যায়— তার চিন্তা করা॥ ২ ॥ মন্থরা এইবার উদাস চিত্তে ভরতজননী কৈকেয়ীর সকাশে গমন করল। রানী কৈকেয়ী হেসে তার দুঃখের কারণ জানতে চাইলেন। মন্থরা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঘনঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগল ; আর কুশল নারীচরিত্র অভিনয় করে অশ্রুমোচন করতে লাগল॥ ৩॥ রানী হেসে বললেন—তুই তো তিলকে তাল করতে পারিস অর্থাৎ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে কথা বলতে খুবই ওস্তাদ। আমার তো মনে হচ্ছে লক্ষ্মণ তোকে জব্দ করেছে (শাস্তি দিয়েছে)। তবুও সেই পাপিষ্ঠা দাসী কোনো কথা বলল না। ঘনঘন দীর্ঘনিঃশ্বাসে সে কালনাগিনীসম ফোঁসফোঁস করতে থাকল॥ ৪ ॥

দোহা —তখন রানী ভয় পেয়ে বললেন—আরে ! কথা বলছিস না কেন ? রাম, রাজা দশরথ, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নর কিছু হয়নি তো ? এই কথা শ্রবণ করে কুব্জা মন্থরার হৃদয়ে খুবই ব্যথা লাগল॥ ১৩॥

চৌপাই—(সে বলতে লাগল—) হে মাতা ! আমাকে আবার কে শিক্ষা দেবে আর কার জোরে আমি বড় বড় কথা বলব ? আজকের দিনে রামচন্দ্র ছাড়া ভালো আর কে আছে ? তাকেই তো রাজা যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করছেন ! ১ ॥ বিধাতা এখন কৌশল্যারই অনুকূল। তাই আনন্দে তাঁর মাটিতে পা পড়ছে না। নিজেই সেই দৃশ্য দেখে এসো, যা দেখে আমার মনে ক্ষোভ হয়েছে॥ ২ ॥ ভরত এখন মাতুলালয়ে আর তোমার মনেও তার ভালোমন্দের একটুও চিন্তা নেই। তুমি ভেবে রেখেছো যে স্বামী তোমার কথাতেই চলেন

চৌপাই (৪)

সুনি প্রিয় বচন মলিন মনু জানী। ঝুকী রানি অব রহু অরগানী॥
পুনি অস কবহুঁ কহসি ঘরফোরী। তব ধরি জীভ কঢ়াবউঁ তোরী॥

দোহা (১৪)

কানে খোরে কূবরে কুটিল কুচালী জানি।
তিয় বিসেষি পুনি চেরি কহি ভরতমাতু মুসুকানি॥

চৌপাই (১—৪)

প্রিয়বাদিনি সিখ দীন্হিউঁ তোহী। সপনেহুঁ তো পর কোপু ন মোহী॥
সুদিনু সুমঙ্গল দায়কু সোঈ। তোর কহা ফুর জেহি দিন হোঈ॥
জেঠ স্বামি সেবক লঘু ভাঈ। যহ দিনকর কুল রীতি সুহাঈ॥
রাম তিলকু জৌঁ সাঁচেহুঁ কালী। দেউঁ মাগু মন ভাবত আলী॥
কৌসল্যা সম সব মহতারী। রামহি সহজ সুভায়ঁ পিআরী॥
মো পর করহিঁ সনেহু বিসেষী। মৈঁ করি প্রীতি পরীছা দেখী॥
জৌঁ বিধি জনমু দেই করি ছোহূ। হোহুঁ রাম সিয় পূত পুতোহূ॥
প্রান তেঁ অধিক রামু প্রিয় মোরেঁ। তিন্হ কেঁ তিলক ছোভু কস তোরেঁ॥

দোহা (১৫)

ভরত সপথ তোহি সত্য কহু পরিহরি কপট দুরাউ।
হরষ সময় বিসমউ করসি কারন মোহি সুনাউ॥

চৌপাই (১—২)

একহিঁ বার আস সব পূজী। অব কছু কহব জীভ করি দূজী॥
ফোরৈ জোগু কপারু অভাগা। ভলেউ কহত দুখ রউরেহি লাগা॥
কহহিঁ ঝূঠি ফুরি বাত বনাঈ। তে প্রিয় তুম্হহি করুই মৈঁ মাঈ॥
হমহুঁ কহবি অব ঠকুরসোহাতী। নাহিঁ ত মৌন রহব দিনু রাতী॥

আর নিশ্চিন্তমনে পালঙ্কে শুধু নিদ্রাদেবীর আরাধনাই করে যাচ্ছ, রাজার কাপট্য ও চাতুর্য তুমি দেখতেও পাও না॥ ৩॥ মন্থরার সুমিষ্ট কথার পিছনে বিষ আছে জেনে রানী তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে (অর্থাৎ তাকে তিরস্কার করে) বললেন—থাক ! চুপ কর ঘরভাঙানে ! আবার এই সব কথা যদি শুনি তাহলে তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব॥ ৪॥

দোহা—কানা, খোঁড়া ও কুব্জ—এই সকলের কাপট্য ও চাতুর্য সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হয়, আর তা যদি নারী এবং বিশেষ করে দাসী হয় তাহলে তো কথাই নেই—এই বলে ভরতজননী কৈকেয়ী মৃদু হাসলেন॥ ১৪॥

চৌপাই—(তিনি আবার বললেন) হে প্রিয়ংবদা মন্থরা ! আমি যা বলেছি তোর ভালোর জন্যই বলেছি। তোর উপর স্বপ্নেও আমার রাগ নেই। সেই শুভ দিন মঙ্গলপ্রদ তখনই হবে যখন তোর কথা সত্য হবে (অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হয়ে যাবে)॥ ১॥ জ্যেষ্ঠ হবে প্রভু আর অনুজ সেবক—এই নিয়মই তো সূর্যবংশে বহুকাল থেকে চলে আসছে। এতে তো দোষের কিছু নেই। যদি তোর কথা অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার দিন আগামীকাল ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে হে সখী ! তুই তোর মনের মতন জিনিস চেয়ে নে, আমি তা দেবো॥ ২॥ সব মাতাই রামের কাছে কৌশল্যাসম প্রিয়। আমার উপর তো তার বিশেষ প্রীতি। আমি এই কথা পরীক্ষা করে তবেই বলছি॥ ৩॥ আমার যদি পুনর্জন্ম হয় তাহলে বিধাতা যেন আমাকে রামের মতন পুত্র ও সীতার মতন পুত্রবধূ দেন। শ্রীরামচন্দ্র আমার কাছে প্রাণাধিক প্রিয়। তার রাজ্যাভিষেকে তোর মনে কিসের ক্ষোভ ? ৪॥

দোহা—তোকে ভরতের দিব্যি দিচ্ছি। সোজাসুজি বল না, তুই কী চাস ? তুই আনন্দের সময়ে মনটাকে বিষিয়ে তুলছিস কেন ? ১৫॥

চৌপাই—(মন্থরা বলল—) একবার বলেই আমার সব শখ মিটে গিয়েছে। এবার তো আর একটা জিভ লাগিয়ে বলতে হবে। আমার ভাগ্যটাই এমন। ভালো কথা বললেও তা শুনে তোমার দুঃখ হয় ! ১॥ স্বকপোলকল্পিত বাক্‌চাতুর্যসম্পন্ন সত্য-মিথ্যা কথা যারা বলে, তারাই তোমার প্রিয়। আমার কথা তোমার পছন্দ হয় না। বেশ ! আমিও এবার থেকে তোমরা মন ভোলানো কথা বলব অথবা সারা দিন চুপ করে থাকব॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

করি কুরূপ বিধি পরবস কীন্হা। ববা সো লুনিঅ লহিঅ জো দীন্হা।।
কোউ নৃপ হোউ হমহি কা হানী। চেরি ছাড়ি অব হোব কি রানী।।
জারৈ জোগু সুভাউ হমারা। অনভল দেখি ন জাই তুম্হারা।।
তাতেঁ কছুক বাত অনুসারী। ছমিঅ দেবি বড়ি চূক হমারী।।

দোহা (১৬)

গূঢ় কপট প্রিয় বচন সুনি তীয় অধরবুধি রানি।
সুরমায়া বস বৈরিনিহি সুহৃদ জানি পতিআনি।।

চৌপাই (১—৪)

সাদর পুনি পুনি পূঁছতি ওহি। সবরী গান মৃগী জনু মোহী।।
তসি মতি ফিরী অহই জসি ভাবী। রহসী চেরি ঘাত জনু ফাবী।।
তুম্হ পূঁছহু মৈঁ কহত ডেরাউঁ। ধরেহু মোর ঘরফোরী নাউঁ।।
সজি প্রতীতি বহুবিধি গঢ়ি ছোলী। অবধ সাঢ়সাতী তব বোলী।।
প্রিয় সিয় রামু কহা তুম্হ রানী। রামহি তুম্হ প্রিয় সো ফুরি বানী।
রহা প্রথম অব তে দিন বীতে। সমউ ফিরেঁ রিপু হোহিঁ পিরীতে।।
ভানু কমল কুল পোষনিহারা। বিনু জল জারি করই সোই ছারা।।
জরি তুম্হারি চহ সবতি উখারী। রূঁধহু করি উপাউ বর বারী।।

দোহা (১৭)

তুম্হহিঁ ন সোচু সোহাগ বল নিজ বস জানহু রাউ।
মন মলীন মুহ মীঠ নৃপু রাউর সরল সুভাউ।।

চৌপাই (১)

চতুর গঁভীর রাম মহতারী। বীচু পাই নিজ বাত সঁবারী।।
পঠএ ভরতু ভূপ ননিঅউরেঁ। রাম মাতু মত জানব রউরেঁ।।

বিধাতা আমাকে প্রতিবন্ধী করে পরাধীন করে দিয়েছেন। (অন্যকে দোষ কেন দেব ?) নিজের কর্মেরই ফল ভোগ করছি, যা দিয়েছি প্রতিদানে তাই পাচ্ছি। রাজা যে কেউ হোক না কেন আমার কী মাথাব্যথা ? দাসী থেকে তো রানী হয়ে যাব না ! ৩।। আমার স্বভাবই তো সকলকে উত্যক্ত করা। তোমার অমঙ্গল আমি সহ্য করতে পারি না, তাই দু-চারটে কথা বলে ফেলেছি। কিন্তু হে দেবি ! আমার অন্যায় হয়েছে স্বীকার করলাম, এবারকার মতন ক্ষমা করে দাও।। ৪ ।।

***দোহা**—অস্থিরবুদ্ধি উপরন্তু দেবতাদের মায়ায় বশীভূত সেই মন্থরার ছলনাকারী মিষ্ট কথায় প্রভাবিত হয়ে রানী কৈকেয়ী তাঁরই অমঙ্গলকারী মন্থরাকে নিজ সুহৃদ মনে করে তার উপর বিশ্বাস করে বসলেন।। ১৬।।*

চৌপাই—রানী বারে বারে তাকে অনুরোধ-উপরোধ করে তার অসন্তোষের কারণ জানতে চাইলেন। তিনি যেন তখন কিরাত রমণীর বংশী বাদনে মোহিত-মৃগ হয়ে পড়েছিলেন। ভবিষ্যতের ঘটনার দিকে রানীর বুদ্ধি পরিবর্তিত হল। কার্যসিদ্ধি হয়েছে মনে করে দাসী আনন্দিত হল।। ১।। তখন দাসী জানাল যে রানীর ধারণা যে সে ঘরভাঙানে, তাই সে প্রকৃত ঘটনা বলতে ভয় পাচ্ছে। অতঃপর প্রচুর বাগ্‌জাল রচনা করে, অযোধ্যার জন্য শনির সাড়ে সাত বৎসরব্যাপী দৃষ্টিসম দাসী মন্থরা বলল।। ২।। হে রানী ! তুমি বলেছ যে সীতা আর রাম তোমার প্রিয় আর রামও তোমাকে শ্রদ্ধা করে তা তো সত্য অবশ্যই। কিন্তু সে সব তো অতীতের ঘটনা। দিনকাল বদলে গিয়েছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনেক সময় মিত্রও শত্রুসম আচরণ করতে থাকে।। ৩।। যে সূর্য কমলবনকে প্রতিপালন করে সেই আবার জলের অভাবে তা ছারখারও করে দেয়। তোমরা সতীন কৌশল্যা যে তোমাকে মূলশুদ্ধ উৎপাটন করে ফেলবার ব্যবস্থা করছে ! সময় মতন বেড়া দিয়ে তাকে না আটকালে তুমি বিপদে পড়বে।। ৪ ।।

***দোহা**—তুমি রাজাকে বশীভূত মনে করে নিজেকে সৌভাগ্যবতী রমণী মনে কর। কিন্তু রাজা মুখে মিষ্ট হলেও অন্তরে অন্যরকম (মলিন)। তুমি সহজ সরল (ছলচাতুরী জান না)।। ১৭।।*

চৌপাই—রামজননী (কৌশল্যা) অতিশয় চতুর ও কুটিল (তার নাগাল পাওয়া কঠিন)। সে সুযোগ বুঝে কার্য সমাধা করে নিয়েছে। রাজার ভরতের

চৌপাই (২—৪)

সেবহিঁ সকল সবতি মোহি নীকেঁ। গরবিত ভরত মাতু বল পী কেঁ॥
সালু তুম্হার কৌসিলহি মাঈ। কপট চতুর নহিঁ হোই জনাঈ॥
রাজহি তুম্হ পর প্রেমু বিসেষী। সবতি সুভাউ সকই নহিঁ দেখী॥
রচি প্রপঞ্চু ভূপহি অপনাঈ। রাম তিলক হিত লগন ধরাঈ॥
যহ কুল উচিত রাম কহুঁ টীকা। সবহি সোহাই মোহি সুঠি নীকা॥
আগিলি বাত সমুঝি ডরু মোহী। দেউ দৈউ ফিরি সো ফলু ওহী॥

দোহা (১৮)

রচি পচি কোটিক কুটিলপন কীন্হেসি কপট প্রবোধু।
কহিসি কথা সত সবতি কৈ জেহি বিধি বাঢ় বিরোধু॥

চৌপাই (১—৪)

ভাবী বস প্রতীতি উর আঈ। পূঁছ রানি পুনি সপথ দেবাঈ॥
কা পূঁছহু তুম্হ অবহুঁ ন জানা। নিজ হিত অনহিত পসু পহিচানা॥
ভয়উ পাখু দিন সজত সমাজূ। তুম্হ পাঈ সুধি মোহি সন আজূ॥
খাইঅ পহিরি রাজ তুম্হারেঁ। সত্য কহেঁ নহিঁ দোষু হমারেঁ॥
জৌঁ অসত্য কছু কহব বনাঈ। তৌ বিধি দেইহি হমহি সজাঈ॥
রামহি তিলক কালি জৌঁ ভয়উ। তুম্হ কহুঁ বিপতি বীজু বিধি বয়উ॥
রেখ খঁচাই কহউঁ বলু ভাষী। ভামিনি ভইহু দূধ কই মাখী॥
জৌঁ সুত সহিত করহু সেবকাঈ। তৌ ঘর রহহু ন আন উপাঈ॥

মাতুলালয় প্রেরণ তো রামজননীর প্ররোচনায় হয়েছে॥ ১॥ (কৌশল্যা ভাবে—) সতীনগণ তো তাকে সেবা করে থাকে একমাত্র ভরতজননী তুমি ব্যতিক্রম কারণ তুমি রাজাকে বশীভূত করে রেখেছো। তাই মা আমার! তুমিই হলে তার একমাত্র পথের কাঁটা। কিন্তু সে অতিশয় চতুর। তার মনের কথা অন্যকে জানতে দেয় না। (সে তা সযত্নে লুকিয়ে রাখে)॥ ২॥ রাজার তোমার উপর বিশেষ প্রীতি ধারণ সতীন কৌশল্যার ভালো লাগবে কেন ? তাই সে কৌশল করে রাজাকে হাত করে (ভরতের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে) রামের রাজ্যাভিষেকের লগ্ন ঠিক করিয়ে নিয়েছে॥ ৩॥ রঘুকুল রীতি অনুসারে রামের রাজ্যাভিষেক হোক তা কে না চায় ? তা শ্রবণ করে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার যে ভয় হয়। তার (কৌশল্যার) চক্রান্ত করবার ফল অবশ্যই পাওয়া উচিত॥ ৪॥

দোহা—*এইভাবে কোটি বাগ্‌জাল রচনা করে মন্থরা কৈকেয়ীকে উলটো পালটা বোঝাল আর শত সতীনদের কাহিনী বলে একটা ভুল বোঝাবুঝি (বিরোধ) সৃষ্টি করল॥ ১৮॥*

চৌপাই—কালের প্রভাবে মন্থরার কথার উপর কৈকেয়ীর বিশ্বাস জন্মাল। রানী আবার দিব্যি দিয়ে 'কী হতে পারে!' জিজ্ঞাসা করলেন। (মন্থরা বলল—) কী জানতে চাইছ ? আরে! এখনও তুমি বুঝতে পারনি! নিজের ভালোমন্দ (অথবা কে মিত্র, কে শত্রু) তা তো পশুরাও বুঝতে পারে! ১॥ একপক্ষ ধরে সাজগোজ চলছে (আর তুমি জানতে পারলে না) আর তুমি খবর পেলে আমার কাছ থেকে। তোমার খাই, তোমার পরি, তাই তোমাকে সত্য কথা বলতে আমার দোষ হয় না॥ ২॥ আমি যদি কল্পনা করে মিথ্যা কথা বলে থাকি তাহলে তো তার জন্য বিধাতা আমার শাস্তিবিধান করবেন। (তবে জেনে রাখ যে) আগামীকাল যদি রামের রাজ্যাভিষেক হয়ে যায় তাহলে তোমার জন্য সমূহবিপদের সূচনা হয়ে যাবে॥ ৩॥ হে ভামিনী! আমি এখনই দিব্যি নিয়ে বলছি যে তখন তোমার অবস্থা দুধে পুড়ে যাওয়া মাছির মতন হয়ে যাবে (যেমন দুধে মাছি পড়লে তা তুলে ফেলে দেওয়া হয়, এঁরাও তোমাকে ছুড়ে ফেলে দেবে)! যদি ছেলে নিয়ে (কৌশল্যার) দাসী হয়ে থাকতে পার তবেই এরা তোমাকে এখানে থাকতে দেবে, নচেৎ দূর করে দেবে॥ ৪॥

দোহা (১৯)

কদ্রূঁ বিনতহি দীন্‌হ দুখু তুম্‌হহি কৌসিলাঁ দেব।
ভরতু বন্দিগৃহ সেইহহিঁ লখনু রাম কে নেব॥

চৌপাই (১—৪)

কৈকয়সুতা সুনত কটু বানী। কহি ন সকই কছু সহমি সুখানী॥
তন পসেউ কদলী জিমি কাঁপী। কুবরীঁ দসন জীভ তব চাঁপী॥
কহি কহি কোটিক কপট কহানী। ধীরজু ধরহু প্রবোধিসি রানী॥
ফিরা করমু প্রিয় লাগি কুচালী। বকিহি সরাহই মানি মরালী॥
সুনু মন্থরা বাত ফুরি তোরী। দহিনি আঁখি নিত ফরকই মোরী॥
দিন প্রতি দেখউঁ রাতি কুসপনে। কহউঁ ন তোহি মোহ বস অপনে॥
কাহ করৌঁ সখি সূধ সুভাউ। দাহিন বাম ন জানউঁ কাউ॥

দোহা (২০)

অপনেঁ চলত ন আজু লগি অনভল কাহুক কীন্‌হ।
কেহিঁ অঘ একহি বার মোহি দৈঅঁ দুসহ দুখু দীন্‌হ॥

চৌপাই (১—৩)

নৈহর জনমু ভরব বরু জাঈ। জিঅত ন করবি সবতি সেবকাঈ॥
অরি বস দৈউ জিআবত জাহী। মরনু নীক তেহি জীবন চাহী॥
দীন বচন কহ বহুবিধি রানী। সুনি কুবরীঁ তিয়মায়া ঠানী॥
অস কস কহহু মানি মন ঊনা। সুখু সোহাগু তুম্‌হ কহুঁ দিন দূনা॥
জহিঁ রাউর অতি অনভল তাকা। সোই পাইহি যহু ফলু পরিপাকা॥
জব তেঁ কুমত সুনা মৈঁ স্বামিনি। ভূখ ন বাসর নীদ ন জামিনি॥

দোহা—কদ্রূ যেমন বিনতাকে কষ্ট দিয়েছিল কৌশল্যাও তোমাকে তেমনই যন্ত্রণা দেবে। ভরত কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে আর লক্ষ্মণ রামের নায়েব হবে॥ ১৯ ॥

চৌপাই—রানী কৈকেয়ী মন্থরার কাথাবার্তা শুনে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন। তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। ঘর্মাক্ত কলেবরে তিনি কদলীবৃক্ষ সম কাঁপতে লাগলেন। তখন কুব্জা (মন্থরা) দাঁতে জিভ কেটে দাঁড়িয়ে ঘটনা দেখতে লাগল (তার ভয় হল যে ভবিষ্যতের ভয়ানক পরিস্থিতি কল্পনা করে কৈকেয়ীর হৃৎস্পন্দন না স্তব্ধ হয়ে যায়, আর সব কাজ পণ্ড না হয়ে যায়)॥ ১॥ আবার নানারকম গালগল্প বলে মন্থরা রানীকে বোঝাতে শুরু করল আর তাঁকে ধৈর্য ধারণ করতে বলল। কৈকেয়ীর মধ্যে বিপরীত বুদ্ধি প্রবল হয়ে উঠল। সেই কুচক্রীকে (মন্থরাকে) তাঁর অতি প্রিয় মনে হল। বককে হাঁস মনে করে (অর্থাৎ শত্রুকে মিত্র ভেবে) তিনি মন্থরার প্রশংসা করতে লাগলেন॥ ২॥ কৈকেয়ী বললেন—ওরে মন্থরা ! মনে হচ্ছে তোর অনুমানই সঠিক। কয়েকদিন থেকেই আমার ডান চোখ নাচছে। প্রতিদিন রাত্রে দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু মূর্খের মতো তোকে সে-সব কিছুই বলিনি। ওরে সখী ! কী করব, আমার স্বভাবটাই সহজ সরল। ঘোরপ্যাঁচ আমি বুঝি না॥ ৩-৪॥

দোহা—সজ্ঞানে (যতদূর জানি) আজ পর্যন্ত আমি কারও অনিষ্ট কামনা করিনি। তাহলে আমার কোন্ পাপে বিধাতা আমাকে হঠাৎ এইরকম দুঃসহ দুঃখ দিলেন ! ২০॥

চৌপাই— সারা জীবন বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব তবুও প্রাণ থাকতে সতীনের দাসত্ব করতে পারব না। নিয়তি যাকে শত্রুর পরাধীন করে রাখে তার তো বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই ভালো॥ ১॥ রানীর বিলাপবচন শুনে কুব্জা তার স্বাভাবিক ছলাকলা রানীর উপর প্রয়োগ করতে শুরু করল। (সে বলল—) তুমি অনর্থক মন খারাপ করে বসে আছ। তোমর সুখস্বাচ্ছন্দ্য তো দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকবে॥ ২॥ যে তোমার অনিষ্ট করতে উদ্যোগী হয়েছে তাকেই তার ফল ভোগ করতে হবে। হে রানী ! এই দুঃসংবাদ শোনার পর থেকে আমরা দিনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর রাতের ঘুম চলে গিয়েছে॥ ৩ ॥

চৌপাই (৪)

পূঁছেউঁ গুনিন্‌হ রেখ তিন্‌হ খাঁচী। ভরত ভুআল হোহিঁ যহ সাঁচী।।
ভামিনি করহু ত কহৌঁ উপাউ। হৈ তুম্‌হরীঁ সেবা বস রাউ।।

দোহা (২১)

পরউঁ কূপ তুঅ বচন পর সকউঁ পূত পতি ত্যাগি।
কহসি মোর দুখু দেখি বড় কস ন করব হিত লাগি।।

চৌপাই (১—৪)

কুবরীঁ করি কবুলী কৈকেঈ। কপট ছুরী উর পাহন টেঈ।।
লখই ন রানি নিকট দুখু কৈসেঁ। চরই হরিত তিন বলিপসু জৈসেঁ।।
সুনত বাত মৃদু অন্ত কঠোরী। দেতি মনহুঁ মধু মাহুর ঘোরী।।
কহই চেরি সুধি অহই কি নাহীঁ। স্বামিনি কহিহু কথা মোহি পাহীঁ।।
দুই বরদান ভূপ সন থাতী। মাগহু আজু জুড়াবহু ছাতী।।
সুতহি রাজু রামহি বনবাসূ। দেহু লেহু সব সবতি হুলাসূ।।
ভূপতি রাম সপথ জব করঈ। তব মাগেহু জেহিঁ বচনু ন টরঈ।।
হোই অকাজু আজু নিসি বীতেঁ। বচনু মোর প্রিয় মানেহু জী তেঁ।।

দোহা (২২)

বড় কুঘাতু করি পাতকিনি কহেসি কোপগৃহঁ জাহু।
কাজু সঁবারেহু সজগ সবু সহসা জনি পতিআহু।।

চৌপাই (১)

কুবরিহি রানি প্রানপ্রিয় জানী। বার বার বড়ি বুদ্ধি বখানী।।
তোহি সম হিত ন মোর সংসারা। বহে জাত কই ভইসি অধারা।।

আমি জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি অনেক বিচার করে বিধান দিয়েছেন যে ভরতের রাজা হওয়া নিশ্চিত। হে ভামিনী ! তুমি রাজি থাকলে কী করতে হবে, বলে দিতে পারি। রাজা তো তোমার বশীভূত হয়েই আছেন॥ ৪॥

দোহা —কৈকেয়ী বললেন—আমি তোর কথায় কুয়োতে ঝাঁপ দিতে পারি, পতি-পুত্রকে ত্যাগও করতে পারি। তুই আমার ভয়ানক দুঃখ নিবারণের জন্য যা বলবি নিজের ভালোর জন্য আমি তা কেন করব না ? ২১॥

চৌপাই —কুব্জা কৈকেয়ী থেকে দিব্যি আদায় করে (অর্থাৎ তাঁকে বলিদানের জন্য নির্দিষ্ট পশু বানিয়ে) কাপট্যরূপী ছুরিকাকে নিজ (কঠিন) হৃদয়রূপ পাথরে ঘসে শান দিয়ে নিল। শিয়রে উপস্থিত দুঃখ-কষ্টকে রানী কৈকেয়ী দেখতে পেলেন না, যেমন বলির জন্য নির্দিষ্ট পশু সবুজ ঘাস নিশ্চিন্তে খেতে থাকে (তার হুঁশ নেই যে মৃত্যু তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে)॥ ১॥ মন্থরার মধুমিশ্রিত কথা পরিণামে ছিল অতি কঠোর (ভয়ানক)। সে এইভাবে কৈকেয়ীকে মধুর স্বাদে বিষ পান করিয়েছিল। দাসী বলল—হে রানীমা ! তুমি একটা কথা বহুদিন পূর্বে আমাকে বলেছিলে তা তোমার মনে আছে তো ? ২॥ রাজা তোমাকে দুইটি বরপ্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজ তা রাজার কাছে চেয়ে নিয়ে নিজের বুকের জ্বালা জুড়িয়ে নাও। পুত্রকে রাজ্য আর রামকে বনবাস দাও আর সতীনের সমস্ত আনন্দ তুমি ছিনিয়ে নাও॥ ৩॥ যখন রাজা রামের নামে শপথ নেবেন ঠিক তখনই তুমি বর চাইবে যাতে রাজা প্রতিজ্ঞাপালনে বাধ্য হন। রাত কেটে গেলেই সব পণ্ড হয়ে যাবে (অর্থাৎ যা করতে হবে তা আজ রাত্রেই করতে হবে)। আমার কথাকে প্রাণাধিক প্রিয় জ্ঞান করো॥ ৪॥

দোহা— পাপিষ্ঠা মন্থরা রানী কৈকেয়ীকে প্রবলভাবে উত্তেজিত করে গোসাঘরে (কোপভবনে) ঢুকে যেতে বলল। সে রানীকে বলল— কার্য অতি সাবধানে করবে, হঠাৎ রাজার কথায় বিশ্বাস করে বসো না (তাঁর কথা মেনে নিও না)॥ ২২॥

চৌপাই—কুব্জাকে প্রাণাধিক প্রিয় মনে করে রানী বারে বারে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা করলেন আর তাকে বললেন—তোর মতন হিতাকাঙ্ক্ষী জগতে আর কেউ নেই। আমি বিষাদ সাগরে ভেসে যাচ্ছিলাম, তুই আমাকে রক্ষা

চৌপাই (২—৪)

জৌঁ বিধি পুরব মনোরথু কালী। করৌঁ তোহি চখ পূতরি আলী।।
বহুবিধি চেরিহি আদরু দেঈ। কোপভবন গবনী কৈকেঈ।।
বিপতি বীজু বরষা রিতু চেরী। ভুইঁ ভই কুমতি কৈকেঈ কেরী।।
পাই কপট জলু অঙ্কুর জামা। বর দোউ দল দুখ ফল পরিনামা।।
কোপ সমাজু সাজি সবু সোঈ। রাজু করত নিজ কুমতি বিগোঈ।।
রাউর নগর কোলাহলু হোঈ। যহ কুচালি কছু জান ন কোঈ।।

দোহা (২৩)

প্রমুদিত পুর নর নারি সব সজহিঁ সুমঙ্গলচার।
এক প্রবিসহিঁ এক নির্গমহিঁ ভীর ভূপ দরবার।।

চৌপাই (১—৪)

বাল সখা সুনি হিয়ঁ হরষাহীঁ। মিলি দস পাঁচ রাম পহিঁ জাহীঁ।।
প্রভু আদরহিঁ প্রেমু পহিচানী। পূঁছহিঁ কুসল খেম মৃদু বানী।।
ফিরহিঁ ভবন প্রিয় আয়সু পাঈ। করত পরসপর রাম বড়াঈ।।
কো রঘুবীর সরিস সংসারা। সীলু সনেহু নিবাহনিহারা।।
জেহিঁ জেহিঁ জোনি করম বস ভ্রমহীঁ। তহঁ তহঁ ঈসু দেউ যহ হমহীঁ।।
সেবক হম স্বামী সিয়নাহূ। হোউ নাত যহ ওর নিবাহূ।।
অস অভিলাষু নগর সব কাহূ। কৈকয়সুতা হৃদয়ঁ অতি দাহূ।।
কো ন কুসংগতি পাই নসাঈ। রহই ন নীচ মতেঁ চতুরাঈ।।

করলি॥ ১॥ বিধাতা যদি আগামীকাল আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করে দেন তাহলে সখী, তুই আমার চোখের মণি হয়ে থাকবি। এইভাবে দাসীকে নানাভাবে তুষ্ট করে কৈকেয়ী অভিমান কক্ষে (কোপভবনে) গিয়ে ঢুকে পড়লেন॥ ২॥ বিপত্তি (কলহ) হল বীজ, দাসী-বর্ষা ঋতু আর কৈকেয়ীর কুমতি হল (বীজ বপনের জন্য) উপযুক্ত জমি। ছলনারূপী জলে বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম হল। বর দুটি হল অঙ্কুরের পত্রদল, পরিণামে যা অতীব দুঃখজনক॥ ৩ ॥ কৈকেয়ী ক্রোধের আনুষঙ্গিক সাজ ধারণ করে (অভিমান কক্ষে) শুয়ে পড়লেন। তিনি অতিশয় সুখে রানীর ন্যায় দিন কাটাচ্ছিলেন কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি তাঁর কাল হল। রাজপ্রাসাদে ও নগরে তখন আনন্দময় পরিবেশ, এই ষড়যন্ত্রের কথা কেউ জানতেও পারল না॥ ৪॥

দোহা— অতিশয় আনন্দে পরিপূর্ণ জনগণ সেই শুভ মাঙ্গলিক কার্যের জন্য সাজসজ্জা করতে ব্যস্ত ছিল। অধীর আগ্রহে পরমানন্দে তাদের আসা-যাওয়া করতে দেখা যাচ্ছিল। সকলেই রাজদরবারে যেতে উৎসুক তাই বিপুল জনসমাগম (হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল)॥ ২৩॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যসখাগণ তাঁর রাজ্যাভিষেকের সংবাদ পেয়ে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারা দলে দলে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে ছুটে আসতে লাগল। সখাদের প্রীতিকে মর্যাদা দান করে তিনি তাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন আর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন॥ ১॥ শ্রীরামচন্দ্রের (মৌন) সম্মতি লাভ করে সখাসকল তাঁর কথা আলোচনা করতে করতে গৃহে প্রত্যাগমন করল আর বলতে লাগল—শ্রীরামচন্দ্রসম সদাচারী ও স্নেহী জগতে (সত্যই) বিরল॥ ২॥ (বিধাতার কাছে আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে) কর্মফল ভোগ হেতু যে যোনিতেই আমাদের জন্ম হোক না কেন আমরা যেন তাঁর সেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করি। সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র প্রভু আর আমরা তাঁর সেবক— এই সম্বন্ধই যেন চিরকাল বজায় থাকে॥ ৩॥ (এক বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি হল) জনগণের মনে যে কারণে পরমানন্দ তাই কৈকেয়ীর চিত্তবিক্ষেপের কারণ হল। সঙ্গদোষে বিপথগামী হওয়াই তো স্বাভাবিক। পতিত ব্যক্তির কথায় চললে বুদ্ধিবৈকল্য হবেই॥ ৪॥

দোহা (২৪)

সাঁঝ সময় সানন্দ নৃপু গয়উ কৈকঈ গেহঁ।
গবনু নিঠুরতা নিকট কিয় জনু ধরি দেহ সনেহঁ॥

চৌপাই (১—৪)

কোপভবন সুনি সকুচেউ রাউ। ভয় বস অগহুড় পরই ন পাউ॥
সুরপতি বসই বাহঁবল জাকেঁ। নরপতি সকল রহহিঁ রুখ তাকেঁ॥
সো সুনি তিয় রিস গয়উ সুখাঈ। দেখহু কাম প্রতাপ বড়াঈ॥
সূল কুলিস অসি অঁগবনিহারে। তে রতিনাথ সুমন সর মারে॥
সুভয় নরেসু প্রিয়া পহিঁ গয়উ। দেখি দসা দুখু দারুন ভয়উ॥
ভূমি সয়ন পটু মোট পুরানা। দিএ ডারি তন ভূষন নানা॥
কুমতিহি কসি কুবেষতা ফাবী। অনঅহিবাতু সূচ জনু ভাবী॥
জাই নিকট নৃপু কহ মৃদু বানী। প্রানপ্রিয়া কেহি হেতু রিসানী॥

ছন্দ

তেহি হেতু রানি রিসানি পরসত পানি পতিহি নেবারঈ।
মানহুঁ সরোষ ভুঅঙ্গ ভামিনি বিষম ভাঁতি নিহারঈ॥
দোউ বাসনা রসনা দসন বর মরম ঠাহরু দেখঈ।
তুলসী নৃপতি ভবতব্যতা বস কাম কৌতুক লেখঈ॥

সোরঠা (২৫)

বার বার কহ রাউ সুমুখি সুলোচনি পিকবচনি।
কারন মোহি সুনাউ গজগামিনি নিজ কোপ কর॥

চৌপাই (১)

অনহিত তোর প্রিয়া কেইঁ কীন্‌হা। কেহি দুই সির কেহি জমু চহ লীন্‌হা॥
কহু কেহি রংকহি করৌঁ নরেসূ। কহু কেহি নৃপহি নিকাসৌঁ দেসূ॥

দোহা—সন্ধ্যাকালে রাজা দশরথ সানন্দে কৈকেয়ীর মহলে গেলেন। স্নেহ যেন দেহধারণ করে সাক্ষাৎ নিষ্ঠুরতার সকাশে গমন করল॥ ২৪॥

চৌপাই—রানী গোসাঘরে (কোপভবনে) আছেন জেনে রাজা থমকে গেলেন। ভয়ে তাঁর পা এগিয়ে যেতে চাইছিল না। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র যাঁর বাহুবলের ভরসায় (রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে নির্ভয় হয়ে) থাকেন আর অন্যান্য রাজাগণ যাঁর মতিগতি দেখে কর্মপন্থা স্থির করেন, সেই রাজা দশরথ রানী গোসাঘরে ঢুকেছেন শুনে (ভয়ে) কাঠ হয়ে গেলেন। কামদেবের প্রতাপ ও মহিমা কী অপরিসীম ! যিনি ত্রিশূল, বজ্র, তরবারির আঘাত অনায়াসে সহ্য করেন তিনি কামদেবের পুষ্পশরে বিধ্বস্ত হলেন ! ১-২॥ সভয়ে রাজা প্রিয়া সন্নিধানে গমন করলেন। রানীর দশা দেখে রাজা কষ্ট পেলেন। কৈকেয়ী ভূমিতে পড়ে আছেন। তাঁর পরিধানে তখন পুরাতন অতি সাধারণ বস্ত্র, দেহের অলংকারাদি তিনি খুলে ফেলে দিয়েছিলেন॥ ৩॥ দুর্মতি কৈকেয়ীর এই বেশবাস যেন তাঁর ভাবীকালের বৈধব্যের ইঙ্গিত বহন করছিল। রাজা রানীর নিকটে গমন করে অতিশয় মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রাণপ্রিয়া ! তোমার অসন্তোষের কারণটা জানতে পারি কী ? ৪॥

ছন্দ—'ও রানী ! তুমি কেন রাগ করেছ'—বলে রাজা তাঁকে স্পর্শ করতেই কৈকেয়ী রাজার হাতকে সজোরে সরিয়ে দিলেন আর তাঁর দিকে ক্রোধিত নাগিনীসম ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দুইটি (বর লাভ করবার) বাসনা হল নাগিনী-জিহ্বা আর দুইটি বর সেই বিষদন্ত যা দংশন করবার পূর্বে রাজাকে নিরীক্ষণ করছিল। তুলসীদাস বলেন— রাজা দশরথ নিয়তির বশীভূত ছিলেন। তিনি রানীর আচরণকে কামকৌতুক মনে করলেন॥

সোরঠা—রাজা বারে বারে বলতে থাকলেন—হে সুবদনী ! হে সুনয়নী ! হে পিকভাষিণী ! হে গজগামিনী ! তোমার অসন্তোষের কারণটা তো বলো ! ২৫॥

চৌপাই—হে প্রিয়া ! কে তোমার ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে ? কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে ? যমরাজ কাকে নিয়ে যেতে চান ? বলো, কোন্ কাঙালকে রাজা করে দেব অথবা কোন্ রাজাকে দেশছাড়া করব ? ১ ॥

চৌপাই (২—৪)

সকউঁ তোর অরি অমরউ মারী। কাহ কীট বপুরে নর নারী॥
জানসি মোর সুভাউ বরোরূ। মনু তব আনন চন্দ চকোরূ॥
প্রিয়া প্রান সুত সরবসু মোরেঁ। পরিজন প্রজা সকল বস তোরেঁ॥
জৌঁ কছু কহৌঁ কপটু করি তোহী। ভামিনি রাম সপথ সত মোহী॥
বিহসি মাগু মনভাবতি বাতা। ভূষন সজহি মনোহর গাতা॥
ঘরী কুঘরী সমুঝি জিয়ঁ দেখূ। বেগি প্রিয়া পরিহরহি কুবেষূ॥

দোহা (২৬)

যহ সুনি মন গুনি সপথ বড়ি বিহসি উঠী মতিমন্দ।
ভূষন সজতি বিলোকি মৃগু মনহুঁ কিরাতিনি ফন্দ॥

চৌপাই (১—৪)

পুনি কহ রাউ সুহৃদ জিয়ঁ জানী। প্রেম পুলকি মৃদু মঞ্জুল বানী॥
ভামিনি ভয়উ তোর মনভাবা। ঘর ঘর নগর অনন্দ বধাবা॥
রামহি দেউঁ কালি জুবরাজূ। সজহি সুলোচনি মঙ্গল সাজূ॥
দলকি উঠেউ সুনি হৃদউ কঠোরূ। জনু ছুই গয়উ পাক বরতোরূ॥
ঐসিউ পীর বিহসি তেহিঁ গোঈ। চোর নারি জিমি প্রগটি ন রোঈ॥
লখহিঁ ন ভূপ কপট চতুরাঈ। কোটি কুটিল মনি গুরূ পঢ়াঈ॥
জদ্যপি নীতি নিপুন নরনাহূ। নারিচরিত জলনিধি অবগাহূ॥
কপট সনেহু বঢ়াই বহোরী। বোলী বিহসি নয়ন মুহু মোরী॥

দেবতাও যদি তোমার শত্রুতা করে থাকেন, আমি তাঁকেও বধ করতে পারি। তুচ্ছ কীটপতঙ্গসম নরনারীর তো কথাই নেই। হে সুন্দরী ! আমার অনুরাগের সঙ্গে তো তোমার বিলক্ষণ পরিচিতি আছে। হে বিধুবদনা ! আমার মন চকোর তো সতত তোমাকেই দেখতে পছন্দ করে থাকে॥ ২ ॥ হে প্রিয়া ! আমার প্রজা, আত্মীয়স্বজন, ধনসম্পদ, পুত্র এমনকী আমার প্রাণ পর্যন্ত তোমার কাছে সমর্পিত। আমি যদি তোমার সঙ্গে ছলনা করে থাকি তাহলে হে ভামিনী ! আমি রামের নামে শতবার শপথ করে বলছি যে তুমি হেসে (প্রসন্ন হয়ে) তোমার মনোমতো বস্তু চেয়ে নাও আর তোমার সুন্দর দেহবল্লরীকে অলংকারে সুসজ্জিত করে নাও। এই আনন্দময় সময়টা বিচার করে তোমার এই বেশবাস ত্যাগ করো॥ ৩-৪ ॥

দোহা—রাজার কথা (শ্রবণ করে) আর বিশেষ করে রামের নামে শপথবাক্য শ্রবণ করে মন্দবুদ্ধি কৈকেয়ী (কার্য সমাধা হয়েছে মনে করে) হেসে উঠে বসল আর অলংকারাদি ধারণ করতে থাকল। মৃগ ফাঁদে পড়েছে দেখে যেন ব্যাধ আনন্দিত হল॥ ২৬॥

চৌপাই—কৈকেয়ীকে পরম সুহৃদ মনে করে রাজা দশরথ প্রেমে পুলকিত হয়ে সুমধুর কণ্ঠে বললেন—হে ভামিনী ! তোমার মনোবাঞ্ছা আশাকরি পূর্ণ হয়েছে। তুমি শোনো। নগরের ঘরে ঘরে আনন্দ ; বাদ্য বাজতে শুরু করেছে॥ ১ ॥ আগামীকালই রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করব। তাই হে সুনয়নী ! তুমি সেই মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত হয়ে যাও। কথাটা শ্রবণ করেই কৈকেয়ীর সুকঠিন হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল। যেন পাকা স্ফোটকে হঠাৎ বিষম আঘাত লাগল॥ ২॥ এই নিদারুণ যন্ত্রণা কৈকেয়ী হাসিমুখে হজম করল কারণ চোরের স্ত্রীর তো প্রকাশ্যে ক্রন্দন করবারও উপায় থাকে না। রাজার কাছে কৈকেয়ীর কপট চাতুর্য অজানা রয়ে গেল। কৈকেয়ী কোটি কোটি দুর্বুদ্ধিদেরও গুরু সেই মন্থরার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছিলেন॥ ৩॥ রাজা নীতিপালনে অতি কুশল কিন্তু নারীচরিত্র যে অগাধ সাগরসম সুগভীর। অতঃপর কৈকেয়ী পুনরায় প্রেমাভিনয় করেও মুখ চোখ রাজার দিকে করে হাসতে হাসতে বললেন॥ ৪ ॥

দোহা (২৭)

মাগু মাগু পৈ কহহু পিয় কবহুঁ ন দেহু ন লেহু।
দেন কহেহু বরদান দুই তেউ পাবত সন্দেহু॥

চৌপাই (১—৪)

জানেউঁ মরমু রাউ হঁসি কহঈ। তুম্হহি কোহাব পরম প্রিয় অহঈ॥
থাতী রাখি ন মাগিহু কাউ। বিসরি গয়উ মোহি ভোর সুভাউ॥
ঝূঠেহুঁ হমহি দোষু জনি দেহূ। দুই কৈ চারি মাগি মকু লেহূ॥
রঘুকুল রীতি সদা চলি আঈ। প্রান জাহুঁ বরু বচনু ন জাঈ॥
নহিঁ অসত্য সম পাতক পুঞ্জা। গিরি সম হোহিঁ কি কোটিক গুঞ্জা॥
সত্যমূল সব সুকৃত সুহাএ। বেদ পুরান বিদিত মনু গাএ॥
তেহি পর রাম সপথ করি আঈ। সুকৃত সনেহ অবধি রঘুরাঈ॥
বাত দৃঢ়াই কুমতি হঁসি বোলী। কুমত কুবিহগ কুলহ জনু খোলী॥

দোহা (২৮)

ভূপ মনোরথ সুভগ বনু সুখ সুবিহঙ্গ সমাজু।
ভিল্লিনি জিমি ছাড়ন চহতি বচনু ভয়ংকরু বাজু॥

মাসপারায়ণ, ত্রয়োদশ বিশ্রাম

চৌপাই (১—৪)

সুনহু প্রানপ্রিয় ভাবত জী কা। দেহু এক বর ভরতহি টীকা॥
মাগউঁ দুসর বর কর জোরী। পুরবহু নাথ মনোরথ মোরী॥
তাপস বেষ বিসেষি উদাসী। চৌদহ বরিস রামু বনবাসী॥
সুনি মৃদু বচন ভূপ হিয়ঁ সোকূ। সসি কর ছুঅত বিকল জিমি কোকূ॥
গয়উ সহসি নহিঁ কছু কহি আবা। জনু সচান বন ঝপটেউ লাবা॥
বিবরন ভয়উ নিপট নরপালূ। দামিনি হনেউ মনহুঁ তরু তালূ॥

দোহা—*হে প্রিয়তম ! আপনি তো কেবল 'চেয়ে নাও' বলে থাকেন কিন্তু কখনও কিছু দেন না। আপনি যে দুইটি বর দেবেন বলেছিলেন তাও আর পাওয়া যাবে কিনা আমার সন্দেহ হয়॥ ২৭ ॥*

চৌপাই — রাজা হেসে বললেন—তোমার উদ্দেশ্যর মর্মোদ্ধার করতে এতক্ষণে সক্ষম হলাম। অভিমান (করে শুয়ে থাকা) তো তোমার অতি প্রিয় আচরণ। সেই বর দুটি তুমি জমা রেখেছো কিন্তু চাওনি কখনও। আমিও তা বিস্মরণ করে বসে আছি॥ ১ ॥ আমাকে শুধু শুধু দোষ দিও না। দুইটি বরে যদি মন সন্তুষ্ট না হয়, চারটে বর নাও। এই তো রঘুকুলের চিরন্তন রীতি যে প্রাণ গেলেও কথার নড়চড় হয় না॥ ২ ॥ মিথ্যাচারিতা সম পাপ ত্রিভুবনে নেই। কোটি গুঞ্জা (কুঁচফল) একত্র করলেও তা পর্বতসম হয় না। সকল উত্তম সুকৃতির (পুণ্যের) মূলে যে সত্য তা তো বেদ কথিত ও মনু সমর্থিত॥ ৩ ॥ তার উপর তো আমি শ্রীরামচন্দ্রের শপথ করেছি (করে ফেলেছি)। শ্রীরঘুনাথ তো আমার সুকৃতি (পুণ্য) ও স্নেহের পরিসীমা। এইভাবে রাজার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে কৈকেয়ী হাসতে লাগলেন। তিনি যেন দুষ্টবুদ্ধিরূপ বাজের চোখের ঠুলি খুলে দিয়ে রাজাকে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হলেন॥ ৪ ॥

দোহা—*রাজার সদিচ্ছাসম সুন্দর বনে সুন্দর সুখসম বিহঙ্গরাজি বসবাস করছিল। ব্যাধরমণীসম কৈকেয়ী সেই পরিবেশকে ছারখার করে দেওয়ার জন্য তাঁর বাজসম ভয়ংকর বচন প্রয়োগ করতে উদ্যত হলেন॥ ২৮ ॥*

চৌপাই—হে প্রাণপ্রিয় ! শুনুন ! আমার মনের মতো একটা বর তো দিন—ভরতের রাজ্যাভিষেক করুন ; আর হে নাথ ! আমার দ্বিতীয় বরও চাইছি হাতজোড় করে। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন॥ ১ ॥ (রাজত্ব ও আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে উদাস মুনিসম) উদাস তাপস বেশে রাম চতুর্দশ বৎসরকাল বনবাস করুক। কৈকেয়ীর সবিনয় নিবেদন রাজার হৃদয় শোকাকুল করল। যেন চন্দ্র-কিরণ স্পর্শে চক্রবাত বিহ্বল হয়ে গেল॥ ২ ॥ বরের কথা শুনে রাজা ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলেন। তিনি কথা বলতে পারছিলেন না, যেন বাজপক্ষী বনের (নিরীহ) তিতিরের উপর আক্রমণ করেছে। রাজা তড়িতাহত তালবৃক্ষসম বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন॥ ৩॥ রাজা মাথায় হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে চিন্তাসাগরে ডুবে গেলেন—যেন উদ্বেগ শরীর ধারণ করে নিজেই শোক-চিন্তায়

চৌপাই (৪—৫)

মাথেঁ হাথ মূদি দোউ লোচন। তনু ধরি সোচু লাগ জনু সোচন॥
মোর মনোরথু সুরতরু ফূলা। ফরত করিনি জিমি হতেউ সমূলা॥
অবধ উজারি কীন্হি কৈকেঈঁ। দীন্হিসি অচল বিপতি কৈ নেঈঁ॥

দোহা (২৯)

কবনেঁ অবসর কা ভয়উ গয়উঁ নারি বিস্বাস।
জোগ সিদ্ধি ফল সময় জিমি জতিহি অবিদ্যা নাস॥

চৌপাই (১—৪)

এহি বিধি রাউ মনহিঁ মন ঝাঁখা। দেখি কুভাঁতি কুমতি মন মাখা॥
ভরতু কি রাউর পূত ন হোঁহী। আনেহু মোল বেসাহি কি মোহী॥
জো সুনি সরু অস লাগ তুম্হারেঁ। কাহে ন বোলহু বচনু সঁভারেঁ॥
দেহু উতরু অনু করহু কি নাহীঁ। সত্যসংঘ তুম্হ রঘুকুল মাহীঁ॥
দেন কহেহু অব জনি বরু দেহূ। তজহু সত্য জগ অপজসু লেহূ॥
সত্য সরাহি কহেহু বরু দেনা। জানেহু লেইহি মাগি চবেনা॥
সিবি দধীচি বলি জো কছু ভাষা। তনু ধনু তজেউ বচন পনু রাখা॥
অতি কটু বচন কহতি কৈকেঈ। মানহুঁ লোন জরে পর দেঈ॥

দোহা (৩০)

ধরম ধুরন্ধর ধীর ধরি নয়ন উঘারে রায়ঁ।
সিরু ধুনি লীন্হি উসাস অসি মারেসি মোহি কুঠায়ঁ॥

চৌপাই (১—২)

আগেঁ দীখি জরত রিস ভারী। মনহুঁ রোষ তরবারি উঘারী॥
মূঠি কুবুদ্ধি ধার নিঠুরাঈ। ধরী কূবরীঁ সান বনাঈ॥
লখী মহীপ করাল কঠোরা। সত্য কি জীবনু লেইহি মোরা।
বোলে রাউ কঠিন করি ছাতী। বানী সবিনয় তাসু সোহাতী॥

ডুবে রয়েছে। (তিনি তখন ভাবছেন — হায় !) আমার মনোরথের কল্পবৃক্ষ পল্লবিত ও ফলবতী হয়ে উঠেছিল কিন্তু ফলদানের সময় কৈকেয়ী হস্তিনী তা সমূলে উৎপাটিত করে ফেলল॥ ৪ ॥ কৈকেয়ী অযোধ্যাকে তছনছ করে দিলেন আর সেখানে নানা বিপত্তির বীজ স্থাপনা করলেন॥ ৫ ॥

দোহা—কী হবার ছিল, কী হয়ে গেল ? যেভাবে যোগসিদ্ধির ফল পাইয়ে যোগীকে অবিদ্যা ভ্রষ্ট করে, নারীর উপর বিশ্বাস ধারণ করে আমিও তেমনি ধ্বংস হয়ে গেলাম॥ ২৯॥

চৌপাই—রাজা তখন মনে মনে খেদোক্তি করেই যাচ্ছেন। রাজার এই অবস্থা দেখে দুর্মতি কৈকেয়ী মনে মনে কুপিতা হলেন। (তিনি সক্রোধে বললেন—) কেন ভরত আপনার সন্তান নয় ? আমাকে কি আপনি বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসেছেন ? (আমি আপনার বিবাহিতা স্ত্রী নই ?)॥ ১॥ কথায় শরাঘাত হল নাকি ? ভেবেচিন্তে দেখে তবেই কথা দেবেন তো ? উত্তর দিন— হাঁ বলুন অথবা না। আপনি তো (আবার) রঘুবংশে সত্যপ্রতিজ্ঞ বলে প্রসিদ্ধ ! ২॥ আপনিই তো বর দেবেন বলেছিলেন এখন না হয় দেবেন না। সত্য ত্যাগ করে আপনি না হয় জগতে অপযশই বেছে নিলেন। (খুব তো) সত্যের মহিমাকীর্তন করে বর দেওয়ার কথা বলেছিলেন ! ভেবেছিলেন এ বুঝি ছোলাভাজা খেতে চাইবে ! ৩॥ শিবি রাজা, দধীচি মুনি, বলি রাজা তাঁদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্য দেহ, ধনসম্পদ আদি সব কিছুই ত্যাগ করেছিলেন ! কৈকেয়ী এইভাবে কটুবাক্য বর্ষণ করে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে লাগলেন॥ ৪॥

দোহা—ধর্মনিষ্ঠ রাজা দশরথ ধৈর্য ধারণ করে চোখ খুললেন আর কপালে করাঘাত করে ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—তুমি আমার মর্মস্থলে আঘাত করলে ! (এমন কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে যে তার থেকে উদ্ধার পাওয়া কঠিন !)॥ ৩০॥

চৌপাই—সম্মুখে উপস্থিত কৈকেয়ীকে তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধানলে উত্তপ্ত কোষমুক্ত তরবারিসম মনে হচ্ছিল। দুর্বুদ্ধি ছিল তরবারির হাতল, নিষ্ঠুরতা ছিল ধার যা কুব্জা (মন্থরা)রূপী প্রস্তরে শান দেওয়া ছিল॥ ১॥ করাল ও কঠোর তরবারি দেখে রাজা ভাবলেন, সত্যিই কি এটি তাঁর প্রাণ হরণ করবে ?

চৌপাই (৩—৪)

প্রিয়া বচন কস কহসি কুভাঁতী। ভীর প্রতীতি প্রীতি করি হাঁতী॥
মোরেঁ ভরতু রামু দুই আঁখী। সত্য কহউঁ করি সংকরু সাখী॥
অবসি দূতু মৈঁ পঠইব প্রাতা। ঐহহিঁ বেগি সুনত দোউ ভ্রাতা॥
সুদিন সোধি সবু সাজু সজাঈ। দেউঁ ভরত কহুঁ রাজু বজাঈ॥

দোহা (৩১)

লোভু ন রামহি রাজু কর বহুত ভরত পর প্রীতি।
মৈঁ বড় ছোট বিচারি জিয়ঁ করত রহেউঁ নৃপনীতি॥

চৌপাই (১—৪)

রাম সপথ সত কহউঁ সুভাউ। রামমাতু কছু কহেউ ন কাউ॥
মৈঁ সবু কীন্হ তোহি বিনু পূঁছেঁ। তেহি তেঁ পরেউ মনোরথু ছূছেঁ॥
রিস পরিহরু অব মঙ্গল সাজূ। কছু দিন গএঁ ভরত জুবরাজূ॥
একহি বাত মোহি দুখু লাগা। বর দূসর অসমঞ্জস মাগা॥
অজহূঁ হৃদউ জরত তেহি আঁচা। রিস পরিহাস কি সাঁচেহুঁ সাঁচা॥
কহু তজি রোষু রাম অপরাধূ। সবু কোউ কহই রামু সুঠি সাধূ॥
তুহূঁ সরাহসি করসি সনেহূ। অব সুনি মোহি ভয়উ সন্দেহূ॥
জাসু সুভাউ অরিহি অনুকূলা। সো কিমি করিহি মাতু প্রতিকূলা॥

দোহা (৩২)

প্রিয়া হাস রিস পরিহরহি মাগু বিচারি বিবেকু।
জেহিঁ দেখৌঁ অব নয়ন ভরি ভরত রাজ অভিষেকু॥

অতঃপর তিনি সাহস সংগ্রহ করে বিনম্র কথায় কৈকেয়ীকে তুষ্ট করতে উদ্যোগী হলেন। তিনি বললেন—॥ ২ ॥ হে প্রিয়তমা ! হে কোমলস্বভাবযুক্তা ! বিশ্বাস ও প্রেম বিসর্জন দিয়ে এমন অশুভ কথা কেন বলছো ! ভরত আর রাম তো আমার দুই চক্ষুসম (প্রিয়)। আমি এই কথা স্বয়ং মহাদেবকে সাক্ষী রেখে বলছি॥ ৩॥ আগামী প্রাতঃকালেই আমি দূত পাঠিয়ে তাদের (ভরত ও শত্রুঘ্ন কে) এইখানে ডেকে আনব। অতঃপর দিনক্ষণ দেখে উত্তম প্রস্তুতি করে সকলের সামনেই ভরতের রাজ্যাভিষেক করিয়ে দেব॥ ৪ ॥

দোহা — রামের রাজত্বের উপর লোভ আদৌ নেই। সে ভরতকে খুব ভালোবাসে। এই ছোট বড় বিচার তো আমিই করেছিলাম আর কুলের রীতিনীতি পালন করেছিলাম (বড়কে রাজত্ব দান করবার ব্যবস্থা করেছিলাম)॥ ৩১ ॥

চৌপাই—রামের নামে শতবার শপথ নিয়ে আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে রামের জননী (রানী কৌশল্যা) এই সম্বন্ধে (অর্থাৎ রামকে যুবরাজপদ দেওয়ার জন্য) আমাকে কখনো কোনো কথা বলেনি। এ কথা অবশ্য ঠিক যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে নিইনি, তাই বোধহয় আমার সব মনোরথ চূর্ণ হয়ে গেল॥ ১ ॥ আর রাগ করে থাকবার দরকার নেই। উঠে উৎসবের সজ্জায় সজ্জিত হও। কয়েকদিন পরেই তো ভরত যুবরাজ হয়ে যাবে। কেবল তোমার দ্বিতীয় বরের কথায় আমি খুব দুঃখ পেয়েছি॥ ২ ॥ তার পরিতাপে এখনও আমি দগ্ধ হচ্ছি। জানি না এটা পরিহাস অথবা সাময়িক ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ! তুমি যা বলেছ তুমি কি তাই সত্যই মনেপ্রাণে কামনা কর ? শান্ত হও, আর আমাকে বল যে রামের অপরাধটা কোথায় ? সকলেই তো রামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ॥ ৩॥ আমি তোমার মুখেই রামের প্রশংসা শুনেছি যাতে আমার মনে হয়েছে যে তোমার তার উপর স্নেহ অপরিসীম। কিন্তু তোমার কথা শুনে আমার মনে এখন সন্দেহ হচ্ছে (যে তোমার প্রশংসা ও স্নেহ ধারণ দুইই লোক দেখানো ছিল) ! যে স্বভাবে শত্রুকেও অনুকূল করে সে মায়ের প্রতি প্রতিকূল কী করে হবে ॥ ৪ ॥

দোহা —হে প্রিয়তমা ! ক্রোধ উপহাস সকল পরিহার করে বিবেক সহকারে বর চাও। আমি ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রত্যক্ষ করে পরিতৃপ্ত হওয়ার কামনা রাখি॥ ৩২ ॥

চৌপাই (১—৪)

জিঐ মীন বরু বারি বিহীনা। মনি বিনু ফনিকু জিঐ দুখ দীনা॥
কহউঁ সুভাউ ন ছলু মন মাহীঁ। জীবনু মোর রাম বিনু নাহীঁ॥
সমুঝি দেখু জিয়ঁ প্রিয়া প্রবীনা। জীবনু রাম দরস আধীনা॥
সুনি মৃদু বচন কুমতি অতি জরঈ। মনহুঁ অনল আহুতি ঘৃত পরঈ॥
কহই করহু কিন কোটি উপায়া। ইহাঁ ন লাগিহি রাউরি মায়া॥
দেহু কি লেহু অজসু করি নাহীঁ। মোহি ন বহুত প্রপঞ্চ সোহাহীঁ॥
রামু সাধু তুম্হ সাধু সয়ানে। রামমাতু ভলি সব পহিচানে॥
জস কৌসিলাঁ মোর ভল তাকা। তস ফলু উন্হহি দেউঁ করি সাকা॥

দোহা (৩৩)

হোত প্রাতু মুনিবেষ ধরি জৌঁ ন রামু বন জাহিঁ।
মোর মরনু রাউর অজস নৃপ সমুঝিঅ মন মাহিঁ॥

চৌপাই (১—৪)

অস কহি কুটিল ভঈ উঠি ঠাঢ়ী। মানহুঁ রোষ তরঙ্গিনি বাঢ়ী॥
পাপ পহার প্রগট ভই সোঈ। ভরী ক্রোধ জল জাই ন জোঈ॥
দোউ বর কূল কঠিন হঠ ধারা। ভবঁর কূবরী বচন প্রচারা॥
ঢাহত ভূপরূপ তরু মূলা। চলী বিপতি বারিধি অনুকূলা॥
লখী নরেস বাত ফুরি সাঁচী। তিয় মিস মীচু সীস পর নাচী॥
গহি পদ বিনয় কীন্হ বৈঠারী। জনি দিনকর কুল হোসি কুঠারী॥
মাগু মাথ অবহীঁ দেউঁ তোহী। রাম বিরহঁ জনি মারসি মোহী॥
রাখু রাম কহুঁ জেহি তেহি ভাঁতী। নাহিঁ ত জরিহি জনম ভরি ছাতী॥

চৌপাই—মৎস্য যদিও বা জল ছাড়া জীবিত থাকে আর সর্প মণিহারা হয়েও দুঃখে কালাতিপাত করতে সক্ষম হয়, আমার কিন্তু রাম ছাড়া জীবিত থাকা সম্ভব নয়। এই কথায় ছলছাতুরী নেই। এ এক বাস্তব সত্য ছাড়া আর কিছু নয়॥ ১॥ হে সুচতুর প্রিয়তমা ! ভালোমন্দ বিচার করবার সময় এসেছে। আমার জীবন ধারণ রামকে দেখতে পাওয়ার উপর নির্ভর করছে। এতে অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি দান হল। রাজার সুমিষ্ট বচন দুর্মতি কৈকেয়ীকে আরও উত্তপ্ত করে তুলল॥ ২॥ (কৈকেয়ী বললেন—) আপনি কোটি উপায় উদ্ভাবন করলেও আপনার মায়ায় আমি (বাক্‌চাতুরীতে) ভুলছি না। আমি যা চেয়েছি দিন অথবা না দিয়ে অপযশ বেছে নিন। আমার এইসব বাগাড়ম্বর পছন্দ নয়॥ ৩॥ রাম সাধু, আপনি সেয়ানা সাধু আর রামজননীও ততোধিক সাধু ; আমার সকলকে চেনা হয়ে গিয়েছে। কৌশল্যা যেমন আমার উপকার করতে চেয়েছে আমিও তাকে (স্মরণীয়) প্রতিদান দেব॥ ৪॥

দোহা—আগামীকাল প্রাতঃকালে তাপস বেশ ধারণ করে রাম যদি বনবাসে না যায় তাহলে হে রাজন্ ! জেনে রাখুন যে আমার মৃত্যু হবে আর তার জন্য দায়ী হবেন আপনি॥ ৩৩॥

চৌপাই—এই কথা বলে ক্রোধরূপ জলে উদ্বেলিত নদীসম কৈকেয়ী উঠে দাঁড়ালেন। পাপপর্বত নিঃসৃত সেই নদী ক্রোধ-জলে পরিপূর্ণ ছিল। (তা এমন ভয়ানক ছিল যে) তাকানো যাচ্ছিল না॥ ১॥ বর দুটি ছিল নদীর দুই পাড়। কৈকেয়ীর জেদ নদীর প্রবল স্রোত আর তাতে যুক্ত হয়েছিল কুব্‌জার (মন্থরার) কুমন্ত্রণার আবর্ত। (সেই ক্রোধরূপ নদী) রাজা দশরথরূপ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করে বিপত্তিরূপ সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হল॥ ২॥ রাজা তখন বুঝেছেন যে তিনি বাস্তব সত্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন আর ভার্যার রূপ ধারণ করে মৃত্যু তাঁর শিয়রে উপস্থিত। (তখন রাজা কৈকেয়ীর) চরণ ধারণ করে বসালেন আর বললেন—সূর্যকুলবৃক্ষকে কুঠারস্বরূপ হয়ে কেটে ফেলো না॥ ৩॥ তুমি এখনই আমার মাথা কেটে নিতে চাইলে নাও কিন্তু রামবিরহ যাতনায় আমাকে দগ্ধ কোরো না। যেমন করেই হোক রামকে ছেড়ে দাও। অন্যথাচরণ করলে তুমি সারাজীবন জ্বলেপুড়ে মরবে॥ ৪॥

দোহা (৩৪)

দেখী ব্যাধি অসাধ নৃপু পরেউ ধরনি ধুনি মাথ।
কহত পরম আরত বচন রাম রাম রঘুনাথ॥

চৌপাই (১—৪)

ব্যকুল রাউ সিথিল সব গাতা। করিনি কলপতরু মনহুঁ নিপাতা॥
কণ্ঠু সূখ মুখ আব ন বানী। জনু পাঠীনু দীন বিনু পানী॥
পুনি কহ কটু কঠোর কৈকেঈ। মনহুঁ ঘায় মহুঁ মাহুর দেঈ॥
জৌঁ অন্তহুঁ অস করতবু রহেউ। মাগু মাগু তুম্হ কেহিঁ বল কহেউ॥
দুই কি হোই এক সময় ভুআলা। হঁসব ঠঠাই ফুলাউব গালা॥
দানি কহাউব অরু কৃপনাঈ। হোই কি খেম কুসল রৌতাঈ॥
ছাড়হু বচনু কি ধীরজু ধরহূ। জনি অবলা জিমি করুনা করহূ॥
তনু তিয় তনয় ধামু ধনু ধরনী। সত্যসন্ধ কহুঁ তৃন সম বরনী॥

দোহা (৩৫)

মরম বচন সুনি রাউ কহ কহু কছু দোষু ন তোর।
লাগেউ তোহি পিসাচ জিমি কালু কহাবত মোর॥

চৌপাই (১—৪)

চহত ন ভরত ভূপতহি ভোরেঁ। বিধি বস কুমতি বসী জিয় তোরেঁ॥
সো সবু মোর পাপ পরিনামূ। ভয়উ কুঠাহর জেহিঁ বিধি বামূ॥
সুবস বসিহি ফিরি অবধ সুহাঈ। সব গুন ধাম রাম প্রভুতাঈ॥
করিহহিঁ ভাই সকল সেবকাঈ। হোইহি তিহুঁ পুর রাম বড়াঈ॥
তোর কলঙ্কু মোর পছিতাউ। মুএহুঁ ন মিটিহি ন জাইহি কাউ॥
অব তোহি নীক লাগ করু সোঈ। লোচন ওট বৈঠু মুহু গোঈ॥
জব লগি জিওঁ কহউঁ কর জোরী। তব লগি জনি কছু কহসি বহোরী॥
ফিরি পছিতৈহসি অন্ত অভাগী। মারসি গাই নহারু লাগী॥

দোহা—ব্যাধিকে দুরারোগ্য জেনে রাজা আর্তনাদ করে মাথা চাপড়াতে লাগলেন আর 'হা রাম !' 'হা রঘুনাথ'—বলতে বলতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন॥ ৩৪॥

চৌপাই—রাজা ব্যাকুল হয়ে গেলেন আর তাঁর অঙ্গ শিথিল হয়ে গেল। যেন হস্তিনী কল্পবৃক্ষকে উৎপাটিত করে ফেলে দিয়েছে। তিনি বিশুষ্ক কণ্ঠ বাকশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন, যেন জলাভাবে মৎস্য ছটফট করছিল॥ ১॥ কৈকেয়ীর কঠোর কটু বচন ক্ষতের উপর বিষ প্রয়োগ করল। (তিনি বললেন—) এই যদি শেষে করবার ইচ্ছা ছিল, তাহলে কিসের জোরে 'চেয়ে নাও' বলেছিলেন ? ২॥ অট্টহাস্য ও গোমড়া মুখ একসঙ্গে থাকে কী ? নিজে দানী হবেন অথচ কৃপণও থাকবেন, একসঙ্গে কী করে সম্ভব ? বীরত্ব আর কুশল ক্ষেম একসঙ্গে থাকবে কেমন করে ? (অর্থাৎ যুদ্ধে তো আঘাতের সম্ভাবনা থাকবেই)॥ ৩॥ হয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করুন অথবা ধৈর্য ধরুন। অবলা নারীসম কান্নাকাটি করবেন না। সত্য রক্ষার জন্য তো শুনেছি দেহ, দারা, পুত্র, গৃহ, পৃথিবী সবই তৃণবৎ তুচ্ছ হয়ে থাকে॥ ৪॥

দোহা—কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর বাক্যসকল শুনে রাজা বললেন—যা ইচ্ছে বল তোমার তো দোষ নেই। আমার কাল (মৃত্যু) যে তোমার মধ্যে পিশাচরূপে প্রবেশ করে তোমাকে দিয়ে এই সকল কথা বলিয়ে নিচ্ছে॥ ৩৫॥

চৌপাই—(আমি ভালোভাবে জানি যে) ভরত ভুল করেও রাজকীয় পদমর্যাদা কামনা করে না। বিধাতার ইচ্ছাতেই দুর্বুদ্ধি তোমার মধ্যে প্রবেশ করেছে। সবই আমার পাপের ফল যা আমার দুঃসময় বুঝে প্রতিকূল আচরণ করছে॥ ১॥ (তোমার এই অসদাচরণ উপেক্ষা করে) এই সুন্দর অযোধ্যা আবার জেগে উঠবে। পরম গুণের আকর শ্রীরামচন্দ্র সেই অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবে। তখন অন্যান্য ভ্রাতাগণ তাঁর সেবা করবে আর ত্রিভুবন তাঁর যশঃকীর্তনে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে॥ ২॥ কেবল তোমার কলঙ্ক আর আমার অনুশোচনা অক্ষয় হয়ে থাকবে। যা ইচ্ছে তাই করো। তোমার মুখ দেখবার ইচ্ছা আর আমার নেই (অর্থাৎ দূর হয়ে যাও, তোমার মুখ দেখাও পাপ !)॥ ৩॥ আমি হাতজোড় করে বলছি যে যতদিন পর্যন্ত আমি বেঁচে আছি ততদিন আর তুমি আমাকে বিরক্ত কোরো না। ওরে অভাগী ! তুমি আঁতের (শিরার) জন্য গো-হত্যা করতে চলেছ। পরিশেষে তোমার অনুশোচনা হবে॥ ৪॥

দোহা (৩৬)

পরেউ রাউ কহি কোটি বিধি কাহে করসি নিদানু।
কপট সয়ানি ন কহতি কছু জাগতি মনহুঁ মসানু॥

চৌপাই (১—৪)

রাম রাম রট বিকল ভুআলূ। জনু বিনু পঙ্খ বিহঙ্গ বেহালূ॥
হৃদয়ঁ মনাব ভোরু জনি হোঈ। রামহি জাই কহৈ জনি কোঈ॥
উদয় করহু জনি রবি রঘুকুল গুর। অবধ বিলোকি সূল হোইহি উর॥
ভূপ প্রীতি কৈকই কঠিনাঈ। উভয় অবধি বিধি রচী বনাঈ॥
বিলপত নৃপহি ভয়উ ভিনুসারা। বীনা বেনু সঙ্খ ধুনি দ্বারা॥
পঢ়হিঁ ভাট গুন গাবহিঁ গায়ক। সুনত নৃপহি জনু লাগহিঁ সায়ক॥
মঙ্গল সকল সোহাহিঁ ন কৈসেঁ। সহগামিনিহি বিভূষন জৈসেঁ॥
তেহি নিসি নীদ পরী নহিঁ কাহূ। রাম দরস লালসা উছাহূ॥

দোহা (৩৭)

দ্বার ভীর সেবক সচিব কহহিঁ উদিত রবি দেখি।
জাগেউ অজহুঁ ন অবধপতি কারনু কবনু বিসেষি॥

চৌপাই (১—২)

পছিলে পহর ভূপু নিত জাগা। আজু হমহি বড় অচরজু লাগা॥
জাহু সুমন্ত্র জগাবহু জাঈ। কীজিঅ কাজু রজায়সু পাঈ॥
গএ সুমন্ত্রু তব রাউর মাহীঁ। দেখি ভয়াবন জাত ডেরাহীঁ॥
ধাই খাই জনু জাই ন হেরা। মানহুঁ বিপতি বিষাদ বসেরা॥

দোহা— রাজা আবার নানাভাবে কৈকেয়ীকে বোঝাতে প্রয়াস করলেন আর অবশেষে 'কেন তুমি সর্বনাশ করছো ?'—বলে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। কিন্তু শেয়ানা কপটপটু কৈকেয়ী কিছুই বললেন না। তিনি শ্মশানে একলা জেগে রইলেন (যেন প্রেততর্পণ করে সিদ্ধিলাভ করবার চেষ্টা করছিলেন)॥ ৩৬॥

চৌপাই—রাজা রামনাম জপ করতে থাকলেন। তাঁর অবস্থা তখন পক্ষহীন পক্ষীসম হয়েছিল। তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইলেন। তাঁর কামনা ছিল যে ভোর যেন না হয় আর কেউ যেন রামকে এই খবর না দেয়॥ ১॥ হে রঘুকুলের আদিপুরুষ ! হে সূর্যদেব ! আপনি উদয় না হলে ভালো হয়, কারণ তাতে অযোধ্যার এই অবস্থা আপনার হৃদয়ে অতিশয় ক্লেশ সৃষ্টি করবে। সৃষ্টিকর্তা রাজার প্রীতি ও কৈকেয়ীর নিষ্ঠুরতাকে শেষ সীমানা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন॥ ২॥ বিলাপরত রাজা ভোর হওয়াকে আটকাতে পারলেন না। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীণা, বংশী, শঙ্খ আদি সহযোগে রাজদ্বারে মঙ্গলাচরণ শুরু হয়ে গেল। যশঃকীর্তন ও গায়ক সংগীত পরিবেশন করতে লাগল। প্রাতঃকালীন মঙ্গলাচরণ ধ্বনি রাজার কর্ণপটহে সুতীক্ষ্ণ শরসম আঘাত করতে লাগল॥ ৩॥ মঙ্গলাচরণ রাজার মনে সুখ প্রদান করতে সমর্থ হল না, যেমন সহমরণে গমনরতা সতী নারীকে বস্ত্রালংকার সুখ প্রদান করে না। ওদিকে অযোধ্যার জনগণ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করবার অভিলাষে অতি উৎসাহে রাত্রিতে নিদ্রাগমন করতে সক্ষম হল না॥ ৪॥

দোহা— রাজদ্বারে মন্ত্রী ও সেবকসকল সমবেত হয়েছিলেন। সূর্যোদয় হয়েছে অথচ অযোধ্যাপতি শ্রীদশরথের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি কেন ?—সমবেত হয়ে তারা আশ্চর্যের সঙ্গে এনিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন॥ ৩৭॥

চৌপাই—রাজা নিত্য রাত্রির শেষ প্রহরে জেগে ওঠেন কিন্তু আশ্চর্য কথা আজ তিনি উঠলেন না। হে সুমন্ত্র ! যাও, গিয়ে রাজাকে জাগাও। তাঁর অনুমতি লাভ করে আমরা যে যার কার্যে সংযুক্ত হই ! ১॥ সুমন্ত্র রাজমহলে প্রবেশ করে দেখলেন যে অবস্থা ভয়াবহ। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। (অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল) যেন তা গ্রাস করতে আসছে। তার দিকে তাকাতেও তাঁর ভয় হচ্ছিল। সেখানে তিনি বিপদের ও বিষাদের যুগপৎ উপস্থিতি অনুভব করতে লাগলেন॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

পূছেঁ কোউ ন উতরু দেঈ। গএ জেহিঁ ভবন ভূপ কৈকেঈ॥
কহি জয়জীব বৈঠ সিরু নাঈ। দেখি ভূপ গতি গয়উ সুখাঈ॥
সোচ বিকল বিবরন মহি পরেউ। মানহুঁ কমল মূলু পরিহরেউ॥
সচিউ সভীত সকই নহিঁ পূঁছী। বোলী অসুভ ভরী সুভ ছূঁছী॥

দোহা (৩৮)

পরী ন রাজহি নীদ নিসি হেতু জান জগদীসু।
রামু রামু রটি ভোরু কিয় কহই ন মরমু মহীসু॥

চৌপাই (১—৪)

আনহু রামহি বেগি বোলাঈ। সমাচার তব পূঁছেহু আঈ॥
চলেউ সুমন্ত্রু রায় রুখ জানী। লখী কুচালি কীন্হি কছু রানী॥
সোচ বিকল মগ পরই ন পাউ। রামহি বোলি কহিহি কা রাউ॥
উর ধরি ধীরজু গয়উ দুআরেঁ। পূঁছহিঁ সকল দেখি মনু মারেঁ॥
সমাধানু করি সো সবহী কা। গয়উ জহাঁ দিনকর কুল টীকা॥
রাম সুমন্ত্রহি আবত দেখা। আদরু কীন্হ পিতা সম লেখা॥
নিরখি বদনু কহি ভূপ রজাঈ। রঘুকুলদীপহি চলেউ লেবাঈ॥
রামু কুভাঁতি সচিব সঁগ জাহীঁ। দেখি লোগ জহঁ তহঁ বিলখাহীঁ॥

দোহা (৩৯)

জাই দীখ রঘুবংসমনি নরপতি নিপট কুসাজু।
সহমি পরেউ লখি সিংঘিনিহি মনহুঁ বৃদ্ধ গজরাজু॥

চৌপাই (১)

সূখহিঁ অধর জরই সবু অঙ্গূ। মনহুঁ দীন মনিহীন ভুঅঙ্গূ॥
সরুষ সমীপ দীখি কৈকেঈ। মানহুঁ মীচু ঘরীঁ গনি লেঈ॥

জিজ্ঞাসা করেও তিনি কারও কাছ থেকে সদুত্তর পেলেন না। অতঃপর তিনি কৈকেয়ীর মহলে গমন করলেন যেখানে রাজাও অবস্থান করছিলেন। তিনি উপবেশন করবার পূর্বে মহারাজের জয় হোক ! তিনি দীর্ঘজীবী হন ! বলে তাঁকে বন্দনা করলেন। কিন্তু রাজার অবস্থা তাঁকে খুবই চিন্তিত করে তুলল॥ ৩॥ তিনি দেখলেন যে রাজা শোকাকুল ও বিবর্ণ এবং ভূমিশয্যায় ছিন্নমূল বিশুষ্ক কমলসম পড়ে আছেন। মন্ত্রী ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছিলেন না। তখন অকল্যাণ অশুভর প্রতিমূর্তি কৈকেয়ী বললেন— ॥ ৪॥

দোহা—রাজা রাত্রিতে নিদ্রাগমন করেননি ; কী কারণে, তা এক জগদীশ্বরই জানেন। সারা রাত 'রাম' নাম করে কাটিয়েছেন। মূল কারণ তিনি কিছুতেই বলছেন না॥ ৩৮॥

চৌপাই—তুমি যথা শীঘ্র রামকে ডেকে নিয়ে এস। তারপর না হয় সমাচার জিজ্ঞাসা করো। সুমন্ত্র এই কথাকে রাজার অভিরুচি মনে করে উঠে পড়লেন। তিনি (অবশ্য) বুঝেছিলেন যে গোলমালের মূলে রানী স্বয়ং॥ ১॥ সুমন্ত্র চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি পথ চলতে পারছিলেন না। (ভাবলেন—) শ্রীরামচন্দ্রকে রাজা মহাশয় কী বলবার জন্য ডেকে পাঠালেন ? তবু ধৈর্য ধারণ করে তিনি দ্বারে উপনীত হলেন। সুমন্ত্রকে চিন্তামগ্ন দেখে সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন॥ ২॥ সকলকে (কোনো রকমে) সন্তুষ্ট করে সুমন্ত্র সূর্যকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র সকাশে গমন করলেন। মন্ত্রী সুমন্ত্রকে নিকটে আসতে দেখে শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে পিতাসম সম্মান প্রদর্শন করলেন॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রী সুমন্ত্র রাজা দশরথের নির্দেশের কথা বললেন আর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে (তখনই) রওনা হলেন। রাজ্যাভিষেক দিবসে শ্রীরামচন্দ্র এমন সাধারণ বেশে রাজার কাছে যাচ্ছেন দেখে উপস্থিত জনগণ সন্তুষ্ট হতে পারল না॥ ৪॥

দোহা —রঘুকুলশিরোমণি শ্রীরামচন্দ্র গিয়ে দেখলেন যে রাজা দশরথ অতি শোচনীয় অবস্থায় ভূমিতে পড়ে আছেন, যেন বৃদ্ধ মাতঙ্গ (হস্তী) সিংহীর ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছে॥ ৩৯॥

চৌপাই—রাজা বিশুষ্ক অধর, অঙ্গে তাঁর দহন জ্বালা, যেন তিনি মণিহারা ফণীসম দীনহীন। সমীপে কৈকেয়ী বসে আছেন, যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু রাজার

চৌপাই (২—৪)

করুনাময় মৃদু রাম সুভাউ। প্রথম দীখ দুখু সুনা ন কাউ॥
তদপি ধীর ধরি সমউ বিচারী। পূঁছী মধুর বচন মহতারী॥
মোহি কহু মাতু তাত দুখ কারন। করিঅ জতন জেহিঁ হোই নিবারন॥
সুনহু রাম সবু কারনু এহূ। রাজহি তুম্হ পর বহুত সনেহূ॥
দেন কহেন্হি মোহি দুই বরদানা। মাগেউঁ জো কছু মোহি সোহানা॥
সো সুনি ভয়উ ভূপ উর সোচূ। ছাড়ি ন সকহিঁ তুম্হার সঁকোচূ॥

দোহা (৪০)

সুত সনেহ ইত বচনু উত সংকট পরেউ নরেসু।
সকহু ত আয়সু ধরহু সির মেটহু কঠিন কলেসু॥

চৌপাই (১—৪)

নিধরক বৈঠি কহই কটু বানী। সুনত কঠিনতা অতি অকুলানী।
জীভ কমান বচন সর নানা। মনহুঁ মহিপ মৃদু লচ্ছ সমানা॥
জনু কঠোরপনু ধরেঁ সরীরু। সিখই ধনুষবিদ্যা বর বীরু॥
সবু প্রসঙ্গু রঘুপতিহি সুনাঈ। বৈঠি মনহুঁ তনু ধরি নিঠুরাঈ॥
মন মুসুকাই ভানুকুল ভানূ। রামু সহজ আনন্দ নিধানূ॥
বোলে বচন বিগত সব দূষন। মৃদু মঞ্জুল জনু বাগ বিভূষন॥
সুনু জননী সোই সুতু বড়ভাগী। জো পিতু মাতু বচন অনুরাগী॥
তনয় মাতু পিতু তোষনিহারা। দুর্লভ জননি সকল সংসারা॥

দোহা (৪১)

মুনিগন মিলনু বিসেষি বন সবহি ভাঁতি হিত মোর।
তেহি মহঁ পিতু আয়সু বহুরি সম্মত জননী তোর॥

চৌপাই (১)

ভরতু প্রানপ্রিয় পাবহিঁ রাজূ। বিধি সব বিধি মোহি সনমুখ আজূ॥
জৌঁ ন জাউঁ বন ঐসেহু কাজা। প্রথম গনিঅ মোহি মূঢ় সমাজা॥

অন্তিম সময়ের জন্য অপেক্ষা করে আছে।। ১ ।। কোমল স্বভাব শ্রীরামচন্দ্র পরম করুণাময়। দুঃখ যে কী তা তিনি পূর্বে কখনও শোনেননি, দেখা তো দূরের কথা। তাই তাঁর দুঃখের সঙ্গে প্রথমবার সাক্ষাৎকার হল। চিত্তে তাঁর অসীম ধৈর্য। পরিস্থিতি বিচার করে তিনি সুমিষ্ট বচনে মাতা কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন।। ২ ।। হে মাতা ! পিতার দুঃখের কারণ আমাকে বলো, যাতে তা আমি দূর করতে পারি। (কৈকেয়ী বললেন—) হে রাম ! শোনো। সর্বদুঃখের মূলে রয়েছে রাজার তোমার প্রতি অত্যধিক প্রীতি।। ৩ ।। তিনি আমাকে দুইটি বর দেবার কথা বলেছিলেন। আমার যা ভালো মনে হয়েছে আমি তাই চেয়েছি। তাই শুনে রাজা অত্যধিক চিন্তিত হয়ে পড়েছেন কারণ তিনি দ্বিধাবশত তোমাকে কিছুই খুলে বলতে পারছেন না।। ৪ ।।

দোহা—একদিকে পুত্রস্নেহ আর অন্যদিকে প্রতিজ্ঞা পালন—রাজা তাই ধর্মসংকটে পড়েছেন। যদি পারো তাহলে রাজার আদেশ শিরোধার্য করো আর তাঁকে ক্লেশ থেকে মুক্তি দাও।। ৪০ ।।

চৌপাই—কৈকেয়ী খুবই সহজভাবে এমন সব অপ্রীতিকর কথা বলছিলেন যা শুনে স্বয়ং নিষ্ঠুরতাও লজ্জিত হল। কোমল চিত্ত রাজাকে লক্ষ্য করে কৈকেয়ীর জিভরূপ ধনুক থেকে শরসম কথাগুলি বর্ষিত হচ্ছিল।। ১ ।। (এই সমস্ত উপকরণ সহ) নিষ্ঠুরতা স্বয়ং যেন শ্রেষ্ঠ বীরের বেশ ধারণ করে ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করতে সচেষ্ট। শ্রীরঘুনাথকে সব কথা বলে কৈকেয়ী বসে রইলেন—যেন নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি বসে রয়েছে।। ২ ।। সূর্যবংশের ভাস্কর আনন্দধাম শ্রীরামচন্দ্র (ঘটনা বৃত্তান্ত শ্রবণ করে) মনে কোনো ক্ষোভ না রেখে হাসিমুখে সুমধুর কণ্ঠে বললেন— ।। ৩ ।। হে মাতা ! শুনুন। পিতৃ-মাতৃ আদেশ পালনকারী পুত্র অতি ভাগ্যবান হয়ে থাকে। (আদেশ পালন করে) পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করে এমন পুত্র, হে জননী ! এখন জগতে বিরল।। ৪ ।।

দোহা—বনবাসকালে বিশেষভাবে আমার মুনিদের সঙ্গে সাধুসঙ্গ লাভ হবে। তাতেই আমার সকল কল্যাণ নিহিত। তৎসহ পিতৃ আজ্ঞা পালন আর হে জননী ! উপরন্তু এতে তোমারও স্বীকৃতি রয়েছে।। ৪১ ।।

চৌপাই—(আরও আনন্দের কথা যে) আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভরত রাজা হবে। (সব দিক বিবেচনা করে মনে হচ্ছে) বিধাতা আমাকে সাহায্য করবার

চৌপাই (২—৪)

সেবহিঁ অরঁডু কলপতরু ত্যাগী। পরিহরি অমৃত লেহিঁ বিষু মাগী॥
তেউ ন পাই অস সমউ চুকাহীঁ। দেখু বিচারি মাতু মন মাহীঁ॥
অব এক দুখু মোহি বিসেষী। নিপট বিকল নরনায়কু দেখী॥
থোরিহিঁ বাত পিতহিঁ দুখ ভারী। হোতি প্রতীতি ন মোহি মহতারী॥
রাউ ধীর গুন উদধি অগাধূ। ভা মোহি তেঁ কছু বড় অপরাধূ॥
জাতেঁ মোহি ন কহত কছু রাউ। মোরি সপথ তোহি কহু সতিভাউ॥

দোহা (৪২)

সহজ সরল রঘুবর বচন কুমতি কুটিল করি জান।
চলই জোঁক জল বক্রগতি জদ্যপি সলিলু সমান॥

চৌপাই (১—৪)

রহসী রানি রাম রুখ পাঈ। বোলী কপট সনেহু জনাঈ॥
সপথ তুম্হার ভরত কৈ আনা। হেতু ন দুসর মৈঁ কছু জানা॥
তুম্হ অপরাধ জোগু নহিঁ তাতা। জননী জনক বন্ধু সুখদাতা॥
রাম সত্য সবু জো কছু কহহূ। তুম্হ পিতু মাতু বচন রত অহহূ॥
পিতহি বুঝাই কহহু বলি সোঈ। চৌথেপন জেহিঁ অজসু ন হোঈ॥
তুম্হ সম সুঅন সুকৃত জেহিঁ দীন্হে। উচিত ন তাসু নিরাদরু কীন্হে॥
লাগহিঁ কুমুখ বচন সুখ কৈসে। মগহঁ গয়াদিক তীরথ জৈসে॥
রামহি মাতু বচন সব ভাএ। জিমি সুরসরি গত সলিল সুহাএ॥

দোহা (৪৩)

গই মুরুছা রামহি সুমিরি নৃপ ফিরি করবট লীন্হ।
সচিব রাম আগমন কহি বিনয় সময় সম কীন্হ॥

জন্য আগ্রহী (অনুকূল)। যদি এই অবসরে আমি বনবাসে না যাই তাহলে যে আমি মূর্খসমাজে অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাব॥ ১॥ কল্পবৃক্ষ ছেড়ে রেড়ি সেবী, অমৃত ছেড়ে হলাহল সেবী ব্যক্তিও (মহামূর্খও), হে মাতা ! এমন সুবর্ণ সুযোগ কখনো ছাড়বে না॥ ২॥ হে মাতা ! আমার একটাই দুঃখ বিশেষভাবে হচ্ছে মহারাজ এত ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন কেন ? এই সামান্য কথায় পিতৃদেব এত ভয়ানক দুঃখ পাবেন, হে মাতা ! তা যেন মন মানতে (স্বীকার করতে) চায় না॥ ৩॥ মহারাজ তো ধীর ও গুণসাগর রূপে সর্বত্র পূজিত। সম্ভবত আমিই অজানতে কোনো অপরাধ করে ফেলেছি, যে কারণে মহারাজ আমাকে কিছু বলছেন না। হে মাতা ! তুমিও তো আমাকে ভালোবাস, বল না কী হয়েছে মহারাজের ? ৪॥

দোহা—শ্রীরঘুবীরের সহজ-সরল কথাও দুর্মতি কৈকেয়ী সোজা ভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। জলে বক্রতা থাকে না, কিন্তু জোঁক জলে বক্রগতিতেই চলাফেরা করে থাকে॥ ৪২॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রের মনোভাব রানী কৈকেয়ীকে আনন্দ দিল। তিনি কপটমিশ্রিত স্নেহ প্রদর্শন করে বললেন—তোমার নামে শপথ ও ভরতের নামে দিব্যি নিয়ে বলছি যে মহারাজের দুঃখের অন্য কোনো কারণ আমার জানা নেই॥ ১॥ হে তাত ! তুমি অপরাধ করেছ ? তা সম্ভব নয় কখনো। তুমি তো জননী, জনক ও ভাইবন্ধুদের নিত্য সুখ প্রদান করে থাকো। হে রাম ! তুমি যা বলছ, অবশ্যই সত্য। পিতৃমাতৃ আজ্ঞা পালনে তো তুমি সতত প্রস্তুত থাকো॥ ২॥ তোমার মনোভাবের আমি প্রশংসা করি। তুমি তোমার পিতৃদেবকে সেই কথা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলো যাতে শেষ বয়সে তাঁকে যশোহানির সম্মুখীন না হতে হয়। যে পুণ্যবলে তিনি তোমার মতন পুত্রসন্তান লাভ করেছেন তার অনাদর করা কি উচিত ? ৩॥ দুষ্ট কৈকেয়ীর মুখে এই নীতিকথা সকল যেন মগধ (অশুভ) দেশে গয়াদি তীর্থ ! কিন্তু অতি সাধারণ জলও যেমন গঙ্গায় মিশে গিয়ে শুদ্ধ, পবিত্র হয়ে যায়, তেমনি বিমাতা কৈকেয়ীর কথাতেও শ্রীরামচন্দ্র কোনো দোষ খুঁজে পেলেন না॥ ৪॥

দোহা— রাজা দশরথের মূর্ছাভঙ্গের লক্ষণ দেখা গেল। তিনি রামকে স্মরণ করে পাশ ফিরে শুলেন। পরিস্থিতি অনুকূল দেখে মন্ত্রী সুমন্ত্র রাজা মহাশয়কে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন বার্তা সবিনয়ে নিবেদন করলেন॥ ৪৩॥

চৌপাই (১—৪)

অবনিপ অকনি রামু পগু ধারে। ধরি ধীরজু তব নয়ন উঘারে॥
সচিবঁ সঁভারি রাউ বৈঠারে। চরন পরত নৃপ রামু নিহারে॥
লিএ সনেহ বিকল উর লাঈ। গৈ মনি মনহুঁ ফনিক ফিরি পাঈ॥
রামহি চিতই রহেউ নরনাহূ। চলা বিলোচন বারি প্রবাহূ॥
সোক বিবস কছু কহৈ ন পারা। হৃদয়ঁ লগাবত বারহিঁ বারা॥
বিধিহি মনাব রাউ মন মাহীঁ। জেহিঁ রঘুনাথ ন কানন জাহীঁ॥
সুমিরি মহেসহি কহই নিহোরী। বিনতী সুনহু সদাসিব মোরী॥
আসুতোষ তুম্হ অবঢর দানী। আরতি হরহু দীন জনু জানী॥

দোহা (৪৪)

তুম্হ প্রেরক সব কে হৃদয়ঁ সো মতি রামহি দেহু।
বচনু মোর তজি রহহিঁ ঘর পরিহরি সীলু সনেহু॥

চৌপাই (১—৪)

অজসু হোউ জগ সুজসু নসাউ। নরক পরৌঁ বরু সুরপুরু জাউ॥
সব দুখ দুসহ সহাবহু মোহী। লোচন ওট রামু জনি হোঁহী॥
অস মন গুনই রাউ নহিঁ বোলা। পীপর পাত সরিস মনু ডোলা॥
রঘুপতি পিতহি প্রেমবস জানী। পুনি কছু কহিহি মাতু অনুমানী॥
দেস কাল অবসর অনুসারী। বোলে বচন বিনীত বিচারী॥
তাত কহউঁ কছু করউঁ ঢিঠাঈ। অনুচিতু ছমব জানি লরিকাঈ॥
অতি লঘু বাত লাগি দুখু পাবা। কাহুঁ ন মোহি কহি প্রথম জনাবা॥
দেখি গোসাইঁহি পূঁছিউঁ মাতা। সুনি প্রসঙ্গু ভএ সীতল গাতা॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রের আগমন বার্তা শ্রবণ করে রাজা দশরথ ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। মন্ত্রী সুমন্ত্র রাজাকে অতি সাবধানে (যত্ন করে) বসিয়ে দিলেন। রাজা, রামকে চরণে প্রণত হতে দেখলেন॥ ১॥ প্রেম বিহ্বল রাজা পুত্রকে উষ্ণ আলিঙ্গন দান করলেন। মনে হচ্ছিল যেন সর্প তার হারিয়ে যাওয়া মণি ফিরে পেয়েছে। রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে একদৃষ্টে দেখতে থাকলেন। অশ্রুধারা নয়নযুগল প্লাবিত করছিল॥ ২॥ শোকাভিভূত রাজা কিছু বলতে পারছিলেন না। তিনি হৃদয়াবেগে পুত্রকে বারে বারে বুঝে জড়িয়ে ধরতে থাকলেন। আর মনে মনে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করছিলেন যাতে শ্রীরঘুনাথ বনবাসে না যান॥ ৩॥ রাজা অতঃপর দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করলেন আর প্রার্থনা নিবেদন করলেন—হে আশুতোষ (যিনি শীঘ্র তুষ্ট হন) ! হে দানবীর ! আমি আপনার এক দীন হীন সেবক মাত্র। আমার দুঃখ হরণ করুন॥ ৪॥

***দোহা**—আপনি প্রেরকরূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। আপনি রামকে এমন বুদ্ধি প্রদান করুন যাতে সে নিজের স্নেহ-সদাচার বিসর্জন দিয়ে আমার কথা অস্বীকার করে এবং গৃহে থেকে যায়॥ ৪৪॥*

চৌপাই—অযশ, সুযশ, নরক, স্বর্গ—এই সকল বস্তুকে আমি গ্রাহ্য করি না। (যদি পূর্ব পুণ্যের জন্য আমার স্বর্গলাভ না হয় তাতেও আমার কিছু এসে যায় না।) আমি যত দুঃসহ দুঃখ আসুক না কেন তা সহ্য করতে রাজি আছি কিন্তু পুত্র রাম যেন চোখের আড়াল না হয় (আমাকে ছেড়ে চলে না যায়)॥ ১॥ রাজা দশরথের মনে উথাল-পাথাল হচ্ছিল কিন্তু তিনি কিছু বলতে পারছিলেন না। তাঁর মন অশ্বত্থপত্রসম কম্পমান ছিল। শ্রীরঘুনাথ দেখলেন যে পিতা প্রেমবিহ্বল আর যে কোনো মুহূর্তে মাতা কৈকেয়ী পিতাকে এমন কিছু বলে বসবেন (যাতে পিতার দুঃখ আরও বেড়ে যাবে)॥ ২॥ দেশ, কাল, পরিস্থিতি বিবেচনা করে (শ্রীরামচন্দ্র) সবিনয়ে নিবেদন করলেন—হে তাত ! আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। কথা বলা অনুচিত তবুও তাকে বালকোচিত চপলতা মনে করবেন॥ ৩॥ ঘটনা অতি তুচ্ছ যাতে আপনি এত কষ্ট পেয়েছেন ! কেউ আমাকে আগে খবর দিল না ! আপনার অবস্থায় কাতর হয়ে আমি মাতা কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করে সব জানতে পেরেছি। ঘটনা আমাকে শান্তি প্রদান করেছে (আমার বড় আনন্দ হয়েছে)॥ ৪॥

দোহা (৪৫)

মঙ্গল সময় সনেহ বস সোচ পরিহরিঅ তাত।
আয়সু দেইঅ হরষি হিয়ঁ কহি পুলকে প্রভু গাত॥

চৌপাই (১—৪)

ধন্য জনমু জগতীতল তাসূ। পিতহি প্রমোদু চরিত সুনি জাসূ॥
চারি পদারথ করতল তাকেঁ। প্রিয় পিতু মাতু প্রান সম জাকেঁ॥
আয়সু পালি জনম ফলু পাঈ। ঐহউঁ বেগিহিঁ হোউ রজাঈ॥
বিদা মাতু সন আবউঁ মাগী। চলিহউঁ বনহি বহুরি পগ লাগী॥
অস কহি রাম গবনু তব কীন্হা। ভূপ সোক বস উতরু ন দীন্হা॥
নগর ব্যাপি গই বাত সুতীছী। ছুঅত চঢ়ী জনু সব তন বীছী॥
সুনি ভএ বিকল সকল নর নারী। বেলি বিটপ জিমি দেখি দবারী॥
জো জহঁ সুনই ধুনই সিরু সোঈ। বড় বিষাদু নহিঁ ধীরজু হোঈ॥

দোহা (৪৬)

মুখ সুখাহিঁ লোচন স্রবহিঁ সোকু ন হৃদয়ঁ সমাই।
মনহুঁ করুন রস কটকঈ উতরী অবধ বজাই॥

চৌপাই (১—৩)

মিলেহি মাঝ বিধি বাত বেগারী। জহঁ তহঁ দেহিঁ কৈকইহি গারী॥
এহি পাপিনিহি বূঝি কা পরেউ। ছাই ভবন পর পাবকু ধরেউ॥
নিজ কর নয়ন কাঢ়ি চহ দীখা। ডারি সুধা বিষু চাহত চীখা॥
কুটিল কঠোর কুবুদ্ধি অভাগী। ভই রঘুবংস বেনু বন আগী॥
পালব বৈঠি পেড় এহিঁ কাটা। সুখ মহুঁ সোক ঠাটু ধরি ঠাটা॥
সদা রামু এহি প্রান সমানা। কারন কবন কুটিলপনু ঠানা॥

দোহা—হে পিতা ! এই মঙ্গলময়কালে স্নেহের বশীভূত হয়ে চিন্তা করা থেকে বিরত হন আর প্রসন্ন চিত্তে আমাকে অনুমতি দিন। এইরূপ বলবার সময়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সর্বাঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভব করলেন॥ ৪৫॥

চৌপাই—(তিনি পুনরায় বললেন—) যে সন্তানের চরিত্র শ্রবণ করে পিতৃদেব পরম আনন্দিত হন, এই জগতে তার জন্ম সার্থক, সে ধন্য। পিতামাতা যার প্রাণসম প্রিয় তার তো চতুর্বর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) লাভ (করতলগত) হয়েই গিয়েছে॥ ১॥ আপনার আদেশ শিরোধার্য করে আর জন্মলাভের সুফল লাভ করে আমি অচিরেই ফিরে আসব। অতএব অনুমতি দিন। মাতার কাছ থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছি। অতঃপর আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ করে (আপনাকে প্রণাম নিবেদন করে) বনবাসের উদ্দেশ্যে গমন করব॥ ২॥ এই কথা বলে শ্রীরামচন্দ্র সেই স্থান থেকে উঠে চলে গেলেন। রাজা শোক বিহ্বলতা হেতু কোনো উত্তর দিতে পারলেন। সুতীক্ষ্ণ শরসম শোকবিহ্বল এই দুঃসংবাদ বিদ্যুৎগতিতে নগরে ছড়িয়ে পড়ল। যেন বৃশ্চিক দংশনের বিষ দেহে (অযোধ্যা) দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল॥ ৩॥ দুঃসংবাদ অযোধ্যার জনগণকে বিষাদগ্রস্ত করে তুলল। দাবানল যেন তরুগুল্মলতাকে বিশুষ্ক করে দিতে লাগল। দুঃসংবাদ শ্রবণ করে সকলেই কপালে করাঘাত করল। সর্বত্র বিষাদ ছেয়ে গেল। ধৈর্য ধারণ করা সকলের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে পড়ল॥ ৪॥

দোহা—জনগণ বিশুষ্কবদন, সাশ্রুলোচন, চিত্তে অনন্তশোকসন্তাপ সম্পন্ন হয়ে পড়ল। করুণরস যেন সসৈন্যে ডঙ্কাবাদ্য সহকারে অযোধ্যা নগর অধিকার করে ফেলল॥ ৪৬॥

চৌপাই—সব কিছু ঠিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ বিধাতা বেঁকে বসলেন। জনগণের রোষ কৈকেয়ীর উপর বর্ষিত হতে লাগল—কুমতি পাপিষ্ঠা নিজ ভবনেই অগ্নি সংযোগ করল !॥ ১॥ পাপিষ্ঠা নিজ হস্তে নিজ চক্ষু উৎপাটন করে (চক্ষু ছাড়াই) দেখতে চায়। সে অমৃত ত্যাগ করে বিষ আস্বাদন করতে প্রয়াসী হয়েছে। এই কুটিল, নিষ্ঠুর, কুমতি অভাগী কৈকেয়ী রঘুবংশরূপ বাঁশবনকে দগ্ধ করবার জন্য অগ্নিসম হয়ে দেখা দিল॥ ২॥ ডালে বসে সেই ডালই সে কেটে ফেলতে চাইছে। সে সুখে ছিল, এ তার কী দুর্মতি হল ! আমরা তো আজ পর্যন্ত এই জানতাম যে শ্রীরামচন্দ্র কৈকেয়ী মাতার প্রাণসম প্রিয়।

চৌপাই (৪)

সত্য কহহিঁ কবি নারি সুভাউ। সব বিধি অগহু অগাধ দুরাউ॥
নিজ প্রতিবিম্ব বরুকু গহি জাঈ। জানি ন জাই নারি গতি ভাঈ॥

দোহা (৪৭)

কাহ ন পাবকু জারি সক কা ন সমুদ্র সমাই।
কা ন করৈ অবলা প্রবল কেহি জগ কালু ন খাই॥

চৌপাই (১—৪)

কা সুনাই বিধি কাহ সুনাবা। কা দেখাই চহ কাহ দেখাবা॥
এক কহহিঁ ভল ভূপ ন কীন্হা। বরু বিচারি নহিঁ কুমতিহি দীন্হা॥
জো হঠি ভয়উ সকল দুখ ভাজনু। অবলা বিবস গ্যানু গুনু গা জনু॥
এক ধরম পরমিতি পহিচানে। নৃপহিঁ দোসু নহিঁ দেহিঁ সয়ানে॥
সিবি দধীচি হরিচন্দ কহানী। এক এক সন কহহিঁ বখানী॥
এক ভরত কর সম্মত কহহীঁ। এক উদাস ভায়ঁ সুনি রহহীঁ॥
কান মূদি কর রদ গহি জীহা। এক কহহিঁ যহ বাত অলীহা॥
সুকৃত জাহিঁ অস কহত তুম্হারে। রামু ভরত কহুঁ প্রানপিআরে॥

দোহা (৪৮)

চন্দু চবৈ বরু অনল কন সুধা হোই বিষতূল।
সপনেহুঁ কবহুঁ ন করহিঁ কিছু ভরতু রাম প্রতিকূল॥

চৌপাই (১—৩)

এক বিধাতহি দূষনু দেহীঁ। সুধা দেখাই দীন্হ বিষু জেহীঁ॥
খরভরু নগর সোচু সব কাহূ। দুসহ দাহু উর মিটা উছাহূ॥
বিপ্রবধূ কুলমান্য জঠেরী। জে প্রিয় পরম কৈকঈ কেরী॥
লগীঁ দেন সিখ সীলু সরাহী। বচন বানসম লাগহিঁ তাহী॥
ভরতু ন মোহি প্রিয় রাম সমানা। সদা কহহু যহু সবু জগু জানা॥
করহু রাম পর সহজ সনেহূ। কেহিঁ অপরাধ আজু বনু দেহূ॥

তাহলে এইরূপ বিরূপ আচরণ কেন ? ৩॥ কবিদের মতে নারীচরিত্র অতিশয় গভীর, অগম্য ও দুর্বোধ্য হয়ে থাকে। তা দেখছি সঠিক। নারীচরিত্র অনুধাবন করা থেকে নিজের প্রতিবিম্বকে ধরা সহজ কার্য॥ ৪॥

দোহা—*অগ্নি কী দগ্ধ করতে সক্ষম নয় ! সমুদ্র কোন্ বস্তু ধারণ করতে সক্ষম নয় ! নামে অবলা (অথচ) প্রবলা নারী (জাতি) কী না করতে অক্ষম ! আর কাল জগতে কোন্ ব্যক্তিকে রেহাই দেয় ! ৪৭॥*

চৌপাই—বিধাতা আমাদের বললেন একরকম আর এখন করছেন অন্যরকম ! কেউ বলল—দোষ তো রাজারই, বিচার-বিবেচনা না করেই দুষ্টমতি কৈকেয়ীকে বর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন ! ১॥ তিনি প্রতিজ্ঞা পালন করতে গিয়ে নিজেই দুঃখভাজন হয়ে পড়লেন। নারী বশীভূত হওয়ায় তাঁর জ্ঞান ও গুণের অবক্ষয় হয়েছে। ধর্মমর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত ও সুবিচারে কুশল অন্যান্যরা কিন্তু রাজার কোনো দোষ দেখতে পেল না॥ ২॥ কিছু লোক এই প্রসঙ্গে শিবি, দধীচি ও হরিশ্চন্দ্রের দানের কথা আলোচনা করতে লাগল। কারও মনে হল ভরতের সম্মতি না থাকলে এতদূর হওয়া সম্ভব ছিল না। আবার কেউ সব শুনে উদাস হয়ে বসে রইল॥ ৩॥ অন্য একজন হাত দিয়ে কান বন্ধ করে, জিভ কেটে বলল— এ হতেই পারে না ! এমন কথা বললে তোমার পুণ্যক্ষয় হয়ে যাবে। শ্রীভরত তো শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণাধিক প্রিয়॥ ৪॥

দোহা—*চন্দ্র (সুশীতল কিরণ বিতরণ না করে) অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করতে পারে, অমৃত বিষময় হয়ে যেতে পারে কিন্তু শ্রীভরত স্বপ্নেও কখনও শ্রীরাম-চন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না॥ ৪৮॥*

চৌপাই— কেউ বিধাতাকে দোষ দিল—বললেন অমৃত, দিলেন বিষ। অযোধ্যায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সকলেই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে গেল, হৃদয়ে দুঃসহ জ্বালা। সকলের আনন্দ উচ্ছ্বাস অন্তর্হিত হল॥ ১॥ কৈকেয়ীকে ভালোবাসে এমন ব্রাহ্মণ রমণী ও প্রবীণাকুলবধূগণ তাঁর সদাচারের প্রশংসা করে সদুপদেশ দিতে লাগলেন। কিন্তু কৈকেয়ীর তা শরাঘাত সম কষ্টদায়ক মনে হচ্ছিল॥ ২॥ তাঁরা বলেছিলেন— তোমার মুখেই তো আমরা সব সময় শুনেছি যে শ্রীরাম-চন্দ্রের উপর তোমরা প্রীতি ভরত থেকেও বেশি ; এ কথা তো জগতে সকলেই জানে। শ্রীরামচন্দ্রের উপর তো তোমার সহজ প্রীতি ছিল। আজ কোন্ অপরাধে

চৌপাই (৪)

কবহুঁ ন কিয়হু সবতি আরেসূ। প্রীতি প্রতীতি জান সবু দেসূ॥
কৌসল্যাঁ অব কাহ বিগারা। তুম্হ জেহি লাগি বজ্র পুর পারা॥

দোহা (৪৯)

সীয় কি পিয় সঁগু পরিহরিহি লখনু কি রহিহহিঁ ধাম।
রাজু কি ভূঁজব ভরত পুর নৃপু কি জিইহি বিনু রাম॥

চৌপাই (১—৪)

অস বিচারি উর ছাড়হু কোহূ। সোক কলঙ্ক কোটি জনি হোহূ॥
ভরতহি অবসি দেহু জুবরাজূ। কানন কাহ রাম কর কাজূ॥
নাহিন রামু রাজ কে ভূখে। ধরম ধুরীন বিষয় রস রূখে॥
গুর গৃহ বসহুঁ রামু তজি গেহূ। নৃপ সন অস বরু দূসর লেহূ॥
জৌঁ নহিঁ লগিহহু কহেঁ হমারে। নহিঁ লাগিহি কছু হাথ তুম্হারে॥
জৌঁ পরিহাস কীন্হি কছু হোই। তৌ কহি প্রগট জনাবহু সোঈ॥
রাম সরিস সুত কানন জোগূ। কাহ কহিহি সুনি তুম্হ কহুঁ লোগূ॥
উঠহু বেগি সোই করহু উপাঈ। জেহি বিধি সোকু কলঙ্কু নসাঈ॥

ছন্দ

জেহিঁ ভাঁতি সোকু কলঙ্কু জাই উপায় করি কুল পালহী।
হঠি ফেরু রামহি জাত বন জনি বাত দূসরি চালহী॥
জিমি ভানু বিনু দিনু প্রান বিনু তনু চন্দ বিনু জিমি জামিনী।
তিমি অবধ তুলসীদাস প্রভু বিনু সমুঝি ধৌঁ জিয়ঁ ভামিনী॥

তার বনবাস ? ৩॥ সতীনের বিরুদ্ধাচরণের মানসিকতা তো তোমার মধ্যে ছিল না। তোমার প্রীতি ও প্রতীতি তো জগদ্বিখ্যাত। আজ কৌশল্যা তোমার কী ক্ষতি করল যে তুমি সমগ্র অযোধ্যার উপর বজ্রাঘাত করে বসলে ! ৪॥

দোহা—সীতা কি প্রিয়তম (শ্রীরাম) সঙ্গ পরিহার করতে সম্মত হবেন ? লক্ষ্মণ কি শ্রীরামচন্দ্রকে ছেড়ে ঘরে বসে থাকতে পারবেন ? ভরত কি শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া জীবন ধারণে সমর্থ হবেন ? (অর্থাৎ সীতা ও লক্ষ্মণ থাকবেন না, ভরত রাজত্ব করবেন না ? আর রাজাও জীবিত থাকবেন না ; সব তছনছ হয়ে যাবে)॥ ৪৯॥

চৌপাই—এইরূপ চিন্তা করে ক্রোধ পরিহার করো। (অনর্থক) শোক ও কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিও না। শ্রীভরত যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হোক ক্ষতি নেই কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসে কী লাভ ? ১॥ শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বের মোহ নেই ; তিনি ধর্মপরায়ণ ও বিষয়ভোগে নিঃস্পৃহ (অর্থাৎ তাঁর বিষয়াসক্তি আদৌ নেই)। (তাই তুমি এই এই মনোভাব ত্যাগ করো যে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে না গেলে তিনি শ্রীভরতের রাজত্বে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন। এই কথাও যদি তোমার মনঃপূত না হয় তাহলে না হয়) রাজার কাছে দ্বিতীয় বররূপে চেয়ে নাও যে শ্রীরামচন্দ্র গৃহে অবস্থান না করে গুরুগৃহে গিয়ে অবস্থান করুক॥ ২॥ আমাদের কথা মতন না চললে তুমি সর্বস্ব হারাবে। আর যদি কথাসকল পরিহাস করে বলে থাকো তাহলে তা প্রকাশ্যে জানিয়ে দাও॥ ৩॥ রামসম পুত্র কি বনবাস গমনের যোগ্য ? লোকে শুনে তো তোমাকেই দোষারোপ করবে ! এতএব এখনই উঠে পড়ো আর শোক ও কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পেতে তৎপর হও॥ ৪॥

ছন্দ—এমন ব্যবস্থা করো যাতে (অযোধ্যার) কষ্ট ও (তোমার) কলঙ্ক একসঙ্গে দূরীভূত হয়। রঘুবংশকে রক্ষা করবার এই একমাত্র উন্মুক্ত পথ। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনকে যে করেই হোক আটকাও। মনের প্রতিকূল চিন্তাধারাকে বাধা দাও। তুলসীদাস বলেন—সূর্যছাড়া দিবসের, প্রাণছাড়া দেহের ও চন্দ্রছাড়া রাত্রির যে করুণ অবস্থা হয় শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া অযোধ্যারও তাই হবে। হে ভামিনী ! এই কথা ভালোভাবে ভেবে দেখবার সময় হয়েছে॥

সোরঠা (৫০)

সখিন্হ সিখাবনু দীন্হ সুনত মধুর পরিনাম হিত।
তেহঁ কছু কান ন কীন্হ কুটিল প্রবোধী কূবরী।।

চৌপাই (১—৪)

উতরু ন দেই দুসহ রিস রূখী। মৃগিন্হ চিতব জনু বাঘিনি ভূখী।।
ব্যাধি অসাধি জানি তিন্হ ত্যাগী। চলীঁ কহত মতিমন্দ অভাগী।।

রাজু করত যহ দৈঅঁ বিগোঈ। কীন্হেসি অস জস করই ন কোঈ।।
এহি বিধি বিলপহিঁ পুর নর নারীঁ। দেহিঁ কুচালিহি কোটিক গারীঁ।।

জরহিঁ বিষম জর লেহিঁ উসাসা। কবনি রাম বিনু জীবন আসা।।
বিপুল বিয়োগ প্রজা অকুলানী। জনু জলচর গন সূখত পানী।।

অতি বিষাদ বস লোগ লোগাঈঁ। গএ মাতু পহিঁ রামু গোসাঈঁ।।
মুখ প্রসন্ন চিত চৌগুন চাউ। মিটা সোচু জনি রাখৈ রাউ।।

দোহা (৫১)

নব গয়ন্দু রঘুবীর মনু রাজু অলান সমান।
ছূট জানি বন গবনু সুনি উর অনন্দু অধিকান।।

চৌপাই (১)

রঘুকুলতিলক জোরি দোউ হাথা। মুদিত মাতু পদ নায়উ মাথা।।
দীন্হি অসীস লাই উর লীন্হে। ভূষন বসন নিছাবরি কীন্হে।।

সোরঠা—কিন্তু সখীগণের সুমধুর ও কল্যাণকর পরামর্শ কুটিলা কুব্জা চালিত রানী কৈকেয়ী গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন॥ ৫০॥

চৌপাই—কুপিতা কৈকেয়ী তখনও উত্তপ্ত ছিলেন ; তিনি সখীদের পরামর্শের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না। তিনি যেন বাঘিনীসম শিকার করা মৃগ সামলাতে সচেষ্ট ছিলেন। সখীগণের মনে হল যে রোগ নিরাময় সম্ভব নয়। তাঁরা রানী কৈকেয়ীকে মন্দবুদ্ধি অভাগী আখ্যা দিয়ে প্রস্থান করলেন॥ ১ ॥ কৈকেয়ী রানীরূপে সুখে দিন কাটাচ্ছিল দৈবের তা সহ্য হল না। কৈকেয়ীর মতন অপকর্ম কোনো দিনই যেন কেউ না করে। এইভাবে ওই অসদাচরণের নিন্দা করে জনগণ কৈকেয়ীর নিন্দায় মুখর হয়ে উঠল॥ ২ ॥ দুঃখের জ্বালায় (বিষম জ্বরে) জনগণ কাহিল হয়ে ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতে লাগল যে যখন শ্রীরামচন্দ্রই থাকবেন না তখন বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা। আসন্ন বিয়োগ ব্যথা জনগণকে ব্যাকুল করে তুলল যেন জলাভাবের আশঙ্কায় জলচর প্রাণীসকল উদ্বিগ্ন হড়ে পড়ল॥ ৩॥ জনগণ বিষাদসাগরে নিমজ্জিত। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র এইবার মাতা কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তখন প্রসন্নচিত্ত, তাঁর উৎসাহ চতুর্গুণ বেড়ে গিয়েছিল। রাজা দশরথ তাঁকে বনগমন থেকে বিরত করতে পারেন—এই চিন্তা তাঁর দূর হয়ে গিয়েছিল। (শ্রীরামচন্দ্র যখন রাজ্যাভিষেকের কথা শ্রবণ করেছিলেন তখন সেই সংবাদ তাঁকে বিষাদগ্রস্ত করেছিল কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে অন্য ভ্রাতাদের বাদ দিয়ে একা তাঁর রাজ্যাভিষেক কেন ? মাতা কৈকেয়ীর আদেশ ও পিতার মৌন সম্মতি লাভ করে তিনি সেই বিষাদ থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন)॥ ৪॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের মন ছিল স্বাধীনচেতা বন্যহস্তীসম আর রাজ্যাভিষেক ছিল সেই হস্তীকে বন্ধন করবার শৃঙ্খলরূপ। বনে গমনের কথা শ্রবণ করে মন বন্ধন-মুক্তির অনুভূতি লাভ করল আর তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন॥ ৫১॥

চৌপাই—রঘুকুল ললাটিকা শ্রীরামচন্দ্র হাতজোড় করে সানন্দে মাতার (কৌশল্যার) চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। মাতা কৌশল্যা আশীর্বাদ দিয়ে পুত্রকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন আর বস্ত্রালংকার উপহার দিলেন॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

বার বার মুখ চুম্বতি মাতা। নয়ন নেহ জলু পুলকিত গাতা॥
গোদ রাখি পুনি হৃদয়ঁ লগাএ। স্রবত প্রেমরস পয়দ সুহাএ॥
প্রেমু প্রমোদু ন কছু কহি জাঈ। রঙ্ক ধনদ পদবী জনু পাঈ॥
সাদর সুন্দর বদনু নিহারী। বোলী মধুর বচন মহতারী॥
কহহু তাত জননী বলিহারী। কবহিঁ লগন মুদ মঙ্গলকারী॥
সুকৃত সীল সুখ সীবঁ সুহাঈ। জনম লাভ কই অবধি অঘাঈ॥

দোহা (৫২)

জেহি চাহত নর নারি সব অতি আরত এহি ভাঁতি।
জিমি চাতক চাতকি তৃষিত বৃষ্টি সরদ রিতু স্বাতি॥

চৌপাই (১—৪)

তাত জাউঁ বলি বেগি নহাহূ। জো মন ভাব মধুর কছু খাহূ॥
পিতু সমীপ তব জাএহু ভৈআ। ভই বড়ি বার জাই বলি মৈআ॥
মাতু বচন সুনি অতি অনুকূলা। জনু সনেহ সুরতরু কে ফূলা॥
সুখ মকরন্দ ভরে শ্রিয়মূলা। নিরখি রাম মনু ভবঁরু ন ভূলা॥
ধরম ধুরীন ধরম গতি জানী। কহেউ মাতু সন অতি মৃদু বানী॥
পিতাঁ দীন্হ মোহি কানন রাজূ। জহঁ সব ভাঁতি মোর বড় কাজূ॥
আয়সু দেহি মুদিত মন মাতা। জেহিঁ মুদ মঙ্গল কানন জাতা॥
জনি সনেহ বস ডরপসি ভোরেঁ। আনঁদু অম্ব অনুগ্রহ তোরেঁ॥

দোহা (৫৩)

বরষ চারিদস বিপিন বসি করি পিতু বচন প্রমান।
আই পায় পুনি দেখিহউঁ মনু জনি করসি মলান॥

মাতা শ্রীরামচন্দ্রকে বারে বারে চুম্বন করছিলেন। নয়নযুগল তখন প্রেমানন্দের অশ্রুতে ভরে উঠল আর তিনি অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি লাভ করলেন। তিনি আবার পুত্রকে অঙ্গে ধারণ করে আলিঙ্গন দান করলেন। স্নেহাধিক্যে মাতৃস্তন দুগ্ধক্ষরণ করতে লাগল॥ ২॥ এই প্রেমানন্দ বর্ণনাতীত সুন্দর ছিল। মনে হচ্ছিল যেন কাঙাল কুবের পদ লাভ করেছে। সমাদরে পুত্রের সুন্দর বদন (একদৃষ্টে) নিরীক্ষণ করে মাতা সুমধুর কণ্ঠে বললেন—॥ ৩॥ হে তাত ! খুব আনন্দ হচ্ছে। বলো, সেই আনন্দময় শুভলগ্ন কখন ! তা যে আমার সকল পুণ্য, সদাচার ও সুখের সময়। আজ মনে হচ্ছে যে আমার জন্ম সার্থক॥ ৪॥

দোহা—সেই শুভলগ্নের জন্য অযোধ্যার জনগণ উদ্গ্রীব হয়ে আছে, তা যে তাদের কাছে চাতক-চাতকীর শারদ স্বাতী নক্ষত্রের বর্ষার জলসম প্রিয়॥ ৫২॥

চৌপাই—হে তাত ! ষাট ষাট। তুমি তাড়াতাড়ি স্নান করে এসে তৈরি হও। তারপর একটু মিষ্টি মুখ করতে যেন ভুলো না। বাবা ! তারপর না হয় বাবার কাছে যেও। বালাই ষাট ! বড় বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে॥ ১॥ মাতার এই প্রীতিপূর্ণ কথা শ্রবণ করে—যা স্নেহরূপ কল্পবৃক্ষের পুষ্প আর তা সুখরূপ মকরন্দ (পুষ্পরসে) সমৃদ্ধ এবং যার মূলে রয়েছে শ্রী (রাজলক্ষ্মী), পুত্র শ্রীরামচন্দ্র শান্ত সৌম্য হয়ে রইলেন। সেই মনোহর কথারূপ পুষ্প অবলোকন করেও শ্রীরামচন্দ্রের মনরূপ ভ্রমর তাতে মোহিত হল না॥ ২॥ ধর্মে অবিচল শ্রীরামচন্দ্র ধর্মপথ অনুসরণ করে তখন অতিশয় কোমলস্বরে (বাক্যে) বললেন —হে মাতা ! পিতৃদেব আমাকে বনরাজ্য প্রদান করেছেন, যেখানে গমন করলে আমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্য সহজসাধ্য হবে॥ ৩॥ হে মাতা ! তুমি প্রসন্নচিত্তে অনুমতি প্রদান করো যাতে আমার বনগমন আনন্দময় ও কল্যাণকর হয়। আমার স্নেহের বশীভূত হয়ে ভুলেও ভয় পেও না। হে মাতা ! তোমার অনুগ্রহে আমার মঙ্গলই হবে॥ ৪॥

দোহা—চতুর্দশ বৎসরকাল বনবাস সমাপন করে ও পিতৃবাক্যের সত্যতা প্রমাণ করে আমি আবার তোমার শ্রীচরণ দর্শন করতে ফিরে আসব। তুমি মনকে (শক্ত করো) ভারাক্রান্ত কোরো না॥ ৫৩॥

চৌপাই (১—৪)

বচন বিনীত মধুর রঘুবর কে। সর সম লগে মাতু উর করকে।।
সহমি সূখি সুনি সীতলি বানী। জিমি জবাস পরেঁ পাবস পানী।।
কহি ন জাই কছু হৃদয় বিষাদূ। মনহুঁ মৃগী সুনি কেহরি নাদূ।।
নয়ন সজল তন থর থর কাঁপী। মাজহি খাই মীন জনু মাপী।।
ধরি ধীরজু সুত বদনু নিহারী। গদগদ বচন কহতি মহতারী।।
তাত পিতহি তুম্হ প্রান পিআরে। দেখি মুদিত নিত চরিত তুম্হারে।।
রাজু দেন কহুঁ সুখ দিন সাধা। কহেউ জান বন কেহিঁ অপরাধা।।
তাত সুনাবহু মোহি নিদানূ। কো দিনকর কুল ভয়উ কৃসানূ।।

দোহা (৫৪)

নিরখি রাম রুখ সচিবসুত কারনু কহেউ বুঝাই।
সুনি প্রসঙ্গু রহি মূক জিমি দসা বরনি নহিঁ জাই।।

চৌপাই (১—৪)

রাখি ন সকই ন কহি সক জাহূ। দুহূঁ ভাঁতি উর দারুন দাহূ।।
লিখিত সুধাকর গা লিখি রাহূ। বিধি গতি বাম সদা সব কাহূ।।
ধরম সনেহ উভয়ঁ মতি ঘেরী। ভই গতি সাঁপ ছুছুন্দরি কেরী।।
রাখউঁ সুতহি করউঁ অনুরোধূ। ধরমু জাই অরু বন্ধু বিরোধূ।।
কহউঁ জান বন তৌ বড়ি হানী। সঙ্কট সোচ বিবস ভই রানী।।
বহুরি সমুঝি তিয় ধরমু সয়ানী। রামু ভরতু দোউ সুত সম জানী।।
সরল সুভাউ রাম মহতারী। বোলী বচন ধীর ধরি ভারী।।
তাত জাউঁ বলি কীন্হেহু নীকা। পিতা আয়সু সব ধরমক টীকা।।

দোহা (৫৫)

রাজু দেন কহি দীন্হ বনু মোহি ন সো দুখ লেসু।
তুম্হ বিনু ভরতহি ভূপতিহি প্রজহি প্রচন্ড কলেসু।।

চৌপাই — রঘুবীরের বিনম্র সুমিষ্ট বাক্য মাতার হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ শরসম আঘাত করে তাঁকে ব্যথিত করে তুলল। সেই সুশীতল বচনধারা শ্রবণ করে মাতা কৌশল্যা বর্ষাধারায় ব্যথিত গুল্মসম বিশুষ্ক হয়ে পড়লেন॥ ১॥ তাঁর হৃদয়ে তখন সীমাহীন বিষাদ—যেন সিংহের গর্জন শুনে মৃগ হতচকিত হয়ে পড়ল ! তাঁর নয়নে ভরে গেল অশ্রু, দেহ থরথর কম্পমান হল। প্রথম বর্ষার জলের ফেনা গ্রহণ করে যেন মৎস্য অসুস্থ হয়ে পড়ল॥ ২॥ মাতা কৌশল্যা তবুও ধৈর্য সহকারে পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে গদগদ স্বরে বলতে লাগলেন—বাবা ! তুমি তো তোমার পিতৃদেবের প্রাণসম প্রিয়। তোমার আচরণ তাঁকে তো সতত প্রসন্ন করে রাখতো॥ ৩॥ তোমার রাজ্যাভিষেকের দিনক্ষণ তো তাঁর আদেশেই নির্ধারিত হয়েছিল কিন্তু এখন কোন্ অপরাধে তিনি তোমাকে বনবাসে যেতে বলছেন ? সূর্যবংশকুলে কে অগ্নিসংযোগ করল ? ৪॥

দোহা—তখন শ্রীরামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রীপুত্র সমস্ত ঘটনা মাতাকে সবিস্তারে বলে দিলেন। প্রসঙ্গ শ্রবণ করে মাতা কৌশল্যা মূকসম বাকশক্তিহীন হয়ে গেলেন যা বর্ণনাতীত করুণ ছিল॥ ৫৪॥

চৌপাই—রানী কৌশল্যার তখন উভয় সংকট—রাখতেও পারেন না, বনে যাও বলতেও পারেন না ; দুভাবেই তাঁর অপরিসীম চিত্তদাহ। (তিনি তখন ভাবছেন—) এ কী বিধাতার বিধান ? চন্দ্র লিখতে গিয়ে রাহু লিখে বসলেন ! ১॥ ধর্ম ও স্নেহ মাতা কৌশল্যাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। তাঁর অবস্থা তখন সর্পের ছুঁচো গেলার মতন হল। তিনি ভাবলেন যে অনুরোধ করে তিনি পুত্রকে বনবাসে যেতে বাধা দেন তাহলে ধর্মহানি হয় আর তা ভ্রাতৃবিরোধের সূত্রপাত করবে॥ ২॥ আর যদি বনবাসে যাবার অনুমতি প্রদান করেন তাহলে খুবই ক্ষতিকর হবে এই ভেবে, অতঃপর বুদ্ধিমতী, সবল স্বভাবশীলা কৌশল্যা ধৈর্য ধরে ও নারীধর্ম (পাতিব্রত্য ধর্ম) অনুসরণ করে তথা রাম ও ভরতকে সমান জ্ঞান করে বললেন—হে বৎস ! তোমার বিবেচনার আমি প্রশংসা করি। পিতৃ আজ্ঞা পালনই তো সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম॥ ৩-৪॥

দোহা—রাজা রাজ্যাভিষেক না করে বনবাস দিয়েছেন তাতে আমার লেশমাত্র দুঃখ নেই। (দুঃখ কেবল এই যে) তোমার অবর্তমানে অযোধ্যায় ভরত, মহারাজ ও প্রজাগণ প্রচণ্ড ক্লেশের সম্মুখীন হবেন॥ ৫৫॥

চৌপাই (১—৪)

জৌঁ কেবল পিতু আয়সু তাতা। তৌ জনি জাহু জানি বড়ি মাতা॥
জৌঁ পিতু মাতু কহেউ বন জানা। তৌ কানন সত অবধ সমানা॥
পিতু বনদেব মাতু বনদেবী। খগ মৃগ চরন সরোরুহ সেবী॥
অন্তহুঁ উচিত নৃপহি বনবাসূ। বয় বিলোকি হিয়ঁ হোই হরাঁসূ॥
বড়ভাগী বনু অবধ অভাগী। জো রঘুবংসতিলক তুম্হ ত্যাগী॥
জৌঁ সুত কহৌঁ সঙ্গ মোহি লেহূ। তুম্হরে হৃদয়ঁ হোই সন্দেহূ॥
পুত পরম প্রিয় তুম্হ সবহী কে। প্রান প্রান কে জীবন জী কে॥
তে তুম্হ কহহু মাতু বন জাউঁ। মৈঁ সুনি বচন বৈঠি পছিতাউঁ॥

দোহা (৫৬)

যহ বিচারি নহিঁ করউঁ হঠ ঝূঠ সনেহু বঢ়াই।
মানি মাতু কর নাত বলি সুরতি বিসরি জনি জাই॥

চৌপাই (১—৪)

দেব পিতর সব তুম্হহি গোসাঈঁ। রাখহুঁ পলক নয়ন কী নাঈঁ॥
অবধি অম্বু প্রিয় পরিজন মীনা। তুম্হ করুনাকর ধরম ধুরীনা॥
অস বিচারি সোই করহু উপাঈ। সবহি জিঅত জেহিঁ ভেঁটহু আঈ॥
জাহু সুখেন বনহি বলি জাউঁ। করি অনাথ জন পরিজন গাউঁ॥
সব কর আজু সুকৃত ফল বীতা। ভয়উ করাল কালু বিপরীতা॥
বহুবিধি বিলপি চরন লপটানী। পরম অভাগিনি আপুহি জানী॥
দারুন দুসহ দাহু উর ব্যাপা। বরনি ন জাহিঁ বিলাপ কলাপা॥
রাম উঠাই মাতু উর লাঈ। কহি মৃদু বচন বহুরি সমুঝাঈ।

চৌপাই— হে বৎস ! যদি বনগমনে কেবলমাত্র পিতার আদেশ হয় তাহলে মাতাকে (পিতার থেকে) বড় জ্ঞান করে বনবাসে যেও না। তবে যদি বনবাস গমন পিতৃমাতৃ উভয়ের আদেশে হয় তাহলে তো বনবাস তোমার পক্ষে শত অযোধ্যার সমান হবে॥ ১॥ বনের দেবতা তোমার পিতা আর বনদেবীগণ তোমার মাতাসকল হবেন। বনের পশুপক্ষীসকল তোমার পাদপদ্ম সেবা করে ধন্য হবে। রাজার পক্ষে বনে গমনই তো অন্তকালে শ্রেষ্ঠ ধর্মপালন। তবে তোমার (সুকুমার) বয়ঃক্রম দেখে বনবাস গমনে আমার (অবশ্যই) দুঃখ হচ্ছে॥ ২॥ হে রঘুকুলতিলক ! বন পরম ভাগ্যবান আর এই অযোধ্যা (ততোধিক) অভাগী, যা তুমি ছেড়ে যাচ্ছ। হে পুত্র ! যদি আমি বলি যে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল তাহলে তোমার চিত্তে সন্দেহ হবে (যে মাতা এইভাবে আমাকে বনবাসে গমন করতে বিরত করছেন)॥ ৩॥ হে পুত্র ! তুমি সকলেরই অতি প্রিয়। তুমি প্রাণের প্রাণ ও জীবনের জীবন। সেই (প্রাণাধার) তুমি বলছ—'মা ! আমি বনে যাচ্ছি' আর আমি কিনা তা শুনে হাহুতাশ করছি ! ৪॥

দোহা—এই ভেবে মিথ্যা স্নেহ জাল বৃদ্ধি করে আমি তোমাকে বিরত করব না। পুত্র আমার ! বালাই ষাট। মায়ের সম্পর্কের কথা মনে রেখে আমাকে যেন ভুলে যেও না॥ ৫৬ ॥

চৌপাই— হে প্রিয় ! দেব-পিতৃগণ তোমাকে সতত রক্ষা করবেন যেমন নেত্রপল্লব নেত্রকে করে থাকে। তোমার বনবাসকাল (চতুর্দশ বৎসর) হচ্ছে জল আর প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজন মৎস্য। তুমি করুণাকর ও ধর্মের ধারক॥ ১॥ এ কথা মনে রেখে আমাদের জীবদ্দশায় তুমি ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হোয়ো। বলতে নেই তবুও বলছি—তুমি তোমার সেবকগণ, আত্মীয়স্বজন ও অযোধ্যার জনগণকে অনাথ করে সুখে বনবাসে গমন করো॥ ২॥ আজ সকল পুণ্যফল শেষ হয়ে গেল। করাল কাল প্রতিকূল আচরণ করছে। (এইভাবে) বিলাপরতা মাতা কৌশল্যা নিজেকে পরম অভাগিনী জ্ঞান করে পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের চরণ সংলগ্ন হলেন॥ ৩॥ দুঃসহ সন্তাপ তখন তাঁর হৃদয়কে প্লাবিত করে রেখেছিল যা অতিশয় করুণ ও বর্ণনাতীত। শ্রীরামচন্দ্র তখন মাতা কৌশল্যাকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর নানাভাবে তাঁকে শান্ত করতে প্রয়াসী হলেন॥ ৪॥

দোহা (৫৭)

সমাচার তেহি সময় সুনি সীয় উঠী অকুলাই।
জাই সাসু পদ কমল জুগ বন্দি বৈঠি সিরু নাই॥

চৌপাই (১—৪)

দীন্‌হি অসীস সাসু মৃদু বানী। অতি সুকুমারি দেখি অকুলানী॥
বৈঠি নমিতমুখ সোচতি সীতা। রূপ রাসি পতি প্রেম পুনীতা॥
চলন চহত বন জীবন নাথূ। কেহি সুকৃতী সন হোইহি সাথূ॥
কী তনু প্রান কি কৈবল প্রানা। বিধি করতবু কছু জাই ন জানা॥
চারু চরন নখ লেখতি ধরনী। নূপুর মুখর মধুর কবি বরনী॥
মনহুঁ প্রেম বস বিনতী করহীঁ। হমহি সীয় পদ জনি পরিহরহীঁ॥
মঞ্জু বিলোচন মোচতি বারী। বোলী দেখি রাম মহতারী॥
তাত সুনহু সিয় অতি সুকুমারী। সাস সসুর পরিজনহি পিআরী॥

দোহা (৫৮)

পিতা জনক ভূপাল মনি সসুর ভানুকুল ভানু।
পতি রবিকুল কৈরব বিপিন বিধু গুন রূপ নিধানু॥

চৌপাই (১—৪)

মৈঁ পুনি পুত্রবধূ প্রিয় পাঈ। রূপ রাসি গুন সীল সুহাঈ॥
নয়ন পুতরি করি প্রীতি বঢ়াঈ। রাখেউঁ প্রান জানকিহিঁ লাঈ॥
কলপবেলি জিমি বহুবিধি লালী। সীঞ্চি সনেহ সলিল প্রতিপালী॥
ফূলত ফলত ভয়উ বিধি বামা। জানি ন জাই কাহঁ পরিনামা॥
পলঁগ পীঠ তজি গোদ হিন্ডোরা। সিয়ঁ ন দীন্‌হ পগু অবনি কঠোরা॥
জিঅনমূরি জিমি জোগবত রহউঁ। দীপ বাতি নহিঁ টারন কহউঁ॥
সোই সিয় চলন চহতি বন সাথা। আয়সু কাহ হোই রঘুনাথা॥
চন্দ কিরন রস রসিক চকোরী। রবি রুখ নয়ন সকই কিমি জোরী॥

দোহা—তখনই সীতাদেবীর কাছেও সেই (নিদারুণ) সংবাদ পৌঁছে গেল। তিনি ব্যাকুল হয়ে মাতা কৌশল্যার নিকট ছুটে এলেন। মাতার কাছে এসে তিনি প্রণাম করে নতমস্তকে বসলেন॥ ৫৭ ॥

চৌপাই—শাশুড়ী ঠাকুরানী মাতা কৌশল্যা মৃদু স্বরে সীতাদেবীকে আশীর্বাদ দিলেন। সুকুমারী সীতাদেবীকে দেখে মাতা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। রূপরাশিসম্পন্না পতির প্রতি পবিত্র প্রেমের সম্পর্কধারী সীতাদেবী নতমস্তকে ভাবছিলেন॥ ১॥ প্রাণনাথ বনগমন করতে চাইছেন। তাঁর সঙ্গদানের সৌভাগ্য কোন্ পুণ্যবান লাভ করবে—প্রাণ ও দেহ দুইই যাবে, না কেবলমাত্র প্রাণ ? বিধাতার কার্য বোঝা অতিশয় কঠিন॥ ২॥ সীতাদেবী তাঁর সুন্দর চরণ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করছিলেন, নূপুরের রুনুঝুনু শব্দ হচ্ছিল। কবির ভাষায় প্রেমবিহ্বল নূপুর হতে নির্গত সেই শব্দ যেন তাকে সীতাদেবীর চরণযুগল থেকে আলাদা না করবার করুণ আবেদন জানাচ্ছিল॥ ৩॥ সীতাদেবীর নয়নাভিরাম নয়নযুগল অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে রামজননী মাতা কৌশল্যা বললেন—হে তাত ! সীতা অতিশয় সুকুমারী ও কোমলাঙ্গী। সে তার শ্বশুর-শাশুড়ী আত্মীয়স্বজন সকলেরই অতি প্রিয়॥ ৪॥

দোহা—সীতার পিতা নৃপতিপ্রবর জনকরাজা। সীতার শ্বশুরমহাশয় সূর্যবংশের সূর্যসম। সীতার পতিদেবতা সূর্যবংশরূপ কুমুদবনকে প্রমোদ প্রদানকারী চন্দ্রসম এবং রূপ ও গুণের আকার॥ ৫৮॥

চৌপাই—আর আমি জানকীসম রূপবতী, গুণবতী ও সুশীলা পুত্রবধূ পেলাম। তাকে নয়নের মণি করে প্রীতিবর্ধন করেছি আর একে নিজের প্রাণের কেন্দ্রবিন্দু করে রেখেছি॥ ১॥ এই কল্পবৃক্ষকে স্নেহজলে সিঞ্চিত করে লালন পালন করেছি। কল্পবৃক্ষ যখন পুষ্পিত ও ফলবতী হওয়ার সময় হল, তখনই বিধিবাম হলেন। জানি না পরিণামে কী হতে চলেছে॥ ২॥ সীতা সতত পালঙ্ক, দোলনা অথবা অঙ্কে উপবেশন করেছে। কঠিন ভূমিতে তাকে কখনো পা রাখতে হয়নি। তার রক্ষণাবেক্ষণে আমি সতত যুক্ত ছিলাম। সে কখনো প্রদীপের সলতেও সরায়নি॥ ৩॥ সেই সুকুমারী সীতা তোমার সঙ্গে বনবাসে যেতে চায়। হে রঘুবীর ! বল, সে কী করবে ? চন্দ্রকিরণসম অভিলাষী চকোরী কেমন করে সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করবে ? ৪॥

দোহা (৫৯)

করি কেহরি নিসিচর চরহিঁ দুষ্ট জন্তু বন ভূরি।
বিষ বাটিকাঁ কি সোহ সুত সুভগ সজীবনি মূরি॥

চৌপাই (১—৪)

বন হিত কোল কিরাত কিসোরী। রচীঁ বিরঞ্চি বিষয় সুখ ভোরী॥
পাহন কৃমি জিমি কঠিন সুভাউ। তিন্‌হহি কলেসু ন কানন কাউ॥
কৈ তাপস তিয় কানন জোগূ। জিন্‌হ তপ হেতু তজা সব ভোগূ॥
সিয় বন বসিহি তাত কেহি ভাঁতী। চিত্রলিখিত কপি দেখি ডেরাতী॥
সুরসর সুভগ বনজ বন চারী। ডাবর জোগু কি হংসকুমারী॥
অস বিচারি জস আয়সু হোঈ। মৈঁ সিখ দেউঁ জানকিহি সোঈ॥
জৌঁ সিয় ভবন রহৈ কহ অম্বা। মোহি কহঁ হোই বহুত অবলম্বা॥
সুনি রঘুবীর মাতু প্রিয় বানী। সীল সনেহ সুধাঁ জনু সানী॥

দোহা (৬০)

কহি প্রিয় বচন বিবেকময় কীন্‌হি মাতু পরিতোষ।
লগে প্রবোধন জানকিহি প্রগটি বিপিন গুন দোষ॥

মাসপারায়ণ, চতুর্দশ বিশ্রাম

চৌপাই (১—৪)

মাতু সমীপ কহত সকুচাহীঁ। বোলে সমউ সমুঝি মন মাহীঁ॥
রাজকুমারি সিখাবনু সুনহূ। আন ভাঁতি জিয়ঁ জনি কছু গুনহূ॥
আপন মোর নীক জৌঁ চহহূ। বচনু হমার মানি গৃহ রহহূ॥
আয়সু মোর সাসু সেবকাঈ। সব বিধি ভামিনি ভবন ভলাঈ॥
এহি তে অধিক ধরমু নহিঁ দূজা। সাদর সাসু সসুর পদ পূজা॥
জব জব মাতু করিহি সুধি মোরী। হোইহি প্রেম বিকল মতি ভোরী॥
তব তব তুম্‌হ কহি কথা পুরানী। সুন্দরি সমুঝাএহু মৃদু বানী॥
কহউঁ সুভায়ঁ সপথ সত মোহী। সুমুখি মাতু হিত রাখউঁ তোহী॥

দোহা—বন তো হস্তী, সিংহ, রাক্ষস আদি বহু দুষ্ট জীবজন্তুসকলের বিচরণভূমি। হে পুত্র ! বিষের বাগানে কী সঞ্জীবনী লতা থাকতে পারে ? ৫৯ ॥

চৌপাই—বনে বাস করবার জন্য বিধাতা বিষয়সুখে অনভিজ্ঞ কোল ভীল রমণীদের সৃষ্টি করেছেন। তারা স্বভাবে প্রস্তর কীটসম কঠিন। তাই তাদের বনে বাস করতে অসুবিধা হয় না॥ ১ ॥ তাপসী নারীগণ বনে বাস করবার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন কারণ তাঁরা তো তপস্যা করবার জন্যই ভোগ সকল বিসর্জন করে জেনেশুনে বনে এসেছেন। হে পুত্র ! যে সীতা বানরের ছবি দেখে ভয় পায় সে বনে কেমন করে বাস করবে ? ২॥ দেবসরোবরের কমলবনে বিচরণশীল হংসী কি কখনো ডোবার জলে থাকতে সক্ষম ? এইসকল কথা ভালোভাবে বিবেচনা করে তুমি যা ঠিক করবে আমি তাই সীতাকে বলে দেব॥ ৩ ॥ মাতা কৌশল্যা বললেন—সীতা সঙ্গে থাকলে আমি একটা অবলম্বন পাই। শ্রীরামচন্দ্র মাতা কৌশল্যার শীল ও স্নেহসমৃদ্ধ অমৃতসম কথাগুলি শুনলেন॥ ৪ ॥

দোহা—অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র বিবেক-বিবেচনা করে প্রিয় বাক্যে মাতাকে সন্তুষ্ট করলেন আর বনের দোষ-গুণ বলে জানকীকে প্রবোধ দিতে সচেষ্ট হলেন॥ ৬০ ॥

চৌপাই—মাতার সম্মুখে স্ত্রীকে কিছু বলতে শ্রীরামচন্দ্রের সংকোচ হচ্ছিল। কাল ও পরিস্থিতি বিচার করে তিনি দেখলেন যে তাঁর না বলে উপায় নেই। তিনি তখন বললেন—হে রাজনন্দিনী ! আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখ। আমাকে যেন ভুল বুঝ না॥ ১ ॥ যদি আমাদের মঙ্গল চাও তাহলে আমার কথা শুনে ঘরে থেকে যাও। হে ভামিনী ! তাতে আদেশ পালন ও শ্বশুর-শাশুড়ী সেবা—দুইই হবে। তোমার ঘরে থাকাতেই সর্বপ্রকারে মঙ্গল॥ ২ ॥ উত্তমরূপে শ্বশ্রূমাতা ও শ্বশুরের চরণসেবার থেকে বড় ধর্ম অন্য কিছু নেই। মাতা যখনই আমার চিন্তায় বিহ্বল হয়ে পড়বেন ও তিনি প্রেমাধিক্যে নিজেকেও বিস্মরণ করবেন, তখন হে সুন্দরী ! তুমি অতীতকালের সুমধুর ঘটনাসকল মনে করিয়ে দিয়ে তাঁকে শান্ত করতে সচেষ্ট হয়ো। হে সুবদনী ! আমি শতবার শপথ করে অন্তর থেকে বলছি যে তোমাকে আমি কেবল মাতার সঙ্গদান করবার জন্য গৃহে থাকতে বলছি॥ ৩-৪ ॥

দোহা (৬১)

গুর শ্রুতি সম্মত ধরম ফলু পাইঅ বিনহিঁ কলেস।
হঠ বস সব সঙ্কট সহে গালব নহুষ নরেস॥

চৌপাই (১—৪)

মৈঁ পুনি করি প্রবান পিতু বানী। বেগি ফিরব সুনু সুমুখি সয়ানী॥
দিবস জাত নহিঁ লাগিহি বারা। সুন্দরি সিখবনু সুনহু হমারা॥

জৌঁ হঠ করহু প্রেম বস বামা। তৌ তুম্হ দুখু পাউব পরিনামা॥
কাননু কঠিন ভয়ংকরু ভারী। ঘোর ঘামু হিম বারি বয়ারী॥

কুস কণ্টক মগ কাঁকর নানা। চলব পয়াদেহিঁ বিনু পদত্রানা॥
চরন কমল মৃদু মঞ্জু তুম্হারে। মারগ অগম ভূমিধর ভারে॥

কন্দর খোহ নদীঁ নদ নারে। অগম অগাধ ন জাহিঁ নিহারে॥
ভালু বাঘ বৃক কেহরি নাগা। করহিঁ নাদ সুনি ধীরজু ভাগা॥

দোহা (৬২)

ভূমি সয়ন বলকল বসন অসনু কন্দ ফল মূল।
তে কি সদা সব দিন মিলহিঁ সবুই সময় অনুকূল॥

চৌপাই (১—৩)

নর অহার রজনীচর চরহীঁ। কপট বেষ বিধি কোটিক করহীঁ॥
লাগই অতি পহার কর পানী। বিপিন বিপতি নহিঁ জাই বখানী॥

ব্যাল করাল বিহগ বন ঘোরা। নিসিচর নিকর নারি নর চোরা॥
ডরপহিঁ ধীর গহন সুধি আএঁ। মৃগলোচনি তুম্হ ভীরু সুভাএঁ॥

হংসগবনি তুম্হ নহিঁ বন জোগূ। সুনি অপজসু মোহি দেইহি লোগূ॥
মানস সলিল সুধাঁ প্রতিপালী। জিঅই কি লবন পয়োধি মরালী॥

দোহা— (আমার অনুরোধে গৃহে অবস্থান করলে) তুমি গুরু ও শাস্ত্র কথিত ধর্মাচরণ করবার উত্তম ফল অক্লেশে লাভ করবে। হঠকারিতা করে অতীতে গালব মুনি, নহুষ রাজা আদিকে প্রবল সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল॥ ৬১॥

চৌপাই —হে সুবদনী ! হে বুদ্ধিমতী ! আমি পিতৃসত্য পালন করে অবিলম্বে ফিরে আসব। কয়টা বৎসর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। হে সুন্দরী ! আমার কথাটা একবার (গুরুত্ব সহকারে) বিবেচনা করো॥ ১॥ হে বামা ! প্রেমের আবেগে যদি তুমি হঠকারিতা কর তাহলে তার পরিণামস্বরূপ তোমাকে দুঃখই পেতে হবে। বনে অবস্থান কঠিন কার্য— তা ক্লেশাবহ ও ভয়ানক হয়ে থাকে। গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা, বাতাস সকলের দাপটই বনে ভীতিপ্রদ হয়ে থাকে॥ ২॥ বনে খালি পায়ে কুশ, কণ্টক ও প্রস্তর খণ্ডে ভরা পথে চলতে হবে। তোমার চরণ কমলসম কোমল ও সুন্দর ; তা দিয়ে কি অতিশয় দুর্গম পর্বতমালা অতিক্রম করবার কথা চিন্তা করা যায় ! ৩॥ গিরিকন্দর, গিরিগহ্বর, নদ-নদী-জলস্রোত সবই অগম্য ও সুগভীর। সেইদিকে তাকালেই মনে ভীতির সঞ্চার হয়। ভালুক, বাঘ, সিংহ, নেকড়ে, হস্তীসম হিংস্র জীবজন্তুর গর্জন এত ভয়ংকর যে তা কানে পড়লে ধৈর্যধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে॥ ৪॥

দোহা—শয়ন ভূমিতে, ধারণ বল্কল বস্ত্র আর ভক্ষণ বনের কন্দ ও ফলমূল ! তাও সব দিন জুটবে কিনা সন্দেহ ! যখন যা পাওয়া যাবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে॥ ৬২॥

চৌপাই —সেইখানে মানুষখেকো রাক্ষসেরা বাস করে। তারা কোটি রকম কপটবেশ ধারণ করতে সক্ষম হয়। পাহাড়ের জলও পেটের ক্ষতি করে। তাই সেইখানকার জীবন অতি কষ্টকর। অরণ্যের বিপদ বলে শেষ করা যায় না॥ ১॥ অরণ্য ভয়ংকর। সেইখানে বিষধর সর্প, বিশালাকার পক্ষী ও নরনারী হরণকারী রাক্ষসগণ দলে দলে বাস করে। তাই অরণ্যের কথা মনে এলেই সাহসী ব্যক্তিও আতঙ্কিত হয়ে থাকে। তাহলে হে মৃগলোচনা ! তুমি তো স্বভাবে ভীরু নারী মাত্র ! ২॥ হে লাস্যময়ী ! তুমি তাই অরণ্য জীবনের উপযুক্ত নও। তোমাকে বনবাসে সঙ্গে নিয়ে গেলে জনগণ যে আমাকে অপযশ দেবে। মানস সরোবরের অমৃতসম জলে প্রতিপালিত হংস কেমন করে সমুদ্রের লবণাক্ত

চৌপাই (৪)

নব রসাল বন বিহরনসীলা। সোহ কি কোকিল বিপিন করীলা।।
রহহু ভবন অস হৃদয়ঁ বিচারী। চন্দবদনি দুখু কানন ভারী।।

দোহা (৬৩)

সহজ সুহৃদ গুর স্বামি সিখ জো ন করই সির মানি।
সো পছিতাই অঘাই উর অবসি হোই হিত হানি।।

চৌপাই (১—৪)

সুনি মৃদু বচন মনোহর পিয় কে। লোচন ললিত ভরে জল সিয় কে।।
সীতল সিখ দাহক ভই কৈসেঁ। চকইহি সরদ চন্দ নিসি জৈসেঁ।।
উতরু ন আব বিকল বৈদেহী। তজন চহত সুচি স্বামি সনেহী।।
বরবস রোকি বিলোচন বারী। ধরি ধীরজু উর অবনিকুমারী।।
লাগি সাসু পগ কহ কর জোরী। ছমবি দেবি বড়ি অবিনয় মোরী।।
দীন্হি প্রানপতি মোহি সিখ সোঈ। জেহি বিধি মোর পরম হিত হোঈ।।
মৈঁ পুনি সমুঝি দীখি মন মাহীঁ। পিয় বিয়োগ সম দুখু জগ নাহীঁ।।

দোহা (৬৪)

প্রাননাথ করুনায়তন সুন্দর সুখদ সুজান।
তুম্হ বিনু রঘুকুল কুমুদ বিধু সুরপুর নরক সমান।।

চৌপাই (১—৪)

মাতু পিতা ভগিনী প্রিয় ভাঈ। প্রিয় পরিবারু সুহৃদ সমুদাঈ।।
সাসু সসুর গুর সজন সহাঈ। সুত সুন্দর সুসীল সুখদাঈ।।
জহঁ লগি নাথ নেহ অরু নাতে। পিয় বিনু তিয়হি তরনিহু তে তাতে।।
তনু ধনু ধামু ধরনি পুর রাজূ। পতি বিহীন সবু সোক সমাজূ।।
ভোগ রোগসম ভূষন ভারূ। জম জাতনা সরিস সংসারূ।।
প্রাননাথ তুম্হ বিনু জগ মাহীঁ। মো কহুঁ সুখদ কতহুঁ কছু নাহীঁ।।
জিয় বিনু দেহ নদী বিনু বারী। তৈসিঅ নাথ পুরুষ বিনু নারী।
নাথ সকল সুখ সাথ তুম্হারেঁ। সরদ বিমল বিধু বদনু নিহারেঁ।।

জল সহ্য করবে ? ৩॥ সুপক্ক আম্রকুঞ্জে পরিক্রমণকারী কোকিল কি রুক্ষ আগাছা গুল্ম-কণ্টকে পরিপূর্ণ ঝোপজঙ্গলে শোভিত হয় ? হে বিধুমুখী ! এই সকল কথা ভেবে তুমি গৃহেই অবস্থান করো। অরণ্যবাসে নিদারুণ ক্লেশ॥ ৪॥

দোহা—সতত সুহৃদ গুরু ও স্বামীর উপদেশ শিরোধার্য না করলে হৃদয়ে সম্যক্ পরিতাপ আসতে বাধ্য আর অবশ্যই কল্যাণের অবক্ষয় হয়॥ ৬৩॥

চৌপাই— প্রিয়তমের মৃদু ও মনোহর উপদেশ শ্রবণ করে সীতাদেবী অশ্রুসিক্ত নয়ন হয়ে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্রের এই সুশীতল উপদেশ তাঁর অন্তর্দাহর কারণ হল। যেন চকোরী শারদ শুক্লপক্ষের রাত্রির চন্দ্রকে কষ্টকর মনে করল॥ ১॥ সীতাদেবী (প্রথমে) উত্তর দিতে পারছিলেন না। তাঁর মন তখন ভারাক্রান্ত। তিনি ভাবছেন যে তাঁর প্রিয় ও পবিত্র পতিদেবতা তাঁকে ত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যত হয়েছেন। চোখের জল ও ধৈর্য উভয়কে সংযত করে তিনি শ্বশ্রূমাতার পদযুগল ধারণ করে করজোড়ে বলতে লাগলেন—হে দেবী ! আমার অপরাধ নেবেন না। আমার প্রাণনাথ আমাকে সেই শিক্ষা দান করেছেন যাতে আমার পরম কল্যাণ হয়॥ ২-৩॥ কিন্তু আমি ভালোভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখেছি যে পতির বিরহের তুল্য দুঃখ জগতে নেই॥ ৪॥

দোহা—হে প্রাণনাথ ! হে করুণানিধান ! হে সুখদ সুন্দর ও বিচক্ষণ ! হে রঘুকুলকুমুদচন্দ্র ! আপনি ছাড়া স্বর্গও যে আমার কাছে নরকসম॥ ৬৪॥

চৌপাই—হে নাথ ! স্নেহ ও আত্মীয়তার পাশে আবদ্ধ মাতা, পিতা, ভগিনী, প্রিয় ভ্রাতা, প্রিয় পরিবার, সুহৃদগণ, শ্বশ্রূমাতা, শ্বশুর, গুরু, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, অনুগত অমর্ত্যবর্গ, সুন্দর সুশীল সুখপ্রদায়ক পুত্র ও পতি না থাকলে নারীর পক্ষে তা সূর্য থেকেও বেশি উত্তপ্ত বোধ হয়। দেহ, ধনসম্পদ, গৃহ, ভূমি, নগর, রাজ্য সব কিছু পতির অবর্তমানে শোকের ঘনীভূতরূপ মাত্র হয়ে থাকে॥ ১-২॥ ভোগ তখন রোগসম বোধ হয়, অলংকার বোঝা মনে হয় আর সংসারকে যমযন্ত্রণা মনে হয়। হে প্রাণনাথ ! আপনি না থাকলে আমার সুখ আদৌ সম্ভব হবে না॥ ৩॥ হে নাথ ! পতি ছাড়া নারী তো প্রাণহীন দেহ অথবা জলহীন নদী। হে নাথ ! আপনার সঙ্গ দান করে আপনার শারদপূর্ণিমাসম নির্মল চন্দ্রবদন দর্শনের মধ্যেই আমার সর্বসুখের অধিষ্ঠান॥ ৪॥

দোহা (৬৫)

খগ মৃগ পরিজন নগরু বনু বলকল বিমল দুকূল।
নাথ সাথ সুরসদন সম পরনসাল সুখ মূল॥

চৌপাই (১—৪)

বনদেবীঁ বনদেব উদারা। করিহহিঁ সাসু সসুর সম সারা॥
কুস কিসলয় সাথরী সুহাঈ। প্রভু সঁগ মঞ্জু মনোজ তুরাঈ॥
কন্দ মূল ফল অমিঅ অহারূ। অবধ সৌধ সত সরিস পহারূ॥
ছিনু ছিনু প্রভু পদ কমল বিলোকী। রহিহউঁ মুদিত দিবস জিমি কোকী॥
বন দুখ নাথ কহে বহুতেরে। ভয় বিষাদ পরিতাপ ঘনেরে॥
প্রভু বিয়োগ লবলেস সমানা। সব মিলি হোহিঁ ন কৃপানিধানা॥
অস জিয়ঁ জানি সুজান সিরোমনি। লেইঅ সঙ্গ মোহি ছাড়িঅ জনি॥
বিনতী বহুত করৌঁ কা স্বামী। করুনাময় উর অন্তরজামী॥

দোহা (৬৬)

রাখিঅ অবধ জো অবধি লগি রহত ন জনিঅহিঁ প্রান।
দীনবন্ধু সুন্দর সুখদ সীল সনেহ নিধান॥

চৌপাই (১—৩)

মোহি মগ চলত ন হোইহি হারী। ছিনু ছিনু চরন সরোজ নিহারী॥
সবহি ভাঁতি পিয় সেবা করিহৌঁ। মারগ জনিত সকল শ্রম হরিহৌঁ॥
পায় পখারি বৈঠি তরু ছাহীঁ। করিহউঁ বাউ মুদিত মন মাহীঁ॥
শ্রম কন সহিত স্যাম তনু দেখেঁ। কহঁ দুখ সমউ প্রানপতি পেখেঁ॥
সম মহি তৃন তরুপল্লব ডাসী। পায় পলোটিহি সব নিসি দাসী॥
বার বার মৃদু মূরতি জোহী। লাগিহি তাত বয়ারি ন মোহী॥

দোহা—হে নাথ! আপনার সঙ্গে থেকেই পশুপক্ষী আমার আত্মীয়স্বজন হবে, অরণ্যই নগর হবে। বল্কলই নির্মল বস্ত্র হবে আর পর্ণকুটিরই আমার স্বর্গসুখের কারণ হবে॥ ৬৫ ॥

চৌপাই— উদারচিত্ত বনদেবীসকল ও বনদেবতাই আমার শাশুড়ি ও শ্বশুরসম হবেন। তারাই আমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। প্রভুর সঙ্গে থাকতে পেরে কুশ ও কিশলয় নির্মিত শয্যাই কামদেবের মনোহর তোশকসম সুখসেব্য হবে॥ ১॥ (তখন আপনার সান্নিধ্যে বাস করে) কন্দ, ফলমূলই আমার অমৃতসম লাগবে আর বনের পর্বতমালাই আমার কাছে অযোধ্যার শত শত রাজপ্রাসাদতুল্য মনে হবে। শ্রীপ্রভু অনুক্ষণ দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ করে দিনের আলোয় সুখী চক্রবাকীসম আনন্দে দিন কাটাব॥ ২॥ হে নাথ ! আপনি অরণ্যের ভয়াবহ অবস্থা, দুঃখ, বিষাদ ও সন্তাপের কথা বলেছেন। কিন্তু হে কৃপানিধান ! তার একত্রীকরণ করলেও যে তা প্রভুর (আপনার) বিয়োগজনিত দুঃখের লেশমাত্রও হবে না॥ ৩॥ এই সকল বিচার করে হে সজ্জন শিরোমণি ! আপনি আমাকে আপনার সঙ্গেই নিয়ে চলুন, এখানে ছেড়ে যাবেন না। হে স্বামী ! আপনার কাছ থেকে কিছু চাই না। আপনি তো করুণাময় ও সর্বান্তর্যামী॥ ৪॥

দোহা—হে সুখদ সুন্দর দীনবন্ধু ! হে শীল ও স্নেহের আকর ! যদি আপনি আপনার বনবাসের অবসান (চতুর্দশ বৎসর) কাল পর্যন্ত আমাকে অযোধ্যায় একলা ছেড়ে চলে যাবেন, তাহলে জেনে রাখুন যে ফিরে এসে আপনি আমাকে জীবিত দেখতে পাবেন না॥ ৬৬ ॥

চৌপাই—অনুক্ষণ আপনার শ্রীপাদপদ্মযুগল দর্শন করতে পেলে আমার পথশ্রম থাকবে না। হে প্রিয়তম ! আমি সর্বভাবে আপনার সেবা করব আর আপনার পথশ্রম লাঘব করে দেব॥ ১॥ আপনার পাদপ্রক্ষালন করে দেব, গাছের তলায় উপবিষ্ট হয়ে সানন্দে ব্যজন করব। বিন্দু বিন্দু স্বেদবারিযুক্ত শ্যামল কলেবর আমার প্রাণনাথকে সতত দর্শন লাভ করতে থাকলে আমার দুঃখের অবকাশই বা কোথায় থাকবে ? ২॥ সমতল ভূমিতে তৃণ ও পত্রদলের শয্যা প্রস্তুত করে এই দাসী সারা রাত আপনার পদসেবা করবে। বারে বারে আপনার সুকোমল বিগ্রহ দর্শনে তার উত্তাপের কষ্টও থাকবে না॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

কো প্রভু সঁগ মোহি চিতবনিহারা। সিংঘবধুহি জিমি সসক সিআরা॥
মৈঁ সুকুমারি নাথ বন জোগূ। তুম্হহি উচিত তপ মো কহুঁ ভোগূ॥

দোহা (৬৭)

ঐসেউ বচন কঠোর সুনি জৌঁ ন হৃদউ বিলগান।
তৌ প্রভু বিষম বিয়োগ দুখ সহিহহিঁ পাবঁর প্রান॥

চৌপাই (১—৪)

অস কহি সীয় বিকল ভই ভারী। বচন বিয়োগু ন সকী সঁভারী॥
দেখি দসা রঘুপতি জিয়ঁ জানা। হঠি রাখেঁ নহিঁ রাখিহি প্রানা॥

কহেউ কৃপাল ভানুকুলনাথা। পরিহরি সোচু চলহু বন সাথা॥
নহিঁ বিষাদ কর অবসরু আজূ। বেগি করহু বন গবন সমাজূ॥

কহি প্রিয় বচন প্রিয়া সমুঝাঈ। লগে মাতু পদ আসিষ পাঈ॥
বেগি প্রজা দুখ মেটব আঈ। জননী নিঠুর বিসরি জনি জাঈ॥

ফিরিহি দসা বিধি বহুরি কি মোরী। দেখিহউঁ নয়ন মনোহর জোরী॥
সুদিন সুঘরী তাত কব হোইহি। জননী জিঅত বদন বিধু জোইহি॥

দোহা (৬৮)

বহুরি বচ্ছ কহি লালু কহি রঘুপতি রঘুবর তাত।
কবহিঁ বোলাই লগাই হিয়ঁ হরষি নিরখিহউঁ গাত॥

চৌপাই (১)

লখি সনেহ কাতরি মহতারী। বচনু ন আব বিকল ভই ভারী॥
রাম প্রবোধু কীন্হ বিধি নানা। সমউ সনেহু ন জাই বখানা॥

প্রভু সঙ্গে রয়েছেন, আমার দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস কার হবে ! সিংহীর দিকে শশক-শৃগাল তাকাতে সাহস পায় ! আমি সুকুমারী আর নাথ (আপনি) বুঝি বনের উপযুক্ত ! তাহলে আপনাকে তপস্যা ও আমার সুখভোগ (বিষয়ভোগ) করা উচিত ? ৪ ॥

দোহা— এইরূপ হৃদয় বিদারক কথাসকল শ্রবণ করেও যখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়নি, তখন মনে হয় হে প্রভু ! এই পামর প্রাণ আপনার বিরহজনিত বেদনাও সহ্য করতে সক্ষম হবে॥ ৬৭ ॥

চৌপাই—এইসকল কথা উচ্চারণ করেই সীতাদেবী অত্যধিক বিহ্বল হয়ে পড়লেন। বাক্যের মাধ্যমে বিরহের উল্লেখও তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। (তা হলে জাগতিক বিরহ হলে তাঁর কী অবস্থা হবে তা কল্পনা করে শ্রীরঘুবীর চিন্তিত হলেন)। শ্রীরঘুপতি তখন ভালোভাবে বুঝতে পারলেন যে, জোর করে সীতাদেবীকে অযোধ্যায় রেখে গেলে তার প্রাণ সংশয় হবে॥ ১ ॥ তখন কৃপালু সূর্যবংশনাথ শ্রীরামচন্দ্র বললেন— বেশ ! চিন্তা পরিহার করে তাহলে আমার সঙ্গে বনবাসগমনের জন্য প্রস্তুত হও। আজ আর বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকবার সময় নেই। অবিলম্বে আমার সঙ্গে বনগমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও॥ ২ ॥ শ্রীরামচন্দ্র তখন সীতাদেবীকে প্রিয়বাক্যে আশ্বস্ত করলেন। মাতা কৌশল্যার চরণধারণ করে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। (মাতা কৌশল্যা বললেন—) বাছা আমার ! যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি ফিরে এসে প্রজাদের দুঃখ নিবারণে সচেষ্ট হোয়ো আর এই নিষ্ঠুর মাতা যেন তোমাকে ভুলে না যায় ! ৩॥ হে বিধাতা ! আমার কি আবার সুদিন দেখবার সৌভাগ্য হবে ? কবে আবার এই চর্মচক্ষুতে এই মনোহর যুগল-মূর্তি দেখতে পাব ? হে পুত্র ! সেই সুদিন, শুভলগ্ন আবার কবে আসবে যখন তোমার (এই অভাগী) জননী জীবিত থেকে তোমাদের চাঁদমুখ দেখবে ? ৪॥

দোহা—হে তাত ! আবার কবে তোমাকে বাছা বলে, পুত্র বলে, রঘুপতি বলে, রঘুবীর বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারব আর একদৃষ্টে পরমানন্দে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবার সুযোগ পাব ! ৬৮ ॥

চৌপাই— শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন যে স্নেহের বশীভূত মাতা কাতর হয়ে পড়েছেন ; তিনি অত্যধিক ভাবাবেগে কথা বলতে পারছিলেন না। শ্রীরামচন্দ্র মাতা কৌশল্যাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। সেই প্রেমে পরিপূর্ণ

চৌপাই (২—৪)

তব জানকী সাসু পগ লাগী। সুনিঅ মায় মৈঁ পরম অভাগী॥
সেবা সময় দৈঅঁ বনু দীন্হা। মোর মনোরথু সফল ন কীন্হা॥
তজব ছোভু জনি ছাড়িঅ ছোহূ। করমু কঠিন কছু দোসু ন মোহূ॥
সুনি সিয় বচন সাসু অকুলানী। দসা কবনি বিধি কহৌঁ বখানী॥
বারহিঁ বার লাই উর লীনহী। ধরি ধীরজু সিখ আসিষ দীন্হী॥
অচল হোউ অহিবাতু তুম্হারা। জব লগি গঙ্গ জমুন জল ধারা।

দোহা (৬৯)

সীতহি সাসু অসীস সিখ দীন্হি অনেক প্রকার।
চলী নাই পদ পদুম সিরু অতি হিত বারহিঁ বার॥

চৌপাই (১—৪)

সমাচার জব লছিমন পাএ। ব্যাকুল বিলখ বদন উঠি ধাএ॥
কম্প পুলক তন নয়ন সনীরা। গহে চরন অতি প্রেম অধীরা॥
কহি ন সকত কছু চিতবত ঠাঢ়ে। মীনু দীন জনু জন তেঁ কাঢ়ে॥
সোচু হৃদয়ঁ বিধি কা হোনিহারা। সবু সুখু সুকৃতু সিরান হমারা॥
মো কহুঁ কাহ কহব রঘুনাথা। রখিহহিঁ ভবন কি লেহহিঁ সাথা॥
রাম বিলোকি বন্ধু কর জোরেঁ। দেহ গেহ সব সন তৃনু তোরেঁ॥
বোলে বচনু রাম নয় নাগর। সীল সনেহ সরল সুখ সাগর॥
তাত প্রেম বস জনি কররাহূ। সমুঝি হৃদয়ঁ পরিনাম উছাহূ॥

দোহা (৭০)

মাতু পিতা গুরু স্বামি সিখ সির ধরি করহিঁ সুভায়ঁ।
লহেউ লাভু তিন্হ জনম কর নতরু জনমু জগ জায়ঁ॥

অবস্থা বর্ণনা করা সম্ভব নয়॥ ১॥ তখন দেবী জানকী শ্বশ্রূমাতার চরণ ধারণ করে বললেন— মা আমার ! শুনুন। আমি বড়ই অভাগী। আপনার সেবা করবার সুযোগ পেয়েছিলাম আর ভাগ্য আমাকে বনবাসে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হল না॥ ২॥ আপনি ক্ষোভ ত্যাগ করুন আর আমাকে কৃপা করতে ভুলে যাবেন না। কর্মের অপ্রতিহত গতি, আমার দোষ নেবেন না। সীতাদেবীর কথা শুনে মাতা কৌশল্যা স্নেহে আকুল হয়ে পড়লেন। তাঁর অবস্থা কেমন করে বর্ণনা করব ! ৩॥ তিনি সীতাকে বারে বারে আলিঙ্গন দান করলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে কিছু দরকারি কথা বললেন আর আশীর্বাদ দিয়ে বললেন —যতদিন গঙ্গা যমুনা থাকবে ততদিন তোমার মাথার সিঁদুর অক্ষয় থাকবে॥ ৪॥

দোহা—শ্বশ্রূমাতা সীতাদেবীকে নানাভাবে উপদেশাদি দ্বারা আশীর্বাদ করলেন। আর সীতাদেবীও পরম ভক্তিযুক্ত হয়ে তাঁকে বারে বারে প্রণাম করলেন। অতঃপর তিনি সেই স্থান থেকে চলে গেলেন॥ ৬৯॥

চৌপাই— এইবার সমাচার শ্রীলক্ষ্মণের কাছে পৌঁছালো। তিনি তখন ব্যাকুল হয়ে বিষণ্ণবদনে ছুটলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছিল ; তিনি অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভব করছিলেন। তাঁর নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রেমে অধীর শ্রীলক্ষ্মণ ছুটে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের পায়ে পড়লেন॥ ১॥ বাকশক্তিহীন হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি যেন জল ছাড়া মৎস্যসম দীনহীন হয়ে গিয়েছেন ! তাঁর এক চিন্তা—হে বিধাতা ! কী ঘটতে যাচ্ছে ? আমার পুণ্য ও সুখভাণ্ডার কি শেষ হয়ে গেল ! ২॥ আমার উপরে শ্রীরঘুনাথের কী আদেশ হয় ! তিনি আমাকে অযোধ্যায় থেকে যেতে বলবেন, না সঙ্গে নিয়ে যাবেন ! শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন যে অনুজ লক্ষ্মণ হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে ; তাঁর মনে হল অনুজ যেন দেহসকল তৃণসম তুচ্ছ ভেবে দাঁড়িয়ে আছে॥ ৩॥ তখন ন্যায়নিষ্ঠ, সুশীল, সরল, স্নেহময়, সুখসাগর শ্রীরামচন্দ্র বললেন—হে তাত ! পরিণাম আনন্দময় হবে জেনে তুমি ভাবাবেগে অধীর হয়ো না॥ ৪॥

দোহা— যে ব্যক্তি মাতা-পিতা-গুরু-স্বামীর আদেশকে সর্বতোভাবে সম্মান করে ও তা শিরোধার্য করে পালন করতে তৎপর হয় তার জন্মই এই জগতে সার্থক হয়ে থাকে, অন্যথায় জগতে তার জন্মগ্রহণই বৃথা॥ ৭০॥

চৌপাই (১—৪)

অস জিয়ঁ জানি সুনহু সিখ ভাঈ। করহু মাতু পিতু পদ সেবকাঈ॥
ভবন ভরতু রিপুসূদনু নাহীঁ। রাউ বৃদ্ধ মম দুখু মন মাহীঁ॥
মৈঁ বন জাউঁ তুম্হহি লেই সাথা। হোই সবহি বিধি অবধ অনাথা॥
গুরু পিতু মাতু প্রজা পরিবারূ। সব কহুঁ পরই দুসহ দুখ ভারূ॥
রহহু করহু সব কর পরিতোষূ। নতরু তাত হোইহি বড় দোষূ॥
জাসু রাজ প্রিয় প্রজা দুখারী। সো নৃপু অবসি নরক অধিকারী॥
রহহু তাত অসি নীতি বিচারী। সুনত লখনু ভএ ব্যাকুল ভারী॥
সিঅরেঁ বচন সূখি গএ কৈসেঁ। পরসত তুহিন তামরসু জৈসেঁ॥

দোহা (৭১)

উতরু ন আবত প্রেম বস গহে চরন অকুলাই।
নাথ দাসু মৈঁ স্বামি তুম্হ তজহু ন কাহ বসাই॥

চৌপাই (১—৪)

দীনহি মোহি সিখ নীকি গোসাঈঁ। লাগি অগম অপনী কদরাঈ॥
নরবর ধীর ধরম ধুর ধারী। নিগম নীতি কহুঁ তে অধিকারী॥
মৈঁ সিসু প্রভু সনেহঁ প্রতিপালা। মন্দরু মেরু কি লেহিঁ মরালা॥
গুর পিতু মাতু ন জানউঁ কাহূ। কহউঁ সুভাউ নাথ পতিআহূ॥
জহঁ লগি জগত সনেহ সগাঈ। প্রীতি প্রতীতি নিগম নিজু গাঈ॥
মোরেঁ সবই এক তুম্হ স্বামী। দীনবন্ধু উর অন্তরজামী॥
ধরম নীতি উপদেসিঅ তাহী। কীরতি ভূতি সুগতি প্রিয় জাহী॥
মন ক্রম বচন চরন রত হোঈ। কৃপাসিন্ধু পরিহরিঅ কি সোঈ॥

চৌপাই—ভাই আমার ! অতএব আমার ইচ্ছে এই যে তুমি অযোধ্যায় থেকে মাতা-পিতার সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করো। ভরত ও শত্রুঘ্ন এখন এখানে নেই আর মহারাজ বৃদ্ধ হয়েছেন আর আমার জন্য তাঁর মনও ভালো নেই॥ ১॥ এই অবস্থায় তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বনবাসে গমন করলে যে অযোধ্যা সর্বতোভাবে অনাথ হয়ে যাবে ; আর তার ফলে গুরুদেব, পিতা, মাতাসকল, প্রজাগণ ও আত্মীয়স্বজন দুঃসহ দুঃখের সম্মুখীন হবেন॥ ২॥ অতএব তুমি এইখানেই অবস্থান করে সকলের সেবায় নিত্যযুক্ত থাকো। যদি তা না হয়, হে তাত ! অতি বড় অপরাধ করা হয়ে যাবে। প্রজাগণ দুঃখে থাকলে যে সেই রাজ্যের রাজা অবশ্যই নরকগামী হয়॥ ৩॥ হে তাত ! এই নীতি গ্রহণ করে তোমার গৃহে থেকে গেলেই ভালো হয়। সদুপদেশ শুনেই শ্রীলক্ষ্মণ ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি যেন কুঁকড়ে গেলেন। হিম স্পর্শ যেন কমলকে শুষ্ক করে ফেলল॥ ৪॥

দোহা—প্রেমাবেগে শ্রীলক্ষ্মণ কথা বলতে পারছিলেন না। তিনি ব্যাকুল হয়ে অগ্রজের পায়ে পড়ে বললেন—হে নাথ ! আমি দাস আর আপনি প্রভু। অতএব, যদি আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন ঠিকই করে থাকেন তাহলে তো আমার কিছুই করবার নেই॥ ৭১॥

চৌপাই—হে প্রভু ! আপনি আমাকে অতি সুন্দর উপদেশ দিলেন কিন্তু তা আমার অক্ষমতার জন্য বোধগম্য হল না। ধৈর্যযুক্ত ধর্মপথ অবলম্বনকারীই তো শাস্ত্র ও নীতির অধিকারী বলে বিবেচিত হয়॥ ১॥ আমি তো আপনার স্নেহে প্রতিপালিত একটি শিশু মাত্র। হংস কি কখনো মন্দার অথবা সুমেরু পর্বত উত্তোলনে সক্ষম হয়। হে নাথ ! আমি অন্তর থেকে বলছি, আপনি বিশ্বাস করুন আপনিই আমার সব, গুরুদেব, পিতা, মাতা আদিকে আমি জানি না॥ ২॥ জগতে যেখানেই স্নেহ, প্রেম ও প্রীতির সম্পর্ক, সে সবেরই কেন্দ্র-বিন্দু তো একমাত্র আপনিই—একথা বেদ বিদিত। হে দীনবন্ধু ! হে অন্তর্যামী ! আপনিই আমার সবকিছু॥ ৩॥ ধর্ম ও নীতির উপদেশ দান তো তাকেই সঙ্গত হয় যে কীর্তি, বিভূতি (ঐশ্বর্য) অথবা সদ্‌গতি কামনা করে। কিন্তু যে কায়মনোবাক্যে আপনার শ্রীচরণের একান্ত অনুগত, হে কৃপাসিন্ধু ! সেও কি ত্যাগের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় ? ৪॥

দোহা (৭২)

করুনাসিন্ধু সুবন্ধু কে সুনি মৃদু বচন বিনীত।
সমুঝাএ উর লাই প্রভু জানি সনেহঁ সভীত॥

চৌপাই (১—৪)

মাগহু বিদা মাতু সন জাঈ। আবহু বেগি চলহু বন ভাঈ॥
মুদিত ভএ সুনি রঘুবর বানী। ভয়উ লাভ বড় গই বড়ি হানী॥
হরষিত হৃদয়ঁ মাতু পহিঁ আএ। মনহুঁ অন্ধ ফিরি লোচন পাএ॥
জাই জননি পগ নায়উ মাথা। মনু রঘুনন্দন জানকি সাথা॥
পূঁছে মাতু মলিন মন দেখী। লখন কহী সব কথা বিসেষী॥
গই সহমি সুনি বচন কঠোরা। মৃগী দেখি দব জনু চহু ওরা॥
লখন লখেউ ভা অনরথ আজূ। এহিঁ সনেহ বস করব অকাজূ॥
মাগত বিদা সভয় সকুচাহীঁ। জাই সঙ্গ বিধি কহিহি কি নাহীঁ॥

দোহা (৭৩)

সমুঝি সুমিত্রাঁ রাম সিয় রূপু সুসীলু সুভাউ।
নৃপ সনেহু লখি ধুনেউ সিরু পাপিনি দীন্হ কুদাউ॥

চৌপাই (১—৩)

ধীরজু ধরেউ কুঅবসর জানী। সহজ সুহৃদ বোলী মৃদু বানী॥
তাত তুম্হারি মাতু বৈদেহী। পিতা রামু সব ভাঁতি সনেহী॥
অবধ তহাঁ জহঁ রাম নিবাসূ। তহঁইঁ দিবসু জহঁ ভানু প্রকাসূ॥
জৌঁ পৈ সীয় রামু বন জাহীঁ। অবধ তুম্হার কাজু কছু নাহীঁ॥
গুর পিতু মাতু বন্ধু সুর সাঈ। সেইঅহিঁ সকল প্রান কী নাঈ॥
রামু প্রানপ্রিয় জীবন জী কে। স্বারথ রহিত সখা সবহী কে॥

দোহা—করুণাসিন্ধু পরম সুহৃদ অনুজের কোমল ও বিনম্র কথাগুলি শ্রবণ করে ও তাকে ভীত জেনে সস্নেহে আলিঙ্গন দান করে বললেন—॥ ৭২ ॥

চৌপাই—ভাই আমার ! বেশ ! এখনই তাহলে মাতার অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে এসো আর বনবাসে আমার সঙ্গে গমনের জন্য প্রস্তুত হও। শ্রীরঘুবীরের কথা শ্রবণ করে শ্রীলক্ষ্মণ তখন আনন্দে ডগমগ। অত্যধিক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ তা লাভে পরিণত হয়ে গেল॥ ১॥ শ্রীলক্ষ্মণ তখন অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভ করবার আনন্দ অনুভব করছিলেন। তিনি মাতা সুমিত্রার কাছে গিয়ে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। তখনও কিন্তু তাঁর মন সেই শ্রীরঘুবীর ও সীতাদেবীর কাছে পড়ে ছিল॥ ২॥ পুত্রকে ম্লান ও উদাস চিত্ত দেখে মাতা কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীলক্ষ্মণ তখন মাতাকে সবিস্তারে ঘটনা বিবরণ দিলেন। বার্তা শ্রবণ করে মাতা ভয় পেয়ে গেলেন ; হরিণী যেন দাবানল দেখে ভীত হয়ে পড়ল॥ ৩॥ শ্রীলক্ষ্মণ দেখলেন যে কথাগুলি বলে ফেলে এক বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গেল। স্নেহাধিক্যে মাতা সব কিছু গোলমাল না করে দেন। বিদায় চাইতে তাঁর কুণ্ঠা হচ্ছিল। (তখন এক চিন্তা—) হে বিধাতা ! মাতা সঙ্গে যেতে দিতে রাজি হবেন তো ? ৪ ॥

দোহা— মাতা সুমিত্রা শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর রূপ, শীল ও স্বভাব স্মরণ করে আর তাঁদের উপর মহারাজের প্রীতির কথা মনে করে মস্তকে করাঘাত করে বলে উঠলেন— পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী আজ অতি ভয়ানক আঘাত হানল॥ ৭৩॥

চৌপাই—কিন্তু সম্মুখে বিপদ জেনে তিনি ধৈর্য ধারণ করে থাকলেন। অতঃপর স্বভাবে হিতাকাঙ্ক্ষী মাতা সুমিত্রা মৃদুকণ্ঠে বললেন—হে তাত ! সীতা তোমার মাতৃসমা আর সতত স্নেহশীল রাম তোমার পিতৃসম॥ ১॥ যেখানে রাম বর্তমান সেই স্থানই তো অযোধ্যা। সূর্যালোক থাকলেই তো দিন হয়। যদি সীতা-রাম বনবাস গমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় তাহলে তো তোমার অযোধ্যায় বাস করবার কোনো প্রয়োজন দেখি না॥ ২॥ যাঁদের প্রাণসম সেবা করতে হয় তাঁরা হলেন গুরুদেব, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দেবতা ও স্বামী। আর শ্রীরামচন্দ্র হলেন তোমার প্রাণাধিক প্রিয় ও দেহের প্রাণসম ; সকলের নিঃস্বার্থ সখা॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

পূজনীয় প্রিয় পরম জহাঁ তেঁ। সব মানিঅহিঁ রাম কে নাতেঁ॥
অস জিয়ঁ জানি সঙ্গ বন জাহূ। লেহু তাত জগ জীবন লাহূ॥

দোহা (৭৪)

ভূরি ভাগ ভাজনু ভয়হু মোহি সমেত বলি জাউঁ।
জৌঁ তুম্হরেঁ মন ছাড়ি ছলু কীন্হ রাম পদ ঠাউঁ॥

চৌপাই (১—৪)

পুত্রবতী জুবতী জগ সোঈ। রঘুপতি ভগতু জাসু সুতু হোঈ॥
নতরু বাঁঝ ভলি বাদি বিআনী। রাম বিমুখ সুত তেঁ হিত জানী॥
তুম্হরেহিঁ ভাগ রামু বন জাহীঁ। দূসর হেতু তাত কছু নাহীঁ॥
সকল সুকৃত কর বড় ফলু এহূ। রাম সীয় পদ সহজ সনেহূ॥
রাগু রোষু ইরিষা মদু মোহূ। জনি সপনেহুঁ ইন্হ কে বস হোহূ॥
সকল প্রকার বিকার বিহাঈ। মন ক্রম বচন করেহু সেবকাঈ॥
তুম্হ কহুঁ বন সব ভাঁতি সুপাসূ। সঁগ পিতু মাতু রামু সিয় জাসূ॥
জেহিঁ ন রামু বন লহহিঁ কলেসূ। সুত সোই করেহু ইহই উপদেসূ॥

ছন্দ

উপদেসু যহু জেহিঁ তাত তুম্হরে রাম সিয় সুখ পাবহীঁ।
পিতু মাতু প্রিয় পরিবার পুর সুখ সুরতি বন বিসরাবহীঁ॥
তুলসী প্রভুহি সিখ দেই আয়সু দীন্হ পুনি আসিষ দঈ।
রতি হোউ অবিরল অমল সিয় রঘুবীর পদ নিত নিত নঈ॥

সোরঠা (৭৫)

মাতু চরন সিরু নাই চলে তুরত সঙ্কিত হৃদয়ঁ।
বাগুর বিষম তোরাই মনহুঁ ভাগ মৃগু ভাগ বস॥

শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়েই তো জগতে সবাই পূজনীয় ও মান্যগণ্য হয়েছেন। এই চিন্তায় অধিষ্ঠিত থেকে তুমি তাঁদের সঙ্গে বনবাসে সঙ্গদান করো আর মানবজন্ম সফল করো॥ ৪॥

দোহা—(হে পুত্র!) আমি গর্বিত যে তোমার চিত্ত ছলনা ত্যাগ করে শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগলে আশ্রয় লাভ করেছে। তোমার সঙ্গে আমিও অসীম সৌভাগ্যের পাত্র॥ ৭৪॥

চৌপাই—সেই যুবতী নারীই প্রকৃত মাতা যার পুত্র শ্রীরঘুপতির ভক্তি লাভ করেছে। যে নারী রামবিমুখ সন্তান লাভ করে নিজের মঙ্গল হয়েছে মনে করে, তার পক্ষে বন্ধ্যা অবস্থায়ই ভালো হয়। তার পুত্রের জন্মদান পশুসম নিষ্ফল হয়ে থাকে॥ ১॥ তোমার সৌভাগ্যই শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে নিয়ে যাচ্ছে। হে তাত! আর তো অন্য কোনো কারণ দেখি না। সকল পুণ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল হল শ্রীসীতারামের চরণে স্বাভাবিক প্রেম লাভ॥ ২॥ স্বপ্নেও রাগ, রোষ, ঈর্ষা, মদ ও মোহের বশীভূত হোয়ো না। সর্বপ্রকারের বিকারমুক্ত থেকে তুমি শ্রীসীতারামের সেবায় নিত্য যুক্ত থেকো॥ ৩॥ বনে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী তোমার জনক-জননী রূপে অবস্থান করবেন এবং তাতেই তোমার সর্বসুখ নিহিত। হে পুত্র! শ্রীরামচন্দ্র বনে কষ্ট না পান তা তুমি দেখো। একে আমার উপদেশ মনে করবে॥ ৪॥

ছন্দ—হে তাত! এই আমার উপদেশ (অর্থাৎ তুমি তাই কোরো) যাতে তুমি বনে সঙ্গে থাকলে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী সুখ ভোগ করেন আর পিতা, মাতা, প্রিয় পরিবার ও নগরের সুখের স্মৃতি ভুলে যান। তুলসীদাস বলেন—মাতা সুমিত্রা প্রভুকে (শ্রীলক্ষ্মণকে) এই শিক্ষা দান করে (বনগমনের) অনুমতি দিলেন। তিনি আশীর্বাদ করে বললেন যে সীতাদেবী ও শ্রীরঘুবীরের চরণে তোমার যেন নির্মল (নিষ্কাম ও অনন্য) এবং প্রগাঢ় প্রেম নিত্য বৃদ্ধি হয়॥

সোরঠা—মাতৃচরণে প্রণাম নিবেদন করেও শ্রীলক্ষ্মণ ভয়ে ভয়ে ছিলেন। (নতুন কোনো বাধা আগমনের পূর্বেই) তিনি তাই ছুটে স্থান ত্যাগ করলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো ভাগ্যবান মৃগ ভয়ানক কোনো ফাঁদ থেকে মুক্তিলাভ করে ছুটে পালাচ্ছে॥ ৭৫॥

চৌপাই (১—৪)

গএ লখনু জহঁ জানকিনাথূ। ভে মন মুদিত পাই প্রিয় সাথূ॥
বন্দি রাম সিয় চরন সুহাএ। চলে সঙ্গ নৃপমন্দির আএ॥
কহহিঁ পরস্পর পুর নর নারী। ভলি বনাই বিধি বাত বিগারী॥
তন কৃস মন দুখু বদন মলীনে। বিকল মনহুঁ মাখী মধু ছীনে॥
কর মীজহিঁ সিরু ধুনি পছিতাহীঁ। জনু বিনু পঙ্খ বিহগ অকুলাহীঁ॥
ভই বড়ি ভীর ভূপ দরবারা। বরনি ন জাই বিষাদু অপারা॥
সচিবঁ উঠাই রাউ বৈঠারে। কহি প্রিয় বচন রামু পগু ধারে॥
সিয় সমেত দোউ তনয় নিহারী। ব্যাকুল ভয়উ ভূমিপতি ভারী॥

দোহা (৭৬)

সীয় সহিত সুত সুভগ দোউ দেখি দেখি অকুলাই।
বারহিঁ বার সনেহ বস রাউ লেই উর লাই॥

চৌপাই (১—৪)

সকই ন বোলি বিকল নরনাহূ। সোক জনিত উর দারুন দাহূ॥
নাই সীসু পদ অতি অনুরাগা। উঠি রঘুবীর বিদা তব মাগা॥
পিতু অসীস আয়সু মোহি দীজৈ। হরষ সময় বিসময়উ কত কীজৈ॥
তাত কিএঁ প্রিয় প্রেম প্রমাদূ। জসু জগ জাই হোই অপবাদূ॥
সুনি সনেহ বস উঠি নরনাহাঁ। বৈঠারে রঘুপতি গহি বাহাঁ॥
সুনহু তাত তুম্হ কহুঁ মুনি কহহীঁ। রামু চরাচর নায়ক অহহীঁ॥
সুভ করু অসুভ করম অনুহারী। ঈসু দেই ফলু হৃদয়ঁ বিচারী॥
করই জো করম পাব ফল সোঈ। নিগম নীতি অসি কহ সবু কোঈ॥

দোহা (৭৭)

ঔরু করৈ অপরাধু কোউ ঔর পাব ফল ভোগু।
অতি বিচিত্র ভগবন্ত গতি কো জগ জানৈ জোগু॥

চৌপাই—শ্রীলক্ষ্মণ (ছুটতে ছুটতে) শ্রীজানকীনাথ সকাশে উপনীত হয়ে তাঁদের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে কৃতার্থ হলেন। প্রিয়জনের সঙ্গলাভের অনুমতি লাভ তাঁকে আনন্দে পরিপূর্ণ করেছিল। অতঃপর তিনি তাঁদের সঙ্গেই রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন॥ ১ ॥ নগরের জনগণ সর্বত্র আলোচনায় ব্যস্ত। বিধাতা এমন একটা সুন্দর উৎসব পণ্ড করে দিলেন। কৃশ দেহে মনে দুঃখ ধারণ করে তারা মলিনবদন হয়ে গিয়েছিল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন মধু হারিয়ে মৌমাছির দল ব্যাকুল হয়ে পড়েছে॥ ২ ॥ কেউ হাতে হাত ঘষছে ; কেউ মাথা চাপড়াচ্ছে। ডানাহারা পক্ষীসম তারা ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। রাজভবনের সিংহদ্বার তখন লোকে লোকারণ্য। অতিশয় বিষাদপূর্ণ সেই পরিবেশের বর্ণনা করা যায় না॥ ৩॥ 'শ্রীরামচন্দ্র এসেছেন'—ঘোষণা করে মন্ত্রী রাজামহাশয়কে তুলে বসিয়ে দিলেন। রাজা দেখলেন যে পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে সীতাও (বনগমনের জন্য) প্রস্তুত। রাজা তাতে অত্যধিক ব্যাকুল হয়ে পড়লেন॥ ৪ ॥

দোহা— সীতার সঙ্গে পুত্রযুগলকে দেখে রাজা স্নেহাকুল হয়ে তাদের বারে বারে বুকে জড়িয়ে ধরতে লাগলেন॥ ৭৬॥

চৌপাই—রাজা তখন শোকাবেগে বিহ্বল ও বাকশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। শোকে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। তখন রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্র অতিশয় অনুরাগে পিতার শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে বিদায় চাইলেন॥ ১ ॥ (তিনি বললেন—) হে পিতৃদেব ! আশীর্বাদ দিয়ে অনুমতি প্রদান করুন। এই আনন্দলগ্নে আপনি শোকাতুর কেন ? প্রিয়জনের প্রতি স্নেহের বশীভূত হবে প্রমাদে। কর্তব্যকর্মে বিচ্যুতিতে জগতের যে যশোহানি হয়ে নিন্দার ভাগী হতে হয় ! ২ ॥ এই কথা শ্রবণ করে স্নেহে অভিভূত রাজা উঠে শ্রীরঘুবীরকে বাহুধারণ করে বসালেন আর বললেন—হে তাত ! শোনো। মুনিদের মতে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বচরাচরের প্রভু স্বয়ং ॥ ৩॥ শুভাশুভ কর্ম বিচার করে ঈশ্বর ফল দান করে থাকেন। কর্মফল সেই ভোগ করে যে কর্ম করে। সকলেই এই কথা বলে আর বেদও তা সমর্থন করে॥ ৪ ॥

দোহা—(কিন্তু এই মুহূর্তে তা তো হচ্ছে না !) অপরাধ করল একজন আর তার ফল ভোগ করবে অন্যজন। শ্রীভগবানের বিচিত্র লীলা। কে বুঝবে এই তত্ত্ব ? ৭৭ ॥

চৌপাই (১—৪)

রায়ঁ রাম রাখন হিত লাগী। বহুত উপায় কিএ ছলু ত্যাগী॥
লখী রাম রুখ রহত ন জানে। ধরম ধুরন্ধর ধীর সয়ানে॥
তব নৃপ সীয় লাই উর লীন্‌হী। অতি হিত বহুত ভাঁতি সিখ দীন্‌হী॥
কহি বন কে দুখ দুসহ সুনাএ। সাসু সসুর পিতু সুখ সমুঝাএ॥
সিয় মনু রাম চরন অনুরাগা। ঘরু ন সুগমু বনু বিষমু ন লাগা॥
ঔরউ সবহিঁ সীয় সমুঝাঈ। কহি কহি বিপিন বিপতি অধিকাঈ॥
সচিব নারি গুর নারি সয়ানী। সহিত সনেহ কহহিঁ মৃদু বানী॥
তুম্‌হ কহুঁ তৌ ন দীন্‌হ বনবাসূ। করহু জো কহহিঁ সসুর গুর সাসূ॥

দোহা (৭৮)

সিখ সীতলি হিত মধুর মৃদু সুনি সীতহি ন সোহানি।
সরদ চন্দ চন্দিনি লগত জনু চকঈ অকুলানি॥

চৌপাই (১—৪)

সীয় সকুচ বস উতরু ন দেঈ। সো সুনি তমকি উঠী কৈকেঈ॥
মুনি পট ভূষন ভাজন আনী। আগেঁ ধরি বোলী মৃদু বানী॥
নৃপহি প্রানপ্রিয় তুম্‌হ রঘুবীরা। সীল সনেহ ন ছাড়িহি ভীরা॥
সুকৃতু সুজসু পরলোকু নসাঊ। তুম্‌হহি জান বন কহিহি ন কাউ॥
অস বিচারি সোই করহু জো ভাবা। রাম জননি সিখ সুনি সুখ পাবা॥
ভূপহি বচন বানসম লাগে। করহিঁ ন প্রান পয়ান অভাগে॥
লোক বিকল মুরুছিত নরনাহূ। কাহ করিঅ কছু সূঝ ন কাহূ॥
রামু তুরত মুনি বেষু বনাঈ। চলে জনক জননিহি সিরু নাঈ॥

দোহা (৭৯)

সজি বন সাজু সমাজু সবু বনিতা বন্ধু সমেত।
বন্দি বিপ্র গুর চরন প্রভু চলে করি সবহি অচেত॥

চৌপাই—রাজামহাশয় এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ধরে রাখবার জন্য ছলচাতুরীশূন্য অন্য সব চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধর্মে অবিচল, ধীর, বুদ্ধিমান শ্রীরামচন্দ্রের মনোভাব দেখে তিনি বুঝলেন যে তাঁকে আটকানো যাবে না॥ ১॥ তখন রাজা সীতাদেবীকে বুকে টেনে নিলেন আর ভালোবেসে বহু উপদেশাদি দিলেন। তিনি বললেন যে বনে দুঃসহ দুঃখ কষ্ট। তাই শ্বশ্রূমাতা, শ্বশুর ও পিতার নিকটে থাকলে ভালো থাকবে॥ ২॥ কিন্তু সীতাদেবীর মন তখন শ্রীরামচন্দ্রচরণে নিবেদিত। তাই তাঁর গৃহকে সুখের আর বনকে ভয়ানক বোধ হল না। অতঃপর অন্য সকলেও বনের দুঃখের কথা তাঁকে বোঝাতে প্রয়াসী হলেন॥ ৩॥ মন্ত্রী সুমন্ত্রের স্ত্রী, গুরুদেব বশিষ্ঠদেবের পত্নী ও অন্যান্য বুদ্ধিমতি নারীগণ সীতাদেবীকে স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বললেন—তোমাকে তো (রাজামহাশয়) বনবাস দেননি। তাই তোমার তো শ্বশুর, শাশুড়ি, গুরুদেব আদি গুরুজনদের কথা মেনে নিতে বাধা নেই॥ ৪॥

দোহা— এই কোমল মধুর সদুপদেশ সীতাদেবীর পছন্দ হল না। তিনি শারদ চন্দ্রালোকের চকোরীসম অস্থির হয়ে পড়লেন॥ ৭৮॥

চৌপাই — সংকোচ সীতাদেবীকে উত্তর দান করতে নিষেধ করল। এদিকে এই সকল কথা শ্রবণ করেই রানী কৈকেয়ী কুপিতা হলেন। তখন মুনিদের চীরবস্ত্র, জপমালা-মেখলা আদি আভরণ আর কমণ্ডলু আদি বস্তু এনে শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে রেখে মৃদু কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন॥ ১॥ হে রঘুবীর ! তুমি রাজার প্রাণসম প্রিয়। ভীরু (প্রেমের বশীভূত ও দুর্বল চিত্ত) রাজামহাশয় কখনো সৌশীল্য ও স্নেহ ত্যাগ করতে পারবেন না। তাঁর পুণ্য, সুযশ ও পরলোকের উত্তম গতিও যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তবুও তিনি তোমাকে বনবাসে যেতে বলবেন না॥ ২॥ অতএব যা ভালো মনে হয় তাই করো। মাতার উপদেশ শ্রীরামচন্দ্রকে সুখানুভূতি প্রদান করল। কিন্তু সেই কথাগুলিই রাজাকে শরসম বিদ্ধ করল। (তিনি তখন ভাবছেন—) এখনও এই অভাগার প্রাণ কেন বেরিয়ে যাচ্ছে না॥ ৩॥ রাজা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কী যে করণীয় তা কারও বোধগম্য হচ্ছিল না। শ্রীরামচন্দ্র তখন অবিলম্বে মুনিবেশাদি ধারণ করে জননী-জনককে প্রণাম নিবেদন করলেন আর যাত্রা করলেন॥ ৪॥

দোহা—বনবাসের সাজসজ্জায় (অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি নিয়ে) শ্রীরামচন্দ্র, স্ত্রী (সীতাদেবী) ও অনুজ (শ্রীলক্ষ্মণ)কে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণ ও গুরুচরণে বন্দনা করে আর সকলকে শোকাকুল করে যাত্রা করলেন॥ ৭৯॥

চৌপাই (১—৪)

নিকসি বসিষ্ঠ দ্বার ভএ ঠাঢ়ে। দেখে লোগ বিরহ দব দাঢ়ে॥
কহি প্রিয় বচন সকল সমুঝাএ। বিপ্র বৃন্দ রঘুবীর বোলাএ॥
গুর সন কহি বরষাসন দীন্হে। আদর দান বিনয় বস কীন্হে॥
জাচক দান মান সন্তোষে। মীত পুনীত প্রেম পরিতোষে॥
দাসীঁ দাস বোলাই বহোরী। গুরহি সৌঁপি বোলে কর জোরী॥
সব কৈ সার সঁভার গোসাঈঁ। করবি জনক জননী কী নাঈঁ॥
বারহিঁ বার জোরি জুগ পানী। কহত রামু সব সন মৃদু বানী॥
সোই সব ভাঁতি মোর হিতকারী। জেহি তেঁ রহৈ ভুআল সুখারী॥

দোহা (৮০)

মাতু সকল মোরে বিরহঁ জেহিঁ ন হোহিঁ দুখ দীন।
সোই উপাউ তুম্হ করেহু সব পুর জন পরম প্রবীন॥

চৌপাই (১—৪)

এহি বিধি রাম সবহি সমুঝাবা। গুর পদ পদুম হরষি সিরু নাবা।
গনপতি গৌরি গিরীসু মনাঈ। চলে অসীস পাই রঘুরাঈ॥
রাম চলত অতি ভয়উ বিষাদূ। সুনি ন জাই পুর আরত নাদূ॥
কুসগুন লঙ্ক অবধ অতি সোকূ। হরষ বিষাদ বিবস সুরলোকূ॥
গই মুরুছা তব ভূপতি জাগে। বোলি সুমন্ত্রু কহন অস লাগে॥
রামু চলে বন প্রান ন জাহীঁ। কেহি সুখ লাগ রহত তন মাহীঁ॥
এহি তেঁ কবন ব্যথা বলবানা। জো দুখু পাই তজহিঁ তনু প্রানা॥
পুনি ধরি ধীর কহই নরনাহূ। লৈ রথু সঙ্গ সখা তুম্হ জাহূ॥

চৌপাই—রাজপ্রাসাদ থেকে নির্গমন করে তিনি গুরুদেব বশিষ্ঠদেবের আবাসের সম্মুখে উপনীত হলেন। তিনি দেখলেন যে প্রজাগণ বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। তিনি তাদের সময়োচিত সান্ত্বনা দিলেন। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজকে ডাকলেন॥ ১॥ গুরুদেবের উপস্থিতিতে শ্রীরামচন্দ্র ব্রাহ্মণদের এক বৎসরের ভোজনসামগ্রী দান করলেন আর যথাযোগ্য সমাদর, দান ও মিষ্ট বাক্যে আপন করে নিলেন। অতঃপর তিনি যাচকদের সম্মান প্রদর্শন করে ও দান করে সন্তুষ্ট করলেন আর বন্ধুবান্ধবদের প্রতি পবিত্র প্রেম প্রদর্শন করে তাদের প্রসন্ন করলেন॥ ২॥ অতঃপর তিনি দাসদাসীদের ডেকে গুরুদেবকে বললেন—হে গুরুদেব ! এদের আমি আপনার হস্তে অর্পণ করলাম। আপনি মাতাপিতাসম তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্র বারে বারে হাতজোড় করে সকলকে সুমিষ্ট বচনে বললেন—সেই আমার যথার্থ হিতৈষী ও বন্ধু যে মহারাজকে সুখী করতে সক্ষম হবে॥ ৪॥

দোহা—হে সুচতুর প্রবীণ প্রজাগণ ! আপনাদের সুব্যবস্থাপনায় যেন আমার মাতাসকল বিরহজনিত দুঃখে দীনহীন না হয়ে পড়েন॥ ৮০॥

চৌপাই—এইভাবে সকলকে সন্তুষ্ট করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পরমানন্দে শ্রীগুরুর পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর গণেশ, গিরিজা ও গিরীশকে স্মরণ করে ও তাঁদের আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে যাত্রা করলেন॥ ১॥ শ্রীরামচন্দ্রের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার চতুর্দিকে বিষাদ নেমে এল। কান পাতলেই সেই আর্তনাদ শোনা যেতে লাগল। লঙ্কায় ভয়ানক সকল অমঙ্গল চিহ্ন দেখা যেতে লাগল। অযোধ্যা যখন অতিশয় শোকগ্রস্ত তখনই দেবলোকে হর্ষ ও বিষাদের যুগপৎ অবস্থা দেখা গেল (আনন্দের কারণ এই যে এইবার রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ হবে আর বিষাদের কারণ অবশ্যই অযোধ্যার এই দুর্দশা)॥ ২॥ মূর্ছাভঙ্গে রাজা চোখ খুললেন। তিনি মন্ত্রী সুমন্ত্রকে ডেকে বললেন—শ্রীরাম বনবাসে চলে গেল অথচ আমি এখনও বেঁচে আছি ! আমি জানি না আর কী সুখ লাভ করবার ইচ্ছায় প্রাণ এখনও দেহে আশ্রয় করে আছে॥ ৩॥ এর বেশি কী আঘাত প্রাণের দেহত্যাগের জন্য প্রয়োজন ! অতঃপর তিনি ধীর স্থির হয়ে বললেন—হে সখা ! তুমি রথ নিয়ে শ্রীরামের সঙ্গে যাও॥ ৪॥

দোহা (৮১)

সুঠি সুকুমার কুমার দোউ জনকসুতা সুকুমারি।
রথ চঢ়াই দেখরাই বনু ফিরেহু গএঁ দিন চারি॥

চৌপাই (১—৪)

জৌঁ নহিঁ ফিরহিঁ ধীর দোউ ভাঈ। সত্যসন্ধ দৃঢ়ব্রত রঘুরাঈ॥
তৌ তুম্হ বিনয় করেহু কর জোরী। ফেরিঅ প্রভু মিথিলেসকিসোরী॥
জব সিয় কানন দেখি ডেরাঈ। কহেহু মোরি সিখ অবসরু পাঈ॥
সাসু সসুর অস কহেউ সঁদেসূ। পুত্রি ফিরিঅ বন বহুত কলেসূ॥
পিতুগৃহ কবহুঁ কবহুঁ সসুরারী। রহেহু জহাঁ রুচি হোই তুম্হারী॥
এহি বিধি করেহু উপায় কদম্বা। ফিরই ত হোই প্রান অবলম্বা॥
নাহিঁ ত মোর মরনু পরিনামা। কছু ন বসাই ভএঁ বিধি বামা॥
অস কহি মুরুছি পরা মহি রাউ। রামু লখনু সিয় আনি দেখাউ॥

দোহা (৮২)

পাই রজায়সু নাই সিরু রথু অতি বেগ বনাই।
গয়উ জহাঁ বাহের নগর সীয় সহিত দোউ ভাই॥

চৌপাই (১—৩)

তব সুমন্ত্র নৃপ বচন সুনাএ। করি বিনতী রথ রামু চঢ়াএ॥
চঢ়ি রথ সীয় সহিত দোউ ভাঈ। চলে হৃদয়ঁ অবধহি সিরু নাঈ॥
চলত রামু লখি অবধ অনাথা। বিকল লোক সব লাগে সাথা॥
কৃপাসিন্ধু বহুবিধি সমুঝাবহিঁ। ফিরহিঁ প্রেম বস পুনি ফিরি আবহিঁ॥
লাগতি অবধ ভয়াবনি ভারী। মানহুঁ কালরাতি অঁধিআরী॥
ঘোর জন্তু সম পুর নর নারী। ডরপহিঁ একহি এক নিহারী॥

দোহা—*অতি সুকুমার রাজকুমারদের ও সুকুমারী সীতাকে রথে বসিয়ে বনে চার দিন কাটিয়ে ফিরে এসো॥ ৮১ ॥*

চৌপাই—শ্রীরঘুনাথ সত্যাশ্রয়ী ও দৃঢ়ব্রত—তাই যদি ধৈর্যযুক্ত ভ্রাতাযুগল ফিরে আসতে রাজি না হন তাহলে তুমি করজোড়ে নিবেদন করে বলবে—হে প্রভু ! অন্তত জনকনন্দিনীকে ফিরে যেতে দিন॥ ১॥ যখন বনের ভয়াবহ অবস্থা দেখে সীতা ভয় পেয়ে যাবে তখন সুযোগ বুঝে আমার ও কৌশল্যার অনুরোধের কথা তাকে বলবে—বনে ভয়ানক কষ্ট, তাই তুমি ফিরে এসো॥ ২॥ কখনো বাপের বাড়ি আর কখনো শ্বশুর বাড়ি যেমন ইচ্ছে তেমন থাকবে। তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য খুব চেষ্টা করবে। সে ফিরে এলে আমি যেন বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন পাই ! ৩॥ না হলে শেষে আমার মৃত্যুই হবে। বিধিবাম তাই আমার কথার কোনো দাম নেই। হায় ! রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে আমার কাছে এনে দাও। এইরূপ বলে রাজা (আবার) মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন॥ ৪॥

দোহা—*রাজার আদেশ শিরোধার্য করে মন্ত্রী সুমন্ত্র তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে দ্রুতবেগে রথ প্রস্তুত করে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। নগরের সীমানার বাইরে মন্ত্রী সুমন্ত্র তাঁদের দেখতে পেলেন॥ ৮২ ॥*

চৌপাই—সেইখানে উপনীত হয়ে মন্ত্রী সুমন্ত্র শ্রীরামচন্দ্রকে রাজা-মহাশয়ের নির্দেশের কথা জানালেন। বহু অনুনয় বিনয় করে মন্ত্রী সুমন্ত্র তাঁদের রথের উপর তুললেন। সীতাদেবীর সঙ্গে রথে উঠে ভ্রাতৃযুগল বনবাসে চললেন। যাত্রাপথে তাঁরা মনে মনে অযোধ্যাকে প্রণাম নিবেদন করলেন॥ ১॥ প্রজাগণ দেখল যে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। শ্রীরামচন্দ্র না থাকলে অযোধ্যা অনাথ হয়ে যাবে মনে করে প্রজাগণ তাঁর সঙ্গে চলতে লাগল। কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র তাদের বারে বারে বোঝাতে থাকলেন। তারা সাময়িক ভাবে তাঁর কথায় অযোধ্যার দিকে গমন করল আবার তাঁরই আকর্ষণে পুনরায় ফিরে আসতে লাগল॥ ২॥ অযোধ্যাপুরী তখন ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল যেন সেখানে কালরাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে। ভয়াবহ অযোধ্যাপুরীতে প্রজাগণ একে অপরকে হিংস্র

চৌপাই (৪)

ঘর মসান পরিজন জনু ভূতা। সুত হিত মীত মনহুঁ জমদূতা॥
বাগন্হ বিটপ বেলি কুম্হিলাহীঁ। সরিত সরোবর দেখি ন জাহীঁ॥

দোহা (৮৩)

হয় গয় কোটিন্হ কেলিমৃগ পুরপসু চাতক মোর।
পিক রথাঙ্গ সুক সারিকা সারস হংস চকোর॥

চৌপাই (১—৪)

রাম বিয়োগ বিকল সব ঠাঢ়ে। জহঁ তহঁ মনহুঁ চিত্র লিখি কাঢ়ে॥
নগরু সফল বনু গহবর ভারী। খগ মৃগ বিপুল সকল নর নারী॥
বিধি কৈকঈ কিরাতিনি কীন্হী। জেহিঁ দব দুসহ দসহুঁ দিসি দীন্হী॥
সহি ন সকে রঘুবর বিরহাগী। চলে লোগ সব ব্যাকুল ভাগী॥
সবহিঁ বিচারু কীন্হ মন মাহীঁ। রাম লখন সিয় বিনু সুখু নাহীঁ॥
জহাঁ রামু তহঁ সবুই সমাজূ। বিনু রঘুবীর অবধ নহিঁ কাজূ॥
চলে সাথ অস মন্ত্রু দৃঢ়াঈ। সুর দুর্লভ সুখ সদন বিহাঈ॥
রাম চরন পঙ্কজ প্রিয় জিন্হহী। বিষয় ভোগ বস করহিঁ কি তিন্হহী॥

দোহা (৮৪)

বালক বৃদ্ধ বিহাই গৃহঁ লগে লোগ সব সাথ।
তমসা তীর নিবাসু কিয় প্রথম দিবস রঘুনাথ॥

চৌপাই (১—২)

রঘুপতি প্রজা প্রেমবস দেখী। সদয় হৃদয়ঁ দুখু ভয়উ বিসেষী॥
করুনাময় রঘুনাথ গোসাঁঈ। বেগি পাইঅহিঁ পীর পরাঈ॥
কহি সপ্রেম মৃদু বচন সুহাএ। বহুবিধি রাম লোগ সমুঝাএ॥
কিএ ধরম উপদেস ঘনেরে। লোগ প্রেম বস ফিরহিঁ ন ফেরে॥

জন্তুসম মনে করে ভয় পেতে লাগল॥ ৩॥ প্রজাদের চোখে তখন গৃহ শ্মশান-সম, পরিজন ভূতপ্রেতসম আর পুত্র, হিতৈষী, মিত্র যমদূতসম লাগছিল। উদ্যানের বৃক্ষ, লতাকুঞ্জাদি বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগল। নদী ও সরোবরাদি এত ভয়ানক বোধ হচ্ছিল যে সেদিকে তাকানো যাচ্ছিল না॥ ৪॥

দোহা—অযোধ্যার কোটি কোটি অশ্ব, গজ, কেলিমৃগ, নগরের পালিত (গাভী, বলদ, অজ, ভেড়া আদি) পশুপক্ষীসকল, চাতক, ময়ূর, কোকিল, চখাচখী, শুকসারী, সারস, হংস, চকোর (যেন অনাথ হয়ে পড়ল)॥ ৮৩॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রের বিয়োগে তারা সকলেই কাতর হয়ে বহু স্থানে (এমন নিঃশব্দে স্থির হয়ে) দাঁড়িয়ে থাকতে লাগল যে তাদের দেখে পটে আঁকা ছবি মনে হতে লাগল। পূর্বে নগর যেন ফলে ঠাসা বাগান ছিল আর নগরবাসী জনগণ যেন ছিল পশুপক্ষী (অর্থাৎ অযোধ্যাপুরী ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রদানকারী ছিল আর প্রজাগণ তা সুখে লাভ করতে অভ্যস্ত ছিল)॥ ১॥ বিধাতা সৃষ্ট কিরাতিনী কৈকেয়ী সেই অরণ্যের দশদিকে অগ্নি সংযোগ করে দিয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বিরহ অগ্নি প্রজাগণ সহ্য করতে পারছিল না। তাই ব্যাকুল হয়ে সকলে অযোধ্যা ছেড়ে পলায়ন করতে উদ্যোগী হয়েছিল॥ ২॥ সকলেরই এই দৃঢ় ধারণা ছিল যে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবী থাকলেই তবেই সুখে থাকা সম্ভব। যেখানে শ্রীরামচন্দ্র থাকবেন সেখানেই অযোধ্যায় জনগণ নিবাস করবেন। অতএব শ্রীরামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় (আর) নেই তখন সেইখানে অবস্থান করা নিষ্প্রয়োজন॥ ৩॥ এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে সকলে তাদের দেবদুর্লভ সুখে পরিপূর্ণ গৃহাদি ত্যাগ করে শ্রীরামচন্দ্রের অনুগমন করতে লাগল। শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম যার প্রিয় সে কী কখনো বিষয়ভোগের বশীভূত হতে পারে ? ৪॥

দোহা—বালক ও বৃদ্ধ গৃহে রইল। অন্য সকলে শ্রীরামচন্দ্রের অনুগমন করতে লাগল। প্রথম রাত্রি শ্রীরঘুনাথের তমসা নদীর তীরে কাটল॥ ৮৪॥

চৌপাই—প্রজাদের ওইরকম প্রেমবিহ্বল দেখে দয়ালু শ্রীরঘুনাথ দুঃখ পেলেন। করুণাবিগ্রহ প্রভু শ্রীরঘুনাথ। অন্যের দুঃখ তাকে তৎক্ষণাৎ স্পর্শ করে। অর্থাৎ কেউ দুঃখিত হলে তিনিও দুঃখিত হয়ে যান॥ ১॥ শ্রীরামচন্দ্র প্রেমময় কোমল ও সুন্দর কথায় প্রজাদের বুঝিয়ে ধর্মপালনের অনেক সদুপদেশ

চৌপাই (৩—৪)

সীলু সনেহু ছাড়ি নহিঁ জাঈ। অসমঞ্জস বস ভে রঘুরাঈ॥
লোগ সোগ শ্রব বস গএ সোঈ। কছুক দেবমায়াঁ মতি মোঈ॥
জবহিঁ জাম জুগ জামিনি বীতী। রাম সচিব সন কহেউ সপ্রীতী॥
খোজ মারি রথু হাঁকহু তাতা। আন উপায়ঁ বনিহি নহিঁ বাতা॥

দোহা (৮৫)

রাম লখন সিয় জান চঢ়ি সম্ভু চরন সিরু নাই।
সচিবঁ চলায়উ তুরত রথু ইত উত খোজ দুরাই॥

চৌপাই (১—৪)

জাগে সকল লোগ ভএঁ ভোরূ। গে রঘুনাথ ভয়উ অতি সোরূ॥
রথ কর খোজ কতহুঁ নহিঁ পাবহিঁ। রাম রাম কহি চহুঁ দিসি ধাবহিঁ॥
মনহুঁ বারিনিধি বূড় জহাজূ। ভয়উ বিকল বড় বনিক সমাজূ॥
একহি এক দেহিঁ উপদেসূ। তজে রাম হম জানি কলেসূ॥
নিন্দহিঁ আপু সরাহহিঁ মীনা। ধিগ জীবনু রঘুবীর বিহীনা॥
জৌঁ পৈ প্রিয় বিয়োগু বিধি কীন্হা। তৌ কস মরনু ন মাগেঁ দীন্হা॥
এহি বিধি করত প্রলাপ কলাপা। আএ অবধ ভরে পরিতাপা॥
বিষম বিয়োগু ন জাই বখানা। অবধি আস সব রাখহিঁ প্রানা॥

দোহা (৮৬)

রাম দরস হিত নেম ব্রত লগে করন নর নারি।
মনহুঁ কোক কোকী কমল দীন বিহীন তমারি॥

দিলেন। কিন্তু প্রজাদের আকর্ষণ তাঁর উপর এত প্রবল ছিল যে তাদের ফিরে যাওয়ার কথা বলেও তাদের ফেরানো সম্ভব হল না॥ ২ ॥ সদাচার ও স্নেহের বাঁধন ত্যাগ করা কঠিন হয়ে উঠল। এমন অবস্থায় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। বিরহ ও পথভ্রমে ক্লান্ত প্রজাগণ গভীর নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ল ; দেবমায়ায় তাদের মতি মোহিত হল॥ ৩॥ রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হলে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র মন্ত্রী সুমন্ত্রকে প্রীতিপূর্বক (গোপনে) বললেন—হে তাত ! এমনভাবে রথ চালনা করুন যে রথের গতিপথ সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়। এছাড়া এদের অযোধ্যায় ফিরিয়ে দেওয়ার অন্য কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না॥ ৪ ॥

দোহা—মহাদেবের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবী রথারূঢ় হলেন। আদেশ পালন করে মন্ত্রী সুমন্ত্রও (স্থানে স্থানে) গতিপথের চিহ্নে সংশয় রেখে তৎক্ষণাৎ রথ চালিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন॥ ৮৫॥

চৌপাই—ভোর হতেই সকলেরই ঘুম ভাঙল। তারা দেখল যে শ্রীরঘুনাথ স্থান ত্যাগ করেছেন। তারা সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। রথের গতিপথ নির্ধারণ করতে সক্ষম না হয়ে প্রজাগণ বিলাপ করতে করতে চতুর্দিকে ছোটাছুটি করতে লাগল॥ ১॥ পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছিল যেন মাঝ সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়েছে ; তাতে বণিকদল ব্যাকুল হয়ে ছোটাছুটি করছে। প্রজাগণ আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে তাদের কষ্ট হবে মনে করেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন॥ ২ ॥ সকলেরই মত যে মৎস্যকুল কত ভাগ্যবান (কারণ তারা জল থেকে বিচ্যুত হলেই মৃত্যুরূপে নিষ্কৃতি লাভ করে থাকে)। ধিক্ এই জীবন ! শ্রীরামচন্দ্র সঙ্গে নেই অথচ বেঁচে আছি এ যে এক বিড়ম্বনা ! বিধাতা যখন শ্রীরামচন্দ্রের বিরহ যাতনা দিলেন তখন তাতে মৃত্যু দিলেন না কেন ? ৩॥ প্রলাপ করে পরিতাপ ক্লিষ্ট চিত্তে তারা অযোধ্যায় ফিরে এল। তাদের বিরহদশা ছিল বর্ণনাতীত। (চতুর্দশ বৎসর কাল অবসানে) আবার শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করবে এই আশায় তারা বেঁচে রইল॥ ৪॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের আবার দর্শনলাভ করবার আশায় অযোধ্যার জনগণ নিয়ম ও ব্রতপালনে নিত্যযুক্ত হয়ে পড়ল। তারা সূর্যের অভাবে চখাচখী ও কমলসম বেদনাক্লিষ্ট হয়ে পড়ল॥ ৮৬॥

চৌপাই (১—৪)

সীতা সচিব সহিত দোউ ভাঈ। সৃঙ্গবেরপুর পহুঁচে জাঈ॥
উতরে রাম দেবসরি দেখী। কীন্হ দন্ডবত হরষু বিসেষী॥
লখন সচিবঁ সিয়ঁ কিএ প্রনামা। সবহি সহিত সুখু পায়উ রামা॥
গঙ্গ সকল মুদ মঙ্গল মূলা। সব সুখ করনি হরনি সব সূলা॥
কহি কহি কোটিক কথা প্রসঙ্গা। রামু বিলোকহিঁ গঙ্গ তরঙ্গা॥
সচিবহি অনুজহি প্রিয়হি সুনাঈ। বিবুধ নদী মহিমা অধিকাঈ॥
মজ্জনু কীন্হ পন্থ শ্রব গয়ঊ। সুচি জলু পিঅত মুদিত মন ভয়ঊ॥
সুমিরত জাহি মিটই শ্রম ভারূ। তেহি শ্রম যহ লৌকিক ব্যবহারূ॥

দোহা (৮৭)

সুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় কন্দ ভানুকুল কেতু।
চরিত করত নর অনুহরত সংসৃতি সাগর সেতু॥

চৌপাই (১—৩)

যহ সুধি গুহঁ নিষাদ জব পাঈ। মুদিত লিএ প্রিয় বন্ধু বোলাঈ॥
লিএ ফল মূল ভেঁট ভরি ভারা। মিলন চলেউ হিয়ঁ হরষু অপারা॥
করি দন্ডবত ভেঁট ধর আগেঁ। প্রভুহি বিলোকত অতি অনুরাগেঁ॥
সহজ সনেহ বিবস রঘুরাঈ। পূঁছী কুসল নিকট বৈঠাঈ॥
নাথ কুসল পদ পঙ্কজ দেখেঁ। ভয়উঁ ভাগভাজন জন লেখেঁ॥
দেব ধরনি ধনু ধামু তুম্হারা। মৈঁ জনু নীচু সহিত পরিবারা॥

চৌপাই—সীতাদেবী ও মন্ত্রী সুমন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রাতাযুগল শৃঙ্গবেরপুরে উপনীত হলেন। সম্মুখে গঙ্গানদী প্রবাহিতা দেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র রথ থেকে নেমে পড়লেন আর পরম আনন্দে গঙ্গাদেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করলেন॥ ১॥ শ্রীলক্ষ্মণ, সুমন্ত্র ও সীতাদেবীও গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করলেন। গঙ্গাতটে অবস্থান করে সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের উপস্থিতিতে সুখানুভূতি লাভ করলেন। সকল আনন্দ ও সকল মঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন মা গঙ্গা। তিনি সর্বসুখ প্রদান করেন ও সর্বদুঃখ হরণ করেন॥ ২॥ গঙ্গার তরঙ্গ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অবলোকন করছেন আর বিভিন্ন প্রসঙ্গের বর্ণনা করছেন। মন্ত্রী, অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ ও প্রিয়া সীতাদেবীকে শ্রীরামচন্দ্র দেবনদী গঙ্গার অনন্ত মহিমার কথা বলছেন॥ ৩॥ গঙ্গাবারিতে স্নানাদি করায় সকলের পথশ্রম দূর হল। পবিত্র গঙ্গাবারি পান করে সকলে প্রসন্নচিত্ত হলেন। যাঁকে স্মরণ করলেই (জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তনের) অতি ভয়ানক পরিশ্রম দূরীভূত হয়, তাঁর পথশ্রম হওয়াকে লৌকিক ব্যবহার (নরলীলা) আখ্যা দেওয়াই শ্রেয়॥ ৪॥

দোহা—শুদ্ধসত্ত্ব সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান স্বয়ং সূর্যবংশধ্বজ শ্রীরাম-চন্দ্ররূপে যে পবিত্র নরলীলা করছেন তা ভবসাগর লঙ্ঘন করবার সেতুসম॥ ৮৭॥

চৌপাই—যখন নিষাদরাজ গুহক শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের সংবাদ পেল তখন সে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সে নিজ প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজনদের ডেকে একত্র করল আর শ্রীপ্রভুকে প্রীতি উপহার প্রদান করবার জন্য প্রভূত পরিমাণ ফলমূল নিয়ে চলল। সীমাতীত আনন্দে সে তখন ডগমগ ছিল॥ ১॥ শ্রীরামচন্দ্র সকাশে উপনীত হয়ে নিষাদরাজ তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করে প্রীতি উপহার প্রদান করল। অতঃপর সে পরম অনুরাগে শ্রীপ্রভুকে দর্শন করতে লাগল। শ্রীরামচন্দ্র সস্নেহে গুহককে নিকটে বসালেন আর তার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন॥ ২॥ নিষাদরাজ উত্তরে বলল—হে নাথ ! আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেই তো আমার সর্বকুশল হয়ে গিয়েছে। আজ আমি পরম ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন হতে পেরে গর্বিত। হে দেব ! এই ভূমি, সম্পদ, গৃহ আদি সবই তো আপনার। আমি সপরিবারে আপনার দাসানুদাস, বলে

চৌপাই (৪)

কৃপা করিঅ পুর ধারিঅ পাউ। থাপিয় জনু সবু লোগু সিহাউ॥
কহেহু সত্য সবু সখা সুজানা। মোহি দীন্হ পিতু আয়সু আনা॥

দোহা (৮৮)

বরষ চারিদস বাসু বন মুনি ব্রত বেষু অহারু।
গ্রাম বাসু নহিঁ উচিত সুনি গুহহি ভয়উ দুখু ভারু॥

চৌপাই (১—৪)

রাম লখন সিয় রূপ নিহারী। কহহিঁ সপ্রেম গ্রাম নর নারী॥
তে পিতু মাতু কহহু সখি কৈসে। জিন্হ পঠএ বন বালক ঐসে॥
এক কহহিঁ ভল ভূপতি কীন্হা। লোয়ন লাহু হমহি বিধি দীন্হা॥
তব নিষাদপতি উর অনুমানা। তরু সিংসুপা মনোহর জানা॥
লৈ রঘুনাথহি ঠাউঁ দেখাবা। কহেউ রাম সব ভাঁতি সুহাবা॥
পুরজন করি জোহারু ঘর আএ। রঘুবর সন্ধ্যা করন সিধাএ॥
গুহঁ সঁবারি সাঁথরী ডসাঈ। কুস কিসলয়ময় মৃদুল সুহাঈ॥
সুচি ফল মূল মধুর মৃদু জানী। দীনা ভরি ভরি রাখেসি পানী॥

দোহা (৮৯)

সিয় সুমন্ত্র ভ্রাতা সহিত কন্দ মূল ফল খাই।
সয়ন কীন্হ রঘুবংশমনি পায় পলোটত ভাই॥

চৌপাই (১)

উঠে লখনু প্রভু সোবত জানী। কহি সচিবহি সোবন মৃদু বানী॥
কছুক দূরি সজি বান সরাসন। জাগন লগে বৈঠি বীরাসন॥

জানবেন॥ ৩॥ আপনি দয়া করে নগরে (শৃঙ্গবেরপুরে) পদার্পণ করে এই দাসের সম্মান বৃদ্ধি করুন। শ্রীরামচন্দ্র বললেন—হে উত্তম সখা আমার ! তোমার আমন্ত্রণ একান্তই আন্তরিক, তা আমি জানি। কিন্তু আমার উপর যে অন্যরকম পিতৃআদেশ রয়েছে॥ ৪॥

দোহা—(পিতৃ আজ্ঞায়) আমাকে এখন চতুর্দশ বৎসরকাল মুনির বেশ, ব্রত ও আহার করে বনেই অবস্থান করতে হবে। তাই তোমার আমন্ত্রণে নগরে গমন যে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই সংবাদ গুহককে বিষণ্ণ করে তুলল॥ ৮৮॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর দর্শন লাভ করে সেইখানকার নরনারীগণ প্রেমপূর্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হল। (কেউ বলে ফেলল—) হে সখী ! এঁদের বাপ-মায়ের কাজ দেখ, এমন (সুন্দর সুকুমার তনু) সন্তানদের বনবাসে পাঠিয়েছেন ! ১॥ একজন বলল—রাজামহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই অজুহাতে তো আমরা ব্রহ্মার দেওয়া চর্মচক্ষু লাভের সুফল পেলাম। নিষাদরাজ গুহক মনে মনে চিন্তা করে অশোকবৃক্ষের ছায়ার সমতল ভূমিকেই অতিথিদের জন্য উপযুক্ত বলেন স্থির করল॥ ২॥ সেই মতন স্থির করে শ্রীরঘুনাথকে সেই স্থান দেখানো হল। (দেখে) শ্রীরামচন্দ্রের স্থান পছন্দ হল। এইবার গ্রামের জনগণ তাঁকে বন্দনা করে যে যার নিজের ঘরে ফিরে গেল। শ্রীরঘুবীর সন্ধ্যাবন্দনা করতে গমন করলেন॥ ৩॥ গুহক (সেই ফাঁকে) কুশ ও কিশলয় সহযোগে কোমল শয্যা প্রস্তুত করে দিল। অতঃপর সুমধুর ও কোমল ফলমূল বেছে দিল আর পত্রাধারে জল এনে দিল॥ ৪॥

দোহা—সীতাদেবী, সুমন্ত্র ও অনুজ শ্রীলক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র কন্দ ও ফলমূল ভোজন করে শয়ন করলেন। অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ তাঁর পদসেবায় যুক্ত হলেন॥ ৮৯॥

চৌপাই—অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র নিদ্রাগমন করেছেন জেনে শ্রীলক্ষ্মণ উঠলেন আর মৃদুস্বরে মন্ত্রী সুমন্ত্রকে শয়ন করবার অনুরোধ করে স্বয়ং কিছু দূরে ধনুর্বাণ নিয়ে বীরাসনে বসে জেগে থেকে প্রহরা দিতে লাগলেন॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

গুহঁ বোলাই পাহরূ প্রতীতী। ঠাবঁ ঠাবঁ রাখে অতি প্রীতী॥
আপু লখন পহিঁ বৈঠেউ জাঈ। কটি ভাথী সর চাপ চঢ়াঈ॥
সোবত প্রভুহি নিহারি নিষাদূ। ভয়উ প্রেম বস হৃদয়ঁ বিষাদূ॥
তনু পুলকিত জলু লোচন বহঈ। বচন সপ্রেম লখন সন কহঈ॥
ভূপতি ভবন সুভায়ঁ সুহাবা। সুরপতি সদনু ন পটতর পাবা॥
মনিময় রচিত চারু চৌবারে। জনু রতিপতি নিজ হাথ সঁবারে॥

দোহা (৯০)

সুচি সুবিচিত্র সুভোগময় সুমন সুগন্ধ সুবাস।
পলঁগ মঞ্জু মনি দীপ জহঁ সব বিধি সকল সুপাস॥

চৌপাই (১—৪)

বিবিধ বসন উপধান তুরাঈঁ। ছীর ফেন মৃদু বিসদ সুহাঈঁ॥
তহঁ সিয় রামু সয়ন নিসি করহীঁ। নিজ ছবি রতি মনোজ মদু হরহীঁ॥
তে সিয় রামু সাথরীঁ সোএ। শ্রমিত বসন বিনু জাহিঁ ন জোএ॥
মাতু পিতা পরিজন পুরবাসী। সখা সুসীল দাস অরু দাসী॥
জোগবহিঁ জিন্হহি প্রান কী নাঈ। মহি সোবত তেই রাম গোসাঈ॥
পিতা জনক জগ বিদিত প্রভাউ। সসুর সুরেস সখা রঘুরাউ॥
রামচন্দু পতি সো বৈদেহী। সোবত মহি বিধি বাম ন কেহী॥
সিয় রঘুবীর কি কানন জোগূ। করম প্রধান সত্য কহ লোগূ॥

দোহা (৯১)

কৈকয়নন্দিনি মন্দমতি কঠিন কুটিলপনু কীন্হ।
জেহিঁ রঘুনন্দন জানকিহি সুখ অবসর দুখু দীন্হ॥

গুহক বিশ্বাসী কিছু ব্যক্তিদের স্থানে স্থানে প্রহরার কার্যে নিযুক্ত করে নিজে কটিতে তূণীর ও হস্তে ধনুর্বাণ নিয়ে শ্রীলক্ষ্মণের কাছে গিয়ে উপবেশন করল॥ ২॥ শ্রীপ্রভু ভূমিতে শয়ন করে আছেন দেখে প্রীতির আধিক্যে নিষাদরাজের মনে বিষাদ উপস্থিত হল। তখন তার তনুতে পুলক শিহরণ ও নয়নে প্রেমাশ্রু বারি। এইবার সে প্রীতি সহকারে শ্রীলক্ষ্মণের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল॥ ৩॥ (সে বলল—) মহারাজ দশরথের প্রাসাদ নিশ্চয়ই খুব সুন্দর যার কাছে ইন্দ্রলোকও কিছু নয়। প্রাসাদে মণিমাণিক্যখচিত চিলেকোঠা (কক্ষ) নিশ্চয়ই বামদেবের নিজের হস্তে সুসজ্জিত॥ ৪॥

দোহা—পবিত্র, অনুপম সুন্দর, সর্বসুখপ্রদানকারী বস্তুসকলে পরিপূর্ণ সুবাসিত সেই কক্ষে সুন্দর পালঙ্ক ও মণিময় দীপস্তম্ভ যুক্ত সর্বসুখে পরিপূর্ণ বিশ্রামের সুব্যবস্থা॥ ৯০॥

চৌপাই—দুগ্ধফেননিভ কোমল, নির্মল (উজ্জ্বল) ও সুন্দর সুখশয্যায় রয়েছে সুন্দর চাদর, আচ্ছাদন, উপাধান, তোশক। সেই সুখসমৃদ্ধ শয্যায় সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্র শয়ন করতেন। সেই দৃশ্য মদন-রতির গর্বও খর্ব করত॥ ১॥ তাঁরাই আজ কুশ ও পত্রদল নির্মিত শয্যায় পরিশ্রান্ত হয়ে আচ্ছাদন ছাড়াই শায়িত হয়ে আছেন। এই দৃশ্য দেখে স্থির থাকা অতি কঠিন। যে শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় মাতা, পিতা, আত্মীয়স্বজন, প্রজাগণ, মিত্র, উত্তম সদাচারসম্পন্ন দাসদাসীগণকে নিত্যযুক্ত থাকতে দেখা যেত, তিনিই আজ ভূমিতে শয়ন করে আছেন। জগদ্বিখ্যাত জনক রাজা যাঁর পিতা, দেবরাজ ইন্দ্রের বন্ধু রঘুকুলপতি শ্রীদশরথ যাঁর শ্বশুর ও স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র যাঁর পতি সেই সীতাদেবী আজ ভূমিতে শয়ন করে আছেন। বিধাতার বিধান থেকে কে রক্ষা পাবে ? কিন্তু সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্র কি কখনো বনবাসের যোগ্য হতে পারেন ? লোকে ভাগ্যকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে তা দেখছি সত্য বলে প্রমাণিত হল ! ২-৪॥

দোহা—কৈকেয়রাজনন্দিনী মন্দমতি কৈকেয়ী অতিশয় কুটিলগামী হয়ে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে সুখের সময়ে দুঃখের মুখে ঠেলে দিয়েছেন॥ ৯১॥

চৌপাই (১—৪)

ভই দিনকর কুল বিটপ কুঠারী। কুমতি কীন্হ সব বিস্ব দুখারী॥
ভয়উ বিষাদু নিষাদহি ভারী। রাম সীয় মহি সয়ন নিহারী॥

বোলে লখন মধুর মৃদু বানী। গ্যান বিরাগ ভগতি রস সানী॥
কাহু ন কোউ সুখ দুখ কর দাতা। নিজ কৃত করম ভোগ সবু ভ্রাতা॥

জোগ বিয়োগ ভোগ ভল মন্দা। হিত অনহিত মধ্যম ভ্রম ফন্দা॥
জনমু মরনু জহঁ লগি জগ জালূ। সম্পতি বিপতি করমু অরু কালূ॥

ধরনি ধামু ধনু পুর পরিবারূ। সরগু নরকু জহঁ লগি ব্যবহারূ॥
দেখিঅ সুনিঅ গুনিঅ মন মাহীঁ। মোহ মূল পরমারথু নাহীঁ॥

দোহা (৯২)

সপনেঁ হোই ভিখারি নৃপু রঙ্কু নাকপতি হোই।
জাগেঁ লাভু ন হানি কছু তিমি প্রপঞ্চ জিয়ঁ জোই॥

চৌপাই (১—৪)

অস বিচারি নহিঁ কীজিঅ রোসূ। কাহুহি বাদি ন দেইঅ দোসূ॥
মোহ নিসাঁ সবু সোবনিহারা। দেখিঅ সপন অনেক প্রকারা॥

এহিঁ জগ জামিনি জাগহিঁ জোগী। পরমারথী প্রপঞ্চ বিয়োগী॥
জানিঅ তবহিঁ জীব জগ জাগা। জব সব বিষয় বিলাস বিরাগা॥

হোই বিবেকু মোহ ভ্রম ভাগা। তব রঘুনাথ চরন অনুরাগা॥
সখা পরম পরমারথু এহূ। মন ক্রম বচন রাম পদ নেহূ॥

রাম ব্রহ্ম পরমারথ রূপা। অবিগত অলখ অনাদি অনূপা॥
সকল বিকার রহিত গতভেদা। কহি নিত নেতি নিরূপহিঁ বেদা॥

চৌপাই—তিনি সূর্যবংশরূপ বৃক্ষের জন্য কুঠারসম হলেন ; সেই মন্দমতি রমণী যে সমগ্র জগৎকে দুঃখ প্রদান করলেন। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে ভূমিতে শয়ন করতে দেখে নিষাদরাজের অন্তর দুঃখে ভরে গেল॥ ১॥ তখন শ্রীলক্ষ্মণ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিরসে সিঞ্চিত সুমিষ্ট কোমল বচনে বললেন—হে ভাই ! কেউ কি কাউকে সুখ অথবা দুঃখ দিতে পারে ? সকলেই তো নিজের কর্মফল ভোগ করে থাকে॥ ২॥ সংযোগ-বিয়োগ, উত্তম-অধম ভোগ, শত্রু, মিত্র, উদাসীন—এ সবই ভ্রমাত্মক। জন্ম-মৃত্যু, সম্পত্তি-বিপত্তি, কর্ম ও সময় (কাল)—যতদূর পর্যন্ত জাগতিক প্রপঞ্চ রয়েছে এবং ভূমি, গৃহ, ধনসম্পদ, নগর, পরিবার, স্বর্গ-নরক যা কিছু আচার-ব্যবহার এবং যা কিছুর দর্শন, শ্রবণ, চিন্তন করা হয় তার মূলে থাকে মোহ (অজ্ঞান)। পরমার্থ চিন্তায় এই সকলের অস্তিত্ব নেই॥ ৪॥

দোহা—স্বপ্নের মধ্যে রাজা কাঙাল হয়ে গেল অথবা কাঙাল স্বর্গের ইন্দ্রপদ লাভ করে বসল কিন্তু জেগে উঠলে সবই অসত্য বলে জানা যায়। এই স্বপ্ন দর্শনে কারও লাভ বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এই দৃশ্য জগৎ প্রপঞ্চকেও তেমনই মনে করা উচিত॥ ৯২॥

চৌপাই—এইরূপ চিন্তা করে ক্রোধিত হওয়া ঠিক নয় আর তার জন্য অন্য কাউকে দোষী সাব্যস্ত করাও অনুচিত। মোহরূপ রাত্রিতে সকলেই ঘুমিয়ে আছে, তাই সেই অবস্থায় সকলে নানা স্বপ্ন দেখে চলেছে॥ ১॥ এই জগৎরূপ (মোহ) রাত্রিতে যোগিগণ জেগে থাকেন কারণ তাঁরা পরমার্থচিন্তায় নিত্যযুক্ত ও জগৎ প্রপঞ্চে (মায়াময় জগতে) উদাসীন হন। জগতে এই জীবকে তখনই জাগরিত মনে করবে যখন তার অন্তর থেকে সকল প্রকারের ভোগ-বাসনা দূর হয় অর্থাৎ বিষয়-ভোগ থেকে বৈরাগ্য হয়॥ ২॥ বিবেক জেগে উঠলে মোহরূপ ভ্রান্তি পলায়ন করে তখন (অজ্ঞান নাশ হলে) শ্রীরঘুনাথের চরণে প্রীতি হয়। হে সখা ! সর্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থ (পুরুষার্থ) হল কায়মনোবাক্যে শ্রীরামচন্দ্রের চরণে প্রেম ধারণ করা॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্রই পরব্রহ্ম। তিনিই পরমার্থ। তিনি অবিগত (শাশ্বত), অলখ (অগোচর), অনাদি (অজ), অনুপম, নিত্য, বিকারশূন্য ও অভেদ। বেদ তাঁকেই নেতি-নেতি বলে নিরূপণ মাত্র করে॥ ৪॥

দোহা (৯৩)

ভগত ভূমি ভূসুর সুরভি সুর হিত লাগি কৃপাল।
করত চরিত ধরি মনুজ তনু সুনত মিটহিঁ জগ জাল॥

মাসপারায়ণ, পঞ্চদশ বিশ্রাম

চৌপাই (১—৪)

সখা সমুঝি অস পরিহরি মোহূ। সিয় রঘুবীর চরন রত হোহূ॥
কহত রাম গুন ভা ভিনুসারা। জাগে জগ মঙ্গল সুখদারা॥
সকল সৌচ করি রাম নহাবা। সুচি সুজান বট ছীর মগাবা॥
অনুজ সহিত সির জটা বনাএ। দেখি সুমন্ত্র নয়ন জল ছাএ॥
হৃদয় দাহু অতি বদন মলীনা। কহ কর জোরি বচন অতি দীনা॥
নাথ কহেউ অস কোসলনাথা। লৈ রথু জাহু রাম কেঁ সাথা॥
বনু দেখাই সুরসরি অন্হবাঈ। আনেহু ফেরি বেগি দোউ ভাঈ॥
লখনু রামু সিয় আনেহু ফেরী। সংসয় সকল সঁকোচ নিবেরী॥

দোহা (৯৪)

নৃপ অস কহেউ গোসাইঁ জস কহই করৌঁ বলি সোই।
করি বিনতী পায়ন্হ পরেউ দীন্হ বাল জিমি রোই॥

চৌপাই (১—৪)

তাত কৃপা করি কীজিঅ সোঈ। জাতেঁ অবধ অনাথ ন হোঈ॥
মন্ত্রিহি রাম উঠাই প্রবোধা। তাত ধরম মতু তুম্হ সবু সোধা॥
সিবি দধীচ হরিচন্দ নরেসা। সহে ধরম হিত কোটি কলেসা॥
রন্তিদেব বলি ভূপ সুজানা। ধরমু ধরেউ সহি সঙ্কট নানা॥
ধরমু ন দূসর সত্য সমানা। আগম নিগম পুরান বখানা॥
মৈঁ সোই ধরমু সুলভ করি পাবা। তজেঁ তিহূঁ পুর অপজসু ছাবা॥
সম্ভাবিত কহুঁ অপসজ লাহূ। মরন কোটি সম দারুন দাহূ॥
তুম্হ সন তাত বহুত কা কহউঁ। দিএঁ উতরু ফিরি পাতকু লহউঁ॥

দোহা—সেই কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র ভক্ত, ভূমি, গো, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের মঙ্গলের জন্য নরদেহ ধারণ করে লীলা করে থাকেন। তাঁর লীলাকথা শ্রবণ করলে ভববন্ধন মোচন হয়।। ৯৩।।

চৌপাই—হে সখা ! এইরূপ জেনে মোহ ছেড়ে শ্রীসীতারামের চরণে প্রীতি ধারণ করো। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের গুণগানেই ভোর হয়ে গেল। তখন জগতের মঙ্গল ও সুখ প্রদানকারী শ্রীরামচন্দ্র জেগে উঠলেন।। ১।। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে (সতত) পবিত্র ও বুদ্ধিমান শ্রীরামচন্দ্র অবগাহন করলেন। অতঃপর তিনি বটের আঠা আনলেন আর অনুজ শ্রীলক্ষ্মণসহ দুইজনে তা দিয়ে মস্তকের কেশে জটা প্রস্তুত করলেন। রাজকুমারদের জটাজুটযুক্ত তাপসরূপে দেখে মন্ত্রী সুমন্ত্র চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না।। ২।। তাঁর হৃদয়ে তখন প্রচণ্ড প্রদাহের অনুভূতি হল আর বদন মলিন হয়ে গেল। অতঃপর মন্ত্রী সুমন্ত্র অতি দীনহীন ভাবে হাতজোড় করে বললেন—হে নাথ ! কৌশলরাজ শ্রীদশরথের আদেশে আমি রথ নিয়ে আপনার সঙ্গে এসেছিলাম।। ৩।। অরণ্য দর্শন, গঙ্গা স্নান করিয়ে সকল সংকোচের অবসান করে তিনি আপনাদের তিন জনকেই সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে আদেশ দিয়েছিলেন।। ৪।।

দোহা—মহারাজের আদেশের কথা বললাম, এখন আপনি যেমন বললেন তাই করব। কী করণীয় তা আপনিই বলুন। এইরূপ নিবেদন করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণে পতিত হয়ে বালকসম রোদন করতে লাগলেন।। ৯৪।।

চৌপাই—(সুমন্ত্র বললেন—) হে তাত ! কৃপা করে এমন ব্যবস্থা করুন যাতে অযোধ্যা অনাথ না হয়ে যায়। শ্রীরামচন্দ্র মন্ত্রী সুমন্ত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে তুললেন আর বললেন—হে তাত ! ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল তো আপনার অজানা নয়।। ১।। শিবি, দধীচি ও রাজা হরিশ্চন্দ্র ধর্মরক্ষা হেতু কোটি ক্লেশ সহ্য করেছিলেন। বুদ্ধিমান রাজা রন্তিদেব ও বলি বহুবিধ সংকটের সম্মুখীন হয়েও ধর্মকেই আঁকড়ে ধরে ছিলেন। তাঁরা ধর্মপথ ত্যাগ করেননি।। ২।। বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণের মতে সত্যসম আর ধর্ম নেই। আমি সেই ধর্মকেই সহজে লাভ করেছি। এই সত্যধর্ম ত্যাগ করলে ত্রিলোকে অপযশ ছড়িয়ে পড়বে।। ৩।। প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অপযশ কোটি মৃত্যুসম ভীষণ কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। হে তাত ! আমি আপনাকে আর কী বলব ! কথা অমান্য করলেও তো পাপের ভাগী হতে হবে।। ৪।।

দোহা (৯৫)

পিতু পদ গহি কহি কোটি নতি বিনয় করব কর জোরি।
চিন্তা কবনিহু বাত কৈ তাত করিঅ জনি মোরি॥

চৌপাই (১—৪)

তুম্হ পুনি পিতু সম অতি হিত মোরেঁ। বিনতী করউঁ তাত কর জোরেঁ॥
সব বিধি সোই করতব্য তুম্হারেঁ। দুখ ন পাব পিতু সোচ হমারেঁ॥
সুনি রঘুনাথ সচিব সংবাদু। ভয়উ সপরিজন বিকল নিষাদূ॥
পুনি কছু লখন কহী কটু বানী। প্রভু বরজে বড় অনুচিত জানী॥
সকুচি রাম নিজ সপথ দেবাঈ। লখন সঁদেসু কহিঅ জনি জাঈ॥
কহ সুমন্ত্রু পুনি ভূপ সঁদেসূ। সহি ন সকিহি সিয় বিপিন কলেসূ॥
জেহি বিধি অবধ আব ফিরি সীয়া। সোই রঘুবরহি তুম্হহি করনীয়া॥
নতরু নিপট অবলম্ব বিহীনা। মৈঁ ন জিঅব জিমি জল বিনু মীনা॥

দোহা (৯৬)

মইকেঁ সসুরেঁ সকল সুখ জবহিঁ জহাঁ মনু মান।
তহঁ তব রহিহি সুখেন সিয় জব লগি বিপতি বিহান॥

চৌপাই (১—৩)

বিনতী ভূপ কীন্হ জেহি ভাঁতী। আরতি প্রীতি ন সো কহি জাতী॥
পিতু সঁদেসু সুনি কৃপানিধানা। সিয়হি দীন্হ সিখ কোটি বিধানা॥
সাসু সসুর গুর প্রিয় পরিবারূ। ফিরহু ত সব কর মিটৈ খভারূ॥
সুনি পতি বচন কহতি বৈদেহী। সুনহু প্রানপতি পরম সনেহী॥
প্রভু করুনাময় পরম বিবেকী। তনু তজি রহতি ছাঁহ কিমি ছেঁকী॥
প্রভা জাই কহঁ ভানু বিহাঈ। কহঁ চন্দ্রিকা চন্দু তজি জাঈ॥

দোহা—*আপনি অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে পিতৃদেবকে আমার কোটি প্রণাম নিবেদন করে তাঁর চরণ ধারণ করে বলবেন—'হে তাত ! আপনি আমার জন্য একটুও চিন্তিত হবেন না'॥ ৯৫॥*

চৌপাই—আপনিও আমার পিতৃদেবসম আমার পরম হিতৈষীদের মধ্যে একজন। হে তাত ! আমি করজোড়ে নিবেদন করছি—আপনারও সর্বতোভাবে এমন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে আমার পিতৃদেব চিন্তায় আকুল না হয়ে পড়েন॥ ১॥ শ্রীরঘুনাথ ও মন্ত্রী সুমন্ত্রর কথোপকথন শ্রবণ করে আত্মীয়-স্বজনসহ নিষাদরাজ গুহক ব্যাকুল হয়ে পড়ল। অতঃপর শ্রীলক্ষ্মণকে কিছু কটুকথা ব্যবহার করতে দেখা গেল। তা অনুচিত মনে করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অনুজকে বিরত হতে বললেন॥ ২॥ শ্রীরামচন্দ্র সংকোচে সুমন্ত্রকে নিজের শপথ করিয়ে বললেন—আপনি ফিরে গিয়ে যেন শ্রীলক্ষ্মণের কথা বলে ফেলবেন না। সুমন্ত্র তখন রাজামহাশয়ের প্রেরিত আর একটি বার্তার কথা বললেন—অরণ্যের ক্লেশ সহ্য করা সীতার পক্ষে সম্ভব হবে না॥ ৩॥ অতএব সীতার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করবার উপায় তোমাকে ও শ্রীরামচন্দ্রকে খুজে বের করতে হবে। অন্যথায় অবলম্বন বিরহিত অবস্থায় আমি জল ছাড়া মৎস্যসম হয়ে যাব আর আমার জীবিত থাকা কঠিন হয়ে পড়বে॥ ৪॥

দোহা—*সীতার পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় উভয় স্থানেই সকল সুখ বর্তমান। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসকাল পর্যন্ত সে তার ইচ্ছানুসারে যেখানে থাকতে চাইবে থাকতে পারবে॥ ৯৬॥*

চৌপাই—রাজা দশরথ যেভাবে (দীনহীন ও প্রীতিসহকারে) এই অনুরোধ করেছেন তা বলে বোঝানো যাবে না। কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্র পিতার বার্তা শ্রবণ করে সীতাদেবীকে কোটিরকম (বহুরকম) উপদেশ প্রদান করলেন॥ ১॥ (তিনি বললেন—) তুমি গৃহে প্রত্যাগমন করলে তোমার শ্বশ্রূমাতা, শ্বশুর, গুরুদেব, প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজন সকলেই চিন্তা করা থেকে রেহাই পাবেন। স্বামীর উপদেশ শ্রবণ করে সীতাদেবী বললেন—হে প্রাণেশ্বর ! হে পরম স্নেহবৎসল ! শুনুন॥ ২॥ হে প্রভু ! আপনি করুণাময় ও পরম বিবেকী। (বলুন) ছায়া কায়াকে ছেড়ে পৃথক ভাবে অবস্থান করতে পারে কি ? সূর্যকে ছেড়ে জ্যোতি কোথায় যাবে ? আর চন্দ্রকে ছেড়ে জ্যোৎস্না কোথাও

চৌপাই (৪)

পতিহি প্রেমময় বিনয় সুনাঈ। কহতি সচিব সন গিরা সুহাঈ॥
তুম্হ পিতু সসুর সরিস হিতকারী। উতরু দেউঁ ফিরি অনুচিত ভারী॥

দোহা (৯৭)

আরতি বস সনমুখ ভইউঁ বিলগু ন মানব তাত।
আরজসুত পদ কমল বিনু বাদি জহাঁ লগি নাত॥

চৌপাই (১—৪)

পিতু বৈভব বিলাস মৈঁ ডীঠা। নৃপ মনি মুকুট মিলিত পদ পীঠা॥
সুখনিধান অস পিতু গৃহ মোরেঁ। পিয় বিহীন মন ভাব ন ভোরেঁ॥

সসুর চক্কবই কোসলরাউ। ভুবন চারিদস প্রগট প্রভাউ॥
আগেঁ হোই জেহি সুরপতি লেঈ। অরধ সিংঘাসন আসনু দেঈ॥

সসুর এতাদৃস অবধ নিবাসূ। প্রিয় পরিবারু মাতু সম সাসু॥
বিনু রঘুপতি পদ পদুম পরাগা। মোহি কেউ সপনেহুঁ সুখদ ন লাগা॥

অগম পন্থ বনভূমি পহারা। করি কেহরি সর সরিত অপারা॥
কোল কিরাত কুরঙ্গ বিহঙ্গা। মোহি সব সুখদ প্রানপতি সঙ্গা॥

দোহা (৯৮)

সাসু সসুর সন মোরি হুঁতি বিনয় করবি পরি পায়ঁ।
মোর সোচু জনি করিঅ কছু মৈঁ বন সুখী সুভায়ঁ॥

চৌপাই (১)

প্রাননাথ প্রিয় দেবর সাথা। বীর ধুরীন ধরে ধনু ভাথা॥
নহিঁ মগ শ্রমু ভ্রমু দুখ মন মোরেঁ। মোহি লগি সোচু করিঅ জনি ভোরেঁ॥

যেতে পারে কি ? ৩॥ পতিদেবতাকে সপ্রেমে এরূপ নিবেদন করে সীতাদেবী মন্ত্রী সুমন্ত্রকে সবিনয়ে বলতে লাগলেন—আপনি আমার পিতৃদেব ও শ্বশুর-মহাশয়সম সতত আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনার কথার প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়তো আমার অনুচিত কার্য, তা আমি জানি॥ ৪॥

দোহা—কিন্তু হে তাত! আমি আর্ত, তাই আপনার সম্মুখে আসতে বাধ্য হয়েছি। আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। আর্যপুত্রের (পতিদেবতার) শ্রীপাদপদ্ম ছাড়লে জগতের অন্যান্য সম্পর্কসকল আমার কাছে যে অর্থহীন হয়ে পড়বে॥ ৯৭॥

চৌপাই—আমি পিতার ঐশ্বর্যের বিভূতি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর পদাসনে রাজশিরোমণিদের মুকুটের স্পর্শলাভের ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখেছি (অর্থাৎ বড় বড় নৃপতিগণ তাঁর চরণে প্রণাম নিবেদন করে থাকেন)। পতি ছাড়া এমন সর্বসুখের আকর আমার পিত্রালয়ও, আমার মন ভুলেও চাইবে না॥ ১॥ আমার শ্বশুরমহাশয় মহামান্য কৌশলরাজ। তিনি চক্রবর্তী সম্রাট। তাঁর প্রভাবের পরিব্যাপ্তি চতুর্দশ ভুবন জুড়ে। (দেবরাজ) ইন্দ্রও তাঁকে সিংহাসন থেকে নেমে এসে আপ্যায়ন করেন আর তাঁকে বসবার জন্য নিজের সিংহাসনের অর্ধাংশ দেন॥ ২॥ শ্বশুরমহাশয় এমন (ঐশ্বর্যসম্পন্ন ও প্রভাবশালী) ; নিবাস (তাঁর রাজধানী) অযোধ্যায় ; অতি প্রিয় কুটুম্ব-পরিজন আর মাতাসম শ্বশ্রূমাতাসকল—এই সকলের মধ্যে কোনোটাই যে শ্রীরঘুপতির পদপঙ্কজরজ তুলনায় আমার কাছে স্বপ্নেও সুখকর নয়॥ ৩॥ দুর্গম পার্বত্যপথ, অরণ্যভূমি, পর্বতমালা, হস্তী, সিংহ, সুগভীর নদী ও সরোবরসকল ; কোল, কিরাত, কুরঙ্গ, বিহঙ্গ প্রাণনাথ শ্রীরঘুপতি সঙ্গে সকলে এরাই আমার সুখের আধার হবে॥ ৪॥

দোহা—অতএব শ্বশ্রূমাতা ও শ্বশুরমহাশয়ের চরণ ধরে আমার হয়ে মিনতি করে বলবেন—আমার জন্য আপনারা চিন্তিত হবেন না। আমি অরণ্য জীবনে সহজ, সরল ও সুখী থেকে সময় কাটিয়ে দেব॥ ৯৮॥

চৌপাই—তরকচ ও ধনুর্বাণ নিয়ে মহাবীর প্রাণেশ্বর ও প্রিয় দেবর আমার সঙ্গে আছেন। তাই আমার পথের ক্লান্তি নেই, ভ্রান্তি নেই, মনে দুঃখও নেই। তাই আমার জন্য আপনারা কেন শুধু শুধু চিন্তা করছেন ! ১॥

চৌপাই (২—৪)

সুনি সুমন্ত্রু সিয় সীতলি বানী। ভয়উ বিকল জনু ফনি মনি হানী॥
নয়ন সূঝ নহিঁ সুনই ন কানা। কহি ন সকই কছু অতি অকুলানা॥

রাম প্রবোধু কীন্হ বহু ভাঁতী। তদপি হোতি নহিঁ সীতলি ছাতী॥
জতন অনেক সাথ হিত কীন্হে। উচিত উতর রঘুনন্দন দীন্হে॥

মেটি জাই নহিঁ রাম রজাঈ। কঠিন করম গতি কছু ন বসাঈ॥
রাম লখন সিয় পদ সিরু নাঈ। ফিরেউ বনিক জিমি মূর গবাঁঈ॥

দোহা (৯৯)

রথু হাঁকেউ হয় রাম তন হেরি হেরি হিহিনাহিঁ।
দেখি নিষাদ বিষাদবস ধুনহিঁ সীস পছিতাহিঁ॥

চৌপাই (১—৪)

জাসু বিয়োগ বিকল পসু ঐসেঁ। প্রজা মাতু পিতু জিইহহিঁ কৈসেঁ॥
বরবস রাম সুমন্ত্রু পঠাএ। সুরসরি তীর আপু তব আএ॥

মাগী নাব ন কেবটু আনা। কহই তুম্হার মরমু মৈঁ জানা॥
চরন কমল রজ কহুঁ সবু কহঈ। মানুষ করনি মূরি কছু অহঈ॥

ছুঅত সিলা ভই নারি সুহাঈ। পাহন তেঁ ন কাঠ কঠিনাঈ॥
তরনিউ মুনি ঘরিনী হোই জাঈ। বাট পরই মোরি নাব উড়াঈ॥

এহিঁ প্রতিপালউঁ সবু পরিবারূ। নহিঁ জানউঁ কছু অউর কবারূ॥
জৌঁ প্রভু পার অবসি গা চহহূ। মোহি পদ পদুম পখারন কহহূ॥

সীতাদেবীর শান্ত ও সুশীতল বক্তব্য শ্রবণ করে সুমন্ত্র মণিহারা ফণীসম বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর দর্শন, শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয়সকল যেন কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। তিনি অতিশয় ব্যাকুলতা হেতু কথা বলতে পারছিলেন না॥ ২॥ এইবার শ্রীরামচন্দ্র মন্ত্রী সুমন্ত্রকে বহুভাবে সান্ত্বনা প্রদানের চেষ্টা করলেন। কিন্তু অন্তরের দহন প্রশমিত কিছুতেই হচ্ছিল না। সঙ্গে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মন্ত্রী অনেক চেষ্টা করলেন (যুক্তি দিলেন) কিন্তু রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র (সেই যুক্তিসমূহের) যথোচিত উত্তর প্রদান করলেন॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ অমান্য করা যায় না। কর্মের গতিও পরিবর্তন করা যায় না। তাই শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবী চরণে মস্তক অবনত করে সুমন্ত্র বিষণ্ণচিত্তে ফিরে চললেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো ব্যবসায়ী সর্বস্ব হারিয়ে ফিরে চলেছে॥ ৪॥

দোহা—*সুমন্ত্রের রথ অযোধ্যার দিকে যাত্রা করল। শ্রীরামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রথের অশ্বগণ (বিষাদে) ডেকে উঠল। নিষাদগণ, যারা এতক্ষণ দর্শন মাত্র ছিল, বিষাদগ্রস্ত হয়ে শিরে করাঘাত করে দুঃখ করতে লাগল॥ ৯৯॥*

চৌপাই—যাঁর বিরহে পশুগণও এইরূপ বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাঁর অবর্তমানে প্রজা, মাতা ও পিতার জীবিত থাকা কত কষ্টকর ? শ্রীরামচন্দ্র সুমন্ত্রকে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। অতঃপর তিনি গঙ্গানদীর তীরে উপনীত হলেন॥ ১॥ শ্রীরামচন্দ্র কাছে পারাপারের জন্য নৌকা চাইলেন কিন্তু সে নৌকা আনতে চাইছিল না। সে বলতে লাগল— আপনার মর্ম আমি জানি। লোকে বলে আপনার পাদপদ্মরজতে নাকি মানুষ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা বর্তমান॥ ২॥ তার স্পর্শলাভ করে তো প্রস্তরখণ্ড সুন্দরী নারীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল (আর আমার নৌকা তো কাঠের) ! কাঠ তো প্রস্তর থেকে শক্ত হয় না। আমার নৌকা মুনিপত্নী (অহল্যা) হয়ে যাবে আর আমি নৌকা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যাব (অথবা পথ আটকে যাবে তাতে আপনার ওপারে যাওয়ার পথ বন্ধ হবে আর আমার রুজিরোজগারও লাটে উঠবে)॥ ৩॥ আমি এই নৌকা পারাপার করে পরিবারের ভরণপোষণ করি। অন্য কোনো পেশার কথা আমার জানা নেই। হে প্রভু ! যদি আপনি ওপারে গমন করতে সত্যই আগ্রহী হন তাহলে তো আপনাকে আপনার পাদপদ্ম প্রক্ষালন করে দেওয়ার অনুমতি দিতে হবে॥ ৪॥

ছন্দ

পদ কমল ধোই চঢ়াই নাব ন নাথ উতরাঈ চহৌঁ।
মোহি রাম রাউরি আন দসরথ সপথ সব সাচী কহৌঁ॥
বরু তীর মারহুঁ লখনু পৈ জব লগি ন পায় পখারিহৌঁ।
তব লগি ন তুলসীদাস নাথ কৃপাল পারু উতারিহৌঁ॥

সোরঠা (১০০)

সুনি কেবট কে বৈন প্রেম লপেটে অটপটে।
বিহসে করুনাঐন চিতই জানকী লখন তন॥

চৌপাই (১—৪)

কৃপাসিন্ধু বোলে মুসুকাঈ। সোই করু জেহিঁ তব নাব ন জাঈ॥
বেগি আনু জল পায় পখারূ। হোত বিলম্বু উতারহি পারূ॥

জাসু নাম সুমিরত এক বারা। উতরহিঁ নর ভবসিন্ধু অপারা॥
সোই কৃপালু কেবটহি নিহোরা। জেহিঁ জগু কিয় তিহু পগহু তে থোরা॥

পদ নখ নিরখি দেবসরি হরষী। সুনি প্রভু বচন মোহঁ মতি করষী॥
কেবট রাম রজায়সু পাবা। পানি কটবতা ভরি লেই আবা॥

অতি আনন্দ উমগি অনুরাগা। চরন সরোজ পখারন লাগা॥
বরষি সুমন সুর সকল সিহাহীঁ। এহি সম পুন্যপুঞ্জ কোউ নাহীঁ॥

দোহা (১০১)

পদ পখারি জলু পান করি আপু সহিত পরিবার।
পিতর পারু করি প্রভুহি পুনি মুদিত গয়উ লেই পার॥

ছন্দ—আমি আপনার পাদপ্রক্ষালন করে নৌকায় করে ওপারে পৌঁছে দেব আর আপনাদের কাছ থেকে কিছু নেব না। হে শ্রীরামচন্দ্র ! আপনার ও মহারাজ দশরথের নামে শপথ করে বলছি যে আমি যা বলেছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। হে তুলসীদাসের নাথ ! হে কৃপালু ! শ্রীলক্ষ্মণ যদি আমাকে শরাঘাত করেন তবুও আমি আপনার পাদপ্রক্ষালন না করে নৌকায় উঠতে দেব না॥

দোহা—কেবটের প্রেমসিঞ্চিত বিচিত্র সব কথা শ্রবণ করে করুণাধাম শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী শ্রীলক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন॥ ১০০॥

চৌপাই—কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র মৃদু হেসে কেবটকে বললেন—ভাই ! তাই হোক। তুমি তোমার নৌকা রক্ষা করো। তাড়াতাড়ি জল এনে পাদপ্রক্ষালন করে ফেল। বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে, ওপারে পৌঁছে তো দাও॥ ১॥ একবার যাঁর নাম স্মরণ করলেই মানব ভবসাগর অতিক্রম করে যায় আর যিনি (বামনাবতারে) ত্রিলোককে তিন পা থেকে ছোট বলে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, সেই কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র (গঙ্গানদী পারাপার করবার জন্য) কেবটকে অনুরোধ করছেন ! ২॥ শ্রীপ্রভুর কথা শুনে গঙ্গাদেবীর বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হল (তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান স্বয়ং ; আর ওপারে যাওয়ার জন্য কেবটের কাছে অনুরোধ করছেন !) কিন্তু (কাছে গিয়ে নিজ জন্মস্থান) পদনখদল দেখেই (তাঁকে চিনতে পেরে) দেবনদী গঙ্গা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। (তিনি বুঝলেন যে শ্রীভগবান এখন নরলীলা করছেন। তাঁর মোহ চলে গেল। তিনি শ্রীপাদের স্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়ে যাবেন মনে করে আনন্দে ডগমগ হয়ে গেলেন)। কেবট শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি লাভ করে কাষ্ঠনির্মিত পাত্রে জল ভরে নিয়ে এল॥ ৩॥ পরমানন্দে প্রেমানুরাগে রঞ্জিত হয়ে কেবট শ্রীভগবানের পাদপদ্ম প্রক্ষালনে প্রয়াসী হল। এই দৃশ্য দেখে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন যে কেবটসম পুণ্যবান বিরল॥ ৪॥

দোহা—পাদপ্রক্ষালন করে কেবট সপরিবারে সেই পাদোদক ধারণ করল। অতঃপর সে (সেই পুণ্য দ্বারা) নিজ পিতৃপুরুষদের ভবসাগর অতিক্রম করিয়ে তারপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে নৌকায় বসিয়ে গঙ্গানদী পার করিয়ে দিল॥ ১০১॥

চৌপাই (১—৪)

উতরি ঠাঢ় ভএ সুরসরি রেতা। সীয় রামু গুহ লখন সমেতা॥
কেবট উতরি দন্ডবত কীন্হা। প্রভুহি সকুচ এহি নহিঁ কছু দীন্হা॥
পিয় হিয় কী সিয় জাননিহারী। মনি মুদরী মন মুদিত উতারী॥
কহেউ কৃপাল লেহি উতরাঈ। কেবট চরন গহে অকুলাঈ॥
নাথ আজু মৈঁ কাহ ন পাবা। মিটে দোষ দুখ দারিদ দাবা॥
বহুত কাল মৈঁ কীন্হি মজুরী। আজু দীন্হ বিধি বনি ভলি ভূরী॥
অব কছু নাথ ন চাহিঅ মোরেঁ। দীনদয়াল অনুগ্রহ তোরেঁ॥
ফিরতী বার মোহি জো দেবা। সো প্রসাদু মৈঁ সির ধরি লেবা॥

দোহা (১০২)

বহুত কীন্হ প্রভু লখন সিয়ঁ নহিঁ কছু কেবটু লেই।
বিদা কীন্হ করুনায়তন ভগতি বিমল বরু দেই॥

চৌপাই (১—৪)

তব মজ্জনু করি রঘুকুলনাথা। পূজি পারথিব নায়উ মাথা॥
সিয়ঁ সুরসরিহি কহেউ কর জোরী। মাতু মনোরথ পুরউবি মোরী॥
পতি দেবর সঁগ কুসল বহোরী। আই করৌঁ জেহিঁ পূজা তোরী॥
সুনি সিয় বিনয় প্রেম রস সানী। ভই তব বিমল বারি বর বানী॥
সুনু রঘুবীর প্রিয়া বৈদেহী। তব প্রভাউ জগ বিদিত ন কেহী॥
লোকপ হোহিঁ বিলোকত তোরেঁ। তোহি সেবহিঁ সব সিধি কর জোরেঁ॥
তুম্হ জো হমহি বড়ি বিনয় সুনাঈ। কৃপা কীন্হি মোহি দীন্হি বড়াঈ॥
তদপি দেবি মৈঁ দেবি অসীসা। সফল হোন হিত নিজ বাগীসা॥

দোহা (১০৩)

প্রাননাথ দেবর সহিত কুসল কোসলা আই।
পূজিহি সব মনকামনা সুজসু রহিহি জগ ছাই॥

চৌপাই—নিষাদরাজ ও শ্রীলক্ষ্মণ সহিত সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্র (নৌকা থেকে) নেমে গঙ্গার বালির উপর দাঁড়ালেন। তখন কেবট নেমে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করল। (তাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতে দেখে) শ্রীপ্রভুর মনে হল যে একে তো কিছু দেওয়া হল না॥ ১॥ পতির অন্তরের কথা সীতাদেবীর অজানা রইল না। তিনি আনন্দে তাঁর রত্নমণ্ডিত অঙ্গুরীয় খুলে দিলেন। কৃপালু শ্রীরাম-চন্দ্র কেবটকে তা পারানি দিতে চাইলেন। কেবট ব্যাকুল হয়ে তাঁর পায়ে পড়ল॥ ২॥ (সে বলল—) হে নাথ ! আজ আমি এমন কোনো বস্তু নেই, যা পাইনি। আজ আমার অভাব, অভিযোগ, দারিদ্র্য সব মুছে গিয়েছে। আমি তো বহুদিন ধরেই পারানি পেয়ে আসছি। আজ বিধাতা আমাকে অপরিমাণ পারানি প্রদান করেছেন॥ ৩॥ হে নাথ ! হে দীনবন্ধু ! আপনার কৃপায় এখন আমার কিছুই প্রয়োজন নেই। প্রত্যাগমনের সময়ে আপনি আমাকে যা দেবেন তা আমি মাথায় করে রাখব॥ ৪॥

দোহা—প্রভু শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবী সাগ্রহে কেবটকে কিছু দিতে চাইলেন কিন্তু তাকে রাজি করানো সম্ভব হল না। তখন করুণাময় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাকে নির্মল ভক্তির বর দিয়ে বিদায় দিলেন॥ ১০২॥

চৌপাই—তখন রঘুকুলনাথ শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গাস্নান করে (বালির শিবলিঙ্গ গড়ে) শিবপূজা করে দেবাদিদেবকে প্রণাম নিবেদন করলেন। সীতাদেবী হাতজোড় করে গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করে বললেন—হে মাতা ! আমার মনোরথ পূর্ণ কোরো॥ ১॥ আমি যেন পতিদেবতা ও দেবরকে সঙ্গে নিয়ে সকুশলে ফিরে এসে তোমার পূজা করি। সীতাদেবীর প্রেমরস সিঞ্চিত নিবেদনে গঙ্গাদেবীর নির্মল বারি থেকে দৈববাণী হল॥ ২॥ হে রঘুবীর-প্রিয়া সীতাদেবী ! শোনো। জগতে এমন কে আছে যে তোমার মহিমা জানে না ? তোমার কৃপা-কটাক্ষে লোকপাল হতে সময় লাগে না। সিদ্ধিসকল তো তোমার সম্মুখে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে॥ ৩॥ তোমার বিনয় প্রদর্শন আমার উপর কৃপাবর্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। তা আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি। তবুও হে দেবী ! আমি আমার কল্যাণের জন্যই তোমাকে আশীর্বাদ দান করছি॥ ৪॥

দোহা—তুমি তোমার প্রাণনাথ ও দেবরকে নিয়ে সকুশলে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করবে। তোমার সকল মনস্কামনা পূর্ণ হবে আর তোমার সুযশ জগতে ছড়িয়ে পড়বে॥ ১০৩॥

চৌপাই (১—৪)

গঙ্গ বচন সুনি মঙ্গল মূলা। মুদিত সীয় সুরসরি অনুকূলা।।
তব প্রভু গুহহি কহেউ ঘর জাহূ। সুনত সূখ মুখু ভা উর দাহূ।।
দীন বচন গুহ কহ কর জোরী। বিনয় সুনহু রঘুকুলমনি মোরী।।
নাথ সাথ রহি পন্থু দেখাঈ। করি দিন চারি চরন সেবকাঈ।।
জেহিঁ বন জাই রহব রঘুরাঈ। পরনকুটী মৈঁ করবি সুহাঈ।।
তব মোহি কহঁ জসি দেব রজাঈ। সোই করিহউঁ রঘুবীর দোহাঈ।।
সহজ সনেহ রাম লখি তাসূ। সঙ্গ লীন্হ গুহ হৃদয়ঁ হুলাসূ।।
পুনি গুহঁ গ্যাতি বোলি সব লীন্হে। করি পরিতোষু বিদা তব কীন্হে।।

দোহা (১০৪)

তব গনপতি সিব সুমিরি প্রভু নাই সুরসরিহি মাথ।
সখা অনুজ সিয় সহিত বন গবনু কীন্হ রঘুনাথ।।

চৌপাই (১—৪)

তেহি দিন ভয়উ বিটপ তর বাসূ। লখন সখাঁ সব কীন্হ সুপাসূ।।
প্রাত প্রাতকৃত করি রঘুরাঈ। তীরথরাজু দীখ প্রভু জাঈ।।
সচিব সত্য শ্রদ্ধা প্রিয় নারী। মাধব সরিস মীতু হিতকারী।।
চারি পদারথ ভরা ভঁডারু। পুণ্য প্রদেস দেস অতি চারু।।
ছেত্রু অগম গঢ়ু গাঢ় সুহাবা। সপনেহুঁ নহিঁ পতিপচ্ছিন্হ পাবা।।
সেন সকল তীরথ বর বীরা। কলুষ অনীক দলন রনধীরা।।
সঙ্গমু সিংহাসনু সুঠি সোহা। ছত্রু অখয়বটু মুনি মনু মোহা।।
চবঁর জমুন অরু গঙ্গ তরঙ্গা। দেখি হোহিঁ দুখ দারিদ ভঙ্গা।।

চৌপাই—মঙ্গলবিগ্রহ গঙ্গামাতার আশীর্বচন শুনে আর দেবনদীকে অনুকূল দেখে সীতাদেবী আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন। এইবার প্রভু শ্রীরামচন্দ্র নিষাদরাজ গুহককে বললেন— ভাই আমার ! এইবার ঘরে ফিরে যাও। কথা শুনেই (আসন্ন বিচ্ছেদ কল্পনা করে) নিষাদরাজ গুহক বিশুষ্কবদন হয়ে পড়ল। তার হৃদয়ে বিচ্ছেদ বেদনার কষ্ট হতে লাগল॥ ১ ॥ গুহক তখন হাতজোড় করে অতিশয় দীনহীন ভাবে নিবেদন করল—হে রঘুকুলরত্ন ! আমার নিবেদন একটু শুনুন। আমি আপনার সঙ্গে আরও কিছুদিন থাকবার সুযোগ পেলে পথপ্রদর্শন ও সেবা করবার চেষ্টা করব॥ ২ ॥ হে শ্রীরঘুনাথ ! আপনি যেখানে বনে বাস করবেন আমি সেখানে উত্তম পর্ণকুটির রচনা করে দেব। আপনার নামে শপথ নিয়ে বলছি যে আপনার আজ্ঞানুসারেই আমি কার্য করে যাব॥ ৩॥ তার স্বাভাবিক প্রীতি অবলোকন করে শ্রীরামচন্দ্র তাকে সঙ্গে নিতে রাজি হয়ে গেলেন। গুহক তখন আনন্দমগ্ন হয়ে গেল। অতঃপর গুহক সঙ্গের আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে তাদের পরিতোষ সহকারে বিদায় দিল॥ ৪ ॥

দোহা—তখন প্রভু শ্রীরঘুনাথ গণেশ ও মহাদেবকে স্মরণ করে ও গঙ্গানদীকে প্রণাম করে সখা নিষাদরাজ, অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সঙ্গে বন অভিমুখে এগিয়ে গেলেন॥ ১০৪॥

চৌপাই—সেই রাত্রি তরুতলে কাটল। শ্রীলক্ষ্মণ ও সখা গুহক তাঁর (বিশ্রামের) সুব্যবস্থা করে দিলেন। অতঃপর প্রাতঃকালে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করে তীর্থরাজ প্রয়াগ দর্শন করলেন॥ ১ ॥ সেই তীর্থরাজের মন্ত্রী হল সত্য, প্রিয়তমা পত্নী শ্রদ্ধা আর হিতৈষী মিত্র শ্রীবেণীমাধবসম। চতুর্বর্গসম্পদে (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) তাঁর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। সেই পুণ্যভূমিই সেই রাজার সুন্দর রাজত্ব॥ ২ ॥ প্রয়াগক্ষেত্রই দুর্গম, সুদৃঢ় ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ গড় (কেল্লা) যা স্বপ্নেও (পাপরূপ) শত্রু দখল করবার চেষ্টা করতে সাহস পায় না। সমগ্র তীর্থই যুদ্ধে সুনিপুণ বীর সৈনিকসম যা পাপ সৈন্যকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম॥ ৩॥ (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর মিলনক্ষেত্র) সঙ্গমই সেই রাজার অতি সুশোভন সিংহাসন। অক্ষয়বট হল রাজচ্ছত্র যা মুনিমনকেও মোহিত করতে সক্ষম। শ্রীযমুনার শ্যামবারি ও শ্রীগঙ্গার শ্বেতবারি সেই রাজার চামর যা দর্শন করলেই দুঃখ ও দারিদ্র্য ভয়ে পলায়ন করে॥ ৪ ॥

দোহা (১০৫)

সেবহিঁ সুকৃতী সাধু সুচি পাবহিঁ সব মনকাম।
বন্দী বেদ পুরান গন কহহিঁ বিমল গুন গ্রাম॥

চৌপাই (১—৪)

কো কহি সকই প্রয়াগ প্রভাউ। কলুষ পুঞ্জ কুঞ্জর মৃগরাউ॥
অস তীরথপতি দেখি সুহাবা। সুখ সাগর রঘুবর সুখু পাবা॥
কহি সিয় লখনহি সখহি সুনাঈ। শ্রীমুখ তীরথরাজ বড়াঈ॥
করি প্রনামু দেখত বন বাগা। কহত মহাতম অতি অনুরাগা॥
এতি বিধি আই বিলোকী বেনী। সুমিরত সকল সুমঙ্গল দেনী॥
মুদিত নহাই কীন্হি সিব সেবা। পূজি জথাবিধি তীরথ দেবা॥
তব প্রভু ভরদ্বাজ পহিঁ আএ। করত দন্ডবত মুনি উর লাএ॥
মুনি মন মোদ ন কছু কহি জাঈ। ব্রহ্মানন্দ রাসি জনু পাঈ॥

দোহা (১০৬)

দীন্হি অসীস মুনীস উর অতি অনন্দু অস জানি।
লোচন গোচর সুকৃত ফল মনহুঁ কিএ বিধি আনি॥

চৌপাই (১—৩)

কুসল প্রশ্ন করি আসন দীন্হে। পূজি প্রেম পরিপূরন কীন্হে॥
কন্দ মূল ফল অঙ্কুর নীকে। দিএ আনিমুনি মনহুঁ অমী কে॥
সীয় লখন জন সহিত সুহাএ। অতি রুচি রাম মূল ফল খাএ॥
ভএ বিগতশ্রম রামু সুখারে। ভরদ্বাজ মৃদু বচন উচারে॥
আজু সুফল তপু তীরথ ত্যাগূ। আজু সুফল জপ জোগ বিরাগূ॥
সফল সকল সুভ সাধন সাজূ। রাম তুম্হহি অবলোকত আজূ॥

দোহা—সুকৃতিসম্পন্ন পুণ্যাত্মা সাধুগণ সেই তীর্থরাজের সেবায় নিত্যযুক্ত থাকেন আর সকল মনোরথ পূর্ণ করেন। বেদ ও পুরাণে সকল বন্দীরূপে সেই প্রয়াগরাজের নির্মল গুণ সংকীর্তন করে থাকেন॥ ১০৫॥

চৌপাই—কলুষপুঞ্জ কুঞ্জর বধে সমর্থ মৃগরাজ প্রয়াগরাজের প্রভাব (মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য) কে বর্ণনা করতে পারে ? এই মনোরম তীর্থরাজ দর্শন করে সুখসাগর রঘুকুলপ্রবর শ্রীরামচন্দ্রও সুখানুভূতি লাভ করলেন॥ ১॥ তিনি নিজসুখে তীর্থরাজের মহিমা সীতাদেবী, শ্রীলক্ষ্মণ ও সখা গুহককে সংকীর্তন করলেন। তদনন্তর তিনি প্রণাম নিবেদন করে বন ও উপবন দর্শন করতে করতে তীর্থ দর্শনে এগিয়ে চললেন॥ ২॥ এইভাবে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং এসে সেই ত্রিবেণী সঙ্গম দর্শন করলেন যা স্মরণ করলেই সর্বতোভাবে মঙ্গল প্রদান হয়ে থাকে। অতঃপর আনন্দ সহকারে (ত্রিবেণী সঙ্গমে) স্নান করে তিনি মহাদেবের পূজা করলেন ও যথাবিধি তীর্থদেবতাদেরও পূজা করলেন॥ ৩॥ (স্নান ও পূজা সমাপনান্তে) প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপনীত হলেন। তিনি মুনিবরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতে মুনি তাঁকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মুনির আনন্দ বলে বোঝানো সম্ভব নয়। তিনি যেন ব্রহ্মানন্দরাশি লাভ করেছেন তখন॥ ৪॥

দোহা—মুনিবর ভরদ্বাজ শ্রীরামচন্দ্রকে আশীর্বাদ দিলেন। এই মনে করে তাঁর বুক আনন্দে ভরে উঠল যে বিধাতা যেন সেই দিন তাঁর সমস্ত সঞ্চিত পুণ্যরাশিকে (সীতাদেবী, শ্রীলক্ষ্মণ সহিত শ্রীরামচন্দ্ররূপে) সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন॥ ১০৬॥

চৌপাই— কুশল বিনিময়ের পর মুনিবর শ্রীরামচন্দ্রকে বসবার আসন দিলেন আর অতিশয় প্রীতি সহকারে তাঁর পূজার্চনা করলেন। পূজার্চনার পর মুনিবর অমৃতসম সুমিষ্ট উত্তম ফল-মূল, কন্দ, অঙ্কুর আদি দ্বারা অতিথি সৎকার করলেন॥ ১॥ শ্রীরামচন্দ্র সেই সকল অতি উত্তম ফলমূলাদি সীতাদেবী, শ্রীলক্ষ্মণ ও সেবক গুহকসহ সানন্দে গ্রহণ করলেন। বিশ্রাম ও সেবায় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পথশ্রম চলে গেল যাতে তিনি সুখ ও স্বস্তি অনুভব করলেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে প্রসন্ন হতে দেখে সুমধুর কণ্ঠে ভরদ্বাজ মুনি তাঁর সঙ্গে কথোপকথন শুরু করলেন॥ ২॥ (তিনি বললেন—) হে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ! আজ আমার ঈশ্বর দর্শন হল। আমার তপস্যা, তীর্থসেবন ও ত্যাগ আজ সার্থক হল। আমার জপ, যোগ ও বৈরাগ্য আজ সফল, সফল আমার আজীবনের শুভ সাধনসকল॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

লাভ অবধি সুখ অবধি ন দূজী। তুম্হরেঁ দরস আস সব পূজী।।
অব করি কৃপা দেহু বর এহূ। নিজ পদ সরসিজ সহজ সনেহূ।।

দোহা (১০৭)

করম বচন মন ছাড়ি ছলু জব লগি জনু ন তুম্হার।
তব লগি সুখু সপনেহুঁ নহীঁ কিএঁ কোটি উপচার।।

চৌপাই (১—৪)

সুনি মুনি বচন রামু সকুচানে। ভাব ভগতি আনন্দ অঘানে।।
তব রঘুবর মুনি সজসু সুহাবা। কোটি ভাঁতি কহি সবহি সুনাবা।।
সো বড় সো সব গুন গন গেহূ। জেহি মুনীস তুম্হ আদর দেহূ।।
মুনি রঘুবীর পরসপর নবহীঁ। বচন অগোচর সুখু অনুভবহীঁ।।
যহ সুধি পাই প্রয়াগ নিবাসী। বটু তাপস মুনি সিদ্ধ উদাসী।।
ভরদ্বাজ আশ্রম সব আএ। দেখন দসরথ সুঅন সুহাএ।।
রাম প্রনাম কীন্হ সব কাহূ। মুদিত ভএ লহি লোয়ন লাহূ।।
দেহিঁ অসীস পরম সুখু পাঈ। ফিরে সরাহত সুন্দরতাঈ।।

দোহা (১০৮)

রাম কীন্হ বিশ্রাম নিসি প্রাত প্রয়াগ নহাই।
চলে সহিত সিয় লখন জন মুদিত মুনিহি সিরু নাই।।

চৌপাই (১—২)

রাম সপ্রেম কহেউ মুনি পাহীঁ। নাথ কহিঅ হম কেহি মগ জাহীঁ।।
মুনি মন বিহসি রাম সন কহহীঁ। সুগম সকল মগ তুম্হ কহুঁ অহহীঁ।।
সাথ লাগি মুনি সিষ্য বোলাএ। সুনি মন মুদিত পচাসক আএ।।
সবন্হি রাম পর প্রেম অপারা। সকল কহহিঁ মগু দীখ হমারা।।

(শ্রীপ্রভুর দর্শন লাভ করা থেকে) অন্য কোনো বড় লাভ ও সুখের খবর আমি জানি না। আপনার দর্শন লাভ করে আমার সকল আশা পূরণ হয়ে গেল। এই বর দিন যাতে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রীতি অবিচল থাকে॥ ৪॥

দোহা — কপটতা ছেড়ে কায়মনোবাক্যে মানুষ যতক্ষণ না আপনার সেবাপূজায় নিত্যযুক্ত হয় ততক্ষণ কোটি উপচারেও স্বপ্নেও তার সুখ লাভ করা সম্ভব নয়॥ ১০৭॥

চৌপাই—মুনির বিনয়সিক্ত কথাবার্তা শ্রবণ করে ও তাঁর ভাবভক্তিতে তৃপ্ত ও আনন্দিত হয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র (নরলীলায়) অতিশয় অস্বস্তি বোধ করলেন। তখন (তাঁর ঐশ্বর্য গোপন রেখে) ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বহুভাবে সকলের সামনে ভরদ্বাজ মুনির প্রশংসা করলেন॥ ১॥ (তিনি বললেন—) হে মুনিবর ! যে আপনার সমাদরের পাত্র বলে বিবেচিত হয় সেই তো মহান ও সর্বগুণাধার বলে স্বীকৃতি লাভ করে থাকে। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্র ও মুনি ভরদ্বাজ পরস্পরকে সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন আর অনির্বচনীয় সুখ উপভোগ করতে লাগলেন॥ ২॥ ততক্ষণে তাঁদের আগমনের বার্তা প্রয়াগবাসীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তাই দলে দলে ব্রহ্মচারী, তপস্বী, মুনি, সিদ্ধ ও উদাসীন—সকলেই দশরথনন্দনযুগলকে দর্শন করবার জন্য ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হতে লাগলেন॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের সকলকে প্রণাম করলেন। শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে তাঁদের নয়ন সার্থক হল। তাঁরা পরমানন্দে আশীর্বাদ করলেন। শ্রীরামচন্দ্রের অনুপম সৌন্দর্য তাঁদের মোহিত করেছিল। তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁরা ফিরে যেতে লাগলেন॥ ৪॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্র ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমেই রাত্রিযাপন করলেন। প্রত্যূষে তিনি আবার ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করলেন। অতঃপর তিনি প্রসন্ন চিত্তে মুনিবরের চরণে প্রণাম করে সীতাদেবী, শ্রীলক্ষ্মণ ও সেবক গুহককে নিয়ে যাত্রারম্ভ করলেন॥ ১০৮॥

চৌপাই—(যাত্রা কালে) পরম প্রীতি সহকারে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র মুনিবরকে প্রশ্ন করলেন—হে নাথ ! বলুন, কোন্ পথে গেলে ভালো হবে ? প্রশ্ন শুনে মুনিবর মনে মনে হাসলেন আর বললেন— হে শ্রীরামচন্দ্র ! আপনার পক্ষে তো সকল পথই সুগম॥ ১॥ অতঃপর ভরদ্বাজ মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিষ্যদের ডেকে পাঠালেন। (সঙ্গে যাওয়ার কথা শুনেই) প্রায়

চৌপাই (৩—৪)

মুনি বটু চারি সঙ্গ তব দীন্হে। জিন্হ বহু জনম সুকৃত সব কীন্হে॥
করি প্রনামু রিষি আয়সু পাঈ। প্রমুদিত হৃদয়ঁ চলে রঘুরাঈ॥

গ্রাম নিকট জব নিকসহিঁ জাঈ। দেখহিঁ দরসু নারি নর ধাঈ॥
হোহিঁ সনাথ জনম ফলু পাঈ। ফিরহিঁ দুখিত মনু সঙ্গ পঠাঈ॥

দোহা (১০৯)

বিদা কিএ বটু বিনয় করি ফিরে পাই মন কাম।
উতরি নহাএ জমুন জল জো সরীর সম স্যাম॥

চৌপাই (১—৪)

সুনত তীরবাসী নর নারী। ধাএ নিজ নিজ কাজ বিসারী॥
লখন রাম সিয় সুন্দরতাঈ। দেখি করহিঁ নিজ ভাগ্য বড়াঈ॥

অতি লালসা বসহিঁ মন মাহীঁ। নাউঁ গাউঁ বূঝত সকুচাহীঁ॥
জে তিন্হ মহুঁ বয়বিরিধ সয়ানে। তিন্হ করি জুগুতি রামু পহিচানে॥

সকল কথা তিন্হ সবহি সুনাঈ। বনহি চলে পিতু আয়সু পাঈ॥
সুনি সবিষাদ সকল পছিতাহীঁ। রানী রায়ঁ কীন্হ ভল নাহীঁ॥

তেহি অবসর এক তাপসু আবা। তেজ পুঞ্জ লঘুবয়স সুহাবা॥
কবি অলখিত গতি বেষু বিরাগী। মন ক্রম বচন রাম অনুরাগী॥

পঞ্চাশ জন শিষ্য সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করল। তাদের সকলেরই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের উপর অশেষ প্রীতি। সকলেই বলল যে তাদের পথ চেনা আছে॥ ২॥ তখন মুনিবর তাদের মধ্যে থেকে চারজন ব্রহ্মচারীকে বেছে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যেতে বললেন। নির্বাচিত চার ব্রহ্মচারী তাদের বহুজন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফল লাভ করল। অতঃপর শ্রীরঘুনাথ প্রণাম করে অনুমতি নিয়ে প্রসন্নচিত্তে যাত্রা করলেন॥ ৩॥ তাঁরা গ্রামের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। গ্রামবাসী নরনারীসকল তাঁদের দর্শন করতে ছুটে এল। মানবজন্ম লাভের সুফল লাভ করে সেই সকল অনাথ গ্রামবাসী যেন সনাথ হয়ে গেল এবং মনের স্বামীর নিকট মনকে গচ্ছিত রেখে (সদেহে গমন সম্ভব না হওয়ায়) ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে যেতে লাগল॥ ৪॥

দোহা—অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র বহু বিনয় সহকারে ব্রহ্মচারী চতুষ্টয়কে ফেরত পাঠালেন। তারা তাদের মনোবাঞ্ছিত (অনন্য ভক্তি) লাভ করে ফিরে গেল। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র যমুনা নদীর শ্যামল জলে সকলকে নিয়ে স্নান করলেন॥ ১০৯॥

চৌপাই—যমুনা তীরে বসবাসকারী জনগণ খবর পেয়ে গেল (যে নিষাদের সঙ্গে দুইজন সুপুরুষ ও একজন পরমা সুন্দরীর আগমন হয়েছে)। তারা তখনই কাজকর্ম ফেলে তাঁদের দেখবার জন্য ছুটে গেল। তারা শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর অনুপম সৌন্দর্য দর্শন করে নিজের সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করল॥ ১॥ তাদের মনে (পরিচয় জানবার) অদম্য বাসনা ছিল কিন্তু সংকোচবশত নামধাম জিজ্ঞাসা করতে পারছিলেন না। যিনি তাদের মধ্যে সুচতুর ও বয়োবৃদ্ধ ছিলেন তিনি অনুমানে শ্রীরামচন্দ্রকে চিহ্নিত করতে সমর্থ হলেন॥ ২॥ তিনি সকল কথা জনগণকে বললেন। তিনি জানালেন যে এঁরা পিতৃআজ্ঞা পালনে বনবাসে যাচ্ছেন। ঘটনা বিবরণ জনগণকে দুঃখার্ত করল ; তারা বলল—রাজা-রানী ভালো কাজ করেননি॥ ৩॥ এইকালে ঘটনাস্থলে তেজোদীপ্ত পরমসুন্দর বালকতনু এক তাপসের আগমন হল। তিনি সম্পূর্ণরূপে কবির অগম্য (অথবা তিনি যে কবি তা স্বীকার করতে অসম্মত ছিলেন)। তাঁর অঙ্গে ছিল বৈরাগী বেশ আর তিনি কায়মনোবাক্যে শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন॥ ৪॥ (এই তেজোদীপ্ত তাপসবৃত্তান্ত সম্বন্ধে নানারকম মত বর্তমান। এটি প্রক্ষিপ্ত, অপ্রাসঙ্গিক— এই সকল কথা শোনা যায়। কিন্তু এই

দোহা (১১০)

সজল নয়ন তন পুলকি নিজ ইষ্টদেউ পহিচানি।
পরেউ দন্ড জিমি ধরনিতল দসা ন জাই বখানি॥

চৌপাই (১—৪)

রাম সপ্রেম পুলকি উর লাবা। পরম রঙ্ক জনু পারসু পাবা॥
মনহুঁ প্রেমু পরমারথু দোউ। মিলত ধরেঁ তন কহ সবু কোউ॥

বহুরি লখন পায়ন্হ সোই লাগা। লীন্হ উঠাই উমগি অনুরাগা॥
পুনি সিয় চরন ধূরি ধরি সীসা। জননি জানি সিসু দীন্হি অসীসা॥

কীন্হ নিষাদ দন্ডবত তেহী। মিলেউ মুদিত লখি রাম সনেহী॥
পিঅত নয়ন পুট রূপু পিয়ুষা। মুদিত সুঅসনু পাই জিমি ভূখা॥

তে পিতু মাতু কহহু সখি কৈসে। জিন্হ পঠএ বন বালক ঐসে॥
রাম লখন সিয় রূপু নিহারী। হোহিঁ সনেহ বিকল নর নারী॥

দোহা (১১১)

তব রঘুবীর অনেক বিধি সখহি সিখাবনু দীন্হ।
রাম রজায়সু সীস ধরি ভবন গবনু তেইঁ কীন্হ॥

অংশটি সুপ্রাচিন বইতেও পাওয়া যায়। গোস্বামী তুলসীদাস বাবাজী একজন অনুভব সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। এস্থলে এই প্রসঙ্গটির উল্লেখের রহস্য কী তা ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু এটি প্রক্ষিপ্ত বা উপর থেকে জুড়ে দেওয়া হয়নি। এই তাপস সম্বন্ধে যখন উল্লিখিত হয়েছে— 'কবি অলখিত গতি' তাহলে এ সম্বন্ধে নিশ্চয়পূর্বক কিছু বলার কারও সাধ্য নেই। আমার তো মনে হয় এই তাপস আসলে হয় শ্রীহনুমানজী স্বয়ং অথবা ধ্যানস্থমূর্তি স্বয়ং শ্রীতুলসীদাস গোস্বামী।

দোহা—ইষ্টদেবতা সম্মুখে সমুপস্থিত রয়েছেন। তাঁকে চিনতে পেরে তাপস অশ্রুপূর্ণ লোচন হয়ে গেল ; তার অঙ্গে তখন পুলক শিহরণ অনুভূতি। সে দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়ে প্রণাম নিবেদন করল। তার (প্রেমবিহ্বল) অবস্থার বর্ণনা বলে বোঝানো যাবে না॥ ১১০॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্র প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে আনন্দে তাকে তুলে আলিঙ্গন দান করলেন। (তাপস এত আনন্দমগ্ন ছিল যে মনে হচ্ছিল যেন) কোনো হতদরিদ্র ব্যক্তি পরশ পাথর (স্পর্শমণি) পেয়েছে। (উপস্থিত ব্যক্তিগণ বললেন—) এ যে প্রেম ও পরমার্থের যুগল মিলন॥ ১॥ অতঃপর সেই তাপস শ্রীলক্ষ্মণের পায়ে পড়ল। তিনি প্রেমপূর্বক তাকে তুলে নিলেন। তখন তাপস সীতাদেবীর পদরজ মস্তকে ধারণ করল। মাতা সীতা তাকে শিশু সন্তান জ্ঞানে আশীর্বাদ দিলেন॥ ২॥ (শ্রীপ্রভুর এক বিশিষ্ট ভক্তকে সম্মুখে উপস্থিত দেখে) এইবার নিষাদরাজ গুহক তাপসকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করল। মিলিত হয়ে ভক্তযুগল তখন পরম আনন্দিত। অতঃপর তাপস দুচোখ ভরে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য সুধা পান করতে লাগল। সে তখন আনন্দে ডগমগ, যেন অতিশয় ক্ষুধার্ত ব্যক্তি উত্তম ভোজ্য পদার্থ লাভ করেছে।। ৩॥ (এদিকে গ্রাম্য বধূদের মধ্যে তখন কানাকানি হচ্ছে) সখী ! বল। এদের মা-বাবা কেমন যে এমন (সুন্দর সুকুমার) বালকদের বনবাসে পাঠিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর রূপসুধা পান করে উপস্থিত নরনারীসকল স্নেহে বিহ্বল হয়ে পড়ল॥ ৪॥

দোহা—তখন শ্রীরঘুবীর সখা গুহককে নানাভাবে (গৃহে প্রতিগমন করবার জন্য) উপদেশ দিলেন। গুহক প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য করে ফিরে চলল॥ ১১১॥

চৌপাই (১—৪)

পুনি সিয়ঁ রাম লখন কর জোরী। জমুনহি কীন্হ প্রনামু বহোরী।।
চলে সসীয় মুদিত দো ভাঈ। রবিতনুজা কই করত বড়াঈ।।
পথিক অনেক মিলহিঁ মগ জাতা। কহহিঁ সপ্রেম দেখি দোউ ভ্রাতা।।
রাজ লখন সব অঙ্গ তুম্হারেঁ। দেখি সোচু অতি হৃদয় হমারেঁ।।
মারগ চলহু পয়াদেহি পাএঁ। জ্যোতিষু ঝুঠ হমারেঁ ভাএঁ।।
অগমু পন্থু গিরি কানন ভারী। তেহি মহঁ সাথ নারি সুকুমারী।।
করি কেহরি বন জাই ন জোঈ। হম সঁগ চলহিঁ জো আয়সু হোঈ।।
জাব জহাঁ লগি তহঁ পহুঁচাঈ। ফিরব বহোরি তুম্হহি সিরু নাঈ।।

দোহা (১১২)

এহি বিধি পূঁছহিঁ প্রেম বস পুলক গাত জলু নৈন।
কৃপাসিন্ধু ফেরহিঁ তিন্হহি কহি বিনীত মৃদু বৈন।।

চৌপাই (১—৪)

জে পুর গাঁব বসহিঁ মগ মাহীঁ। তিন্হহি নাগ সুর নগর সিহাহীঁ।।
কেহি সুকৃতীঁ কেহি ঘরীঁ বসাএ। ধন্য পুন্যময় পরম সুহাএ।।
জহঁ জহঁ রাম চরন চলি জাহীঁ। তিন্হ সমান অমরাবতি নাহীঁ।।
পুন্যপুঞ্জ মগ নিকট নিবাসী। তিন্হহি সরাহহিঁ সুরপুরবাসী।।
জে ভরি নয়ন বিলোকহিঁ রামহি। সীতা লখন সহিত ঘনস্যামহি।।
জে সর সরিত রাম অবগাহহিঁ। তিন্হহি দেব সর সরিত সরাহহিঁ।।
জেহি তরু তর প্রভু বৈঠহিঁ জাঈ। করহিঁ কলপতরু তাসু বড়াঈ।।
পরসি রাম পদ পদুম পরাগা। মানতি ভূমি ভূরি নিজ ভাগা।।

চৌপাই—অতঃপর সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণ হাতজোড় করে মাতা যমুনাকে আবার প্রণাম করলেন। সূর্যকন্যা যমুনার প্রশংসা করতে করতে সীতাদেবীকে নিয়ে ভ্রাতৃযুগল অতিশয় প্রসন্নচিত্তে এগিয়ে চললেন॥ ১॥ পথে যেতে যেতে বহু ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে লাগল। ভ্রাতৃযুগলকে দর্শন করে প্রীতি সহকারে তারা বলল—আপনাদের অঙ্গে তো রাজচিহ্ন রয়েছে। তা দেখে আমাদের চিত্ত উদ্বেগ হয়॥ ২॥ (এমন রাজচিহ্ন থেকেও) পথে হেঁটে যেতে হচ্ছে। আমাদের তো জ্যোতিষশাস্ত্রের উপরই অবিশ্বাস এসে যাচ্ছে। গভীর অরণ্য ও দুস্তর গিরিপথ ! আবার সঙ্গে এক সুকুমারী নারীও আছেন ! ৩॥ হস্তী ও সিংহ সংকুল ওই ভীষণ অরণ্যের দিকে তাকালেই ভয়ে বুক কাঁপে। আপনাদের অনুমতি যদি পাই তাহলে আমরা আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি। আপনারা যতদূর যাবেন ততদূর গিয়ে আমরা না হয় প্রণাম করে ফিরে আসব॥ ৪॥

দোহা—এইভাবে পথে অনেকে প্রেমাধিক্যে পুলকিত অঙ্গে সজল নয়নে তাঁদের প্রশ্ন করতে থাকে। কিন্তু কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র সবিনয়ে তাদের নিরস্ত করতে থাকেন॥ ১১২॥

চৌপাই—পথে যেতে যেতে যে সকল গ্রাম ও বসতি পড়ল তাদের সৌভাগ্যে নাগ ও দেবলোকবাসীগণ বিচলিত হয়ে পড়ল। তারা সেই গ্রাম ও বসতিসমূহের পরম সৌভাগ্যে ঈর্ষাযুক্ত হয়ে বলতে লাগল—এদের সৃষ্টি না জানি কোন্ পুণ্যবান কোন্ শুভলগ্নে করেছিলেন ! প্রভুর দর্শন লাভ করে এরা তো আজ পরম সুন্দর, পুণ্যবান ও ধন্য হয়ে গেল॥ ১॥ যে যে স্থান শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শ লাভ করল তাদের সৌভাগ্য ইন্দ্রের অমরাবতীর থেকেও কম নয়। 'পথের ধারে বসবাসকারীও অতি বড় পুণ্যাত্মা'—স্বর্গের দেবতাগণও পঞ্চমুখে তাদের প্রশংসা করতে লাগল॥ ২॥ যে নেত্রসকল সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণসহ নবজলদশ্যাম শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করল তাদের তো অপরিসীম সৌভাগ্য ! যে যে সরোবর ও নদীতে শ্রীরামচন্দ্র অবগাহন করলেন তাদের সৌভাগ্যের প্রশংসা দেবসরোবর ও দেবনদীও করতে লাগল॥ ৩॥ যে সকল তরুমূলে শ্রীপ্রভু বিশ্রাম করলেন, কল্পবৃক্ষও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গেল। শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মরজের স্পর্শ লাভ করে ধরিত্রীও নিজেকে ধন্য মনে করল॥ ৪॥

দোহা (১১৩)

ছাঁহ করহিঁ ঘন বিবুধগন বরষহিঁ সুমন সিহাহিঁ।
দেখত গিরি বন বিহগ মৃগ রামু চলে মগ জাহিঁ।।

চৌপাই (১—৪)

সীতা লখন সহিত রঘুরাঈ। গাঁব নিকট জব নিকসহিঁ জাঈ।।
সুনি সব বাল বৃদ্ধ নর নারী। চলহিঁ তুরত গৃহ কাজু বিসারী।।

রাম লখন সিয় রূপ নিহারী। পাই নয়ন ফলু হোহিঁ সুখারী।।
সজল বিলোচন পুলক সরীরা। সব ভএ মগন দেখি দোউ বীরা।।

বরনি ন জাই দসা তিন্হ কেরী। লহি জনু রঙ্কন্হ সুরমনি ঢেরী।।
একন্হ এক বোলি সিখ দেহীঁ। লোচন লাহু লেহু ছন এহীঁ।।

রামহি দেখি এক অনুরাগে। চিতবত চলে জাহিঁ সঁগ লাগে।।
এক নয়ন মগ ছবি উর আনী। হোহিঁ সিথিল তন মন বর বানী।।

দোহা (১১৪)

এক দেখি বট ছাঁহ ভলি ডাস মৃদুল তৃন পাত।
কহহিঁ গবাঁইঅ ছিনুকু শ্রমু গবনব অবহিঁ কি প্রাত।।

চৌপাই (১—২)

এক কলস ভরি আনহিঁ পানী। অঁচইঅ নাথ কহহিঁ মৃদু বানী।।
সুনি প্রিয় বচন প্রীতি অতি দেখী। রাম কৃপাল সুসীল বিসেষী।।

জানী শ্রমিত সীয় মন মাহীঁ। ঘরিক বিলম্বু কীন্হ বট ছাহীঁ।।
মুদিত নারি নর দেখহিঁ সোভা। রূপ অনূপ নয়ন মনু লোভা।।

দোহা—পথশ্রম নিবারণে মেঘ চলার পথকে ছায়াযুক্ত করে দিচ্ছিল। দেবতাগণ শ্রীপ্রভুর স্তুতিরত হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন। পর্বতমালা, অরণ্যভূমি ও পশুপক্ষীদের দেখতে দেখতে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন॥ ১১৩॥

চৌপাই—সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণকে নিয়ে শ্রীরঘুনাথ যখনই গ্রামের উপকণ্ঠে উপনীত হচ্ছিলেন তখনই তাঁর আগমনবার্তা বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল আর বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই ঘরবাড়ি, কাজকর্ম সব ফেলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে ছুটে আসছিলেন॥ ১॥ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে সাক্ষাৎ দর্শন করে তারা তাদের চক্ষু সার্থক করেছিল আর অসীম সুখ অনুভব করেছিল। ভ্রাতৃযুগলকে দর্শন করে সকলেই প্রেমানন্দ মগ্ন হয়ে যাচ্ছিল। আনন্দে তাদের নয়নে প্রেমাশ্রু আর অঙ্গে পুলক শিহরণের অনুভূতি॥ ২॥ তাদের অবস্থা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। দীনদরিদ্র রাশি রাশি স্পর্শমণি পেলে যেমন আনন্দে বিহ্বল হয়, তাদেরও তদনুরূপ অবস্থা। একে অপরকে ডেকে বলাবলি করছিল এই বেলা দর্শন করে চক্ষু সার্থক করে নে॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে কেউ কেউ এমন অনুরাগরঞ্জিত হয়ে পড়ল যে তাঁকে নিত্য দর্শন করবার ইচ্ছায় তাঁর সঙ্গে পথ চলতে প্রবৃত্ত হল। আবার অন্য কেউ তাঁকে দর্শন করে হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল (তাদের দেহ, মন ও বাণী স্তব্ধ হয়ে গেল)॥ ৪॥

দোহা—কেউ আবার বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় কচি ঘাসপাতা দিয়ে শয্যা প্রস্তুত করে বলল—এইখানে বিশ্রাম নিয়ে পথশ্রম নিবারণ করে নিন না ! তারপর চাইলে আজ অথবা কাল সকালে না হয় চলে যাবেন॥ ১১৪॥

চৌপাই—এমন সময়ে একজন গ্রামবাসী কলসে জল এনে বিনীতভাবে বলল—হে প্রভু ! হাত-মুখ ধুয়ে নিন না ! তার প্রেমময় কথাবার্তা শুনে দয়ালু ও পরম সদাচারী প্রভু শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্ন হলেন। সীতা-দেবীকে বিশ্রাম দান করবার জন্য তিনি সকলকে নিয়ে বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় কিছুক্ষণ বসলেন। তখন গ্রামের নরনারীসকল তাঁদের অমিত রূপসুধা পান করে তৃপ্তি লাভ করতে লাগল। পথচারীদের অনুপম রূপ তাদের নয়ন ও মনকে মোহিত করে রেখেছিল॥ ১-২॥

চৌপাই (৩—৪)

একটক সব সোহহিঁ চহুঁ ওরা। রামচন্দ্র মুখ চন্দ চকোরা॥
তরুন তমাল বরন তনু সোহা। দেখত কোটি মদন মনু মোহা॥

দামিনি বরন লখন সুঠি নীকে। নখ সিখ সুভগ ভাবতে জী কে॥
মুনিপট কটিন্হ কসেঁ তূনীরা। সোহহিঁ কর কমলনি ধনু তীরা॥

দোহা (১১৫)

জটা মুকুট সীসনি সুভগ উর ভুজ নয়ন বিসাল।
সরদ পরব বিধু বদন বর লসত স্বেদ কন জাল॥

চৌপাই (১—৪)

বরনি ন জাই মনোহর জোরী। সোভা বহুত থোরি মতি মোরী॥
রাম লখন সিয় সুন্দরতাঈ। সব চিতবহিঁ চিত মন মতি লাঈ॥

থকে নারি নর প্রেম পিআসে। মনহুঁ মৃগী মৃগ দেখি দিআ সে॥
সীয় সমীপ গ্রামতিয় জাহীঁ। পূঁছত অতি সনেহঁ সকুচাহীঁ॥

বার বার সব লাগহিঁ পাএঁ। কহহিঁ বচন মৃদু সরল সুভাএঁ॥
রাজকুমারী বিনয় হম করহীঁ। তিয় সুভায়ঁ কছু পূঁছত ডরহীঁ॥

স্বামিনি অবিনয় ছমবি হমারী। বিলগু ন মানব জানি গবাঁরী॥
রাজকুঅঁর দোউ সহজ সলোনে। ইন্হ তেঁ লহী দুতি মরকত সোনে॥

দোহা (১১৬)

স্যামল গৌর কিসোর বর সুন্দর সুষমা ঐন।
সরদ সর্বরীনাথ মুখু সরদ সরোরুহ নৈন॥

নবাহ্নপারায়ণ, চতুর্থ বিশ্রাম

মাসপারায়ণ, ষোড়শ বিশ্রাম

সকলে শ্রীরামচন্দ্রের চন্দ্রমুখটি চকোরসম একদৃষ্টে (তন্ময় হয়ে) দেখতে থাকায় সেই দৃশ্য অনুপম সুন্দর হয়ে উঠেছিল। শ্রীপ্রভুর তমাল-বৃক্ষসম অঙ্গকান্তি চতুর্দিক আলো করে রেখেছিল এবং কোটি মদনকেও নিষ্প্রভ করছিল॥ ৩॥ দামিনীশুভ্র শ্রীলক্ষ্মণও তখন অতীব সুন্দর লাগছিলেন। তাঁর পদনখ থেকে শিখর পর্যন্ত সর্বাঙ্গ রূপের আধার হয়ে জনগণমন আকর্ষণ করেছিল। ভ্রাতৃযুগল তখন তো মুনিবেশে এবং বল্কলবস্ত্র পরিহিত। কটিতে তাঁদের তূণীরের শোভা আর করকমলে ধনুর্বাণ অনুপম সুশোভিত॥ ৪॥

দোহা—তাদের শিরে জটাজুটের অনুপম সুন্দর কিরীট, দীর্ঘায়ত বক্ষঃস্থল, বাহুযুগল ও নয়নযুগলও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। শারদ পূর্ণিমাসম অনুপম সুন্দর চন্দ্রাননে পথশ্রমজনিত স্বেদবারিবিন্দু অনুপম শোভা পাচ্ছিল॥ ১১৫॥

চৌপাই—সেই যুগল মূর্তির বর্ণনা করা সম্ভব নয় কারণ সৌন্দর্য অপরিসীম আর কবির বুদ্ধি ও শক্তি সীমিত। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সৌন্দর্যকে গ্রামবাসীগণ মন, বুদ্ধি ও চিত্ত একাগ্র করে (সংযুক্ত করে) উপভোগ করতে লাগল॥ ১॥ (তাঁদের সৌন্দর্য মাধুর্যের উৎকর্ষ) গ্রাম্য জনগণকে প্রীতি পিপাসার্ত অবস্থায় বাকশক্তিরহিত করেছিল। আলো দেখা বন্য মৃগসম তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিল। গ্রামের রমণীগণ বারে বারে সীতাদেবীকে কোনো প্রশ্ন করতে কুণ্ঠিত বোধ করছিল॥ ২॥ তারা পুনঃপুনঃ সীতাদেবীকে প্রণাম করে বলল—হে রাজকুমারী ! আমরা কিছু জানতে চাই কিন্তু ভীরু স্বভাবের জন্য কিছু বলতে কুণ্ঠা বোধ করছি॥ ৩॥ (অনেক দ্বন্দ্বের পর একজন প্রশ্ন করেই ফেলল—) আমাদের ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন। আমরা গ্রামে থাকি তাই ভালো করে গুছিয়ে কথা বলতে পারি না বলে কিছু মনে করবেন না। মরকতমণি (পান্না) আর সুবর্ণ যেন এঁদের কাছ থেকেই কান্তি লাভ করেছে (অর্থাৎ এঁদের কান্তি মরকতমণি ও সুবর্ণ থেকেও অনেক বেশি)। তাই মনে হয় এই ভ্রাতৃযুগলের অঙ্গকান্তির সম্মুখে মরকতমণি ও চন্দ্রের আভাও একেবারেই নিষ্প্রভ॥ ৪॥

দোহা— শ্যামল ও গৌর অল্পবয়স্ক (রাজকুমারদ্বয়) অনুপম সৌন্দর্য ও লাবণ্যের আকর। এঁদের মুখমণ্ডল শারদ পূর্ণিমার চন্দ্রসম সুন্দর, নয়নযুগল শারদকমলের ন্যায় মনোহর॥ ১১৬॥

চৌপাই (১—৪)

কোটি মনোজ লজাবনিহারে। সুমুখি কহহু কো আহিঁ তুম্হারে॥
সুনি বিলোকি সনেহময় মঞ্জুল বানী। সকুচী সিয় মন মহুঁ মুসুকানী॥

তিন্হহি বিলোকি বিলোকতি ধরনী। দুহুঁ সকোচ সকুচতি বরবরনী॥
সকুচি সপ্রেম বাল মৃগ নয়নী। বোলী মধুর বচন পিকবয়নী॥

সহজ সুভায় সুভগ তন গোরে। নামু লখনু লঘু দেবর মোরে॥
বহুরি বদনু বিধু অঞ্চল ঢাঁকী। পিয় তন চিতই ভৌঁহ করি বাঁকী॥

খঞ্জন মঞ্জু তিরীছে নয়ননি। নিজ পতি কহেউ তিন্হহি সিয়ঁ সয়ননি॥
ভঈ মুদিত সব গ্রামবধূটীঁ। রঙ্কন্হ রায় রাসি জনু লূটীঁ॥

চৌপাই (১১৭)

অতি সপ্রেম সিয় পায়ঁ পরি বহুবিধি দেহিঁ অসীস।
সদা সোহাগিনি হোহু তুম্হ জব লগি মহি অহি সীস॥

চৌপাই (১—৪)

পারবতী সম পতিপ্রিয় হোহূ। দেবি ন হম পর ছাড়ব ছোহূ॥
পুনি পুনি বিনয় করিঅ কর জোরী। জৌঁ এহি মারগ ফিরিঅ বহোরী॥

দরসনু দেব জানি নিজ দাসী। লখীঁ সীয়ঁ সব প্রেম পিআসী॥
মধুর বচন কহি কহি পরিতোষীঁ। জনু কুমুদিনীঁ কৌমুদীঁ পোষীঁ॥

তবহিঁ লখন রঘুবর রুখ জানী। পূঁছেউ মগু লোগন্হি মৃদু বানী॥
সুনত নারি নর ভএ দুখারী। পুলকিত গাত বিলোচন বারী॥

মিটা মোদু মন ভএ মলীনে। বিধি নিধি দীন্হ লেত জনু ছীনে॥
সমুঝি করম গতি ধীরজু কীন্হা। সোধি সুগম মগু তিন্হ কহি দীন্হা॥

চৌপাই— হে সুমুখী ! বল না ! যাঁদের সৌন্দর্য কোটি কামদেবকেও লজ্জিত করে সেই পুরুষগণ তোমার কে হন ? তাদের এই স্নেহমণ্ডিত সুমধুর কথা শুনে সীতাদেবী সংকোচ বোধ করেও মনে মনে হাসলেন॥ ১॥ শুভ্রবর্ণ সীতাদেবী তাঁদের দিকে একবার দেখে (সসংকোচে) মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর তখন যুগল সংকোচের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে (স্বামীর নাম না বলতে পারবার সংকোচ আর বলছেন না বলে গ্রাম্য রমণীদের দুঃখ পাওয়ার সংকোচ)। অবশেষে মৃগশাবকনয়নী পিকবচনী সীতাদেবী সসংকোচে প্রেমসিক্ত সুমধুর বচনে বললেন॥ ২॥ (সীতাদেবী বললেন—) ওই যে সহজ সরল সুন্দর গৌরবর্ণ পুরুষ ; সে আমার ছোট দেওর। অতঃপর তিনি (লজ্জায়) আঁচলে নিজ চন্দ্রবদন ঢেকে প্রিয়তমের (শ্রীরামচন্দ্রের) দিকে তাকিয়ে ভ্রূ বাঁকিয়ে সিক্ত খঞ্জন পক্ষীসম সুন্দর নয়নের ইশারায় বললেন—ইনি (শ্রীরামচন্দ্র) আমার পতিদেবতা। পরিচয় জেনে গ্রামের রমণীকুল পরম আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো কাঙাল অপরিমিত ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে অধিকার করে পরমানন্দে তা উপভোগ করছে॥ ৩-৪॥

দোহা—অতঃপর সেই রমণীগণ পরম প্রীতিপূর্বক সীতাদেবীর পদসংলগ্ন হল আর তাঁকে নানাভাবে আশীর্বাদ দিয়ে বলল—শেষনাগ যত দিন এই ধরিত্রীকে মাথায় করে রাখবে তুমি ততদিন সতী সাবিত্রী ও সৌভাগ্যবতী হয়ে থাকবে॥ ১১৭॥

চৌপাই— আমরা প্রার্থনা করি যেন পার্বতীসম পতির প্রেম তুমি লাভ কর। হে দেবি ! আমাদের উপর যেন কৃপাদৃষ্টি রাখতে ভুলে যেও না। আমরা হাতজোড় করে একটা অনুরোধ করছি—তোমরা এই পথেই ফিরো আর এই দাসীদের দর্শন দান করে যেও। সীতাদেবী বুঝলেন যে রমণীগণ প্রেমে কাতর হয়ে পড়েছে। তিনি তাদের সুমিষ্ট বচনে পরিতৃপ্ত করলেন। জ্যোৎস্না যেন কুমুদকে প্রস্ফুটিত করে দিল॥ ১-২॥ তখন শ্রীরামচন্দ্রের মনোভাব বুঝতে পেরে শ্রীলক্ষ্মণ তাদের কাছে সবিনয়ে পথনির্দেশ জানতে চাইলেন। (বিয়োগের কথা উঠতেই) নরনারী নির্বিশেষে সকলেই দুঃখিত হয়ে পড়ল। তাদের অঙ্গে তখন পুলক শিহরণ অনুভূতি লাভ হচ্ছিল। বিয়োগ ব্যথায় তারা প্রেমাশ্রুসজল হয়ে পড়ল॥ ৩॥ তাদের আনন্দ যেন হঠাৎ হাওয়ায় মিশে গেল।

দোহা (১১৮)

লখন জানকী সহিত তব গবনু কীন্হ রঘুনাথ।
ফেরে সব প্রিয় বচন কহি লিএ লাই মন সাথ॥

চৌপাই (১—৪)

ফিরত নারি নর অতি পছিতাহীঁ। দৈঅহিঁ দোষু দেহিঁ মন মাহীঁ॥
সহিত বিষাদ পরসপর কহহীঁ। বিধি করতব উলটে সব অহহীঁ॥

নিপট নিরঙ্কুস নিঠুর নিসঙ্কূ। জেহিঁ সসি কীন্হ সরুজ সকলঙ্কূ॥
রুখ কলপতরু সাগরু খারা। তেহিঁ পঠএ বন রাজকুমারা॥

জৌঁ পৈ ইন্হহি দীন্হ বনবাসূ। কীন্হ বাদি বিধি ভোগ বিলাসূ॥
এ বিচরহিঁ মগ বিনু পদত্রানা। রচে বাদি বিধি বাহন নানা॥

এ মহি পরহিঁ ডাসি কুস পাতা। সুভগ সেজ কত সৃজত বিধাতা॥
তরুবর বাস ইন্হহি বিধি দীন্হা। ধবল ধাম রচি রচি শ্রমু কীন্হা॥

দোহা (১১৯)

জৌঁ এ মুনি পট ধর জটিল সুন্দর সুঠি সুকুমার।
বিবিধ ভাঁতি ভূষন বসন বাদি কিএ করতার॥

চৌপাই (১)

জৌঁ এ কন্দ মূল ফল খাহীঁ। বাদি সুধাদি অসন জগ মাহীঁ॥
এক কহহিঁ এ সহজ সুহাএ। আপু প্রগট ভএ বিধি ন বনাএ॥

তারা বিষাদে নিমজ্জিত হল, দেখে মনে হচ্ছিল যেন বিধাতা প্রদত্ত ধনসম্পদ তাদের কাছ থেকে জোর করে কেউ ছিনিয়ে নিচ্ছে। অতঃপর তারা কর্মের গতিকে মেনে নিয়ে ধৈর্য ধারণ করল আর আলাপ-আলোচনা করে সুগম পথের সন্ধান দিল॥ ৪॥

দোহা—শ্রীরঘুনাথ তখন শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করে এগিয়ে চললেন। গ্রামবাসীদের সুমিষ্ট বচনে ফিরিয়ে দিলেও তাদের মন কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে অনড় হয়ে রইল॥ ১১৮॥

চৌপাই—ফিরে যেতে যেতে গ্রামবাসীগণ ভয়ানক হাহুতাশ করতে লাগল আর এর জন্য দৈবকে দায়ী করল। তারা বিষাদগ্রস্ত হয়ে আলোচনা করতে লাগল—বিধাতার কার্যে যেন কোনো সুবন্দোবস্ত (ছিরি) নেই॥ ১॥ বিধাতা সম্পূর্ণরূপে নিরবগ্রহ (স্বতন্ত্র) ও নির্ভয় হয়েও নির্দয়। তিনি চন্দ্রকে রুগ্ন (ক্ষতি-বৃদ্ধিযুক্ত) ও কলঙ্কযুক্ত করেছেন, কল্পতরুকে তরু করেছেন আর সাগরকে লবণাক্ত জল দিয়েছেন। তিনিই আবার এমন (সুন্দর) রাজকুমারদ্বয়কে বনবাসে পাঠিয়েছেন॥ ২॥ যখন বিধাতা এঁদের বনবাস দিয়েছেন তাহলে তিনি ভোগ ও বিলাস সৃষ্টি করলেন কেন ? যখন এঁরা খালি পায়ে (পাদুকাবিহীন) পথে চলেছেন তখন বিধাতারও এত রকমের বাহন সৃষ্টি করবার দরকার কী ছিল ? ৩॥ যখন এঁদের জন্য বরাদ্দ হিসেবে কুশ ও কিশলয় শয্যায় ভূমিতে শয়ন ছিল তখন বিধাতার সুন্দর শয্যা সৃষ্টি করবার প্রয়োজন ছিল কী ? যখন বিধাতা এঁদের বসবাস বৃহৎ বৃক্ষমূলে স্থির করে রেখেছিলেন তখন সুবিশাল রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে তিনি অনর্থক পরিশ্রম করেছেন বলে মনে হয়॥ ৪॥

দোহা—যখন এঁরা এমন সুন্দর ও অতিশয় সুকুমার হয়েও বল্কল বস্ত্র ও জটাজুট ধারণ করবেন তখন কর্তার (বিধাতার) নানারকম অলংকার ও বস্ত্র সৃষ্টি করবার দরকার কী ছিল ? ১১৯॥

চৌপাই—যখন এঁরা কন্দ ও ফলমূল খেয়ে জীবনযাপন করবেন তখন অমৃতসদৃশ সুখসেব্য আহারসামগ্রীর সৃষ্টি করবার প্রয়োজনীয়তা কী ছিল ? একজন বলে উঠল—এঁরা সহজ সুন্দর (অর্থাৎ এঁদের সৌন্দর্য-মাধুর্য সৃষ্টি কালেই সুন্দর), এঁরা স্বয়ংসৃষ্ট, ব্রহ্মাসৃষ্ট নন॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

জহঁ লগি বেদ কহী বিধি করনী। শ্রবন নয়ন মন গোচর বরনী॥
দেখহু খোজি ভুঅন দস চারী। কহঁ অস পুরুষ কহাঁ অসি নারী॥

ইন্‌হহি দেখি বিধি মনু অনুরাগা। পটতর জোগ বনাবৈ লাগা॥
কীন্‌হ বহুত শ্রম ঐক ন আএ। তেহিঁ ইরিষা বন আনি দুরাএ॥

এক কহহিঁ হম বহুত ন জানহিঁ। আপুহি পরম ধন্য করি মানহিঁ॥
তে পুনি পুন্যপুঞ্জ হম লেখে। জে দেখহিঁ দেখিহহিঁ জিন্‌হ দেখে॥

দোহা (১২০)

এহি বিধি কহি কহি বচন প্রিয় লেহিঁ নয়ন ভরি নীর।
কিমি চলিহহিঁ মারগ অগম সুঠি সুকুমার সরীর॥

চৌপাই (১—৪)

নারি সনেহ বিকল বস হোহীঁ। চকঈঁ সাঁঝ সময় জনু সোহীঁ॥
মৃদু পদ কমল কঠিন মগু জানী। গহবরি হৃদয়ঁ কহহিঁ বর বানী॥

পরসত মৃদুল চরন অরুনারে। সকুচতি মহি জিমি হৃদয় হমারে॥
জৌঁ জগদীস ইন্‌হহি বনু দীন্‌হা। কস ন সুমনময় মারগু কীন্‌হা॥

জৌঁ মাগা পাইঅ বিধি পাহীঁ। এ রখিঅহিঁ সখি আঁখিন্‌হ মাহীঁ॥
জে নর নারি ন অবসর আএ। তিন্‌হ সিয় রামু ন দেখন পাএ॥

সুনি সুরূপু বূঝহিঁ অকুলাঈ। অব লগি গএ কহাঁ লগি ভাঈ॥
সমরথ ধাই বিলোকহিঁ জাঈ। প্রমুদিত ফিরহিঁ জনমফলু পাঈ॥

আমাদের শ্রোত্র, নেত্র ও মন দ্বারা অনুভবযোগ্য বিধাতার কার্যাদি বর্ণনা বেদ যতদূত করেছে, চতুর্দশ ভুবন খুঁজে বেড়ালেও এমন নারীপুরুষ পাওয়া যাবে না (অর্থাৎ বিধাতা সৃষ্ট চতুর্দশ ভুবন থেকে এঁরা স্বতন্ত্র আর স্বমহিমা দ্বারাই সৃষ্ট॥ ২॥ এঁদের দেখে বিধাতার মন অনুরাগরঞ্জিত হয়েছিল তখন তিনি এঁদের মতন অন্য নরনারী সৃষ্টিতে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু বহু পরিশ্রম করেও এঁদের অনুরূপ সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে হয়ে উঠল না। তাই তিনি ঈর্ষা প্রেরিত হয়ে এঁদের বনবাসে এনে লুকিয়ে রাখতে চাইছেন॥ ৩॥ অন্য একজন বলল— আমি অত সব কথা জানি না। আমি যে পরম ভাগ্যবান তা জানি (যে এঁদের দর্শন লাভ করেছি)। আমার বুদ্ধিতে কেবল এই বুঝি যে যাঁরা এঁদের দেখেছেন, দেখছেন ও দেখবেন তাঁরা সকলেই পুণ্যবান॥ ৪॥

দোহা—এইরূপ সুমধুর আলোচনা করতে করতে সকলের নয়ন প্রেমাশ্রু সজল হয়ে উঠল। তাঁদের চিন্তা হল যে এমন সুকুমার বালক দুর্গম পথে কেমন করে চলবেন! ১২০॥

চৌপাই— নারীগণ স্নেহে বিহ্বল হয়ে পড়ল। তাদের অবস্থা সন্ধ্যাকালের চক্রবাতীর (আসন্ন বিয়োগ ব্যথা চিন্তা করে) ব্যথিত হওয়া সম ছিল। তাঁদের কোমল পাদপদ্ম কেমন করে কঠোর পথে হাঁটবে— এই দুশ্চিন্তায় অতি দুঃখে তারা সুমধুর কথায় বলতে লাগল— এঁদের কোমল ও অরুণ বর্ণ পদতলকে স্পর্শ করতে আমাদের হৃদয়ের মতনই ভূমিও সংকুচিত হবে। জগদীশ্বর যদি এঁদের বনবাস দান করবার পরিকল্পনা করেই ছিলেন তাহলে তিনি সমস্ত পথকে পুষ্পদল দ্বারা আবৃত করে দিলেন না কেন ? ১-২॥ যদি ব্রহ্মা বরদান করতে সম্মত হন, হে সখী ! (আমরা এঁদের চেয়ে নেব আর) এঁদের নয়নের মধ্যেই রেখে দেব। যে রমণীগণ এই সময়ে সেই স্থানে আসতে পারেনি তারা শ্রীসীতারামকে দর্শন করতে পেল না॥ ৩॥ এই সৌন্দর্যের বর্ণনা শ্রবণ করে তাঁরা ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল—হাঁ ভাই ! তাঁরা এখন কতদূর গিয়ে থাকবেন বলে তোমার মনে হয় ? আর যারা সক্ষম ছিল তারা ছুটে গিয়ে তাঁদের দর্শন করে মানবজন্ম লাভের সুফল লাভ করে পরম আনন্দে ফিরে এল॥ ৪॥

দোহা (১২১)

অবলা বালক বৃদ্ধ জন কর মীজহিঁ পছিতাহি।
হোহিঁ প্রেমবস লোগ ইমি রামু জহাঁ জহঁ জাহিঁ॥

চৌপাই (১—৪)

গাবঁ গাবঁ অস হোই অনন্দূ। দেখি ভানুকুল কৈরব চন্দূ॥
জে কছু সমাচার সুনি পাবহিঁ। তে নৃপ রানিহি দোসু লগাবহিঁ॥

কহহিঁ এক অতি ভল নরনাহূ। দীন্হ হমহি জোই লোচন লাহূ॥
কহহিঁ পরসপর লোগ লোগাঈঁ। বাতেঁ সরল সনেহ সুহাঈঁ॥

তে পিতু মাতু ধন্য জিন্হ জাএ। ধন্য সো নগরু জহাঁ তেঁ আএ॥
ধন্য সো দেসু সৈলু বন গাউঁ। জহঁ জহঁ জাহিঁ ধন্য সোই ঠাউঁ॥

সুখু পায়উ বিরঞ্চি রচি তেহী। এ জেহি কে সব ভাঁতি সনেহী॥
রাম লখন পথি কথা সুহাঈ। রহী সকল মগ কানন ছাঈ॥

দোহা (১২২)

এহি বিধি রঘুকুল কমল রবি মগ লোগন্হ সুখ দেত।
জাহিঁ চলে দেখত বিপিন সিয় সৌমিত্রি সমেত॥

চৌপাই (১—৩)

আগেঁ রামু লখনু বনে পাছেঁ। তাপস বেষ বিরাজত কাছেঁ॥
উভয় বীচ সিয় সোহতি কৈসেঁ। ব্রহ্ম জীব বিচ মায়া জৈসেঁ॥

বহুরি কহউঁ ছবি জসি মন বসঈ। জনু মধু মদন মধ্য রতি লসঈ॥
উপমা বহুরি কহউঁ জিয়ঁ জোহী। জনু বুধ বিধু বিচ রোহিনি সোহী॥

প্রভু পদ রেখ বীচ বিচ সীতা। ধরতি চরন মগ চলতি সভীতা॥
সীয় রাম পদ অঙ্ক বরাএঁ। লখন চলহিঁ মগু দাহিন লাএঁ॥

দোহা—(গর্ভবতী, প্রসূতি) রমণীগণ, বালকবৃদ্ধসকল (প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভে সক্ষম না হয়ে) হাত কচলে হাহুতাশ করতে লাগল। এইভাবে যে পথ দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র গমন করলেন সেখানের জনগণ (তাঁর দর্শন লাভ করে) তাঁর প্রেমে বিহ্বল হয়ে যেতে লাগল॥ ১২১॥

চৌপাই— সূর্যবংশরূপ কুমুদকে প্রফুল্লতা প্রদানকারী চন্দ্রসম শ্রীরাম-চন্দ্রকে দর্শন করে গ্রামের পর গ্রাম এইভাবে আনন্দমগ্ন হয়ে যেতে লাগল। যারা (বনবাস দানের সংবাদ পেল) তারা সকলেই একযোগে রাজা-রানীর (দশরথ-কৈকেয়ীর) উপর দোষারোপ করতে প্রবৃত্ত হল॥ ১॥ একজন বলল —রাজা পরম দয়ালু। তিনি কৃপা করে আমাদের স্বচক্ষে শ্রীপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়ে দিলেন। জনগণ এইভাবে নিজেদের মধ্যে ঘটনাটি প্রেমপূর্বক সহজ সরলভাবে আলোচনা করতে লাগল॥ ২॥ (তারা আলোচনা করতে লাগল—) ধন্য জননী-জনক যাঁরা এঁদের জন্ম দিয়েছেন। ধন্য সেই নগর যেখান থেকে এঁরা এসেছেন। ধন্য সেই দেশ, পর্বত, অরণ্য ও গ্রাম। ধন্য সেই সকল স্থান যেখানে এঁদের পদরজ স্পর্শ লাভ হচ্ছে॥ ৩॥ ব্রহ্মা তাদেরই সৃষ্টি করে সুখানুভূতি লাভ করেন যারা সর্বতোভাবে (শ্রীরামচন্দ্রের) প্রীতিতে পরিপূর্ণ। পথগামী শ্রীরাম-চন্দ্রের ও শ্রীলক্ষ্মণের কথা পথের ও অরণ্যের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল॥ ৪॥

দোহা—রঘুকুলরূপ কমলকে বিকশিত যিনি করেছেন সেই সূর্যস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে পথের জনগণকে সুখ প্রদান করতঃ সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্য দর্শন করতে করতে এগিয়ে চললেন॥ ১২২॥

চৌপাই—সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্র যাচ্ছেন আর পশ্চাতে শ্রীলক্ষ্মণ। তাপস বেশধারী ভ্রাতৃযুগলের অনুপম শোভা ছিল। মধ্যে চলেছেন সীতাদেবী। তিনি ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে মায়াসম সুশোভিতা ! ১॥ আর আমার মনে যে দৃশ্য জ্বলজ্বল করছে তা বলছি—যেন বসন্তঋতু আর কামদেবের মধ্যে (কামদেবের স্ত্রী) রতি রয়েছেন। অতঃপর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে মন্থন করে যে দৃশ্য ফুটে উঠছে তা উপমা হিসেবে বলছি—যেন বুধ (চন্দ্রের পুত্র) ও চন্দ্রের মধ্যে (চন্দ্রভার্যা) রোহিণী স্বমহিমায় বিরাজমান রয়েছেন॥ ২॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের (ভূমিতে অঙ্কিত) পদচিহ্নের মধ্যে পা ফেলে সীতাদেবী (শ্রীপ্রভুর চরণ চিহ্নের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে) অতি সাবধানে হেঁটে যাচ্ছেন ; আর শ্রীলক্ষ্মণ (উভয়ের

চৌপাই (৪)

রাম লখন সিয় প্রীতি সুহাঈ। বচন অগোচর কিমি কহি জাঈ॥
খগ মৃগ মগন দেখি ছবি হোহীঁ। লিএ চোরি চিত রাম বটোহীঁ॥

দোহা (১২৩)

জিন্হ জিন্হ দেখে পথিক প্রিয় সিয় সমতে দোউ ভাই।
ভব মগু অগমু অনন্দু তেই বিনু শ্রম রহে সিরাই॥

চৌপাই (১—৪)

অজহুঁ জাসু উর সপনেহুঁ কাঊ। বসহুঁ লখনু সিয় রামু বটাঊ॥
রাম ধাম পথ পাইহি সোঈ। জো পথ পাব কবহুঁ মুনি কোঈ॥

তব রঘুবীর শ্রমিত সিয় জানী। দেখি নিকট বটু সীতল পানী॥
তহঁ বসি কন্দ মূল ফল খাঈ। প্রাত নহাই চলে রঘুরাঈ॥

দেখত বন সর সৈল সুহাএ। বালমীকি আশ্রম প্রভু আএ।
রাম দীখ মুনি বাসু সুহাবন। সুন্দর গিরি কাননু জলু পাবন॥

সরনি সরোজ বিটপ বন ফূলে। গুঞ্জত মঞ্জু মধুপ রস ভূলে॥
খগ মৃগ বিপুল কোলাহল করহীঁ। বিরহিত বৈর মুদিত মন চরহীঁ॥

দোহা (১২৪)

সুচি সুন্দর আশ্রমু নিরখি হরষে রাজিবনেন।
সুনি রঘুবর আগমনু মুনি আগেঁ আয়উ লেন॥

চরণচিহ্নের মর্যাদা রক্ষা করে) সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন স্পর্শ না করে তা ডান দিকে রেখে এগিয়ে যাচ্ছেন॥ ৩॥ সীতাদেবী, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণের মধ্যে যে অনুপম প্রীতি ছিল তা আলোচনার বিষয় হতে পারে না (অর্থাৎ তা অনির্বচনীয়)। তাই তার বর্ণনা হয় না। পশুপক্ষীসকল সেই দৃশ্য দেখে বিমুগ্ধচিত্ত হয়ে যাচ্ছিল। পথচারীরূপে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাদের চিত্তও হরণ করে নিয়েছিলেন॥ ৪॥

দোহা—*পথে গমনকারী সীতাদেবীসহ ভ্রাতৃযুগলের দর্শন লাভ করবার সৌভাগ্য যাদের হল তারা (জন্মমৃত্যুরূপ ভবে গতায়াতের ভয়ানক পথ) অনায়াসে ও সানন্দে অতিক্রম করে গেল (অর্থাৎ তারা গতায়াতের চক্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে মুক্তি লাভ করল)॥ ১২৩॥*

চৌপাই—আজও যাদের হৃদয়ে স্বপ্নেও কখনো শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর এই তিন পথচারী অধিষ্ঠিত হন তারাও শ্রীরামচন্দ্রের পরমধামের সেই পথ লাভ করে যা মুনিদেরও সচরাচর লাভ করতে দেখা যায় না॥ ১॥ সীতাদেবী পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সম্মুখে এক বটবৃক্ষ ও জলাশয় দেখে শ্রীরামচন্দ্র সেইখানেই অবস্থান করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কন্দ, ফলমূল গ্রহণ করে তিনি (সেইখানেই রাত্রিযাপন করে) প্রত্যূষে অবগাহন সমাপনান্তে আবার চলতে শুরু করলেন॥ ২॥ সুন্দর বনাঞ্চল, জলাশয় ও পর্বতমালা দেখতে দেখতে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বাল্মীকি মুনির আশ্রমে উপনীত হলেন। মুনির নিবাসস্থানে সৌন্দর্যের সমারোহ দেখে শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্ন হলেন। পর্বতমালায়, অরণ্যে ও পবিত্র জলে সেইখানের সৌন্দর্য মূর্ত হয়ে ছিল॥ ৩॥ সরোবরে ছিল প্রস্ফুটিত কমলদলের সম্ভার। অরণ্য পল্লবিত বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ ছিল। মধুপানে মত্ত ভ্রমরকুলের গুঞ্জরণ অতি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। পশুপক্ষীর কলরবে স্থান আকর্ষক হয়ে উঠেছিল। তারা হিংসা ভুলে প্রসন্ন চিত্তে বিচরণ করছিল॥ ৪॥

দোহা—*পরম পবিত্র ও সুন্দর আশ্রম দেখে কমললোচন শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্নচিত্ত হয়ে উঠলেন। রঘুবংশ শিরোমণি শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রমে আগমন হয়েছে জেনে বাল্মীকিমুনি স্বয়ং তাঁকে আপ্যায়ন করতে এগিয়ে এলেন॥ ১২৪॥*

চৌপাই (১—৪)

মুনি কহুঁ রাম দন্ডবত কীন্হা। আসিরবাদু বিপ্রবর দীন্হা॥
দেখি রাম ছবি নয়ন জুড়ানে। করি সনমানু আশ্রমহিঁ আনে॥

মুনিবর অতিথি প্রানপ্রিয় পাএ। কন্দ মূল ফল মধুর মগাএ॥
সিয় সৌমিত্রি রাম ফল খাএ। তব মুনি আশ্রম দিএ সুহাএ॥

বালমীকি মন আনঁদু ভারী। মঙ্গল মুরতি নয়ন নিহারী॥
তব কর কমল জোরি রঘুরাঈ। বোলে বচন শ্রবন সুখদাঈ॥

তুম্হ ত্রিকাল দরসী মুনিনাথা। বিশ্ব বদর জিমি তুম্হরেঁ হাথা॥
অস কহি প্রভু সব কথা বখানী। জেহি জেহি ভাঁতি দীন্হ বনু রানী॥

দোহা (১২৫)

তাত বচন পুনি মাতু হিত ভাই ভরত অস রাউ।
মো কহুঁ দরস তুম্হার প্রভু সবু মম পুন্য প্রভাউ॥

চৌপাই (১—৪)

দেখি পায় মুনিরায় তুম্হারে। ভএ সুকৃত সব সুফল হমারে॥
অব জহঁ রাউর আয়সু হোঈ। মুনি উদবেগু ন পাবৈ কোঈ॥

মুনি তাপস জিন্হ তেঁ দুখু লহহীঁ। তে নরেস বিনু পাবক দহহীঁ॥
মঙ্গল মূল বিপ্র পরিতোষূ। দহই কোটি কুল ভূসুর রোষূ॥

অস জিয়ঁ জানি কহিঅ সোই ঠাউঁ। সিয় সৌমিত্রি সহিত জহঁ জাউঁ॥
তহঁ রচি রুচির পরন তৃন সালা। বাসু করৌঁ কছু কাল কৃপালা॥

সহজ সরল সুনি রঘুবর বানী। সাধু সাধু বোলে মুনি গ্যানী॥
কস ন কহহু অস রঘুকুলকেতূ। তুম্হ পালক সন্তত শ্রুতি সেতূ॥

চৌপাই—মুনি বাল্মীকিকে দেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করলেন। ব্রাহ্মণ শিরোমণি মুনি বাল্মীকি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে মুনির দুচোখ জুড়িয়ে গেল। তিনি এগিয়ে এসে সসম্মানে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্রমে নিয়ে এলেন॥ ১॥ পরম পূজ্য মুনি বাল্মীকি প্রাণাধিক প্রিয় অতিথিকে নিজ আশ্রমে লাভ করে তাঁদের সেবার নিমিত্ত উত্তম কন্দ, ফলমূল সংগ্রহ করিয়ে আনালেন। সীতাদেবী, শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীরামচন্দ্র তা পরমানন্দে গ্রহণ করলেন। অতঃপর বাল্মীকি মুনি তাঁদের (বিশ্রাম করবার জন্য) উত্তম স্থানের সন্ধান দিলেন॥ ২॥ (মুনিবর তখন শ্রীরামচন্দ্রের সন্নিকটে বসে) প্রভুর মঙ্গলময় বিগ্রহ স্বচক্ষে দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ করে তিনি তখন আনন্দে ডগমগ। এইবার প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাঁর কমলহস্তযুগল জোড় করে শ্রবণসুখপ্রদানকারী সুমিষ্ট কথায় বললেন—হে মুনিনাথ ! আপনি তো ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ। সমগ্র বিশ্ব তো আপনার করতল আমলকীবৎ। অতঃপর কেমন ভাবে রানী কৈকেয়ী তাঁকে বনবাসে প্রেরণ করলেন প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সেই সকল কথা সবিস্তারে নিজ মুখে বললেন॥ ৩-৪॥

দোহা—(শ্রীপ্রভু আবার বললেন—) হে প্রভু ! পিতার আদেশ (পালন), মাতার হিতসাধন আর ভরতসম (স্নেহময় ও ধর্মাত্মা) ভ্রাতার রাজত্ব লাভ আর আপনার দর্শন লাভ—সবই আমার পুণ্যের ফল॥ ১১৫॥

চৌপাই—হে মুনিরাজ ! আপনার শ্রীচরণযুগল দর্শন করে আমার সর্বপুণ্য লাভ হয়ে গেল। এখন আপনি যেখানে যেতে আদেশ দেবেন এবং যেখানে গেলে তথায় নিবাসকারী কোনো মুনির কোনো প্রকারের উদ্বেগ না হয়, আমি সেখানে যাব॥ ১॥ (ব্রাহ্মণ সতত পূজ্য) কারণ মুনিও তপস্বীগণ যদি রাজার জন্য দুঃখ ভোগ করেন তাহলে সেই রাজাও অগ্নি ছাড়াই (নিজ দুষ্কর্ম হেতু) জ্বলে ভস্ম হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ পরিতুষ্টিই সকল মঙ্গলের আধার আর পৃথিবীতে ব্রাহ্মণদের রোষই সকল দেবতার কোটি কুলকে ভস্মসাৎ করতে সক্ষম॥ ২॥ এমন বিচার করে অনুরূপ স্থানের সন্ধান দিন যেখানে আমি, সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে যেতে পারি। আমি সেখানে সুন্দর পত্রদল ও কুশ দ্বারা কুটির প্রস্তুত করে, হে দয়ালু ! কিছুদিন বসবাস করব॥ ৩॥ শ্রীরঘুবীরের সহজ সরল কথা শ্রবণ করে জ্ঞানী মুনি বাল্মীকি বললেন—সাধু সাধু ! হে রঘুকুলকেতু ! আপনি ছাড়া এমন আর কে বলতে পারে ? আপনি তো সতত বেদের মর্যাদা পালনে তৎপর থাকেন॥ ৪॥

ছন্দ

শ্রুতি সেতু পালক রাম তুম্হ জগদীস মায়া জানকী।
জো সৃজতি জগু পালতি হরতি রুখ পাই কৃপানিধান কী॥
জো সহসসীসু অহীসু মহিধরু লখনু সচরাচর ধনী।
সুর কাজ ধরি নররাজ তনু চলে দলন খল নিসিচর অনী॥

সোরঠা (১২৬)

রাম সরূপ তুম্হার বচন অগোচর বুদ্ধিপর।
অবিগত অকথ অপার নেতি নেতি নিত নিগম কহ॥

চৌপাই (১—৪)

জগু পেখন তুম্হ দেখনিহারে। বিধি হরি সম্ভু নচাবনিহারে॥
তেউ ন জানহিঁ মরমু তুম্হারা। ঔরু তুম্হহি কো জাননিহারা॥

সোই জানই জেহি দেহু জনাঈ। জানত তুম্হহি তুম্হই হোই জাঈ॥
তুম্হরিহি কৃপাঁ তুম্হহি রঘুনন্দন। জানহিঁ ভগত ভগত উর চন্দন॥

চিদানন্দময় দেহ তুম্হারী। বিগত বিকার জান অধিকারী॥
নর তনু ধরেহু সন্ত সুর কাজা। কহহু করহু জস প্রাকৃত রাজা॥

রাম দেখি সুনি চরিত তুম্হারে। জড় মোহহিঁ বুধ হোহিঁ সুখারে॥
তুম্হ জো কহহু করহু সবু সাঁচা। জস কাছিঅ তস চাহিঅ নাচা॥

দোহা (১২৭)

পূঁছেহু মোহি কি রহৌঁ কহঁ মৈঁ পূঁছত সকুচাউঁ।
জহঁ ন হোহু তহঁ দেহু কহি তুম্হহি দেখাবৌঁ ঠাউঁ॥

ছন্দ—হে শ্রীরামচন্দ্র ! আপনি বেদমর্যাদারক্ষক জগদীশ্বর স্বয়ং আর (আপনার স্বরূপভূত) শক্তি জানকীদেবীরূপে কৃপাপূর্বক জগতের সৃজন, পালন ও সংহার করেন। পৃথিবীকে নিজ সহস্র মস্তকে যে বিশ্বচরাচর প্রভু অনন্তনাগ ধারণ করে থাকেন তিনিই শ্রীলক্ষ্মণরূপে আপনার সহচর। দেবকার্য সম্পাদন হেতু রাজবেশে আপনার আগমন। আপনি দুষ্ট রাক্ষস সৈন্য বিনাশ করতে চলেছেন॥

দোহা—*হে শ্রীরামচন্দ্র ! আপনার স্বরূপ তো বাণী ও বুদ্ধির অগোচর, সতত চিরনবীন, বর্ণনাতীত ও অপার। বেদ কেবল 'নেতি নেতি' শব্দ দ্বারা সেটি লক্ষ্য করায়॥ ১২৬॥*

চৌপাই— হে শ্রীরামচন্দ্র ! (আপনার মায়ায়) জগৎ দৃশ্য আর আপনি (ব্রহ্মরূপে) তার দর্শক মাত্র। আপনার সংকেতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নিজ নিজ কার্যে নিত্যযুক্ত থাকেন। যখন তাঁরাও আপনার মর্ম জানতে সক্ষম হন না তখন আর কে তা জানতে পারবে ? ১॥ আপনার কৃপা হলে তবেই তো আপনাকে জানা যায় আর আপনাকে জানা মানে তো আপনার স্বরূপ লাভ করা। হে শ্রীরঘুনন্দন ! হে ভক্তচিত্তসন্তাপহরণকারী চন্দন ! আপনার কৃপাতেই ভক্ত আপনাকে জানতে পারে॥ ২॥ আপনি চিদানন্দময় তনু (প্রকৃতিগত পঞ্চমহাভূত নির্মিত কর্মবন্ধনযুক্ত ত্রিদেহবিশিষ্ট মায়াধীন নন)। আপনি (সৃষ্টি-লয়, বৃদ্ধি-ক্ষয় আদি) সর্ববিকার থেকে সতত মুক্ত। সেই রহস্য কেবল অধিকারী পুরুষই জানতে পারেন আপনি দেবতা ও তাপস কার্য হেতুই (দিব্য) নরদেহ ধারণ করেছেন আর একজন অতি সাধারণ নৃপতিসম আচরণ করছেন॥ ৩॥ হে শ্রীরামচন্দ্র ! আপনার আচরণ মূর্খগণকে মোহিত ও জ্ঞানীগণকে সুখী করে। আপনার কার্য সবই সমুচিত ; কারণ যে চরিত্রে অভিনয় করা তা তো চরিত্রের অনুকূলই হবে (আপনার এখন নরদেহে আগমন হয়েছে তাই আচরণও নরসম হচ্ছে)॥ ৪॥

দোহা—*আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে আপনি কোথায় থাকবেন ? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ বোধ করছি যে আপনি দয়া করে আমাকে বলে দিন যে আপনি কোথায় নেই ! তখন আমি আপনাকে নিবাস স্থান না হয় বেছে দেব॥ ১২৭॥*

চৌপাই (১—৪)

সুনি মুনি বচন প্রেম রস সানে। সকুচি রাম মন মহুঁ মুসুকানে॥
বালমীকি হঁসি কহহিঁ বহোরী। বানী মধুর অমিঅ রস বোরী॥

সুনহু রাম অব কহউঁ নিকেতা। জহাঁ বসহু সিয় লখন সমেতা॥
জিন্হ কে শ্রবন সমুদ্র সমানা। কথা তুম্হারি সুভগ সরি নানা॥

ভরহিঁ নিরন্তর হোহিঁ ন পূরে। তিন্হ কে হিয় তুম্হ কহুঁ গৃহ রূরে॥
লোচন চাতক জিন্হ করি রাখে। রহহিঁ দরস জলধর অভিলাষে॥

নিদরহিঁ সরিত সিন্ধু সর ভারী। রূপ বিন্দু জল হোহিঁ সুখারী॥
তিন্হ কেঁ হৃদয় সদন সুখদায়ক। বসহু বন্ধু সিয় সহ রঘুনায়ক॥

দোহা (১২৮)

জসু তুম্হার মানস বিমল হংসিনি জীহা জাসু।
মুকতাহল গুন গন চুনই রাম বসহু হিয়ঁ তাসু॥

চৌপাই (১—৪)

প্রভু প্রসাদ সুচি সুভগ সুবাসা। সাদর জাসু লহই নিত নাসা॥
তুম্হহি নিবেদিত ভোজন করহীং। প্রভু প্রসাদ পট ভূষন ধরহীং॥

সীস নবহিঁ সুর গুরু দ্বিজ দেখী। প্রীতি সহিত করি বিনয় বিসেষী॥
কর নিত করহিঁ রাম পদ পূজা। রাম ভরোস হৃদয়ঁ নহিঁ দূজা॥

চরন রাম তীরথ চলি জাহীং। রাম বসহু তিন্হ কে মন মাহীং॥
মন্ত্ররাজু নিত জপহিঁ তুম্হারা। পূজহিঁ তুম্হহি সহিত পরিবারা॥

তরপন হোম করহিঁ বিধি নানা। বিপ্র জেবাঁই দেহিঁ বহু দানা॥
তুম্হ তেঁ অধিক গুরহি জিয়ঁ জানী। সকল ভায়ঁ সেবহিঁ সনমানী॥

চৌপাই —মুনির প্রেমরসসিঞ্চিত কথা শুনে প্রভু রামচন্দ্র (নরদেহে আগমনের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যেতে পারে মনে করে) সংকুচিত হলেন আর মনে মনে হাসলেন। বাল্মীকি মুনিও হেসে অমৃতরসরঞ্জিত সুমিষ্ট কথায় বললেন॥ ১॥ হে শ্রীরামচন্দ্র ! শুনুন। এখন আমি সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণকে নিয়ে বসবাস করবার অতি উত্তম নিবাসস্থানের হদিশ দিচ্ছি। যাদের সমুদ্রসম শ্রবণ আপনার সুমধুর বাণীরূপ নদনদী দ্বারা অবিরাম সিঞ্চিত হয়েও কখনো পূর্ণ (তৃপ্ত) হয় না তাই উত্তম নিবাসস্থান। যারা নেত্রকে চাতক করে আপনার দর্শনরূপ মেঘের জন্য নিত্য ব্যাকুল, তাদের হৃদয়ই আপনার উত্তম নিবাসস্থান। যারা বড় নদী, সমুদ্র ও সরোবরের জলকে উপেক্ষা করে আপনার সৌন্দর্যরূপ মেঘের এক বিন্দু জলেই সুখী হয়, হে শ্রীরঘুনন্দন ! সেই ভক্তদের হৃদয়রূপ সুখাবাসে আপনি অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে নিয়ে নিবাস করুন। (আপনার নিত্য সচ্চিদানন্দময় স্বরূপের কোনো অঙ্গের ক্ষণিক দর্শন লাভের সম্মুখে পৃথিবী (স্থূল), স্বর্গ (সূক্ষ্ম) ও ব্রহ্মলোকের (কারণের) সৌন্দর্যও যে দাঁড়াতে পারে না)॥ ২-৪॥

দোহা—আপনার লীলারূপ মানস সরোবরে যে হংসীসম আপনার গুণরূপ মণিমুক্ত চয়নে নিত্যযুক্ত থাকে, হে শ্রীরামচন্দ্র ! আপনি তার হৃদয়ে নিবাস করুন॥ ১২৮॥

চৌপাই—যার নাসিকা প্রভুর (আপনার) পবিত্র ও সুগন্ধিত (পুষ্পাদি) সুন্দর প্রসাদকে সতত সাদরে গ্রহণ করে (ঘ্রাণ নেয়) আর যে আপনাকে নিবেদন করে আহার্য গ্রহণ করে, আর আপনার প্রসাদরূপেই বস্ত্রালংকার ধারণ করে (তার মনই আপনার উত্তম নিবাসস্থান)॥ ১॥ যাদের মস্তক দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণসকল দর্শন করে সবিনয়ে সপ্রেম অবনমিত হয়, যাদের হস্ত নিত্য শ্রীরামচন্দ্রের (আপনার) শ্রীচরণের পূজার্চনায় নিত্যযুক্ত থাকে আর যাদের অন্তরে কেবল শ্রীরামচন্দ্রের (আপনার) কৃপার উপর ভরসা (তাদের মনই আপনার উত্তম নিবাসস্থান)॥ ২॥ আর যাদের চরণ শ্রীরামচন্দ্রের (আপনার) তীর্থ অভিমুখে সতত ধাবিত হয়, হে শ্রীরামচন্দ্র ! আপনি তার মনে সতত নিবাস করুন। যারা নিত্য আপনার (রাম নামরূপ) মহামন্ত্রকে জপ করে আর সপরিবারে আপনার পূজার্চনা করে, যারা বহুবিধ ভাবে তর্পণ ও যজ্ঞ করে আর

দোহা (১২৯)

সবু করি মাগহিঁ এক ফলু রাম চরন রতি হোউ।
তিন্হ কেঁ মন মন্দির বসহু সিয় রঘুনন্দন দোউ॥

চৌপাই (১—৪)

কাম কোহ মদ মান ন মোহা। লোভ ন ছোভ ন রাগ ন দ্রোহা॥
জিন্হ কেঁ কপট দম্ভ নহিঁ মায়া। তিন্হ কেঁ হৃদয় বসহু রঘুরায়া॥

সব কে প্রিয় সব কে হিতকারী। দুখ সুখ সরিস প্রসংসা গারী॥
কহহিঁ সত্য প্রিয় বচন বিচারী। জাগত সোবত সরন তুম্হারী॥

তুম্হহি ছাড়ি গতি দূসরি নাহীঁ। রাম বসহু তিন্হ কে মন মাহীঁ॥
জননী সম জানহিঁ পরনারী। ধনু পরাব বিষ তেঁ বিষ ভারী॥

জে হরষহিঁ পর সম্পতি দেখী। দুখিত হোহিঁ পর বিপতি বিসেষী॥
জিন্হহি রাম তুম্হ প্রানপিআরে। তিন্হ কে মন সুভ সদন তুম্হারে॥

দোহা (১৩০)

স্বামি সখা পিতু মাতু গুর জিন্হ কে সব তুম্হ তাত।
মন মন্দির তিন্হ কেঁ বসহু সীয় সহিত দোউ ভ্রাত॥

চৌপাই (১—২)

অবগুন তজি সব কে গুন গহহীঁ। বিপ্র ধেনু হিত সংকট সহহীঁ॥
নীতি নিপুন জিন্হ কই জগ লীকা। ঘর তুম্হার তিন্হ কর মনু নীকা॥

গুন তুম্হার সমুঝই নিজ দোসা। জেহি সব ভাঁতি তুম্হার ভরোসা॥
রাম ভগত প্রিয় লাগহিঁ জেহী। তেহি উর বসহু সহিত বৈদেহী॥

ব্রাহ্মণদের আহার করিয়ে প্রভূত দানাদি সম্পাদন করে তাঁদের পরিতুষ্ট করে আর গুরুদেবকে আপনার থেকেও শ্রেয় (বড়) জ্ঞান করে সর্বতোভাবে সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর সেবাপূজা করে আপনি তাদের মনরূপ মন্দিরে সীতাদেবী ও রঘুকুলকে আনন্দ প্রদানকারী আপনারা উভয়ে (সম্মিলিতভাবে) নিবাস করুন॥ ৩-৪॥

দোহা—যারা এই সকল (শুভকর্ম) সম্পাদন করে কেবল শ্রীরামচন্দ্র চরণে প্রীতিরূপ ফল কামনা করে, তাদের মনমন্দিরে সীতাদেবীকে নিয়ে রঘুকুলকে আনন্দপ্রদানকারী আপনারা দুইজনে নিত্য বিরাজমান থাকুন॥ ১২৯॥

চৌপাই—যাদের কাম, ক্রোধ, মদ, অভিমান ও মোহ নেই ; যাদের লোভ, ক্ষোভ নেই, রাগ-দ্বেষ নেই, যাদের কপট, দম্ভ, মায়া নেই—হে শ্রীরঘুনাথ ! আপনি তাদের হৃদয়ে নিবাস করুন॥ ১॥ যারা সকলের প্রিয় ও সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী, যাদের সুখ ও দুঃখে সমদর্শন, মান-অপমানে যারা নির্বিকার, যারা সত্য ও প্রিয় বচন বিচার করেই বলে থাকে ও শয়নে-জাগরণে আপনারই শরণাগত এবং যাদের আপনার আশ্রয় ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই, হে শ্রীরামচন্দ্র ! আপনি তাদের মনে নিত্য বসবাস করুন। যারা পরনারীকে জন্মদাত্রী মাতাসম ও পরদ্রব্যকে বিষ থেকে বিষাক্ত জ্ঞান করে, যারা অন্যের সম্পত্তি দেখে প্রসন্ন হয় আর অন্যের বিপদ দেখে বিশেষভাবে দুঃখিত হয়, তাদের মনই আপনার নিবাসস্থানরূপে শুভ ও উত্তম॥ ২-৪॥

দোহা—হে তাত ! যাদের স্বামী, সখা, পিতা, মাতা ও গুরু সবই স্বয়ং আপনি, তাদের মনরূপ মন্দিরে সীতাদেবীর সহিত ভ্রাতৃযুগল আপনারা সতত নিবাস করুন॥ ১৩০॥

চৌপাই— যারা দোষ না দেখে অন্যের গুণসকল গ্রহণ করে, গো-ব্রাহ্মণের হিতাকাঙ্ক্ষী ও সংকট মোচনে সতত যত্নবান, নীতি নির্ধারণে জগতে সুনিপুণ, তাদের হৃদয়ে আপনি সীতাদেবীর সঙ্গে সতত নিবাস করুন॥ ১॥ যে নিজের দোষ সম্বন্ধে সাবধান থেকে সতত আপনার লীলা সংকীর্তনে নিত্যযুক্ত, যে সর্বতোভাবে আপনার উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল আর যে রামভক্তদের উপর বিশেষ প্রীতি ধারণ করে, তার হৃদয়ে আপনি সীতাদেবীর সহিত সতত নিবাস করুন॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

জাতি পাঁতি ধনু ধরমু বড়াঈ। প্রিয় পরিবার সদন সুখদাঈ॥
সব তজি তুম্হহি রহই উর লাঈ। তেহি কে হৃদয়ঁ রহহু রঘুরাঈ॥
সরগু নরকু অপবরগু সমানা। জহঁ তহঁ দেখ ধরেঁ ধনু বানা॥
করম বচন মন রাউর চেরা। রাম করহু তেহি কেঁ উর ডেরা॥

দোহা (১৩১)

জাহি ন চাহিঅ কবহুঁ কছু তুম্হ সন সহজ সনেহু।
বসহু নিরন্তর তাসু মন সো রাউর নিজ গেহু॥

চৌপাই (১—৪)

এহি বিধি মুনিবর ভবন দেখাএ। বচন সপ্রেম রাম মন ভাএ॥
কহ মুনি সুনহু ভানুকুলনায়ক। আশ্রম কহউঁ সময় সুখদায়ক॥
চিত্রকূট গিরি করহু নিবাসূ। তহঁ তুম্হার সব ভাঁতি সুপাসূ॥
সৈলু সহাবন কানন চারূ। করি কেহরি মৃগ বিহগ বিহারূ॥
নদী পুনীত পুরান বখানী। অতিপ্রিয়া নিজ তপ বল আনী॥
সুরসরি ধার নাউঁ মন্দাকিনি। জো সব পাতক পোতক ডাকিনি॥
অত্রি আদি মুনিবর বহু বসহীঁ। করহিঁ জোগ জপ তপ তন কসহীঁ॥
চলহু সফল শ্রম সব কর করহূ। রাম দেহু গৌরব গিরিবরহূ॥

দোহা (১৩২)

চিত্রকূট মহিমা অমিত কহী মহামুনি গাই।
আই নহাএ সরিত বর সিয় সমেত দোউ ভাই॥

চৌপাই (১)

রঘুবর কহেউ লখন ভল ঘাটূ। করহু কতহুঁ অব ঠাহর ঠাটূ॥
লখন দীখ পয় উতর করারা। চহুঁ দিসি ফিরেউ ধনুষ জিমি নারা॥

জাতিধর্ম, ধনসম্পদ, খ্যাতি, প্রিয় পরিবার আর সুখভোগ্য আবাস—এই সকল পরিহার করে যে কেবল আপনাকেই চিত্তে ধারণ করে থাকে, হে শ্রীরঘুনাথ ! আপনি তার হৃদয়ে বসবাস করুন॥ ৩॥ যে সর্বত্র ধনুর্বাণধারী আপনাকে প্রত্যক্ষ করে স্বর্গ, নরক ও মোক্ষে সমজ্ঞান ধারণ করে আর আপনার সেবা-পূজায় নিত্যযুক্ত থাকে আপনি তার হৃদয়কে আপনার নিবাসস্থান করুন॥ ৪॥

দোহা—কামনা-বাসনা বিবর্জিত আপনার উপর স্বাভাবিক প্রীতি-ধারণকারী ব্যক্তির মনে আপনি সতত নিবাস করুন ; তাই আপনার নিবাসস্থান হোক॥ ১৩১॥

চৌপাই—এইভাবে মুনিবর বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর উত্তম নিবাস-স্থানের খোঁজ দিলেন। তাঁর প্রেমময় কথাগুলি শ্রীরামচন্দ্রের মনে প্রীতি সঞ্চার করল। অতঃপর মুনি বললেন—হে সূর্যকুল নায়ক ! শুনুন। এইবার আমি বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি সুখস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত আশ্রমের কথা বলছি॥ ১॥ আপনার পক্ষে চিত্রকূট পর্বত অতি উত্তম নিবাসস্থান হবে। সেখানে আপনি সকল সুবিধা পাবেন। পর্বতমালা ও বনাঞ্চলে সেই স্থান অনুপম সৌন্দর্যশালী। সেটি হস্তী, সিংহ, মৃগ, পক্ষী আদির বিচরণভূমি বলেও পরিচিত॥ ২॥ চিত্রকূটে অত্রি ঋষি ও তাঁর পত্নী অনুসূয়ার তপোবলে আনীত পবিত্র মন্দাকিনী নদী আপনি পাবেন। এই মন্দাকিনী গঙ্গার এক শাখানদী যার উল্লেখ পুরাণেও উপলভ্য। মন্দাকিনী সর্বপাপহরণকারী রূপে পরিচিতা॥ ৩॥ চিত্রকূটে অত্রি আদি শ্রেষ্ঠ মুনিদের আশ্রম আছে। তাঁরা যোগ, জপ ও তপস্যায় শরীরপাতে নিত্যযুক্ত থাকেন। হে শ্রীরামচন্দ্র ! চলুন সেইখানে। আপনি সেইখানে উপনীত হয়ে মুনিগণের তপস্যাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন আর পর্বতরাজ চিত্রকূটকে গৌরবান্বিত করুন॥ ৪॥

দোহা—মহামুনি বাল্মীকি চিত্রকূটের অপার মহিমার কথা সবিস্তারে শ্রীপ্রভুকে বললেন। তখন সীতাদেবী সহিত ভ্রাতৃযুগল (চিত্রকূটধামে উপনীত হয়ে) নদীশ্রেষ্ঠ মন্দাকিনীতে অবগাহন করলেন॥ ১৩২॥

চৌপাই—শ্রীরঘুনাথ বললেন—ভাই লক্ষ্মণ ! জায়গাটা যে সুন্দর তাতে সন্দেহ নেই। এইবার একটা থাকবার জায়গা খুঁজে বার করা যাক। তখন শ্রীলক্ষ্মণ পয়স্বিনী নদীর উত্তরে উচ্চ বেলাভূমির দিকে তাকিয়ে

চৌপাই (২—৪)

নদী পনব সর সম দম দানা। সকল কলুষ কলি সাউজ নানা।।
চিত্রকূট জনু অচল অহেরী। চকুই ন ঘাত মার মুঠভেরী।।

অস কহি লখন ঠাউঁ দেখরাবা। থলু বিলোকি রঘুবর সুখু পাবা।।
রমেউ রাম মনু দেবন্হ জানা। চলে সহিত সুর থপতি প্রধানা।।

কোল কিরাত বেষ সব আএ। রচে পরন তৃন সদন সুহাএ।।
বরনি ন জাহিঁ মঞ্জু দুই সালা। এক ললিত লঘু এক বিসালা।।

দোহা (১৩৩)

লখন জানকী সহিত প্রভু রাজত রুচির নিকেত।
সোহ মদনু মুনি বেষ জনু রতি রিতুরাজ সমেত।।

মাসপারায়ণ, সপ্তদশ বিশ্রাম

চৌপাই (১—৪)

অমর নাগ কিন্নর দিসিপালা। চিত্রকূট আএ তেহি কালা।।
রাম প্রনামু কীন্হ সব কাহূ। মুদিত দেব লহি লোচন লাহূ।।

বরষি সুমন কহ দেব সমাজূ। নাথ সনাথ ভএ হম আজূ।।
করি বিনতী দুখ দুসহ সুনাএ। হরষিত নিজ নিজ সদন সিধাএ।।

চিত্রকূট রঘুনন্দনু ছাএ। সমাচার সুনি সুনি মুনি আএ।।
আবত দেখি মুদিত মুনিবৃন্দা। কীন্হ দন্ডবত রঘুকুল চন্দা।।

মুনি রঘুবরহি লাই উর লেহীঁ। সুফল হোন হিত আসিষ দেহীঁ।।
সিয় সৌমিত্রি রাম ছবি দেখহিঁ। সাধন সকল সফল করি লেখহিঁ।।

বললেন—ধনুকাকৃতি এক জলপ্রবাহ একে ঘিরে রেখেছে॥ ১॥ নদী মন্দাকিনী সেই ধনুকের জ্যা এবং শম, দম, দান তার শরসকল। কলিযুগের সকল পাপ হিংস্র পশুরূপে তার লক্ষ্যবস্তু। স্বয়ং চিত্রকূটই সেই অটল শিকারি যার কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। সে সম্মুখ সমরেই বধ করে থাকে॥ ২॥ এইরূপ বলে শ্রীলক্ষ্মণ স্থানটি দেখালেন। স্থান দর্শন করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্ন হলেন। দেবতাগণ জানলেন যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র স্থানকে অনুমোদন করেছেন। তাঁরা তাঁদের প্রধান স্থপতি বিশ্বকর্মাকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন॥ ৩॥ দেবতাগণ কোল ভীল রূপে এসেছিলেন। তাঁরা (দিব্য) পত্রদল ও তৃণাদি দ্বারা কুটির নির্মাণ করে দিলেন। অনুপম সৌন্দর্যযুক্ত দুইটি কুটির প্রস্তুত হল। একটি বড় অন্যটি ছোট। সেই সৌন্দর্যের বর্ণনা করবার ভাষা কবির জানা নেই॥ ৪॥

দোহা—*শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তৃণ ও পত্রদল দ্বারা নির্মিত কুটিরে অনুপম শোভার আধার হলেন। মনে হচ্ছিল যেন কন্দর্প মুনিবেশ ধারণ করে পত্নী রতি ও বসন্তঋতুকে নিয়ে শোভায়মান রয়েছেন॥ ১৩৩॥*

চৌপাই—তখন সেই স্থানে দেবতা, কিন্নর, নাগ ও দিক্‌পতিদের আগমন হল। চিত্রকূটে তাঁদের দেখতে পেয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র (নরলীলার হেতু) সকলকে প্রণাম নিবেদন করলেন। দেবতাগণ নয়ন সার্থক করে (নরলীলায় যুক্ত) শ্রীপ্রভুকে দর্শন করে ধন্য হলেন॥ ১॥ পুষ্পবৃষ্টি করে দেব-প্রতিনিধি নিবেদন করলেন—হে নাথ! আজ (আপনার দর্শন লাভ করে) আমরা সনাথ হলাম। অতঃপর তাঁরা কাতরভাবে নিজেদের দুঃসহ দুঃখের কথা নিবেদন করলেন (আর দুঃখ সমাপনের আর বিলম্ব নেই জেনে) প্রসন্ন হয়ে নিজ নিজ স্থানে গমন করলেন॥ ২॥ শ্রীরঘুনন্দনের চিত্রকূটে আগমন হয়েছে শুনে বহু মুনি-ঋষিদের আগমন হল। রঘুকুলের চন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র মুনিদের আসতে দেখে প্রসন্ন হলেন আর তাঁদের দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করলেন॥ ৩॥ মুনিগণ শ্রীরামচন্দ্রকে তুলে বুকে টেনে নিলেন আর সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদ দিলেন। সীতাদেবী, শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করে তাঁরা বুঝলেন যে তাঁদের সাধনা সফল হয়েছে॥ ৪॥

দোহা (১৩৪)

জথাজোগ সনমানি প্রভু বিদা কিএ মুনিবৃন্দ।
করহিঁ জোগ জপ জাগ তপ নিজ আশ্রমন্হি সুছন্দ॥

চৌপাই (১—৪)

যহ সুধি কোল কিরাতন্হ পাঈ। হরষে জনু নব নিধি ঘর আঈ॥
কন্দ মূল ফল ভরি ভরি দোনা। চলে রঙ্ক জনু লূটন সোনা॥
তিন্হ মহঁ জিন্হ দেখে দোউ ভ্রাতা। অপর তিন্হহি পূঁছহিঁ মগু জাতা॥
কহত সুনত রঘুবীর নিকাঈ। আই সবন্হি দেখে রঘুরাঈ॥
করহিঁ জোহারু ভেঁট ধরি আগে। প্রভুহি বিলোকহিঁ অতি অনুরাগে॥
চিত্র লিখে জনু জহঁ তহঁ ঠাঢ়ে। পুলক সরীর নয়ন জল বাঢ়ে॥
রাম সনেহ মগন সব জানে। কহি প্রিয় বচন সকল সনমানে॥
প্রভুহি জোহারি বহোরি বহোরী। বচন বিনীত কহহিঁ কর জোরী॥

দোহা (১৩৫)

অব হম নাথ সনাথ সব ভএ দেখি প্রভু পায়।
ভাগ হমারেঁ আগমনু রাউর কোসলরায়॥

চৌপাই (১—৩)

ধন্য ভূমি বন পন্থ পহারা। জহঁ জহঁ নাথ পাউ তুম্হ ধারা॥
ধন্য বিহগ মৃগ কাননচারী। সফল জনম ভএ তুম্হহি নিহারী॥
হম সব ধন্য সহিত পরিবারা। দীখ দরসু ভরি নয়ন তুম্হারা॥
কীন্হ বাসু ভল ঠাউঁ বিচারী। ইহাঁ সকল রিতু রহব সুখারী॥
হব সব ভাঁতি করব সেবকাঈ। করি কেহরি অহি বাঘ বরাঈ॥
বন বেহড় গিরি কন্দর খোহা। সব হমার প্রভু পগ পগ জোহা॥

দোহা—বিদায় দান কালে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র, মুনিগণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন। (শ্রীরামচন্দ্র কাছেই আছেন জেনে) মুনিগণ নিজ নিজ আশ্রমে নির্ভয়ে যোগ, জপ, যজ্ঞ ও তপস্যায় নিত্যযুক্ত হয়ে গেলেন॥ ১৩৪॥

চৌপাই—এই (শ্রীরামচন্দ্রের আগমন) সংবাদ যখন কোল-ভীলগণ পেল তারা এমন আনন্দযুক্ত হল যেন তারা গৃহে বসেই অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে গিয়েছে ! তারা প্রভূত পরিমাণ কন্দ ও ফলমূল পত্রপাত্রে নিয়ে শ্রীপ্রভু সকাশে চলল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন দরিদ্রগণ সুবর্ণ লুণ্ঠন করতে চলেছে॥ ১॥ তাদের মধ্যে যারা ভ্রাতৃযুগলকে (পূর্বে) দর্শন করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল তাদের অন্যরা পথে যেতে যেতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের অনুপম মাধুর্য আলোচনা করতে করতে সকলে শ্রীরামচন্দ্র সকাশে উপনীত হল আর তাঁর সঙ্গে মিলিত হল॥ ২॥ তারা উপহার ডালি শ্রীপ্রভুর সম্মুখে রেখে অনুরাগরঞ্জিত নয়নে তাঁকে দর্শন করতে লাগল। তারা মুগ্ধ চিত্তে চিত্রার্পিতসম একদৃষ্টে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের অঙ্গে তখন পুলক শিহরণ অনুভূতি আর নয়নযুগল প্রেমাশ্রু সজল ছিল॥ ৩॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সকলকে প্রেমপ্রীতিতে পরিপূর্ণ দেখে প্রিয় সম্ভাষণ সহকারে সকলকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। তারা বারে বারে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম নিবেদন করে হাতজোড় করে বলল—॥ ৪॥

দোহা—হে নাথ ! প্রভুর (শ্রীরামচন্দ্রের) পাদপদ্ম দর্শন লাভ করে আমরা নিজেদের সনাথ জ্ঞান করছি। হে কৌশলরাজা ! আপনার এইস্থানে শুভাগমনকে আমরা আমাদের পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করছি॥ ১৩৫॥

চৌপাই—হে নাথ ! সেই ভূমি, বনাঞ্চল, পথ ও পর্বতমালা ধন্য যারা আপনার শ্রীপাদস্পর্শ লাভ করেছে। ধন্য সেই অরণ্যের পশুপক্ষীগণ যারা আপনার দর্শন লাভ করে জন্ম সার্থক করেছে॥ ১॥ আমরা আজ সপরিবারে আপনাকে নয়ন ভরে দর্শন করে ধন্য হলাম। আপনার নিবাসস্থান নির্বাচন অতি উত্তম হয়েছে। এই স্থান সকল ঋতুতেই আনন্দ প্রদান করতে সমর্থ॥ ২॥ আমরা আপনাদের হস্তী, সিংহ, সর্প, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে আপনাদের সেবা করে যাব। হে প্রভু ! এই অঞ্চলের অরণ্যভূমি, পর্বত-কন্দর ও গুহার সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

তহঁ তহঁ তুম্হহি অহের খেলাউব। সর নিরঝর জলঠাউঁ দেখাউব॥
হম সেবক পরিবার সমেতা। নাথ ন সকুচব আয়সু দেতা॥

দোহা (১৩৬)

বেদ বচন মুনি মন অগম তে প্রভু করুনা ঐন।
বচন কিরাতন্হ কে সুনত জিমি পিতু বালক বৈন॥

চৌপাই (১—৪)

রামহি কেবল প্রেমু পিআরা। জানি লেউ জো জাননিহারা।
রাম সকল বনচর তব তোষে। কহি মৃদু বচন প্রেম পরিপোষে॥
বিদা কিএ সির নাই সিধাএ। প্রভু গুন কহত সুনত ঘর আএ॥
এহি বিধি সিয় সমেত দোউ ভাঈ। বসহিঁ বিপিন সুর মুনি সুখদাঈ॥
জব তেঁ আই রহে রঘুনায়কু। তব তেঁ ভয়উ বনু মঙ্গলদায়কু॥
ফূলহিঁ ফলহিঁ বিটপ বিধি নানা। মঞ্জু বলিত বর বেলি বিতানা॥
সুরতরু সরিস সুভায়ঁ সুহাএ। মনহুঁ বিবুধ বন পরিহরি আএ॥
গুঞ্জ মঞ্জুতর মধুকর শ্রেনী। ত্রিবিধ বয়ারি বহই সুখ দেনী॥

দোহা (১৩৭)

নীলকন্ঠ কলকন্ঠ সুক চাতক চক্ক চকোর।
ভাঁতি ভাঁতি বোলহিঁ বিহগ শ্রবন সুখদ চিত চোর॥

চৌপাই (১—৩)

করি কেহরি কপি কোল কুরঙ্গা। বিগতবৈর বিচরহিঁ সব সঙ্গা॥
ফিরত অহের রাম ছবি দেখী। হোহিঁ মুদিত মৃগ বৃন্দ বিসেষী॥
বিবুধ বিপিন জহঁ লগি জগ মাহীঁ। দেখি রামবনু সকল সিহাহীঁ॥
সুরসরি সরসই দিনকর কন্যা। মেকলসুতা গোদাবরি ধন্যা॥
সব সর সিন্ধু নদীঁ নদ নানা। মন্দাকিনি কর করহিঁ বখানা॥
উদয় অস্ত গিরি অরু কৈলাসূ। মন্দর মেরু সকল সুরবাসূ॥

আমরা আপনাকে সেই সকল স্থানে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাব আর সরোবর, নির্ঝর ও জলাশয় সবই দেখিয়ে নিয়ে আসব। আমরা সপরিবারে আপনাদের সেবক। হে নাথ! আমাদের আদেশ করতে কখনো কুণ্ঠিত হবেন না যেন! ৪॥

দোহা—যিনি বেদবিধান ও মুনি মনের অগোচর সেই করুণাকর শ্রীরামচন্দ্র ভীলদের বলা কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন বালক পিতার উপদেশ গ্রহণ করছে॥ ১৩৬॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্র কেবল প্রেম প্রীতির বশীভূত, যারা তা বোঝে তারাই শ্রীপ্রভুর প্রিয়পাত্র হয়। শ্রীরামচন্দ্র তখন প্রেমময় বচন সহকারে সেই বনচারীদের সন্তোষ বিধান করলেন॥ ১॥ তিনি তাদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিতে তারা মস্তক অবনমিত করে তাঁর মহিমা আলোচনা করতে করতে ফিরে চলল। এইভাবে দেবতা ও মুনিদের সুখপ্রদানকারী ভ্রাতৃযুগল সীতাদেবীকে নিয়ে বনে বসবাস করতে থাকলেন॥ ২॥ শ্রীরঘুনাথের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বন মঙ্গলময় হয়ে উঠল। বৃক্ষে দেখা দিল নবপল্লব আর তা ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। লতাপাতাও বিটপরাজিকে চন্দ্রাতপসম সৌন্দর্য প্রদান করল॥ ৩॥ কল্পতরুসম সুন্দর বৃক্ষরাজিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা দেবকানন (নন্দনকানন) থেকে এসেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে ছিল ভ্রমরকুলের সুমধুর গুঞ্জরণ। শীতল মৃদুমন্দ সুগন্ধিত বায়ুপ্রবাহ স্থানকে মনোরম করে তুলেছিল॥ ৪॥

দোহা*—নীলকণ্ঠ, কোকিল, শুক, চাতক, চখা ও চকোর প্রভৃতি পক্ষীগণের কর্ণসুখ প্রদানকারী কূজন চিত্তহরণ করছিল॥ ১৩৭॥*

চৌপাই—হস্তী, সিংহ, কপি, শৃগাল, কুরঙ্গ আদি পশুগণ হিংসা ভুলে একত্রে বিচরণ করতে লাগল। মৃগয়ায় ধাবিত শ্রীরামচন্দ্রের এক নয়নাভিরাম শোভা ছিল। সেই দৃশ্য দর্শন করে পশুগণ পর্যন্ত সকলেই আনন্দমগ্ন হয়ে উঠেছিল॥ ১॥ শ্রীরামচন্দ্রধন্য অরণ্য দেবতাদের দেবকানন-সমূহের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠল। পুণ্যতোয়া গঙ্গা, সরস্বতী, সূর্যনন্দিনী যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী (মন্দাকিনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল)॥ ২॥ সরোবরসকল, সমুদ্র, নদী ও বহনদও মন্দাকিনীর সৌভাগ্যের প্রশংসা করতে লাগল। উদয়াচল, অস্তাচল, কৈলাস, মন্দার ও সুমেরু যা কেবল দেবস্থান বলে পরিচিত (তারাও চিত্রকূটের মাহাত্ম্য গান করতে লাগল)॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

সৈল হিমাচল আদিক জেতে। চিত্রকূট জসু গাবহিঁ তেতে॥
বিধি মুদিত মন সুখু ন সমাঈ। শ্রম বিনু বিপুল বড়াঈ পাঈ॥

দোহা (১৩৮)

চিত্রকূট কে বিহগ মৃগ বেলি বিটপ তৃন জাতি।
পুন্য পুঞ্জ সব ধন্য অস কহহিঁ দেব দিন রাতি॥

চৌপাই (১—৪)

নয়নবন্ত রঘুবরহি বিলোকী। পাই জনম ফল হোহিঁ বিসোকী॥
পরসি চরন রজ অচর সুখারী। ভএ পরম পদ কে অধিকারী॥
সো বনু সৈলু সুভায়ঁ সুহাবন। মঙ্গলময় অতি পাবন পাবন॥
মহিমা কহিঅ কবনি বিধি তাসূ। সুখসাগর জহঁ কীন্‌হ নিবাসূ॥
পয় পয়োধি তজি অবধ বিহাঈ। জহঁ সিয় লখনু রামু রহে আঈ॥
কহি ন সকহিঁ সুষমা জসি কানন। জৌঁ সত সহস হোহিঁ সহসানন॥
সো মৈঁ বরনি কহৌঁ বিধি কেহীঁ। ডাবর কমঠ কি মন্দর লেহীঁ॥
সেবহিঁ লখনু করম মন বানী। জাই ন সীলু সনেহু বখানী॥

দোহা (১৩৯)

ছিনু ছিনু লখি সিয় রাম পদ জানি আপু পর নেহু।
করত ন সপনেহুঁ লখনু চিতু বন্ধু মাতু পিতু গেহু॥

চৌপাই (১—২)

রাম সঙ্গ সিয় রহতি সুখারী। পুর পরিজন গৃহ সুরতি বিসারী॥
ছিনু ছিনু পিয় বিধু বদনু নিহারী। প্রমুদিত মনহুঁ চকোর কুমারী॥
নাহ নেহু নিত বঢ়ত বিলোকী। হরষিত রহতি দিবস জিমি কোকী॥
সিয় মনু রাম চরন অনুরাগা। অবধ সহস সম বনু প্রিয় লাগা॥

আর হিমালয়াদি পর্বতসকলও চিত্রকূটের গুণগান করতে লাগল। বিন্ধ্যাচলের মনে তখন সুখ আর ধরে না। তার এই আনন্দ তো এই কারণে হয়েছিল যে সে বিনা পরিশ্রমেই এক মহান গৌরবের অধিকারী হয়েছিল॥ ৪॥

দোহা—*চিত্রকূটের পশুপক্ষী, বৃক্ষ লতা, গুল্ম তৃণাদি কত পুণ্যবান কারণ তারা (শ্রীরামচন্দ্রের স্পর্শ লাভ করে) ধন্য ! দেবতাগণ এইরূপ আলোচনা দিবারাত্র করতে লাগলেন॥ ১৩৮॥*

চৌপাই—দৃষ্টিশক্তিযুক্ত জীবসকল প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে জন্ম-লাভের সুফল পেয়ে শোকরহিত হয়ে গেল ; আর (বৃক্ষ, ভূমি, নদী আদি) অটল অচলগণ শ্রীভগবানের পদরজ স্পর্শ লাভ করে সুখ সমৃদ্ধ হয়ে গেল। সকলেই পরমপদ (মোক্ষ) লাভের অধিকারী হয়ে গেল॥ ১॥ অরণ্য ও পর্বত-মালার সৌন্দর্য স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টিনন্দন ছিল। তা ছিল মঙ্গলময় ও পবিত্রকেও পবিত্রতা প্রদানকারী। উপরন্তু যেখানে সুখসাগর শ্রীরামচন্দ্রের পদরজ বর্তমান কার সাধ্য তার মহিমা বর্ণনা করবে ! ২॥ ক্ষীরসাগর ও তারপর অযোধ্যা ত্যাগ করে যে স্থানে সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র এসে বসবাস করলেন সেই অরণ্যের যে অনুপম সৌন্দর্য থাকবে (তা তো বলাই বাহুল্য)। তার মাধুর্যের বর্ণনা সহস্রমুখবিশিষ্ট এক লাখ শেষনাগের পক্ষেও করা সম্ভব নয়॥ ৩॥ এই অবস্থায় কবির পক্ষে বর্ণনা করা কেমন করে সম্ভব হবে ? এক পুষ্করিণীর (অতি ক্ষুদ্র) কচ্ছপ কি কখনো মন্দার পর্বত তুলতে পারে ? চিত্রকূটে শ্রীলক্ষ্মণ কায়মনোবাক্যে শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় নিত্যযুক্ত রইলেন। তাঁর সদাচার ও প্রীতি ছিল অতুলনীয়॥ ৪॥

দোহা—*শ্রীলক্ষ্মণ সর্বক্ষণ শ্রীসীতারামের শ্রীচরণ প্রত্যক্ষ করে আনন্দে ছিলেন। তাঁদের তাঁর উপর বিশেষ প্রীতির কথা মনে করে স্বপ্নেও তাঁর পিতা-মাতা, ভ্রাতা ও গৃহের কথা মনে পড়ত না॥ ১৩৯॥*

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সীতাদেবীর সময় সুখে কাটছিল ; তাঁর তখন অযোধ্যাপুরী, আত্মীয়স্বজন, ঘরবাড়ির কথা মনেও পড়ত না। তিনি চকোরীসম শ্রীরামচন্দ্রের চন্দ্রবদনের দিকে তাকিয়ে সতত প্রসন্নচিত্ত থাকতেন॥ ১॥ পতির প্রেম তাঁর উপর দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে সীতাদেবী আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন, যেন তিনি দিবাকালের চকোরী। সীতাদেবীর

চৌপাই (৩—৪)

পরনকুটী প্রিয় প্রিয়তম সঙ্গা। প্রিয় পিরবারু কুরঙ্গ বিহঙ্গা॥
সাসু সসুর সম মুনিতিয় মুনিবর। অসনু অমিঅ সম কন্দ মূল ফর॥

নাথ সাথ সাঁথরী সুহাঈ। ময়ন সয়ন সয় সম সুখদাঈ॥
লোকপ হোহিঁ বিলোকত জাসূ। তেহি কি মোহি সক বিষয় বিলাসূ॥

দোহা (১৪০)

সুমিরত রামহি তজহিঁ জন তৃন সম বিষয় বিলাসু।
রামপ্রিয়া জগ জননি সিয় কছু ন আচরজু তাসু॥

চৌপাই (১—৪)

সীয় লখন জেহি বিধি সুখু লহহীঁ। সোই রঘুনাথ করহিঁ সোই কহহীঁ॥
কহহিঁ পুরাতন কথা কহানী। সুনহিঁ লখনু সিয় অতি সুখু মানী॥

জব জব রামু অবধ সুধি করহীঁ। তব তব বারি বিলোচন ভরহীঁ॥
সুমিরি মাতু পিতু পরিজন ভাঈ। ভরত সনেহু সীলু সেবকাঈ॥

কৃপাসিন্ধু প্রভু হোহিঁ দুখারী। ধীরজু ধরহিঁ কুসমউ বিচারী॥
লখি সিয় লখনু বিকল হোই জাহীঁ। জিমি পুরুষহি অনুসর পরিছাহীঁ॥

প্রিয়া বন্ধু গতি লখি রঘনন্দনু। ধীর কৃপাল ভগত উর চন্দনু॥
লগে কহন কছু কথা পুনীতা। সুনি সুখু লহহিঁ লখনু অরু সীতা॥

দোহা (১৪১)

রামু লখন সীতা সহিত সোহত পরন নিকেত।
জিমি বাসব বস অমরপুর সচী জয়ন্ত সমেত॥

মন শ্রীরামচন্দ্র চরণে অতিশয় অনুরক্ত থাকত তাই অরণ্য তখন তাঁর কাছে সহস্র অযোধ্যার চেয়েও প্রিয় ছিল॥ ২॥ প্রিয়তম (শ্রীরামচন্দ্র) সঙ্গে থাকায় সীতাদেবীর পর্ণকুটিরও পরম প্রিয় মনে হত। সেইখানকার মৃগ ও পক্ষীসকল তাঁর আত্মীয়স্বজনসম প্রিয় হয়ে গিয়েছিল। মুনিদের স্ত্রীদের তিনি শ্বশ্রূমাতার, শ্রেষ্ঠ মুনিদের শ্বশুরমহাশয়ের মর্যাদা দিতেন। কন্দ ফল-মূল আহারই তাঁর অমৃতসম লাগত॥ ৩॥ পতিদেবতা সঙ্গলাভে তাঁর কুশ ও পত্রদল নির্মিত শয্যা সহস্র কামদেবের শয্যাসম সুখপ্রদানকারী ছিল। যাঁর (কৃপা) কটাক্ষে জীব লোকপাল হয়ে যায়, তাঁকে ভোগ বিলাস কি কখনো মোহিত করতে পারে ? ৪॥

দোহা—*যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করেই ভক্তজন সকল ভোগবিলাস তৃণবৎ ত্যাগ করে থাকেন সেই শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়ভার্যা জগন্মাতা সীতাদেবীর এই (ভোগ বিলাস ত্যাগ) আশ্চর্যের কথা কেন হবে ? ১৪০॥*

চৌপাই—শ্রীরঘুনাথের কথা ও কার্যে এক লক্ষ্য থাকত যে তাতে যেন সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণ সুখানুভূতি লাভ করেন। শ্রীভগবান পৌরাণিক কথা ও কাহিনী বলে তাঁদের মনোরঞ্জন করতেন॥ ১॥ অযোধ্যার কথা মনে পড়লেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অশ্রুসজল নয়ন হয়ে উঠতেন। পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, ভ্রাতা আর ভরতের প্রেম, সদাচার ও সেবাভাবের কথায় কৃপাসিন্ধু প্রভু শ্রীরামচন্দ্র দুঃখিত হয়ে পড়তেন কিন্তু সময় প্রতিকূল মনে করে তিনি সামলে নিতেন। শ্রীরামচন্দ্রকে ব্যাকুল হতে দেখে সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণ ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। ছায়া তো কায়াকে অনুসরণ করবেই॥ ২-৩॥ তখন ধীর, কৃপালু ও ভক্তহৃদয়ে শীতলতা প্রদানকারী চন্দনরূপ রঘুকুল বিনোদন শ্রীরামচন্দ্র প্রিয় ভার্যা ও অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে ব্যাকুল হতে দেখে তাঁদের কিছু পবিত্র কথা বলতে শুরু করতেন যা শ্রবণ করে শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবী সুখানুভূতি লাভ করতেন॥ ৪॥

দোহা—*চিত্রকূটের পর্ণকুটিরে শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সহিত শ্রীরামচন্দ্র তখন (পূর্ণমহিমায় বিরাজমান থেকে) পরম শোভমান। তাঁদের অমরাবতীর ইন্দ্র, পত্নী শচি ও পুত্র জয়ন্ত সম আনন্দে বিরাজমান থাকতে দেখা যেত॥ ১৪১॥*

চৌপাই (১—৪)

জোগবহিঁ প্রভু সিয় লখনহি কৈসে। পলক বিলোচন গোলক জৈসেঁ॥
সেবহি লখনু সীয় রঘুবীরহি। জিমি অবিবেকী পুরুষ সরীরহি॥

এহি বিধি প্রভু বন বসহিঁ সুখারী। খগ মৃগ সুর তাপস হিতকারী॥
কহেউঁ রাম বন গবনু সুহাবা। সুনহু সুমন্ত্র অবধ জিমি আবা॥

ফিরেউ নিষাদু প্রভুহি পহুঁচাঈ। সচিব সহিত রথ দেখেসি আঈ॥
মন্ত্রী বিকল বিলোকি নিষাদূ। কহি ন জাই জস ভয়উ বিষাদূ॥

রাম রাম সিয় লখন পুকারী। পরেউ ধরনিতল ব্যাকুল ভারী॥
দেখি দখিন দিসি হয় হিহিনাহীঁ। জনু বিনু পঙ্খ বিহগ অকুলাহীঁ॥

দোহা (১৪২)

নহিঁ তৃন চরহিঁ ন পিঅহিঁ জলু মোচহিঁ লোচন বারি।
ব্যাকুল ভএ নিষাদ সব রঘুবর বাজি নিহারি॥

চৌপাই (১—৩)

ধরি ধীরজু তব কহই নিষাদূ। অব সুমন্ত্র পরিহরহু বিষাদূ॥
তুম্হ পন্ডিত পরমারথ গ্যাতা। ধরহু ধীর লখি বিমুখ বিধাতা॥

বিবিধি কথা কহি কহি মৃদু বানী। রথ বৈঠারেউ বরবস আনী॥
সোক সিথিল রথু সকই ন হাঁকী। রঘুবর বিরহ পীর উপর বাঁকী॥

চরফরাহিঁ মগ চলহিঁ ন ঘোরে। বন মৃগ মনহুঁ আনি রথ জোরে॥
অঢুকি পরহিঁ ফিরি হেরহিঁ পীছেঁ। রাম বিয়োগি বিকল দুখ তীছেঁ॥

চৌপাই—চক্ষুর পলকযুগল যেমনভাবে চক্ষুগোলককে সযত্নে আগলে রাখে, তেমনভাবেই শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণকে সতত আগলে রাখতেন। এদিকে শ্রীলক্ষ্মণ সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রকে (অথবা শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রকে) এমনভাবে সেবা করতেন যেন মনে হত যে কোনো অবিবেকী ব্যক্তি সতত নিজ দেহের পরিচর্যায় ব্যস্ত॥ ১॥ এইভাবে পশুপক্ষী, দেবতা ও তপস্বীদের কল্যাণকারী প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সুখে বনবাসে কালযাপন করতে লাগলেন। তুলসীদাস বলেন—(আমার সাধ্যানুসারে) শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস গমনের অনুপম সুন্দর বিবরণ দিলাম। এইবার আমরা অযোধ্যায় গমন করব যেখানে মন্ত্রী সুমন্ত্র অতীব দুঃখ নিয়ে ফিরে এসেছেন॥ ২॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে নিষাদরাজ গুহক রথসহ মন্ত্রী সুমন্ত্রকে দেখল। মন্ত্রী সুমন্ত্রকে ব্যাকুল দেখে গুহকের যে কষ্ট হল তা বলে বোঝানো যাবে না॥ ৩॥ (নিষাদরাজকে একা ফিরে আসতে দেখে) মন্ত্রী সুমন্ত্র 'হা রাম !' 'হা রাম !' 'হা সীতা !' 'হা লক্ষ্মণ !' বলে বিলাপ করতে করতে ব্যাকুল হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। (রথের) অশ্বগণ দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে (যে দিকে শ্রীরামচন্দ্র গমন করেছিলেন) ডেকে উঠছিল। তারা যেন পাখা ছাড়া পাখি হয়ে পড়েছিল॥ ৪॥

দোহা— অশ্বগণ জল-ঘাস খাওয়া ভুলে গিয়েছিল। তাদের চোখ দিয়ে অবিরাম অশ্রুক্ষরণ হচ্ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বগণের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে নিষাদগণ ব্যাকুল হয়ে উঠল॥ ১৪২॥

চৌপাই—তখন ধৈর্যধারণ করে নিষাদরাজ বলল—হে শ্রীসুমন্ত্র ! বিষাদ পরিহার করুন। আপনি তো পণ্ডিত ও পরমার্থ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। বিধাতা প্রতিকূল জেনে ধৈর্যধারণ তো করতেই হবে॥ ১॥ নানা কথাবার্তা বলে, বুঝিয়ে শেষে জোর জবরদস্তি করে নিষাদ মন্ত্রী সুমন্ত্রকে রথে তুলে দিল। মন্ত্রী সুমন্ত্র তখন এতই শোকাতুর যে তিনি রথ চালাতে পারছিলেন না। তাঁর অন্তরে যে তখন তীব্র শ্রীরামচন্দ্রের বিরহ বেদনা॥ ২॥ রথের অশ্বগণ কষ্টে ছটফট করছিল আর (সঠিক) পথে চলতে পারছিল না। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন বন্য খচ্চরাদিকে ধরে এনে রথ টানবার কার্যে নিযুক্ত করা হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে অশ্বগণ কখনো ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল আবার কখনো পিছন ফিরে

চৌপাই (৪)

জো কহ রামু লখনু বৈদেহি। হিঁকরি হিঁকরি হিত হেরহিঁ তেহী।।
বাজি বিরহ গতি কহি কিমি জাতী। বিনু মনি ফনিক বিকল জেহি ভাঁতী।।

দোহা (১৪৩)

ভয়উ নিষাদু বিষাদবস দেখত সচিব তুরঙ্গ।
বোলি সুসেবক চারি তব দিএ সারথী সঙ্গ।।

চৌপাই (১—৪)

গুহ সারথিহি ফিরেউ পহুঁচাঈ। বিরহু বিষাদু বরনি নহিঁ জাঈ।।
চলে অবধ লেই রথহি নিষাদা। হোহিঁ ছনহিঁ ছন মগন বিষাদা।।
সোচ সমুন্ত্র বিকল দুখ দীনা। ধিগ জীবন রঘুবীর বিহীনা।।
রহিহি ন অন্তহুঁ অধম সরীরূ। জসু ন লহেউ বিছুরত রঘুবীরূ।।
ভএ অজস অঘ ভাজন প্রানা। কবন হেতু নহিঁ করত পয়ানা।।
অহহ মন্দ মনু অবসর চূকা। অজহুঁ ন হৃদয় হোত দুই টূকা।।
মীজি হাথ সিরু ধুনি পছিতাঈ। মনহুঁ কৃপন ধন রাসি গবাঁঈ।।
বিরিদ বাঁধি বর বীরু কহাঈ। চলেউ সমর জনু সুভট পরাঈ।।

দোহা (১৪৪)

বিপ্র বিবেকী বেদবিদ সন্মত সাধু সুজাতি।
জিমি ধোখেঁ মদপান কর সচিব সোচ তেহি ভাঁতি।।

চৌপাই (১—২)

জিমি কুলীন তিয় সাধু সয়ানী। পতিদেবতা করম মন বানী।।
রহৈ করম বস পরিহরি নাহূ। সচিব হৃদয়ঁ তিমি দারুন দাহূ।।
লোচন সজল ডীঠি ভই থোরী। সুনই ন শ্রবন বিকল মতি ভোরী।।
সূখহিঁ অধর লাগি মুহঁ লাটী। জিউ ন জাই উর অবধি কপাটী।।

দেখবার চেষ্টা করছিল। তারা দুঃখে অতিশয় কাতর হয়ে পড়েছিল॥ ৩॥ যখনই কেউ রাম, লক্ষ্মণ অথবা সীতার নাম নিচ্ছিল অশ্বগণ ডেকে উঠে তার দিকে তাকাচ্ছিল। অশ্বের বিরহ যন্ত্রণা বর্ণনা করা কঠিন। তারা যেন মণিহারা ফণীসম ব্যাকুল ছিল॥ ৪॥

দোহা—মন্ত্রী ও অশ্বগণকে বিধ্বস্ত দেখে নিষাদরাজ গুহক বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন সে সারথিকে সাহায্য করবার জন্য তার চারজন উত্তম সেবককে নিযুক্ত করল॥ ১৪৩॥

চৌপাই—নিষাদরাজ গুহক সারথিকে (সুমন্ত্রকে) যাত্রারম্ভ করিয়ে দিয়ে বিদায় নিল। তার বিরহ ও দুঃখের বর্ণনা দেওয়া কঠিন। গুহকের চারজন সেবক রথ নিয়ে অযোধ্যার দিকে যাত্রা করল। যখনই তাদের দৃষ্টি (সুমন্ত্র ও রথের অশ্বগণের উপর) পড়ছিল তারাও ক্ষণে ক্ষণে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল॥ ১॥ দুঃখে দীনহীন ও কাতর হয়ে সুমন্ত্র ভাবছেন যে শ্রীরঘুবীরবিহীন জীবন ধিক্কৃত। এই অধম নরদেহ তো বিনষ্ট হবেই। শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে তাহলে তা বিনষ্ট হয়ে যশ অর্জন কেন করছে না ! ২॥ এই প্রাণ কেবল অপযশ আর পাপ কুড়োতে বসে রইল। এখনও প্রাণ কেন দেহ ত্যাগ করে যাচ্ছে না ? ওরে মন্দমন ! তুই এক (অতি উত্তম) সময় হাতছাড়া করলি ! এখনও হৃদয় দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে না কেন ? ৩॥ সুমন্ত্র হাত কচলে, মাথা চাপড়ে হাহুতাশ করতে লাগলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো এক কৃপণ তার সমস্ত মূলধন খুইয়ে বসে আছে অথবা যেন এক শৌর্যবীর্যসম্পন্ন উত্তম বীরযোদ্ধা রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করে যাচ্ছে॥ ৪॥

দোহা—মন্ত্রী সুমন্ত্র এমনভাবে অনুতাপ করছিলেন যেন তিনি বিবেকী, বেদবিৎ, সাধুচরিত্র ও সদ্বংশজাত (কুলীন) ব্রাহ্মণ হয়ে প্রমাদ বশে মদ্যপান করে ফেলেছিলেন॥ ১৪৪॥

চৌপাই— মন্ত্রী সুমন্ত্রের অন্তরের অবস্থা আরো একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো সম্ভব। তিনি যেন উত্তমকুলজাত, সুচরিতা, বুদ্ধিমতী আর কায়মনোবাক্যে পতিকেই দেবতাজ্ঞানকারী রমণী যে ভাগ্যের পরিহাসে পতির আবাস পরিহার করে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছে॥ ১॥ তাঁর অশ্রুজল দৃষ্টিকে ঝাপসা করেছিল, কর্ণ শ্রবণে অক্ষম লাগছিল, অত্যধিক ব্যাকুলতায় বুদ্ধি

চৌপাই (৩—৪)

বিবরন ভয়উ ন জাই নিহারী। মারেসি মনহুঁ পিতা মহতারী॥
হানি গলানি বিপুল মন ব্যাপী। জমপুর পন্থ সোচ জিমি পাপী॥

বচনু ন আব হৃদয়ঁ পছিতাঈ। অবধ কাহ মৈঁ দেখব জাঈ॥
রাম রহিত রথ দেখিহি জোঈ। সকুচিহি মোহি বিলোকত সোঈ॥

দোহা (১৪৫)

ধাই পূঁছিহহিঁ মোহি জব বিকল নগর নর নারি।
উতরু দেব মৈঁ সবহি তব হৃদয়ঁ বজ্রু বৈঠারি॥

চৌপাই (১—৪)

পুছিহহিঁ দীন দুখিত সব মাতা। কহব কাহ মৈঁ তিন্হহি বিধাতা॥
পূছিহি জবহিঁ লখন মহতারী। কহিহউঁ কবন সঁদেস সুখারী॥

রাম জননি জব আইহি ধাঈ। সুমিরি বছ্রু জিমি ধেনু লবাঈ॥
পূঁছত উতরু দেব মৈঁ তেহী। গে বনু রাম লখনু বৈদেহী॥

জোই পূঁছিহি তেহি উতরু দেবা। জাই অবধ অব যহু সুখু লেবা॥
পূঁছিহি জবহিঁ রাউ দুখ দীনা। জিবনু জাসু রঘুনাথ অধীনা॥

দেহউঁ উতরু কৌনু মুহু লাঈ। আয়উঁ কুসল কুঅঁর পহুঁচাঈ॥
সুনত লখন সিয় রাম সঁদেসূ। তৃন জিমি তনু পরিহরিহি নরেসূ॥

চৌপাই (১৪৬)

হৃদউ ন বিদরেউ পঙ্ক জিমি বিছুরত প্রীতমু নীরু।
জানত হৌঁ মোহি দীন্হ বিধি যহু জাতনা সরীরু॥

বিভ্রান্ত হয়ে ছিল। তাঁর ওষ্ঠ শুষ্ক আর মুখ চটচট করছিল। কিন্তু (মৃত্যুর এই সকল লক্ষণ থাকলেও) প্রাণ দেহ ছেড়ে যেতে পারছিল না, কারণ তখনও তাঁর হৃদয়ে একটি ক্ষীণ আশা জাগ্রত ছিল (যে বেঁচে থাকলে চতুর্দশ বৎসর পর আবার শ্রীভগবানের দর্শন লাভ হতে পারে)॥ ২॥ সুমন্ত্রের বদনমণ্ডল তখন বিবর্ণ যার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি মাতা-পিতাকে হত্যা করে এসেছেন। রাম-বিরহের গ্লানি তাঁর মনে তখন ছেয়ে ছিল যেন তিনি এক পাপী হয়ে নরকগমন চিন্তা করছেন॥ ৩॥ তাঁর তখন কথা বলবার অবস্থা ছিল না। অযোধ্যায় ফিরে তিনি কী দেখবেন—সেই চিন্তা তাঁকে গ্রাস করে ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের রথে শ্রীপ্রভু স্বয়ং অনুপস্থিত দেখে সকলেই তাঁর মুখের দিকে তাকাতে সংকোচবোধ করবে (অর্থাৎ তাঁর মুখদর্শন করতে চাইবে না)॥ ৪॥

দোহা—প্রজাগণ যখন ছুটে এসে (শ্রীরামচন্দ্রের কথা) শুধাবে তখন বুককে বজ্রসম কঠোর করে কী উত্তর দেব॥ ১৪৫॥

চৌপাই—যখন অতিশয় দুঃখার্ত জননীগণ জিজ্ঞাসা করবেন তখন হে বিধাতা! আমি তাঁদের কী উত্তর প্রদান করব? যখন শ্রীলক্ষ্মণের জননী আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন তখন আমি তাঁকে কোন্ সুখবর দেব? ১॥ শ্রীরামচন্দ্রের জননী যখন বৎসহারা প্রসূতি গাভীসম ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করবেন তখন তাঁকে আমি কেমন করে বলব যে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবী বনবাসে চলে গিয়েছেন! ২॥ সকলের প্রশ্নের উত্তরে আমাকে সেই ভয়ানক দুঃসংবাদ দিয়ে যেতে হবে। হায়! অযোধ্যায় আমার জন্য এই সুখ অপেক্ষা করছিল! তখন দুঃখিত ভারাক্রান্ত মহারাজ স্বয়ং, যাঁর প্রাণ শ্রীরঘুনাথের দর্শন লাভের আশায় এখনও দেহ ছেড়ে যায়নি, আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন তখন কোন্ মুখে আমি বলব যে আমি রাজকুমারদের সকুশলে বনবাসে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছি! শ্রীলক্ষ্মণ, সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের এই সংবাদ শ্রবণ করেই মহারাজ তৃণসম তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রাণকে দেহমুক্ত করে দেবেন॥ ৩-৪॥

দোহা—প্রিয়তম (শ্রীরামচন্দ্র)রূপ জলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হতেই এই কর্দমসম আমার হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে গেল না! তাই আমি জানি যে বিধাতা আমাকে এই দেহ—'যন্ত্রণাশরীর' দিয়েছেন (পাপী জীবদের নরকে যন্ত্রণা ভোগের জন্য 'যন্ত্রণাশরীর' দেওয়া হয়, যা কষ্ট ভোগ সম্পূর্ণ না হলে মরে না)॥ ১৪৬॥

চৌপাই (১—৪)

এহি বিধি করত পন্থ পছিতাবা। তমসা তীর তুরত রথু আবা॥
বিদা কিএ করি বিনয় নিষাদা। ফিরে পায়ঁ পরি বিকল বিষাদা॥

পৈঠত নগর সচিব সকুচাঈ। জনু মারেসি গুর বাঁভন গাঈ॥
বৈঠি বিটপ তর দিবসু গবাঁবা। সাঁঝ সময় তব অবসরু পাবা॥

অবধ প্রবেসু কীন্হ অঁধিআরেঁ। পৈঠ ভবন রথু রাখি দুআরেঁ॥
জিন্হ জিন্হ সমাচার সুনি পাএ। ভূপ দ্বার রথু দেখন আএ॥

রথু পহিচানি বিকল লখি ঘোরে। গরহিঁ গাত জিমি আতপ ওরে॥
নগর নারি নর ব্যাকুল কৈসেঁ। নিঘটত নীর মীনগন জৈসেঁ॥

দোহা (১৪৭)

সচিব আগমনু সুনত সবু বিকল ভয়উ রনিবাসু।
ভবনু ভয়ঙ্করু লাগ তেহি মানহুঁ প্রেত নিবাসু॥

চৌপাই (১—৪)

অতি আরতি সব পূঁছহিঁ রানী। উতরু ন আব বিকল ভই বানী॥
সুনই ন শ্রবন নয়ন নহিঁ সূঝা। কহহু কহাঁ নৃপু তেহি তেহি বূঝা॥

দাসিন্হ দীখ সচিব বিকলাঈ। কৌসল্যা গৃহঁ গঈঁ লবাঈ॥
জাই সমুন্ত্র দীখ কস রাজা। অমিঅ রহিত জনু চন্দু বিরাজা॥

আসন সয়ন বিভূষন হীনা। পরেউ ভূমিতল নিপট মলীনা॥
লেই উসাসু সোচ এহি ভাঁতী। সুরপুর তেঁ জনু খঁসেউ জজাতী॥

লেত সোচ ভরি ছিনু ছিনু ছাতী। জনু জরি পঙ্খ পরেউ সম্পাতী॥
রাম রাম কহ রাম সনেহী। পুনি কহ রাম লখন বৈদেহী॥

চৌপাই—সুমন্ত্র পথে এইরূপ বিলাপরত ছিলেন। রথ দ্রুতগতিতে তমসা নদীর তীরে পৌঁছাল। মন্ত্রীমহাশয় সবিনয়ে তখন নিষাদগণকে বিদায় দিলেন। তারাও বিষাদগ্রস্ত হয়ে মন্ত্রী সুমন্ত্রের পায়ে পড়ল আর ফিরে চলল॥ ১॥ মন্ত্রী সুমন্ত্র (গ্লানি হেতু) অযোধ্যায় প্রবেশ করতে সংকোচ বোধ করছিলেন যেন তিনি গুরু, ব্রাহ্মণ অথবা গোহত্যা করে এসেছেন। এক বৃক্ষতলে বসে তাঁর দিন কাটল। সন্ধ্যা আগমনে তিনি নগরে প্রবেশ করবার সুযোগ পেলেন॥ ২॥ অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে মন্ত্রী সুমন্ত্র অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন। রথকে রাজপ্রাসাদের দ্বারে দাঁড় করিয়ে তিনি (নিঃশব্দে) রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সংবাদ পেয়ে কিছু সংখ্যক প্রজা রাজপ্রাসাদের দ্বারে রথ দেখতে জড়ো হল॥ ৩॥ রথটি পরিচিত আর অশ্বগণ অতিশয় ব্যাকুল। এই দৃশ্য দেখে প্রজাগণের অবস্থা রৌদ্রতাপে বিগলিত তুষারসম করুণ হয়ে উঠল। তারা নরনারী নির্বিশেষে সকলেই জল থেকে তোলা মৎস্যসম ছটফট করতে লাগল॥ ৪॥

দোহা —মন্ত্রীমহাশয় একা ফিরেছেন দেখে অন্তঃপুর শোকসন্তপ্ত হয়ে পড়ল। রাজপ্রাসাদ তখন তাদের কাছে প্রেতের নিবাসস্থান (শ্মশানভূমি)॥ ১৪৭॥

চৌপাই—মন্ত্রী সুমন্ত্র শুনলেন যে আর্তনাদ করতে করতে রানীসকল প্রশ্ন করছেন। তিনি বাকশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন, রানীদের উত্তর দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি কানেও শুনছিলেন না, চোখেও দেখতে পারছিলেন না। (অতি কষ্টে) তিনি যাকে পেলেন তাকেই শুধালেন—বল, রাজামহাশয় এখন কোথায় ? ১॥ মন্ত্রীমহাশয়কে বিহ্বলচিত্ত দেখে দাসীগণ তাঁকে রানী কৌশল্যাদেবীর মহলে নিয়ে গেল। সুমন্ত্র দেখলেন রাজামহাশয়কে সুধা (জ্যোৎস্না) ছাড়া চন্দ্রসম লাগছিল॥ ২॥ রাজামহাশয় মলিন (উদাস) হয়ে ভূমিতে পড়ে ছিলেন। তাঁর আসন, শয্যা ও অলংকার কিছুই ছিল না। তিনি ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিন্তাসাগরে মগ্ন হয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে স্বর্গের অধিকার হারা যযাতির কথা মনে পড়ে যায়॥ ৩॥ ক্ষণে ক্ষণে রাজামহাশয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিলেন। তাঁর অবস্থা তখন (গৃধ্রারাজ জটায়ুর ভ্রাতা) সম্পাতীর ডানা দগ্ধ হয়ে গিয়ে ভূমিতে পড়ে যাওয়া সম ছিল। রাজামহাশয় বারে বারে 'রাম ! রাম !' 'হা প্রিয়তম রাম !' বলেই যাচ্ছিলেন। আবার মাঝে

দোহা (১৪৮)

দেখি সচিবঁ জয় জীব কহি কীন্হেউ দন্ড প্রনামু।
সুনত উঠেউ ব্যাকুল নৃপতি কহু সমুন্ত্র কহঁ রামু॥

চৌপাই (১—৪)

ভূপ সমুন্ত্রু লীন্হ উর লাঈ। বূঢ়ত কছু অধার জনু পাঈ॥
সহিত সনেহ নিকট বৈঠারী। পূঁছত রাউ নয়ন ভরি বারী॥

রাম কুসল কহু সখা সনেহী। কহঁ রঘুনাথু লখনু বৈদেহী॥
আনে ফেরি কি বনহি সিধাএ। সুনত সচিব লোচন জল ছাএ॥

সোক বিকল পুনি পূঁছ নরেসূ। কহু সিয় রাম লখন সন্দেসূ॥
রাম রূপ গুন সীল সুভাউ। সুমিরি সুমিরি উর সোচত রাউ॥

রাউ সুনাই দীন্হ বনবাসূ। সুনি মন ভয়উ ন হরষু হরাঁসূ॥
সো সুত বিছুরত গএ ন প্রানা। কো পাপী বড় মোহি সমানা॥

দোহা (১৪৯)

সখা রামু সিয় লখনু জহঁ তহাঁ মোহি পহুঁচাউ।
নাহিঁ ত চাহত চলন অব প্রান কহউঁ সতিভাউ॥

চৌপাই (১—৩)

পুনি পুনি পূঁছত মন্ত্রিহি রাউ। প্রিয়তম সুঅন সঁদেস সুনাউ॥
করহি সখা সোই বেগি উপাউ। রামু লখনু সিয় নয়ন দেখাউ॥

সচিব ধীর ধরি কহ মৃদু বানী। মহারাজ তুম্হ পন্ডিত গ্যানী॥
বীর সুধীর ধুরন্ধর দেবা। সাধু সমাজু সদা তুম্হ সেবা॥

জনম মরন সব দুখ সুখ ভোগা। হানি লাভু প্রিয় মিলন বিযোগা॥
কাল করম বস হোহিঁ গোসাঈঁ। বরবস রাতি দিবস কী নাঈঁ॥

মাঝে 'হা রাম !' 'হা লক্ষ্মণ !' 'হা জানকী !' বলছিলেন॥ ৪॥

দোহা—মন্ত্রী সুমন্ত্র রাজামহাশয়কে দেখতে পেয়ে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করে বললেন—মহারাজের জয় হোক ! মহারাজ দীর্ঘজীবী হন ! মন্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনেই রাজামহাশয় ব্যাকুলচিত্ত হয়ে বললেন—সুমন্ত্র ! বল, রাম কোথায় ? ১৪৮॥

চৌপাই—রাজামহাশয় সুমন্ত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন যেন নিমজ্জমান ব্যক্তি ভেসে থাকবার একটা অবলম্বন খুঁজে পেল। অতঃপর মন্ত্রী সুমন্ত্রকে সস্নেহে কাছে বসিয়ে সজল নয়নে রাজামহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন— ॥ ১॥ (তিনি বললেন—) হে আমার প্রিয় সখা ! শ্রীরামচন্দ্রের কুশল বার্তা বল। শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা এখন কোথায় ? তাদের ফিরিয়ে আনতে পারলে, না তারা বনবাসেই চলে গেল ? রাজার প্রশ্নসকল শ্রবণ করে মন্ত্রী সুমন্ত্রর নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল॥ ২॥ শোকাকুল রাজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আরে ! সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের বার্তা তো বল ! তখনও রাজামহাশয় শ্রীরামচন্দ্রের রূপ, গুণ, সদাচার ও স্বভাবের কথা স্মরণ করে বিভোর ছিলেন॥ ৩॥ (তিনি আবার বলতে লাগলেন—) আমি রাজা করে দেওয়ার কথা দিয়ে তাকে যখন বনবাস দিলাম তখন তার মুখে হর্ষ বা বিষাদ কিছুই দেখলাম না, এমন পুত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরেও আমার প্রাণ দেহ ছেড়ে গেল না। আমার মতন পাপিষ্ঠ বোধহয় আর কেউ নেই॥ ৪॥

দোহা—হে সখা ! শ্রীরামচন্দ্র, জানকী ও লক্ষ্মণ যেখানে আছে আমাকেও সেইখানে নিয়ে চল। নয়তো, এইবার বোধহয় আমার প্রাণ দেহ ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে॥ ১৪৯॥

চৌপাই— রাজা বারে বারে মন্ত্রীকে বলতে লাগলেন আমার প্রিয়তম পুত্রদের কথা তো বল। হে সখা ! তুমি এখনই ব্যবস্থা কর যাতে আমি শ্রীরাম-চন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাকে চোখে দেখতে পাই॥ ১॥ মন্ত্রী ধৈর্যধারণ করে সবিনয়ে বললেন—হে মহারাজ ! আপনি তো পণ্ডিত ও জ্ঞানী। হে দেব ! আপনি শৌর্য-বীর্যসম্পন্ন ও উত্তম ধৈর্যবান ব্যক্তিত্ব। আপনি সতত সাধু সেবনে তৎপর ছিলেন॥ ২॥ জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ভোগ, লাভ-ক্ষতি, প্রিয়দের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদ এই সকল হে প্রভু ! কাল ও কর্মের অধীন থেকে রাত্রি ও দিনসম

চৌপাই (৪)

সুখ হরষহিঁ জড় দুখ বিলখাহীঁ। দোউ সম ধীর ধরহিঁ মন মাহীঁ॥
ধীরজ ধরহু বিবেকু বিচারী। ছাড়িঅ সোচ সকল হিতকারী॥

দোহা (১৫০)

প্রথম বাসু তমসা ভয়উ দূসর সুরসরি তীর।
ন্হাই রহে জলপানু করি সিয় সমেত দোউ বীর॥

চৌপাই (১—৪)

কেবট কীন্হি বহুত সেবকাঈ। সো জামিনি সিঙ্গরৌর গবাঁঈ॥
হোত প্রাত বট ছীরু মগাবা। জটা মুকুট নিজ সীস বনাবা॥
রাম সখাঁ তব নাব মগাঈ। প্রিয়া চঢ়াই চঢ়ে রঘুরাঈ॥
লখন বান ধনু ধরে বনাঈ। আপু চঢ়ে প্রভু আয়সু পাঈ॥
বিকল বিলোকি মোহি রঘুবীরা। বোলে মধুর বচন ধরি ধীরা॥
তাত প্রনামু তাত সন কহেহূ। বার বার পদ পঙ্কজ গহেহূ॥
করবি পায়ঁ পরি বিনয় বহোরী। তাত করিঅ জনি চিন্তা মোরী॥
বন মগ মঙ্গল কুসল হমারেঁ। কৃপা অনুগ্রহ পুন্য তুম্হারেঁ॥

ছন্দ

তুম্হরেঁ অনুগ্রহ তাত কানন জাত সব সুখু পাইহৌঁ।
প্রতিপালি আয়সু কুসল দেখন পায় পুনি ফিরি আইহৌঁ॥
জননীঁ সকল পরিতোষি পরি পরি পায়ঁ করি বিনতী ঘনী।
তুলসী করহু সোই জতনু জেহিঁ কুসলী রহহিঁ কোসলধনী॥

সোরঠা (১৫১)

গুর সন কহব সঁদেসু বার বার পদ পদুম গহি।
করব সোই উপদেসু জেহিঁ ন সোচ মোহি অবধপতি॥

চক্রাকারে ঘটতেই থাকে॥ ৩॥ মূর্খগণ সুখে আনন্দিত ও দুঃখে কাতর হয়ে থাকে কিন্তু ধীর ব্যক্তি তা সমান জ্ঞান করে থাকেন। হে সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী মহারাজ ! বিবেক বিচার করে ধৈর্য ধারণ করুন। শোক পরিহার করুন॥ ৪॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের অবস্থানের প্রথম ও দ্বিতীয় দিন যথাক্রমে তমসা ও গঙ্গানদীর তীরে কেটেছে। সীতাদেবীর সঙ্গে ভ্রাতৃযুগল স্নান করে জল খেয়ে কাটিয়েছেন॥ ১৫০॥

চৌপাই—কেবট (নিষাদরাজ) তাঁদের খুব সেবা করেছেন। সেই রাত্রি তাঁদের শৃঙ্গবেরপুরে কেটেছিল। দ্বিতীয় দিন প্রত্যূষে বটের আঠা আনালেন আর তা দিয়ে ভ্রাতৃযুগল মস্তকে জটাজুটের কিরীট তৈরি করে নিলেন॥ ১॥ অতঃপর শ্রীরামসখা নিষাদরাজ গুহক নৌকার ব্যবস্থা করলেন। প্রথমে সীতাদেবীকে তাতে তুলে তারপর শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং উঠলেন। এদিকে শ্রীলক্ষ্মণ ধনুর্বাণাদি সুরক্ষিত রেখে অগ্রজের অনুমতি নিয়ে তারপর নৌকায় চড়লেন॥ ২॥ আমাকে অতিশয় ব্যাকুল হতে দেখে শ্রীরামচন্দ্র ধৈর্যধারণ করে মৃদু স্বরে বললেন—হে তাত ! পিতাকে আমার প্রণাম দেবেন আর আমার হয়ে বারে বারে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করে সবিনয়ে বলবেন—হে পিতৃদেব ! আপনি আমার জন্য একটুও চিন্তা করবেন না। আপনার কৃপায়, অনুগ্রহে ও পুণ্যে বনে ও পথে আমাদের মঙ্গল হবে॥ ৩-৪॥

ছন্দ—হে পিতৃদেব ! আপনার অনুগ্রহে আমি বনেও সর্বপ্রকারের সুখ পেতেই থাকব আর শেষে আপনার আদেশ উত্তমরূপে পালন করে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করবার জন্য নির্বিঘ্নে ফিরে আসব। মাতাদের চরণে পড়ে তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করবেন। (তুলসীদাস বলছেন যে শ্রীরামচন্দ্র আরো বললেন—) আপনার সতত এই চেষ্টা থাকবে যাতে পিতৃদেব কৌশলরাজ কুশলে থাকেন॥

দোহা—গুরুদেব বশিষ্ঠদেবের শ্রীপাদপদ্ম বারে বারে ধারণ করে আমার এক বিশেষ অনুরোধ নিবেদন করবেন—কৌশলরাজ পিতৃদেবকে এমনই উপদেশ দেবেন যাতে তিনি আমার চিন্তা যেন না করেন॥ ১৫১॥

চৌপাই (১—৪)

পুরজন পরিজন সকল নিহোরী। তাত সুনাএহু বিনতী মোরী॥
সোই সব ভাঁতি মোর হিতকারী। জাতে রহ নরনাহু সুখারী॥
কহব সঁদেসু ভরত কে আএঁ। নীতি ন তজিঅ রাজপদু পাএঁ॥
পালেহু প্রজহি করম মন বানী। সেএহু মাতু সকল সম জানী॥
ওর নিবাহেহু ভায়প ভাঈ। করি পিতু মাতু সুজন সেবকাঈ॥
তাত ভাঁতি তেহি রাখব রাউ। সোচ মোর জেহিঁ করৈ ন কাউ॥
লখন কহে কছু বচন কঠোরা। বরজি রাম পুনি মোহি নিহোরা॥
বার বার নিজ সপথ দেবাঈ। কহবি ন তাত লখন লরিকাঈ॥

দোহা (১৫২)

কহি প্রনামু কছু কহন লিয় সিয় ভই সিথিল সনেহ।
থকিত বচন লোচন সজল পুলক পল্লবিত দেহ॥

চৌপাই (১—৪)

তেহি অবসর রঘুবর রুখ পাঈ। কেবট পারহি নাব চলাঈ॥
রঘুকুলতিলক চলে এহি ভাঁতী। দেখউঁ ঠাঢ় কুলিস ধরি ছাতী॥
মৈঁ আপন কিমি কহৌঁ কলেসূ। জিঅত ফিরেউঁ লেই রাম সঁদেসূ॥
অস কহি সচিব বচন রহি গয়উ। হানি গলানি সোচ বস ভয়উ॥
সূত বচন সুনতহিঁ নরনাহূ। পরেউ ধরনি উর দারুন দাহূ॥
তলফত বিষম মোহ মন মাপা। মাজা মনহুঁ মীন কহুঁ ব্যাপা॥
করি বিলাপ সব রোবহিঁ রানী। মহা বিপতি কিমি জাই বখানী॥
সুনি বিলাপ দুখহূ দুখু লাগা। ধীরজহূ কর ধীরজু ভাগা॥

দোহা (১৫৩)

ভয়উ কোলাহলু অবধ অতি সুনি নৃপ রাউর সোরু।
পিুল বিহগ বন পরেউ নিসি মানহুঁ কুলিস কঠোরু॥

চৌপাই—হে তাত ! প্রজাদের ও আত্মীয়স্বজনদের আমার হয়ে সবিনয়ে অনুরোধ করবেন— আমার সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সেই-ই যে মহারাজকে সতত সুখী রাখবার চেষ্টায় নিত্যযুক্ত থাকবে॥ ১॥ ভরত ফিরে এলে আমার বার্তা তাকে দেবেন—রাজপদ লাভ করেও নীতিতে অবিচল থাকতে হবে ; কায়মনোবাক্যে প্রজাদের পালন করবে আর সকল মাতাদের সমান মর্যাদা দান করে সেবা করবে॥ ২॥ হে ভ্রাতা ! পিতা, মাতা ও স্বজনদের সেবা করে ভ্রাতৃত্ববোধকে শেষ পর্যন্ত নির্বাহ করে যাবে। হে তাত ! রাজাকে (পিতৃদেবকে) এমন ভাবে রাখবে যাতে তিনি যেন কখনো কোনো ভাবে আমার জন্য চিন্তিত না হয়ে পড়েন॥ ৩॥ শ্রীলক্ষ্মণ একটু কঠোর কথা বলে ফেলেছিলেন কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে বিরত করে আমাকে দিয়ে বারে বারে শপথ করিয়ে বললেন যেন আমি লক্ষ্মণের ছেলেমানুষির কথা বলে না ফেলি॥ ৪॥

দোহা—*সীতাদেবীও প্রণাম করে কিছু বলতে শুরু করেছিলেন কিন্তু ভাবাতিশয্যে তা বলতে পারেননি। তাঁর বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল, নয়নযুগল সজল হয়ে উঠেছিল আর অঙ্গে রোমাঞ্চ অনুভূতি দেখা গিয়েছিল॥ ১৫২॥*

চৌপাই— তখনই শ্রীরঘুবীরের মনোভাব বুঝে কেবট ওপারে যাওয়ার জন্য নৌকা ছেড়ে দিল। এইভাবে রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র চলে গেলেন ; আমি বুকে বজ্র (পাথর) রেখে দাঁড়িয়ে তা দেখতে থাকলাম॥ ১॥ জীবিত থেকে শ্রীরামচন্দ্রের এই বার্তা নিয়ে ফিরে আসা যে আমার পক্ষে কত কষ্টকর ছিল, তা সহজেই বুঝতে পারছেন। মন্ত্রী আর কিছু বলতে সক্ষম হলেন না। তিনি ক্ষতি, গ্লানি ও চিন্তার বশীভূত হয়ে পড়লেন॥ ২॥ সারথি সুমন্ত্রর কথা শুনেই রাজা ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর বুকে তখন অতি ভয়ানক প্রদাহ। ব্যাকুল চিত্তে তিনি ছটফট করতে লাগলেন। তাঁর অবস্থা বর্ষার প্রথম জলের স্পর্শ লাভ করা মৎস্য সম হল॥ ৩॥ রানীগণ বিলাপ করতে করতে রোদনাকুল হয়ে পড়লেন। সেই সমস্যা বর্ণনাতীত জটিল হয়ে পড়েছিল। বিলাপ বচন-সকল এত করুণ অবস্থা সৃষ্টি করেছিল যে তা দেখে দুঃখও দুঃখিত হয় আর ধৈর্যেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে॥ ৪॥

দোহা—*মহারাজের অন্তঃপুরের (রোদন ও বিলাপ) ধ্বনি সমগ্র অযোধ্যা নগরকে শোকাকুল করে দিল। (মনে হচ্ছিল যেন) বিশাল পক্ষী সমাবেশের উপর রাত্রিকালে (অকস্মাৎ) ভয়াবহ বজ্রপাত হয়েছে॥ ১৫৩॥*

চৌপাই (১—৪)

প্রান কন্ঠগত ভয়উ ভুআলূ। মনি বিহীন জনু ব্যাকুল ব্যালূ॥
ইন্দ্রীঁ সকল বিকল ভইঁ ভারী। জনু সর সরসিজ বনু বিনু বারী॥

কৌসল্যাঁ নৃপু দীখ মলানা। রবিকুল রবি অঁথয়উ জিয়ঁ জানা॥
উর ধরি ধীর রাম মহতারী। বোলী বচন সময় অনুসারী॥

নাথ সমুঝি মন করিঅ বিচারূ। রাম বিয়োগ পয়োধি অপারূ॥
করনধার তুম্হ অবধ জহাজূ। চঢ়েউ সকল প্রিয় পথিক সমাজূ॥

ধীরজু ধরিঅ ত পাইঅ পারূ। নাহিঁ ত বূড়িহি সবু পরিবারূ॥
জৌঁ জিয়ঁ ধরিঅ বিনয় পিয় মোরী। রামু লখনু সিয় মিলহিঁ বহোরী॥

দোহা (১৫৪)

প্রিয়া বচন মৃদু সুনত নৃপু চিতয়উ আঁখি উঘারি।
তলফত মীন মলীন জনু সীঁচত সীতল বারি॥

চৌপাই (১—৪)

ধরি ধীরজু উঠি বৈঠ ভুআলূ। কহু সুমন্ত্র কহঁ রাম কৃপালূ॥
কহাঁ লখনু কহঁ রামু সনেহী। কহঁ প্রিয় পুত্রবধূ বৈদেহী॥

বিলপত রাউ বিকল বহু ভাঁতী। ভই জুগ সরিস সিরাতি ন রাতী॥
তাপস অন্ধ সাপ সুধি আঈ। কৌসল্যাহি সব কথা সুনাঈ॥

ভয়উ বিকল বরনত ইতিহাসা। রাম রহিত ধিগ জীবন আসা॥
সো তনু রাখি করব মৈঁ কাহা। জেহিঁ ন প্রেম পনু মোর নিবাহা॥

হা রঘুনন্দন প্রান পিরীতে। তুম্হ বিনু জিঅত বহুত দিন বীতে॥
হা জানকী লখন হা রঘুবর। হা পিতু হিত চিত চাতক জলধর॥

চৌপাই—রাজামহাশয়ের প্রাণ তখন কণ্ঠাগত হয়ে গেল ! তিনি মণিহারা ফণীসম ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তাঁর ইন্দ্রিয় সমুদয় একে একে নিঃস্তব্ধ হতে লাগল, তাঁর অবস্থা তখন জলবিহীন জলাশয়ের কমলবনসম ॥ ১ ॥ মহারানী কৌশল্যা যখন দেখলেন যে মহারাজ দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে সূর্যবংশের সূর্য অস্তাচলে গমন করতে উদ্যত হয়েছেন ! তখন শ্রীরামজননী কৌশল্যা চিত্তে ধৈর্যধারণ করে সময়ানুকূল কথা বললেন॥ ২॥ (তিনি বললেন—) হে নাথ ! ভেবে দেখুন, শ্রীরামচন্দ্রের (সাময়িক) বিচ্ছেদ এক সাগর। সেই অপার সমুদ্রে অযোধ্যা একটি জাহাজ যা কর্ণধাররূপে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রিয়জনসকল (আত্মীয়স্বজন ও প্রজাকুল) যাত্রীরূপে সেই জাহাজে আরূঢ়। আপনি ধৈর্যধারণ করলে সকলেই সেই দুস্তর সাগর লঙ্ঘন করতে সমর্থ হবে, অন্যথায় সকলেই ডুবে মরবে। হে প্রিয় পতিদেবতা আমার ! আমার মিনতি শুনে ধৈর্য ধারণ করুন তাহলেই আবার একদিন আমরা শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাকে কাছে পাব॥ ৩-৪ ॥

দোহা—প্রিয়ভার্যা কৌশল্যার কোমল কথা শুনে রাজামহাশয় চোখ খুলে দেখলেন। ছটফট করা মৎস্যের উপর যেন ঠাণ্ডা জলের ছিটে দেওয়া হল॥ ১৫৪॥

চৌপাই—ধৈর্য ধারণ করে রাজামহাশয় উঠে বসলেন আর বললেন —সমুদ্র ! বল। কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র কোথায় ? লক্ষ্মণ কোথায় ? স্নেহী রাম কোথায় ? এবং আমার প্রিয় পুত্রবধূ সীতা কোথায় ? ১॥ রাজামহাশয় ব্যাকুল হয়ে নানারূপ খেদোক্তি করতেই থাকলেন। রাত্রি যুগসম দীর্ঘ মনে হতে লাগল, তা যেন আর শেষ হতে চাইছিল না। তখন রাজার অন্ধমুনির (শ্রবণকুমারের পিতার) অভিশাপের কথা মনে পড়ল। তিনি তখন সেই কাহিনী সবিস্তারে কৌশল্যাকে বললেন॥ ২॥ সেই ঘটনা বর্ণনা করে রাজামহাশয় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন আর বললেন—ধিক সেই জীবন যা আমায় প্রেমপ্রীতির বন্ধনকে স্বীকার করে না ! শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া জীবন যাপনে আমাকে ধিক ! আমি আর এই দেহ রেখে কী করব ? ৩॥ হা রঘুকুলকে আনন্দদানকারী আমার প্রাণপ্রিয় রাম ! তোমায় ছেড়ে অনেকদিন কেটে গেল। হা জানকী ! হা লক্ষ্মণ ! হা রঘুবর ! হা পিতার চিত্তরূপ চাতকের হিতাকাঙ্ক্ষী মেঘ ! ৪॥

দোহা (১৫৫)

রাম রাম কহি রাম কহি রাম রাম কহি রাম।
তনু পরিহরি রঘুবর বিরহঁ রাউ গয়উ সুরধাম॥

চৌপাই (১—৪)

জিঅন মরন ফলু দসরথ পাবা। অন্ড অনেক অমল জসু ছাবা॥
জিঅত রাম বিধু বদনু নিহারা। রাম বিরহ করি মরনু সঁবারা॥
সোক বিকল সব রোবহিঁ রানী। রূপু সীলু বলু তেজু বখানী॥
করহিঁ বিলাপ অনেক প্রকারা। পরহিঁ ভূমিতল বারহিঁ বারা॥
বিলপহিঁ বিকল দাস অরু দাসী। ঘর ঘর রুদনু করহিঁ পুরবাসী॥
অঁথয়উ আজু ভানুকুল ভানূ। ধরম অবধি গুন রূপ নিধানূ॥
গারীঁ সকল কৈকইহি দেহীঁ। নয়ন বিহীন কীন্হ জগ জেহীঁ॥
এহি বিধি বিলপত রৈনি বিহানী। আএ সকল মহামুনি গ্যানী॥

দোহা (১৫৬)

তব বসিষ্ঠ মুনি সময় সম কহি অনেক ইতিহাস।
সোক নেবারেউ সবহি কর নিজ বিগ্যান প্রকাস॥

চৌপাই (১—৪)

তেল নাবঁ ভরি নৃপ তনু রাখা। দূত বোলাই বহুরি অস ভাষা॥
ধাবহু বেগি ভরত পহিঁ জাহূ। নৃপ সুধি কতহুঁ কহহু জনি কাহূ॥
এতনেই কহেহু ভরত সন জাঈ। গুর বোলাই পঠয়উ দোউ ভাঈ॥
সুনি মুনি আয়সু ধাবন ধাএ। চলে বেগ বর বাজি লজাএ॥
অনরথু অবধ অরংভেউ জব তেঁ। কুসগুন হোহিঁ ভরত কহুঁ তব তেঁ॥
দেখহিঁ রাতি ভয়ানক সপনা। জাগি করহিঁ কটু কোটি কলপনা॥
বিপ্র জেবাঁই দেহিঁ দিন দানা। সিব অভিষেক করহিঁ বিধি নানা॥
মাগহিঁ হৃদয়ঁ মহেস মনাঈ। কুসল মাতু পিতু পরিজন ভাঈ॥

দোহা—বারে বারে রামনাম উচ্চারণ করতে করতে মহারাজ দশরথ রাম বিরহে দেহত্যাগ করে অমৃতলোকে গমন করলেন॥ ১৫৫॥

চৌপাই—রাজা দশরথের জন্ম ও মৃত্যুর ফল লাভ হল। তাঁর নির্মল যশোগান সকল ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হল। তিনি জীবিত অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্রের চন্দ্রবদন দেখে আর মৃত্যুতে শ্রীরামচন্দ্রের বিরহকে নিমিত্ত করে উভয়কেই সৌন্দর্যময় করলেন॥ ১॥ শোকাতুর রানীগণ ব্যাকুল হয়ে রোদন করতে লাগলেন। তাঁরা রাজার রূপ, সদাচার, বল ও বীর্যের বর্ণনা করে বিলাপ করতে থাকলেন আর বারে বারে ভূমিতে লুটিয়ে পড়তে থাকলেন॥ ২॥ দাসদাসীগণ ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগল। প্রজাগণ ঘরে ঘরে কাঁদতে লাগল। তারা বলল—ধর্মের পরাকাষ্ঠা, রূপ ও গুণের আধার সূর্যবংশের সূর্য অস্তমিত হলেন॥ ৩॥ সকলেই কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে কটুকথা বলতে লাগল। তারা বলল—কৈকেয়ী ভুবনসকলকে নেত্রহীন করল। প্রত্যুষে জ্ঞানী মহামুনিগণের আগমন হল॥ ৪॥

দোহা—তখন মহামুনি বশিষ্ঠদেব সময়ানুকূল বহু ইতিহাসের বিবরণ দিয়ে সকলের শোক নিবারণ করলেন॥ ১৫৬॥

চৌপাই—মহামুনি বশিষ্ঠদেব নৌকাতে তৈল পূর্ণ করে রাজার দেহ তাতে সংরক্ষণ করে রাখলেন। অতঃপর তিনি দূতদের ডেকে বললেন—তোমরা প্রস্তুত হয়ে এখনই ছুটে ভরতের নিকটে গমন করো। রাজার মৃত্যুসংবাদ যেন কেউ জানতে না পারে॥ ১॥ সেইখানে গমন করে ভরতকে শুধু এইটুকু বলবে—গুরুদেব তোমাদের দুই ভাইকে ডেকে পাঠিয়েছেন। মুনির আদেশ পেয়ে দূত ছুটে গেল। তাদের দ্রুতগতি উত্তম অশ্বদেরও লজ্জা দিল॥ ২॥ এদিকে অযোধ্যায় অনর্থ ঘটে গেল আর মাতুলালয়ে শ্রীভরত চতুর্দিকে অমঙ্গলের চিহ্ন দেখতে লাগলেন। নিদ্রাকালে তিনি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখতেন আর জেগে উঠে (সেই স্বপ্ন হেতু) অসংখ্য দুশ্চিন্তায় পরিপূর্ণ হতেন॥ ৩॥ (অনিষ্ট অপনোদনের জন্য) তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে তাঁদের দানাদি করতেন। তিনি বহু বিধি পালন করে রুদ্রাভিষেক করতেন আর মহাদেবকে স্মরণ করে তাঁর কাছে পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও ভ্রাতাদের কুশল ক্ষেম প্রার্থনা করতেন॥ ৪॥

দোহা (১৫৭)

এহি বিধি সোচত ভরত মন ধাবন পহুঁচে আই।
গুর অনুসাসন শ্রবন সুনি চলে গনেসু মনাই॥

চৌপাই (১—৪)

চলে সমীর বেগ হয় হাঁকে। নাঘত সরিত সৈল বন বাঁকে॥
হৃদয়ঁ সোচু বড় কছু ন সোহাঈ। অস জানহিঁ জিয়ঁ জাউঁ উড়াঈ॥
এক নিমেষ বরষ সম জাঈ। এহি বিধি ভরত নগর নিঅরাঈ॥
অসগুন হোহিঁ নগর পৈঠারা। রটহিঁ কুভাঁতি কুখেত করারা॥
খর সিআর বোলহিঁ প্রতিকূলা। সুনি সুনি হোই ভরত মন সূলা॥
শ্রীহত সর সরিতা বন বাগা। নগরু বিসেষি ভয়াবনু লাগা॥
খগ মৃগ হয় গয় জাহিঁ ন জোএ। রাম বিয়োগ কুরোগ বিগোএ॥
নগর নারি নর নিপট দুখারী। মনহুঁ সুবন্হি সব সম্পতি হারী॥

দোহা (১৫৮)

পুরজন মিলহিঁ ন কহহিঁ কছু গবঁহিঁ জোহারহিঁ জাহিঁ।
ভরত কুসল পূঁছি ন সকহিঁ ভয় বিষাদ মন মাহিঁ॥

চৌপাই (১—৩)

হাট বাট নহিঁ জাই নিহারী। জনু পুর দহঁ দিসি লাগি দবারী॥
আবত সুত সুনি কৈকয়নন্দিনি। হরষী রবিকুল জলরুহ চন্দিনি॥
সজি আরতী মুদিত উঠি ধাঈ। দ্বারেহিঁ ভেঁটি ভবন লেই আঈ॥
ভরত দুখিত পরিবারু নিহারা। মানহুঁ তুহিন বনজ বনু মারা॥
কৈকেঈ হরষিত এহি ভাঁতী। মনহুঁ মুদিত দব লাই কিরাতী॥
সুতহি সসোচ দেখি মনু মারেঁ। পূঁছতি নৈহর কুসল হমারেঁ॥

দোহা—*শ্রীভরত এইভাবে চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন। তখনই অযোধ্যার দূত এসে তাঁকে গুরুদেবের আদেশবার্তা দিল। তিনি তখনই ভ্রাতাসহ গণপতিকে স্মরণ করে অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা করলেন॥ ১৫৭॥*

চৌপাই—বায়ুসম দ্রুতগতি অশ্বগণ রথকে অযোধ্যার দিকে নিয়ে চলল। ভ্রাতৃযুগল পথের নদী, পর্বতমালা ও বনাঞ্চল লঙ্ঘন করে এগিয়ে যেতে লাগলেন। শ্রীভরতের কিছুই যেন ভালো লাগছিল না। তিনি আরো তাড়াতাড়ি যেতে পারলে খুশি হতেন॥ ১॥ মুহূর্ত বৎসর সম কাটছিল। রথ নগরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হল। নগরে প্রবেশকালে অমঙ্গলসূচক চিহ্ন দেখা যেতে লাগল। বায়সসকল স্থানে স্থানে জটলা করে কর্কশভাবে ডাকছিল॥ ২॥ গর্দভ-শৃগাল সবই যেন প্রতিকূল আচরণ করছিল। তাদের অবস্থা দেখে শ্রীভরতের মন আতঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগল। অযোধ্যার সরোবর, নদী, অরণ্য, উদ্যান সবই যেন তাঁর শ্রীহীন লাগছিল। অযোধ্যাকে তাঁর স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল না॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্র-বিরহে ক্লিষ্ট পশু-পক্ষী, অশ্ব-গজ (সকলকে ভয়ানক দুঃখিত মনে হচ্ছিল আর) তাদের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। নারী নর নির্বিশেষে অযোধ্যায় প্রজাগণ সকলেই অতীব দুঃখিত বলে মনে হচ্ছিল যেন তারা সকল সম্পদহারা হয়েছে॥ ৪॥

দোহা—*পথে প্রজাদের সঙ্গে দেখা হল কিন্তু কেউ কিছু বলল না। তারা চুপচাপ নমস্কার করে চলে গেল। শ্রীভরতের মনে তখন ভয় ও বিষাদ ছেয়ে ছিল। তাই তিনি কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেলেন না॥ ১৫৮॥*

চৌপাই—পথ, হাটবাজার সবই শুষ্ক লাগছিল, সেদিকে তাকানো যাচ্ছিল না। সবদিকে যেন দাবানলের স্পর্শ ছিল। পুত্র আসছে শুনে সূর্যবংশ কমলের জন্য জ্যোৎস্নারূপ রানী কৈকেয়ী (অতিশয়) আনন্দিত হলেন॥ ১॥ সন্তানকে বরণ করে নেওয়ার জন্য রানী কৈকেয়ী দ্বারে ছুটে গেলেন। ভ্রাতৃযুগলকে দ্বারেই আপ্যায়ন করে তিনি তাদের নিজের মহলে নিয়ে এলেন। শ্রীভরত পরিবারকে দুঃখিত দেখলেন ; যেন কমলবনে হিম পড়েছে॥ ২॥ একমাত্র রানী কৈকেয়ী শুধু ব্যতিক্রম, যেন কিরাত রমণী অরণ্যে অগ্নি সংযোগ করে আনন্দ করছে। পুত্রকে চিন্তিত ও বিষাদগ্রস্ত দেখে তিনি জিজ্ঞাসা

চৌপাই (৪)

সকল কুসল কহি ভরত সুনাঈ। পূঁছী নিজ কুল কুসল ভলাঈ॥
কহু কহঁ তাত কহাঁ সব মাতা। কহঁ সিয় রাম লখন প্রিয় ভ্রাতা॥

দোহা (১৫৯)

সুনি সুত বচন সনেহময় কপট নীর ভরি নৈন।
ভরত শ্রবন মন সূল সম পাপিনি বোলী বৈন॥

চৌপাই (১—৪)

তাত বাত মৈঁ সকল সঁবারী। ভৈ মন্থরা সহায় বিচারী॥
কছুক কাজ বিধি বীচ বিগারেউ। ভূপতি সুরপতি পুর পগু ধারেউ॥

সুনত ভরতু ভএ বিবস বিষাদা। জনু সহমেউ করি কেহরি নাদা॥
তাত তাত হা তাত পুকারী। পরে ভূমিতল ব্যাকুল ভারী॥

চলত ন দেখন পায়উঁ তোহী। তাত ন রামহি সৌপেহু মোহী॥
বহুরি ধীর ধরি উঠে সঁভারী। কহু পিতু মরন হেতু মহতারী॥

সুনি সুত বচন কহতি কৈকেঈ। মরমু পাঁছি জনু মাহুর দেঈ॥
আদিহু তেঁ সব আপনি করনী। কুটিল কঠোর মুদিত মন বরনী॥

দোহা (১৬০)

ভরতহি বিসরেউ পিতু মরন সুনত রাম বন গৌনু।
হেতু অপনপউ জানি জিয়ঁ থকিত রহে ধরি মৌনু॥

চৌপাই (১)

বিকল বিলোকি সুতহি সমুঝাবতি। মনহুঁ জরে পর লোনু লগাবতি॥
তাত রাউ নহিঁ সোচৈ জোগূ। বিঢ়ই সুকৃত জসু কীন্হেউ ভোগূ॥

করলেন—আমার বাপের বাড়িতে সকলে ভালো আছে তো ? ৩।। শ্রীভরত তখন সেখানকার কুশল সমাচার দিলেন। অতঃপর তিনি অযোধ্যার কথা জানতে চাইলেন। (শ্রীভরত বললেন —) পিতৃদেব কোথায় ? অন্য মাতারা কোথায় ? সীতা আর আমার রাম-লক্ষ্মণ ভাই দুইজন কোথায় ? ৪ ।।

দোহা—পুত্রের স্নেহময় প্রশ্নাদি শ্রবণ করে নয়নে কপটাশ্রু পূর্ণ করে পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী সেই সকল কথা বললেন যা শ্রীভরতের শ্রবণ ও মনকে শূল সম বিদ্ধ করল।। ১৫৯ ।।

চৌপাই—তিনি বললেন—হে তাত ! আমি সকল কার্যেই সাফল্য পেয়েছি। (কেবল) বেচারি মন্থরা আমার সাহায্যে ছিল। মধ্যে বিধাতা একটু গোলমাল করে দিলেন আর রাজামহাশয় পরলোকগমন করলেন।। ১।। এই কথা শুনেই শ্রীভরত বিষাদে যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। যেন সিংহের গর্জন শুনে হাতি ভয় পেয়ে গেল। তিনি 'পিতা ! পিতা ! হা পিতা !' বলে অতিশয় ব্যাকুল হয়ে ভূমিতে পতিত হলেন।। ২ ।। (শ্রীভরত বিলাপ করতে লাগলেন—) হে পিতা ! মৃত্যুকালে আপনাকে দেখতেও পেলাম না। (হায় !) আপনি যাওয়ার সময়ে আমাকে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে তুলে দিয়েও গেলেন না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—মা ! পিতার (হঠাৎ) মৃত্যুর কারণটা তো বলো।। ৩।। পুত্র জানতে চাইছে দেখে কৈকেয়ী বলতে লাগলেন। তিনি যেন মর্মস্থান কেটে তাতে বিষ প্রয়োগ করে দিলেন। কুটিলা কঠোর কৈকেয়ী হাসিমুখে আদ্যোপান্ত কৃতকার্যের বিবরণ দিলেন।। ৪ ।।

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসে গমনের কথা শ্রীভরতকে পিতার মৃত্যুর কথাও বিস্মরণ করাল। সকল অশান্তির মূলে তাঁর নাম জড়িত জেনে তিনি মৌন ও হতবাক হয়ে বসে থাকলেন।। ১৬০ ।।

চৌপাই—পুত্র সম্মুখে ব্যাকুল হয়ে উপবিষ্ট। কৈকেয়ী তাকে বোঝাতে তৎপর হলেন যা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার মতন হল। (তিনি বললেন—) হে তাত ! পিতার মৃত্যুতে কী চিন্তার কারণ আছে ? তিনি তো সুকৃতি ও যশ অর্জন করে প্রচুর ভোগ করেই গিয়েছেন।। ১।।

চৌপাই (২—৪)

জীবন সকল জনম ফল পাএ। অন্ত অমরপতি সদন সিধাএ॥
অস অনুমানি সোচ পরিহরহূ। সহিত সমাজ রাজ পুর করহূ॥
সুনি সুঠি সহমেউ রাজকুমারূ। পাকেঁ ছত জনু লাগ অঁগারূ॥
ধীরজ ধরি ভরি লেহিঁ উসাসা। পাপিনি সবহি ভাঁতি কুল নাসা॥
জৌঁ পৈ কুরুচি রহী অতি তোহী। জনমত কাহে ন মারে মোহী॥
পেড় কাটি তৈঁ পালউ সীঁচা। মীন জিঅন নিতি বারি উলীচা॥

দোহা (১৬১)

হংসবংসু দসরথু জনকু রাম লখন সে ভাই।
জননী তূঁ জননী ভঈ বিধি সন কছু ন বসাই॥

চৌপাই (১—৪)

জব তৈঁ কুমতি কুমত জিয়ঁ ঠয়উ। খন্ড খন্ড হোই হৃদউ ন গয়উ॥
বর মাগত মন ভই নহিঁ পীরা। গরি ন জীহ মুহঁ পরেউ ন কীরা॥
ভূপঁ প্রতীতি তোরি কিমি কীন্হী। মরন কাল বিধি মতি হরি লীন্হী॥
বিধিহুঁ ন নারি হৃদয় গতি জানী। সকল কপট অঘ অবগুন খানী॥
সরল সুসীল ধরম রত রাউ। সো কিমি জানৈ তীয় সুভাউ॥
অস কো জীব জন্তু জগ মাহীঁ। জেহিঁ রঘুনাথ প্রানপ্রিয় নাহীঁ॥
ভে অতি অহিত রামু তেউ তোহী। কো তূ অহসি সত্য কহু মোহী॥
জো হসি সো হসি মুহঁ মসি লাঈ। আঁখি ওট উঠি বৈঠহি জাঈ॥

দোহা (১৬২)

রাম বিরোধী হৃদয় তেঁ প্রগট কীন্হ বিধি মোহি।
মো সমান কো পাতকী বাদি কহউঁ কছু তোহি॥

তিনি বেঁচে থাকতেই জন্মের সকল ফল লাভ করেছেন আর অবশেষে স্বর্গারোহণ করেছেন। তাই তাঁর জন্য শোকের কী প্রয়োজন ? এইবার শোক ভুলে প্রজা প্রতিপালন করে রাজ্যসুখ ভোগ করো॥ ২॥ রাজকুমার শ্রীভরত এইবার ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলেন। যেন পাকা ঘায়ে জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শ হল। তিনি এইবার ধৈর্য ধারণ করে গভীর শ্বাস নিয়ে বললেন—ওরে পাপিষ্ঠা ! তুই যে সব দিক দিয়ে বংশের সর্বনাশ ডেকে আনলি ! ৩॥ হায় ! যদি তোর এইরূপ অতি জঘন্য অভিরুচি ছিল, তুই তাহলে জন্মগ্রহণ করতেই আমাকে মেরে ফেললি না কেন ? তুই গাছ কেটে পাতায় জল ঢালছিস ! মাছকে রক্ষা করবার জন্য তারই জল ছেঁচে ফেলেছিস ! (অর্থাৎ আমার ভালো করতে গিয়ে আমার মন্দ করেছিস)॥ ৪॥

***দোহা**—আমি সূর্যবংশ (সম বংশ), রাজা দশরথ (সম) পিতা ও রাম-লক্ষ্মণ সম ভ্রাতা লাভ করলাম। কিন্তু হে জননী ! আমার জন্মদাত্রী শেষকালে (পাপিষ্ঠা) তুই হলি ! (কী আর বলব !) বিধাতার বিধান তো আর বদল করা যায় না॥ ১৬১॥*

চৌপাই—ওরে কুমতি ! তোর মনে যখন এই দুরভিসন্ধি জাগল তখনই তোর হৃদয় কেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল না ? বর চাইবার সময়ে তোর একটুও কষ্ট হল না ? জিভ খসে পড়ল না ? মুখে পোকা পড়ল না ? ১॥ রাজা তোকে বিশ্বাস কেমন করে করলেন ? (বুঝি বা) মৃত্যু সমাগত দেখে বিধাতা তাঁর বুদ্ধিবৈকল্য ঘটিয়েছিলেন। নারী তো সকল কপট, পাপ ও দুষ্টবুদ্ধির ভাণ্ডার। তার গতিপ্রকৃতির চরিত্র বিধাতারও অজানা॥ ২॥ আর রাজাও ছিলেন সহজ সরল, সদাচারী ও ধর্মপরায়ণ। তিনি (দুরূহ) নারীচরিত্রের গতি-প্রকৃতি জানবেন কেমন করে ? জীবজন্তুদের জগতে এমন কেউ আছে যে শ্রীরঘুনাথকে প্রাণসম ভালোবাসে না ? ৩॥ এমন শ্রীরামচন্দ্রকেও তোর শত্রু মনে হল ? তুই কে ? আমাকে সত্য বল ! তুই যা তাই থাক। এখন মুখে কালিমা লেপন করে আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যা॥ ৪॥

***দোহা**—তোর মতন রামবিদ্বেষীর থেকে বিধাতা আমায় সৃষ্টি করলেন ! (অথবা আমি যে রামবিদ্বেষী তা বিধাতা প্রমাণ করে দিলেন !) আমার সম পাপী জগতে আর নেই ! তোকে আমি শুধুশুধু দায়ী করছি॥ ১৬২॥*

চৌপাই (১—৪)

সুনি সত্রুঘুন মাতু কুটিলাঈ। জরহিঁ গাত রিস কছু ন বসাঈ॥
তেহি অবসর কুবরী তহঁ আঈ। বসন বিভূষন বিবিধ বনাঈ॥

লখি রিস ভরেউ লখন লঘু ভাঈ। বরত অনল ঘৃত আহুতি পাঈ॥
হুমগি লাত তকি কূবর মারা। পরি মুহ ভর মহি করত পুকারা॥

কূবর টূটেউ ফূট কপারূ। দলিত দসন মুখ রুধির প্রচারূ॥
আহ দইঅ মৈঁ কাহ নসাবা। করত নীক ফলু অনইস পাবা॥

সুনি রিপুহন লখি নখ সিখ খোটী। লগে ঘসীটন ধরি ধরি ঝোঁটী॥
ভরত দয়ানিধি দীন্হি ছড়াঈ। কৌসল্যা পহিঁ গে দোউ ভাঈ॥

দোহা (১৬৩)

মলিন বসন বিবরন বিকল কৃস সরীর দুখ ভার।
কনক কলপ বর বেলি বন মানহুঁ হনী তুসার॥

চৌপাই (১—৪)

ভরতহি দেখি মাতু উঠি ধাঈ। মুরুছিত অবনি পরী ঝইঁ আঈ॥
দেখত ভরতু বিকল ভএ ভারী। পরে চরন তন দসা বিসারী॥

মাতু তাত কহঁ দেহি দেখাঈ। কহঁ সিয় রামু লখনু দোউ ভাঈ॥
কৈকঈ কত জনমী জগ মাঝা। জৌঁ জনমি ত ভই কাহে ন বাঁঝা॥

কুল কলঙ্কু জেহিঁ জনমেউ মোহী। অপজস ভাজন প্রিয়জন দ্রোহী॥
কো তিভুবন সরিস অভাগী। গতি অসি তোরি মাতু জেহি লাগী॥

পিতু সুরপুর বন রঘুবর কেতূ। মৈঁ কেবল সব অনরথ হেতূ॥
ধিগ মোহি ভয়উঁ বেনু বন আগী। দুসহ দাহ দুখ দূষন ভাগী॥

চৌপাই— কৈকেয়ী মাতার কু-অভিসন্ধি শ্রীশত্রুঘ্নকে উত্তপ্ত করে তুলল ; তাঁর অঙ্গে যেন অগ্নিসংযোগ হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর তখন কিছুই করবার উপায় নেই। এমন সময়ে উত্তম বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিতা কুব্জার (মন্থরার) মঞ্চে প্রবেশ হল॥ ১॥ তাকে (উৎসব বেশে) দেখে লক্ষ্মণানুজ শ্রীশত্রুঘ্ন ক্রোধে ফেটে পড়লেন। জ্বলন্ত অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। তিনি তার কুঁজে এক প্রচণ্ড পদাঘাত করলেন। সে চিৎকার করে মুখ থুবড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল॥ ২॥ তার কুঁজ ভাঙল, মাথা ফাটল, দাঁত চূর্ণবিচূর্ণ হল আর মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে লাগল। (সে কাতরাতে কাতরাতে বলল—) হায় ভগবান ! আমি আবার কী করলাম ? ভালো করতে গিয়ে এই ব্যবহার কপালে জুটল॥ ৩॥ আপাদমস্তক দুষ্ট মন্থরার এই কথা শ্রবণ করে শ্রীশত্রুঘ্ন তাঁর মাথার চুল ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন। তখন দয়ানিধি শ্রীভরত ছুটে এসে তাকে তাঁর হাত থেকে মুক্তি দিলেন। অতঃপর ভ্রাতৃযুগল তড়িঘড়ি মাতা কৌশল্যার সকাশে ছুটে গেলেন॥ ৪॥

দোহা—রানী কৌশল্যাদেবী মলিন বস্ত্র পরিধান করে ছিলেন। দুঃখভার তাঁকে বিবর্ণ ও কৃশদেহ করে দিয়েছিল। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সুবর্ণবর্ণ কল্পদ্রুম অরণ্যে হিমপাত হয়েছে॥ ১৬৩॥

চৌপাই—শ্রীভরতকে আসতে দেখে মাতা কৌশল্যা উঠতে গেলেন কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। তাঁর বেহাল অবস্থা দেখে শ্রীভরত ব্যাকুল হলেন আর তাঁর পায়ে পড়লেন॥ ১॥ (অতঃপর শ্রীভরত বললেন—) মাতা আমার ! পিতৃদেব কোথায় ? তাঁর কাছে যাব। সীতাদেবী ও আমার রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃযুগল কোথায় ? (তাঁদের কাছে যাব !) জগতে কৈকেয়ীর জন্ম হল কেন ? যদিবা জন্মাল সে বন্ধ্যা হল না কেন ? ২॥ সেই কুলকলঙ্কিনী, অযশস্কর প্রিয়জনবিদ্বেষী কৈকেয়ী আমার গর্ভধারিণী ! আমার মতন হতভাগ্য ত্রিভুবনে বিরল ! মাতা আমার ! সেই তোমার এই অবস্থার জন্য দায়ী॥ ৩॥ পিতৃদেব স্বর্গগত আর শ্রীরঘুবীর অরণ্যে ! সকল গোলমালের মূলে কেতুসম আমি ! ধিক আমাকে। আমি বাঁশবনে অগ্নি হয়ে দুঃসহ জ্বালা, দুঃখ ও দোষের ভাগী হলাম॥ ৪॥

দোহা (১৬৪)

মাতু ভরত কে বচন মৃদু সুনি পুনি উঠী সঁভারী।
লিএ উঠাই লগাই উর লোচন মোচতি বারি॥

চৌপাই (১—৪)

সরল সুভায় মায়ঁ হিয়ঁ লাএ। অতি হিত মনহুঁ রাম ফিরি আএ॥
ভেটেউ বহুরি লখন লঘু ভাঈ। সোকু সনেহু ন হৃদয়ঁ সমাঈ॥
দেখি সুভাউ কহত সবু কোঈ। রামু মাতু অস কাহে ন হোঈ॥
মাতাঁ ভরতু গোদ বৈঠারে। আঁসু পোঁছি মৃদু বচন উচারে॥
অজহুঁ বচ্ছ বলি ধীরজ ধরহূ। কুসমউ সমুঝি সোক পরিহরহূ॥
জনি মানহু হিয়ঁ হানি গলানী। কাল করম গতি অঘটিত জানী॥
কাহুহি দোসু দেহু জনি তাতা। ভা মোহি সব বিধি বাম বিধাতা॥
জো এতেহুঁ দুখ মোহি জিআবা। অজহুঁ কো জানই কা তেহি ভাবা॥

দোহা (১৬৫)

পিতু আয়স ভূষন বসন তাত তজে রঘুবীর।
বিসমউ হরষু ন হৃদয়ঁ কছু পহিরে বলকল চীর॥

চৌপাই (১—৪)

মুখ প্রসন্ন মন রঙ্গ ন রোষূ। সব কর সব বিধি করি পরিতোষূ॥
চলে বিপিন সুনি সিয় সঁগ লাগী। রহই ন রাম চরন অনুরাগী॥
সুনতহিঁ লখনু চলে উঠি সাথা। রহহিঁ ন জতন কিএ রঘুনাথা॥
তব রঘুপতি সবহী সিরু নাঈ। চলে সঙ্গ সিয় অরু লঘু ভাঈ॥
রামু লখনু সিয় বনহি সিধাএ। গইউঁ ন সঙ্গ ন প্রান পঠাএ॥
যহু সবু ভা ইন্হ আঁখিন্হ আগেঁ। তউ ন তজা তনু জীব অভাগেঁ॥
মোহি ন লাজ নিজ নেহু নিহারী। রাম সরিস সুত মৈঁ মহতারী॥
জিএ মরৈ ভল ভূপতি জানা। মোর হৃদয় সত কুলিস সমানা॥

দোহা—শ্রীভরতের সহজ সরল কথা শ্রবণ করে মাতা কৌশল্যাদেবী নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসলেন। তিনি শ্রীভরতকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর নয়নযুগলে বারিধারা ক্ষরণ করতে লাগল॥ ১৬৪॥

চৌপাই—সহজ সরল মাতা কৌশল্যাদেবী সস্নেহে শ্রীভরতকে কোলে টেনে নিলেন। মনে হল যেন স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র ফিরে এসেছেন। অতঃপর তিনি শ্রীলক্ষ্মণের অনুজ শ্রীশত্রুঘ্নকেও বুকে টেনে নিলেন। মাতৃহৃদয়ের শোক ও স্নেহ তাঁর হৃদয় থেকে উপচে পড়ছিল॥ ১॥ মহারানী কৌশল্যার আচরণ দেখে সকলেই সাধুবাদ দিয়ে বলল— এই না হলে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের গর্ভধারিণী ! তিনি শ্রীভরতকে কোলে তুলে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে পরম স্নেহে বললেন— বাছা আমার ! আমার কথা শোনো। সময় অনুকূল নয় তাই ধৈর্য ধারণ করো আর শোক পরিহার করো। কাল ও কর্মের গতি অপ্রতিরোধ্য জেনে হৃদয় থেকে দুঃখ আর গ্লানি পরিহার করো॥ ২-৩॥ বাছা আমার ! কাউকে দোষ দিয়ে কী হবে ? এখন বিধি সর্বতোভাবে বাম। না হলে, এত দুঃখ পেয়েও আমি এখনও বেঁচে থাকি ? আরও কী কপালে আছে জানি না ॥ ৪॥

দোহা—হে তাত ! পিতৃ আদেশ পালন করে বস্ত্রালংকার ত্যাগ করে রাম শ্রীরঘুবীর অঙ্গে বল্কল বস্ত্র ধারণ করল। তখন তাঁর চিত্তে বিষাদ অথবা উল্লাস কিছুই ছিল না॥ ১৬৫॥

চৌপাই—শ্রীরঘুবীর তখনও শান্ত সৌম্য প্রসন্নবদন। মনে আসক্তি অথবা দ্বেষের চিহ্নমাত্রও ছিল না। সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করে শ্রীরঘুবীরের বনবাস যাত্রাও হয়ে গেল। সব জেনেশুনে সীতাও শ্রীরঘুবীরের সঙ্গদান করল। শ্রীরামচরণে পরম আসক্তকে কোনো মতে রাখা গেল না॥ ১॥ খবর শুনেই লক্ষ্মণও গেল। শ্রীরঘুনাথের তাকে বিরত করবার সকল প্রচেষ্টাই বিফল হল। অতঃপর শ্রীরঘুনাথের সকলকে প্রণাম নিবেদন করে সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে যাত্রারম্ভ হয়ে গেল॥ ২॥ শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার বনবাস যাত্রা আমার চোখের সামনে হল। আমি তাদের সঙ্গে নিজেকে অথবা নিজের প্রাণকে পাঠালাম না। কেবল দর্শনরূপে আমি সব দেখে গেলাম। অভাগা জীব তবুও দেহ ছেড়ে যাওয়ার নাম পর্যন্ত করল না॥ ৩॥ এই হল আমার তাদের উপর প্রেম বৃত্তান্ত ! তা আমাকে লজ্জায় মাটিতে মিশিয়েও দিল না। আমি নাকি

দোহা (১৬৬)

কৌসল্যা কে বচন সুনি ভরত সহিত রনিবাসু।
ব্যাকুল বিলপত রাজগৃহ মানহুঁ সোক নেবাসু॥

চৌপাই (১—৪)

বিলপহিঁ বিকল ভরত দোউ ভাঈ। কৌসল্যাঁ লিএ হৃদয়ঁ লগাঈ॥
ভাঁতি অনেক ভরতু সমুঝাএ। কহি বিবেকময় বচন সুনাএ॥
ভরতহুঁ মাতু সকল সমুঝাঈ। কহি পুরান শ্রুতি কথা সুহাঈ॥
ছল বিহীন সুচি সরল সুবানী। বোলে ভরত জোরি জুগ পানী॥
জে অঘ মাতু পিতা সুত মারেঁ। গাই গোঠ মহিসুর পুর জারে॥
জে অঘ তিয় বালক বধ কীন্হে। মীত মহীপতি মাহুর দীন্হেঁ॥
জে পাতক উপপাতক অহহীঁ। করম বচন মন ভব কবি কহহীঁ॥
তে পাতক মোহি হোহুঁ বিধাতা। জৌঁ যহু হোই মোর মত মাতা॥

দোহা (১৬৭)

জে পরিহরি হরি হর চরন ভজহিঁ ভূতগন ঘোর।
তেহি কই গতি মোহি দেউ বিধি জৌঁ জননী মত মোর॥

চৌপাই (১—৪)

বেচহিঁ বেদু ধরমু দুহি লেহীঁ। পিসুন পরায় পাপ কহি দেহীঁ॥
কপটী কুটিল কলহপ্রিয় ক্রোধী। বেদ বিদূষক বিস্ব বিরোধী॥
লোভী লম্পট লোলুপচারা। জে তাকহিঁ পরধনু পরদারা॥
পাবৌঁ মৈঁ তিন্হ কৈ গতি ঘোরা। জৌঁ জননী যহু সম্মত মোরা॥
জে নহি সাধুসঙ্গ অনুরাগে। পরমারথ পথ বিমুখ অভাগে॥
জে ন ভজহিঁ হরি নরতনু পাঈ। জিন্হহি ন হরি হর সুজসু সোহাঈ॥
তজি শ্রুতিপন্থু বাম পথ চলহীঁ। বঞ্চক বিরচি বেষ জগু ছলহীঁ॥
তিন্হ কৈ গতি মোহি সংকর দেউ। জননী জৌঁ যহু জানৌঁ ভেউ॥

রামজননী ! দেহ কখন রাখতে হয় আর কখন ত্যাগ করতে হয় তা তো রাজা-মহাশয়ই দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। আমার হৃদয় যে শত শত বজ্রসম কঠোর ! ৪ ॥

দোহা—মাতা কৌশল্যার করুণ কথা শ্রবণ করে শ্রীভরত শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। তাঁদের অবস্থা দেখে সমগ্র অন্তঃপুরই শোকবিহ্বল হয়ে পড়ল। রাজমহল শোকমহল হয়ে গেল॥ ১৬৬॥

চৌপাই—শোকবিহ্বল শ্রীভরত ও শ্রীশত্রুঘ্নকে বিলাপ করতে দেখে মাতা কৌশল্যা তাঁদের বুকে টেনে নিলেন। তিনি নানাবিধ কথা বলে শ্রীভরতকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন ; বহু জ্ঞানগর্ভ উপদেশও দিলেন॥ ১॥ শ্রীভরত তখন মাতাদিগকে বেদ ও পুরাণ-বর্ণিত বহু মনোজ্ঞ উপাখ্যানাদি বলে শান্ত করতে প্রয়াসী হলেন। অবশেষে তিনি ছলরহিত থেকে হাতজোড় করে সহজ সরল কথায় বললেন—পিতা-মাতা-পুত্র বধের পাপ, গোশালা ও ব্রাহ্মণবসতি দহনের পাপ, নারী ও শিশু হত্যার পাপ, মিত্র ও রাজাকে বিষপ্রদান করে বধ করবার পাপ যা কায়মনোবাক্যে করলে জ্ঞানীগুণীজন তাকে পাতক ও উপপাতক আখ্যা দিয়ে থাকেন, হে বিধাতা ! তাতে যদি আমার সমর্থনও থাকে তাহলে হে মাতা ! সেই সকল পাপই আমার উপর যেন আরোপ করা হয়॥ ২-৪॥

দোহা—যারা শ্রীহরির ও শ্রীশংকরের পূজার্চনা ত্যাগ করে ভূতপ্রেতদের পূজার্চনা ও ভজনা করে, হে মাতা ! শ্রীরামের বনবাসে যদি আমার বিন্দুমাত্রও সমর্থন থাকে তাহলে বিধাতা যেন আমাকে সেই ভূতপ্রেত পূজার্চনায়যুক্ত ব্যক্তিদের গতি প্রদান করেন॥ ১৬৭॥

চৌপাই—যারা বিদ্যা (অর্থের বিনিময়ে) বিক্রয় করে ও ধর্মকে (অর্থোপার্জনে) ব্যবহার করে, যারা শত্রুতা করে অপরের পাপ প্রকাশ্যে প্রচার করে ; যারা কপট, কুটিল ও কলহপ্রিয় আর ক্রোধসম্পন্ন ; যারা বেদবিদ্বেষী ও বিশ্ববিরোধকারী ; যারা লোভী ও লম্পট আর লালসাযুক্ত ; যারা কেবল পরসম্পদ ও পরস্ত্রীর উপর দৃষ্টিপাত করে তারা সকলেই পাপী। হে জননী ! শ্রীরামের বনবাস প্রেরণে যদি আমার সম্মতি (কখনো) হয় তাহলে যেন আমি তাদের প্রাপ্য শাস্তি পাই॥ ১-২॥ যার সাধুসঙ্গে বিতৃষ্ণা, যে অভাগা পরমার্থ পথ বিমুখ ; যে মানবজন্ম লাভ করেও শ্রীহরির ভজনা করে না ; যার হরি ও হর

দোহা (১৬৮)

মাতু ভরত কে বচন সুনি সাঁচে সরল সুভায়ঁ।
কহতি রাম প্রিয় তাত তুম্হ সদা বচন মন কায়ঁ।।

চৌপাই (১—৪)

রাম প্রানহু তেঁ প্রান তুম্হারে। তুম্হ রঘুপতিহি প্রানহু তেঁ প্যারে।।
বিধু বিষ চবৈ স্রবৈ হিমু আগী। হোই বারিচর বারি বিরাগী।।

ভএঁ গ্যানু বরু মিটৈ ন মোহূ। তুম্হ রামহি প্রতিকূল ন হোহূ।।
মত তুম্হার যহু জো জগ কহহীঁ। সো সপনেহুঁ সুখ সুগতি ন লহহীঁ।।

অস কহি মাতু ভরতু হিয়ঁ লাএ। থন পয় স্রবহিঁ নয়ন জল ছাএ।।
করত বিলাপ বহুত এহি ভাঁতী। বৈঠেহিঁ বীতি গঈ সব রাতী।।

বামদেউ বসিষ্ঠ তব আএ। সচিব মহাজন সকল বোলাএ।।
মুনি বহু ভাঁতি ভরত উপদেসে। কহি পরমারথ বচন সুদেসে।।

দোহা (১৬৯)

তাত হৃদয়ঁ ধীরজু ধরহু করহু জো অবসর আজু।
উঠে ভরত গুর বচন সুনি করন কহেউ সবু সাজু।।

চৌপাই (১—২)

নৃপতনু বেদ বিদিত অন্হবাবা। পরম বিচিত্র বিমানু বনাবা।।
গহি পদ ভরত মাতু সব রাখী। রহীঁ রানি দরসন অভিলাষী।।

চন্দন অগর ভার বহু আএ। অমিত অনেক সুগন্ধ সুহাএ।।
সরজু তীর রচি চিতা বনাঈ। জনু সুরপুর সোপান সুহাঈ।।

সংকীর্তনে প্রীতি নেই ; যারা সজ্ঞানে বেদবিরোধী পথ অবলম্বন করে ; যে প্রবঞ্চক হয়ে সাধুবেশে জগৎকে ছলনা করে, তারা সকলেই পাপী। যদি শ্রীরামের বনবাস প্রেরণের সামান্যতম অভিসন্ধিও আমার জ্ঞাত থাকে, তাহলে ভগবান শংকর যেন তাদের প্রাপ্য শাস্তি আমাকেও দেন॥ ৩-৪॥

দোহা—শ্রীভরতের স্বভাবসিদ্ধ সরল সহজ সত্য কথা শ্রবণ করে মাতা কৌশল্যা বললেন—হে তাত ! তুমি কায়মনোবাক্যে সর্বদাই শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়॥ ১৬৮॥

চৌপাই—(আমি জানি যে) শ্রীরামচন্দ্র তোমার প্রাণাধিক প্রিয় আর শ্রীরঘুনাথও তোমাকে প্রাণাধিক ভালোবাসেন। যদিও চন্দ্রের বিষক্ষরণ আর হিমের অগ্নিবর্ষণ কার্য সম্ভব হয়, জলচর প্রাণীদের জলে বিতৃষ্ণা হয় আর তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরও মোহ দূর না হয়, কিন্তু তুমি কখনো শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিকূল হতে পারবে না। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসে তোমার সম্মতি আছে—এরূপ যে বলে সে স্বপ্নেও সুখ পাবে না আর শুভগতি লাভ করবে না॥ ১-২॥ মাতা কৌশল্যা এইরূপ বলে শ্রীভরতকে বুকে তুলে নিলেন। স্নেহাধিক্যে তাঁর স্তন দুগ্ধ ক্ষরণ করতে লাগল আর নয়নযুগল (প্রেমাশ্রু) প্লাবিত হল। বসে বসেই বিলাপ করতে করতে রাত্রি অবসান হয়ে গেল॥ ৩॥ (দিবাগমনে) শ্রীবামদেব ও গুরু বশিষ্ঠদেবের আগমন হল। তাঁরা এসেই মন্ত্রীদের ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের ডেকে পাঠালেন। অতঃপর মুনি বশিষ্ঠদেব শ্রীভরতকে সময়ানুকূল সুন্দর পরমার্থ উপদেশ প্রদান করলেন॥ ৪॥

দোহা—(গুরু বশিষ্ঠদেব বললেন—) হে তাত ! সংযতচিত্ত হয়ে করণীয় কর্তব্য পালন করো। গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করে শ্রীভরত উঠে দাঁড়ালেন আর সকলকে প্রস্তুতি গ্রহণ করবার নির্দেশ দিলেন॥ ১৬৯॥

চৌপাই—শাস্ত্রবিধি পালন করে মহারাজের দেহকে স্নান করানো হল আর অতিশয় উত্তম বিমান (শবাধার) নির্মাণ করা হল। শ্রীভরত মাতাদের চরণ ধারণ করে মহারাজের সঙ্গে গমনে (সহমরণে) নিবৃত্ত করলেন। তাঁরা শ্রীরামচন্দ্রকে আবার দেখতে পাবেন এই আশা বুকে নিয়ে বেঁচে রইলেন॥ ১॥ চন্দন, অগুরু ছাড়া আরো অনেক প্রকারের (ধূপধুনা, কস্তুরী, গুগ্‌গুল আদি) সুগন্ধি দ্রব্যাদি বিশাল পরিমাণে এল। সরযূ নদীর তীরে সুন্দর চিতা রচনা করা

চৌপাই (৩—৪)

এহি বিধি দাহ ক্রিয়া সব কীন্হী। বিধিবত ন্হাই তিলাঞ্জুলি দীন্হী॥
সোধি সুমৃতি সব বেদ পুরানা। কীন্হ ভরত দসগাত বিধানা॥
জহঁ জস মুনিবর আয়সু দীন্হা। তহঁ তস সহস ভাঁতি সবু কীন্হা॥
ভএ বিসুদ্ধ দিএ সব দানা। ধেনু বাজি গজ বাহন নানা॥

দোহা (১৭০)

সিংঘাসন ভূষন বসন অন্ন ধরনি ধন ধাম।
দিএ ভরত লহি ভূমিসুর ভে পরিপূরন কাম॥

চৌপাই (১—৪)

পিতু হিত ভরত কীন্হি জসি করনী। সো মুখ লাখ জাই নহিঁ বরনী॥
সুদিনু সোধি মুনিবর তব আএ। সচিব মহাজন সকল বোলাএ॥
বৈঠে রাজসভাঁ সব জাঈ। পঠএ বোলি ভরত দোউ ভাঈ॥
ভরতু বসিষ্ঠ নিকট বৈঠারে। নীতি ধরমময় বচন উচারে॥
প্রথম কথা সব মুনিবর বরনী। কৈকেই কুটিল কীন্হি জসি করনী॥
ভূপ ধরমুব্রতু সত্য সরাহা। জেহিঁ তনু পরিহরি প্রেমু নিবাহা॥
কহত রাম গুন সীল সুভাউ। সজল নয়ন পুলকেউ মুনিরাউ॥
বহুরি লখন সিয় প্রীতি বখানী। সোক সনেহ মগন মুনি গ্যানী॥

দোহা (১৭১)

সুনহু ভরত ভাবী প্রবল বিলখি কহেউ মুনিনাথ।
হানি লাভু জীবনু মরনু জসু অপসজু বিধি হাথ॥

হল, যাকে দেখে স্বর্গের সোপান মনে হচ্ছিল॥ ২ ॥ এইভাবে দাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হল। অতঃপর নিয়মমতো সকলে স্নান করে তিলাঞ্জলি প্রদান করলেন। বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ অনুসারে শ্রীভরত পিতার শ্রাদ্ধাদি দশগাত্র (দশ দিন ধরে বিধিমত সকল কার্যাদি) সম্পন্ন করলেন॥ ৩॥ গুরুদেব মহামুনি বশিষ্ঠদেব বলে গেলেন আর শ্রীভরত তা পালনও করে গেলেন। তিনি শুদ্ধ হয়ে (বিধিপূর্বক) দানাদি কার্যও সম্পন্ন করলেন। দানসামগ্রী রূপে গাভী, অশ্ব ও গজের সঙ্গে অন্যান্য দ্রব্যাদিও ছিল ॥ ৪ ॥

দোহা—সিংহাসন, বস্ত্র, অলংকার, অন্ন, ভূমি, ধনসম্পদ, বাসগৃহ আদিও দানসামগ্রীতে ছিল। ভূদেব ব্রাহ্মণগণ তা গ্রহণ করে পূর্ণকাম হয়ে ফিরে গেলেন॥ ১৭০॥

চৌপাই—পিতার আত্মার শান্তির জন্য শ্রীভরত যে সকল কার্য করলেন তার সুখ্যাতি শত মুখেও বলে শেষ করা যায় না। তদনন্তর এক শুভ দিনে গুরুদেব মুনিবর বশিষ্ঠদেব আবার এলেন আর মন্ত্রীদের ও অন্যান্য প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের ডেকে পাঠালেন॥ ১॥ রাজসভায় সকলে নিজ নিজ আসনে বসলেন। তখন মুনিবর বশিষ্ঠদেব সেই রাজসভায় ভ্রাতৃযুগল শ্রীভরত ও শ্রীশত্রুঘ্নকে ডেকে পাঠালেন। মহামুনি বশিষ্ঠদেব শ্রীভরতকে ডেকে তাঁর কাছে বসিয়ে রাজধর্ম সম্বন্ধে নীতি উপদেশ দান করলেন॥ ২ ॥ প্রথমেই মুনিবর মহারানী কৈকেয়ী-কৃত কুটিল কার্যসকল সবিস্তারে সকলকে বললেন। অতঃপর তিনি মহারাজের ধর্মপরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করলেন যার জন্য তাঁকে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হল॥ ৩ ॥ যখন মুনিরাজ বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রের গুণ, সদাচার ও স্বভাবের কথা বলছিলেন তখন তাঁর নয়ন সজল হয়ে উঠেছিল আর তিনি অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি লাভ করছিলেন। অতঃপর তিনি শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর প্রেমের প্রশংসা করলেন। এইসময় তাঁর মতন জ্ঞানী মুনিবরও শোকমগ্ন ও স্নেহ বিগলিত হয়ে পড়লেন॥ ৪ ॥

দোহা—মহামুনি বশিষ্ঠদেব তখন বিষণ্ণচিত্তে বললেন—হে ভরত ! শোনো। কালের প্রতিপত্তি অপরিসীম। বিধাতাই লাভ-ক্ষতি, জীবন-মৃত্যু, যশ-অপযশ নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন॥ ১৭১॥

চৌপাই (১—৪)

অস বিচারি কেহি দেইঅ দোসূ। ব্যরথ কাহি পর কীজিঅ রোসূ॥
তাত বিচারু করহু মন মাহীঁ। সোচ জোগু দসরথু নৃপু নাহীঁ॥

সোচিঅ বিপ্র জো বেদ বিহীনা। তজি নিজ ধরমু বিষয় লয়লীনা॥
সোচিঅ নৃপতি জো নীতি ন জানা। জেহি ন প্রজা প্রিয় প্রান সমানা॥

সোচিঅ বয়সু কৃপন ধনবানূ। জো ন অতিথি সিব ভগতি সুজানূ॥
সোচিঅ সূদ্রু বিপ্র অবমানী। মুখর মানপ্রিয় গ্যান গুমানী॥

সোচিঅ পুনি পতি বঞ্চক নারী। কুটিল কলহপ্রিয় ইচ্ছাচারী॥
সোচিঅ বটু নিজ ব্রতু পরিহরঈ। জো নহিঁ গুর আয়সু অনুসরঈ॥

দোহা (১৭২)

সোচিঅ গৃহী জো মোহ বস করই করম পথ ত্যাগ।
সোচিঅ জতী প্রপঞ্চ রত বিগত বিবেক বিরাগ॥

চৌপাই (১—৪)

বৈখানস সোই সোচৈ জোগূ। তপু বিহাই জেহি ভাবই ভোগূ॥
সোচিঅ পিসুন অকারন ক্রোধী। জননি জনক গুর বন্ধু বিরোধী॥

সব বিধি সোচিঅ পর অপকারী। নিজ তনু পোষক নিরদয় ভারী॥
সোচনীয় সবহীঁ বিধি সোঈ। জো ন ছাড়ি ছলু হরি জন হোঈ॥

সোচনীয় নহিঁ কোসলরাউ। ভুবন চারিদস প্রগট প্রভাউ॥
ভয়উ ন অহই ন অব হোনিহারা। ভূপ ভরত জস পিতা তুম্হারা॥

বিধি হরি হরু সুরপতি দিসিনাথা। বরনহিঁ সব দসরথ গুন গাথা॥

চৌপাই—তাই দোষ কাকে দেব আর কার উপরেই বা আক্ষেপ করব ? হে তাত ! ভেবে দেখো। রাজা দশরথের শোক করা উচিত নয় ॥ ১ ॥ শোক তো সেই ব্রাহ্মণের জন্য করলে ভালো হয় যে বেদের শিক্ষা ভুলে গিয়ে ধর্ম ত্যাগ করে বিষয় রসে মজে আছে। চিন্তা তো সেই রাজার জন্য করলে ভালো হয় যে নীতিজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে প্রজাদের প্রাণসম ভালোবাসে না॥ ২ ॥ সেই বৈশ্য নিন্দনীয় যে ধনসম্পদযুক্ত হয়েও কৃপণ হয়ে অতিথি সৎকার করে না, এমনকী দেবাদিদেব মহাদেবকেও ভক্তি করে না। সেই শূদ্রের আবরণ নিন্দনীয় যে সতত ব্রাহ্মণদের অপমান করাতে, বাক্‌চাতুর্যে, সম্মান লাভের কামনায় ও জ্ঞানের অহংকারে নিত্যযুক্ত থাকে॥ ৩ ॥ যদি কোনো নারী পাতিব্রত্য ধর্মহীন, কুটিল, কলহপ্রিয় ও স্বেচ্ছাচারী হয় তাহলে তার সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তার কারণ আছে। ব্রহ্মচারী যদি ব্রহ্মচর্যব্রত পালন না করে গুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন করে তাহলে তার আচরণ নিয়ে শোকের কারণ থাকে॥ ৪ ॥

দোহা—মোহগ্রস্ত কর্মত্যাগী গৃহস্থ সতত নিন্দার যোগ্য ও শোকের পাত্র। আর যদি সন্ন্যাসী জগৎপ্রপঞ্চে নিত্যযুক্ত থেকে জ্ঞানবৈরাগ্য বিরহিত হয়ে পড়ে তাহলে তার সম্বন্ধেও ভাববার কারণ আছে॥ ১৭২ ॥

চৌপাই—বানপ্রস্থ আশ্রমে যদি তপস্যার চেয়ে ভোগে সুখের অনুভূতি থাকে তা সে শোকের যোগ্য। যে ব্যক্তি কেবল অপরের দোষ দেখে বেড়ায়, অকারণে ক্রোধ প্রদর্শন করে আর মাতা-পিতা-গুরু-আত্মীয়স্বজনের সকলের বিরোধিতা করে যায়, তার আচরণ শোক-চিন্তার যোগ্য॥ ১ ॥ অপরের অনিষ্ট করায় আনন্দলাভকারী, নিজ দেহের পরিচর্যায় নিত্যযুক্ত অতিশয় নির্দয় ব্যক্তি সতত নিন্দনীয় ও শোকের যোগ্য। আর যদি কেউ কপটতা ত্যাগ করে হরিভক্তিতে নিত্যযুক্ত না থাকে তাহলে সেটি খুবই চিন্তার কথা॥ ২ ॥ কৌশলরাজ দশরথের প্রভাব চতুর্দশ লোকে পরিব্যাপ্ত, তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা-শোক করার কী আছে ? হে ভরত ! তোমার পিতার মতন রাজা পূর্বে হয়নি, এখন নেই আর ভবিষ্যতেও হবে না॥ ৩ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র ও দিকপালগণ সকলেই মহারাজ দশরথের গুণকীর্তনে সতত নিত্যযুক্ত থাকেন॥ ৪ ॥

দোহা (১৭৩)

কহহু তাত কেহি ভাঁতি কোউ করিহি বড়াঈ তাসু।
রাম লখন তুম্‌হ সত্রুহন সরিস সুঅন সুচি জাসু॥

চৌপাই (১—৪)

সব প্রকার ভূপতি বড়ভাগী। বাদি বিষাদু করিঅ তেহি লাগী॥
যহ সুনি সমুঝি সোচ পরিহরহূ। সির ধরি রাজ রজায়সু করহূ॥
রায়ঁ রাজপদু তুম্‌হ কহুঁ দীন্‌হা। পিতা বচনু ফুর চাহিঅ কীন্‌হা॥
তজে রামু জেহিঁ বচনহি লাগী। তনু পরহরেউ রাম বিরহাগী॥
নৃপহি বচন প্রিয় নহিঁ প্রিয় প্রানা। করহু তাত পিতু বচন প্রবানা॥
করহু সীস ধরি ভূপ রজাঈ। হই তুম্‌হ কহঁ সব ভাঁতি ভলাঈ॥
পরসুরাম পিতু অগ্যা রাখী। মারী মাতু লোক সব সাখী॥
তনয় জজাতিহি জৌবনু দয়উ। পিতু অগ্যাঁ অঘ অজসু ন ভয়উ॥

দোহা (১৭৪)

অনুচিত উচিত বিচারু তজি জে পালহিঁ পিতু বৈন।
তে ভাজন সুখ সুজস কে বসহিঁ অমরপতি ঐন॥

চৌপাই (১—৪)

অবসি নরেস বচন ফুর করহূ। পালহু প্রজা সোকু পরিহরহূ॥
সুরপুর নৃপু পাইহি পরিতোষূ। তুম্‌হ কহুঁ সুকৃতু সুজসু নহিঁ দোষূ॥
বেদ বিদিত সম্মত সবহী কা। জেহি পিতু দেই সো পাবই টীকা॥
করহু রাজু পরিহরহু গলানী। মানহু মোর বচন হিত জানী॥
সুনি সুখু লহব রাম বৈদেহীঁ। অনুচিত কহব ন পণ্ডিত কেহীঁ॥
কৌসল্যাদি সকল মহতারীঁ। তেউ প্রজা সুখ হোহিঁ সুখারী॥
পরম তুম্‌হার রাম কর জানিহি। সো সব বিধি তুম্‌হ সন ভল মানিহি॥
সৌঁপেহু রাজু রাম কে আএঁ। সেবা করেহু সনেহু সুহাএঁ॥

দোহা— হে তাত ! তুমিই বলো। যে মহারাজের পুত্রগণ শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের ন্যায় অগাধ গুণযুক্ত ও পবিত্র তাঁর গুণগান কেউ কেমন করে করবে। (অথবা তাঁর গুণগান করবার আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি ?)॥ ১৭৩॥

চৌপাই— মহারাজ সবদিক দিয়েই ভাগ্যবান ছিলেন। তাঁর জন্য আর বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকার মানে হয় না। এইকথা ভালোভাবে বুঝে ভাবনাচিন্তা পরিহার করে আর মহারাজের আদেশ শিরোধার্য করে নাও॥ ১॥ মহারাজ তোমাকে রাজত্ব দিয়েছেন। পিতার আদেশ পালন করাই তোমার কর্তব্য। তিনি তো সত্য রক্ষায় শ্রীরামচন্দ্রকে ত্যাগ করেছেন আর রামবিরহাগ্নিতে নিজেকে পর্যন্ত আহুতি দিয়ে গিয়েছেন॥ ২॥ রাজার কাছে সত্য প্রাণ থেকে প্রিয় ছিল। তাই হে তাত ! পিতৃসত্য রক্ষা করা তোমারও কর্তব্য। রাজার আদেশ শিরোধার্য করো, তাতেই তোমার মঙ্গল নিহিত॥ ৩॥ (ভগবান) পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞা পালন করে মাতাকে বধ করেছিলেন—এই ঘটনা সকলেই জানে। রাজা যযাতির পুত্র পিতাকে যৌবন দান করেছিলেন। পিতৃ আজ্ঞা পালন করে তাদের পাপও হয়নি, অপযশও হয়নি॥ ৪॥

দোহা— ঔচিত্য বিকারে (অনর্থক) কালক্ষেপ না করে যে পিতৃ আজ্ঞা পালনে তৎপর হয় সে (ইহলোকে) সুখ ও সুযশ ভোগ করে ও (পরলোকে) ইন্দ্রপুরীতে (স্বর্গে) বাস করে॥ ১৭৪॥

চৌপাই—রাজার কথা অবশ্যই সত্য করো। শোক পরিহার করে প্রজাপালন কার্যে নিত্যযুক্ত হও। এইরূপ করলে রাজা স্বর্গে পরিতুষ্ট হবেন ও তোমারও পুণ্য ও সুযশ সঞ্চয় হবে। তোমার তো দোষী হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই॥ ১॥ পিতা যাকে রাজত্ব দেন সেই রাজা হয়—একথা তো বেদ স্বীকৃত ও (স্মৃতি পুরাণাদি) সকল শাস্ত্রসম্মত। তাই গ্লানি পরিহার করে রাজ্য শাসন করো। আমাকে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বলেই জানবে॥ ২॥ তুমি পিতৃ আজ্ঞা পালন করে প্রজাপালন করছ শুনে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী খুব প্রসন্ন হবেন। তোমার প্রজাপালন কার্যকে কোনো বিজ্ঞব্যক্তি অনুচিত আখ্যা দেবেন না। তোমার কৌশল্যাদি মাতাগণ প্রজাদের সুখী দেখে সুখানুভূতি লাভ করবেন॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্রের উপর প্রীতির কথা জেনে এই কার্যে সকলেই

দোহা (১৭৫)

কীজিঅ গুর আয়সু অবসি কহহিঁ সচিব কর জোরি।
রঘুপতি আএঁ উচিত জস তস তব করব বহোরি॥

চৌপাই (১—৪)

কৌসল্যা ধরি ধীরজু কহঈ। পূত পথ্য গুর আয়সু অহঈ॥
সো আদরিঅ করিঅ হিত মানী। তজিঅ বিষাদু কাল গতি জানী॥
বন রঘুপতি সুরপুর নরনাহূ। তুম্হ এহি ভাঁতি তাত কদরাহূ॥
পরিজন প্রজা সচিব সব অম্বা। তুম্হহী সুত সব কহঁ অবলম্বা॥
লখি বিধি বাম কালু কঠিনাঈ। ধীরজু ধরহু মাতু বলি জাঈ॥
সির ধরি গুর আয়সু অনুসরহূ। প্রজা পালি পরিজন দুখু হরহূ॥
গুর কে বচন সচিব অভিনন্দনু। সুনে ভরত হিয় হিত জনু চন্দনু॥
সুনী বহোরি মাতু মৃদু বানী। সীল সনেহ সরল রস সানী॥

ছন্দ

সানী সরল রস মাতু বানী সুনি ভরতু ব্যাকুল ভএ।
লোচন সরোরুহ স্রবত সীঁচত বিরহ উর অঙ্কুর নএ॥
সো দসা দেখত সময় তেহি বিসরী সবহি সুধি দেহ কী।
তুলসী সরাহত সকল সাদর সীবঁ সহজ সনেহ কী॥

সোরঠা (১৭৬)

ভরতু কমল কর জোরি ধীর ধুরন্ধর ধীর ধরি।
বচন অমিঅঁ জনু বোরি দেত উচিত উত্তর সবহি॥

মাসপারায়ণ, অষ্টাদশ বিশ্রাম

চৌপাই (১)

মোহি উপদেসু দীন্হ গুর নীকা। প্রজা সচিব সম্মত সবহী কা॥
মাতু উচিত ধরি আয়সু দীন্হা। অবসি সীস ধরি চাহউঁ কীন্হা॥

তোমার প্রশংসাই করবে। আর শ্রীরামচন্দ্র যখন ফিরে আসবেন তখন তাঁকে রাজ্য সমর্পণ করে পরম প্রীতির সহিত তাঁর সেবা কোরো॥ ৪॥

দোহা—মন্ত্রীমহাশয় তখন হাতজোড় করে বললেন— এখন আপনার গুরুদেবের আদেশ পালন করাই হবে অবশ্য কর্তব্য ; আর শ্রীরঘুনাথ ফিরে এলে যা ভালো মনে হয় তাই করবেন॥ ১৭৫॥

চৌপাই—মাতা কৌশল্যাও ধৈর্য ধারণ করে বললেন—হে পুত্র ! গুরুদেবের আদেশ তো পথ্যসম সময়োচিত বিধানস্বরূপ। তাঁর আদেশকে শিরোধার্য করে তাতেই মঙ্গল নিহিত এই জ্ঞানে তা পালনে তৎপর হও। কালের বিধানকে মেনে নিয়ে বিষাদ ত্যাগ করা প্রয়োজন॥ ১॥ শ্রীরঘুনাথ বনবাসে আর মহারাজ স্বর্গে রাজত্ব করতে গমন করেছেন। হে তাত ! আর তুমি কিনা কাতর হয়ে পড়েছ। হে পুত্র ! তুমি যে আত্মীয়স্বজন, প্রজা, মন্ত্রী আর মাতাদের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ॥ ২॥ প্রতিকূল সময় ও বিধিবাম তাই ধৈর্য ধারণ তো করতেই হবে। বাছা আমার ! গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করে, তাই করো, প্রজাপালন করো আর আত্মীয় স্বজনদের দুঃখ হরণ করো॥ ৩॥ শ্রীভরত গুরুদেবের কথা, মন্ত্রীর অভিনন্দন (অনুমোদন) সবই শুনলেন। সকলই তাঁর কাছে শীতল চন্দন প্রলেপসম ছিল। অতঃপর তিনি সদাচার, স্নেহ ও সরলতা রসসিক্ত মাতা কৌশল্যার সুমিষ্ট কথাও শুনলেন॥ ৪॥

ছন্দ—সহজ সরল সুমিষ্ট, মাতা কৌশল্যার কথা শুনে শ্রীভরত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। নয়নের অশ্রুজল হৃদয়ের বিরহরূপী নবীন অঙ্কুরকে সিঞ্চন করতে লাগল। (নয়নের জল তাঁর বিরহ দুঃখকে বৃদ্ধি করে ব্যাকুল করে তুলল)। তাঁর অবস্থা দেখে সকলের দেহবোধও লোপ পেল। তুলসীদাস বলেন— স্বাভাবিক প্রেমের পরাকাষ্ঠা শ্রীভরত সকলের সাদর প্রশংসা অর্জন করলেন॥

দোহা—ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীভরত তখন অতিশয় শান্তচিত্তে তাঁর কমলহস্ত জোড় করে অমৃতসিক্ত বচনে সকলকে উত্তর দিলেন॥ ১৭৬॥

চৌপাই—গুরুদেব আমাকে সময়োচিত উপদেশ দান করেছেন যা প্রজা ও মন্ত্রীসকলের অনুমোদন লাভও করেছে। অবশ্য কর্তব্য জেনেই মাতাও আদেশ দান করেছেন। আমি সকলই শিরোধার্য করে তেমনই করতে ইচ্ছুক

চৌপাই (২—৪)

গুর পিতু মাতু স্বামি হিত বানী। সুনি মন মুদিত করিঅ ভলি জানী।।
উচিত কি অনুচিত কিএঁ বিচারূ। ধরমু জাই সির পাতক ভারূ।।
তুম্হ তৌ দেহু সরল সিখ সোঈ। জো আচরত মোর ভল হোঈ।।
জদ্যপি যহ সমুঝত হউঁ নীকেঁ। তদপি হোত পরিতোষু ন জী কেঁ।।
অব তুম্হ বিনয় মোরি সুনি লেহূ। মোহি অনুহরত সিখাবনু দেহূ।।
ঊতরু দেউঁ ছমব অপরাধূ। দুখিত দোষ গুন গনহিঁ ন সাধূ।।

দোহা (১৭৭)

পিতু সুরপুর সিয় রামু বন করন কহহু মোহি রাজু।
এহি তেঁ জানহু মোর হিত কৈ আপন বড় কাজু।।

চৌপাই (১—৪)

হিত হমার সিয়পতি সেবকাঈঁ। সো হরি লীন্হ মাতু কুটিলাঈঁ।।
মৈঁ অনুমানি দীখ মন মাহীঁ। আন উপায়ঁ মোর হিত নাহীঁ।।
সোক সমাজু রাজু কেহি লেখেঁ। লখন রাম সিয় বিনু পদ দেখেঁ।।
বাদি বসন বিনু ভূষন ভারূ। বাদি বিরতি বিনু ব্রহ্ম বিচারূ।।
সরুজ সরীর বাদি বহু ভোগা। বিনু হরিভগতি জায়ঁ জপ জোগা।।
জায়ঁ জীব বিনু দেহ সুহাঈ। বাদি মোর সবু বিনু রঘুরাঈ।।
জাউঁ রাম পহিঁ আয়সু দেহূ। একহিঁ আঁক মোর হিত এহূ।।
মোহি নৃপ করি ভল আপন চহহূ। সোউ সনেহ জড়তা বস কহহূ।।

দোহা (১৭৮)

কৈকেঈ সুঅ কুটিলমতি রাম বিমুখ গতলাজ।
তুম্হ চাহত সুখু মোহবস মোহি সে অধম কেঁ রাজ।।

কারণ গুরু, পিতা, মাতা, পতি ও মিত্র সকলের কথা প্রসন্নচিত্তে ঠিক জেনে গ্রহণ করতে হয়। ঔচিত্য বিচার করতে গেলে তা ধর্ম অবমাননার দোষে দুষ্ট হয় আর তা পাপের বোঝা বৃদ্ধি করে॥ ১-২॥ আপনারা তো আমাকে সেই সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন যা পালন করলে আমার মঙ্গল হবে। আমি তা সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সচেষ্ট হলেও চিত্ত যে তাতে পরিতৃপ্ত হতে নারাজ॥ ৩॥ এখন আপনারা আমার অনুরোধ শুনুন আর বিচার করে তার বিহিত করুন। উত্তর দিচ্ছি বলে যেন অপরাধ নেবেন না। সাধু ব্যক্তিগণ কি কখনো সন্তপ্ত ব্যক্তির দোষ ধরেন ! ৪॥

দোহা—পিতৃদেব স্বর্গগত, (অগ্রজ) শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে আর আপনারা আমাকে রাজত্ব করতে পরামর্শ দিচ্ছেন। তাতে আপনারা আমার কল্যাণ প্রত্যক্ষ করছেন অথবা সমাজের কোনো মহৎ কর্ম সম্পাদনের কথা চিন্তা করছেন ! ১৭৭॥

চৌপাই— আমার কল্যাণ তো কেবল সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের সেবার মধ্যেই নিহিত যা মাতার কৌটিল্য আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। অনেক ভেবেছি কিন্তু আর কোনো উপায়েই যে আমার কল্যাণ হওয়া সম্ভব নয়॥ ১॥ লক্ষ্মণ, শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর শ্রীচরণ দর্শনলাভরহিত এই রাজ্যলাভ তো শোকসাগরসম আনন্দহীন। আমার কাছে এর দাম কানাকড়িও নয়। বস্ত্র ছাড়া অলংকার তো বোঝা হয় আর বৈরাগ্য ছাড়া ব্রহ্মবিচার যে অর্থহীন॥ ২॥ রুগ্ন দেহে ভোগ হয় কী ? শ্রীহরির ভক্তি বিনা জপ ও যোগ হয় কী ? প্রাণ ছাড়া দেহ সুন্দর হয় কী ? তেমনই শ্রীরঘুনাথ না থাকলে আমার কাছে সবই যে অর্থহীন ! ৩॥ আপনারা আমাকে অনুমতি দিন আমি শ্রীরামচন্দ্রের সকাশে গমন করি। আমার কল্যাণের যে এই একটিমাত্র পথই খোলা আছে। আমাকে রাজা করে দিয়ে আপনারা আপনাদের মঙ্গলই চেয়েছেন। তা আপনারা স্নেহের বশীভূত হয়েই করেছেন॥ ৪॥

দোহা—আমি কৈকেয়ী পুত্র, কুটিলগামী, রামবিমুখ নির্লজ্জ ও নরাধম। আমাকে রাজা করে দিয়ে আপনারা মোহের বশীভূত হয়েই সুখের কল্পনা করছেন॥ ১৭৮॥

চৌপাই (১—৪)

কহউঁ সাঁচু সব সুনি পতিআহূ। চাহিঅ ধরমসীল নরনাহূ॥
মোহি রাজু হঠি দেইহহু জবহীঁ। রসা রসাতল জাইহি তবহীঁ॥

মোহি সমান কো পাপ নিবাসূ। জেহি লগি সীয় রাম বনবাসূ॥
রায়ঁ রাম কহুঁ কাননু দীন্হা। বিছুরত গমনু অমরপুর কীন্হা॥

মৈঁ সঠু সব অনরথ কর হেতূ। বৈঠ বাত সব সুনউঁ সচেতূ॥
বিনু রঘুবীর বিলোকি অবাসূ। রহে প্রান সহি জগ উপহাসূ॥

রাম পুনীত বিষয় রস রূখে। লোলুপ ভূমি ভোগ কে ভূখে॥
কহঁ লগি কহৌঁ হৃদয় কঠিনাঈ। নিদরি কুলিসু জেহিঁ লহী বড়াঈ॥

দোহা (১৭৯)

কারন তেঁ কারজু কঠিন হোই দোসু নহিঁ মোর।
কুলিস অস্থি তেঁ উপল তেঁ লোহ করাল কঠোর॥

চৌপাই (১—৪)

কৈকেঈ ভব তনু অনুরাগে। পাবঁর প্রান অঘাই অভাগে॥
জৌঁ প্রিয় বিরহঁ প্রান প্রিয় লাগে। দেখব সুনব বহুত অব আগে॥

লখন রাম সিয় কহুঁ বনু দীন্হা। পঠই অমরপুর পতি হিত কীন্হা॥
লীন্হ বিধবপন অপজসু আপু। দীন্হেউ প্রজহি সোকু সন্তাপু॥

মোহি দীন্হ সুখু সুজসু সুরাজূ। কীন্হ কৈকঈ সব কর কাজূ॥
এহি তেঁ মোর কাহ অব নীকা। তেহি পর দেন কহহু তুম্হ টীকা॥

কৈকই জঠর জনমি জগ মাহীঁ। যহ মোহি কহঁ কছু অনুচিত নাহীঁ॥
মোরি বাত সব বিধিহিঁ বনাঈ। প্রজা পাঁচ কত করহু সহাঈ॥

চৌপাই—আমার কথা সত্য বলেই জানবেন। বিচার না হয় সব শুনেই করবেন। কোনো ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরই রাজা হওয়া উচিত। আপনারা যদি হঠকারিতা করে আমাকে রাজত্ব দেন তাহলে তখনই এই পৃথিবী রসাতলে চলে যাবে॥ ১॥ আমার মতন পাপের আগার আর কে আছে যার জন্য সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে যেতে হয়েছে ? রাজামহাশয় তো শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পাঠিয়ে দিয়ে স্বয়ং স্বর্গে গমন করলেন ! ২॥ আর আমি হলাম সেই শঠ ও প্রবঞ্চক যে সকল অনর্থের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেও বহাল চিত্তে সেই সকল কথা শুনে যাচ্ছে ! শ্রীরামচন্দ্রশূন্য অযোধ্যা নগরকে দেখে ও জগতের সকলের উপহাসের পাত্র হয়েও এই প্রাণ দেহে আকড়ে আছে॥ ৩॥ (কারণ এই প্রাণ) শ্রীরামচন্দ্ররূপ বিষয় রসে আদৌ আসক্ত নয়। এই প্রাণ যে লোভী ; রাজ্য ও ভোগের জন্য লালায়িত ! আমার (প্রস্তরসম) কঠোর হৃদয়ের কথা আর কত বলব ! তার কাঠিন্য যে বজ্রকেও হার মানায়॥ ৪॥

দোহা—কার্য কারণ থেকে কঠিনই হয়ে থাকে যাতে আমার হাত নেই। (আমরা তো সচরাচর দেখে থাকি যে) অস্থি থেকে বজ্র আর প্রস্তর থেকে লৌহ করাল ও কঠোর॥ ১৭৯॥

চৌপাই—কৈকেয়ীজাত এই দেহের সঙ্গে প্রেমপ্রীতি ধারণকারী এই পামর প্রাণ নিঃসন্দেহে অতিশয় অভাগা। যখন প্রিয়জনের বিরহেও আমার প্রাণ প্রিয় লাগছে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমার আরও কত কিছু দেখাশোনা বাকি আছে! ১॥ তিনি লক্ষ্মণ, শ্রীরামচন্দ্র আর সীতাদেবীকে বনবাসে পাঠিয়েছেন ; স্বামীকে স্বর্গে পাঠিয়ে তাঁর উপকার করেছেন ; নিজে বৈধব্য ও অপযশ কুড়িয়েছেন ; প্রজাদের শোক-সন্তপ্ত করেছেন আর আমাকে সুখ, সুযশ ও রাজ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন ! কৈকেয়ী তো সব কাজ করেই ফেলেছেন ! এর চেয়ে আর বড় উপকার কে করবে ! আবার আপনারাও আমাকে রাজা করে দিয়ে আমার কল্যাণ চেষ্টা করছেন ! ২-৩॥ কৈকেয়ীর সন্তানরূপে জগতে জন্মগ্রহণ করে আমার আবার অনুচিত কী থাকতে পারে ! বিধাতা তো সব ব্যবস্থা (দেখছি) করেই রেখেছেন ! (সেই আগুনে) প্রজারা ও পাঁচজন (আপনারা) (ঘি ঢেলে) সাহায্য কেন করছেন ? ৪॥

দোহা (১৮০)

গ্রহ গ্রহীত পুনি বাত বস তেহি পুনি বীছী মার।
তেহি পিআইঅ বারুনী কহহু কাহ উপচার॥

চৌপাই (১—৪)

কৈকই সুঅন জোগু জগ জোঈ। চতুর বিরঞ্চি দীন্‌হ মোহি সোঈ॥
দসরথ তনয় রাম লঘু ভাঈ। দীন্‌হি মোহি বিধি বাদি বড়াঈ॥
তুম্‌হ সব কহহু কঢ়াবন টীকা। রায় রজায়সু সব কহঁ নীকা॥
উতরু দেউঁ কেহি বিধি কেহি কেহী। কহহু সুখেন জথা রুচি জেহী॥
মোহি কুমাতু সমেত বিহাঈ। কহহু কহিহি কে কীন্‌হ ভলাঈ॥
মো বিনু কো সচরাচর মাহীঁ। জেহি সিয় রামু প্রানপ্রিয় নাহীঁ॥
পরম হানি সব কহঁ বড় লাহূ। অদিনু মোর নহিঁ দূষন কাহূ॥
সংসয় সীল প্রেম বস অহহূ। সবুই উচিত সব জো কছু কহহূ॥

দোহা (১৮১)

রাম মাতু সুঠি সরলচিত মো পর প্রেমু বিসেষি।
কহই সুভায় সনেহ বস মোরি দীনতা দেখি॥

চৌপাই (১—৪)

গুর বিবেক সাগর জগু জানা। জিন্‌হহি বিস্ব কর বদর সমানা॥
মো কহঁ তিলক সাজ সজ সোউ। ভএঁ বিধি বিমুখ বিমুখ সবু কোউ॥
পরিহরি রামু সীয় জগ মাহীঁ। কোউ ন কহিহি মোর মত নাহীঁ॥
সো মৈঁ সুনব সহব সুখু মানী। অন্তহুঁ কীচ তহাঁ জহঁ পানী॥
ডরু ন মোহি জগ কহিহি কি পোচূ। পরলোকহু কর নাহিন সোচূ॥
একই উর বস দুসহ দবারী। মোহি লগি ভে সিয় রামু দুখারী॥
জীবন লাহু লখন ভল পাবা। সবু তজি রাম চরন মনু লাবা॥
মোর জনম রঘুবর বন লাগী। ঝূঠ কাহ পছিতাউঁ অভাগী॥

দোহা—*যে গ্রহের কুদৃষ্টির শিকার (অথবা পিশাচগ্রস্ত) ও বায়ুরোগে পীড়িত, তাকে যদি বৃশ্চিকদংশন করে এবং তারপর তাকে মদ্যপান করানো—এটি কোন্ ধরনের চিকিৎসা ? ১৮০॥*

চৌপাই—কৈকেয়ীজাতরূপে আমার যা প্রাপ্য চতুর বিধাতা আমাকে তা অঢেল দিয়েছেন কিন্তু 'দশরথপুত্র' ও 'শ্রীরামানুজ'রূপে গর্ব বোধ করবার অধিকার বিধাতা আমাকে বৃথাই দিয়েছেন॥ ১॥ সকলে আপনারা আমার রাজ্যাভিষেকের কথা বলেছেন। রাজার আদেশ সকলের জন্যই ভালো হয়। আপনাদের যার যেমন অভিরুচি সেই অনুসারে কথা বলেছেন। সকলকে আলাদাভাবে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কেমন করে সম্ভব ! ২॥ আমার কুমাতা কৈকেয়ী ও আমাকে বাদ দিয়ে, বলুন তো কে বলবে এই কাজ ভালো হয়েছে ? স্থাবর-জঙ্গম বিশ্বচরাচরে আমাকে বাদ দিয়ে আর এমন কে আছে যার শ্রীসীতারাম প্রাণাধিক প্রিয় নয়॥ ৩॥ যা অত্যন্ত ক্ষতিকর, সকলে তাতেই লাভ দেখছেন। এখন আমার কপাল খারাপ, দোষ কাকে দেব ? আপনাদের কথাগুলি আপনাদের দিক দিয়ে সঠিক, কারণ আপনারা সংশয়, সদাচার ও প্রেমে অভিভূত হয়ে রয়েছেন॥ ৪॥

দোহা—*শ্রীরামজননী মাতা অতিশয় সহজ সরল আর আমার উপর তাঁর বিশেষ প্রীতি বর্তমান। তাই আমার দৈন্যদশা দেখে স্বাভাবিক স্নেহের বশে তিনি আমাকে উপদেশ দিয়েছেন॥ ১৮১॥*

চৌপাই—সমগ্র বিশ্ব জানে যে গুরুদেব জ্ঞানের সাগর, বিশ্ব তাঁর করতলগত আমলকীবৎ। তিনিও আমার রাজ্যাভিষেকের কথা বলছেন। সত্য এই যে বিধিবাম হলে সবই প্রতিকূল হয়ে যায়॥ ১॥ একমাত্র শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী ছাড়া জগতে আর কেউ এ কথা বলবে না যে এই অনর্থ রচনায় আমার সম্মতি ছিল না। আমি তা শুনে সুখে গলাধঃকরণ করব ! আরে জল যেখানে তার তলাতেই তো কাদা থাকে॥ ২॥ নিন্দার ভীতি আমার নেই, পরলোকের চিন্তাও নেই। আমার চিত্তে এক দুঃসহ দাবানলের জ্বালা যে শ্রীসীতারামের দুর্গতির কারণ শেষকালে আমি স্বয়ং হলাম॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্রের চরণের সেবার অধিকার সুনিশ্চিত করে লক্ষ্মণই জীবন সার্থক করল। আমার জন্ম তো শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠাবার জন্যই হয়েছিল। অভাগা আমি কেবল হাহুতাশ করে মরছি॥ ৪॥

দোহা (১৮২)

আপনি দারুন দীনতা কহউঁ সবহি সিরু নাই।
দেখেঁ বিনু রঘুনাথ পদ জিয় কৈ জরনি ন জাই॥

চৌপাই (১—৪)

আন উপাউ মোহি নহিঁ সূঝা। কো জিয় কৈ রঘুবর বিনু বূঝা॥
একহিঁ আঁক ইহই মন মাহীঁ। প্রাতকাল চলিহউঁ প্রভু পাহীঁ॥
জদ্যপি মৈঁ অনভল অপরাধী। ভৈ মোহি কারন সকল উপাধী॥
তদপি সরন সনমুখ মোহি দেখী। ছমি সব করিহহিঁ কৃপা বিসেষী॥
সীল সকুচ সুঠি সরল সুভাউ। কৃপা সনেহ সদন রঘুরাউ॥
অরিহুক অনভল কীন্হ ন রামা। মৈঁ সিসু সেবক জদ্যপি বামা॥
তুম্হ পৈ পাঁচ মোর ভল মানী। আয়সু আসিষ দেহু সুবানী॥
জেহিঁ সুনি বিনয় মোহি জনু জানী। আবহিঁ বহুরি রামু রজধানী॥

দোহা (১৮৩)

জদ্যপি জনমু কুমাতু তেঁ মৈঁ সঠু সদা সদোস।
আপন জানি ন ত্যাগিহহিঁ মোহি রঘুবীর ভরোস॥

চৌপাই (১—৪)

ভরত বচন সব কহঁ প্রিয় লাগে। রাম সনেহ সুধাঁ জনু পাগে॥
লোগ বিয়োগ বিষম বিষ দাগে। মন্ত্র সবীজ সুনত জনু জাগে॥
মাতু সচিব গুর পুর নর নারী। সকল সনেহঁ বিকল ভএ ভারী॥
ভরতহি কহহিঁ সরাহি সরাহী। রাম প্রেম মূরতি তনু আহী॥
তাত ভরত অস কাহে ন কহহূ। প্রান সমান রাম প্রিয় অহহূ॥
জো পাবঁরু অপনী জড়তাঈঁ। তুম্হহি সুগাই মাতু কুটিলাঈঁ॥
সো সঠু কোটিক পুরুষ সমেতা। বসিহি কলপ সত নরক নিকেতা॥
অহি অঘ অব অবগুন নহিঁ মনি গহঈ। হরই গরল দুখ দারিদ দহঈ॥

দোহা—বিনম্র চিত্তে আমি আমার নিদারুণ দুঃখের কথা নিবেদন করছি। আমার অন্তরের বেদনা শ্রীরঘুনাথের চরণযুগল দর্শন না করে প্রশমিত হবে না॥ ১৮২॥

চৌপাই—অন্য কোনো পথ তো দেখি না। শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া আমার অন্তরের বেদনা অন্য কেউই বুঝতে সক্ষম নয়। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছি যে আগামীকাল প্রাতঃকালেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে গমন করব॥ ১॥ যদিও আমি মন্দ ও অপরাধী আর সকল অনর্থের জন্য দায়ী তবুও আমার বিশ্বাস যে আমি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে গিয়ে শরণাগত হয়ে দাঁড়ালে তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন আর বিশেষ কৃপা করবেন॥ ২॥ শ্রীরঘুনাথ সদাচার, সংকোচ, সহজ সরল স্বভাব, কৃপা ও স্নেহের আগার। তিনি কখনো শত্রুরও অনিষ্ট করেননি। আমি দোষী হলেও তাঁর সামনে শিশু ও সেবক মাত্রই॥ ৩॥ এতেই আমার পরম কল্যাণ নিহিত জেনে আপনারা সকলে প্রীতিপূর্বক আমাকে অনুমতি ও আশীর্বাদ দিন যাতে আমার নিবেদন শুনে আর আমাকে নিজ সেবক মনে করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র রাজধানীতে ফিরে আসেন॥ ৪॥

দোহা— যদিও আমি কুমাতাজাত, দুষ্ট ও দোষযুক্ত, তবুও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে শ্রীরামচন্দ্র আমাকে তাঁর একান্ত আপন জেনে ত্যাগ করবেন না॥ ১৮৩॥

চৌপাই— শ্রীভরতের কথা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল। কথাগুলি যেন শ্রীরামচন্দ্র প্রেমামৃতসিক্ত। শ্রীরামবিরহরূপ ভীষণ বিষের জ্বালায় সকলেই অর্ধমৃত হয়ে ছিল, বীজমন্ত্র যেন তাদের পুনরুজ্জীবিত করল॥ ১॥ মাতাগণ, মন্ত্রী, গুরুদেব, প্রজাগণ অতিশয় প্রেমে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। সকলেই শ্রীভরতের প্রশংসা করে বললেন—যেন শ্রীরামচন্দ্র প্রেমের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি ! ২॥ হে তাত ভরত ! তোমার মুখেই এই কথা শোভা পায় কারণ শ্রীরামচন্দ্র যে তোমার প্রাণসম প্রিয়। মাতার কুটিলতার কথা মনে রেখে যদি কোনো অধম মূর্খামি করে তোমাকে সন্দেহ করে তাহলে সেই দুষ্টের কোটি পুরুষসহ শতকল্প পর্যন্ত নরকে স্থান হবে। সর্পের পাপ ও অবগুণ সর্পমণি কখনো গ্রহণ করে না। মণি তো বিষ হরণ করে আর দুঃখদারিদ্র্যকে ভস্মসাৎ করে॥ ৩-৪॥

দোহা (১৮৪)

অবসি চলিঅ বন রামু জহঁ ভরত মন্ত্র ভল কীন্হ।
সোক সিন্ধু বূড়ত সবহি তুম্হ অবলম্বনু দীন্হ॥

চৌপাই (১—৪)

ভাব সব কেঁ মন মোদু ন থোরা। জনু ঘন ধুনি সুনি চাতক মোরা॥
চলত প্রাত লখি নিরনউ নীকে। ভরতু প্রানপ্রিয় ভে সবহী কে॥
মুনিহি বন্দি ভরতহি সিরু নাঈ। চলে সকল ঘর বিদা করাঈ॥
ধন্য ভরত জীবনু জগ মাহীঁ। সীলু সনেহু সরাহত জাহীঁ॥
কহহিঁ পরসপর ভা বড় কাজূ। সকল চলৈ কর সাজহিঁ সাজূ॥
জেহি রাখহিঁ রহু ঘর রখবারী। সো জানই জনু গরদনি মারী॥
কোউ কহ রহন কহিঅ নহিঁ কাহূ। কো ন চহই জগ জীবন লাহূ॥

দোহা (১৮৫)

জরউ সো সম্পতি সদন সুখু সুহৃদ মাতু পিতু ভাই।
সনমুখ হোত জো রাম পদ করৈ ন সহস সহাই॥

চৌপাই (১—৪)

ঘর ঘর সাজহিঁ বাহন নানা। হরষু হৃদয়ঁ পরভাত পয়ানা॥
ভরত জাই ঘর কীন্হ বিচারূ। নগরু বাজি গজ ভবন ভঁড়ারূ॥
সম্পতি সব রঘুপতি কৈ আহী। জৌঁ বিনু জতন চলৌঁ তজি তাহী॥
তৌ পরিনাম ন মোরি ভলাঈ। পাপ সিরোমনি সাইঁ দোহাঈ॥
করই স্বামি হিত সেবকু সোঈ। দূষন কোটি দেই কিন কোঈ॥
অস বিচারি সুচি সেবক বোলে। জে সপনেহুঁ নিজ ধরম ন ডোলে॥
কহি সবু মরমু ধরমু ভল ভাষা। জো জেহি লায়ক সো তেহিঁ রাখা॥
করি সবু জতনু রাখি রখবারে। রাম মাতু পহিঁ ভরতু সিধারে॥

দোহা—হে শ্রীভরত ! শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অবশ্যই গমন করা উচিত। শোকসাগরে নিমজ্জিত প্রজাদের আপনি এক (পরম) অবলম্বন দিলেন॥ ১৮৪॥

চৌপাই—যেমন মেঘ গর্জন শ্রবণ করে চাতক ও ময়ূর আনন্দিত হয়ে থাকে তেমনই সকলে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। (আগামী) প্রাতেই যাত্রা করবার সংকল্প শ্রীভরতকে প্রাণসম প্রিয় করে তুলল॥ ১॥ প্রজাগণ নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমনের পূর্বে মুনিবর বশিষ্ঠদেব ও শ্রীভরতকে প্রণাম নিবেদন করল। বিদায় নিয়ে পথে তারা শ্রীভরতের সদাচার ও স্নেহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলল—ধন্য শ্রীভরত ! তাঁর ভ্রাতৃপ্রীতি জগতে অক্ষয় হয়ে রইল ! ২॥ সংকল্প যে উৎকৃষ্ট তা সকলেই বলল। সকলেই শ্রীভরতের সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। গৃহের সুরক্ষার জন্য যাদের থেকে যেতে বলা হল তারা মনে করল যে তাদের (বিনা অপরাধে) শাস্তি দেওয়া হল॥ ৩॥ কেউ কেউ বলল—সুরক্ষার কী দরকার ? জীবনের সার্থকতা যাতে লাভ হয় তাই করাই তো ভালো॥ ৪॥

দোহা—যে ধনসম্পদ, আবাস, সুখ, মিত্র, মাতা, পিতা শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগলের দর্শন করতে প্রসন্নতা সহকারে সহায়ক হয় না তা তো ধ্বংস হয়ে যাওয়াতেই মঙ্গল॥ ১৮৫॥

চৌপাই—প্রজাদের ঘরে ঘরে বহুরকমের বাহন সজ্জিত করা হতে লাগল। সকলেই আনন্দে ডগমগ কারণ প্রভাতেই যাত্রারম্ভ। শ্রীভরত ফিরে গিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন—নগর, অশ্ব, গজ, অট্টালিকা, ধনসম্পদ সবই তো শ্রীরামচন্দ্রের। যদি তার সুরক্ষার ব্যবস্থা না করে এমনি চলে যাই তাহলে তো তার পরিণাম ভালো হবে না। প্রভুর দ্রোহ যে সব থেকে বড় পাপ॥ ১-২॥ লোকেরা কোটি দোষ দেখলেও সেবকের কর্তব্য প্রভুর সেবাতেই নিহিত থাকে। এইরূপ চিন্তা করে শ্রীভরত তাঁর বিশ্বস্ত সেবকদের ডেকে পাঠালেন। সেই সেবকগণ স্বপ্নেও তাদের কর্তব্য (ধর্ম) থেকে বিচ্যুত হওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারত না॥ ৩॥ শ্রীভরত তাদের বুঝিয়ে দিয়ে ধর্মের উত্তম উপদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি সেবকদের যথাযোগ্য কার্যে নিযুক্ত করে দিলেন। ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ও রক্ষকদের কার্যে নিযুক্ত করে, ভরত শ্রীরামজননী

দোহা (১৮৬)

আরত জননী জানি সব ভরত সনেহ সুজান।
কহেউ বনাবন পালকীঁ সজন সুখাসন জান॥

চৌপাই (১—৪)

চক্ক চক্কি জিমি পুর নর নারী। চহত প্রাত উর আরত ভারী॥
জাগত সব নিসি ভয়উ বিহানা। ভরত বোলাএ সচিব সুজানা॥
কহেউ লেহু সবু তিলক সমাজূ। বনহিঁ দেব মুনি রামহি রাজূ॥
বেগি চলহু সুনি সচিব জোহারে। তুরত তুরগ রথ নাগ সঁবারে॥
অরুন্ধতী অরু অগিনি সমাউ। রথ চঢ়ি চলে প্রথম মুনিরাউ॥
বিপ্র বৃন্দ চঢ়ি বাহন নানা। চলে সকল তপ তেজ নিধানা॥
নগর লোগ সব সজি সজি জানা। চিত্রকূট কহঁ কীন্হ পয়ানা॥
সিবিকা সুভগ ন জাহিঁ বখানী। চঢ়ি চঢ়ি চলত ভঈঁ সব রানী॥

দোহা (১৮৭)

সৌপি নগর সুচি সেবকনি সাদর সকল চলাই।
সুমিরি রাম সিয় চরন তব চলে ভরত দোউ ভাই॥

চৌপাই (১—৪)

রাম দরস বস সব নর নারী। জনু করি করিনি চলে তকি বারী॥
বন সিয় রামু সমুঝি মন মাহীঁ। সানুজ ভরত পয়াদেহিঁ জাহীঁ॥
দেখি সনেহু লোগ অনুরাগে। উতরি চলে হয় গয় রথ ত্যাগে॥
জাই সমীপ রাখি নিজ ডোলী। রাম মাতু মৃদু বানী বোলী॥
তাত চঢ়হু রথ বলি মহতারী। হোইহি প্রিয় পরিবারু দুখারী॥
তুম্হরে চলত চলিহি সবু লোগূ। সকল সোক কৃস নহিঁ মগ জোগূ॥
সির ধরি বচন চরন সিরু নাঈ। রথ চঢ়ি চলত ভএ দোউ ভাঈ॥
তমসা প্রথম দিবস করি বাসূ। দূসর গোমতি তীর নিবাসূ॥

কৌশল্যামাতার কাছে গমন করলেন॥ ৪॥

দোহা—প্রেমতত্ত্বজ্ঞানী শ্রীভরত মাতাগণকে (শ্রীরামচন্দ্রের অদর্শনে) অত্যন্ত দুঃখিত জেনে তাঁদের জন্য সুখাসনযুক্ত শিবিকার ব্যবস্থা করতে বললেন॥ ১৮৬॥

চৌপাই—প্রজাগণের আর্তচিত্তে চখাচখীসম সূর্যোদয়ের জন্য প্রতীক্ষায় রাত্রি জাগরণ করেই প্রভাতের সূচনা হল। শ্রীভরত তখন প্রবীণ ও বিচক্ষণ মন্ত্রীদের ডেকে পাঠালেন॥ ১॥ শ্রীভরত তাদের বললেন—আপনারা রাজ্যাভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসকল নিয়ে চলুন। অরণ্যের মধ্যেই মুনিবর বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক কার্য সম্পন্ন করবেন। সব ব্যবস্থা এখনই করা প্রয়োজন। তাঁর কথা শুনে মন্ত্রীগণ তাঁকে অভিনন্দন করলেন আর তৎক্ষণাৎ অশ্ব, রথ, গজ সজ্জিত করতে তৎপর হলেন॥ ২॥ সর্বাগ্রে মুনিবর বশিষ্ঠদেব ও অরুন্ধতী, অগ্নিহোত্র সম্পাদনের সমস্ত সামগ্রী নিয়ে রথে চড়ে যাত্রা করলেন। অতঃপর তপস্বী ও তেজস্বী ব্রাহ্মণগণ নানরকম বাহনে যাত্রা করলেন॥ ৩॥ প্রজাগণও রথে চড়ে চিত্রকূট উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। আর বর্ণনাতীত সুন্দর শিবিকায় চড়ে রানীগণ চললেন॥ ৪॥

দোহা—বিশ্বাসী সেবকদের নগর রক্ষার কার্যে নিযুক্ত করে অন্য সকলকে যাত্রারম্ভ করিয়ে শ্রীসীতারামের চরণযুগল স্মরণ করে ভ্রাতাযুগল ভরত ও শত্রুঘ্ন যাত্রারম্ভ করলেন॥ ১৮৭॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভের জন্য (অদম্য বাসনায়) প্রজাগণ ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে যেতে লাগল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন পিপাসায় কাতর হস্তীযূথ জলাশয় দেখে তার দিকে ছুটে চলেছে। শ্রীসীতারাম (সর্বসুখ ত্যাগ করে) অরণ্যে বাস করছেন এই কথা চিন্তা করে অনুজ শ্রীশত্রুঘ্নসহ শ্রীভরত পদব্রজেই চলতে লাগলেন॥ ১॥ শ্রীভরতের প্রীতি সকলকে মুগ্ধ করল। তখন সকলেই যে যার বাহন অশ্ব, গজ, রথ আদি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেতে লাগলেন। তখন শ্রীরামজননী মাতা কৌশল্যা নিজ শিবিকা শ্রীভরতের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে সুমিষ্ট স্বরে বললেন—বাছা আমার ! বালাই যাট ! রথে উঠে বসো, না হলে যে সকলের কষ্ট হচ্ছে। তোমরা হেঁটে গেলে অন্যরাও যে হেঁটে যাবে। তারা সকলে শোকে কৃশ ; হেঁটে যাওয়ার অবস্থায়

দোহা (১৮৮)

পয় অহার ফল অসন এক নিসি ভোজন এক লোগ।
করত রাম হিত নেম ব্রত পরিহরি ভূষন ভোগ॥

চৌপাই (১—৪)

সঙ্গ তীর বসি চলে বিহানে। সৃঙ্গবেরপুর সব নিঅরানে॥
সমাচার সব সুনে নিষাদা। হৃদয়ঁ বিচার করই সবিষাদা॥

কারন কবন ভরতু বন জাহীঁ। হৈ কছু কপট ভাউ মন মাহীঁ॥
জৌঁ পৈ জিয়ঁ ন হোতি কুটিলাঈ। তৌ কত লীন্হ সঙ্গ কটকাঈ॥

জানহিঁ সানুজ রামহি মারী। করউঁ অকন্টক রাজু সুখারী॥
ভরত ন রাজনীতি উর আনী। তব কলঙ্কু অব জীবন হানী॥

সকল সুরাসুর জুরহিঁ জুঝারা। রামহি সমর ন জীতনিহারা॥
কা আচরজু ভরতু অস করহীঁ। নহিঁ বিষ বেলি অমিঅ ফল ফরহীঁ॥

দোহা (১৮৯)

অস বিচারি গুহঁ গ্যাতি সন কহেউ সজগ সব হোহু।
হথবাঁসহু বোরহু তরনি কীজিঅ ঘাটারোহু॥

চৌপাই (১—৩)

হোহু সঁজোইল রোকহু ঘাটা। ঠাটহু সকল মরৈ কে ঠাটা॥
সনমুখ লোহ ভরত সন লেউঁ। জিঅত ন সুরসরি উতরন দেউঁ॥

সমর মরনু পুনি সুরসরি তীরা। রাম কাজু ছনভঙ্গু সরীরা॥
ভরত ভাই নৃপু মৈঁ জন নীচূ। বড়েঁ ভাগ অসি পাইঅ মীচূ॥

স্বামি কাজ করিহউঁ রন রারী। জস ধবলিহউঁ ভুবন দস চারী॥
তজউঁ প্রান রঘুনাথ নিহারেঁ। দুহূঁ হাথ মুদ মোদক মোরেঁ॥

নেই॥ ২-৩॥ মাতৃ আদেশ শিরোধার্য করে তাঁর চরণের ধুলি মাথায় নিয়ে ভ্রাতৃযুগল আবার রথে চড়ে চলতে লাগলেন। যাত্রা বিরতি যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় দিবসে তমসা ও গোমতী নদীর তীরে হল॥ ৪॥

দোহা— কেউ কেবল দুগ্ধপান করে রইল আর অন্য কেউ ফলাহারেই ক্ষুধা-নিবৃত্তি করল। কেউ আবার রাত্রিকালে একবার মাত্র আহার্য করে রইল। অলংকার ও ভোগবিলাস ত্যাগ করে প্রজাগণ শ্রীরামচন্দ্রের জন্য ব্রত ও নিয়ম পালন করতে লাগল॥ ১৮৮॥

চৌপাই— নদীর তীরে রাত্রিযাপন করে প্রত্যুষে আবার যাত্রারম্ভ হল। অতঃপর সকলে শৃঙ্গবেরপুর উপনীত হলেন। শ্রীভরতের আগমন বার্তা নিষাদরাজ গুহককে চিন্তিত করে তুলল। সে এইভাবে চিন্তা করল—শ্রীভরতের অরণ্যে গমন কেন ? কোনো বদ উদ্দেশ্য নেই তো ! কেন সঙ্গে সৈন্যসামন্ত ? ১-২॥ তাহলে কি অনুজ লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্রকে বধ করে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করবার স্পৃহা ! (ভরত) রাজনীতির (অগ্রজের অধিকারের) কথা ভেবে দেখলেন না ! পূর্বে তো কালিমালিপ্ত হয়েছিলেন এবারে তো প্রাণ হারাবেন ! ৩॥ সমগ্র দেবতা ও দানবগণ একত্র হলেও শ্রীরামচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করা সম্ভব নয়। অবশ্য শ্রীভরতের কার্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বিষবৃক্ষে কি অমৃত ফল ফলে ? ৪॥

দোহা—এইরূপ ভাবনা-চিন্তা করে নিষাদরাজ গুহক তাঁর সৈন্যসামন্তকে প্রস্তুত থাকতে বলল। সে আদেশ দিল— সকলে সাবধান। নৌকাগুলি হস্তগত করে তা ডুবিয়ে দিয়ে পারাপারের ঘাট বন্ধ করে দাও॥ ১৮৯॥

চৌপাই—সুসজ্জিত হয়ে ঘাটসকল অবরোধ করে যুদ্ধে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। আমি সম্মুখ সমরে শ্রীভরতকে গঙ্গার ওপারে যেতে বাধা দেব। দেহে প্রাণ থাকতে তাঁকে ওপারে যেতে দেব না॥ ১॥ যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ তাও আবার গঙ্গাতীরে ! ক্ষণভঙ্গুর দেহের বিনাশ তো অবশ্যম্ভাবী। শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা শ্রীভরত তো রাজা আর আমি হলাম অধম সেবক। এইরকম মৃত্যু কেবল ভাগ্যবানরাই লাভ করে থাকে॥ ২॥ আমি শ্রীপ্রভুর সেবায় যুদ্ধ করলে চতুর্দশ ভুবনে আমার যশ ছড়িয়ে পড়বে। শ্রীরঘুনাথের জন্য প্রাণ ত্যাগ করব। হার-জিত যাই হোক তাতেই আমার লাভ। জিতলে আমি শ্রীরামসেবকরূপে স্বীকৃতি

চৌপাই (৪)

সাধু সমাজ ন জাকর লেখা। রাম ভগত মহুঁ জাসু ন রেখা।।
জায়ঁ জিঅত জগ সো মহি ভারূ। জননী জৌবন বিটপ কুঠারূ।।

দোহা (১৯০)

বিগত বিষাদ নিষাদপতি সবহি বঢ়াই উছাহু।
সুমিরি রাম মাগেউ তুরত তরকস ধনুষ সনাহু।।

চৌপাই (১—৪)

বেগহু ভাইহু সজহু সঁজোউ। সুনি রজাই কদরাই ন কোউ।।
ভলেহিঁ নাথ সব কহহিঁ সহরষা। একহিঁ এক বঢ়াবই করষা।।
চলে নিষাদ জোহারি জোহারী। সূর সকল রন রূচই রারী।।
সুমিরি রাম পদ পঙ্কজ পনহীঁ। ভাথীঁ বাঁধি চঢ়াইন্হি ধনহীঁ।।
অঁগরী পহিরি কূঁড়ি সির ধরহীঁ। ফরসা বাঁস সেল সম করহীঁ।।
এক কুসল অতি ওড়ন খাঁড়ে। কূদহিঁ গগন মনহুঁ ছিতি ছাঁড়ে।।
নিজ নিজ সাজু সমাজু বনাঈ। গুহ রাউতহি জোহারে জাঈ।।
দেখি সুভট সব লায়ক জানে। লৈ লৈ নাম সকল সনমানে।।

দোহা (১৯১)

ভাইহু লাবহু ধোখ জনি আজু কাজ বড় মোহি।
সুনি সরোষ বোলে সুভট বীর অধীর ন হোহি।।

চৌপাই (১—২)

রাম প্রতাপ নাথ বল তোরে। করহিঁ কটকু বিনু ভট বিনু ঘোরে।।
জীবত পাউ ন পাছেঁ ধরহীঁ। রুন্ড মুন্ডময় মেদিনি করহীঁ।।
দীখ নিষাদনাথ ভল টোলূ। কহেউ বজাউ জুঝাউ ঢোলূ।।
এতনা কহত ছীক ভই বাঁএ। কহেউ সগুনিঅন্হ খেত সুহাএ।।

পাব আর হারলে শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যসেবাধিকার লাভ করব॥ ৩॥ সাধু সমাজে স্বীকৃতি ও শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তরূপে যার পরিচিতি নেই সে জগতে বোঝা হয়ে বৃথাই জীবন ধারণ করে। সে মাতার যৌবনরূপ বৃক্ষ ছেদনের কুঠার মাত্র হয়॥ ৪॥

দোহা—*(নিষাদরাজ তখন শ্রীরামচন্দ্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত) সে বিষাদ ভুলে গেল আর সকলকে উৎসাহিত করে তৎক্ষণাৎ তার নিজের জন্য তরকচ, ধনুক ও বর্ম আনতে বলল॥ ১৯০॥*

চৌপাই—(সে বলল—) ভাই সকল ! চটপট প্রস্তুত হয়ে নাও। আমার কথায় যেন ভয় পেয়ে যেও না। তখন সকলেই উৎসাহিত হয়ে বলল—হে নাথ ! আমরা প্রস্তুত। অতঃপর তারা পরস্পরকে সাহস জোগাতে লাগল॥ ১॥ নিষাদরাজকে প্রণাম করে নিষাদ প্রজাগণ তাঁর আদেশ পালনে গমন করল। সকলেই শৌর্যবীর্যসম্পন্ন, যুদ্ধে তাদের স্বাভাবিক উৎসাহ ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মের পাদুকার স্মরণ করে তারা সকলে আকারে ক্ষুদ্র তূণীর নিয়ে ধনুকে জ্যারোপ করল॥ ২॥ যোদ্ধাগণ বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করে নিল আর কুঠার, ভল্ল, সড়কি সব গুছিয়ে নিল। তরবারি চালনায় কুশল যোদ্ধাগণ অতি উৎসাহে লাফাতে লাগল, যেন আকাশ স্পর্শ করবে॥ ৩॥ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিষাদগণ ছোট ছোট দলে বিভাজিত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রভু নিষাদরাজের কাছে এসে নতমস্তকে দাঁড়াল। বীর যোদ্ধাদের দেখে সন্তুষ্ট হয়ে নিষাদরাজ গুহক তাদের নাম নিয়ে প্রত্যেককে উৎসাহিত করল॥ ৪॥

দোহা—*(গুহক তাদের বলল—) ভাইসকল ! (মৃত্যু সম্মুখে এলেও) বিভ্রান্ত হবে না। আমাদের সম্মুখে আজ এক গুরুদায়িত্ব এসেছে। তাই শুনে নিষাদগণ উজ্জীবিত হয়ে বলল—হে মহাবীর ! আমরা আছি। ধৈর্য ধারণ করে দেখুন কী হয়॥ ১৯১॥*

চৌপাই—হে নাথ ! প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় আর আপনার পরাক্রমে আমরা শ্রীভরতের সৈন্যসামন্ত, অশ্বাদি সব কিছু নিশ্চিহ্ন করে দেব। আমরা প্রাণ থাকতে রণক্ষেত্র ছেড়ে যাব না। ভূমিকে শত্রুর মুণ্ড ও দেহে ঢেকে দেব॥ ১॥ নিষাদরাজ নিষাদ যোদ্ধাদের উত্তম প্রস্তুতি দেখে বলল—রণডঙ্কা নিনাদ শুরু করো। এমন সময়ে বাম দিকে হাঁচি পড়ল। মঙ্গলামঙ্গল বিশারদ

চৌপাই (৩—৪)

বূঢ় একু কহ সগুন বিচারী। ভরতহি মিলিঅ ন হোইহি রারী॥
রামহি ভরতু মানবন জাহীঁ। সগুন কহই অস বিগ্রহু নাহীঁ॥
সুনি গুহ কহই নীক কহ বূঢ়া। সহসা করি পছিতাহিঁ বিমূঢ়া॥
ভরত সুভাউ সীলু বিনু বূঝেঁ। বড়ি হিত হানি জানি বিনু জূঝেঁ॥

দোহা (১৯২)

গহহু ঘাট ভট সমিটি সব লেউঁ মরম মিলি জাই।
বূঝি মিত্র অরি মধ্য গতি তস তব করিহউঁ আই॥

চৌপাই (১—৪)

লখব সনেহু সুভায়ঁ সুহাএঁ। বৈরু প্রীতি নহিঁ দুরইঁ দুরাএঁ॥
অস কহি ভেঁট সঁজোবন লাগে। কন্দ মূল ফল খগ মৃগ মাগে॥
মীন পীন পাঠীন পুরানে। ভরি ভরি ভার কহারন্‌হ আনে॥
মিলন সাজু সজি মিলন সিধাএ। মঙ্গল মূল সগুন সুভ পাএ॥
দেখি দূরি তেঁ কহি নিজ নামূ। কীন্‌হ মুনীসহি দন্ড প্রনামূ॥
জানি রামপ্রিয় দীন্‌হি অসীসা। ভরতহি কহেউ বুঝাই মুনীসা॥
রাম সখা সুনি সন্দনু ত্যাগা। চলে উতরি উমগত অনুরাগা॥
গাউঁ জাতি গুহঁ নাউঁ সুনাঈ। কীন্‌হ জোহারু মাথ মহি লাঈ॥

দোহা (১৯৩)

করত দন্ডবত দেখি তেহি ভরত লীন্‌হ উর লাই।
মনহুঁ লখন সন ভেঁট ভই প্রেমু ন হৃদয়ঁ সমাই॥

চৌপাই (১)

ভেঁটত ভরতু তাহি অতি প্রীতী। লোগ সিহাহিঁ প্রেম কৈ রীতী॥
ধন্য ধন্য ধুনি মঙ্গল মূলা। সুর সরাহি তেহি বরিসহিঁ ফূলা॥

তাকে শুভ আখ্যা প্রদান করল (অর্থাৎ জয় নিশ্চিত)॥ ২॥ এমন সময়ে এক বয়োবৃদ্ধের উক্তি শোনা গেল—শ্রীভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে রাজি করাতে এসেছেন। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে বিরোধ তো আদৌ নেই॥ ৩॥ বৃদ্ধের কথা নিষাদরাজের ভালো লাগল। সে বলল—বৃদ্ধের কথাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে। না ভেবেচিন্তে কিছু করে বসলে মূর্খগণের মতো পরে অনুতাপই করতে হয়। শ্রীভরতের স্বভাব ও সদাচার না জেনে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যাওয়াতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি॥ ৪॥

দোহা— অতএব ভাইসকল ! তোমরা আপাতত একসঙ্গে ঘাটগুলিকে অবরোধ করে রাখো। আমি আগে শ্রীভরতের মনোভাব ও আগমনের উদ্দেশ্যটা জেনে আসি। তিনি শত্রু, মিত্র অথবা নিরপেক্ষ ভালোভাবে জেনে পরিস্থিতি বিচার করে করণীয় স্থির করব॥ ১৯২॥

চৌপাই—যদি দেখি তাঁর স্বভাব সুন্দর তাহলে বুঝব যে তিনি প্রীতি ধারণ করে এসেছেন। শত্রুতা ও প্রীতি তো কখনো লুকিয়ে রাখা যায় না। গুহক তখন কন্দ, ফলমূল, পক্ষী, মৃগ আদি উপহার দ্রব্যাদি জোগাড় করতে তৎপর হল॥ ১॥ ধীবরগণ প্রভূত পরিমাণ উত্তম মৎস্যাদি উপঢৌকন হিসেবে জোগাড় করে নিয়ে এল। উপহার সামগ্রী নিয়ে গমন করবার সময়ে মঙ্গলজনক শুভ চিহ্ন দেখা গেল॥ ২॥ নিষাদরাজ মুনিবর বশিষ্ঠদেবকে দেখে নিজ পরিচয় দান করে দূর থেকে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করল। মুনিবর বশিষ্ঠদেব গুহককে শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় জেনে আশীর্বাদ দিলেন আর শ্রীভরতকে বুঝিয়ে বললেন— (এই ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ও সখা)॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্রের সখা সম্মুখে শুনেই অনুরাগরঞ্জিত হয়ে শ্রীভরত রথ থেকে নেমে এসে গুহকের দিকে এগিয়ে গেলেন। নিষাদরাজ গুহক তখন তাঁকে নিজের নাম, ধাম, জাতি বলে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল॥ ৪॥

দোহা— তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করতে দেখে শ্রীভরত গুহককে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। চিত্তে তাঁর প্রেম ধরছিল না ; মনে হচ্ছিল যেন তিনি সাক্ষাৎ শ্রীলক্ষ্মণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন॥ ১৯৩॥

চৌপাই—শ্রীভরত গুহককে পরম প্রীতিপূর্বক আলিঙ্গন দান করলেন। প্রেমের রীতি প্রত্যক্ষ করে সেই দৃশ্য সকলে ঈর্ষা প্রেরিত হয়ে প্রশংসা করল।

চৌপাই (২—৪)

লোক বেদ সব ভাঁতিহিঁ নীচা। জাসু ছাঁহ ছুই লেইঅ সীঁচা॥
তেহি ভরি অঙ্ক রাম লঘু ভ্রাতা। মিলত পুলক পরিপূরিত গাতা॥

রাম রাম কহি জে জমুহাহীঁ। তিন্হহি ন পাপ পুঞ্জ সমুহাহীঁ॥
যহ তৌ রাম লাই উর লীন্হা। কুল সমেত জগু পাবন কীন্হা॥

করমনাস জলু সুরসরি পরঈ। তেহি কো কহহু সীস নহিঁ ধরঈ॥
উলটা নামু জপত জগু জানা। বালমীকি ভএ ব্রহ্ম সমানা॥

দোহা (১৯৪)

স্বপচ সবর খস জমন জড় পাবঁর কোল কিরাত।
রামু কহত পাবন পরম হোত ভুবন বিখ্যাত॥

চৌপাই (১—৪)

নহিঁ অচিরিজু জুগ জুগ চলি আঈ। কেহি ন দীন্হি রঘুবীর বড়াঈ॥
রাম নাম মহিমা সুর কহহীঁ। সুনি সুনি অবধ লোগ সুখু লহহীঁ॥

রামসখহি মিলি ভরত সপ্রেমা। পূঁছী কুসল সুমঙ্গল খেমা॥
দেখি ভরত কর সীলু সনেহূ। ভা নিষাদ তেহি সময় বিদেহূ॥

সকুচ সনেহু মোদু মন বাঢ়া। ভরতহি চিতবত একটক ঠাঢ়া॥
ধরি ধীরজু পদ বন্দি বহোরী। বিনয় সপ্রেম করত কর জোরী॥

কুসল মূল পদ পঙ্কজ পেখী। মৈঁ তিহুঁ কাল কুসল নিজ লেখী॥
অব প্রভু পরম অনুগ্রহ তোরেঁ। সহিত কোটি কুল মঙ্গল মোরেঁ॥

আর দেবতাগণ মঙ্গলের মূল 'ধন্য ধন্য' বলে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ১॥ (তারা বলল—) লোকাচার ও শাস্ত্রবিধান অনুসারে যে সব দিক দিয়ে পতিত আর যার ছায়া মাড়ালেও স্নান করবার বিধান দেওয়া হয় এমন ব্যক্তি সেই নিষাদকে বুকে নিয়ে আলিঙ্গন দান করে শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ শ্রীভরত (আনন্দ ও প্রেমে মগ্ন হয়ে) দেহে রোমাঞ্চ পুলক অনুভব করছেন ! ২॥ যারা জৃম্ভণকালেও 'রাম রাম' বলেন (অর্থাৎ আলস্যেও যাঁদের মুখে রাম নাম উচ্চারিত হয়) পাপ তাদের নিকটে আসতে ভয় পায়। আর এই গুহককে তো স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও আলিঙ্গন দান করে তাকে বংশানুক্রমে পবিত্রতা প্রদানকারী করে দিয়েছেন ! ৩॥ কর্মনাশা নদী গঙ্গায় মিলিত হলে তার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। এমন কে আছে যে তখন তার জল মস্তকে ধারণ করে না ? বাল্মীকি মুনির কথা তো সকলেই জানে যিনি 'মরা মরা' উচ্চারণ করতে করতেই ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গিয়েছিলেন॥ ৪॥

দোহা—মূর্খ এবং পামর চণ্ডাল, শাবর, খাসি, যবন, কোল ও কিরাতও রামনাম উচ্চারণ করলে পরম পবিত্র হয়ে ত্রিভুবনে খ্যাতি লাভ করে॥ ১৯৪॥

চৌপাই—এই রীতি যুগ যুগান্তর ধরে চলে আসছে তাই তাতে আশ্চর্য হওয়ার কারণ আদৌ নেই। শ্রীরঘুবীরের মহিমা গান কে করেনি ? এইভাবে দেবতাগণ রামনাম মাহাত্ম্য কীর্তন করতে লাগলেন যা অযোধ্যাবাসীদের আনন্দ দান করল॥ ১॥ শ্রীরামসখা নিষাদরাজ গুহকের সঙ্গে পরম প্রীতিপূর্বক মিলিত হয়ে শ্রীভরত তার কুশল ক্ষেম মঙ্গল জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীভরতের আচরণ ও প্রেম নিষাদকে প্রেমময় করে তুলল। প্রেমাধিক্যে তার নিজের প্রিয় দেহেরও বিস্মরণ হল॥ ২॥ নিষাদরাজের মনে তখন সংকোচ, প্রেম ও আনন্দের যুগপৎ সমন্বয় হয়েছিল। সে চিত্রার্পিতসম একদৃষ্টে দাঁড়িয়ে থেকে ভরতকে দেখতে থাকল। অতঃপর সে ধৈর্য সহকারে সামলে নিয়ে শ্রীভরতের শ্রীপাদবন্দনা করে প্রেম সহকারে নিবেদন করল—হে প্রভু ! আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনই মঙ্গলের মূল। সেই চরণযুগলের দর্শনেই আমার ত্রিকাল মঙ্গলময় হল। এইবার আপনার কৃপায় আমার কোটি পুরুষের সঙ্গে আমিও মঙ্গলময় হয়ে গেলাম॥ ৩-৪॥

দোহা (১৯৫)

সমুঝি মোরি করতূতি কুলু প্রভু মহিমা জিয়ঁ জোই।
জো ন ভজই রঘুবীর পদ জগ বিধি বঞ্চিত সোই॥

চৌপাই (১—৪)

কপটী কায়র কুমতি কুজাতী। লোক বেদ বাহের সব ভাঁতী॥
রাম কীন্হ আপন জবহী তেঁ। ভয়উঁ ভুবন ভূষন তবহী তেঁ॥

দেখি প্রীতি সুনি বিনয় সুহাঈ। মিলেউ বহোরি ভরত লঘু ভাঈ॥
কহি নিষাদ নিজ নাম সুবানীঁ। সাদর সকল জোহারীঁ রানী॥

জানি লখন সম দেহিঁ অসীসা। জিঅহু সুখী সয় লাখ বরীসা॥
নিরখি নিষাদু নগর নর নারী। ভএ সুখী জনু লখনু নিহারী॥

কহহিঁ লহেউ এহিঁ জীবন লাহূ। ভেঁটেউ রামভদ্র ভরি বাহূ॥
সুনি নিষাদু নিজ ভাগ বড়াঈ। প্রমুদিত মন লই চলেউ লেবাঈ॥

দোহা (১৯৬)

সনকারে সেবক সকল চলে স্বামি রুখ পাই।
ঘর তরু তর সর বাগ বন বাস বনাএন্হি জাই॥

চৌপাই (১—২)

সৃঙ্গবেরপুর ভরত দীখ জব। ভে সনেহঁ সব অঙ্গ সিথিল তব॥
সোহত দিএঁ নিষাদহি লাগূ। জনু তনু ধরেঁ বিনয় অনুরাগূ॥

এহি বিধি ভরত সেনু সবু সঙ্গা। দীখি জাই জগ পাবনি গঙ্গা॥
রামঘাট কহঁ কীন্হ প্রনামূ। ভা মনু মগনু মিলে জনু রামূ॥

দোহা— *আমার যা পেশা ও আমি যে কুলে জন্মগ্রহণ করেছি আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা বিচার করে (অর্থাৎ কোথায় আমি ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত অধম জাতির জীব আর কোথায় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ! কিন্তু তিনি আমার মতন অধমকেও নিজ অহেতুক কৃপায় আপন করে নিয়েছেন— এইরূপ ভেবে) যে শ্রীরঘুবীরের পাদপদ্মের ভজনায় নিত্যযুক্ত হয় না সে তো জগতে বিধাতা দ্বারা বঞ্চিতই বলতে হবে॥ ১৯৫॥*

চৌপাই—আমি কপটাচারী, ভীরু, দুর্বুদ্ধি ও অধম জাতির ; লোকাচারে ও শাস্ত্রমতে আমি সর্বতোভাবে পতিত। কিন্তু যখন থেকে শ্রীরামচন্দ্র আমাকে আপন করে নিয়েছেন তখন থেকেই আমি (দূষণ থেকে) জগতের ভূষণ হয়ে গিয়েছি॥ ১॥ গুহকের প্রীতি ও সবিনয় নিবেদন শুনে শ্রীভরতানুজ শ্রীশত্রুঘ্ন আবার তাকে আলিঙ্গন দান করলেন। নিষাদরাজ তারপর নিজের পরিচয় দান করে সুমিষ্ট বচনে রানীদের (রাজমাতাদের) সাদর অভিনন্দন করল॥ ২॥ রাজমাতাসকল গুহককে লক্ষ্মণতুল্য জ্ঞান করে আশীর্বাদ দিয়ে বললেন—তুমি শত লক্ষ বৎসর সুখে বেঁচে থাকো। প্রজাগণ গুহককে দেখে সুখী হল, মনে হল যেন তারা শ্রীলক্ষ্মণকে দেখছে॥ ৩॥ গুহককে কল্যাণবিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্র বাহুযুগল দ্বারা বেষ্টন করে আলিঙ্গন করেছেন— তাই সকলে বলল যে তার জন্ম সার্থক হয়েছে। নিজ সৌভাগ্যের প্রশংসায় প্রসন্নচিত্ত হয়ে নিষাদরাজ সকলকে অভ্যর্থনা করে সকলের সঙ্গে এগিয়ে চলল॥ ৪॥

দোহা—*নিষাদরাজের ইঙ্গিতে সেবকগণ পরিস্থিতি অনুকূল বুঝতে পারল আর তারা অবরোধের স্থান ত্যাগ করল। অতঃপর তারা অতিথিদের থাকবার জন্য গৃহে, বৃক্ষতলে, সরোবরের তীরে, উদ্যানে ও অরণ্যে ব্যবস্থা করে দিল॥ ১৯৬॥*

চৌপাই—শৃঙ্গবেরপুর দেখে শ্রীভরতের অঙ্গ প্রেমে শিথিল হয়ে পড়ল। তিনি (নিজেকে সামলে নেওয়ার জন্য) নিষাদের সাহায্য নিলেন (ধীরে চলতে লাগলেন)। তখন তাঁকে প্রেম ও বিনয়ের বিগ্রহ মনে হচ্ছিল॥ ১॥ এইভাবে সৈন্যসামন্ত নিয়ে শ্রীভরত জগৎকে পবিত্রতা প্রদানকারী গঙ্গা নদীর তীরে উপনীত হলেন। (যে স্থানে শ্রীরামচন্দ্র স্নান ও সান্ধ্যবন্দনা করেছিলেন সেই) রামঘাটে তিনি প্রণাম করলেন। তখন তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন।

চৌপাই (৩—৪)

করহি প্রনাম নগর নর নারী। মুদিত ব্রহ্মময় বারি নিহারী॥
করি মজ্জনু মাগহিঁ কর জোরী। রামচন্দ্র পদ প্রীতি ন থোরী॥
ভরত কহেউ সুরসরি তব রেনূ। সকল সুখদ সেবক সুরধেনূ॥
জোরি পানি বর মাগউঁ এহূ। সীয় রাম পদ সহজ সনেহূ॥

দোহা (১৯৭)

এহি বিধি মজ্জনু ভরতু করি গুর অনুসাসন পাই।
মাতু নহানীঁ জানি সব ডেরা চলে লবাই॥

চৌপাই (১—৪)

জহঁ তহঁ লোগন্হ ডেরা কীন্হা। ভরত সোধু সবহী কর লীন্হা॥
সুর সেবা করি আয়সু পাঈ। রাম মাতু পহিঁ গে দোউ ভাঈ॥
চরন চাঁপি কহি কহি মৃদু বানী। জননী সকল ভরত সনমানী॥
ভাইহি সৌপি মাতু সেবকাঈ। আপু নিষাদহি লীন্হ বোলাঈ॥
চলে সখা কর সোঁ কর জোরেঁ। সিথিল সরীরু সনেহ ন থোরেঁ॥
পূঁছত সখহি সো ঠাউঁ দেখাউ। নেকু নয়ন মন জরনি জুড়াউ॥
জহঁ সিয় রামু লখনু নিসি সোএ। কহত ভরে জল লোচন কোএ॥
ভরত বচন সুনি ভয়উ বিষাদূ। তুরত তহাঁ লই গয়উ নিষাদূ॥

দোহা (১৯৮)

জহঁ সিংসুপা পুনীত তর রঘুবর কিয় বিশ্রামু।
অতি সনেহঁ সাদর ভরত কীন্হেউ দণ্ড প্রনামু॥

চৌপাই (১)

কুস সাঁথরী নিহারি সুহাঈ। কীন্হ প্রনামু প্রদচ্ছিন জাঈ॥
চরন রেখ রজ আঁখিন্হ লাঈ। বনই ন কহত প্রীতি অধিকাঈ॥

তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি আগেই শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন॥ ২॥ গঙ্গাবারি তো ব্রহ্মবারি। তা দর্শন করে প্রজাগণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। গঙ্গা নদীতে অবগাহন করে তারা হাত জোড় করে প্রার্থনা করল—হে মাতা ! আশীর্বাদ দাও যেন আমাদের শ্রীরামচন্দ্র পদে প্রেম অবিচল থাকে॥ ৩॥ শ্রীভরত বললেন—হে গঙ্গামাতা ! আপনার বালিকণা তো সর্বসুখদাতা ; সেবকের তা কামধেনুস্বরূপ। আমি হাত জোড় করে বর চাইছি—শ্রীসীতারাম চরণে যেন আমার স্বাভাবিক প্রীতি (অক্ষয়) থাকে॥ ৪॥

দোহা—*অবগাহন করে, মাতাদের স্নানকর্ম সম্পাদন হয়েছে জেনে গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে শ্রীভরত তাঁর অস্থায়ী বাসস্থান ছেড়ে এগিয়ে চললেন॥ ১৯৭॥*

চৌপাই—প্রজাগণ যত্রতত্র অবস্থান করে ছিল। শ্রীভরত নিজে গিয়ে তাঁদের খোঁজখবর নিলেন (যে তারা সব কুশল আছে তো ?) অতঃপর দেবতার্চনা সমাপন করে ভ্রাতৃযুগল শ্রীরামচন্দ্রজননী মাতা কৌশল্যার কাছে গেলেন॥ ১॥ চরণ সেবা ও সুমধুর কথায় শ্রীভরত মাতাদের সেবা করলেন। অতঃপর সেই কার্যে অনুজ শ্রীশত্রুঘ্নকে নিযুক্ত করে তিনি নিজেই নিষাদরাজ গুহককে ডাকলেন॥ ২॥ সখা নিষাদরাজের হাত ধরে শ্রীভরত চললেন। শ্রীরামের প্রতি প্রীতি যেন উথলে পড়ছিল, তাই তাঁর অঙ্গ শিথিল হয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে শ্রীভরত সখাকে বললেন— আমাকে সেই স্থানে নিয়ে চলো যেখানে সীতাদেবী, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণ রাত্রিযাপন করেছিলেন ; তাতে আমার মনের ও চোখের জ্বালা খানিকটা মিটবে। এই কথা বলতে বলতে শ্রীভরতের নয়নযুগল অশ্রুসজল হয়ে উঠল। শ্রীভরতের কথা গুহককেও বিষাদগ্রস্ত করে তুলল। সে তৎক্ষণাৎ তাঁকে সেই স্থানে নিয়ে গেল॥ ৩-৪॥

দোহা—*যে পবিত্র অশোকবৃক্ষের তলায় শ্রীরামচন্দ্র বিশ্রাম করেছিলেন সেইখানে শ্রীভরত পরমপ্রীতি সহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করলেন॥ ১৯৮॥*

চৌপাই—শ্রীভরত শ্রীরামচন্দ্র ব্যবহৃত কুশের শয্যা দেখে তা প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্নের রজ নয়নে ধারণ করলেন। (তখনকার) শ্রীভরতের অমিত প্রেম বর্ণনা করে বোঝানো কঠিন॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

কনক বিন্দু দুই চারিক দেখে। রাখে সীস সীয় সম লেখে॥
সজল বিলোচন হৃদয়ঁ গলানী। কহত সখা সন বচন সুবানী॥

শ্রীহত সীয় বিরহঁ দুতিহীনা। জথা অবধ নর নারি বিলীনা॥
পিতা জনক দেউঁ পটতর কেহী। করতল ভোগু জোগু জগ জেহী॥

সসুর ভানুকুল ভানু ভুআলূ। জেহি সিহাত অমরাবতিপালূ॥
প্রাননাথু রঘুনাথ গোসাঈঁ। জো বড় হোত সো রাম বড়াঈঁ॥

দোহা (১৯৯)

পতি দেবতা সুতীয় মনি সীয় সাঁথরী দেখি।
বিহরত হৃদউ ন হহরি হর পবি তেঁ কঠিন বিসেষি॥

চৌপাই (১—৪)

লালন জোগু লখন লঘু লোনে। ভে ন ভাই অস অহহিঁ ন হোনে॥
পুরজন প্রিয় পিতু মাতু দুলারে। সিয় রঘুবীরহি প্রানপিআরে॥

মৃদু মূরতি সুকুমার সুভাউ। তাত বাউ তন লাগ ন কাউ॥
তে বন সহহিঁ বিপতি সব ভাঁতী। নিদরে কোটি কুলিস এহিঁ ছাতী॥

রাম জনমি জগু কীন্হ উজাগর। রূপ সীল সুখ সব গুন সাগর॥
পুরজন পরিজন গুর পিতু মাতা। রাম সুভাউ সবহি সুখদাতা॥

বৈরিউ রাম বড়াঈ করহীঁ। বোলনি মিলনি বিনয় মন হরহীঁ॥
সারদ কোটি কোটি সত সেষা। করি ন সকহিঁ প্রভু গুন গন লেখা॥

(সীতাদেবীর বস্ত্রালংকার থেকে বিচ্যুত হয়ে) দুচারটি সুবর্ণ কণা, তারা, চুমকি মাটিতে পড়েছিল। শ্রীভরত তা দেখেই সীতাদেবীর বস্ত্র বলে চিনতে পেরে মস্তকে ধারণ করলেন। অতঃপর সজল নয়ন হয়ে মধুর কণ্ঠে তিনি সখা গুহককে বললেন—এই সুবর্ণ কণা, তারা ও চুমকি সীতাদেবীর বিরহে শ্রীহীন হয়ে পড়ে আছে ; এই একই অবস্থা অযোধ্যার প্রজাগণের (শ্রীরামচন্দ্র-বিরহে) হয়েছে। সীতাদেবীর জনক রাজা জনক—যাঁর যোগ ও ভোগ দুইই করায়ত্ত, কার সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যাবে ! ২-৩॥ সীতাদেবীর শ্বশুরমহাশয় সূর্যবংশ ভাস্কর মহারাজ দশরথ—যাঁর প্রতাপ ও ঐশ্বর্যকে দেবরাজ ইন্দ্রও ঈর্ষার চোখে দেখে থাকেন আর সেই দশরথের প্রাণেশ্বর হলেন স্বয়ং প্রভু শ্রীরামচন্দ্র। তিনি তো প্রণম্য হবেনই কারণ জগতে শ্রীরামচন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করেই তো কেউ প্রণম্য হয়॥ ৪॥

দোহা—সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পতিব্রতা সীতাদেবীর কুশশয্যা দেখেও আমার হৃদয় দুঃখে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে না ! হে শংকর ! আমার হৃদয় কি বজ্র থেকেও কঠোর ! ১৯৯॥

চৌপাই—আমার অনুজ লক্ষ্মণ পরম প্রিয় ও সুন্দর। এমন ভ্রাতা কখনো কেউ পায়নি, পাবেও না। লক্ষ্মণ অযোধ্যার জনগণের অতিশয় প্রিয় ; সে জননী-জনকের আদরের দুলাল আর শ্রীসীতারামের প্রাণসম প্রিয় ॥ ১॥ (আমার) লক্ষ্মণ কোমল তনু ও সুকুমার স্বভাবসম্পন্ন। তাঁর দেহে যে আগে কখনো উষ্ণ বায়ুর আঁচও লাগেনি ! তাকেই আজ অরণ্যে সকল বিপত্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। (হায় !) আমার হৃদয় যে কাঠিন্যে কোটি বজ্রকেও হার মানাল (না হলে তো কখন ফেটে চৌচির হয়ে যেত)॥ ২॥ শ্রীরামচন্দ্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে (অবতরণ করে) তাকে আলোক উদ্ভাসিত করে রেখেছেন। তিনি রূপ, সদাচার, সুখ ও গুণের সাগর। তাঁর স্বভাবে প্রজাগণ, আত্মীয়স্বজন, গুরুদেব, জনক-জননী সতত সুখানুভবই করে থাকেন॥ ৩॥ শত্রুগণও শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসায় সতত মুখর। চলনে কহনে আচরণে, বিনয় প্রকাশে তিনি অনবদ্য, নিমেষে সকলের মন হরণ করে থাকেন। কোটি সরস্বতী ও শত কোটি শেষ এলেও শ্রীরামচন্দ্রের গুণ কীর্তন করে শেষ করতে পারবে না॥ ৪॥

দোহা (২০০)

সুখস্বরূপ রঘুবংসমনি মঙ্গল মোদ নিধান।
তে সোবত কুস ডাসি মহি বিধি গতি অতি বলবান।।

চৌপাই (১—৪)

রাম সুনা দুখু কান ন কাউ। জীবনতরু জিমি জোগবই রাউ।।
পলক নয়ন ফনি মনি জেহি ভাঁতী। জোগবহিঁ জননি সকল দিন রাতী।।

তে সব ফিরত বিপিন পদচারী। কন্দ মূল ফল ফূল অহারী।।
ধিগ কৈকঈ অমঙ্গল মূলা। ভইসি প্রান প্রিয়তম প্রতিকূলা।।

মৈ ধিগ ধিগ অঘ উদধি অভাগী। সবু উতপাতু ভয়উ জেহি লাগী।।
কুল কলঙ্কু করি সৃজেউ বিধাতাঁ। সাইঁদোহ মোহি কীন্হ কুমাতাঁ।।

সুনি সপ্রেম সমুঝাব নিষাদূ। নাথ করিঅ কত বাদি বিষাদূ।।
রাম তুম্হহি প্রিয় তুম্হ প্রিয় রামহি। যহ নিরজোসু দোসু বিধি বামহি।।

ছন্দ

বিধি বাম কী করনী কঠিন জেহিঁ মাতু কীন্হী বাবরী।
তেহি রাতি পুনি পুনি করহিঁ প্রভু সাদর সরহনা রাবরী।।
তুলসী ন তুম্হ সো রাম প্রীতমু কহতু হৌঁ সৌঁহে কিএঁ।
পরিনাম মঙ্গল জানি অপনে আনিএ ধীরজু হিএঁ।।

সোরঠা (২০১)

অন্তরজামী রামু সকুচ সপ্রেম কৃপায়তন।
চলিঅ করিঅ বিশ্রামু যহ বিচারি দৃঢ় আনি মন।।

চৌপাই (১)

সখা বচন সুনি উর ধরি ধীরা। বাস চলে সুমিরত রঘুবীরা।।
যহ সুধি পাই নগর নর নারী। চলে বিলোকন আরত ভারী।।

দোহা—যে সুখবিগ্রহ রঘুবংশ শিরোমণি শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং মঙ্গল ও আনন্দের আধারস্বরূপ তিনিই কিনা কুশশয্যায় ভূমিতে শয়ন করেছেন ! কী অদ্ভুত শক্তিধর এই বিধির বিধান ! ২০০॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্র পূর্বে কখনো দুঃখের নাম পর্যন্ত শোনেননি। মহারাজ তাঁকে সবথেকে মূল্যবান বস্তুসম আগলে রাখতেন আর মাতাগণ যেভাবে তাঁকে আগলে রাখতেন তার তুলনা নেত্রের পলক অথবা সর্পের মণির সঙ্গে করা যেতে পারে॥ ১॥ সেই শ্রীরামচন্দ্র এখন এই (বন্ধুর) অরণ্যে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর ফুল, কন্দ, ফলমূল খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। শত ধিক্কার সেই অমঙ্গলের মূল কৈকেয়ীকে যে নিজ প্রাণসম প্রিয় পতিরও বিরুদ্ধাচরণ করল॥ ২॥ আমি নিজে পাপের ভাণ্ডার, অভাগা। ধিক্কার আমার বারে বারে প্রাপ্য, কারণ আমিই এই উপদ্রবের মুখ্য কারণ। বিধাতা আমাকে কুলের কলঙ্ক রূপে পাঠিয়েছেন আর কুমাতা আমাকে প্রভুবিদ্বেষী করে দিয়েছে॥ ৩॥ কথাসকল নিষাদরাজ শুনে শ্রীভরতকে বলল—হে নাথ ! কেন বৃথা হাহুতাশ করছেন। এই কথা তো অমোঘ সত্য যে শ্রীরামচন্দ্র আপনার প্রিয় আর আপনিও শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়। যা কিছু হয়েছে তা বিধাতার প্রতিকূল আচরণে হয়েছে॥ ৪॥

ছন্দ—প্রতিকূল বিধাতার বিচিত্র কর্মপদ্ধতি। তিনি মাতা কৈকেয়ীকে (হঠাৎ) দুর্বুদ্ধি প্রদান করলেন। সেই রাত্রেও কিন্তু প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বারে বারে আপনার প্রশংসা করেছিলেন। তুলসীদাস বলেন— (নিষাদরাজ গুহক বললেন—) শ্রীরামচন্দ্র আপনাকে যত ভালোবাসেন অতটা অন্য কাউকে নয়—এই আমার স্থির বিশ্বাস। পরিণাম মঙ্গলজনক হবে জেনে চিত্তে ধৈর্য ধারণ করুন॥

সোরঠা—শ্রীরামচন্দ্র তো অন্তর্যামী। তাঁর অপরিসীম সংকোচ, প্রেম ও কৃপা। তাই মনে শক্তি আনুন। চলুন, একটু বিশ্রাম করে নেবেন॥ ২০১॥

চৌপাই—শ্রীভরত তখন শান্ত হলেন। সখার কথায় চিত্তে ধৈর্য ধারণ করে শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করতে করতে তিনি তাঁর বিশ্রামের স্থানের দিকে এগিয়ে গেলেন। ততক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রের রাত্রিযাপনের স্থানের খবর প্রজাদের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল। তারা দুঃখিত মনে সেই স্থান দর্শন করতে চলল॥ ১॥

চৌপাই (২—৫)

পরদখিনা করি করহিঁ প্রনামা। দেহিঁ কৈকইহি খোরি নিকামা॥
ভরি ভরি বারি বিলোচন লেহীঁ। বাম বিধাতহি দূষন দেহীঁ॥
এক সরাহহিঁ ভরত সনেহূ। কোউ কহ নৃপতি নিবারেহউ নেহূ॥
নিন্দহিঁ আপু সরাহি নিষাদহি। কো কহি সকই বিমোহ বিষাদহি॥
এহি বিধি রাতি লোগু সবু জাগা। ভা ভিনুসার গুদারা লাগা॥
গুরহি সুনাবঁ চঢ়াই সুহাঈঁ। নঈঁ নাব সব মাতু চঢ়াঈঁ॥
দন্ড চারি মহঁ ভা সবু পারা। উতরি ভরত তব সবহি সঁভারা॥

দোহা (২০২)

প্রাতক্রিয়া করি মাতু পদ বন্দি গুরহি সিরু নাই।
আগেঁ কিএ নিষাদ গন দীন্হেউ কটকু চলাই॥

চৌপাই (১—৪)

কিয়উ নিষাদনাথু অগুআঈঁ। মাতু পালকীঁ সকল চলাঈঁ॥
সাথ বোলাই ভাই লঘু দীন্হা। বিপ্রন্হ সহিত গবনু গুর কীন্হা॥
আপু সুরসরিহি কীন্হ প্রনামূ। সুমিরে লখন সহিত সিয় রামূ॥
গবনে ভরত পয়াদেহিঁ পাএ। কোতল সঙ্গ জাহিঁ ডোরিআএ॥
কহহিঁ সুসেবক বারহিঁ বারা। হোইঅ নাথ অস্ব অসবারা॥
রামু পয়াদেহি পায়ঁ সিধাএ। হম কহঁ রথ গজ বাজি বনাএ॥
সির ভর জাউঁ উচিত অস মোরা। সব তে সেবক ধরমু কঠোরা॥
দেখি ভরত গতি সুনি মৃদু বানী। সব সেবক গন গরহিঁ গলানী॥

দোহা (২০৩)

ভরত তীসরে পহর কহঁ কীন্হ প্রবেসু প্রয়াগ।
কহত রাম সিয় রাম সিয় উমগি উমগি অনুরাগ॥

অতঃপর তারা সেই স্থান পরিক্রমা করে প্রণাম করল আর কৈকেয়ীকে খুব দোষারোপ করল। তাদের নয়ন জলে ভরে গেল। প্রতিকূল বিধাতার উদ্দেশ্যকেও তারা দোষারোপ করল॥ ২॥ কেউ শ্রীভরতের প্রশংসা করল আর কেউ বলল যে প্রকৃত প্রেম কী তা তো রাজা দশরথ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। সকলেরই নিষাদরাজকে নিজেদের থেকে প্রিয় বোধ হল। তখনকার ভাব-বিহ্বলতা ও বিষাদ বর্ণনাতীত ছিল॥ ৩॥ রাত্রি জাগরণেই অতিবাহিত হল। ভোর হতেই খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা হল। একটি সুন্দর নৌকায় গুরুদেব বশিষ্ঠদেবকে চড়ানো হন। অন্য এক নৌকায় মাতাগণকে চড়ানো হল॥ ৪॥ নদী পার করতে চার দণ্ড সময় লাগল। নদী পার করে শ্রীভরত সকলের খোঁজ নিলেন॥ ৫॥

দোহা — প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন কার্যান্তে মাতৃচরণ বন্দনা ও গুরুদেব চরণে মস্তক অবনমন করে শ্রীভরত নিষাদদের (পথ প্রদর্শনের জন্য) সম্মুখে রেখে সৈন্যসামন্ত সহিত যাত্রারম্ভ করলেন॥ ২০২॥

চৌপাই—নিষাদরাজকে সম্মুখে রেখে মাতাদের শিবিকা এগিয়ে চলল। শ্রীভরত অনুজ শ্রীশত্রুঘ্নকে তাঁদের সঙ্গে দিলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে গুরু বশিষ্ঠদেব চললেন॥ ১॥ অতঃপর তিনি (শ্রীভরত) গঙ্গামাতাকে প্রণাম করলেন ও শ্রীলক্ষ্মণসহিত শ্রীসীতারামকে স্মরণ করলেন। শ্রীভরত হেঁটেই চলতে লাগলেন। লাগামযুক্ত আরোহীহীন অশ্ব তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল॥ ২॥ উত্তম সেবক বারে বারে শ্রীভরতকে অনুরোধ করল—হে নাথ ! আপনি অশ্বে চড়ে চলুন। (শ্রীভরত উত্তর দিলেন) প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তো হেঁটেই গিয়েছেন আর আমার জন্য রথ, গজ, অশ্ব সকলের ব্যবস্থা ! ৩॥ তখন আমার তো (পায়ে না হেঁটে) মাথা দিয়ে হেঁটে যাওয়া উচিত। সেবকের ধর্ম (কার্য) সতত কঠিনই হয়ে থাকে। শ্রীভরতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আর তাঁর মৃদুকণ্ঠ শ্রবণ করে সেবকগণের মন গ্লানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল॥ ৪॥

দোহা — প্রেমানুরাগরঞ্জিত শ্রীভরত 'সীতারাম' জপ করতে করতে তৃতীয় প্রহরে প্রয়াগে প্রবেশ করলেন॥ ২০৩॥

চৌপাই (১—৪)

ঝলকা ঝলকত পায়ন্হ কৈসেঁ। পঙ্কজ কোস ওস কন জৈসেঁ।।
ভরত পয়াদেহিঁ আএ আজূ। ভয়উ দুখিত সুনি সকল সমাজূ।।

খবরি লীন্হ সব লোগ নহাএ। কীন্হ প্রনামু ত্রিবেনিহিঁ আএ।।
সবিধি সিতাসিত নীর নহানে। দিএ দান মহিসুর সনমানে।।

দেখত স্যামল ধবল হলোরে। পুলকি সরীর ভরত কর জোরে।।
সকল কাম প্রদ তীরথরাউ। বেদ বিদিত জগ প্রগট প্রভাউ।।

মাগউঁ ভীখ ত্যাগি নিজ ধরমূ। আরত কাহ ন করই কুকরমূ।।
অস জিয়ঁ জানি সুজান সুদানী। সফল করহিঁ জগ জাচক বানী।।

দোহা (২০৪)

অরথ ন ধরম ন কাম রুচি গতি ন চহউঁ নিরবান।
জনম জনম রতি রাম পদ যহ বরদানু ন আন।।

চৌপাই (১—৪)

জানহুঁ রামু কুটিল করি মোহী। লোগ কহউ গুর সাহিব দ্রোহী।।
সীতা রাম চরন রতি মোরেঁ। অনুদিন বঢ়উ অনুগ্রহ তোরেঁ।।

জলদু জনম ভরি সুরতি বিসারউ। জাচত জলু পবি পাহন ডারউ।।
চাতকু রটনি ঘটেঁ ঘটি জাঈ। বঢ়েঁ প্রেমু সব ভাঁতি ভলাঈ।।

কনকহিঁ বান চঢ়ই জিমি দাহেঁ। তিমি প্রিয়তম পদ নেম নিবাহেঁ।।
ভরত বচন সুনি মাঝ ত্রিবেনী। ভই মৃদু বানি সুমঙ্গল দেনী।।

তাত ভরত তুম্হ বিধি সাধূ। রাম চরন অনুরাগ অগাধূ।।
বাদি গলানি করহু মন মাহীঁ। তুম্হ সম রামহি কোউ প্রিয় নাহীঁ।।

চৌপাই— (হেঁটে আসায়) শ্রীভরতের পায়ে ফোসকা পড়েছে শুনে সকলেই দুঃখিত হয়ে পড়ল। পায়ের ফোসকা পদ্মকলির উপর শিশির বিন্দুসম টলটল করছিল॥ ১॥ যখন শ্রীভরত এসে পৌঁছালেন তখন ত্রিবেণী সঙ্গমে সকলেই অবগাহন করতে ব্যস্ত। সকলকার স্নান সমাপন হয়েছে জেনে তিনি প্রথমে তীর্থরাজ প্রয়াগকে প্রণাম করলেন। অতঃপর তিনি নিয়ম পালন করে (গঙ্গা-যমুনার) শ্বেত ও শ্যাম জলে স্নান করলেন ও দানাদি করে ব্রাহ্মণদের সম্মান জ্ঞাপন করলেন॥ ২॥ শ্যামল ও শ্বেত (শ্রীযমুনা ও শ্রীগঙ্গার) তরঙ্গরাজি প্রত্যক্ষ করে শ্রীভরত অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভব করলেন। তিনি তখন হাত জোড় করে বললেন—হে তীর্থরাজ ! আপনি তো সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করে থাকেন ! আপনার মাহাত্ম্য বেদবর্ণিত ও জগৎ প্রসিদ্ধ॥ ৩॥ আমি আমার ধর্ম (যাচনায় বিমুখ ক্ষাত্রধর্ম) ত্যাগ করে আপনার কাছে ভিক্ষা চাইছি। আর্তব্যক্তি তো কুকর্ম করেই থাকে— এই কথা জেনে জগতের উত্তম দানবীরগণ যাচকের প্রার্থনা পূরণ করে থাকেন (অর্থাৎ যাচক যা চায় তাই দেন)॥ ৪॥

দোহা—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই সকলের মোহ আমার নেই। আমি কামনা করি যেন আমার শ্রীরামচন্দ্র চরণে প্রীতি জন্মজন্মান্তরে অবিচল থাকে—এই বর আমাকে দিন, আমার আর কিছুই চাই না॥ ২০৪॥

চৌপাই—স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র আমাকে মলিনচিত্ত মনে করতে পারেন আর প্রজাগণ আমাকে গুরুদ্রোহিতা ও প্রভুদ্রোহিতার দোষে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে (আমি তাও মেনে নেব) কিন্তু আপনার কৃপায় যেন শ্রীরামচন্দ্র চরণের উপর প্রীতি আমার দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়॥ ১॥ চিরজীবনের জন্য মেঘ চাতকের কথা বিস্মরণ করতে পারে আর সে জল চাইলে তার উপর বজ্র ও শিলা প্রহার হতে পারে কিন্তু চাতকের পক্ষে তার জলের জন্য আকুতি খর্ব হলে তো তার সুনামই ধ্বংস হয়ে যাবে। তার প্রেম বৃদ্ধি হওয়াতেই তো মঙ্গল নিহিত থাকে॥ ২॥ সুবর্ণ আতপ্ত হলে তার ঔজ্জ্বল্যে বিকাশ হয় তেমনই প্রিয়তমের চরণে প্রেমের নিবেদনে প্রেমীরই গৌরব বৃদ্ধি পায়। শ্রীভরতের কথা শুনে ত্রিবেণী সঙ্গমের মধ্য থেকে সুন্দর মঙ্গল প্রদায়ক সুকোমল দৈববাণী ঘোষিত হতে শোনা গেল॥ ৩॥ বৎস ভরত ! তুমি সর্বতোভাবে সাধু ব্যক্তি।

দোহা (২০৫)

তনু পুলকেউ হিয়ঁ হরষু সুনি বেনি বচন অনুকূল।
ভরত ধন্য কহি ধন্য সুর হরষিত বরষহিঁ ফূল॥

চৌপাই (১—৪)

প্রমুদিত তীরথরাজ নিবাসী। বৈখানস বটু গৃহী উদাসী॥
কহহি পরসপর মিলি দস পাঁচা। ভরত সনেহু সীলু সুচি সাঁচা॥

সুনত রাম গুন গ্রাম সুহাএ। ভরদ্বাজ মুনিবর পহিঁ আএ॥
দন্ড প্রনামু করত মুনি দেখে। মূরতিমন্ত ভাগ্য নিজ লেখে॥

ধাই উঠাই লাই উর লীন্হে। দীন্হি অসীস কৃতারথ কীন্হে॥
আসনু দীন্হ নাই সিরু বৈঠে। চহত সকুচ গৃহঁ জনু ভজি পৈঠে॥

মুনি পূঁছব কছু যহ বড় সোচূ। বোলে রিষি লখি সীলু সঁকোচূ॥
সুনহু ভরত হম সব সুধি পাঈ। বিধি করতব পর কিছু ন বসাঈ॥

দোহা (২০৬)

তুম্হ গলানি জিয়ঁ জনি করহু সমুঝি মাতু করতূতি।
তাত কৈকইহি দোসু নহিঁ গঈ গিরা মতি ধূতি॥

চৌপাই (১—২)

যহউ কহত ভল কহিহি না কোউ। লোকু বেদু বুধ সম্মত দোউ॥
তাত তুম্হার বিমল জসু গাঈ। পাইহি লোকউ বেদু বড়াঈ॥

লোক বেদ সম্মত সবু কহঈ। জেহি পিতু দেই রাজু সো লহঈ॥
রাউ সত্যব্রত তুম্হহি বোলাঈ। দেত রাজু সুখু ধরমু বড়াঈ॥

শ্রীরামচন্দ্র চরণে তোমার অগাধ অনুরাগ বর্তমান। তুমি অকারণে মনে গ্লানি ধারণ করে আছ। শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতি তোমার উপর যতটা ততটা অন্য কারও উপর নয়॥ ৪॥

দোহা—দৈববাণী শ্রবণ করে শ্রীভরত অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভব করলেন। তাঁর চিত্তে প্রসন্নতা এল। দেবতাগণ 'ধন্য ভরত' বলে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ২০৫॥

চৌপাই — তীর্থরাজ প্রয়াগে বসবাসকারী বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রমের ব্যক্তিগণই আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তারা পাঁচ-দশজন একত্র হয়ে আলোচনা করে বলতে লাগল যে শ্রীভরতের প্রেম ও সদাচার পবিত্র ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত॥ ১॥ শ্রীরামচন্দ্রের মনোরম গুণকীর্তন শ্রবণ করতে করতে শ্রীভরত মহামুনি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হলেন। মুনিবর দেখলেন যে শ্রীভরত তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করছেন। তাঁর মনে হল যেন মূর্তিমান সৌভাগ্য তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন॥ ২॥ এইবার ভরদ্বাজ মুনি স্বয়ং ছুটে এসে শ্রীভরতকে ভূমি থেকে তুলে আলিঙ্গন দান করলেন আর আশীর্বাদ করে তাঁকে কৃতার্থ করলেন। মুনিবর তাঁকে বসবার আসন দিলেন। শ্রীভরত নতমস্তকে উপবেশন করলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি সংকোচের আবরণে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন॥ ৩॥ শ্রীভরতের মনে তখন এক প্রবল চিন্তা যে মুনিবর প্রশ্ন করলে (তিনি কী উত্তর দেবেন) মুনিবর শ্রীভরতের সদাচার ও সংকোচ লক্ষ্য করে বললেন— ভরত! শোনো। আমি সব খবরই পেয়েছি। বিধাতার কার্যে কী কারো হাত থাকে ? ৪॥

দোহা—মাতা কৈকেয়ীর কৃতকর্মের জন্য তুমি তোমার চিত্তে গ্লানি বোধ কেন করছ ? হে তাত! বস্তুত কৈকেয়ীর কোনো দোষ নেই কারণ তার মতিভ্রম তো দেবী সরস্বতীর ইচ্ছায় হয়েছিল॥ ২০৬॥

চৌপাই— বিদ্বানগণ লোকাচার ও শাস্ত্রকথন— দুইই মেনে থাকেন, যদিও এই কথার গুরুত্ব কেউ দেবে না। কিন্তু হে তাত! তোমার নির্মল যশোগান করে ত্রিলোক ও শাস্ত্রবিধিও গৌরবান্বিত বোধ করবে॥ ১॥ লোকাচার ও শাস্ত্রবিধি অনুসারে পিতা যাকে রাজা করেন সেই রাজা হয়। এই কথায় তো সকলেই সমর্থন করে। রাজা সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি যদি তোমাকে ডেকে

রাম গবনু বন অনরথ মূলা। জো সুনি সকল বিস্ব ভই সূলা॥
সো ভাবী বস রানি অয়ানী। করি কুচালি অন্তহুঁ পছিতানী॥

তহঁউঁ তুম্হার অলপ অপরাধূ। কহৈ সো অধম অয়ান অসাধূ॥
করতেহু রাজু ন তুম্হহি ন দোষূ। রামহি হোত সুনত সন্তোষূ॥

দোহা (২০৭)

অব অতি কীন্হেহু ভরত ভল তুম্হহি উচিত মত এহু।
সকল সুমঙ্গল মূল জগ রঘুবর চরন সনেহু॥

চৌপাই (১—৪)

সো তুম্হার ধনু জীবনু প্রানা। ভূরিভাগ কো তুম্হহি সমানা॥
যহ তুম্হার আচরজু ন তাতা। দসরথ সুঅন রাম প্রিয় ভ্রাতা॥

সুনহু ভরত রঘুবর মন মাহীঁ। পেম পাত্রু তুম্হ সম কোউ নাহীঁ॥
লখন রাম সীতহি অতি প্রীতী। নিসি সব তুম্হহি সরাহত বীতী॥

জানা মরমু নহাত প্রয়াগা। মগন হোহিঁ তুম্হরেঁ অনুরাগা॥
তুম্হ পর অস সনেহু রঘুবর কেঁ। সুখ জীবন জগ জস জড় নর কেঁ॥

যহ ন অধিক রঘুবীর বড়াঈ। প্রনত কুটুম্ব পাল রঘুরাঈ॥
তুম্হ তৌ ভরত মোর মত এহূ। ধরেঁ দেহ জনু রাম সনেহূ॥

দোহা (২০৮)

রাজত্ব দিতেন তাহলে সুখ আর ধর্ম দুইই বজায় থাকত আর তা সকলের প্রশংসাও অর্জন করত॥ ২ ॥ সকল অনর্থের মূলে তো শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠানো যা বিশ্বচরাচরকে কষ্ট দিয়েছে। সেই শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনও নিয়তির পরিচালনায় হয়েছে। গুরুত্ব না বুঝে রানী নিয়তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসঙ্গত কার্য করলেন যার জন্য পরে তাঁকে অনুতাপ করতে হল॥ ৩॥ এই ঘটনার জন্য যদি কেউ তোমাকে সামান্যতমও দয়ী মনে করে তাহলে সেই হল চরম অধম, অজ্ঞান ও অসাধু। যদি তুমি রাজত্ব করতে তবুও তা তোমার পক্ষে দোষের হত না আর তা শুনে শ্রীরামচন্দ্রও আনন্দিত হতেন॥ ৪ ॥

দোহা—হে ভরত ! তুমি ভালোই করেছ ; তোমার পক্ষে এটিই সমুচিত হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র চরণে প্রেম ধারণই যে জগতে সকল মঙ্গলের আধার॥ ২০৭॥

চৌপাই— শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিতে তোমার প্রাণ ও জীবন উৎসর্গীকৃত। তাই তুমি ধন্য। তোমার মতন ভাগ্যবান আর কে আছে ? হে তাত ! আমার কিন্তু তাতে আশ্চর্য বোধ আসে না, কারণ তুমি যে দশরথনন্দন ও শ্রীরামচন্দ্রের অতিশয় প্রিয় ভ্রাতা !॥ ১॥ হে ভরত ! শোনো। শ্রীরামচন্দ্রের মনে তোমার সমকক্ষ প্রিয়পাত্র আর কেউ নেই। শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী সে দিন তিনজনেই তোমার প্রশংসা করেই রাত্রি যাপন করেছিলেন॥ ২॥ প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে যখন তাঁরা অবগাহন করবার জন্য এসেছিলেন তখন আমি এই রহস্য জানতে পেরেছিলাম। তাঁরা তখন তোমার প্রেমে মগ্ন হয়ে ছিলেন। বিষয়াসক্ত জীব যেমন সংসারের সুখময় জীবনের স্মৃতি লালন করে, প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তদনুরূপ তোমার প্রেম-ভালোবাসায় নিমজ্জিত ছিলেন॥ ৩॥ এতে তো শ্রীরঘুবীরের কোনো বিশেষ মাহাত্ম্য আমি দেখি না কারণ তিনি তো শরণাগত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনেরও প্রতিপালন করে থাকেন। হে ভরত ! আমার মতে তুমিই শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমতনু॥ ৪॥

দোহা—হে ভরত ! তুমি যাকে কলঙ্ক বলে ভাবছ আমাদের জন্য তা মহান উপদেশ। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তিরসে সিদ্ধিলাভ হেতু এই সময়টি অতিশয় উৎকৃষ্ট প্রমাণিত হল॥ ২০৮॥

চৌপাই (১—৪)

নব বিধু বিমল তাত জসু তোরা। রঘুবর কিঙ্কর কুমুদ চকোরা॥
উদিত সদা অঁথইহি কবহূঁ না। ঘটিহি ন জগ নভ দিন দিন দূনা॥

কোক তিলোক প্রীতি অতি করিহী। প্রভু প্রতাপ রবি ছবিহি ন হরিহী॥
নিসি দিন সুখদ সদা সব কাহূ। গ্রসিহি ন কৈকই করতবু রাহূ॥

পূরন রাম সুপেম পিযূষা। গুর অবমান দোষ নহি দূষা॥
রাম ভগত অব অমিঅঁ অঘাহূঁ। কীন্হেহু সুলভ সুধা বসুধাহূঁ॥

ভূপ ভগীরথ সুরসরি আনী। সুমিরত সকল সুমঙ্গল খানী॥
দসরথ গুন গন বরনি ন জাহীঁ। অধিকু কহা জেহি সম জগ নাহীঁ॥

দোহা (২০৯)

জাসু সনেহ সকোচ বস রাম প্রগট ভএ আই।
জে হর হিয় নয়ননি কবহুঁ নিরখে নহীঁ অঘাঈ॥

চৌপাই (১—৩)

কীরতি বিধু তুম্হ কীন্হ অনূপা। জহঁ বস রাম পেম মৃগরূপা॥
তাত গলানি করহু জিয়ঁ জাএঁ। ডরহু দরিদ্রহি পারসু পাএঁ॥

সুনহু ভরত হম ঝূঠ ন কহহীঁ। উদাসীন তাপস বন রহহীঁ॥
সব সাধন কর সুফল সুহাবা। লখন রাম সিয় দরসনু পাবা॥

তেহি ফল কর ফলু দরস তুম্হারা। সহিত পয়াগ সুভাগ হমারা॥
ভরত ধন্য তুম্হ জসু জগু জয়উ। কহি অস পেম মগন মুনি ভয়উ॥

চৌপাই—হে তাত ! তোমার যশ হল নবীন নির্মল চন্দ্রসম। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তগণ হলেন কুমুদ ও চকোর (পক্ষী) সম। চন্দ্র নিত্য অস্ত যায় আর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলে কুমুদ-চকোরাদি বিষণ্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু তোমার যশচন্দ্র সতত গগনে প্রদীপ্ত থাকবে, কখনও অস্ত যাবে না। জগৎ গগনে তার ক্ষয়প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। তা দিনে দিনে আরও কলাযুক্ত হয়ে নির্মল চন্দ্রালোক বিতরণ করতে থাকবে॥ ১॥ ত্রিলোকরূপ চক্রবাত এই যশচন্দ্রে পরম প্রীতি ধারণ করবে আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের প্রতাপরূপ সূর্যও সেই চন্দ্রালোক হরণ করবে না। এই চন্দ্রালোক দিবারাত্র সতত সকলকে সুখ প্রদান করবে। কৈকেয়ীর কুকর্মরূপী রাহু তাকে গ্রাস করতে সমর্থ হবে না॥ ২॥ তোমার যশচন্দ্র শ্রীরামচন্দ্রের সুমধুর প্রেমামৃততে পরিপূর্ণ। তাতে গুরুর অপমান দোষেরও স্পর্শ নেই। তোমার এই যশরূপ চন্দ্র পৃথিবীতেও অমৃত সুলভ করে দিয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তগণের কাছে তা পরম তৃপ্তি প্রদায়ক॥ ৩॥ মহারাজ ভগীরথ গঙ্গাকে ধরাতে আনয়ন করলেন—যে গঙ্গার স্মরণই সকল মঙ্গলের আধার। মহারাজ দশরথের গুণসকল বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয় ; তাঁর সম্বন্ধে আর কী বলব ! তাঁর সমকক্ষ যে জগতে নেই॥ ৪॥

দোহা—তাঁর প্রেম ও সদাচার প্রত্যক্ষ করে স্বয়ং (সচ্চিদানন্দঘন) ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে স্বয়ং শ্রীমহাদেব নিজ হৃদয় নয়নে এই শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হতে কখনই সক্ষম হননি॥ ২০৯॥

চৌপাই—কিন্তু তার থেকেও বড় কথা হল তুমি কীর্তিরূপ যে অনুপম চন্দ্র উৎপন্ন করেছ তাতে শ্রীরামপ্রেমই মৃগের (চিহ্নের)রূপে বিরাজ করে। হে তাত ! তুমি অনর্থক চিত্তে গ্লানি বোধ করছ। তুমি পরশমণি পেয়েও দারিদ্র্যকে ভয় পাচ্ছ ! ১॥ হে ভরত ! শোনো, আমরা মিথ্যা বলি না। আমরা উদাসীন ও নির্লিপ্ত, তপস্বী (ঈশ্বর ছাড়া অন্য কাউকে তুষ্ট করি না) ও অরণ্যবাসী (যারা কারো কাছ থেকে কিছু চায় না)। আমি সেই সন্ন্যাসী যে শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর দর্শন লাভ করে সাধনায় সর্বোত্তম ফল লাভ করতে সক্ষম হয়েছে॥ ২॥ (সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণসহিত শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করে) যে পুণ্য আমি অর্জন করেছিলাম তার ফলেই আজ আমার এই তোমার দর্শন লাভ

চৌপাই (৪)

সুনি মুনি বচন সভাসদ হরষে। সাধু সরাহি সুমন সুর বরষে॥
ধন্য ধন্য ধুনি গগন পয়াগা। সুনি সুনি ভরতু মগন অনুরাগা॥

দোহা (২১০)

পুলক গাত হিয়ঁ রামু সিয় সজল সরোরুহ নৈন।
করি প্রনামু মুনি মন্ডলিহি বোলে গদগদ বৈন॥

চৌপাই (১—৪)

মুনি সমাজু অরু তীরথরাজূ। সাঁচিহুঁ সপথ অঘাই অকাজূ॥
এহি থল জৌঁ কিছু কহিঅ বনাঈ। এহি সম অধিক ন অঘ অধমাঈ॥

তুম্হ সর্বগ্য কহউঁ সতিভাউ। উর অন্তরজামী রঘুরাউ॥
মোহি ন মাতু করতব কর সোচূ। নহি দুখু জিয় জগু জানিহি পোচূ॥

নাহিন ডরু বিগরিহি পরলোকূ। পিতহু মরন কর মোহি ন সোকূ॥
সুকৃত সুজস ভরি ভুঅন সুহাএ। লছিমন রাম সরিস সুত পাএ॥

রাম বিরহঁ তজি তনু ছনভঙ্গূ। ভূপ সোচ কর কবন প্রসঙ্গূ॥
রমা লখন সিয় বিনু পগ পনহীঁ। করি মুনি বেষ ফিরহিঁ বন বনহীঁ॥

দোহা (২১১)

অজিত বসন ফল অসন মহি সয়ন ডাসি কুস পাত।
বসি তরু তর নিত সহত হিম আতপ বরষা বাত॥

চৌপাই (১)

এহি দুখ দাহঁ দহই দিন ছাতী। ভূখ ন বাসর নীচ ন রাতী॥
এহি কুরোগ কর ঔষধু নাহীঁ। সোধেউঁ সকল বিস্ব মন মাহীঁ॥

হল যা আমি অতিশয় বিশাল পরিমাণ পুণ্য বলে গণ্য করি। প্রয়াগরাজের সঙ্গে আমারও এ এক অসীম সৌভাগ্যস্বরূপ। হে ভরত ! তুমি ধন্য। তোমার যশের প্রভাবে জগৎ জয় করেছ। এইরূপ বলে মুনিবর প্রেমমগ্ন হয়ে গেলেন॥ ৩॥ ভরদ্বাজমুনির কথা সভাসদগণকে আনন্দিত করল। দেবতাগণ সাধুবাদ দিয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। প্রয়াগের আকাশে বাতাসে 'ধন্য ধন্য' ধ্বনি শুনে শ্রীভরত প্রেমমগ্ন হয়ে গেলেন॥ ৪॥

দোহা— চিত্তে শ্রীসীতারামকে ধারণ করে শ্রীভরত তখন অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভব করলেন ; কমল সদৃশ নয়নযুগল প্রেমাশ্রুতে ভরে গেল। তিনি মুনিবৃন্দকে প্রণাম করে গদ্গদ স্বরে বললেন॥ ২১০॥

চৌপাই— (তিনি বললেন—) মুনিবরসকল উপস্থিত রয়েছেন আর স্থানটি হল তীর্থরাজ প্রয়াগ। এইখানে সত্য কথাও শপথ করে বললে অতিশয় ক্ষতিকর হয়ে থাকে। আর কিছু অসত্য বললে তো তার মতন পাপ ও অধম কার্য আর হয় না॥ ১॥ আমি সত্য বলছি আপনারা সর্বজ্ঞ ; শ্রীরামচন্দ্রও অন্তরের কথা জানেন (মিথ্যা তো আপনাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যাবে না)। মাতা কৈকেয়ীর কুকর্মের পরিকল্পনার বিন্দুমাত্রও আমার জানা ছিল না। মনে কোনো দুঃখ নেই যে তার জন্য সকলে আমাকে অধম বলে মনে করবে। আমার পরলোকেরও ভয় নেই। পিতার মৃত্যুর জন্য শোকও নেই কারণ তাঁর পুণ্য ও সুযশ তো বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত ; তিনি শ্রীরাম-লক্ষ্মণসম পুত্রদ্বয় লাভ করেছেন॥ ২-৩॥ আর যিনি শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে নিজ ক্ষণভঙ্গুর নরদেহ ত্যাগ করেছেন তাঁর জন্য শোক কেন করব ? (তবে চিন্তা হয় যে) দুর্গম অরণ্যের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবী খালি পায়ে মুনির বেশ ধারণ করে বিচরণ করছেন॥ ৪॥

দোহা— তাঁদের পরিধানে বল্কল বস্ত্র, ফলমূল আহার করে তাঁরা ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন, কুশ ও পত্রদল নির্মিত শয্যা প্রস্তুত করে ভূমিতে তাঁদের নিদ্রা গমন আর তাঁরা বৃক্ষতলে বসে শীত, গ্রীষ্ম, ঝড়-জল, বর্ষা সতত সহ্য করেন॥ ২১১॥

চৌপাই— সেই দুঃখে আমার চিত্তে নিদারুণ প্রদাহ হয়। আমার দিবার ক্ষুধা আর রাত্রের নিদ্রা নেই। আমি মনে মনে খুঁজে দেখেছি যে, এই কুৎসিত ব্যাধির ঔষধি সমগ্র বিশ্বে নেই। মাতা কৈকেয়ীর অনুচিত কর্ম পাপের মূল

চৌপাই (২—৪)

মাতু কুমত বঢ়ঈ অঘ মূলা। তেহিঁ হমার হিত কীন্হ বঁসূলা।।
কলি কুকাঠ কর কীন্হ কুজন্ত্রু। গাড়ি অবধি পঢ়ি কঠিন কুমন্ত্রু।।
মোহি লগি যহু কুঠাটু তেহিঁ ঠাটা। ঘালেসি সব জগু বারহবাটা।।
মিটই কুজোগু রাম ফিরি আএঁ। বসই অবধ নহিঁ আন উপাএঁ।।
ভরত বচন সুনি মুনি সুখু পাঈ। সবহিঁ কীন্হি বহু ভাঁতি বড়াঈ।।
তাত করহু জনি সোচু বিসেষী। সব দুখু মিটিহি রাম পগ দেখী।।

দোহা (২১২)

করি প্রবোধু মুনিবর কহেউ অতিথি পেমপ্রিয় হোহু।
কন্দ মূল ফল ফূল হম দেহিঁ লেহু করি ছোহু।।

চৌপাই (১—৪)

সুনি মুনি বচন ভরত হিয়ঁ সোচূ। ভয়উ কুঅবসর কঠিন সঁকোচূ।।
জানি গরুই গুর গিরা বহোরী। চরন বন্দি বোলে কর জোরী।।
সির ধরি আয়সু করিঅ তুম্হারা। পরম ধরম যহু নাথ হমারা।।
ভরত বচন মুনিবর মন ভাএ। সুচি সেবক সিষ নিকট বোলাএ।।
চাহিঅ কীন্হি ভরত পহুনাঈ। কন্দ মূল ফল আনহু জাঈ।।
ভলেহিঁ নাথ কহি তিন্হ সির নাএ। প্রমুদিত নিজ নিজ কাজ সিধাএ।।
মুনিহি সোচ পাহুন বড় নেবতা। তসি পূজা চাহিঅ জস দেবতা।।
সুনি রিধি সিধি অনিমাদিক আঈঁ। আয়সু হোই সো করহিঁ গোসাঈঁ।।

দোহা (২১৩)

রাম বিরহ ব্যাকুল ভরতু সানুজ সহিত সমাজ।
পহুনাঈ করি হরহু শ্রম কহা মুদিত মুনিরাজ।।

সূত্রধর। আমার রাজ্যলাভরূপী কামনাকে বাটালি করা হয়েছিল। তাই দিয়ে কলহরূপ কুৎসিত কাষ্ঠের খুঁটি প্রস্তুত করে চতুর্দশ বৎসর ব্যাপী কঠিন কুমন্ত্র রচনা (পাঠ) করে তা অযোধ্যায় প্রোথিত করা হয়েছে। (মাতার অনুচিত চিন্তাধারা সূত্রধর, ভরতের রাজ্যলাভ বাটালি, শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস সেই খুঁটি আর কুমন্ত্র হল চতুর্দশ বৎসর বনবাস)॥ ২॥ আমার জন্য এই কুৎসিত ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছিল যা সমগ্র অযোধ্যাকে খানখান করে দিয়েছে। তার সমাধান একমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের মধ্যে নিহিত। অন্য কোনো সমাধান তো আমি দেখি না॥ ৩॥ শ্রীভরতের কথা শ্রবণ করে মুনিগণ সুখানুভব করলেন। উপস্থিত সকলেই শ্রীভরতের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। (মুনিবর ভরদ্বাজ বললেন—) হে বৎস ! আর শোক কোরো না। শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগলের দর্শন লাভ হলেই তোমার দুঃখের অবসান হবে॥ ৪॥

দোহা—এইরূপ প্রবোধ দান করে ভরদ্বাজ মুনি সকলকে আতিথ্য স্বীকার করতে অনুরোধ করে বললেন— আমাদের দেওয়া ফল-ফুল, কন্দ মূল ধারণ করে আমাদের ধন্য করো॥ ২১২॥

চৌপাই—মহামুনির অনুরোধ শ্রবণ করে শ্রীভরতের মনে হল যে তিনি সমস্যা সৃষ্টি করে বসলেন। তাই শ্রীভরত সংকোচের বশীভূত হলেন। গুরুজনদের কথা সতত পালন করা উচিত জেনে তিনি তাঁর চরণ বন্দনা করে হাতজোড় করে বললেন॥ ১॥ (শ্রীভরত বললেন—) হে নাথ ! আপনার আদেশ শিরোধার্য করে পালন করাকেই আমি পরম ধর্ম মনে করি। শ্রীভরতের কথা মুনিবরকে প্রসন্ন করল। তিনি তখন তাঁর বিশ্বস্ত শিষ্য ও সেবকদের ডাকলেন॥ ২॥ (এবং বললেন—) ভরতের বিশ্রামের ব্যবস্থা করো আর কন্দ, ফল-মূল নিয়ে এসো। তারা মহামুনির আদেশ শিরোধার্য করে সানন্দে তা পালন করতে তৎপর হল॥ ৩॥ ঘরে মান্যগণ অতিথির আগমন তাই মুনিগণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অতিথি (দেবতা) অনুসারেই তো সেবার (পূজার) ব্যবস্থা প্রয়োজন। তা জেনেই সিদ্ধিগণ ও অণিমাদির আগমন হল। তারা মহামুনিকে আদেশ করতে অনুরোধ করল॥ ৪॥

দোহা—মুনিবর প্রসন্ন হয়ে তাদের বললেন— অনুজ শত্রুঘ্ন ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দের সঙ্গে শ্রীভরত এসেছেন ; সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে কাতর। উত্তমরূপে অতিথি সেবা করে তাঁদের পথশ্রম দূরীভূত করা প্রয়োজন॥ ২১৩॥

চৌপাই (১—৪)

রিধি সিধি সির ধরি মুনিবর বানী। বড়ভাগিনি আপুহি অনুমানী।।
কহহিঁ পরসপর সিধি সমুদাঈ। অতুলিত অতিথি রাম লঘু ভাঈ।।

মুনি পদ বন্দি করিঅ সোই আজূ। হোই সুখী সব রাজ সমাজূ।।
অস কহি রচেউ রুচির গৃহ নানা। জেহি বিলোকি বিলখাহিঁ বিমানা।।

ভোগ বিভূতি ভূরি ভরি রাখে। দেখত জিন্‌হহি অমর অভিলাষে।।
দাসী দাস সাজু সব লীন্‌হেঁ। জোগবত রহহিঁ মনহি মনু দীন্‌হেঁ।।

সব সমাজু সজি সিধি পল মাহীঁ। জে সুখ সুরপুর সপনেহুঁ নাহীঁ।।
প্রথমহিঁ বাস দিএ সব কেহী। সুন্দর সুখদ জথা রুচি জেহী।।

দোহা (২১৪)

বহুরি সপরিজন ভরত কহুঁ রিষি অস আয়সু দীন্‌হ।
বিধি বিসময় দায়কু বিভব মুনিবর তপবল কীন্‌হ।।

চৌপাই (১—৩)

মুনি প্রভাউ জব ভরত বিলোকা। সব লঘু লগে লোকপতি লোকা।।
সুখ সমাজু নহিঁ জাই বখানী। দেখত বিরতি বিসারহিঁ গ্যানী।।

আসন সয়ন সুবসন বিতানা। বন বাটিকা বিহগ মৃগ নানা।।
সুরভি ফুল ফল অমিঅ সমানা। বিমল জলাসয় বিবিধ বিধানা।।

অসন পান সুচি অমিঅ অমী সে। দেখি লোগ সকুচাত জমী সে।।
সুর সুরভী সুরতরু সবহী কেঁ। লখি অভিলাষু সুরেস সচী কেঁ।।

চৌপাই—মুনিবরের আদেশকে শিরোধার্য করে ঋদ্ধি-সিদ্ধি নিজেদের তাতে ভাগ্যবান বলে মনে করল। সিদ্ধিগণ এই প্রসঙ্গে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করল—শ্রীরামচন্দ্র অনুজ শ্রীভরতসম অতিথি পরম ভাগ্যবানই লাভ করে থাকেন॥ ১॥ অতএব মুনিবরের কৃপা সাপেক্ষে আমাদের আজ এমন আতিথেয়তার ব্যবস্থা করা উচিত যা সমগ্র রাজপরিবারকে সুখ প্রদানে সমর্থ। এই বলে তারা অনেকগুলি সুন্দর গৃহ রচনা করল যা সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ব্যোমযানকেও লজ্জা দিতে সমর্থ॥ ২॥ প্রচুর ভোগৈশ্বর্যযুক্ত সামগ্রীতে গৃহগুলি সজ্জিত করে দেওয়া হল। সেই আয়োজন দেবতাগণকেও প্রলোভিত করেছিল। অতিথিদের মন রেখে দাসদাসীগণ সামগ্রীসকল সজ্জিত করে দিতে লাগল॥ ৩॥ যে সুখসামগ্রীসকল স্বপ্নেও স্বর্গে পাওয়া যায় না, সিদ্ধিগণ পলকে তা এনে দিল। অতঃপর, যার যেমন পছন্দ তেমন ঘরে সকলকে থাকবার ব্যবস্থা করে দিল॥ ৪॥

দোহা—সর্বশেষে পরিজনসহ শ্রীভরতকে নিবাসগৃহ দেওয়া হল কারণ ঋষি ভরদ্বাজ তেমন আদেশই দিয়েছিলেন (শ্রীভরত চেয়েছিলেন যে তাঁর প্রজাদের জন্য মুনিবর যেন আগে বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন। তাঁর মনের ইচ্ছে জেনেই মুনিবর তদনুরূপ ব্যবস্থা করে শেষকালে সপরিবারে শ্রীভরতকে নিবাসগৃহ দেওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন।) তপস্যার বলে মুনিবর এমন অত্যাশ্চর্যজনক বৈভব সৃষ্টি করেছিলেন যে তা দেখে ব্রহ্মাও আশ্চর্য হলেন॥ ২১৪॥

চৌপাই—মুনিবরের প্রতাপ শ্রীভরত দেখলেন। মুনিবরের তুলনায় (ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের আদি) লোকপালগণও তাঁর তুচ্ছ বোধ হল। জ্ঞানীদের বৈরাগ্য হরণ করবার সামর্থ্যযুক্ত সেই সুখ সামগ্রীর বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়॥ ১॥ আসন, শয্যা, মনোহর বসন, চন্দ্রাতপ, বনরাজি, উদ্যান, বিভিন্ন প্রকারের পশুপক্ষী, সুগন্ধিত পুষ্পসম্ভার, অমৃত তুল্য উপাদেয় ফলাদি, বিভিন্ন নির্মল জলাশয় (কূল, সরোবর আদি), অমৃতেরও অমৃত পবিত্র ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের বিভিন্ন দ্রব্যাদি ছিল যা দেখে সকলে সংযমী ব্যক্তিদের (মুনিঋষিদের) মতন তা গ্রহণে সংকোচ অনুভব করছিল। সকলের আবাসে কামধেনু ও কল্পবৃক্ষ ছিল যা সকলের মনোবাঞ্ছিত বস্তুসকল প্রদান করতে সমর্থ

চৌপাই (৪)

রিতু বসন্ত বহ ত্রিবিধ বয়ারী। সব কহঁ সুলভ পদারথ চারী॥
স্রক চন্দন বনিতাদিক ভোগা। দেখি হরষ বিসময় বস লোগা॥

দোহা (২১৫)

সম্পতি চকঈ ভরতু চক মুনি আয়স খেলবার।
তেহি নিসি আশ্রম পিঁঞ্জরাঁ রাখে ভা ভিনুসার॥

মাসপারায়ণ, উনিশতম বিশ্রাম

চৌপাই (১—৪)

কীন্হ নিমজ্জনু তীরথরাজা। নাই মুনিহি সিরু সহিত সমাজা॥
রিষি আয়সু অসীস সির রাখী। করি দন্ডবত বিনয় বহু ভাষী॥

পথ গতি কুসল সাথ সব লীন্হে। চলে চিত্রকূটহিঁ চিতু দীন্হেঁ॥
রামসখা কর দীন্হেঁ লাগূ। চলত দেহ ধরি জনু অনুরাগূ॥

নহি পদ ত্রান সীস নহিঁ ছায়া। পেমু নেমু ব্রতু ধরমু অমায়া॥
লখন রাম সিয় পন্থ কহানী। পূঁছত সখহি কহত মৃদু বানী॥

রাম বাস থল বিটপ বিলোকেঁ। উর অনুরাগ রহত নহিঁ রোকেঁ॥
দেখি দসা সুর বরিসহিঁ ফূলা। ভই মৃদু মহি মগু মঙ্গল মূলা॥

ছিল। এইরূপ সুখ সামগ্রী তো দেবরাজ ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীরও অভিলষিত ছিল॥ ২-৩॥ বসন্ত ঋতুর আগমন চতুর্দিকে। শীতল, মৃদুমন্দ, সুগন্ধিত—এই ত্রিগুণযুক্ত বায়ু প্রবহমান ছিল। চতুর্বর্গফল (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) সকলের কাছেই উপলভ্য ছিল। মাল্য, চন্দন, নারী আদি ভোগ্যবস্তু প্রত্যক্ষ করে জনগণ উল্লসিত ও বিষাদগ্রস্ত দুইই হল। (উল্লাস ভোগ্যবস্তু ও মুনির তপোবল প্রত্যক্ষ করে আর বিষাদের কারণ হল শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে নিয়মব্রত পালনকারী আমরা ভোগ্যবস্তুতে আসক্ত হয়ে নিয়মব্রত না ত্যাগ করে বসি !) ৪॥

দোহা—ভোগবিলাস সামগ্রী চখী আর শ্রীভরত চখা। মহামুনির আদেশ ছিল সেই পরীক্ষা যাতে তাদের রাত্রিকালে একত্রে পিঞ্জরাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল ; আর কোনো ঘটনা ছাড়াই রাত্রির অবসান হয়ে গেল (যেমন ব্যাধ কর্তৃক চখাচখীকে রাত্রিকালে একই খাঁচায় বদ্ধ করে রাখলেও তারা নিজেদের মধ্যে ব্যবধান অক্ষুণ্ণ রাখে, তেমনই মহামুনি ভরদ্বাজের আদেশে ভোগবিলাসের মধ্যে বাস করেও শ্রীভরত মানসিকভাবেও তা স্পর্শ করলেন না)॥ ২১৫॥

চৌপাই—(প্রাতঃকালে) শ্রীভরত তীর্থরাজ প্রয়াগে অবগাহন করে যাত্রার প্রস্তুতি করলেন। তিনি সকলের সঙ্গে মুনিবরের চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। তাঁর আদেশ ও আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে তিনি আবার মুনিবরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে সম্মান প্রদর্শন করলেন॥ ১॥ তদনন্তর কুশল পথপ্রদর্শক সঙ্গে নিয়ে সকলের সঙ্গে শ্রীভরত চিত্রকূটকে অন্তরে ধারণ করে যাত্রা করলেন। শ্রীরামসখা গুহকের হাত ধরে শ্রীভরত এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সাক্ষাৎ প্রেম দেহধারণ করে চলেছেন॥ ২॥ তাঁর পায়ে জুতো ছিল না। মাথায় ছত্রও ছিল না। তাঁর প্রেম, নিয়ম, ব্রত এবং ধর্ম নিষ্কপট ছিল। তিনি পথে সখা নিষাদরাজকে শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর কথা জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছিলেন আর গুহক তা সুমিষ্ট কথায় বলেও যাচ্ছিল॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্রের বিশ্রাম গ্রহণের স্থান বৃক্ষতল প্রত্যক্ষ করে শ্রীভরতের প্রেম উথলে পড়ল। শ্রীভরতের প্রেমানুবানরঞ্জিত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ভূমি তখন কোমল হয়ে গেল আর পথ মঙ্গলময় হল॥ ৪॥

দোহা (২১৬)

কিএঁ জাহিঁ ছায়া জলদ সুখদ বহই বর বাত।
তস মগু ভয়উ ন রাম কহঁ জস ভা ভরতহি জাত॥

চৌপাই (১—৪)

জড় চেতন মগ জীব ঘনেরে। জে চিতএ প্রভু জিন্হ প্রভু হেরে॥
তে সব ভএ পরম পদ জোগূ। ভরত দরস মেটা ভব রোগূ॥

যহ বড়ি বাত ভরত কই নাহীঁ। সুমিরত জিনহি রামু মন মাহীঁ॥
বারক রাম কহত জগ জেউ। হোত তরন তারন নর তেউ॥

ভরতু রাম প্রিয় পুনি লঘু ভ্রাতা। কস ন হোই মগু মঙ্গলদাতা॥
সিদ্ধ সাধু মুনিবর অস কহহীঁ। ভরতহি নিরখি হরষু হিয়ঁ লহহীঁ॥

দেখি প্রভাউ সুরেসহি সোচূ। জগু ভল ভলেহি পোচ কহুঁ পোচূ॥
গুর সন কহেউ করিঅ প্রভু সোঈ। রামহি ভরতহি ভেট ন হোঈ॥

দোহা (২১৭)

রামু সঁকোচী প্রেম বস ভরত সপেম পয়োধি।
বনী বাত বেগরন চহতি করিঅ জতনু ছলু সোধি॥

চৌপাই (১)

বচন সুনত সুরগুরু মুসুকানে। সহসনয়ন বিনু লোচন জানে॥
মায়াপতি সেবক সন মায়া। করই ত উলটি পরই সুররায়া॥

দোহা—মেঘ শ্রীভরতকে সূর্যালোক থেকে আড়াল করে ছায়া করে দিয়েছিল। তাঁকে সেবা করবার জন্য সুন্দর সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। ভরতের যাত্রাকালে পথ যেমন সুখদায়ক হয়ে উঠেছিল, শ্রীরামচন্দ্রের গমনকালেও তদনুরূপ দেখা যায়নি॥ ২১৬॥

চৌপাই— পথে অসংখ্য জড় চেতনাযুক্ত জীবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হল। যাঁদের প্রভু শ্রীরামচন্দ্র দেখেছিলেন বা যাঁরা শ্রীপ্রভুকে দর্শন করেছিলেন তাঁরা সকলেই তাঁর পরমপদ লাভের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু এইবার শ্রীভরতের দর্শন লাভ করে তাঁরা ভবরোগ (জন্ম-মৃত্যু) থেকেই মুক্তি লাভ করলেন (শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করে তাঁরা পরমপদের অধিকারী হয়েছিলেন কিন্তু শ্রীভরতের দর্শন লাভ করে— তাঁরা পরমপদ লাভ করলেন)॥ ১॥ তা শ্রীভরতের পক্ষে বিশেষ কিছু নয় কারণ স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে স্মরণ করে থাকেন। জগতে একবার 'রামনাম' উচ্চারণকারীও ভবসাগর তারণের কাণ্ডারী হয়ে যান॥ ২॥ তার উপর শ্রীভরত শ্রীরামচন্দ্রের অতিশয় প্রিয় অনুজ ! তাই তাঁর জন্য পথ সুখকর হবে না কেন ? সিদ্ধ, সাধু ও শ্রেষ্ঠ মুনিগণ এইরূপ আলোচনা করছেন আর শ্রীভরতকে দেখে হৃদয়ে আনন্দের অনুভব করছেন॥ ৩॥ শ্রীভরতের প্রবল প্রেমানুরাগ দেবরাজ ইন্দ্রকে শঙ্কিত করে তুলল (শ্রীভরতের প্রেমের ডাকে সাড়া দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র বনবাস ছেড়ে ফিরে এলে তাঁর যে সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে !)। ভালোদের জন্য জগৎ ভালো আর মন্দদের জন্য মন্দ হয় (যে যার নিজের দৃষ্টিতেই জগৎকে বিচার করে থাকে)। তাই দেবরাজ ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতিকে বললেন—হে প্রভু ! এমন ব্যবস্থা করা যায় না যাতে শ্রীভরতের শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার লাভই না হয়॥ ৪॥

দোহা—সংকোচে পরিপূর্ণ শ্রীরামচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে প্রেমের বশীভূত আর শ্রীভরত স্বয়ং প্রেমের সাগর। তাই পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার আগে ছলচাতুরী করে তার প্রতিবিধান করা আবশ্যক॥ ২১৭॥

চৌপাই—ইন্দ্রের কথা শুনে দেবগুরু বৃহস্পতি মনে মনে হাসলেন। তিনি বুঝলেন যে সহস্রলোচনযুক্ত দেবরাজ ইন্দ্র বস্তুত জ্ঞাননেত্র বিরহিত। তিনি উত্তর দিলেন—হে দেবরাজ ! মায়ার অধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের সেবকের সঙ্গে ছলচাতুরী করতে গেলে তার প্রতিফলও যে ভোগ করতে হয়॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

তব কিছু কীন্‌হ রাম রুখ জানী। অব কুচালি করি হোইহি হানী॥
সুনু সুরেস রঘুনাথ সুভাউ। নিজ অপরাধ রিসাহিঁ ন কাউ॥
জো অপরাধু ভগত কর করঈ। রাম রোষ পাবক সো জরঈ॥
লোকহুঁ বেদ বিদিত ইতিহাসা। যহ মহিমা জানহিঁ দুরবাসা॥
ভরত সরিস কো রাম সনেহী। জগু জপ রাম রামু জপ জেহী॥

দোহা (২১৮)

মনহুঁ ন আনিঅ অমরপতি রঘুবর ভগত অকাজু।
অজসু লোক পরলোক দুখ দিন দিন সোক সমাজু॥

চৌপাই (১—৪)

সুনু সুরেস উপদেসু হমারা। রামহি সেবকু পরম পিআরা॥
মানত সুখু সেবক সেবকাঈঁ। সেবক বৈর বৈরু অধিকাঈঁ॥
জদ্যপি সম নহিঁ রাগ ন রোষূ। গহহিঁ ন পাপ পূনু গুন দোষূ॥
করম প্রধান বিস্ব করি রাখা। জো জস করই সো তস ফলু চাখা॥
তদপি করহিঁ সম বিষম বিহারা। ভগত অভগত হৃদয় অনুসারা॥
অগুন অলেপ অমান একরস। রামু সগুন ভএ ভগত পেম বস॥
রাম সদা সেবক রুচি রাখী। বেদ পুরান সাধু সুর সাখী॥
অস জিয়ঁ জানি তজহু কুটিলাঈ। করহু ভরত পদ প্রীতি সুহাঈ॥

দোহা (২১৯)

রাম ভগত পরহিত নিরত পর দুখ দুখী দয়াল।
ভগত সিরোমনি ভরত তেঁ জনি ডরপহু সুরপাল॥

চৌপাই (১)

সত্যসন্ধ প্রভু সুর হিতকারী। ভরত রাম আয়স অনুসারী॥
স্বারথ বিবস বিকল তুম্হ হোহূ। ভরত দোসু নহিঁ রাউর মোহূ॥

গতবার শ্রীরামচন্দ্রের মানসিক সম্মতি ছিল তাই কিছু করা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু এইবার কিছু করতে গেলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। হে দেবরাজ ইন্দ্র ! শ্রীরামচন্দ্রের স্বভাবেই আছে যে তাঁর প্রতি অপরাধ করলে তিনি কখনও রুষ্ট হন না॥ ২॥ কিন্তু যদি কেউ তাঁর ভক্তের প্রতি অপরাধ করে তখন সে তাঁর ক্রোধাগ্নিতেও ভস্মীভূত হয়। পুরাণে ও বেদে এই কথার উল্লেখ আছে। তাঁর মহিমাকে দুর্বাসা মুনি তো বিলক্ষণ জানেন॥ ৩॥ সমগ্র জগৎ শ্রীরামনাম জপ করে আর শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং শ্রীভরতের নাম জপ করেন। তাই শ্রীভরতসম শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় আর কে আছে ? ৪ ॥

দোহা—হে দেবরাজ ইন্দ্র ! রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তের অনিষ্ট করবার কথা কখনও মনেও আনবেন না। এই কার্যে ইহলোকে অপযশ ও পরলোকে দুঃখ প্রাপ্তি অনিবার্য যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে॥ ২১৮॥

চৌপাই—হে দেবরাজ ! আমার উপদেশ শুনুন। শ্রীরামচন্দ্রের কাছে তাঁর সেবক পরম প্রিয়। তিনি তাঁর সেবকের সেবা করলে সুখী হন আর তার প্রতি শত্রুতা করলে তাকেই পরম শত্রু জ্ঞান করেন॥ ১॥ তিনি সমদর্শী অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ বিরহিত। তিনি কারো পাপ-পুণ্য ও দোষ-গুণ গ্রহণ করেন না। তিনি বিশ্বে কর্মকেই প্রাধান্য দেন। যার যেমন কর্ম সে তেমনই ফল ভোগ করে॥ ২॥ তবুও তিনি ভক্ত-অভক্তের অন্তরের ভাব অনুসারে সম ও বিষম ব্যবহার করে থাকেন (ভক্তকে আলিঙ্গন দান করেন আর অভক্তকে বিনাশ করে মুক্তিদান করে থাকেন)। নির্গুণ, নির্লিপ্ত, অসীম ও সতত সমরূপ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রেমেই সগুণ রূপ পরিগ্রহ করেছেন॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্র সতত তাঁর ভক্তের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। বেদ, পুরাণ ও দেবতা—সকলেই আমার এই কথাকে সমর্থন করবে। তাই অন্তরের কুটিলতা ত্যাগ করে শ্রীভরতের চরণে পরম প্রীতি ধারণ করুন॥ ৪॥

দোহা—হে দেবরাজ ইন্দ্র ! শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তগণ সতত অপরের হিতাকাঙ্ক্ষায় নিত্যযুক্ত থাকেন ; তাঁরা অন্যের দুঃখে দুঃখার্ত হন, তাঁরা দয়ালু হন। আর শ্রীভরত তো তাঁর ভক্তশিরোমণি, তাঁকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই॥ ২১৯॥

চৌপাই—প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সতত সত্যপ্রতিজ্ঞ ও দেবতাদের পরম হিতৈষী আর ভরত শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞাবহ। আপনি স্বার্থের জন্য অনর্থক ব্যাকুল

চৌপাই (২—৪)

সুনি সুরবর সুরগুর বর বানী। ভা প্রমোদু মন মিটী গলানী॥
বরষি প্রসূন হরষি সুররাউ। লগে সরাহন ভরত সুভাউ॥

এহি বিধি ভরত চলে মগ জাহীঁ। দসা দেখি মুনি সিদ্ধ সিহাহীঁ॥
জবহিঁ রামু কহি লেহিঁ উসাসা। উমগত পেমু মনহুঁ চহু পাসা॥

দ্রবহিঁ বচন সুনি কুলিস পষানা। পুরজন পেমু ন জাই বখানা॥
বীচ বাস করি জমুনহিঁ আএ। নিরখি নীরু লোচন জল ছাএ॥

দোহা (২২০)

রঘুবর বরন বিলোকি বর বারি সমেত সমাজ।
হোত মগন বারিধি বিরহ চঢ়ে বিবেক জহাজ॥

চৌপাই (১—৩)

জমুন তীর তেহি দিন করি বাসূ। ভয়উ সময় সম সবহি সুপাসূ॥
রাতিহিঁ ঘাট ঘাট কী তরনী। আঈ অগনিত জাহিঁ ন বরনী॥

প্রাত পার ভএ একহি খেবাঁ। তোষে রামসখা কী সেবাঁ॥
চলে নহাই নদিহি সির নাঈ। সাথ নিষাদনাথ দোউ ভাঈ॥

আগেঁ মুনিবর বাহন আছেঁ। রাজসমাজ জাই সবু পাছেঁ॥
তেহি পাছেঁ দোউ বন্ধু পয়াদেঁ। ভূষন বসন বেষ সুঠি সাদেঁ॥

হচ্ছেন। এতে শ্রীভরতের দোষ কোথায়, দোষ তো আপনার মোহের॥ ১॥ দেবগুরু বৃহস্পতির অতিসুন্দর উপদেশসকল দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রসন্নচিত্ত করে দিল। তাঁর সমস্ত চিন্তার অবসান হল। তিনি তখন সানন্দে পুষ্পবৃষ্টি করে শ্রীভরতকে সাধুবাদ দিলেন॥ ২॥ এইভাবে শ্রীভরত ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর (প্রেমানুরাগরঞ্জিত) দশা প্রত্যক্ষ করে সিদ্ধমুনিগণ পুলক শিহরণ অনুভব করতে লাগলেন। শ্রীভরতের রামনাম সমন্বিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস চতুর্দিকে যেন প্রেমে উথলে পড়ছিল॥ ৩॥ শ্রীভরতের (প্রেমানুরাগরঞ্জিত দীনহীন) কথাবার্তা শুনে বজ্র ও পাষাণও দ্রবীভূত হয়ে যায়। অযোধ্যাবাসীদেরও প্রেম বর্ণনাতীত ছিল। পথে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নিয়ে শ্রীভরত যমুনার তীরে উপনীত হলেন। যমুনার জল দর্শন করে তাঁর নয়নযুগল প্লাবিত হল॥ ৪॥

__দোহা__—শ্রীরঘুবীর তনুসম (শ্যাম) বর্ণের (শ্রীযমুনার) সুন্দর জলরাজি প্রত্যক্ষ করে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে শ্রীভরত (প্রেমবিহ্বল হয়ে) বিরহসাগরে নিমজ্জিত হওয়ার মুখে বিবেকরূপ জলযানে উঠে পড়লেন (অর্থাৎ যমুনার শ্যামবারি প্রত্যক্ষ করে শ্রীভরতসহ সকলে শ্যাম শ্রীভগবানের প্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং শ্রীপ্রভুকে সম্মুখে না দেখতে পেয়ে বিরহ কাতর হয়ে পড়লেন ; তখনই শ্রীভরতের মনে এল যে প্রভুকে সাক্ষাৎ দর্শন করবার জন্য তাঁর অতি শীঘ্র গমন করা প্রয়োজন। সেই বিবেক জাগরণ তাঁকে আবার উৎসাহিত করে তুলল)॥ ২২০॥

চৌপাই—সেই দিন তাঁদের বিশ্রামস্থল শ্রীযমুনার তীরে হল। প্রয়োজনানুসারে সকলের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের উত্তম ব্যবস্থাদি হয়ে গেল। (নিষাদরাজ গুহকের সঙ্কেতে) রাত্রি কালেই অন্যান্য ঘাট থেকেও পারাপারের জন্য প্রচুর সংখ্যক নৌকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। আয়োজন বর্ণনাতীত সুন্দর ভাবে করা হয়েছিল॥ ১॥ প্রাতঃকালে এক ক্ষেপেই সকলে শ্রীযমুনা অতিক্রম করে ওপারে গিয়ে নামলেন। শ্রীরামচন্দ্রের সখা নিষাদরাজের সেবাতে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। তারপর অবগাহনান্তে শ্রীযমুনাকে প্রণাম নিবেদন করে নিষাদরাজকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রাতৃযুগল যাত্রারম্ভ করলেন॥ ২॥ উত্তম বাহনে মুনিবর বশিষ্ঠদেব যাচ্ছিলেন। অন্যান্য সকলেই তাঁর অনুগমন করছিলেন। একদম শেষে অতি সাধারণ বেশভূষায় ভ্রাতৃযুগল পদব্রজে যাচ্ছিলেন॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

সেবক সুহৃদ সচিবসুত সাথা। সুমিরত লখনু সীয় রঘুনাথা।।
জহঁ জহঁ রাম বাস বিশ্রামা। তহঁ তহঁ করহিঁ সপ্রেম প্রনামা।।

দোহা (২২১)

মগবাসী নর নারি সুনি ধাম কাম তজি ধাই।
দেখি সরূপ সনেহ সব মুদিত জনম ফলু পাই।।

চৌপাই (১—৪)

কহহিঁ সপেম এক এক পাহীঁ। রামু লখনু সখি হোহিঁ কি নাহীঁ।।
বয় বপু বরন রূপু সোই আলী। সীলু সনেহু সরিস সম চালী।।

বেষু ন সো সখি সীয় ন সঙ্গা। আগেঁ অনী চলী চতুরঙ্গা।।
নহিঁ প্রসন্ন মুখ মানস খেদা। সখি সন্দেহু হোই এহিঁ ভেদা।।

তাসু তরক তিয়গন মন মানী। কহহিঁ সকল তেহি সম ন সয়ানী।।
তেহি সরাহি বানী ফুরি পূজী। বোলী মধুর বচন তিয় দূজী।।

কহি সপেম সব কথাপ্রসঙ্গূ। জেহি বিধি রাম রাজ রস ভঙ্গূ।।
ভরতহি বহুরি সরাহন লাগী। সীল সনেহ সুভায় সুভাগী।।

দোহা (২২২)

চলত পয়াদেঁ খাত ফল পিতা দীন্হ তজি রাজু।
জাত মনাবন রঘুবরহি ভরত সরিস কো আজু।।

চৌপাই (১)

ভায়প ভগতি ভরত আচরনূ। কহত সুনত দুখ দূষন হরনূ।।
জো কিছু কহব থোর সখি সোঈ। রাম বন্ধু অস কাহে ন হোঈ।।

সেবক, মিত্র ও মন্ত্রীপুত্র তাঁদের সঙ্গদান করছিল। সকলেই শ্রীরঘুনাথ লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর স্মরণ-মননে নিমগ্ন। পথে যে যে স্থানে শ্রীরামচন্দ্র নিবাস ও বিশ্রাম করেছিলেন সেখানে তাঁরা প্রেমপ্রীতি সহকারে প্রণাম নিবেদন করছিলেন॥ ৪॥

দোহা —(শ্রীভরতের আগমন বার্তা শ্রবণ করে) পথে আশেপাশে বসবাসকারী জনগণ ঘরবাড়ি ও কাজকর্ম ফেলে তাঁদের দর্শন করতে ছুটে এল। পথিকদের রূপ (সৌন্দর্য) ও অনুরাগ প্রত্যক্ষ করে তারা মানবজন্ম লাভের সুফল লাভ করে আনন্দমগ্ন হয়ে গেল॥ ২২১॥

চৌপাই—গ্রাম্য রমণীগণ এইরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হল—আরে! এঁরা কী সেই শ্রীরাম-শ্রীলক্ষ্মণ ? হে সখী ! এঁদের বয়স, গঠন ও বর্ণ তো সেই রকমই ! তাঁদের মতন স্বভাব, স্নেহ ও হাবভাব ! সবই তো মিলে যাচ্ছে॥ ১॥ কিন্তু হে সখী ! এঁদের বেশভূষা তো আলাদা ! (অর্থাৎ এঁরা তো বল্কলধারী মুনিবেশধারী নন !) আর সীতাদেবীও সঙ্গে নেই। এঁদের সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী ! সেই প্রসন্ন বদন নেই কেন ? মনে হয় যেন মনে বেদনা বর্তমান আছে ! সখী ! এই সকল পার্থক্যের জন্যই তো সন্দেহ হয় ! ২॥ এই যুক্তিতর্ক অন্যান্য নারীদের মনে ধরল। সে সকলের প্রশংসা পেল। সকলে বলল—মনে হচ্ছে এর কথাই ঠিক। এমন সময়ে অন্য একজন সুমিষ্ট বচনে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আনন্দ পরিবেশ ধ্বংস হওয়ার কথা বলতে লাগল। (তখন শ্রীভরতকে চিনতে পেরে) সেই সৌভাগ্যবতী রমণী শ্রীভরতের সদাচার, স্নেহ ও স্বভাবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল॥ ৩-৪॥

দোহা—(সে বলল—) দেখ ! ইনি হলেন শ্রীভরত—যিনি পিতার দেওয়া রাজ্য ত্যাগ করে ফলমূল ধারণ করে পদব্রজে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার জন্য রাজী করতে চলেছেন। এঁর মতন ব্যক্তি তো আর দেখি না॥ ২২২॥

চৌপাই—শ্রীভরতের ভ্রাতৃপ্রীতি, ভক্তি ও স্বভাব জানলে ও কীর্তন করলে দুঃখ ও দোষ হরণ হয়ে থাকে। হে সখী ! তাঁর সম্বন্ধে সব কথা কখনই বলে ওঠা সম্ভব হবে না। তিনি যে শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ, তাইতো তিনি

চৌপাই (২—৪)

হম সব সানুজ ভরতহি দেখেঁ। ভইন্হ ধন্য জুবতী জন লেখেঁ।।
সুনি গুন দেখি দসা পছিতাহীঁ। কৈকই জননি জোগু সুতু নাহীঁ।।

কোউ কহ দূষনু রানিহি নাহিন। বিধি সবু কীন্হ হমহি জো দাহিন।।
কহঁ হম লোক বেদ বিধি হীনী। লঘু তিয় কুল করতূতি মলীনী।।

বসহিঁ কুদেস কুগাঁব কুবামা। কহঁ যহ দরসু পুন্য পরিনামা।।
অস অনন্দু অচিরিজু প্রতি গ্রামা। জনু মরুভূমি কলপতরু জামা।।

দোহা (২২৩)

ভরত দরসু দেখত খুলেউ মগ লোগন্হ কর ভাগু।
জনু সিংঘলবাসিন্হ ভয়উ বিধি বস সুলভ প্রয়াগু।।

চৌপাই (১—৪)

নিজ গুন সহিত রাম গুন গাথা। সুনত জাহি সুমিরত রঘুনাথা।।
তীরথ মুনি আশ্রম সুরধামা। নিরখি নিমজ্জহিঁ করহিঁ প্রনামা।।

মনহীঁ মন মাগহিঁ বরু এহূ। সীয় রাম পদ পদুম সনেহূ।।
মিলহিঁ কিরাত কোল বনবাসী। বৈখানস বটু জতী উদাসী।।

করি প্রনামু পূঁছহিঁ জেহি তেহী। কেহি বন লখনু রামু বৈদেহী।।
তে প্রভু সমাচার সব কহহীঁ। ভরতহি দেখি জনম ফলু লহহীঁ।।

জনে জন কহহিঁ কুসল হম দেখে। তে প্রিয় রাম লখন সম লেখে।।
এহি বিধি বূঝত সবহি সুবানী। সুনত রাম বনবাস কহানী।।

এমন ! ১ ॥ অনুজ শ্রীশত্রুঘ্নসহ শ্রীভরতকে দর্শন করে আজ আমরা ধন্য ; আমরা পরম ভাগ্যবতীরূপে চিহ্নিত হয়ে গেলাম। এইভাবে শ্রীভরতের গুণগান করে তাঁর দীনহীন অবস্থা প্রত্যক্ষ করে রমণীগণ আক্ষেপ করে বলল—এমন পুত্র লাভ করবার যোগ্যতা কৈকেয়ী মাতার আছে বলে আমরা মনে করি না॥ ২॥ অন্য একজন বলল— রানীকে দোষ কেন দিচ্ছ ? এ সবই বিধাতা দ্বারা করা হয়েছে, যা আমাদের নিকট মঙ্গলজনক হয়েছে। আমরা তো লোকাচার ও শাস্ত্রাচার বর্জিত দীনহীন তুচ্ছ রমণী মাত্র যারা কুল ও কর্মে সতত মলিন বলেই চিহ্নিত॥ ৩॥ আমাদের বাসও আবার জঙ্গলাকীর্ণ অজ পাড়া গাঁয়ে। আমরা তো রমণীদের মধ্যেও অধম শ্রেণীর। আর কোথায় এই মহান পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষদের দর্শন লাভ করা ! গ্রামে গ্রামে এমনই আনন্দ উল্লাসযুক্ত আলোচনা হতে লাগল। মরুস্থল যেন কল্পবৃক্ষ লাভ করেছে ! ৪ ॥

দোহা—শ্রীভরতের দর্শন লাভ করে যাত্রাপথের পার্শ্ববর্তী জনগণের সৌভাগ্যের সূচনা হয়ে গেল। যেন দৈববশত অনায়াসে সিংহলবাসীদের তীর্থরাজ প্রয়াগ দর্শন লাভ হল॥ ২২৩॥

চৌপাই— এইভাবে গুণধাম শ্রীভরত শ্রীরামচন্দ্রের যশোগাথা স্মরণ-মনন-শ্রবণ করে পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পথ-মধ্যে তীর্থে অবগাহন আর মুনিদের আশ্রম ও দেবমন্দিরে তিনি প্রণাম করতে করতে যাচ্ছিলেন॥ ১॥ সর্বত্র মনে একটাই প্রার্থনা ছিল—যেন শ্রীসীতারামের পাদপদ্মে তাঁর প্রেম সতত অবিচল থাকে। পথে শ্রীভরত বহু ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোল, ভীল সম্প্রদায়ভুক্ত অরণ্যবাসীগণ ছিল আর বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস ও উদাসীন শ্রেণীর সাধকগণও ছিলেন॥ ২॥ শ্রীভরত প্রণাম করে সকলকেই একটা প্রশ্ন করছিলেন— শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর বর্তমান অবস্থান কোথায় ? তাঁরা শ্রীপ্রভুর সংবাদ যতটুকু জানতেন, বলছিলেন আর শ্রীভরতকে দর্শন করে মানবজন্ম সার্থক করছিলেন॥ ৩॥ কেউ যখন বলছিলেন যে তিনি তাঁদের সকুশলে থাকতে দেখেছেন তখন সেই ব্যক্তি শ্রীভরতের, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণসম প্রিয় হয়ে যাচ্ছিলেন। এইভাবে সুমধুর বচনে প্রশ্ন করে শ্রীভরত শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন॥ ৪॥

দোহা (২২৪)

তেহি বাসর বসি প্রাতহীঁ চলে সুমিরি রঘুনাথ।
রাম দরস কী লালসা ভরত সরিস সব সাথ॥

চৌপাই (১—৪)

মঙ্গল সগুন হোহিঁ সব কাহূ। ফরকহিঁ সুখদ বিলোচন বাহূ॥
ভরতহি সহিত সমাজ উছাহূ। মিলিহহিঁ রামু মিটিহি দুখ দাহূ॥

করত মনোরথ জস জিয়ঁ জাকে। জাহিঁ সনেহ সুরাঁ সব ছাকে॥
সিথিল অঙ্গ পগ মগ ডগি ডোলহিঁ। বিহ্বল বচন পেম বস বোলহিঁ॥

রামসখাঁ তেহি সময় দেখাবা। সৈল সিরোমনি সহজ সুহাবা॥
জাসু সমীপ সরিত পয় তীরা। সীয় সমেত বসহিঁ দোউ বীরা॥

দেখি করহি সব দন্ড প্রনামা। কহি জয় জানকি জীবন রামা॥
পেম মগন অস রাজ সমাজূ। জনু ফিরি অবধ চলে রঘুরাজূ॥

দোহা (২২৫)

ভরত প্রেমু তেহি সময় জস তস কহি সকই ন সেষু।
কবিহি অগম জিমি ব্রহ্মসুখু অহ মম মলিন জনেষু॥

চৌপাই (১—৩)

সকল সনেহ সিথিল রঘুবর কেঁ। গএ কোস দুই দিনকর ঢরকেঁ॥
জলু থলু দেখি বসে নিসি বীতেঁ। কীন্হ গবন রঘুনাথ পিরীতেঁ॥

উহাঁ রামু রজনী অবসেষা। জাগে সীয়ঁ সপন অস দেখা॥
সহিত সমাজ ভরত জনু আএ। নাথ বিয়োগ তাপ তন তাএ॥

সকল মলিন মন দীন দুখারী। দেখীঁ সাসু আন অনুহারী॥
সুনি সিয় সপন ভরে জল লোচন। ভএ সোচবস সোচ বিমোচন॥

দোহা—সেই স্থানেই রাত্রিযাপন করে প্রত্যূষেই শ্রীভরত সকলকে নিয়ে শ্রীরঘুনাথকে স্মরণ করে যাত্রারম্ভ করলেন। সকলেরই তখন শ্রীভরত সম শ্রীরামচন্দ্র দর্শন লাভের সুতীব্র লালসা ছিল॥ ২২৪॥

চৌপাই—সকলেই নেত্রে ও বাহুতে মঙ্গলসূচক শুভসংকেত স্পন্দন অনুভূতি পেতে থাকলেন। পুরুষদের দক্ষিণ ভাগে ও নারীদের বাম ভাগে স্পন্দন হচ্ছিল। সকলের সঙ্গে শ্রীভরত অতিশয় উৎসাহিত হয়ে পড়লেন। তাহলে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ হবে আর দুঃখের জ্বালা মিটবে ! ১॥ যার যেমন অভিরুচি সে তেমনই কামনা করল। তখন সকলেই স্নেহ-সুধা পানে মত্ত। অঙ্গ শিথিল হয়ে পড়েছিল, পা টলমল করছিল আর প্রেমোন্মত্ত কথাসকল উচ্চারিত হচ্ছিল॥ ২॥ হঠাৎ শ্রীরামসখা নিষাদরাজ স্বাভাবিক সুন্দর পর্বতরাজি চিত্রকূটকে (কামদগিরিকে) নির্দেশ করে বললেন—পয়স্বিনী নদীর তীরে ওই হল চিত্রকূট যেখানে সীতাদেবীসহ ভ্রাতৃযুগল নিবাস করছেন॥ ৩॥ চিত্রকূট পর্বত দর্শন করে সকলে 'জানকীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্রের জয়' বলে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করল। তাদের প্রেমময় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মনে হচ্ছিল যেন শ্রীরঘুনাথ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করতে রাজি হয়ে গিয়েছেন॥ ৪॥

দোহা—শ্রীভরত তখন প্রেমানন্দে অভিভূত। তাঁর অবস্থার বর্ণনা করা শেষনাগের অনন্ত মুখেও সম্ভব হবে না। অহংকার ও মমতায় নিমজ্জিত ব্যক্তি যেমন ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি লাভ করতে সক্ষম হয় না তেমনই কবির পক্ষে শ্রীভরতের প্রেমানন্দের অবস্থার বর্ণনা করা সম্ভব নয়॥ ২২৫॥

চৌপাই—সকলেই তখন শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিতে এত বিহ্বল যে তাঁদের দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করতেই সূর্যাস্তকাল হয়ে গেল। রাত্রিবাসের উপযুক্ত স্থান ভেবে সেখানে (অনাহারেই) রাত্রিযাপন হল। প্রেমাভিভূত শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তগণের তখন ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা মনেই পড়ল না। শ্রীভরত এইবার সকলের সম্মুখে থেকে যাত্রা করলেন॥ ১॥ ওদিকে শেষরাত্রেই শ্রীরামচন্দ্রের ঘুম ভেঙেছে। সীতাদেবী যে স্বপ্ন রাত্রে দেখেছেন (তা তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলতে লাগলেন)। তিনি বললেন—দলবল নিয়ে শ্রীভরতের আগমন হয়েছে—তিনি শ্রীপ্রভুর বিরহে অগ্নিসম সন্তপ্ত॥ ২॥ সকলেই দুঃখিত ও বিশুষ্ক বদন। শ্বশ্রূমাতাগণকে অন্য রকম লাগল। সীতাদেবীর স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করে

চৌপাই (৪)

লখন সপন যহ নীক ন হোঈ। কঠিন কুচাহ সুনাইহি কোঈ॥
অস কহি বন্ধু সমেত নহানে। পূজি পুরারি সাধু সনমানে॥

ছন্দ

সনমানি সুর মুনি বন্দি বৈঠে উতর দিসি দেখত ভএ।
নভ ধূরি খগ মৃগ ভূরি ভাগে বিকল প্রভু আশ্রম গএ॥
তুলসী উঠে অবলোকি কারনু কাহ চিত সচকিত রহে।
সব সমাচার কিরাত কোলন্হি আই তেহি অবসর কহে॥

সোরঠা (২২৬)

সুনত সুমঙ্গল বৈন মন প্রমোদ তন পুলক ভর।
সরদ সরোরুহ নৈন তুলসী ভরে সনেহ জল॥

চৌপাই (১—৪)

বহুরি সোচবস ভে সিয়রবনূ। কারন কবন ভরত আগবনূ॥
এক আই অস কহা বহোরী। সেন সঙ্গ চতুরঙ্গ ন থোরী॥

সো সুনি রামহি ভা অতি সোচূ। ইত পিতু বচ ইত বন্ধু সকোচূ॥
ভরত সুভাউ সমুঝি মন মাহীঁ। প্রভু চিত হিত থিতি পাবত নাহীঁ॥

সমাধান তব ভা যহ জানে। ভরতু কহে মহুঁ সাধু সয়ানে॥
লখন লখেউ প্রভু হৃদয়ঁ খভারূ। কহত সময় সম নীতি বিচারূ॥

বিনু পূছেঁ কছু কহউঁ গোসাঈঁ। সেবকু সময়ঁ ন ঢীঠ ঢিঠাঈঁ॥
তুম্হ সর্বগ্য সিরোমনি স্বামী। আপনি সমুঝি কহউঁ অনুগামী॥

শ্রীরামচন্দ্রের নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল আর চিন্তাহরণ শ্রীপ্রভু স্বয়ং (লীলায়) চিন্তাযুক্ত হয়ে গেলেন॥ ৩॥ (তিনি বললেন—) স্বপ্নবৃত্তান্ত শুভ নয়। হে লক্ষ্মণ ! কেউ কোনো অত্যন্ত দুঃসংবাদ নিয়ে আসবে। এইরূপ বলে শ্রীপ্রভু অনুজকে নিয়ে স্নান করে এলেন আর ত্রিপুরারি মহাদেবের পূজার্চনা করে সাধুদের সম্মান প্রদর্শন করলেন॥ ৪॥

ছন্দ—দেবার্চনা ও মুনিবন্দনা সাঙ্গ করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র উপবেশন করলেন। তাঁর দৃষ্টি উত্তরের আকাশের দিকে গেল। আকাশ ধূলিধূসর ছিল আর বহু পশুপক্ষী ব্যাকুল হয়ে পলায়ন করে তাঁর আশ্রমের দিকে ছুটে আসছিল। তুলসীদাস বলেন—তাই দেখে শ্রীপ্রভু উঠে দাঁড়ালেন আর এইরূপ ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হলেন। ওই দৃশ্য তাঁকে আশ্চর্য করেছিল। এইবার কোল-ভীল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের আগমন হল। তারা প্রকৃত ঘটনা বিবরণ শ্রীপ্রভুকে বলল॥

***সোরঠা**—গোস্বামী তুলসীদাস বলছেন—তাদের কাছ থেকে মঙ্গলময় আনন্দসংবাদ শুনে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পরম আনন্দযুক্ত হয়ে গেলেন। অঙ্গে তখন তাঁর পুলক শিহরণ অনুভূত হল। শারদকমলসম তাঁর নয়নযুগল প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল॥ ২২৬॥*

চৌপাই—অল্পক্ষণের মধ্যেই সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের মনে এক প্রশ্ন জাগল—ভরত কেন আসছে ? এমন সময়ে একজন এসে তাঁকে জানিয়ে গেল যে শ্রীভরতের সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনীও আছে ! ১॥ সংবাদ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে চিন্তাগ্রস্ত করল। তাঁর তখন উভয় সমস্যা— একদিকে পিতৃসত্য পালন অন্যদিকে ভ্রাতার সংকোচ ! ভরতকে তিনি ভালোভাবে চেনেন ও জানেন। তাঁর শীল-স্বভাবের কথা চিন্তা করে প্রভুর চিত্ত উতলা হয়ে উঠল॥ ২॥ তৎক্ষণাৎ সবকিছুর সমাধান হয়ে গেল। ভরত তো সদাচারী ও বুদ্ধিমান। তা ছাড়া সে আমার আজ্ঞানুবর্তীও। শ্রীলক্ষ্মণ যখন দেখলেন যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র চিন্তাগ্রস্ত তখন পরিস্থিতি বিচার করে নিজের মতামত দিলেন॥ ৩॥ হে প্রভু ! অপরাধ নেবেন না আমি কিছু নিবেদন করতে ইচ্ছুক (অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত হলে তখন বলব এমন পরিস্থিতি নয়, তাই সেবকের ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন)। হে

দোহা (২২৭)

নাথ সুহৃদ সুঠি সরল চিত সীল সনেহ নিধান।
সব পর প্রীতি প্রতীতি জিয়ঁ জানিঅ আপু সমান।।

চৌপাই (১—৪)

বিষঈ জীব পাই প্রভুতাঈ। মূঢ় মোহ বস হোহিঁ জনাঈ।।
ভরতু নীতি রত সাধু সুজানা। প্রভু পদ প্রেমু সকল জগু জানা।।

তেউ আজু রাম পদু পাঈ। চলে ধরম মরজাদ মেটাঈ।।
কুটিল কুবন্ধু কুঅবসরু তাকী। জানি রাম বনবাস একাকী।।

করি কুমন্ত্রু মন সাজি সমাজূ। আএ করৈ অকণ্টক রাজূ।।
কোটি প্রকার কলপি কুটিলাঈ। আএ দল বটোরি দোউ ভাঈ।।

জৌ জিয়ঁ ন কপট কুচালী। কেহি সোহাতি রথ বাজি গজালী।।
ভরতহি দোসু দেই কো জাএঁ। জগ বৌরাই রাজ পদু পাএঁ।।

দোহা (২২৮)

সসি গুর তিয় গামী নঘষু চঢ়েউ ভূমিসুর জান।
লোক বেদ তেঁ বিমুখ ভা অধম ন বেন সমান।।

চৌপাই (১—৩)

সহসবাহু সুরনাথু ত্রিসঙ্কূ। কেহি ন রাজমদ দীন্হ কলঙ্কূ।।
ভরত কীন্হ যহ উচিত উপাউ। রিপু রিন রঞ্চ ন রাখব কাউ।।

এক কীন্হি নহিঁ ভরত ভলাঈ। নিদরে রামু জানি অসহাঈ।।
সমুঝি পরিহি সোউ আজু বিসেষী। সমর সরোষ রাম মুখু পেখী।।

এতনা কহত নীতি রস ভূলা। রন রস বিটপু পুলক মিস ফূলা।।
প্রভু পদ বন্দি সীস রজ রাখী। বোলে সত্য সহজ বলু ভাষী।।

প্রভু ! আপনি তো সর্বজ্ঞপ্রবর। আপনি সবই জানেন। আমি কেবল আমি যেমন বুঝছি, তাই বলছি॥ ৪ ॥

দোহা—আপনি পরম সুহৃদ (কারণ ছাড়াই সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী), সহজ সরল, সদাচারী ও স্নেহের আগার। আপনি সকলকেই ভালোবাসেন আর বিশ্বাস করেন। আপনি মনে করেন সকলেই আপনার মতন॥ ২২৭ ॥

চৌপাই—কিন্তু মূঢ় বিষয়ী জীব ক্ষমতা লাভ করে মোহের বশীভূত হয়ে নিজ প্রকৃত স্বরূপ প্রদর্শন করে থাকে। ভরত নীতিপরায়ণ, সদাচারী ও বুদ্ধিমান। আপনার চরণে তার বিশেষ প্রেমপ্রীতির কথা জগতে সকলেই জানে॥ ১ ॥ সেই ভরতও আজ শ্রীরামচন্দ্রের (আপনার) প্রাপ্যপদ (সিংহাসন অথবা অধিকার) লাভ করেও ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘন করতে উদ্যত হয়েছে। অতিশয় কুটিল ও দুষ্ট ভ্রাতা ভরত আপনাকে বনবাসে একলা অসহায় পেয়ে বদমতলব নিয়ে সৈন্যসামন্ত সহ রাজ্যাধিকার নিষ্কণ্টক করবার জন্য এখানেও এসে উপস্থিত হয়েছে। তাই অসংখ্য বদ মতলব নিয়েই সৈন্যসামন্তসহ ভ্রাতাযুগল এসেছে বলেই আমার বিশ্বাস॥ ২-৩॥ হৃদয়ে কপট ও অসদুদ্দেশ্য না থাকলে তারা রথ, অশ্ব, গজবাহিনী সজ্জিত করে আনবে কেন ? ভরতকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কী ? রাজত্বের লোভে তো জগতের সকলেই প্রমত্ত হয়ে থাকে॥ ৪ ॥

দোহা—(ক্ষমতায় মত্ত হয়ে) চন্দ্রকে গুরুপত্নীগামী হতে দেখা গিয়েছে। রাজা নহুষকে ব্রাহ্মণদের শিবিকায় উঠতে দেখা গিয়েছে ; আর রাজা বেনকে নরাধম সম লোকাচার ও শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করতে দেখা গিয়েছে॥ ২২৮ ॥

চৌপাই—ক্ষমতার দম্ভ কাউকেই রেহাই দেয় না—তা সহস্রবাহু, দেবরাজ ইন্দ্র ও ত্রিশঙ্কুকেও কলঙ্কিত করেছে। তাই ভরত যে এমন করবে তা তো সহজেই অনুমেয় কারণ শত্রু ও ঋণের ক্ষুদ্রাংশও যে অবশিষ্ট রাখতে নেই॥ ১ ॥ অবশ্য ভরত একটা কাজ ভালো করল না— শ্রীরামচন্দ্রকে (আপনাকে) অরণ্যের মধ্যে একাকী ও অসহায় মনে করে তাঁর নিরাদর করে বসল !। কিন্তু আজ সম্মুখ সমরে আপনার কুপিত বিগ্রহ প্রত্যক্ষ করে সে তার ভুলের কথা ভালোভাবে হৃদয়ংগম করতে পারবে (অর্থাৎ নিরাদর করবার সমুচিত ফল লাভ করবে)॥ ২ ॥ এইরূপ বলেই শ্রীলক্ষ্মণ নীতিজ্ঞান বিস্মরণ

চৌপাই (৪)

অনুচিত নাথ ন মানব মোরা। ভরত হমহি উপচার ন থোরা॥
কহঁ লগি সহিঅ রহিঅ মনু মারেঁ। নাথ সাথ ধনু হাথ হমারেঁ॥

দোহা (২২৯)

ছত্রি জাতি রঘুকুল জনমু রাম অনুগ জগু জান।
লাতহুঁ মারেঁ চঢ়তি সির নীচ কো ধূরি সমান॥

চৌপাই (১—৪)

উঠি কর জোরি রজায়সু মাগা। মনহুঁ বীর রস সোবত জাগা॥
বাঁধি জটা সির কসি কটি ভাথা। সাজি সরাসনু সায়কু হাথা॥

আজু রাম সেবক জসু লেউঁ। ভরতহি সমর সিখাবন দেউঁ॥
রাম নিরাদর কর ফলু পাঈ। সোবহুঁ সমর সেজ দোউ ভাঈ॥

আই বনা ভল সকল সমাজূ। প্রগট করউঁ রিস পাছিল আজূ॥
জিমি করি নিকর দলই মৃগরাজূ। লেই লপেটি লবা জিমি বাজূ॥

তৈসেহিঁ ভরতহি সেন সমেতা। সানুজ নিদরি নিপাতউঁ খেতা॥
জৌঁ সহায় কর সঙ্করু আঈ। তৌ মারউঁ রন রাম দোহাঈ॥

দোহা (২৩০)

অতি সরোষ মাখে লখনু লখি সুনি সপথ প্রবান।
সভয় লোক সব লোকপতি চাহত ভভরি ভগান॥

চৌপাই (১)

জগু ভয় মগন গগন ভই বানী। লখন বাহুবলু বিপুল বখানী॥
তাত প্রতাপ প্রভাউ তুম্হারা। কো কহি সকই কো জাননিহারা॥

করলেন ; আর যুদ্ধরসে বৃক্ষ যেন পুলকের অজুহাতে স্ফীত কলেবর হয়ে উঠল (অর্থাৎ অনুমানের কথা বলতে বলতে তার অঙ্গে বীররস দেখা দিল)। তিনি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণ বন্দনা করে পদরজ মস্তকে ধারণ করে স্বাভাবিক শৌর্যবীর্যের কথা তুললেন॥ ৩॥ হে নাথ ! ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন। আমাদের বিরুদ্ধে ভরতের আয়োজন বিশাল পরিমাণ। বলুন, আর কত সহ্য করা যায়। প্রভু সঙ্গে আছেন আর হাতে ধনুর্বাণ, সব অন্যায় তবুও মাথা হেঁট করে মেনে নেব কেন ? ৪ ॥

দোহা—আমি রঘুকুলজাত ক্ষত্রিয়। আমাকে শ্রীরামচন্দ্রের সেবক রূপে জগতে সকলেই জানে। (তাহলে আমি সহ্য কেন করব ?)। অধম পথের ধূলির মতন নীচ আর কে আছে ? কিন্তু পদাঘাত করলে সেটিও মাথায় চড়ে বসে॥ ২২৯॥

চৌপাই—এইরূপ বলে শ্রীলক্ষ্মণ উঠে হাতজোড় করে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। যেন নিদ্রামগ্ন বীররস জেগে উঠল। তিনি মস্তকের জটা বন্ধন করে, কটিতে তরকচ ধারণ করলেন। অতঃপর ধনুকে জ্যারোপ করে হাতে শর নিয়ে তিনি বললেন—আজ আমি শ্রীরামচন্দ্রের সেবক হওয়ার যশ অর্জন করতে ইচ্ছুক। আমি ভরতকে যুদ্ধে উচিত শিক্ষা দিতে চাই। শ্রীরামচন্দ্রের (আপনার) অবমাননা করবার ফলস্বরূপ ভ্রাতাযুগল (ভরত-শত্রুঘ্ন)কে রণাঙ্গনে শয়ন দেব॥ ১-২॥ ভালোই হল সকলে এসেছে। তাদের আগের সব পাওনা বুঝে নেব। এইবার তারা দেখবে সিংহ কেমন গজবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে আর বাজপাখি কেমন তিতিরকে শিকার করে॥ ৩॥ সেইভাবেই আমি সৈন্য-সামন্তসহ ভরত ও তার অনুজকে অপদস্থ করে সম্মুখ সমরে পরাজিত করব। যদি মহাদেবও তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন তবুও শ্রীরামচন্দ্রের নামে শপথ নিয়ে বলছি, রণক্ষেত্রে (অবশ্যই) তাদের বধ করব (ছাড়ব না)॥ ৪॥

দোহা—শ্রীলক্ষ্মণকে ক্রোধানলে উত্তপ্ত হতে দেখে আর তাঁর শপথ বাক্য শ্রবণ করে সকলে ভয় পেয়ে গেল। লোকপালগণ ভয়ে পলায়ন করতে উদ্যত হল॥ ২৩০॥

চৌপাই—সমগ্র জগতে ত্রাসের সঞ্চার হল। তখন শ্রীলক্ষ্মণের অমিত

চৌপাই (২—৪)

অনুচিত উচিত কাজু কিছু হোউ। সমুঝি করিঅ ভল কহ সবু কোউ॥
সহসা করি পাছেঁ পছিতাহীঁ। কহহিঁ বেদ বুধ তে বুধ নাহীঁ॥

সুনি সুর বচন লখন সকুচানে। রাম সীয়ঁ সাদর সনমানে॥
কহী তাত তুম্হ নীতি সুহাঈ। সব তেঁ কঠিন রাজমদু ভাঈ॥

জো অচবঁত নৃপ মাতহিঁ তেঈ। নাহিন সাধুসভা জেহিঁ সেঈ॥
সুনহু লখন ভল ভরত সরীসা। বিধি প্রপঞ্চ মহঁ সুনা ন দীসা॥

দোহা (২৩১)

ভরতহি হোই ন রাজমদু বিধি হরি হর পদ পাই।
কবহুঁ কি কাঁজী সীকরনি ছীরসিন্ধু বিনসাই॥

চৌপাই (১—৪)

তিমিরু তরুন তরনিহি মকু গিলঈ। গগনু মগন মকু মেঘহিঁ মিলঈ॥
গোপদ জল বূড়হিঁ ঘটজোনী। সহজ ছমা বরু ছাড়ৈ ছোনী॥

মসক ফূঁক মকু মেরু উড়াঈ। হোই ন নৃপমদু ভরতহি ভাঈ॥
লখন তুম্হার সপথ পিতু আনা। সুচি সুবন্ধু নহিঁ ভরত সমানা॥

সগুনু খীরু অবগুন জলু তাতা। মিলই রচই পরপঞ্চু বিধাতা॥
ভরতু হংস রবিবংস তড়াগা। জনমি কীন্হ গুন দোষ বিভাগা॥

গহি গুন পয় তজি অবগুন বারী। নিজ জস জগত কীন্হি উজিআরী॥
কহত ভরত গুন সীলু সুভাউ। পেম পয়োধি মগন রঘুরাউ॥

বাহুবলের প্রশংসা করে দৈববাণী হল—হে তাত ! তোমার প্রতাপ ও প্রভাব বর্ণনাতীত ও অগম্য। কার্য উচিত অথবা অনুচিত বিচার করে করলে তা প্রশংসনীয় হয়ে থাকে। শাস্ত্র মতে ও পণ্ডিতদের বিচারে যারা বিচার-বিবেচনা না করে তাড়াহুড়ো করে কোনো কার্য করে ও পরে তার জন্য সন্তপ্ত হয়, তাদের বুদ্ধিমান বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না॥ ১-২॥ দৈববাণী শ্রীলক্ষ্মণকে শঙ্কাকুল করে তুলল। তখন শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী তাঁকে আদরপূর্বক প্রশংসা করে বললেন—হে তাত ! তোমার যুক্তি যে অব্যর্থ তাতে সন্দেহ নেই। রাজ্যলাভের মোহ যে দুর্দম তাতে সন্দেহ নেই॥ ৩॥ যে সাধুসঙ্গ সেবন করেনি এমন রাজাই রাজ্যমদ পান করে মত্ত হয়ে যায়। হে লক্ষ্মণ ! ভরতসম ব্যক্তিত্ব কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্ট হয়েছে বলে শোনা যায়নি, দেখা যায়নি॥ ৪॥

দোহা—(অযোধ্যার রাজত্ব লাভ করা এমন কী বড় কথা) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের পদ পেয়েও ভরতের রাজত্বের অহংকার হবে না। এক ফোঁটা লেবুর রসে কী ক্ষীরসাগর কেটে যাওয়া সম্ভব ? ॥ ২৩১

চৌপাই—অন্ধকার মধ্যাহ্নের সূর্যকে গ্রাস করতে পারে, মেঘ আকাশকে অবলুপ্ত করে ফেলতে পারে ; গোষ্পদের জমা জলে অগস্ত্যমুনি নিমজ্জিত হয়ে যেতে পাবেন, ধরণী তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ক্ষমা (সহ্যশক্তি) ত্যাগ করতে পারে ; মশকের ফুৎকারে সুমেরু উড়ে যেতে পারে কিন্তু হে ভ্রাতা আমার ! ভরতের কখনও রাজত্বের অহংকার হতে পারে না। হে লক্ষ্মণ ! আমি তোমার শপথ ও পিতার দিব্যি নিয়ে বলছি যে ভরতসম পবিত্র ও উত্তম ভ্রাতা জগতে নেই॥ ১-২॥ বিধাতা জগৎপ্রপঞ্চ রচনাকালে গুণরূপ দুগ্ধ অবগুণরূপ জল মিশ্রিত করে দিয়েছেন। কিন্তু ভরত সূর্যবংশ সরোবরে হংসরূপে জন্মগ্রহণ করে গুণ ও অবগুণ স্পষ্টভাবে বিভাজন করে দিয়েছে। সে দুগ্ধ গ্রহণ করে জলকে বর্জন করে নিজ যশলোকে জগৎ আলোকিত করেছে। শ্রীভরতের গুণ, সদাচার ও স্বভাবের ঔৎকর্ষ বর্ণনা করতে করতে শ্রীরঘুনাথ প্রেমসাগরে নিমগ্ন হয়ে গেলেন॥ ৩-৪॥

দোহা (২৩২)

সুনি রঘুবর বানী বিবুধ দেখি ভরত পর হেতু।
সকল সরাহত রাম সো প্রভু কো কৃপানিকেতু॥

চৌপাই (১—৪)

জৌ ন হোত জগ জনম ভরত কো। সকল ধরম ধুর ধরনি ধরত কো॥
কবি কুল অগম ভরত গুন গাথা। কো জানই তুম্হ বিনু রঘুনাথা॥

লখন রাম সিয়ঁ সুনি সুর বানী। অতি সুখু লহেউ ন জাই বখানী॥
ইহাঁ ভরতু সব সহিত সহাএ। মন্দাকিনীঁ পুনীত নহাএ॥

সরিত সমীপ রাখি সব লোগা। মাগি মাতু গুর সচিব নিয়োগা॥
চলে ভরতু জহঁ সিয় রঘুরাঈ। সাথ নিষাদনাথু লঘু ভাঈ॥

সমুঝি মাতু করতব সকুচাহীঁ। করত কুতরক কোটি মন মাহীঁ॥
রামু লখনু সিয় সুনি মম নাউঁ। উঠি জনি অনত জাহিঁ তজি ঠাউঁ॥

দোহা (২৩৩)

মাতু মতে মহুঁ মানি মোহি জো কছু করহিঁ সো থোর।
অঘ অবগুন ছমি আদরহিঁ সমুঝি আপনী ওর॥

চৌপাই (১—৩)

জৌঁ পরিহরহিঁ মলিন মনু জানী। জৌঁ সনমানহিঁ সেবকু মানী॥
মোরেঁ সরন রামহি কী পনহী। রাম সুস্বামি দোসু সব জনহী॥

জগ জস ভাজন চাতক মীনা। নেম পেম নিজ নিপুন নবীনা॥
অস মন গুনত চলে মগ জাতা। সকুচ সনেহঁ সিথিল সব গাতা॥

ফেরতি মনহু মাতু কৃত খোরী। চলত ভগতি বল ধীরজ ধোরী॥
সব সমঝত রঘুনাথ সুভাউ। তব পথ পরত উতাইল পাউ॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের ভরতের প্রীতির কথা শ্রবণ করে দেবতাগণ তাঁর প্রশংসা করে বলতে লাগলেন—শ্রীরামচন্দ্রসম কৃপানিকেতন (পরমকারুণিক) তো আর কাউকে দেখি না ! ২৩২ ॥

চৌপাই—ভরতের জন্মগ্রহণ না হলে ধরণীতে ধর্মের ধ্বজা বহন কে করত ? হে শ্রীরঘুনাথ ! কবিকুলের কল্পনারাজ্যের অতীত শ্রীভরতের গুণসকল আপনি ছাড়া আর কে জানতে পারে ? ১॥ দেবতাদের সুমধুর উক্তি শ্রবণ করে শ্রীলক্ষ্মণ, সীতাদেবী সহতি প্রভু শ্রীরামচন্দ্র এমন সুখের অনুভূতি লাভ করলেন যা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। এদিকে শ্রীভরত তাঁর সকলের সঙ্গে পবিত্র মন্দাকিনীতে অবগাহন করলেন॥ ২ ॥ অতঃপর শ্রীভরত সকলকে নদীর কাছেই অপেক্ষা করতে বলে মাতাসকল, গুরুদেব ও মন্ত্রীমহাশয়ের অনুমতি নিয়ে সেই স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন যেখানে সীতাদেবী ও শ্রীরঘুনাথ অবস্থান করছিলেন। সঙ্গে তিনি কেবল নিষাদরাজ গুহক ও অনুজ শ্রীশত্রুঘ্নকে নিলেন॥ ৩॥ পথে শ্রীভরত স্বীয় কৈকেয়ীর অসদাচরণকে স্মরণ করে সংকোচে সন্তপ্ত ছিলেন। শ্রীভরতের মনে বহু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। তাঁর ভয় ছিল যে তিনি এসেছেন জেনে শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবী সহিত শ্রীরামচন্দ্র অন্যত্র কোথাও চলে না যান ! ৪ ॥

দোহা—(তিনি ভাবছেন—) মাতা কৈকেয়ীর অসদাচরণে আমার সায় ছিল যদি তাঁরা ভাবেন তাহলে তাঁদের কাছ থেকে যা ব্যবহার লাভ করব তা আমার পক্ষে অল্প বলেই মনে করব। কিন্তু তাঁরা উদার স্বভাববশত আমার পাপ ও অবগুণ ক্ষমা করে আমাকে কাছে টেনে নেবেন॥ ২৩৩॥

চৌপাই—আমার একমাত্র অবলম্বন শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাই—তা তিনি আমাকে কলুষযুক্ত জেনে ত্যাগই করুন অথবা সেবক জ্ঞান করে কাছে টেনেই নিন ! প্রভুরূপে শ্রীরামচন্দ্র অতুলনীয়, সেবকগণই তো দোষে ভরা হয়॥ ১॥ চাতক ও মৎস্যই জগতে যশ লাভ করবার অধিকারী কারণ তারা নাম ও প্রেম অবিচল রাখতে সতত সুনিপুণ। শ্রীভরতের যাত্রাপথে এমন সব চিন্তা তাঁর মনে উদয় হচ্ছিল। তাঁর অঙ্গ তখন সংকোচে ও প্রেমে শিথিল হয়ে ছিল॥ ২ ॥ মাতার কুকীর্তির কথা মনে পড়লেই তাঁর গতি মন্থর হয়ে যাচ্ছিল ; কিন্তু ধৈর্যধ্বজাধারী শ্রীভরত ভক্তির জোরে এগিয়ে যেতে পারছিলেন। শ্রীরঘুনাথের সদাচারের

চৌপাই (৪)

ভরত দসা তেহি অবসর কৈসী। জল প্রবাহঁ জল অলি গতি জৈসী॥
দেখি ভরত কর সোচু সনেহূ। ভা নিষাদ তেহি সময়ঁ বিদেহূ॥

দোহা (২৩৪)

লগে হোন মঙ্গল সগুন সুনি গুনি কহত নিষাদু।
মিটিহি সোচু হোইহি হরষু পুনি পরিনাম বিষাদু॥

চৌপাই (১—৪)

সেবক বচন সত্য সব জানে। আশ্রম নিকট জাই নিঅরানে॥
ভরত দীখ বন সৈল সমাজূ। মুদিত ছুধিত জনু পাই সুনাজূ॥
ঈতি ভীতি জনু প্রজা দুখারী। ত্রিবিধ তাপ পীড়িত গ্রহ মারী॥
জাই সুরাজ সুদেস সুখারী। হোহিঁ ভরত গতি তেহি অনুহারী॥
রাম বাস বন সম্পতি ভ্রাজা। সুখী প্রজা জনু পাই সুরাজা॥
সচিব বিরাগু বিবেকু নরেসূ। বিপিন সুহাবন পাবন দেসূ॥
ভট জম নিয়ম সৈল রজধানী। সান্তি সুমতি সুচি সুন্দর রানী॥
সকল অঙ্গ সম্পন্ন সুরাউ। রাম চরন আশ্রিত চিত চাউ॥

দোহা (২৩৫)

জীতি মোহ মহিপালু দল সহিত বিবেক ভুআলু।
করত অকণ্টক রাজু পুরঁ সুখ সম্পদা সুকালু॥

চৌপাই (১—২)

বন প্রদেস মুনি বাস ঘনেরে। জনু পুর নগর গাউঁ গন খেরে॥
বিপুল বিচিত্র বিহগ মৃগ নানা। প্রজা সমাজু ন জাই বখানা॥
খগহা করি হরি বাঘ বরাহা। দেখি মহিষ বৃষ সাজু সরাহা॥
বয়রু বিহাই চরহিঁ এক সঙ্গা। জহঁ তহঁ মনহুঁ সেন চতুরঙ্গা॥

কথা মনে পড়লেই তাঁর পদক্ষেপ দ্রুত হয়ে যাচ্ছিল॥ ৩॥ তখন শ্রীভরতের অবস্থা জলপ্রবাহের ঘূর্ণির মতন ছিল। শ্রীভরতের সদাচার ও প্রেমময় অবস্থায় নিষাদরাজ চমৎকৃত হয়ে দেহজ্ঞান বিরহিত হয়ে গিয়েছিল॥ ৪॥

দোহা—সর্বত্র মঙ্গলচিহ্ন দেখা যেতে লাগল। সেগুলি বিচার করে গুহক বলল—চিন্তা দূর হবে, প্রথমে আনন্দের ও পরে দুঃখের কারণ হবে॥ ২৩৪॥

চৌপাই—শ্রীভরত সেবকের কথায় বিশ্বাস করে আশ্রমের নিকটে উপনীত হলেন। আশ্রমের অদূরের অরণ্যরাজি ও পর্বতমালা শ্রীভরতকে পরমানন্দ দান করল। যেন ক্ষুধায় কাতর ব্যক্তি উত্তম ভোজ্য সামগ্রী লাভ করল॥ ১॥ (অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পঙ্গপাল, বহিরাগত দেশের আক্রমণ আদি) দুর্যোগে ব্যতিব্যস্ত, ত্রিতাপ ক্লিষ্ট (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক), দুষ্টগ্রহ ও মহামারী দ্বারা নিগৃহীত প্রজা যখন শান্তি ও স্বস্তিতে পরিপূর্ণ কোনো রাজ্যে গমন করে যেমন সুখ অনুভব করে শ্রীভরতেরও সেইরূপ অনুভূতি হচ্ছিল॥ ২॥ শ্রীরামচন্দ্রের অবস্থানের ফলে অরণ্য সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। তা দেখে মনে হয় যেন দয়ালু রাজার শাসনে নিশ্চিন্তে প্রজারা বসবাস করছে। সুশোভন অরণ্য যেন একটি দেশ। বিবেক তার রাজা আর বৈরাগ্য মন্ত্রী॥ ৩॥ (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ নামক) যম ও (শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান নামক) নিয়ম হল যোদ্ধা। পর্বতমালা রাজধানী। শান্তি ও সদর্থক বুদ্ধি হল রানীদ্বয় যারা পবিত্র ও অতিশয় সুন্দরী। (স্বামী, অমাত্য, সুহৃদ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও সৈন্য) এই সকল অঙ্গে পরিপূর্ণ সেই শ্রেষ্ঠ রাজা শ্রীরামচন্দ্রের চরণাশ্রিত বলে আনন্দচিত্ত ও উল্লসিত॥ ৪॥

দোহা—মোহরূপ রাজাকে সৈন্যসামন্তসহিত পর্যুদস্ত করে বিবেকরূপ রাজার নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ চলছে। সর্বত্র সুখ, সম্পত্তি ও সুসময় বর্তমান রয়েছে॥ ২৩৫॥

চৌপাই—অরণ্যসকল যেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ। মুনিদের আবাস সকল যেন রাজ্যের শহর, নগর, গ্রামগঞ্জ ও পল্লী। বিচিত্র পশুপক্ষীদের প্রজা বলে মনে হয় যার বিস্তারিত বর্ণনা করা কঠিন॥ ১॥ গণ্ডার, হাতি, সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর, মহিষ, বৃষ আদি পশুগণ সেই রাজ্যে নিশ্চিন্তে বিচরণ

চৌপাই (৩—৪)

ঝরনা ঝরহিঁ মত্ত গজ গাজহিঁ। মনহুঁ নিসান বিবিধি বিধি বাজহিঁ॥
চক চকোর চাতক সুক পিক গন। কূজত মঞ্জু মরাল মুদিত মন॥
অলিগন গাবত নাচত মোরা। জনু সুরাজ মঙ্গল চহু ওরা॥
বেলি বিটপ তৃন সফল সফূলা। সব সমাজু মুদ মঙ্গল মূলা॥

দোহা (২৩৬)

রাম সৈল সোভা নিরখি ভরত হৃদয়ঁ অতি পেমু।
তাপস তপ ফলু পাই জিমি সুখী সিরানেঁ নেমু॥

নবাহ্নপারায়ণ, পঞ্চম বিশ্রাম

মাসপারায়ণ, কুড়িতম বিশ্রাম

চৌপাই (১—৪)

নব কেবট উঁচেঁ চঢ়ি ধাঈ। কহেউ ভরত সন ভুজা উঠাঈ॥
নাথ দেখিঅহিঁ বিটপ বিসালা। পাকরি জম্বু রসাল তমালা॥
জিন্হ তরুবরন্হ মধ্য বটু সোহা। মঞ্জু বিসাল দেখি মনু মোহা॥
নীল সঘন পল্লব ফল লালা। অবিরল ছাহঁ সুখদ সব কালা॥
মানহুঁ তিমির অরুনময় রাসী। বিরচী বিধি সঁকেলি সুষমা সী॥
এ তরু সরিত সমীপ গোসাঁঈ। রঘুবর পরনকুটী জহঁ ছাঈ॥
তুলসী তরুবর বিবিধ সুহাএ। কহুঁ কহুঁ সিয়ঁ কহুঁ লখন লগাএ॥
বট ছায়াঁ বেদিকা বনাঈ। সিয়ঁ নিজ পানি সরোজ সুহাঈ॥

দোহা (২৩৭)

জহাঁ বৈঠি মুনিগন সহিত নিত সিয় রামু সুজান।
সুনহি কথা ইতিহাস সব আগম নিগম পুরান॥

চৌপাই (১)

সখা বচন সুনি বিটপ নিহারী। উমগে ভরত বিলোচন বারী॥
করত প্রনাম চলে দোউ ভাঈ। কহত প্রীতি সারদ সকুচাঈ॥

করে বেড়াচ্ছে দেখে রাজার রাজ্য শাসনেরই প্রশংসা করতে হয়। তারা পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার ভাব ত্যাগ করে স্থানে স্থানে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা যেন রাজার চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী॥ ২ ॥ নির্ঝরের অবিশ্রান্ত জলের শব্দে আর মত্ত হস্তীর বৃংহণে যেন বিভিন্ন ধরনের কাড়ানাকাড়া বাদ্য পরিবেশন চলছে। আর শোনা যাচ্ছে চখাচখী, চাতক, দোয়েল, কোকিল, ঘুঘু পাখি ও সুন্দর হংসের সমবেত কূজন যা স্থানকে মনোরম করে তুলেছে॥ ৩॥ পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমরের গুঞ্জরণ শোনা যাচ্ছে। স্থানে স্থানে পেখম তুলে ময়ূর নৃত্য করছে। শান্তি ও মঙ্গল যেন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। লতাপাতা, বৃক্ষরাজি, তৃণগুল্মে সর্বত্রই ফল ও ফুলের বিপুল সমাবেশ। সর্বত্রই আনন্দ ও মঙ্গলের অধিষ্ঠানে প্রজাগণ যেন খুব সুখী॥ ৪॥

দোহা— শ্রীরামচন্দ্রের নিবাসস্থানের পর্বতমালার অনুপম সৌন্দর্য শ্রীভরতের হৃদয়ে প্রেম ও ভক্তিকে উজ্জীবিত করল। তাপস যেন তপস্যার নিয়ম সমাপনে তপস্যার ফল লাভ করে পরিতৃপ্ত হল॥ ২৩৬॥

চৌপাই—তখন নিষাদরাজ গুহক ছুটে এক সুউচ্চ পর্বত শিখরে আরোহণ করে হাত তুলে শ্রীভরতকে বললেন—হে নাথ! দেখুন। ওই হল সেই পাকুড়, আম, জাম ও তমাল আদি বিশাল বৃক্ষরাজির অবস্থান॥ ১॥ সেই বৃক্ষরাজির মধ্যে একটি অনুপম সুন্দর বটবৃক্ষ আছে যা দেখেই মন মোহিত হয়ে যায়। বৃক্ষের পত্রদল সঘন নীলবর্ণের ও তাতে অরুণ বর্ণ ফল ফলে। এই বৃক্ষের সঘন ছায়া সব ঋতুতেই সমরূপে সুখপ্রদ॥ ২॥ বিধাতা যেন সকল সুষমার সমাবেশ ঘটিয়ে এই আলো আঁধারি পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। হে প্রভু! নদীর তীরে যে বৃক্ষ দেখা যাচ্ছে সেইখানেই শ্রীরামচন্দ্রের পর্ণকুটিরের অবস্থান॥ ৩॥ সেইখানে বহু তুলসীর সমাবেশে তুলসীকানন রচনা করা আছে যা সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণ রচনা করেছেন। এই বটবৃক্ষের তলায় একটি সুন্দর বেদী আছে যা স্বয়ং সীতাদেবী তাঁর করকমল দ্বারা রচনা করেছেন॥ ৪॥

দোহা—সেই বেদীর উপর অধিষ্ঠান করে নিত্য শ্রীসীতারাম মুনিঋষিদের সঙ্গে বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণাদি আলোচনা করে থাকেন॥ ২৩৭॥

চৌপাই—সখা গুহকের কথা শুনে ও বৃক্ষসকলকে দর্শন করে শ্রীভরত প্রেমবিহ্বল হয়ে পড়লেন। (পরম তীর্থকে অতি সন্নিকট জেনে) শ্রীভরতের

চৌপাই (২—৪)

হরষহিঁ নিরখি রাম পদ অঙ্কা। মানহুঁ পারসু পায়উ রঙ্কা॥
রজ সির ধরি হিয়ঁ নয়নন্হি লাবহিঁ। রঘুবর মিলন সরিস সুখ পাবহিঁ॥

দেখি ভরত গতি অকথ অতীবা। প্রেম মগন মৃগ খগ জড় জীবা॥
সখহি সনেহ বিবস মগ ভূলা। কহি সুপন্থ সুর বরষহিঁ ফূলা॥

নিরখি সিদ্ধ সাধক অনুরাগে। সহজ সনেহু সরাহন লাগে॥
হোত ন ভূতল ভাউ ভরত কো। অচর সচর চর অচর করত কো॥

দোহা (২৩৮)

পেম অমিঅ মন্দরু বিরহু ভরতু পয়োধি গঁভীর।
মথি প্রগটেউ সুর সাধু হিত কৃপাসিন্ধু রঘুবীর॥

চৌপাই (১—৪)

সখা সমেত মনোহর জোটা। লখেউ ন লখন সঘন বন ওটা॥
ভরত দীখ প্রভু আশ্রমু পাবন। সকল সুমঙ্গল সদনু সুহাবন॥

করত প্রবেস মিটে দুখ দাবা। জনু জোগী পরমারথু পাবা॥
দেখে ভরত লখন প্রভু আগে। পূঁছে বচন কহত অনুরাগে॥

সীস জটা কটি মুনি পট বাঁধেঁ। তূন কসেঁ কর সরু ধনু কাঁধে॥
বেদী পর মুনি সাধু সমাজূ। সীয় সহিত রাজত রঘুরাজূ॥

বলকল বসন জটিল তনু স্যামা। জনু মুনিবেষ কীন্হ রতি কামা॥
কর কমলনি ধনু সায়কু ফেরত। জিয় কী জরনি হরত হঁসি হেরত॥

প্রেমাশ্রু বাঁধ ভেঙে উপচে পড়ল। ভ্রাতাযুগল দূর থেকে প্রণাম নিবেদন করে সেই পুণ্যভূমির উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাঁদের প্রেমবিহ্বল অবস্থার বর্ণনা করতে দেবী সরস্বতীরও সংকোচ হবে॥ ১॥ তাঁরা ভূমিতে পদচিহ্ন দেখে তা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বলে চিনতে পারলেন। ভ্রাতৃযুগলের প্রেমবিহ্বল অবস্থা দেখে মনে হল যেন কোনো দীনদরিদ্র পরশপাথর খুঁজে পেয়েছে। অনুজযুগল সেই পদরজ মস্তকে ও নেত্রে ধারণ করে শ্রীরঘুবীরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুখ অনুভব করলেন॥ ২॥ শ্রীভরত তখন অনির্বচনীয় প্রেমময় হয়ে ছিলেন যা প্রত্যক্ষ করে অরণ্যের পশুপক্ষী এমনকী বৃক্ষাদি জড় বস্তুসকলও প্রেমবিহ্বল হয়ে পড়ল। নিষাদরাজও বাদ গেল না। প্রেমাতিশয্যে গুহকেরও পথ হারিয়ে গেল। দেবতাগণ তাদের অবস্থা দেখে (ধন্য ধন্য করে) পুষ্পবৃষ্টি করে পথ দেখিয়ে চললেন॥ ৩॥ শ্রীভরতের প্রেমবিহ্বল অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সাধক ও সিদ্ধগণও প্রেমময় হয়ে গেলেন। এই সকল সরল প্রেমের প্রশংসা করে তাঁরা বললেন—এই ধরণীর বুকে শ্রীভরতের জন্ম (অথবা প্রেম) না হলে জড়ে চৈতন্য ও চৈতন্যে জড় বোধ কেমন করে হত ? ৪॥

দোহা—প্রেম অমৃত, বিরহ মন্দার পর্বত আর শ্রীভরত সুগভীর সমুদ্র। কৃপাকর শ্রীরামচন্দ্র দেবতা ও সাধু-স্বভাবযুক্ত ব্যক্তিদের কল্যাণে প্রভু স্বয়ং (এই ভরতরূপ গভীর সমুদ্রকে নিজ বিরহরূপ মন্দার পর্বত দ্বারা) মন্থন করে এই প্রেমরূপ অমৃত সৃষ্টি করেছেন॥ ২৩৮॥

চৌপাই—শ্রীলক্ষ্মণ ঘন বনরাজির আড়াল থাকাতে সখা গুহকসহ শ্রীভরতের মনোহর আগমনকে দেখতে সক্ষম হলেন না। শ্রীভরত এইবার সকল মঙ্গলধাম সেই সুন্দর ও পবিত্র আশ্রমকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন॥ ১॥ আশ্রমে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীভরতের দুঃখ ও অন্তরের জ্বালা দূর হল যেন অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে যোগী শান্ত হয়ে গেলেন। শ্রীভরত দেখতে পেলেন যে অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রীতিপূর্বক কোনো জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দান করছেন॥ ২॥ শ্রীলক্ষ্মণ জটাজুট মস্তক বল্কল মুনিবস্ত্রধারী। কটিতে তূণীর, হস্তে শর ও স্কন্ধে ধনুক। বেদীর উপর মুনি-সাধুসন্তের সঙ্গে সীতাদেবীসহ প্রভু শ্রীরঘুনাথ স্বয়ং বিরাজমান রয়েছেন॥ ৩॥ ঘনশ্যাম তনু শ্রীরামচন্দ্রও জটাজুট ও বল্কলবস্ত্রধারী ; (শ্রীসীতারামকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন) রতি ও কামদেব মুনিবেশ ধারণ করে বসে আছেন।

দোহা (২৩৯)

লসত মঞ্জু মুনি মন্ডলী মধ্য সীয় রঘুচন্দু।
গ্যান সভাঁ জনু তনু ধরেঁ ভগতি সচ্চিদানন্দু।।

চৌপাই (১—৪)

সানুজ সখা সমেত মগন মন। বিসরে হরষ সোক সুখ দুখ গন।।
পাহি নাথ কহি পাহি গোসাঈঁ। ভূতল পরে লকুট কী নাঈঁ।।

বচন সপেম লখন পহিচানে। করত প্রনামু ভরত জিয়ঁ জানে।।
বন্ধু সনেহ সরস এহি ওরা। উত সাহিব সেবা বস জোরা।।

মিলি ন জাই নহিঁ গুদরত বনঈ। সুকবি লখন মন কী গতি ভনঈ।।
রহে রাখি সেবা পর ভারূ। চঢ়ী চঙ্গ জনু খৈঁচ খেলারূ।।

কহত সপ্রেম নাই মহি মাথা। ভরত প্রনাম করত রঘুনাথা।।
উঠে রামু সুনি পেম অধীরা। কহুঁ পট কহুঁ নিষঙ্গ ধনু তীরা।।

দোহা (২৪০)

বরবস লিএ উঠাই উর লাএ কৃপানিধান।
ভরত রাম কী মিলনি লখি বিসরে সবহি অপান।।

শ্রীরামচন্দ্রের করকমল ধনুর্বাণের উপর রাখা আর তিনি হাস্যমুখে যার দিকে দেখছেন সে শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করছে॥ ৪॥

দোহা—অতি সুন্দর মনোরম সেই দৃশ্য। বেদীর উপর সাধুসন্তগণের সভার মধ্যে সীতাদেবীর সহিত রঘুকুলচন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র স্বমহিমায় অধিষ্ঠান করে আছেন ; যেন জ্ঞানের মূর্তিমান ভক্তি ও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন॥ ২৩৯॥

চৌপাই—অনুজ ও সখা সহিত শ্রীভরত তখন প্রেমানুরাগে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। আহ্লাদ-শোক, সুখ-দুঃখ আদি কোনো বোধই তাঁর তখন ছিল না, সেইসকল তখন বিস্মরণ হয়েছিল। শ্রীভরত বললেন—হে নাথ ! রক্ষা করুন। হে প্রভু ! রক্ষা করুন ; আর দণ্ডবৎ ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন॥ ১॥ প্রেম প্রীতিতে পরিপূর্ণ কণ্ঠস্বর তাঁর পরিচিত তাই শ্রীলক্ষ্মণ জানলেন যে স্বয়ং শ্রীভরত এসে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করছেন। (তিনি তখন শ্রীরামচন্দ্রের দিকে মুখ করে ছিলেন আর শ্রীভরত এসেছিলেন তাঁর পিছন দিক দিয়ে তাই তিনি দেখতে পাননি)। হতচকিত শ্রীলক্ষ্মণ বুঝতে পারছিলেন না তিনি কী করবেন। একদিকে পরম প্রিয় ভ্রাতা শ্রীভরতের আগমন বার্তা আর অন্যদিকে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সেবাতে তাঁর প্রবল অনুরাগ॥ ২॥ শ্রীভরতের সঙ্গে মিলিত হতে গেলে শ্রীপ্রভুর সেবায় ব্যাঘাত হয় আর তাঁর সঙ্গে মিলিত না হলে প্রেমকেই উপেক্ষা করা হয়। এই উভয় সমস্যায় বিব্রত শ্রীলক্ষ্মণের প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা একমাত্র শ্রেষ্ঠ কবির পক্ষেই করা সম্ভব। শ্রীপ্রভুর সেবাতেই যুক্ত থাকা অগ্রাধিকার পেল। যেন আকাশে উড়ন্ত ঘুড়িকে সামলাতে কেউ এক মনে সচেষ্ট থাকল॥ ৩॥ (অতঃপর) শ্রীলক্ষ্মণ প্রীতিপূর্বক ভূমিতে প্রণাম নিবেদন করে বলে উঠলেন—হে শ্রীরঘুবীর ! প্রিয় অনুজ শ্রীভরত এসে আপনাকে প্রণাম করছেন। এই বার্তা শ্রবণমাত্রই শ্রীরঘুনাথ প্রেমবিহ্বল হয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। উত্তরীয়, তূণীর, ধনুক, বাণ— সব কোথায় পড়ে রইল॥ ৪॥

দোহা—কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্র (ছুটে এসে) অনুজ শ্রীভরতকে ভূমি থেকে জোর করে তুলে নিলেন আর তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। শ্রীভরতের প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অলৌকিক দৃশ্য সকলকে দেহভাব বিরহিত করল॥ ২৪০॥

চৌপাই (১—২)

মিলনি প্রীতি কিমি জাই বখানী। কবিকুল অগম করম মন বানী॥
পরম পেম পূরন দোউ ভাঈ। মন বুধি চিত অহমিতি বিসরাঈ॥

কহহু সুপেম প্রগট কো করঈ। কেহি ছায়া কবি মতি অনুসরঈ॥
কবিহি অরথ আখর বলু সাঁচা। অনুহরি তায গতিহি নটু নাচা॥

অগম সনেহ ভরত রঘুবর কো। জহঁ ন জাই মনু বিধি হরি হর কো॥
সো মৈঁ কুমতি কহৌঁ কেহি ভাঁতী। বাজ সুরাগ কি গাঁডর তাঁতী॥

মিলনি বিলোকি ভরত রঘুবর কী। সুরগন সভয় ধকধকী ধরকী॥
সমুঝাএ সুরগুরু জড় জাগে। বরষি প্রসূন প্রসংসন লাগে॥

দোহা (২৪১)

মিলি সপেম রিপুসূদনহি কেবটু ভেঁটেউ রাম।
ভূরি ভায়ঁ ভেঁটে ভরত লছিমন করত প্রনাম॥

চৌপাই (১—৪)

ভেঁটেউ লখন ললকি লঘু ভাঈ। বহুরি নিষাদু লীন্হ উর লাঈ॥
পুনি মুনিগন দুহুঁ ভাইন্হ বন্দে। অভিমত আসিষ পাই অনন্দে॥

সানুজ ভরত উমগি অনুরাগা। ধরি সির সিয় পদ পদুম পরাগা॥
পুনি পুনি করত প্রনাম উঠাএ। সির কর কমল পরসি বৈঠাএ॥

সীয়ঁ অসীস দীন্হি মন মাহীঁ। মগন সনেহঁ দেহ সুধি নাহীঁ॥
সব বিধি সানুকূল লখি সীতা। ভে নিসোচ উর অপডর বীতা॥

কোউ কিছু কহই ন কোউ কিছু পূঁছা। প্রেম ভরা মন নিজ গতি ছূঁছা॥
তেহি অবসর কেবটু ধীরজু ধরি। জোরি পানি বিনবত প্রনামু করি॥

চৌপাই—সেই মিলনপ্রীতি বর্ণনাতীত ছিল ; তা তো কায়মনোবাক্যে শ্রেষ্ঠ কবিরও অগম্য। ভ্রাতাদ্বয় (শ্রীভরত ও শ্রীরামচন্দ্র) তখন মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকারের ঊর্ধ্বে পরম প্রেমময় (অনুরাগরঞ্জিত) অবস্থায় বিরাজমান ছিলেন॥ ১ ॥ কেমন করে সেই মিলনের প্রীতির কথা বলি ? কবিসকলের বুদ্ধি কোন্ ছায়ার অনুসরণ করবে ? তাঁদের প্রকৃত শক্তি তো অক্ষর ও অর্থে সীমাবদ্ধ। নৃত্যশিল্পী তো উত্তম তাল অনুসরণ করেই নৃত্য করে থাকে॥ ২ ॥ শ্রীভরত ও শ্রীরামচন্দ্রের প্রেম দৈবভাবযুক্ত ও অগম্য ছিল। সেখানে তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও প্রবেশাধিকার নেই। আমার মতন সীমিতবুদ্ধি তা বর্ণনা কেমন করে করে ! দলঘাস নির্মিত তন্তু দিয়ে কি উত্তম রাগ-রাগিনী সৃষ্টি করা সম্ভব ! ৩॥ শ্রীভরত ও শ্রীরঘুবীরের মিলন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে দেবতাগণ প্রমাদ গুনলেন। তাঁরা তখন শঙ্কিত ; তাঁদের হৃদয় প্রকম্পিত হল। দেবগুরু যখন তাঁদের আশ্বস্ত করলেন, তখন তাঁরা ভীতি পরিহার করে মিলনের প্রশংসা করে পুষ্পবৃষ্টি করলেন॥ ৪ ॥

দোহা—অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র প্রেম সহকারে শ্রীশত্রুঘ্নের সঙ্গে মিলিত হয়ে তারপর কেবটের (নিষাদরাজের) সঙ্গে মিলিত হলেন ; আর প্রণাম করে শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীভরতের সঙ্গে অতি প্রীতিপূর্বক মিলিত হলেন॥ ২৪১ ॥

চৌপাই—অতঃপর শ্রীলক্ষ্মণ (প্রবল উৎসাহে) অনুজ শ্রীশত্রুঘ্নের সঙ্গে মিলিত হলেন। অতঃপর তিনি নিষাদরাজকে আলিঙ্গন করলেন। এইবার শ্রীভরত ও শ্রীশত্রুঘ্ন ভ্রাতাযুগল (উপস্থিত) মুনিদের প্রণাম করলেন আর আকাঙ্ক্ষিত আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হলেন॥ ১ ॥ এইবার অনুজ শ্রীশত্রুঘ্নকে নিয়ে শ্রীভরত পরম প্রীতি সহকারে সীতাদেবীর পাদপদ্মরজ মস্তকে ধারণ করে বারে বারে প্রণাম করলেন। সীতাদেবী তাঁদের তুলে মস্তকে করকমলস্পর্শ দান করে (আশীর্বাদ করে) বসতে বললেন॥ ২ ॥ সীতাদেবী মনে মনে আশীর্বাদ দিলেন ; কারণ তিনি তখন স্নেহাতিশয্যে দেহভাববিরহিত হয়ে পড়েছিলেন। শ্রীভরত দেখলেন সীতাদেবীর আচরণ সর্বতোভাবে অনুকূল ; তাঁর সংশয় কেটে গেল আর অন্তরের ভয়ভাবও কেটে যেতে লাগল॥ ৩॥ তখন সকলে এমনই প্রেমময় হয়ে ছিলেন যে কথাবার্তা অথবা প্রশ্ন করা কিছুই হচ্ছিল না। মন তখন তার স্বাভাবিক (সংকল্প, বিকল্প ও চাঞ্চল্য) প্রবৃত্তি ভুলে

দোহা (২৪২)

নাথ সাথ মুনিনাথ কে মাতু সকল পুর লোগ।
সেবক সেনপ সচিব সব আএ বিকল বিয়োগ॥

চৌপাই (১—৪)

সীলসিন্ধু সুনি গুর আগবনূ। সিয় সমীপ রাখে রিপুদবনূ॥
চলে সবেগ রামু তেহি কালা। ধীর ধরম ধুর দীনদয়ালা॥

গুরহি দেখি সানুজ অনুরাগে। দণ্ড প্রনাম করন প্রভু লাগে॥
মুনিবর ধাই লিএ উর লাঈ। প্রেম উমগি ভেঁটে দোউ ভাঈ॥

প্রেম পুলকি কেবট কহি নামূ। কীন্‌হ দূরি তে দন্ড প্রনামূ॥
রামসখা রিষি বরবস ভেঁটা। জনু মহি লুঠত সনেহ সমেটা॥

রঘুপতি ভগতি সুমঙ্গল মূলা। নভ সরাহি সুর বরিসহিঁ ফূলা॥
এহি সম নিপট নীচ কোউ নাহীঁ। বড় বসিষ্ঠ সম কো জগ মাহীঁ॥

দোহা (২৪৩)

জেহি লখি লখনহু তেঁ অধিক মিলে মুদিত মুনিরাউ।
সো সীতাপতি ভজন কো প্রগট প্রতাপ প্রভাউ॥

চৌপাই (১—২)

আরত লোগ রাম সবু জানা। করুনাকর সুজান ভগবানা॥
জো জেহি ভায়ঁ রহা অভিলাষী। তেহি তেহি কৈ তসি তসি রুখ রাখী॥

সানুজ মিলি পল মহুঁ সব কাহূ। কীন্‌হ দূরি দুখু দারুন দাহূ॥
যহ বড়ি বাত রাম কৈ নাহীঁ। জিমি ঘট কোটি এক রবি ছাহীঁ॥

গিয়েছিল। এইবার গুহক ধৈর্য সহকারে প্রণাম নিবেদন করে হাতজোড় করে বলল॥ ৪॥

দোহা *—(গুহক সবিনয়ে বলল) হে নাথ ! মুনিবর বশিষ্ঠদেবসহ মাতাগণ, প্রজাগণ, সেবক, সেনাপতি, মন্ত্রী সকলেরই আগমন হয়েছে। তাঁরা আপনার বিরহে অতিশয় ব্যাকুল হয়ে আছেন ? ২৪২॥*

চৌপাই— গুরুদেবের আগমন বার্তা শ্রবণ করে সৌশীল্যসাগর শ্রীরাম-চন্দ্র সীতাদেবীর কাছে শ্রীশত্রুঘ্নকে থাকতে বলে দিলেন ; আর পরম ধৈর্যবান, ধর্মধ্বজা দীনবন্ধু শ্রীরামচন্দ্র নিজে স্বয়ং দ্রুতগতিতে ছুটে গেলেন॥ ১॥ গুরুদেবের দর্শন লাভ করে অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র প্রেমানুরাগরঞ্জিত হয়ে গেলেন। তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করছেন দেখে মুনিবর বশিষ্ঠদেব ছুটে এসে তাঁকে আলিঙ্গন দান করলেন। প্রেমে পরিপূর্ণ গুরুদেব তখন ভ্রাতৃযুগলের সঙ্গে মিলিত হলেন॥ ২॥ অতঃপর প্রেমে পরিপূর্ণ গুহক (নিষাদরাজ) নিজের পরিচয় দান করে দূর থেকে মুনিবর বশিষ্ঠদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করল। ঋষি বশিষ্ঠদেব তাকে রামসখা জেনে জোর করে আলিঙ্গন দান করলেন। তিনি যেন ভূলুণ্ঠিত প্রেমকেই তুলে নিলেন॥ ৩॥ দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করে বলতে লাগলেন—শ্রীরঘুপতির ভক্তিই হল সর্বমঙ্গলের আধার আর তারই প্রভাবে এই দর্শনীয় অধম ও উত্তমের মিলন সম্ভব হল॥ ৪॥

দোহা— *তখন মুনিবর বশিষ্ঠদেবের নিষাদরাজের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে পরিমাণ আনন্দ হয়েছিল তা শ্রীলক্ষ্মণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আনন্দ থেকে বেশি ছিল। তা সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের সাধনভজনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও প্রভাব রূপেই গণ্য হবে॥ ২৪৩॥*

চৌপাই— করুণাকর জ্ঞানসাগর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রজাদের বিষাদগ্রস্ত (তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য উদ্গ্রীব) জানলেন। তখন তিনি শ্রীলক্ষ্মণকে নিয়ে যে যেমনভাবে মিলিত হওয়ার অভিলষিত ছিল তার সঙ্গে সেইভাবেই মুহূর্তের মধ্যে মিলিত হয়ে তাদের দুঃখ ও কঠিন সন্তাপ হরণ করে নিলেন। এই ঘটনা শ্রীরামচন্দ্রের জন্য কোনো বিশেষ ব্যাপার ছিল না কারণ কোটি কোটি ঘটের মধ্যে একই সূর্যের পৃথক পৃথক ছায়া একই সঙ্গে পরিলক্ষিত হয়ে

চৌপাই (৩—৪)

মিলি কেবটহি উমগি অনুরাগা। পুরজন সকল সরাহহিঁ ভাগা॥
দেখীঁ রাম দুখিত মহতারীঁ। জনু সুবেলি অবলীঁ হিম মারীঁ॥

প্রথম রাম ভেঁটী কৈকেঈ। সরল সুভায়ঁ ভগতি মতি ভেঈ॥
পগ পরি কীন্হ প্রবোধু বহোরী। কাল করম বিধি সির ধরি খোরী॥

দোহা (২৪৪)

ভেটী রঘুবর মাতু সব করি প্রবোধু পরিতোষু।
অম্ব ঈস আধীন জগু কাহু ন দেইঅ দোষু॥

চৌপাই (১—৪)

গুরতিয় পদ বন্দে দুহু ভাঈঁ। সহিত বিপ্রতিয় জে সঁগ আঈঁ॥
গঙ্গ গৌরি সম সব সনমানীঁ। দেহিঁ অসীস মুদিত মৃদু বানীঁ॥

গহি পদ লগে সুমিত্রা অঙ্কা। জনু ভেঁটী সম্পতি অতি রঙ্কা॥
পুনি জননী চরননি দোউ ভ্রাতা। পরে পেম ব্যাকুল সব গাতা॥

অতি অনুরাগ অম্ব উর লাএ। নয়ন সনেহ সলিল অন্হবাএ॥
তেহি অবসর কর হরষ বিষাদূ। কিমি কবি কহৈ মূক জিমি স্বাদূ॥

মিলি জননিহি সানুজ রঘুরাউ। গুর সন কহেউ কি ধারিঅ পাউ॥
পুরজন পাই মুনীস নিয়োগূ। জল থল তকি তকি উতরেউ লোগূ॥

দোহা (২৪৫)

মহিসুর মন্ত্রী মাতু গুর গনে লোগ লিএ সাথ।
পাবন আশ্রম গবনু কিয় ভরত লখন রঘুনাথ॥

থাকে॥ ১-২॥ অযোধ্যাবাসীগণ তখন প্রেমে পরিপূর্ণ অবস্থায় নিষাদরাজের সঙ্গে মিলিত হল। সকলেই গুহকের ভাগ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন যে মাতাগণ অতিশয় বিষাদগ্রস্ত যেন বৃক্ষলতার সারিতে হিমঝড় আঘাত করেছে॥ ৩॥ সর্বপ্রথম প্রভু শ্রীরামচন্দ্র কৈকেয়ী মাতার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর সরল স্বভাব ও ভক্তিতে তাঁকে শান্ত করলেন। অতঃপর তিনি মাতার চরণধারণ করে কাল, কর্ম ও বিধাতার উপর দোষারোপ করে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন॥ ৪॥

দোহা —অতঃপর শ্রীরঘুনাথ অন্যান্য মাতাদের কাছে গেলেন। তিনি সকলকে বোঝালেন আর সন্তুষ্ট করে বললেন—হে মাতা ! জগৎ ঈশ্বরাধীন, কাউকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়॥ ২৪৪॥

চৌপাই — এইবার ভ্রাতা শ্রীভরতের সঙ্গে আগমনকারী ব্রাহ্মণীগণ ও বিশেষ করে গুরুদেবের ভার্যা অরুন্ধতী মাতার সঙ্গে ভ্রাতৃযুগল সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা সকলের পাদপদ্ম বন্দনা করে তাঁদের গঙ্গামাতা ও গৌরীমাতা সম সম্মান প্রদর্শন করলেন। সকলে ভ্রাতৃযুগলকে আশীর্বাদ করে অনেক সুমধুর কথা বললেন॥ ১॥ অতঃপর ভ্রাতাযুগল সুমিত্রামাতার পাদপদ্ম বন্দনা করে তাঁর অঙ্কে স্থান পেলেন, যেন কোনো অতিশয় দরিদ্র বিশাল সম্পত্তি লাভ করে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। সেখান থেকে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণ কৌশল্যামাতার কাছে গমন করে তাঁর শ্রীচরণে সংলগ্ন হলেন। প্রেমাধিক্যে তখন তাঁদের সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে পড়েছিল॥ ২॥ স্নেহময়ী জননী তাঁদের বুকে টেনে নিলেন আর তাঁর অশ্রুজলে সন্তানদের সিক্ত করে দিলেন। সেই মুহূর্তের উল্লাস ও বিষাদ বর্ণনা করবার ভাষা কবির জানা নেই। বোবা যে, সে স্বাদ বর্ণনা কেমন করে করবে ? ৩॥ এইভাবে জননী কৌশল্যামাতার সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র শ্রীলক্ষ্মণকে নিয়ে গুরুদেবের নিকটে গমন করে বললেন—আপনি কৃপা করে আপনার পদরজ দ্বারা আশ্রমকে পবিত্র করে দিন। প্রজাগণ তখন মুনিবর বশিষ্ঠদেবের অনুমতি লাভ করে ভূমি ও জলের সুবিধা দেখে নেমে পড়ল॥ ৪॥

দোহা —এইবার ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, মাতাসকল ও গুরুদেব আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীভরত, শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র আশ্রমের দিকে যাত্রা করলেন॥ ২৪৫॥

চৌপাই (১—৪)

সীয় আই মুনিবর পগ লাগী। উচিত অসীস লহী মন মাগী॥
পুরপতিনিহি মুনিতিয়ন্হ সমেত। মিলী পেমু কহি জাই ন জেতা॥

বন্দি বন্দি পগ সিয় সবহী কে। আসিরবচন লহে প্রিয় জী কে॥
সাসু সকল জব সীয়ঁ নিহারীঁ। মূদে নয়ন সহমি সুকুমারীঁ॥

পরীঁ বধিক বস মনহুঁ মরালীঁ। কাহ কীন্হ করতার কুচালীঁ॥
তিন্হ সিয় নিরখি নিপট দুখু পাবা। সো সবু সহিঅ জো দৈউ সহাবা॥

জনকসুতা তব উর ধরি ধীরা। নীল নলিন লোয়ন ভরি নীরা॥
মিলী সকল সাসুন্হ সিয় জাঈ। তেহি অবসর করুনা মহি ছাঈ॥

দোহা (২৪৬)

লাগি লাগি পগ সবনি সিয় ভেঁটতি অতি অনুরাগ।
হৃদয়ঁ অসীসহিঁ পেম বস রহিঅহু ভরী সোহাগ॥

চৌপাই (১—৪)

বিকল সনেহঁ সীয় সব রানীঁ। বৈঠন সবহি কহেউ গুর গ্যানীঁ॥
কহি জগ গতি মায়িক মুনিনাথা। কহে কছুক পরমারথ গাথা॥

নৃপ কর সুরপুর গবনু সুনাবা। সুনি রঘুনাথ দুসহ দুখু পাবা॥
মরন হেতু নিজ নেহু বিচারী। ভে অতি বিকল ধীর ধুর ধারী॥

কুলিস কঠোর সুনত কটু বানী। বিলপত লখন সীয় সব রানী॥
সোক বিকল অতি সকল সমাজূ। মানহুঁ রাজু অকাজেউ আজূ॥

মুনিবর বহুরি রাম সমুঝাএ। সহিত সমাজ সুসরিত নহাএ॥
ব্রতু নিরম্বু তেহি দিন প্রভু কীন্হা। মুনিহু কহেঁ জলু কাহুঁ ন লীন্হা॥

চৌপাই—(তাঁরা আশ্রমে পদার্পণ করলে) সীতাদেবী এসে (তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন ও মহামুনি বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম নিবেদন করে মনের মতন (উচিত) আশীর্বাদ লাভ করলেন। অতঃপর তিনি মুনিদের ভার্যাসকলকে সঙ্গে নিয়ে গুরুপত্নী মাতা অরুন্ধতীর সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁর প্রেম বলে বোঝানো সম্ভব নয়॥ ১॥ সীতাদেবী সকলের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে মিলিত হয়ে চরণ বন্দনা করে মনের মতন আশীর্বাদ লাভ করলেন। যখন সুকুমারী সীতাদেবীর দৃষ্টি শ্বশ্রূমাতাদের উপর পড়ল তখন তাঁদের (বৈধব্য বেশ) দেখে তিনি ভয়ে চোখ বন্ধ করলেন॥ ২॥ (শ্বশ্রূমাতাদের করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে) তাঁর মনে হল যে রাজহংসীসকল ঘাতকের হাতে পড়েছেন। (তিনি মনে মনে তখন ভাবছেন—) হে বিধাতা ! দুঃসময়ে এ কী করেছেন ? শ্বশ্রূমাতাগণও সীতাদেবীকে দেখে অতিশয় দুঃখিত হলেন। (তাঁরা তখন ভাবছেন—) দৈবনির্দিষ্ট সবই তো সহ্য না করে উপায় নেই॥ ৩॥ এইবার সীতাদেবী অবিচল চিত্তে তাঁর নীলকমলনয়নে অশ্রু ধারণ করে শ্বশ্রূমাতাদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। আশ্রমে করুণরস তখন আধিপত্য বিস্তার করে বসল॥ ৪॥

দোহা—সীতাদেবী একে একে শ্বশ্রূমাতাদের পদসংলগ্ন হয়ে পরম প্রীতি সহকারে মিলিত হলেন। শ্বশ্রূমাতাগণ সস্নেহে তাঁকে সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় থাকুক বলে আশীর্বাদ করলেন॥ ২৪৬॥

চৌপাই—রানীগণ তখন সীতাদেবীর স্নেহে বিহ্বল হয়ে ছিলেন। তখন পরমজ্ঞানী গুরুদেব সকলকে কাছে ডেকে বসিয়ে বললেন—জগতে সবই মায়ার খেলা (অর্থাৎ জগৎ মায়াময়, এখানে নিত্য বলে কিছু নেই)। অতঃপর তিনি কিছু তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করলেন॥ ১॥ তদনন্তর মহামুনি বশিষ্ঠদেব মহারাজ দশরথের পরলোক গমনের কথা বললেন যা শ্রবণ করে শ্রীরঘুবীর দুঃসহ দুঃখ অনুভব করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে পিতার মৃত্যুর মূলে রয়েছে তাঁর উপর অত্যধিক স্নেহ। এইবার ধীরবুদ্ধি শ্রীরামচন্দ্রও অতিশয় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন॥ ২॥ বজ্রসম কঠোর সেই অপ্রিয় কথা শ্রবণ করে শ্রীলক্ষ্মণ, সীতাদেবী ও রানীগণ বিলাপ করতে লাগলেন। আশ্রমে শোকের ছায়া নেমে এল আর সকলেই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। মনে হচ্ছিল যেন রাজা দশরথ সেইদিনই দেহত্যাগ করেছেন॥ ৩॥ অতঃপর মুনিবর বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে

দোহা (২৪৭)

ভোরু ভএঁ রঘুনন্দনহি জো মুনি আয়সু দীন্‌হ।
শ্রদ্ধা ভগতি সমেত প্রভু সো সবু সাদরু কীন্‌হ॥

চৌপাই (১—৪)

করি পিতু ক্রিয়া বেদ জসি বরনী। ভে পুনীত পাতক তম তরনী॥
জাসু নাম পাবক অঘ তূলা। সুমিরত সকল সুমঙ্গল মূলা॥

সুদ্ধ সো ভয়উ সাধু সম্মত অস। তীরথ আবাহন সুরসরি জস॥
সুদ্ধ কভএঁ দুই বাসর বীতে। বোলে গুর সন রাম পিরীতে॥

নাথ লোগ সব নিপট দুখারী। কন্দ মূল ফল অম্বু অহারী॥
সানুজ ভরতু সচিব সব মাতা। দেখি মোহি পল জিমি জুগ জাতা॥

সব সমেত পুর ধারিঅ পাউ। আপু ইহাঁ অমরাবতি রাউ॥
বহুত কহেউঁ সব কিয়উঁ ঢিঠাঈ। উচিত হোই তস করিঅ গোসাঁঈ॥

দোহা (২৪৮)

ধর্ম সেতু করুনায়তন কস ন কহহু অস রাম।
লোগ দুখিত দিন দুই দরস দেখি লহহুঁ বিশ্রাম॥

সান্ত্বনাদি দিলেন। তখন প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সকলকে নিয়ে পবিত্র মন্দাকিনী নদীতে অবগাহন করলেন। সেইদিন প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নির্জলা উপবাসেই কাটল। মুনিবর বশিষ্ঠদেব সকলকে অনুরোধ করেও জল গ্রহণ করাতে পারলেন না॥ ৪॥

দোহা— পরদিবস প্রাতঃকালে মুনিবর বশিষ্ঠদেব রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম-চন্দ্রকে যা যা করতে বললেন শ্রীপ্রভু তা পরম শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে পালন করলেন॥ ২৪৭॥

চৌপাই— বেদ কথিত নিয়মানুসারে পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে পাপরূপ অন্ধকার বিনাশকারী সূর্যরূপ শ্রীরামচন্দ্র শুদ্ধ হলেন ! যাঁর নামই পাপরূপ তুলাকে (তৎক্ষণাৎ) ভস্মীভূত করবার জন্য অগ্নিসম আর যাঁর নাম স্মরণই সকল শুভ ও মঙ্গলের মূল সেই (নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ) ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শুদ্ধ হলেন ! সাধুদের মতে তাঁর শুদ্ধ হওয়া ছিল যেন তীর্থসকলকে আবাহন করে গঙ্গাকে শুদ্ধ করা ! (গঙ্গা তো সতত স্বভাবসিদ্ধ শুদ্ধ, তাঁতে যে সকল তীর্থকে আবাহন করা হয় প্রকৃতভাবে তাঁরাই গঙ্গার সংস্পর্শে এসে শুদ্ধ হয়ে যান। ঠিক একই ভাবে সচ্চিদানন্দরূপ শ্রীরামচন্দ্র তো নিত্যশুদ্ধ তাঁর সংস্পর্শে এসে কর্মই শুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।) শুদ্ধ হওয়ার পর যখন দুই দিন কেটে গেল তখন শ্রীরামচন্দ্র প্রীতিপূর্বক গুরুদেবকে বললেন— হে নাথ ! এখানে সকলের অতিশয় কষ্ট হচ্ছে। সকলে জল, কন্দ, ফলমূল খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এই অবস্থায় শত্রুঘ্নকে নিয়ে ভরতের, মন্ত্রীদের, মাতাদের দিন কাটাতে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে ; যেন এক একটা মুহূর্ত এক যুগ বলে মনে হচ্ছে॥ ১-৩॥ তাই সকলকে নিয়ে আপনি অযোধ্যাতে বাস করলে ভালো হয়। আপনারা সকলে এইখানে আর মহারাজ অমরাবতীতে (স্বর্গে) আছেন (অযোধ্যা তাই অরক্ষিত) ! আমি বহু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে ফেললাম ; তা আমার ধৃষ্টতা জেনে ক্ষমা করে দেবেন। হে গুরুদেব ! যা ভালো মনে হয় আপনি তাই করুন॥ ৪॥

দোহা—(বশিষ্ঠদেব বললেন—) হে রামচন্দ্র ! ধর্মসেতু তুমি তো করুণাকর। এমন কথা তুমি বলবে না তো কে বলবে ? সকলেই সন্তপ্ত। তারা না হয় দুই দিন তোমার দর্শন লাভ করে শান্তিলাভ করুন॥ ২৪৮॥

চৌপাই (১—৪)

রাম বচন সুনি সভয় সমাজূ। জনু জলনিধি মহুঁ বিকল জহাজূ॥
সুনি গুর গিরা সুমঙ্গল মূলা। ভয়উ মনহুঁ মারুত অনুকূলা॥

পাবন পয়ঁ তিহুঁ কাল নহাহীঁ। জো বিলোকি অঘ ওঘ নসাহীঁ॥
মঙ্গলমূরতি লোচন ভরি ভরি। নিরখহিঁ হরষি দন্ডবত করি করি॥

রাম সৈল বন দেখন জাহীঁ। জহঁ সুখ সকল সকল দুখ নাহীঁ॥
ঝরনা ঝরহিঁ সুধাসম বারী। ত্রিবিধ তাপহর ত্রিবিধ বয়ারী॥

বিটপ বেলি তৃন অগনিত জাতী। ফল প্রসূন পল্লব বহু ভাঁতী॥
সুন্দর সিলা সুখদ তরু ছাহীঁ। জাই বরনি বন ছবি কেহি পাহীঁ॥

দোহা (২৪৯)

সরনি সরোরুহ জল বিহগ কূজন গুঞ্জত ভৃঙ্গ।
বৈর বিগত বিহরত বিপিন মৃগ বিহঙ্গ বহুরঙ্গ॥

চৌপাই (১—৩)

কোল কিরাত ভিল্ল বনবাসী। মধু সুচি সুন্দর স্বাদু সুধা সী॥
ভরি ভরি পরন পুটী রচি রুরী। কন্দ মূল ফল অঙ্কুর জূরী॥

সবহি দেহিঁ করি বিনয় প্রনামা। কহি কহি স্বাদ ভেদ গুন নামা॥
দেহিঁ লোগ বহু মোল ন লেহীঁ। ফেরত রাম দোহাঈ দেহীঁ॥

কহহিঁ সনেহ মগন মৃদু বানী। মানত সাধু পেম পহিচানী॥
তুম্হ সুকৃতী হম নীচ নিষাদা। পাবা দরসনু রাম প্রসাদা॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রের কথায় সকলে শঙ্কিত হয়ে ছিলেন, মাঝ-সমুদ্রে যেন জাহাজ বিকল হয়ে টলমল করে উঠেছিল। অবশ্য গুরু বশিষ্ঠদেবের পরম কল্যাণময় কথা শ্রবণ করে সকলে স্বস্তি অনুভব করলেন, যেন জাহাজের জন্য অনুকূল বায়ু অনুভূত হল॥ ১॥ সকলে সেই পবিত্র পয়স্বিনীতে ত্রিসন্ধ্যা স্নান (প্রাতঃকালে, দ্বিপ্রহরে ও সায়ংকালে) করতে থাকলেন যার দর্শনেই পাপপুঞ্জের বিনাশ হয়ে যায় আর মঙ্গলময় শ্রীরামচন্দ্রকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে দুচোখ ভরে দেখে জন্মসার্থক করতে লাগলেন॥ ২॥ সকলেই সেই শ্রীরামচন্দ্রের পর্বত (কামদগিরি) ও বনরাজি দর্শন করেন যেখানে দুঃখ নেই, কেবল সুখ বর্তমান। নির্ঝরিণী অমৃতসম জলপ্রবাহ দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করে যায় আর (শীতল, মন্দ ও সুগন্ধযুক্ত) তিন রকমের বায়ুপ্রবাহ সকলের ত্রিতাপ (আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সন্তাপ) হরণ করে সকলকে সুখের অনুভূতি প্রদান করে॥ ৩॥ বৃক্ষ লতা গুল্মরাজির এক অতি বিশাল সমাহার আর সেইখানে পত্র, পুষ্প ও ফলের অপরূপ সম্ভার। প্রস্তর শিলাসকল যেন সৌন্দর্যের প্রতীক। বৃক্ষসকল উত্তম ছায়া দান করে সুখ দান করতে সদা উন্মুখ। অরণ্যের সৌন্দর্য প্রকৃতভাবে বর্ণনা করা কার পক্ষে সম্ভব ? ৪॥

দোহা—সরোবরে সরোরুহ সম্ভার, জলচর পক্ষীগণের কূজনে ও ভ্রমরের গুঞ্জরণে স্থান মনোরম হয়ে আছে। নানা বর্ণের পশুপক্ষী অরণ্যের মধ্যে হিংসা ভুলে একসঙ্গে বিহার করছে॥ ২৪৯॥

চৌপাই—অরণ্যচারী কোল, ভীল, কিরাতগণ পবিত্র ও সুন্দর অমৃতসম উপাদেয় মধু ও অঙ্কুরসহ কন্দ-ফুল-মূল পাতার ঠোঙায় সকলকে প্রণাম নিবেদন করে সবিনয়ে বিতরণ করছিল। নিবেদন করবার সময়ে নাম, স্বাদ, গুণাগুণ আদিও তারা বলে দিচ্ছিল। (শহর জীবনে অভ্যস্ত) জনগণ সেই সব বস্তুর জন্য দাম দিতে উদ্যত হলে অরণ্যবাসী (সহজ সরল) ব্যক্তিগণ বলল যে দাম তারা চায় না, তারা তো শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করতে পেরেই কৃতার্থ॥ ১-২॥ প্রেমপ্রীতিতে পরিপূর্ণ সেই সহজ সরল বনবাসীগণ সবিনয়ে বলল—সজ্জন তো প্রীতিরই সম্মান করে থাকেন (অর্থাৎ আপনারা তো সজ্জন বলেই জানি। দাম দিয়ে বা জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে আমাদের প্রীতিকে আঘাত করবেন না)।

চৌপাই (৪)

হমহি অগম অতি দরসু তুম্‌হারা। জস মরু ধরনি দেবধুনি ধারা॥
রাম কৃপাল নিষাদ নেবাজা। পরিজন প্রজউ চহিঅ জস রাজা॥

দোহা (২৫০)

যহ জিয়ঁ জানি সঁকোচু তজি করিঅ ছোহু লখি নেহু।
হমহি কৃতারথ করন লগি ফল তৃন অঙ্কুর লেহু॥

চৌপাই (১—৪)

তুম্‌হ প্রিয় পাহুনে বন পগু ধারে। সেবা জোগু ন ভাগ হমারে॥
দেব কাহ হম তুম্‌হহি গোসাঁঈ। ঈধনু পাত কিরাত মিতাঈ॥

যহ হমারি অতি বড়ি সেবকাঈ। লেহি ন বাসন বসন চোরাঈ॥
হম জড় জীব জীব গন ঘাতী। কুটিল কুচালী কুমতি কুজাতী॥

পাপ করত নিসি বাসর জাহীঁ। নহিঁ পট কটি নহিঁ পেট অঘাহীঁ॥
সপনেহুঁ ধরমবুদ্ধি কস কাউ। যহ রঘুনন্দন দরস প্রভাউ॥

জব তেঁ প্রভু পদ পদুম নিহারে। মিটে দুসহ দুখ দোষ হমারে॥
বচন সুনত পুরজন অনুরাগে। তিন্‌হ কে ভাগ সরাহন লাগে॥

ছন্দ

লাগে সরাহন ভাগ সব অনুরাগ বচন সুনাবহীঁ।
বোলনি মিলনি সিয় রাম চরন সনেহু লখি সুখু পাবহীঁ॥
নর নারি নিদরহিঁ নেহু নিজ সুনি কোল ভিল্লনি কী গিরা।
তুলসী কৃপা রঘুবংসমনি কী লোহ লৈ লৌকা তিরা॥

আপনারা সকলে পুণ্যাত্মা আর আমরা তো অধম জাতির নিষাদকুল। শ্রীপ্রভুর অশেষ করুণা যে আমরা আপনাদের দর্শন লাভ করবার সৌভাগ্য লাভ করলাম॥ ৩॥ আমাদের কাছে আপনাদের দর্শন লাভ করাকে আমরা দুর্লভ ঘটনা বলেই মনে করি ; এ যেন মরুভূমিতে গঙ্গাজল ধারার সন্ধান পাওয়া। (এই দেখুন না !) কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র কেমন ভাবে নিষাদদের উপর অহেতুক কৃপা বর্ষণ করলেন ! আরে ! যেমন রাজা, তেমনই তো প্রজা ও পরিবার হবে॥ ৪॥

দোহা—আমাদের একান্ত অনুরোধ যে আপনারা এই তুচ্ছ বস্তুসকল গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করবেন না। তাতে আমাদের প্রীতি আপনাদের স্বীকৃতি পাবে। আপনারা অঙ্কুর ফল তৃণাদি গ্রহণ করলে আমরা কৃতার্থ হই॥ ২৫০॥

চৌপাই—আপনারা সম্মানিত অতিথিরূপে অরণ্যে পদার্পণ করেছেন। আপনাদের সেবা করবার সৌভাগ্য নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করিনি। হে প্রভু ! আমাদের আর কী আছে যা আপনাদের আমরা দেব ? কিরাতের বন্ধুত্ব যে ইন্ধন (কাষ্ঠ) ও পত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ॥ ১॥ আপনাদের বসন, বাসন আমরা চুরি করছি না তাই তো আমাদের মহৎ সেবা বলে জানবেন। জড় প্রকৃতির জীব আমরা। আমরা জীবহিংসায় সতত যুক্ত থাকি। বস্তুত আমরা কুটিল, কদাচারী, দুর্মতি ও অধম সম্প্রদায়ভুক্ত॥ ২॥ আমাদের পাপাচরণেই দিবারাত্র কাটে। তবুও আমাদের কটিতে বস্ত্র জোটে না, ক্ষুধার অন্নও জোটে না। ধর্মবুদ্ধি আমাদের মধ্যে যে স্বপ্নেও অসম্ভব। এখন যা কিছু দেখছেন সবই শ্রীরঘুনন্দনের দর্শন লাভের ফল বলে জানবেন॥ ৩॥ শ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করেই আমাদের দুঃসহ দুঃখ ও দোষের নিরসন হয়েছে। (সহজ সরল) অরণ্যবাসীদের কথা শ্রবণ করে অযোধ্যাবাসীগণ প্রেমময় হয়ে বুঝতে পারল যে তারা কত সৌভাগ্যবান॥ ৪॥

ছন্দ—সকলেই প্রেমময় হয়ে নিজ সৌভাগ্যের কথা বলতে লাগল। তাদের কথোপকথন ও ব্যবহার আর শ্রীসীতারাম চরণে প্রীতি দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল। সেই অরণ্যবাসী কোল-ভীলদের প্রেমময় কথা শ্রবণ করে নরনারী নির্বিশেষে সকলে বুঝল যে তাদের নিজেদের প্রেম তুলনায় কত তুচ্ছ (মনে মনে তারা নিজেদের ধিক্কার দিতে লাগল)। শ্রীতুলসীদাস বলেন— রঘুবংশমণি শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় যেন লোহা নৌকাকে তুলে নিয়ে জলের উপর ভেসে গেল॥

সোরঠা (২৫১)

বিহরহিঁ বন চহু ওর প্রতিদিন প্রমুদিত লোগ সব।
জল জ্যোঁ দাদুর মোর ভএ পীন পাবস প্রথম॥

চৌপাই (১—৪)

পুর জন নারি মগন অতি প্রীতি। বাসর জাহিঁ পলক সম বীতী॥
সীয় সাসু প্রতি বেষ বনাঈ। সাদর করই সরিস সেবকাঈ॥

যথা ন মরমু রাম বিনু কাহূঁ। মায়া সব সিয় মায়া মাহূঁ॥
সীয়ঁ সাসু সেবা বস কীন্হীঁ। তিন্হ লহি সুখ সিখ আসিষ দীন্হীঁ॥

লখি সিয় সহিত সরল দোউ ভাঈ। কুটিল রানি পছিতানি অঘাঈ॥
অবনি জমহি জাচতি কৈকেঈ। মহি ন বীচু বিধি মীচু ন দেঈ॥

লোকহুঁ বেদ বিদিত কবি কহহীঁ। রামবিমুখ থলু নরক ন লহহীঁ॥
যহু সংসউ সব কে মন মাহীঁ। রমা গবনু বিধি অবধ কি নাহীঁ॥

দোহা (২৫২)

নিসি ন নীদ নহিঁ ভূখ দিন ভরতু বিকল সুচি সোচ।
নীচ কীচ বিচ মগন জস মীনহি সলিল সঁকোচ॥

চৌপাই (১—৩)

কীন্হি মাতু মিস কাল কুচালী। ঈতি ভীতি জস পাকত সালী॥
কেহি বিধি হোই রাম অভিষেকূ। মোহি অবকলত উপাউ ন একূ॥

অবসি ফিরহিঁ গুর আয়সু মানী। মুনি পুনি কহব রাম রুচি জানী॥
মাতু কহেহুঁ বহুরহিঁ রঘুরাউ। রাম জননি হঠ করবি কি কাউ॥

মোহি অনুচর কর কেতিক বাতা। তেহি মহঁ কুসমউ বাম বিধাতা॥
জৌঁ হঠ করউঁ ত নিপট কুকরমূ। হরগিরি তেঁ গুরু সেবক ধরমূ॥

সোরঠা—দিনে দিনে আরও বেশি আনন্দযুক্ত হয়ে সকলে অরণ্যের চতুর্দিকে বিচরণ করতে লাগল। যেন বর্ষার জলে ভেক সুস্বাস্থ্য লাভ করল (প্রসন্ন হয়ে লাফালাফি করতে লাগল)॥ ২৫১॥

চৌপাই—অযোধ্যার নর ও নারীসকল অতিশয় প্রেমময় হয়ে উঠল। মুহূর্তে যেন তাদের দিন কেটে যেতে লাগল। যতজন শ্বশ্রূমাতা ছিলেন সীতাদেবী ততজন হয়ে সমভাবে পরম সমাদরে তাঁদের সেবা করতে লাগলেন॥ ১॥ শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া অন্য কেউ এই রহস্য অনুধাবন করতে সক্ষম হল না। সকল মায়া (পরাপ্রকৃতি মহামায়া) সীতাদেবীর মায়ারই অন্তর্গত যে! সীতাদেবী শ্বশ্রূমাতাদের সেবা করে বশীভূত করে নিলেন। তাঁরা সুখ লাভ করে প্রসন্ন হয়ে তাঁকে উপদেশ ও আশীর্বাদ দিলেন॥ ২॥ সীতাদেবী আর ভ্রাতৃযুগলের (শ্রীরাম-শ্রীলক্ষ্মণের) সহজ-সরল আচরণ দেখে কুটিলা রানী কৈকেয়ী অতিশয় অনুতপ্ত চিত্ত হলেন। তিনি ভূমি ও যমরাজকে নিবেদন করে যেতে লাগলেন কিন্তু ধরণী স্থান (দ্বিধাবিভক্ত হয়ে) দিল না আর যমরাজও মৃত্যু এনে দিলেন না॥ ৩॥ একটি কথা ত্রিলোকবিদিত, বেদসমর্থিত ও কবি (জ্ঞানী) কথিত যে শ্রীরামচন্দ্রবিমুখ নরকেও ঠাঁই পায় না। একটা সংশয় সকলের মধ্যেই জাগ্রত ছিল—হে বিধাতা! শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন হবে তো? ৪॥

দোহা—শ্রীভরত কিন্তু অতিশয় উদ্বিগ্ন। তাঁর রাত্রের নিদ্রা ও দিবার ক্ষুধা —দুইই অন্তর্ধান করেছিল। যেন কাদায় গেঁথে যাওয়া মৎস্য জলের অপ্রতুলতা অনুভব করে অতিশয় ব্যাকুল॥ ২৫২॥

চৌপাই—(শ্রীভরত ভাবছেন—) মাতাকে কেন্দ্রে রেখে কাল চক্রান্ত করল যেন ধান ফসল পেকেছে আর আচমকা দুর্যোগ এসে সব তছনছ না করে দেয়! শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক করবার কোনো পথ যে দেখা যায় না!॥ ১॥ গুরুদেবের আদেশে শ্রীরামচন্দ্র অবশ্যই অযোধ্যায় ফিরে যেতে রাজি হবেন কিন্তু মহামুনি বশিষ্ঠদেব তেমন কথা শ্রীরামচন্দ্রের মতামত জেনে তবেই বলবেন (অর্থাৎ মতামত না জেনে বলবেন না)। মাতা কৌশল্যা জিদ ধরলে শ্রীরামচন্দ্র ফিরে যেতে পারেন কিন্তু যে মাতা শ্রীরামচন্দ্রসম সন্তানকে জন্ম দিয়েছেন তিনি তা করতে রাজি হবেন তো? ২॥ আমার মতন সেবকের কথার মূল্য নেই। তারপর সময় খারাপ যাচ্ছে, বিধাতাও প্রতিকূল। আমি জিদ ধরলে তা যে অনর্থ সৃষ্টি করবে কারণ সেবকের ধর্ম যে মহাদেবের কৈলাস

চৌপাই (৪)

একউ জুগুতি ন মন ঠহরানী। সোচত ভরতহি রৈনি বিহানী॥
প্রাত নহাই প্রভুহি সির নাঈ। বৈঠত পঠএ রিষয়ঁ বোলাঈ॥

দোহা (২৫৩)

পুর পদ কমল প্রনামু করি বৈঠে আয়সু পাই।
বিপ্র মহাজন সচিব সব জুরে সভাসদ আই॥

চৌপাই (১—৪)

বোলে মুনিবরু সময় সমানা। সুনহু সভাসদ ভরত সুজানা॥
ধরম ধুরীন ভানুকুল ভানূ। রাজা রামু স্ববস ভগবানূ॥
সত্যসন্ধ পালক শ্রুতি সেতু। রাম জনমু জগ মঙ্গল হেতূ॥
গুর পিতু মাতু বচন অনুসারী। খল দলু দলন দেব হিতকারী॥
নীতি প্রীতি পরমারথ স্বারথু। কোউ ন রাম সম জান জথারথু॥
বিধি হরি হরু সসি রবি দিসিপালা। মায়া জীব করম কুলি কালা॥
অহিপ মহিপ জহঁ লগি প্রভুতাঈ। জোগ সিদ্ধি নিগমাগম গাঈ॥
করি বিচার জিয়ঁ দেখহু নীকেঁ। রাম রজাই সীস সব হী কেঁ॥

দোহা (২৫৪)

রাখে রাম রজাই রুখ হম সব কর হিত হোই।
সমুঝি সয়ানে করহু অব সব মিলি সম্মত সোই॥

চৌপাই (১—২)

সব কহুঁ সুখদ রাম অভিষেকূ। মঙ্গল মোদ মূল মগ একূ॥
কেহি বিধি অবধ চলহিঁ রঘুরাউ। কহহু সমুঝি সোই করিঅ উপাউ॥
সব সাদর সুনি মুনিবর বানী। নয় পরমারথ স্বারথ সানী॥
উতরু ন আব লোগ ভএ ভোরে। তব সিরু নাই ভরত কর জোরে॥

পর্বত থেকেও গুরুভার হয়॥ ৩॥ কোনো যুক্তিই শ্রীভরতের মনে দাগ কাটল না। চিন্তায় রাত্রি কেটে গেল। শ্রীভরত প্রাতঃকালেই স্নান করে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে বসে ছিলেন। তখনই ঋষি বশিষ্ঠদেব তাঁকে ডেকে পাঠালেন॥ ৪॥

দোহা—শ্রীভরত গুরুদেবের পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর অনুমতি নিয়ে বসলেন। তখনই ব্রাহ্মণ, মহাজন, মন্ত্রী আদি সভাসদগণ এসে যোগ দিলেন॥ ২৫৩॥

চৌপাই—মুনিবর সময়োচিত কথা বললেন—হে সভাসদগণ ! হে ভরত ! এই কথা জেনে রাখা ভালো যে সূর্যকুলভাস্কর মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র ধর্মজ্ঞ ও সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র শ্রীভগবান স্বয়ং॥ ১॥ তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ ও বেদমর্যাদা-রক্ষক। শ্রীরামচন্দ্রের অবতাররূপে আগমন জগতের কল্যাণ কামনায় হয়েছে। তিনি যেমন গুরু, পিতা, মাতার আদেশ পালন করেন তেমনই দুষ্টের দলন ও শিষ্টের (দেবতাদের) পালনও (কল্যাণও) করেন॥ ২॥ শ্রীরামচন্দ্রসম নীতি, প্রেম, লৌকিক-পরমার্থ জ্ঞান আর কারো নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, চন্দ্র, সূর্য, দিক্‌পালসকল, মায়া, জীব, সকল কর্ম ও কাল, শেষনাগ আর (ভূতল ও পাতালের অন্যান্য) রাজন্যবর্গ আর বেদ ও শাস্ত্রে বর্ণিত যোগসিদ্ধি সকল সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ অবনত মস্তকে পালন করে চলেছেন। এই তত্ত্ব একটু বিচার করলে সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করতে পারবে (অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রই সকলের একমাত্র প্রভু)॥ ৩-৪॥

দোহা—অতএব শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ ও অভিলাষ রক্ষা করার মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত। এই তত্ত্ব ও রহস্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। উপস্থিত সকলেই বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ, অতএব সকলে আলোচনা করে যা ভালো মনে হয় তাই করা প্রয়োজন॥ ২৫৪॥

চৌপাই— শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সকলের পক্ষেই সুখদায়ক, এর মধ্যেই সকলের হিত ও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল নিহিত। (এইবার প্রশ্ন ওঠে) শ্রীরঘুনাথকে অযোধ্যায় নিয়ে যাওয়া কেমন করে সম্ভব হবে ? ভাবনাচিন্তা করেই ঠিক করো। তাই না হয় করা যাবে॥ ১॥ মুনিবর বশিষ্ঠদেবের নীতি, পরমার্থ ও লৌকিক মঙ্গলে সিঞ্চিত বক্তব্য সকলে সাগ্রহে শুনল। কিন্তু পথের সন্ধান

চৌপাই (৩—৪)

ভানুবংস ভএ ভূপ ঘনেরে। অধিক এক তে এক বড়েরে॥
জনম হেতু সব কহঁ পিতু মাতা। করম সুভাসুভ দেই বিধাতা॥

দলি দুখ সজই সকল কল্যানা। অস অসীস রাউরি জগু জানা॥
সো গোসাইঁ বিধি গতি জেহিঁ ছেঁকী। সকই কো টারি টেক জো টেকী॥

দোহা (২৫৫)

বূঝিঅ মোহি উপাউ অব সো সব মোর অভাগু।
সুনি সনেহময় বচন গুর উর উমগা অনুরাগু॥

চৌপাই (১—৪)

তাত বাত ফুরি রাম কৃপাহীঁ। রাম বিমুখ সিধি সপহেহুঁ নাহীঁ॥
সকুচউঁ তাত কহত এক বাতা। অরধ তজহিঁ বুধ সরবস জাতা॥

তুম্হ কানন গবনহু দোউ ভাঈ। ফেরিঅহিঁ লখন সীয় রঘুরাঈ॥
সুনি সুবচন হরষে দোউ ভ্রাতা। ভে প্রমোদ পরিপূরন গাতা॥

মন প্রসন্ন তন তেজু বিরাজা। জনু জিয় রাউ রামু ভএ রাজা॥
বহুত লাভ লোগন্হ লঘু হানী। সম দুখ সুখ সব রোবহিঁ রানী॥

কহহিঁ ভরতু মুনি কহা সো কীন্হে। ফলু জগ জীবন্হ অভিমত দীন্হে॥
কানন করউঁ জনম ভরি বাসূ। এহি তেঁ অধিক ন মোর সুপাসূ॥

দিতে কেউই এগিয়ে এল না ; সকলেই যেন বিচারবুদ্ধি হারিয়ে বসেছিল। তখন শ্রীভরত হাতজোড় করে অবনত মস্তকে বললেন—সূর্যবংশে একের পর এক শ্রেষ্ঠ রাজারা সিংহাসন অলংকৃত করেছেন। তাঁদের জন্মের কারণ জনক-জননী হলেও শুভাশুভ কর্মের ফল বিধাতাই প্রদান করেন॥ ২-৩॥ জগৎ জানে আপনার আশীর্বাদের অমোঘ শক্তি যা সকল দুঃখ দমন করে তা মঙ্গলদায়ী করতে সক্ষম। হে প্রভু ! আপনি তো বিধির বিধানকেও খণ্ডন করতে সক্ষম। আপনার সিদ্ধান্তকে কে পরিবর্তন করতে পারে ? ৪ ॥

দোহা—আপনি উপস্থিত রয়েছেন অথচ আমাদের উপায় উদ্ভাবন করতে বলছেন ; তাকে আমি সৌভাগ্য বলে মনে করি না। শ্রীভরতের প্রেমময় বক্তব্য শ্রবণ করে গুরুদেবের চিত্তে প্রেম উথলে উঠল॥ ২৫৫ ॥

চৌপাই—(তিনি বললেন—) হে তাত ! তোমার এ কথা সত্য কিন্তু এই সত্য যে তা শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাতেই সম্ভব। রামবিমুখ যে স্বপ্নেও সিদ্ধিলাভ করে না। হে তাত ! একটা কথা বলতে সংকোচ হচ্ছে। বুদ্ধিমান কিন্তু সর্বস্ব হারিয়ে যাচ্ছে দেখে (অর্ধেক রক্ষার জন্য) অর্ধেক ত্যাগও করে থাকেন॥ ১ ॥ অতএব তোমরা দুই ভাই (ভরত ও শত্রুঘ্ন) বনবাসে গমন করো আর লক্ষ্মণ, সীতা ও শ্রীরামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরে যেতে বলো। গুরুদেবের প্রস্তাব শ্রীভরত ও শ্রীশত্রুঘ্নকে উল্লসিত করল। তাঁদের অঙ্গ তখন পরমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ছিল॥ ২ ॥ ভ্রাতাযুগলের মনে আনন্দ ধরছিল না। তাঁদের অঙ্গে তেজরাশি দেখা গেল। মনে হল যেন রাজা দশরথ বেঁচে উঠলেন আর শ্রীরামচন্দ্র রাজা হয়ে গেলেন। এই ব্যবস্থায় প্রজাগণ তুল্যমূল্য বিচার করে লাভই দেখতে পেল। কিন্তু রানীদের সুখ-দুঃখে পরিবর্তন ছিল না (কারণ দুই অবস্থাতেই দুই জন পুত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ তো থাকবেই তাই) তাঁরা রোদন করতে লাগলেন॥ ৩॥ শ্রীভরত বলতে লাগলেন— মুনিবরের পরামর্শ অনুসারে কাজ করলে জগতের সমগ্র জীবকে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করার পুণ্য লাভ হবে। (শুধু চতুর্দশ বৎসর কেন) আমি আজীবন বনবাসে যেতে প্রস্তুত। এর থেকে আর বড় সুখ আমার নেই॥ ৪ ॥

দোহা (২৫৬)

অন্তরজামী রামু সিয় তুম্হ সরবগ্য সুজান।
জৌঁ ফুর কহহু ত নাথ নিজ কীজিঅ বচনু প্রবান॥

চৌপাই (১—৪)

ভরত বচন সুনি দেখি সনেহূ। সভা সহিত মুনি ভএ বিদেহূ॥
ভরত মহা মহিমা জলরাসী। মুনি মতি ঠাঢ়ি তীর অবলা সী॥

গা চহ পার জতনু হিয়ঁ হেরা। পাবতি নাব ন বোহিতু বেরা॥
ঔরু করিহি কো ভরত বড়াঈ। সরসী সীপি কি সিন্ধু সমাঈ॥

ভরতু মুনিহি মন ভীতর ভাএ। সহিত সমাজ রাম পহিঁ আএ॥
প্রভু প্রনামু করি দীন্হ সুআসনু। বৈঠে সব সুনি মুনি অনুসাসনু॥

বোলে মুনিবরু বচন বিচারী। দেস কাল অবসর অনুহারী॥
সুনহু রাম সরবগ্য সুজানা। ধরম নীতি গুন গ্যান নিধানা॥

দোহা (২৫৭)

সব কে উর অন্তর বসহু জানহু ভাউ কুভাউ।
পুরজন জননী ভরত হিত হোই সো কহিঅ উপাউ॥

চৌপাই (১—৩)

আরত কহহিঁ বিচারি না কাউ। সূঝ জুআরিহি আপন দাউ॥
সুনি মুনি বচন কহত রঘুরাউ। নাথ তুম্হারেহি হাথ উপাউ॥

সব কর হিত রুখ রাউরি রাখেঁ। আয়সু কিএঁ মুদিত ফুর ভাষেঁ॥
প্রথম জো আয়সু মো কহুঁ হোঈ। মাথেঁ মানি করৌঁ সিখ সোঈ॥

পুনি জেহি কহঁ জস কহব গোসাঈঁ। সো সব ভাঁতি ঘটিহি সেবকাঈঁ॥
কহ মুনি রাম সত্য তুম্হ ভাষা। ভরত সনেহঁ বিচারু ন রাখা॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী তো অন্তর্যামী। আপনি সর্বজ্ঞ ও সদ্বিচারসম্পন্ন। যদি সত্যই আপনি এইরূপ ব্যবস্থাকে মঙ্গলজনক বলে মনে করেন তাহলে হে নাথ ! আপনার কথাই সত্য হোক (অর্থাৎ সেই ব্যবস্থাই করুন)॥ ২৫৬॥

চৌপাই—শ্রীভরতের কথা ও প্রেম মুনিবরসহ উপস্থিত সকলকে দেহজ্ঞান বিরহিত করে দিল। শ্রীভরতের মহান মহিমা অগাধ সাগরসম আর মুনিবরের বুদ্ধি যেন (পারাপারের জন্য) অবলা নারী তীরে দণ্ডায়মান॥ ১॥ মহামুনি (সেই সমুদ্র) অতিক্রম করতে চান যার জন্য তিনি আন্তরিক প্রচেষ্টাও করলেন ! কিন্তু (উপায় হিসেবে) নৌকা, জাহাজ, ভেলা তিনি কিছুই ব্যবস্থা করতে পারলেন না। শ্রীভরতের মহিমা ধারণ করবার আধার তখন কোথায় ? সরোবরের শুক্তির কি সাগর ধারণ করবার ক্ষমতা থাকে ? ২॥ শ্রীভরতের অন্তরাত্মা মহামুনির দ্বারা প্রশংসিত হল। তখন মুনিবর সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র সকাশে গমন করলেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র গুরুদেবকে প্রণাম নিবেদন করে উত্তম আসন দান করলেন। মহামুনির অনুরোধে সকলে উপবেশন করলেন॥ ৩॥ দেশ, কাল, সময়ের গুণাগুণ বিচার করে মুনিবর বললেন—হে সর্বজ্ঞ ! হে সর্বগুণাধার ! হে ধর্ম-নীতি-গুণ-জ্ঞান ভাণ্ডার শ্রীরামচন্দ্র ! শুনুন—৪॥

দোহা—আপনি সকলের অন্তরে বাস করে সকলের ভালোমন্দ ভাবকে ভালোভাবে জানেন। এমন পথের সন্ধান দিন যাতে প্রজাগণ, মাতাগণ ও শ্রীভরতের সার্বিক কল্যাণ হয়॥ ২৫৭॥

চৌপাই—দুঃখার্ত কখনও কিছু বিচার-বিবেচনা করে বলে না। দ্যূত-ক্রীড়ারত ব্যক্তি কেবল বাজিটাই দেখে। মুনিবরের কথা শুনে শ্রীরঘুনাথ বলতে লাগলেন—হে নাথ ! উপায় তো আপনারই হাতে আছে॥ ১॥ আপনার অনুকূল থেকে আর আপনার আদেশকে শিরোধার্য করে সানন্দে তার পালনেই সকলের মঙ্গল নিহিত। আমার উপর আপনার কী আদেশ, বলুন। আমি তা শিরোধার্য করে নেব॥ ২॥ অতঃপর হে প্রভু ! আপনি যাকে যা বলবেন সে তেমন সেবাতেই নিত্যযুক্ত হয়ে যাবে (আদেশ পালন করবে)। মুনিবর বশিষ্ঠদেব বললেন—হে শ্রীরাম ! তোমার কথাই সত্য। কিন্তু ভরতের প্রেম যে

চৌপাই (৪)

তেহি তেঁ কহউঁ বহোরি বহোরী। ভরত ভগতি বস ভই মতি মোরী॥
মোরেঁ জান ভরত রুচি রাখী। জো কীজিঅ সো সুভ সিব সাখী॥

দোহা (২৫৮)

ভরত বিনয় সাদর সুনিঅ করিঅ বিচারু বহোরি।
করব সাধুমত লোকমত নৃপনয় নিগম নিচোরি॥

চৌপাই (১—৪)

গুর অনুরাগু ভরত পর দেখী। রাম হৃদয়ঁ আনন্দু বিসেষী॥
ভরতহি ধরম ধুরন্ধর জানী। নিজ সেবক তন মানস বানী॥
বোলে গুর আয়স অনুকূলা। বচন মঞ্জু মৃদু মঙ্গল মূলা॥
নাথ সপথ পিতু চরন দোহাঈ। ভয়উ ন ভুঅন ভরত সম ভাঈ॥
জে গুর পদ অম্বুজ অনুরাগী। তে লোকহুঁ বেদহুঁ বড়ভাগী॥
রাউর জা পর অস অনুরাগূ। কো কহি সকই ভরত কর ভাগূ॥
লখি লঘু বন্ধু বুদ্ধি সকুচাঈ। করত বদন পর ভরত বড়াঈ॥
ভরতু কহহিঁ সোই কিএঁ ভলাঈ। অস কহি রাম রহে অরগাঈ॥

দোহা (২৫৯)

তব মুনি বোলে ভরত সন সব সঁকোচু তজি তাত।
কৃপাসিন্ধু প্রিয় বন্ধু সন কহহু হৃদয় কৈ বাত॥

চৌপাই (১—৩)

সুনি মুনি বচন রাম রুখ পাঈ। গুরু সাহিব অনুকূল অঘাঈ॥
লখি অপনেঁ সির সবু ছরু ভারূ। কহি ন সকহিঁ কছু করহিঁ বিচারূ॥
পুলকি সরীর সভাঁ ভএ ঠাঢ়ে। নীরজ নয়ন নেহ জল বাঢ়ে॥
কহব মোর মুনিনাথ নিবাহা। এহি তেঁ অধিক কহৌঁ মৈঁ কাহা॥
মৈ জানউঁ নিজ নাথ সুভাউ। অপরাধিহু পর কোহ ন কাউ॥
মো পর কৃপা সনেহু বিসেষী। খেলত খুনিস ন কবহূঁ দেখী॥

আমার চিন্তা-ভাবনাকে অস্থির করে দিচ্ছে॥ ৩॥ তাই আমি বারংবার বলছি— আমার বুদ্ধি ভরতের ভক্তির বশীভূত হয়ে পড়েছে। অতএব আমার মনে হয় ভরতের ইচ্ছাকে সম্মান দিয়ে যা কিছু করা হবে মহাদেবের ইচ্ছায় তাতে সকল শুভই হবে॥ ৪॥

দোহা— তাই প্রয়োজন ভরতের নিবেদনকে ধৈর্য সহকারে শুনে তার উপর বিচার-বিবেচনা করা। তারপর না হয় সদাচার, লোকাচার, রাজনীতি ও শাস্ত্রনির্দেশের বিচার করে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে॥ ২৫৮॥

চৌপাই— শ্রীভরতের উপর গুরুদেবের বিশেষ স্নেহ দেখে শ্রীরামচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হলেন। শ্রীভরত প্রকৃতভাবে ধার্মিক ও কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবক জেনে শ্রীরামচন্দ্র গুরুদেবের আদেশ পালন করে কতকগুলি সুন্দর, কোমল ও কল্যাণজনক কথা বললেন—হে নাথ ! আপনার ও পিতৃদেবের শ্রীচরণের শপথ নিয়ে বলছি যে ভরতসম ভ্রাতা জগতে আর কখনও হয়নি॥ ১-২॥ যারা শ্রীগুরুর পাদপদ্মের অনুরাগসম্পন্ন তারা লৌকিক দৃষ্টিতে ও পারমার্থিক দৃষ্টিতে পরম সৌভাগ্যবান হয়। (তারপর) যার উপর আপনার এত স্নেহ বর্তমান সেই ভরতের সৌভাগ্যকে কে বর্ণনা করতে সক্ষম ! ৩॥ ভরত আমারই অনুজ। তারই সামনে তার প্রশংসা করে কী হবে ? (তবুও একটুকু নিশ্চয়ই বলব যে) ভরতের মতামতে কার্য সম্পাদনে মঙ্গল হবে। এই বলে শ্রীরামচন্দ্র চুপ হয়ে গেলেন॥ ৪॥

দোহা— তখন মুনিবর বশিষ্ঠদেব বললেন— হে তাত ! তাহলে এইবার সকল সংকোচ ত্যাগ করে তোমার অতিশয় প্রিয় কৃপাসিন্ধু অগ্রজকে মনের কথা বলেই দাও॥ ২৫৯॥

চৌপাই—শ্রীভরত জানলেন যে মুনিবর ও অগ্রজ দুইজনই তাঁর অনুকূল আর সমস্ত দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত হয়েছে। শ্রীভরত চিন্তায় পড়ে গেলেন আর কোনো কথাই বলতে পারলেন না॥ ১॥ (অবশেষে) তিনি সভাতে উঠে দাঁড়ালেন। নয়নযুগলে তার ছিল প্রেমাশ্রুর জলধারা। (তিনি বললেন—) আমার বক্তব্য তো মুনিবরই বলে দিয়েছেন (আমি যা বলতে পারতাম তা তো তিনিই বলে দিয়েছেন)। এর বেশি আমি আর কী বলব ? ২ ॥ আমি শ্রীপ্রভুর আচরণের সঙ্গে সম্যক্‌ভাবে পরিচিত। তিনি যে অপরাধীর উপরও কুপিত হন

চৌপাই (৪)

সিসুপন তেँ পরিহরেউँ ন সঙ্গূ। কবহুँ ন কীন্হ মোর মন ভঙ্গূ॥
মৈँ প্রভু কৃপা রীতি জিয়ँ জোহী। হারেহুँ খেল জিতাবহিँ মোহী॥

দোহা (২৬০)

মহূँ সনেহ সকোচ বস সনমুখ কহী ন বৈন।
দরসন তৃপিত ন আজু লগি পেম পিআসে নৈন॥

চৌপাই (১—৪)

বিধি ন সকেউ সহি মোর দুলারা। নীচ বীচু জননী মিস পারা॥
যহউ কহত মোহি আজু ন সোভা। অপনীँ সমুঝি সাধু সুচি কো ভা॥

মাতু মন্দি মৈँ সাধু সুচালী। উর অসর আনত কোটি কুচালী॥
ফরই কি কোদব বালি সুসালী। মুকতা প্রসব কি সম্বুক কালী॥

সপনেহুँ দোসক লেসু ন কাহূ। মোর অভাগ উদধি অবগাহূ॥
বিনু সমুঝেঁ নিজ অঘ পরিপাকূ। জারিউँ জায়ँ জননি কহি কাকূ॥

হৃদয়ँ হেরি হারেউँ সব ওরা। একহি ভাঁতি ভলেহিँ ভল মোরা॥
গুর গোসাইँ সাহিব সিয় রামূ। লাগত মোহি নীক পরিনামূ॥

দোহা (২৬১)

সাধু সভাঁ গুর প্রভু নিকট কহউँ সুথল সতিভাউ।
প্রেম প্রপঞ্চু কি ঝূঠ ফুর জানহিँ মুনি রঘুরাউ॥

চৌপাই (১)

ভূপতি মরন পেম পনু রাখী। জননী কুমতি জগতু সবু সাখী॥
দেখি ন জাহিँ বিকল মহতারীँ। জরহিँ দুসহ জর পুর নর নারীँ॥

না। আর আমার উপর তো তাঁর বিশেষ কৃপা ও স্নেহ বর্তমান। আমি ক্রীড়াচ্ছলেও যে তাঁকে কখনও অপ্রসন্ন হতে দেখিনি॥ ৩॥ বাল্যকাল থেকেই আমি তাঁর সঙ্গ কখনও ছাড়িনি আর তিনিও কখনও আমার মনকে অপ্রসন্ন হতে দেননি। (আমার মনের প্রতিকূল কোনো কার্য তিনি করেননি।) আমি শ্রীপ্রভুর কৃপারীতিকে অন্তর দিয়ে উত্তমরূপে অনুভব করেছি। ক্রীড়ায় পরাজয় হলেও তিনি আমাকে জিতিয়ে দিতেন॥ ৪॥

দোহা—*প্রেম ও সংকোচ সতত আমাকে তাঁর সম্মুখে কিছু বলতে বাধা দিয়ে এসেছে। প্রেম তৃষিত আমার নয়নযুগল যে এখনও তাঁর দর্শন লাভের জন্য কাঙাল॥ ২৬০॥*

চৌপাই—কিন্তু বিধাতা আমার সুখে বাগড়া দিলেন। তিনি আমার কুটিলা মাতাকে উপলক্ষ্য করে (আমার ও আমার প্রভুর মধ্যে) বিভেদ সৃষ্টি করে দিলেন। এই কথা বলবার অধিকারও আমার আছে কী না জানি না ; কারণ নিজেকে সাধু বললে তো কেউ সাধু হয়ে যায় না (লোকে যাকে পবিত্র ও সাধু বলে সেই তো সাধু হয়)॥ ১॥ মাতা মন্দ আর আমি সদাচারী ও সাধু—এইরূপ চিন্তাধারাই যে কোটি দুরাচারসম হয়। অনুর্বর জমির ফলনে কি উত্তম শস্য উৎপন্ন হয় ? কৃষ্ণবর্ণ শুক্তিতে কি মুক্তো পাওয়া যায় ? ২॥ স্বপ্নেও কারও দোষ দর্শন করা উচিত নয়। আমার দুর্ভাগ্যই যে সমুদ্রসম অসীম ও বিশাল। আমি আমার পাপের পরিমাপ না করেই কটু বচন ব্যবহার করে মাতাকে অনর্থক জ্বালিয়েছি॥ ৩॥ আমি আমার অন্তরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সফল হইনি (আমার মঙ্গলের কোনো পথ খুঁজে পাই না)। একটাই পথে আমার মঙ্গল নিশ্চিত, তা হল সর্বসমর্থ গুরুমহারাজ ও প্রভু শ্রীসীতারামের শরণাগত হওয়া। এই পথকেই আমার ভালো বোধ হয়॥ ৪॥

দোহা—*সাধুমহাত্মাদের সভায় গুরুদেব ও শ্রীপ্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে এই পবিত্র তীর্থভূমিতে আমি যা বলছি তা সর্বতোভাবে সত্য। তা প্রেম না প্রপঞ্চ, সত্য না মিথ্যা, তা (সর্বজ্ঞ) মুনি বশিষ্ঠদেব ও (অন্তর্যামী) শ্রীরঘুনাথ (ভালোভাবে) জানেন॥ ২৬১॥*

চৌপাই—শ্রীরামের প্রতি প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মহারাজ (পিতা) প্রাণ দিলেন। তার প্রতিজ্ঞার ও মাতার দুর্বুদ্ধির সাক্ষী সমগ্র জগৎ। এখন

চৌপাই (২—৪)

মহী সকল অনরথ কর মূলা। সো সুনি সমুঝি সহিউঁ সব সূলা।।
সুনি বন গবনু কীন্হ রঘুনাথা। করি মুনি বেষ লখন সিয় সাথা।।

বিনু পানহিন্হ পয়াদেহি পাএঁ। সঙ্করু সাখি রহেউঁ এহি ঘাএঁ।।
বহুরি নিহারি নিষাদ সনেহূ। কুলিস কঠিন উর ভয়উ ন বেহূ।।

অব সবু আঁখিন্হ দেখেউঁ আঈ। জিঅত জীব জড় সবই সহাঈ।।
জিন্হহি নিরখি মগ সাঁপিনি বীছী। তজহিঁ বিষম বিষু তামস তীছী।।

দোহা (২৬২)

তেই রঘুনন্দনু লখনু সিয় অনহিত লাগে জাহি।
তাসু তনয় তজি দুসহ দুখ দৈউ সহাবই কাহি।।

চৌপাই (১—৪)

সুনি অতি বিকল ভরত বর বানী। আরতি প্রীতি বিনয় নয় সানী।।
সোক মগন সব সভাঁ খভারূ। মনহুঁ কমল বন পরেউ তুসারূ।।

কহি অনেক বিধি কথা পুরানী। ভরত প্রবোধু কীন্হ মুনি গ্যানী।।
বোলে উচিত বচন রঘুনন্দূ। দিনকর কুল কৈরব বন চন্দূ।।

তা জায়ঁ জিয়ঁ করহু গলানী। ঈস অধীন জীব গতি জানী।।
তীনি কাল তিভুঅন মত মোরেঁ। পুন্যসিলোক তাত তর তোরেঁ।।

উর আনত তুম্হ পর কুটিলাঈ। জাই লোকু পরলোকু নসাঈ।।
দোসু দেহিঁ জননিহি জড় তেঈ। জিন্হ গুর সাধু সভা নহিঁ সেঈ।।

দোহা (২৬৩)

মিটিহহিঁ পাপ প্রপঞ্চ সব অখিল অমঙ্গল ভার।
লোক সুজসু পরলোক সুখু সুমিরত নামু তুম্হার।।

মাতাগণ ব্যাকুল ; তাঁদের দিকে তাকানো যায় না। এদিকে অযোধ্যার জনগণ দুঃসহ সন্তাপে দগ্ধ হচ্ছে॥ ১॥ সকল অশান্তির মূলে হলাম আমি। তা দেখে-শুনে ও বুঝেও আমি সকল দুঃখ সহ্য করে যাচ্ছি। শ্রীরঘুনাথ লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে নিয়ে মুনিবেশ ধারণ করে খালি পায়ে হেঁটে বনবাসে চলে গিয়েছেন জেনে সেই আঘাত সহ্য করেও আমি বেঁচে রইলাম (আমার প্রাণ দেহ ছেড়ে চলে গেল না), কেমন করে তা এক মহাদেব জানেন। অতঃপর নিষাদরাজ গুহকের ভালোবাসা দেখেও এই বজ্র থেকেও কঠোর হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে গেল না॥ ২-৩॥ এইখানে এসে স্বচক্ষে সব দেখলাম। এই জড় জীব জীবিত থেকে সব সহ্য করে যাবে। কৈকেয়ীকে দেখে তো পথের সর্পিণী ও বৃশ্চিকও নিজেদের ভয়ানক বিষ ও তীব্র ক্রোধ ত্যাগ করবে॥ ৪॥

***দোহা**—সেই শ্রীরঘুনন্দন, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে দেখে যার শত্রু বলে মনে হয় সেই কৈকেয়ীর পুত্র আমাকে ছেড়ে দৈব দুঃসহ দুঃখ আর কাকে ভোগ করাবে ? ২৬২ ॥*

চৌপাই— ব্যাকুলতা, দুঃখ, প্রেম, বিনয় ও নীতিতে সিক্ত শ্রীভরতের অনুপম উক্তি শ্রবণ করে সকলে শোকসন্তপ্ত হয়ে পড়ল। সভায় উপস্থিত সকলে তখন বিষাদগ্রস্ত ; কমলবনে যেন হিমপাত হয়েছে॥ ১ ॥ তখন শ্রীভরতকে শান্ত করবার জন্য মুনিবর বশিষ্ঠদেব নানারকম পৌরাণিক কাহিনী বলতে লাগলেন। শ্রীভরত শান্ত হলে সূর্যবংশরূপ কমলবনকে প্রফুল্লতা প্রদানকারী চন্দ্র শ্রীরঘুনন্দন সময়োচিত কথা বলতে শুরু করলেন॥ ২ ॥ (শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে তাত ! তুমি চিত্তে অহেতুক গ্লানি বয়ে বেড়াচ্ছ। জীব তো ঈশ্বরের অধীন। আমার মতে (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই) ত্রিকালে ও (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই) ত্রিলোকে সকল পুণ্যাত্মার স্থানই তোমার তলায়॥ ৩॥ মনের দ্বারাও তোমার উপর কুটিলতার দোষ অর্পণ করলে ইহলোক (এইখানকার সুখ ও যশ আদি) বিনষ্ট হয় আর পরলোকও প্রতিকূল হয়ে যায় (তাতে মৃত্যুর পরও পরম গতি লাভ হয় না)। মাতা কৈকেয়ীকে তো সেই মূর্খগণই দোষ দেবে যারা কখনও গুরু ও সাধুসঙ্গ সেবন করেনি॥ ৪ ॥

***দোহা**—হে ভরত ! তোমার নাম স্মরণ করলেই সকল পাপ, প্রপঞ্চ (অজ্ঞান) ও অমঙ্গল মুছে যাবে। ইহলোকে হবে সুন্দর যশ ও পরলোকে সুখ॥ ২৬৩॥*

চৌপাই (১—৪)

কহউঁ সুভাউ সত্য সিব সাখী। ভরত ভূমি রহ রাউরি রাখী॥
তাত কুতরক করহু জনি জাএঁ। বৈর পেম নহিঁ দুরই দুরাএঁ॥

মুনিগন নিকট বিহগ মৃগ জাহীঁ। বাধক বধিক বিলোকি পরাহীঁ॥
হিত অনহিত পসু পচ্ছিউ জানা। মানুষ তনু গুন গ্যান নিধানা॥

তাত তুম্হহি মৈঁ জানউঁ নীকেঁ। করৌঁ কাহ অসমঞ্জস জীকেঁ॥
রাখেউ রায়ঁ সত্য মোহি ত্যাগী। তনু পরিহরেউ পেম পন লাগী॥

তাসু বচন মেটত মন সোচূ। তেহি তে অধিক তুম্হার সঁকোচূ॥
তা পর গুর মোহি আয়সু দীন্হা। অবসি জো কহহু চহউঁ সোই কীন্হা॥

দোহা (২৬৪)

মনু প্রসন্ন করি সকুচ তজি কহহু করৌঁ সোই আজু।
সত্যসন্ধ রঘুবর বচন সুনি ভা সুখী সমাজু॥

চৌপাই (১—৪)

সুর গন সহিত সভয় সুররাজূ। সোচহিঁ চাহত হোন অকাজূ॥
বনত উপাউ করত কছু নাহীঁ। রাম সরন সব গে মন মাহীঁ॥

বহুরি বিচারি পরস্পর কহহীঁ। রঘুপতি ভগত ভগতি বস অহহীঁ॥
সুধি করি অম্বরীষ দুরবাসা। ভে সুর সুরপতি নিপট নিরাসা॥

সহে সুরন্হ বহু কাল বিষাদা। নরহরি কিএ প্রগট প্রহলাদা॥
লগি লগি কান কহহিঁ ধুনি মাথা। অব সুর কাজ ভরত কে হাথা॥

আন উপাউ ন দেখিঅ দেবা। মানত রামু সুসেবক সেবা॥
হিয়ঁ সপেম সুমিরহু সব ভরতহি। নিজ গুন সীল রাম বস করতহি॥

চৌপাই—হে ভরত ! মহাদেব জানেন, আমি স্বভাবে সত্যভাষী। এই ভূমির টিকে থাকা তোমার সুকৃতিতেই সম্ভব। হে তাত ! তুমি অহেতুক আক্ষেপ কোরো না। শত্রুতা ও প্রীতি কখনও লুকিয়ে রাখা যায় না॥ ১॥ দেখো না, পশুপক্ষীগণ কেমন মুনিদের কাছে নির্দ্বিধায় গমন করে কিন্তু তারাই আবার হিংসায় বিশ্বাসী ব্যাধকে দেখে পলায়ন করে। শত্রু ও মিত্রকে চেনবার ক্ষমতা পশুপক্ষীদেরও আছে আর মানবতনু বিশেষভাবে জ্ঞান-গুণসম্পন্ন॥ ২॥ হে তাত ! আমি তোমাকে ভালোভাবে জানি ও চিনি ! কী করব ? আমি যে এখন ভয়ানক অসমঞ্জস অবস্থায় আছি। রাজামহাশয় আমাকে ত্যাগ করে সত্য রক্ষা করলেন আর আমার প্রীতির প্রতিজ্ঞা রাখবার জন্য দেহ ত্যাগ করলেন॥ ৩॥ মহারাজের আদেশ লঙ্ঘন করতে আমার মনে সংকোচ হয়। তোমার সংকোচ আরো বেশি। তারপর আমার উপর গুরুদেবের আদেশ রয়েছে। তাই তুমিই আমাকে বলে দাও আমার কী করণীয়॥ ৪॥

দোহা—তুমি প্রসন্নতা সহকারে সংকোচ ত্যাগ করে আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করব। সত্যপ্রতিজ্ঞ রঘুকুল শ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শুনে উপস্থিত সকলে সুখানুভূতি লাভ করল॥ ২৬৪॥

চৌপাই—দেবরাজ ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতাগণ এইবার চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁদের পরিকল্পনা বানচাল হতে দেখে ভয় হল। কিন্তু উপায়ও উদ্ভাবন করতে সক্ষম হলেন না। তাঁরা সকলে তখন মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হলেন॥ ১॥ অতঃপর তাঁরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। শ্রীরঘুনাথ যে ভক্তের ভক্তির বশীভূত। অম্বরীষ ও দুর্বাসার (ঘটনা) মনে পড়ে যেতে দেবতাগণ দেবরাজ ইন্দ্রসহ অতিশয় নিরাশ হয়ে পড়লেন॥ ২॥ পূর্বে সুদীর্ঘকাল দেবতাগণের দুঃখ ভোগ করার পর ভক্ত প্রহ্লাদ নৃসিংহ ভগবানকে এনেছিলেন। দেবতাগণ এইবার মাথা চাপড়ে কানে কানে বলতে লাগলেন —এইবার আমরা যে শ্রীভরতের কার্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লাম॥ ৩॥ হে দেবতাগণ ! আর কোনো উপায় তো দেখি না। শ্রীরামচন্দ্র কেবল নিজ শ্রেষ্ঠ সেবকের সেবাকেই স্বীকৃতি দেন (অর্থাৎ কেউ তাঁর ভক্তের সেবা করলে তিনি তার উপর প্রসন্ন হন)। অতএব প্রেমপূর্বক সেই শ্রীভরতকে স্মরণ করাতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত কারণ শ্রীরামচন্দ্র যে তাঁরই বশীভূত॥ ৪॥

দোহা (২৬৫)

সুনি সুর মত সুরগুর কহেউ ভল তুম্হার বড় ভাগু।
সকল সুমঙ্গল মূল জগ ভরত চরন অনুরাগু॥

চৌপাই (১—৪)

সীতাপতি সেবক সেবকাঈ। কামধেনু সয় সরিস সুহাঈ॥
ভরত ভগতি তুম্হরেঁ মন আঈ। তজহু সোচু বিধি বাত বনাঈ॥

দেখু দেবপতি ভরত প্রভাউ। সহজ সুভায়ঁ বিবস রঘুরাউ॥
মন থির করহু দেব ডরু নাহীঁ। ভরতহি জানি রাম পরিছাহীঁ॥

সুনি সুরগুর সুর সম্মত সোচূ। অন্তরজামী প্রভুহি সকোচূ॥
নিজ সির ভারু ভরত জিয়ঁ জানা। করত কোটি বিধি উর অনুমানা॥

করি বিচারু মন দীন্হী ঠীকা। রাম রজায়স আপন নীকা॥
নিজ পন তজি রাখেউ পনু মোরা। ছোহু সনেহু কীন্হ নহিঁ থোরা॥

দোহা (২৬৬)

কীন্হ অনুগ্রহ অমিত অতি সব বিধি সীতানাথ।
করি প্রনামু বোলে ভরতু জোরি জলজ জুগ হাথ॥

চৌপাই (১—৩)

কহৌঁ কহাবৌঁ কা অব স্বামী। কৃপা অম্বুনিধি অন্তরজামী॥
গুর প্রসন্ন সাহিব অনুকূলা। মিটী মলিন মন কলপিত সূলা॥

অপডর ডরেউঁ ন সোচ সমূলেঁ। রবিহি ন দোসু দেব দিসি ভূলে॥
মোর অভাগু মাতু কুটিলাঈ। বিধি গতি বিষম কাল কঠিনাঈ॥

পাউ রোপি সব মিলি মোহি ঘালা। প্রনতপাল পন আপন পালা॥
যহ নই রীতি ন রাউরি হোঈ। লোকহুঁ বেদ বিদিত নহি গোঈ॥

দোহা—দেবতাদের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন—সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তোমাদের ভাগ্য ভালো। শ্রীভরতের চরণযুগলে প্রীতি ধারণ হল জগতের সকল শুভ ও মঙ্গলের আধার॥ ২৬৫॥

চৌপাই—সীতানাথ শ্রীরামচন্দ্রের সেবককে সেবা করার ফল শত শত কামধেনু লাভ সম হয়। তোমাদের মনে শ্রীভরতের উপর ভক্তির উদ্রেক হয়েছে তাই সকল চিন্তা ত্যাগ করো। বিধাতা তো উত্তম ব্যবস্থা করেই দিয়েছেন॥ ১॥ হে দেবরাজ ইন্দ্র! শ্রীভরতের প্রভাবটা চেয়ে দেখো। শ্রীরঘুনাথ সহজেই পূর্ণরূপে তাঁর বশীভূত হয়েছেন। হে দেবগণ ! শ্রীভরতকে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিবিম্ব (প্রতিবিম্বসম তাঁর অনুসরণকারী) জেনে মন স্থির করো। ভয় কিছু নেই॥ ২॥ দেবগুরু বৃহস্পতি ও দেবতাদের সম্মতি (কথোপকথন) ও তাঁদের চিন্তার কথা অন্তর্যামী প্রভু শ্রীরামচন্দ্র জানলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাতে সংকোচ বোধ করলেন। শ্রীভরত দেখলেন যে সকল সমস্যা আবার তাঁর কাছেই ফিরে এসেছে। তিনি তাই অনেক রকম ভাবনা-চিন্তায় যুক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর চিত্তে অসংখ্য বিচার চলতে থাকল॥ ৩॥ সকল বিচার-বিবেচনা করে অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ পালনেই তাঁর কল্যাণ নিহিত। শ্রীভরত বুঝলেন যে তাঁর প্রতিজ্ঞার মর্যাদাদান উদ্দেশ্যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন। এ তাঁর অশেষ কৃপা ও স্নেহ ছাড়া আর কিছু নয়॥ ৪॥

দোহা—শ্রীসীতানাথ সর্বতোভাবে অপরিমিত অনুগ্রহ করেছেন। অতঃপর শ্রীভরত কমলহস্ত যুগল জোড় করে প্রণাম করে বললেন॥ ২৬৬॥

চৌপাই—হে প্রভু! হে কৃপাসিন্ধু! হে অন্তর্যামী। এখন আমি (এর বেশি) কী বলব, কী কামনা করব ? গুরুমহারাজ প্রসন্ন ও শ্রীপ্রভু অনুকূল জেনে আমার মলিন মনের কল্পিত ক্লেশ চলে গিয়েছে॥ ১॥ আমার ভয় অমূলক ছিল ; চিন্তা অহেতুক ছিল। পথভ্রষ্ট হয়ে পড়লে সূর্যকে দোষ দিয়ে লাভ কী ? দুর্ভাগ্য, মাতার কুটিলতা, বিধাতার বিচিত্র ব্যবহার ও কালের নির্মম দুর্বোধ্যতা একযোগে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে ছিন্নভিন্ন করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শরণাগতবৎসল আপনি আপনার (শরণাগতকে রক্ষা করবার) প্রতিজ্ঞায় অটল থেকেছেন (আমাকে রক্ষা করেছেন)। এ আপনার পক্ষে নতুন কিছু নয়। ত্রিলোক ও শাস্ত্র তা জানে। এ কথা তো গোপন নয়! ২-৩॥

চৌপাই (৪)

জগু অনভল ভল একু গোসাঁঈঁ। কহিঅ হোই ভল কাসু ভলাঈঁ॥
দেউ দেবতরু সরিস সুভাউ। সনমুখ বিমুখ ন কাহুহি কাউ॥

দোহা (২৬৭)

জাই নিকট পহিচানি তরু ছাহঁ সমনি সব সোচ।
মাগত অভিমত পাব জগ রাউ রঙ্কু ভল পোচ॥

চৌপাই (১—৪)

লখি সব বিধি গুর স্বামি সনেহূ। মিটেউ ছোভু নহি মন সন্দেহূ॥
অব করুনাকর কীজিঅ সোঈ। জন হিত প্রভু চিত ছোভু ন হোঈ॥

জো সেবকু সাহিবহি সঁকোচী। নিজ হিত চহই তাসু মতি পোচী॥
সেবক হিত সাহিব সেবকাঈ। করৈ সকল সুখ লোভ বিহাঈ॥

স্বারথু নাথ ফিরেঁ সবহী কা। কিএঁ রজাই কোটি বিধি নীকা॥
যহ স্বারথ পরমারথ সারূ। সকল সুকৃত ফল সুগতি সিঙ্গারূ॥

দেব এক বিনতী সুনি মোরী। উচিত হোই তস করব বহোরী॥
তিলক সমাজু সাজি সবু আনা। করিঅ সুফল প্রভু জৌঁ মনু মানা॥

দোহা (২৬৮)

সানুজ পঠইঅ মোহি বন কীজিঅ সবহি সনাথ।
নতরু ফেরিঅহিঁ বন্ধু দোউ নাথ চলৌঁ মৈ সাথ॥

চৌপাই (১—২)

নতরু জাহিঁ বন তীনিউ ভাঈ। বহুরিঅ সীয় সহিত রঘুরাঈ॥
জেহি বিধি প্রভু প্রসন্ন মন হোঈ। করুনা সাগর কীজিঅ সোঈ॥

দেবঁ দীন্হ সবু মোহি অভারু। মোরেঁ নীতি ন ধরম বিচারু॥
কহউঁ বচন সব স্বারথ হেতূ। রহত ন আরত কেঁ চিত চেতূ॥

সকলে (সমগ্র জগৎ) আমার মন্দ করতে চাইলেও হে স্বামী ! যদি একমাত্র আপনি আমার সহায় থাকেন, তাহলে আর আমার মঙ্গল আটকায় কে ? হে দেব ! আপনি তো কল্পবৃক্ষ স্বভাবসম্পন্ন যা কখনও কারো অনুকূল অথবা প্রতিকূল হয় না॥ ৪ ॥

দোহা—যে বৃক্ষ (কল্পবৃক্ষ) চিনে তার নিকটে গমন করে, সে তো বৃক্ষের ছায়াতেই চিন্তামুক্ত হয়ে যায়। রাজা-ভিক্ষুক, ভালো-মন্দ জগতের সকলেই তার কাছে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করে ধন্য হয়ে যায়॥ ২৬৭॥

চৌপাই—শ্রীগুরুর ও শ্রীপ্রভুর প্রেম আমার সকল ক্ষোভ হরণ করেছে। মন এখন সন্দেহমুক্ত। হে করুণাকর ! এখন তাই করুন যাতে দাসের জন্য শ্রীপ্রভুর চিত্তে কোনো ক্ষোভ না থেকে যায়॥ ১॥ যে সেবক শ্রীপ্রভুকে সংকোচে রেখে নিজের মঙ্গল কামনায় নিত্যযুক্ত থাকে সে তো মন্দবুদ্ধি। সমস্ত সুখ ও লোভ ত্যাগ করে শ্রীপ্রভুর সেবার মধ্যেই তো সেবকের সকল কল্যাণ নিহিত থাকে॥ ২॥ হে নাথ ! আপনার ফিরে যাওয়ার মধ্যে সকলের স্বার্থ (মঙ্গল)যুক্ত আছে কারণ আপনার আদেশ পালনের সৌভাগ্য লাভেই তো কোটি মঙ্গলের যোগ থাকে। স্বার্থ ও পরমার্থ এই দুই-এর এই হল সার এবং সমস্ত পুণ্যের ফল লাভ ও সকল শুভগতির অঙ্গরাগ॥ ৩॥ হে দেব ! আপনি আমার একটি নিবেদন শ্রবণ করে যেমন ভালো বোঝেন তেমন করবেন। রাজ্যাভিষেকের সকল বস্তু সজ্জিত করে আনা হয়েছে। শ্রীপ্রভুর যদি তাতে স্বীকৃতি পাই তাহলে তা সম্ভব করি॥ ৪॥

দোহা—অনুজ শত্রুঘ্নের সঙ্গে আমাকে আপনি বনবাসে যেতে অনুমতি দিন আর (অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে) সকলকে সম্মান করুন। অথবা কোনো ভাবে যদি আপনি (অযোধ্যায় ফিরে যেতে) রাজি না হন তাহলে হে নাথ ! কৃপা করে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে ফিরে যেতে বলুন আর আমি আপনার সঙ্গে যাই॥ ২৬৮॥

চৌপাই—অথবা আমরা তিনজনে বনবাসে যাই আর হে শ্রীরঘুবীর ! আপনি সীতাদেবীকে নিয়ে (অযোধ্যায়) ফিরে যান। হে করুণাসিন্ধু ! আপনার যা অভিপ্রায় তাই করুন॥ ১॥ হে দেব ! আপনি সমস্ত ভার

চৌপাই (৩—৪)

উতরু দেই সুনি স্বামি রজাঈ। সো সেবকু লখি লাজ লজাঈ॥
অস মৈঁ অবগুন উদধি অগাধূ। স্বামি সনেহঁ সরাহত সাধূ॥

অব কৃপাল মোহি সো মত ভাবা। সকুচ স্বামি মন জাইঁ ন পাবা॥
প্রভু পদ সপথ কহউঁ সতি ভাউ। জগ মঙ্গল হিত এক উপাউ॥

দোহা (২৬৯)

প্রভু প্রসন্ন মন সকুচ তজি জো জেহি আয়সু দেব।
সো সির ধরি ধরি করিহি সবু মিটিহি অনট অবরেব॥

চৌপাই (১—৪)

ভরত বচন সুচি সুনি সুর হরষে। সাধু সরাহি সুমন সুর বরষে॥
অসমঞ্জস বস অবধ নেবাসী। প্রমুদিত মন তাপস বনবাসী॥

চুপহিঁ রহে রঘুনাথ সঁকোচী। প্রভু গতি দেখি সভা সব সোচী॥
জনক দূত তেহি অবসর আএ। মুনি বসিষ্ঠঁ সুনি বেগি বোলাএ॥

করি প্রনাম তিন্হ রামু নিহারে। বেষু দেখি ভএ নিপট দুখারে॥
দূতন্হ মুনিবর বূঝী বাতা। কহহু বিদেহ ভূপ কুসলাতা॥

সুনি সকুচাই নাই মহি মাথা। বোলে চরবর জোরেঁ হাথা॥
বূঝব রাউর সাদর সাঁঈঁ। কুসল হেতু সো ভয়উ গোসাঁঈঁ॥

(দায়িত্ব) আমার উপর দিয়েছেন। কিন্তু আমার মধ্যে যে নীতিবোধ অথবা ধর্মবোধ কোনোটাই নেই। আমি তো আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সকল কথা বলছি। আর্ত ব্যক্তির চিত্তে বিবেক-বোধ তো থাকে না॥ ২॥ প্রভুর আদেশ পেয়ে যে সেবক সেটি পালন না করে উল্টে তাঁকে প্রশ্ন করে, তাকে দেখে তো লজ্জারও লজ্জা হয়। আমি জানি যে আমি অবগুণের অসীম সাগর (কারণ আমি আদেশ পালন না করে প্রশ্ন করেই যাচ্ছি) কিন্তু প্রভু (আপনি) স্নেহের বশীভূত হয়ে আমাকে সাধু ব্যক্তি বলে প্রশংসা করছেন॥ ৩॥ হে কৃপালু ! যাতে শ্রীপ্রভুর মনে কোনো সংকোচ না হয় তাই আমি মেনে নেব। এই কথা আমি শ্রীপ্রভুর নামে শপথ নিয়ে বলছি। তাতেই যে জগতের কল্যাণ নিহিত॥ ৪॥

দোহা —অসংকোচে প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রসন্নচিত্তে শ্রীপ্রভু যা আদেশ দেবেন তাই সকলে শিরোধার্য করে নেবে। তাতেই সকল অনর্থ ও দ্বিধার অবসান হবে॥ ২৬৯॥

চৌপাই—শ্রীভরতের পবিত্র উক্তি দেবতাগণকে আনন্দিত করল। তাঁরা সাধুবাদ দিয়ে পুষ্পবৃষ্টি করে তাঁর প্রশংসা করলেন। অযোধ্যার প্রজাগণকে তখন আবার শঙ্কিত হতে দেখা গেল (তারা শ্রীরামচন্দ্রের মতামতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল)। অরণ্যবাসী তাপস ও জনগণ (শ্রীরামচন্দ্র অরণ্যেই অবস্থান করবেন এই আশায়) পরম আনন্দের অনুভূতি লাভ করলেন॥ ১॥ শ্রীরঘুবীর সংকোচে চুপ করে থাকলেন। শ্রীপ্রভুকে মৌন থাকতে দেখে সকলে চিন্তিত হয়ে পড়ল। তখনই শ্রীজনকের দূতের আগমন বার্তা লাভ করে মুনিবর বশিষ্ঠদেব তাকে তৎক্ষণাৎ ডেকে আনতে বললেন॥ ২॥ দূত প্রণাম করে শ্রীরামচন্দ্রকে তাপস বেশে দর্শন করে দুঃখিত হয়ে গেল। মুনিবর বশিষ্ঠদেব দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন—রাজা জনক কুশলে আছেন তো ? ৩॥ মুনির সাদর অভ্যর্থনা পেয়ে সসংকোচে সেই শ্রেষ্ঠ দূত আভূমি প্রণাম করে হাতজোড় করে বলল—হে প্রভু ! আপনার সমাদরে কৃত প্রশ্নেই তো কুশল হয়ে গেল॥ ৪॥

দোহা (২৭০)

নাহিঁ ত কোসলনাথ কেঁ সাথ কুসল গই নাথ।
মিথিলা অবধ বিসেষ তেঁ জগু সব ভয়উ অনাথ॥

চৌপাই (১—৪)

কোসলপতি গতি সুনি জনকৌরা। ভে সব লোক সোকবস বৌরা॥
জেহিঁ দেখে তেহি সময় বিদেহূ। নামু সত্য অস লাগ ন কেহূ॥

রানি কুচালি সুনত নরপালহি। সূঝ ন কছু জস মনি বিনু ব্যালহি॥
ভরত রাজ রঘুবর বনবাসূ। ভা মিথিলেসহি হৃদয়ঁ হরাঁসূ॥

নৃপ বূঝে বুধ সচিব সমাজূ। কহহু বিচারি উচিত কা আজূ॥
সমুঝি অবধ অসমঞ্জস দোউ। চলিঅ কি রহিঅ ন কহ কছু কোউ॥

নৃপহি ধীর ধরি হৃদয়ঁ বিচারী। পঠএ অবধ চতুর চর চারী॥
বূঝি ভরত সতি ভাউ কুভাউ। আএহু বেগি ন হোই লখাউ॥

দোহা (২৭১)

গএ অবধ চর ভরত গতি বূঝি দেখি করতূতি।
চলে চিত্রকূটহি ভরতু চার চলে তেরহূতি॥

চৌপাই (১—২)

দূতন্হ আই ভরত কই করনী। জনক সমাজ জথামতি বরনী॥
সুনি গুর পরিজন সচিব মহীপতি। ভে সব সোচ সনেহঁ বিকল অতি॥

ধরি ধীরজু করি ভরত বড়াঈ। লিএ সুভট সাহনী বোলাঈ॥
ঘর পুর দেস রাখি রখবারে। হয় গয় রথ বহু জান সঁবারে॥

দোহা— কুশলের কথা আর কী বলব ? সকল কুশল তো কৌশলরাজ দশরথের সঙ্গেই বিদায় নিয়েছে। তাঁর চলে যাওয়াতে সমগ্র জগৎ অনাথ (প্রভুর বিরহে অসহায়) হয়েছে আর তা মিথিলা ও অযোধ্যা হয়েছে বিশেষ করে॥ ২৭০॥

চৌপাই— অযোধ্যাপতির প্রয়াণবার্তা মিথিলাবাসীদের শোকবিহ্বল ও উন্মাদ করে তুলেছিল। মহারাজ জনকও বাদ যাননি। যারা জনকরাজাকে তখন দেখেছে তাদের মনে হয়েছে যে তাঁর বিদেহ (দেহাভিমানরহিত) নাম কি সত্য নয় ! (কারণ দেহাভিমানরহিত ব্যক্তির শোক আবার কী ?)॥ ১॥ রানীর বিচিত্র আচরণ জনকরাজাকে বিহ্বল করেছিল ; তিনি তখন যেন মণিহারা সর্প। অতঃপর শ্রীভরতের রাজ্য ও শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস বার্তা শ্রবণ করে মিথিলাপতি মর্মাহত হয়েছেন॥ ২॥ মহারাজ জনক তখন বিদ্বৎমণ্ডলী ও মন্ত্রীদের আহ্বান করে তাঁদের পরামর্শ চেয়েছিলেন। অযোধ্যার অবস্থায় সকলেই তখন বিচলিত ছিল। তাঁরা মহারাজকে 'অযোধ্যায় প্রেরণ করা সম্বন্ধে' কিছুই বলতে পারলেন না কারণ উভয় পরিস্থিতিতে তাঁরা তা সংগত মনে করছিলেন না। তাই তাঁরা চুপ করেই থাকলেন॥ ৩॥ (কেউ যখন কিছু বলল না তখন) জনক রাজা ধৈর্য সহকারে চিন্তা করে চারজন গুপ্তচরকে অযোধ্যায় পাঠিয়েছিলেন। তাদের জানতে বলা হয়েছিল—শ্রীভরতের (শ্রীরামচন্দ্রের উপর) প্রীতি অথবা বিদ্বেষ আছে কিনা ? তাদের উপর আদেশ ছিল— খবর নিয়ে যত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে আর অযোধ্যায় গমনবার্তা গুপ্ত রাখতে হবে॥ ৪॥

দোহা—গুপ্তচর অযোধ্যায় গিয়ে শ্রীভরতের শ্রীরামচন্দ্র প্রীতির কথা জেনেছিল। শ্রীভরতের চিত্রকূট উদ্দেশে যাত্রা করবার সময়ে গুপ্তচরগণ মিথিলায় ফিরে গিয়েছিল॥ ২৭১॥

*চৌপাই—*গুপ্তচরসকল রাজা জনকের সভায় ফিরে এসে তাদের বিচার-বুদ্ধি অনুসারে শ্রীভরতের সদাচারের কথা বর্ণনা করেছিল। সেই বার্তা গুরু, আত্মীয়স্বজন, মন্ত্রী ও রাজা সকলকে চিন্তিত ও অতিশয় স্নেহে বিচলিত করেছিল॥ ১॥ তখন জনকরাজা ধৈর্য সহকারে নিজেকে সামলে নিলেন ও শ্রীভরতের খুব প্রশংসা করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সুদক্ষ যোদ্ধাদের ডেকে পাঠালেন। তাদের হাতে রাজপ্রাসাদ, নগর ও দেশরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে

চৌপাই (২—৪)

দুঘরী সাধি চলে ততকালা। কিএ বিশ্রামু ন মগ মহিপালা॥
ভোরহিঁ আজু নহাই প্রয়াগা। চলে জমুন উতরন সবু লাগা॥

খবরি লেন হম পঠএ নাথা। তিন্হ কহি অস মহি নায়উ মাথা॥
সাথ কিরাত ছ সাতক দীন্হে। মুনিবর তুরত বিদা চর কীন্হে॥

দোহা (২৭২)

সুনত জনক আগবনু সবু হরষেউ অবধ সমাজু।
রঘুনন্দনহি সকোচু বড় সোচ বিবস সুররাজু॥

চৌপাই (১—৪)

গরই গলানি কুটিল কৈকেঈ। কাহি কহৈ কেহি দূষনু দেঈ॥
অস মন আনি মুদিত নর নারী। ভয়উ বহোরি রহব দিন চারী॥

এহি প্রকার গত বাসর সোউ। প্রাত নহান লাগ সবু কোউ॥
করি মজ্জনু পূজহিঁ নর নারী। গনপ গৌরি তিপুরারি তমারী॥

রাম রমন পদ বন্দি বহোরী। বিনবহিঁ অঞ্জুলি অঞ্চল জোরী॥
রাজা রামু জানকী রানী। আনঁদ অবধি অবধ রজধানী॥

সুবস বসউ ফিরি সহিত সমাজা। ভরতহি রামু করহুঁ জুবরাজা॥
এহি সুখ সুধাঁ সীঁচি সব কাহূ। দেব দেহু জগ জীবন লাহূ॥

দোহা (২৭৩)

গুর সমাজ ভাইন্হ সহিত রাম রাজু পুর হোউ।
অছত রাম রাজা অবধ মরিঅ মাগ সবু কোউ॥

চৌপাই (১)

সুনি সনেহময় পুরজন বানী। নিন্দহিঁ জোগ বিরতি মুনি গ্যানী॥
এহি বিধি নিত্যকরম করি পুরজন। রামহি করহিঁ প্রনাম পুলকি তন॥

তিনি অশ্ব, গজ, রথ আদি যানবাহন সজ্জিত করবার আদেশ দিলেন॥ ২॥ যাত্রার শুভক্ষণ মনে করে রাজা জনক সেই রাত্রেই যাত্রা করলেন। মহারাজ জনক পথে কোথাও বিশ্রাম নেননি। তিনি আজ প্রাতঃকালে প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহন করে যাত্রা করেছেন। যখন তাঁরা শ্রীযমুনার সম্মুখে এলেন তখন হে নাথ ! তিনি আমাদের অন্বেষণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। দূতগণ এইরূপ নিবেদন করে আভূমি প্রণাম নিবেদন করল। মুনিবর বশিষ্ঠদেব তখন ছয়-সাত জন ভীল যুবককে দূতদের সঙ্গে নিয়ে তাদের ফিরে যেতে বললেন॥ ৩-৪॥

***দোহা**—শ্রীজনকরাজের আগমনবার্তা অযোধ্যার প্রজাদের উল্লসিত করল। শ্রীরামচন্দ্র সংকোচ বোধ করলেন আর দেবরাজ ইন্দ্র তো বিশেষভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন॥ ২৭২॥*

চৌপাই—ঘটনাপ্রবাহে কুটিলা কৈকেয়ী অনুশোচনায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন কাকে কী বলবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না। প্রজাগণ তখন আনন্দিত কারণ (জনক রাজার আগমনে) তাদের চিত্রকূট অবস্থান কাল বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল॥ ১॥ সেই দিন আর কিছু ঘটল না। পরের দিন প্রাতঃকালে সকলে স্নানাদি করলেন। স্নানান্তে সকলে গণেশ, গৌরী, মহাদেব ও সূর্যের পূজার্চনা করলেন॥ ২॥ অতঃপর তাঁরা লক্ষ্মীপতি ভগবান বিষ্ণুর শ্রীচরণ বন্দনা করে জোড়হস্তে আঁচল পেতে প্রার্থনা করতে লাগলেন—শ্রীরামচন্দ্রকে রাজা ও সীতাদেবীকে রানী করে দিন, রাজধানী অযোধ্যাকে আনন্দময় নিবাসস্থান করে দিন, শ্রীভরতকে শ্রীরামচন্দ্রের যুবরাজ করে দিন। হে দেব ! এই সুখরূপ অমৃতে সিঞ্চিত করে সকলকে জগতে বেঁচে থাকবার আনন্দ প্রদান করুন॥ ৩-৪॥

***দোহা**—সকলের একান্ত কামনা ছিল—শ্রীরামচন্দ্র যেন গুরুদেব, সমাজ ও ভ্রাতাদের নিয়ে অযোধ্যায় রাজত্ব করেন আর তারা তাঁর রাজত্বকালেই যেন অযোধ্যাতেই মরবার সৌভাগ্য অর্জন করে॥ ২৭৩॥*

চৌপাই—অযোধ্যার প্রজাগণের প্রেমময় প্রার্থনা শুনে জ্ঞানী মুনিগণও যোগ-বৈরাগ্যকে তুচ্ছ মনে করলেন। এইভাবে নিত্যকর্ম সম্পাদন ও পুলকিত তনু হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণামপূর্বক প্রজাগণের কালযাপন হতে

চৌপাই (২—৪)

উঁচ নীচ মধ্যম নর নারী। লহহিঁ দরসু নিজ নিজ অনুহারী॥
সাবধান সবহী সনমানহিঁ। সকল সরাহত কৃপানিধানহিঁ॥

লরিকাইহি তেঁ রঘুবর বানী। পালত নীতি প্রীতি পহিচানী॥
সীল সকোচ সিন্ধু রঘুরাউ। সুমুখ সুলোচন সরল সুভাউ॥

কহত রাম গুন গন অনুরাগে। সব নিজ ভাগ সরাহন লাগে॥
হম সম পুন্য পুঞ্জ জগ থোরে। জিন্হহি রামু জানত করি মোরে॥

দোহা (২৭৪)

প্রেম মগন তেহি সময় সব সুনি আবত মিথিলেসু।
সহিত সভা সম্ভ্রম উঠেউ রবিকুল কমল দিনেসু॥

চৌপাই (১—৪)

ভাই সচিব গুর পুরজন সাথা। আগেঁ গবনু কীন্হ রঘুনাথা॥
গিরিবরু দীখ জনকপতি জবহীঁ। করি প্রনামু রথ ত্যাগেউ তবহীঁ॥

রাম দরস লালসা উছাহূ। পথ শ্রম লেসু কলেসু ন কাহূ॥
মন তহঁ জহঁ রঘুবর বৈদেহী। বিনু মন তন দুখ সুখ সুধি কেহী॥

আবত জনকু চলে এহি ভাঁতী। সহিত সমাজ প্রেম মতি মাতী॥
আএ নিকট দেখি অনুরাগে। সাদর মিলন পরস্পর লাগে॥

লগে জনক মুনিজন পদ বন্দন। রিষিন্হ প্রনামু কীন্হ রঘুনন্দন॥
ভাইন্হ সহিত রামু মিলি রাজহি। চলে লবাই সমতে সমাজহি॥

লাগল॥ ১॥ উচ্চ, নিম্ন, মধ্যম—সকল শ্রেণীর প্রজাগণ নিজ নিজ ভাবানুসারে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করে ধন্য হতে লাগল। শ্রীরামচন্দ্রও অতিশয় সাবধানে সকলের সম্মান রক্ষা করে যেতে লাগলেন। তখন সকলেই কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ছিল॥ ২॥ বাল্যকাল থেকেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাঁর প্রতি ভক্তের ভাব অনুসারে ব্যবস্থায় নীতিনিপুণ ছিলেন। তিনি তো সদাচার ও সংকোচের সাগরসম। সহজ সরল স্বভাবের প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সতত ভক্তের অনুকূল অবস্থান রেখে সকলকে কৃপা ও প্রেমদৃষ্টিতে সিঞ্চিত করে যেতেন॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্রের গুণগানে নিত্যযুক্ত থেকেই তারা প্রেমময় হয়ে গিয়েছিল। তারা জানত যে তাদের পুণ্য কত অল্প তবুও শ্রীরামচন্দ্র তাদের কৃপা করে আপন করে নিয়েছেন। তাদের কাছে এটি এক অতিশয় সৌভাগ্যের কথা ছিল॥ ৪॥

দোহা—আশ্রমে তখন প্রেমের পরিবেশ। হঠাৎ জানা গেল যে মিথিলাপতি শ্রীজনকের আগমন হচ্ছে। সূর্যকুলকমলভাস্কর শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সকল সভাসদকে নিয়ে (সম্মানিত অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য) উঠে দাঁড়ালেন॥ ২৭৪॥

চৌপাই—(শ্রীজনককে অভ্যর্থনা করবার জন্য) ভ্রাতা, মন্ত্রী, গুরুদেব ও প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র এগিয়ে গেলেন। শ্রীজনক কামদনাথ পর্বত (চিত্রকূট) দেখতে পেয়েই, প্রণাম করে রথ ত্যাগ করলেন। (অর্থাৎ পদব্রজে চলতে লাগলেন)॥ ১॥ সকলের মনে তখন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করবার সুতীব্র লালসা ও উৎসাহ ছিল। তাই তাঁদের মধ্যে পথশ্রমের ক্লান্তি ও ক্লেশ একটুও ছিল না। তাঁদের মন তো তখন শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী সকাশে উপনীত হয়েছে। মন ছাড়া তনুর সুখ-দুঃখ বোধ থাকবে কেমন করে ? ২॥ জনকরাজা এইভাবে পথে চলছিলেন। সকলের মন তখন প্রেমাকুল। নিকটে এসে তাঁরা অনুরাগ-রঞ্জিত হয়ে পরস্পর মিলিত হতে লাগলেন॥ ৩॥ শ্রীজনক (অযোধ্যার বশিষ্ঠাদি) মুনিদের চরণ বন্দনা করলেন আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র (মিথিলার শতানন্দাদি) ঋষিদের প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র জনকরাজাকে অভ্যর্থনা করে তাঁকে সকলের সঙ্গে নিজের আশ্রমে নিয়ে এলেন॥ ৪॥

দোহা (২৭৫)

আশ্রম সাগর সান্ত রস পূরন পাবন পাথু।
সেন মনহুঁ করুনা সরিত লিএঁ জাহিঁ রঘুনাথু॥

চৌপাই (১—৪)

বোরতি গ্যান বিরাগ করারে। বচন সসোক মিলত নদ নারে॥
সোচ উসাস সমীর তরঙ্গা। ধীরজ তট তরুবর কর ভঙ্গা॥

বিষম বিষাদ তোরাবতি ধারা। ভয় ভ্রম ভবঁর অবর্ত অপারা॥
কেবট বুধ বিদ্যা বড়ি নাবা। সকহিঁ ন খেই ঐক নহিঁ আবা॥

বনচর কোল কিরাত বিচারে। থকে বিলোকি পথিক হিয়ঁ হারে॥
আশ্রম উদধি মিলী জব জাঈ। মনহুঁ উঠেউ অম্বুধি অকুলাঈ॥

সোক বিকল দোউ রাজ সমাজা। রহা ন গ্যানু ন ধীরজু লাজা॥
ভূপ রূপ গুন সীল সরাহী। রোবহিঁ সোক সিন্ধু অবগাহী॥

ছন্দ

অবগাহি সোক সমুদ্র সোচহিঁ নারি নর ব্যাকুল মহা।
দৈ দোষ সকল সরোষ বোলহিঁ বাম বিধি কীন্হোঁ কহা॥
সুর সিদ্ধ তাপস জোগিজন মুনি দেখি দসা বিদেহ কী।
তুলসী ন সমরথু কোউ জো তরি সকৈ সরিত সনেহ কী॥

সোরঠা (২৭৬)

কিএ অমিত উপদেস জহঁ তহঁ লোগন্হ মুনিবরন্হ।
ধীরজু ধরিঅ নরেস কহেউ বসিষ্ঠ বিদেহ সন॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রম যেন শান্তস্বরূপ পবিত্র জলে পরিপূর্ণ সাগর। শ্রীজনকের বাহিনী যেন করুণার (করুণরসের) নদী যাকে শ্রীরঘুনাথ (সেই আশ্রমরূপ শান্তরসের সমুদ্রে মিলিত করবার জন্য) নিয়ে যাচ্ছেন॥ ২৭৫॥

চৌপাই—সেই করুণার নদী (এত ফুলে ফেঁপে ছিল যে তা) জ্ঞান বৈরাগ্যরূপ দুকূল প্লাবিত করে যাচ্ছিল। শোকসন্তপ্ত উচ্ছ্বাস উপনদী নালা রূপে সেই নদীতে এসে মিলিত হচ্ছিল ; শোকের দীর্ঘশ্বাস বায়ু সেই নদীতে তরঙ্গ সৃষ্টি করছিল যা ধৈর্যরূপ কূলের উত্তম বৃক্ষাদিকে উৎপাটিত করে ফেলছিল॥ ১॥ ভয়ানক বিষাদই (শোকই) সেই নদীর তীব্র জলস্রোত ছিল। ভয় ও ভ্রমই (মোহই) তার অসংখ্য জলাবর্ত ও ঘূর্ণি ছিল। বিদ্বান হল মাঝি আর বিদ্যা হল নৌকা। কিন্তু চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সামলানো কঠিন ছিল (বিদ্যার সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছিল না)॥ ২॥ সেই নৌকায় বনচারী বেচারা কোল-কিরাতগণই যাত্রীরূপে ছিল যারা সেই নদীর জলস্রোত দেখে ভীত হয়ে পড়েছিল। এই করুণানদী যখন আশ্রম সাগরে গিয়ে মিলিত হল তখন সেই সাগরে চাঞ্চল্য দেখা গেল॥ ৩॥ ব্যাকুলতা তখন দুই রাজার শিবিরেই প্রবল। জ্ঞান, ধৈর্য, লজ্জা সবই যেন অন্তর্ধান করেছিল। রাজা দশরথের রূপ, গুণ ও সদাচারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তখন সকলেই রোরুদ্যমান হয়ে শোক সাগরে অবগাহন করছিলেন॥ ৪॥

ছন্দ—শোক সাগরে অবগাহন করে সকলেই অতিশয় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। বিধাতাকে দোষারোপ করে তাঁরা ক্রোধযুক্ত হয়ে বলছিলেন প্রতিকূল বিধাতা এ কী করে বসলেন ? তুলসীদাসের মতে তখনকার জনকরাজার অবস্থা প্রত্যক্ষ করে দেবতা, সিদ্ধ, তাপস, যোগী ও মুনিসকলের মধ্যে কেউই প্রেমনদী অতিক্রম করতে সমর্থ ছিলেন না (অর্থাৎ প্রেমমগ্ন না হয়ে থাকতে পারছিলেন না)॥

সোরঠা—শ্রেষ্ঠ মুনিগণ বিভিন্ন স্থানে জনগণকে একত্র করে সদুপদেশ দানে প্রয়াসী হলেন। আর মুনিবর বশিষ্ঠদেব জনকরাজাকে বললেন—হে রাজন্! আপনি (অন্তত) ধৈর্য ধারণ করুন॥ ২৭৬॥

চৌপাই (১—৪)

জাসু গ্যানু রবি ভব নিসি নাসা। বচন কিরন মুনি কমল বিকাসা।।
তেহি কি মোহ মমতা নিঅরাঈ। যহ সিয় রাম সনেহ বড়াঈ।।

বিষঈ সাধক সিদ্ধ সয়ানে। ত্রিবিধ জীব জগ বেদ বখানে।।
রাম সনেহ সরস মন জাসূ। সাধু সভাঁ বড় আদর তাসূ।।

সোহ ন রাম পেম বিনু গ্যানূ। করনধার বিনু জিমি জলজানূ।।
মুনি বহুবিধি বিদেহু সমুঝাএ। রামঘাট সব লোগ নহাএ।।

সকল সোক সঙ্কুল নর নারী। সো বাসরু বীতেউ বিনু বারী।।
পসু খগ মৃগন্হ ন কীন্হ অহারূ। প্রিয় পরিজন কর কৌন বিচারূ।।

দোহা (২৭৭)

দোউ সমাজ নিমিরাজু রঘুরাজু নহানে প্রাত।
বৈঠে সব বট বিটপ তর মন মলীন কৃস গাত।।

চৌপাই (১—৩)

জে মহিসুর দসরথ পুর বাসী। জে মিথিলাপতি নগর নিবাসী।।
হংস বংস গুর জনক পুরোধা। জিন্হ জগ মগু পরমারথু সোধা।।

লগে কহন উপদেস অনেকা। সহিত ধরম নয় বিরতি বিবেকা।।
কৌসিক কহি কহি কথা পুরানীঁ। সমুঝাঈ সব সভা সুবানীঁ।।

তব রঘুনাথ কৌসিকহি কহেউ। নাথ কালি জল বিনু সবু রহেউ।।
মুনি কহ উচিত কহত রঘুরাঈ। গয়উ বীতি দিন পহর অঢ়াঈ।।

চৌপাই— যে জনকরাজার জ্ঞানসূর্য ভব (গতায়াত)রূপ রাত্রি অবসান করে আর তাঁর উপদেশরূপ জ্ঞানালোক রশ্মি মুনিরূপ কমলকে প্রস্ফুটিত (আনন্দিত) করতে সক্ষম, মোহ-মমতার তাঁর নিকটে ঘেঁসতে পারাকে আশ্চর্যজনক বলেই বোধ হয়। (বস্তুত) তা শ্রীসীতারামের প্রেমের মহিমা ছাড়া আর কিছু নয় ! (অর্থাৎ রাজা জনকের এই অবস্থা শ্রীসীতারামের অলৌকিক প্রেম হেতুই হয়েছে, লৌকিক মোহ-মমতা হেতু নয়। যিনি লৌকিক মোহ-মমতার সীমা অতিক্রম করেছেন তাঁর উপরেও শ্রীসীতারামের প্রেম নিজ প্রভাব প্রদর্শন না করে থাকতে পারে না)॥ ১॥ বেদ মতে জগতে জীব তিন প্রকার হয়—বিষয়ী, সাধক ও জ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ। তাদের মধ্যে যাঁর চিত্ত শ্রীরামচন্দ্রের স্নেহে সরস থাকে বিদ্বৎমণ্ডলীতে তার অতিশয় খ্যাতি লাভ হয়ে থাকে॥ ২॥ যেমন কাণ্ডারী ছাড়া জাহাজ অচল, তেমনই শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমপ্রীতি ছাড়া জ্ঞানও শোভমান হয় না। মুনি বশিষ্ঠদেব বিদেহরাজকে (রাজর্ষি-জনককে) অনেক ভাবে বোঝালেন। তদনন্তর সকলে শ্রীরামঘাটে অবগাহন করলেন॥ ৩॥ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই তখন শোকাতুর। কেউ সেদিন জলস্পর্শও করলেন না (আহারের তো প্রশ্নই ছিল না)। পশুপক্ষী-মৃগ সকলেই নিরাহারে রইল। অতএব প্রিয়জন-পরিজনদের কথা সহজেই অনুমেয়॥ ৪॥

দোহা—রাত্রি অবসানে নিমিরাজ রাজর্ষি জনক ও রঘুবংশজাত শ্রীরামচন্দ্র পরিবার-পরিজনসহ অবগাহন সমাপনান্তে বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন। সকলেই তখন বিষণ্ণবদন ও কৃশকায় হয়ে গিয়েছিলেন॥ ২৭৭॥

চৌপাই—মহারাজ দশরথের অযোধ্যায় ও মিথিলাপতি জনকের নগর জনকপুরের ব্রাহ্মণসকল, সূর্যবংশের কুলগুরু মহামুনি বশিষ্ঠদেব ও জনকের পুরোহিত মুনি শতানন্দ যাঁরা সাংসারিক পথ ও পরমার্থ পথ সকলের সম্যক্‌ভাবে জ্ঞানী ছিলেন, তাঁরা ধর্ম, নীতি, বিবেক-বৈরাগ্য আদির উপর বহু উপদেশাদি দিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্রও উত্তমরূপে পৌরাণিক কাহিনীসকল সভাতে পরিবেশন করলেন॥ ১-২॥ তখন শ্রীরঘুনাথ মহামুনি বিশ্বামিত্রকে বললেন—হে নাথ ! গতকাল থেকে সকলে জলস্পর্শ না করে রয়েছেন (তাই কিছু আহার্য ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন)। মহামুনি বিশ্বামিত্র তখন

চৌপাই (৪)

রিষি রুখ লখি কহ তেরহুতিরাজূ। ইহাঁ উচিত নহি অসন অনাজূ॥
কহা ভূপ ভল সবহি সোহানা। পাই রজায়সু চলে নহানা॥

দোহা (২৭৮)

তেহি অবসর ফল ফূল দল মূল অনেক প্রকার।
লই আএ বনচর বিপুল ভরি ভরি কাঁবরি ভার॥

চৌপাই (১—৪)

কামদ ভে গিরি রাম প্রসাদা। অবলোকত অপহরত বিষাদা॥
সর সরিতা বন ভূমি বিভাগা। জনু উমগত আনঁদ অনুরাগা॥
বেলি বিটপ সব সফল সফূলা। বোলত খগ মৃগ অলি অনুকূলা॥
তেহি অবসর বন অধিক উছাহূ। ত্রিবিধ সমীর সুখদ সব কাহূ॥
জাই ন বরনি মনোহরতাঈ। জনু মহি করতি জনক পহুনাঈ॥
তব সব লোগ নহাই নহাঈ। রাম জনক মুনি আয়সু পাঈ॥
দেখি দেখি তরুবর অনুরাগে। জহঁ তহঁ পুরজন উতরন লাগে॥
দল ফল মূল কন্দ বিধি নানা। পাবন সুন্দর সুধা সমানা॥

দোহা (২৭৯)

সাদর সব কহঁ রামগুর পঠএ ভরি ভরি ভার।
পূজি পিতর সুর অতিথি গুর লগে করন ফরহার॥

চৌপাই (১—২)

এহি বিধি বাসর বীতে চারী। রামু নিরখি নর নারি সুখারী॥
দুহু সমাজ অসি রুচি মন মাহীঁ। বিনু সিয় রাম ফিরব ভল নাহীঁ॥
সীতা রাম সঙ্গ বনবাসূ। কোটি অমরপুর সরিস সুপাসূ॥
পরিহরি লখন রামু বৈদেহী। জেহি ঘরু ভাব বাম বিধি তেহী॥

বললেন—শ্রীরঘুনাথের কথা যথার্থ। আজও যে আড়াই প্রহর দিন কেটে গেল॥ ৩॥ মহামুনি বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্য বুঝতে পেয়ে ত্রিহুতরাজ জনক বললেন—এইখানে অন্ন গ্রহণ করা উচিত হবে না। রাজর্ষির মতামতকে সকলে প্রসন্নতা সহকারে গ্রহণ করল। অনুমতি নিয়ে সকলে স্নান করতে গেল॥ ৪॥

দোহা—তখনই বনচারী (কোল-কিরাত) সকল বাঁকে করে ও ঝুড়িতে করে বহু রকমের ফল, ফুল, পত্র, মূল আদি নিয়ে উপস্থিত হল॥ ২৭৮॥

চৌপাই— শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তখন পর্বতসকল মনের মতন বস্তুসকল প্রদানকারীরূপে দেখা দিল। পর্বত দর্শনেই সকল দুঃখের হরণ হয়ে যাচ্ছিল। সেইখানকার সরোবর, নদী, অরণ্য ও ভূমির সর্বাঙ্গে যেন প্রেম উথলে পড়ছিল॥ ১॥ বৃক্ষলতাসকল পুষ্প ও ফলভাবে অবনমিত হয়ে পড়তে লাগল। পশু, পক্ষী, ভ্রমর আদি সকলই পরিবেশকে মনোরম করে তুলল। সর্বত্র তখন আনন্দ ও উৎসাহ। শীতল, সুগন্ধিত, মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহ পরিবেশকে সুখকর করে তুলল॥ ২॥ তখনকার অরণ্যের মনোহর রূপ বর্ণনাতীত সুন্দর ছিল। মনে হচ্ছিল যেন ধরণী রাজর্ষি জনককে সাদর অভ্যর্থনা করবার জন্য দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মিথিলার প্রজাগণ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীজনক ও মহামুনিদের আদেশ লাভ করে সেই সুন্দর অরণ্যের মনোহর কান্তি ঘুরে ঘুরে উপভোগ করতে লাগল। অতঃপর তাদের সকলকে পবিত্র সুন্দর অমৃতসম উপাদেয় পত্র, পুষ্প, মূল, কন্দ আদি দ্বারা আপ্যায়িত করা হল॥ ৩-৪॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের গুরুদেব বশিষ্ঠদেব তাদের সকলের কাছে ভারে ভারে (বহুরকমের অমৃতসম উপাদেয় পত্র, পুষ্প, মূল, কন্দ আদি) আহার্য দ্রব্য প্রীতিপূর্বক প্রেরণ করলেন। তারা সেই সকল দ্রব্যাদি পিতৃপুরুষ, দেবতা, অতিথি ও গুরুদেবকে নিবেদন করে গ্রহণ করতে লাগল॥ ২৭৯॥

চৌপাই— এইভাবে চার দিন কেটে গেল। সর্বক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করে নর-নারী নির্বিশেষে সকলেই অতিশয় প্রীত ছিল। দুই পক্ষের জনগণের মধ্যে একান্ত চিন্তা ছিল যে শ্রীসীতারামকে না নিয়ে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে না॥ ১॥ শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে অরণ্যে বসবাস করা (তাদের কাছে) কোটি দেবলোক থেকেও সুখকর ছিল। শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে

চৌপাই (৩—৪)

দাহিন দইউ হোই জব সবহী। রাম সমীপ বসিঅ বন তবহী॥
মন্দাকিনি মজ্জনু তিহু কালা। রাম দরসু মুদ মঙ্গল মালা॥

অটনু রাম গিরি বন তাপস থল। অসনু অমিঅ সম কন্দ মূল ফল॥
সুখ সমেত সম্বত দুই সাতা। পল সম হোহিঁ ন জনিঅহিঁ জাতা॥

দোহা (২৮০)

এহি সুখ জোগ ন লোগ সব কহহিঁ কহাঁ অস ভাগু।
সহজ সুভায়ঁ সমাজ দুহু রাম চরন অনুরাগু॥

চৌপাই (১—৪)

এহি বিধি সকল মনোরথ করহীঁ। বচন সপ্রেম সুনত মন হরহীঁ॥
সীয় মাতু তেহি সময় পঠাঈঁ। দাসীঁ দেখি সুঅবসরু আঈঁ॥

সাবকাস সুনি সব সিয় সাসূ। আয়উ জনকরাজ রনিবাসূ॥
কৌসল্যাঁ সাদর সনমানী। আসন দিএ সময় সম আনী॥

সীলু সনেহু সকল দুহু ওরা। দ্রবহিঁ দেখি সুনি কুলিস কঠোরা॥
পুলক সিথিল তন বারি বিলোচন। মহি নখ লিখন লগীঁ সব সোচন॥

সব সিয় রাম প্রীতি কি সি মূরতি। জনু করুনা বহু বেষ বিসূরতি॥
সীয় মাতু কহ বিধি বুধি বাঁকী। জো পয় ফেনু ফোর পবি টাঁকী॥

দোহা (২৮১)

সুনিঅ সুধা দেখিঅহিঁ গরল সব করতূতি করাল।
জহঁ তহঁ কাক উলূক বক মানস সকৃত মরাল॥

ছেড়ে যাদের মধ্যে গৃহের আসক্তি বর্তমান, বুঝতে হবে যে তাদের বিধি বাম॥ ২ ॥ দৈব অনুকূল হলে তবেই শ্রীরামচন্দ্র সকাশে অরণ্যে নিবাস করবার সৌভাগ্য হয়। মন্দাকিনীতে ত্রিসন্ধ্যা স্নান, মঙ্গল ও আনন্দ বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্রের সতত দর্শনলাভ, শ্রীরামচন্দ্রের পর্বত (কামদনাথ বা চিত্রকূট) দর্শনলাভ, বন ও তাপসদের আশ্রম সকলের উপস্থিতি আর অমৃতসম উপাদেয় কন্দমূল, ফুল আদি আহার্য ধারণ করে চতুর্দশ বৎসরকাল মুহূর্তের মধ্যে সুখে এমন আনন্দে কেটে যাবে যে টেরও পাওয়া যাবে না॥ ৩-৪ ॥

দোহা—*সকলে বলাবলি করতে লাগল যে এত সুখের ভাগ্য তো আমাদের নেই ; এমন ভাগ্য আমাদের কোথায় ? উভয় পক্ষের জনগণের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র চরণে সহজ সরল স্বাভাবিক প্রীতি বর্তমান ছিল॥ ২৮০॥*

চৌপাই—সেই মধুময় পরিবেশকে সকলে মনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে উপভোগ করতে লাগল। তাদের সরস আলোচনা অতিশয় মনোগ্রাহী ছিল। তখন সীতাদেবীর মাতা সুনয়নাদেবী প্রেরিত দাসীগণ (মাতা কৌশল্যাদির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য) উপযুক্ত সময় জ্ঞান করে তাঁদের কাছে এল॥ ১॥ দাসীদের কাছ থেকে রাজর্ষি জনকের ভার্যাসকল সংবাদ পেলেন যে সীতাদেবীর শ্বশ্রূমাতাসকল তখন কোনো বিশেষ কার্যে ব্যস্ত নন তা জেনে তাঁরা মিলিত হওয়ার জন্য এলেন। মাতা কৌশল্যা তাঁদের পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন আর উপবেশন করবার জন্য আসন দান করলেন॥ ২ ॥ দুই পরিবারের মধ্যে সদাচার ও অতিশয় প্রেমের সম্বন্ধ বর্তমান ছিল যা বজ্রসম কঠিনকে দ্রবীভূত করবার ক্ষমতা রাখে। তাঁদের শিথিল তনুতে ছিল পুলক শিহরণ অনুভূতি আর নয়নে ছিল (শোক ও প্রেমের) অশ্রু। আনমনা হয়ে পদনখ দ্বারা ভূমিতে আঁচড় কাটতে কাটতে তাঁরা চিন্তা করে যাচ্ছিলেন॥ ৩॥ সকলেই যেন তখন শ্রীসীতারামের মূর্তিমান প্রেমবিগ্রহ। যেন করুণা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে বিলাপরত ছিল। সীতাদেবীর মাতা সুনয়নাদেবী বললেন— বলিহারি বিধাতার বুদ্ধি বিবেচনা ! দুগ্ধফেন সম কোমল ও নির্দোষ ব্যক্তিদের উপর ক্ষণে ক্ষণে বজ্র ও শূল দ্বারা আঘাত করেই যাচ্ছেন ! ৪॥

দোহা—*অমৃতের কথা কেবল শুনতেই পাওয়া যায় আর যেদিকে দেখি সেখানেই বিষ। বিধাতার কার্যসকলে কোনো শ্রীসৌষ্ঠব নেই। চতুর্দিকে কেবল*

চৌপাই (১—৪)

সুনি সসোচ কহ দেবি সুমিত্রা। বিধি গতি বড়ি বিপরীত বিচিত্রা॥
জো সৃজি পালই হরই বহোরী। বালকেলি সম বিধি মতি ভোরী॥

কৌসল্যা কহ দোসু ন কাহূ। করম বিবস দুখ সুখ ছতি লাহূ॥
কঠিন করম গতি জান বিধাতা। জো সুভ অসুভ সকল ফল দাতা॥

ঈস রজাই সীস সবহী কেঁ। উতপতি থিতি লয় বিষহু অমী কেঁ॥
দেবি মোহ বস সোচিঅ বাদী। বিধি প্রপঞ্চু অস অচল অনাদী॥

ভূপতি জিঅব মরব উর আনী। সোচিঅ সখি লখি নিজ হিত হানী॥
সীয় মাতু কহ সত্য সুবানী। সুকৃতী অবধি অবধপতি রানী॥

দোহা (২৮২)

লখনু রামু সিয় জাহুঁ বন ভল পরিনাম ন পোচু।
গহবরি হিয়ঁ কহ কৌসিলা মোহি ভরত কর সোচু॥

চৌপাই (১—৩)

ঈস প্রসাদ অসীস তুম্হারী। সুত সুতবধূ দেবসরি বারী॥
রাম সপথ মৈঁ কীন্হি ন কাউ। সো করি কহউঁ সখী সতি ভাউ॥

ভরত সীল গুন বিনয় বড়াঈ। ভায়প ভগতি ভরোস ভলাঈ॥
কহত সারদহু কর মতি হীচে। সাগর সীপ কি জাহিঁ উলীচে॥

জানউঁ সদা ভরত কুলদীপা। বার বার মোহি কহেউ মহীপা॥
কসেঁ কনকু মনি পারিখি পাএঁ। পুরুষ পরিখিঅহিঁ সময়ঁ সুভাএঁ॥

কাক, পেঁচা আর বক (দেখা যায়) কিন্তু মরাল তো রয়েছে একমাত্র মানস সরোবরে॥ ২৮১॥

চৌপাই—তাই শুনে শোকাকুল দেবী সুমিত্রা মন্তব্য করলেন—বিধাতার কাজকর্ম যেন কেমন ও বিচিত্র ! তিনি সৃষ্টি করে তা পালন করেন আবার তাই বিনাশ করে দেন ! তাঁর ছেলেখেলাকে চিত্তচাঞ্চল্য (বিবেকশূন্য) বলাই ভালো॥ ১॥ কৌশল্যা মাতা বললেন— দোষ কারও নয় ; সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি সবই তো কর্মের অধীন। কর্মের গতি বোঝা শক্ত ; তা এক বিধাতা জানেন। তিনিই শুভ ও অশুভ ফল প্রদান করে থাকেন॥ ২॥ শ্রীভগবানের আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য তাতে সৃষ্টি, স্থিতি (পালন) ও লয় (সংহার) আর অমৃত ও বিষও থাকে (সকলই তাঁর অধীন)। হে দেবি ! মোহের বশীভূত হয়ে তার সম্বন্ধে চিন্তা করা অনর্থক হয়। বিধাতার প্রপঞ্চ এমনইভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে ও তা অনাদিকাল থেকে হয়ে আসছে॥ ৩॥ মহারাজের থাকা-না-থাকার যে কথা চিন্তা করে আমরা চিন্তান্বিত হচ্ছি তা তো, হে সখি ! নিজ স্বার্থদৃষ্টিযুক্ত দোষে দুষ্ট। সীতাদেবীর জননী বললেন—আপনিই ঠিক, আপনার মতামতই সর্বোত্তম। অমিত সুকৃতিসম্পন্ন অযোধ্যাপতি (মহারাজ দশরথ) ভার্যা এমন কথা বলবেন না (তো আর কে বলবেন ?)॥ ৪॥

দোহা—*দুঃখার্ত চিত্তে মাতা কৌশল্যা বললেন—শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা বনবাসে গেলে পরিণাম শুভই হবে, অশুভ নয়। আমার চিন্তা কেবল ভরতকে নিয়ে॥ ২৮২॥*

চৌপাই—শ্রীভগবানের কৃপায় ও আপনার আশীর্বাদে আমার (চার) পুত্র ও (চার) পুত্রবধূ গঙ্গাজলসম পবিত্র। হে সখী ! আমি কখনও শ্রীরামচন্দ্রের নামে শপথ নিয়ে কিছু বলি না কিন্তু এখন তা বলছি কারণ তা যে অমোঘ সত্য— ভরতের সদাচার, গুণ, বিনয়, মহানুভবতা, ভ্রাতৃত্ব, ভক্তি, ভরসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে দেবী সরস্বতীর বুদ্ধিও ইতস্তত করবে। ঝিনুক দ্বারা ছেঁচে কি কখনো সমুদ্রকে জলশূন্য করা যেতে পারে ! ১-২॥ আমি ভরতকে সতত বংশে বাতি দেওয়ার লোক রূপেই জানি। এ কথা আমাকে মহারাজ বারে বারে বলে গিয়েছেন। সোনা কষ্টিপাথরে ঘসলে আর হীরে উত্তম জহুরির হাতে পড়লে তবেই চেনা যায়। পুরুষের চরিত্র তার বিপদকালে

চৌপাই (৪)

অনুচিত আজু কহব অস মোরা। সোক সনেহঁ সয়ানপ থোরা।।
সুনি সুরসরি সম পাবনি বানী। ভঈঁ সনেহ বিকল সব রানী।।

দোহা (২৮৩)

কৌসল্যা কহ ধীর ধরি সুনহু দেবি মিথিলেসি।
কো বিবেকনিধি বল্লভহি তুম্হহি সকই উপদেসি।।

চৌপাই (১—৪)

রানি রায় সন অবসরু পাঈ। অপনী ভাঁতি কহব সমুঝাঈ।।
রখিঅহিঁ লখনু ভরতু গবনহিঁ বন। জৌ যহ মত মানৈ মহীপ মন।।

তৌ ভল জতনু করব সুবিচারী। মোরেঁ সোচু ভরত কর ভারী।।
গূঢ় সনেহ ভরত মন মাহীঁ। রহে নীক মোহি লাগত নাহীঁ।।

লখি সুভাউ সুনি সরল সুবানী। সব ভই মগন করুন রস রানী।।
নভ প্রসূন ঝরি ধন্য ধন্য ধুনি। সিথিল সনেহঁ সিদ্ধ জোগী মুনি।।

সবু রনিবাসু বিথকি লখি রহেউ। তব ধরি ধীর সুমিত্রাঁ কহেউ।।
দেবি দন্ড জুগ জামিনি বীতী। রাম মাতু সুনি উঠী সপ্রীতী।।

দোহা (২৮৪)

বেগি পাউ ধারিঅ থলহি কহ সনেহঁ সতিভায়।
হমরেঁ তৌ অব ঈস গতি কৈ মিথিলেস সহায়।।

চৌপাই (১—২)

লখি সনেহ সুনি বচন বিনীতা। জনকপ্রিয়া গহ পায় পুনীতা।।
দেবি উচিত অসি বিনয় তুম্হারী। দসরথ ঘরিনি রাম মহতারী।।

প্রভু অপনে নীচহু আদরহীঁ। অগিনি ধূম গিরি সির তিনু ধরহীঁ।।
সেবকু রাউ করম মন বানী। সদা সহায় মহেসু ভবানী।।

আচরণের মধ্যে দিয়ে চেনা যায়॥ ৩॥ কিন্তু আজ বোধ হয় আমার এমন কথা বলা অনুচিত। শোকে ও স্নেহে বিবেকবুদ্ধি স্থির রাখা কঠিন (সকলে বলবে যে আমি স্নেহের বশীভূত হয়ে ভরতের প্রশংসা করছি)। মাতা কৌশল্যার গঙ্গাজলসম পবিত্র কথা সকল শ্রবণ করে অন্যান্য রানীগণ স্নেহকাতর হয়ে পড়লেন॥ ৪॥

দোহা—*কৌশল্যা মাতা অতঃপর ধৈর্য সহকারে বললেন—হে দেবি মিথিলেশ্বরী ! শুনুন। আপনি জ্ঞানভাণ্ডার রাজর্ষি জনকের সহধর্মিণী। আপনাকে উপদেশ দান করবার ক্ষমতা কার ? ২৮৩॥*

চৌপাই—হে রানী ! সময়-সুযোগ বুঝে আপনি রাজামহাশয়কে যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে বলবেন যে লক্ষ্মণ ঘরে ফিরে গিয়ে ভরতের বনবাসে গেলে ভালো হয়। মহারাজের যদি এই ব্যবস্থা সমুচিত বলে মনে হয় তাহলে তা কার্যকর করবার জন্য বিবেচনা করবার অনুরোধ করবেন। আমার ভরতের জন্য অত্যধিক চিন্তা হয়। তার মনে যে গূঢ় প্রেম বর্তমান। তার ঘরে ফিরে যাওয়াকে আমি ভালো মনে করি না (কারণ তার প্রাণসংশয় হতে পারে)॥ ১-২॥ মাতা কৌশল্যার মতামত ও সহজ সরল উক্তি সকলকে চমৎকৃত করল। রানীসকল তখন করুণরসে নিমজ্জিত হয়ে পড়লেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল আর চতুর্দিকে ধন্য ধন্য রব শোনা যেতে লাগল। সিদ্ধ, যোগী, মুনিগণও স্নেহে শিথিল হয়ে পড়লেন॥ ৩॥ অন্তঃপুর তখন নিস্তব্ধ হতবাক। তখন মাতা সুমিত্রা ধৈর্য সহকারে বললেন—হে দেবী ! রাত্রির দুদণ্ড পার হয়ে গিয়েছে। তা শুনে শ্রীরামজননী মাতা কৌশল্যা প্রেমপূর্বক উঠলেন॥ ৪॥

দোহা—*অতঃপর মাতা কৌশল্যা সদ্ভাবযুক্ত প্রেমময় উক্তি করলেন — আপনাদের এখনই আপনাদের আবাসে গমন করা প্রয়োজন। আমাদের ভরসা এখন শ্রীভগবান (অথবা সহায় মিথিলাপতি রাজর্ষি জনক)॥ ২৮৪॥*

চৌপাই—মাতা কৌশল্যার প্রেম আর তাঁর বিনয়সম্পন্ন উক্তি শ্রবণ করে রাজর্ষি জনকভার্যা তাঁর পবিত্র চরণ ধারণ করলেন আর বললেন—হে দেবি ! আপনি রাজা দশরথের সহধর্মিণী ও শ্রীরামজননী। এই বিনয় আপনাকেই শোভা পায়॥ ১॥ প্রভু সততই নিজ সেবকদের সমাদর প্রদানকারী। অগ্নি ধূম্রকে ও পর্বত তৃণকে মস্তকে ধারণ করে থাকেন।

চৌপাই (৩—৪)

রউরে অঙ্গ জোগু জগ কো হৈ। দীপ সহায় কি দিনকর সোহৈ॥
রামু জাই বনু করি সুর কাজূ। অচল অবধপুর করিহহিঁ রাজূ॥

অমর নাগ নর রাম বাহুবল। সুখ বসিহহিঁ অপনেঁ অপনেঁ থল॥
যহ সব জাগবলিক কহি রাখা। দেবি ন হোই মুধা মুনি ভাষা॥

দোহা (২৮৫)

অস কহি পগ পরি পেম অতি সিয় হিত বিনয় সুনাই।
সিয় সমেত সিয়মাতু তব চলী সুআয়সু পাই॥

চৌপাই (১—৪)

প্রিয় পরিজনহি মিলী বৈদেহী। জো জেহি জোগু ভাঁতি তেহি তেহী॥
তাপস বেষ জানকী দেখী। ভা সবু বিকল বিষাদ বিসেষী॥

জনক রাম গুর আয়সু পাঈ। চলে থলহি সিয় দেখী আঈ॥
লীন্হি লাই উর জনক জানকী। পাহুনি পাবন পেম প্রান কী॥

উর উমগেউ অম্বুধি অনুরাগূ। ভয়উ ভূপ মনু মনহুঁ পয়াগূ॥
সিয় সনেহ বটু বাঢ়ত জোহা। তা পর রাম পেম সিসু সোহা॥

চিরজীবী মুনি গ্যান বিকল জনু। বূড়ত লহেউ বাল অবলম্বনু॥
মোহ মগন মতি নহিঁ বিদেহ কী। মহিমা সিয় রঘুবর সনেহ কী॥

দোহা (২৮৬)

সিয় পিতু মাতু সনেহ বস বিকল ন সকী সঁভারি।
ধরনিসুতাঁ ধীরজু ধরেউ সমউ সুধরমু বিচারি॥

আমাদের রাজামহাশয় তো কায়মনোবাক্যে আপনাদেরই সেবক। আপনাদের সহায়ক তো শিব-পার্বতী স্বয়ং ॥ ২ ॥ জগতে কে এমন আছে যে আপনাদের সেবক হওয়ার যোগ্যতা রাখে ? প্রদীপের কি সূর্যকে সাহায্য করতে যাওয়া শোভমান হয় ? শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে গিয়ে দেবকার্য সম্পাদন করে (তারপর ফিরে এসে) অযোধ্যায় অবশ্যই রাজত্ব করবেন ॥ ৩ ॥ দেবতা, নাগ, মানব সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের বাহুবলে নিজ নিজ লোকে সুখে বসবাস করবেন। মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ পূর্বেই বলে রেখেছেন। হে দেবি ! মুনিবচন কখনও মিথ্যা হয় না ॥ ৪ ॥

দোহা—*এইরূপ বলে (সীতাদেবীর জননী নয়নাদেবী) মাতা কৌশল্যার পায়ে পড়ে সীতাদেবীকে (সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার) অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সম্মতি লাভ করে তিনি এইবার সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে নিজ আবাস অভিমুখে চললেন ॥ ২৮৫ ॥*

চৌপাই— রাজর্ষি জনকও শ্রীরামচন্দ্রের গুরুদেব মহামুনি বশিষ্ঠদেবের অনুমতি নিয়ে নিজ আলয়ে প্রত্যাগমন করলেন। তিনি সেইখানে উপনীত হয়েই কন্যা সীতাকে দেখলেন। পবিত্র, স্নেহমূর্তি ও প্রাণপুত্তলিকা সীতাদেবী অতঃপর পিতার বুকে স্থান পেলেন॥ ১ ॥ রাজর্ষি জনকের হৃদয়ে তখন (বাৎসল্য) রসসাগর উথলে উঠেছিল। মন তখন প্রয়াগ তীর্থসম (পবিত্র) হয়ে গিয়েছিল। সেই রসসাগরে তিনি আদ্যাশক্তি সীতাদেবীর স্নেহরূপ অক্ষয়বর্ষকে বৃদ্ধি হতে দেখলেন। সেই (সীতাদেবীর প্রেমরূপ বটপত্রে) তিনি শিশু শ্রীরামচন্দ্রকে (শিশুরূপে শ্রীহরিকে) শোভমান দেখলেন॥ ৩ ॥ রাজর্ষি জনকের জ্ঞানরূপ চিরঞ্জীবী (মার্কণ্ডেয়) মুনি ব্যাকুল হয়ে নিমজ্জিত হওয়ার সময়ে যেন সেই শ্রীরামপ্রেমরূপ বালকের সাহায্য পেয়ে বেঁচে রইলেন। বস্তুত (মহাজ্ঞানী) রাজর্ষি জনকের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত নয়। তা ছিল একান্ত ভাবে শ্রীরামসীতার প্রেমের মহিমা (যা তাঁর মতন জ্ঞানীর জ্ঞানকেও নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল) ॥ ৪ ॥

দোহা— *জনক-জননীর প্রেমে তখন সীতাদেবী বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি নিজেকে সংযত করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। কিন্তু সময় ও সুধর্ম বিচার করে (পরম ধৈর্যবতী) ধরণীসুতা সীতাদেবী ধৈর্য ধারণ করে শান্ত রইলেন ॥ ২৮৬ ॥*

চৌপাই (১—৪)

তাপস বেষ জনক সিয় দেখী। ভয়উ পেমু পরিতোষু বিসেষী॥
পুত্রি পবিত্র কিএ কুল দোউ। সুজস ধবল জগু কহ সবু কোউ॥

জিতি সুরসরি কীরতি সরি তোরী। গবনু কীন্হ বিধি অন্ড করোরী॥
গঙ্গ অবনি থল তীনি বড়েরে। এহিঁ কিএ সাধু সমাজ ঘনেরে॥

পিতু কহ সত্য সনেহঁ সুবানী। সীয় সকুচ মহুঁ মনহুঁ সমানী॥
পুনি পিতু মাতু লীন্হি উর লাঈ। সিখ আসিষ হিত দীন্হি সুহাঈ॥

কহতি ন সীয় সকুচি মন মাহীঁ। ইহাঁ বসব রজনীঁ ভল নাহীঁ॥
লখি রুখ রানি জনায়উ রাউ। হৃদয়ঁ সরাহত সীলু সুভাউ॥

দোহা (২৮৭)

বার বার মিলি ভেটি সিয় বিদা কীন্হি সনমানি।
কহী সময় সির ভরত গতি রানি সুবানি সয়ানি॥

চৌপাই (১—৩)

সুনি ভূপাল ভরত ব্যবহারু। সোন সুগন্ধ সুধা সসি সারু॥
মূদে সজল নয়ন পুলকে তন। সুজসু সরাহন লগে মুদিত মন॥

সাবধান সুনু সুমুখি সুলোচনি। ভরত কথা ভব বন্ধ বিমোচনি॥
ধরম রাজনয় ব্রহ্মবিচারু। ইহাঁ জথামতি মোর প্রচারু॥

সো মতি মোরি ভরত মহিমাহী। কহৈ কাহ ছলি ছুঅতি ন ছাঁহী॥
বিধি গনপতি অহিপতি সিব সারদ। কবি কোবিদ বুধ বুদ্ধি বিসারদ॥

চৌপাই—সীতাদেবীকে সন্ন্যাসিনী বেশে দেখে রাজর্ষি জনকের বিশেষ প্রীতি ও পরিতৃপ্তি হল। তিনি বললেন—মা আমার! তোর জন্য দুই কুলই পবিত্র হয়ে গেল। সকলের মতে তোর নির্মল যশে সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছে॥ ১॥ তোর কীর্তি নদী সুরনদী গঙ্গাকেও (যা কেবল এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবহমান) হারিয়ে কোটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবহমান হয়েছে। গঙ্গা তো তিনটি স্থানকে (হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসগার) তীর্থের মর্যাদা দিয়েছে কিন্তু তোর কীর্তিনদী তো সকল সাধুমণ্ডলীকে তীর্থস্থান রূপে চিহ্নিত করে দিয়েছে॥ ২॥ পিতা জনকের স্নেহ সিঞ্চিত অতি উত্তম উক্তিসকল শ্রবণ করে সীতাদেবীর মনে সংকোচ হল। (তা দেখে) জনক-জননী আবার কন্যাকে বুকে টেনে নিলেন আর হিতোপদেশ ও আশীর্বাদ দান করলেন॥ ৩॥ সীতাদেবী মুখে না বললেও এই মনে করে সংকোচ অনুভব করছিলেন যে রাত্রিকালে (শ্বশ্রূমাতাদের সেবায় নিযুক্ত না থেকে) সেইখানে অবস্থান করা ঠিক হচ্ছে না। মাতা সুনয়নীদেবী কন্যার মনের কথা আঁচ করতে পেরে তা রাজা জনককে জানালেন। তখন দুইজনেই অন্তরে কন্যা সীতার সদাচার ও স্বভাবের প্রশংসা করতে লাগলেন॥ ৪॥

দোহা— তখন পিতা ও মাতা উভয়েই কন্যাকে বারে বারে আদর করে ফিরে যেতে বললেন। বুদ্ধিমতী রানী এইবার উত্তম সুযোগ উপস্থিত জেনে সহজ সরল কথায় ভরতের অবস্থার কথা বললেন॥ ২৮৭॥

চৌপাই—রাজর্ষি জনক সেই কথা শুনে প্রেমবিহ্বল হয়ে পড়লেন। তা যেন তাঁর কাছে সুগন্ধযুক্ত সুবর্ণ আর (সমুদ্র মন্থনে লাভ করা) অমৃতে চন্দ্রালোকসম অনুপম সুন্দর ছিল। তিনি তখন প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ নয়নযুগল বন্ধ করলেন (যেন তিনি শ্রীভরতের প্রেমে আনন্দিত হয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন)। তারপর তিনি শ্রীভরতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন॥ ১॥ (তিনি বললেন—) হে সুবদনী সুনয়নী! ভালো করে শুনে রাখো। শ্রীভরতের কথায় ভববন্ধন মোচন হয়। ধর্ম, রাজনীতি ও ব্রহ্মবিচার—এ তিনের সম্বন্ধে আমি অল্প যা কিছু জানি তাও যেন তা স্পর্শ করতে পারছে না॥ ২॥ সেই আমার (ধর্ম, রাজনীতি ও ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবেশকারী) বুদ্ধি শ্রীভরতের মহিমা কী বর্ণনা করবে, ছলনা করে তার ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারছে না। ব্রহ্মা, গণেশ, শেষ,

চৌপাই (৪)

ভরত চরিত কীরতি করতূতী। ধরম সীল গুন বিমল বিভূতী॥
সমুঝত সুনত সুখদ সব কাহূ। সুচি সুরসরি রুচি নিদর সুধাহূ॥

দোহা (২৮৮)

নিরবধি গুন নিরুপম পুরুষু ভরতু ভরত সম জানি।
কহিঅ সুমেরু কি সের সম কবিকুল মতি সকুচানি॥

চৌপাই (১—৪)

অগম সবহি বরনত বরবরনী। জিমি জনহীন মীন গমু ধরনী॥
ভরত অমিত মহিমা সুনু রানী। জানহিঁ রামু ন সকহি বখানী॥

বরনি সপ্রেম ভরত অনুভাউ। তিয় জিয় কী রুচি লখি কহ রাউ॥
বহুরহিঁ লখনু ভরতু বন জাহীঁ। সব কর ভল সবকে মন মাহীঁ॥

দেবি পরন্তু ভরত রঘুবর কী। প্রীতি প্রতীতি জাই নহিঁ তরকী॥
ভরতু অবধি সনেহ মমতা কী। জদ্যপি রামু সীম সমতা কী॥

পরমারথ স্বারথ সুখ সারে। ভরত ন সপনেহুঁ মনহুঁ নিহারে॥
সাধন সিদ্ধি রাম পগ নেহূ। মোহি লখি পরত ভরত মত এহূ॥

দোহা (২৮৯)

ভোরেহুঁ ভরত ন পেলিহহিঁ মনসহুঁ রাম রজাই।
করিঅ ন সোচু সনেহ বস কহেউ ভূপ বিলখাই॥

চৌপাই (১—২)

রাম ভরত গুন গনত সপ্রীতী। নিসি দম্পতিহি পলক সম বীতী॥
রাজ সমাজ প্রাত জুগ জাগে। ন্হাই ন্হাই সুর পূজন লাগে॥

গে নহাই গুর পহিঁ রঘুরাঈ। বন্দি চরন বোলে রুখ পাঈ॥
নাথ ভরতু পুরজন মহতারী। সোক বিকল বনবাস দুখারী॥

মহাদেব, সরস্বতী আদি দেবদেবীগণ, কবি, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান —সকলেই শ্রীভরতের চরিত্র, কীর্তি, কার্য, ধর্ম, সদাচার, গুণ ও নির্মল ঐশ্বর্য মনন ও শ্রবণ করলে তা তাঁদের কাছে সুখপ্রদায়ক হয়। শ্রীভরতের এই গুণাবলী পবিত্রতায় গঙ্গাকে আর স্বাদে অমৃতকেও তিরস্কার করে॥ ৩-৪॥

দোহা—শ্রীভরত অসীম গুণসম্পন্ন এক অনুপম ব্যক্তিত্ব। তাঁর তুলনা একমাত্র তাঁর সঙ্গেই করা চলে। সুমেরু পর্বতের সঙ্গে কি এক কিলো ওজনের তুলনা চলে ? তাই (তাঁর তুলনা অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে করতে) কবিকুল সংকোচ বোধ করে ॥ ২৮৮॥

চৌপাই—হে রূপশ্রেষ্ঠা ! জলাশয় ভিন্ন শুকনো স্থানে মৎস্যদের চলার মতনই শ্রীভরতের মহিমা গান করা অসম্ভব। হে রানী ! শোনো। শ্রীভরতের অপরিমিত মহিমার কথা একমাত্র শ্রীরামচন্দ্র জানেন ; কিন্তু তিনি বর্ণনা করতে সক্ষম নন॥ ১॥ এইভাবে প্রীতিপূর্বক শ্রীভরতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে এবং অতঃপর পত্নীর অভিরুচি জেনে রাজর্ষি জনক বললেন—শ্রীলক্ষ্মণ ফিরে গিয়ে শ্রীভরত বনবাসে গেলে সকলের মঙ্গল হবে। সকলের মনেও তাই আছে॥ ২॥ কিন্তু হে দেবী ! শ্রীভরত আর শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমপ্রীতি ও পরস্পরের উপর বিশ্বাস বিতর্কের বিষয় কখনও নয়। যদিও শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে সাম্যের সীমা থাকে কিন্তু শ্রীভরতের প্রেম ও মমতা অসীম॥ ৩॥ (শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অনন্য প্রেম প্রীতি ছাড়া) শ্রীভরত পরমার্থ, স্বার্থ ও সুখসকলের কথা স্বপ্নেও মনে আনেন না। শ্রীভরতের সাধনা ও সিদ্ধি সবই শ্রীরামচন্দ্র চরণে নিহিত—এছাড়া শ্রীভরতের অন্য কোনো সিদ্ধান্ত আছে বলে আমি মনে করি না॥ ৪॥

দোহা—রাজা জনক প্রেমে বিহ্বল হয়ে বললেন—শ্রীভরত ভুল করেও শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ লঙ্ঘন করবার কথা মনে আনবেন না। অতএব স্নেহের বশীভূত হয়ে চিন্তাযুক্ত হয়ো না॥ ২৮৯॥

চৌপাই—দম্পতির সেই রাত্রি শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীভরতের গুণকীর্তন করেই মুহূর্তে কেটে গেল। রাত্রি অবসানে উভয় রাজন্যবর্গের পরিজনাদি জেগে উঠল। তারা (প্রাতঃক্রিয়া ও) স্নানাদি সমাপন করে দেবতাগণের পূজায় সংলগ্ন হল॥ ১॥ শ্রীরঘুনাথ স্নানাদিসম্পন্ন করে গুরুদেব বশিষ্ঠদেবের কাছে গিয়ে

চৌপাই (৩—৪)

সহিত সমাজ রাউ মিথিলেসূ। বহুত দিবস ভএ সহত কলেসূ॥
উচিত হোই সোই কীজিঅ নাথা। হিত সবহী কর রৌরেঁ হাথা॥
অস কহি অতি সকুচে রঘুরাউ। মুনি পুলকে লখি সীলু সুভাউ॥
তুম্হ বিনু রাম সকল সুখ সাজা। নরক সরিস দুহু রাজ সমাজা॥

দোহা (২৯০)

প্রান প্রান কে জীব কে জিব সুখ কে সুখ রাম।
তুম্হ তজি তাত সোহাত গৃহ জিন্হহি তিন্হহি বিধি বাম॥

চৌপাই (১—৪)

সো সুখু করমু ধরমু জরি জাউ। জহঁ ন রাম পদ পঙ্কজ ভাউ॥
জোগু কুজোগু গ্যানু অগ্যানু। জহঁ নহিঁ রাম পেম পরধানূ॥
তুম্হ বিনু দুখী সুখী তুম্হ তেহীঁ। তুম্হ জানহু জিয় জো জেহি কেহীঁ॥
রাউর আয়সু সির সবহী কেঁ। বিদিত কৃপালহি গতি সব নীকেঁ॥
আপু আশ্রমহি ধারিঅ পাউ। ভয়উ সনেহ সিথিল মুনিরাউ॥
করি প্রনামু তব রামু সিধাএ। রিষি ধরি ধীর জনক পহিঁ আএ॥
রাম বচন গুরু নৃপহি সুনাএ। সীল সনেহ সুভায়ঁ সুহাএ॥
মহারাজ অব কীজিঅ সোঈ। সব কর ধরম সহিত হিত হোঈ॥

দোহা (২৯১)

গ্যান নিধান সুজান সুচি ধরম ধীর নরপাল।
তুম্হ বিনু অসমঞ্জস সমন কো সমরথ এহি কাল॥

চৌপাই (১)

সুনি মুনি বচন জনক অনুরাগে। লখি গতি গ্যানু বিরাগু বিরাগে॥
সিথিল সনেহঁ গুনত মন মাহীঁ। আএ ইহাঁ কীন্হ ভল নাহীঁ॥

প্রণাম করলেন আর তাঁকে প্রসন্ন জেনে বললেন—হে নাথ ! ভরত, অযোধ্যার প্রজাসকল ও মাতাগণ শোকে কাতর ও বনবাসে ক্লিষ্ট হয়ে রয়েছেন॥ ২॥ মিথিলাপতি রাজর্ষি জনকও তাঁর লোকজনদের সঙ্গে এসে বহুদিন বনবাসের ক্লেশ সহ্য করে যাচ্ছেন। তাই হে প্রভু ! যা ভালো বোঝেন তাই করুন, যাতে সকলের মঙ্গল হয়॥ ৩॥ এই কথা বলে শ্রীরামের সংকোচ হচ্ছে দেখে তাঁর সদাচার ও স্বভাব প্রত্যক্ষ করে (প্রেমানন্দে) মুনিবর বশিষ্ঠদেব পুলক অনুভব করলেন। (তিনি তখন সোজাসুজি বললেন—) হে রাম ! তুমি ছাড়া যে (গৃহ সম্পদাদি) সুখসামগ্রী দুইপক্ষের কাছেই নরকসম॥ ৪॥

দোহা—হে রাম ! তুমি যে প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, সুখেরও সুখ। হে তাত ! তোমাকে ছেড়ে যার জগৎ ভালো লাগে তার তো বিধি বাম ! ॥ ২৯০॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে প্রীতি বর্তমান না থাকলে সুখ, কর্ম ও ধর্ম—সকলই ভস্মীভূত হয়ে যায়। যাতে শ্রীরামচন্দ্র প্রেমধারা প্রধান নয় সে যোগ তো কুযোগ, সে জ্ঞান তো অজ্ঞান॥ ১॥ তোমার বিরহ হেতুই তো সকলে বিষাদগ্রস্ত। তুমি যাদের সুখে রেখেছো তারাই সুখে আছে। সকলের অন্তরের কথা তো তুমি জান। তোমার আদেশই সকলে শিরোধার্য করে। কৃপালুর তো সকলের স্থিতির সম্যক্ জ্ঞান বর্তমান॥ ২॥ অতএব তুমি আশ্রমে পদার্পণ করো। এই সকল বলতে বলতে মুনিবর স্নেহে শিথিল হয়ে পড়লেন। তখন প্রভু শ্রীরামচন্দ্র গুরুদেবকে প্রণাম করে চলে গেলেন। অতঃপর ঋষি বশিষ্ঠদেব ধৈর্যধারণ করে রাজর্ষি জনকের সকাশে গমন করলেন॥ ৩॥ গুরুদেব শ্রীরামচন্দ্রের সদাচার ও স্নেহযুক্ত স্বভাবের অনুপম কথা রাজা জনককে অবহিত করলেন (আর বললেন—) হে মহারাজ ! এইবার (আপনি) এমন ব্যবস্থা করুন যাতে সকলের ধর্ম রক্ষা হয় আর মঙ্গলও হয়॥ ৪॥

দোহা—হে রাজন্ ! তুমি তো জ্ঞানভাণ্ডার, বুদ্ধিমান, পবিত্র ও ধার্মিক। তুমি ছাড়া এই সমস্যার সমাধান আর কার পক্ষে করা সম্ভব ? ২৯১॥

চৌপাই—মুনিবর বশিষ্ঠদেবের উক্তি শ্রবণ করে রাজর্ষি জনক অনুরাগরঞ্জিত হয়ে পড়লেন। তাঁর অবস্থা দেখে জ্ঞান-বৈরাগ্যরও বৈরাগ্য হল (অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান-বৈরাগ্য যেন তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিল)। তিনি প্রেমে শিথিল অঙ্গ হয়ে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—এইখানে আমাদের আসার

চৌপাই (২—৪)

রামহি রায়ঁ কহেউ বন জানা। কীন্হ আপু প্রিয় প্রেম প্রবানা।।
হম অব বন তেঁ বনহি পঠাঈ। প্রমুদিত ফিরব বিবেক বড়াঈ।।

তাপস মুনি মহিসুর সুনি দেখী। ভএ প্রেম বস বিকল বিসেষী।।
সমউ সমুঝি ধরি ধীরজু রাজা। চলে ভরত পহিঁ সহিত সমাজা।।

ভরত আই আগেঁ ভই লীন্হে। অবসর সরিস সুআসন দীন্হে।।
তাত ভরত কহ তেরহুতি রাউ। তুম্হহি বিদিত রঘুবীর সুভাউ।।

দোহা (২৯২)

রাম সত্যব্রত ধরম রত সব কর সীলু সনেহু।
সঙ্কট সহত সকোচ বস কহিঅ জো আয়সু দেহু।।

চৌপাই (১—৪)

সুনি তন পুলকি নয়ন ভরি বারী। বোলে ভরতু ধীর ধরি ভারী।।
প্রভু প্রিয় পূজ্য পিতা সম আপূ। কুলগুরু সম হিত মায় ন বাপূ।।

কৌসিকাদি মুনি সচিব সমাজূ। গ্যান অম্বুনিধি আপুনু আজূ।।
সিসু সেবকু আয়সু অনুগামী। জানি মোহি সিখ দেইঅ স্বামী।।

এহিঁ সমাজ থল বূঝব রাউর। মৌন মলিন মৈঁ বোলব বাউর।।
ছোটে বদন কহউঁ বড়ি বাতা। ছমব তাত লখি বাম বিধাতা।।

আগম নিগম প্রসিদ্ধ পুরানা। সেবাধরমু কঠিন জগু জানা।।
স্বামি ধরম স্বারথহি বিরোধূ। বৈরু অন্ধ প্রেমহি ন প্রবোধূ।।

কাজটা ভালো হয়নি॥ ১॥ মহারাজ দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে যেতে বলে তাঁর প্রেমের প্রমাণও রেখে গেলেন (দেহত্যাগ করলেন)। কিন্তু আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে অরণ্য থেকে (আরও গহন) অরণ্যে প্রেরণ করে নিজের বিবেকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আনন্দ সহকারে ফিরে যাব (কারণ সেই প্রেম তো আমাদের নেই)॥ ২॥ ঘটনাসকল প্রত্যক্ষ করে আর সবিস্তারে জেনে তাপস, মুনি ও ব্রাহ্মণকুল চিন্তিত হয়ে পড়লেন। উপযুক্ত সময় জ্ঞান করে তখন রাজর্ষি জনক সকলকে নিয়ে শ্রীভরতের কাছে গেলেন॥ ৩॥ শ্রীভরত রাজর্ষিকে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন আর পরিস্থিতি অনুসার উত্তম আসন দান করলেন। মিথিলাপতি জনক তখন বললেন—হে তাত ভরত ! তোমার তো শ্রীরামচন্দ্রের আচরণের সম্যক্ পরিচিতি আছে॥ ৪॥

দোহা—সত্যব্রত ধর্মপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্র সকলের প্রতিই সদাচার ও স্নেহশীল। তাই সংকটেও তিনি সংকোচে রয়েছেন। এখন যেমন তুমি বলবে, তাই তাঁকে বলা হবে॥ ২৯২॥

চৌপাই—রাজর্ষি জনকের কথা শ্রীভরত শুনলেন। তনুতে পুলক ও অশ্রুসজল নেত্রে তিনি ধৈর্য ধারণ করে বললেন—হে প্রভু ! আপনি তো আমার পিতাসম প্রিয় ও পূজ্য আর কুলগুরু বশিষ্ঠদেবসম হিতাকাঙ্ক্ষী তো পিতা-মাতাও হন না॥ ১॥ শ্রীবিশ্বামিত্র আদি মুনিগণ আর মন্ত্রীগণ এইখানে উপস্থিত রয়েছেন। এ যুগের জ্ঞানসাগর আপনিও বর্তমান। হে প্রভু ! আমাকে আপনার শিশু সন্তান, সেবক ও অনুগত মনে করে আদেশ দিন॥ ২॥ এই মহাজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে এই (তীর্থ) স্থানে আপনার মতন (পূজ্য জ্ঞানী) ব্যক্তি যদি আমাকেই প্রশ্ন করেন তবে তার উত্তরে মৌন অবলম্বন করলে অপরাধ হবে আর কিছু বললে উন্মাদসম আচরণ করা হবে। তাই আমি ছোট মুখে বড় কথা বলছি—বিধাতা আমার অনুকূল নন, তাই আমাকে ক্ষমা করবেন॥ ৩॥ সেবাধর্ম সম্পাদন সুকঠিন কার্য হয়ে থাকে, জগৎ তা জানে এবং বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ সর্বত্র এর উল্লেখ আছে। প্রভুর প্রতি কর্তব্যপালনে ও স্বার্থে সতত বিরোধ দেখা যায় (একসঙ্গে দুই কার্য সম্পন্ন হয় না)। শত্রুতা অন্ধ হয় আর প্রেমে জ্ঞান থাকে না (তাই স্বার্থের বশীভূত হয়ে অথবা প্রেমের প্রভাবে কিছু বললে তাতে ভুল হওয়ার ভয় থাকে)॥ ৪॥

দোহা (২৯৩)

রাখি রাম রুখ ধরমু ব্রতু পরাধীন মোহি জানি।
সব কে সম্মত সর্ব হিত করিঅ পেমু পহিচানি॥

চৌপাই (১—৪)

ভরত বচন সুনি দেখি সুভাউ। সহিত সমাজ সরাহত রাউ॥
সুগম অগম মৃদু মঞ্জু কঠোরে। অরথু অমিত অতি আখর থোরে॥

জ্যোঁ মুখু মুকুর মুকুরু নিজ পানী। গহি ন জাই অস অদ্ভুত বানী॥
ভূপ ভরতু মুনি সহিত সমাজূ। গে জহঁ বিবুধ কুমুদ দ্বিজরাজূ॥

সুনি সুধি সোচ বিকল সব লোগা। মনহুঁ মীনগন নব জল জোগা॥
দেবঁ প্রথম কুলগুর গতি দেখী। নিরখি বিদেহ সনেহ বিসেষী॥

রাম ভগতিময় ভরতু নিহারে। সুর স্বারথী হহরি হিয়ঁ হারে॥
সব কোউ রাম পেমময় পেখা। ভএ অলেখ সোচ বস লেখা॥

দোহা (২৯৪)

রামু সনেহ সকোচ বস কহ সসোচ সুররাজু।
রচহু প্রপঞ্চহি পঞ্চ মিলি নাহিঁ ত ভয়উ অকাজু॥

চৌপাই (১—২)

সুরন্হ সুমিরি সারদা সরাহী। দেবি দেব সরনাগত পাহী॥
ফেরি ভরত মতি করি নিজ মায়া। পালু বিবুধ কুল করি ছল ছায়া॥

বিবুধ বিনয় সুনি দেবি সয়ানী। বোলী সুর স্বারথ জড় জানী॥
মো সন কহহু ভরত মতি ফেরূ। লোচন সহস ন সূঝ সুমেরূ॥

দোহা— *অতএব আমি পরাধীন মনে করে (আমাকে জিজ্ঞাসা না করে শ্রীরামচন্দ্রের অভিরুচি, ধর্ম ও (সত্য) ব্রত রক্ষা করে যা সর্বসম্মত ও সকলের মঙ্গলকারী ও সকলের প্রীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তার সমুচিত ব্যবস্থা নিন।। ২৯৩।।*

চৌপাই— শ্রীভরতের কথা শুনে ও তাঁর আচরণ প্রত্যক্ষ করে উপস্থিত সকলের সঙ্গে রাজর্ষি জনকও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। শ্রীভরতের কথা সহজ সরল হলেও অগম্য ছিল ; সেই সুন্দর কথাসকল একাধারে কোমল ও কঠোর ছিল। অল্প কয়েকটি কথার মধ্যে বিশাল তাৎপর্য লুকিয়ে ছিল।। ১।। দর্পণ হাতে মুখ দেখলে হাত দিয়ে তাকে (মুখের প্রতিবিম্বকে) ধরা যায় না। তেমনই শ্রীভরতের এই অদ্ভুত বার্তা কেউ ধরতে সমর্থ হচ্ছিলেন না (তাৎপর্য বোঝা যাচ্ছিল না)। (কেউ কোনো উত্তর দিতে পারল না দেখে) রাজর্ষি জনক, শ্রীভরত, মুনি বশিষ্ঠদেব আদি সকলে সেই স্থানে গমন করলেন যেখানে দেবতারূপ কুমুদকে প্রস্ফুটনকারী (সুখ প্রদানকারী) চন্দ্ররূপী শ্রীরামচন্দ্র বিরাজমান ছিলেন।। ২।। ঘটনা প্রবাহ সকলকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। যেন নববর্ষার জল সংযোগে মৎস্যকুল ব্যাকুল হয়ে পড়ল। দেবতাগণের দৃষ্টি বিভিন্ন ব্যক্তির উপর পড়ল। কুলগুরু বশিষ্ঠদেব প্রেমবিহ্বল, রাজর্ষি জনক বিশেষ স্নেহসম্পন্ন, শ্রীভরত শ্রীরামভক্তিতে আপ্লুত। তাঁদের দেখে স্বার্থযুক্ত দেবতাগণ হতাশ হয়ে পড়লেন। সকলেই তখন শ্রীরামচন্দ্রপ্রেমে সিক্ত ছিলেন। এতে দেবতাদের চিন্তার কোনো সীমা রইল না।। ৩-৪।।

দোহা— *উদ্বিগ্ন দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—শ্রীরামচন্দ্র সতত স্নেহ ও সংকোচের বশীভূত। সকলে একযোগে মায়া সৃষ্টিতে যুক্ত না হলে উদ্দেশ্য বানচাল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।। ২৯৪।।*

চৌপাই— দেবতাগণ তখন দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করে তাঁর স্তবস্তুতি করে নিবেদন করলেন—হে দেবী ! দেবতাগণ আপনার শরণাগত, তাদের রক্ষা করুন। মায়া দ্বারা সম্মোহন করে শ্রীভরতের বুদ্ধি-ভ্রম করুন। ছলনা ছাড়া দেবতাদের রক্ষা করবার অন্য কোনো পথ নেই।। ১।। স্থিরবুদ্ধি দেবী সরস্বতী দেবতাদের অনুরোধ শুনলেন। স্বার্থের বশীভূত হয়ে মূর্খসম তাঁরা আচরণ করছেন দেখে তিনি বললেন—আমাকে শ্রীভরতের মতিগতি পরিবর্তন করতে

চৌপাই (৩—৪)

বিধি হরি হর মায়া বড়ি ভারী। সোউ ন ভরত মতি সকই নিহারী॥
সো মতি মোহি কহত করু ভোরী। চন্দিনি কর কি চন্ডকর চোরী॥

ভরত হৃদয়ঁ সিয় রাম নিবাসূ। তহঁ কি তিমির জহঁ তরনি প্রকাসূ॥
অস কহি সারদ গই বিধি লোকা। বিবুধ বিকল নিসি মানহুঁ কোকা॥

দোহা (২৯৫)

সুর স্বারথী মলীন মন কীন্হ কুমন্ত্র কুঠাটু।
রচি প্রপঞ্চ মায়া প্রবল ভয় ভ্রম অরতি উচাটু॥

চৌপাই (১—৪)

করি কুচালি সোচত সুররাজূ। ভরত হাথ সবু কাজু অকাজূ॥
গএ জনকু রঘুনাথ সমীপা। সনমানে সব রবিকুল দীপা॥

সময় সমাজ ধরম অবিরোধা। বোলে তব রঘুবংস পুরোধা॥
জনক ভরত সংবাদু সুনাঈ। ভরত কহাউতি কহী সুহাঈ॥

তাত রাম জস আয়সু দেহূ। সো সবু করৈ মোর মত এহূ॥
সুনি রঘুনাথ জোরি জুগ পানী। বোলে সত্য সরল মৃদু বানী॥

বিদ্যমান আপুনি মিথিলেসূ। মোর কহব সব ভাঁতি ভদেসূ॥
রাউর রায় রজায়সু হোঈ। রাউরি সপথ সহী সির সোঈ॥

দোহা (২৯৬)

রাম সপথ সুনি মুনি জনকু সকুচে সভা সমেত।
সকল বিলোকত ভরত মুখু বনই ন উতরু দেত॥

বলছ ! তোমরা দেখছি সহস্র নয়ন খুলেও সুমেরু দেখতে পাও না ! ২ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও মায়া অতিশয় প্রবল। কিন্তু তাঁরাও শ্রীভরতের বুদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করতে সাহস পান না। সেই বুদ্ধিকে তোমরা আমাকে বিভ্রান্ত করতে বলছ। আরে ! চন্দ্রালোক নিষ্প্রভ করবে দুর্দান্ত প্রখর কিরণযুক্ত সূর্যালোককে ? ৩॥ শ্রীভরতের হৃদয়ে শ্রীসীতারামের নিবাস। যেখানে সূর্যালোক সেখানে অন্ধকার কেমন করে থাকবে ? এইরূপ উত্তর দিয়ে দেবী সরস্বতী ব্রহ্মলোক গমন করলেন। দেবতাগণ রাত্রির চখাসম ব্যাকুল হয়ে পড়লেন॥ ৪ ॥

দোহা— মলিনচিত্ত স্বার্থপর দেবতাগণ সলাপরামর্শ করে ষড়যন্ত্র করে মায়া দ্বারা ভয়, ভ্রম, অরতি ও উচাটন সৃষ্টি করে দিলেন॥ ২৯৫ ॥

চৌপাই— চক্রান্ত করেও দেবরাজ ইন্দ্র ভাবতে লাগলেন— চিন্তার কথা। কার্যাকার্য সকলই তো শ্রীভরতের হাতে চলে গেল। এদিকে রাজর্ষি জনক (মুনিবর বশিষ্ঠদেবাদির সঙ্গে) শ্রীরঘুনাথ সকাশে গমন করলেন। সূর্যবংশের বাতিসম শ্রীরামচন্দ্র সকলকে অভ্যর্থনা করে উপবেশন করালেন॥ ১॥ তখন রঘুকুল পুরোহিত বশিষ্ঠদেব কাল, সমাজ ও ধর্মের অনুকূল কিছু কথা বললেন। তিনি প্রথমে জনক-ভরত সংবাদ উপস্থাপন করে শ্রীভরত কর্তৃক উক্ত সুন্দর কথাগুলির উল্লেখ করলেন॥ ২ ॥ (অতঃপর তিনি বললেন—) হে তাত শ্রীরাম ! আমার মনে হয় তুমি যেমন বলবে তাই করাতেই সকলের মঙ্গল নিহিত। তাঁর কথা শ্রবণ করে শ্রীরামচন্দ্র হাতজোড় করে সহজ সরল সত্য কথা বিনয় সহকারে বললেন—যেখানে আপনি ও মিথিলা অধিপতি বিদ্যমান আমার কোনো কথা বলা সর্বতোভাবে অনুচিত। আপনার ও মহারাজের যা আদেশ হবে, আমি আপনার শপথ নিয়ে বলছি, সেই সত্যই সকলে শিরোধার্য করে নেবে॥ ৩-৪ ॥

দোহা— শ্রীরামচন্দ্র অন্য কারো নামে শপথ নিয়ে কথা বলছেন শুনে সভাস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মুনিবর ও রাজর্ষি সংকোচ বোধ করলেন (স্তম্ভিত হলেন)। কেউ সেই কথার উত্তর দিতে সাহস করছেন না। সকলে তখন শ্রীভরতের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন॥ ২৯৬॥

চৌপাই (১—২)

সভা সকুচ বস ভরত নিহারী। রাম বন্ধু ধরি ধীরজু ভারী॥
কুসমউ দেখি সনেহু সঁভারা। বঢ়ত বিঁধি জিমি ঘটজ নিবারা॥

সোক কনকলোচন মতি ছোনী। হরী বিমল গুন গন জগজোনী॥
ভরত বিবেক বরাহঁ বিসালা। অনায়াস উধরী তেহি কালা॥

করি প্রনামু সব কহঁ কর জোরে। রামু রাউ গুর সাধু নিহোরে॥
ছমব আজু অতি অনুচিত মোরা। কহউঁ বদন মৃদু বচন কঠোরা॥

হিয়ঁ সুমিরী সারদা সুহাঈ। মানস তে মুখ পঙ্কজ আঈ॥
বিমল বিবেক ধরম নয় সালী। ভরত ভারতী মঞ্জু মরালী॥

দোহা (২৯৭)

নিরখি বিবেক বিলোচনন্হি সিথিল সনেহঁ সমাজু।
করি প্রনামু বোলে ভরতু সুমিরি সীয় রঘুরাজু॥

চৌপাই (১—৩)

প্রভু পিতু মাতু সুহৃদ গুর স্বামী। পূজ্য পরম হিত অন্তরজামী॥
সরল সুসাহিবু সীল নিধানূ। প্রনতপাল সর্বগ্য সুজানূ॥

সমরথ সরনাগত হিতকারী। গুনগাহকু অবগুন অঘ হারী॥
স্বামি গোসাঁইহি সরিস গোসাঈঁ। মোহি সমান মৈ সাইঁ দোহাঈঁ॥

প্রভু পিতু বচন মোহ বস পেলী। আয়উঁ ইহাঁ সমাজু সকেলী॥
জগ ভল পোচ বউঁচ অরু নীচু। অমিঅ অমরপদ মাহুরু মীচূ॥

চৌপাই—শ্রীভরত দেখলেন সভাস্থ সকলে দ্বিধাগ্রস্ত। শ্রীরামপ্রিয় (শ্রীভরত) তখন ধৈর্য সহকারে প্রতিকূল সময় লক্ষ করে নিজ (উত্তাল) প্রেমকে সামলে নিলেন। মনে হল যেন অগস্ত্যমুনি উন্নত শিখর পর্বত বিন্ধ্যাচলকে অবনমিত থাকতে বাধ্য করলেন॥ ১॥ শোকরূপ হিরণ্যাক্ষ (সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের) সেই বুদ্ধিরূপ পৃথিবীকে দখল করে রেখেছিল যা বস্তুত সকল বিমল গুণরূপ জগতের উৎপত্তিস্থান ছিল। শ্রীভরতের বিবেকরূপ বিশাল বরাহ (শোকরূপ হিরণ্যক্ষকে বিনাশ করে) তা অনায়াসে উদ্ধার করল॥ ২॥ শ্রীভরত তখন হাতজোড় করে সভায় উপস্থিত শ্রীরামচন্দ্র, রাজর্ষি জনক, গুরুদেব বশিষ্ঠমুনি ও সাধু-সন্ত সকলকে প্রণাম করে নিবেদন করলেন—আপনারা আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। আমি ছোট মুখে বড় কথা বলছি॥ ৩॥ অতঃপর শ্রীভরত তদ্গতচিত্ত হয়ে দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করলেন। দেবী তখন মন (রূপ মানস সরোবর) থেকে অবতরণ করে শ্রীভরতের মুখপঙ্কজে অধিষ্ঠান করলেন। শ্রীভরতের নির্মল বিবেক, ধর্ম ও নীতিতে সমৃদ্ধ বাণী দেবী সরস্বতীর হংসীসম ছিল (যা গুণদোষ নিরূপণে সক্ষম ছিল)॥ ৪॥

দোহা—বিবেকচক্ষু দ্বারা উপস্থিত বিদ্বৎমণ্ডলীকে প্রেমবিহ্বল হয়ে থাকতে দেখে শ্রীভরত তাঁদের প্রণাম করে সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করলেন আর বলতে শুরু করলেন॥ ২৯৭॥

চৌপাই—(শ্রীভরত বললেন—) হে প্রভু! আপনি পিতা, মাতা, সুহৃদ, গুরু, প্রভু, পরম পূজ্য, পরমহিতাকাঙ্ক্ষী ও অন্তর্যামী একাধারে সব কিছু। আপনি সহজ সরল চিত্ত, অনন্য প্রভু, সদাচারীশ্রেষ্ঠ, শরণাগতবৎসল, সর্বজ্ঞ ও পরম জ্ঞানী॥ ১॥ আপনি সমর্থ সর্বশক্তিমান, শরণাগতের হিতাকাঙ্ক্ষী, গুণগ্রাহী, আর পাপাদি অবগুণ হরণকারী। হে প্রভু! যেমন আপনার মতন প্রভু আর দেখি না আমি আমার মতন প্রভুর আদেশ অমান্যকারীও খুঁজে পাই না॥ ২॥ আমি মোহের বশীভূত হয়ে প্রভুর (আপনার) ও পিতৃদেবের আদেশ অমান্য করে রাজ্যের সকলকে নিয়ে এইখানে উপস্থিত হয়েছি। জগতে ভালো-মন্দ, উচ্চ-নিম্ন, অমৃত ও দেবতার পদ, বিষ ও মৃত্যু আছে। কখনও এমন কাউকে দেখেনি যে মনেও কখনও শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ লঙ্ঘন করেছে। আমি

চৌপাই (৪)

রাম রজাই মেট মন মাহীঁ। দেখা সুনা কতহুঁ কোউ নাহীঁ॥
সো মৈঁ সব বিধি কীন্হি ঢিঠাঈ। প্রভু মানী সনেহ সেবকাঈ॥

দোহা (২৯৮)

কৃপাঁ ভলাঈ আপনী নাথ কীন্হ ভল মোর।
দূষন ভে ভূষন সরিস সুজসু চারু চহু ওর॥

চৌপাই (১—৪)

রাউরি রীতি সুবানি বড়াঈ। জগত বিদিত নিগমাগম গাঈ॥
কূর কুটিল খল কুমতি কলঙ্কী। নীচ নিসীল নিরীস নিসঙ্কী॥
তেউ সুনি সরন সামুহেঁ আএ। সকৃত প্রনামু কিহেঁ অপনাএ॥
দেখি দোষ কবহুঁ ন উর আনে। সুনি গুন সাধু সমাজ বখানে॥
কো সাহিব সেবকহিঁ নেবাজী। আপ সমাজ সাজ সব সাজী॥
নিজ করতূতি ন সমুঝিঅ সপনেঁ। সেবক সকুচ সোচু উর অপনেঁ॥
সো গোসাইঁ নহিঁ দূসর কোপী। ভুজা উঠাই কহউঁ পন রোপী॥
পস নাচত সুক পাঠ প্রবীনা। গুন গতি নট পাঠক আধীনা॥

দোহা (২৯৯)

যোঁ সুধারি সনমানি জন কিএ সাধু সিরমোর।
কো কৃপাল বিনু পালিহৈ বিরিদাবলি বরজোর॥

চৌপাই (১—২)

সোক সনেহঁ কি বাল সুভাএঁ। আয়উঁ লাই রজায়সু বাএঁ॥
তবহুঁ কৃপাল হেরি নিজ ওরা। সবহি ভাঁতি ভল মানেউ মোরা॥
দেখেউঁ পায় সুমঙ্গল মূলা। জানেউঁ স্বামি সহজ অনুকূলা॥
বড়েঁ সমাজ বিলোকেউঁ ভাগূ। বড়ীঁ চূক সাহিব অনুরাগূ॥

সর্বতোভাবে আপনার আদেশ লঙ্ঘন করবার অন্যায় করেছি কিন্তু তা শ্রীপ্রভু আমার স্নেহ ও সেবা জ্ঞান করেছেন।। ৩-৪।।

দোহা—হে নাথ ! আপনি আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃপা দিয়ে আমার মঙ্গল করেছেন যাতে আমার বৈগুণ্যও গুণরূপে প্রকাশিত হয়েছে আর আমার সুনাম চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে।। ২৯৮।।

চৌপাই—হে নাথ ! আপনার সুন্দর আচার-ব্যবহারের শ্রেষ্ঠত্ব জগদ্বিখ্যাত যা বেদ ও শাস্ত্রও কীর্তন করে। যে ক্রূর, কুটিল, খল, কুমতি, কলঙ্কিত, অধম, অসদাচার, নিরীশ্বরবাদী ও নিঃশঙ্ক, তাকেও আপনি শরণাগত হয়ে একবার প্রণাম করতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে আপন করে নিয়েছেন। তখন সেই শরণাগত ব্যক্তির দোষ দেখেও আপনি তা মনে রাখেন না আর তার গুণের কথা শুনে সাধুদের কাছে তার (উচ্ছ্বসিত) প্রশংসা করে থাকেন।। ১-২।। এমন মঙ্গলময় প্রভু আর কে আছেন যিনি সেবকের কোনো মনোবাঞ্ছাই অপূর্ণ রাখেন না আর তা কখনও করুণা বলে মনে করেন না (অর্থাৎ আমি সেবকের জন্য করে দিলাম মনে করেন না), যাতে সেবকের কোনো সংকোচ না হয় ! ৩।। আমি বাহুতুলে শপথ করে (উচ্চৈঃস্বরে) বলছি যে আপনার সমকক্ষ প্রভু আর কেউ নেই। (বানরাদি) পশু নৃত্য করে আর শুকাদি (শেখানো বুলি) বলে। কিন্তু শুকের ও পশুর গুণগত দক্ষতা শিক্ষাদানকারীর অধীনে হয়ে থাকে।। ৪।।

দোহা—এইভাবে নিজ সেবকদের দুর্দশা মোচন করে আর তাদের সম্মানের অধিকারী করে আপনি তাদের সাধুদের অন্যতম করে দিয়েছেন। কৃপালু (আপনি) ছাড়া নিজের (সকলের মঙ্গল করবার) সুনাম রক্ষায় এমন ভাবে আর কে তৎপর হবে ? ২৯৯।।

চৌপাই—আমি শোকে, স্নেহে অথবা বালকোচিত চিত্তচাঞ্চল্য হেতু আপনার আদেশকে শিরোধার্য না করে এইখানে চলে এলাম তাও কৃপালু প্রভু (আপনি) নিজের দিক সামলে তাতে আমার মঙ্গলই দেখলেন (আমার অনুচিত কার্যে দোষ দেখলেন না)।। ১।। আমি সকল মঙ্গলের মূল আপনার শ্রীচরণ দর্শন পেলাম আর বুঝলাম যে শ্রীপ্রভুর আমার উপর স্বাভাবিক ভাবেই অনুকূল হয়ে রয়েছেন। এই তীর্থভূমিতে আমি বুঝলাম যে আমি কত সৌভাগ্যবান ! আমার এত বড় বিচ্যুতি সত্ত্বেও শ্রীপ্রভুর আমার উপর অনুরাগ বর্তমান আছে।। ২।।

চৌপাই (৩—৪)

কৃপা অনুগ্রহু অঙ্গু অঘাঈ। কীন্হি কৃপানিধি সব অধিকাঈ॥
রাখা মোর দুলার গোসাঈঁ। অপনেঁ সীল সুভায়ঁ ভলাঈঁ॥

নাথ নিপট মৈঁ কীন্হি ঢিঠাঈ। স্বামি সমাজ সকোচ বিহাঈ॥
অবিনয় বিনয় জথারুচি বানী। ছমিহি দেউ অতি আরতি জানী॥

দোহা (৩০০)

সুহৃদ সুজান সুসাহিবহি বহুত কহব বড়ি খোরি।
আয়সু দেইঅ দেব অব সবই সুধারী মোরি॥

চৌপাই (১—৪)

প্রভু পদ পদুম পরাগ দোহাঈ। সত্য সুকৃত সুখ সীবঁ সুহাঈ॥
সো করি কহউঁ হিএ অপনে কী। রুচি জাগত সোবত সপনে কী॥

সহজ সনেহঁ স্বামি সেবকাঈ। স্বারথ ছল ফল চারি বিহাঈ॥
অগ্যা সম ন সুসাহিব সেবা। সো প্রসাদু জন পাবৈ দেবা॥

অস কহি প্রেম বিবস ভএ ভারী। পুলক সরীর বিলোচন বারী॥
প্রভু পদ কমল গহে অকুলাঈ। সমউ সনেহু ন সো কহি জাঈ॥

কৃপাসিন্ধু সনমানি সুবানী। বৈঠাএ সমীপ গহি পানী॥
ভরত বিনয় সুনি দেখি সুভাউ। সিথিল সনেহঁ সভা রঘুরাউ॥

ছন্দ

রঘুরাউ সিথিল সনেহঁ সাধু সমাজ মুনি মিথিলা ধনী।
মন মহুঁ সরাহত ভরত ভায়প ভগতি কী মহিমা ঘনী॥
ভরতহি প্রসংসত বিবুধ বরষত সুমন মানস মলিন সে।
তুলসী বিকল সব লোগ সুনি সকুচে নিসাগম নলিন সে॥

কৃপানিধান আমার উপর অশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ করেছেন। (আমি নিজেকে তার যোগ্য বলে মনে করি না)। হে প্রভু ! এতো আপনার সদাচার, স্বভাব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক॥ ৩॥ হে নাথ ! আমি শ্রীপ্রভু ও সাধুসমাজের সম্মুখে সুকথা কুকথা বলে সকলকে সংকোচযুক্ত করেছি। তা আমার ধৃষ্টতা হয়েছে। হে দেব ! আপনি আমাকে আর্ত জেনে সেই ইচ্ছামতন যা কিছু বলবার জন্য ক্ষমা করে দিন॥ ৪॥

দোহা—সুহৃদ (অহেতুক কৃপাসিন্ধু), বুদ্ধিমান ও উত্তম প্রভুর সম্মুখে অধিক বাক্‌চাতুর্য প্রয়োগ করলে তা অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। তাই হে দেব ! আপনি আমার সকল দোষ মার্জনা করে আমাকে বিরত হতে অনুমতি দিন॥ ৩০০॥

চৌপাই—সত্য, সুকৃৎ (পুণ্য) ও সুখের পরম নিবাসস্থান আপনার শ্রীপাদপদ্মরজর শপথ নিয়ে আমি আমার ইচ্ছার কথা নিবেদন করছি যা আমার চিত্তে নিদ্রায়, জাগরণে ও স্বপ্নে নিত্য বর্তমান থাকে॥ ১॥ কাপট্য, স্বার্থ ও (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ) ফল চতুষ্টয় বিরহিত স্বাভাবিক প্রেমে শ্রীপ্রভুর সেবায় নিত্যযুক্ত থাকাই আমার সেই পরম ইচ্ছা ; আর আদেশ পালনসম শ্রীপ্রভুর উত্তম সেবা আর কিছু হয় না। হে দেব ! সেবক এখন আপনার সেই আদেশরূপ প্রসাদ কামনা করে॥ ২॥ শ্রীভরত এইরূপ বলে প্রেমবিহ্বল হয়ে গেলেন। অঙ্গে তাঁর তখন পুলক শিহরণ অনুভূতি ও নয়নে প্রেমাশ্রু। তিনি তখন অতিশয় ব্যাকুল হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করলেন। সেই প্রেমপ্রীতিযুক্ত ব্যাকুলতাকে বলে বোঝানো সম্ভব নয়॥ ৩॥ তখন কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র সুমধুর কথায় শ্রীভরতের সম্মান করে তাঁকে হাত ধরে তাঁর পাশে বসালেন। শ্রীভরতের স্বভাব ও সবিনয় মিনতি সভায় উপস্থিত সকলের সঙ্গে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকেও প্রেমময় করে তুলল॥ ৪॥

ছন্দ—শ্রীরঘুনাথ, সাধুসকল, মুনি বশিষ্ঠদেব ও মিথিলাপতি জনক সকলেই তখন প্রেমবিহ্বল হয়ে গেলেন। শ্রীভরতের ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভক্তির প্রবল মহিমার তাঁরা প্রশংসা করতে লাগলেন। মলিন চিত্তেও দেবতাগণ শ্রীভরতের প্রশংসা করে তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। তুলসীদাস বলেন—শ্রীভরতের উক্তি সকলকে ব্যাকুল করেছিল ; তাঁরা রাত্রি সমাগমে কমলদলসম সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলেন॥

সোরঠা (৩০১)

দেখি দুখারী দীন দুহু সমাজ নর নারি সব।
মঘবা মহা মলীন মুএ মারি মঙ্গল চহত॥

চৌপাই (১—৪)

কপট কুচালি সীবঁ সুররাজূ। পর অকাজ প্রিয় আপন কাজূ॥
কাক সমান পাকরিপু রীতী। ছলী মলীন কতহুঁ ন প্রতীতী॥

প্রথম কুমত করি কপটু সঁকেলা। সো উচাটু সব কেঁ সির মেলা॥
সুরমায়াঁ সব লোগ বিমোহে। রাম প্রেম অতিসয় ন বিছোহে॥

ভয় উচাট বস মন থির নাহীঁ। ছন বন রুচি ছন সদন সোহাহীঁ॥
দুবিধ মনোগতি প্রজা দুখারী। সরিত সিন্ধু সঙ্গম জনু বারী॥

দুচিত কতহুঁ পরিতোষু ন লহহীঁ। এক এক সন মরমু ন কহহীঁ॥
লখি হিয়ঁ হঁসি কহ কৃপানিধানূ। সরিস স্বান মঘবান জুবানূ॥

দোহা (৩০২)

ভরতু জনকু মুনিজন সচিব সাধু সচেত বিহাই।
লাগি দেবমায়া সবহি জথাজোগু জনু পাই॥

চৌপাই (১—২)

কৃপাসিন্ধু লখি লোগ দুখারে। নিজ সনেহঁ সুরপতি ছল ভারে॥
সভা রাউ গুর মহিসুর মন্ত্রী। ভরত ভগতি সব কৈ মতি জন্ত্রী॥

রামহি চিতবত চিত্র লিখে সে। সকুচত বোলত বচন সিখে সে॥
ভরত প্রীতি নতি বিনয় বড়াঈ। সুনত সুখদ বরনত কঠিনাঈ॥

সোরঠা—উভয় পক্ষের সকল জনগণকে দীনহীন ও দুঃখে কাতর দেখেও মহামলিনচিত্ত ইন্দ্র (অর্ধ) মৃতকেও বধ করে নিজের কল্যাণ চাইলেন।। ৩০১ ।।

চৌপাই— দেবরাজ ইন্দ্রের কপট ও কদাচারের পরিসীমা নেই। অন্যের ক্ষতি ও নিজের লাভেই তাঁর বিশেষ প্রীতি। তাঁর আচরণ কাকের সঙ্গে তুলনীয় যে কারও উপর বিশ্বাস না করে সতত মলিনচিত্তে ছলচাতুরীতে নিত্যযুক্ত থাকে ।। ১।। প্রথমে তিনি অসৎ-বৃত্তি অবলম্বন করে ছলনা দ্বারা বহু কুকর্ম করলেন। তারপর সেই কুকর্মের উচাটনের দায়ভাগ সকলের মনের মধ্যে অর্পণ করলেন ; আর দেবমায়া দ্বারা সকলকে বিশেষভাবে মোহগ্রস্ত করে দিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের প্রেম থেকে তিনি সকলকে অতি দূরে টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন না (অর্থাৎ তাঁদের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি প্রেম কিছু অবশিষ্ট থেকেই গিয়েছিল)।। ২।। ভয় ও উচাটন প্রজাদের মানসিক স্থৈর্যতে চাঞ্চল্য এনেছিল যার ফলে তাদের কখনও অরণ্য আবার কখনও গৃহ ভালো লাগতে লাগল। এই মনের অস্থির ভাব প্রজাদের সুখ হরণ করল, যেন নদী ও সাগরের জল ক্ষণে ক্ষণে অবস্থান পরিবর্তন করতে লাগল।। ৩।। চিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ায় তারা কোথাও আনন্দ অনুভূতি পাচ্ছিল না। আলোচনা করে তার মীমাংসা করবার চেষ্টাও তারা করতে সক্ষম হচ্ছিল না। তাদের এই অবস্থা কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্র মানসিকভাবে উপভোগ করলেন। তিনি মনে মনে হেসে বললেন —সারমেয়, নবযুবক (কামী পুরুষ) ও ইন্দ্র দেখছি একই স্বভাবে দুষ্ট (পাণিনিয় ব্যাকরণ অনুসারে শ্বন্, যুবন্ ও মঘবন্ শব্দের একই রূপ হয়ে থাকে)।। ৪।।

দোহা— শ্রীভরত, শ্রীজনক, মুনিঋষিগণ, মন্ত্রী ও জ্ঞানী সদাচরণযুক্ত ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে সকলের উপর প্রকৃতি ও তাদের স্থিতি অনুসারে দেবমায়ার সংক্রমণ হল।। ৩০২ ।।

চৌপাই—কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র উপস্থিত জনগণকে নিজ প্রেম ও দেবরাজ ইন্দ্রের ছলনায় উদ্বিগ্ন দেখলেন। সভা, রাজা জনক, গুরুদেব ও ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রী—সকলের বুদ্ধিই তখন শ্রীভরতের ভক্তিতে বাঁধা পড়েছে।। ১।। সকলেই চিত্রার্পিতসম শ্রীরামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে। তাদের কথাগুলি যেন শেখানো বুলি ছিল। শ্রীভরতের প্রীতি, নম্রতা, বিনয় ও মাহাত্ম্য শ্রবণে সুখ প্রদানকারী ছিল কিন্তু তা বর্ণনা করা যে কঠিন কার্য।। ২।।

চৌপাই (৩—৪)

জাসু বিলোকি ভগতি লবলেসূ। প্রেম মগন মুনিগন মিথিলেসূ॥
মহিমা তাসু কহৈ কিমি তুলসী। ভগতি সুভায়ঁ সুমতি হিয়ঁ হুলসী॥

আপু ছোটি মহিমা বড়ি জানী। কবিকুল কানি মানি সকুচানী॥
কহি ন সকতি গুন রুচি অধিকাঈ। মতি গতি বাল বচন কী নাঈ॥

দোহা (৩০৩)

ভরত বিমল জসু বিমল বিধু সুমতি চকোরকুমারি।
উদিত বিমল জন হৃদয় নভ একটক রহী নিহারী॥

চৌপাই (১—৪)

ভরত সুভাউ ন সুগম নিগমহূঁ। লঘু মতি চাপলতা কবি ছমহূঁ॥
কহত সুনত সতি ভাউ ভরত কো। সীয় রাম পদ হোই ন রত কো॥

সুমিরত ভরতহি প্রেমু রাম কো। জেহি ন সুলভু তেহি সরিস বাম কো॥
দেখি দয়াল দসা সবহী কী। রাম সুজান জানি জন জী কী॥

ধরম ধুরীন ধীর নয় নাগর। সত্য সনেহ সীল সুখ সাগর॥
দেসু কালু লখি সমউ সমাজূ। নীতি প্রীতি পালক রঘুরাজূ॥

বোলে বচন বানি সরবসু সে। হিত পরিনাম সুনত সসি রসু সে॥
তাত ভরত তুম্হ ধরম ধুরীনা। লোক বেদ বিদ প্রেম প্রবীনা॥

দোহা (৩০৪)

করম বচন মানস বিমল তুম্হ সমান তুম্হ তাত।
গুর সমাজ লঘু বন্ধু গুন কুসময়ঁ কিমি কহি জাত॥

চৌপাই (১)

জানহু তাত তরনি কুল রীতী। সত্যসন্ধ পিতু কীরতি প্রীতী॥
সমউ সমাজু লাজ গুরজন কী। উদাসীন হিত অনহিত মন কী॥

যাঁর ভক্তির কণিকামাত্র দেখে মুনিগণ ও মিথিলাপতি রাজর্ষি জনক প্রেমময় হয়েছেন সেই শ্রীভরতের মহিমা গান যে (কবির) তুলসীদাসের সাধ্যাতীত ! তাঁর ভক্তি ও সুন্দর ভাব দেখে (কবির) চিত্তের সুবুদ্ধির যে বিকাশ হচ্ছে॥ ৩॥ নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও শ্রীভরতের মহিমা জেনে কবি পরম্পরার মহান ঐতিহ্যকে স্মরণ করে তা প্রকাশ করতে সংকোচ হচ্ছে (সাহস হচ্ছে না)। শ্রীভরতের গুণে প্রীতি সীমাহীন হয়েও তা প্রকাশে অক্ষম। নিজের বুদ্ধিকে যে বালকের অপরিণতবুদ্ধি বলে মনে হয় (তাই এই কুণ্ঠা)॥ ৪॥

দোহা—*শ্রীভরতের নির্মল যশ নির্মল চন্দ্র আর কবির বুদ্ধি চকোরী—যা ভক্তের নির্মল হৃদয়াকাশে সেই চন্দ্রকে উদয় হতে দেখে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে (তাহলে বর্ণনা করবে কে ?)॥ ৩০৩॥*

চৌপাই—শ্রীভরতের সদাচারের বর্ণনা করা বেদের পক্ষেও কঠিন। (অতএব) এই কবির তুচ্ছ বুদ্ধিচাঞ্চল্যকে কবিগণ যেন ক্ষমা করেন। শ্রীভরতের মাহাত্ম্য শ্রবণ-কীর্তন করলেই সকলে শ্রীসীতারামের চরণে অনুরক্ত হয়ে পড়বে॥ ১॥ শ্রীভরতের স্মরণ করে যার শ্রীরামচন্দ্রের উপর প্রেম-প্রীতি সহজলভ্য না হয় তার মতন প্রতিকূল ভাগ্য আর কে আছে ? দয়ালু ও জ্ঞানী শ্রীরামচন্দ্র সকলের বেহাল অবস্থা দেখে ও ভক্তের (শ্রীভরতের) অন্তরের অবস্থা বিবেচনা করে দেশ, কাল, সময় বুঝে পরিণামে সর্বতোভাবে হিতকর ও শ্রবণে চন্দ্ররসসম (অমৃতসম) উক্তি করলেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ধার্মিকশিরোমণি, ধীর, নীতিতে সুচতুর, সত্য, স্নেহ, সদাচার ও সুখসাগর আর বিশেষভাবে নীতি ও প্রীতি পালনকারী। এইবার (তিনি বললেন—) হে তাত ভরত ! তুমি ধর্মধ্বজ, ত্রিলোক ও বেদ দুইই উত্তমরূপে জান ; আর তুমি প্রেমপ্রীতিতে প্রবীণ॥ ২-৪॥

দোহা—*হে তাত ! কায়মনোবাক্যে সব দিক দিয়েই তোমার চিত্তনির্মাল্য অতুলনীয়। এইখানে গুরুজনেরা উপস্থিত রয়েছেন আর সময়ও প্রতিকূল ; এই পরিস্থিতিতে অনুজের গুণগান করা আমার ভালো দেখায় না॥ ৩০৪॥*

চৌপাই—হে তাত ! তুমি সূর্যবংশের রীতিনীতি, সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতৃদেবের কীর্তি ও প্রীতিকে, সময়, সমাজ ও গুরুজনদের মর্যাদাকে ও উদাসীন, মিত্র ও শত্রুদের—সকলের মনের কথা ভালোভাবে জান॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

তুম্হহি বিদিত সবহী কর করমূ। আপন মোর পরম হিত ধরমূ॥
মোহি সব ভাঁতি ভরোস তুম্হারা। তদপি কহউঁ অবসর অনুসারা॥

তাত তাত বিনু বাত হমারী। কেবল গুরকুল কৃপাঁ সঁভারী॥
নতরু প্রজা পরিজন পরিবারূ। হমহি সহিত সবু হোত খুআরূ॥

জৌঁ বিনু অবসর অথবঁ দিনেসূ। জগ কেহি কহহু ন হোই কলেসূ॥
তস উতপাতু তাত বিধি কীন্হা। মুনি মিথিলেস রাখি সবু লীন্হা॥

দোহা (৩০৫)

রাজ কাজ সব লাজ পতি ধরম ধরনি ধন ধাম।
গুর প্রভাউ পালিহি সবহি ভল হোইহি পরিনাম॥

চৌপাই (১—৪)

সহিত সমাজ তুম্হার হমারা। ঘর বন গুর প্রসাদ রখবারা॥
মাতু পিতা গুর স্বামি নিদেসূ। সকল ধরম ধরনীধর সেসূ॥

সো তুম্হ করহু করাবহু মোহূ। তাত তরনিকুল পাযক হোহূ॥
সাধক এক সকল সিধি দেনী। কীরতি সুগতি ভূতিময় বেনী॥

সো বিচারি সহি সঙ্কটু ভারী। করহু প্রজা পরিবারু সুখারী॥
বাঁটী বিপতি সবহিঁ মোহি ভাঈ। তুম্হহি অবধি ভরি বড়ি কঠিনাঈ॥

জানি তুম্হহি মৃদু কহউঁ কঠোরা। কুসময়ঁ তাত ন অনুচিত মোরা॥
হোহিঁ কুঠায়ঁ সুবন্ধু সহাএ। ওড়িঅহিঁ হাথ অসনিহু কে ঘাএ॥

দোহা (৩০৬)

সেবক কর পদ নয়ন সে মুখ সো সাহিবু হোই।
তুলসী প্রীতি কি রীতি সুনি সুকবি সরাহহিঁ সোই॥

তোমার সকলের কর্মের (কর্তব্যের) জ্ঞান এবং তোমার ও আমার হিতকারী ধর্মের জ্ঞানও বর্তমান। যদিও আমার তোমার উপর সম্পূর্ণভাবে ভরসা আছে তবুও সময় বুঝে তোমাকে কিছু কথা বলছি॥ ২॥ হে তাত ! পিতৃদেবের অবর্তমানে আমাদের গুরুবংশই কেবল কৃপা করে সংরক্ষণ করে রেখেছেন ; তা না হলে আমরা প্রজা, পরিবার ও আত্মীয়স্বজনসহ সকলে ধ্বংস হয়ে যেতাম॥ ৩॥ অসময়ে (সন্ধ্যাকালের পূর্বেই) যদি সূর্যাস্ত হয়ে যায় তাহলে বল জগতে এমন কে আছে যার ক্লেশানুভূতি হবে না ? হে তাত ! সেই রকমই ঘটনা বিধাতা এই (পিতৃদেবের অসাময়িক মৃত্যু দ্বারা) ঘটিয়েছেন। কিন্তু মহামুনি ও মিথিলাপতি আমাদের তখন সযত্নে রক্ষা করেছেন॥ ৪॥

দোহা—গুরুদেবের প্রভাবে (সামর্থ্যে) রাজ্যের সকল কর্ম, শীল, প্রতিষ্ঠা, ধর্ম, ভূমি, ধনসম্পদ, গৃহাদির পালন (রক্ষণাবেক্ষণ) সুচারুভাবে হবে, যা পরিণামে শুভ হবে॥ ৩০৫॥

চৌপাই—শ্রীগুরুর প্রসাদই (অনুগ্রহই) গৃহে ও অরণ্যে যথাক্রমে প্রজাগণসহিত তোমার ও আমার (একমাত্র) রক্ষাকর্তা। জননী-জনক, গুরুদেব ও প্রভুর আদেশ পালন ধর্মরূপ ধরণীকে শেষনাগসম ধারণ করে থাকে॥ ১॥ হে তাত ! তুমি তাই করো আমাকেও তা করাও ও সূর্যবংশের রক্ষকরূপে দাঁড়াও। সাধকের জন্য এই একমাত্র (আদেশপালনরূপ সাধনায়) সিদ্ধিপ্রদানকারী হয়। তাতে কীর্তি, সদ্‌গতি ও সম্পদের ত্রিবেণী সঙ্গম হয়॥ ২॥ এইরূপ বিচার-বিবেচনায় যুক্ত হয়ে এখন সেই ভয়ংকর সংকটকাল সহ্য করেও প্রজা ও পরিবারকে সুখ প্রদান করো। হে ভ্রাতা ! আমার বিপদ সকলেই ভাগ করে নিয়েছে কিন্তু তোমার তো তা একটা সীমাও (চতুর্দশ বৎসর কাল) আছে। সেই অতিশয় ক্লেশ তো তোমাকে সহ্য করতেই হবে॥ ৩॥ তুমি কোমল তবুও আমি তোমাকে কঠোর (বিয়োগের) কথা বলছি। হে তাত ! এখন দুঃসময়, তাই তা অনুচিত কখনই নয়। দারুন দুর্দিনে শ্রেষ্ঠ ভ্রাতাই সহায়করূপে দেখা দিয়ে থাকে। বজ্রের আঘাতও হাত দিয়েই প্রতিহত করা হয়ে থাকে॥ ৪॥

দোহা—প্রকৃত সেবক হস্ত, পদ ও নয়নসম ও প্রভু মুখসম হওয়া প্রয়োজন। তুলসীদাস বলেন যে সেবক প্রভুর এইরূপ প্রীতির সম্পর্কের কথা শ্রবণ করে সুকবি তার প্রশংসা করেন॥ ৩০৬॥

চৌপাই (১—৪)

সভা সকল সুনি রঘুবর বানী। প্রেম পয়োধি অমিঅঁ জনু সানী॥
সিথিল সমাজ সনেহ সমাধী। দেখি দসা চুপ সারদ সাধী॥
ভরতহি ভয়উ পরম সন্তোষূ। সনমুখ স্বামি বিমুখ দুখ দোষূ॥
মুখ প্রসন্ন মন মিটা বিষাদূ। ভা জনু গূঁগেহি গিরা প্রসাদূ॥
কীন্হ সপ্রেম প্রনামু বহোরী। বোলে পানি পঙ্করুহ জোরী॥
নাথ ভয়উ সুখু সাথ গএ কো। লহেউঁ লাহু জগ জনমু ভএ কো॥
অব কৃপাল জস আয়সু হোঈ। করৌ সীস ধরি সাদর সোঈ॥
সো অবলম্ব দেব মোহি দেঈ। অবধি পারু পাবৌ জেহি সেঈ॥

দোহা (৩০৭)

দেব দেব অভিষেক হিত গুর অনুসাসনু পাই।
আনেউঁ সব তীরথ সলিলু তেহি কহঁ কাহ রজাই॥

চৌপাই (১—৪)

একু মনোরথু বড় মন মাহীঁ। সভয়ঁ সকোচ জাত কহি নাহীঁ॥
কহহু তাত প্রভু আয়সু পাঈঁ। বোলে বানি সনেহ সুহাঈ॥
চিত্রকূট সুচি থল তীরথ বন। খগ মৃগ সর সরি নির্ঝর গিরিগন॥
প্রভু পদ অঙ্কিত অবনি বিসেষী। আয়সু হোই ত আবৌঁ দেখী॥
অবসি অত্রি আয়সু সির ধরহূ। তাত বিগতভয় কানন চরহূ॥
মুনি প্রসাদ বনু মঙ্গল দাতা। পাবন পরম সুহাবন ভ্রাতা॥
রিষিনায়কু জহঁ আয়সু দেহীঁ। রাখেহু তীরথ জলু থল তেহীঁ॥
সুনি প্রভু বচন ভরত সুখু পাবা। মুনি পদ কমল মুদিত সিরু নাবা॥

দোহা (৩০৮)

ভরত রাম সংবাদু সুনি সকল সুমঙ্গল মূল।
সুর স্বারথী সরাহি কুল বরষত সুরতরু ফূল॥

চৌপাই—প্রেমসাগর (মন্থনে নির্গত) অমৃতসিক্ত শ্রীরঘুবীরের কথা শ্রবণ করে উপস্থিত সকলে শিথিল অঙ্গ হয়ে পড়লেন ; সকলের যেন প্রেম সমাধি হয়ে গেল। সকলের অবস্থা দেবী সরস্বতীকে নির্বাক করল॥ ১॥ শ্রীভরত তখন সন্তোষলাভ করলেন। প্রভু সম্মুখ (অনুকূল) হতেই তাঁর দোষ ও দুঃখ মুখ লুকিয়ে পলায়ন করল। তাঁকে প্রসন্নবদন দেখা গেল। তাঁর মনের বিষাদ অন্তর্ধান করেছিল। মূক যেন দেবী সরস্বতীর কৃপা লাভ করে ধন্য হল॥ ২॥ এইবার শ্রীভরত প্রেমপূর্বক প্রণাম নিবেদন করে তাঁর কমল হস্ত জোড় করে বললেন—হে নাথ ! আপনার সঙ্গ লাভের সুখ ও মানবজন্ম লাভের সার্থকতা আমি পেলাম॥ ৩॥ হে কৃপালু ! আদেশ করুন আমি তা শিরোধার্য করে পালন করতে সচেষ্ট হব। হে দেব ! আপনি আমাকে সেই অবলম্বন (সাহায্য) প্রদান করুন যার সেবা করে আমি অবধি পার করবার চেষ্টা করব॥ ৪॥

দোহা—হে দেব ! প্রভুর (আপনার) রাজ্যাভিষেকের জন্য গুরুদেবের নির্দেশ মতন যে সর্বতীর্থবারি সংগ্রহ করে সঙ্গে আনা হয়েছে, তা নিয়ে কী করব বলে দিন ? ৩০৭॥

চৌপাই—আমার মনের কোণে একটি সুপ্ত বাসনা লুকিয়ে আছে যা ভয় ও সংকোচ বশে এখনও বলা যায়নি। শ্রীরামচন্দ্র মৃদু হেসে অনুমতি প্রদান করলে শ্রীভরত তখন সেই অনুপম সুন্দর কথা বললেন॥ ১॥ যদি অনুমতি দেন তবে চিত্রকূটের সেই সকল পবিত্র স্থান, তীর্থ, অরণ্যরাজি, পশুপক্ষী, সরোবর-নদী, নির্ঝর, পর্বতমালা সকল আর বিশেষ করে আপনার চরণ চিহ্ন অঙ্কিত ভূমিকে দর্শন করে ধন্য হই॥ ২॥ শ্রীরঘুনাথ বললেন—অরণ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করবার জন্য অত্রিমুনির সাহায্য নেওয়া একান্ত আবশ্যক। হে বৎস ! অত্রিমুনির কৃপায় অরণ্য মঙ্গলময়, পরম পবিত্র ও মনোহর হয়ে আছে। আনীত তীর্থবারি সংস্থাপনের জন্যও অত্রিমুনিকে জিজ্ঞাসা করে নিলেই হবে। শ্রীপ্রভুর কথা শ্রীভরতকে সুখানুভূতি প্রদান করল। শ্রীভরত তখন পরম আনন্দে মুনিবর অত্রিকে প্রণাম নিবেদন করলেন॥ ৩-৪॥

দোহা—শ্রীভরত শ্রীরামচন্দ্র সংবাদ সকল মঙ্গলের আধারস্বরূপ। তা শ্রবণ করে স্বার্থপর দেবতাগণ রঘুকুলের গুণগান করতে করতে কল্পবৃক্ষপুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন॥ ৩০৮॥

চৌপাই (১—৪)

ধন্য ভরত জয় রাম গোসাঈঁ। কহত দেব হরষত বরিআঈঁ॥
মুনি মিথিলেস সভাঁ সব কাহূ। ভরত বচন সুনি ভয়উ উছাহূ॥

ভরত রাম গুন গ্রাম সনেহূ। পুলকি প্রসংসত রাউ বিদেহূ॥
সেবক স্বামি সুভাউ সুহাবন। নেমু পেমু অতি পাবন পাবন॥

মতি অনুসার সরাহন লাগে। সচিব সভাসদ সব অনুরাগে॥
সুনি সুনি রাম ভরত সংবাদূ। দুহু সমাজ হিয়ঁ হরষু বিষাদূ॥

রাম মাতু দুখু সুখু সম জানী। কহি গুন রাম প্রবোধীঁ রানী॥
এক কহহিঁ রঘুবীর বড়াঈ। এক সরাহত ভরত ভলাঈ॥

দোহা (৩০৯)

অত্রি কহেউ তব ভরত সন সৈল সমীপ সুকূপ।
রাখিঅ তীরথ তোয় তহঁ পাবন অমিঅ অনূপ॥

চৌপাই (১—৩)

ভরত অত্রি অনুসাসন পাঈ। জল ভাজন সব দিএ চলাঈ॥
সানুজ আপু অত্রি মুনি সাধূ। সহিত গএ জহঁ কূপ অগাধূ॥

পাবন পাথ পুন্যথল রাখা। প্রমুদিত প্রেম অত্রি অস ভাষা॥
তাত অনাদি সিদ্ধ থল এহূ। লোপেউ কাল বিদিত নহিঁ কেহূ॥

তব সেবকন্হ সরস থলু দেখা। কীন্হ সুজল হিত কূপ বিসেষা॥
বিধি বস ভয়উ বিস্ব উপকারূ। সুগম অগম অতি ধরম বিচারূ॥

চৌপাই— তখন অতিশয় আনন্দিত দেবতাগণ 'শ্রীভরত ধন্য ! প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের জয় হোক !' বলে স্তুতি করতে লাগলেন। সভায় উপস্থিত সকলের সঙ্গে মুনি বশিষ্ঠদেব ও মিথিলাপতি রাজর্ষি জনকের পরমানন্দ অনুভূতি লাভ হল।। ১।। শ্রীভরত ও শ্রীরামচন্দ্রের গুণসকল ও প্রীতি রাজর্ষি জনককেও মোহিত করেছিল। তিনি তা স্মরণ করে অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি পেলেন। এইবার তিনি তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। সেবক ও প্রভুর দুইজনেরই এইরূপ অনুপম সুন্দর স্বভাব সচরাচর দেখা যায় না। তাঁদের অনুরাগ আর আচরণ তো পবিত্রকেও অতিশয় পবিত্র করতে সক্ষম।। ২।। মন্ত্রীমহাশয় ও সভাসদগণও নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে প্রশংসায় সংযুক্ত হলেন। ভ্রাতৃযুগলের (শ্রীভরত-শ্রীরামচন্দ্রের) কথোপকথন উভয় পক্ষের মধ্যেই হর্ষ ও বিষাদের কারণ হল (হর্ষ শ্রীভরতের সেবাধর্মাচরণ দেখে আর বিষাদ শ্রীরামচন্দ্রের বিয়োগের সম্ভাবনায় দেখা গেল)।। ৩।। শ্রীরামচন্দ্র জননী মাতা কৌশল্যা সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্রের গুণসকল আলোচনা করে তিনি অন্যান্য রানীদের প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এই সময়ে কেউ শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য সংকীর্তনে যুক্ত ছিল আর কেউ শ্রীভরতের সদাচারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ।। ৪।।

দোহা— তখন মহামুনি অত্রি শ্রীভরতকে বললেন—এই পর্বতের নিকটেই একটি সুন্দর কূপ বর্তমান আছে। সেই অনুপম, পবিত্র অমৃতসম তীর্থবারি সংস্থাপন সেই কূপেই করা ভালো।। ৩০৯।।

চৌপাই—অত্রিমুনির আদেশ পেয়েই শ্রীভরত তখনই সেই তীর্থবারি পাত্র-সকল কূপের সন্নিকটে প্রেরণ করলেন। অতঃপর অনুজ শ্রীশত্রুঘ্ন, অত্রিমুনি ও অন্যান্য সাধুসন্তদের সঙ্গে তিনি সেই গভীর কূপের নিকট গমন করলেন।। ১।। শ্রীভরত সেই পবিত্র তীর্থবারিকে সেই পুণ্যভূমিতে সংস্থাপন করলেন। তখন অত্রিমুনি প্রেমময় হয়ে সানন্দে বললেন—হে তাত ! অনাদিকাল থেকে এই স্থান তীর্থভূমিরূপে পরিচিত ছিল যার মাহাত্ম্য কালের প্রভাবে অবলুপ্ত হয় আর সকলে তা ভুলেও যায়।। ২।। তখন শ্রীভরতের সেবকগণ সেই পুণ্যভূমিকে দেখল আর সেই পরম পবিত্র (তীর্থ) বারির জন্য একটি পৃথক কূপ খনন করলেন। এইভাবে দৈব সাহায্যে জগতের এক বিশেষ কল্যাণ সাধিত

চৌপাই (৪)

ভরতকূপ অব কহিহহিঁ লোগা। অতি পাবন তীরথ জল জোগা॥
প্রেম সনেম নিমজ্জত প্রানী। হোইহহিঁ বিমল করম মন বানী॥

দোহা (৩১০)

কহত কূপ মহিমা সকল গএ জহাঁ রঘুরাউ।
অত্রি সুনায়উ রঘুবরহি তীরথ পুন্য প্রভাউ॥

চৌপাই (১—৪)

কহত ধরম ইতিহাস সপ্রীতী। ভয়উ ভোরু নিসি সো সুখ বীতী॥
নিত্য নিবাহি ভরত দোউ ভাঈ। রাম অত্রি গুর আয়সু পাঈ॥

সহিত সমাজ সাজ সব সাদেঁ। চলে রাম বন অটন পয়াদেঁ॥
কোমল চরন চলত বিনু পনহীঁ। ভই মৃদু ভূমি সকুচি মন মনহীঁ॥

কুস কন্টক কাঁকরী কুরাঈঁ। কটুক কঠোর কুবস্তু দুরাঈঁ॥
মহি মঞ্জুল মৃদু মারগ কীন্‌হে। বহত সমীর ত্রিবিধ সুখ লীন্‌হে॥

সুমন বরষি সুর ঘন করি ছাহীঁ। বিটপ ফুলি ফলি ত্রন মৃদুতাহীঁ॥
মৃগ বিলোকি খগ বোলি সুবানী। সেবহিঁ সকল রাম প্রিয় জানী॥

দোহা (৩১১)

সুলভ সিদ্ধি সব প্রাকৃতহু রাম কহত জমুহাত।
রাম প্রানপ্রিয় ভরত কহুঁ যহ ন হোই বড়ি বাত॥

চৌপাই (১)

এহি বিধি ভরতু ফিরত বন মাহীঁ। নেমু প্রেমু লখি মুনি সকুচাহীঁ॥
পুন্য জলাশ্রয় ভূমি বিভাগা। খগ মৃগ তরু তৃন গিরি বন বাগা॥

হল। ধর্ম বিচারে দুর্বোধ্য, কূপের প্রভাবে তা সহজ সরল হয়ে গেল॥ ৩॥ (অত্রিমুনি আবার বললেন—) আজ থেকে এই কূপ 'ভরত কূপ' নামে প্রসিদ্ধ হবে। তীর্থবারি সংযোগে এই স্থান এখন পরম পবিত্র হয়ে গিয়েছে। এই কূপে নিয়মিত প্রেমপূর্বক স্নান করলে জীব কায়মনোবাক্যে নির্মল হয়ে যাবে॥ ৪॥

দোহা— কূপের প্রশস্তিগান করতে করতে সকলে শ্রীরঘুনাথ সকাশে ফিরে এলেন। মহামুনি অত্রি তখন শ্রীরঘুনাথকে সেই পুণ্যতীর্থের কথা অবগত করালেন॥ ৩১০॥

চৌপাই—ধর্মের সঙ্গে অনাদিকাল থেকে যুক্ত সেই ইতিহাস প্রীতি সহকারে আলোচিত হতে থাকল। অতএব সেই রাত্রি সকলের সুখে কাটল আর যথাসময়ে সূর্যোদয় হল। শ্রীভরত ও শ্রীশত্রুঘ্ন ভ্রাতাযুগল প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র, মহামুনি অত্রি ও গুরুদেব বশিষ্ঠদেবের অনুমতি নিয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে অতি সাধারণ বেশে অরণ্য ভ্রমণ (প্রদক্ষিণ) করতে পদব্রজে গমন করলেন। তাঁদের সুকুমার পাদুকাবিহীন পদতল স্পর্শ করে ধরণী মনে মনে সংকোচে কোমল হয়ে গেল॥ ১-২॥ কুশ, কণ্টক, পর্বতখণ্ড, ফাটল আদি ক্লেশযুক্ত ও কঠোর বস্তুসকল গোপন রেখে ধরণী তাঁদের চলার পথ সুখকর, সুন্দর ও কোমল করে দিল। তাঁদের প্রীতি প্রদান হেতু সুখকর শীতল, সুগন্ধিত মৃদুমন্দ বায়ুও প্রবাহিত হতে লাগল॥ ৩॥ পথে দেবতাগণ পুষ্পদল বর্ষণ করলেন ; মেঘ ছায়া দিল, বৃক্ষ পুষ্পিত পল্লবিত হয়ে, তৃণ সুকোমল হয়ে, মৃগ দৃষ্টিনন্দন হয়ে, পক্ষীকুল কূজন করে, শ্রীরামচন্দ্র প্রিয় শ্রীভরতের সেবা করতে লাগলেন॥ ৪॥

দোহা— (আলস্যে) হাই তোলার সময়ে একজন সাধারণ ব্যক্তি 'রাম' উচ্চারণ করলেও যখন তার সর্বসিদ্ধি লাভ সহজ হয়ে যায় তখন শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণসম প্রিয় শ্রীভরতের জন্য এই সকল আয়োজনে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই॥ ৩১১॥

চৌপাই—এইভাবে শ্রীভরতের অরণ্যভ্রমণ চলতে লাগল। তাঁর নিষ্ঠা ও প্রেম মুনিদেরও লজ্জা দিল। শ্রীভরত দেখলেন—পবিত্র জলাশয় (নদী, সরোবর, কুণ্ড আদি) ধরণীর বিবিধ অংশ, পশু, পক্ষী, তৃণ, পর্বতমালা,

চৌপাই (২—৪)

চারু বিচিত্র পবিত্র বিসেষী। বূঝত ভরতু দিব্য সব দেখী॥
সুনি মন মুদিত কহত রিষিরাউ। হেতু নাম গুন পুন্য প্রভাউ॥

কতহুঁ নিমজ্জন কতহুঁ প্রনামা। কতহুঁ বিলোকত মন অভিরামা॥
কতহুঁ বৈঠি মুনি আয়সু পাঈ। সুমিরত সীয় সহিত দোউ ভাঈ॥

দেখি সুভাউ সনেহু সুসেবা। দেহিঁ অসীস মুদিত বনদেবা॥
ফিরহি গএঁ দিনু পহর অঢ়াঈ। প্রভু পদ কমল বিলোকহিঁ আঈ॥

দোহা (৩১২)

দেখে থল তীরথ সকল ভরত পাঁচ দিন মাঝ।
কহত সুনত হরি হর সুজসু গয়উ দিবসু ভই সাঁঝ॥

চৌপাই (১—৪)

ভোর ন্হাই সবু জুরা সমাজূ। ভরত ভূমিসুর তেরহুতি রাজূ॥
ভল দিন আজু জানি মন মাহীঁ। রামু কৃপাল কহত সকুচাহীঁ॥

গুর নৃপ ভরত সভা অবলোকী। সকুচি রাম ফিরি অবনি বিলোকী॥
সীল সরাহি সভা সব সোচী। কহুঁ ন রাম সম স্বামি সঁকোচী॥

ভরত সুজান রাম রুখ দেখী। উঠি সপ্রেম ধরি ধীর বিসেষী॥
করি দন্ডবত কহত কর জোরী। রাখীঁ নাথ সকল রুচি মোরী॥

মোহি লগি সহেউ সবহিঁ সন্তাপূ। বহুত ভাঁতি দুখু পাবা আপূ॥
অব গোসাইঁ মোহি দেউ রজাঈ। সেবৌঁ অবধ অবধি ভরি জাঈ॥

অরণ্যরাজি ও উদ্যান সকলই বিশেষরূপে সুন্দর, বিচিত্র, পবিত্র ও দিব্য। শ্রীভরত তার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ঋষিরাজ অত্রি অতিশয় প্রসন্ন হয়ে তার কারণ, নাম, গুণ ও পুণ্য প্রভাব বর্ণনা করলেন॥ ১-২॥ শ্রীভরত কোথাও স্নান করলেন, কোথাও প্রণাম করলেন আর কোথাও মনোহর স্থানসকল দর্শন করলেন। কোথাও তিনি মহামুনি অত্রির আদেশ লাভ করে সীতাদেবীসহ তাঁর ভ্রাতৃযুগল (শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের) স্মরণ করলেন॥ ৩॥ শ্রীভরতের সদাচার, প্রেম ও সেবকভাবের বিশেষত্ব লক্ষ্য করে বনদেবতা আনন্দ সহকারে তাঁকে আশীর্বাদ দিলেন। এইভাবে দিবাকালে আড়াই প্রহরকাল শ্রীভরতের ভ্রমণ চলতে লাগল। অতঃপর তিনি এসে প্রভু শ্রীরঘুনাথের পাদপদ্ম দর্শন করলেন॥ ৪॥

দোহা—অরণ্যরাজি ভ্রমণ (পরিক্রমা) শ্রীভরত পাঁচ দিনে সুসম্পন্ন করলেন। ভগবান বিষ্ণু ও ভগবান শংকরের সুন্দর যশোগান শ্রবণ-কীর্তন করতে করতে সেই (পঞ্চম) দিবসও অতিবাহিত হয়ে গেল (সন্ধ্যাকাল উপনীত হল)॥ ৩১২॥

চৌপাই— (ষষ্ঠ দিবস) প্রাতঃকালেই স্নানাদি করে শ্রীভরত, ব্রাহ্মণ, রাজা জনক ও প্রজাগণ সমবেত হলেন। সেই দিন বিদায়ের পক্ষে শুভ ছিল কিন্তু কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র তা বলতে সংকোচ বোধ করছিলেন॥ ১॥ শ্রীরামচন্দ্র গুরু বশিষ্ঠদেব, রাজর্ষি জনক, শ্রীভরত ও সভাসদগণকে একবার দেখে নতমস্তক হয়ে সংকোচে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের আচরণ সকলেই লক্ষ্য করে তার প্রশংসা করে ভাবতে লাগল—তিনি প্রভু স্বয়ং তবুও তাঁর এত সংকোচ ? তাঁর তুলনা হয় না॥ ২॥ বুদ্ধিমান শ্রীভরত শ্রীরামচন্দ্রের সংকোচের কথা বুঝতে পেরে ধৈর্য সহকারে প্রেমপূর্বক উঠে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। অতঃপর তিনি হাতজোড় করে বললেন—হে নাথ ! আপনি আমার সকল ইচ্ছাই পূরণ করেছেন॥ ৩॥ আমার জন্য সকলে দুঃখ ভোগ করল আর আপনিও বহুভাবে দুঃখ পেলেন। এইবার প্রভু আমাকে অনুমতি দিন। আমি গিয়ে নির্দিষ্টকাল (চতুর্দশ বৎসর) অযোধ্যার সেবা করি॥ ৪॥

দোহা (৩১৩)

জেহিঁ উপায় পুনি পায় জনু দেখৈ দীনদয়াল।
সো সিখ দেইঅ অবধি লগি কোসলপাল কৃপাল॥

চৌপাই (১—৪)

পুরজন পরিজন প্রজা গোসাঙ্গঁ। সব সুচি সরস সনেহঁ সগাঈ॥
রাউর বদি ভল ভব দুখ দাহূ। প্রভু বিনু বাদি পরম পদ লাহূ॥

স্বামি সুজানু জানি সব হী কী। রুচি লালসা রহনি জন জী কী॥
প্রনতপালু পালিহি সব কাহূ। দেউ দুহূ দিসি ওর নিবাহূ॥

অস মোহি সব বিধি ভূরি ভরোসো। কিএঁ বিচারু ন সোচু খরো সো॥
আরতি মোর নাথ কর ছোহূ। দুহুঁ মিলি কীন্হ ঢীঠু হঠি মোহূ॥

যহ বড় দোষু দূরি করি স্বামী। তজি সকোচ সিখইঅ অনুগামী॥
ভরত বিনয় সুনি সবহিঁ প্রসংসী। খীর নীর বিবরন গতি হংসী॥

দোহা (৩১৪)

দীনবন্ধু সুনি বন্ধু কে বচন দীন ছলহীন।
দেস কাল অবসর সরিস বোলে রামু প্রবীন॥

চৌপাই (১—৩)

তাত তুম্হারি মোরি পরিজন কী। চিন্তা গুরহি নৃপহি ঘর বন কী॥
মাথে পর গুর মুনি মিথিলেসূ। হমহি তুম্হহি সপনেহুঁ ন কলেসূ॥

মোর তুম্হার পরম পুরুষারথু। স্বারথু সুজসু ধরমু পরমারথু॥
পিতু আয়সু পালিহিঁ দুহু ভাঈ। লোক বেদ ভল ভূপ ভলাঈ॥

গুর পিতু মাতু স্বামি সিখ পালেঁ। চলেহুঁ কুমগ পরহিঁ ন খালে॥
অস বিচারি সব সোচ বিহাঈ। পালহু অবধ অবধি ভরি জাঈ॥

দোহা—হে দীনশরণ ! হে কৌশলাধীশ্বর ! হে কৃপালু ! সেই নির্দিষ্টকাল অতিবাহিত করবার সময়ে এই দাসের যাতে আপনার শ্রীচরণ দর্শন হতে থাকে তার উপায় বলে দিন॥ ৩১৩॥

চৌপাই—হে শ্রীপ্রভু ! আপনার প্রীতির বন্ধনে পুরজন, পরিজন, প্রজা সকলেই পবিত্র ও আনন্দময় থাকেন। তাঁরা আপনার জন্য ভবদুঃখ (জন্ম-মৃত্যু-দুঃখ) জ্বালায় দগ্ধ হতেও প্রস্তুত থাকেন। শ্রীপ্রভুর অসাক্ষাতে তাদের পরমপদও (মোক্ষও) আকর্ষণ করে না॥ ১ ॥ হে প্রভু ! আপনি বুদ্ধিমান। আপনি অন্য সকলের সঙ্গে এই সেবকের অন্তরের অভিরুচি, অভিলাষ ও অবস্থান জানেন। হে পূজনীয় দেব ! আপনি সকলের যেন প্রতিপালন করতে থাকবেন আর উভয় দিক রক্ষা করে চলবেন॥ ২॥ আমার এইরূপ বিশ্বাস আছে। বিচার-বিবেচনা করলে আর যে অল্প চিন্তাও অবশিষ্ট থাকে না। এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে আমার দীনহীনভাবের সঙ্গে শ্রীপ্রভুর অনুপম প্রীতি, যা আমাকে হঠকারিতা করতে প্ররোচনা দেয়॥ ৩॥ হে প্রভু ! এই মহাদোষকে দূর করুন আর সেবককে সংকোচ ত্যাগ করে শিক্ষা দিন। শ্রীভরতের কথার মধ্যে হংসের ন্যায় দুগ্ধ ও জলকে পৃথক করবার সামর্থ্য ছিল। তাঁর নিবেদন শ্রবণ করে সকলেই তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন॥ ৪॥

দোহা—দীনবন্ধু সুচতুর শ্রীরামচন্দ্র অনুজ শ্রীভরতের দীনহীন সহজ সরল কথা শুনে দেশ, কাল ও সময় বিচার করে বললেন॥ ৩১৪॥

চৌপাই—হে তাত ! তোমার, আমার, পরিবারের, গৃহের, অরণ্যের সকল চিন্তা তো গুরুদেব বশিষ্ঠদেব ও রাজর্ষি জনক করছেন। আমাদের অভিভাবকরূপে যখন গুরুদেব, মুনিবর বিশ্বামিত্র ও মিথিলাপতি রাজর্ষি জনক রয়েছেন তখন স্বপ্নেও আমার ও তোমার ক্লেশ থাকতেই পারে না॥ ১॥ আমাদের উভয়ের পুরুষার্থ, স্বার্থ, সুযশ, ধর্ম ও পরমার্থ পিতৃদেবের আদেশ পালনের মধ্যেই নিহিত আছে। রাজার মঙ্গলেই (ব্রতের রক্ষাতেই) তো ত্রিলোকের মঙ্গল হয়, শাস্ত্র তো এইরূপই বলে॥ ২॥ গুরুদেব, মাতা, পিতা ও প্রভুর আদেশ পালন করলে কুপথে (ভুল করে চলে) গেলেও পদস্খলন হওয়ার ভয় থাকে না। এই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত থেকে সকল চিন্তা ছেড়ে অযোধ্যা গমন করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তার প্রতিপালনে নিত্যযুক্ত হও॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

দেসু কোসু পরিজন পরিবারূ। গুর পদ রজহিঁ লাগ ছরুভারূ॥
তুম্হ মুনি মাতু সচিব সিখ মানী। পালেহু পুহুমি প্রজা রজধানী॥

দোহা (৩১৫)

মুখিআ মুখু সো চাহিঐ খান পান কহুঁ এক।
পালই পোষই সকল অঁগ তুলসী সহিত বিবেক॥

চৌপাই (১—৪)

রাজধরম সরবসু এতনোঈ। জিমি মন মাহঁ মনোরথ গোঈ॥
বন্ধু প্রবোধু কীন্হ বহু ভাঁতী। বিনু অধার মন তোষু ন সাঁতী॥

ভরত সীল গুর সচিব সমাজূ। সকুচ সনেহ বিবস রঘুরাজূ॥
প্রভু করি কৃপা পাঁবরীঁ দীন্হীঁ। সাদর ভরত সীস ধরি লীন্হীঁ॥

চরনপীঠ করুনানিধান কে। জনু জুগ জামিক প্রজা প্রান কে॥
সম্পুট ভরত সনেহ রতন কে। আখর জুগ জনু জীব জতন কে॥

কুল কপাট কর কুসল করম কে। বিমল নয়ন সেবা সুধরম কে॥
ভরত মুদিত অবলম্ব লহে তেঁ। অস সুখ জস সিয় রামু রহে তেঁ॥

দোহা (৩১৬)

মাগেউ বিদা প্রনামু করি রাম লিএ উর লাই।
লোগ উচাটে অমরপতি কুটিল কুঅবসরু পাই॥

দেশ, ধনসম্পদ, আত্মীয়স্বজন, পরিবার আদির দায়িত্ব তো গুরুদেবের পদরজে অর্পিত আছেই। তুমি কেবল মুনিবর বশিষ্ঠদেব, মাতাসকল ও মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে রাজ্য, প্রজা ও রাজধানী প্রতিপালন করে যাবে॥ ৪ ॥

দোহা—তুলসীদাস বলেন—(শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) যেমন মুখ একাই খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু তার দ্বারা সর্বাঙ্গের পুষ্টিসাধন হয়, তেমনই দলনেতারও আচরণ হওয়া উচিত অর্থাৎ নিজে-গ্রহণের মাধ্যমে যেন সতত প্রজাবর্গের হিতসাধন হয় ॥ ৩১৫ ॥

চৌপাই—রাজধর্মের সর্বস্ব (সারবস্তু) তো এইটুকুই—তা মনের মধ্যে মনোরথসম সুপ্ত অবস্থায় থাকে। শ্রীরঘুনাথ অনুজ ভরতকে বহুভাবে বোঝাতে লাগলেন। তবু অবলম্বন ছাড়া শ্রীভরতের মনে সন্তোষ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল না॥ ১ ॥ (প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তখন উভয় সঙ্কটে) একদিকে ছিল শ্রীভরতের প্রীতি ও সদাচারের আকর্ষণ আর অন্য দিকে গুরুজন, মন্ত্রী, প্রজাসকলের উপস্থিতি। শ্রীরঘুনাথ সংকোচ ও স্নেহে বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে পড়লেন। (অর্থাৎ তিনি শ্রীভরতকে তাঁর পাদুকা অবলম্বনরূপে দিতে চান কিন্তু তাঁর গুরুজনও যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; তাই সংকোচ ছিল)। অবশেষে (শ্রীভরতের প্রেমের বশীভূত হয়ে) প্রভু শ্রীরামচন্দ্র কৃপা করে তাঁকে অবলম্বন রূপে পাদুকা দান করলেন। শ্রীভরত তা লাভ করে মাথায় তুলে নিলেন॥ ২ ॥ করুণানিধান শ্রীরামচন্দ্রের কাষ্ঠপাদুকাযুগল প্রজাপ্রাণরক্ষায় যেন দুই প্রহরী ও শ্রীভরতের প্রেমরূপী রত্নের পাত্র স্বরূপ ছিল। আর রামনামের দুই অক্ষর—'রা' ও 'ম' জীবোদ্ধারের মন্ত্র॥ ৩ ॥ যা ছিল রঘুবংশ রক্ষা করবার জন্য দুইটি কপাট ; শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদন করবার জন্য যুগল হস্তসম (সহায়ক) ছিল আর শ্রেষ্ঠ সেবাধর্ম পালনের জন্য যুগল নয়ন ছিল। শ্রীভরত এই অবলম্বন লাভ করে পরম আনন্দ অনুভব করলেন। তা লাভ করে যেন শ্রীভরত শ্রীসীতারামের প্রত্যক্ষ সাহচর্যের সুখ অনুভব করলেন॥ ৪ ॥

দোহা—অতঃপর শ্রীভরত প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম নিবেদন করে যাত্রার জন্য অনুমতি চাইলেন। তা দেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র সময় প্রতিকূল দেখে সকলের মন বিক্ষুব্ধ করে দিলেন॥ ৩১৬ ॥

চৌপাই (১—৪)

সো কুচালি সব কহঁ ভই নীকী। অবধি আস সম জীবনি জী কী॥
নতরু লখন সিয় রাম বিয়োগা। হহরি মরত সব লোগ কুরোগা॥

রামকৃপাঁ অবরেব সুধারী। বিবুধ ধারি ভই গুনদ গোহারী॥
ভেটত ভুজ ভরি ভাই ভরত সো। রাম প্রেম রসু কহি ন পরত সো॥

তন মন বচন উমগ অনুরাগা। ধীর ধুরন্ধর ধীরজু ত্যাগা॥
বারিজ লোচন মোচত বারী। দেখি দসা সুর সভা দুখারী॥

মুনিগন গুর ধুর ধীর জনক সে। গ্যান অনল মন কসেঁ কনক সে॥
জে বিরঞ্চি নিরলেপ উপাএ। পদুম পত্র জিমি জগ জল জাএ॥

দোহা (৩১৭)

তেউ বিলোকি রঘুবর ভরত প্রীতি অনূপ অপার।
ভএ মগন মন তন বচন সহিত বিরাগ বিচার॥

চৌপাই (১—৩)

জহাঁ জনক গুর গতি মতি ভোরী। প্রাকৃত প্রীতি কহত বড়ি খোরী॥
বরনত রঘুবর ভরত বিয়োগূ। সুনি কঠোর কবি জানিহি লোগূ॥

সো সকোচ রসু অকথ সুবানী। সমউ সনেহু সুমিরি সকুচানী॥
ভেটিঁ ভরতু রঘুবর সমুঝাএ। পুনি রিপুবদনু হরষি হিয়ঁ লাএ॥

সেবক সচিব ভরত রুখ পাঈ। নিজ নিজ কাজ লগে সব জাঈ॥
সুনি দারুন দুখু দুহূঁ সমাজা। লগে চলন কে সাজন সাজা॥

চৌপাই—দেবরাজ ইন্দ্রের সেই কুটিল পদক্ষেপও সকলের জন্য কল্যাণকর রূপে দেখা দিল। নির্দিষ্ট কালের পর আবার মিলিত হওয়ার আশাসম তা বেঁচে থাকবার এক বিশেষ অবলম্বনরূপে দেখা দিল। (মন বিক্ষুব্ধ না হলে) শ্রীলক্ষ্মণ, সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রের বিরহরূপ বিকট রোগ জনগণকে গ্রাস করে ফেলত আর তারা হাহুতাশ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিত॥ ১॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাসকল সমস্যার সমাধান রূপে আবির্ভূত হল। দেবতাগণের সেনা যা লুণ্ঠন করতে এসেছিল তাই হিতকর ও রক্ষকরূপে দেখা দিল। শ্রীরামচন্দ্র জড়িয়ে ধরে অনুজ ভরতকে আদর করছেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমের সেই রস (আনন্দ) বর্ণনাতীত সুন্দর ছিল॥ ২॥ কায়মনোবাক্যে ত্রিধারায় প্রেম প্রবাহিত হচ্ছিল। যিনি স্বয়ং ধৈর্যধ্বজরূপে পরিচিত সেই শ্রীরঘুনাথও ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। তাঁর কমলসদৃশ নয়নযুগল দ্বারা প্রেমাশ্রু ধারা ক্ষরণ হচ্ছিল। তাই এইরূপ অবস্থা দেখে দেবতাগণও দুঃখিত হলেন॥ ৩॥ মুনিগণ, গুরু বশিষ্ঠদেব ও রাজর্ষি জনকসম জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যাঁরা জ্ঞানাগ্নিতে মনকে সুবর্ণসম বিশুদ্ধ করে নিয়েছিলেন ও যাঁদের বিধাতা নির্লিপ্ত রূপেই সৃষ্টি করেছিলেন যাতে তাঁরা জগৎরূপ জলে পদ্মপত্রসম অনাসক্ত হয়ে থাকেন (তাঁরাও এই অতুলনীয় প্রেম দেখে প্রেমময় হয়ে গেলেন)॥ ৪॥

দোহা—(মুনিগণ, গুরু বশিষ্ঠদেব ও রাজর্ষি জনকসম জ্ঞানীগণও) শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীভরতের অনুপম অপার প্রেম অবলোকন করে বিবেকবৈরাগ্য সহিত কায়মনোবাক্যে সেই প্রেমে নিমজ্জিত হলেন॥ ৩১৭॥

চৌপাই— যেখানে রাজর্ষি জনক ও গুরু বশিষ্ঠদেবের বুদ্ধির গতিও প্রবেশ করতে কুণ্ঠাবোধ করে সেই দিব্য প্রেমকে লৌকিক আখ্যা দেওয়া দোষের হবে। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীভরতের বিয়োগ দৃশ্য বর্ণনা শ্রবণ করলে জনগণ কবিকে কঠোরচিত্ত জ্ঞান করবেন॥ ১॥ এই সংকোচ রস বাণীর অগোচর। অতএব কবির সুন্দর বাণী সেই অলৌকিক প্রেমকে সবিস্তারে বর্ণনা করতে সংকোচ বোধ করল। শ্রীভরতের সঙ্গে এইভাবে মিলিত হয়ে শ্রীরঘুবীর তাঁকে প্রবোধ দিলেন। অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অনুজ শ্রীশত্রুঘ্নকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন॥ ২॥ সেবক ও মন্ত্রীমহাশয় শ্রীভরতের ইচ্ছা বুঝতে পেরে নিজ নিজ কার্যে সংযুক্ত হলেন। তখন দুই শিবিরেই নিদারুণ দুঃখের ছায়া নেমে এল।

চৌপাই (৪)

প্রভু পদ পদুম বন্দি দোউ ভাঈ। চলে সীস ধরি রাম রজাঈ।।
মুনি তাপস বনদেব নিহোরী। সব সনমানি বহোরি বহোরী।।

দোহা (৩১৮)

লখনহি ভেঁটি প্রনামু করি সির ধরি সিয় পদ ধূরি।
চলে সপ্রেম অসীস সুনি সকল সুমঙ্গল মূরি।।

চৌপাই (১—৪)

সানুজ রাম নৃপহি সির নাঈ। কীন্হি বহুত বিধি বিনয় বড়াঈ।।
দেব দয়া বস বড় দুখু পায়উ। সহিত সমাজ কাননহিঁ আয়উ।।

পুর পগু ধারিঅ দেই অসীসা। কীন্হ ধীর ধরি গবনু মহীসা।।
মুনি মহিদেব সাধু সনমানে। বিদা কিএ হরি হর সম জানে।।

সাসু সমীপ গএ দোউ ভাঈ। ফিরে বন্দি পগ আসিষ পাঈ।।
কৌসিক বামদেব জাবালী। পুরজন পরিজন সচিব সুচালী।।

জথা জোগু করি বিনয় প্রনামা। বিদা কিএ সব সানুজ রামা।।
নারি পুরুষ লঘু মধ্য বড়েরে। সব সনমানি কৃপানিধি ফেরে।।

দোহা (৩১৯)

ভরত মাতু পদ বন্দি প্রভু সুচি সনেহঁ মিলি ভেঁটি।
বিদা কীন্হ সজি পালকী সকুচ সোচ সব মেটি।।

চৌপাই (১)

পরিজন মাতু পিতহি মিলি সীতা। ফিরী প্রানপ্রিয় প্রেম পুনীতা।।
করি প্রনামু ভেঁটী সব সাসূ। প্রীতি কহত কবি হিয়ঁ ন হুলাসূ।।

সকলেই যাত্রারম্ভের প্রস্তুতিতে যুক্ত হল॥ ৩॥ শ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করে ও শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য করে শ্রীভরত ও শ্রীশত্রুঘ্ন ভ্রাতাযুগল চলে এলেন। তাঁরা মুনি, তাপস ও বনদেবতা সকলকে বারে বারে সম্মান প্রদর্শন করে প্রীতি নিবেদন করলেন॥ ৪॥

দোহা—শ্রীভরত শ্রীলক্ষ্মণের সঙ্গে মিলিত হলেন আর শ্রীশত্রুঘ্নও মিলিত হলেন। শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীভরতকে প্রণাম করলেন। অতঃপর তাঁরা সকল মঙ্গলের মূল সীতাদেবীর পদরজ মস্তকে ধারণ করে আশীর্বাদ লাভ করলেন এবং প্রীতি সহকারে এগিয়ে চললেন॥ ৩১৮॥

চৌপাই—এইবার অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে নিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র রাজর্ষি জনককে প্রণাম করলেন। অতঃপর তিনি সবিনয়ে তাঁর যশোগান করে বললেন—হে দেব ! আপনার দয়ার তুলনা হয় না। আপনি সকলকে নিয়ে অরণ্যে এসে কত ক্লেশ ভোগ করলেন ! ১॥ এইবার আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে নগরে ফিরে গেলে (মিথিলাবাসী সকলের) মঙ্গল হবে। রাজর্ষি জনক প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কথা ধৈর্য ধরে শুনে যাত্রার প্রস্তুতি করতে লাগলেন। মুনি, ব্রাহ্মণ ও সাধুসকল শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ভগবান বিষ্ণু ও ভগবান শিবসম পূজ্য। তিনি সসম্মানে তাঁদের বিদায় দিলেন॥ ২॥ এইবার অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে নিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র শ্বশ্রূমাতার (সুনয়নী দেবীর) নিকটে গমন করে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে আশীর্বাদ লাভ করলেন। অতঃপর অনুজসহ প্রভু বিশ্বামিত্র, বামদেব, জাবালি আদি মুনিগণ ও সদাচারযুক্ত আত্মীয়স্বজন, পুরজন ও মন্ত্রীমহাশয়কে যথাযোগ্য বিনয়যুক্ত প্রণাম করে বিদায় দিলেন। (অতঃপর) প্রভু শ্রীরামচন্দ্র লঘু, মধ্য, বৃহৎ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনগণকে সসম্মানে বিদায় দিলেন॥ ৩-৪॥

দোহা—শ্রীভরতজননী মাতা কৈকেয়ীর চরণযুগল বন্দনা করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পবিত্র ও অকপটচিত্তে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর সমস্ত সংকোচ ও চিন্তা হরণ করলেন আর শিবিকা সজ্জিত করে তাঁকে বিদায় দিলেন॥ ৩১৯॥

চৌপাই—এইবার সীতাদেবী প্রাণসম পতিদেবতা শ্রীরামচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে প্রেমপ্রীতিপূর্বক পিত্রালয়ের আত্মীয়স্বজন ও তাঁর মা-বাবার সঙ্গে মিলিত হয়ে ফিরে এলেন। তারপর তিনি গিয়ে শ্বশ্রূমাতাদের প্রণাম করে তাঁদের সঙ্গে

চৌপাই (২—৪)

সুনি সিখ অভিমত আসিষ পাঈ। রহী সীয় দুহু প্রীতি সমাঈ॥
রঘুপতি পটু পালকীঁ মগাঈঁ। করি প্রবোধু সব মাতু চঢ়াঈঁ॥

বার বার হিলি মিলি দুহু ভাঈ। সম সনেহঁ জননীঁ পহুঁচাঈঁ॥
সাজি বাজি গজ বাহন নানা। ভরত ভূপ দল কীন্হ পয়ানা॥

হৃদয়ঁ রামু সিয় লখন সমেতা। চলে জাহিঁ সব লোগ অচেতা॥
বসহ বাজি গজ পসু হিয়ঁ হারেঁ। চলে জাহিঁ পরবস মন মারেঁ॥

দোহা (৩২০)

গুর গুরতিয় পদ বন্দি প্রভু সীতা লখন সমেত।
ফিরে হরষ বিসময় সহিত আএ পরন নিকেত॥

চৌপাই (১—৪)

বিদা কীন্হ সনমানি নিষাদূ। চলেউ হৃদয়ঁ বড় বিরহ বিষাদূ॥
কোল কিরাত ভিল্ল বনচারী। ফেরে ফিরে জোহারি জোহারী॥

প্রভু সিয় লখন বৈঠি বট ছাহীঁ। প্রিয় পরিজন বিয়োগ বিলখাহীঁ॥
ভরত সনেহ সুভাউ সুবানী। প্রিয়া অনুজ সন কহত বখানী॥

প্রীতি প্রতীতি বচন মন করনী। শ্রীমুখ রাম প্রেম বস বরনী॥
তেহি অবসর খগ মৃগ জল মীনা। চিত্রকূট চর অচর মলীনা॥

বিবুধ বিলোকি দসা রঘুবর কী। বরষি সুমন কহি গতি ঘর ঘর কী॥
প্রভু প্রনামু করি দীন্হ ভরোসো। চলে মুদিত মন ডর ন খরো সো॥

দেখা করলেন। তাঁর প্রীতির বর্ণনা সবিস্তারে দেওয়ার উৎসাহ কবির চিত্তে নেই॥ ১॥ সীতাদেবী তাঁদের উপদেশ ও মনোবাঞ্ছিত আশীর্বাদ লাভ করলেন। উভয় পক্ষের (শ্বশ্রূমাতাসকলের ও পিত্রালয়ের পিতা-মাতার) প্রেম প্রীতি তাঁকে বহুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখল। এইবার শ্রীরঘুনাথ মাতাসকলের জন্য সুন্দর শিবিকা আহ্বান করলেন আর তাঁদের (সসম্মানে তাতে) উপবেশন করালেন॥ ২॥ সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণের সঙ্গে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তখন সকলের হৃদয় মন্দিরে অধিষ্ঠান করেছিলেন। সকলেই তখন সেই গর্ভগৃহের দিকে একাগ্র দৃষ্টি রেখে আনমনে পথ চলছিলেন। বাহনের গো, অশ্ব, গজ আদি পশুগণ যখন মনমরা হয়ে ফিরে যাচ্ছিল তখন সঙ্কট ছিল যে তারাও বিশেষভাবে ব্যথিত ও বিষাদগ্রস্ত॥ ৪॥

দোহা— *গুরু বশিষ্ঠদেব ও গুরুপত্নী অরুন্ধতীদেবীর চরণ বন্দনা করে সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণকে নিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদযুক্ত হয়ে নিজ পর্ণকুটিরে ফিরে এলেন॥ ৩২০॥*

চৌপাই— অতঃপর তিনি সসম্মানে নিষাদরাজকে বিদায় দিলেন। সে অতিশয় বিষাদগ্রস্ত হয়ে ফিরে গেল। তারপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র কোল, কিরাত ও ভীল আদি অরণ্যচারীদের ফিরে যেতে বললেন। তারা বন্দনা করতে করতে ফিরে গেল॥ ১॥ (এইবার তাঁরা আবার একা হয়ে গেলেন।) তখন প্রভু শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণ বটবৃক্ষের তলায় বসে প্রিয়জন ও আত্মীয়দের বিচ্ছেদে বিলাপ করতে লাগলেন। শ্রীভরতের স্নেহ স্বভাব ও সুমধুর কথাবার্তাসকল তিনি পত্নী সীতাদেবীর ও অনুজ শ্রীলক্ষ্মণের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন॥ ২॥ শ্রীরামচন্দ্রের, শ্রীভরতের উপর প্রেমপ্রীতি বিশেষভাবে বর্তমান। কায়মনোবাক্যে শ্রীভরতের প্রেম ও বিশ্বাসের কথা শ্রীপ্রভু স্বয়ং নিজ মুখে বর্ণনা করতে লাগলেন। সেই কথা শ্রবণ করে চিত্রকূটের পশুপক্ষী, জলচর মৎস্যসহ যাবতীয় জড় ও চেতন জীব দুঃখে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল॥ ৩॥ শ্রীরঘুনাথের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে দেবতাগণ তাঁদের দুঃখের কথা নিবেদন করলেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের প্রণাম করে অভয় দিলেন। তাঁরা ভয় থেকে মুক্ত হয়ে প্রসন্ন হয়ে ফিরে গেলেন॥ ৪॥

দোহা (৩২১)

সানুজ সীয় সমেত প্রভু রাজত পরন কুটীর।
ভগতি গ্যানু বৈরাগ্য জনু সোহত ধরেঁ সরীর॥

চৌপাই (১—৪)

মুনি মহিসুর গুর ভরত ভুআলূ। রাম বিরহঁ সবু সাজু বিহালূ॥
প্রভু গুন গ্রাম গনত মন মাহীঁ। সব চুপচাপ চলে মগ জাহীঁ॥

জমুনা উতরি পার সবু ভয়উ। সো বাসরু বিনু ভোজন গয়উ॥
উতরি দেবসরি দূসর বাসূ। রামসখাঁ সব কীন্হ সুপাসূ॥

সঙ্গ উতরি গোমতীঁ নহাএ। চৌথেঁ দিবস অবধপুর আএ॥
জনকু রহে পুর বাসর চারী। রাজ কাজ সব সাজ সঁভারী॥

সৌঁপি সচিব গুর ভরতহি রাজূ। তেরহুতি চলে সাজি সবু সাজূ॥
নগর নারি নর গুর সিখ মানী। বসে সুখেন রাম রজধানী॥

দোহা (৩২২)

রাম দরস লগি লোগ সব করত নেম উপবাস।
তজি তজি ভূষন ভোগ সুখ জিঅত অবধি কীঁ আস॥

চৌপাই (১—৩)

সচিব সুসেবক ভরত প্রবোধে। নিজ নিজ কাজ পাই সিখ ওধে॥
পুনি সিখ দীন্হি বোলি লঘু ভাঈ। সৌঁপী সকল মাতু সেবকাঈ॥

ভূসুর বোলি ভরত কর জোরে। করি প্রনাম বয় বিনয় নিহোরে॥
ঊঁচ নীচ কারজু ভল পোচূ। আয়সু দেব ন করব সঁকোচূ॥

পরিজন পুরজন প্রজা বোলাএ। সমাধানু করি সুবস বসাএ॥
সানুজ গে গুর গেহঁ বহোরী। করি দন্ডবত কহত কর জোরী॥

দোহা—অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ, ভার্যা সীতাদেবীকে নিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র নিজ পর্ণকুটিরে স্বমহিমায় বিরাজমান রয়েছেন। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন বৈরাগ্য, ভক্তি ও জ্ঞান মূর্তি পরিগ্রহ করে শোভমান রয়েছেন॥ ৩২১॥

চৌপাই —মুনি, ব্রাহ্মণ, গুরু বশিষ্ঠদেব, শ্রীভরত ও রাজর্ষি জনক সকলেই শ্রীরামচন্দ্র বিরহ সন্তাপ ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা শ্রীপ্রভুর গুণসকল রোমন্থন করে নিঃশব্দে পথ চলছিলেন॥ ১॥ প্রথম দিন যমুনা পার করে তাঁরা ওপারে উঠলেন। সে দিন তাঁদের উপবাসেই কেটে গেল। দ্বিতীয় বিরতি গঙ্গাপারে (শৃঙ্গবেরপুরে) হল। সেখানে রামসখা নিষাদরাজ তাঁদের জন্য সুবন্দোবস্ত করলেন॥ ২॥ পথে গোমতী নদীতে নেমে সকলে স্নানাদি করে চতুর্থ দিনে অযোধ্যায় উপনীত হতে সক্ষম হলেন। রাজর্ষি জনক চার দিন অযোধ্যায় কাটালেন। রাজকার্য ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি করে ও মন্ত্রীমহাশয়, গুরুদেব ও শ্রীভরতের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করে তবে তিনি মিথিলায় গমন করলেন। গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করে প্রজাগণ সুখে অযোধ্যায় দিন কাটাতে লাগল॥ ৩-৪॥

দোহা—প্রজাগণ শ্রীরামচন্দ্রের আবার দর্শন লাভের জন্য ব্রতোপবাস করতে শুরু করল। তাদের মন আভরণ, ভোগ, সুখসকল ত্যাগ করে নির্দিষ্ট কাল (বনবাস কাল) শেষ হওয়ার আশা নিয়ে বেঁচে রইল॥ ৩২২॥

চৌপাই— শ্রীভরত মন্ত্রীমহাশয় ও অন্যান্য বিশ্বাসী সেবকদের দায়িত্ব নিতে উদ্বুদ্ধ করলেন। তাঁরা নির্দেশ পেয়ে নিজ নিজ কার্যে সংযুক্ত হলেন। এইবার শ্রীভরত অনুজকে (শ্রীশত্রুঘ্নকে) ডেকে করণীয় কার্য সম্বন্ধে বললেন। তিনি শত্রুঘ্নকে মাতা সকলের সেবার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে বললেন॥ ১॥ ব্রাহ্মণদের ডেকে শ্রীভরত হাতজোড় করে প্রণাম করে যথাযোগ্য কার্য প্রদান করে বিনয় সহিত নিবেদন করলেন—কার্য ছোটবড়, মন্দভালো যাই হোক না কেন আপনারা তার প্রতিবিধান করবেন। এতে কোনো সংকোচ করবেন না॥ ২॥ শ্রীভরত তারপর পরিবারের সদস্যদের, নাগরিকদের ও অন্যান্য প্রজাদের প্রশ্নের উত্তর দান করে তাঁদের সুখে বসবাস করতে বললেন। অতঃপর অনুজ শ্রীশত্রুঘ্নকে নিয়ে তিনি গুরুদেব সকাশে গমন করলেন।

চৌপাই (৪)

আয়সু হোই ত রহৌঁ সনেমা। বোলে মুনি তন পুলকি সপেমা॥
সমুঝব কহব করব তুম্হ জোঈ। ধরম সারু জগ হোইহি সোঈ॥

দোহা (৩২৩)

সুনি সিখ পাই অসীস বড়ি গনক বোলি দিনু সাধি।
সিংঘাসন প্রভু পাদুকা বৈঠারে নিরুপাধি॥

চৌপাই (১—৪)

রাম মাতু গুর পদ সিরু নাঈ। প্রভু পদ পীঠ রজায়সু পাঈ॥
নন্দিগাবঁ করি পরন কুটীরা। কীন্হ নিবাসু ধরম ধুর ধীরা॥

জটাজূট সির মুনিপট ধারী। মহি খনি কুস সাঁথরী সঁবারী॥
অসন বসন বাসন ব্রত নেমা। করত কঠিন রিষিধরম সপ্রেমা॥

ভূষন বসন ভোগ সুখ ভূরী। মন তন বচন তজে তিন তূরী॥
অবধ রাজু সুর রাজু সিহাঈ। দসরথ ধনু সুনি ধনদু লজাঈ॥

তেহি পুর বসত ভরত বিনু রাগা। চঞ্চরীক জিমি চম্পক বাগা॥
রমা বিলাসু রাম অনুরাগী। তজত বমন জিমি জন বড়ভাগী॥

দোহা (৩২৪)

রাম পেম ভাজন ভরতু বড়ে ন এহিঁ করতূতি।
চাতক হংস সরাহিঅত টেঁক বিবেক বিভূতি॥

গুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করে উঠে হাতজোড় করে তিনি নিবেদন করলেন—আমি নিয়ম পালন করে থাকতে ইচ্ছুক। আপনি অনুমতি দিন। মুনিবর বশিষ্ঠদেব তাই শ্রবণ করে অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি লাভ করলেন। তিনি তখন প্রেমময় হয়ে বললেন—হে ভরত ! তুমি তো যা বুঝবে, বলবে ও করবে তাই জগতে ধর্মের সার বস্তুরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে॥ ৩-৪॥

দোহা—শ্রীভরত শ্রীগুরুর কথাগুলি মন দিয়ে শুনলেন। শ্রীগুরুর অনুমতি ও আশীর্বাদ লাভ করে শ্রীভরত জ্যোতিষীদের ডেকে শুভ দিন ক্ষণ জেনে নিলেন। অতঃপর ত্রিগুণাতীত শ্রীভরত নির্দিষ্ট শুভক্ষণে শ্রীরামচন্দ্রের কাষ্ঠপাদুকাকে সিংহাসনে আরোহণ করালেন॥ ৩২৩॥

চৌপাই—তারপর তিনি শ্রীরামজননী মাতা কৌশল্যাদেবী, গুরু বশিষ্ঠদেবের চরণে অবনমিত প্রণাম নিবেদন করে রাজসিংহাসনের কাছে ফিরে এলেন। ধর্মধ্বজ ধীর শ্রীভরত অতঃপর (শ্রীরামের প্রতিভূ) সিংহাসনে উপবিষ্ট কাষ্ঠপাদুকার কাছে অনুমতি নিয়ে (রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে) নন্দীগ্রামে পর্ণকুটির নির্মাণ করে বসবাস করতে লাগলেন॥ ১॥ মস্তকে জটাজুট ও অঙ্গে মুনিবস্ত্র (বল্কল) ধারণ করে ভূমি কর্ষণপূর্বক তিনি তাতে কুশাসন প্রস্তুত করলেন। অতঃপর প্রেমপূর্বক আসনে, বসনে, বস্তুতে, ব্রত ও নিয়মে তিনি ঋষিমুনিগণ পালিত কঠিন ধর্ম আচরণ করতে লাগলেন॥ ২॥ বস্ত্রালংকার আর যাবতীয় ভোগসামগ্রী তিনি কায়মনোবাক্যে তৃণচ্ছেদন করে (প্রতিজ্ঞা করে) ত্যাগ করলেন। অযোধ্যার রাজসিংহাসন দেবরাজ ইন্দ্রও কামনা করতেন আর সেই সিংহাসনে মহারাজ শ্রীদশরথ অধিষ্ঠিত আছেন জেনে কুবেরও লজ্জা পেতেন। এমন (লোভনীয়) অযোধ্যাপুরীতে শ্রীভরত চম্পকবনে ভ্রমরসম অনাসক্ত হয়ে নিবাস করতে লাগলেন। যে ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমাসক্ত হয় সে দেবীলক্ষ্মীর বিলাসকে (ভোগৈশ্বর্যকে) বমন করা বস্তুসম ত্যাগ করে আর তার দিকে ফিরেও তাকায় না॥ ৩-৪॥

দোহা— আর শ্রীভরত তো (নিজে) শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় পাত্র। তাঁর এই (ভোগৈশ্বর্য ত্যাগ রূপ) কার্য আশ্চর্যজনক কিছু ছিল না। (পৃথিবীর জল না গ্রহণ করবার) প্রতিজ্ঞায় চাতকের ও জল ও দুগ্ধ পৃথক করবার এক বিশেষ শক্তির (বিভূতির) জন্য হংসের প্রশংসা করা হয়ে থাকে॥ ৩২৪॥

চৌপাঈ (১—৪)

দেহ দিনহুঁ দিন দুবরি হোঈ। ঘটই তেজু বলু মুখছবি সোঈ॥
নিত নব রাম প্রেম পনু পীনা। বঢ়ত ধরম দলু মনু ন মলীনা॥

জিমি জলু নিঘটত সরদ প্রকাসে। বিলসত বেতস বনজ বিকাসে॥
সম দম সংজম নিয়ম উপাসা। নখত ভরত হিয় বিমল অকাসা॥

ধ্রুব বিস্বাসু অবধি রাকা সী। স্বামি সুরতি সুরবীথি বিকাসী॥
রাম পেম বিধু অচল অদোষা। সহিত সমাজ সোহ নিত চোখা॥

ভরত রহনি সমুঝনি করতূতী। ভগতি বিরতি গুন বিমল বিভূতী॥
বরনত সকল সুকবি সকুচাহীঁ। সেস গনেস গিরা গমু নাহীঁ॥

দোহা (৩২৫)

নিত পূজত প্রভু পাঁবরী প্রীতি ন হৃদয়ঁ সমাতি।
মাগি মাগি আয়সু করত রাজ কাজ বহু ভাঁতি॥

চৌপাঈ (১—৩)

পুলক গাত হিয়ঁ সিয় রঘুবীরূ। জীহ নামু জপ লোচন নীরূ॥
লখন রাম সিয় কানন বসহীঁ। ভরতু ভবন বসি তপ তনু কসহী॥

দোউ দিসি সমুঝি কহত সবু লোগূ। সব বিধি ভরত সরাহন জোগূ॥
সুনি ব্রত নেম সাধু সকুচাহীঁ। দেখি দসা মুনিরাজ লজাহীঁ॥

পরম পুনীত ভরত আচরনূ। মধুর মঞ্জু মুদ মঙ্গল করনূ॥
হরন কঠিন কলি কলুষ কলেষূ। মহামোহ নিসি দলন দিনেসূ॥

চৌপাই—(তাপস) শ্রীভরতের দেহবল্লরী দিনে দিনে আকারে শীর্ণ হতে লাগল। তাঁর ক্ষাত্র তেজ যেন স্তিমিত হতে দেখা গেল কিন্তু শক্তি ও বদনকান্তি অপরিবর্তিত রইল। তাঁর মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের উপর প্রেমের নিত্যনতুন বৃদ্ধি দেখা গেল। ধর্মদলে বিস্তার আসতে দেখা গেল কিন্তু মালিন্য মনকে স্পর্শ করতে সক্ষম না হওয়ায় মন প্রসন্ন হয়েই রইল॥ ১॥ শরৎ ঋতুর আবির্ভাবে জলের পরিমাণ হ্রাস দেখা গেলেও বেতসলতা (কাশ) ও কমলে বিকাশ আসতে দেখা যায় (তেমনই শ্রীভরতের অবস্থা হল)। শ্রীভরতের হৃদয়াকাশে নির্মলতার সঙ্গে শম, দম, সংযম ও নিয়ম নক্ষত্ররূপে দেখা দিল॥ ২॥ (শ্রীভরতের নির্মল হৃদয়াকাশে) বিশ্বাস ধ্রুবতারাসম অটল অচঞ্চল ; চতুর্দশ বৎসর কালের (লক্ষ্য) পূর্ণিমাসম ; ও শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি রোমন্থন আকাশগঙ্গা ছায়াপথসম উদ্ভাসিত ছিল। (সেই আকাশে) অচঞ্চল নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র ছিল তাঁর শ্রীরামচন্দ্রের উপর প্রীতি ও প্রেম। সেই চন্দ্র নক্ষত্রগণসহ হৃদয়াকাশকে আলোকিত করে রেখেছিল॥ ৩॥ শ্রীভরতের অধ্যাসন, বুদ্ধি, কর্ম, ভক্তি, বৈরাগ্য, নির্মল গুণ ও ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে সকল কবিই সংকোচ বোধ করবেন। (অন্যেরা কী কথা) সাক্ষাৎ শেষনাগ, গণেশ ও দেবী সরস্বতীও তাতে প্রবেশ করতে অক্ষম॥ ৪॥

দোহা—শ্রীভরত নিত্য শ্রীপ্রভুর কাষ্ঠপাদুকার পূজার্চনা করেন ; সেই সময়ে তাঁর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের উপর প্রেম উথলে পড়ে। তিনি সেই প্রতিভূর নিকট অনুমতি ভিক্ষা করেই সব রকম রাজকার্য পরিচালনা করতেন॥ ৩২৫॥

চৌপাই—অন্তরে সতত শ্রীসীতারাম নিবাস করেন তাই তাঁর তনুতে সতত পুলক শিহরণের অনুভূতি লাভ হয়। তাঁর জিহ্বা রামনাম জপে নিত্যযুক্ত থাকে আর নয়নে প্রেমাশ্রু টলমল করে। শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী তো অরণ্যে বাস করেন কিন্তু শ্রীভরত গৃহে বসেই তপস্যায় দেহকে ক্লিষ্ট করতে লাগলেন॥ ১॥ উভয় দিক (অরণ্য ও নন্দীগ্রাম) বিচার করে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে যে শ্রীভরতের আচরণ সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। ব্রত ও নিয়ম পালন পদ্ধতি সাধুসন্তদের মনেও সংকোচ আনত। তাঁর তপস্যা মুনিশ্রেষ্ঠগণকেও লজ্জায় ফেলে দিতে সক্ষম ছিল॥ ২॥ শ্রীভরতের আচরণ (চরিত্র) পরম পবিত্র। তা মধুর, সুন্দর ও একাধারে আনন্দ ও মঙ্গল প্রদানকারী। তা কলিযুগের কঠিন পাপ ও ক্লেশসকল হরণ করতে সক্ষম। মোহরূপ

চৌপাই (৪)

পাপ পুঞ্জ কুঞ্জর মৃগরাজূ। সমন সকল সন্তাপ সমাজূ॥
জন রঞ্জন ভঞ্জন ভব ভারূ। রাম সনেহ সুধাকর সারূ॥

ছন্দ

সিয় রাম প্রেম পিযূষ পূরন হোত জনমু ন ভরত কো।
মুনি মন অগম জম নিয়ম সম দম বিষম ব্রত আচরত কো॥
দুখ দাহ দারিদ দম্ভ দূষন সুজস মিস অপহরত কো।
কলিকাল তুলসী সে সঠন্হি হঠি রাম সনমুখ করত কো॥

সোরঠা (৩২৬)

ভরত চরিত করি নেমু তুলসী জো সাদর সুনহিঁ।
সীয় রাম পদ পেমু অবসি হোই ভব রস বিরতি॥

মাসপারায়ণ, কুড়িতম বিশ্রাম

কালরাত্রিকে বিনাশ করতে তা সূর্যসম॥ ৩॥ তা পাপপুঞ্জরূপ হস্তীর জন্য সিংহসম সকল সন্তাপ হরণে সক্ষম। তা ভক্তদের জন্য আনন্দপ্রদানকারী আর ভবভার ভঞ্জনকারী ও শ্রীরামপ্রেমরূপ চন্দ্রের সারভূত (অমৃত)॥ ৪॥

ছন্দ—শ্রীসীতারামের প্রেমরূপ অমৃতে পরিপূর্ণ শ্রীভরতের জন্ম না হলে কে মুনি মনের অগম্য যম, নিয়ম, শম, দম আদি কঠিন ব্রত আচরণ করে দেখাত ? দুঃখ, সন্তাপ, দম্ভ, দারিদ্র্য আদি দোষসমূহকে কে নিজ সুযশের বলে হরণ করত ? আর কে কলিকালে তুলসীদাসসম শঠ ব্যক্তিদের জোর করে শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত করত ?

সোরঠা— ভক্তকবি তুলসীদাস বলেন— যে কেউ শ্রীভরতচরিত নিয়ম করে সমাদরে শ্রবণ করবে, তার শ্রীসীতারামের চরণে অবশ্যই অনুরাগ লাভ হবে আর সাংসারিক বিষয় রসে বৈরাগ্য জন্মাবে॥ ৩২৬॥

ইতি শ্রীমদ্রামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে দ্বিতীয় সোপানঃ সমাপ্ত।

কলিযুগে সমস্ত পাপের বিনাশকারী শ্রীরামচরিতমানসের দ্বিতীয় সোপান সমাপ্ত হল।

(অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত)

।। শ্রীগণেশায় নমঃ ।।

শ্রীজানকীবল্লভো বিজয়তে

শ্রীরামচরিতমানস

তৃতীয় সোপান

অরণ্যকাণ্ড

শ্লোক (১,২)

মূলং ধর্মতরোর্বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দদং
বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং হ্যঘঘনধ্বান্তাপহং তাপহম্।
মোহাম্ভোধরপূগপাটনবিধৌ স্বঃসম্ভবং শঙ্করং
বন্দে ব্রহ্মকুলং কলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিয়ম্।।
সান্দ্রানন্দপয়োদসৌভগতনুং পীতাম্বরং সুন্দরং
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসত্তূণীরভারং বরম্।
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটাজূটেন সংশোভিতং
সীতালক্ষ্মণসংযুতং পথিগতং রামাভিরামং ভজে।।

শ্লোক—ধর্মরূপ বৃক্ষের মূলস্বরূপ, বিবেকরূপ সমুদ্রকে আনন্দপ্রদানকারী পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ, বৈরাগ্যরূপ কমলের (বিকাশক) সূর্যস্বরূপ, পাপরূপ ঘন অন্ধকার বিনাশক, ত্রিতাপহারী, মোহরূপ মেঘপুঞ্জ ছিন্নবিচ্ছিন্নকারী পবনস্বরূপ, ব্রহ্মকুলের কলঙ্করূপ দক্ষের শাসক এবং রাজা শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় ভগবান শংকরকে বন্দনা করি।। ১ ।। যাঁর অঙ্গ আনন্দবারিবর্ষণকারী ঘন মেঘের ন্যায় কমনীয়, যিনি পীতাম্বরধারী ও সৌন্দর্যমণ্ডিত, যিনি হস্তে ধনুর্বাণ ও কটিদেশে অক্ষয়তূণ পরিশোভিত, রাজীবায়তলোচন, জটাজুটধারণ করে পরম শোভার আধার, যিনি সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণের সহিত পথচারী, সেই বরেণ্য নয়নাভিরাম শ্রীরামচন্দ্রকে বন্দনা করি।। ২ ।।

সোরঠা (১)

উমা রাম গুন গূঢ় পণ্ডিত মুনি পাবহিঁ বিরতি।
পাবহিঁ মোহ বিমূঢ় জে হরি বিমুখ ন ধর্ম রতি॥

চৌপাই (১—৪)

পুর নর ভরত প্রীতি মৈঁ গাঈ। মতি অনুরূপ অনূপ সুহাঈ॥
অব প্রভু চরিত সুনহু অতি পাবন। করত জে বন সুর নর মুনি ভাবন॥

এক বার চুনি কুসুম সুহাএ। নিজ কর ভূষন রাম বনাএ॥
সীতহি পহিরাএ প্রভু সাদর। বৈঠে ফটিক সিলা পর সুন্দর॥

সুরপতি সুত ধরি বায়স বেষা। সঠ চাহত রঘুপতি বল দেখা॥
জিমি পিপীলিকা সাগর থাহা। মহা মন্দমতি পাবন চাহা॥

সীতা চরন চোঁচ হতি ভাগা। মূঢ় মন্দমতি কারন কাগা॥
চলা রুধির রঘুনায়ক জানা। সীঁক ধনুষ সায়ক সন্ধানা॥

দোহা (১)

অতি কৃপাল রঘুনায়ক সদা দীন পর নেহ।
তা সন আই কীন্হ ছলু মূরখ অবগুন গেহ॥

চৌপাই (১—৩)

প্রেরিত মন্ত্র ব্রহ্মসর ধাবা। চলা ভাজি বায়স ভয় পাবা॥
ধরি নিজ রূপ গয়উ পিতু পাহীঁ। রাম বিমুখ রাখা তেহি নাহীঁ॥

ভা নিরাস উপজী মন ত্রাসা। জথা চক্র ভয় রিষি দুর্বাসা॥
ব্রহ্মধাম সিবপুর সব লোকা। ফিরা শ্রমিত ব্যাকুল ভয় সোকা॥

কাহূ বৈঠেন কহা ন ওহী। রাখি কো সকই রাম কর দ্রোহী॥
মাতু মৃত্যু পিতু সমন সমানা। সুধা হোই বিষ সুনু হরিজানা॥

সোরঠা—হে পার্বতী! শ্রীরামচন্দ্রের গুণরাজি (সাধারণ) বুদ্ধির অগোচর। পরমজ্ঞানী মুনিঋষিগণ তা উপলব্ধি করেই মুক্তির পথে এগিয়ে যান। অবশ্য শ্রীহরিবিমুখ ব্যক্তিগণকে মূঢ়তা হেতু তা মোহগ্রস্ত করে তোলে॥ ১ ॥

চৌপাই—অযোধ্যার জনগণের ও শ্রীভরতের অনুপম যশোগাথার পর আমরা এখন দেবতা, মানব ও মুনিঋষিগণের পরম আরাধ্য প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি অরণ্যলীলা শ্রবণ করব॥ ১ ॥ একবার প্রভু শ্রীরামচন্দ্র রমণীয় পুষ্পসকল নিজ হস্তে চয়ন করে এক পুষ্পাভরণ রচনা করলেন। অতঃপর তিনি এক নির্মল স্ফটিক প্রস্তর আসনে উপবেশন করে তা সীতাদেবীকে স্বহস্তে ধারণ করিয়ে দিলেন॥ ২ ॥ এইসময় দেবরাজ ইন্দ্রনন্দন মন্দবুদ্ধি জয়ন্ত কাক বেশ ধারণ করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রম পরীক্ষা করতে প্রয়াসী হল। তা পিপীলিকার সাগর-গভীরত্ব পরিমাপনের চেষ্টাসম হাস্যকর ছিল॥ ৩ ॥ বায়স রূপধারী মূঢ় মন্দমতি জয়ন্ত সেই উদ্দেশ্যে উড়ে এসে সীতাদেবীর চরণে চঞ্চুপ্রহার করে পালিয়ে গেল। ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হতে দেখে ভগবান শ্রীরঘুনাথ ধনুকে খড়ের শর সংযোজন করে তা বায়সকে লক্ষ্য করে ছাড়লেন॥ ৪ ॥

দোহা—এইভাবে যে শ্রীরঘুনাথ দীনহীনদের প্রতি সতত কৃপাবর্ষণ করে থাকেন তাঁর সঙ্গেই মূঢ় মন্দমতি জয়ন্ত এইরূপ অনুচিত ব্যবহার করল॥ ১ ॥

চৌপাই—ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত শর তার পশ্চাদ্ধাবন করছে দেখে সে ভয়ে পালাতে লাগল। সে তখন বায়সরূপ ত্যাগ করে তার পিতার কাছে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করল। দেবরাজ ইন্দ্র তাকে রামবিদ্বেষী জেনে আশ্রয় দান করতে অস্বীকার করলেন॥ ১ ॥ সুদর্শন চক্র তাড়া করে আসছে দেখে দুর্বাসা মুনি যেমন আতঙ্কিত হয়েছিলেন, নিরাশ জয়ন্তের অবস্থা তেমনই হল। ব্রহ্মালোক, শিবলোক আদি সর্বত্র সে প্রত্যাখ্যাত হল। সে তখন পরিশ্রান্ত, ব্যাকুল ও শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ল॥ ২ ॥ (কিন্তু আশ্রয় দান তো দূরের কথা) কেউ তাকে বসতেও বলল না। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণকারীকে কে আশ্রয় দেবে ? (কাকভূশণ্ডী বললেন—হে গরুড় ! শ্রীরামচন্দ্রের উপর বিদ্বেষভাব পোষণকারীর পক্ষে মাতা মৃত্যুতুল্য, পিতা যমরাজতুল্য ও অমৃত বিষতুল্য হয়ে থাকে॥ ৩ ॥

চৌপাই (৪—৭)

মিত্র করই সত রিপু কৈ করনী। তা কহঁ বিবুধনদী বৈতরনী॥
সব জগু তাহি অনলহু তে তাতা। জো রঘুবীর বিমুখ সুনু ভ্রাতা॥
নাদর দেখা বিকল জয়ন্তা। লাগি দয়া কোমল চিত সন্তা॥
পঠবা তুরত রাম পহিঁ তাহী। কহেসি পুকারি প্রনত হিত পাহী॥
আতুর সভয় গহেসি পদ জাঈ। ত্রাহি ত্রাহি দয়াল রঘুরাঈ॥
অতুলিত বল অতুলত প্রভুতাঈ। মৈঁ মতিমন্দ জানি নহিঁ পাঈ॥
নিজ কৃত কর্ম জনিত ফল পায়উঁ। অব প্রভু পাহি সরন তকি আয়উঁ॥
সুনি কৃপাল অতি আরত বানী। একনয়ন করি তজা ভবানী॥

সোরঠা (২)

কীন্হ মোহ বস দ্রোহ জদ্যপি তেহি কর বধ উচিত।
প্রভু ছাড়েউ করি ছোহ কো কৃপাল রঘুবীর সম॥

চৌপাই (১—৪)

রঘুপতি চিত্রকূট বসি নানা। চরিত কিএ শ্রুতি সুধা সমানা॥
বহুরি রাম অস মন অনুমানা। হোইহি ভীর সবহিঁ মোহি জানা॥
সকল মুনিন্হ সন বিদা করাঈ। সীতা সহিত চলে দ্বৌ ভাঈ॥
অত্রি কে আশ্রম জব প্রভু গয়উ। সুনত মহামুনি হরষিত ভয়উ॥
পুলকিত গাত অত্রি উঠি ধাএ। দেখি রামু আতুর চলি আএ॥
করত দন্ডবত মুনি উর লাএ। প্রেম বারি দ্বৌ জন অন্হবাএ॥
দেখি রাম ছবি নয়ন জুড়ানে। সাদর নিজ আশ্রম তব আনে॥
করি পূজা কহি বচন সুহাএ। দিএ মূল ফল প্রভু মন ভাএ॥

চৌপাই— মিত্র শত শত্রুসম আচরণ করে, সুরধুনী (যমালয়ের) বৈতরণী নদী হয়ে যায়। হে ভ্রাতা ! জেনে রাখ যে শ্রীরঘুবীর বিমুখ ব্যক্তির পক্ষে বিশ্বচরাচরও অনলাধিক উত্তপ্ত মনে হয়॥ ৪ ॥ সাধুচিত্ত কোমলই হয়ে থাকে। তাই ব্যাকুল জয়ন্তকে দেখে শ্রীনারদ দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে গেলেন। তিনি জয়ন্তকে সংযত হতে বলে তাকে শ্রীরামচন্দ্র সকাশে প্রেরণ করলেন। জয়ন্ত সেইখানে উপনীত হয়ে শরণাগত হয়ে বলল—'হে শরণাগত বৎসল ! আমাকে রক্ষা করুন' ॥ ৫ ॥ ভয়ার্ত আতুর জয়ন্ত (ভগবান) শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম ধারণ করে নিবেদন করল—'হে দয়াময় শ্রীরঘুনাথ ! আমি আপনার শরণাগত। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি (অতিশয়) মন্দমতি। আপনার অমিত পরাক্রমের কথা আমার জানা ছিল না ॥ ৬ ॥ কু-কর্মের ফল আমি ভালোভাবেই পেয়ে গেছি। অতএব হে প্রভু ! এখন আমাকে রক্ষা করুন, আমি আপনার শরণাগত। (মহাদেব বললেন—) হে পার্বতী ! কৃপালু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তার আর্ত আবেদনে সাড়া দিয়ে তাকে এক চক্ষে দৃষ্টিহীন করে নিষ্কৃতি দিলেন॥ ৭ ॥

সোরঠা—জয়ন্ত মোহের দ্বারা পরিচালিত হয়ে শ্রীপ্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। যদিও তার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য ছিল তবুও প্রভু তাকে অল্প শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিলেন। শ্রীরঘুবীরসম কৃপালু আর কে আছে ? ২ ॥

চৌপাই— চিত্রকূট নিবাসকালে কৃত শ্রীরঘুপতির লীলাসকল অমৃতসম সুমধুর। নিবাসকালে (কিছু দিনের মধ্যেই) ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বুঝতে পারলেন যে তিনি অত্যধিক পরিচিত হয়ে পড়ছেন যার ফলে সেখানে প্রচুর লোকের আনাগোনা শুরু হয়ে যাবে॥ ১ ॥ (তাই) মুনিগণের কাছে বিদায় নিয়ে সীতাদেবী সহিত ভ্রাতৃযুগল সেই স্থান ত্যাগ করলেন। (অতঃপর) শ্রীপ্রভুর অত্রিমুনির আশ্রমে আগমন হল। তাঁর আগমন বার্তা মহামুনিকে হর্ষোৎফুল্ল করে তুলল॥ ২ ॥ অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভব করে মহামুনি ছুটে গেলেন। তাঁকে ওইভাবে আসতে দেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রও দ্রুততর গতিতে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদিত হতেই মুনিবর শ্রীরামচন্দ্রকে (তুলে) আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। মহামুনির প্রেমাশ্রু ভ্রাতৃযুগলকে সিক্ত করে তুলল॥ ৩ ॥ শ্রীরামচন্দ্রের মনোহর রূপ অত্রিমুনিকে মুগ্ধ করল। অতঃপর তিনি শ্রীপ্রভুকে পরম সমাদরে আশ্রমে নিয়ে এলেন। সেখানে মুনিবর তাঁকে সাদর সম্ভাষণ ও পূজা করলেন আর শ্রীপ্রভুর প্রিয় ফলমূল দ্বারা তাঁর সেবা করলেন॥ ৪ ॥

সোরঠা (৩)

প্রভু আসন আসীন ভরি লোচন সোভা নিরখি।
মুনিবর পরম প্রবীন জোরি পানি অস্তুতি করত॥

ছন্দ (১—১১)

নমামি ভক্ত বৎসলং। কৃপালু শীল কোমলং॥
ভজামি তে পদাম্বুজং। অকামিনাং স্বধামদং॥
নিকাম শ্যাম সুন্দরং। ভবাংবুনাথ মন্দরং॥
প্রফুল্ল কঞ্জ লোচনং। মদাদি দোষ মোচনং॥
প্রলম্ব বাহু বিক্রমং। প্রভোঽপ্রমেয় বৈভবং॥
নিষঙ্গ চাপ সায়কং। ধরং ত্রিলোক নায়কং॥
দিনেশ বংশ মণ্ডনং। মহেশ চাপ খণ্ডনং॥
মুনীন্দ্র সন্ত রঞ্জনং। সুরারি বৃন্দ ভঞ্জনং॥
মনোজ বৈরি বন্দিতং। অজাদি দেব সেবিতং॥
বিশুদ্ধ বোধ বিগ্রহং। সমস্ত দূষণাপহং॥
নমামি ইন্দিরা পতিং। সুখাকরং সতাং গতিং॥
ভজে সশক্তি সানুজং। শচী পতি প্রিয়ানুজং॥
ত্বদঙ্ঘ্রি মূল যে নরাঃ। ভজন্তি হীন মৎসরাঃ॥
পতন্তি নো ভবার্ণবে। বিতর্ক বীচি সঙ্কুলে॥
বিবিক্ত বাসিনঃ সদা। ভজন্তি মুক্তয়ে মুদা॥
নিরস্য ইন্দ্রিয়াদিকং। প্রযান্তি তে গতিং স্বকং॥
তমেকমদ্ভুতং প্রভুং। নিরীহমীশ্বরং বিভুং।
জগদ্গুরুং চ শাশ্বতং। তুরীয়মেব কেবলং॥
ভজামি ভাব বল্লভং। কুযোগিনাং সুদুর্লভং।
স্বভক্ত কল্প পাদপং। সমং সুসেব্যমন্বহং॥
অনূপ রূপ ভূপতিং। নতোঽহমুর্বিজা পতিং।
প্রসীদ মে নমামি তে। পদাব্জ ভক্তি দেহি মে॥

সোরঠা—তখন শ্রীরামচন্দ্র আসনে (অত্রিমুনির আশ্রমে) স্বমহিমায় বিরাজমান। তাঁর রূপ সৌন্দর্য নয়ন পথে পান করে পরম প্রবীণ মুনিবর যুক্তকর হয়ে স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৩ ॥

ছন্দ—হে ভক্তবৎসল ! হে কৃপালু ! হে কোমল শীলসম্পন্ন ! আপনাকে প্রণাম। নিষ্কাম ভক্তকে নিজ পরমধাম প্রদানকারী আপনার শ্রীপাদপদ্মের আমি ভজনা করি॥ ১ ॥ আপনি শ্যামসুন্দর কলেবরধারী। আপনি মূর্তিমান অবাসনা জগৎ (গতায়াত) রূপ সমুদ্র মন্থনকারী মন্দার পর্বত, প্রফুল্ল কমললোচন। মদ-মাৎসর্যাদি দোষ থেকে আপনি মুক্তি প্রদানকারী॥ ২ ॥ হে প্রভু ! আপনার আজানুলম্বিত বাহুযুগল অমিত বিক্রমসম্পন্ন। আপনি অপ্রমেয় ঐশ্বর্যযুক্ত (যা বুদ্ধির অগম্য) এবং তূণীর ও ধনুর্বাণধারী ত্রিভুবনেশ্বর॥ ৩ ॥ আপনি সূর্যবংশের ভূষণ-স্বরূপ, হরধনুভঞ্জনকারী, শ্রেষ্ঠ মুনি ও সন্তসকলকে আনন্দপ্রদানকারী ও দেবতাদের শত্রু অসুরদের বিনাশকারী॥ ৪ ॥ আপনি কামারি মহাদেব দ্বারা বন্দিত, ব্রহ্মাদি দেবগণ দ্বারা নিত্য সেবিত। আপনি বিশুদ্ধ জ্ঞানবিগ্রহ ও দোষসকল বিনাশক॥ ৫ ॥ হে লক্ষ্মীপতি ! হে সুখাকর ! হে সাধুসন্তদের পরম গতি ! আপনাকে প্রণাম। হে শচীপতির (ইন্দ্রের) প্রিয় অনুজ (শ্রীবামন) ! আদ্যাশক্তি সীতাদেবী ও অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ সহিত আমি আপনার ভজনা করি॥ ৬ ॥ যে মাৎসর্যরহিত হয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্ম নিত্য ভজনা করে সে কূটতর্ক (সন্দেহাদি) রূপ তরঙ্গে পরিপূর্ণ সংসাররূপ সাগরে কখনো পতিত হয় না (গতায়াত চক্রে পড়ে না)॥ ৭ ॥ যে নির্জনে ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহ করে (তাদের বিষয়াসক্তি থেকে দূরে রেখে) নিত্য প্রসন্ন থেকে আপনার ভজনা করে সে আপনার গতি (স্বরূপ) লাভ করে॥ ৮ ॥ আপনি অদ্বিতীয়, মায়িক জগৎ থেকে অনুপম, সর্বসমর্থ প্রভু। আপনি অবাসনা, সর্বব্যাপী জগদ্‌গুরু, শাশ্বত (নিত্য), তুরীয় (ত্রিগুণাতীত) ও অনন্য সাধারণ (নিজ স্বরূপে স্থিত)॥ ৯ ॥ আপনি ভাবপ্রবণ, যোগসাধনা বিরহিত (বিষয়ী) ব্যক্তিদের জন্য অতি দুর্লভ। আপনি ভক্তদের জন্য কল্পবৃক্ষস্বরূপ (অর্থাৎ সকল কামনা-পূরণকারী), সমদৃষ্টিসম্পন্ন (পক্ষপাতহীন) ও নিত্য সুখসেব্য। আমি আপনার নিত্য ভজনা করি॥ ১০ ॥ হে অনুপম ! হে সুন্দর ! হে ভূপতি ! হে জানকীনাথ আপনাকে প্রণাম। আপনি আমার উপর প্রসন্ন হন। আপনাকে (আবার) নমস্কার। আপনি আমাকে আপনার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি প্রদান করুন॥ ১১ ॥

ছন্দ (১২)

পঠন্তি যে স্তবং ইদং। নরাদরেণ তে পদং।
ব্রজন্তি নাত্র সংশয়। ত্বদীয় ভক্তি সংযুতাঃ॥

দোহা (৪)

বিনতী করি মুনি নাই সিরু কহ কর জোরি বহোরি।
চরন সরোরুহ নাথ জনি কবহুঁ তজৈ মতি মোরি॥

চৌপাই (১—৮)

অনুসুইয়া কে পদ গহি সীতা। মিলী বহোরি সুসীল বিনীতা॥
রিষিপতিনী মন সুখ অধিকাঈ। আসিষ দেই নিকট বৈঠাঈ॥
দিব্য বসন ভূষন পহিরাএ। জে নিত নূতন অমল সুহাএ॥
কহ রিষিবধূ সরস মৃদু বানী। নারিধর্ম কছু ব্যাজ বখানী॥
মাতু পিতা ভ্রাতা হিতকারী। মিতপ্রদ সব সুনু রাজকুমারী॥
অমিত দানি ভর্তা বয়দেহী। অধম সো নারি জো সেব ন তেহী॥
ধীরজ ধর্ম মিত্র অরু নারী। আপদ কাল পরিখিঅহিঁ চারী॥
বৃদ্ধ রোগবস জড় ধনহীনা। অন্ধ বধির ক্রোধী অতি দীনা॥
ঐসেহু পতি কর কিএঁ অপমানা। নারি পাব জমপুর দুখ নানা॥
একই ধর্ম এক ব্রত নেমা। কায়ঁ বচন মন পতি পদ প্রেমা॥
জগ পতিব্রতা চারি বিধি অহহীঁ। বেদ পুরান সন্ত সব কহহীঁ॥
উত্তম কে অস বস মন মাহীঁ। সপনেহুঁ আন পুরুষ জগ নাহীঁ॥
মধ্যম পরপতি দেখই কৈসেঁ। ভ্রাতা পিতা পুত্র নিজ জৈসেঁ॥
ধর্ম বিচারি সমুঝি কুল রহঈ। সো নিকিষ্ট ত্রিয় শ্রুতি অস কহঈ॥
বিনু অবসর ভয় তেঁ রহ জোঈ। জানেহু অধম নারি জগ সোঈ॥
পতি বঞ্চক পরপতি রতি করঈ। রৌরব নরক কল্প সত পরঈ॥

ছন্দ—যে এই স্তুতি পরম সমাদরে পাঠ করে সে যে আপনার ভক্তিতে নিত্যযুক্ত হয়ে আপনার পরমপদ লাভ করতে সমর্থ হয় তাতে সন্দেহ নেই॥ ১২ ॥

দোহা—মুনিবর (এইরূপ) স্তবস্তুতি করে নতমস্তক ও যুক্তকর হয়ে বললেন—হে নাথ ! আপনার শ্রীপাদপদ্মে যেন আমার মতি চিরকাল নিত্যযুক্ত থাকে॥ ৪ ॥

চৌপাই—অতঃপর পরম সুশীলা বিনয়ী সীতাদেবী অনুসূয়াদেবীর (মহামুনি অত্রির পত্নী) শ্রীচরণ ধারণ করে প্রণাম করলেন। ঋষিপত্নী প্রসন্নচিত্ত হয়ে গেলেন। তিনি আশীর্বাদ করে সীতাদেবীকে বসালেন॥ ১ ॥ (তারপর) ঋষিপত্নী সীতাদেবীকে নিত্যনতুন গুণসম্পন্ন অমল সুখানুভূতিযুক্ত বস্ত্রাভরণ ধারণ করালেন। অতঃপর তিনি সীতাদেবীকে নারীধর্ম সম্বন্ধে কিছু সুমিষ্ট কথা বললেন॥ ২ ॥ হে রাজনন্দিনী ! শুনে রাখো। মাতা, পিতা, ভ্রাতা হিতৈষী অবশ্যই হিতাকাঙ্ক্ষী তবে তাঁদের ক্ষমতা সীমিত হয়ে থাকে। কিন্তু হে জানকীদেবী ! পতি তো (মোক্ষরূপ) অসীম (সুখ) প্রদান করে থাকেন। যে নারী পতির সেবা করে না তাকে অধম বলেই জানবে॥ ৩ ॥ ধৈর্য, ধর্ম, মিত্র ও পত্নীর পরীক্ষা বিপদ কালেই হয়ে থাকে। পতি বৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত, মূর্খ, সম্পদবিহীন, দৃষ্টিশক্তিহীন, বধির, ক্রোধী ও দীনহীন হলেও তাঁকে অপমান করলে নারী যমালয়ে গিয়ে কষ্ট ভোগ করে থাকে। কায়মনোবাক্যে পতিদেবের শ্রীচরণে প্রেম ধারণ করাই নারীর একমাত্র ধর্ম, একমাত্র কর্তব্য ও একমাত্র পথ॥ ৪-৫ ॥ জগতে চার রকমের পতিব্রতা নারী দেখা যায়। বেদ, পুরাণ ও সজ্জনদের মতে যে নারীর (পতি ছাড়া) অন্য পুরুষ স্বপ্নের মধ্যেও নেই সেই নারী উত্তম শ্রেণীর॥ ৬ ॥ মধ্যম শ্রেণীর পতিব্রতা নারী অপরের পতিকে নিজ ভ্রাতা, পিতা অথবা পুত্ররূপে দেখে থাকে (অর্থাৎ সমবয়স্ককে ভ্রাতা, প্রবীণকে পিতা ও নবীনকে পুত্র)। যে নারী ধর্মাধর্ম বিচার ও নিজ কুলমর্যাদা অনুসারে বাধ্য-বাধকতা জ্ঞানে জীবন যাপন করে, সে নিকৃষ্ট শ্রেণীর (নিম্ন শ্রেণীর) নারী হয়ে থাকে॥ ৭ ॥ আর যে নারী সুযোগের অভাবে অথবা ভয়ে পতিব্রতা সেজে বসে থাকে তাকে অধম নারী বলে জানবে। এরূপ পতি প্রবঞ্চক যে নারী অপরের পতিকে সঙ্গদান করে সে শতকল্পবর্ষ পর্যন্ত রৌরব নরকে পতিত হয়॥ ৮ ॥

চৌপাই (৯—১০)

ছন সুখ লাগি জনম সত কোটী। দুখ ন সমুঝ তেহি সম কো খোটী।।
বিনু শ্রম নারি পরম গতি লহঈ। পতিব্রত ধর্ম ছাড়ি ছল গহঈ।।

পতি প্রতিকূল জনম জহঁ জাঈ। বিধবা হোই পাই তরুনাঈ।।

সোরঠা (৫ ক, খ)

সহজ অপাবনি নারি পতি সেবত সুভ গতি লহই।
জসু গাবত শ্রুতি চারি অজহুঁ তুলসিকা হরিহি প্রিয়।।

সুনু সীতা তব নাম সুমিরি নারি পতিব্রত করহিঁ।
তোহি প্রানপ্রিয় রাম কহিউঁ কথা সংসার হিত।।

চৌপাই (১—৫)

সুনি জানকীঁ পরম সুখু পাবা। সাদর তাসু চরন সিরু নাবা।।
তব মুনি সন কহ কৃপানিধানা। আয়সু হোই জাউঁ বন আনা।।

সন্তত মো পর কৃপা করেহূ। সেবক জানি তজেহু জনি নেহূ।।
ধর্ম ধুরন্ধর প্রভু কৈ বানী। সুনি সপ্রেম বোলে মুনি গ্যানী।।

জাসু কৃপা অজ সিব সনকাদী। চহত সকল পরমারথ বাদী।।
তে তুম্হ রাম অকাম পিআরে। দীন বন্ধু মৃদু বচন উচারে।।

অব জানী মৈঁ শ্রী চতুরাঈ। ভজী তুম্হহি সব দেব বিহাঈ।।
জেহি সমান অতিসয় নহিঁ কোঈ। তা কর সীল কস ন অস হোঈ।।

কেহি বিধি কহৌঁ জাহু অব স্বামী। কহহু নাথ তুম্হ অন্তরজামী।।
অস কহি প্রভু বিলোকি মুনি ধীরা। লোচন জল বহ পুলক সরীরা।।

চৌপাই—ক্ষণিক সুখের আশায় যে নারী শতকোটি (অসংখ্য) জন্মের দুঃখকে ভুলে যায় তার মতন দুষ্টা আর নেই। কপটতা ত্যাগ করে পাতিব্রত্য ধর্ম পালনকারী নারী বিনা পরিশ্রমেই (অনায়াসেই) পরমগতি (মোক্ষ) লাভ করে থাকে॥ ৯ ॥ পতি প্রতিকূল আচরণকারী নারী যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন যুবতী হয়েও (যৌবনেই) বিধবা হয়॥ ১০ ॥

সোরঠা—জন্ম থেকে নারী অপবিত্র হলেও পতির সেবা করে সে অনায়াসে সদ্‌গতি লাভ করে। (পাতিব্রত্য ধর্মপালন হেতুই) আজও তুলসী শ্রীভগবানের প্রিয় আর চার বেদ তার যশঃকীর্তন করে॥ ৫ (ক)॥ হে সীতা! শুনে রাখো। তোমার নাম স্মরণ করে (অর্থাৎ তোমাকে আদর্শ জ্ঞান করে) তো নারীগণ পাতিব্রত্য ধর্ম পালন করবে। তোমার তো শ্রীরামচন্দ্র প্রাণসম প্রিয়। আমি এই (পাতিব্রত্য ধর্মের) কথা কেবল জগতের কল্যাণ কামনায় বললাম॥ ৫ (খ)॥

চৌপাই—জানকীদেবী এই কথা শুনে অতিশয় প্রীত হলেন এবং মুনি-পত্নীর শ্রীচরণে মস্তক অবনত করে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্র মুনিবরকে বললেন—অনুমতি করুন, এইবার অন্য বনে গমন করি॥ ১ ॥ আমার উপর সতত কৃপাদৃষ্টি রাখবেন আর আমাকে আপনার সেবক মনে করে স্নেহবর্ষণ করতে থাকবেন। ধর্মকুশল প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে (পরম) জ্ঞানী মুনিবর প্রীতিপূর্বক বললেন— ॥ ২ ॥ ব্রহ্মা, শিব ও সনকাদি পরমার্থবাদী (তত্ত্ববেত্তা) সকল যাঁর কৃপা কামনা করেন, হে শ্রীরাম! আপনি সেই নিষ্কাম পুরুষদেরও প্রিয়। আপনি দীনবন্ধু ভগবান স্বয়ং তাই এইরূপ শ্রুতিমধুর কথা বললেন॥ ৩ ॥ এতক্ষণে আমি লক্ষ্মীদেবীর চাতুর্য অনুধাবন করতে পেরেছি। তিনি যে কেন অন্য সকল দেবতাদের ত্যাগ করে আপনার ভজনা করে থাকেন, তা বুঝেছি। (সর্ববিষয়ে) যাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই তাঁর এইরূপ (বিনয়াবনত) আচরণ তো হবেই॥ ৪ ॥ হে প্রভু! 'আপনি এইবার আসুন'—আমি কেমন করে বলব ? হে নাথ! আপনি তো অন্তর্যামী। আপনিই বলুন। মুনিবর এই কথা বলে শান্তচিত্তে একদৃষ্টে শ্রীপ্রভুকে দেখতে থাকলেন। তাঁর নয়নযুগল তখন প্রেমাশ্রু প্লাবিত হয়ে গেল আর তিনি অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভব করতে লাগলেন॥ ৫ ॥

ছন্দ

তন পুলক নির্ভর প্রেম পূরন নয়ন মুখ পঙ্কজ দিএ।
মন গ্যান গুন গীতীত প্রভু মৈঁ দীখ জপ তপ কা কিএ॥
জপ জোগ ধর্ম সমূহ তেঁ নর ভগতি অনুপম পাবঈ।
রঘুবীর চরিত পুনীত নিসি দিন দাস তুলসী গাবঈ॥

দোহা ৬ (ক)

কলিমল সমন দমন মন রাম সুজস সুখমূল।
সাদর সুনহিঁ জে তিন্হ পর রাম রহহিঁ অনুকূল॥

সোরঠা ৬ (খ)

কঠিন কাল মন কোস ধর্ম ন গ্যান ন জোগ জপ।
পরিহরি সকল ভরোস রামহি ভজহিঁ তে চতুর নর॥

চৌপাই (১—৪)

মুনি পদ কমল নাই করি সীসা। চলে বনহি সুর নর মুনি ঈসা॥
আগেঁ রাম অনুজ পুনি পাছেঁ। মুনি বর বেষ বনে অতি কাছেঁ॥
উভয় বীচ শ্রী সোহই কৈসী। ব্রহ্ম জীব বিচ মায়া জৈসী॥
সরিতা বনগিরি অবঘট ঘাটা। পতি পহিচানি দেহিঁ বর বাটা॥
জহঁ জহঁ জাহিঁ দেব রঘুরায়া। করহিঁ মেঘ তহঁ তহঁ নভ ছায়া॥
মিলা অসুর বিরাধ মগ জাতা। আবতহীঁ রঘুবীর নিপাতা॥
তুরতহিঁ রুচির রূপ তেহিঁ পাবা। দেখি দুখী নিজ ধাম পঠাবা॥
পুনি আএ জহঁ মুনি সরভঙ্গা। সুন্দর অনুজ জানকী সঙ্গা॥

দোহা (৭)

দেখি রাম মুখ পঙ্কজ মুনিবর লোচন ভৃঙ্গ।
সাদর পান করত অতি ধন্য জন্ম সরভঙ্গ॥

ছন্দ—মুনিবর তখন প্রেমভাববিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর সর্বাঙ্গে ছিল পুলক শিহরণের অনুভূতি, নয়নযুগল শ্রীরামচন্দ্রের বদনকমল সুধা পানে নিবদ্ধ। (তিনি তখন মনে মনে ভাবছেন) তিনি এমন কী জপ তপস্যা করেছেন যার ফলে তাঁর এই মন-জ্ঞান-গুণ-ইন্দ্রিয়াতীত শ্রীপ্রভুর দর্শন লাভ হল ! অনুপম ভক্তি লাভের উপায় তো জপ, তপস্যা আর ধর্মাচরণ। তাই তো তুলসীদাসের সতত শ্রীরঘুবীরের যশঃকীর্তনে নিত্যযুক্ত থাকা॥

দোহা—*শ্রীরামচন্দ্রের নির্মল যশ কলিকল্মষ বিনাশকারী হয়ে থাকে। তা মনকে সংযত করে প্রকৃত সুখ প্রদান করে। যে এই নির্মল যশোগান ভক্তি সহকারে শ্রবণ করে সে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা লাভ করে থাকে॥ ৬(ক)॥*

সোরঠা— *এই ভয়ংকর কলিকাল পাপের ভাণ্ডার স্বরূপ। তাতে ধর্ম, জ্ঞান, যোগ অথবা তপস্যা—কোনোটাই নেই। এসবের উপর ভরসা না করে যারা শ্রীরামচন্দ্র ভজনার পথ বেছে নেয় তারাই বুদ্ধিমান বলে পরিচিত হন॥ ৬ (খ)॥*

চৌপাই—মুনিবরের শ্রীপাদপদ্মে মস্তক অবনত করে সুর-নর-মুনি সকলের ঈশ্বর শ্রীরামচন্দ্র বনের পথে বেরিয়ে পড়লেন। সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্র আর অনুজ তাঁর অনুগমন করছিলেন। তাপস বেশধারী ভ্রাতৃযুগলের অনুপম সৌন্দর্য ছিল॥ ১ ॥ ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যেমন মায়া (প্রকৃতি) অবস্থান করে, ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে শ্রীসীতাদেবীর অবস্থান তদনুরূপ মনে হচ্ছিল। নদী, পথ, পর্বত ও দুর্গম গিরিপথ সবই যেন প্রভুকে চিনতে পেরে উত্তম পথ করে দিচ্ছিল॥ ২ ॥ শ্রীরঘুনাথদেব যে পথে যাচ্ছিলেন, আকাশের মেঘ (সূর্যকে ঢেকে দিয়ে) ছায়া করে দিচ্ছিল। পথে বিরাট রাক্ষসের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। রাক্ষস তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হতেই শ্রীরঘুনাথ তাকে বধ করলেন॥ ৩ ॥ (শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বধ হওয়াতে) রাক্ষস তৎক্ষণাৎ সুন্দর (দিব্য) রূপ লাভ করল। তাকে আতুর দেখে শ্রীপ্রভু তাকে নিজ পরম ধামে প্রেরণ করলেন। অতঃপর তিনি প্রিয় অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে উপনীত হলেন॥ ৪ ॥

দোহা— *শ্রীরামচন্দ্রের কমলাননের (অনুপম) শোভা অবলোকন করে মুনিবরের নয়নরূপ ভ্রমর সেই কমলাননের শোভা পরমানন্দে পান করতে লাগল। শরভঙ্গ মুনির (শ্রীপ্রভু দর্শনে) জন্ম সার্থক হল॥ ৭ ॥*

চৌপাই (১—৪)

কহ মুনি সুনু রঘুবীর কৃপালা। সঙ্কর মানস রাজমরালা॥
জাত রহেউঁ বিরঞ্চি কে ধামা। সুনেউঁ শ্রবন বন ঐহহিঁ রামা॥

চিতবত পন্থ রহেউঁ দিন রাতী। অব প্রভু দেখি জুড়ানী ছাতী॥
নাথ সকল সাধন মৈঁ হীনা। কীন্হী কৃপা জানি জন দীনা॥

সো কছু দেব ন মোহি নিহোরা। নিজ পন রাখেউ জন মন চোরা॥
তব লগি রহেহু দীন হিত লাগী। জব লগি মিলৌঁ তুম্হহি তনু ত্যাগী॥

জোগ জগ্য জপ তপ ব্রত কীন্হা। প্রভু কহঁ দেহ ভগতি বর লীন্হা॥
এহি বিধি সর রচি মুনি সরভঙ্গা। বৈঠে হৃদয়ঁ ছাড়ি সব সঙ্গা॥

দোহা (৮)

সীতা অনুজ সমেত প্রভু নীল জলদ তনু স্যাম।
মম হিয়ঁ বসহু নিরন্তর সগুনরূপ শ্রীরাম॥

চৌপাই (১—৪)

অস কহি জোগ অগিনি তনু জারা। রাম কৃপাঁ বৈকুন্ঠ সিধারা॥
তাতে মুনি হরি লীন ন ভয়উ। প্রথমহিঁ ভেদ ভগতি বর লয়উ॥

রিষি নিকায় মুনিবর গতি দেখী। সুখী ভএ নিজ হৃদয়ঁ বিসেষী॥
অস্তুতি করহিঁ সকল মুনি বৃন্দা। জয়তি প্রনত হিত করুনা কন্দা॥

পুনি রঘুনাথ চলে বন আগে। মুনিবর বৃন্দ বিপুল সঁগ লাগে॥
অস্থি সমূহ দেখি রঘুরায়া। পূছী মুনিন্হ লাগি অতি দায়া॥

জানতহূঁ পূছিঅ কস স্বামী। সবদরসী তুম্হ অন্তরজামী॥
নিসিচর নিকর সকল মুনি খাএ। সুনি রঘুবীর নয়ন জল ছাএ॥

চৌপাই — মুনি বললেন—হে কৃপালু শ্রীরঘুবীর ! হে শংকর মনরূপ মানসসরোবরের রাজহংস ! শুনুন। আমি ব্রহ্মলোকে গমন করছিলাম। (হঠাৎ) কানে এল যে শ্রীরামচন্দ্র বনে আসবেন॥ ১ ॥ তখন থেকে আমার রাতদিন আপনার পথ চেয়ে সময় কেটেছে। আজ শ্রীপ্রভুর দর্শন লাভ করে হৃদয়ে শান্তির অনুভূতি লাভ করলাম। আমি (নিতান্তই) সাধনভজনহীন। দীনহীন সেবক জ্ঞানেই আপনি আমার উপর কৃপা করেছেন॥ ২ ॥ হে দেব ! আমার উপর বিশেষ অনুগ্রহ করাতে বলার কী আছে ! হে ভক্তমনহারক শ্রীপ্রভু ! এতো আপনার প্রতিজ্ঞাপালন মাত্র। এই দীনহীনের কল্যাণে আপনি যে পর্যন্ত না আমি এই দেহ ত্যাগ করে আপনার সঙ্গে মিলিত হই, আপনি এইখানেই অবস্থান করুন॥ ৩ ॥ যোগ, যজ্ঞ, জপ, তপস্যাদি ব্রতসকল মুনিবর যা কিছু করেছিলেন তা তিনি শ্রীপ্রভুকে সমর্পণ করে ভক্তির বর চেয়ে নিলেন। এইভাবে (দুর্লভ ভক্তি লাভ করে) তিনি চিতা রচনা করলেন আর হৃদয় থেকে সমস্ত (কামনা বাসনাদি) আসক্তি ত্যাগ করে চিতায় আরোহণ করলেন॥ ৪ ॥

দোহা—(অতঃপর তিনি বললেন—) হে নীলজলদ অঙ্গকান্তি শ্যামসুন্দর শ্রীরামচন্দ্র ! আপনি সীতাদেবী ও অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ সহিত আমার হৃদয়ে সতত বিরাজমান থাকুন॥ ৮ ॥

চৌপাই—এইরূপ বলে মুনিবর শ্রীশরভঙ্গ যোগাগ্নি প্রজ্বলিত করে নিজেকে আহুতি দিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তাঁর বৈকুণ্ঠধাম লাভ হল। তিনি ভেদ-ভক্তির বর চেয়েছিলেন বলে তাঁর শ্রীভগবানের সঙ্গে সারূপ্য হয়নি অর্থাৎ তিনি ভগবানে বিলীন হননি॥ ১ ॥ ঋষি সমুদয় মুনিবরের এই (দুর্লভ) গতি লাভ প্রত্যক্ষ করে প্রসন্নচিত্ত হয়ে গেলেন। তাঁরা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের স্তবস্তুতি করতে লাগলেন আর শরণাগতবৎসল করুণাকর শ্রীপ্রভুর নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন॥ ২ ॥ অতঃপর শ্রীরঘুনাথের আবার বনপথে গমন শুরু হল। প্রভূত সংখ্যক মুনিবরবৃন্দ তাঁর সঙ্গ দিলেন। (পথের ধারের) স্তূপীকৃত অস্থিরাশি দেখে তিনি দয়ার্দ্র হয়ে পড়লেন। তিনি (সঙ্গী) মুনিবরদের এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন॥ ৩ ॥ (মুনিগণ বললেন—) হে স্বামী ! আপনি তো সর্বদর্শী ও অন্তর্যামী। আপনি জানেন তবুও (আমাদের) কেন জিজ্ঞাসা করছেন ? রাক্ষসগণ এইসকল মুনিদের ভক্ষণ করেছে। (এই স্তূপাকার অস্থি সেই মুনিদেরই)। এ কথা শুনেই শ্রীরঘুবীরের নয়নযুগল জলে (করুণাশ্রুতে) ভরে গেল॥ ৪ ॥

দোহা (৯)

নিসিচর হীন করউঁ মহি ভুজ উঠাই পন কীন্হ।
সকল মুনিন্হ কে আশ্রমন্হি জাই জাই সুখ দীন্হ॥

চৌপাই (১—৭)

মুনি অগস্তি কর সিষ্য সুজানা। নাম সুতীছন রতি ভগবানা॥
মন ক্রম বচন রাম পদ সেবক। সপনেহুঁ আন ভরোস ন দেবক॥

প্রভু আগবনু শ্রবন সুনি পাবা। করত মনোরথ আতুর ধাবা॥
হে বিধি দীনবন্ধু রঘুরায়া। মো সে সঠ পর করিহহিঁ দায়া॥

সহিত অনুজ মোহি রাম গোসাঈঁ। মিলিহহিঁ নিজ সেবক কী নাঈঁ॥
মোরে জিয়ঁ ভরোস দৃঢ় নাহীঁ। ভগতি বিরতি ন গ্যান মন মাহীঁ॥

নহিঁ সতসঙ্গ জোগ জপ জাগা। নহিঁ দৃঢ় চরন কমল অনুরাগা॥
এক বানি করুনানিধান কী। সো প্রিয় জাকেঁ গতি ন আন কী॥

হোইহেঁ সুফল আজু মম লোচন। দেখি বদন পঙ্কজ ভব মোচন॥
নির্ভর প্রেম মগন মুনি গ্যানী। কহি ন জাই সো দসা ভবানী॥

দিসি অরু বিদিসি পন্থ নহিঁ সূঝা। কো মৈঁ চলেউঁ কহাঁ নহিঁ বূঝা॥
কবহুঁক ফিরি পাছেঁ পুনি জাঈ। কবহুঁক নৃত্য করই গুন গাঈ॥

অবিরল প্রেম ভগতি মুনি পাঈ। প্রভু দেখৈঁ তরু ওট লুকাঈ॥
অতিসয় প্রীতি দেখি রঘুবীরা। প্রগটে হৃদয়ঁ হরন ভব ভীরা॥

দোহা—তখন (ভগবান) শ্রীরামচন্দ্র হাত তুলে প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি পৃথিবীকে রাক্ষসহীন করে ছাড়বেন। অতঃপর তিনি মুনিদের আশ্রমে গেলেন ও (দর্শন ও প্রীতি-সম্ভাষণাদি দ্বারা) তাঁদের সুখ প্রদান করলেন॥ ৯ ॥

চৌপাই—সুতীক্ষ্ণ নামে অগস্ত্য মুনির এক অতি বিশিষ্ট (জ্ঞানী) শিষ্য ছিলেন। শ্রীভগবানের উপর তাঁর বিশেষ প্রীতি ছিল। কায়মনোবাক্যে তিনি শ্রীরামভক্ত ছিলেন। স্বপ্নেও তিনি অন্য কোনো দেবতার কথা ভাবতেন না॥ ১ ॥ প্রভুর আগমন বার্তা কর্ণগোচর হতেই তিনি মনে বহু কথা ভাবনাপূর্বক অতি দ্রুতবেগে ছুটে গেলেন। যেতে যেতে তাঁর চিন্তা হল—হে বিধাতা ! দীনবন্ধু শ্রীরঘুনাথ কি আমার মতন দুষ্টের প্রতি কৃপা করবেন ? ২ ॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র কি অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ সহিত আমার মতন (নগণ্য) সেবকের সঙ্গে দেখা করবেন ? ২ ॥ আমার যে বিশ্বাস হয় না কারণ, আমার তো ভক্তি, বৈরাগ্য অথবা জ্ঞান কোনোটাই নেই॥ ৩ ॥ সাধুসঙ্গ, যোগসাধনা, জপ, যজ্ঞ, আমি কিছুই করিনি আর শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে সুদৃঢ় অনুরাগই বা আমার কোথায় ? তবে আমার একমাত্র ভরসা এই যে করুণানিধান শ্রীপ্রভুর এক বিশেষ গুণ যে তিনি তার উপরই কৃপা করেন যে প্রকৃত সহায়সম্বলহীন॥ ৪ ॥ (শ্রীপ্রভুর এই বিশেষ গুণের কথা মনে আসতেই মুনি আনন্দমগ্ন হয়ে মনে মনে বলতে লাগলেন—) আহা ! ভববন্ধন মোচনকারী শ্রীপ্রভুর মুখার-বিন্দ দর্শন করে আমার নয়নযুগল ধন্য হবে আজ। (মহাদেব বললেন—) হে ভবানী ! জ্ঞানীমুনি তখন শ্রীপ্রভুর প্রেমপ্রীতি সাগরে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত ছিলেন। বর্ণনাতীত অবস্থা তখন তাঁর॥ ৫ ॥ তিনি তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান বিরহিত হয়ে পড়েছিলেন, পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি কে ও কোথায় যাচ্ছেন ভুলে গিয়েছিলেন। সোজা পথে তিনি হাঁটতে পারছিলেন না। প্রভুর গুণকীর্তন করে তিনি নৃত্যও করছিলেন॥ ৬ ॥ মুনি প্রগাঢ় রাগানুগা ভক্তি লাভ করেছিলেন। (এদিকে) প্রভু শ্রীরামচন্দ্র (তাঁর সকাশে উপনীত হয়ে) গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে (ভক্তের প্রেমোন্মত্ত অবস্থা) দেখতে লাগলেন। মুনির প্রেমাতিশয্য প্রত্যক্ষ করে ভব (গতায়াত) ভয়হারক শ্রীরঘুবীর মুনির হৃদয়ে প্রকট হলেন॥ ৭ ॥

চৌপাই (৮—১২)

মুনি মগ মাঝ অচল হোই বৈসা। পুলক সরীর পনস ফল জৈসা॥
তব রঘুনাথ নিকট চলি আএ। দেখি দসা নিজ জন মন ভাএ॥
মুনিহি রাম বহু ভাঁতি জগাবা। জাগ ন ধ্যান জনিত সুখ পাবা॥
ভূপ রূপ তব রাম দুরাবা। হৃদয়ঁ চতুর্ভুজ রূপ দেখাবা॥
মুনি অকুলাই উঠা তব কৈসেঁ। বিকল হীন মনি ফনিবর জৈসেঁ॥
আগেঁ দেখি রাম তন স্যামা। সীতা অনুজ সহিত সুখ ধামা॥
পরেউ লকুট ইব চরন্হি লাগী। প্রেম মগন মুনিবর বড়ভাগী॥
ভুজ বিসাল গহি লিএ উঠাঈ। পরম প্রীতি রাখে উর লাঈ॥
মুনিহি মিলত অস সোহ কৃপালা। কনক তরুহি জনু ভেঁট তমালা॥
রাম বদনু বিলোক মুনি ঠাঢ়া। মানহুঁ চিত্র মাঝ লিখি কাঢ়া॥

দোহা (১০)

তব মুনি হৃদয়ঁ ধীর ধরি গহি পদ বারহিঁ বার।
নিজ আশ্রম প্রভু আনি করি পূজা বিবিধ প্রকার॥

চৌপাই (১—৩)

কহ মুনি প্রভু সুনু বিনতী মোরী। অস্তুতি করৌঁ কবন বিধি তোরী॥
মহিমা অমিত মোরি মতি থোরী। রবি সন্মুখ খদ্যোত অঁজোরী॥
শ্যাম তামরস দান শরীরং। জটা মুকুট পরিধন মুনিচীরং॥
পাণি চাপ শর কটি তূণীরং। নৌমি নিরন্তর শ্রীরঘুবীরং॥
মোহ বিপিন ঘন দহন কৃশানুঃ। সন্ত সরোরুহ কানন ভানুঃ॥
নিসিচর করি বরূথ মৃগরাজঃ। ত্রাতু সদা নো ভব খগ বাজঃ॥

চৌপাই—(হৃদয়ে শ্রীপ্রভুর দর্শন লাভ করে) মুনি (ভাবাবেগে) পথের উপর বসে পড়লেন। অঙ্গ তাঁর পনস (কাঁঠাল)সম কণ্টকিত হয়ে উঠল আর তিনি পুলক রোমাঞ্চ অনুভব লাভ করলেন। এইবার শ্রীরঘুনাথ ভক্তের নিকটে এলেন। ভক্তের প্রেমদশা তাঁকে অতি প্রসন্ন করে তুলল॥ ৮ ॥ শ্রীরামচন্দ্র মুনিকে নানাভাবে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তখন যে মুনি ধ্যান সুখসাগরে নিমজ্জিত। তাই তিনি সেই অবস্থাতেই রইলেন। তখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নিজ রাজবেশ প্রচ্ছন্ন করে মুনির হৃদয়ে তাঁর চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হলেন॥ ৯ ॥ (ইষ্টরূপে হৃদয়ে অন্তর্ধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে) মুনি মণিহারা ফণীসম ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি (ভাব জগৎ থেকে নেমে এসে) চোখ খুলতেই সম্মুখে সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণ সহিত তাঁর (অতি প্রিয়) সুখধাম শ্যামসুন্দর বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্রকে দেখতে পেলেন॥ ১০ ॥ প্রেমমগ্ন পরম ভাগ্যবান মুনিবর (তৎক্ষণাৎ) দণ্ডবৎ শ্রীরামচন্দ্রের চরণে পতিত হলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর বিশাল বাহুযুগল দ্বারা তাঁকে তুলে ধরলেন ও পরমপ্রীতি সহকারে আলিঙ্গন দান করলেন॥ ১১ ॥ কৃপালু শ্রীরামচন্দ্রের মুনির সঙ্গে মিলিত হওয়ার দৃশ্যে এক বিশেষ সৌন্দর্য ছিল। মনে হচ্ছিল যেন কাঞ্চনময় তরু তমালকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। (চুপচাপ) দাঁড়িয়ে মুনি তখন (একদৃষ্টে) চিত্রার্পিতসম শ্রীরামচন্দ্রের বদনমণ্ডল দর্শন করতে লাগলেন॥ ১২ ॥

দোহা—তখন মুনি হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ করে বারে বারে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পদরজ মস্তকে ধারণ করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীপ্রভুকে আশ্রমে নিয়ে গেলেন ও নানাভাবে তাঁর পূজার্চনা করলেন॥ ১০ ॥

চৌপাই—মুনি বলতে লাগলেন—হে প্রভু! আমার বিনীত নিবেদন শুনুন। আমি আপনার কীভাবে স্তুতি করতে হয় তাই জানি না! আপনার অপার মহিমা আর তার সামনে অল্পবুদ্ধি আমি ; যেন সূর্যের আলোর সামনে জোনাকির আলো! ১ ॥ হে নীলোৎপলমাল্য অঙ্গ শ্যামসুন্দর! হে জটাজুট কিরীটধারী! হে মুনিসম বল্কলধারী! হে হস্তে ধনুর্বাণ ও কটিতে তূণীর ধারণকারী শ্রীরঘুবীর! আপনি আমার পুনঃপুন প্রণাম গ্রহণ করুন॥ ২ ॥ যিনি মোহরূপ নিবিড় অরণ্যদাহী অগ্নিস্বরূপ, সন্তরূপ কমলবনকে প্রসন্নতা প্রদানকারী সূর্যস্বরূপ, রাক্ষসরূপ হস্তীযূথ বিতাড়নকারী সিংহস্বরূপ আর যিনি ভব (গতায়াত)রূপ পক্ষীকে শাসনকারী বাজপাখিস্বরূপ, সেই প্রভু আমাকে সতত রক্ষা করুন॥ ৩ ॥

চৌপাই (৪—১৪)

অরুণ নয়ন রাজীব সুবেশং। সীতা নয়ন চকোর নিশেশং॥
হর হৃদি মানস বাল মরালং। নৌমি রাম উর বাহু বিশালং॥

সংশয় সর্প গ্রসন উরগাদঃ। শমন সুকর্কশ তর্ক বিষাদঃ॥
ভব ভঞ্জন রঞ্জন সুর যূথঃ। ত্রাতু সদা নো কৃপা বরূথঃ॥

নির্গুণ সগুণ বিষম সম রূপং। জ্ঞান গিরা গোতীতমনূপং॥
অমলমখিলমনবদ্যমপারং । নৌমি রাম ভঞ্জন মহি ভারং॥

ভক্ত কল্পপাদপ আরামঃ। তর্জন ক্রোধ লোভ মদ কামঃ॥
অতি নাগর ভব সাগর সেতুঃ। ত্রাতু সদা দিনকর কুল কেতুঃ॥

অতুলিত ভুজ প্রতাপ বল ধামঃ। কলি মল বিপুল বিভঞ্জন নামঃ॥
ধর্ম বর্ম নর্মদ গুণ গ্রামঃ। সন্তত শং তনোতু মম রামঃ॥

জদপি বিরজ ব্যাপক অবিনাসী। সব কে হৃদয়ঁ নিরন্তর বাসী॥
তদপি অনুজ শ্রী সহিত খরারী। বসতু মনসি মম কানন চারী॥

জে জানহিঁ তে জানহুঁ স্বামী। সগুন অগুন উর অন্তরজামী॥
জো কোসলপতি রাজিব নয়না। করউ সো রাম হৃদয় মম অয়না॥

অস অভিমান জাই জনি ভোরে। মৈঁ সেবক রঘুপতি পতি মোরে॥
সুনি মুনি বচন রাম মন ভাএ। বহুরি হরষি মুনিবর উর লাএ॥

পরম প্রসন্ন জানু মুনি মোহী। জো বর মাগহু দেউঁ সো তোহী॥
মুনি কহ মৈঁ বর কবহুঁ ন জাচা। সমুঝি ন পরই ঝূঠ কা সাচা॥

তুম্হহি নীক লাগৈ রঘুরাঈ। সো মোহি দেহু দাস সুখদাঈ॥
অবিরল ভগতি বিরতি বিগ্যানা। হোহু সকল গুন গ্যান নিধানা॥

প্রভু জো দীন্হ সো বরু মৈঁ পাবা। অব সো দেহু মোহি জো ভাবা॥

চৌপাই—হে রক্তকমলনয়ন, সুবেশ, সীতাদেবীর নয়নচকোর চন্দ্র ! হে মহাদেবের হৃদয়রূপ মানস সরোবরের হংসশাবক ! হে বিশাল হৃদয় ও বিশাল ভুক্ত শ্রীরামচন্দ্র ! আমি আপনাকে নমস্কার করি॥ ৪ ॥ যিনি সংশয়রূপী সর্পকে গ্রাসকারী গরুড়, তর্কের ফলে উৎপন্ন বিষাদের হরণকারী, গতায়াত নিবারণকারী এবং দেবতাদের আনন্দ প্রদানকারী, সেই কৃপাপুঞ্জ শ্রীরামচন্দ্র আমাকে নিত্য রক্ষা করুন॥ ৫ ॥ হে নির্গুণ, সগুণ আর সমরূপ ! হে জ্ঞানাতীত, বর্ণনাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত ! হে অনুপম নির্মল অনঘ ! হে ভবভয়ভঞ্জক অনন্ত ! আমি আপনাকে নমস্কার করি॥ ৬ ॥ যিনি ভক্তদের জন্য কল্পবৃক্ষ উদ্যানস্বরূপ, ক্রোধ-লোভ-মদ-কাম-ত্রাসন, সুচতুর, ভবসাগরতারক সেতুস্বরূপ, সেই সূর্যবংশকেতু শ্রীরামচন্দ্র আমাকে সতত রক্ষা করুন॥ ৭ ॥ যিনি শক্তির আধার ও অতুলনীয় বাহুবলসম্পন্ন, যাঁর নামেই কলির বিপুল পরিমাণ কল্মষ বিনাশ হয়, যিনি ধর্মের রক্ষাকবচ ও যাঁর গুণসকল আনন্দ-প্রদানকারী, সেই শ্রীরামচন্দ্র সতত আমার কল্যাণ করুন॥ ৮ ॥ যদিও আপনি নির্মল, সর্বব্যাপী, শাশ্বত ও ভক্তহৃদয়ে সতত বিরাজমান থাকেন তবুও হে অবিনশ্বর শ্রীরামচন্দ্র ! বিপিনবিহারী আপনি সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণসহ এইরূপেই আমার হৃদয়ে নিত্য অধিষ্ঠান করুন॥ ৯ ॥ হে প্রভু ! আপনাকে সগুণ, নির্গুণ, সর্বান্তর্যামী যে যা ভাবে ভাবুক, আমি চাই যে আমার হৃদয়ে তো কৌশলাধিপতি কমলনয়ন শ্রীরামচন্দ্রই সতত বিরাজমান থাকুন॥ ১০ ॥ ভুল করেও আমার এই অহংকার যেন দূর না হয় যে, আপনি শ্রীরঘুনাথ আমার প্রভু আর আমি আপনার সেবক। মুনির কথা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে প্রসন্নচিত্ত করে তুলল। তিনি তখন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে মুনিবরকে আলিঙ্গন দান করলেন॥ ১১ ॥ (শ্রীরঘুপতি বললেন—) হে মুনি ! আমি অতি প্রসন্ন। যা চাইবে তাই পাবে। শ্রীসুতীক্ষ্ণ মুনি বললেন—আমি বর তো কারো কাছে কখনো চাইনি। সত্য-মিথ্যা আমি বুঝি না। (কী চাইতে হয় তাই জানি না।)॥ ১২ ॥ অতএব হে প্রভু শ্রীরঘুনাথ ! হে ভক্তসেবক সুখপ্রদাতা ! আপনার ইচ্ছানুসার বরদান করুন। (শ্রীরঘুনাথ বললেন—হে মুনি !) তুমি প্রগাঢ় ভক্তিমান, বৈরাগ্যবান, বিজ্ঞানী, সর্বগুণসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞানসমৃদ্ধ হও॥ ১৩ ॥ (তখন মুনি বললেন—) হে প্রভু ! আপনার দেওয়া বর পেয়ে আমি ধন্য হলাম। তবে আমাকে আমার ইচ্ছানুসার কিছু দিন॥ ১৪ ॥

দোহা (১১)

অনুজ জানকী সহিত প্রভু চাপ বান ধর রাম।
মম হিয় গগন ইন্দু ইব বসহু সদা নিহকাম।।

চৌপাই (১—৭)

এবমস্তু করি রমানিবাসা। হরষি চলে কুম্ভজ রিষি পাসা।।
বহুত দিবস গুর দরসনু পাএঁ। ভএ মোহি এহিঁ আশ্রম আএঁ।।
অব প্রভু সঙ্গ জাউঁ গুর পাহীঁ। তুম্হ কহঁ নাথ নিহোরা নাহীঁ।।
দেখি কৃপানিধি মুনি চতুরাঈ। লিএ সঙ্গ বিহসে দ্বৌ ভাঈ।।
পন্থ কহত নিজ ভগতি অনূপা। মুনি আশ্রম পহুঁচে সুরভূপা।।
তুরত সুতীছন গুর পহিঁ গয়উ। করি দণ্ডবত কহত অস ভয়উ।।
নাথ কোসলাধীস কুমারা। আএ মিলন জগত আধারা।।
রাম অনুজ সমেত বৈদেহী। নিসি দিনু দেব জপত হহু জেহী।।
সুনত অগস্তি তুরত উঠি ধাএ। হরি বিলোকি লোচন জল ছাএ।।
মুনি পদ কমল পরে দ্বৌ ভাঈ। রিষি অতি প্রীতি লিএ উর লাঈ।।
সাদর কুসল পূছি মুনি গ্যানী। আসন বর বৈঠারে আনী।।
পুনি করি বহু প্রকার প্রভু পূজা। মোহি সম ভাগ্যবন্ত নহিঁ দূজা।।
জহঁ লগি রহে অপর মুনি বৃন্দা। হরষে সব বিলোকি সুখকন্দা।।

দোহা (১২)

মুনি সমূহ মহঁ বৈঠে সন্মুখ সব কী ওর।
সরদ ইন্দু তন চিতবত মানহুঁ নিকর চকোর।।

চৌপাই (১)

তব রঘুবীর কহা মুনি পাহীঁ। তুম্হ সন প্রভু দুরাব কছু নাহীঁ।।
তুম্হ জানহু জেহি কারন আয়উঁ। তাতে তাত ন কহি সমুঝায়উঁ।।

দোহা—হে প্রভু ! হে শ্রীরামচন্দ্র ! আমার হৃদয় গগনে চন্দ্রসম ধনুর্বাণধারী আপনি, সীতাদেবী ও অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ সহিত সতত বিরাজমান থাকুন॥ ১১ ॥

চৌপাই—তখন সীতানাথ শ্রীরামচন্দ্র 'তাই হবে' বলে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে অগস্ত্য ঋষির আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। (তখন সুতীক্ষ্ণ মুনি বললেন—) গুরুদেব শ্রীঅগস্ত্যকে দর্শন করে বহুদিন পূর্বে আমি এই আশ্রমে চলে এসেছিলাম॥ ১ ॥ (আপনার অনুমতি হলে) আমিও আপনাদের সঙ্গে শ্রীগুরুর কাছে যাই। তাতে অবশ্য হে নাথ ! আপনার উপর আমার অনুগ্রহ প্রকাশের প্রশ্ন আদৌ নেই। মুনির সুচতুর বাক্যবিন্যাস দেখে ভ্রাতৃযুগল হেসে তাঁকে সঙ্গে নিলেন॥ ২ ॥ পথে শ্রীপ্রভু নিজ (অগস্ত্য মুনির উপর) অপরিমিত ভক্তির কথা বললেন। (অবশেষে) দেবতাদের রাজরাজেশ্বর শ্রীরামচন্দ্র অগস্ত্য মুনির আশ্রমে উপনীত হলেন। (গুরুগৃহে আগমনের) সঙ্গে সঙ্গেই সুতীক্ষ্ণ মুনি গুরুদেব সকাশে গমন করে দণ্ডবৎ প্রণাম করে এইরূপ নিবেদন করলেন॥ ৩ ॥ হে নাথ ! আপনি যাঁর নাম অহর্নিশ জপ করেন সেই অযোধ্যাপতি শ্রীদশরথনন্দন জগদাত্মা শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী ও অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এসেছেন॥ ৪ ॥ (শ্রীপ্রভুর আগমন) বার্তা কর্ণগোচর হতেই শ্রীঅগস্ত্য তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন। শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করে তাঁর নয়নযুগল (প্রেমানন্দের অশ্রুতে) সজল হয়ে উঠল। ভ্রাতৃযুগল মুনির শ্রীপাদপদ্মে লুটিয়ে পড়লেন। ঋষিবর (তাঁদের তুলে) পরম প্রীতিসহকারে আলিঙ্গন দান করলেন॥ ৫ ॥ (পরম) জ্ঞানী মুনিবর সমাদরে কুশল সম্ভাষণ করে তাঁদের উত্তম আসনে উপবেশন করালেন আর বিবিধ উপচারে পূজার্চনা করে বললেন—আজ আমি পরম ভাগ্যবান॥ ৬ ॥ উপস্থিত অন্যান্য মুনিগণ আনন্দধাম শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন॥ ৭ ॥

দোহা—মুনিদের মধ্যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সকলের দিকে মুখ করে বসলেন (অর্থাৎ প্রত্যেক মুনিই দেখলেন যে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর দিকেই মুখ করে বসে আছেন আর প্রত্যেকেই তাঁর দিকে একদৃষ্টে দেখছেন)। মনে হচ্ছিল যেন চকোর সম্প্রদায় পূর্ণিমার চন্দ্র দর্শন করছে॥ ১২ ॥

চৌপাই—তখন শ্রীরামচন্দ্র মুনিকে বললেন—হে প্রভু ! আপনার অজানা তো কিছুই নেই। আমার আগমনের কারণও আপনার জানা। তাই হে তাত ! বিষদ বিবরণ দানে বিরত থাকলাম॥ ১ ॥

চৌপাই (২—৯)

অব সো মন্ত্র দেহু প্রভু মোহী। জেহি প্রকার মারৌঁ মুনিদ্রোহী॥
মুনি মুসুকানে সুনি প্রভু বানী। পূছেহু নাথ মোহি কা জানী॥

তুম্হরেউঁ ভজন প্রভাব অঘারী। জানউঁ মহিমা কছুক তুম্হারী॥
ঊমরি তরু বিসাল তব মায়া। ফল ব্রহ্মান্ড অনেক নিকায়া॥

জীব চরাচর জন্তু সমানা। ভীতর বসহিঁ ন জানহিঁ আনা॥
তে ফল ভচ্ছক কঠিন করালা। তব ভয়ঁ ডরত সদা সোউ কালা॥

তে তুম্হ সকল লোকপতি সাঈঁ। পূঁছেহু মোহি মনুজ কী নাঈ॥
যহ বর মাগউঁ কৃপানিকেতা। বসহু হৃদয়ঁ শ্রী অনুজ সমেতা॥

অবিরল ভগতি বিরতি সতসঙ্গা। চরন সরোরুহ প্রীতি অভঙ্গা॥
জদ্যপি ব্রহ্ম অখন্ড অনন্তা। অনুভব গম্য ভজহিঁ জেহি সন্তা॥

অস তব রূপ বখানউঁ জানউঁ। ফিরি ফিরি সগুন ব্রহ্ম রতি মানউঁ॥
সন্তত দাসন্হ দেহু বড়াঈ। তাতেঁ মোহি পূঁছেহু রঘুরাঈ॥

হৈ প্রভু পরম মনোহর ঠাউঁ। পাবন পঞ্চবটী তেহি নাউঁ॥
দন্ডক বন পুনীত প্রভু করহূ। উগ্র সাপ মুনিবর কর হরহূ॥

বাস করহু তহঁ রঘুকুল রায়া। কীজে সকল মুনিন্হ পর দায়া॥
চলে রাম মুনি আয়সু পাঈ। তুরতহিঁ পঞ্চবটী নিঅরাঈ॥

দোহা (১৩)

গীধরাজ সৈঁ ভেঁট ভই বহু বিধি প্রীতি বঢ়াই।
গোদাবরী নিকট প্রভু রহে পরন গৃহ ছাই॥

চৌপাই—হে প্রভু ! এখন আমাকে আপনি সেই মন্ত্র (পরামর্শ) দান করুন যাতে আমি মুনিদের বিরুদ্ধাচারী রাক্ষসদের বধ করতে পারি। শ্রীপ্রভুর কথা শুনে মুনিবর মুচকি হেসে বললেন—হে নাথ ! আপনি কী ভেবে এই প্রশ্ন করেছেন, বলুন ? ২ ॥ হে অঘারি ! আমি আপনার সাধন-ভজনের প্রভাবে আপনার মহিমা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত আছি। আপনার মহিমা ডুমুরবৃক্ষসম বিশাল আর ব্রহ্মাণ্ডসকল তার ফল মাত্র॥ ৩ ॥ বিশ্বচরাচরের জীবসকল (ডুমুরের মধ্যে নিবাসকারী ক্ষুদ্রাকার) জন্তুসম তার (ব্রহ্মাণ্ডরূপ ফলের) ভিতর বাস করে। তারা (সেই ক্ষুদ্র জগৎ ছাড়া) আর কিছুই জানতে পারে না। করাল ও কঠিন কাল সেই ফল ভক্ষণ করে থাকে। সেই কালও আপনার ভয়ে সতত শঙ্কিত হয়ে থাকে॥ ৪ ॥ আপনি সেই সকল লোকের অধীশ্বর হয়েও মানুষের মতন প্রশ্ন করছেন ! হে কৃপানিকেতন শ্রীরামচন্দ্র ! আমি তো এই বর সতত প্রার্থনা করি যেন আপনি, সীতাদেবী ও অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ সহিত আমার হৃদয়ে সতত বিরাজমান থাকুন॥ ৫ ॥ আমার যেন অবিচল ভক্তি, বৈরাগ্য, সাধুসঙ্গ ও আপনার শ্রীপাদপদ্মে অখণ্ড প্রীতি লাভ হয়। আপনি অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্ম স্বয়ং হলেও আপনার বোধ একমাত্র অনুভূতি দ্বারা হওয়া সম্ভব যার সাধনা সাধুমহাত্মাগণ সতত করে থাকেন॥ ৬ ॥ যদিও আমি আপনার ব্রহ্মরূপ মানি, জানি ও বর্ণনাও করে থাকি তবুও বারে বারে আমি সগুণ ব্রহ্মেই (আপনার এই অনুপম স্বরূপে) অশেষ প্রীতি ধারণ করি। আপনি তো ভক্তদের সুখ্যাতিতে সতত পঞ্চমুখ থাকেন তাই (বোধহয়) হে রঘুনাথ ! আপনি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করছেন ! ৭ ॥ হে প্রভু ! পঞ্চবটী নামক সুরম্য এক পবিত্র স্থান (নিকটেই) বর্তমান। হে প্রভু ! পঞ্চবটীসমৃদ্ধ দণ্ডকবনকে আপনার পদরজ দান করে পবিত্র করুন আর মুনিবর শ্রীগৌতমের কঠিন অভিশাপ থেকে দণ্ডক বনকে মুক্তি দিন॥ ৮ ॥ হে রঘুকুলরায় ! পঞ্চবটীতে অবস্থান করে আপনি মুনিদের কল্যাণ করুন। মুনিবরের সম্মতি লাভ করে শ্রীরামচন্দ্র সেই স্থান থেকে যাত্রা করে অনতিবিলম্বে পঞ্চবটীর নিকট উপনীত হলেন॥ ৯॥

দোহা—তথায় তাঁর গৃধ্ররাজ জটায়ুর সঙ্গে আলাপ হল। পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন হতে সময় লাগল না। গোদাবরী সন্নিকটে পর্ণকুটির নির্মিত হল আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাতে থাকতে লাগলেন॥ ১৩ ॥

চৌপাই (১—৪)

জব তে রাম কীন্হ তহঁ বাসা। সুখী ভএ মুনি বীতী ত্রাসা।।
গিরি বন নদীঁ তাল ছবি ছাএ। দিন দিন প্রতি অতি হোহিঁ সুহাএ।।

খগ মৃগ বৃন্দ অনন্দিত রহহীঁ। মধুপ মধুর গুঞ্জত ছবি লহহীঁ।।
সো বন বরনি ন সক অহিরাজা। জহাঁ প্রগট রঘুবীর বিরাজা।।

এক বার প্রভু সুখ আসীনা। লছিমন বচন কহে ছলহীনা।।
সুর নর মুনি সচরাচর সাঈঁ। মৈঁ পূছউঁ নিজ প্রভু কী নাঈঁ।।

মোহি সমুঝাই কহহু সোই দেবা। সব তজি করৌঁ চরন রজ সেবা।।
কহহু গ্যান বিরাগ অরু মায়া। কহহু সো ভগতি করহু জেহিঁ দায়া।।

দোহা (১৪)

ঈশ্বর জীব ভেদ প্রভু সকল কহৌ সমুঝাই।
জাতেঁ হোই চরন রতি সোক মোহ ভ্রম জাই।।

চৌপাই (১—৪)

থোরেহি মহঁ সব কহউঁ বুঝাঈ। সুনহু তাত মতি মন চিত লাঈ।।
মৈঁ অরু মোর তোর তৈঁ মায়া। জেহিঁ বস কীন্হে জীব নিকায়া।।

গো গোচর জহঁ লগি মন জাঈ। সো সব মায়া জানেহু ভাঈ।।
তেহি কর ভেদ সুনহু তুম্হ সোউ। বিদ্যা অপর অবিদ্যা দোউ।।

এক দুষ্ট অতিসয় দুখরূপা। জা বস জীব পরা ভবকূপা।।
এক রচই জগ গুন বস জাকেঁ। প্রভু প্রেরিত নহিঁ নিজ বল তাকেঁ।।

গ্যান মান জহঁ একউ নাহীঁ। দেখ ব্রহ্ম সমান সব মাহীঁ।।
কহিঅ তাত সো পরম বিরাগী। তৃন সম সিদ্ধি তীনি গুন ত্যাগী।।

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রের উপস্থিতি মুনিগণকে সুখ প্রদান করতে লাগল আর তাঁদের ভীতি দূর হল। পর্বত, বন, নদী, সরোবর সকল সুন্দর হয়ে উঠল। দিনে দিনে তাতে সৌন্দর্যের বৃদ্ধি হতে লাগল।। ১ ।। সেখানে পশুপক্ষী সব আনন্দে ছিল। ভ্রমর আনন্দে গুঞ্জন করত। বনে যখন (ভগবান) শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং সশরীরে বিদ্যমান তখন তার রূপের বর্ণনা করা যে সর্পরাজ শেষনাগের পক্ষে (সহস্রমুখেও) সম্ভব নয়।। ২ ।। তখন প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পরম সুখে উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীলক্ষ্মণ তাঁকে সরল মনে বললেন—হে সুর-নর-মুনি-বিশ্বচরাচরের প্রভু ! আপনাকে প্রভু জ্ঞানে প্রশ্ন করছি।। ৩ ।। হে দেব ! আমি যাতে সব কিছু ত্যাগ করে আপনার শ্রীপাদপদ্মরজ সেবা করতে পারি, সেই কথা বলুন। আমাকে বুঝিয়ে দিন যে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও মায়া আসলে কী আর বলুন যে সেই ভক্তিই বা কেমন যার প্রভাবে আপনি ভক্তের উপর কৃপা বর্ষণ করে থাকেন ? ৪ ।।

দোহা—হে প্রভু ! আমি ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে পার্থক্য কোথায় জানতে চাই। আমার কামনা আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রীতিধারণ করা যাতে শোক, মোহ ও ভ্রম নিবারণ হয়।। ১৪ ।।

চৌপাই—(শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে তাত ! অল্প কথাতেই বুঝিয়ে দিচ্ছি। মন, চিত্ত, বুদ্ধিযুক্ত হয়ে শুনে রাখো। 'আমি-আমার', 'তুমি-তোমার'—এইটাই মায়া যা সমস্ত জীবকে বশীভূত করে রেখেছে।। ১ ।। ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুসকল এবং যে পর্যন্ত মনের গতি—তা সকলই আমার মায়া। সেই মায়া দুইভাগে বিভক্ত—বিদ্যামায়া ও অবিদ্যা মায়া, তার সম্বন্ধেও শুনে রাখো।। ২ ।। এক, (অবিদ্যা মায়া) দুষ্ট (দোষযুক্ত) ও দুঃখরূপ—তার বশীভূত হয়ে জীব ভবকূপে পতিত হয়ে থাকে। অন্যটি (বিদ্যা মায়া)—গুণসকল তার বশীভূত, তা জগৎ সৃষ্টি করতে সমর্থ। বিদ্যামায়ার কার্য প্রভুর প্রেরণায় হয়ে থাকে। তার নিজস্ব কোনো শক্তি নেই।। ৩ ।। জ্ঞানে অভিমানাদি বিন্দুমাত্রও কিছু (দোষ) থাকে না—তা সর্বত্র সমভাবে ব্রহ্মদর্শন করতে সমর্থ। হে তাত ! পরম বৈরাগ্যবান তাঁকেই জানবে যিনি সর্বসিদ্ধি ও ত্রিগুণকে তৃণবৎ ত্যাগ করেছেন।। ৪ ।।

(যার মধ্যে অভিমান, দম্ভ, হিংসা, ক্ষমারাহিত্য, বক্রতা, আচার্য সেবায়

দোহা (১৫)

মায়া ঈস ন আপু কহুঁ জান কহিঅ সো জীব।
বন্ধ মোচ্ছ প্রদ সর্বপর মায়া প্রেরক সীব॥

চৌপাই (১—৬)

ধর্ম তেঁ বিরতি জোগ তেঁ গ্যানা। গ্যান মোচ্ছপ্রদ বেদ বখানা॥
জাতেঁ বেগি দ্রবউঁ মৈঁ ভাঈ। সো মম ভগতি ভগত সুখদাঈ॥

সো সুতন্ত্র অবলম্ব ন আনা। তেহি আধীন গ্যান বিগ্যানা॥
ভগতি তাত অনুপম সুখমূলা। মিলই জো সন্ত হোইঁ অনুকূলা॥

ভগতি কি সাধন কহউঁ বখানী। সুগম পন্থ মোহি পাবহিঁ প্রানী॥
প্রথমহিঁ বিপ্র চরন অতি প্রীতী। নিজ নিজ কর্ম নিরত শ্রুতি রীতী॥

এহি কর ফল পুনি বিষয় বিরাগা। তব মম ধর্ম উপজ অনুরাগা॥
শ্রবনাদিক নব ভক্তি দৃঢ়াহীঁ। মম লীলা রতি অতি মন মাহীঁ॥

সন্ত চরন পঙ্কজ অতি প্রেমা। মন ক্রম বচন ভজন দৃঢ় নেমা॥
গুরু পিতু মাতু বন্ধু পতি দেবা। সব মোহি কহঁ জানৈ দৃঢ় সেবা॥

মম গুন গাবত পুলক সরীরা। গদগদ গিরা নয়ন বহ নীরা॥
কাম আদি মদ দম্ভ ন জাকেঁ। তাত নিরন্তর বস মৈঁ তাকেঁ॥

অনীহা, অপবিত্রতা, অস্থিরতা, মন নিগ্রহের অভাব, ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্তি, অহংকার, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময় জীব-জগতে সুখবুদ্ধি, দারা-পুত্র-গেহ আদিতে আসক্তি, মমত্ব, ইষ্ট-অনিষ্ট লাভে হর্ষ-শোক, ভক্তির অভাব, নির্জনে মন সংযমে অপারগতা, বিষয়ী ব্যক্তির সঙ্গলাভে সুখবোধ— এই আঠারোটি নেই আর যার নিত্য অধ্যাত্মে (আত্মাতে) অবস্থান ও তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ (তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাতব্য) পরমাত্মার নিত্যদর্শন হয়, সেই জ্ঞানী। (দ্রষ্টব্য – গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭-১১ শ্লোক)।

দোহা— যে মায়া, ঈশ্বর ও নিজস্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান, সে জীব। যিনি (কর্মানুসার) বন্ধন ও মোক্ষ প্রদানকারী, অসংশ্লিষ্ট, মায়ার প্রেরক তিনিই ঈশ্বর॥ ১৫ ॥

চৌপাই— ধর্মের (আচরণ) থেকে বৈরাগ্য লাভ ও যোগে জ্ঞান লাভ হয় আর জ্ঞানে মোক্ষলাভ হয়ে থাকে—এই হল বেদের অভিমত। এবং হে ভ্রাতা ! যাতে আমি অতি শীঘ্র প্রসন্ন হই তাই আমার ভক্তি, যা ভক্তদের সুখ প্রদান করে থাকে॥ ১ ॥ ভক্তি (সম্পূর্ণরূপে) স্বতন্ত্র। তার জ্ঞান-বিজ্ঞানাদির সাহায্য লাগে না। (বস্তুত) জ্ঞান-বিজ্ঞান তো তার অধীন। হে তাত ! ভক্তি অনুপম ও সুখের আধার স্বরূপ। সাধুমহাত্মাদের আনুকূল্যেই (প্রসন্নতাতেই) তা লাভ হয়ে থাকে॥ ২ ॥ এইবার তোমাকে ভক্তি লাভের উপায় সম্বন্ধে সবিস্তারে বলব। আমাকে লাভ করবার জন্য জীবের কাছে এই ভক্তির পথ সহজতম পথ বলে পরিচিত। ভক্তি পথে প্রথম প্রয়োজন ব্রাহ্মণ চরণে পরম প্রীতিধারণ ও বেদ নির্দেশ অনুসারে নিজ (বর্ণাশ্রমোচিত) কর্মে নিত্যযুক্ত থাকা॥ ৩ ॥ তাতেই ক্রমে বিষয়াসক্তি কমে আসবে। বিষয়াসক্তি হ্রাস পেলে আমার ধর্মে (ভাগবতধর্মে) প্রীতি প্রবল হয়ে উঠবে। তখন শ্রবণ-কীর্তন আদি নয় রকমের ভক্তি প্রবল হয়ে উঠবে আর ভক্তের মনে আমার লীলাসকলের উপর আকর্ষণ অনুভূত হবে॥ ৪ ॥ হে অনুজ ! আমার ভক্তের বশীভূত হওয়ার লক্ষণসকলও জেনে রাখো। ভক্ত সাধুসন্তদের উপর পরমপ্রীতি ধারণ করবে, তার মনে, কর্মে ও বাণীতে নিষ্ঠা বর্তমান থাকবে, সে গুরু, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবতা সেবার মধ্যে আমার সেবাকার্য প্রত্যক্ষ করবে, আমার নাম সংকীর্তনের সময়ে অঙ্গে পুলক শিহরণ ও রোমাঞ্চ অনুভব করবে। গদগদ স্বর হয়ে পড়বে আর নয়নযুগল দ্বারা (প্রেমাশ্রু) জল সিঞ্চন করবে আর কাম, মদ, দম্ভ আদির থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকবে। আমি এরূপ ভক্তজনের বশীভূত থাকি॥ ৫-৬ ॥

দোহা (১৬)

বচন কর্ম মন মোরি গতি ভজনু করহিঁ নিঃকাম।
তিন্‌হ কে হৃদয় কমল মহুঁ করউঁ সদা বিশ্রাম।।

চৌপাই (১—৯)

ভগতি জোগ সুনি অতি সুখ পাবা। লছিমন প্রভু চরনন্‌হি সিরু নাবা।।
এহি বিধি গএ কছুক দিন বীতী। কহত বিরাগ গ্যান গুন নীতী।।
সূপনখা রাবন কৈ বহিনী। দুষ্ট হৃদয় দারুন জস অহিনী।।
পঞ্চবটী সো গই এক বারা। দেখি বিকল ভই জুগল কুমারা।।
ভ্রাতা পিতা পুত্র উরগারী। পুরুষ মনোহর নিরখত নারী।।
হোই বিকল সক মনহি ন রোকী। জিমি রবিমনি দ্রব রবিহি বিলোকী।।
রুচির রূপ ধরি প্রভু পহিঁ জাঈ। বোলী বচন বহুত মুসুকাঈ।।
তুম্‌হ সম পুরুষ ন মো সম নারী। যহ সঁজোগ বিধি রচা বিচারী।।
মম অনুরূপ পুরুষ জগ মাহীঁ। দেখেউঁ খোজি লোক তিহু নাহীঁ।।
তাতেঁ অব লগি রহিউঁ কুমারী। মনু মানা কছু তুম্‌হহি নিহারী।।
সীতহি চিতই কহী প্রভু বাতা। অহই কুআর মোর লঘু ভ্রাতা।।
গই লছিমন রিপু ভগিনী জানী। প্রভু বিলোকি বোলে মৃদু বানী।।
সুন্দরি সুনু মৈঁ উন্‌হ কর দাসা। পরাধীন নহিঁ তোর সুপাসা।।
প্রভু সমর্থ কোসলপুর রাজা। জো কছু করহিঁ উনহি সব ছাজা।।
সেবক সুখ চহ মান ভিখারী। ব্যসনী ধন সুভ গতি বিভিচারী।।
লোভী জসু চহ চার গুমানী। নভ দুহি দুধ চহত এ প্রানী।।
পুনি ফিরি রাম নিকট সো আঈ। প্রভু লছিমন পহিঁ বহুরি পঠাঈ।।
লছিমন কহা তোহি সো বরঈ। জো তৃন তোরি লাজ পরহরঈ।।

দোহা—কায়মনোবাক্যে আমাতে নিত্য প্রীতি ধারণকারী ও নিষ্কাম ভাবে আমার ভজনাকারীর হৃদয়পদ্মে আমি নিত্য অধিষ্ঠান করে থাকি॥ ১৬ ॥

চৌপাই—ভক্তিযোগ শ্রবণ করে শ্রীলক্ষ্মণ কৃতকৃত্য হয়ে গেলেন। তিনি তখন প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করলেন। এইভাবে বৈরাগ্য, জ্ঞান, গুণ ও নীতি বিচার করেই কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল॥ ১ ॥ সূর্পণখা নামক রাবণের এক ভগিনী ছিল যে সর্পিণীসম ভয়ানক ও দুষ্টা প্রকৃতির ছিল। সে একবার পঞ্চবটীতে গমন করল আর রাজকুমারদ্বয়কে দেখে মোহিত (কামাসক্ত) হয়ে পড়ল॥ ২ ॥ (শ্রীকাকভূশণ্ডী বললেন—) হে গরুড় ! (সূর্পণখাসম রাক্ষসী ধর্মজ্ঞানবিরহিত কামান্ধ) নারীগণ মনোহর পুরুষ দেখলেই মোহিত হয়ে পড়ে আর মনকে সংযত রাখতে পারে না, তারা ভ্রাতা, পিতা, পুত্রকেও রেহাই দেয় না। এ যেন সূর্য দেখে সূর্যকান্তমণির দ্রবীভূত হওয়া॥ ৩ ॥ সে সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করে শ্রীপ্রভুর নিকটে গমন করে প্রেমপ্রীতি প্রদর্শন করে বলল—তোমার মতন সুপুরুষ আর আমার মতন সুন্দরী জগতে বিরল। এইরূপ যুগলের সৃষ্টি বিধাতা বহু ভাবনাচিন্তা করেই করেছেন॥ ৪ ॥ আমি ত্রিভুবন ঘুরে দেখেছি আমার উপযুক্ত পুরুষ (বর) কোথাও নেই। তাই তো এখনও আমি কুমারী (অবিবাহিতা) ! তোমাকে দেখে আমার খানিকটা মনে ধরেছে॥ ৫ ॥ সীতাদেবীর দিকে দেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বললেন—(তবে) আমার অনুজ এখনও কুমার। তখন সূর্পণখা শ্রীলক্ষ্মণের নিকটে গমন করল। শ্রীলক্ষ্মণ বুঝতে পারলেন যে সুন্দরী শত্রুর ভগিনী। তিনি মৃদুস্বরে তখন শ্রীপ্রভুর দিকে তাকিয়ে বললেন—॥ ৬ ॥ হে সুন্দরী ! শোনো, আমি তো ওঁর দাস মাত্র। আমি পরাধীন তাই তোমার (সুবিধা) সুখ হবে না। শ্রীপ্রভুই সর্বশক্তিসম্পন্ন কৌশলাধীশ। তাঁর পক্ষেই কিছু করা শোভা পায়॥ ৭ ॥ সেবকের পক্ষে সুখ, ভিখারির পক্ষে সম্মান, দুরাচারীর পক্ষে ধনসম্পদ, ব্যভিচারীর পক্ষে শুভগতি, লোভীর পক্ষে যশ আর অহংকারীর পক্ষে চতুর্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষফল লাভ করা আকাশ দোহন করে দুগ্ধ লাভ করবার মতন অসম্ভব হয়ে থাকে॥ ৮ ॥ সূর্পণখা আবার শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ফিরে এল। শ্রীপ্রভু তাকে আবার শ্রীলক্ষ্মণের কাছে পাঠালেন। শ্রীলক্ষ্মণ (এইবার) বললেন—তোমাকে গ্রহণকারী তো লজ্জাকে তৃণচ্ছেদন (অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা) করে ত্যাগ করবে (অর্থাৎ নির্লজ্জ বেহায়া হবে)॥ ৯ ॥

চৌপাই (১০)

তব খিসিআনি রাম পহিঁ গঈ। রূপ ভয়ঙ্কর প্রগটত ভঈ॥
সীতহি সভয় দেখি রঘুরাঈ। কহা অনুজ সন সয়ন বুঝাঈ॥

দোহা (১৭)

লছিমন অতি লাঘবঁ সো নাক কান বিনু কীন্হি।
তাকে কর রাবন কহঁ মনৌ চুনৌতী দীন্হি॥

চৌপাই (১—৭)

নাক কান বিনু ভই বিকরারা। জনু স্রব সৈল গেরু কৈ ধারা॥
খর দূষন পহিঁ গই বিলপাতা। ধিগ ধিগ তব পৌরুষ বল ভ্রাতা॥
তেহিঁ পূছা সব কহেসি বুঝাঈ। জাতুধান সুনি সেন বনাঈ॥
ধাএ নিসিচর নিকর বরূথা। জনু সপচ্ছ কজ্জল গিরি জূথা॥
নানা বাহন নানাকারা। নানাযুধ ধর ঘোর অপারা॥
সূপনখা আগেঁ করি লীনী। অসুভ রূপ শ্রুতি নাসা হীনী॥
অসগুন অমিত হোহিঁ ভয়কারী। গনহিঁ ন মৃত্যু বিবস সব ঝারী॥
গর্জহিঁ তর্জহিঁ গন উড়াহীঁ। দেখি কটকু ভট অতি হরষাহীঁ॥
কোউ কহ জিঅত ধরহু দ্বৌ ভাঈ। ধরি মারহু তিয় লেহু ছড়াঈ॥
ধূরি পূরি নভ মন্ডল রহা। রাম বোলাই অনুজ সন কহা॥
লে জানকিহি জাহু গিরি কন্দর। আবা নিসিচর কটকু ভয়ঙ্কর॥
রহেহু সজগ সুনি প্রভু কৈ বানী। চলে সহিত শ্রী সর ধনু পানী॥
দেখি রাম রিপুদল চলি আবা। বিহসি কঠিন কোদন্ড চঢ়াবা॥

ছন্দ

কোদন্ড কঠিন চঢ়াই সির জট জূট বাঁধত সোহ ক্যোঁ।
মরকত সযল পর লরত দামিনি কোটি সোঁ জুগ ভুজগ জ্যোঁ॥
কটি কসি নিষঙ্গ বিসাল ভুজ গহি চাপ বিসিখ সুধারি কৈ।
চিতবত মনহুঁ মৃগরাজ প্রভু গজরাজ ঘটা নিহারি কৈ॥

চৌপাই—তখন সূর্পণখা ক্ষিপ্ত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে গেল আর ভয়ংকর রাক্ষসীরূপে প্রকট হল। সীতাদেবীকে ভয় পেতে দেখে শ্রীরঘুনাথ শ্রীলক্ষ্মণকে চোখের ইশারায় ব্যবস্থা নিতে বললেন॥ ১০ ॥

দোহা—*শ্রীলক্ষ্মণ অতি তৎপরতার সঙ্গে তাকে নাসিকা-কর্ণ বিরহিত করে দিলেন। তাঁর মাধ্যমেই যেন রাবণের কাছে যুদ্ধবার্তা পাঠানো হল॥ ১৭ ॥*

চৌপাই—নাসিকা কর্ণবিরহিত (রাক্ষসী) বিকরাল দর্শন হয়ে উঠল। (অঙ্গে তার রক্তক্ষরণ হচ্ছিল) যেন কালোবর্ণ পর্বত থেকে গিরিজ মৃত্তিকা প্রস্রবণ হচ্ছিল। রাক্ষসী বিলাপরতা হয়ে খর-দূষণের কাছে গিয়ে বলল —শত ধিক্কার, তোমাদের পৌরুষ পরাক্রমের॥ ১ ॥ তারা জিজ্ঞাসা করায় রাক্ষসী সূর্পণখা ঘটনাসকল সবিস্তারে তাদের বলল। ঘটনা বিবরণ জেনে রাক্ষসগণ সেনা প্রস্তুত করল আর দলে দলে ছুটে চলল। মনে হল যেন কজ্জলগিরি পাখা মেলে ছুটে যাচ্ছে॥ ২ ॥ তাদের আকৃতি ও বাহন সকল বিভিন্ন রকমের ছিল। সংখ্যায় তারা ছিল অগণন ও বিভিন্ন রকমের আয়ুধে সজ্জিত ছিল। আর নাসিকা কর্ণ বিরহিত সাক্ষাৎ অমঙ্গলরূপিণী সূর্পণখা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল॥ ৩ ॥ অগণিত ভয়ংকর অমঙ্গল চিহ্ন দেখা যেতে লাগল। কিন্তু মৃত্যুর বশীভূত বলে তারা সেই সব অগ্রাহ্য করল। তারা তর্জন-গর্জন করে আকাশ বিদীর্ণ করছিল। সৈন্য সমাবেশ যুদ্ধবাজদের হর্ষোৎফুল্ল করেছিল॥ ৪ ॥ 'দুই ভাইকে জীবিত ধরব', 'ধরে এনে মারব', 'তার স্ত্রীকে হরণ করব'—এই সকল কথা শোনা যেতে লাগল। আকাশ বাতাস ধূলিধূসর হয়ে উঠল। তখন শ্রীরামচন্দ্র অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে ডেকে বললেন— রাক্ষসদের এক ভয়ংকর সৈন্যবাহিনী এসে উপস্থিত হয়েছে। তুমি জানকীদেবীকে নিয়ে পর্বতগুহায় চলে যাও। সতর্ক থাকবে। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে ধনুর্বাণ নিয়ে শ্রীলক্ষ্মণ সীতাদেবীর সঙ্গে চলে গেলেন॥ ৫-৬ ॥ শত্রুসৈন্য (কাছেই) উপস্থিত হয়েছে দেখে শ্রীরামচন্দ্র হাসিমুখে ধনুকে জ্যারোপ করলেন॥ ৭ ॥

ছন্দ—করাল ধনুকে জ্যারোপ করে জটাজুটধারী প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের তখন অনুপম সৌন্দর্য। মনে হচ্ছিল যেন মরকতমণি (পান্না) পর্বতের উপর কোটি কোটি দামিনীর সঙ্গে দুইটি সর্প যুদ্ধ করছে। (এইবার) শ্রীপ্রভু কটিতে তরকচ ও বিশাল বাহুদ্বয় দ্বারা ধনুর্বাণ ধারণ করে রাক্ষসদের দিকে দেখতে লাগলেন। মনে হল যেন অরণ্যাধিপতি সিংহ মত্ত হস্তীযূথের দিকে তাকিয়ে আছে।

সোরঠা (১৮)

আই গএ বগমেল ধরহু ধরহু ধাবত সুভট।
জথা বিলোকি অকেল বাল রবিহি ঘেরত দনুজ॥

চৌপাই (১—৭)

প্রভু বিলোকি সর সকহিঁ ন ডারী। থকিত ভঈ রজনীচর ভারী॥
সচিব বোলি বোলে খর দূষন। যহ কোউ নৃপবালক নর ভূষন॥
নাগ অসুর সুর নর মুনি জেতে। দেখে জিতে হতে হব কেতে॥
হম ভরি জন্ম সুনহু সব ভাঈ। দেখী নহিঁ অসি সুন্দরতাঈ॥
জদ্যপি ভগিনী কীন্হি কুরূপা। বধ লায়ক নহিঁ পুরুষ অনূপা॥
দেহু তুরত নিজ নারি দুরাঈ। জীঅত ভবন জাহু দ্বৌ ভাঈ॥
মোর কহা তুম্হ তাহি সুনাবহু। তাসু বচন সুনি আতুর আবহু॥
দূতন্হ কহা রাম সন জাঈ। সুনত রাম বোলে মুসুকাঈ॥
হম ছত্রী মৃগয়া বন করহীঁ। তুম্হ সে খল মৃগ খোজত ফিরহীঁ॥
রিপু বলবন্ত দেখি নহিঁ ডরহীঁ। এক বার কালহু সন লরহীঁ॥
জদ্যপি মনুজ দনুজ কুল ঘালক। মুনি পালক খল সালক বালক॥
জৌঁ ন হোই বল ঘর ফিরি জাহূ। সমর বিমুখ মৈঁ হতউঁ ন কাহূ॥
রন চঢ়ি করিঅ কপট চতুরাঈ। রিপু পর কৃপা পরম কদরাঈ॥
দূতন্হ জাই তুরত সব কহেউ। সুনি খর দূষন উর অতি দহেউ॥

ছন্দ

উর দহেউ কহেউ কি ধরহু ধাএ বিকট ভট রজনীচরা।
সর চাপ তোমর সক্তি সূল কৃপান পরিঘ পরসু ধরা॥
প্রভু কীন্হি ধনুষ টকোর প্রথম কঠোর ঘোর ভয়াবহা।
ভএ বধির ব্যাকুল জাতুধান ন গ্যান তেহি অবসর রহা॥

সোরঠা—'ধর ধর' বলতে বলতে রাক্ষস যোদ্ধাগণ অতি দ্রুতগতিতে ছুটে এল (এবং শ্রীরামচন্দ্রকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল), যেমন বালার্ক (উদয়কালীন সূর্যকে)কে একলা পেয়ে মন্দেহ নামক দৈত্য ঘিরে ধরে॥ ১৮ ॥

চৌপাই—(সৌন্দর্য মাধুর্য নিধি) প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে রাক্ষস সৈন্য থতমত খেয়ে গেল। তারা শরাঘাত করতে সক্ষম হল না। মন্ত্রীকে ডেকে খর ও দূষণ বলল—এই রাজকুমার (যে সে নয় এ) নরভূষণ ! ১ ॥ কত না নাগ, অসুর, দেবতা, মানুষ ও মুনি আমরা আগে দেখেছি আর তাদের মধ্যে বহুজনকে পরাজিত করেছি, বধও করেছি। কিন্তু হে ভাইসকল ! এমন সৌন্দর্য আগে তো কখনো দেখিনি॥ ২ ॥ যদিও এরা আমাদের ভগিনীকে রূপহীনা করেছে তবুও এই অনুপম সৌন্দর্যধারীকে বধ করা ঠিক নয়। (তারা তখন প্রস্তাব দিল—) আমরা বলি যে লুকিয়ে রাখা স্ত্রীকে আমাদের হস্তে অবিলম্বে অর্পণ করে তোমরা দুই ভাই প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরে যাও॥ ৩ ॥ আমাদের এই প্রস্তাব নিয়ে দূতগণ যাক ও তার উত্তর নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক। (অতএব) দূতগণ প্রস্তাব নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে গেল। তিনি তা শুনে হেসে উত্তর দিলেন॥ ৪ ॥ (শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) ক্ষত্রিয় আমরা, বনে শিকার অন্বেষণে তোমাদের মতন দুষ্ট পশুদের তো আমরা খুঁজে বেড়াই। আমরা বলবান প্রতিপক্ষ দেখে ভয় পাই না। (যুদ্ধ করতে চাইলে) আমরা কালের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পারি॥ ৫ ॥ যদিও আমরা মানুষ তবুও আমরা দৈত্যকুল সংহার করে মুনিদের রক্ষা করি। বালক হলেও আমরা দুষ্টদমনকারী। যদি সামর্থ্যের অভাব থাকে তবে ঘরে ফিরে যাও কারণ যুদ্ধে অনিচ্ছুককে আমরা বধ করি না॥ ৬ ॥ যুদ্ধ করতে এসে কপটতা, চাতুর্য প্রদর্শন, শত্রুর প্রতি কৃপা (দয়া) করা তো অতি বড় কাপুরুষতা। দূতগণ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গিয়ে উত্তর জানাতে খর ও দূষণের হৃদয় যেন জ্বলে উঠল॥ ৭ ॥

ছন্দ—(খর ও দূষণের) চিত্তে যেন অগ্নি সংযোগ হয়ে গেল। তারা শ্রীরামচন্দ্রকে ধরে আনবার আদেশ দিল। (আদেশ পেয়ে) ভয়ংকর সব রাক্ষসগণ ধনুর্বাণ, তোমর, শক্তি, শূল (বল্লম), কৃপাণ, পরিঘ ও পরশু নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ধনুকের টংকার ধ্বনি শুনেই রাক্ষসগণ বধির ও ব্যাকুল হয়ে উঠল। তখন তারা ক্ষণিকের জন্য অজ্ঞান হয়ে গেল।

দোহা (১৯ ক, খ)

সাবধান হোই ধাএ জানি সবল আরাতি।
লাগে বরষন রাম পর অস্ত্র সস্ত্র বহুভাঁতি॥
তিন্হ কে আয়ুধ তিল সম করি কাটে রঘুবীর।
তানি সরাসন শ্রবন লগি পুনি ছাঁড়ে নিজ তীর॥

ছন্দ (১—৭)

তব চলে বান করাল। ফুঙ্করত জনু বহু ব্যাল॥
কোপেউ সমর শ্রীরাম। চলে বিসিখ নিসিত নিকাম॥
অবলোকি খরতর তীর। মুরি চলে নিসিচর বীর॥
ভএক ক্রুদ্ধ তীনিউ ভাই। জো ভাগি রন তে জাই॥
তেহি বধব হম নিজ পানি। ফিরে মরন মন মহুঁ ঠানি॥
আয়ুধ অনেক প্রকার। সনমুখ তে করহিঁ প্রহার॥
রিপু পরম কোপে জানি। প্রভু ধনুষ সর সংধানি॥
ছাঁড়ে বিপুল নারাচ। লগে কটন বিকট পিসাচ॥
উর সীস ভুজ কর চরন। জহঁ তহঁ লগে মহি পরন॥
চিক্করত. লাগত বান। ধর পরত কুধর সমান॥
ভট কটত তন সত খন্ড। পুনি উঠত করি পাষন্ড॥
নভ উড়ত বহু ভুজ মুন্ড। বিনু মৌলি ধাবত রুন্ড॥
খগ কঙ্ক কাক সৃগাল। কটকটহিঁ কঠিন করাল॥

ছন্দ (১)

কটকটহিঁ জম্বুক ভূত প্রেত পিসাচ খর্পর সঞ্চহীঁ।
বেতাল বীর কপাল তাল বজাই জোগিনি নঞ্চহীঁ॥
রঘুবীর বান প্রচন্ড খন্ডহিঁ ভটন্হ কে উর ভুজ সিরা।
জহঁ তহঁ পরহিঁ উঠি লরহিঁ ধর ধরু ধরু করহিঁ ভয়কর গিরা॥

দোহা—অতঃপর তারা শত্রুকে বলবান জেনে সাবধানে এগোতে লাগল আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের উপর বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল॥ ১৯ (ক)॥ শ্রীরঘুবীর তাদের অস্ত্রশস্ত্র সকল তিল সম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে কেটে ফেললেন। অতঃপর তিনি ধনুকের ছিলা আকর্ণ আকর্ষণ করে নিজ শর নিক্ষেপ করলে॥ ১৯ (খ)॥

ছন্দ— তখন ভয়ানক শর বর্ষণ হল যেন বহু সংখ্যক সর্প একসঙ্গে সক্রোধে এগিয়ে যাচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধে কুপিত হয়ে সুতীক্ষ্ণ শর বর্ষণ করতে লাগলেন॥ ১ ॥ সুতীক্ষ্ণ শরের প্রবল বর্ষণ রাক্ষস বীরদের ভীত করল আর তারা যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন করতে লাগল। তখন খর, দূষণ ও ত্রিশিরা এই ভ্রাতাত্রয় সক্রোধে রণহুংকার দিয়ে ঘোষণা করল—যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে সে আমাদের হাতে নিহত হবে। তখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে পলায়নকারী রাক্ষসগণ ফিরে এসে শ্রীরামচন্দ্রের উপর বিবিধ প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল॥ ২-৩ ॥ শত্রুগণকে প্রবল কুপিত জেনে এইবার প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ধনুকে টংকার দিয়ে ঝাঁকেঝাঁকে শর বর্ষণ করতে লাগলেন যার প্রভাবে রাক্ষসগণ প্রভূত সংখ্যায় প্রাণ হারাতে লাগল॥ ৪ ॥ রাক্ষসদের বক্ষ, মুণ্ড, বাহু ও পদ সকল ভূমিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হতে লাগল। শরাঘাতে তারা হস্তীসম বিকট শব্দ করতে লাগল। তাদের পর্বতসম দেহসকল খণ্ডখণ্ড হয়ে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল॥ ৫ ॥ যুদ্ধভূমিতে রাক্ষসদের দেহসকল ছিন্নভিন্ন ও শতখণ্ডে বিভক্ত হতে থাকল। তারা মায়ারূপ ধারণ করে আবার উঠে দাঁড়াতে লাগল। আকাশ পথে বহু বাহু ও মুণ্ড ছুটে যেতে দেখা গেল আর স্কন্ধকাটাদেরও ছুটতে দেখা গেল॥ ৬ ॥ (আকাশ বাতাস তখন) শকুন, চিল, কাক আদি পক্ষীসকলের ও শৃগালের কঠোর ভয়ংকর ও কর্কশ শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল॥ ৭ ॥

ছন্দ—শৃগালের ডাক শোনা যেতে লাগল। ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ রাক্ষসদের খর্পর সঞ্চয়ে প্রয়াসী হল। বেতালগণ বীর রাক্ষসদের খর্পরে তাল ঠুকতে লাগল। যোগিনীগণ নৃত্য আরম্ভ করল। শ্রীরঘুবীরের প্রচণ্ড শরাঘাতে যোদ্ধাদের দেহ, বাহু, মুণ্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে থাকল। রাক্ষসদের দেহসকল যত্র তত্র ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেল। তারা আবার উঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগল আর ধরধর বলে ভয়ংকর চিৎকার শুরু করে দিল॥ ১ ॥

(ছন্দ ২—৪)

অন্তাবরীঁ গহি উড়ত গীধ পিসাচ কর গহি ধাবহীঁ।
সংগ্রাম পুর বাসী মনহুঁ বহু বাল গুড়ী উড়াবহীঁ॥
মারে পছারে উর বিদারে বিপুল ভট কহঁরত পরে।
অবলোকি নিজ দল বিকল ভট তিসিরাদি খর দূষন ফিরে॥

সর সক্তি তোমর পরসু সূল কৃপান একহি বারহীঁ।
করি কোপ শ্রীরঘুবীর পর অগনিত নিসাচর ডারহীঁ॥
প্রভু নিমিষ মহুঁ রিপু সর নিবারি পচারি ডারে সায়কা।
দস দস বিসিখ উর মাঝ মারে সকল নিসিচর নায়কা॥

মহি পরত উঠি ভট ভিরত মরত ন করত মায়া অতি ঘনী।
সুর ডরত চৌদহ সহস প্রেত বিলোকি এক অবধ ধনী॥
সুর মুনি প্রভু দেখি মায়ানাথ অতি কৌতুক করো্যা।
দেখহিঁ পরস্পর রাম করি সংগ্রাম রিপুদল লরি মরো্যা॥

দোহা (২০ ক, খ)

রাম রাম কহি তনু তজহিঁ পাবহিঁ পদ নির্বান।
করি উপায় রিপু মারে ছন মহুঁ কৃপানিধান॥

হরিষত বরষহিঁ সুমন সুর বাজহিঁ গগন নিসান।
অস্তুতি করি করি সব চলে সোভিত বিবিধ বিমান॥

চৌপাই (১)

জব রঘুনাথ সমর রিপু জীতে। সুর নর মুনি সব কে ভয় বীতে॥
তব লছিমন সীতহি লৈ আএ। প্রভু পদ পরত হরষি উর লাএ॥

ছন্দ—গৃধ্রগণ মৃত রাক্ষসদের অন্ত্র নিয়ে আকাশে উড়তে লাগল আর সেই অন্ত্রেরই অন্য অংশ ধরে পিশাচগণ ছোটাছুটি করতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন সংগ্রামরূপী নগরের বহু বালক একসঙ্গে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। বহু রাক্ষসের মৃত্যু হল, বহুর ভাগ্যে আছাড় জুটল। বহু রাক্ষস ভগ্ন বক্ষঃস্থল হয়ে মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল। নিজ সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে দেখে ত্রিশিরা ও খর-দূষণ (সম্মুখ সমরের জন্য) শ্রীরামচন্দ্রের দিকে ঘুরে দাঁড়াল॥ ২ ॥ (এইবার) অগণিত রাক্ষস সক্রোধে (একযোগে) প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের উপর শর, শক্তি, তোমর, পরশু, শূল ও কৃপাণসহ আঘাত হানল। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র নিমেষের মধ্যে তা নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে তাদের যুদ্ধে আহ্বান করে শর নিক্ষেপ করে পাল্টা আঘাত হানলেন। প্রতি সেনাপতির বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করে তিনি দশটি করে শর নিক্ষেপ করলেন॥ ৩ ॥ যোদ্ধাগণ যুদ্ধভূমিতে পড়ে গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত না হয়ে আবার উঠে দাঁড়াতে লাগল। সর্বত্র মায়ার খেলা দেখা যেতে লাগল। যুদ্ধদর্শনকারী দেবতাগণ এই ভেবে ভয় পেলেন যে রাক্ষসগণ সংখ্যায় চতুর্দশ সহস্র যাদের সঙ্গে একা অযোধ্যানাথ শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধ করছেন। দেবতা ও মুনি সকলকে শঙ্কিত হতে দেখে মায়ানাথ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র এক বিচিত্র ও কৌতুকপ্রদ মায়া বিস্তার করলেন যার ফলে শত্রুসৈন্য সকলেই একে অপরকে রামরূপে প্রত্যক্ষ করে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে লাগল॥ ৪ ॥

দোহা—*রাক্ষসগণ (ওই রাম ! রামকে মার ! এইভাবে) রামনাম করে মৃত্যুবরণ করতে লাগল আর মুক্ত হয়ে যেতে লাগল। কৃপা নিধান শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই শত্রু সংহার করলেন॥ ২০ (ক)॥ দেবতাগণ তখন আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। আকাশে বাতাসে দুন্দুভি বাদ্য শোনা যেতে লাগল। দেবতাগণ শ্রীপ্রভুর স্তবস্তুতি করে তাঁদের সুসজ্জিত বিমানে চড়ে নিজ নিজ ধামে গমন করলেন॥ ২০ (খ)॥*

চৌপাই—এইভাবে শ্রীরঘুনাথ যুদ্ধে শত্রুদের পর্যুদস্ত করলেন। সুর, নর ও মুনিদের মনে ভীতি নিবারণ হল আর তাঁরা সকলেই স্বস্তি অনুভব করলেন। এইবার অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ সীতাদেবীকে নিয়ে এসে শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণত হলেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তখন অতি প্রসন্ন মূর্তি। তিনি লক্ষ্মণকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন॥ ১ ॥

চৌপাই (২—৬)

সীতা চিতব স্যাম মৃদু গাতা। পরম প্রেম লোচন ন অঘাতা॥
পঞ্চবটীঁ বসি শ্রীরঘুনায়ক। করত চরিত সুর মুনি সুখদায়ক॥
ধুআঁ দেখি খরদূষন কেরা। জাই সুপনখাঁ রাবন প্রেরা॥
বোলী বচন ক্রোধ করি ভারী। দেস কোস কৈ সুরতি বিসারী॥
করসি পান সোবসি দিনু রাতী। সুধি নহিঁ তব সির পর আরাতী॥
রাজ নীতি বিনু ধন বিনু ধর্মা। হরিহি সমর্পে বিনু সতকর্মা॥
বিদ্যা বিনু বিবেক উপজাএঁ। শ্রম ফল পঢ়ে কিএঁ অরু পাএঁ॥
সঙ্গ তেঁ জতী কুমন্ত্র তে রাজা। মান তে গ্যান পান তেঁ লাজা॥
প্রীতি প্রনয় বিনু মদ তে গুনী। নাসহিঁ বেগি নীতি অস সুনী॥

সোরঠা (২১ ক)

রিপু রুজ পাবক পাপ প্রভু অহি গনিঅ ন ছোট করি।
অস কহি বিবিধ বিলাপ করি লাগী রোদন করন॥

দোহা (২১ খ)

সখা মাঝ পরি ব্যাকুল বহু প্রকার কহ রোই।
তোহি জিঅত দসকন্ধর মোরি কি অসি গতি হোই॥

চৌপাই (১—৪)

সুনত সভাসদ উঠে অকুলাঈ। সমুঝাঈ গহি বাঁহ উঠাঈ॥
কহ লঙ্কেস কহসি নিজ বাতা। কেইঁ তব নাসা কান নিপাতা॥
অবধ নৃপতি দসরথ কে জাএ। পুরুষ সিংঘ বন খেলন আএ॥
সমুঝি পরী মোহি উন্হ কৈ করনী। রহিত নিসাচর করিহহিঁ ধরনী॥
জিন্হ কর ভুজবল পাই দসানন। অভয় ভএ বিচরত মুনি কানন॥
দেখত বালক কাল সমানা। পরম ধীর ধন্বী গুন নানা॥
অতুলিত বল প্রতাপ দ্বৌ ভ্রাতা। খল বধ রত সুর মুনি সুখদাতা॥
সোভা ধাম রাম অস নামা। তিন্হ কে সঙ্গ নারি এক স্যামা॥

চৌপাই—সীতাদেবী তখন একদৃষ্টে শ্যামল ও কোমল তনু প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নয়নযুগল যেন কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করছিল না। এইভাবে দেবতা ও মুনিদের প্রিয় শ্রীরঘুনাথের পঞ্চবটী বাসকালের লীলা চলতে লাগল॥ ২ ॥ খরদূষণ সংহার প্রত্যক্ষ করে সূর্পণখা রাবণের নিকট উপস্থিত হল। তাকে উত্তেজিত করবার জন্য সূর্পণখা রাবণকে বলল—তোমার দেশের অবস্থা ও রাজকোষ বিপর্যয়ের কথা বিস্মরণ হয়েছে॥ ৩ ॥ দিবারাত্র কেবল মদ্যপান করছ আর সুখে নিদ্রাগমন করছ। শত্রু যে শিয়রে উপস্থিত হয়েছে তার খোঁজ রাখ না ! নীতিহীন রাজ্যপালন, ধর্মহীন সম্পদ আহরণ, সমর্পণহীন উত্তম কর্ম সম্পাদন আর বিবেকশূন্য বিদ্যার্জনে তো কেবল পণ্ডশ্রমই হয়ে থাকে। তোমার এদিকে হুঁশ নেই। আমি তো শুনেছি যে বিষয় সঙ্গ লাভ করে সন্ন্যাসী, কুমন্ত্রণায় রাজা, অভিমানে জ্ঞান, সুরাপানে লজ্জা, নম্রতার অভাবে প্রীতি এবং মদে (অহংকারে) সদ্‌গুণ অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়ে যায়॥ ৪-৬॥

সোরঠা—শত্রু, রোগ, অগ্নি, পাপ, প্রভু ও সর্পকে অবহেলা করা ঠিক নয়। এইভাবে বিলাপ করে সূর্পণখা রোদন করতে লাগল॥ ২১(ক)॥ (রাবণের) রাজসভায় ব্যাকুল রোদনাকুল সূর্পণখা বলল—হে দশানন ! তুমি বেঁচে আছ, আর আমার এই দুর্দশা হল ? ২১(খ)॥

চৌপাই—সূর্পণখার কথা শুনে সভাসদগণ চমকে উঠল। তারা সূর্পণখাকে হাত ধরে তুলে শান্ত করবার চেষ্টা করল। লঙ্কেশ্বর রাবণ বলে উঠল —নিজের কথা বল, কে তোমার নাসিকা কর্ণে হাত দিয়েছে ? ১॥ (সূর্পণখা বলল) সে অযোধ্যাপতি দশরথের পুত্র। সেই পুরুষ সিংহ বনে মৃগয়া করতে এসেছিল। তার মতিগতি দেখে আমার মনে হয়েছে যে সে ধরণীকে রাক্ষসহীন করতে চায়॥ ২ ॥ তার বাহুবলের প্রতাপে হে দশানন ! বনে মুনিগণ নির্ভয়ে বসবাস করছে। সে দেখতে বালকবৎ হলেও কালসম (ভয়ংকর)। সে ধীর, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর ও বিবিধগুণসম্পন্ন॥ ৩ ॥ ভ্রাতৃযুগলের বল ও প্রতাপ অতুলনীয়। তারা দুষ্টদের বধ করে দেবতা ও মুনিদের সুখ প্রদানে নিত্যযুক্ত। যে অনুপম সুন্দর তনু ; তাঁর নাম রাম। তাদের সঙ্গে আছে এক সুন্দরী তরুণী ভার্যা॥ ৪ ॥

চৌপাই (৫—৬)

রূপ রাসি বিধি নারি সঁবারী। রতি সত কোটি তাসু বলিহারী।।
তাসু অনুজ কাটে শ্রুতি নাসা। সুনি তব ভগিনি করহিঁ পরিহাসা।।
খর দূষন সুনি লগে পুকারা। ছন মহুঁ সকল কটক উন্হ মারা।।
খর দূষন তিসিরা কর ঘাতা। সুনি দসসীস জরে সব গাতা।।

দোহা (২২)

সূপনখহি সমুঝাই করি বল বোলেসি বহু ভাঁতি।
গয়উ ভবন অতি সেচবস নীদ পরই নহিঁ রাতি।।

চৌপাই (১—৪)

সুর নর অসুর নাগ খগ মাহীঁ। মোরে অনুচর কহঁ কোউ নাহীঁ।।
খর দূষন মোহি সম বলবন্তা। তিন্হহি কো মারই বিনু ভগবন্তা।।
সুর রঞ্জন ভঞ্জন মহি ভারা। জৌঁ ভগবন্ত লীন্হ অবতারা।।
তৌ মৈঁ জাই বৈরু হঠি করউঁ। প্রভু সর প্রান তজেঁ ভব তরউঁ।।
হোইহি ভজনু ন তামস দেহা। মন ক্রম বচন মন্ত্র দৃঢ় এহা।।
জৌঁ নররূপ ভূপসুত কোউ। হরিহউঁ নারি জীতি রন দোউ।।
চলা অকেল জান চঢ়ি তহবাঁ। বস মারীচ সিন্ধু তট জহবাঁ।।
ইহাঁ রাম জসি জুগুতি বনাঈ। সুনহু উমা সো কথা সুহাঈ।।

দোহা (২৩)

লছিমন গএ বনহিঁ জব লেন মূল ফল কন্দ।
জনকসুতা সন বোলে বিহসি কৃপা সুখ বৃন্দ।।

চৌপাই (১)

সুনহু প্রিয়া ব্রত রুচির সুসীলা। মৈঁ কছু করবি ললিত নরলীলা।।
তুম্হ পাবক মহুঁ করহু নিবাসা। জৌ লগি করৌঁ নিসাচর নাসা।।

চৌপাই—বিধাতা সেই নারীকে এমন রূপরাজি প্রদান করে সৃষ্টি করেছেন যে শতকোটি রতির (কামদেবের স্ত্রীর) সৌন্দর্য তার কাছে ম্লান। তারই অনুজের হাতে আমার নাসিকা কর্ণের এই অবস্থা। আমি তোমার ভগিনী জেনে আমাকে উপহাস করেছে॥ ৫ ॥ আমার আর্তনাদ শুনে খর-দূষণ আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু সৈন্যসহ তাদের সকলকে অল্পক্ষণের মধ্যেই বধ করেছে। খর, দূষণ ও ত্রিশিরা বধের কথা শুনে দশাননের সর্বাঙ্গে যেন আগুন লেগে গেল॥ ৬ ॥

দোহা—নিজ শক্তি সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করে রাবণ সূর্পণখাকে (উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের) আশ্বাস দিয়ে ভয়ানক দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘরে ফিরে গেল কিন্তু সারারাত ঘুমোতে পারল না॥ ২২ ॥

চৌপাই—(সে মনে মনে চিন্তা করল—) দেবতা, মানব, অসুর, নাগ এবং পক্ষীকুলের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আমার অনুচরদের সমকক্ষ হতে পারে আর খর-দূষণ তো আমার মতনই শক্তিধর ছিল। তাদের তো একমাত্র শ্রীভগবানই বিনাশ করতে সক্ষম ! ১ ॥ দেবতাদের আনন্দদাতা ও ভূভারহারী শ্রীভগবানই যদি অবতাররূপে এসে থাকেন তাহলে আমি বলপ্রয়োগ করে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করব আর শ্রীপ্রভুর শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করে ভবসাগর পার করে যাব॥ ২ ॥ এই তামস দেহে তো আর সাধন-ভজন হবে না ; তাই এইরূপ সিদ্ধান্ত কায়মনোবাক্যে নেওয়াতেই মঙ্গল। আর যদি তারা নেহাতই নরসম রাজকুমার হয় তাহলে তাদের যুদ্ধে পরাজিত করে সেই নারীকে হরণ করতে বেগ পেতে হবে না॥ ৩ ॥ (এমন স্থির করে) রাবণ একাকীই রথে চড়ে সমুদ্রের ধারে বসবাসকারী মারীচের কাছে উপস্থিত হল। (মহাদেব বললেন—) হে পার্বতী ! এদিকে শ্রীরামচন্দ্র যে সিদ্ধান্ত নিলেন সেই অপূর্ব সুন্দর কথাও শুনে রাখো॥ ৪ ॥

দোহা—শ্রীলক্ষ্মণ তখন কন্দ ও ফলমূল আহরণে বনে গমন করেছেন। সীতাদেবীকে (একান্তে পেয়ে) কৃপা ও সুখ আকর শ্রীরামচন্দ্র বললেন॥ ২৩ ॥

চৌপাই—(শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে পতিব্রতা সুশীলা প্রিয়তমা ! শোনো। আমি এখন কিছু ললিত নরলীলা সম্পাদন করব। কিছু রাক্ষসবধ করব। তাই রাক্ষস বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত তুমি অগ্নির মধ্যে বাস করো॥ ১ ॥

চৌপাই (২—৪)

জবহিঁ রাম সব কহা বখানী। প্রভু পদ ধরি হিয়ঁ অনল সমানী॥
নিজ প্রতিবিম্ব রাখি তহঁ সীতা। তৈসই সীল রূপ সুবিনীতা॥

লছিমনহূঁ যহ মরমু ন জানা। জো কছু চরিত রচা ভগবানা॥
দসমুখ গয়উ জহাঁ মারীচা। নই মাথ স্বারথ রত নীচা॥

নবনি নীচ কৈ অতি দুখদাঈ। জিমি অঙ্কুস ধনু উরগ বিলাঈ॥
ভয়দায়ক খল কৈ প্রিয় বানী। জিমি অকাল কে কুসুম ভবানী॥

দোহা (২৪)

করি পূজ মারীচ তব সাদর পূছী বাত।
কবন হেতু মন ব্যগ্র অতি অকসর আয়হু তাত॥

চৌপাই (১—৪)

দসমুখ সকল কথা তেহি আগেঁ। কহী সহিত অভিমান অভাগেঁ॥
হোহু কপট মৃগ তুম্হ ছলকারী। জেহি বিধি হরি আনৌঁ নৃপনারী॥

তেহিঁ পুনি কহা সুনহু দসসীসা। তে নররূপ চরাচর ঈসা॥
তাসোঁ তাত বয়রু নহিঁ কীজৈ। মারেঁ মরিঅ জিআএঁ জীজৈ॥

মুনি মখ রাখন গয়উ কুমারা। বিনু ফর সর রঘুপতি মোহি মারা॥
সত জোজন আয়উঁ ছন মাহীঁ। তিন্হ সন বয়রু কিএঁ ভল নাহীঁ॥

ভই মম কীট ভৃঙ্গ কী নাঈ। জহঁ তহঁ মৈঁ দেখউঁ দোউ ভাঈ॥
জৌঁ নর তাত তদপি অতি সূরা। তিন্হহি বিরোধি ন আইহি পূরা॥

দোহা (২৫)

জেহিঁ তাড়কা সুবাহু হতি খণ্ডেউ হর কোদন্ড।
খর দূষন তিসিরা বধেউ মনুজ কি অস বরিবন্ড॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্র সব কথা বুঝিয়ে বলতেই সীতাদেবী শ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করে অগ্নিতে মিলিত হলেন। সীতাদেবী যে ছায়ামূর্তি সেইখানে রেখে গেলেন তা তাঁর মতনই শীল-স্বভাবসম্পন্ন, রূপবতী ও নম্রস্বভাবযুক্ত ছিল॥ ২ ॥ শ্রীভগবান যে লীলা সম্পাদন করতে চলেছেন তার বিবরণ শ্রীলক্ষ্মণও জানতে পারলেন না। (আর ওদিকে) স্বার্থপর নীচ রাবণ মারীচের কাছে উপস্থিত হল আর তাকে গিয়ে প্রণামও করল॥ ৩ ॥ মন্দের অতি বিনয়ও দুঃখের কারণ হয়ে থাকে যেমন অঙ্কুশ, ধনুক, সর্প ও মার্জারের অবনমিত হওয়া (অবশ্যই সুখকর হয় না)। (মহাদেব বললেন—) হে ভবানী! দুষ্ট ব্যক্তির সুমিষ্ট কথাও ভীতিপ্রদানকারী হয়ে থাকে যেন তা অসময়ের ফুল॥ ৪ ॥

দোহা—তখন মারীচ রাবণের পূজার্চনা করে সমাদর সহিত জিজ্ঞাসা করল—হে তাত! মনটা এত উদ্বিগ্ন কেন? একাকী আগমন কেন? ২৪ ॥

চৌপাই—মন্দভাগ্য অভিমানী রাবণ সব কথা তাকে খুলে বলে তাকে কপট মায়ামৃগরূপ ধারণ করতে বলল যাতে সে সেই রাজমহিষীকে হরণ করে আনতে পারে॥ ১ ॥ তখন সে (মারীচ) বলল—হে দশানন! শুনুন। সে নররূপে বিশ্বচরাচরের প্রভু স্বয়ং। হে তাত! তাঁর সঙ্গে শত্রুতা নাই বা করলেন। তাঁর ইচ্ছাতেই তো জীবন ধারণ আর মৃত্যুবরণ করা (অর্থাৎ জন্মমৃত্যু সমস্তই তাঁর অধীন)॥ ২ ॥ এই রাজকুমারই বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞ রক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। তখন শ্রীরঘুনাথ আমাকে ফলক ছাড়া এক বাণ মেরেছিলেন যাতে আমি শতযোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম। এমন ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতা করলে মঙ্গল হবে না॥ ৩ ॥ আমার দশা তো (তারপর থেকে) কাঁচপোকার মতন হয়ে গেছে। এখন সর্বত্র আমি শ্রীরাম-শ্রীলক্ষ্মণ এই দুই ভাইকে দেখি। আর হে তাত! তারা যদি সত্যিই মানুষ হয় তবুও তো তারা অতিশয় শৌর্যবীর্যসম্পন্ন! তাদের সঙ্গে শত্রুতা করে (উদ্দেশ্য) সফল হওয়া কঠিন॥ ৪ ॥

দোহা—যিনি তাড়কা ও সুবাহু সংহার করে হরধনু ভঙ্গ করেছেন আর খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বধ করেছেন তিনি প্রচণ্ড শক্তিশালী তাতে সন্দেহ নেই। তিনি মানুষ কেন হবেন? ২৫ ॥

চৌপাই (১—৪)

জাহু ভবন কুল কুসল বিচারী। সুনত জরা দীন্হিসি বহু গারী॥
গুরু জিমি মূঢ় করসি মম বোধা। কহু জগ মোহি সমান কো জোধা॥
তব মারীচ হৃদয়ঁ অনুমানা। নবহি বিরোধেঁ নহিঁ কল্যানা॥
সস্ত্রী মর্মী প্রভু সঠ ধনী। বৈদ বন্দি কবি ভানস গুনী॥
উভয় ভাঁতি দেখা নিজ মরনা। তব তাকিসি রঘুনায়ক সরনা॥
উতরু দেত মোহি বধব অভাগেঁ। কস ন মরৌঁ রঘুপতি সর লাগেঁ॥
অস জিয়ঁ জানি দসানন সঙ্গা। চলা রাম পদ প্রেম অভঙ্গা॥
মন অতি হরষ জনাব ন তেহী। আজু দেখিহউঁ পরম সনেহী॥

ছন্দ

নিজ পরম প্রীতম দেখি লোচন সুফল করি সুখ পাইহৌঁ।
শ্রীসহিত অনুজ সমেত কৃপানিকেত পদ মন লাইহৌঁ॥
নির্বান দায়ক ক্রোধ জা কর ভগতি অবসহি বসকরী।
নিজ পানি সর সন্ধানি সো মোহি বধিহি সুখসাগর হরী॥

দোহা (২৬)

মম পাছেঁ ধর ধাবত ধরেঁ সরাসন বান।
ফিরি ফিরি প্রভুহি বিলোকিহউঁ ধন্য ন মো সম আন॥

চৌপাই (১—২)

তেহি বন নিকট দসানন গয়ঊ। তব মারীচ কপটমৃগ ভয়ঊ॥
অতি বিচিত্র কছু বরনি ন জাঈ। কনক দেহ মনি রচিত বনাঈ॥
সীতা পরম রুচির মৃগ দেখা। অঙ্গ অঙ্গ সুমনোহর বেষা॥
সুনহু দেব রঘুবীর কৃপালা। এহি মৃগ কর অতি সুন্দর ছালা॥

চৌপাই—অতএব আপনার কুলের মঙ্গলের জন্য আপনি গৃহে প্রত্যাগমন করুন। এই কথা শুনে রাবণ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল আর মারীচকে বহু কটুকথা বলে অপমান করল। (অতঃপর রাবণ বলল—) ওরে মূর্খ! তুই আমাকে গুরুর মতন উপদেশ দিচ্ছিস ? বল, তাহলে! ত্রিভুবনে আমার সমকক্ষ যোদ্ধা আর কে আছে ? ১ ॥ তখন মারীচ বুঝল যে শস্ত্রধারী, ভেদজ্ঞানী (যে গোপন কথা জানে), সামর্থ্যযুক্ত প্রভু, মূর্খ, ধনী, চিকিৎসক, চাটুকার ব্যক্তি, কবি ও পাচক—এই নয় রকমের ব্যক্তির সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করলে কল্যাণ হয় না॥ ২ ॥ মারীচ তখন উভয় সংকটে, মৃত্যু তার শিয়রে উপস্থিত। মৃত্যুর জন্য সে তখন শ্রীরঘুনাথের শরণাগতিকেই বেছে নিল। আজ্ঞাপালন করতে অস্বীকার করলে এই অভাগা রাবণের হাতে এখনই মরতে হবে। তার চেয়ে শ্রীরঘুনাথের শরাঘাতে মৃত্যু হওয়াই তো শ্রেয়॥ ৩ ॥ এইরূপ বিচার করে সে তখন দশাননের সঙ্গে গমন করল। মনে তখন তার প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অখণ্ড প্রীতি। পরম স্নেহী শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ হবে মনে করে সে তখন হর্ষোৎফুল্ল ছিল কিন্তু তা সে রাবণকে (সংগত কারণেই) জানাল না॥ ৪ ॥

ছন্দ—(সে ভাবতে লাগল—) আজ প্রিয়তমের দর্শন লাভ করে আমার নয়ন সার্থক করব। তখন সীতাদেবী ও অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ সহিত কৃপানিকেতন শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে নিজেকে আমি সমর্পণ করে দেব। যাঁর ক্রোধও মঙ্গলজনক আর যাঁর ভক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্রকে (শ্রীভগবানকেও) বশীভূত করতে সক্ষম সেই আনন্দনিকেতন ভগবান শ্রীহরি নিজ হস্তে শরনিক্ষেপ করে আমাকে স্পর্শ দান (বধ) করবেন (এ তো পরম সৌভাগ্যের কথা)॥

দোহা—যখন শ্রীপ্রভু ধনুর্বাণ হস্তে আমাকে ধরবার জন্য ছুটে আসবেন তখন তাঁকে পিছন ফিরে বারে বারে দর্শন করে নেব। আমার মতন ভাগ্যবান আর কে আছে ॥ ২৬ ॥

চৌপাই—রাবণ (যে বনে শ্রীরামচন্দ্র বাস করছিলেন) সেই বনের সন্নিকটে উপনীত হল। মারীচ সুবর্ণময় মণিমণ্ডিতসম মায়ামৃগ রূপ ধারণ করল। বর্ণনাতীত সুন্দর ছিল তার বিচিত্র রূপ॥ ১ ॥ সেই পরম সুন্দর মৃগ সীতাদেবীর নজরে এল। মৃগের অঙ্গবিন্যাসে রূপের প্রকাশ ছিল। (তিনি বললেন—) হে দেব ! হে কৃপালু শ্রীরঘুবীর ! শুনুন। এই মৃগচর্ম বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক॥ ২ ॥

চৌপাই (৩—৯)

সত্যসন্ধ প্রভু বধি করি এহী। আনহু চর্ম কহতি বৈদেহী॥
তব রঘুপতি জানত সব কারন। উঠে হরষি সুর কাজু সঁবারন॥

মৃগ বিলোকি কটি পরিকর বাঁধা। করতল চাপ রুচির সর সাঁধা॥
প্রভু লছিমনহি কহা সমুঝাঈ। ফিরত বিপিন নিসিচর বহু ভাঈ॥

সীতা কেরি করেহু রখবারী। বুধি বিবেক বল সময় বিচারী॥
প্রভুহি বিলোকি চলা মৃগ ভাজী। ধাএ রামু সরাসন সাজী॥

নিগম নেতি সিব ধ্যান ন পাবা। মায়ামৃগ পাছেঁ সো ধাবা॥
কবহুঁ নিকট পুনি দূরি পরাঈ। কবহুঁক প্রগটই কবহুঁ ছপাঈ॥

প্রগটত দুরত করত ছল ভূরী। এহি বিধি প্রভুহি গয়উ লৈ দূরী॥
তব তকি রাম কঠিন সর মারা। ধরনি পরেউ করি ঘোর পুকারা॥

লছিমন কর প্রথমহিঁ লৈ নামা। পাছেঁ সুমিরেসি মন মহুঁ রামা॥
প্রান তজত প্রগটেসি নিজ দেহা। সুমিরেসি রামু সমেত সনেহা॥

অন্তর প্রেম তাসু পহিচানা। মুনি দুর্লভ গতি দীন্হি সুজানা॥

দোহা (২৭)

বিপুল সুমন সুর বরষহিঁ গাবহিঁ প্রভু গুন গাথ।
নিজ পদ দীন্হ অসুর কহুঁ দীনবন্ধু রঘুনাথ॥

চৌপাই (১)

খল বধি তুরত ফিরে রঘুবীরা। সোহ চাপ কর কটি তূনীরা॥
আরত গির সুনী জব সীতা। কহ লছিমন সন পরম সভীতা॥

চৌপাই —(জানকীদেবী বললেন—) হে সত্যবদ্ধ শ্রীপ্রভু ! এই মৃগ বধ করে তার সুন্দর মৃগচর্ম আমাকে এনে দিন। তখন শ্রীরঘুবীর (মারীচের মায়ামৃগরূপ ধারণের) সব কথা জেনেও দেবকার্য সম্পাদন হেতু হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন॥ ৩ ॥ তিনি মৃগকে দেখে তাঁর কটিবন্ধন সুদৃঢ় করলেন আর হস্তে ধনুক তুলে নিয়ে তাতে সুন্দর (দিব্য) শর সংযোজন করলেন। অতঃপর তিনি অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে বুঝিয়ে বললেন—হে ভাই ! বনের মধ্যে বহু রাক্ষসের আনাগোনা আছে॥ ৪ ॥ তুমি বিবেকবুদ্ধিপূর্বক শক্তিসামর্থ্য ও সময়ানুসারে সীতাদেবীর রক্ষণাবেক্ষণে নিত্যযুক্ত থেকো। শ্রীপ্রভুকে দেখে মৃগ পলায়ন করতে লাগল আর শ্রীরামচন্দ্রও তাঁর ধনুর্বাণ নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকলেন॥ ৫ ॥ বেদ যাঁর সম্বন্ধে নেতি নেতি (অর্থাৎ 'এ নয়' 'এ নয়') বলে চুপ করে যায় আর স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব যাঁকে ধ্যানেও পেতে সক্ষম হন না (অর্থাৎ যিনি বাক্যমনাতীত) সেই শ্রীরামচন্দ্র মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবন করছেন ! মৃগ কখনো কাছে আসছিল আর কখনো দূরে চলে যাচ্ছিল। কখনো তা দেখা যাচ্ছিল আর কখনো দেখা যাচ্ছিল না॥ ৬ ॥ লুকোচুরি খেলতে খেলতে নানারকম ছলনা করে মৃগ শ্রীপ্রভুকে বহুদূরে নিয়ে চলে গেল। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাকে লক্ষ্য করে অমোঘ শর নিক্ষেপ করলেন যার আঘাতে মৃগ বিকট আর্তনাদ করে ধরাশায়ী হল॥ ৭ ॥ মৃগরূপধারী মারীচ প্রথমে শ্রীলক্ষ্মণের নাম নিয়ে তারপর মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করল। প্রাণত্যাগের সময় সে নিজ রাক্ষসরূপ প্রকট করল আর প্রেমপ্রীতি সহকারে শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করল॥ ৮ ॥ সুজন (সর্বজ্ঞ) শ্রীরামচন্দ্র মারীচের অন্তরের প্রেমে তুষ্ট হয়ে তাকে সেই গতি (পরমপদ) প্রদান করলেন যা মুনিঋষিদের জন্যও দুর্লভ বলে পরিচিত॥ ৯ ॥

দোহা—দীনবন্ধু শ্রীরঘুনাথের অসুরকে পর্যন্ত নিজ পরমপদ প্রদান করতে দেখে দেবতাগণও বিপুলভাবে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন আর তাঁর স্তব-স্তুতি গুণকীর্তনে যুক্ত হলেন॥ ২৭ ॥

চৌপাই—দুষ্ট মারীচকে বধ করে হস্তে ধনুক ও কটিতে তূণীর পরিশোভিত শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ফিরে চললেন। এদিকে সীতাদেবী যখন মারীচের আর্তনাদ (মৃত্যুকালে 'হায় লক্ষ্মণ' বিলাপ) শ্রবণ করলেন তখন তিনি উদ্বিগ্ন চিত্ত হয়ে পড়লেন। তিনি শ্রীলক্ষ্মণকে বললেন—॥ ১ ॥

চৌপাই (২—৮)

জাহু বেগি সঙ্কট অতি ভ্রাতা। লছিমন বিহসি কহা সুনু মাতা॥
ভৃকুটি বিলাস সৃষ্টি লয় হোঈ। সপনেহুঁ সঙ্কট পরই কি সোঈ॥

পরম বচন জব সীতা বোলা। হরি প্রেরিত লছিমন মন ডোলা॥
বন দিসি দৈব সৌঁপি সব কাহূ। চলে জহাঁ রাবন সসি রাহূ॥

সূন বীচ দসকন্ধর দেখা। আবা নিকট জতী কেঁ বেষা॥
জাকেঁ ডর সুর অসুর ডেরাহীঁ। নিসি ন নীচ দিন অন্ন ন খাহীঁ॥

সো দসসীস স্বান কী নাঈ। ইত উত চিতই চলা ভড়িহাঈ॥
ইমি কুপন্থ পগ দেত খগেসা। রহ ন তেজ তন বুধি বল লেসা॥

নানা বিধি করি কথা সুহাঈ। রাজনীতি ভয় প্রীতি দেখাঈ॥
কহ সীতা সুনু জতী গোসাঈঁ। বোলেহু বচন দুষ্ট কী নাঈঁ॥

তব রাবন নিজ রূপ দেখাবা। ভঈ সভয় জব নাম সুনাবা॥
কহ সীতা ধরি ধীরজু গাঢ়া। আই গয়উ প্রভু রহু খল ঠাঢ়া॥

জিমি হরিবধুহি ছুদ্র সস চাহা। ভএসি কালবস নিসিচর নাহা॥
সুনত বচন দসসীস রিসানা। মন মহুঁ চরন বন্দি সুখ মানা॥

দোহা (২৮)

ক্রোধবন্ত তব রাবন লীন্হিসি রথ বৈঠাই।
চলা গগনপথ আতুর ভয়ঁ রথ হাঁকি ন জাই॥

চৌপাই (১)

হা জগ এক বীর রঘুরায়া। কেহিঁ অপরাধ বিসারেহু দায়া॥
আরতি হরন সরন সুখদায়ক। হা রঘুকুল সরোজ দিননায়ক॥

চৌপাই—(সীতাদেবী বললেন—) তোমার অগ্রজ সংকটে, এখনই ছুটে যাও। শ্রীলক্ষ্মণ হেসে উত্তর দিলেন—হে মাতৃসমা ! শোনো। যাঁর ভ্রূকুটি বিলাসে সকল সৃষ্টির লয় হয় সেই শ্রীরামচন্দ্র কখনো স্বপ্নেও কি বিপদে পড়তে পারেন ? ২ ॥ এর উত্তরে সীতাদেবী কিছু মর্মভেদী উক্তি করলে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় শ্রীলক্ষ্মণের মনও বিচলিত হয়ে উঠল। তিনি তখন সীতাদেবীকে বনদেবতা ও দিঙ্মণ্ডলের দেবতাসকলের হস্তে সমর্পণ করে সেইদিকে চললেন যে দিকে রাবণরূপ চন্দ্রের জন্য রাহুস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র গমন করেছিলেন॥ ৩ ॥ সুযোগ সমাগত (সীতাদেবীর রক্ষণাবেক্ষণে কেউ নিযুক্ত নেই) দেখে রাবণ যতি (সন্ন্যাসী) বেশে সীতাদেবীর নিকটে উপস্থিত হল। (এই সেই দশানন) যার ভয়ে দেবাসুর রাত্রে নিশ্চিন্তে নিদ্রাগমন করতে পারে না আর দিনেও (নিশ্চিন্ত মনে) অন্নগ্রহণ করতে পারে না॥ ৪ ॥ আর সেই দশাননই কুক্কুরসম ইতিউতি দেখতে দেখতে (অসতর্ক মুহূর্তে ছিনতাই বা) চুরির উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলল। (কাকভূশণ্ডী বললেন—) হে শ্রীগরুড় ! এইরূপ নিন্দনীয় কার্যে যে প্রবৃত্ত হয় তখনই তার তেজ, বুদ্ধি ও বলও লোপ পায়॥ ৫ ॥ রাবণ বহুবিধ বাগ্‌জাল রচনা করে সীতাদেবীকে রাজনীতি, ভয় ও প্রেমের উপদেশ দিল। সীতাদেবী তখন বললেন— হে যতিবর ! তুমি তো দুষ্টব্যক্তিসম কথা বলছ॥ ৬ ॥ তখন (ছদ্মবেশ ছেড়ে) রাবণ নিজের রূপ ধারণ করল আর তার নাম বলল। তার নাম শ্রবণ করতেই সীতাদেবী ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়লেন। তা সত্ত্বেও সীতাদেবী সুদৃঢ় ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে বললেন—ওরে দুষ্ট ! একটু অপেক্ষা কর, শ্রীপ্রভু এখনই এসে পড়বেন॥ ৭ ॥ ওরে রাক্ষসরাজ ! তুই তুচ্ছ শশক হয়ে সিংহীর উপর লোভ করেছিস। তাতে তুই তো কালের গ্রাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিস। সীতাদেবীর কথায় রাক্ষসরাজ ক্রোধান্বিত হলেও মনে মনে সীতাদেবীর চরণ বন্দনা করে প্রীত হল॥ ৮ ॥

দোহা—অতঃপর সে সক্রোধে সীতাদেবীকে রথে তুলে নিল আর আকাশপথে পাড়ি দিল। ভীত রাবণ তখন ঠিকমতন রথ চালাতে সক্ষম হচ্ছিল না॥ ২৮ ॥

চৌপাই—(তখন সীতাদেবী বিলাপ করতে লাগলেন—) হা জগতের একমাত্র অদ্বিতীয় বীর শ্রীরঘুনাথ ! কোন্ অপরাধে আমার উপর থেকে কৃপাদৃষ্টি তুলে নিলেন ? হে অরাতিদমন ! হে শরণাগত বৎসল ! হা রঘুকুলসরোজ ভাস্কর ! ১ ॥

চৌপাই (২—১২)

হা লছিমন তুম্হার নহিঁ দোসা। সো ফলু পায়উঁ কীন্হেউঁ রোসা॥
বিবিধ বিলাপ করতি বৈদেহী। ভূরি কৃপা প্রভু দূরি সনেহী॥
বিপতি মোরি কো প্রভুহি সুনাবা। পুরোডাস চহ রাসভ খাবা॥
সীতা কৈ বিলাপ সুনি ভারী। ভএ চরাচর জীব দুখারী॥
গীধরাজ সুনি আরত বানী। রঘুকুলতিলক নারি পহিচানী॥
অধম নিসাচর লীন্হেঁ জাঈ। জিমি মলেছ বস কপিলা গাঈ॥
সীতে পুত্রি করসি জনি ত্রাসা। করিহউঁ জাতুধান কর নাসা॥
ধাবা ক্রোধবন্ত খগ কৈসেঁ। ছূটই পবি পরবত কহুঁ জৈসে॥
রে রে দুষ্ট ঠাঢ় কিন হোহী। নির্ভয় চলেসি ন জানেহি মোহী॥
আবত দেখি কৃতান্ত সমানা। ফিরি দসকন্ধর কর অনুমানা॥
কী মৈনাক কি খগপতি হোঈ। মম বল জান সহিত পতি সোঈ॥
জানা জরঠ জটায়ূ এহা। মম কর তীরথ ছাঁড়িহি দেহা॥
সুনত গীধ ক্রোধাতুর ধাবা। কহ সুনু রাবন মোর সিখাবা॥
তজি জানকিহি কুসল গৃহ জাহূ। নাহিঁ ত অস হোইহি বহুবাহূ॥
রাম রোষ পাবক অতি ঘোরা। হোইহি সকল সলভ কুল তোরা॥
তরু ন দেত দসানন জোধা। তবহিঁ গীধ ধাবা করি ক্রোধা॥
ধরি কচ বিরথ কীন্হ মহি গিরা। সীতহি রাখি গীধ পুনি ফিরা॥
চোচন্হ মারি বিদারেসি দেহী। দন্ড এক ভই মুরুছা তেহী॥
তব সক্রোধ নিসিচর খিসিআনা। কাঢ়েসি পরম করাল কৃপানা॥
কাটেসি পঙ্খ পরা খগ ধরনী। সুমিরি রাম করি অদ্ভুত করনী॥
সীতিহি জান চঢ়াই বহোরী। চলা উতাইল ত্রাস ন থোরী॥
করতি বিলাপ জাতি নভ সীতা। ব্যাধ বিবস জনু মৃগী সভীতা॥

চৌপাই — হা লক্ষ্মণ ! তোমার তো (কোনো) দোষ নেই। আমিই রুষ্ট হয়েছি (ও কুকথা বলেছি) তাই তার ফল ভোগ করছি। সীতাদেবী এইভাবে নানারূপ বিলাপ করছিলেন—(হায় !) শ্রীপ্রভুর অনন্ত কৃপা কিন্তু তিনি তো বহুদূরে থেকে গেলেন॥ ২ ॥ আমার এই বিপদের কথা তাঁকে কেই বা বলবে ! গর্দভের যজ্ঞের হবির উপর লোভ ! সীতাদেবীর বিলাপ শ্রবণ করে বিশ্বচরাচরের জীবসকল দুঃখিত হয়ে গেল॥ ৩ ॥ সীতাদেবীর সকরুণ বিলাপ শুনে গৃধ্ররাজ জটায়ু বুঝল যে রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রী বিপদে পড়েছেন। (সে তখন দেখল যে) এক অধম রাক্ষস তাঁকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। সে দেখল যে কপিলাসম দুর্বল নারী ম্লেচ্ছ সবল রাক্ষসের হাতে পড়েছে॥ ৪ ॥ (গৃধ্ররাজ জটায়ু বলল—) হে পুত্রী সীতা ! ভয় পেও না। আমি এই রাক্ষসকে বিনাশ করছি। ক্রুদ্ধ গৃধ্ররাজ পর্বতের উপর নিক্ষিপ্ত বজ্রসম গতিতে রাক্ষসের দিকে ছুটে গেল॥ ৫ ॥ (গৃধ্ররাজ রাক্ষসকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করে বলল—) ওরে দুষ্ট ! দাঁড়াচ্ছিস না কেন ? আমাকে চিনিস না তাই নির্ভয়ে যাচ্ছিস। তাকে কালসম ধাবিত হতে দেখে রাবণ ফিরে তাকিয়ে ভাবল— ॥ ৬ ॥ একি মৈনাক পর্বত অথবা খগপতি গরুড় ! কিন্তু গরুড় তো নিজ প্রভু বিষ্ণুসহ আমার পরাক্রমের সঙ্গে পরিচিত। (খানিকটা এগিয়ে এসে) রাবণ চিনতে পেরে বলল—এ তো দেখছি বৃদ্ধ জটায়ু তবে আমার বাহুরূপ তীর্থে তো বৃদ্ধের প্রাণ যাবে॥ ৭ ॥ রাবণের কথা শুনেই গৃধ্ররাজ জটায়ু সক্রোধে প্রবল বেগে ধেয়ে এসে বলল—ওরে রাবণ ! আমার উপদেশ শোন। সীতাদেবীকে ছেড়ে দিয়ে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে যা। আর তা না করলে বহুবাহু রাবণ—॥ ৮ ॥ শ্রীরামের ক্রোধাগ্নিতে তুই পতঙ্গসম পুড়ে গিয়ে নির্বংশ হয়ে যাবি। যোদ্ধা রাবণ জটায়ুর কথার কোনো উত্তর দিল না। তখন গৃধ্র সক্রোধে (তার দিকে) ধাবিত হল॥ ৯ ॥ সে (রাবণকে) চুলের মুঠি ধরে রথ থেকে মাটিতে ফেলে দিল আর সীতাদেবীকে একধারে বসিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এসে চঞ্চুপ্রহার করে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়ল। এর ফলে রাবণ কিছুকাল মূর্ছা গেল॥ ১০ ॥ অতঃপর রাবণ সক্রোধে তার অতি ভয়ংকর তরবারি বার করে জটায়ুর পক্ষ ছেদন করল। পক্ষী (জটায়ু) শ্রীরামচন্দ্রের অদ্ভুত লীলা স্মরণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল॥ ১১ ॥ সীতাদেবীকে রথে তুলে রাবণ আবার চলল। কিন্তু তখনও সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। সীতাদেবী আকাশ পথে গমন কালে বিলাপ করছিলেন। তিনি ব্যাধের জালে পতিত হরিণের মতন তখন অসহায় ছিলেন॥ ১২ ॥

চৌপাই (১৩)

গিরি পর বৈঠে কপিন্হ নিহারী। কহি হরি নাম দীন্হ পট ডারী।।
এহি বিধি সীতহি সো লৈ গয়উ। বন অসোক মহঁ রাখত ভয়উ।।

দোহা (২৯ ক, খ)

হারি পরা খল বহু বিধি ভয় অরু প্রীতি দেখাই।
তব অসোক পাদপ তর রাখিসি জতন করাই।।

নবাহ্নপারায়ণ, ষষ্ঠ বিশ্রাম

জেহি বিধি কপট কপট কুরঙ্গ সঁগ ধাই চলে শ্রীরাম।
সো ছবি সীতা রাখি উর রটতি রহতি হরিনাম।।

চৌপাই (১—৭)

রঘুপতি অনুজহি আবত দেখী। বাহিজ চিন্তা কীন্হি বিসেষী।।
জনকসুতা পরিহরিহু অকেলী। আয়হু তাত বচন মম পেলী।।
নিসিচর নিকর ফিরহিঁ বন মাহীঁ। মম মন সীতা আশ্রম নাহীঁ।।
গহি পদ কমল অনুজ কর জোরী। কহেউ নাথ কছু মোহি ন খোরী।।
অনুজ সমতে গএ প্রভু তহবাঁ। গোদাবরি তট আশ্রম জহবাঁ।।
আশ্রম দেখি জানকী হীনা। ভএ বিকল জস প্রাকৃত দীনা।।
হা গুন খানি জানকী সীতা। রূপ সীল ব্রত নেম পুনীতা।।
লছিমন সমুঝাএ বহু ভাঁতী। পুছত চলে লতা তরু পাঁতী।।
হে খগ মৃগ হে মধুকর শ্রেনী। তুম্হ দেখী সীতা মৃগনৈনী।।
খঞ্জন সুক কপোত মৃগ মীনা। মধুপ নিকর কোকিলা প্রবীনা।।
কুন্দ কলী দাড়িম দামিনী। কমল সরদ সসি অহিভামিনী।।
বরুন পাস মনোজ ধনু হংসা। গজ কেহরি নিজ সুনত প্রসংসা।।
শ্রীফল কনক কদলি হরষাহীঁ। নেকু ন সঙ্ক সকুচ মন মাহীঁ।।
সুনু জানকী তোহি বিনু আজূ। হরষে সকল পাই জনু রাজূ।।

চৌপাই—পর্বতশিখরে উপবিষ্ট বানরদের দেখে সীতাদেবী শ্রীরাম নাম নিয়ে বস্ত্রালংকার ফেলে দিলেন। এইভাবে রাবণ সীতাদেবীকে নিয়ে গেল আর তাঁকে অশোকবনে রাখল॥ ১৩ ॥

দোহা—*সীতাদেবীকে বহুভাবে ভীতিপ্রদর্শন ও প্রলোভিত করে যখন সেই দুষ্ট (রাবণ) সফল হল না তখন সে তাঁকে অশোক বৃক্ষের নীচে রেখে দিল॥ ২৯ (ক)॥ সীতাদেবী (অশোক বৃক্ষের তলায়) শ্রীরামচন্দ্রের মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবন করবার দৃশ্য চিত্তে ধারণ করে হরিনাম (রামনাম) জপ করতে লাগলেন॥ ২৯ (খ)*

চৌপাই—এদিকে শ্রীরঘুপতি অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে তাঁর কাছে আসতে দেখে বাহ্যিক চিন্তাভাব প্রদর্শন করে বললেন—হে ভাই ! তুমি জানকীদেবীকে একলা ছেড়ে এসে আমার আদেশ লঙ্ঘন করলে ! ১ ॥ দলে দলে রাক্ষস বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার (যেন) মনে হচ্ছে যে সীতাকে আশ্রমে পাব না। অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম স্পর্শ করে যুক্তকর হয়ে বলল— হে নাথ ! আমার এতে কোনো দোষ ছিল না॥ ২ ॥ শ্রীলক্ষ্মণকে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র প্রভু গোদাবরীতীরে আশ্রমের নিকট এসে দেখলেন যে সীতাদেবী সেখানে নেই। তিনি সাধারণ মানবসম ব্যাকুল ও দীন (দুঃখী) হয়ে গেলেন॥ ৩ ॥ (শ্রীরামচন্দ্র বিলাপ করতে থাকলেন—) হায় ! সর্বগুণের আকর সীতা ! হে রূপবতী, শীলবতী সীতা ! হে ব্রত ও নিয়ম পালনে তৎপর অতি পবিত্র সীতা ! শ্রীলক্ষ্মণ তাঁকে বহুভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র লতাপাতা, সারিবদ্ধ বৃক্ষরাজিকে জিজ্ঞাসা করতে করতে চললেন—॥ ৪ ॥ হে পক্ষীকুল ! হে পশুসকল ! হে মধুকরবৃন্দ ! তোমরা কি মৃগনয়না সীতাকে দেখেছ ? খঞ্জন, শুক, কপোত, হরিণ, মৎস্য, ভ্রমরবৃন্দ, প্রবীণা কোকিল, কুন্দকলি, ডালিম, দামিনী, কমল, শারদ শশী, নাগিনী, বরুণের পাশ, কামদেবের ধনুক, হংস, গজ ও সিংহ—সকলে তাদের আজ প্রশংসা শুনতে পেল॥ ৫-৬ ॥ (শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন যে) বেল, স্বর্ণরম্ভা, আনন্দে ডগমগ করছে ; তাদের মনে দুঃখ অথবা সংকোচের চিহ্নমাত্র নেই। (শ্রীরামচন্দ্র তাই দেখে বিলাপ করে বললেন—) হে জানকী ! তোমার অসাক্ষাতেও আজ এরা এমন আনন্দ করছে যেন তারা রাজ্যলাভ করেছে। (অর্থাৎ তোমার অঙ্গকান্তির তুলনায় এদের সৌন্দর্য অতি তুচ্ছ, ধিকৃত ও লজ্জিত ছিল। তাই আজ এরা তোমার অসাক্ষাতে সৌন্দর্যাভিমানে ফুলে ফেঁপে উঠেছে)॥ ৭ ॥

চৌপাই (৮—৯)

কিমি সহি জাত অনখ তোহি পাহীঁ। প্রিয়া বেগি প্রগটসি কস নাহীঁ॥
এহি বিধি খোজত বিলপত স্বামী। মনহুঁ মহা বিরহী অতি কামী॥

পূরনকাম রাম সুখ রাসী। মনুজচরিত কর অজ অবিনাসী॥
আগেঁ পরা গীধপতি দেখা। সুমিরত রাম চরন জিন্হ রেখা॥

দোহা (৩০)

কর সরোজ সির পরসেউ কৃপাসিন্ধু রঘুবীর।
নিরখি রাম ছবি ধাম মুখ বিগত ভঈ সব পীর॥

চৌপাই (১—৫)

তব কহ গীধ বচন ধরি ধীরা। সুনহু রাম ভঞ্জন ভব ভীরা॥
নাথ দসানন যহ গতি কীন্হী। তেহিঁ খল জপকসুতা হরি লীন্হী॥

লৈ দচ্ছিন দিসি গয়উ গোসাঈ। বিলপতি অতি কুররী কী নাঈ॥
দরস লাগি প্রভু রাখেউঁ প্রানা। চলন চহত অব কৃপানিধানা॥

রাম কহা তনু রাখহু তাতা। মুখ মুসুকাই কহী তেহিঁ বাতা॥
জাকর নাম মরত মুখ আবা। অধমউ মুকুত হোই শ্রুতি গাবা॥

সো মম লোচন গোচর আগেঁ। রাখৌঁ দেহ নাথ কেহি খাঁগেঁ॥
জল ভরি নয়ন কহহিঁ রঘুরাঈ। তাত কর্ম নিজ তেঁ গতি পাঈ॥

পরহিত বস জিন্হ কে মন মাহীঁ। তিন্হ কহুঁ জগ দুর্লভ কছু নাহীঁ॥
তনু তজি তাত জাহু মম ধামা। দেউঁ কাহ তুম্হ পূরনকামা॥

দোহা (৩১)

সীতা হরন তাত জনি কহহু পিতা সন জাই।
জৌঁ মৈঁ রাম ত কুল সহিত কহিহি দসানন আই॥

চৌপাই—এদের ঔদ্ধত্য কেমন করে সহ্য করা যায় ? হে প্রিয়তমা ! তুমি কেন এখনই আমাকে দেখা দিচ্ছ না ? এইভাবে (অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অথবা মহামহিমাযুক্ত স্বরূপাশক্তি সীতাদেবীর) প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর অন্বেষণ করছেন আর বিলাপ করছেন। তিনি যেন এক বিরহকাতর সকাম সাধারণ ব্যক্তি মাত্র ! ৮ ॥ পূর্ণকাম, সুখধাম, অজ, অবিনাশী শ্রীরামচন্দ্র তখন নরলীলা করছেন (তাই তাঁর নরসম আচরণ করা)। পথ চলতে চলতে তিনি সম্মুখে গৃধ্ররাজ জটায়ুকে ভূমিতে পড়ে থাকতে দেখলেন। জটায়ু তখন শ্রীরামচন্দ্রের (ধ্বজা, কুলিশযুক্ত) পাদপদ্ম স্মরণ করছিল॥ ৯ ॥

দোহা—কৃপাসিন্ধু শ্রীরঘুবীরের করকমল তখন (গৃধ্ররাজ জটায়ুর) মস্তক স্পর্শ করল। সৌন্দর্যধাম শ্রীরামচন্দ্রের (পরম সুন্দর) বদনমণ্ডলের দর্শন লাভ করে (গৃধ্ররাজের) সকল পীড়ার অবসান হল॥ ৩০ ॥

চৌপাই—তখন ধৈর্য ধারণ করে গৃধ্ররাজ জটায়ু ধীরে ধীরে বলল—হে ভব (জন্ম মৃত্যু) ভয়ভঞ্জন শ্রীরামচন্দ্র ! শুনুন। হে নাথ ! রাবণ আমার এই দুর্দশা করেছে। সেই পামরই জানকীদেবীকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে॥ ১ ॥ হে শ্রীপ্রভু ! রাবণ তাঁকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে গিয়েছে। সীতাদেবী কুররী পক্ষীসম বিলাপ করছিলেন। হে প্রভু ! আপনার দর্শন কামনায় আমার দেহে প্রাণ আছে। হে কৃপানিধান ! এইবার সে গমন করতে আগ্রহী॥ ২ ॥ শ্রীরামচন্দ্র বললেন—হে তাত ! আর কিছুক্ষণ থাকো। তখন গৃধ্ররাজ জটায়ু স্মিত হেসে বলল—বেদ বলে যে মৃত্যুকালে তাঁর নাম মুখে এলেই অধমও (মহাপাপীও) মুক্তি লাভ করে ; সেই আপনিই (শ্রীরামচন্দ্রই) তো আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। হে নাথ ! তাহলে আর কোন্ মনোরথ পূর্তি হেতু দেহ ধারণ করে থাকব ? তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রীরামচন্দ্র বললেন—হে তাত ! শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারাই তুমি (দুর্লভ) গতি লাভ করবে॥ ৩-৪ ॥ যার মনে শুধু অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষা বর্তমান তার পক্ষে কিছুই (কোনো গতিই) দুর্লভ হয় না। হে তাত ! তুমি দেহত্যাগ করে আমার পরম ধামে গমন করো। আমি তোমাকে আর কী দেব ? তুমি তো পূর্ণকাম হয়েই আছো (সব কিছুই তোমার করায়ত্ত হয়ে গিয়েছে)॥ ৫ ॥

দোহা—হে তাত ! সীতাহরণের কথা (বৈকুণ্ঠে) গিয়ে আমার পিতৃদেবকে বলবে না। আমি যদি রাম হই তাহলে তো দশানন রাবণ আত্মীয়-স্বজন সহিত তথায় গমন করে নিজমুখে সেই কথা তাঁকে বলবে॥ ৩১ ॥

চৌপাই (১)

গীধ দেহ তজি ধরি হরি রূপা। ভূষন বহু পট পীত অনূপা॥
স্যাম গাত বিসাল ভুজ চারী। অস্তুতি করত নয়ন ভরি বারী॥

ছন্দ (১—৪)

জয় রাম রূপ অনূপ নির্গুন সগুন গুন প্রেরক সহী।
দসসীস বাহু প্রচন্ড খন্ডন চন্ড সর মন্ডন মহী॥
পাথোদ গাত সরোজ মুখ রাজীব আয়ত লোচনং।
নিত নৌমি রামু কৃপাল বাহু বিসাল ভব ভয় মোচনং॥

বলমপ্রমেয়মনাদিমজমব্যক্তমেকমগোচরং।
গোবিন্দ গোপর দ্বংদ্বহর বিগ্যানঘন ধরনীধরং॥
জে রাম মন্ত্র জপন্ত সন্ত অনন্ত জন মন রঞ্জনং।
নিত নৌমি রাম অকাম প্রিয় কামাদি খল দল গঞ্জনং॥

জেহি শ্রুতি নিরঞ্জন ব্রহ্ম ব্যাপক বিরজ অজ কহি গাবহীঁ।
করি ধ্যান গ্যান বিরাগ জোগ অনেক মুনি জেহি পাবহীঁ॥
সো প্রগট করুনা কন্দ সোভা বৃন্দ অগ জগ মোহঈ।
মম হৃদয় পঙ্কজ ভৃঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গ বহু ছবি সোহঈ॥

জো অগম সুগম সুভাব নির্মল অসম সম সীতল সদা।
পস্যন্তি জং জোগী জতন করি করত মন গো বস সদা॥
সো রাম রমা নিবাস সন্তত দাস বস ত্রিভুবন ধনী।
মম উর বসউ সো সমন সংসৃতি জাসু কীরতি পাবনী॥

দোহা (৩২)

অবিরল ভগতি মাগি বর গীধ গয়উ হরিধাম।
তেহি কী ক্রিয়া জথোচিত নিজ কর কীন্হী রাম॥

চৌপাই—জটায়ু গৃধ্রদেহ ত্যাগ করে (সঙ্গে সঙ্গেই) শ্রীহরির রূপ লাভ করল। সে তখন নবনীরদ শ্যাম অঙ্গ, চতুর্ভুজ। অঙ্গে ছিল তার (দিব্য) পীতাম্বর ও (দিব্য) আভরণ। সে (প্রেম ও আনন্দযুক্ত অশ্রুপূর্ণ) সজল নয়নে শ্রীপ্রভুর স্তুতি করতে লাগল ॥ ১ ॥

ছন্দ—হে শ্রীরামচন্দ্র ! আপনার জয় হোক। অনুপম সুন্দর আপনি। সগুণ শ্রীপ্রভু আপনিই নিশ্চিতভাবে গুণের (মায়ার) প্রেরক। আপনি দশানন রাবণের প্রচণ্ড (শক্তিধর) বাহুসকলকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলবার জন্য প্রচণ্ড (শক্তিধর) শর ধারণ করে থাকেন। জগ সুশোভন নবজলদশয়াম তনু, কমলানন, রাজীব আয়তলোচন, আজানুলম্বিত বাহু এবং ভবভয় মোচন কৃপালু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত নমস্কার করি॥ ১ ॥ আপনি অপ্রমেয় বল, অনাদি, অজ, অব্যক্ত (নিরাকার), অদ্বিতীয় ও এক, অগোচর (অলক্ষ্য), গোবিন্দ (যাঁকে বেদ দ্বারা জানা যায়), ইন্দ্রিয়াতীত, (জন্ম মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ আদি) দ্বন্দ্বহারী, বিজ্ঞানঘনবিগ্রহ ও ধরণীর আধারস্বরূপ। আপনি রাম নাম মন্ত্রজপকারী সাধু মহাত্মা ও সেবকদের মনোরঞ্জনকারী। সেই নিষ্কাম প্রিয় (নিষ্কম যাঁর প্রিয় অথবা নিষ্কামের প্রিয়) ও কামাদি দুষ্ট (বৃত্তিসকল) দলনকারী শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত নমস্কার করি॥ ২ ॥ যাঁকে শ্রুতিসকল নিরঞ্জন (মায়াতীত), ব্রহ্ম, ব্যাপক, বিকাররহিত ও অজরূপে স্তুতি করে থাকে ও মুনিসকল ধ্যান, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং যোগাদি বহু সাধনায় লাভ করেন, সেই করুণাঘন, শোভাপুঞ্জ (শ্রীভগবান স্বয়ং) আবির্ভূত হয়ে জড়-চৈতন্যময় জগৎকে মোহিত করছেন। আমার হৃদয়কমলের ভ্রমরসম (ভগবান শ্রীরামচন্দ্র) তাঁর অঙ্গসকল সহিত কন্দর্প সৌন্দর্যযুক্ত হয়ে আছেন॥ ৩ ॥ যিনি অগম্য ও সুগম দুইই, নির্মল স্বভাব, বিষম ও সম এবং সর্বদা শান্ত ও শীতল, যোগীগণ মন ও ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত করে বহু সাধনার পর যাঁর দর্শন পেয়ে থাকেন, সেই ত্রিলোকেশ্বর শ্রীনিবাস শ্রীরামচন্দ্র সতত নিজ ভক্তাধীন হয়ে থাকেন। যিনি পবিত্র কীর্তি ও গতায়াত নিবারণকারী সেই শ্রীপ্রভু আমার হৃদয়ে সতত বিরাজমান থাকুন॥ ৪ ॥

***দোহা**—অখণ্ড ভক্তির বর যাচনা করে গৃধ্ররাজ জটায়ু শ্রীহরির পরমধামে গমন করল। শ্রীরামচন্দ্র তার (দাহকর্মাদিসকল) ক্রিয়াকর্ম নিজ হস্তে সম্পন্ন করলেন॥ ৩২ ॥*

চৌপাই (১—৪)

কোমল চিত অতি দীনদয়ালা। কারন বিনু রঘুনাথ কৃপালা॥
গীধ অধম খগ আমিষ ভোগী। গতি দীন্হী জো জাচত জোগী॥
সুনহু উমা তে লোগ অভাগী। হরি তজি হোহিঁ বিষয় অনুরাগী॥
পুনি সীতহি খোজত দ্বৌ ভাঈ। চলে বিলোকত বন বহুতাঈ॥
সঙ্কুল লতা বিটপ ঘন কানন। বহু খগ মৃগ তহঁ গজ পঞ্চানন॥
আবত পন্থ কবন্ধ নিপাতা। তেহিঁ সব কহী সাপ কৈ বাতা॥
দুরবাসা মোহি দীন্হী সাপা। প্রভু পদ পেখি মিটা সো পাপা॥
সুনু গন্ধর্ব কহউঁ মৈঁ তোহী। মোহি ন সোহাই ব্রহ্মকুল দ্রোহী॥

দোহা (৩৩)

মন ক্রম বচন কপট তজি জো কর ভূসুর সেব।
মোহি সমেত বিরঞ্চি সিব বস তাকেঁ সব দেব॥

চৌপাই (১—৫)

সাপত তাড়ত পরুষ কহন্তা। বিপ্র পূজ্য অস গাবহিঁ সন্তা॥
পূজিঅ বিপ্র সীল গুন হীনা। সূদ্র ন গুন গন গ্যান প্রবীনা॥
কহি নিজ ধর্ম তাহি সমুঝাবা। নিজ পদ প্রীতি দেখি মন ভাবা॥
রঘুপতি চরন কমল সিরু নাঈ। গয়উ গগন আপনি গতি পাঈ॥
তাহি দেই গতি রাম উদারা। সবরী কেঁ আশ্রম পগু ধারা॥
সবরী দেখি রাম গৃহঁ আএ। মুনি কে বচন সমুঝি জিয়ঁ ভাএ॥
সরসিজ লোচন বাহু বিসালা। জটা মুকুট সির উর বনমালা॥
স্যাম গৌর সুন্দর দোউ ভাঈ। সবরী পরী চরন লপটাঈ॥
প্রেম মগন মুখ বচন ন আবা। পুনি পুনি পদ সরোজ সির নাবা॥
সাদর জল লৈ চরন পখারে। পুনি সুন্দর আসন বৈঠারে॥

চৌপাই—শ্রীরঘুনাথ অতি কোমল চিত্ত, দীন দয়ালু ও অহেতুক কৃপাসিন্ধু। গৃধ্র তো (পক্ষীদের মধ্যেও) অধম ও আমিষাশী ছিল। তিনি তাকেও যোগীজনকাম্য দুর্লভ গতি প্রদান করলেন॥ ১ ॥ (দেবাদিদেব মহাদেব বললেন—) হে পার্বতী ! যারা শ্রীহরির শরণাগত না হয়ে বিষয়াসক্ত হয় তারা নিতান্তই মন্দভাগ্য। ভ্রাতৃযুগল অতঃপর সীতাদেবীর অন্বেষণে আবার এগিয়ে ঘন বনের দিকে চললেন॥ ২ ॥ লতা বিটপ সংকুল গহন অরণ্য। তাতে বহু পক্ষী, মৃগ, গজ ও সিংহের বাস ছিল। পথে তাঁর (শ্রীরামচন্দ্রের) সম্মুখে কবন্ধ রাক্ষস পড়তে তিনি তাকে সংহার করলেন। রাক্ষস নিজ মুখে তার উপর অভিশাপের কথা শ্রীপ্রভুকে বলল॥ ৩ ॥ (সে বলল—) দুর্বাসা মুনির অভিশাপে আমার রাক্ষসজন্ম হয়েছিল। শ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করে আমার মুক্তি হল। (শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে গন্ধর্ব ! শোনো। যারা ব্রাহ্মণকুলের বিদ্বেষী তাদের আমার পছন্দ হয় না॥ ৪ ॥

দোহা—নিষ্কপটভাবে কায়মনোবাক্যে যারা ভূদেবতা ব্রাহ্মণদের সেবা করে থাকে তাদের ব্রহ্মা, শংকর সহিত আমিও বশীভূত হয়ে যাই॥ ৩৩ ॥

চৌপাই—সাধুমহাত্মাগণ বলে থাকেন যে ব্রাহ্মণ অভিশাপ, প্রহার ও কটুবাক্য বললেও সতত পূজ্যই হয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণ শীল ও গুণ বিরহিত হলেও নিত্য পূজ্য হয়, গুণযুক্ত হলেও কিন্তু শূদ্র পূজ্য হয় না॥ ১ ॥ শ্রীরামচন্দ্র তখন তাকে নিজ ধর্মের (ভাগবৎ ধর্মের) উপদেশ দিলেন। গন্ধর্বের ভক্তি তাঁকে প্রীতি প্রদান করল। অতঃপর গন্ধর্ব নিজ গতি লাভ করে শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে প্রণাম করে আকাশপথে গমন করল॥ ২ ॥ শ্রীরাম উদার চিত্তে তাকে উত্তম গতি প্রদান করে শবরীর আশ্রম অভিমুখে চললেন। শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর গৃহে পদার্পণ করতে দেখে তাঁর মতঙ্গ মুনির কথা মনে পড়ল। তাঁর মন প্রাণ আনন্দে ভরে গেল॥ ৩ ॥ শবরী দেখলেন যে কমললোচন, আজানুলম্বিত বাহু, মস্তকে জটাজুট কিরীট ও কণ্ঠে বনমালা পরিশোভিত শ্যামল (শ্রীরামচন্দ্র) ও গৌর (শ্রীলক্ষ্মণ)বর্ণ ভ্রাতৃযুগল তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত। তিনি তাঁদের পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়লেন॥ ৪ ॥ তিনি প্রেমানুরাগে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বাক্‌শক্তি অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বারে বারে তাঁদের চরণকমলে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর তিনি অতি সমাদরে জল এনে তাঁদের পাদপ্রক্ষালন করে সুন্দর আসন প্রদান করলেন॥ ৫ ॥

দোহা (৩৪)

কন্দ মূল ফল সুরস অতি দিএ রাম কহুঁ আনি।
প্রেম সহিত প্রভু খাএ বারংবার বখানি॥

চৌপাই (১—৪)

পানি জোরি আগেঁ ভই ঠাঢ়ী। প্রভুহি বিলোকি প্রীতি অতি বাঢ়ী॥
কেহি বিধি অস্তুতি করৌঁ তুম্হারী। অধম জাতি মৈঁ জড়মতি ভারী॥
অধম তে অধম অধম অতি নারী। তিন্হ মহঁ মৈঁ মতিমন্দ অঘারী॥
কহ রঘুপতি সুনু ভামিনি বাতা। মানউঁ এক ভগতি কর নাতা॥
জাতি পাঁতি কুল ধর্ম বড়াঈ। ধন বল পরিজন গুন চতুরাঈ॥
ভগতি হীন নর সোহই কৈসা। বিনু জল বারিদ দেখিঅ জৈসা॥
নবধা ভগতি কহউঁ তেহি পাহীঁ। সাবধান সুনু ধরু মন মাহীঁ॥
প্রথম ভগতি সন্তন্হ কর সঙ্গা। দূসরি রতি মম কথা প্রসঙ্গা॥

দোহা (৩৫)

গুর পদ পঙ্কজ সেবা তীসরি ভগতি অমান।
চৌথি ভগতি মম গুন গন করই কপট তজি গান॥

চৌপাই (১—৩)

মন্ত্র জাপ মম দৃঢ় বিস্বাসা। পঞ্চম ভজন সো বেদ প্রকাসা॥
ছঠ দম সীল বিরতি বহু করমা। নিরত নিরন্তর সজ্জন ধরমা॥
সাতবঁ সম মোহি ময় জগ দেখা। মোতেঁ সন্ত অধিক করি লেখা॥
আঠবঁ জথালাভ সন্তোষা। সপনেহুঁ নহিঁ দেখই পরদোষা॥
নবম সরল সব সন ছলহীনা। মম ভরোস হিয়ঁ হরষ ন দীনা॥
নব মহুঁ একউ জিন্হ কেঁ হোঈ। নারি পুরুষ সচরাচর কোঈ॥

দোহা—অতঃপর তিনি অতিশয় রসাল ও সুস্বাদু ফল মূল কন্দ এনে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে নিবেদন করলেন। শ্রীপ্রভু পরম পরিতোষ সহকারে তা গ্রহণ করলেন ও তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করলেন॥ ৩৪ ॥

চৌপাই—তারপর শবরী জোড় হস্ত হয়ে শ্রীপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়ালেন। শ্রীপ্রভুকে প্রাণভরে দর্শন করে তাঁর প্রেমসাগর উথলে পড়ল। তিনি বললেন—আমি কেমনভাবে আপনার স্তুতি করব তা জানি না। আমি অধম জাতির ও অত্যন্ত জড়বুদ্ধিসম্পন্ন॥ ১ ॥ আমি যে অধমাধম, অধম নারী মাত্র। তার উপর হে পাপহারক ! আমি তো অতিশয় মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন। শ্রীরামচন্দ্র বললেন—হে ভামিনী ! শোনো আমার কথা ! আমার কাছে একমাত্র ভক্তির সম্বন্ধই স্বীকৃতি লাভ করে থাকে॥ ২ ॥ কেউ যদি জাতি, শ্রেণী, কুল, ধর্ম, মান, ধনসম্পদ, বল, কুটুম্ব, গুণ ও চাতুর্যসম্পন্নও হয় কিন্তু তার ভক্তি না থাকে তখন সে জলবিহীন মেঘসম অর্থহীন প্রতিপন্ন হয়ে থাকে॥ ৩ ॥ তাই আমি তোমাকে এইবার আমার নয় প্রকারের ভক্তির কথা বলছি। অতি সাবধানে শুনে তা ধারণ করতে প্রয়াস করো। প্রথম ভক্তি হল সাধুসঙ্গ করা। দ্বিতীয় ভক্তি আমার লীলাকীর্তনে অনুরাগ ধারণ করা॥ ৪ ॥

দোহা—তৃতীয় ভক্তি হচ্ছে নিরহংকার থেকে শ্রীগুরুর পাদপদ্ম সেবা করা আর চতুর্থ ভক্তি হচ্ছে অকপটচিত্তে আমার গুণগানে নিত্য যুক্ত থাকা॥ ৩৫ ॥

চৌপাই—আমার (রাম) মন্ত্রজপ আর আমাতে সুদৃঢ় বিশ্বাস ধারণ হল পঞ্চম ভক্তি। এর উল্লেখ বেদেও আছে। ষষ্ঠ ভক্তি হল ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, শীল (সদাচার অথবা সচ্চরিত্র), বহুকর্মে বৈরাগ্য এবং সাধুমহাত্মাদের ধর্মের (আচরণের) সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকা॥ ১ ॥ সপ্তম ভক্তি হল সমগ্র জগৎকে সমভাবে আমাতে ওতপ্রোতভাবে (রামময়) দেখা আর সাধুদের আমার থেকেও বেশি সম্মান প্রদর্শন করা। অষ্টম ভক্তি হল সদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকা আর স্বপ্নেও অপরের দোষ দেখায় বিরত থাকা॥ ২ ॥ নবম ভক্তি হল সারল্য—সকলের সঙ্গে কাপট্যহীন ব্যবহার, আমার উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখা আর কোনো অবস্থাতেই হর্ষ ও দৈন্য (বিষাদ) আসতে না দেওয়া। জড়-চৈতন্যযুক্ত নির্বিশেষে এই নয় রকমের ভক্তির মধ্যে অন্তত একটি থাকলেই হয়। (সে আমার প্রিয় হয়ে যায়)॥ ৩ ॥

চৌপাই (৪—৭)

সোই অতিসয় প্রিয় ভামিনি মোরেঁ। সকল প্রকার ভগতি দৃঢ় তোরেঁ।।
জোগি বৃন্দ দুরলভ গতি জোঈ। তে কহুঁ আজু সুলভ ভই সোঈ।।
মম দরসন ফল পরম অনূপা। জীব পাব নিজ সহজ সরূপা।।
জনকসুতা কই সুধি ভামিনী। জানহি কহু করিবরগামিনী।।
পম্পা সরহি জাহু রঘুরাঈ। তহঁ হোইহি সুগ্রীব মিতাঈ।।
সো সব কহিহি দেব রঘুবীর। জানতহূঁ পুছহু মতিধীরা।।
বার বার প্রভু পদ সিরু নাঈ। প্রেম সহিত সব কথা সুনাঈ।।

ছন্দ

কহি কথা সকল বিলোকি হরি মুখ হৃদয়ঁ পদ পঙ্কজ ধরে।
তজি জোগ পাবক দেহ হরি পদ লীন ভই জহঁ নহিঁ ফিরে।।
নর বিবিধ কর্ম অধর্ম বহু মত সোকপ্রদ সব ত্যাগহূ।
বিস্বাস করি কহ দাস তুলসী রাম পদ অনুরাগহূ।।

দোহা (৩৬)

জাতি হীন অঘ জন্ম মহি মুক্ত কীন্হি অসি নারী।
মহামন্দ মন সুখ চহসি ঐসে প্রভুহি বিসারি।।

চৌপাই (১—৩)

চলে রাম ত্যাগ বন সোউ। অতুলিত বল নর কেহরি দোউ।।
বিরহী ইব প্রভু করত বিষাদা। কহত কথা অনেক সংবাদা।।
লছিমন দেখু বিপিন কই সোভা। দেখত কেহি কর মন নহিঁ ছোভা।।
নারি সহিত সব খগ মৃগ বৃন্দা। মানহুঁ মোরি করত হহিঁ নিন্দা।।
হমহি দেখি মৃগ নিকর পরাহীঁ। মৃগীঁ কহহিঁ তুম্হ কহঁ ভয় নাহীঁ।।
তুম্হ আনন্দ করহু মৃগ জাএ। কঞ্চন মৃগ খোজন এ আএ।।

চৌপাই — হে ভামিনী ! সে আমার অতি প্রিয় হয়। আর তোমার মধ্যে তো সকল প্রকারের ভক্তিই বর্তমান। তাই যোগীবৃন্দের জন্য যা দুর্লভ সেই গতিই তোমার জন্য সুলভ হয়ে গিয়েছে॥ ৪ ॥ আমার দর্শন লাভের পরম ও অনুপম ফল এই হয় যে জীব তার সহজ স্বরূপ লাভ করে। হে ভামিনী ! তুমি যদি গজগামিনী জানকীর কোনো সংবাদ জানো তাহলে তা আমাকে বলো॥ ৫ ॥ (শবরী বললেন—) হে শ্রীরঘুনাথ ! আপনি পম্পা নামক সরোবরে গমন করুন ; সেইখানে আপনার সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে। হে দেব ! হে শ্রীরঘুবীর ! সেই আপনাকে সব খবর দেবে। হে ধীরমতি ! আপনার তো সবই জানা তবুও জিজ্ঞাসা কেন করছেন ? ৬ ॥ শ্রীপ্রভু পাদপদ্মে বারংবার প্রণত হয়ে অতিশয় প্রেমপ্রীতি ধারণ করে শবরী সব কথা নিবেদন করলেন॥ ৭ ॥

ছন্দ—কথা শেষ করে শ্রীভগবানকে দর্শন করতে করতে আর চিত্তে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করে শবরী যোগাগ্নিতে নিজ দেহ ভস্ম করে দিলেন আর সেই শ্রীহরিপদে লীন হয়ে গেলেন যেখান থেকে আর ফিরে আসতে হয় না। তুলসীদাস বলেন যে নানা কর্মানুষ্ঠান, নানা অধর্ম পালন আর নানা মতে বিশ্বাস রাখতে যাওয়া সতত শোকপ্রদ প্রমাণিত হয়ে থাকে। তাই হে মানব ! (ভক্তগণ !) সে সকল ভুলে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে বিশ্বাস ধারণ করে তাতেই অনুরাগ বৃদ্ধি করো। (তাই তোমাদের মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে)॥

দোহা—যে নারী নিজেকে অধম জাতি ও পাপজন্মধারিণী জ্ঞান করতেন তাঁকেও শ্রীরামচন্দ্র মুক্তি প্রদান করেছেন। ওরে মন্দবুদ্ধি আমার মন। তুই এমন শ্রীপ্রভুকে ভুলে থেকে সুখ কামনা করিস ? ৩৬ ॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্র সেই অরণ্য ত্যাগ করে এগিয়ে চললেন। ভ্রাতৃযুগল অতুলনীয় শক্তিধর ও নরসিংহসম এগিয়ে চলছেন। শ্রীপ্রভু তখন বিরহকাতর ব্যক্তির মতন বিলাপ করতে করতে বহু কথা বলতে বলতে চলেছেন॥ ১ ॥ হে লক্ষ্মণ ! অরণ্যের কী অপরূপ সৌন্দর্য, তুমি দেখো ! তা দেখে কারই বা মন ক্ষুব্ধ হবে না। পশুপক্ষীসকল তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে (আনন্দে) রয়েছে। সকলে যেন আমাকে উপহাস করছে ! ২ ॥ আমাকে দেখে যখন (ভয়ে) হরিণের দল পালাতে যাচ্ছে তখন হরিণীরা তাদের বলছে যে তোমাদের ভয় নেই কারণ তোমরা তো সাধারণ হরিণ জন্ম পেয়েছ আনন্দ করো ; কারণ এঁরা তো সোনার হরিণ খুঁজে বেড়াচ্ছেন ॥ ৩ ॥

চৌপাই (৪—৫)

সঙ্গ লাই করির্নী করি লেহীঁ। মানহুঁ মোহি সিখাবনু দেহীঁ।।
সাস্ত্র সুচিন্তিত পুনি পুনি দেখিঅ। ভূপ সুসেবিত বস নহিঁ লেখিঅ।।
রাখিঅ নারি জদপি উর মাহীঁ। জুবতী সাস্ত্র নৃপতি বস নাহীঁ।।
দেখহু তাত বসন্ত সুহাবা। প্রিয়া হীন মোহি ভয় উপজাবা।।

দোহা (৩৭ ক, খ)

বিরহ বিকল বলহীন মোহি জানেসি নিপট অকেল।
সহিত বিপিন মধুকর খগ মদন কীন্হ বগমেল।।

দেখি গয়উ ভ্রাতা সহিত তাসু দূত সুনি বাত।
ডেরা কীন্হেউ মনহুঁ তব কটকু হটকি মনজাত।।

চৌপাই (১—৬)

বিটপ বিসাল লতা অরুঝানী। বিবিধ বিতান দিএ জনু তানী।।
কদলি তাল বর ধুজা পতাকা। দেখি ন মোহ ধীর মন জাকা।।
বিবিধ ভাঁতি ফূলে তরু নানা। জনু বানৈত বনে বহু বানা।।
কহুঁ কহুঁ সুন্দর বিটপ সুহাএ। জনু ভট বিলগ বিলগ হোই ছাএ।।
কূজত পিক মানহুঁ গজ মাতে। ঢেক মহোখ ঊঁট বিসরাতে।।
মোর চকোর কীর বর বাজী। পারাবত মরাল সব তাজী।।
তীতির লাবক পদচর জূথা। বরনি ন জাই মনোজ বরূথা।।
রথ গিরি সিলা দুন্দুর্ভী ঝরনা। চাতক বন্দী গুন গন বরনা।।
মধুকর মুখর ভেরি সহনাঈ। ত্রিবিধ বয়ারি বসীঠীঁ আঈ।।
চতুরঙ্গিনী সেন সঁগ লীন্হেঁ। বিচরত সবহি চুনৌতী দীন্হেঁ।।
লছিমন দেখত কাম অনীকা। রহহিঁ ধীর তিন্হ কৈ জগ লীকা।।
এহি কেঁ এক পরম বল নারী। তেহি তেঁ উবর সুভট সেই ভারী।।

চৌপাই—হস্তীগণ হস্তিনীদের সঙ্গে (আনন্দে) ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে এরা আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে নিজের স্ত্রীকে কখনো একলা ছাড়তে নেই। উত্তম সুচিন্তিত শাস্ত্রও বারে বারে পড়ে দেখতে হয়। উত্তমরূপে সেবা করলেও রাজাকে কখনো বশীভূত মনে করা ঠিক নয়॥ ৪ ॥ আর স্ত্রীকে সতত হৃদয়ে স্থান দিলেও যুবতী নারী, শাস্ত্র ও রাজা কখনো কারো বশীভূত থাকে না। হে তাত ! দেখো, বসন্ত কী অপরূপ সুন্দর রূপ ধারণ করেছে। প্রিয়া সঙ্গে নেই, তাই এই বসন্তও আমার কাছে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে॥ ৫ ॥

দোহা—আমাকে বিরহকাতর, বলহীন ও সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ মনে করে কন্দর্প আমার উপর যেন বন, ভ্রমরকুল ও পক্ষীকুলকে নিয়ে আক্রমণ করেছে॥ ৩৭ (ক)॥ কিন্তু যখন কন্দর্পের দূত আমার অবস্থা দেখে ফিরে গিয়ে তাকে জানাল যে আমি ভ্রাতার সঙ্গে রয়েছি (একলা নই) তখন সে সৈন্য সমেত শিবির স্থাপন করে এইখানেই অপেক্ষা করে আছে॥ ৩৭ (খ)॥

চৌপাই— বিশাল বৃক্ষসমূহে লতাপাতা এমনভাবে সংযুক্ত রয়েছে যে তাকে বিভিন্ন ধরনের ছাউনি বলে মনে হচ্ছে। কদলী তাল বৃক্ষসকলকে এই সুন্দর (ছাউনির) ধ্বজা পতাকা মনে হচ্ছে। যার মন শান্ত সেই কেবল এইসব দেখে মোহিত হবে না॥ ১ ॥ বৃক্ষে বৃক্ষে পুষ্পসম্ভার। তাদের বিভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদ পরিহিত তীরন্দাজ মনে হচ্ছে। সুন্দর বৃক্ষের সমাহার দেখে মনে হয় যেন যোদ্ধাগণ বিভিন্ন ছাউনিতে অপেক্ষা করছে॥ ২ ॥ কোকিলের কুহুরবকে মত্ত হস্তীর ডাকসম (অসহ্য) মনে হচ্ছে। পানকৌড়ি ও হাঁড়িচাচাকে উট ও অশ্বতর বোধ হচ্ছে। (বনের) ময়ূর, চকোর, শুক, পারাবত ও হংসকে (আরবি) ঘোড়া মনে হচ্ছে॥ ৩ ॥ কামদেব সসৈন্যে অপেক্ষা করে আছেন। কামদেবের সৈন্যগণ তিতির ও বটের রূপে উপস্থিত। সর্বত্র দৃশ্যমান পর্বতশিলা যেন কামদেবের রথ আর নির্ঝরসকল তাদের প্রভুর গুণগান দুন্দুভি বাজিয়ে করে যাচ্ছে॥ ৪ ॥ মৌমাছির গুঞ্জরণকে কামদেবের ভেরি ও সানাই বোধ হচ্ছে। সুশীতল সুগন্ধযুক্ত মৃদুগতিতে প্রবাহিত বায়ু কামদেবের দূত হিসেবে নিযুক্ত। কামদেব তাঁর চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করে দাঁড়িয়ে আছেন॥ ৫ ॥ হে লক্ষ্মণ ! কামদেবের এই মায়াজালে বদ্ধ না হয়ে যে নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম হয় সেই তো প্রকৃত বীর। কামদেবের এক বিশেষ শক্তি নারীর মধ্যে নিহিত থাকে। সেই শক্তিকে যে প্রতিহত করে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় সেই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা॥ ৬ ॥

দোহা (৩৮ ক, খ)

তাত তীনি অতি প্রবল খল কাম ক্রোধ অরু লোভ।
মুনি বিগ্যান ধাম মন করহিঁ নিমিষ মহুঁ ছোভ॥
লোভ কেঁ ইচ্ছা দম্ভ বল কাম কেঁ কেবল নারি।
ক্রোধ কেঁ পরুষ বচন বল মুনিবর কহহিঁ বিচারি॥

চৌপাই (১—৪)

গুনাতীত সচরাচর স্বামী। রাম উমা সব অন্তরজামী॥
কামিন্হ কৈ দীনতা দেখাঈ। ধীরন্হ কেঁ মন বিরতি দৃঢ়াঈ॥
ক্রোধ মনোজ লোভ মদ মায়া। ছূটহিঁ সকল রাম কীঁ দায়া॥
সো নর ইন্দ্রজাল নহিঁ ভূলা। জা পর হোই সো নট অনুকূলা॥
উমা কহউঁ মৈঁ অনুভব অপনা। সত হরি ভজনু জগত সব সপনা॥
পুনি প্রভু গএ সরোবর তীরা। পম্পা নম সুভগ গম্ভীরা॥
সন্ত হৃদয় জস নির্মল বারী। বাঁধে ঘাট মনোহর চারী॥
জহঁ তহঁ পিঅহিঁ বিবিধ মৃগ নীরা। জনু উদর গৃহ জাবক ভীরা॥

দোহা (৩৯ ক, খ)

পুরইনি সঘন ওট জল বেগি ন পাইঅ মর্ম।
মায়াছন্ন ন দেখিঐ জৈসেঁ নির্গুন ব্রহ্ম॥
সুখী মীন সব একরস অতি অগাধ জল মাহিঁ।
জথা ধর্মসীলন্হ কে দিন সুখ সঞ্জুন জাহিঁ॥

চৌপাই (১—২)

বিকসে সরসিজ নানা রঙ্গা। মধুর মুখর গুঞ্জত বহু ভৃঙ্গা॥
বোলত জলকুক্কুট কলহংসা। প্রভু বিলোকি জনু করত প্রসংসা॥
চক্রবাক বক খগ সমুদাঈ। দেখত বনই বরনি নহিঁ জাঈ॥
সুন্দর খগ গন গিরা সুহাঈ। জাত পথিক জনু লেত বোলাঈ॥

দোহা—*হে তাত ! কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই রিপুত্রয় জগতে পরম শক্তিশালী বলে পরিচিত। তা পরমজ্ঞানী মুনিদের মনকেও মুহূর্তে ক্ষুব্ধ করতে সক্ষম হয়॥ ৩৮ (ক)॥ শ্রেষ্ঠ (পরমজ্ঞানী) মুনি-ঋষিদের মতে লোভের ক্ষমতা ইচ্ছা ও দম্ভে। কামের ক্ষমতা নারীর আকর্ষণে আর ক্রোধের ক্ষমতা কটুবাক্য প্রয়োগে প্রকাশিত হয়ে থাকে॥ ৩৮ (খ)॥*

চৌপাই—(মহাদেব বললেন—) হে পার্বতী ! শ্রীরামচন্দ্র নিজে ত্রিগুণাতীত, বিশ্বচরাচরের নিয়ামক ও সর্বান্তর্যামী। (তাই তাঁর বিলাপ করা নরলীলার পুষ্টিসাধনাকারী অভিনয় মাত্র)। তিনি (প্রকারান্তরে) কামনা-বাসনাসক্ত ব্যক্তিদের দুর্বলতা মনে করিয়ে দিচ্ছেন মাত্র। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য (বিবেক বৈরাগ্যযুক্ত) ব্যক্তিদের মধ্যে বৈরাগ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা॥ ১ ॥ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় ক্রোধ, কাম, লোভ, দম্ভ ও মায়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হয়। নটসুন্দর (শ্রীভগবান) যাঁর উপর প্রসন্ন হন তার উপর মায়াদির কোনো প্রভাব পড়ে না॥ ২ ॥ হে উমা ! আমার পরম উপলব্ধি হল—শ্রীহরির ভজনই একমাত্র সত্য আর এই দৃশ্য জগৎ স্বপ্নবৎ (সর্বতোভাবে) মিথ্যা। অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পম্পা নামক গভীর ও সুন্দর সরোবরের তীরে উপনীত হলেন॥ ৩ ॥ সরোবরের জল সন্তহৃদয়সম নির্মল। সরোবরের চারটি বাঁধানো ঘাট অতি মনোহর। সেইখানে স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পশুগণ তাদের তৃষ্ণা নিবারণে রত। দেখে মনে হয় যেন কোনো উদার দানী ব্যক্তির গৃহে যাচকগণ ভিড় করেছে॥ ৪ ॥

দোহা—*সরোবরের জল ঘন পদ্মপত্র দ্বারা আবৃত ছিল। তা যেন মায়া দ্বারা আবৃত নির্গুণ ব্রহ্ম॥ ৩৯ (ক)॥ সেই সরোবরের গভীর জলে বিভিন্ন রকমের মৎস্যকুল সর্বদাই সুখে জীবন-যাপন করে, যেমন ধার্মিক পুরুষের সময়কাল সতত সুখপূর্বক অতিবাহিত হয়॥ ৩৯ (খ)॥*

চৌপাই—সরোবরে ছিল বিভিন্ন বর্ণের পদ্মফুলের (বিশাল) সম্ভার। স্থান ভ্রমরকুলের সুমধুর গুঞ্জনে মুখর হয়ে ছিল। জলকুক্কুটের ও হংসের কাকলি শুনে মনে হচ্ছিল যেন তারা শ্রীপ্রভুর দর্শন পেয়ে প্রশংসা করছে॥ ১ ॥ চক্রবাক ও বক সংখ্যায় এত বেশি যে তা দেখে মুগ্ধ হতে হয় ; সেই দৃশ্যের বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। পক্ষীকুলের সুমধুর কাকলিকূজন (পথের) পথিককে (বিশ্রাম নেওয়ার জন্য) আমন্ত্রণ করে॥ ২ ॥

চৌপাই (৩—৫)

তাল সমীপ মুনিন্হ গৃহ ছাএ। চহু দিসি কানন বিটপ সুহাএ॥
চম্পক বকুল কদম্ব তমালা। পাটল পনস পরাস রসালা॥
নব পল্লব কুসুমিত তরু নানা। চঞ্চরীক পটলী কর গানা॥
সীতল মন্দ সুগন্ধ সুভাউ। সন্তত বহই মনোহর বাউ॥
কুহূ কুহূ কোকিল ধুনি করহীঁ। সুনি রব সরস ধ্যান মুনি টরহীঁ॥

দোহা (৪০)

ফল ভারন নমি বিটপ সব রহে ভূমি নিঅরাই।
পর উপকারী পুরুষ জিমি নবহিঁ সুসম্পতি পাই॥

চৌপাই (১—৬)

দেখি রাম অতি রুচির তলাবা। মজ্জনু কীন্হ পরম সুখ পাবা॥
দেখী সুন্দর তরুবর ছায়া। বৈঠে অনুজ সহিত রঘুরায়া॥
তহঁ পুনি সকল দেব মুনি আএ। অস্তুতি করি নিজ ধাম সিধাএ॥
বৈঠে পরম প্রসন্ন কৃপালা। কহত অনুজ সন কথা রসালা॥
বিরহবন্ত ভগবন্তহি দেখী। নারদ মন ভা সোচ বিসেষী॥
মোর সাপ করি অঙ্গীকারা। সহত রাম নানা দুখ ভারা॥
ঐসে প্রভুহি বিলোকউঁ জাঈ। পুনি ন বনিহি অস অবসরু আঈ॥
যহ বিচারি নারদ কর বীনা। গএ জহাঁ প্রভু সুখ আসীনা॥
গাবত রাম চরিত মৃদু বানী। প্রেম সহিত বহু ভাঁতি বখানী॥
করত দন্ডবত লিএ উঠাঈ। রখে বহুত বার উর লাঈ॥
স্বাগত পূঁছি নিকট বৈঠারে। লছিমন সাদর চরন পখারে॥

দোহা (৪১)

নানা বিধি বিনতী করি প্রভু প্রসন্ন জিয়ঁ জানি।
নারদ বোলে বচন তব জোরি সরোরুহ পানি॥

চৌপাই—সেই (পম্পা) সরোবরের তীরের নিকট বহু মুনির আশ্রম বর্তমান। চতুর্দিকে কাননের বৃক্ষরাজির সৌন্দর্যের সমাহার। কাননে চাঁপা, বকুল, কদম্ব, পাটলী, পণস (কাঁঠাল), আম্র বৃক্ষের বিচিত্র সমাবেশে নবীন পত্রদলের ও (সুগন্ধিত) পুষ্পের সমাহার। পুষ্পসমূহের উপর দলে দলে ভ্রমরের গুঞ্জন করতে করতে আনাগোনা। স্বাভাবিক সুশীতল মন্দমন্দ সুগন্ধিত বায়ুপ্রবাহে পরিবেশ অতীব মনোরম॥ ৩-৪ ॥ কোকিলের মনোরম কুহুরব মুনিমনকেও চঞ্চল করে তোলে॥ ৫ ॥

দোহা—ফলের ভারে বৃক্ষসকল অবনত হয়ে ভূমি স্পর্শ করছে। বৃক্ষসকলকে দেখে মনে হয় যেন কোনো পরোপকারী ব্যক্তি বিশাল পরিমাণ সম্পত্তি লাভ করে বিনয়াবনত হয়ে আছে॥ ৪০ ॥

চৌপাই—সৌন্দর্যে ভরপুর সরোবর দেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র স্নান করে প্রীত হলেন। অতঃপর এক উত্তম বৃক্ষের ছায়ায় তিনি অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে নিয়ে উপবেশন করলেন॥ ১ ॥ অতঃপর সেই স্থানে দেবতা ও মুনিদের আগমন হল। তাঁরা শ্রীপ্রভুকে স্তবস্তুতি করে নিজ নিজ ধামে গমন করলেন। কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র তখন অতি প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করে অনুজ শ্রীলক্ষ্মণের সঙ্গে সরস বাক্যালাপে যুক্ত হলেন॥ ২ ॥ শ্রীভগবানের বিরহকাতর অবস্থা দেবর্ষি নারদকে চিন্তিত করে তুলেছিল। (তিনি দেখলেন যে) শ্রীরামচন্দ্র সকল দুঃখের মূল কারণ তাঁরই দেওয়া অভিশাপ॥ ৩ ॥ (তিনি ভাবলেন—) এমন (ভক্তবৎসল) শ্রীপ্রভুর কাছে একবার যাওয়া প্রয়োজন। এমন সুযোগ না জানে আবার কবে পাব। এইরূপ চিন্তা করে দেবর্ষি নারদ বীণা হস্তে সেই স্থানে এলেন যেখানে শ্রীপ্রভু আনন্দে বিরাজমান ছিলেন॥ ৪ ॥ দেবর্ষি নারদ অতি মধুর ও মৃদু স্বরে বিভিন্নভাবে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরিতাবলী সংকীর্তন করতে করতে চললেন। (শ্রীপ্রভুর সম্মুখে উপনীত হয়ে) দেবর্ষি দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করলেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে ভূমি থেকে তুলে নিয়ে গভীর আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করলেন॥ ৫ ॥ কুশল বিনিময়ের পরে শ্রীপ্রভু দেবর্ষিকে কাছে বসালেন। শ্রীলক্ষ্মণ পরম সমাদরে দেবর্ষির পাদপ্রক্ষালন করে দিলেন॥ ৬ ॥

দোহা—বহুভাবে স্তবস্তুতি করে ও শ্রীপ্রভুকে প্রসন্ন দেখে দেবর্ষি নারদ করকমল যুক্ত করে নিবেদন করলেন॥ ৪১ ॥

চৌপাই (১—৪)

সুনহু উদার সহজ রঘুনায়ক। সুন্দর অগম সুগম বর দায়ক॥
দেহু এক বর মাগউঁ স্বামী। জদ্যপি জানত অন্তরজামী॥
জানহু মুনি তুম্হ মোর সুভাউ। জন সন কবহুঁ কি করউঁ দুরাউ॥
কবন বস্তু অসি প্রিয় মোহি লাগী। জো মুনিবর ন সকহু তুম্হ মাগী॥
জন কহুঁ কছু অদেয় নহিঁ মোরেঁ। অস বিশ্বাস তজহু জনি ভোরেঁ॥
তব নারদ বোলে হরষাঈ। অস বর মাগউঁ করউঁ ঢিঠাই॥
জদ্যপি প্রভু কে নাম অনেকা। শ্রুতি কহ অধিক এক তেঁ একা॥
রাম সকল নামন্হ তে অধিকা। হোউ নাথ অঘ খগ গন বধিকা॥

দোহা (৪২ ক, খ)

রাকা রজনী ভগতি তব রাম নাম সোই সোম।
অপর নাম উড়গন বিমল বসহুঁ ভগত উর ব্যোম॥
এবমস্তু মুনি সন কহেউ কৃপাসিন্ধু রঘুনাথ।
তব নারদ মন হরষ অতি প্রভু পদ নায়উ মাথ॥

চৌপাই (১—৪)

অতি প্রসন্ন রঘুনাথহি জানী। পুনি নারদ বোলে মৃদু বানী॥
রাম জবহিঁ প্রেরেউ নিজ মায়া। মোহেহু মোহি সুনহু রঘুরায়া॥
তব বিবাহ মৈঁ চাহউঁ কীন্হা। প্রভু কেহি কারন করৈ ন দীন্হা॥
সুনু মুনি তোহি কহউঁ সহরোসা। ভজহিঁ জে মোহি তজি সকল ভরোসা॥
করউঁ সদা তিন্হ কৈ রখবারী। জিমি বালক রাখই মহতারী॥
গহ সিসু বচ্ছ অনল অহি ধাঈ। তহঁ রাখই জননী অরগাঈ॥
প্রৌঢ় ভএঁ তেহি সুত পর মাতা। প্রীতি করই নহিঁ পাছিলি বাত॥
মোরেঁ প্রৌঢ় তনয় সম গ্যানী। বালক সুত সম দাস অমানী॥

চৌপাই—হে পরম উদার সহজগম্য শ্রীরঘুনাথ ! শুনুন ! আপনি তো সুন্দর অগম ও সুগম বরদাতা। হে প্রভু ! আমি এক বর প্রার্থনা করছি, কৃপা করে তা আমাকে দিন। অবশ্য অন্তর্যামীরূপে আপনি তো সবই জেনে ফেলেছেন॥ ১ ॥ (শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে মুনি ! আমার স্বভাব তো তোমার অজানা নয়। আমি কি ভক্তের কাছে কোনো কিছু কখনো গোপন করতে পারি ? আমার এমন কী প্রিয়বস্তু বর্তমান যা হে মুনিবর ! তুমি চাইতে না পার ? ২ ॥ ভক্তকে অদেয় আমার কিছুই নেই ; এই কথার উপর বিশ্বাস ভুলেও হারিয়ে ফেল না। তখন দেবর্ষি নারদ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বললেন—এমন বর প্রার্থনা করবার ধৃষ্টতার ক্ষমা করবেন— ॥ ৩ ॥ যদিও শ্রীপ্রভুর অনন্তসম আর বেদানুসারে কোনো নামের মহিমাই অন্য থেকে লঘু নয় ; তবুও হে নাথ ! (আমি কামনা করি) যেন রামনাম সর্বশ্রেষ্ঠর মর্যাদা লাভ করে আর তা পাপরূপ পক্ষীদের জন্য ব্যাধস্বরূপ হয়॥ ৪ ॥

দোহা—আপনার ভক্তি পূর্ণিমা রজনী ; তাতে রাম নামই পূর্ণচন্দ্র ও অন্য সব নাম তারা হয়ে ভক্তহৃদয়ের নির্মল আকাশে বিরাজমান যেন থাকে॥ ৪২ (ক)॥ কৃপাসিন্ধু শ্রীরঘুনাথ মুনিকে বললেন— 'তথাস্তু' (তাই হোক) তখন দেবর্ষি নারদ অতিশয় হর্ষোৎফুল্ল মনে শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন করলেন॥ ৪২ (খ)॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রকে পরম প্রসন্ন পেয়ে দেবর্ষি নারদ আবার বললেন—হে শ্রীরাম ! হে শ্রীরঘুনাথ ! শুনুন। আপনি যখন আপনার মায়াকে প্রেরণ করে আমাকে মোহিত করে তুলেছিলেন, তখন আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছিলাম। হে প্রভু ! আমাকে বলুন আপনি তা কেন হতে দিলেন না ? শ্রীপ্রভু বললেন—হে মুনিবর ! আমি আনন্দ সহকারে স্বীকার করছি যে ভক্ত যখন অন্য সকল ভরসা ত্যাগ করে কেবল আমারই ভজনা করে তখন আমি তার রক্ষণাবেক্ষণ মাতৃসম করে থাকি। শিশুসন্তান অগ্নি অথবা সর্পের দিকে ছুটে গেলে মাতাই তাকে (নিজের হাতে) ধরে ফেলে রক্ষা করে থাকেন॥ ১-৩ ॥ বালক প্রৌঢ় (সাবালক) হয়ে গেলে পুত্রের প্রতি মাতার প্রীতি থাকলেও তা পূর্বের মতন নয় (অর্থাৎ মাতৃপরায়ণ শিশুর মতন আর তাকে সতত রক্ষা করবার কথা চিন্তা করেন না কারণ তখন পুত্র মাতার উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজ রক্ষণাবেক্ষণে সক্ষম হয়ে থাকে)। জ্ঞানী আমার প্রৌঢ় (সাবালক) সন্তানসম হয়ে থাকে আর (তোমার মতন) নিজ সামর্থ্যের নিরভিমানী সেবক আমার শিশুপুত্রসম হয়ে থাকে॥ ৪ ॥

চৌপাই (৫)

জনহি মোর বল নিজ বল তাহী। দুহু কহুঁ কাম ক্রোধ রিপু আহী।।
যহ বিচারী পণ্ডিত মোহি ভজহীঁ। পাএহুঁ গ্যান ভগতি নহিঁ তজহীঁ।।

দোহা (৪৩)

কাম ক্রোধ লোভাদি মদ প্রবল মোহ কৈ ধারি।
তিন্হ মহঁ অতি দারুন দুখদ মায়ারূপী নারি।।

চৌপাই (১—৪)

সুনু মুনি কহ পুরান শ্রুতি সন্তা। মোহ বিপিন কহুঁ নারি বসন্তা।।
জপ তপ নেম জলাশ্রয় ঝারী। হোই গ্রীষ্ম সোষই সব নারী।।

কাম ক্রোধ মদ, মৎসর ভেকা। ইন্হহি হরষপ্রদ বরষা একা।।
দুর্বাসনা কুমুদ সমুদাঈ। তিন্হ কহঁ সরদ সদা সুখদাঈ।।

ধর্ম সকল সরসীরুহ বৃন্দা। হোই হিম তিন্হহি দহই সুখ মন্দা।।
পুনি মমতা জবাস বহুতাঈ। পলুহই নারি সিসির রিতু পাঈ।।

পাপ উলূক নিকর সুখকারী। নারি নিবিড় রজনী অঁধিআরী।।
বুধি বল সীল সত্য সব মীনা। বনসী সম ত্রিয় কহহিঁ প্রবীনা।।

দোহা (৪৪)

অবগুন মূল সূলপ্রদ প্রমদা সব দুখ খানি।
তাতে কীন্হ নিবারন মুনি মৈঁ যহ জিয়ঁ জানি।।

চৌপাই (১)

সুনি রঘুপতি কে বচন সুহাএ। মুনি তন পুলক নয়ন ভরি আএ।।
কহহু কবন প্রভু কৈ অসি রীতী। সেবক পর মমতা অরু প্রীতী।।

চৌপাই—আমার ভক্ত কেবল আমার শক্তির উপর নির্ভরশীল হয় কিন্তু জ্ঞানীর ভরসা তার নিজের শক্তি। কিন্তু কাম-ক্রোধরূপ শত্রু তো উভয়কেই সমানভাবে আক্রমণ করে। (ভক্তের শত্রুদের বিনাশ করবার দায়িত্ব তো আমার উপর থাকে কারণ তারা মৎপরায়ণ হয়ে আমার ভরসাতে থাকে কিন্তু নিজ শক্তির উপর নির্ভরশীল জ্ঞানীকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব আমার থাকে না।) এই বিবেচনা করেই পণ্ডিতগণ (বুদ্ধিমান ব্যক্তি) আমাকেই ভরসা করে থাকেন। তাঁরা জ্ঞানলাভের পরও ভক্তিকে ত্যাগ করেন না॥ ৫ ॥

দোহা—কাম, ক্রোধ, লোভ এবং মদ আদি মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানের পরম শক্তিশালী সৈন্যরূপে পরিচিত। তাতে মায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি নারী তো নিদারুণ দুঃখের কারণ হয়ে থাকে॥ ৪৩ ॥

চৌপাই—হে মুনি ! শোনো। বেদ, পুরাণ ও সন্তসকল বলে থাকেন যে বসন্ত যেমন বনকে নবরূপ প্রদান করে থাকে তেমনই নারী মোহকে উজ্জীবিত করে থাকে। তা তপস্যা, জপ, নিয়মসম সরস জলাশয় ও নির্ঝরকে গ্রীষ্মসম বিশুষ্ক করে দেয়॥ ১ ॥ কাম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য এই সকল মণ্ডূকসম হয়ে থাকে ; নারী তাদের কাছে বর্ষা ঋতুসম আনন্দ প্রদান করে থাকে। দুষ্টবাসনা হল কুমুদসম শরৎকাল তাদের সম্মুখে সুখপ্রদানকারী রূপে উপস্থিত হয়॥ ২ ॥ ধর্ম কমলদলসম হয়ে থাকে। তুচ্ছ বিষয় সুখ প্রদানকারী নারী হেমন্ত ঋতুসম তাকে দগ্ধ করে। আবার মমতারূপে কণ্টকগুল্ম (বন) নারীরূপ হেমন্ত ঋতুতে সজীব সতেজ হয়ে ওঠে॥ ৩ ॥ পাপরূপ পেচকদের জন্য এই নারী পরম সুখ প্রদায়ক ঘোর অন্ধকারময় রজনীসম হয়ে থাকে। বুদ্ধি, বল, শীল ও সত্যসমূহের প্রকৃতি মৎস্যসম হয়ে থাকে। তাদের (ফাঁদে ফেলে) বিনাশ করবার জন্য নারী বঁড়শিসম হয়ে থাকে, চতুর ব্যক্তিদের এই অভিমত॥ ৪ ॥

দোহা—যুবতী নারী সর্ব বৈগুণ্যের মূল। তা পীড়া প্রদানকারী ও সর্বদুঃখের কারণ হয়ে থাকে। তাই হে মুনি ! (তুমি বিবেক বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য পালনের উৎকৃষ্ট আধার জেনে) আমি তোমাকে বিবাহে নিবৃত্ত করেছিলাম॥ ৪৪ ॥

চৌপাই—শ্রীরঘুপতির উপদেশামৃত শ্রবণ করে মুনি দেহে পুলক শিহরণ অনুভব করলেন ; নয়নযুগল তাঁর প্রেমাশ্রুতে প্লাবিত হয়ে উঠল। (তিনি তখন মনে মনে ভাবছেন) ভক্তের উপর শ্রীপ্রভুর কত মমতা ও প্রীতি ! ১॥

চৌপাই (২—৫)

জে ন ভজহিঁ অস প্রভু ভ্রম ত্যাগী। গ্যান রঙ্ক নর মন্দ অভাগী॥
পুনি সাদর বোলে মুনি নারদ। সুনহু রাম বিগ্যান বিসারদ॥

সন্তন্হ কে লচ্ছন রঘুবীরা। কহহু নাথ ভব ভঞ্জন ভীরা॥
সুনু মুনি সন্তন্হ কে গুন কহউঁ। জিন্হ তে মৈঁ উন্হ কেঁ বস রহউঁ॥

ষট বিকার জিত অনঘ অকামা। অচল অকিঞ্চন সুচি সুখধামা॥
অমিত বোধ অনীহ মিতভোগী। সত্যসার কবি কোবিদ জোগী॥

সাবধান মানদ মদহীনা। ধীর ধর্ম গতি পরম প্রবীনা॥

দোহা (৪৫)

গুনাগার সংসার দুখ রহিত বিগত সন্দেহ।
তজি মম চরন সরোজ প্রিয় তিন্হ কহুঁ দেহ ন গেহ॥

চৌপাই (১—৪)

নিজ গুন শ্রবন সুনত সকুচাহীঁ। পর গুন সুনত অধিক হরষাহীঁ॥
সম সীতল নহিঁ ত্যাগহিঁ নীতী। সরল সুভাউ সবহি সন প্রীতী॥

জপ তপ ব্রত দম সংজম নেমা। গুরু গোবিন্দ বিপ্র পদ প্রেমা॥
শ্রদ্ধা ছমা ময়ত্রী দায়া। মুদিতা মম পদ প্রীতি অমায়া॥

বিরতি বিবেক বিনয় বিগ্যানা। বোধ জথারথ বেদ পুরানা॥
দম্ভ মান মদ করহিঁ ন কাউ। ভূলি ন দেহিঁ কুমারগ পাউ॥

গাবহিঁ সুনহিঁ সদা মম লীলা। হেতু রহিত পরহিত রত সীলা॥
মুনি সুনু সাধুন্হ কে গুন জেতে। কহি ন সকহিঁ সারদ শ্রুতি তেতে॥

চৌপাই—সর্বসংশয় ত্যাগ করে যে এমন প্রভুকে ভজনা না করে সে তো জ্ঞানের কাঙাল, বুদ্ধিভ্রষ্ট ও ভাগ্যহীন। অতঃপর নারদমুনি বললেন—হে বিজ্ঞান-বিশারদ শ্রীরামচন্দ্র ! হে শ্রীরঘুবীর ! হে ভবভয়ভঞ্জন আমার শ্রীপ্রভুদেব ! এইবার কৃপা করে সাধুদের লক্ষণসকল বলুন। (শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে মুনিবর ! শোনো। সাধুদের সেই গুণের কথা শুনে রাখো যার কারণে আমি তাঁদের বশীভূত॥ ২-৩ ॥ তাঁরা ছয় (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য) বিকার (দোষ) থেকে মুক্ত, অনঘ, কামনারহিত, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, অকিঞ্চন (সর্বত্যাগী), অন্তরে ও বাইরে পবিত্র, সুখধাম, অসীম জ্ঞানী, ইচ্ছারহিত, মিতাহারী, সত্যনিষ্ঠ, কবি, বিদ্বান, যোগী, সাবধানী, সম্মান প্রদানকারী, অভিমানরহিত, ধৈর্যসম্পন্ন, ধর্মের জ্ঞানধারণকারী ও আচরণে সুনিপুণ হয়ে থাকেন॥ ৪-৫ ॥

দোহা—*তাঁরা সর্বগুণের আধারস্বরূপ হয়ে থাকেন, তাঁদের সংসার-দুঃখ থাকে না আর তাঁরা সন্দেহযুক্ত থাকে। আমার শরণাগত হওয়াই তাঁদের একমাত্র কামনা, তাঁদের দেহ ও সংসারে কোনো প্রীতি থাকে না॥ ৪৫ ॥*

চৌপাই—তাঁদের নিজ প্রশংসা শ্রবণে সংকোচ আর অপরের গুণকীর্তনে হর্ষ হতে দেখা যায়। তাঁরা সমদৃষ্টিসম্পন্ন ও শান্তপ্রকৃতির হয়ে থাকেন আর নীতিকে কখনো পরিত্যাগ করেন না। তাঁরা সহজ-সরল হয়ে সর্বজীবে প্রেম ও প্রীতি ধারণ করেন॥ ১ ॥ তাঁরা জপ, তপস্যা, ব্রত, ইন্দ্রিয়দমন, সংযম ও নিয়মসমূহে নিত্যযুক্ত থাকেন। গুরু, গোবিন্দ ও ব্রাহ্মণ চরণে তাঁদের বিশেষ প্রেম প্রীতি থাকে। তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধা, ক্ষমা, মৈত্রী, দয়া, সন্তোষ থাকে এবং আমার চরণে বিশেষ কাপট্যরহিত সতত প্রীতি থাকে॥ ২ ॥ আর থাকে বিবেক বৈরাগ্য, বিজ্ঞান (পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান) ও বেদপুরাণের যথার্থ জ্ঞান। তাঁরা দম্ভ, অভিমান ও মদকে কাছে আসতে দেন না আর ভুলেও কুপথগামী হন না॥ ৩ ॥ তাঁরা আমার লীলাসকল শ্রবণ-কীর্তনে নিত্যযুক্ত থাকেন আর নিঃস্বার্থভাবে অপরের উপকার করে থাকেন। হে মুনি ! শোনো। সাধুদের গুণসকল এতই বেশি যে তা সরস্বতী ও বেদের পক্ষেও বলে শেষ করা সম্ভব হয় না॥ ৪ ॥

ছন্দ

কহি সক ন সারদ সেষ নারদ সুনত পদ পঙ্কজ গহে।
অস দীনবন্ধু কৃপাল অপনে ভগত গুন নিজ মুখ কহে॥
সিরু নাই বারহিঁ বার চরনন্হি ব্রহ্মপুর নারদ গএ।
তে ধন্য তুলসীদাস আস বিহাই জে হরি রঁগ রঁএ॥

দোহা (৪৬ ক, খ)

রাবনারি জসু পাবন গাবহিঁ সুনহিঁ জে লোগ।
রাম ভগতি দৃঢ় পাবহিঁ বিনু বিরাগ জপ জোগ॥
দীপ সিখা সম জুবতি তন মন জনি হোসি পতঙ্গ।
ভজহি রাম তজি কাম মদ করহি সদা সতসঙ্গ॥

ছন্দ— সরস্বতী ও শেষনাগও সাধুদের গুণ বলে শেষ করতে পারেন না— শুনেই দেবর্ষি নারদ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম ধারণ করলেন। দীনবন্ধু কৃপালু শ্রীপ্রভু স্বয়ং নিজ শ্রীমুখে নিজ ভক্তের গুণসকল বর্ণনা করলেন। অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণে বার বার মস্তক অবনত করে দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মলোকে গমন করলেন। তুলসীদাস বলেন— ধন্য সেই ব্যক্তি যে সব কিছু ছেড়ে কেবল শ্রীহরির রসে মজে থাকে॥

দোহা— যাঁরা রাবণারি (রাবণের শত্রু) শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র যশোগান শ্রবণ-কীর্তনে নিত্যযুক্ত থাকেন তাঁরা বৈরাগ্য, জপ ও যোগ ছাড়াই শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অনন্য ভক্তি লাভ করেন॥ ৪৬ (ক)॥ দীপশিখাসম যুবতী নারী অভিমুখে পতঙ্গের মতন ধাবিত না হয়ে, ওরে মন! তুমি কামাসক্তি ও মদ ত্যাগ করে শ্রীরামচন্দ্র ভজনায় নিত্যযুক্ত হয়ে যাও আর সর্বদা সাধুসঙ্গ করতে তৎপর হও ॥ ৪৬ (খ)॥

মাসপারায়ণ, বাইশতম বিশ্রাম

ইতি শ্রীমদ্‌রামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে তৃতীয়ঃ সোপানঃ সমাপ্ত।

কলিযুগে সমস্ত পাপের বিনাশকারী শ্রীরামচরিতমানসের তৃতীয় সোপান সমাপ্ত হল।

(অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত)

।। শ্রীগণেশায় নমঃ ।।

শ্রীজানকীবল্লভো বিজয়তে

শ্রীরামচরিতমানস

চতুর্থ সোপান

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড

কুন্দেন্দীবরসুন্দরাবতিবলৌ বিজ্ঞানধামাবুভৌ
শোভাঢ্যৌ বরধন্বিনৌ শ্রুতিনুতৌ গোবিপ্রবৃন্দপ্রিয়ৌ।
মায়ামানুষরূপিণৌ রঘুবরৌ সদ্ধর্মবর্মৌ হিতৌ
সীতান্বেষণতৎপরৌ পথিগতৌ ভক্তিপ্রদৌ তৌ হি নঃ।।
ব্রহ্মাম্ভোধিসমুদ্ভবং কলিমলপ্রধ্বংসনং চাব্যয়ং
শ্রীমচ্ছম্ভুমুখেন্দুসুন্দরবরে সংশোভিতং সর্বদা।
সংসারাময়ভেষজং সুখকরং শ্রীজানকীজীবনং
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরামনামামৃতম্।।

যাঁরা নীলকমল ও কুন্দপুষ্পসম সুন্দর শ্যাম ও গৌরবর্ণ, অতিশয় বলশালী, বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, লাবণ্যমণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর, বেদবন্দ্য, গোব্রাহ্মণবৎসল, মায়াতে নররূপধারী, সদ্ধর্মপরায়ণ, সর্বহিতকারী ও সীতান্বেষণে তৎপর হয়ে পথচারী— সেই রঘুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণ উভয়ে আমাদের ভক্তি প্রদান করুন।। শ্লোক ১ ।। ব্রহ্মরূপ সাগর থেকে উদ্ভূত, কলিকলুষবিনাশী, অবিনশ্বর, ভগবান শংকরের সুন্দর মুখচন্দ্রে সতত শোভিত, ভবব্যাধির ঔষধিস্বরূপ এবং জানকীর জীবনসদৃশ সুমধুর শ্রীরামনামরূপ অমৃত যেসকল সুকৃতিসম্পন্ন (পুণ্যাত্মা) ব্যক্তিগণ সতত পান করেন, তাঁরাই ধন্য।। ২ ।।

সোরঠা (১—২)

মুক্তি জন্ম মহি জানি গ্যান খানি অঘ হানি কর।
জহঁ বস সম্ভু ভবানি সো কাসী সেইঅ কস ন॥
জরত সকল সুর বৃন্দ বিষম গরল জেহিঁ পান কিয়।
তেহি ন ভজসি মন মন্দ কো কৃপাল সঙ্কর সরিস॥

চৌপাই (১—৫)

আগেঁ চলে বহুরি রঘুরায়া। রিষ্যমূক পর্বত নিঅরায়া॥
তহঁ রহ সচিব সহিত সুগ্রীবা। আবত দেখি অতুল বল সীঁবা॥
অতি সভীত কহ সুনু হনুমানা। পুরুষ জুগল বল রূপ নিধানা॥
ধরি বটু রূপ দেখু তৈঁ জাঈ। কহেসু জানি জিয়ঁ সয়ন বুঝাই॥
পঠএ বালি হোহিঁ মন মৈলা। ভাগৌঁ তুরত তজৌঁ যহ সৈলা॥
বিপ্র রূপ ধরি কপি তহঁ গয়উ। মাথ নাই পূছত অস ভয়উ॥
কো তুম্হ স্যামল গৌর সরীরা। ছত্রী রূপ ফিরহু বন বীরা॥
কঠিন ভূমি কোমল পদ গামী। কবন হেতু বিচরহু বন স্বামী॥
মৃদুল মনোহর সুন্দর গাতা। সহত দুসহ বন আতপ বাতা॥
কী তুম্হ তীনি দেব মহঁ কোউ। নর নারায়ন কী তুম্হ দৌউ॥

দোহা (১)

জগ কারন তারন ভব ভঞ্জন ধরনী ভার।
কী তুম্হ অখিল ভুবন পতি লীন্হ মনুজ অবতার॥

চৌপাই (১—২)

কোসলেস দসরথ কে জাএ। হম পিতু বচন মানি বন আএ॥
নাম রাম লছিমন দোউ ভাঈ। সঙ্গ নারি সুকুমারি সুহাঈ॥
ইহাঁ হরী নিসিচর বৈদেহী। বিপ্র ফিরহিঁ হম খোজত তেহী॥
আপন চরিত কহা হম গাঈ। কহহু বিপ্র নিজ কথা বুঝাঈ॥

সোরঠা—হর-পার্বতীর অবস্থানে ধন্য সেই কাশীধামকে মুক্তির জন্মভূমি, জ্ঞানভাণ্ডার ও পাপবিনাশন জেনেও কেন তা সেবন করব না ? ১ ॥ (সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত) হলাহল দেবতাগণকে দগ্ধ করে দিচ্ছিল। সেই হলাহল যিনি (অনায়াসে) পান করেছিলেন, সেই ভগবান শংকরের ভজনা, ওরে মন্দ মন ! কেন করিস না ? তাঁর সম কৃপালু (আর) কে আছে ? ২ ॥

চৌপাই—অতঃপর শ্রীরঘুনাথ এগিয়ে চললেন। অল্পক্ষণেই ঋষ্যমূক পর্বত এসে পড়ল। সেইখানে (ঋষ্যমূক পর্বতে) মন্ত্রীদের সঙ্গে সুগ্রীব বাস করতেন। অতুলনীয় বলবীর্যসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণকে আসতে দেখে সুগ্রীব ভয় পেয়ে গেলেন আর বললেন— হে হনুমান ! শোনো। এই সুপুরুষ ব্যক্তিদ্বয়কে অতীব শক্তিধর মনে হচ্ছে। তুমি ব্রহ্মচারীরূপ ধারণ করে তাঁদের কাছে যাও। তাঁদের যথার্থ পরিচয় জেনে তা সংকেতে আমাকে জানাও ॥ ১-২ ॥ ব্যক্তিদ্বয় যদি মন্দমতি বালী প্রেরিত হয়, তাহলে আমি এখনই এই পর্বত ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করব। (সুগ্রীবের কথা শুনে) শ্রীহনুমান ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে সেইখানে উপনীত হলেন আর মস্তক অবনত করে (সম্মান প্রদর্শন করে) জিজ্ঞাসা করলেন —হে শ্যাম ও গৌরবর্ণ বীরদ্বয় ! অরণ্যে ক্ষত্রিয়রূপে বিচরণকারী আপনারা কে ? হে প্রভু ! (কেনই বা) আপনাদের এই সুকঠিন (প্রস্তরযুক্ত) অরণ্য ভূমিতে কোমল চরণে বিচরণ করা ? ৩-৪ ॥ আপনারা মনোহর পরম সুন্দর কোমলাঙ্গ হয়েও এই অরণ্যের দুঃসহ রৌদ্র ও বাতাস সহ্য করছেন ! আপনারা কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মধ্যে কেউ অথবা নর ও নারায়ণ ? ৫ ॥

দোহা—অথবা আপনারা জগতের মূল কারণ ত্রিলোকনাথ জগদীশ্বর স্বয়ং ? আপনারা কি ভক্তের ভবসাগর থেকে উদ্ধার ও ভূভার হরণের জন্য নরদেহে অবতরণ করেছেন ? ১ ॥

চৌপাই — শ্রীরামচন্দ্র বললেন—আমরা কৌশলরাজ দশরথনন্দন ; পিতৃসত্য রক্ষায় আমার অরণ্যে আগমন। আমরা দুই ভাই, নাম রাম ও লক্ষ্মণ। আমাদের সঙ্গে এক পরমা সুন্দরী নারীও ছিল॥ ১ ॥ এই (অরণ্যে) রাক্ষস (আমার ভার্যা) জানকীকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে। হে ব্রাহ্মণ ! আমরা তো তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমাদের পরিচয় তো আমি দিলাম। এইবার হে ব্রাহ্মণ ! আপনার পরিচয় সবিস্তারে দিন॥ ২ ॥

চৌপাই (৩—৫)

প্রভু পহিচানি পরেউ গহি চরনা। সো সুখ উমা জাই নহিঁ বরনা।।
পুলকিত তন মুখ আব ন বচনা। দেখত রুচির বেষ কৈ রচনা।।

পুনি ধীরজু ধরি অস্তুতি কীন্হী। হরষ হৃদয়ঁ নিজ নাথহি চীন্হী।।
মোর ন্যাউ মৈঁ পূছা সাঈঁ। তুম্হ পূছহু কস নর কী নাঈঁ।।

তব মায়া বস ফিরউঁ ভুলানা। তাতে মৈঁ নহিঁ প্রভু পহিচানা।।

দোহা (২)

একু মৈঁ মন্দ মোহবস কুটিল হৃদয় অগ্যান।
পুনি প্রভু মোহি বিসারেউ দীনবন্ধু ভগবান।।

চৌপাই (১—৪)

জদপি নাথ বহু অবগুন মোরেঁ। সেবক প্রভুহি পরৈ জনি ভোরেঁ।।
নাথ জীব তব মায়াঁ মোহা। সো নিস্তরই তুম্হারেহিঁ ছোহা।।

তা পর মৈঁ রঘুবীর দোহাঈ। জানউঁ নহিঁ কছু ভজন উপাঈ।।
সেবক সুত পতি মাতু ভরোসেঁ। রহই অসোচ বনই প্রভু পোসেঁ।।

অস কহি পরেউ চরন অকুলাই। নিজ তনু প্রগটি প্রীতি উর ছাঈ।।
তব রঘুপতি উঠাই উর লাবা। নিজ লোচন জল সীঁচি জুড়াবা।।

সুনু কপি জিয়ঁ মানসি জনি উনা। তৈঁ মম প্রিয় লছিমন তে দূনা।।
সমদরসী মোহি কহ সব কোউ। সেবক প্রিয় অনন্য গতি সোউ।।

চৌপাই—শ্রীপ্রভুকে চিনতে পেরে শ্রীহনুমান তাঁর চরণ ধারণ করে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন (অর্থাৎ সর্বাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করলেন)। (মহাদেব বললেন—) হে পার্বতী ! শ্রীহনুমানের সুখের বর্ণনা করা সম্ভব নয়। দেহে রোমাঞ্চ, পুলক শিহরণের অনুভূতি। তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি (শ্রীহনুমান) শ্রীপ্রভুর অনুপম অঙ্গসজ্জা (অবাক হয়ে) দেখছিলেন॥ ৩ ॥ তিনি, অতঃপর ধৈর্য সহকারে স্তুতি করলেন। নিজ প্রভুকে চিনতে পেরে তাঁর হৃদয় তখন আনন্দে পরিপূর্ণ। (অতঃপর শ্রীহনুমান বললেন—) হে প্রভু ! আমার আপনাকে প্রশ্ন করবার মধ্যে তো অন্যায় কিছু ছিল না (আপনার দর্শন লাভ তো বহুকাল পরে হল তাও এই তাপস বেশে। আমি মর্কটবুদ্ধি তাই আপনাকে চিনতে পারিনি। তাই পরিস্থিতি বিচার করেই আপনাকে আমার প্রশ্ন করা) কিন্তু (আমি বুঝছি না) আপনি কেন (সাধারণ) নরসম প্রশ্ন করছেন ? ৪ ॥ আপনার মায়ার প্রভাবেই সব ভুলে আমি ঘুরে বেড়াই ; তাই আমার নিজ প্রভুকে (আপনাকে) চিনতে বিলম্ব হল॥ ৫ ॥

দোহা— একে তো আমি মন্দমতি, মোহের বশীভূত, কুটিল চিত্ত ও অজ্ঞান ; তবুও হে দীনবন্ধু শ্রীভগবান ! আপনি (কেমন করে) আমাকে ভুলে গেলেন ! ২ ॥

চৌপাই— হে নাথ ! যদিও আমার অবগুণের শেষ নেই তবুও সেবকের পক্ষে শ্রীপ্রভুর বিস্মৃতি হওয়া কি ঠিক ? (আপনি যেন তাকে ভুলে যাবেন না)। হে নাথ ! জীব তো আপনার মায়াতেই মোহিত। সে আপনার কৃপাতেই নিষ্কৃতি পেতে পারে॥ ১ ॥ আর হে শ্রীরঘুবীর ! আপনার শপথ নিয়ে বলছি যে আমি সাধনভজন কিছুই জানি না। (আমি তো এই জানি যে) সেবক প্রভুর আর সন্তান মাতার ভরসায় নিশ্চিন্তে থাকে। সেবকের প্রতিপালন তো প্রভুকে করতেই হয়॥ ২ ॥ এইসকল কথা বলে বিহ্বলচিত্ত শ্রীহনুমান শ্রীপ্রভুর চরণে পতিত হলেন। তখন তাঁর নিজরূপ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর হৃদয় তখন প্রেমে পরিপূর্ণ। শ্রীরঘুপতি তাঁকে ভূমি থেকে তুলে আলিঙ্গন দান করলেন। শ্রীপ্রভুর করুণাশ্রু সেবককে শান্তি প্রদান করল॥ ৩ ॥ অতঃপর তিনি বললেন—হে কপি ! শোনো। মনে গ্লানিকে স্থান দিও না (দুঃখ কোরো না)। তুমি তো আমার লক্ষ্মণ থেকেও দ্বিগুণ প্রিয়। সকলে আমাকে সমদর্শী বলে জানে (অর্থাৎ আমার প্রিয়-অপ্রিয় কেউ নেই) কিন্তু আমার প্রীতি সেবকের উপর থাকে, কারণ সে যে অনন্যগতি হয়ে থাকে (আমি ছাড়া তার যে অন্য কোনো অবলম্বন নেই)॥ ৪ ॥

দোহা (৩)

সো অনন্য জাকেঁ অসি মতি ন টরই হনুমন্ত।
মৈঁ সেবক সচরাচর রূপ স্বামি ভগবন্ত॥

চৌপাই (১—৪)

দেখি পবনসুত পতি অনুকূলা। হৃদয়ঁ হরষ বীতী সব সূলা॥
নাথ সৈল পর কপিপতি রহঈ। সো সুগ্রীব দাস তব অহঈ॥
তেহি সন নাথ ময়ত্রী কীজে। দীন জানি তেহি অভয় করীজে॥
সো সীতা কর খোজ করাইহি। জহঁ তহঁ মরকট কোটি পঠাইহি॥
এহি বিধি সকল কথা সমুঝাঈ। লিএ দুঔ জন পীঠি চঢ়াঈ॥
জব সুগ্রীবঁ রাম কহুঁ দেখা। অতিসয় জন্ম ধন্য করি লেখা॥
সাদর মিলেউ নাই পদ মাথা। ভেটেউ অনুজ সহিত রঘুনাথা॥
কপি কর মন বিচার এহি রীতী। করিহহিঁ বিধি মো সন এ প্রীতী॥

দোহা (৪)

তব হনুমন্ত উভয় দিসি কী সব কথা সুনাই।
পাবক সাখী দেই করি জোরী প্রীতি দৃঢ়াই॥

চৌপাই (১—৪)

কীন্হি প্রীতি কছু বীচ ন রাখা। লছিমন রাম চরিত সব ভাষা॥
কহ সুগ্রীব নয়ন ভরি বারী। মিলিহি নাথ মিথিলেসকুমারী॥
মন্ত্রিন্হ সহিত ইহাঁ এক বারা। বৈঠ রহেউঁ মৈঁ করত বিচারা॥
গগন পন্থ দেখী মৈঁ জাতা। পরবস পরী বহুত বিলপাতা॥
রাম রাম হা রাম পুকারী। হমহি দেখি দীন্হেউ পট ডারী॥
মাগা রাম তুরত তেহিঁ দীন্হা। পট উর লাই সোচ অতি কীন্হা॥
কহ সুগ্রীব সুনহু রঘুবীরা। তজহু সোচ মন আনহু ধীরা॥
সব প্রকার করিহউঁ সেবকাঈ। জেহি বিধি মিলিহি জানকী আঈ॥

দোহা—এবং হে হনুমান ! অনন্য সেই যে কখনো চিত্তবৈকল্যের শিকার হয় না। সে নিশ্চিতবুদ্ধি রাখে যে, সে সেবক আর এই বিশ্বচরাচর তার প্রভু শ্রীভগবানের রূপ মাত্র॥ ৩ ॥

চৌপাই—শ্রীপ্রভুকে অনুকূলচিত্ত (প্রসন্ন) দেখে পবননন্দন শ্রীহনুমানের হৃদয় পরমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তাঁর যেন সকল দুঃখের অবসান হল। (তিনি বললেন) হে নাথ ! বানররাজ সুগ্রীবের নিবাস এই পর্বতেই। তিনিও আপনার সেবক॥ ১ ॥ হে নাথ ! তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন এবং তাঁকে দীনহীন জেনে অভয় দান করুন। তিনি সীতাদেবীর অন্বেষণ করবেন আর স্থানে স্থানে কোটি কোটি বানর প্রেরণ করবেন॥ ২ ॥ শ্রীহনুমান এইভাবে সব কথা প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণকে বলে তাঁদের তাঁর পৃষ্ঠদেশে ধারণ করে নিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করে সুগ্রীবের জন্ম সার্থক হল॥ ৩ ॥ সুগ্রীব প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণে মস্তক অবনত করে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হল। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অনুজ শ্রীলক্ষ্মণসহ সুগ্রীবকেও আলিঙ্গন দান করলেন। সুগ্রীব তখনও মনে মনে চিন্তা করছেন হে বিধাতা ! ইনি কি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন ? ॥ ৪ ॥

দোহা—তখন শ্রীহনুমান উভয় পক্ষের মধ্যে সংবাদ বিনিময় করিয়ে দিয়ে তাঁদের মধ্যে অগ্নি সাক্ষী রেখে সুদৃঢ় বন্ধন নিশ্চিত করলেন (অর্থাৎ অগ্নি সাক্ষী রেখে মৈত্রীর প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন)॥ ৪ ॥

চৌপাই—উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতেই বিভেদ ঘুচে গেল। তখন শ্রীলক্ষ্মণ সুগ্রীবকে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সম্পূর্ণ ইতিহাস বিবরণ দিলেন। সুগ্রীব (সব কিছু শ্রবণ করে) সজল নয়নে বললেন—হে নাথ ! (আমার স্থির বিশ্বাস যে) জনকনন্দিনীকে অবশ্যই (খুঁজে) পাওয়া যাবে॥ ১ ॥ একদিন মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা কালে এইখানে বসেই আমি আকাশপথে গমনরতা ও বিলাপরতা এক অবরুদ্ধ নারীকে দেখেছিলাম॥ ২ ॥ আমাকে দেখে সেই নারী 'রাম !' 'রাম !' 'হা রাম !' বলে বিলাপ করতে করতে বস্ত্রালংকার ফেলে দিয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তখনই সেই বস্ত্রালংকার দেখতে চাওয়ায় সুগ্রীব তা তাঁকে (এনে) দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সেই বস্ত্রালংকার (দেখে তা সীতাদেবীর বলে চিনলেন আর তা) হৃদয়ে ধারণ করে শোকাকুল হয়ে গেলেন॥ ৩ ॥ সুগ্রীব বললেন—হে শ্রীরঘুবীর ! শুনুন চিন্তা ত্যাগ করুন আর ধৈর্য ধরুন। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব যাতে আপনার কাছে জানকীদেবী ফিরে আসেন॥ ৪ ॥

দোহা (৫)

সখা বচন সুনি হরষে কৃপাসিন্ধু বলসীঁব।
কারন কবন বসহু বন মোহি কহহু সুগ্রীব॥

চৌপাই (১—৭)

নাথ বালি অরু মৈঁ দ্বৌ ভাঈ । প্রীতি রহী কছু বরনি ন জাঈ॥
ময়সুত মায়াবী তেহি নাউঁ । আবা সো প্রভু হমরেঁ গাউঁ॥

অর্ধ রাতি পুর দ্বার পুকারা । বালী রিপু বল সহৈ ন পারা॥
ধাবা বালি দেখি সো ভাগা । মৈঁ পুনি গয়উঁ বন্ধু সঁগ লাগা॥

গিরিবর গুহাঁ পৈঠ সো জাঈ । তব বালীঁ মোহি কহা বুঝাঈ॥
পরিখেসু মোহি এক পখবারা । নহিঁ আবৌঁ তব জানেসু মারা॥

মাস দিবস তহঁ রহেউঁ খরারী । নিসরী রুধির ধার তহঁ ভারী॥
বালি হতেষি মোহি মারিহি আঈ । সিলা দেহ তহঁ চলেউঁ পরাঈ॥

মন্ত্রিন্হ পুর দেখা বিনু সাঁঈ । দীন্হেউ মোহি রাজ বরিআঈঁ॥
বালী তাহি মারি গৃহ আবা । দেখি মোহি জিয়ঁ ভেদ বঢ়াবা॥

রিপু সম মোহি মারেসি অতি ভারী । হরি লীন্হেসি সর্বসু অরু নারী॥
তাকেঁ ভয় রঘুবীর কৃপালা । সকল ভুবন মৈঁ ফিরেউঁ বিহালা॥

ইহাঁ সাপ বস আবত নাহীঁ । তদপি সভীত রহউঁ মন মাহীঁ॥
সুনি সেবক দুখ দীনদয়ালা । ফরকি উঠীঁ দ্বৈ ভুজা বিসালা॥

দোহা (৬)

সুনু সুগ্রীব মারিহউঁ বালিহি একহিঁ বান।
ব্রহ্ম রুদ্র সরনাগত গএঁ ন উবরিহিঁ প্রান॥

দোহা—কৃপাসিন্ধু অমিতবিক্রম শ্রীরামচন্দ্র সখা সুগ্রীবের কথা শুনে আনন্দিত হলেন। (তিনি বলেন) হে সুগ্রীব ! তোমার অরণ্যে নিবাসের কারণ বলো ? ৫ ॥

চৌপাই— সুগ্রীব বললেন— হে প্রভু ! বালী আমার সহোদর। আমাদের মধ্যে এমন প্রীতির সম্বন্ধ ছিল যে তা বলে বোঝানো কঠিন। হে প্রভু ! একবার ময়দানবের পুত্র মায়াবীর আমাদের দেশে আগমন হল॥ ১ ॥ মাঝরাত্রে সে নগরদ্বারে এসে রণহুংকার দিল। বালী তার দুঃসাহস সহ্য না করতে পেরে তার পিছু নিল আর মায়াবী পলায়ন করতে লাগল। অতঃপর আমিও ভ্রাতাকে অনুসরণ করলাম॥ ২ ॥ সেই মায়াবী এক গিরিগহ্বরে আত্মগোপন করায় বালী আমাকে বুঝিয়ে বলল—তুমি একপক্ষকাল আমার জন্য অপেক্ষা কোরো। ততদিনেও ফিরে না এলে জানবে যে আমি বেঁচে নেই॥ ৩ ॥ হে খরারি ! আমি সেখানে মাসখানেক অপেক্ষা করলাম। একদিন গিরিগহ্বর থেকে রক্তের স্রোত বেরোতে দেখলাম। তখন (আমি ভাবলাম) মায়াবী নিশ্চয়ই বালীকে বধ করে ফেলেছে, এইবার সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই আমি সেইস্থান (গিরিগহ্বর দ্বার) শিলাখণ্ড দ্বারা অবরুদ্ধ করে পালিয়ে এলাম॥ ৪ ॥ মন্ত্রীগণ নগরকে শাসক (রাজা) বিহীন দেখে জোর করে আমাকে রাজা করে দিল। এমন সময়ে বালী মায়াবীকে বধ করে দেশে ফিরে এল। আমাকে (রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট) দেখে তার মনে প্রবল ভেদবুদ্ধির জন্ম নিল (সে রেগে গেল)। (তার ধারণা হল যে আমিই রাজত্বের লোভে গিরিগহ্বর দ্বারকে শিলাখণ্ড দ্বারা অবরুদ্ধ করে এসেছিলাম যাতে সে বেরিয়ে আসতে না পারে আর আমি রাজা হয়ে যাই।)॥ ৫ ॥ সে আমাকে শত্রুজ্ঞান করে প্রচণ্ড প্রহার করল। আমার যথাসর্বস্ব কেড়ে নিল, এমনকী স্ত্রীকে পর্যন্তও। তারপর থেকে আমি সমস্ত ভুবনে অসহায় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি॥ ৬ ॥ (বিশেষ এক) অভিশাপের ভয়ে সে এইখানে আসে না। তবুও আমি সতত তটস্থ হয়ে থাকি। সেবকের দুঃখের বার্তা শ্রবণ করে দীনদয়াল শ্রীরঘুনাথের বিশালবাহুযুগল নিশপিশ করে উঠল॥ ৭ ॥

দোহা—(তিনি বললেন—) হে সুগ্রীব ! শোনো। আমি এক বাণেই বালীকে মেরে ফেলব। ব্রহ্মা অথবা রুদ্রের শরণাগত হলেও সে প্রাণে বাঁচবে না॥ ৬ ॥

চৌপাই (১—১০)

জে ন মিত্র দুখ হোহিঁ দুখারী। তিন্হহি বিলোকত পাতক ভারী॥
নিজ দুখ গিরি সম রজ করি জানা। মিত্রক দুখ রজ মেরু সমানা॥

জিন্হ কেঁ অসি মতি সহজ ন আঈ। তে সঠ কত হঠি করত মিতাঈ॥
কুপথ নিবারি সুপন্থ চলাবা। গুন প্রগটৈ অবগুনন্হি দুরাবা॥

দেত লেত মন সঙ্ক ন ধরঈ। বল অনুমান সদা হিত করঈ॥
বিপতি কাল কর সতগুন নেহা। শ্রুতি কহ সন্ত মিত্র গুন এহা॥

আগেঁ কহ মৃদু বচন বনাঈ। পাছেঁ অনহিত মন কুটিলাঈ॥
জাকর চিত অহি গতি সম ভাঈ। অস কুমিত্র পরিহরেহিঁ ভলাঈ॥

সেবক সঠ নৃপ কৃপন কুনারী। কপটী মিত্র সূল সম চারী॥
সখা সোচ ত্যাগহু বল মোরেঁ। সব বিধি ঘটব কাজ মৈঁ তোরেঁ॥

কহ সুগ্রীব সুনহু রঘুবীরা। বালি মহাবল অতি রনধীরা॥
দুন্দুভি অস্থি তাল দেখরাএ। বিনু প্রয়াস রঘুনাথ ঢহাএ॥

দেখি অমিত বল বাঢ়ী প্রীতি। বালি বধব ইন্হ ভই পরতীতী॥
বার বার নাবই পদ সীসা। প্রভুহি জানি মন হরষ কপীসা॥

উপজা গ্যান বচন তব বোলা। নাথ কৃপাঁ মন ভয়উ অলোলা॥
সুখ সম্পতি পরিবার বড়াঈ। সব পরিহরি করিহউঁ সেবকাঈ॥

এ সব রামভগতি কে বাধক। কহহিঁ সন্ত তব পদ অবরাধক॥
সত্রু মিত্র সুখ দুখ জগ মাহীঁ। মায়াকৃত পরমারথ নাহীঁ॥

বালি পরম হিত জাসু প্রসাদা। মিলেহু রাম তুম্হ সমন বিষাদা॥
সপনেঁ জেহি সন হোই লরাঈ। জাগেঁ সমুঝত মন সকুচাঈ॥

চৌপাই— যারা মিত্রের দুঃখে দুঃখিত হয় না তাদের দেখাও মহাপাপ। নিজের পর্বতসম দুঃখকে ধূলিকণাসম তুচ্ছ আর মিত্রের ধূলিকণাসম দুঃখকে সুমেরু (পর্বত)সম জ্ঞান করাই হল প্রকৃত বন্ধুত্বের লক্ষণ।। ১ ।। যার স্বভাবে এমন বুদ্ধির অভাব সেই মূর্খ যেচে অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব কেন করে ? মিত্রধর্ম হল মিত্রকে কুপথ থেকে সরিয়ে এনে সুপথে চালিত করা। মিত্রের গুণ প্রকাশ করা আর দোষ ঢেকে রাখাই তো মিত্রধর্ম।। ২ ।। আদানপ্রদানের মধ্যে সংকোচের স্থান বন্ধুত্বে নেই। নিজ শক্তিসামর্থ্য অনুসারে সতত মিত্রের মঙ্গলকামনা করাই তো বন্ধুত্বের শর্ত। আর বিপদের সময়ে তো শতগুণ অধিক সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়াই কাম্য। সন্ত ও সুহৃদের এই বিশেষ গুণসকল বেদ সমর্থিত।। ৩ ।। হে ভাই ! সম্মুখে সুমিষ্ট, পশ্চাতে কটু ও কুটিল সর্পসম বক্রগতি, মন্দগতি বন্ধুকে সর্বতোভাবে বর্জন করাতেই মঙ্গল নিহিত থাকে।। ৪ ।। মূর্খ সেবক, কৃপণ রাজা, স্বৈরিণী ভার্যা ও কপট মিত্র—এই চারজনই শূলসম (ক্লেশপ্রদানকারী) হয়ে থাকে। হে সখা ! আমার সামর্থ্যের উপর ভরসা রেখে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমি সর্বতোভাবে তোমায় সাহায্য করব।। ৫ ।। সুগ্রীব বললেন—হে শ্রীরঘুবীর ! শুনুন । বালী অতিশয় বলবান ও রণকুশল। অতঃপর সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রকে দুন্দুভি রাক্ষসের অস্থিস্তূপ ও তালবৃক্ষ প্রদর্শন করাল যা শ্রীরঘুনাথ অনায়াসে ভূপতিত করলেন।। ৬ ।। শ্রীরামচন্দ্রের অমিত বিক্রম সুগ্রীবকে প্রীতি প্রদান করল এবং তিনি নিশ্চিত হলেন যে তিনি বালীবধ অবশ্যই করবেন। তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে বারংবার মস্তক অবনমিত করলেন। শ্রীপ্রভুকে চিনতে পেরে সুগ্রীব আনন্দে মগ্ন হয়ে গেলেন।। ৭ ।। জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি বললেন—হে নাথ ! আপনার কৃপায় আমি মনে শান্তির অনুভূতি লাভ করছি। এইবার আমি সুখ, ধনসম্পদ, পরিবার ও গর্ব পরিহার করে আপনার সেবাতেই নিত্যযুক্ত থাকব।। ৮ ।। কারণ আপনার শ্রীচরণসেবক সন্তদের মতে এই সব (সুখ, ধনসম্পদাদি) রামভক্তির মস্ত বাধাস্বরূপ হয়ে থাকে। জগতে যত রকম শত্রু-মিত্র, দুঃখ-সুখ আদি (দ্বন্দ্ব) বর্তমান তা সবই মায়ারচিত, বাস্তব অস্তিত্ব তাদের নেই।। ৯ ।। হে শ্রীরামচন্দ্র ! বালী আমার পরম উপকার করল কারণ তার দয়াতেই আমার আপনার মতন শোকনিবারণকে লাভ করা। স্বপ্নাবস্থাতেও যদি (বালীর সঙ্গে) যুদ্ধ হয় কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে জেগে গেলে আমার মনে সংকোচ হবে (এই মনে করে যে কেন আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলাম !)।। ১০ ।।

চৌপাই (১১—১৫)

অব প্রভু কৃপা করহু এহি ভাঁতী । সব তজি ভজনু করৌঁ দিন রাতী ।।
সুনি বিরাগ সঞ্জুত কপি বানী । বোলে বিহঁসি রামু ধনুপানী ।।
জো কছু কহেহু সত্য সব সোঈ । সখা বচন মম মৃষা ন হোঈ ।।
নট মরকট ইব সবহি নচাবত । রামু খগেস বেদ অস গাবত ।।
লৈ সুগ্রীব সঙ্গ রঘুনাথা । চলে চাপ সায়ক গহি হাথা ।।
তব রঘুপতি সুগ্রীব পঠাবা । গর্জেসি জাই নিকট বল পাবা ।।
সুনত বালি ক্রোধাতুর ধাবা । গহি কর চরন নারি সমুঝাবা ।।
সুনু পতি জিন্হহি মিলেউ সুগ্রীবা । তে দ্বৌ বন্ধু তেজ বল সীঁবা ।।
কোসলেস সুত লছিমন রামা । কালহু জীতি সকহিঁ সংগ্রামা ।।

দোহা (৭)

কহ বালী সুনু ভীরু প্রিয় সমদরসী রঘুনাথ।
জৌঁ কদাচি মোহি মারহিঁ তৌ পুনি হোউঁ সনাথ ।।

চৌপাই (১—৪)

অস কহি চলা মহা অভিমানী । তৃন সমান সুগ্রীবহি জানী ।।
ভিরে উভৌ বালী অতি তর্জা । মুঠিকা মারি মহাধুনি গর্জা ।।
তব সুগ্রীব বিকল হোই ভাগা । মুষ্টি প্রহার বজ্র সম লাগা ।।
মৈঁ জো কহা রঘুবীর কৃপালা । বন্ধু ন হোই মোর যহ কালা ।।
একরূপ তুম্হ ভ্রাতা দোউ । তেহি ভ্রম তেঁ নহিঁ মারেউঁ সোউ ।।
কর পরসা সুগ্রীব সরীরা । তনু ভা কুলিস গঈ সব পীরা ।।
মেলি কন্ঠ সুমন কৈ মালা । পঠবা পুনি বল দেহ বিসালা ।।
পুনি নানা বিধি ভঈ লরাঈ । বিটপ ওট দেখহিঁ রঘুরাঈ ।।

চৌপাই—হে প্রভু ! কৃপা করুন যাতে সব ছেড়ে আমি দিবারাত্রি আপনার ভজনায় নিত্যযুক্ত থাকতে পারি। সুগ্রীবের (ক্ষণিক) বৈরাগ্যের কথা শুনে ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্র হেসে বললেন—তোমার কথাও সত্য ; কিন্তু হে সখা ! আমার কথা কখনো মিথ্যা প্রমাণিত হয় না (অর্থাৎ বালী বধ হবে ও সুগ্রীব রাজা হবে।) (শ্রীকাকভূশণ্ডী বললেন—) হে পক্ষীরাজ গরুড় ! বানরনৃত্য প্রদর্শনকারী যেমন বানর নাচায় তেমনই শ্রীরামচন্দ্র সকলকে নাচিয়ে থাকেন। এ কথার তো বেদের সমর্থন আছে॥ ১১-১২ ॥ অতঃপর ধনুর্বাণ হস্তে শ্রীরঘুনাথ সুগ্রীবকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। তিনি সুগ্রীবকে বালীর নিকটে প্রেরণ করলেন। সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের সামর্থ্যের ভরসায় বালীর নিকটে গমন করে গর্জন করতে লাগলেন॥ ১৩ ॥ (সুগ্রীবের গর্জন) শুনে বালী সক্রোধে উঠে পড়ল। বালীর স্ত্রী তারা পতির চরণ ধারণ করে বলল— হে নাথ ! শুনুন। সুগ্রীবের সঙ্গে আগমনকারী ভ্রাতৃযুগল অমিত শৌর্যবীর্যসম্পন্ন। তাঁরা কৌশলপতি দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণ। যুদ্ধে তাঁরা কালকেও পরাস্ত করতে সক্ষম॥ ১৪-১৫ ॥

দোহা— হে ভীরু ! (দুর্বল) প্রিয়া ! শোনো শ্রীরঘুনাথ তো সমদর্শী। তিনি যদি আমাকে সত্যই বধ করেন তাহলে তো আমি ধন্য হয়ে যাব (কারণ আমি পরমপদ লাভ করব)॥ ৭ ॥

চৌপাই— সুগ্রীবকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করে অহংকারী বালী এইবার এগিয়ে গেল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তর্জন-গর্জন করে বালী সুগ্রীবকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করল। অতঃপর সে প্রচণ্ড গর্জন করে সুগ্রীবকে মুষ্ট্যাঘাত করল॥ ১ ॥ তখন সুগ্রীব বাধ্য হয়ে পলায়ন করলেন। মুষ্ট্যাঘাত তাকে বজ্রাঘাতসম আঘাত করেছিল। (সুগ্রীব ফিরে এসে বললেন—) হে কৃপালু শ্রীরঘুবীর ! আমি তো পূর্বেই আপনাকে বলেছিলাম যে বালী আসলে আমার ভ্রাতা নয়, সে তো আমার কাল॥ ২ ॥ শ্রীরামচন্দ্র বললেন— তোমরা দুইভাই একরকম দেখতে। মারতে গেলে ভুল হওয়া সম্ভব বলে আমি বালীকে মারিনি। অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে স্পর্শ করে দিলেন। তাতেই তাঁর অঙ্গের পীড়া দূরীভূত হয়ে গেল আর দেহ বজ্রসম কঠোর হয়ে গেল॥ ৩ ॥ তখন শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়ে দিয়ে তাকে প্রচুর উৎসাহ প্রদান করে আবার যুদ্ধ করতে পাঠালেন। সুগ্রীব ও বালীর মধ্যে নানা রকমের যুদ্ধ হতে লাগল। শ্রীরঘুনাথ বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিলেন॥ ৪ ॥

দোহা (৮)

বহু ছল বল সুগ্রীব কর হিয়ঁ হারা ভয় মানি।
মারা বালি রাম তব হৃদয় মাঝ সর তানি॥

চৌপাই (১—৩)

পরা বিকল মহি সর কে লাগেঁ। পুনি উঠি বৈঠ দেখি প্রভু আগেঁ॥
স্যাম গাত সির জটা বনাএঁ। অরুন নয়ন সর চাপ চঢ়াএঁ॥
পুনি পুনি চিতই চরন চিত দীন্হা। সুফল জন্ম মানা প্রভু চীন্হা॥
হৃদয়ঁ প্রীতি মুখ বচন কঠোরা। বোলা চিতই রাম কী ওরা॥
ধর্ম হেতু অবতরেহু গোসাঈঁ। মোরহু মোহি ব্যাধ কী নাঈঁ॥
মৈঁ বৈরী সুগ্রীব পিআরা। অবগুন কবন নাথ মোহি মারা॥
অনুজ বধূ ভগিনী সুত নারী। সুনু সঠ কন্যা সম এ চারী॥
ইন্হহি কুদৃষ্টি বিলোকই জোঈ। তাহি বধেঁ কছু পাপ ন হোঈ॥
মূঢ় তোহি অতিসয় অভিমানা। নারি সিখাবন করসি ন কানা॥
মম ভুজ বল আশ্রিত তেহি জানী। মারা চহসি অধম অভিমানী॥

দোহা (৯)

সুনহু রাম স্বামী সন চল ন চাতুরী মোরি।
প্রভু অজহুঁ মৈঁ পাপী অন্তকাল গতি তোরি॥

চৌপাই (১—৩)

সুনত রাম অতি কোমল বানী। বালি সীস পরসেউ নিজ পানী।
অচল করৌঁ তনু রাখহু প্রানা। বালি কহা সুনু কৃপানিধানা॥
জন্ম জন্ম মুনি জতনু করাহীঁ। অন্ত রাম কহি আবত নাহীঁ॥
জাসু নাম বল সঙ্কর কাসী। দেত সবহি সম গতি অবিনাসী॥
মম লোচন গোচর সোই আবা। বহুরি কি প্রভু অস বনিহি বনাবা॥

দোহা— নানারকম ছলাকলা কৌশল করেও সুগ্রীব (অবশেষে) ভয় পেয়ে মনে মনে হেরে যেতে লাগল। তখন শ্রীরামচন্দ্র ধনুক তুলে বালীর হৃদয়ে শরাঘাত করলেন॥ ৮ ॥

চৌপাই—শরাঘাত বালীকে ব্যাকুল করে ভূপতিত করল। কিন্তু যখন সে তার সম্মুখে নবনীরদ অঙ্গ অরুণনয়ন জটাজুট মস্তক ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্রকে দেখল, তখন সে উঠে বসল॥ ১ ॥ শ্রীপ্রভুর চরণে চিত্ত সমর্পণ করে বালী তাঁকে বারে বারে দেখতে থাকল। শ্রীপ্রভুকে চিনতে পেরে তার জন্ম সার্থক হল। অন্তরে তাঁর শ্রীপ্রভুর উপর প্রীতি ছিল তবুও সে কঠোর বচনে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলল— ॥ ২ ॥ হে গোস্বামী (শ্রীরামচন্দ্র) ! আপনার অবতার গ্রহণ তো ধর্মরক্ষা হেতু তবে আপনি আমাকে ব্যাধসম (লুকিয়ে) কেন মারলেন ? আমি কেন আপনার শত্রু আর সুগ্রীব কেন মিত্র ? হে নাথ ! কোন্ অপরাধে আমি শাস্তি পেলাম ? ৩ ॥ (শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) ওরে মূর্খ ! শোন। অনুজভার্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ ও কন্যা — এই চার সমরূপ হয়ে থাকে। তাদের দিকে কুদৃষ্টিদানকারীকে বধ করলে পাপ হয় না॥ ৪ ॥ ওরে মূঢ় ! তোর অহংকারের শেষ নেই। তুই তোর স্ত্রীর অনুরোধ পর্যন্ত অবজ্ঞা করেছিস। ওরে অহংকারী অধম ! যখন জানলি যে সুগ্রীব আমার আশ্রিত তুই তাকেও বধ করবার কথা ভাবলি ! ৫ ॥

দোহা—(বালী বলল—) হে শ্রীরামচন্দ্র ! শুনুন। প্রভু (আমি বিলক্ষণ জানি যে) আপনার কাছে আমার চালাকি চলবে না। কিন্তু প্রভু ! এই অন্তিমকালেও আপনার গতি (শরণাগতি) লাভ করেও আমি কি পাপীই থেকে গেলাম ? ৯ ॥

চৌপাই—বালীর এই সকরুণ আর্তি শ্রবণ করে শ্রীরামচন্দ্র (তার কাছে গমন করলেন আর) তার মস্তকে পাণিস্পর্শ প্রদান করে দিলেন আর (বললেন) আমি তোমার ক্লেশ নিবারণ করে দিচ্ছি, তুমি প্রাণ রাখতে পারো। বালী বলল—হে কৃপানিধান ! শুনুন॥ ১ ॥ মুনিগণ জন্মজন্মান্তরে বহুরকম সাধনা করে থাকেন তবুও শেষ (যাওয়ার) সময়ে তাঁদের মুখ দিয়ে রাম নাম বেরোয় না। যাঁর নামের শক্তিতে কাশীধামে ভগবান শংকর সকলকে সমভাবে অবিনাশী গতি (মুক্তি) প্রদান করে থাকেন সেই শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং আমার দৃষ্টিপথে সশরীরে উপস্থিত হয়েছেন। হে প্রভু ! এইরূপ যোগাযোগ আর কি কখনো হওয়া সম্ভব ? ২-৩ ॥

ছন্দ (১—২)

সো নয়ন গোচর জাসু গুন নিত নেতি কহি শ্রুতি গাবহীঁ।
জিতি পবন মন গো নিরস করি মুনি ধ্যান কবহুঁক পাবহীঁ॥
মোহি জানি অতি অভিমান বস প্রভু কহেউ রাখু সরীরহী।
অস কবন সঠ হঠি কাটি সুরতরু বারি করিহি ববূরহী॥

অব নাথ করি করুনা বিলোকহু দেহু জো বর মাগউঁ।
জেহিঁ জোনি জন্মৌঁ কর্ম বস তহঁ রাম পদ অনুরাগউঁ॥
যহ তনয় মম সম বিনয় বল কল্যানপ্রদ প্রভু লীজিঐ।
গহি বাঁহ সুর নর নাহ আপন দাস অঙ্গদ কীজিঐ॥

দোহা (১০)

রাম চরন দৃঢ় প্রীতি করি বালি কীন্হ তনু ত্যাগ।
সুমন মাল জিমি কন্ঠ তে গিরত ন জানই নাগ॥

চৌপাই (১—৪)

রাম বালি নিজ ধাম পঠাবা। নগর লোগ সব ব্যাকুল ধাবা॥
নানা বিধি বিলাপ কর তারা। ছুটে কেস ন দেহ সঁভারা॥

তারা বিকল দেখি রঘুরায়া। দীন্হ গ্যান হরি লীন্হী মায়া॥
ছিতি জল পাবক গগন সমীরা। পঞ্চ রচিত অতি অধম সরীরা॥

প্রগট সো তনু তব আগেঁ সোবা। জীব নিত্য কেহি লগি তুম্হ রোবা॥
উপজা গ্যান চরন তব লাগী। লীন্হেসি পরম ভগতি বর মাগী॥

উমা দারু জোষিত কী নাঈঁ। সবহি নচাবত রামু গোসাঈঁ॥
তব সুগ্রীবহি আয়সু দীন্হা। মৃতক কর্ম বিধিবত সব কীন্হা॥

ছন্দ—শ্রুতিসকল 'নেতি নেতি' বলে যাঁর সতত গুণকীর্তন করে থাকেন আর প্রাণ-মনকে বশীভূত করে এবং ইন্দ্রিয়সকলকে (বিষয় রস থেকে সম্পূর্ণরূপে) মুক্ত (বঞ্চিত) করে মুনিগণ ধ্যানে যাঁকে কদাচিৎ কখনো দর্শন করে থাকেন সেই আপনি (প্রভু স্বয়ং) সাক্ষাৎ আমার সম্মুখে উপস্থিত। আপনি আমাকে পরম অভিমানী জেনেও বলেছেন যে আমি শরীর রাখতে পারি। কিন্তু এমন মূর্খ কে আছে যে সাধ করে কল্পবৃক্ষ কেটে ফেলে তাতে বাবলা গাছের বেড়া দেবে ? (অর্থাৎ পূর্ণকাম প্রদায়ক আপনাকে ছেড়ে এই নশ্বর দেহ রক্ষার অভিলাষ করবে ?) ॥ ১ ॥ হে নাথ ! আমার প্রয়োজন আপনার কৃপাদৃষ্টি ও একটি বর প্রার্থনা। আমাকে তাই দিন। কর্মফলে আমি যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন আমার সতত আপনার শ্রীচরণে প্রেমভাব যেন অবিচল থাকে। হে কল্যাণবিগ্রহ প্রভুদেব ! আমার এই পুত্র অঙ্গদ বিনয় ও শৌর্য-বীর্যে আমার সমতুল্য। তাকে আপনাকে অর্পণ করলাম। হে মানব ও দেবতাদের নাথ ! তাকে আপনি কৃপা করে আপনার সেবকরূপে স্বীকার করে নিন॥ ২ ॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্র চরণে গভীর প্রেমপ্রীতি ধারণ করে বালী (অনায়াসে) দেহত্যাগ করল যেমন হস্তী কণ্ঠের পুষ্পমাল্য পতনের কথা জানতেও পারে না॥ ১০ ॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্র বালীকে তাঁর নিজ ধামে প্রেরণ করলেন। (বালীর মৃত্যুর সংবাদে) নগরবাসীগণ ব্যাকুল হয়ে ছুটে এল। বালীর স্ত্রী নানাভাবে বিলাপ করতে লাগল। তার অবিন্যস্ত কেশপাশযুক্ত দেহে সাড় ছিল না॥ ১ ॥ তারাকে ব্যাকুল দেখে শ্রীরামচন্দ্র তাকে জ্ঞান দান করলেন আর তারার মায়া (অজ্ঞান) হরণ করে নিলেন। (তিনি বললেন) ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূত সংযোগে এই অতি অধম দেহ নির্মিত হয়॥ ২ ॥ সেই দেহ প্রত্যক্ষরূপে তোমার সম্মুখে শায়িত রয়েছে। কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। তাহলে তোমার ক্রন্দন কার জন্য ? যখন তারার হৃদয়ে এই জ্ঞানোপলব্ধি হল তখন সে শ্রীভগবানের চরণে সংলগ্ন হল আর পরম ভক্তির বর যাচনা করে নিল॥ ৩ ॥ (মহাদেব বললেন—) হে উমা ! প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সকলকে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নৃত্য করিয়ে থাকেন। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে যথাযোগ্য উপদেশ দিলেন। সুগ্রীব বালীর মৃতদেহের বিধিপূর্বক সৎকার করলেন॥ ৪ ॥

চৌপাই (৫)

রাম কহা অনুজহি সমুঝাই। রাজ দেহু সুগ্রীবহি জাঈ॥
রঘুপতি চরন নাই করি মাথা। চলে সকল প্রেরিত রঘুনাথা॥

দোহা (১১)

লছিমন তুরত বোলাএ পুরজন বিপ্র সমাজ।
রাজু দীন্হ সুগ্রীব কহঁ অঙ্গদ কহঁ জুবরাজ॥

চৌপাই (১—৫)

উমা রাম সম হিত জগ মাহীঁ। গুরু পিতু মাতু বন্ধু প্রভু নাহীঁ॥
সুর নর মুনি সব কৈ যহ রীতী। স্বারথ লাগি করহিঁ সব প্রীতী॥
বালি ত্রাস ব্যাকুল দিন রাতী। তন বহু ব্রন চিন্তাঁ জর ছাতী॥
সোই সুগ্রীব কীন্হ কপিরাউ। অতি কৃপাল রঘুবীর সুভাউ॥
জানতহুঁ অস প্রভু পরিহরহীঁ। কাহে ন বিপতি জাল নর পরহীঁ॥
পুনি সুগ্রীবহি লীন্হ বোলাঈ। বহু প্রকার নৃপনীতি সিখাঈ॥
কহ প্রভু সুনু সুগ্রীব হরীসা। পুর ন জাউঁ দস চারি বরীসা॥
গত গ্রীষম বরষা রিতু আঈ। রহিহউঁ নিকট সৈল পর ছাঈ॥
অঙ্গদ সহিত করহু তুম্হ রাজূ। সন্তত হৃদয়ঁ ধরেহু মম কাজূ॥
জব সুগ্রীব ভবন ফিরি আএ। রামু প্রবরষন গিরি পর ছাএ॥

দোহা (১২)

প্রথমহিঁ দেবন্হ গিরি গুহা রাখেউ রুচির বনাই।
রাম কৃপানিধি কছু দিন বাস করহিঁগে আই॥

চৌপাই (১—২)

সুন্দর বন কুসুমিত অতি সোভা। গুঞ্জন মধুপ নিকর মধু লোভা॥
কন্দ মূল ফল পত্র সুহাএ। ভএ বহুত জব তে প্রভু আএ॥
দেখি মনোহর সৈল অনূপা। রহে তহঁ অনুজ সহিত সুরভূপা॥
মধুকর খগ মৃগ তনু ধরি দেবা। করহিঁ সিদ্ধ মুনি প্রভু কৈ সেবা॥

চৌপাই—তখন শ্রীরামচন্দ্র অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে ডেকে কীভাবে সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক করতে হবে বলে দিলেন। শ্রীরঘুনাথের চরণে প্রণাম নিবেদন করে সকলে তাঁর আজ্ঞাপালনে বেরিয়ে পড়ল॥ ৫ ॥

দোহা—শ্রীলক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ সকল নাগরিক ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে আহ্বান করে (তাঁদের সামনেই) সুগ্রীবকে রাজা ও অঙ্গদকে যুবরাজ ঘোষণা করে দিলেন॥ ১১ ॥

চৌপাই—হে উমা ! জগতে শ্রীরামচন্দ্রসম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরু, পিতা, মাতা, বন্ধু ও প্রভু আর কেউ নেই। সুর, নর, মুনি সকলের মধ্যেই স্বার্থ প্রণোদিত প্রীতিধারণের ভাবই প্রত্যক্ষ করা যায়॥ ১ ॥ যে সুগ্রীব সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে বালীর ভয়ে ব্যাকুলচিত্ত হয়ে দুশ্চিন্তায় দিন যাপন করত তাকেই তিনি বানরদের রাজা করে দিলেন। কৃপালু শ্রীরামচন্দ্রের এমনই মহিমা॥ ২ ॥ যে জ্ঞানত এমন প্রভুকে পরিহার করে সে বিপদের জালে পতিত হবে না কেন ? অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে ডেকে তাকে নানাভাবে রাজনীতির উপদেশ প্রদান করলেন॥ ৩ ॥ তারপর শ্রীপ্রভু বললেন—হে কপিরাজ সুগ্রীব ! শোনো। আমি চতুর্দশ বৎসর লোকালয়ে যাব না। গ্রীষ্ম শেষ হয়ে বর্ষা এসে গেল। কাজেই আমি এই পর্বতের নিকটেই কুটিরে নিবাস করব॥ ৪ ॥ অঙ্গদকে সঙ্গে নিয়ে তুমি রাজকর্ম করো। আমার কাজের কথা চিত্তে সতত ধারণ করবে। অতঃপর সুগ্রীব গৃহে প্রত্যাগমন করলে শ্রীরামচন্দ্র প্রবর্ষণ পর্বতের উপর বসবাস করতে লাগলেন॥ ৫ ॥

দোহা—দেবতারা পূর্বেই এক সুন্দর গিরিগুহা রচনা করে রেখেছিলেন। তাঁদের একান্ত কামনা ছিল যেন কৃপানিধি শ্রীরামচন্দ্র সেই গুহায় এসে কিছুদিন বসবাস করেন॥ ১২ ॥

চৌপাই—পুষ্পসম্ভারে সুসজ্জিত বনাঞ্চলে মধুলোভী ভ্রমরের গুঞ্জরণ শোনা যাচ্ছিল। শ্রীপ্রভুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কন্দ, ফলমূল, পত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে লাগল॥ ১ ॥ অনুপম সুন্দর পর্বতমালার শোভা প্রত্যক্ষ করে দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র অনুজ শ্রীলক্ষ্মণসহ সেই স্থানে অবস্থান করবার কথা ঠিক করলেন। দেবতা, সিদ্ধ ও মুনিসকল ভ্রমর, পক্ষী ও পশুরূপ ধারণ করে শ্রীভগবানকে সেবা করতে থাকলেন॥ ২ ॥

চৌপাই (৩—৪)

মঙ্গলরূপ ভয়উ বন তব তে । কীন্হ নিবাস রমাপতি জব তে॥
ফটিক সিলা অতি সুভ্র সুহাঈ । সুখ আসীন তহাঁ দ্বৌ ভাঈ॥
কহত অনুজ সন কথা অনেকা । ভগতি বিরতি নৃপনীতি বিবেকা॥
বরষা কাল মেঘ নভ ছাএ । গরজত লাগত পরম সুহাএ॥

দোহা (১৩)

লছিমন দেখু মোর গন নাচত বারিদ পেখি।
গৃহী বিরতি রত হরষ জস বিষ্নুভগত কহুঁ দেখি॥

চৌপাই (১—৪)

ঘন ঘমন্ড নভ গরজত ঘোরা । প্রিয়া হীন ডরপত মন মোরা॥
দামিনি দমক রহ ন ঘন মাহীঁ । খল কৈ প্রীতি জথা থির নাহীঁ॥
বরষহিঁ জলদ ভূমি নিঅরাএঁ । জথা নবহিঁ বুধ বিদ্যা পাএঁ॥
বুঁদ অঘাত সহহিঁ গিরি কৈসেঁ । খল কে বচন সন্ত সহ জৈসেঁ॥
ছুদ্র নদীঁ ভরি চলীঁ তোরাঈ । জস থোরেহুঁ ধন খল ইতরাঈ॥
ভূমি পরত ভা ঢাবর পানী । জনু জীবহি মায়া লপটানী॥
সমিটি সমিটি জল ভরহিঁ চলাবা । জিমি সদগুন সজ্জন পহিঁ আবা॥
সরিতা জল জলনিধি মহুঁ জাঈ । হোই অচল জিমি জিব হরি পাঈ॥

দোহা (১৪)

হরিত ভূমি তৃন সঙ্কুল সমুঝি পরহিঁ নহিঁ পন্থ।
জিমি পাখণ্ড বাদ তেঁ গুপ্ত হোহিঁ সদগ্রন্থ॥

চৌপাই (১)

দাদুর ধুনি চহু দিসা সুহাঈ । বেদ পঢ়হিঁ জনু বটু সমুদাঈ॥
নব পল্লব ভএ বিটপ অনেকা । সাধক মন জস মিলেঁ বিবেকা॥

চৌপাই—রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত—তাই বন ও পর্বত অঞ্চল স্বাভাবিকভাবেই মঙ্গলময় রূপ ধারণ করল। ভ্রাতৃযুগল এক অতি শুভ্র স্ফটিক শিলাখণ্ডের উপর আনন্দে উপবেশন করে আলোচনায় মগ্ন থাকতে লাগলেন॥ ৩ ॥ ভক্তি, বৈরাগ্য, রাজনীতি ও জ্ঞান আদি বিষয়সমূহ আলোচিত হতে লাগল। অনুপম সুন্দর পরিবেশকে বর্ষার মেঘের গর্জন আরও সুন্দর করে তুলল॥ ৪ ॥

দোহা—*(শ্রীরামচন্দ্র একদিন বললেন—) হে লক্ষ্মণ! দেখো। গগনে মেঘের অনুপম সৌন্দর্য অবলোকন করে ময়ূরের দল কেমন (পেখম তুলে) নৃত্য করছে—তাদের দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো বৈরাগ্যযুক্ত গৃহস্থ কোনো বিষ্ণুভক্তের দর্শন লাভ করে আনন্দ করছে॥ ১৩ ॥*

চৌপাই—আকাশে মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জন শুনে শ্রীপ্রভু বলছেন—প্রিয়া সঙ্গে নেই, তাই যেন ভয় করে। বিদ্যুতের আলোকমালার স্বল্পকাল অবস্থান দুষ্টের ক্ষণস্থায়ী প্রীতির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে॥ ১ ॥ মেঘ ভূমিকে স্পর্শ করে বারিবর্ষণ করে যাচ্ছে যেন বিদ্যালাভে বিদ্বান অবনমিত হয়েছে। তীব্রবারিবর্ষণজনিত আঘাত পর্বত অকাতরে সহ্য করে যাচ্ছে যেমন সজ্জন দুষ্টের কথা অকাতরে সহ্য করে॥ ২ ॥ পর্বতের জলধারা (নদী) সকল (পাড়) ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে ; যেমন অল্পধন লাভ করে দুষ্টব্যক্তিগণ মর্যাদার সীমা লঙ্ঘন করে । জলস্পর্শ লাভ করে ভূমি মলিন হয়ে যাচ্ছে—যেন মায়ার সংস্পর্শে এসে শুদ্ধ জীব মলিন হয়ে যাচ্ছে॥ ৩ ॥ জলরাশি প্রবাহিত হয়ে পুষ্করিণীতে গিয়ে মিলিত হচ্ছে—যেন সদ্‌গুণসকল (একে একে) সজ্জন ব্যক্তিদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হচ্ছে। নদীর জল সমুদ্রে উপনীত হয়ে শান্তরূপ ধারণ করছে—যেন জীব শ্রীহরি সান্নিধ্য লাভ করে শান্তরূপ লাভ করছে॥ ৪ ॥

দোহা—*ভূমি দূর্বাঘাসে পরিপূর্ণ হয়ে সবুজ হয়ে গিয়েছে আর তাতে (পায়ে চলার পথের) দাগসকল আর দেখা যাচ্ছে না—যেন পাষণ্ডমত বিস্তার হয়ে সদ্‌গ্রন্থসকল গুপ্ত (অবলুপ্ত) হয়ে যাচ্ছে॥ ১৪ ॥*

চৌপাই—আকাশবাতাস ভেকের কোলাহলে পূর্ণ হয়ে আছে যেন ব্রাহ্মণবালকগণ সমস্বরে বেদপাঠ করছে। বৃক্ষে নবপল্লব আগমনে সজীব সৌন্দর্যের শোভা যেন সাধক-মন বিবেক (জ্ঞান) লাভ করে সজীব হয়ে উঠেছে॥ ১ ॥

চৌপাই (২—৬)

অর্ক জবাস পাত বিনু ভয়উ। জস সুরাজ খল উদ্যম গয়উ॥
খোজত কতহুঁ মিলই নহিঁ ধূরী। করই ক্রোধ জিমি ধরমহি দূরী॥
সসি সম্পন্ন সোহ মহি কৈসী। উপকারী কৈ সম্পতি জৈসী॥
নিসি তম ঘন খদ্যোত বিরাজা। জনু দম্ভিন্হ কর মিলা সমাজা॥
মহাবৃষ্টি চলি ফুটি কিআরীঁ। জিমি সুতন্ত্র ভএঁ বিগরহিঁ নারীঁ॥
কৃষী নিরাবহিঁ চতুর কিসানা। জিমি বুধ তজহিঁ মোহ মদ মানা॥
দেখিঅত চক্রবাক খগ নাহীঁ। কলিহি পাই জিমি ধর্ম পরাহীঁ॥
ঊষর বরষই তৃন নহিঁ জামা। জিমি হরিজন হিয়ঁ উপজ ন কামা॥
বিবিধ জন্তু সঙ্কুল মহি ভ্রাজা। প্রজা বাঢ় জিমি পাই সুরাজা॥
জহঁ তহঁ রহে পথিক থকি নানা। জিমি ইন্দ্রিয় গন উপজেঁ গ্যানা॥

দোহা (১৫ ক, খ)

কবহুঁ প্রবল বহ মারুত জহঁ তহঁ মেঘ বিলাহিঁ।
জিমি কপূত কে উপজেঁ কুল সদ্ধর্ম নসাহিঁ॥
কবহুঁ দিবস মহঁ নিবিড় তম কবহুঁক প্রগট পতঙ্গ।
বিনসই উপজই গ্যান জিমি পাই কুসঙ্গ সুসঙ্গ॥

চৌপাই (১—৩)

বরষা বিগত সরদ রিতু আঈ। লছিমন দেখহু পরম সুহাঈ॥
ফুলেঁ কাস সকল মহি ছাঈ। জনু বরষাঁ কৃত প্রগট বুঢ়াঈ॥
উদিত অগস্তি পন্থ জল সোষা। জিমি লোভহি সোষই সন্তোষা॥
সরিতা সর নির্মল জল সোহা। সন্ত হৃদয় জস গত মদ মোহা॥
রস রস সূখ সরিত সর পানী। মমতা ত্যাগ করহিঁ জিমি গ্যানী॥
জানি সরদ রিতু খঞ্জন আএ। পাই সময় জিমি সুকৃত সুহাএ॥

চৌপাই—আকন্দ ও কণ্টকতৃণ পত্রদল হারিয়ে শোভা হারিয়েছে—যেন নীতি-দ্বারা পরিচালিত রাজ্যে দুষ্টসকল উদ্যম হারিয়ে বসে আছে। (আর্দ্র ভূমিতে) ত্রিসীমানায় ধূলি কোথাও নেই—যেন ক্রোধ ধর্মকে অপসারণ করেছে। অর্থাৎ ক্রোধের আগমনে ধর্মজ্ঞান অপসারিত হয়ে পড়েছে॥ ২ ॥ শস্যক্ষেত্র সকল শস্য ফলনে পরিপূর্ণ হয়ে আনন্দ করছে যেমন উপকারী সজ্জনদের হাতে পড়লে ধন-সম্পত্তির আনন্দ হয়। রাত্রিকালের অন্ধকারের মধ্যে জোনাকি রয়েছে—যেন দাম্ভিক দুর্জন ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছে॥ ৩ ॥ বর্ষণাধিক্যে শস্যক্ষেত্রের আল ভেঙে পড়েছে—যেন মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা নারীজাতিকে বিপথগামী করে তুলেছে। উত্তম চতুর কৃষক শস্যক্ষেত্রে নিড়ানি দিচ্ছে (আর পরগাছা লতাপাতাকে সরিয়ে ফেলে দিচ্ছে) যেন বিদ্বান ব্যক্তি মোহ, মদ, অভিমান আদি ক্ষতিকর আচরণ সকল বর্জন করছে॥ ৪ ॥ চক্রবাক পক্ষী কোথাও নেই—যেন কলিযুগে ধর্ম পলায়ন করেছে। অনাবাদি ভূমিতে বর্ষণ সত্ত্বেও ফলন নেই—যেন শ্রীহরিভক্তের হৃদয়ে কাম নেই॥ ৫ ॥ ভূমি জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ—যেন উত্তম রাজা লাভ করে ইন্দ্রিয়সকল বিশ্রাম করছে (আর বিষয়াভিমুখ হওয়া থেকে বিরত হয়ে আছে)॥ ৬ ॥

দোহা *— আচমকা প্রবলগতিতে বায়ুপ্রবাহে (আকাশের) মেঘ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে—যেন কুপুত্রের প্রভাবে কুলধর্ম তছনছ হয়ে যাচ্ছে॥ ১৫ (ক)॥ (ঘন মেঘের প্রভাবে) কখনো দিনের বেলাতেই ঘন অন্ধকার নেমে আসছে আর কিছুক্ষণ পরেই আবার সূর্যালোক দেখা যাচ্ছে—যেন অসৎ সঙ্গে জ্ঞান অবলুপ্ত হচ্ছে আর সৎসঙ্গে তা আবার প্রকাশিত হয়ে পড়ছে॥ ১৫ (খ)॥*

চৌপাই— হে লক্ষ্মণ ! দেখো। বর্ষা শেষ হতেই সুন্দর শরৎকাল এসে হাজির হয়েছে। কাশফুলে মাঠঘাট ছেয়ে গিয়েছে— সাদা কাশফুল দেখে মনে হচ্ছে যেন বর্ষার বার্ধক্য উপনীত হয়েছে॥ ১ ॥ আকাশে অগস্ত্য নক্ষত্র, পথের জল সব শুকিয়ে গিয়েছে—যেন সন্তুষ্টি লোভকে বিশুষ্ক করে দিয়েছে। নদী ও সরোবরের জল নির্মল হয়েছে—যেন তা সজ্জন ব্যক্তির মোহ ও মদ বিরহিত হৃদয়সম নির্মল॥ ২॥ নদী ও সরোবরের জল হ্রাস হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যেন জ্ঞানীর (বিবেকবৈরাগ্য যুক্ত) মন মমতাকে অবলুপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শরৎকালে খঞ্জনপাখির দেখা পাওয়া যাচ্ছে—যেন সুসময় সমাগত লক্ষ করে সুকৃতিসমূহের সমাবেশ হচ্ছে (পুণ্য প্রকাশিত হচ্ছে)॥ ৩ ॥

চৌপাই (৪—৫)

পঙ্ক ন রেনু সোহ অসি ধরনী। নীতি নিপুন নৃপ কৈ জসি করনী॥
জল সঙ্কোচ বিকল ভইঁ মীনা। অবুধ কুটুম্বী জিমি ধনহীনা॥
বিনু ঘন নির্মল সোহ অকাসা। হরিজন ইব পরিহরি সব আসা॥
কহুঁ কহুঁ বৃষ্টি সারদী থোরী। কোউ এক পাব ভগতি জিমি মোরী॥

দোহা (১৬)

চলে হরিষ তজি নগর নৃপ তাপস বনিক ভিখারি।
জিমি হরিভগতি পাই শ্রম তজহিঁ আশ্রমী চারি॥

চৌপাই (১—৪)

সুখী মীন জে নীর অগাধা। জিমি হরি সরন ন একউ বাধা॥
ফূলেঁ কমল সোহ সর কৈসা। নির্গুন ব্রহ্ম সগুন ভএঁ জৈসা॥
গুঞ্জত মধুকর মুখর অনূপা। সুন্দর খগ রব নানা রূপা॥
চক্রবাক মন দুখ নিসি পেখী। জিমি দুর্জন পর সম্পতি দেখী॥
চাতক রটত তৃষা অতি ওহী। জিমি সুখ লহই ন সঙ্করদ্রোহী॥
সরদাতপ নিসি সসি অপহরঈ। সন্ত দরস জিমি পাতক টরঈ॥
দেখি ইন্দু চকোর সমুদাঈ। চিতবহিঁ জিমি হরিজন হরি পাঈ॥
মসক দংস বীতে হিম ত্রাসা। জিমি দ্বিজ দ্রোহ কিএঁ কুল নাসা॥

দোহা (১৭)

ভূমি জীব সঙ্কুল রহে গএ সরদ রিতু পাই।
সদগুণ মিলেঁ জাহিঁ জিমি সংসয় ভ্রম সমুদাই॥

চৌপাই (১)

বরষা গত নির্মল রিতু আঈ। সুধি ন তাত সীতা কে পাঈ॥
এক বার কৈসেহুঁ সুধি জানৌঁ। কালহু জীতি নিমিষ মহুঁ আনৌঁ॥

চৌপাই— ধূলি ও কর্দম না থাকাতে ধরণী (নির্মল হয়ে) সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছে— তা যেন সুনীতিযুক্ত রাজার সুকৃতকর্ম বিশেষ। জল কমে যেতে মৎস্যকুল অস্থির হয়ে পড়েছে—যেন কোনো মূর্খ (বিবেকহীন) গৃহস্থ ধনসম্পদহীন হয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে॥ ৪ ॥ মেঘমুক্ত গগন আনন্দে ডগমগ করছে—দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো ভগবদ্‌ভক্ত সর্ব আশঙ্কা পরিহার করে আনন্দে মত্ত হয়ে আছে। শরৎকালে কোথাও কোথাও আচমকা বৃষ্টিপাত হচ্ছে —যেমন অসংখ্য মানুষের মধ্যে সামান্য কজন আমার ভক্তি লাভ করে॥ ৫ ॥

দোহা— (শরৎ সমাগত লক্ষ করে) রাজা, তাপস, বণিক ও ভিক্ষুক (যথাক্রমে বিজয়, তপস্যা, ব্যবসা ও ভিক্ষা উদ্দেশ্যে) মহানন্দে নগর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। এ যেন শ্রীহরির ভক্তিলাভ করে ভক্তের আশ্রমসমূহের শ্রমকে ত্যাগ করা॥ ১৬ ॥

চৌপাই— গভীর জলের মৎস্য কিন্তু (নিশ্চিন্তও) সুখী ; (তাদের দেখে মনে হয়) যেন ঈশ্বর শরণাগতি লাভ করে ভক্ত সকল বাধা মুক্ত হয়ে আনন্দে আছে। সরোবরের প্রস্ফুটিত কমলদলের অনুপম শোভা ; (তাদের দেখে মনে হয়) যেন নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হয়ে পরম শোভার আধার হয়ে আছে ॥ ১॥ মধুকরবৃন্দ অনুপম গুঞ্জরণে মশগুল আর বিহঙ্গকুল মনোরম কলকাকলিতে ব্যস্ত। রাত্রি সমাগত দেখে চক্রবাক-চক্রবাকী মনে মনে দুঃখিত হয়ে গেল ; যেমন অপরের ধন-সম্পদ দেখে দুষ্ট ব্যক্তি মনে কষ্ট পায়॥ ২ ॥ তৃষ্ণায় চাতক আর্তনাদ করছে ; মনে হচ্ছে যেন শংকরবিদ্বেষী সুখের অভাবে আর্তনাদ করছে। শারদশশী দিবার তাপকে হরণ করেছে ; যেন সাধুদর্শন করে পাপহরণ হয়ে গিয়েছে॥ ৩ ॥ চকোরদের একদৃষ্টে চন্দ্রদর্শন দেখে মনে হচ্ছে যেন ভক্তজন শ্রীহরির দর্শন লাভ করে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে। মশক ও ডাঁশসকল হিমের প্রভাবে বিনষ্ট হয়েছে যেন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৈরিতা হেতু কারো বংশ নাশ হয়ে গিয়েছে॥ ৪ ॥

দোহা—বর্ষাকালের জীবসকল শরতের আগমনেই বিনষ্ট হয়ে গেল —যেন সদ্‌গুরু লাভ করে সংশয় ও ভ্রম কেটে গেল॥ ১৭ ॥

চৌপাই— বর্ষা কেটে গেল, নির্মল শরৎকালও এসে গেল। কিন্তু হে তাত ! সীতার সংবাদ তো (এখনও) পেলাম না। একবার যদি কোনোভাবে তাঁর খোঁজ পাই তাহলে (প্রয়োজন হলে) কালকে পরাস্ত করেও এক মুহূর্তে আমি

চৌপাই (২—৪)

কতহুঁ রহউ জৌঁ জীবতি হোঈ। তাত জতন করি আনউঁ সোঈ॥
সুগ্রীবহুঁ সুধি মোরি বিসারী। পাবা রাজ কোস পুর নারী॥
জেহিঁ সায়ক মারা মৈঁ বালী। তেহিঁ সর হতৌঁ মূঢ় কহঁ কালী॥
জাসু কৃপাঁ ছুটহিঁ মদ মোহা। তা কহুঁ উমা কি সপনেহুঁ কোহা॥
জানহিঁ যহ চরিত্র মুনি গ্যানী। জিন্হ রঘুবীর চরন রতি মানী॥
লছিমন ক্রোধবন্ত প্রভু জানা। ধনুষ চঢ়াই গহে কর বানা॥

দোহা (১৮)

তব অনুজহি সমুঝাবা রঘুপতি করুনা সীঁব।
ভয় দেখাই লৈ আবহু তাত সখা সুগ্রীব॥

চৌপাই (১—৪)

ইহাঁ পবনসুত হৃদয়ঁ বিচারা। রাম কাজু সুগ্রীবঁ বিসারা॥
নিকট জাই চরনন্হি সিরু নাবা। চারিহু বিধি তেহি কহি সমুঝাবা॥
সুনি সুগ্রীবঁ পরম ভয় মানা। বিষয়ঁ মোর হরি লীনহেউ গ্যানা॥
অব মারুতসুত দূত সমূহা। পঠবহু জহঁ তহঁ বানর জূহা॥
কহহু পাখ মহুঁ আব ন জোঈ। মোরেঁ কর তা কর বধ হোঈ॥
তব হনুমন্ত বোলাএ দূতা। সব কর করি সনমান বহূতা॥
ভয় অরু প্রীতি নীতি দেখরাঈ। চলে সকল চরনন্হি সির নাঈ॥
এহি অবসর লছিমন পুর আএ। ক্রোধ দেখি জহঁ তহঁ কপি ধাএ॥

দোহা (১৯)

ধনুষ চঢ়াই কহা তব জারি করউঁ পুরা ছার।
ব্যাকুল নগর দেখি তব আয়উ বালিকুমার॥

চৌপাই (১)

চরন নাই সিরু বিনতী কীন্হী। লছিমন অভয় বাঁহ তেহি দীন্হী॥
ক্রোধবন্ত লছিমন সুনি কানা। কহ কপীস অতি ভয়ঁ অকুলানা॥

জানকীকে (উদ্ধার করে) নিয়ে আসব॥ ১॥ যেখানেই সে থাক, যদি সে জীবিত থাকে তাহলে হে তাত ! যেভাবেই হোক আমি তাকে অবশ্য নিয়ে আসব। রাজত্ব, রাজকোষ, নগর ও স্ত্রী লাভ করে সুগ্রীব আমাকে ভুলে গিয়েছে॥ ২ ॥ যে শরে আমি বালীবধ করেছিলাম সেই শরেই আগামীকাল তাকে বধ করব। (মহাদেব বললেন—) হে উমা ! যিনি কৃপা করে মদ ও মোহ থেকে মুক্তি প্রদান করে থাকেন তাঁর কি স্বপ্নেও ক্রোধান্বিত হওয়া সম্ভব ? (এ তো তাঁর লীলা)॥ ৩ ॥ শ্রীরঘুনাথ চরণে রতি ও মতি ধারণকারী মুনি ও জ্ঞানীগণ এই চরিত্র (লীলারহস্য) অনুধাবন করতে সমর্থ হবেন। শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীপ্রভুকে কুপিত দেখে ধনুর্বাণ তুলে নিলেন॥ ৪ ॥

দোহা—তখন করুণাকর শ্রীরঘুনাথ অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে বুঝিয়ে বললেন —হে তাত ! সখা সুগ্রীবকে ভয় দেখিয়ে (এইখানে) নিয়ে এসো (যেন বধ করে ফেলো না)॥ ১৮ ॥

চৌপাই— এদিকে (কিষ্কিন্ধায়) পবননন্দন শ্রীহনুমানও মনে করলেন যে সুগ্রীব তো শ্রীরামচন্দ্রের কার্যকে ভুলেই বসে আছেন। চতুষ্টয় শাসনবিধি (সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ) প্রয়োগ করবার পূর্বে তিনি সুগ্রীবকে প্রণাম করলেন॥ ১॥ শ্রীহনুমানের কথা শুনে সুগ্রীবের ভীষণ ভয় হল। তিনি বললেন— বিষয়াসক্তি আমার জ্ঞানকে ঢেকে দিয়েছিল। এখন হে পবননন্দন ! বানরদের দল যেখানে আছে সেখানে দূতসকল পাঠিয়ে দাও॥ ২ ॥ তাদের বার্তা প্রেরণ করো যে একপক্ষকালের মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে না এলে তাদের ভাগ্যে মৃত্যু অনিবার্য হবে। শ্রীহনুমান দূতদের ডেকে পাঠালেন আর তিনি তাদের প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করলেন ; (অতঃপর) তিনি ভয়, প্রীতি ও নীতির কথাও বললেন। দূতগণ তাঁকে প্রণাম করে যাত্রা করল। এমন সময়ে (কিষ্কিন্ধানগরে) শ্রীলক্ষ্মণের আগমন হল। তাঁর কুপিত ভাব লক্ষ করে বানরেরা এদিক-ওদিক পালিয়ে বাঁচল॥ ৩-৪ ॥

দোহা—তদনন্তর শ্রীলক্ষ্মণ ধনুকে জ্যারোপণ করে হুংকার দিলেন —নগরকে এখনই ভস্মে পরিণত করে দেব। নাগরিকদের ব্যাকুল হতে দেখে বালীপুত্র অঙ্গদ তাঁর নিকটে এলেন॥ ১৯॥

চৌপাই—অঙ্গদ শ্রীলক্ষ্মণচরণে মস্তক অবনত করে মিনতি করলেন (ক্ষমা যাচনা করলেন)। তখন শ্রীলক্ষ্মণ তাঁকে অভয় দান করলেন। সুগ্রীব যখন শ্রীলক্ষ্মণের কুপিত হওয়ার সংবাদ শুনলেন, তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে ব্যাকুল হয়ে বললেন—॥ ১ ॥

চৌপাই (২—৫)

সুনু হনুমন্ত সঙ্গ লৈ তারা। করি বিনতী সমুঝাউ কুমারা॥
তারা সহিত জাই হনুমানা। চরন বন্দি প্রভু সুজস বখানা॥
করি বিনতী মন্দির লৈ আএ। চরন পখারি পলঁগ বৈঠাএ।
তব কপীস চরনন্হি সিরু নাবা। গহি ভুজ লছিমন কন্ঠ লগাবা॥
নাথ বিষয় সম মদ কছু নাহীঁ। মুনি মন মোহ করই ছন মাহীঁ॥
সুনত বিনত বচন সুখ পাবা। লছিমন তেহি বহুবিধি সমুঝাবা॥
পবন তনয় সব কথা সুনাঈ। জেহি বিধি গএ দূত সমুদাঈ॥

দোহা (২০)

হরষি চলে সুগ্রীব তব অঙ্গদাদি কপি সাথ।
রামানুজ আগেঁ করি আএ জহঁ রঘুনাথ॥

চৌপাই (১—৪)

নাই চরন সিরু কহ কর জোরী। নাথ মোহি কছু নাহিন খোরী॥
অতিসয় প্রবল দেব তব মায়া। ছূটই রাম করহু জৌঁ দায়া॥
বিষয় বস্য সুর নর মুনি স্বামী। মৈঁ পাবঁর পসু কপি অতি কামী॥
নারি নয়ন সর জাহি ন লাগা। ঘোর ক্রোধ তম নিসি জো জাগা॥
লোভ পাঁস জেহিঁ গর ন বঁধায়া। সো নর তুম্হ সমান রঘুরায়া॥
যহ গুন সাধন তেঁ নহিঁ হোঈ। তুম্হরী কৃপাঁ পাব কোই কোঈ॥
তব রঘুপতি বোলে মুসুকাঈ। তুম্হ প্রিয় মোহি ভরত জিমি ভাঈ॥
অব সোই জতনু করহু মন লাঈ। জেহি বিধি সীতা কৈ সুধি পাঈ॥

দোহা (২১)

এহি বিধি হোত বতকহী আএ বানর জূথ।
নানা বরন সকল দিসি দেখিঅ কীস বরূথ॥

চৌপাই— হে হনুমান ! শোনো। তুমি তারাকে সঙ্গে নিয়ে যাও আর রাজকুমারকে বুঝিয়ে শান্ত করো। শ্রীহনুমান তারাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীলক্ষ্মণের কাছে গেলেন আর তাঁর চরণ বন্দনা করলেন ও শ্রীপ্রভুর গুণগান করলেন॥ ২ ॥ তিনি বিনয় সহকারে তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে এলেন। অতঃপর তিনি শ্রীলক্ষ্মণের পাদপ্রক্ষালন করে তাঁকে পালঙ্কে উপবেশন করালেন। তখন বানররাজ সুগ্রীব শ্রীলক্ষ্মণ চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। শ্রীলক্ষ্মণ তাঁকে হাত ধরে তুলে আলিঙ্গন দান করলেন॥ ৩ ॥ (সুগ্রীব বললেন—) হে নাথ ! অতিশয় শক্তিধর এই বিষয় মদ ; তা মুহূর্তে মুনিমনকেও মোহিত করতে সক্ষম (আর আমি তো এক বিষয়ী জীব মাত্র)। সুগ্রীবের কথায় শ্রীলক্ষ্মণ প্রীত হলেন। তিনি সুগ্রীবকে নানারকম উপদেশ দিলেন॥ ৪ ॥ তখন পবননন্দন শ্রীহনুমান শ্রীলক্ষ্মণকে চারদিকে দূত প্রেরণের বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন॥ ৫ ॥

দোহা—তখন অঙ্গদাদি বানরদের নিয়ে ও শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে সম্মুখে রেখে (অর্থাৎ তাঁর পিছনে পিছনে) সুগ্রীব আনন্দে চললেন আর সেই স্থানে উপনীত হলেন যেখানে শ্রীরামচন্দ্র অবস্থান করছিলেন॥ ২০ ॥

চৌপাই— শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে মস্তক অবনত করে জোড়হস্ত হয়ে সুগ্রীব বললেন—হে নাথ ! আমার কোনো দোষ নেই। হে দেব ! আপনার প্রবল মায়া পরম শক্তিধর। আপনার কৃপা হলে তবেই হে শ্রীরামচন্দ্র ! তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হয়॥ ১ ॥ হে প্রভু ! দেব, মানব, মুনি সকলেই বিষয়ের অনুগত। আর আমি তো তুচ্ছ পশু আর পশুদের মধ্যেও অতিশয় কামাসক্ত বানর মাত্র। যে ব্যক্তি নারীর নয়নবাণে বিদ্ধ হয়নি, ক্রোধরূপ ঘন অন্ধকার রাত্রিতেও জাগ্রত থাকে (ক্রোধে অন্ধ হয় না) আর লোভের ফাঁস গলায় পরে না। হে শ্রীরঘুনাথ ! সে তো আপনার মতন হয়ে থাকে। এই গুণসকল সাধনা দ্বারা লাভ করা সম্ভব নয়। আপনার কৃপা হলে কেউ কেউ তা লাভ করে থাকে॥ ২-৩ ॥ তখন শ্রীরঘুনাথ মৃদু হেসে বললেন—হে ভাই ! তুমি তো আমার কাছে ভরতসম প্রিয়। এখন মন দিয়ে এমন ব্যবস্থা করো যাতে সীতার সংবাদ পাওয়া যায়॥ ৪ ॥

দোহা—যখন এইরূপ আলোচনা চলছে তখন বানরের দল এসে পড়ল। চারদিকে নানা রঙের বানর দেখা গেল॥ ২১ ॥

চৌপাই (১—৪)

বানর কটক উমা মৈঁ দেখা। সো মূরুখ জো করন চহ লেখা॥
আই রাম পদ নাবহিঁ মাথা। নিরখি বদনু সব হোহিঁ সনাথা॥
অস কপি এক ন সেনা মাহীঁ। রাম কুসল জেহি পূছী নাহীঁ॥
যহ কছু নহিঁ প্রভু কই অধিকাঈ। বিস্বরূপ ব্যাপক রঘুরাঈ॥
ঠাঢ়ে জহঁ তহঁ আয়সু পাঈ। কহ সুগ্রীব সবহি সমুঝাঈ॥
রাম কাজু অরু মোর নিহোরা। বানর জূথ জাহু চহুঁ ওরা॥
জনকসুতা কহুঁ খোজহু জাঈ। মাস দিবস মহঁ আএহু ভাঈ॥
অবধি মেটি জো বিনু সুধি পাএঁ। আবই বনিহি সো মোহি মরাএঁ॥

দোহা (২২)

বচন সুনত সব বানর জহঁ তহঁ চলে তুরন্ত।
তব সুগ্রীবঁ বোলাএ অঙ্গদ নল হনুমন্ত॥

চৌপাই (১—৪)

সুনহু নীল অঙ্গদ হনুমানা। জামবন্ত মতিধীর সুজানা॥
সকল সুভট মিলি দচ্ছিন জাহূ। সীতা সুধি পূঁছেহু সব কাহূ॥
মন ক্রম বচন সো জতন বিচারেহু। রামচন্দ্র কর কাজু সঁবারেহু॥
ভানু পীঠি সেইঅ উর আগী। স্বামিহি সর্ব ভাব ছল ত্যাগী॥
তজি মায়া সেইঅ পরলোকা। মিটহিঁ সকল ভবসম্ভব সোকা॥
দেহ ধরে কর যহ ফলু ভাঈ। ভজিঅ রাম সব কাম বিহাঈ॥
সোই গুনগ্য সোঈ বড়ভাগী। জো রঘুবীর চরন অনুরাগী॥
আয়সু মাগি চরন সিরু নাঈ। চলে হরষি সুমিরত রঘুরাঈ॥

চৌপাই—(মহাদেব বললেন—) হে উমা ! আমি সেই বানরসেনা দেখেছি। কেবল মহামূর্খই সেই বানরদের সংখ্যাকে গোনবার আহাম্মকি করবে। বানরদল শ্রীরামচন্দ্রের চরণে মস্তক অবনত করে প্রণাম জানাল আর তাঁর শ্রীবদনের অনুপম সৌন্দর্য অবলোকন করে জন্ম সার্থক করল॥ ১ ॥ বানরদের মধ্যে একজনও এমন ছিল না যার শ্রীরামচন্দ্র কুশল জিজ্ঞাসা করেননি। শ্রীপ্রভুর পক্ষে তাতে কিছুই বিশেষত্ব নেই কারণ শ্রীরঘুনাথ স্বয়ংই তো বিশ্বরূপ ও সর্বব্যাপী (সকল রূপে সকল স্থানে তিনিই তো বিরাজমান আছেন)॥ ২ ॥ আদেশ পেয়ে বানরগণ (তটস্থ হয়ে) জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন সুগ্রীব সকলকে বুঝিয়ে বললেন—হে বানরসকল ! এ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কার্য আর আমার অনুরোধবিশেষ। তোমরা দিকে দিকে বেরিয়ে পড়ো আর জনকনন্দিনীর খোঁজ করো। ভাইসকল ! একমাসের মধ্যে ফিরে আসবে। যে (খোঁজ না নিয়ে) আগেই ফিরে আসবে তার মৃত্যু আমার হাতে অনিবার্য (অর্থাৎ আমি তাকে বধ করবার আদেশ দেব)॥ ৩-৪ ॥

দোহা—সুগ্রীবের আদেশ পেয়ে বানরগণ তৎক্ষণাৎ এদিক-ওদিক (বিভিন্ন দিকে) গমন করল। তখন সুগ্রীব নল, অঙ্গদ, হনুমান আদি মুখ্য বানর যোদ্ধাদের ডাকলেন (আর বললেন)॥ ২২ ॥

চৌপাই—(সুগ্রীব বললেন—) হে স্থিতধী চতুর নীল, অঙ্গদ, জাম্ববান ও হনুমান ! তোমরা শ্রেষ্ঠ বীরসকল। তোমরা দক্ষিণ দিকে গমন করো আর সকলের কাছে সীতাদেবীর অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করো॥ ১॥ কায়মনোবাক্যে তার (সীতাদেবীর খোঁজ পাওয়ার) উপায় খুঁজে বার করো। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কার্য সুসম্পন্ন করতেই হবে। রৌদ্র সেবন পিঠে ও অগ্নিসেবন হৃদয়ে (সম্মুখে) করা হয়। কিন্তু প্রভুর সেবা তো বাছবিচার করে করা যায় না তা সর্বভাবে (অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে) করা প্রয়োজন॥ ২ ॥ মায়ার (বিষয়াসক্তির) বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পারমার্থিক চিন্তায় (দিব্যধাম লাভ করবার জন্য ভগবৎ সেবায়) নিত্যযুক্ত থাকা উচিত ; তাতেই ভববন্ধনজনিত শোকের অবসান হয়। হে ভাই ! দেহধারণ কালে এতো এক বিশেষ সুবিধা যে তার দ্বারা সর্বকর্ম (কামনা) ত্যাগ করে শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করা যায়॥ ৩ ॥ শ্রীরামচন্দ্র পাদপদ্মে অনুরাগ ধারণকারী বস্তুত প্রকৃত সদ্‌গুণসম্পন্ন ও পরম সৌভাগ্যবান হয়। অতঃপর সুগ্রীবের অনুমতি নিয়ে ও তাঁর চরণে আবার প্রণাম নিবেদন করে ও চিত্তে শ্রীরঘুনাথকে ধারণ করে সকলে পরমানন্দে যাত্রা করল॥ ৪ ॥

চৌপাই (৫—৭)

পাছেঁ পবন তনয় সিরু নাবা। জানি কাজ প্রভু নিকট বোলাবা॥
পরসা সীস সরোরুহ পানী। করমুদ্রিকা দীন্হি জন জানী॥

বহু প্রকার সীতহি সমুঝাএহু। কহি বল বিরহ বেগি তুম্হ আএহু॥
হুনমত জন্ম সুফল করি মানা। চলেউ হৃদয়ঁ ধরি কৃপানিধানা॥

জদ্যপি প্রভু জানত সব বাতা। রাজনীতি রাখত সুরত্রাতা॥

দোহা (২৩)

চলে সকল বন খোজত সরিতা সর গিরি খোহ।
রাম কাজ লয়লীন মন বিসরা তন কর ছোহ॥

চৌপাই (১—৪)

কতহুঁ হোই নিসিচর সৈঁ ভেটা। প্রান লেহিঁ এক এক চপেটা॥
বহু প্রকার গিরি কানন হেরহিঁ। কোউ মুনি মিলই তাহি সব ঘেরহিঁ॥

লাগি তৃষা অতিসয় অকুলানে। মিলই ন জল ঘন গহন ভুলানে॥
মন হনুমান কীন্হ অনুমানা। মরন চহত সব বিনু জল পানা॥

চঢ়ি গিরি সিখর চহূঁ দিসি দেখা। ভূমি বিবর এক কৌতুক পেখা॥
চক্রবাক বক হংস উড়াহীঁ। বহুতক খগ প্রবিসহিঁ তেহি মাহীঁ॥

গিরি তে উতরি পবনসুত আবা। সব কহুঁ লৈ সোই বিবর দেখাবা॥
আগেঁ কৈ হনুমন্তহি লীন্হা। পৈঠে বিবর বিলম্বু ন কীন্হা॥

চৌপাই —প্রণাম নিবেদন করতে শ্রীহনুমান সকলের শেষে এলেন। (সর্বজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র জানতেন যে এই সেবক দ্বারাই তাঁর কার্যসম্পাদন হবে।) তাই শ্রীপ্রভু পবননন্দন শ্রীহনুমানকে কাছে ডাকলেন আর তাঁর মস্তকে নিজ করকমলস্পর্শ দান করলেন। বিশেষ সেবক জেনে তিনি তাঁর অঙ্গুরীয় খুলে শ্রীহনুমানকে দিলেন॥ ৫ ॥ (অঙ্গুরীয় দানান্তে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীহনুমানকে বললেন —) সর্বভাবে সীতাকে (ধৈর্য ও সাহস দিয়ে) আশ্বস্ত করবে আর তাঁকে আমার শৌর্যবীর্যের ও বিরহের (প্রেমের) কথা মনে করিয়ে দেবে ; আর সত্বর ফিরে আসবে। (তাঁর নিজের উপর শ্রীপ্রভুর আস্থার বার্তা লাভ করে) শ্রীহনুমান মনে করলেন যে তাঁর জন্ম সার্থক। অতঃপর তিনি কৃপানিধি শ্রীপ্রভুকে চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করে গমন করলেন॥ ৬ ॥ দেবরক্ষক শ্রীপ্রভু স্বয়ং সর্বজ্ঞ হয়েও রাজনীতি রক্ষায় তৎপর ছিলেন (নীতির মর্যাদা স্বরূপ তিনিই সীতাদেবীর অনুসন্ধান হেতু এখানে-ওখানে সর্বত্র বানরদের প্রেরণ করতে লাগলেন)॥ ৭ ॥

দোহা—বানরদল বন, নদী, সরোবর এবং পর্বতকন্দরে (সীতাদেবীকে) খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে চলল। তাদের মন শ্রীরামচন্দ্রের কার্যে লীন হয়ে ছিল। তারা দেহপ্রেমও (মমত্ব) বিস্মরণ করেছিল॥ ২৩॥

চৌপাই — গমনপথে দৈবাৎ যদি কোনো রাক্ষসের দেখা মিলত তাহলে এক চপেটাঘাতেই তারা তাকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। এইভাবে পর্বত ও বনে তাঁরা (সীতাদেবীর) অন্বেষণ কার্য করে যেতে লাগলেন। কোনো মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলে তাঁরা ঘিরে ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন॥ ১ ॥ (অনুসন্ধান কার্যে ব্যস্ত থেকে) তাঁরা একসময়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। জল কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। গহন অরণ্যে তাঁরা পথ হারিয়েও ফেলেছিলেন। শ্রীহনুমানের মনে আশঙ্কা হল যে তৃষ্ণায় সকলের প্রাণ না চলে যায়॥ ২ ॥ শ্রীহনুমান এক পর্বত শিখরে আরোহণ করে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলেন। ভূমির এক স্থানে গহ্বরে বহু চক্রবাক, বক ও হংস উড়ছে আর বহু পক্ষী সেই গহ্বরে প্রবেশ করছে॥ ৩ ॥ (তখন) পবননন্দন পর্বতশিখর থেকে নেমে এসে সকলকে নিয়ে সেই গহ্বরের নিকটে উপস্থিত হলেন। শ্রীহনুমানকে অনুসরণ করে সকলে সেই গহ্বরে প্রবেশ করলেন॥ ৪ ॥

দোহা (২৪)

দীখ জাই উপবন বর সর বিগসিত বহু কঞ্জ।
মন্দির এক রুচির তহঁ বৈঠি নারি তপ পুঞ্জ॥

চৌপাই (১—৪)

দূরি তে তাহি সবন্হি সিরু নাবা। পূছেঁ নিজ বৃত্তান্ত সুনাবা॥
তেহিঁ তব কহা করহু জল পানা। খাহু সুরস সুন্দর ফল নানা॥
মজ্জনু কীন্হ মধুর ফল খাএ। তাসু নিকট পুনি সব চলি আএ॥
তেহিঁ সব আপনি কথা সুনাঈ। মৈঁ অব জাব জহাঁ রঘুরাঈ॥
মূদহু নয়ন বিবর তজি জাহূ। পৈহহু সীতহি জনি পছিতাহূ॥
নয়ন মূদি পুনি দেখহিঁ বীরা। ঠাঢ়ে সকল সিন্ধু কেঁ তীরা॥
সো পুনি গঈ জহাঁ রঘুনাথা। জাই কমল পদ নাএসি মাথা॥
নানা ভাঁতি বিনয় তেহিঁ কীন্হী। অনপায়নী ভগতি প্রভু দীন্হী॥

দোহা (২৫)

বদরীবন কহুঁ সো গঈ প্রভু অগ্যা ধরি সীস।
উর ধরি রাম চরন জুগ জে বন্দত অজ ঈস॥

চৌপাই (১—৩)

ইহাঁ বিচারহিঁ কপি মন মাহীঁ। বীতী অবধি কাজ কছু নাহীঁ॥
সব মিলি কহহিঁ পরস্পর বাতা। বিনু সুধি লএঁ করব কা ভ্রাতা॥
কহ অঙ্গদ লোচন ভরি বারী। দুহুঁ প্রকার ভই মৃত্যু হমারী॥
ইহাঁ ন সুধি সীতা কৈ পাঈ। উহাঁ গএঁ মারিহি কপিরাঈ॥
পিতা বধে পর মারত মোহী। রাখা রাম নিহোর ন ওহী॥
পুনি পুনি অঙ্গদ কহ সব পাহীঁ। মরন ভয়উ কছু সংসয় নাহীঁ॥

দোহা—গহ্বর অভ্যন্তরে এক সুন্দর উপবন ও সরোবর ছিল। সেখানে ছিল অগণন প্রস্ফুটিত কমলদলের সমাহার। নিকটে এক সুন্দর মন্দির ছিল যার মধ্যে এক তপস্বিনী নারী বসে ছিলেন॥ ২৪ ॥

চৌপাই—দূর থেকেই সকলে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। জিজ্ঞাসিত হয়ে তাঁরা নিজ বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। তখন তিনি তাঁদের বললেন—তোমরা সরোবরের জল ও রসাল ফল দ্বারা তৃষ্ণা ও ক্ষুধা নিবারণ করো॥ ১ ॥ (অনুমতি লাভ করে) তৃষ্ণা নিবারণ ও সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ হল। তাঁরা সকলে ফিরে এলে তপস্বিনী তাঁর নিজের কথা বললেন আর জানালেন যে তিনি সেইস্থানে যাবেন যেখানে শ্রীরঘুনাথ অবস্থান করে রয়েছেন॥ ২ ॥ (তিনি আরও বললেন—) তোমরা চোখ বন্ধ করে গুহার (গহ্বর) বাইরে গিয়ে চোখ খুলবে। তোমরা সীতাদেবীকে (অবশ্যই) পাবে, হতাশ হয়ো না। চোখ বন্ধ করে গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে বীরগণ দেখলেন যে তাঁরা সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন॥ ৩ ॥ তপস্বিনী স্বয়ং সেইস্থানে গেলেন যেখানে শ্রীরঘুনাথ অবস্থান করছিলেন। তিনি গিয়ে শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করলেন আর বিভিন্নভাবে তাঁর স্তবস্তুতি করলেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তপস্বিনীকে অচলাভক্তি প্রদান করলেন॥ ৪ ॥

দোহা—শ্রীপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য করে তপস্বিনী ব্রহ্মা ও মহেশ্বর সেবিত শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধারণ করলেন আর বদরিকাশ্রমে গমন করলেন॥ ২৫ ॥

চৌপাই—এদিকে বানরগণ সকলেই চিন্তিত। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কার্য সম্পাদন তো হল না। আলোচনা হতে লাগল—হে ভাই ! সীতাদেবীর সম্বন্ধে কোনো সংবাদ ছাড়া ফিরে গিয়েও বা কী হবে ? ১ ॥ সজল নয়নে অঙ্গদ বলল—উভয় দিকেই আমাদের মৃত্যু অপেক্ষা করছে। এদিকে সীতাদেবীর খোঁজ পাওয়া গেল না আর ফিরে গেলে তো কপিরাজ মেরে ফেলবেন॥ ২ ॥ পিতার অবর্তমানে কপিরাজ সুগ্রীবের হাতে আমার মৃত্যু অবধারিত ছিল। তখন আমি শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় রক্ষা পেয়েছিলাম, সুগ্রীবের কৃপায় নয়। আমাদের মৃত্যুর সময় যে সমাগত তাতে একটুও সন্দেহ নেই॥ ৩ ॥

চৌপাই (৪—৭)

অঙ্গদ বচন সুনত কপি বীরা। বোলি ন সকহিঁ নয়ন বহ নীরা॥
ছন এক সোচ মগন মেহাই রহে। পুনি অস বচন কহত সব ভএ॥
হম সীতা কৈ সুধি লীন্হেঁ বিনা। নহিঁ জৈহৈঁ জুবরাজ প্রবীনা॥
অস কহি লবন সিন্ধু তট জাঈ। বৈঠে কপি সব দর্ভ ডসাঈ॥
জামবন্ত অঙ্গদ দুখ দেখী। কহীঁ কতা উপদেস বিসেষী॥
তাত রাম কহুঁ নর জনি মানহু। নির্গুন ব্রহ্ম অজিত অজ জানহু॥
হম সব সেবক অতি বড়ভাগী। সন্তত সগুন ব্রহ্ম অনুরাগী॥

দোহা (২৬)

নিজ ইচ্ছাঁ প্রভু অবতরই সুর মহি গো দ্বিজ লাগি।
সগুন উপাসক সঙ্গ তহঁ রহহিঁ মোচ্ছ সব ত্যাগি॥

চৌপাই (১—৫)

এহি বিধি কথা কহহিঁ বহু ভাঁতী। গিরি কন্দরাঁ সুনী সম্পাতী॥
বাহের হোই দেখি বহু কীসা। মোহি অহার দীন্হ জগদীসা॥
আজু সবহি কহঁ ভচ্ছন করউঁ। দিন বহু চলে অহার বিনু মরউঁ॥
কবহুঁ ন মিল ভরি উদর অহারা। আজু দীন্হ বিধি একহিঁ বারা॥
ডরপে গীধ বচন সুনি কানা। অব ভা মরন সত্য হম জানা॥
কপি সব উঠে গীধ কহঁ দেখী। জামবন্ত মন সোচ বিসেষী॥
কহ অঙ্গদ বিচারি মন মাহীঁ। ধন্য জটায়ু সম কোউ নাহীঁ॥
রাক কাজ কারন তনু ত্যাগী। হরি পুর গয়উ পর বড়ভাগী॥
সুনি খগ হরষ সোক জুত বানী। আবা নিকট কপিন্হ ভয় মানী॥
তিন্হহি অভয় করি পূছেসি জাঈ। কথা সকল তিন্হ তাহি সুনাঈ॥

চৌপাই—বানরদল বীর অঙ্গদের কথা শুনে চুপ করে থাকলেও তাদের চোখে জল এসে গেল। ক্ষণিকের শোকাকুল অবস্থা কাটিয়ে উঠে তারা সকলে বলে উঠল—হে প্রবীণ যুবরাজ! আমরা খালি হাতে কেউই ফিরে যেতে চাই না। অতঃপর তারা লবণসাগর তীরে কুশাসনে বসে রইল॥ ৪-৫ ॥ অঙ্গদের বিলাপ শুনে জাম্ববান তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন—হে তাত! শ্রীরামচন্দ্রকে মানুষ ভেবো না। তিনি আসলে নির্গুণ ব্রহ্ম, অজ ও অজেয়॥ ৬ ॥ তাঁকে সেবা করবার অধিকার লাভ করায় আমরা তো পরম ভাগ্যবান। তাঁকে আমরা সগুণ ব্রহ্মরূপে লাভ করে তাঁর উপর রতি-মতি ধারণ করবার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি॥ ৭ ॥

দোহা—দেবতা, পৃথিবী, গোব্রাহ্মণ সকলের (রক্ষার) জন্য তাঁর স্বেচ্ছায় অবতরণ করা (অবতরণ কর্মবন্ধন হেতু নয়।) তাই সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ (ভক্তগণ) সর্ব প্রকারের (সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য) মোক্ষের কথা গ্রাহ্য না করে তাঁর সেবায় নিত্যযুক্ত থাকেন॥ ২৬ ॥

চৌপাই—এইভাবে জাম্ববান বহু উপদেশ দিলেন। তাঁর কথা গিরি কন্দরে উপস্থিত সম্পাতির (গরুড়ের পুত্র, জটায়ুর অগ্রজ) কানে গেল। সে বেরিয়ে এসে প্রচুর সংখ্যক বানরদের সমবেত দেখল। (তখন সে বলল) জগদীশ্বর আহার্য একেবারে গৃহের দ্বারে পাঠিয়ে দিয়েছেন॥ ১ ॥ আজ আমি এদের সকলকে ভক্ষণ করব। অনাহার বহুদিন থেকে চলছে তাই প্রাণ যেতে বসেছে। তৃপ্তি করে পেট ভরে খেতে কখনই পাইনি। (তাই বুঝি) বিধাতা এত আহার্য একসঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন! ২ ॥ গৃধ্রের কথা শুনে সকলে ভয় পেয়ে গেল। তাঁরা যেন মৃত্যুকে সম্মুখে উপস্থিত দেখল। সকলে সেই গৃধ্রকে (সম্পাতিকে) সামনে দেখে উঠে দাঁড়াল। জাম্ববানের মনে তখন এক বিশেষ চিন্তা এল॥ ৩ ॥ অঙ্গদ মনে মনে বিচার করে বলল—ধন্য জটায়ু! তার মতন (ভাগ্যবান) আর কেউ নেই। সে শ্রীরামচন্দ্রের কাজে প্রাণ দিয়ে পরম ভাগ্যবানসম শ্রীভগবানের পরমধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেছে॥ ৪ ॥ আনন্দ ও বিষাদ মিশ্রিত বাণী (সংবাদ) শ্রবণ করে সেই গৃধ্র (সম্পাতি) বানরদের দিকে এগিয়ে এল। বানরগণ (আরও) ভয় পেয়ে গেল। তাদের অভয় দান করে সে বানরদের কাছে জটায়ুর বৃত্তান্ত জানতে চাইল। বানরগণ তাকে ঘটনা সবিস্তারে বলে দিল॥ ৫ ॥

চৌপাই (৬)

সুনি সম্পাতি বন্ধু কৈ করনী। রঘুপতি মহিমা বহুবিধি বরনী॥

দোহা (২৭)

মোহি লৈ জাহু সিন্ধুতট দেউঁ তিলাঞ্জলি তাহি।
বচন সহাই করবি মৈঁ পৈহহু খোজহু জাহি॥

চৌপাই (১—৬)

অনুজ ক্রিয়া করি সাগর তীরা। কহি নিজ কথা সুনহু কপি বীরা॥
হম দ্বৌ বন্ধু প্রথম তরুনাঈ। গগন গএ রবি নিকট উড়াঈ॥

তেজ ন সহি সক সো ফিরি আবা। মৈঁ অভিমানী রবি নিঅরাবা॥
জরে পঙ্খ অতি তেজ অপারা। পরেউঁ ভূমি করি ঘোর চিকারা॥

মুনি এক নাম চন্দ্রমা ওহী। লাগী দয়া দেখি করি মোহী॥
বহু প্রকার তেহিঁ গ্যান সুনাবা। দেহজনিত অভিমান ছড়াবা॥

ত্রেতাঁ ব্রহ্ম মনুজ তনু ধরিহী। তাসু নারি নিসিচর পতি হরিহী॥
তাসু খোজ পঠইহি প্রভু দূতা। তিন্হহি মিলেঁ তৈঁ হোব পুনীতা॥

জমিহহিঁ পঙ্খ করসি জনি চিন্তা। তিন্হহি দেখাই দেহেসু তৈঁ সীতা॥
মুনি কই গিরা সত্য ভই আজূ। সুনি মম বচন করহু প্রভু কাজূ॥

গিরি ত্রিকূট উপর বস লঙ্কা। তহঁ রহ রাবন সহজ অসঙ্কা॥
তহঁ অসোক উপবন জহঁ রহঈ। সীতা বৈঠি সোচ রত অহঈ॥

দোহা (২৮)

মৈঁ দেখউঁ তুম্হ নাহীঁ গীধহি দৃষ্টি অপার।
বূঢ় ভয়উঁ ন ত করতেউঁ কছুক সহায় তুম্হার॥

চৌপাই—ভ্রাতা জটায়ুর কীর্তি শ্রবণ করে সম্পাতি (গর্ব অনুভব করল আর) নানাভাবে শ্রীরঘুপতির মহিমা কীর্তন করল॥ ৬ ॥

দোহা—(সে বলল—) আমাকে সমুদ্রের কাছে নিয়ে চলো, আমি জটায়ুর উদ্দেশে তিলাঞ্জলি অর্পণ করব। আমি কথা দিচ্ছি যে তার প্রতিদানে আমি তোমাদের সাহায্য করব (অর্থাৎ সীতাদেবী কোথায় আছেন তা বলে দেব)। তোমরা যা খুঁজছ তা পেয়ে যাবে ॥ ২৭ ॥

চৌপাই—সমুদ্রতটে অনুজ জটায়ুর ক্রিয়া (শ্রাদ্ধাদি) সম্পন্ন করে সম্পাতি বলতে লাগল—হে বীর বানরগণ ! শোনো। আমরা দুইভাই একবার যৌবনে আকাশ পথে উড়তে উড়তে সূর্যের নিকটে চলে গিয়েছিলাম॥ ১ ॥ সে (জটায়ু) সূর্যের তাপ সহ্য না করতে পেরে ফিরে গিয়েছিল। (কিন্তু) আমি ছিলাম অহংকারী তাই সূর্যের কাছে চলে গেলাম। সূর্যের অপরিমেয় তেজে আমার ডানাদুটো পুড়ে গেল আর আমি আর্তনাদ করে ভূমিতে আছড়ে পড়েছিলাম॥ ২ ॥ সেইখানে চন্দ্রমা নামের এক মুনি ছিলেন। আমাকে ওই অবস্থায় দেখে তাঁর দয়া হয়েছিল। তিনি আমাকে বহু উপদেশ প্রদান করেছিলেন যাতে আমার দেহাভিমান চলে গিয়েছিল॥ ৩ ॥ (তিনি বলেছিলেন—) ত্রেতাযুগে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম নরদেহ ধারণ করে অবতরণ করবেন। তাঁর স্ত্রীকে রাক্ষসদের রাজা হরণ করে নিয়ে যাবে। তাঁর সন্ধানে শ্রীপ্রভু দূত প্রেরণ করবেন। তাদের সঙ্গে দেখা হলে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে॥ ৪ ॥ তোমার ডানা আবার ফিরে পাবে, চিন্তা নেই। তাদের তুমি সীতাদেবীর সন্ধান বলে দিও। মুনির কথা আজ সত্য বলে প্রমাণিত হল। এখন আমার কথা শ্রবণ করে তোমরা শ্রীপ্রভুর কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ো॥ ৫ ॥ ত্রিকূট পর্বতের উপর লঙ্কার অবস্থান। সেখানে অসমসাহসী রাবণ বাস করে। লঙ্কায় অশোক নামক উপবনে সীতাদেবী রয়েছেন। (এই মুহূর্তেও) তিনি চিন্তান্বিত হয়ে বসে আছেন॥ ৬ ॥

দোহা—আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি, তোমরা পাবে না ; কারণ গৃধ্রের দৃষ্টিশক্তি সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। কী করব বলো, বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি নাহলে তোমাদের কিছুটা সাহায্য অবশ্যই করতাম ॥ ২৮ ॥

চৌপাই (১—৪)

জো নাঘই সত জোজন সাগর । করই সো রাম কাজ মতি আগর॥
মোহি বিলোকি ধরহু মন ধীরা । রাম কৃপাঁ কস ভয়উ সরীরা॥

পাপিউ জা কর নাম সুমিরহীঁ । অতি অপার ভবসাগর তরহীঁ॥
তাসু দূত তুম্হ তজি কদরাঈ । রাম হৃদয়ঁ ধরি করহু উপাঈ॥

অস কহি গরুড় গীধ জব গয়উ । তিন্হ কেঁ মন অতি বিসময় ভয়উ॥
নিজ নিজ বল সব কাহূঁ ভাষা । পার জাই কর সংসয় রাখা॥

জরঠ ভয়উঁ অব কহই রিছেসা । নহিঁ তন রহা প্রথম বল লেসা॥
জবহিঁ ত্রিবিক্রম ভএ খরারী । তব মৈঁ তরুন রহেউঁ বল ভারী॥

দোহা (২৯)

বলি বাঁধত প্রভু বাঢ়েউ সো তনু বরনি ন জাই।
উভয় ঘরী মহঁ দীন্হীঁ সাত প্রচচ্ছিন ধাই॥

চৌপাই (১—৪)

অঙ্গদ কহই জাউঁ মৈঁ পারা । জিয়ঁ সংসয় কছু ফিরতী বারা॥
জামবন্ত কহ তুম্হ সব লায়ক । পঠইঅ কিমি সবহী কর নায়ক॥

কহই রীছপতি সুনু হনুমানা । কা চুপ সাধি রহেহু বলবানা॥
পবন তনয় বল পবন সমানা । বুধি বিবেক বিগ্যান নিধানা॥

কবন সো কাজ কঠিন জগ মাহীঁ । জো নহিঁ হোই তাত তুম্হ পাহীঁ॥
রাম কাজ লগি তব অবতারা । সুনতহিঁ ভয়উ পর্বতাকারা॥

কনক বরন তন তেজ বিরাজা । মানহুঁ অপর গিরিন্হ কর রাজা॥
সিংহনাদ করি বারহিঁ বারা । লীলহিঁ নাঘউঁ জলনিধি খারা॥

চৌপাই—যে শত যোজন (চার শত ক্রোশ) সাগর লঙ্ঘন করতে পারবে সেই শ্রীরামচন্দ্রের কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। (আশা ছেড়ো না) আমাকে দেখে সাহস রাখো। দেখো ! শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় (দেখতে দেখতে) আমার দেহে কেমন পরিবর্তন আসল। (ডানা ছাড়া অক্ষম ছিলাম আর ডানা পেতেই কেমন সক্ষম হয়ে গেলাম)॥ ১ ॥ অতি বড় পাপিষ্ঠও তাঁর নাম স্মরণ করে দুস্তর ভবসাগর অতিক্রম করে যায় আর তোমরা হলে তাঁর দূত। অতএব কাপুরুষতা বর্জন করো আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করে (সীতাদেবীর নিকটে উপস্থিত হওয়ার) পথ খুঁজে বার করো॥ ২ ॥ (কাকভূশণ্ডী বললেন—) হে গরুড় ! এই কথা বলে গৃধ্র সম্পাতি সেইখান থেকে চলে গেল। বানরগণ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বসে রইল। অতঃপর যে যার নিজের সামর্থ্যের কথা বর্ণনা করল কিন্তু সাগর লঙ্ঘন করে যাওয়ার সম্বন্ধে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করল॥ ৩ ॥ ঋক্ষরাজ বললেন—আমি এখন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। আমার দেহে পূর্বের শক্তির কানাকড়িও নেই। যখন খরারির (শ্রীরামচন্দ্রের) বামনরূপে আগমন হয়েছিল তখন আমি অমিতবিক্রম যুবক ছিলাম॥ ৪ ॥

দোহা—রাজা বলি-বন্ধন কালে শ্রীপ্রভু তাঁর কলেবর এত বিশাল করেছিলেন যে তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। তখন আমি কিন্তু ছুটে অতি অল্প সময়েই (আটচল্লিশ মিনিটে) তাঁকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে নিয়েছিলাম॥ ২৯ ॥

অঙ্গদ বললেন—আমি সমুদ্র লঙ্ঘন কার্যে আত্মবিশ্বাসী কিন্তু আমার প্রত্যাগমন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। জাম্ববান বললেন—তুমি সর্বতোভাবে যে যোগ্য তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তুমি তো দলপতি। তোমাকে পাঠাই কেমন করে ? ১ ॥ ঋক্ষরাজ জাম্ববান তখন শ্রীহনুমানকে বললেন—হে হনুমান ! হে বলবান ! তুমি এইভাবে চুপ করে কেন আছ ? তুমি পবননন্দন পবনসম শক্তিধর। আর তুমি বুদ্ধি, বিবেক ও বিজ্ঞানের আকর স্বরূপ॥ ২ ॥ জগতে এমন কোন্ কঠিন কার্য আছে, হে তাত ! যা তুমি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম নও। শ্রীরামচন্দ্রের কার্য সম্পাদন হেতুই তো তোমার অবতরণ। এই কথা শ্রবণ করেই শ্রীহনুমান পর্বতসম বিশাল আকার ধারণ করলেন॥ ৩ ॥ তাঁর (তখন) দেহকান্তি সুবর্ণ পর্বতসম উজ্জ্বল তেজসম্পন্ন, যেন তিনি পর্বতরাজ সুমেরু। শ্রীহনুমান তখন বারংবার সিংহনাদ করে ঘোষণা করলেন—আমি অনায়াসে এই দুস্তর লবণসাগর লঙ্ঘন করতে সক্ষম॥ ৪ ॥

চৌপাই (৫—৬)

সহিত সহায় রাবনহি মারী। আনউঁ ইহাঁ ত্রিকূট উপারী॥
জামবন্ত মৈঁ পূঁছউঁ তোহী। উচিত সিখাবনু দীজহু মোহী॥
এতনা করহু তাত তুম্হ জাঈ। সীতহি দেখি কহহু সুধি আঈ॥
তব নিজ ভুজ বল রাজিবনৈনা। কৌতুক লাগি সঙ্গ কপি সেনা॥

ছন্দ

কপি সেন সঙ্গ সঁঘারি নিসিচর রামু সীতহি আনিহৈঁ।
ত্রৈলোক পাবন সুজসু সুর মুনি নারদাদি বখানিহৈঁ॥
জো সুনত গাবত কহত সমুজত পরম পদ নর পাবঈ।
রঘুবীর পদ পাথোজ মধুকর দাস তুলসী গাবঈ॥

দোহা (৩০ ক)

ভব ভেষজ রঘুনাথ জসু সুনহিঁ জে নর অরু নারি।
তিন্হ কর সকল মনোরথ সিদ্ধ করহিঁ ত্রিসিরারি॥

সোরঠা (৩০ খ)

নীলোৎপল তন স্যাম কাম কোটি সোভা অধিক।
সুনিঅ তাসু গুন গ্রাম জাসু নাম অঘ খগ বধিক॥

চৌপাই—আর অনুচরবৃন্দসহ রাবণকে বধ করে ত্রিকূট পর্বত উৎপাটন করে এইখানে নিয়ে আসতে পারি। হে জাম্ববান ! আমি জিজ্ঞাসা করছি তুমি আমাকে বলে দাও (যে আমার করণীয় কী) ? ৫ ॥ (জাম্ববান বললেন—) হে তাত ! তুমি গিয়ে কেবল সীতাদেবীকে দেখে তাঁর খবরাখবর নিয়ে এসো। অতঃপর কমললোচন শ্রীরামচন্দ্র নিজ বাহু-বলে যা করণীয় তাই করবেন (রাক্ষসদের সংহার করে সীতাদেবীকে উদ্ধার করে আনবেন) আর (কেবল) লীলাসম্পাদন হেতুই বানরসেনা সঙ্গে নিয়ে যাবেন॥ ৬ ॥

ছন্দ—কপিসেনা সঙ্গে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসদের সংহার করে সীতাদেবীকে (উদ্ধার করে) নিয়ে আসবেন। তখন দেবগণ ও নারদাদি মুনিগণ শ্রীপ্রভুর ত্রিভুবনকে পবিত্রতা প্রদানকারী সেই অনুপম সুন্দর যশঃকীর্তন করবেন। সেই লীলার শ্রবণ ও কীর্তন যারা করবে ও যারা তা পাঠ করবে আর স্মরণ-মনন করবে তারা সকলেই শ্রীপ্রভুর পরমপদ লাভ করবে। শ্রীরঘুবীর পাদপদ্ম ভ্রমর তুলসীদাস সেই লীলাগানই করে থাকে।

দোহা—শ্রীরঘুনাথের সেই যশঃকীর্তন (লীলা সংকীর্তন) ভব রোগের (জন্ম-মৃত্যুরূপ ক্লেশের) (অব্যর্থ) ঔষধি। লীলা সংকীর্তন শ্রবণকারী নরনারী সকলের সকল মনোরথ ত্রিশিরারি শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণ করবেন ॥ ৩০ (ক)॥

সোরঠা—কোটি কন্দর্প শোভার থেকেও অধিক শোভাযুক্ত নীলকমলশ্যাম অঙ্গ শ্রীরামচন্দ্রের নাম পাপপক্ষী বধ করবার জন্য ব্যাধস্বরূপ হয়ে থাকে। তাঁর লীলা সংকীর্তন সতত শ্রবণ করাতে পরম কল্যাণ নিহিত থাকে॥ ৩০ (খ)॥

মাসপারায়ণ, তেইশতম বিশ্রাম

ইতি শ্রীমদ্রামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে চতুর্থঃ সোপানঃ সমাপ্ত।

কলিযুগে সমস্ত পাপের বিনাশকারী শ্রীরামচরিতমানসের চতুর্থ সোপান সমাপ্ত হল।

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড সমাপ্ত)
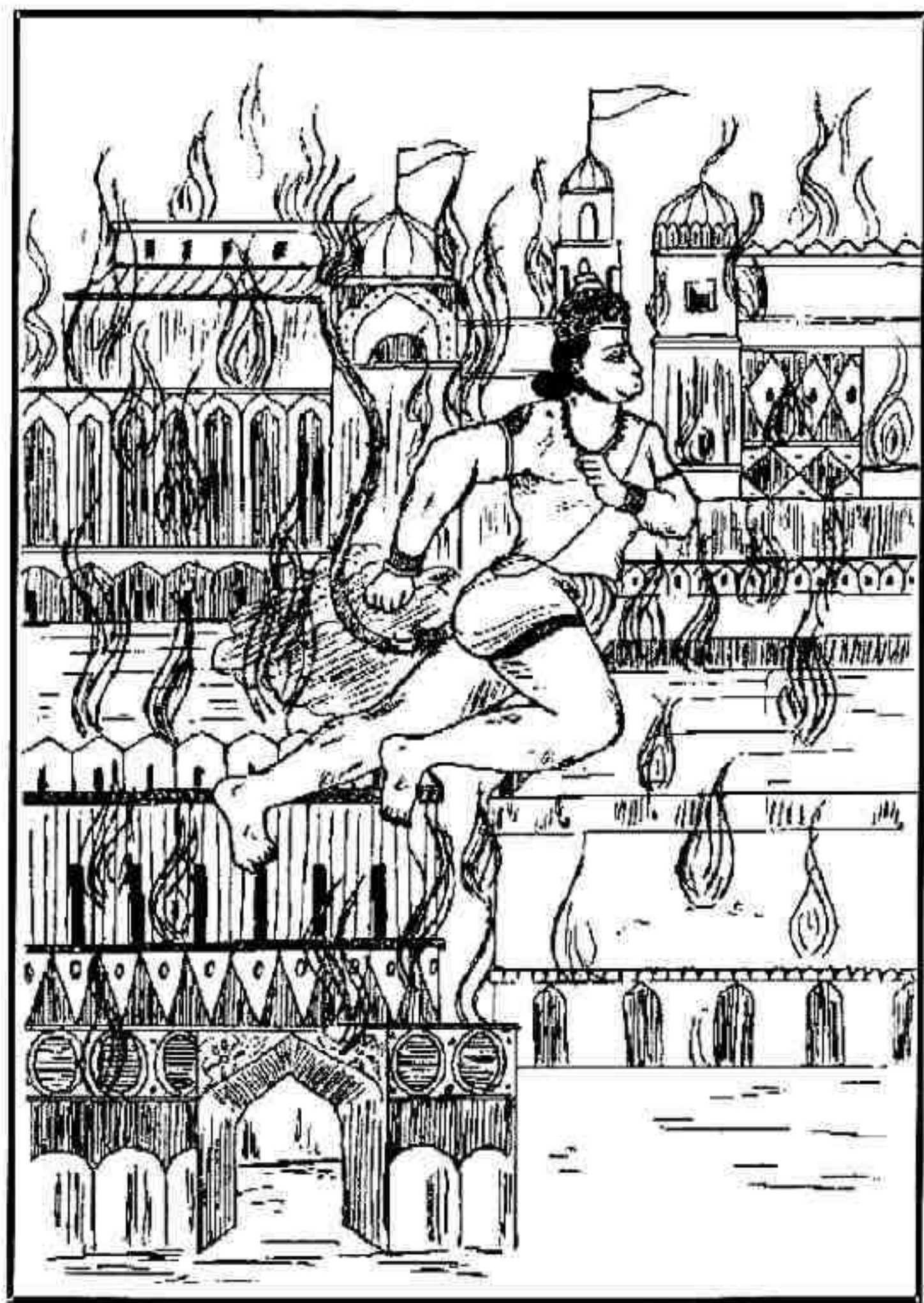
॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

শ্রীজানকীবল্লভো বিজয়তে

শ্রীরামচরিতমানস

পঞ্চম সোপান

সুন্দরকাণ্ড

শ্লোক (১—৩)

শান্তং শাশ্বতমপ্রমেয়মনঘং নির্বাণশান্তিপ্রদং
ব্রহ্মাশম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্।
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুষ্যং হরিং
বন্দেঽহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূড়ামণিম্॥
নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসং চ॥
অতুলিতবলধামং হেমশৈলাভদেহং দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং রঘুপতিপ্রিয়ভক্তং বাতজাতং নমামি॥

শ্লোক—শান্তস্বভাব, সনাতন, অপ্রমেয় (সর্বপ্রমাণাতীত), নিষ্পাপ, মোক্ষরূপ পরম শান্তিদাতা, ব্রহ্মা, শম্ভু ও অনন্তনাগ দ্বারা অহর্নিশ সেব্যমান, বেদান্তবেদ্য, সর্বব্যাপী, রামনামধারী, জগদীশ্বর, সুরগুরু, মায়াতে নররূপধারী, করুণাকর এবং নৃপতিগণের অগ্রগণ্য রঘুবীর শ্রীহরিকে আমি বন্দনা করি॥ ১ ॥ হে রঘুপতি ! আমি সত্য বলছি আর আপনিও যা সকলের অন্তরাত্মারূপে জানেন যে আমার হৃদয়ে অন্য কোনও বাসনা নেই। হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ ! আমাকে কেবল আপনার প্রতি একান্ত নির্ভরশীল ভক্তি প্রদান করুন এবং আমার মনকে কামাদি দোষ বিরহিত করুন॥ ২ ॥ যাঁর শক্তি অতুলনীয়, দেহকান্তি সুবর্ণপর্বত (সুমেরু) সম উজ্জ্বল, যিনি রাক্ষসরূপ অরণ্যের (বিধ্বংসী) অগ্নিস্বরূপ, যিনি জ্ঞানীদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং সর্বগুণের আকর, যিনি বানরদের অধিপতি ও শ্রীরঘুপতির প্রিয় ভক্ত (ও শ্রেষ্ঠ দূত), সেই পবননন্দন শ্রীহনুমানকে নমস্কার করি॥ ৩ ॥

চৌপাই (১—৫)

জামবন্ত কে বচন সুহাএ। সুনি হনুমন্ত হৃদয় অতি ভাএ।।
তব লগি মোহি পরিখেহু তুম্হ ভাঈ। সহি দুখ কন্দ মূল ফল খাই।।

জব লগি আবৌঁ সীতহি দেখী। হোইহি কাজু মোহি হরষ বিসেষী।।
যহ কহি নাই সবন্হি কহুঁ মাথা। চলেউ হরষি হিয়ঁ ধরি রঘুনাথা।।

সিন্ধু তীর এক ভূধর সুন্দর। কৌতুক কুদি চঢ়েউ তা উপর।।
বার বার রঘুবীর সঁভারী। তরকেউ পবনতনয় বল ভারী।।

জেহিঁ গিরি চরন দেই হনুমন্তা। চলেউ সো গা পাতাল তুরন্তা।।
জিমি অমোঘ রঘুপতি কর বানা। এহী ভাঁতি চলেউ হনুমানা।।

জলনিধি রঘুপতি দূত বিচারী। তৈঁ মৈনাক হোহি শ্রমহারী।।

দোহা (১)

হনুমান তেহি পরসা কর পুনি কীন্হ প্রনাম।
রাম কাজু কীন্হেঁ বিনু মোহি কহাঁ বিশ্রাম।।

চৌপাই (১—৩)

জাত পবনসুত দেবন্হ দেখা। জানৈ কহুঁ বল বুদ্ধি বিসেষা।।
সুরসা নাম অহিন্হ কৈ মাতা। পঠইন্হি আই কহী তেহিঁ বাতা।।

আজু সুরন্হ মোহি দীন্হ অহারা। সুনত বচন কহ পবনকুমারা।।
রাম কাজু করি ফিরি মৈঁ আবৌঁ। সীতা কই সুধি প্রভুহি সুনাবৌঁ।।

তব তব বচন পৈঠিহউঁ আঈ। সত্য কহউঁ মোহি জান দে মাঈ।।
কবনেহুঁ জতন দেই নহিঁ জানা। গ্রসসি ন মোহি কহেউ হনুমানা।।

চৌপাই—জাম্ববানের সুমধুর কথা শ্রবণ করে শ্রীহনুমানের হৃদয় আনন্দে ভরে গেল। (তিনি বললেন) ভাই সকল ! যতদিন পর্যন্ত সীতাদেবীর সন্ধান নিয়ে আমি ফিরে না আসি ততদিন দুঃখ সহ্য করে এবং কন্দ ও ফলমূল ভক্ষণ করে (ধৈর্য ধারণ করে) আমার প্রত্যাগমনের জন্য প্রতীক্ষা কোরো। কার্যসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী কারণ আমার মন প্রফুল্ল হয়ে আছে। এইরূপ বলে শ্রীহনুমান সকলকে প্রণাম করে ও শ্রীরঘুনাথকে অন্তরে ধারণ করে প্রসন্নচিত্তে যাত্রা করলেন॥ ১-২ ॥ সমুদ্রের কূলে এক সুন্দর পর্বত ছিল। শ্রীহনুমান ক্রীড়াচ্ছলে (অনায়াসে) লাফিয়ে তার উপর উঠে গেলেন। তারপর মনে মনে শ্রীরঘুবীরকে বার বার স্মরণ করে মহাবলবান শ্রীহনুমান অতি প্রবল বেগে ঊর্ধ্ব গগনে লাফিয়ে উঠে গেলেন॥ ৩ ॥ শ্রীহনুমানের পদভারে পদতলের পর্বতাংশ তৎক্ষণাৎ পাতালগামী হল। শ্রীহনুমান তখন শ্রীরঘুনাথের নিক্ষিপ্ত শরসম অমোঘ (প্রবল) বেগে এগিয়ে যেতে লাগলেন॥ ৪ ॥ সমুদ্র শ্রীহনুমানকে শ্রীরঘুপতির দূত মনে করে বলল—হে মৈনাক পর্বত ! তুমি এঁর (শ্রীহনুমানের) ক্লান্তি হরণ করবার জন্য তৎপর হও (অর্থাৎ এঁকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দান করো)॥ ৫ ॥

দোহা—শ্রীহনুমান করস্পর্শ দান করে মৈনাক পর্বতকে প্রণাম করে বললেন—আরে ভাই ! শ্রীরামচন্দ্রের কার্য সম্পাদন না করে আমার বিশ্রাম নেওয়া যে সম্ভব হবে না॥ ১ ॥

চৌপাই—দেবতাগণ পবননন্দন শ্রীহনুমানকে আকাশ পথে গমন করতে প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁরা শ্রীহনুমানের শক্তি ও বুদ্ধি পরীক্ষা করতে চাইলেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা সুরসা নামক নাগমাতাকে প্রেরণ করলেন। সুরসা এসে শ্রীহনুমানকে বলল—আজ দেখছি দেবতারা আমার আহার্য বস্তু প্রেরণ করেছেন। নাগমাতার কথা শুনে শ্রীহনুমান বললেন—আগে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কার্য সম্পাদন করে এসে তাঁকে সীতাদেবীর সংবাদ দিই॥ ১-২ ॥ তারপর ফিরে এসে আমি (না হয়) তোমার মুখের মধ্যে নিজেই ঢুকে যাব (আর তুমি তখন আমাকে খেয়ে ফেলো)। মা আমার ! আমি কথা দিলাম, এখন তুমি আমাকে যেতে দাও। যখন কোনও মতেই সুরসা শ্রীহনুমানকে ছাড়তে রাজি হল না তখন শ্রীহনুমান বললেন—তাহলে এখনই তুমি আমাকে গ্রাস করে ফেল॥ ৩ ॥

চৌপাই (৪—৬)

জোজন ভরি তেহিঁ বদনু পসারা। কপি তনু কীন্হ দুগুন বিস্তারা।।
সোরহ জোজন মুখ তেহিঁ ঠয়উ। তুরত পবনসুত বত্তিস ভয়উ।।

জস জস সুরসা বদনু বঢ়াবা। তাসু দূন কপি রূপ দেখাবা।।
সত জোজন তেহিঁ আনন কীন্হা। অতি লঘু রূপ পবনসুত লীন্হা।।

বদন পইঠি পুনি বাহের আবা। মাগা বিদা তাহি সিরু নাবা।।
মোহি সুরন্হ জেহি লাগি পঠাবা। বুধি বল মরমু তোর মৈঁ পাবা।।

দোহা (২)

রাম কাজু সবু করিহহু তুম্হ বল বুদ্ধি নিধান।
আসিষ দেই গঈ সো হরষি চলেউ হনুমান।।

চৌপাই (১—৫)

নিসিচরি এক সিন্ধু মহুঁ রহঈ। করি মায়া নভু কে খগ গহঈ।।
জীব জন্তু জে গগন উড়াহীঁ। জল বিলোকি তিন্হ কৈ পরিছাহীঁ।।

গহই ছাহঁ সক সো ন উড়াঈ। এহি বিধি সদা গগনচর খাঈ।।
সোই ছল হনূমান কহঁ কীন্হা। তাসু কপটু কপি তুরতহিঁ চীন্হা।।

তাহি মারি মারি মারুতসুত বীরা। বারিধি পার গয়উ মতিধীরা।।
তহাঁ জাই দেখী বন সোভা। গুঞ্জত চঞ্চরীক মধু লোভা।।

নানা তরু ফল ফুল সুহাএ। খগ মৃগ বৃন্দ দেখি মন ভাএ।।
সৈল বিসাল দেখি এক আগেঁ। তা পর ধাই চঢ়েউ ভয় ত্যাগেঁ।।

উমা ন কছু কপি কৈ অধিকাঈ। প্রভু প্রতাপ জো কালহি খাঈ।।
গিরি পর চঢ়ি লঙ্কা তেহিঁ দেখী। কহি ন জাই অতি দুর্গ বিসেষী।।

চৌপাই—এইবার সুরসা (শ্রীহনুমানকে গিলে ফেলবার জন্য) এক যোজন লম্বা হাঁ করল। তখন শ্রীহনুমান নিজ দেহকে দ্বিগুণ বড় করে ফেললেন। সুরসা তখন ষোল যোজন লম্বা হাঁ করল। শ্রীহনুমান তৎক্ষণাৎ তাঁর দেহকে বত্রিশ যোজন করে ফেললেন॥ ৪ ॥ সুরসা হাঁ বাড়াতে লাগল আর শ্রীহনুমানও পাল্লা দিয়ে দ্বিগুণ বড় হয়ে যেতে লাগলেন। (এইবার) সুরসা শত যোজন লম্বা হাঁ করল। তখন শ্রীহনুমান অতি ক্ষুদ্ররূপ ধারণ করলেন॥ ৫ ॥ শ্রীহনুমান (সেই ক্ষুদ্র দেহে) সুরসার মুখের ভিতর প্রবেশ করেই বাইরে বেরিয়ে এলেন আর নতমস্তকে তার কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন। (তখন সুরসা বলল—) যে শক্তি ও বুদ্ধির মূল্যায়ন করবার জন্য দেবতারা আমাকে প্রেরণ করেছেন তার পরিচয় আমি তো পেয়েই গিয়েছি॥ ৬ ॥

দোহা—তুমি অমিত শক্তি ও বুদ্ধিসম্পন্ন তাই শ্রীরামচন্দ্রের সর্বকার্য সমাধা করতে সমর্থ হবে। সুরসা এইরূপ আশীর্বচন প্রদান করে চলে গেল আর শ্রীহনুমান পরমানন্দে এগিয়ে চললেন॥ ২ ॥

চৌপাই—সমুদ্রে এক রাক্ষসী বাস করত। সে মায়া বিস্তার করে আকাশে বিচরণকারী জীবজন্তুদের শিকার করত। আকাশ পথে গমনকালে সমুদ্রে জীবজন্তুর ছায়া পড়লে রাক্ষসী তা ধরে ফেলত (যার ফলে জীবজন্তুরা সমুদ্রে পড়ে যেত)। তখন রাক্ষসী তাদের বধ করে ভক্ষণ করত। তার মায়া শ্রীহনুমানকেও রেহাই দিল না কিন্তু শ্রীহনুমান তার শিকার পদ্ধতি ধরে ফেলে নিজেকে রক্ষা করলেন॥ ১-২ ॥ ধীরস্থির বুদ্ধিমান পবননন্দন বীর শ্রীহনুমানের হাতে রাক্ষসীর প্রাণ গেল। অনতিবিলম্বে শ্রীহনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করে লঙ্কার বেলাভূমিতে নামলেন। সেই স্থান সুন্দর গাছপালায় সমৃদ্ধ ছিল আর ভ্রমরকুলের মধুর গুঞ্জরণ শোনা যাচ্ছিল॥ ৩ ॥ বৃক্ষরাজিতে ফুল ও ফলের অনুপম সৌন্দর্য শ্রীহনুমানকে মুগ্ধ করল। পশুপক্ষীর উপস্থিতি তাঁকে অতিশয় প্রসন্ন করল। সম্মুখেই এক বিশাল পর্বত দেখে শ্রীহনুমান সাহস করে ছুটে তার উপরে উঠে পড়লেন॥ ৪ ॥ (মহাদেব বললেন—) হে উমা ! এতে বানর হনুমানের যে বিশেষ কৃতিত্ব আছে তা মনে কোরো না। সবই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা ও প্রতাপ, যা কালকেও গ্রাস করতে সক্ষম। পর্বতের উপর আরোহণ করে সম্পূর্ণ লঙ্কানগর শ্রীহনুমানের দৃষ্টিপথে স্পষ্ট হয়ে গেল। লঙ্কা এক বিশাল সুরক্ষিত দুর্গসম লাগছিল যা বর্ণনা করা একরূপ দুঃসাধ্য ছিল॥ ৫ ॥

চৌপাই (৬)

অতি উতঙ্গ জলনিধি চহু পাসা। কনক কোট কর পরম প্রকাসা॥

ছন্দ (১—৩)

কনক কোট বিচিত্র মনি কৃত সুন্দরায়তনা ঘনা।
চউহট্ট হট্ট সুবট্ট বীথীঁ চারু পুর বহু বিধি বনা॥
গজ বাজি খচ্চর নিকর পদচর রথ বরূথন্হি কো গনৈ।
বহুরূপ নিসিচর জূথ অতিবল সেন বরনত নহিঁ বনৈ॥
বন বাগ উপবন বাটিকা সর কূপ বাপীঁ সোহহীঁ।
নর নাগ সুর গন্ধর্ব কন্যা রূপ মুনি মন মোহহীঁ॥
কহুঁ মাল দেহ বিসাল সৈল সমান অতিবল গর্জহীঁ।
নানা অখারেন্হ ভিরহিঁ বহুবিধি এক একন্হ তর্জহীঁ॥
করি জতন ভট কোটিন্হ বিকট তন নগর চহুঁ দিসি রচ্ছহীঁ।
কহুঁ মহিষ মানুষ ধেনু খর অজ খল নিসাচর ভচ্ছহীঁ॥
এহি লাগি তুলসীদাস ইন্হ কী কথা কছু এক হৈ কহী।
রঘুবীর সর তীরথ সরীরন্হি ত্যাগি গতি পৈহহিঁ সহী॥

দোহা (৩)

পুর রখবারে দেখি বহু কপি মন কীন্হ বিচার।
অতি লঘু রূপ ধরৌঁ নিসি নগর করৌঁ পইসার॥

চৌপাই (১—২)

মসক সমান রূপ কপি ধরী। লঙ্কহি চলেউ সুমিরি নরহরী॥
নাম লঙ্কিনী এক নিসিচরী। সো কহ চলেসি মোহি নিন্দরী॥
জানেহি নহীঁ মরমু সঠ মোরা। মোর অহার জহাঁ লগি চোরা॥
মুঠিকা এক মহা কপি হনী। রুধির বমত ধরনীঁ ঢনমনী॥

চৌপাই—সমুদ্র ও প্রাচীর পরিবেষ্টিত লঙ্কা অতি উচ্চ প্রাচীরেরও সুবর্ণমণ্ডিত হওয়ায় এক বিশেষ সৌন্দর্য ছিল॥ ৬ ॥

ছন্দ—বিভিন্ন বর্ণের মণিমাণিক্যখচিত সুবর্ণমণ্ডিত প্রাচীরের অভ্যন্তরে সারি সারি বাসগৃহাদি দেখা যাচ্ছিল। রাজপথ, গলিপথ, চৌমোহনা ও পণ্যবীথিকা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ছিল। নগর দেখে মনে হচ্ছিল যে তা অতীব সুন্দর, সুসজ্জিত ও সুপরিকল্পিত। নগরে অসংখ্য গজ, অশ্ব, অশ্বতর, পদাতিক ও রথের সমাবেশ ছিল। বসবাসকারী রাক্ষসগণ অদ্ভুত দর্শন ছিল। সৈন্যদলকে পরম শক্তিশালী বলেই মনে হচ্ছিল যার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়॥ ১ ॥ স্থানে স্থানে বন, উদ্যান, উপবন, সরোবর, কূপ ও পুষ্করিণীর অনুপম সৌন্দর্য ছিল। মানব, নাগ, দেব ও গন্ধর্ব-কন্যাদের রূপ ছিল মুনিমন মোহিতকারী। বহু মল্লভূমিতে পর্বতসম বিশাল দেহ মল্লদের তর্জনগর্জন সহকারে মল্লযুদ্ধরত দেখা যাচ্ছিল॥ ২ ॥ নগর রক্ষণাবেক্ষণে কোটি কোটি যোদ্ধা নিযুক্ত ছিল ; তারা (অতিশয় সতর্কতা সহকারে) নগরের চতুর্দিকের নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। কোথাও বা দুষ্ট রাক্ষসদের মহিষ, মানুষ, ধেনু, খর, অজ ভক্ষণ করতে দেখা গেল। তুলসীদাস এদের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন কারণ এরা সকলেই তো শ্রীরামচন্দ্রের শররূপ তীর্থে মৃত্যুবরণ করে অবশ্যই পরমগতি লাভ করবে॥ ৩॥

দোহা—নগর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত অসংখ্য যোদ্ধাদের কথা বিবেচনা করে শ্রীহনুমান স্থির করলেন যে ক্ষুদ্রদেহ ধারণ করে রাত্রির অন্ধকারে নগরে প্রবেশ করাই শ্রেয় হবে॥ ৩ ॥

চৌপাই—(অতএব) শ্রীহনুমান মশকসম ক্ষুদ্রদেহ ধারণ করলেন আর নররূপে লীলাকারী শ্রীহরিকে (অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রকে) স্মরণ করে লঙ্কা প্রবেশে অগ্রসর হলেন। (লঙ্কার প্রবেশদ্বারে) লঙ্কিনী নামক রাক্ষসীর দৃষ্টি এড়ানো গেল না। সে বলে উঠল—আমাকে অগ্রাহ্য করে (অনাদর করে) কোথায় চললে ? ॥ ১ ॥ ওরে মূর্খ ! তুই আমার মর্ম (আসল পরিচয়) জানিস না। যেখানে যত চোর বর্তমান তারা সকলেই আমার আহার্যরূপে চিহ্নিত। মহাকপি শ্রীহনুমান তাকে এমন এক মুষ্ট্যাঘাত করলেন যে সে রক্তবমন করতে করতে ভূমিশয্যা নিল॥ ২ ॥

চৌপাই (৩—৪)

পুনি সম্ভারী উঠী সো লঙ্কা। জোরি পানি কর বিনয় সসঙ্কা॥
জব রাবনহি ব্রহ্ম বর দীন্‌হা। চলত বিরঞ্চি কহা মোহি চীন্‌হা॥

বিকল হোসি তৈঁ কপি কে মারে। তব জানেসু নিসিচর সঙ্ঘারে॥
তাত মোর অতি পুন্য বহূতা। দেখেউঁ নয়ন রাম কর দূতা॥

দোহা (৪)

তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখ ধরিঅ তুলা এক অঙ্গ।
তূল ন তাহি সকল মিলি জো সুখ লব সতসঙ্গ॥

চৌপাই (১—৪)

প্রবিসি নগর কীজে সব কাজা। হৃদয়ঁ রাখি কোসলপুর রাজা॥
গরল সুধা রিপু করহিঁ মিতাঈ। গোপদ সিন্ধু অনল সিতলাঈ॥

গরুড় সুমেরু রেনু সম তাহী। রাম কৃপা করি চিতবা জাহী॥
অতি লঘু রূপ ধরেউ হনুমানা। পৈঠা নগর সুমিরি ভগবানা॥

মন্দির মন্দির প্রতি করি সোধা। দেখে জহঁ তহঁ অগনিত জোধা॥
গয়উ দসানন মন্দির মাহীঁ। অতি বিচিত্র কহি জাত সো নাহীঁ॥

সয়ন কিএঁ দেখা কপি তেহী। মন্দির মহুঁ ন দীখি বৈদেহী॥
ভবন এক পুনি দীখ সুহাবা। হরি মন্দির তহঁ ভিন্ন বনাবা॥

দোহা (৫)

রামাযুধ অঙ্কিত গৃহ শোভা বরনি ন জাই।
নব তুলসিকা বৃন্দ তহঁ দেখি হরষ কপিরাই॥

চৌপাই—সেই লঙ্কিনী রাক্ষসী অতঃপর নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল আর ভয়ে ভয়ে হাত জোড় করে নিবেদন করল। (সে বলল—) রাবণকে বরদান করে গমন কালে ভগবান ব্রহ্মা রাক্ষসকুলের বিনাশের লক্ষণ আমাকে বলে গিয়েছিলেন॥ ৩ ॥ (তিনি বলেছিলেন—) তুই যখন বানরের প্রহারে কাহিল হয়ে পড়বি তখন জানবি রাক্ষসদের সংহারকাল সমাসন্ন। হে তাত ! আমি পুণ্যবতী কারণ আজ আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত (আপনাকে) স্বচক্ষে দর্শন করলাম॥ ৪ ॥

দোহা—হে তাত ! ক্ষণিক সাধুসঙ্গ লব্ধ সুখ স্বর্গ ও মোক্ষ লাভের সুখ থেকেও বেশি হয়ে থাকে অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লার একদিকে ক্ষণিক সাধুসঙ্গ লব্ধ সুখ ও অপরদিকে স্বর্গ ও মোক্ষলাভের সুখ একত্রে রাখলেও তা তার সমকক্ষ হতে পারে না॥ ৪ ॥

চৌপাই—অযোধ্যাপুরীর রাজা শ্রীরঘুনাথকে স্মরণে রেখে নগরে প্রবেশ করে সর্বকার্য সম্পাদন করুন। তাঁর কৃপায় হলাহল সুধা হয়, শত্রু মিত্র হয়, সমুদ্র গোষ্পদসম ক্ষুদ্র হয়ে যায় আর অনল শীতলতার অনুভূতি প্রদান করে॥ ১ ॥ এবং হে শ্রীগরুড় ! তাঁর কৃপা দৃষ্টিতে সুমেরু পর্বতসম বাধা রজ সম তুচ্ছ হয়ে যায়। তখন শ্রীহনুমান অতিশয় ক্ষুদ্ররূপ ধারণ করে আর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে নগরে প্রবেশ করলেন॥ ২ ॥ তিনি একে একে সকল গৃহে সীতাদেবীকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। স্থানে স্থানে অসংখ্য বীর যোদ্ধাদের তিনি দেখলেন। অতঃপর তিনি রাবণের মহলে গেলেন। বিচিত্র মহলের বর্ণনা করা সম্ভব নয়॥ ৩ ॥ শ্রীহনুমান তাকে (রাবণকে) শয্যায় শায়িত অবস্থায় দেখলেন ; কিন্তু মহলে তন্নতন্ন করে খুঁজেও তিনি সীতাদেবীকে দেখতে পেলেন না। অতঃপর তাঁর দৃষ্টি এক সুন্দর মহলের উপর পড়ল। সেখানে শ্রীভগবানের একটি পৃথক মন্দির ছিল॥ ৪ ॥

দোহা—সেই মহলে শ্রীরামচন্দ্রের আয়ুধ (ধনুর্বাণ) চিহ্নও অঙ্কিত ছিল। সেই মহলের অনুপম শোভা বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়। মহলে নবীন তুলসীকাননের উপস্থিতি কপিরাজ শ্রীহনুমানকে হর্ষোৎফুল্ল করে তুলল॥ ৫ ॥

চৌপাই (১—৪)

লঙ্কা নিসিচর নিকর নিবাসা। ইহাঁ কহাঁ সজ্জন কর বাসা॥
মন মহুঁ তরক করৈঁ কপি লাগা। তেহীঁ সময় বিভীষনু জাগা॥

রাম রাম তেহিঁ সুমিরন কীন্‌হা। হৃদয়ঁ হরষ কপি সজ্জন চীন্‌হা॥
এহি সন হঠি করিহউঁ পহিচানী। সাধু তে হোই ন কারজ হানী॥

বিপ্র রূপ ধরি বচন সুনাএ। সুনত বিভীষন উঠি তহঁ আএ॥
করি প্রনাম পূঁছী কুসলাঈ। বিপ্র কহহু নিজ কথা বুঝাঈ॥

কী তুম্‌হ হরি দাসন্‌হ মহঁ কোঈ। মোরেঁ হৃদয় প্রীতি অতি হোঈ॥
কী তুম্‌হ রামু দীন অনুরাগী। আয়হু মোহি করন বড়ভাগী॥

দোহা (৬)

তব হনুমন্ত কহী সব রাম কথা নিজ নাম।
সুনত জুগল তন পুলক মন মগন সুমিরি গুন গ্রাম॥

চৌপাই (১—৩)

সুনহু পবনসুত রহনি হমারী। জিমি দসনন্‌হি মহুঁ জীভ বিচারী॥
তাত কবহুঁ মোহি জানি অনাথা। করিহহিঁ কৃপা ভানুকুল নাথা॥

তামস তনু কছু সাধন নাহীঁ। প্রীতি ন পদ সরোজ মন মাহীঁ॥
অব মোহি ভা ভরোস হনুমন্তা। বিনু হরিকৃপা মিলহিঁ নহিঁ সন্তা॥

জৌঁ রঘুবীর অনুগ্রহ কীন্‌হা। তৌ তুম্‌হ মোহি দরসু হঠি দীন্‌হা॥
সুনহু বিভীষন প্রভু কৈ রীতী। করহিঁ সদা সেবক পর প্রীতী॥

চৌপাই—লঙ্কা তো রাক্ষসদের নিবাসভূমি ! তাহলে এখানে সাধু সজ্জনদের অবস্থান কেমন করে সম্ভব ? শ্রীহনুমানের মনে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠেছিল। এমন সময়ে শ্রীবিভীষণ জেগে উঠলেন॥ ১ ॥ তিনি জেগে উঠেই 'রাম রাম' বললেন। রাম নাম উচ্চারণ করায় শ্রীহনুমান তাঁকে প্রকৃত ভক্তরূপে জানতে পেরে আনন্দিত হলেন। (তিনি ভাবলেন—) এঁর সঙ্গে যেচে আলাপ করলে লাভ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ প্রকৃত ভক্ত শুভকার্যে বাধা দেবে না (আর সাহায্যও করতে পারে)॥ ২ ॥ (এইবার) শ্রীহনুমান ব্রাহ্মণরূপ ধরলেন আর তাঁকে ডাকলেন। সম্ভাষণ শ্রবণ করেই শ্রীবিভীষণ শয্যা থেকে নেমে শ্রীহনুমানের কাছে উপস্থিত হলেন। প্রণাম নিবেদন ও কুশল বিনিময় হল। (শ্রীবিভীষণ প্রশ্ন করলেন—) হে ব্রাহ্মণদেবতা ! আপনার আগমনের হেতু আমি জানতে ইচ্ছুক॥ ৩ ॥ আপনি কি শ্রীহরির ভক্ত ? আপনাকে দেখে যে আমার চিত্তে প্রেমের প্রবাহ অনুভব করছি। অথবা আপনি কি স্বয়ং প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ? দীননাথ কি কৃপা করে (ঘরে বসে দর্শন দানের) আমাকে সৌভাগ্যের অধিকারী করতে এসেছেন ? ৪ ॥

দোহা—(প্রকৃত ভক্ত রূপে জানতে পেরে) তখন শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রের বৃত্তান্ত সবিস্তারে শ্রীবিভীষণকে বললেন আর নিজের পরিচয়ও দিলেন। ভক্তদ্বয় অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভব করে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা স্মরণ করলেন আর (প্রেমানন্দে) মগ্ন হয়ে গেলেন॥ ৬ ॥

চৌপাই—(শ্রীবিভীষণ বললেন—) হে পবননন্দন ! আমার অবস্থা দন্তপঙ্‌ক্তি যুগলের মধ্যে জিহ্বাসম করুণ। হে তাত ! বলো। আমাকে অনাথ জেনে সূর্যকুলপতি শ্রীরামচন্দ্র কি আমার উপর কৃপা করবেন ? ১ ॥ আমার এই তামসিক রাক্ষস দেহে যে সাধনভজন হয় না। আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে সেই প্রবল প্রেমপ্রীতিও তো আমার নেই। তবে আমি বিশ্বাস করি যে আমার উপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষ কৃপা অবশ্যই আছে কারণ তাঁর কৃপা ছাড়া সাধুসঙ্গ লাভও যে হয় না ! ২ ॥ শ্রীহরির (শ্রীরঘুবীরের) কৃপায় (আজ) আমার স্বতঃই সাধুসঙ্গ লাভ হয়েছে। (শ্রীহনুমান বললেন—) হে শ্রীবিভীষণ ! শুনুন। আমার শ্রীপ্রভুর মহিমা এমনই। সেবকের উপর তাঁর অবিরাম প্রেমপ্রীতি থাকে॥ ৩ ॥

চৌপাই (৪)

কহহু কবন মৈঁ পরম কুলীনা। কপি চঞ্চল সবহীঁ বিধি হীনা॥
প্রাত লেই জো নাম হমারা। তেহি দিন তাহি ন মিলৈ অহারা॥

দোহা (৭)

অস মৈঁ অধম সখা সুনু মোহূ পর রঘুবীর।
কীন্হী কৃপা সুমিরি গুন ভরে বিলোচন নীর॥

চৌপাই (১—৪)

জানতহূঁ অস স্বামি বিসারী। ফিরহিঁ তে কাহে ন হোহিঁ দুখারী॥
এহি বিধি কহত রাম গুন গ্রামা। পাবা অনির্বাচ্য বিশ্রামা॥

পুনি সব কথা বিভীষন কহী। জেহি বিধি জনকসুতা তহঁ রহী॥
তব হনুমন্ত কহা সুনু ভ্রাতা। দেখী চহউঁ জানকী মাতা॥

জুগুতি বিভীষন সকল সুনাঈ। চলেউ পবনসুত বিদা করাঈ॥
করি সোই রূপ গয়উ পুনি তহবাঁ। বন অসোক সীতা রহ জহবাঁ॥

দেখি মনহি মহুঁ কীন্হ প্রনামা। বৈঠেহিঁ বীতি জাত নিসি জামা॥
কৃস তনু সীস জটা এক বেনী। জপতি হৃদয়ঁ রঘুপতি গুন শ্রেনী॥

দোহা (৮)

নিজ পদ নয়ন দিএঁ মন রাম পদ কমল লীন।
পরম দুখী ভা পবনসুত দেখি জানকী দীন॥

চৌপাই (১)

তরু পল্লব মহুঁ রহা লুকাঈ। করই বিচার করৌঁ কা ভাঈ॥
তেহি অবসর রাবনু তহঁ আবা। সঙ্গ নারি বহু কিএঁ বনাবা॥

চৌপাই—আরে ! আমার কথাই ধরুণ। আমিই বা কোন পরম কুলীন ! আমি তো এক চঞ্চলচিত্ত বানর ছাড়া আর কিছু নই। (কথায় বলে) সকালে আমাদের নাম নিলে সারাদিন আহার জোটে না॥ ৪ ॥

দোহা—হে সখা ! শুনুন। আমি এমনই এক অধম। তুবও তো প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আমায় কৃপা করেছেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা ও কৃপা স্মরণ করে শ্রীহনুমানের নয়নযুগল সিক্ত হয়ে উঠল॥ ৭ ॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা জেনেও যে তাঁর কথা ভুলে (কামনা বাসনায় আসক্তিতে) ঘুরে মরে তার জীবনে দুঃখ আসবে না তো কার আসবে ? এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তন করতে করতে তিনি অনির্বচনীয় (পরম) শান্তি অনুভব করলেন॥ ১ ॥ অতঃপর শ্রীবিভীষণ সবিস্তারে সীতাদেবীর সেইখানে (লঙ্কায়) অবস্থানের করুণ কাহিনী বললেন। তখন শ্রীহনুমান বললেন—হে ভাই ! শুনুন। আমার যে জনক-নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন॥ ২ ॥ শ্রীবিভীষণ শ্রীহনুমানকে (মাতৃদর্শন লাভের) উপায় বলে দিলেন। তখন পবননন্দন তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে চললেন। অতঃপর আবার তিনি (মশক সম পূর্ববৎ) রূপ ধারণ করে অশোকবনে (বনের যে অংশে সীতাদেবী অবস্থান করছিলেন) গেলেন॥ ৩ ॥ সীতাদেবীর দর্শন লাভ করে শ্রীহনুমান তাঁকে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করলেন। বসে থেকেই তাঁর রাত্রির চার প্রহর কাটে। তাঁর দেহ কৃশ হয়ে গিয়েছিল, মস্তকে ছিল রুক্ষ কেশরাশির বেণী যা জটার আকার ধারণ করে ছিল। তিনি হৃদয়ে প্রতিনিয়ত শ্রীরঘুপতির মহিমা কীর্তন ও তাঁর নাম জপ করে যাচ্ছিলেন॥ ৪ ॥

দোহা—তাঁর দৃষ্টি নিজ চরণে নিবিষ্ট। অধোবদনে সীতাদেবীর মন শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে লীন হয়ে ছিল। জানকী মাতাকে দীন-দুঃখী দেখে পবনন্দন শ্রীহনুমান অতিশয় বিষণ্ণচিত্ত হয়ে গেলেন॥ ৮ ॥

চৌপাই—বৃক্ষের লতা পাতার অন্তরালে শ্রীহনুমান বসে বসে ভাবতে লাগলেন তিনি কীভাবে এগোবেন ! হঠাৎ বহু নারী সঙ্গে নিয়ে সেইখানে সুসজ্জিত রাবণের প্রবেশ ঘটল॥ ১ ॥

চৌপাই (২—৫)

বহু বিধি খল সীতহি সমুঝাবা। সাম দান ভয় ভেদ দেখাবা॥
কহ রাবনু সুনু সুমুখি সয়ানী। মন্দোদরী আদি সব রানী॥

তব অনুচরীঁ করউঁ পন মোরা। এক বার বিলোকু মম ওরা॥
তৃন ধরি ওট কহতি বৈদেহী। সুমিরি অবধপতি পরম সনেহী॥

সুনু দসমুখ খদ্যোত প্রকাসা। কবহুঁ কি নলিনী করই বিকাসা॥
অস মন সমুঝু কহতি জানকী। খল সুধি নহিঁ রঘুবীর বান কী॥

সঠ সূনেঁ হরি আনেহি মোহী। অধম নিলজ্জ লাজ নহিঁ তোহী॥

দোহা (৯)

আপুহি সুনি খদ্যোত সম রামহি ভানু সমান।
পরুষ বচন সুনি কাঢ়ি অসি বোলা অতি খিসিআন॥

চৌপাই (১—৫)

সীতা তৈঁ মম কৃত অপমানা। কটিহউঁ তব সির কঠিন কৃপানা॥
নাহিঁ ত সপদি মানু মম বানী। সুমুখি হোতি ন ত জীবন হানী॥

স্যাম সরোজ দাম সম সুন্দর। প্রভু ভুজ করি কর সম দসকন্ধার॥
সো ভুজ কন্ঠ কি তব অসি ঘোরা। সুনু সঠ অস প্রবান পন মোরা॥

চন্দ্রহাস হরু মম পরিতাপং। রঘুপতি বিরহ অনল সঞ্জাতং॥
সীতল নিসিত বহসি বর ধারা। কহ সীতা হরু মম দুখ ভারা॥

সুনত বচন পুনি মারন ধাবা। ময়তনয়াঁ কহি নীতি বুঝাবা॥
কহেসি সকল নিসিচরিন্হ বোলাঈ। সীতহি বহু বিধি ত্রাসহু জাঈ॥

মাস দিবস মহুঁ কহা ন মানা। তৌ মৈঁ মারবি কাঢ়ি কৃপানা॥

চৌপাই—দুষ্ট রাবণ সীতাদেবীকে বহুভাবে প্রলোভিত করবার প্রয়াস করল। সাম, দান, ভয় ও ভেদ সকলই প্রয়োগ হতে দেখা গেল। অতঃপর রাবণ বলল—হে সুবদনী ! হে বুদ্ধিমতী ! শোনো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে মন্দোদরী আদি রানীসকলকে তোমার দাসী নিযুক্ত করে দেব। তুমি একবার আমার দিকে মুখ তুলে তাকাও ! পরম স্নেহময় কৌশলপতি শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে তৃণের আড়াল থেকে সীতাদেবী উত্তর দিলেন ॥ ২-৩ ॥ সীতাদেবী বললেন — ওরে দশানন ! জোনাকির আলোকে কখনও কি পদ্মফুল ফোটে ? এই কথা তোর সম্বন্ধেও খাটে। ওরে দুষ্ট ! শ্রীরঘুবীরের শরের ক্ষমতার কথা তোর জানা নেই ! ৪ ॥ ওরে পাপী ! তুই আমাকে একলা পেয়ে হরণ করে এনেছিস। ওরে অধম ! ওরে নির্লজ্জ ! তোর লজ্জা হয় না ? ৫ ॥

দোহা—নিজে জোনাকিসম আর শ্রীরামচন্দ্র সূর্যসম শুনে আর সীতাদেবীর রূঢ় বাক্যসকল শুনে রাবণ ভীষণ রেগে গেল আর সে তরবারি বার করে উত্তর দিল॥ ৯ ॥

চৌপাই—(রাবণ বলল—) সীতা ! তুই আমাকে অপমান করলি ? আমি এই ধারালো তরবারি দিয়ে তোকে শেষ করে ফেলব। ভালোয় ভালোয় রাজি হয়ে যা নাহলে হে সুবদনী ! তোর প্রাণ যাবে॥ ১ ॥ সীতাদেবী তখন উত্তর দিলেন—ওরে দশগ্রীব ! কুঞ্জরাস্য (সম সুপুষ্ট ও বিশাল) শ্যাম সরোজ মাল্য সম সুন্দর শ্রীপ্রভুর বাহুযুগল। সেই বাহু অথবা তোর তরবারি এর মধ্যে যে কোনও একটা আমার কণ্ঠ স্পর্শ করবে। এইরূপই আমার দৃঢ় প্রত্যয়॥ ২ ॥ সীতাদেবী বললেন—ওরে রজতশুভ্র (চন্দ্রহাস তরবারি) ! শ্রীরঘুনাথের বিরহাগ্নিতে আমি সন্তপ্ত, তুই তা শান্ত করে দে। ওরে তরবারি ! তোর ধার তো শীতল, তীব্র ও সকুশল। তুইই আমার (না হয়) দুঃখের ভার লাঘব করলি ! ॥ ৩ ॥ সীতাদেবীর কথা শুনে (রাবণ) মারবার জন্য ছুটে গেল। তখন ময়দানব তনয়া মন্দোদরী তাকে নীতি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিরস্ত করল। অতঃপর রাবণ রাক্ষসীদের ডেকে সীতাদেবীকে নানাভাবে ভয় দেখাবার আদেশ দিল॥ ৪ ॥ (রাবণ বলল—) একমাস সময় দিলাম আমার প্রস্তাবে সায় না দিলে একে তরবাবির কোপে শেষ করে দেব॥ ৫ ॥

দোহা (১০)

ভবন গয়উ দসকন্ধর ইহাঁ পিসাচিনি বৃন্দ।
সীতহি ত্রাস দেখাবহিঁ ধরহিঁ রূপ বহু মন্দ॥

চৌপাই (১—৪)

ত্রিজটা নাম রাচ্ছসী একা। রাম চরন রতি নিপুন বিবেকা॥
সবন্হৌ বোলি সুনাএসি সপনা। সীতহি সেই করহু হিত অপনা॥

সপনেঁ বানর লঙ্কা জারী। জাতুধান সেনা সব মারী॥
খর আরূঢ় নগন দসসীসা। মুণ্ডিত সির খণ্ডিত ভুজ বীসা॥

এহি বিধি সো দচ্ছিন দিসি জাঈ। লঙ্কা মনহুঁ বিভীষন পাঈ॥
নগর ফিরী রঘুবীর দোহাঈ। তব প্রভু সীতা বোলি পঠাঈ॥

যহ সপনা মৈঁ কহউঁ পুকারী। হোইহি সত্য গএঁ দিন চারী॥
তাসু বচন সুনি তে সব ডরীঁ। জনকসুতা কে চরনন্হি পরীঁ॥

দোহা (১১)

জহঁ তহঁ গঈঁ সকল তব সীতা কর মন সোচ।
মাস দিবস বীতেঁ মোহি মারিহি নিসিচর পোচ॥

চৌপাই (১—৩)

ত্রিজটা সন বোলীঁ কর জোরী। মাতু বিপতি সঙ্গিনি তৈঁ মোরী॥
তজৌঁ দেহ করু বেগি উপাঈ। দুসহ বিরহু অব নহিঁ সহি জাঈ॥

আনি কাঠ রচু চিতা বনাঈ। মাতু অনল পুনি দেহি লগাঈ॥
সত্য করহি মম প্রীতি সয়ানী। সুনৈ কো শ্রবন সূল সম বানী॥

সুনত বচন পদ গহি সমুঝাএসি। প্রভু প্রতাপ বল সুজসু সুনাএসি॥
নিসি ন অনল মিল সুনু সুকুমারী। অস কহি সো নিজ ভবন সিধারী॥

দোহা—(এমন বলে) রাবণ নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করল। এদিকে নানারকম বীভৎস রূপ ধারণ করে রাক্ষসীরা সীতাদেবীকে ভয় দেখাতে লাগল॥ ১০ ॥

চৌপাই—রাক্ষসীদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ত্রিজটা। তার শ্রীরামচন্দ্র চরণে বিশেষ প্রীতি ছিল আর সে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্নাও ছিল। রাক্ষসীদের ডেকে সে তার দেখা স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলে, বলল—সীতাদেবীর সেবাতেই (কিন্তু) আমাদের কল্যাণ নিহিত॥ ১ ॥ (ত্রিজটা বলল—) স্বপ্নে (দেখলাম) এক বানর লঙ্কাদহন করেছে। সমস্ত রাক্ষস সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। রাবণের মস্তক মুণ্ডিত আর তার বিংশ বাহু ছিন্ন। সে গর্দভের উপর বসে আছে॥ ২ ॥ তাকে (রাবণকে) দক্ষিণ দিকে (যমালয়ের দিকে) যেতে দেখলাম আর দেখলাম যেন বিভীষণ লঙ্কার রাজা হয়েছে। লঙ্কার আকাশবাতাস শ্রীরঘুবীরের জয়ধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর শ্রীপ্রভু (শ্রীরামচন্দ্র) সীতাদেবীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছেন॥ ৩ ॥ আমার স্থির বিশ্বাস যে এই স্বপ্ন অনতিকালের মধ্যেই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। তার স্বপ্নের কথা শুনে রাক্ষসীরা ভয় পেয়ে গেল। তখন তারা এসে সীতাদেবীর চরণে প্রণাম জানালো॥ ৪ ॥

দোহা—অতঃপর তারা অন্যত্র চলে গেল। সীতাদেবীর মনে এক চিন্তা যে একমাস পরেই রাক্ষসের হাতে তাঁর প্রাণ যাবে॥ ১১ ॥

চৌপাই—সীতাদেবী তখন ত্রিজটাকে হাতজোড় করে বললেন—মাতা আমার ! বিপদের দিনে তুই তো আমার একমাত্র অবলম্বন ! তাড়াতাড়ি চিতার ব্যবস্থা করে দে যাতে আমি তাতে দেহত্যাগ করে নিষ্কৃতি পাই। দুঃসহ বিরহ বেদনা যে আর সহ্য হয় না॥ ১ ॥ মা ! কাষ্ঠ আহরণ করে চিতা সজ্জিত করে অগ্নি দান কর। বুদ্ধিমতী তুই যে আমাকে বাস্তবিক ভালোবাসিস তা প্রমাণ করে দে। রাবণের কথা শূলসম বেদনাদায়ক—তা যেন আর শুনতে না হয়॥ ২ ॥ সীতাদেবীর কথা শুনে ত্রিজটা তাঁর চরণ ধারণ করে তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করল আর তাঁকে শ্রীপ্রভুর শৌর্যবীর্য ও প্রতিপত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিল। (সে বলল—) হে সুকুমারী ! শোন। এই রাত্রিকালে অগ্নি কোথায় পাব ? এইরূপ বলে সে নিজের বাড়ি চলে গেল॥ ৩ ॥

চৌপাই (৪—৬)

কহ সীতা বিধি ভা প্রতিকূলা। মিলিহি ন পাবক মিটিহি ন সূলা॥
দেখিঅত প্রগট গগন অঙ্গারা। অবনি ন আবত একউ তারা॥
পাবকময় সসি স্রবত ন আগী। মানহুঁ মোহি জানি হতভাগী॥
সুনহি বিনয় মম বিটপ অসোকা। সত্য নাম করু হরু মম সোকা॥
নূতন কিসলয় অনল সমানা। দেহি অগিনি জনি করহি নিদানা॥
দেখি পরম বিরহাকুল সীতা। সো ছন কপিহি কলপ সম বীতা॥

সোরঠা (১২)

কপি করি হৃদয়ঁ বিচার দীন্হি মুদ্রিকা ডারি তব।
জনু অসোক অঙ্গার দীন্হ হরষি উঠি কর গহেউ॥

চৌপাই (১—৫)

তব দেখী মুদ্রিকা মনোহর। রাম নাম অঙ্কিত অতি সুন্দর॥
চকিত চিতব মুদরী পহিচানী। হরষ বিষাদ হৃদয়ঁ অকুলানী॥
জীতি কো সকই অজয় রঘুরাঈ। মায়া তেঁ অসি রচি নহিঁ জাঈ॥
সীতা মন বিচার কর নানা। মধুর বচন বোলেউ হনুমানা॥
রামচন্দ্র গুন বরনৈঁ লাগা। সুনতহিঁ সীতা কর দুখ ভাগা॥
লাগীঁ সুনৈঁ শ্রবন মন লাঈ । আদিহু তেঁ সব কথা সুনাঈ॥
শ্রবনামৃত জেহিঁ কথা সুহাঈ। কহী সো প্রগট হোতি কিন ভাঈ।
তব হনুমন্ত নিকট চলি গয়উ। ফিরি বৈঠীঁ মন বিসময় ভয়উ॥
রাম দূত মৈঁ মাতু জানকী। সত্য সপথ করুনানিধান কী॥
যহ মুদ্রিকা মাতু মৈঁ আনী। দীন্হী রাম তুম্হ কহঁ সহিদানী॥

চৌপাই—সীতাদেবী (মনে মনে) ভাবতে লাগলেন—(কী করি ?) বিধি বাম। আগুনও পাওয়া যাবে না আর আমার ক্লেশও মিটবে না। আকাশে তো জ্বলন্ত অঙ্গার দেখা যাচ্ছে, একটাও (তারা) কি পৃথিবীতে এসে পড়তে নেই ! ॥ ৪ ॥ চন্দ্র তো গগনে অগ্নিময় লাগে কিন্তু সেও আমাকে হতভাগিনী মনে করে অগ্নিবর্ষণ করছে না। হে অশোকবৃক্ষ ! আমার নিবেদন তুই শোন। আমার শোক হরণ করে নিজের (অশোক) নামের মর্যাদা রাখ॥ ৫ ॥ তোর নব পত্রদল তো অগ্নিসম রক্তবর্ণ। তুই অগ্নি দে আর বিরহ-রোগকে শেষ সীমা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাস না। সীতাদেবীকে বিরহাকুল দেখে শ্রীহনুমানের ক্ষণকাল কল্পসম বিশাল মনে হতে লাগল॥ ৬ ॥

সোরঠা —(সীতাদেবীর) হৃদয়ের অবস্থা অনুমান করে শ্রীহনুমান তখন (সীতাদেবীর সম্মুখে) অঙ্গুরীয় ফেলে দিলেন। অশোক অঙ্গার দান করল মনে করে সীতাদেবী আনন্দ সহকারে তা হাতে তুলে নিলেন॥ ১২ ॥

চৌপাই—মনোহর অঙ্গুরীয়তে রামনাম লেখা থাকতে দেখে সীতাদেবী তা চিনতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। হৃদয়ে তখন তাঁর হর্ষ ও বিষাদের যুগপৎ আগমন হল॥ ১ ॥ (সীতাদেবী ভাবছেন) শ্রীরঘুনাথ তো অজেয় ! তাঁকে কে পরাজিত করবে ? আর মায়া (যা দিব্য ও চিন্ময় উপাদান রহিত) দ্বারা তো এই অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করা সম্ভব হবে না। সীতাদেবীর মনে যখন এইরকম বহুরকমের বিচার বিবেচনা চলছে তখন শ্রীহনুমান মৃদু ও মধুর স্বরে বললেন— ॥ ২ ॥ (শ্রীহনুমান) শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান করতে লাগলেন যা শ্রবণ করতেই সীতাদেবীর দুঃখ পলায়ন করল। সীতাদেবী একাগ্রতা সহকারে তা শ্রবণ করতে থাকলেন। শ্রীহনুমান আদি থেকে সমস্ত ঘটনা (সংক্ষেপে) বলে যেতে লাগলেন॥ ৩ ॥ (সীতাদেবী বললেন—) আরে ভাই ! এমন সুমধুর শ্রবণামৃত পরিবেশনকারী আমার সম্মুখে কেন আসছেন না ? তখন শ্রীহনুমান সীতাদেবীর নিকটে গমন করলেন। (অপরিচিত পুরুষকে দেখে) সীতাদেবী ঘুরে বসলেন ; মন তখন তাঁর বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ছিল॥ ৪ ॥ (শ্রীহনুমান বললেন—) জানকী মাতা ! আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত। করুণানিধানের নামে শপথ নিয়ে বলছি যে এই কথা সত্য। মাতা ! আমিই এই অঙ্গুরীয় এনেছি। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং আপনার সঙ্গে পরিচিতি উদ্দেশ্যে এই অভিজ্ঞান আমাকে দিয়েছিলেন॥ ৫ ॥

চৌপাই (৬)

নর বানরহি সঙ্গ কহু কৈসেঁ। কহী কথা ভই সঙ্গতি জৈসেঁ॥

দোহা (১৩)

কপি কে বচন সপ্রেম সুনি উপজা মন বিস্বাস।
জানা মন ক্রম বচন যহ কৃপাসিন্ধু কর দাস॥

চৌপাই (১—৫)

হরিজন জানি প্রীতি অতি গাঢ়ী। সজল নয়ন পুলকাবলি বাঢ়ী॥
বূড়ত বিরহ জলধি হনুমানা। ভয়হু তাত মো কহুঁ জলজানা॥
অব কহু কুসল জাউঁ বলিহারী। অনুজ সহিত সুখ ভবন খরারী॥
কোমলচিত কৃপাল রঘুরাঈ। কপি কেহি হেতু ধরী নিঠুরাঈ॥
সহজ বানি সেবক সুখদায়ক। কবহুঁক সুরতি করত রঘুনায়ক॥
কবহুঁ নয়ন মম সীতল তাতা। হোইহহিঁ নিরখি স্যাম মৃদু গাতা॥
বচনু ন আব নয়ন ভরে বারী। অহহ নাথ হৌঁ নিপট বিসারী॥
দেখি পরম বিরহাকুল সীতা। বোলা কপি মৃদু বচন বিনীতা॥
মাতু কুসল প্রভু অনুজ সমেতা। তব দুখ দুখী সুকৃপা নিকেতা॥
জনি জননী মানহু জিয়ঁ ঊনা। তুম্‌হ তে প্রেমু রাম কেঁ দূনা॥

দোহা (১৪)

রঘুপতি কর সন্দেসু অব সুনু জননী ধরি ধীর।
অস কহি কপি গদগদ ভয়উ ভরে বিলোচন নীর॥

চৌপাই (১)

কহেউ রাম বিয়োগ তব সীতা। মো কহুঁ সকল ভএ বিপরীতা॥
নব তরু কিসলয় মনহুঁ কৃসানূ। কালনিসা সম নিসি সসি ভানূ॥

চৌপাই—সীতাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন—নর ও বানরের যোগাযোগ কী ভাবে সম্ভব হল ? তখন শ্রীহনুমান সম্পর্ক স্থাপনের আদি ঘটনা সবিস্তারে বললেন॥ ৬ ॥

দোহা—শ্রীহনুমানের প্রেমপ্রীতিতে পরিপূর্ণ কথা শ্রবণ করে সীতাদেবীর মনে তাঁর উপর বিশ্বাস এল। তিনি বুঝলেন যে শ্রীহনুমান যে কায়মনোবাক্যে শ্রীরঘুনাথের সেবক, তাতে সন্দেহ নেই॥ ১৩ ॥

চৌপাই—শ্রীহরির (শ্রীরামচন্দ্রের) আপনজনকে কাছে পেয়ে (সীতাদেবীর মনে) প্রগাঢ় প্রীতির আগমন হল। নয়ন সজল হয়ে উঠল আর দেহে পুলক রোমাঞ্চ অনুভূতি হল। (সীতাদেবী বললেন —) হে তাত হনুমান ! আমি বিরহ সাগরে ডুবে যাচ্ছিলাম, তুমি তরী রূপে আমার কাছে এসেছ॥ ১ ॥ বলিহারি তোমার ক্ষমতা ! এখন অনুজ লক্ষ্মণ ও খরারি (রামচন্দ্র) সুখধাম শ্রীপ্রভুর সংবাদ বল। শ্রীপ্রভু শ্রীরঘুনাথ তো কোমলহৃদয় ও কৃপালু। তাহলে হে হনুমান ! কোন্ কারণে তাঁর আমার উপর এমন নিষ্ঠুর আচরণ ? ॥ ২ ॥ ভক্তকে সুখ প্রদান করাই তো তাঁর স্বাভাবিক গুণ। সেই শ্রীরঘুনাথ কি কখনও আমাকে স্মরণ করেন ? হে তাত ! কখনও কি তাঁর কোমল শ্যামলাঙ্গ দর্শন করে আমার চক্ষু শীতল হবে ? ৩ ॥ (বিরহাকুল সীতাদেবী) কথা বলতে পারছিলেন না, তাঁর নয়নযুগল অশ্রুসজল হয়ে উঠল। (অতি কষ্টে তিনি বললেন—) হা নাথ ! আমাকে ভুলে গেলেন ! সীতাদেবীকে ওই অবস্থায় দেখে শ্রীহনুমান সবিনয়ে কোমল স্বরে বললেন— ॥ ৪ ॥ হে মাতা ! অনুপম কৃপালু শ্রীপ্রভু অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ সহিত (শারীরিক দিক দিয়ে) কুশল থাকলেও (মানসিক দিক দিয়ে) দুঃখে কাতর হয়ে আছেন। হে মাতা ! মনে খেদ রাখবেন না। শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়ে আপনার প্রীতি দ্বিগুণ রয়েছে॥ ৫ ॥

দোহা—হে মাতা ! এখন ধৈর্য ধারণ করে শ্রীরঘুপতি প্রেরিত বার্তা শুনুন। শ্রীহনুমান স্বয়ং (শ্রীরামচন্দ্র প্রেমে) বিহ্বল হয়ে পড়লেন আর তাঁর নয়নযুগল (প্রেমাশ্রুতে) সজল হয়ে উঠল॥ ১৪ ॥

চৌপাই—(শ্রীহনুমান বললেন—) প্রভু শ্রীরামচন্দ্র যেমন বলেছেন তেমনই বলছি—প্রিয়া সঙ্গে না থাকায় সকল বস্তুই প্রতিকূল হয়ে গিয়েছে। বৃক্ষের নবপত্র-দলকে অগ্নি, রাত্রিকে কালরাত্রি আর চন্দ্রকে সূর্যসম (উত্তপ্ত) বোধ হচ্ছে॥ ১ ॥

চৌপাই (২—৫)

কুবলয় বিপিন কুন্ত বন সরিসা। বারিদ তপত তেল জনু বরিসা॥
জে হিত রহে করত তেই পীরা। উরগ স্বাস সম ত্রিবিধ সমীরা॥

কহেহূ তেঁ কছু দুখ ঘটি হোঈ। কাহি কহৌঁ যহ জান ন কোঈ॥
তত্ব প্রেম কর মম অরু তোরা। জানত প্রিয়া একু মনু মোরা॥

সো মনু সদা রহত তোহি পাহীঁ। জানু প্রীতি রসু এতনেহি মাহীঁ॥
প্রভু সন্দেসু সুনত বৈদেহী। মগন প্রেম তন সুধি নহিঁ তেহী॥

কহ কপি হৃদয়ঁ ধীর ধরু মাতা। সুমিরু রাম সেবক সুখদাতা॥
উর আনহু রঘুপতি প্রভুতাঈ। সুনি মম বচন তজহু কদরাঈ॥

দোহা (১৫)

নিসিচর নিকর পতঙ্গ সম রঘুপতি বান কৃসানু।
জননী হৃদয়ঁ ধীর ধরু জরে নিসাচর জানু॥

চৌপাই (১—৩)

জৌঁ রঘুবীর হোতি সুধি পাঈ। করতে নহিঁ বিলম্বু রঘুরাঈ॥
রাম বান রবি উএঁ জানকী। তম বরূথ কহঁ জাতুধান কী॥

অবহিঁ মাতু মৈঁ জাউঁ লবাঈ। প্রভু আয়সু নহিঁ রাম দোহাঈ॥
কছুক দিবস জননী ধরু ধীরা। কপিন্হ সহিত অইহহিঁ রঘুবীরা॥

নিসিচর মারি তোহি লৈ জৈহহিঁ। তিহুঁ পুর নারদাদি জসু গৈহহিঁ॥
হৈঁ সুত কপি সব তুম্হহি সমানা। জাতুধান অতি ভট বলবানা॥

চৌপাই—কমলবনকে ত্রিশূলবন মনে হচ্ছে। মেঘ বর্ষণে যেন তপ্ত তৈল বর্ষণ অনুভূতি হচ্ছে। সকল প্রিয়বস্তু যেন কষ্ট প্রদায়ক লাগে। (শীতল, মৃদুমন্দ, সুগন্ধিত) ত্রিবিধ (গুণসম্পন্ন) বায়ুকে মনে হয় যেন সর্পের (বিষে উত্তপ্ত) শ্বাস-প্রশ্বাস॥ ২ ॥ দুঃখের কথা বলে যে ভার লাঘব করব তার উপায় নেই কারণ যাকে বলব সেই তো আমার কাছে নেই। আমার দুঃখ কেউ বুঝতে পারে না। আমার মনই জানে আমার আর আমার প্রিয়ার মধ্যে প্রেমতত্ত্ব (রহস্য) কী ॥ ৩ ॥ যে মন জানে তা তো প্রিয়ার কাছেই পড়ে আছে। আমার প্রেমপ্রীতির রহস্য এইটুকুতেই বুঝে নিও। শ্রীপ্রভুর বার্তা শ্রবণ করে সীতাদেবী প্রেমমগ্ন হয়ে গেলেন। প্রেমমগ্ন দেহে তখন বোধ (সাড়) ছিল না॥ ৪ ॥ শ্রীহনুমান বললেন— হে মাতা ! ধৈর্য ধারণ করে সেবকদের পরম সুখ প্রদায়ক শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করুন। শ্রীরঘুপতির পরাক্রমের কথা স্মরণ করে আমার অনুরোধে নির্ভয় হয়ে যান॥ ৫ ॥

দোহা— রাক্ষস পতঙ্গদের জন্য শ্রীরঘুপতির শর অনলসম। কেবল হৃদয়ে ধৈর্য ধরে দেখে যান কেমন ভাবে শ্রীরঘুপতির সুতীক্ষ্ণ শরানলে রাক্ষসকুল ভস্মে পরিণত হয়॥ ১৫ ॥

চৌপাই—শ্রীরঘুবীর আপনার সংবাদ যদি (পূর্বে) পেতেন তাহলে তিনি (আপনার উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে) বিলম্ব করতেন না। হে মাতা জানকীদেবী ! শ্রীরামচন্দ্রের শররূপ সূর্য উদয় হলে কি রাক্ষসরূপ অন্ধকার আদৌ থাকা সম্ভব ? ॥ ১ ॥ মাতা আমার ! আমি এখনই আপনাকে এইখান থেকে নিয়ে যেতে সক্ষম কিন্তু প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নামে শপথ নিয়ে বলছি যে সেইরূপ আদেশ তিনি আমাকে দেননি। (অতএব) হে মাতা ! আরও কিছুদিন ধৈর্যধারণ করে থাকা প্রয়োজন। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বানরদের সঙ্গে নিয়ে এইখানে আসবেন॥ ২ ॥ আর রাক্ষসদের বধ করে আপনাকে নিয়ে যাবেন। তখন নারদাদি (মুনি ঋষিগণ) ত্রিলোকে তাঁর যশঃকীর্তন করবেন। (সীতাদেবী বললেন—) হে পুত্র ! বানরগণ তো সকলেই তোমার মতন (ক্ষুদ্রাকার) আর রাক্ষসগণ তো বিশাল দেহ অতি বলবান বীর যোদ্ধা॥ ৩ ॥

চৌপাই (৪—৫)

মোরেঁ হৃদয় পরম সন্দেহা। সুনি কপি প্রগট কীন্‌হি নিজ দেহা॥
কনক ভূধরাকার সরীরা। সমর ভয়ঙ্কর অতিবল বীরা॥
সীতা মন ভরোস তব ভয়উ। পুনি লঘু রূপ পবন সুত লয়উ॥

দোহা (১৬)

সুনু মাতা সাখামৃগ নহিঁ বল বুদ্ধি বিসাল।
প্রভু প্রতাপ তেঁ গরুড়হি খাই পরম লঘু ব্যাল॥

চৌপাই (১—৫)

মন সন্তোষ সুনত কপি বানী। ভগতি প্রতাপ তেজ বল সানী॥
আসিষ দীন্‌হি রামপ্রিয় জানা। হোহু তাত বল সীল নিধানা॥
অজর অমর গুননিধি সুত হোহূ। করহুঁ বহুত রঘুনায়ক ছোহূ॥
করহুঁ কৃপা প্রভু অস সুনি কানা। নির্ভর প্রেম মগন হনুমানা॥
বার বার নাএসি পদ সীসা। বোলা বচন জোরি কর কীসা॥
অব কৃতকৃত্য ভয়উঁ মৈঁ মাতা। আসিষ তব অমোঘ বিখ্যাতা॥
সুনহু মাতু মোহি অতিসয় ভূখা। লাগি দেখি সুন্দর ফল রূখা।
সুনু সুত করহিঁ বিপিন রখবারী। পরম সুভট রজনীচর ভারী॥
তিন্‌হ কর ভয় মাতা মোহি নাহীঁ। জৌঁ তুম্‌হ সুখ মানহু মন মাহীঁ॥

চৌপাই—তাই মন যেন মানতে চায় না (যে বানরগণ রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করবে !) । এই কথা শুনেই শ্রীহনুমান (সীতাদেবীকে) তাঁর প্রকৃত রূপ প্রদর্শন করলেন। সুবর্ণ পর্বত (সুমেরু) সম (বিশাল সুগঠিত শৌর্যবীর্যসম্পন্ন) দেহে শত্রুদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করবার শক্তি অতি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। বীর হনুমানের প্রকৃত রূপ দেখে সীতাদেবীর মনে বিশ্বাস এল (যে সেই দেহে প্রবল পরাক্রম, রাক্ষসদের সম্মুখীন হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব)। শ্রীহনুমান তখন পুনরায় ক্ষুদ্র রূপে ফিরে গেলেন॥ ৪-৫॥

দোহা—(শ্রীহনুমান বললেন—) হে মাতা ! শুনুন। বানরগণ খুব বেশি বুদ্ধিমান কখনও হয় না। কিন্তু শ্রীপ্রভুর কৃপায় অতিশয় ক্ষুদ্র সর্পও গরুড়কে ভক্ষণ করে ফেলতে পারে (অতিশয় দুর্বলও মহাবলবানকে ধরাশায়ী করতে পারে)॥ ১৬ ॥

চৌপাই—ভক্তি, প্রতাপ, তেজ ও বলে পরিপূর্ণ শ্রীহনুমানের কথা শ্রবণ করে সীতাদেবী অতিশয় প্রসন্ন হলেন। তিনি বুঝলেন যে শ্রীহনুমান প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের খুব আপনার জন এবং তখন শ্রীহনুমানকে আশীর্বাদ দিলেন— হে তাত ! তুমি বল ও সৌশীল্যের আধার স্বরূপ হও॥ ১ ॥ হে পুত্র ! তুমি অজর (জরা রহিত), অমর ও গুণনিধি হও। শ্রীরঘুনাথের কৃপা যেন তোমার উপর সতত বর্ষণ হয়। 'প্রভুর কৃপা লাভ হোক' শুনেই শ্রীহনুমান প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে পড়লেন॥ ২ ॥ শ্রীহনুমান তখন সীতাদেবীর চরণে বার বার প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর তিনি হাতজোড় করে বললেন— হে মাতা ! আমি কৃতার্থ হয়ে গেলাম। আপনার আশীর্বাদ যে অমোঘ তা সর্বজন-বিদিত॥ ৩ ॥ হে মাতা ! শুনুন। বৃক্ষে দেখছি সুন্দর সুন্দর সুপক্ক ফলের ছড়াছড়ি আর আমারও যেন ক্ষুধার অনুভূতি হচ্ছে। (সীতাদেবী বললেন—) হে পুত্র ! শোনো। এই বনে কিন্তু পাহারা দেওয়ার কার্যে বিশালাকার রাক্ষসেরা নিযুক্ত আছে॥ ৪ ॥ (শ্রীহনুমনা বললেন—) হে মাতা ! আপনি যদি (আমার ক্ষুধা নিবারণে) সন্তুষ্ট হন (তাহলে আমি ফল খাই)। আমি (রাক্ষসদের) আদৌ ভয় পাই না॥ ৫ ॥

দোহা (১৭)

দেখি বুদ্ধি বল নিপুন কপি কহেউ জানকীঁ জাহু।
রঘুপতি চরন হৃদয়ঁ ধরি তাত মধুর ফল খাহু॥

চৌপাই (১—৪)

চলেউ নাই সিরু পৈঠেউ বাগা। ফল খাএসি তরু তোরৈঁ লাগা॥
রহে তহাঁ বহু ভট রখবারে। কছু মারেসি কছু জাই পুকারে॥

নাথ এক আবা কপি ভারী। তেহিঁ অসোক বাটিকা উজারী॥
খাএসি ফল অরু বিটপ উপারে। রচ্ছক মর্দি মর্দি মহি ডারে॥

সুনি রাবন পঠএ ভট নানা। তিন্হহি দেখি গর্জেউ হনুমানা॥
সব রজনীচর কপি সঙ্ঘারে। গএ পুকারত কছু অধমারে॥

পুনি পঠয়উ তেহিঁ অচ্ছকুমারা। চলা সঙ্গ লৈ সুভট অপারা॥
আবত দেখি বিটপ গহি তর্জা। তাহি নিপাতি মহাধুনি গর্জা॥

দোহা (১৮)

কছু মোরেসি কছু মর্দেসি কছু মিলএসি ধরি ধূরি।
কছু পুনি জাই পুকারে প্রভু মর্কট বল ভূরি॥

চৌপাই (১—২)

সুনি সুত বধ লঙ্কেস রিসানা। পঠএসি মেঘনাদ বলবানা॥
মারসি জনি সুত বাঁধেসু তাহী। দেখিঅ কপিহি কহাঁ কর আহী॥

চলা ইন্দ্রজিত অতুলিত জোধা। বন্ধু নিধন সুনি উপজা ক্রোধা॥
কপি দেখা দারুন ভট আবা। কটকটাই গর্জা অরু ধাবা॥

দোহা—*শ্রীহনুমানের বল ও বুদ্ধির পারদর্শিতা দেখে সীতাদেবী বললেন—হে তাত ! তাহলে শ্রীরঘুপতির চরণযুগল হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রেখে সুমিষ্ট ফলে ক্ষুধানিবৃত্তি করো॥ ১৭ ॥*

চৌপাই—শ্রীহনুমান সীতাদেবীর চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করে উদ্যানে প্রবেশ করলেন। তিনি ফল ভক্ষণের সঙ্গে গাছপালাও তছনছ করতে লাগলেন। সেই উদ্যানে অনেক রাক্ষস প্রহরারত ছিল, তারা শ্রীহনুমানের হাতে মারা পড়ল আর কিছু পালিয়ে গিয়ে রাবণকে ঘটনার বিবরণ দিল॥ ১ ॥ (তারা বলল—) হে নাথ ! এক বিশাল বানর এসে অশোকবন ধ্বংস করছে। বানর ফল ভক্ষণ করছে আর বৃক্ষসকল উৎপাটন করছে। সে প্রহরারতদের মর্দন করে ভূমিতে ফেলে দিয়েছে॥ ২ ॥ ঘটনা বিবরণ শ্রবণ করে রাবণ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে অনেক সৈন্য পাঠিয়ে দিল। তাদের আসতে দেখেই শ্রীহনুমান গর্জন করে উঠলেন। বেশির ভাগকেই শ্রীহনুমান সংহার করলেন আর অর্ধমৃতগণ আর্তনাদ করতে করতে পালিয়ে বাঁচল॥ ৩ ॥ তখন রাবণ অক্ষয়কুমারকে পাঠাল। সে অসংখ্য বিশিষ্ট যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে গেল। তাকে আসতে দেখে শ্রীহনুমান এক বৃক্ষ (উৎপাটন করে) হাতে নিয়ে গর্জন করে উঠলেন এবং তাকে বধ করে ভয়ানক জোরে গর্জন করলেন॥ ৪ ॥

দোহা—*সেই সৈন্যদের কিয়দংশকে শ্রীহনুমান বধ করলেন, মর্দন করলেন আর ধরে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন। অবশিষ্ট কতিপয় রাক্ষস গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল—হে প্রভু ! ওই বানর অত্যন্ত বলবান॥ ১৮ ॥*

চৌপাই—পুত্র (অক্ষয়কুমার) নিহত হওয়ার সেই সংবাদ শ্রবণ করেই রাবণ অতিশয় কুপিত হল। সে তখন তার (জ্যেষ্ঠ পুত্র) বলবান মেঘনাদকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করল। (যাত্রা কালে বলে দিল) হে পুত্র ! বধ করবার প্রয়োজন নেই, বন্ধন করে নিয়ে আসবে। আমার জানা প্রয়োজন যে এই বানর কোথা থেকে এল ॥ ১ ॥ যোদ্ধারূপে ইন্দ্রজিৎ অমিতবিক্রম ছিল। ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ তাকে কুপিত করেছিল। সে এইবার যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল। শ্রীহনুমান দেখলেন যে সম্মুখে এইবার এক শক্তিধর প্রতিপক্ষের আগমন হয়েছে। শ্রীহনুমান দাঁত কিড়মিড় করে গর্জন করে তার দিকে ফুটে গেলেন॥ ২ ॥

চৌপাই (৩—৫)

অতি বিসাল তরু এক উপারা। বিরথ কীন্হ লঙ্কেস কুমারা।।
রহে মহাভট তাকে সঙ্গা। গহি গহি কপি মর্দই নিজ অঙ্গা।।

তিন্হহি নিপাতি তাহি সন বাজা। ভিরে জুগল মানহুঁ গজরাজা।।
মুঠিকা মারি চঢ়া তরু জাঈ। তাহি এক ছন মুরুছা আঈ।।

উঠি বহোরি কীন্হিসি বহু মায়া। জীতি ন জাই প্রভঞ্জন জায়া।।

দোহা (১৯)

ব্রহ্ম অস্ত্র তেহি সাঁধা কপি মন কীন্হ বিচার।
জৌঁ ন ব্রহ্মসর মানউঁ মহিমা মিটই অপার।।

চৌপাই (১—৪)

ব্রহ্মবান কপি কহুঁ তেহিঁ মারা। পরতিহুঁ বার কটকু সঙ্ঘারা।।
তেহিঁ দেখা কপি মুরুছিত ভয়উ। নাগপাস বাঁধেসি লৈ গয়উ।।

জাসু নাম জপি সুনহু ভবানী। ভব বন্ধন কাটহিঁ নর গ্যানী।।
তাসু দূত কি বন্ধ তরু আবা। প্রভু কারজ লগি কপিহিঁ বঁধাবা।।

কপি বন্ধন সুনি নিসিচর ধাএ। কৌতুক লাগি সভাঁ সব আএ।।
দসমুখ সভা দীখি কপি জাঈ। কহি ন জাই কছু অতি প্রভুতাঈ।।

কর জোরেঁ সুর দিসিপ বিনীতা। ভৃকুটি বিলোকত সকল সভীতা।।
দেখি প্রতাপ ন কপি মন সঙ্কা। জিমি অহিগন মহুঁ গরুড় অসঙ্কা।।

দোহা (২০)

কপিহি বিলোকি দসানন বিহসা কহি দুর্বাদ।
সুত বধ সুরতি কীন্হি পুনি উপজা হৃদয়ঁ বিষাদ।।

চৌপাই— শ্রীহনুমান এক বিশাল তরু উৎপাটন করে (তার আঘাতে) লঙ্কেশ রাবণপুত্র মেঘনাদকে রথহীন করে দিলেন (রথকে ভেঙে মাটিতে আছড়ে ফেললেন)। এইবার তিনি প্রতিপক্ষের বড় বড় যোদ্ধাদের ধরে নিজ শক্তি দ্বারা মর্দন করতে লাগলেন॥ ৩ ॥ অন্যান্য যোদ্ধাদের বধ করে শ্রীহনুমান এইবার মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে গেলেন। যুদ্ধকালে (মনে হচ্ছিল যেন) দুই মদমত্ত হস্তীর যুদ্ধ হচ্ছে। শ্রীহনুমান মেঘনাদকে এক মুষ্ট্যাঘাত করে একটি গাছে লাফিয়ে উঠে গেলেন। মেঘনাদের ক্ষণিক মূর্ছা হল॥ ৪ ॥ অতঃপর সে উঠে নানারকম মায়া বিস্তার করে যুদ্ধ করতে লাগল কিন্তু পবননন্দনকে পরাজিত করা তাতে সম্ভব হল না॥ ৫ ॥

দোহা— অবশেষে মেঘনাদ ব্রহ্মাস্ত্র স্মরণ করে তা প্রয়োগ করল। তখন শ্রীহনুমান মনে মনে বিচার করে ঠিক করলেন যে ব্রহ্মাস্ত্রের অবমাননা করে তার মহিমা খর্ব করা ঠিক হবে না॥ ১৯ ॥

চৌপাই— মেঘনাদের ব্রহ্মাস্ত্র শ্রীহনুমানকে আঘাত করল (যার আঘাতে গাছ থেকে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন) কিন্তু পতনকালেও তিনি বহু সৈন্য বধ করলেন। শ্রীহনুমানকে মূর্ছিত হতে দেখে মেঘনাদ তাঁকে নাগপাশে বন্ধন করল আর নিয়ে গেল॥ ১ ॥ (মহাদেব বললেন—) হে ভবানী ! শোনো। যাঁর নাম জপ করেই জ্ঞানী (বিবেকসম্পন্ন) মানব ভব (জন্ম-মৃত্যু) বন্ধন ছিন্ন করতে সমর্থ হয় তাঁর দূত কি কখনও বন্ধনে পড়তে পারেন ? বস্তুত শ্রীপ্রভুর কার্যসম্পাদন হেতুই শ্রীহনুমান স্বেচ্ছায় বন্ধনযুক্ত হয়েছিলেন॥ ২ ॥ বানর ধরা পড়েছে শুনে রাক্ষসদের মধ্যে ছোটাছুটি পড়ে গেল। তারা মজা দেখবার জন্য রাজসভায় এসে উপস্থিত হল। শ্রীহনুমান তখন রাবণের সভা দেখলেন। অপরিসীম ঐশ্বর্যযুক্ত সেই রাজসভার বর্ণনা করা সম্ভব নয়॥ ৩ ॥ দেবতা ও দিকপাল সকল সভয়ে হাতজোড় করে বিনয় সহকারে রাবণের ভ্রূকুটির দিকে তাকিয়ে দণ্ডায়মান ছিলেন। রাবণের এইরূপ প্রতাপ দর্শন করেও শ্রীহনুমান ভয় পেলেন না। তিনি সর্প সমূহের সম্মুখে গরুড়সম নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন॥ ৪ ॥

দোহা— শ্রীহনুমানকে দেখে রাবণ দুর্বচন প্রয়োগ করে খুব একচোট হেসে নিল। কিন্তু পরক্ষণেই তার পুত্রবধের কথা মনে পড়ল আর সে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল॥ ২০ ॥

চৌপাই (১—৫)

কহ লঙ্কেস কবন তৈঁ কীসা। কেহি কেঁ বল ঘালেহি বন খীসা॥
কী ধৌঁ সুনেহি নহিঁ মোহী। দেখউঁ অতি অসঙ্ক সঠ তোহী॥
মারে নিসিচর কেহিঁ অপরাধা। কহু সঠ তোহি ন প্রান কই বাধা॥
সুনু রাবন ব্রহ্মান্ড নিকায়া। পাই জাসু বল বিরচতি মায়া॥
জাকেঁ বল বিরঞ্চি হরি ঈসা। পালত সৃজত হরত দসসীসা॥
জা বল সীস ধরত সহসানন। অন্ডকোস সমেত গিরি কানন॥
ধরই জো বিবিধ দেহ সুরত্রাতা। তুম্হ সে সঠন্হ সিখাবনু দাতা॥
হর কোদন্ড কঠিন জেহিঁ ভঞ্জা। তেহি সমেত নৃপ দল মদ গঞ্জা॥
খর দূষন ত্রিসিরা অরু বালী। বধে সকল অতুলিত বলসালী॥

দোহা (২১)

জাকে বল লবলেস তেঁ জিতেহু চরাচর ঝারি।
তাসু দূত মৈঁ জা করি হরি আনেহু প্রিয় নারি॥

চৌপাই (১—৪)

জানউঁ মৈঁ তুম্হারি প্রভুতাঈ। সহসবাহু সন পরী লরাঈ॥
সমর বালি সন করি জসু পাবা। সুনি কপি বচন বিহসি বিহরাবা॥
খায়উঁ ফল প্রভু লাগী ভূঁখা। কপি সুভাব তেঁ তোরেউঁ রূখা॥
সব কেঁ দেহ পরম প্রিয় স্বামী। মারহিঁ মোহি কুমারগ গামী॥
জিন্হ মোহি মারা তে মৈঁ মারে। তেহিঁ পর বাঁধেউঁ তনয়ঁ তুম্হারে॥
মোহি ন কছু বাঁধে কই লাজা। কীন্হ চহউঁ নিজ প্রভু কর কাজা॥
বিনতী করউঁ জোরি কর রাবন। সুনহু মান তজি মোর সিখাবন॥
দেখহু তুম্হ নিজ কুলহি বিচারী। ভ্রম তজি ভজহু ভগত ভয় হারী॥

চৌপাই—লঙ্কাপতি রাবণ বলল— ওরে বানর ! কে তুই ? কার প্ররোচনায় তুই অশোকবন তছনছ করলি ? আমার (নাম ও যশের) কথা তুই কি আদৌ শুনিসনি ? ওরে দুষ্ট ! আবার তোকে অদ্ভুত রকম নিশ্চিন্তও দেখছি ! ১ ॥ রাক্ষসদের কোন অপরাধে প্রাণ দিতে হল ? ওরে মূর্খ ! তোর কি প্রাণের ভয়ও নেই ? (শ্রীহনুমান বললেন—) হে রাবণ ! শোনো। যাঁর বলে মায়া এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে (আমি তাঁরই দাস)॥ ২ ॥ হে দশমুণ্ড ! যাঁর শক্তিতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যথাক্রমে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করে থাকেন আর সহস্রানন (ফণাযুক্ত) শেষ নাগ পর্বত ও বনসহিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে মস্তকে ধারণ করে থাকেন (আমি তাঁরই দাস)॥ ৩ ॥ যিনি দেবতাদের রক্ষা করবার জন্য বিভিন্ন অবতার দেহ ধারণ করেন, তোমার মতন মূর্খকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন আর কঠোর হরধনু ভঙ্গ করে অন্যান্য রাজাদের দর্প চূর্ণ করেন (আমি তাঁরই দান)॥ ৪ ॥ যিনি খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও বালীসম অতুলনীয় শক্তিধরদের বধ করেছেন (আমি তাঁরই দাস)॥ ৫ ॥

দোহা— যাঁর শক্তির লেশমাত্র লাভ করে তুমি সমগ্র বিশ্বচরাচর জয় করেছ আর যাঁর প্রিয় ভার্যাকে তুমি (কাপুরুষের মতন) হরণ করে এনেছ আমি তাঁরই দূত॥ ২১ ॥

চৌপাই—তোমার বীরত্বের কথা আমি বিলক্ষণ জানি। সহস্রবাহুর সঙ্গে তোমার যুদ্ধ হয়েছিল আর তুমি বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রভূত যশ অর্জন করেছিলে। শ্রীহনুমানের (মর্মভেদী) বাক্যসকল শুনে রাবণ অট্টহাস্য করে তা হালকা করে দেওয়ার চেষ্টা করল॥ ১ ॥ হে (রাক্ষসদের) প্রভু ! আমার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল তাই ফল খেয়েছি আর বানর স্বভাব হেতু ডালপালা ভেঙেছি। হে (নিশাচর) পতি। দেহ সকলের কাছেই প্রিয় হয়ে থাকে। কুপথগামী (দুষ্ট) রাক্ষসগণ যখন আমাকে আক্রমণ করল তখন যারা আমাকে মেরেছিল তাদের আমি বধ করেছি। অতঃপর তোমার পুত্র আমাকে বাঁধল। (কিন্তু) বন্ধন হওয়ায় আমার একটুও খেদ নেই কারণ আমি তো কেবল শ্রীপ্রভুর কার্য করতেই চাই॥ ২-৩ ॥ হে রাবণ ! আমি হাতজোড় করে তোমাকে অনুরোধ করছি। তুমি অহংকার ত্যাগ করে আমার কথা মতন কাজ করো। তুমি তোমার পবিত্র কুলের কথা মনে করে প্রমাদ ত্যাগ করো আর ভক্তভয়হারী শ্রীভগবানের ভজনায় নিত্যযুক্ত হয়ে যাও॥ ৪ ॥

চৌপাই (৫)

জাকেঁ ডর অতি কাল ডেরাঈ। জো সুর অসুর চরাচর খাঈ।।
তাসোঁ বয়রু কবহুঁ নহিঁ কীজৈ। মোরে কহেঁ জানকী দীজৈ।।

দোহা (২২)

প্রনতপাল রঘুনায়ক করুনা সিন্ধু খরারি।
গএঁ সরন প্রভু রাখিহৈঁ তব অপরাধ বিসারি।।

চৌপাই (১—৪)

রাম চরন পঙ্কজ উর ধরহূ। লঙ্কা অচল রাজু তুম্হ করহূ।।
রিষি পুলস্তি জসু বিমল ময়ঙ্কা। তেহি সসি মহুঁ জনি হোহু কলঙ্কা।।
রাম নাম বিনু গিরা ন সোহা। দেখু বিচারি ত্যাগি মদ মোহা।।
বসন হীন নহিঁ সোহ সুরারী। সব ভূষন ভূষিত বর নারী।।
রাম বিমুখ সম্পতি প্রভুতাঈ। জাই রহী পাঈ বিনু পাঈ।।
সজল মূল জিন্হ সরিতন্হ নাহীঁ। বরষি গএঁ পুনি তবহিঁ সুখাহীঁ।।
সুনু দসকন্ঠ কহউঁ পন রোপী। বিমুখ রাম ত্রাতা নহিঁ কোপী।।
সঙ্কর সহস বিষ্নু অজ তোহী। সকহিঁ ন রাখি রাম কর দ্রোহী।।

দোহা (২৩)

মোহমূল বহু সূল প্রদ ত্যাগহু তম অভিমান।
ভজহু রাম রঘুনায়ক কৃপা সিন্ধু ভগবান।।

চৌপাই (১—২)

জদপি কহী কপি অতি হিত বানী। ভগতি বিবেক বিরতি নয় সানী।।
বোলা বিহসি মহা অভিমানী। মিলা হমহি কপি গুর বড় গ্যানী।।
মৃত্যু নিকট আঈ খল তোহী। লাগেসি অধম সিখাবন মোহী।।
উলটা হোইহি কহ হনুমানা। মতিভ্রম তোর প্রগট মৈঁ জানা।।

চৌপাই— যে কাল দেবতা, রাক্ষস ও বিশ্বচরাচর গ্রাস করে থাকে সেও তাঁর ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে। তাঁর সঙ্গে শত্রুতা কেন করছ ? আর আমার অনুরোধে (তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য) সীতাদেবীকে ফিরিয়ে দাও॥ ৫ ॥

দোহা— খরারি (খর নামক রাক্ষসের শত্রু) শ্রীরঘুনাথ শরণাগতকে রক্ষা করে থাকেন (কারণ) তিনি কৃপাসিন্ধু। শরণাগত হলে শ্রীপ্রভু তোমার অপরাধ ভুলে গিয়ে তোমাকে আশ্রয় দান করবেন॥ ২২ ॥

চৌপাই—তুমি শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করে নিশ্চিন্তে লঙ্কায় রাজত্ব করো। ঋষি পুলস্ত্যের যশ চন্দ্রসম নির্মল। সেই চন্দ্রে তুমি কেন কলঙ্ক লেপন করছ ? ১ ॥ রামনাম ছাড়া বাণীতে সৌন্দর্যের অবস্থান হয় না —এই কথা মদ-মোহ ত্যাগ করে ভেবে দেখ। হে সুরারি ! সর্ব অলংকারে সুসজ্জিতা সুন্দরী নারী কি বস্ত্র ছাড়া শোভায়মান হয় ? ॥ ২ ॥ রামবিমুখ ব্যক্তির সম্পত্তি ও সম্মান আজ আছে কাল নেই হয়ে থাকে। তা থাকা না থাকা দুইই সমান। উৎসহীন নদীর (অর্থাৎ যে নদী বর্ষার জলের উপর নির্ভরশীল) জল বর্ষার শেষে আবার শুষ্ক হয়ে যায়॥ ৩ ॥ হে দশগ্রীব ! শোনো। আমি শপথ করে বলছি। রামবিমুখকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে শত্রুতা করলে সহস্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এলেও তোমাকে রক্ষা করতে পারবেন না॥ ৪ ॥

দোহা— তাই এমন (অজ্ঞানপ্রসূত) অতীব ক্লেশপ্রদায়ক তমোগুণ-রূপ মোহোৎপন্ন অহংকার ত্যাগ করে রঘুকুলপতি কৃপাসিন্ধু ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভজনায় তুমি নিত্যযুক্ত হয়ে যাও॥ ২৩ ॥

চৌপাই—এইভাবে শ্রীহনুমান জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য ও নীতিযুক্ত বহু কল্যাণকর কথা রাবণকে বললেন। কিন্তু সেই মহাভিমানী রাবণ তার উত্তরে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল—আমি দেখছি এক পরম জ্ঞানী বানর গুরু লাভ করলাম॥ ১ ॥ (রাবণ বলল—) ওরে দুষ্ট ! শিয়রে তোর মৃত্যু সমাগত। ওরে অধম ! আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিস। শ্রীহনুমান বললেন— তুমি ঠিক উল্টোটা বললে (অর্থাৎ শিয়রে তোমার মৃত্যু সমাগত)। তোমার যে মতিভ্রম হয়েছে তা বেশ বুঝতে পারছি॥ ২ ॥

চৌপাই (৩—৫)

সুনি কপি বচন বহুত খিসিআনা। বেগি ন হরহু মূঢ় কর প্রানা॥
সুনত নিসাচর মারন ধাএ। সচিবন্হ সহিত বিভীষনু আএ॥
নাই সীস করি বিনয় বহূতা। নীতি বিরোধ ন মারিঅ দূতা॥
আন দন্ড কছু করিঅ গোসাঁঈ। সবহীঁ কহা মন্ত্র ভল ভাঈ॥
সুনত বিহসি বোলা দসকন্ধর। অঙ্গ ভঙ্গ করি পঠইঅ বন্দর॥

দোহা (২৪)

কপি কেঁ মমতা পূঁছ পর সবহি কহউঁ সমুঝাই।
তেল বোরি পট বাঁধি পুনি পাবক দেহু লগাই॥

চৌপাই (১—৫)

পূঁছহীন বানর তহঁ জাইহি। তব সঠ নিজ নাথহি লই আইহি॥
জিন্হ কৈ কীন্হিসি বহুত বড়াঈ। দেখউঁ মৈঁ তিন্হ কৈ প্রভুতাঈ॥
বচন সুনত কপি মন মুসুকানা। ভই সহায় সারদ মৈঁ জানা॥
জাতুধান সুনি রাবন বচনা। লাগে রচৈঁ মূঢ় সোই রচনা॥
রহা ন নগর বসন ঘৃত তেলা। বাঢ়ী পূঁছ কীন্হ কপি খেলা॥
কৌতুক কহঁ আএ পুরবাসী। মারহিঁ চরন করহিঁ বহু হাঁসী॥
বাজহিঁ ঢোল দেহিঁ সব তারী। নগর ফেরি পুনি পূঁছ প্রজারী॥
পাবক জরত দেখি হনুমন্তা। ভয়উ পরম লঘুরূপ তুরন্তা॥
নিবুকি চঢ়েউ কপি কনক অটারীঁ। ভঈঁ সভীত নিসাচর নারীঁ॥

চৌপাই—শ্রীহনুমানের (স্পষ্ট) কথা শুনে রাবণ কুপিত হল (আর বলে বসল—) এই মুহূর্তে এই মূর্খকে বধ করা হচ্ছে না কেন ? একথা শুনেই রাক্ষসগণ শ্রীহনুমানকে বধ করতে ছুটল। তখনই ঘটনাস্থলে সাধকদের সঙ্গে নিয়ে বিভীষণ উপস্থিত হলেন॥ ৩ ॥ তিনি অবনত মস্তকে বিনয় সহকারে রাবণকে বললেন—দূত অবধ্য। দূতকে বধ করা নীতিবিরুদ্ধ কার্য। হে গোঁসাই ! অন্য কোনও দণ্ড বিধান করা হোক। সকলে তা উত্তম পরামর্শরূপে সমর্থন করল॥ ৪ ॥ এইকথা শ্রবণ করে রাবণ হেসে বলল—বেশ ! বানরের অঙ্গ বিকৃতি করে পাঠিয়ে দেওয়া যাক॥ ৫ ॥

দোহা—কী করণীয় তা বুঝিয়ে বলছি। বানরের বিশেষ মমতা তার লাঙ্গুলের উপর থাকে। তাই তৈলসিক্ত বস্ত্র লাঙ্গুলে বেঁধে তাতে অগ্নি সংযোগ করে দাও॥ ২৪ ॥

চৌপাই—পুচ্ছহীন বানর যখন (তার প্রভুর নিকট) ফিরে যাবে তখন এই মূর্খ তার প্রভুকে নিয়ে এইখানে উপস্থিত হবে। যে বলবিক্রমের এই বানর কীর্তন করছিল তাও যাচাই হয়ে যাবে॥ ১ ॥ রাবণের আদেশ শ্রবণ করে শ্রীহনুমান মুচকি হাসলেন। (রাবণকে এমন বিষম বুদ্ধি প্রদান করবার জন্য) তিনি মনে মনে মা সরস্বতীকে বন্দনা করলেন। রাবণের আদেশ পালনে মূর্খ রাক্ষসগণ তৎপর হল॥ ২ ॥ (লাঙ্গুলে জড়ানোর জন্য বস্ত্র ও ঘৃত তৈল আদি এত বেশি পরিমাণ লাগল যে) নগরের সকল বস্ত্র ও ঘৃত তৈল ব্যবহৃত হয়ে গেল। শ্রীহনুমান ক্রীড়াচ্ছলে লাঙ্গুল বৃহদাকার করে দিলেন। মজা দেখবার জন্য ঘটনাস্থলে নগরবাসীদের সমাবেশ হল। তারা শ্রীহনুমানকে পদাঘাত করে হাস্যকৌতুকে প্রবৃত্ত হল॥ ৩ ॥ ঢোল বাদ্য বেজে উঠল, হাততালি দেওয়া হতে লাগল। শ্রীহনুমানকে নগর প্রদক্ষিণ করিয়ে তাঁর লাঙ্গুলে অগ্নি সংযোগ করে দেওয়া হল। অগ্নি প্রজ্বলন প্রত্যক্ষ করে শ্রীহনুমান তৎক্ষণাৎ অতি ক্ষুদ্ররূপ ধারণ করলেন॥ ৪ ॥ (ক্ষুদ্ররূপ ধারণ করে) শ্রীহনুমান বাঁধন থেকে মুক্ত হলেন আর এক লাফে সুবর্ণময় অট্টালিকার উপরে আরোহণ করলেন। তাঁর অবস্থান এইবার রাক্ষসীদের ভীতির কারণ হয়ে উঠল॥ ৫ ॥

দোহা (২৫)

হরি প্রেরিত তেহি অবসর চলে মরুত উনচাস।
অট্টহাস করি গর্জা কপি বঢ়ি লাগ অকাস॥

চৌপাই (১—৪)

দেহ বিসাল পরম হরুআঈ। মন্দির তেঁ মন্দির চঢ় ধাঈ॥
জরই নগর ভা লোগ বিহালা। ঝপট লপট বহু কোটি করালা॥

তাত মাতু হা সুনিঅ পুকারা। এহিঁ অবসর কো হমহিঁ উবারা॥
হম জো কহা কপি নহিঁ হোঈ। বানর রূপ ধরেঁ সুর কোঈ॥

সাধু অবগ্যা কর ফলু ঐসা। জরই নগর অনাথ কর জৈসা॥
জারা নগরু নিমিষ এক মাহীঁ। এক বিভীষন কর গৃহ নাহীঁ॥

তা কর দূত অনল জেহিঁ সিরিজা। জরা ন সো তেহি কারন গিরিজা॥
উলটি পলটি লঙ্কা সব জারী। কূদি পরা পুনি সিন্ধু মঝারী॥

দোহা (২৬)

পূঁছ বুঝাই খোই শ্রম ধরি লঘু রূপ বহোরি।
জনকসুতা কেঁ আগেঁ ঠাঢ় ভয়উ কর জোরি॥

চৌপাই (১—২)

মাতু মোহি দীজে কছু চীন্হা। জৈসেঁ রঘুনায়ক মোহি দীন্হা॥
চূড়ামনি উতারি তব দয়উ। হরষ সমেত পবনসুত লয়উ॥

কহেহু তাত অস মোর প্রনামা। সব প্রকার প্রভু পূরনকামা॥
দীন দয়াল বিরিদু সম্ভারী। হরহু নাথ মম সঙ্কট ভারী॥

দোহা— তখনই শ্রীহরির ইচ্ছায় উনপঞ্চাশ বায়ু একযোগে প্রবাহিত হতে শুরু করল। এইবার শ্রীহনুমান গর্জন করে আকাশসম বিশালাকার হয়ে গেলেন॥ ২৫ ॥

চৌপাই—শ্রীহনুমান বিশালাকার হয়েও কিন্তু লঘুভার চঞ্চল রইলেন। তিনি এইবার অট্টালিকার পর অট্টালিকায় লাফিয়ে উঠে সর্বত্র অগ্নি সংযোগ করে দিলেন। নগরে সর্বত্র অগ্নি ছড়িয়ে পড়ল আর নগরবাসী সকল বিহ্বল হয়ে পড়ল। একসঙ্গে কোটি করাল অগ্নিশিখা নগরকে গ্রাস করতে উদ্যত হল॥ ১ ॥ (চতুর্দিকে) শোনা যেতে লাগল আর্তনাদ— । বাবারে ! মারে ! এবার কে আমাদের রক্ষা করবে ? আমরা তো আগেই বলেছিলাম যে এ এক সাধারণ বানর কখনও নয়, এ নিশ্চয়ই বানরের ছদ্মবেশে কোনও দেবতা॥ ২ ॥ সাধুর অবমাননা করলে এমনই হয়ে থাকে। অসহায় অনাথ সম নগর জ্বলতে লাগল। অতি অল্প সময়েই শ্রীহনুমান সর্বত্র অগ্নি সংযোগ করে দিয়েছিলেন কিন্তু বাদ দিয়েছিলেন কেবল বিভীষণের প্রাসাদকে॥ ৩ ॥ (মহাদেব বললেন—) হে পার্বতী ! যিনি অগ্নি সৃষ্টি করেছেন শ্রীহনুমান তাঁরই দূত। তাই অগ্নি তাঁকে কোনও ক্ষতি করল না। শ্রীহনুমান নগরের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ছুটে বেড়িয়ে সর্বত্র অগ্নি সংযোগ করতে থাকলেন। অতঃপর তিনি নিজে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন (আর দেহ থেকে অগ্নি স্পর্শ নিবারণ করলেন)॥ ৪ ॥

দোহা— লাঙ্গুলের অগ্নি নির্বাপিত করে অল্প বিশ্রাম করে শ্রীহনুমান আবার নিজ ক্ষুদ্র রূপ ধারণ করলেন আর সীতাদেবীর সম্মুখে গমন করে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন॥ ২৬ ॥

চৌপাই—(শ্রীহনুমান বললেন—) হে মাতা ! যেমন আসবার সময়ে শ্রীরঘুনাথ দিয়েছিলেন আপনিও আমাকে সেইরূপ কোনও অভিজ্ঞান দিন। সীতাদেবী তখন চূড়ামণি খুলে শ্রীহনুমানকে দিলেন। শ্রীহনুমান সানন্দে তা গ্রহণ করলেন॥ ১ ॥ (তখন সীতাদেবী বললেন—) হে তাত ! আমার প্রণাম নিবেদন করে তাঁকে বলবে—হে প্রভু ! আপনি তো সতত পূর্ণকাম (অর্থাৎ আপনার কামনা বলে কিছু নেই) তবু দীনহীনদের উপর দয়া করা তো আপনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। (আমাকে দীনহীন জ্ঞান করে) হে নাথ ! আমাকে এই বিষম সংকট থেকে উদ্ধার করুন॥ ২ ॥

চৌপাই (৩—৪)

তাত সক্রসুত কথা সুনাএহু। বান প্রতাপ প্রভুহি সমুঝাএহু॥
মাস দিবস মহুঁ নাথু ন আবা। তৌ পুনি মোহি জিঅত নহিঁ পাবা॥

কহু কপি কেহি বিধি রাখোঁ প্রানা। তুম্হহূ তাত কহত অব জানা॥
তোহি দেখি সীতলি ভই ছাতী। পুনি মো কহুঁ সোই দিনু সো রাতী॥

দোহা (২৭)

জনকসুতহি সমুঝাই করি বহু বিধি ধীরজু দীন্হ।
চরন কমল সিরু নাই কপি গবনু রাম পহিঁ কীন্হ॥

চৌপাই (১—৪)

চলত মহাধুনি গর্জেসি ভারী। গর্ভ স্রবহিঁ সুনি নিসিচর নারী॥
নাঘি সিন্ধু এহি পারহি আবা। সবদ কিলিকিলা কপিন্হ সুনাবা॥

হরষে সব বিলেকি হনুমানা। নূতন জন্ম কপিন্হ তব জানা॥
মুখ প্রসন্ন তন তেজ বিরাজা। কীন্হেসি রামচন্দ্র কর কাজা॥

মিলে সকল অতি ভএ সুখারী। তলফত মীন পাব জিমি বারী॥
চলে হরষি রঘুনায়ক পাসা। পূঁছত কহত নবল ইতিহাসা॥

তব মধুবন ভীতর সব আএ। অঙ্গদ সম্মত মধু ফল খাএ॥
রখবারে জব বরজন লাগে। মুষ্টি প্রহার হনত সব ভাগে॥

দোহা (২৮)

জাই পুকারে তে সব বন উজার জুবরাজ।
সুনি সুগ্রীব হরষ কপি করি আএ প্রভু কাজ॥

চৌপাই— হে তাত! শ্রীপ্রভুকে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তর কথা মনে করিয়ে দিও। তাঁর শরের প্রতাপের কথাও স্মরণ করিয়ে দিও। তাঁকে বোলো যে তিনি এক মাসের মধ্যে না এলে আমাকে আর জীবিত দেখতে পাবেন না॥ ৩ ॥ হে হনুমান! বল, আমি বেঁচে থাকি কী নিয়ে? হে তাত! তুমিও তো চলে যাবে বলছ। তোমাকে দেখে একটু শান্তি পেয়েছিলাম। আবার সেই অসহ্য কষ্টকর দিবারাত্র যাপন শুরু হবে! ॥ ৪ ॥

দোহা— শ্রীহনুমান সীতাদেবীকে অনেক করে বোঝালেন আর ধৈর্য ধারণ করতে বললেন। অতঃপর তিনি সীতাদেবীর পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ফিরে চললেন॥ ২৭ ॥

চৌপাই— ফিরে যাওয়ার সময়ে শ্রীহনুমান বিকট গর্জন করে উঠলেন যা রাক্ষসীদের গর্ভপাত করালো। সমুদ্র অতিক্রম করে শ্রীহনুমান বানরদের সাংকেতিক ভাষায় তাঁর আগমন বার্তা সূচিত করলেন॥ ১ ॥ শ্রীহনুমান ফিরে আসায় সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। নবজন্ম লাভের আনন্দ অনুভূতি তাদের হচ্ছিল। সকলেই দেখল যে শ্রীহনুমান প্রসন্ন বদন ও তেজসম্পন্ন। তারা তখন নিশ্চিন্ত হল যে শ্রীরামচন্দ্রের কার্য উত্তর-রূপে সম্পন্ন হয়েছে বলেই মহাকপি এমন প্রফুল্ল রয়েছেন॥ ২ ॥ এইবার সকলে তাঁর কাছে ছুটে গেল। তাদের অবস্থা তখন জলস্পর্শ বঞ্চিত মৎস্যের জলস্পর্শ লাভ করার মতো। তারা অতি প্রসন্ন ও সুখী হয়ে গেল। শ্রীহনুমানের সঙ্গে ঘটনা বৃত্তান্ত আলোচনা করতে করতে সকলে শ্রীরামচন্দ্র সকাশে চলল॥ ৩ ॥ মধুবনে মধুর ফল (অথবা মধু ও ফল) গ্রহণ করবার অনুমতি লাভ করবার জন্য তারা অঙ্গদকে অনুরোধ করল। অনুমতি লাভ করে ভক্ষণপর্ব সমাধা হল। প্রহরীদের ভাগ্যে কেবল মুষ্ট্যাঘাত জুটল॥ ৪ ॥

দোহা— প্রহরীগণ আর্তনাদ করে উঠল যে যুবরাজ অঙ্গদের অনুমতিতে বানরগণ বনসম্পদ তছনছ করে দিচ্ছে। সুগ্রীব তা শুনলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে কার্য সম্পাদন সুচারুরূপে হয়েছে তাই বানরগণ আনন্দে মত্ত হয়েছে। তিনিও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন॥ ২৮ ॥

চৌপাই (১—৪)

জৌঁ ন হোতি সীতা সুধি পাঈ। মধুবন কে ফল সকহিঁ কি খাঈ।।
এহি বিধি মন বিচার কর রাজা। আই গএ কপি সহিত সমাজা।।
আই সবন্হি নাবা পদ সীসা। মিলেউ সবন্হি অতি প্রেম কপীসা।।
পূঁছী কুসল কুসল পদ দেখী। রাম কৃপাঁ ভা কাজু বিসেষী।।
নাথ কাজু কীন্হেউ হনুমানা। রাখে সকল কপিন্হ কে প্রানা।।
সুনি সুগ্রীব বহুরি তেহি মিলেউ। কপিন্হ সহিত রঘুপতি পহিঁ চলেউ।।
রাম কপিন্হ জব আবত দেখা। কিএঁ কাজু মন হরষ বিসেষা।।
ফটিক সিলা বৈঠে দ্বৌ ভাঈ। পরে সকল কপি চরনন্হি জাঈ।।

দোহা (২৯)

প্রীতি সহিত সব ভেটে রঘুপতি করুনা পুঞ্জ।
পূঁছী কুসল নাথ অব কুসল দেখি পদ কঞ্জ।।

চৌপাই (১—৪)

জামবন্ত কহ সুনু রঘুরায়া। জা পর নাথ করহু তুম্হ দায়া।।
তাহি সদা সুভ কুসল নিরন্তর। সুর নর মুনি প্রসন্ন তা উপর।।
সোই বিজঈ বিনঈ গুন সাগর। তাসু সুজসু ত্রৈলোক উজাগর।।
প্রভু কীঁ কৃপা ভয়উ সবু কাজূ। জন্ম হমার সুফল ভা আজূ।।
নাথ পবনসুত কীন্হি জো করনী। সহসহুঁ মুখ ন জাই সো বরনী।।
পবনতনয় কে চরিত সুহাএ। জামবন্ত রঘুপতিহি সুনাএ।।
সুনত কৃপানিধি মন অতি ভাএ। পুনি হনুমান হরষি হিয়ঁ লাএ।।
কহহু তাত কেহি ভাঁতি জনকী। রহতি করতি রচ্ছ স্বপ্রান কী।।

চৌপাই— সুগ্রীব ভাবছিলেন—সীতাদেবীর সংবাদ না এনে মধুবনের ফল খাওয়ার সাহস বানরদের হত না। এমন সময়েই বানরেরা সদলবলে সেইখানে এসে উপস্থিত হল॥ ১ ॥ সকলে এসে সুগ্রীবকে প্রণাম নিবেদন করল। কপিরাজ সুগ্রীব সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রীত হলেন। তিনি তখন কুশল প্রশ্ন করলেন। (তখন বানরগণ উত্তর দিল—) আপনার চরণ দর্শন লাভ করে সকলই কুশল। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় বিশেষ কার্য হয়েছে (কার্যে সাফল্য লাভ হয়েছে)॥ ২ ॥ হে নাথ ! সর্বকার্য সম্পাদন করবার কৃতিত্ব হনুমানেরই প্রাপ্য ; সেই বানরদেরও প্রাণরক্ষা করল। এইকথা শুনেই সুগ্রীব উঠে আবার শ্রীহনুমানকে আলিঙ্গন দান করলেন। অতঃপর তারা সদলবলে শ্রীরঘুপতির সন্নিধানে গমন করলেন॥ ৩ ॥ শ্রীরামচন্দ্র যখন বানরদের আসতে দেখলেন তখন কার্যসিদ্ধি হয়েছে বুঝতে পেরে অতিশয় প্রসন্ন হয়ে গেলেন। ভ্রাতৃযুগল স্ফটিক শিলার উপরে বসে ছিলেন। বানরসকল এইবার তাঁদের কাছে এসে প্রণাম নিবেদন করল॥ ৪ ॥

দোহা— করুণাকর শ্রীরঘুপতি সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্বক আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। তিনি প্রত্যেককে কুশল প্রশ্ন করলেন। (বানরগণ উত্তর দিল—) আপনার শ্রীপাদপদ্মের দর্শনে (কৃপায়) সকলই কুশল॥ ২৯ ॥

চৌপাই— জাম্ববান বললেন—হে শ্রীরঘুনাথ ! শুনুন । হে নাথ ! যাদের উপর আপনি কৃপা বর্ষণ করেন তারা তো কুশলেই থাকে আর তাদের কল্যাণ-ই হয়ে থাকে। তখন তাদের উপর তো দেবতা, নর ও মুনি— সকলেই প্রসন্ন থাকেন॥ ১ ॥ (আপনার কৃপা থাকলে তো) বিজয়, বিনয়, গুণাদিলাভ করে যশস্বী হওয়া তো অবশ্যম্ভাবী ; ত্রিলোকে তখন তার যশঃকীর্তনও শোনা যায়। শ্রীপ্রভুর কৃপায় সর্বকার্য সম্পাদন হয়েছে। আমাদের আজ জন্ম সার্থক হল॥ ২ ॥ হে নাথ ! পবননন্দন হনুমানের কীর্তির প্রশংসা সহস্র মুখেও করা সম্ভব নয়। অতঃপর জাম্ববান শ্রীহনুমানের সুন্দর চরিত্রগাথা (অক্ষয় কীর্তি) শ্রীরঘুপতিকে নিবেদন করলেন॥ ৩ ॥ (বৃত্তান্ত) শ্রবণ করে শ্রীরামচন্দ্র প্রীত হলেন। তিনি আনন্দসহকারে শ্রীহনুমানকে আলিঙ্গন দান করলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—হে তাত ! বল, সীতা কেমন আছেন ? কেমন ভাবে জীবন ধারণ করে আছেন ? ॥ ৪ ॥

দোহা (৩০)

নাম পাহরু দিবস নিসি ধ্যান তুম্হার কপাট।
লোচন নিজ পদ জন্ত্রিত জাহিঁ প্রান কেহিঁ বাট॥

চৌপাই (১—৫)

চলত মোহি চূড়ামনি দীন্হী। রঘুপতি হৃদয়ঁ লাই সোই লীনহী॥
নাথ জুগল লোচন ভরি বারী। বচন কহে কছু জনককুমারী॥
অনুজ সমেত গহেহু প্রভু চরনা। দীন বন্ধু প্রনতারতি হরনা॥
মন ক্রম বচন চরন অনুরাগী। কেহিঁ অপরাধ নাথ হৌঁ ত্যাগী॥
অবগুন এক মোর মৈঁ মানা। বিছুরত প্রান ন কীন্হ পয়ানা॥
নাথ সো নয়নন্হি কো অপরাধা। নিসরত প্রান করহিঁ হঠি বাধা॥
বিরহ অগিনি তনু তূল সমীরা। স্বাস জরই ছন মাহিঁ সরীরা॥
নয়ন স্রবহিঁ জলু নিজ হিত লাগী। জরৈঁ ন পাব দেহ বিরহাগী॥
সতী কৈ অতি বিপতি বিসালা। বিনহিঁ কহেঁ ভলি দীনদয়ালা॥

দোহা (৩১)

নিমিষ নিমিষ করুনানিধি জাহিঁ কলপ সম বীতি।
বেগি চলিঅ প্রভু আনিঅ ভুজ বল খল দল জীতি॥

চৌপাই (১—২)

সুনি সীতা দুখ প্রভু সুখ অয়না। ভরি আএ জল রাজিব নয়না॥
বচন কায়ঁ মন মম গতি জাহী। সপনেহু বূঝিঅ বিপতি কী তাহী॥
কহ হনুমন্ত বিপতি প্রভু সোঈ। জব তব সুমিরন ভজন ন হোঈ॥
কেতিক বাত প্রভু জাতুধান কী। রিপুহি জীতি আনিবী জানকী॥

দোহা—*শ্রীহনুমান বললেন—আপনার নামরূপ স্মরণ তাঁকে দিনরাত পাহারা দেয়, আপনার ধ্যানই তাঁর কপাট, চরণে নিবদ্ধ দৃষ্টি হল তালা। এসবের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রাণ যায় কোন পথে ? ৩০ ॥*

চৌপাই—বিদায় কালে তিনি তাঁর চূড়ামণি (খুলে) দিলেন। শ্রীরঘুপতি তা গ্রহণ করে হৃদয়ে স্পর্শ করলেন। (অতঃপর শ্রীহনুমান বললেন—) হে নাথ ! অশ্রুপূর্ণ নয়নে সীতাদেবী (আপনাকে বলবার জন্য) আমাকে কিছু বলেছেন॥ ১ ॥ তিনি অনুজসহ আপনার শ্রীচরণে প্রণিপাত করে কিছু কথা বলতে বলেছেন। তা তাঁর জবানিতেই শুনুন—'হে নাথ ! আপনি দীনবন্ধু, শরণাগতবৎসল, আর আমি কায়মনোবাক্যে আপনার শ্রীচরণানুরাগী। আমাকে আপনি তাহলে কোন্ অপরাধে ত্যাগ করেছেন ?' ॥ ২ ॥ একটা দোষ আমার অবশ্য আছে। আপনার বিরহে আমি দেহত্যাগ করিনি। হে নাথ ! সে অপরাধ যে কেবল নয়নযুগলের যারা (আপনার আবার দর্শন লাভ করবার আশায়) সতত বাধা দান করে যাচ্ছে॥ ৩ ॥ বিরহাগ্নির সম্মুখে দেহ তুলাসম তাতে আবার শ্বাসের পবন উপস্থিত। এই দুই-এর সংযোগে দেহ মুহূর্তের মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু নয়নযুগল নিজ বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য বারি (অশ্রু) ক্ষরণ করেই যাচ্ছে। তাই বিরহাগ্নিতে দেহ ভস্মীভূত হতে পারছে না॥ ৪ ॥ (শ্রীহনুমান বললেন—) সীতাদেবীর শিয়রে বিপদ দাঁড়িয়ে আছে। হে দীনবন্ধু ! তার বিবরণ নাই বা শুনলেন (কারণ তা আপনাকে অতিশয় ক্লেশ প্রদান করবে)॥ ৫ ॥

দোহা—*হে করুণানিধান ! তাঁর পল (ক্ষণকাল) কল্পসম প্রলম্বিত মনে হয়। অতএব হে শ্রীপ্রভু ! আপনার যাওয়া একান্ত প্রয়োজন এখনই। নিজ বাহুবল বিক্রমে দুষ্টদের পর্যুদস্ত করে সীতাদেবীকে উদ্ধার করে আনা প্রয়োজন॥ ৩১ ॥*

চৌপাই—সীতাদেবীর ক্লেশের কথা সুখধাম শ্রীরামচন্দ্রকে অশ্রুসিক্ত করে তুলল (তিনি বললেন—) কায়মনোবাক্যে যে আমার শরণাগত তার কি স্বপ্নেও বিপদগ্রস্ত হওয়া সম্ভব ? ॥ ১ ॥ শ্রীহনুমান বললেন— হে প্রভু ! আপনার স্মরণমনন ও ভজন না হলেই তো বিপদের সম্ভাবনা থাকে। হে নাথ ! (আপনার কাছে) রাক্ষস এমন কী ? আপনি অনায়াসে শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করে জানকী মাতাকে নিয়ে আসবেন॥ ২ ॥

চৌপাই (৩—৪)

সুনু কপি তোহি সমান উপকারী। নহিঁ কোউ সুর নর মুনি তনুধারী॥
প্রতি উপকার করোঁ কা তোরা। সনমুখ হোই ন সকত মন মোরা॥

সুনু সুত তোহি উরিন মৈঁ নাহীঁ। দেখেউঁ করি বিচার মন মাহীঁ॥
পুনি পুনি কপিহি চিতব সুরত্রাতা। লোচন নীর পুলক অতি গাতা॥

দোহা (৩২)

সুনি প্রভু বচন বিলোকি মুখ গাত হরষি হনুমন্ত।
চরন পরেউ প্রেমাকুল ত্রাহি ত্রাহি ভগবন্ত॥

চৌপাই (১—৫)

বার বার প্রভু চহই উঠাবা। প্রেম মগন তেহি উঠব ন ভাবা॥
প্রভু কর পঙ্কজ কপি কেঁ সীসা। সুমিরি সো দসা মগন গৌরীসা॥

সাবধান মন করি পুনি সঙ্কর। লাগে কহন কথা অতি সুন্দর॥
কপি উঠাই প্রভু হৃদয়ঁ লগাবা। কর গহি পরম নিকট বৈঠাবা॥

কহু কপি রাবন পালিত লঙ্কা। কেহি বিধি দহেউ দুর্গ অতি বঙ্কা॥
প্রভু প্রসন্ন জানা হনুমানা। বোলা বচন বিগত অভিমানা॥

সাখামৃগ কৈ বড়ি মনুসাঈ। সাখা তেঁ সাখা পর জাঈ॥
নাঘি সিন্ধু হাটকপুর জারা। নিসিচর গন বধি বিপিন উজারা॥

সো সব তব প্রতাপ রঘুরাঈ। নাথ ন কছূ মোরি প্রভুতাঈ॥

দোহা (৩৩)

তা কহুঁ প্রভু কছু অগম নহিঁ জা পর তুম্হ অনুকূল।
তব প্রভাবঁ বড়বানলহি জারি সকই খলু তূল॥

চৌপাই— (শ্রীভগবান বলতে লাগলেন—) হে হনুমান ! তোমার মতন আমার উপকারী সুর, নর, মুনি অথবা অন্যান্য দেহধারীর মধ্যে কেউ নেই। প্রতিদান দেওয়াও সম্ভব নয় কারণ আমার মনও তোমার সম্মুখীন হতে পারছে না॥ ৩ ॥ হে পুত্র ! শোনো। আমি ভালোভাবে ভেবে দেখে বলছি যে তোমার ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দেবতাদেরও রক্ষক শ্রীপ্রভু বারে বারে শ্রীহনুমানকে দেখতে লাগলেন। নয়ন তাঁর প্রেমাশ্রু প্লাবিত ছিল আর অঙ্গে পুলক শিহরণ॥ ৪ ॥

দোহা— শ্রীপ্রভুর কথা শুনে আর তাঁকে দেখে শ্রীহনুমান আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলেন। তিনি প্রেমাকুল হয়ে শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে পতিত হয়ে বলতে লাগলেন—হে ভগবান ! আমাকে রক্ষা করুন। রক্ষা করুন॥ ৩২ ॥

চৌপাই—প্রভু শ্রীহনুমানকে বারে বারে তুলে ধরতে চাইছিলেন কিন্তু প্রেমবিহ্বল শ্রীহনুমান সেই শ্রীপাদপদ্ম ছাড়তে চাইছিলেন না। তখন শ্রীপ্রভুর করকমল শ্রীহনুমানের মস্তক স্পর্শ করে ছিল। সেই অবস্থা স্মরণ করে মহাদেব প্রেমমগ্ন হয়ে গেলেন॥ ১ ॥ অতঃপর নিজের মনকে সাবধানে নিয়ন্ত্রণ করে মহাদেব অত্যন্ত মনোহর ঘটনা বলে যেতে লাগলেন— শ্রীহনুমানকে (অতি কষ্টে) তুলে শ্রীপ্রভু আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। অতঃপর তিনি শ্রীহনুমানের হাত ধরে তাঁকে পাশে বসালেন॥ ২ ॥ (তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—) হে হনুমান ! বল। রাবণ দ্বারা সুরক্ষিত লঙ্কা আর তার ওই দুর্ভেদ্য দুর্গতে তুমি দহন কার্য কেমন করে সম্ভব করলে ? শ্রীহনুমান দেখলেন যে শ্রীপ্রভু প্রসন্ন। তিনি অহংকার বিরহিত হয়ে বললেন—বানরের পুরুষার্থ তো এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে চলে যাওয়ার মধ্যেই সীমিত থাকে। আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করে সুবর্ণনগর দহন করেছি আর রাক্ষসগণকে বধ করে অশোকবন তছনছ করেছি, তা সকলই তো শ্রীরঘুনাথ ! আপনারই প্রতাপে সম্ভব হয়েছে। হে নাথ ! এতে আমার নিজস্ব কৃতিত্ব একটুও আছে বলে আমি মনে করি না॥ ৩-৫ ॥

দোহা— হে প্রভু ! যার উপর আপনি প্রসন্ন তার পক্ষে কোনও কার্যই তো কঠিন নয়। আপনার প্রভাবে সহজদাহ্য তুলাও দাবানলকে ভস্ম করতে সক্ষম (অর্থাৎ অসম্ভবও সম্ভব হয়)॥ ৩৩ ॥

চৌপাই (১—৪)

নাথ ভগতি অতি সুখদায়নী। দেহু কৃপা করি অনপায়নী॥
সুনি প্রভু পরম সরল কপি বানী। এবমস্তু তব কহেউ ভবানী॥

উমা রাম সুখাউ জেহিঁ জানা। তাহি ভজনু তজি ভাব ন আনা॥
যহ সংবাদ জাসু উর আবা। রঘুপতি চরন ভগতি সোই পাবা॥

সুনি প্রভু বচন কহহিঁ কপিবৃন্দা। জয় জয় জয় কৃপাল সুখকন্দা॥
তব রঘুপতি কপিপতিহি বোলাবা। কহা চলৈঁ কর করহু বনাবা॥

অব বিলম্বু কেহি কারন কীজে। তুরত কপিন্হ কহুঁ আয়সু দীজে॥
কৌতুক দেখি সুমন বহু বরষী। নভ তেঁ ভবন চলে সুর হরষী॥

দোহা (৩৪)

কপিপতি বেগি বোলাএ আএ জূথপ জূথ।
নানা বরন অতুল বল বানর ভালু বরূথ॥

চৌপাই (১—৪)

প্রভু পদ পঙ্কজ নাবহিঁ সীসা। গর্জহি ভালু মহাবল কীসা॥
দেখী রাম সকল কপি সেনা। চিতই কৃপা করি রাজিব নৈনা॥

রাম কৃপা বল পাই কপিন্দা। ভএ পচ্ছজুত মনহুঁ গিরিন্দা॥
হরষি রাম তব কীন্হ পয়ানা। সগুন ভএ সুন্দর সুভ নানা॥

জাসু সকল মঙ্গলময় কীতী। তাসু পয়ান সগুন যহ নীতী॥
প্রভু পয়ান জানা বৈদেহীঁ। ফরকি বাম অঁগ জনু কহি দেহীঁ॥

জোই জোই সগুন জানকিহি হোঈ। অসগুন ভয়উ রাবনহি সোঈ॥
চলা কটকু কো বরনৈঁ পারা। গর্জহিঁ বানর ভালু অপারা॥

চৌপাই—হে নাথ ! অতিশয় সুখপ্রদানকারী নিজ অচলা ভক্তি কৃপা করে দিন। শ্রীহনুমানের এইরূপ সহজ সরল কথা শুনে, হে ভবানী ! শ্রীপ্রভু শ্রীরামচন্দ্র 'তাই হোক' বললেন॥ ১ ॥ হে উমা ! যারা শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিচিত তাদের তাঁর সাধনভজন ছাড়া আর কিছু ভালো লাগে না। যার এই অনুপম সুন্দর প্রভু সেবক সংবাদ ভালো লাগবে তার শ্রীরঘুপতি চরণে ভক্তিলাভ আপনা আপনি হয়ে যাবে॥ ২ ॥ শ্রীপ্রভুর কথা শুনে বানরেরা কৃপালু আনন্দময় শ্রীরামচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। তখন শ্রীরঘুপতি কপিরাজ সুগ্রীবকে ডেকে পাঠালেন আর বললেন—এইবার অভিযানের প্রস্তুতি করা প্রয়োজন॥ ৩ ॥ আর দেরি করে লাভ নেই। বানরদের আদেশ দাও এখনই। (শ্রীভগবানের) এই লীলা (রাবণ বধের প্রস্তুতি) দেখে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করে ও প্রসন্ন হয়ে নিজ নিজ লোকে গমন করলেন॥ ৪ ॥

দোহা—কপিরাজ সুগ্রীব তৎক্ষণাৎ বানরদের ডাকলেন। সেনাপতির দল এসে উপস্থিত হল। ঋক্ষ ও বানর সৈন্যদল বিচিত্র বর্ণ ও অতুলনীয় শক্তিধর ছিল॥ ৩৪ ॥

চৌপাই—তারা সকলে শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে মস্তক অবনত করে প্রণাম করল। ঋক্ষ ও বানরগণ গর্জন করতে লাগল। শ্রীরামচন্দ্র সম্পূর্ণ বানর সেনা দেখে তাঁর কমলনয়ন দ্বারা কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করলেন॥ ১ ॥ রাম কৃপা লাভ করে শ্রেষ্ঠ বানরগণ যেন বিশাল বিশাল ডানাওয়ালা পর্বত সম হয়ে গেল। আনন্দিত শ্রীরামচন্দ্র যাত্রা করলেন। চতুর্দিকে বহু শুভলক্ষণ দেখা গেল॥ ২ ॥ শ্রীরামচন্দ্রের অক্ষয়কীর্তি সকল যখন মঙ্গলময় তখন শুভ-লক্ষণসকল তো দেখা দেবেই (কারণ তা যে লীলাকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে থাকে)। শ্রীপ্রভুর বার্তা সীতাদেবীরও অজানা রইল না তাঁর বাম অঙ্গেও স্পন্দন ঘোষণা করতে লাগল (যে শ্রীরামচন্দ্র এইবার আসছেন)॥ ৩ ॥ যেমন সীতাদেবীর মঙ্গলসূচক অনুভূতি হল তেমনভাবেই রাবণের অমঙ্গলসূচক অনুভূতি হল। সৈন্য বাহিনীর যাত্রার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। একসঙ্গে অসংখ্য বানর ও ঋক্ষ একযোগে গর্জন করে যাচ্ছিল॥ ৪ ॥

চৌপাই (৫)

নখ আয়ুধ গিরি পাদপধারী। চলে গগন মহি ইচ্ছাচারী॥
কেহরিনাদ ভালু কপি করহীঁ। ডগমগাহিঁ দিগ্গজ চিক্করহীঁ॥

ছন্দ (১—২)

চিক্করহিঁ দিগ্গজ ডোল মহি গিরি লোল সাগর খরভরে।
মন হরষ সভ গন্ধর্ব সুর মুনি নাগ কিন্নর দুখ টরে॥
কটকটহিঁ মর্কট বিকট ভট বহু কোটি কোটিন্হ ধাবহীঁ।
জয় রাম প্রবল প্রতাপ কোসলনাথ গুন গন গাবহীঁ॥

সহি সক ন ভার উদার অহিপতি বার বারহিঁ মোহঈ।
গহ দসন পুনি পুনি কমঠ পৃষ্ট কঠোর সো কিমি সোহঈ॥
রঘুবীর রুচির প্রয়ান প্রস্থিতি জানি পরম সুহাবনী।
জনু কমঠ খর্পর সর্পরাজ সো লিখত অবিচল পাবনী॥

দোহা (৩৫)

এহি বিধি জাই কৃপানিধি উতরে সাগর তীর।
জহঁ তহঁ লাগে খান ফল ভালু বিপুল কপি বীর॥

চৌপাই (১—২)

উহাঁ নিসাচর রহহিঁ সসঙ্কা। জব তেঁ জারি গয়উ কপি লঙ্কা॥
নিজ নিজ গৃহঁ সব করহিঁ বিচারা। নহিঁ নিসিচর কুল কের উবারা॥
জাসু দূত বল বরনি ন জাঈ। তেহি আএঁ পুর কবন ভলাঈ॥
দূতিন্হ সন সুনি পুরজন বানী। মন্দোদরী অধিক অকুলানী॥

চৌপাই— বানর-ঋক্ষদের নখই প্রধান অস্ত্র হয়ে থাকে। তারা (সর্বত্র অবাধে) পর্বত ও বৃক্ষ সকল ধারণ করে কেউ আকাশ পথে আর কেউ পদব্রজে চলছিল। তারা সকলে সিংহসম গর্জন করছিল। (তাদের পদভারে ও গর্জনে) দিগ্হস্তীগণ বিচলিত হলে বৃংহণ করছিল॥ ৫ ॥

ছন্দ— তখন দিগ্হস্তীগণ বৃংহণ করতে লাগল। পদভারে পৃথিবী টলমল করে উঠল, পর্বত সকল চঞ্চল হয়ে গেল (কাঁপতে লাগল) আর সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। 'দুঃখের দিন শেষ হতে চলেছে'— এইরূপ মনে করে (চিন্তায়) গন্ধর্ব, দেবতা, মুনি, নাগ, কিন্নর সকলেই আনন্দিত হয়ে উঠলেন। বহু কোটি ভয়ানকদর্শন মর্কট যোদ্ধা দাঁত কিড়মিড় করছিল আর কোটি সংখ্যক মর্কট ছুটে চলছিল। তারা প্রবলপ্রতাপ কৌশলনাথ শ্রীরামচন্দ্রের জয় ! উদ্‌ঘোষে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের গুণকীর্তন করে এগিয়ে যাচ্ছিল॥ ১ ॥ উদার (অমিত পরাক্রম মহান) সর্পরাজ শেষনাগের পক্ষেও সেই পদভার সামলে রাখা কষ্টকর হয়ে উঠল। তাই শঙ্কিত সর্পরাজ কূর্মের পৃষ্ঠদেশে দন্ত প্রয়োগ করে সামলাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর এইরূপ করায় (অর্থাৎ কূর্মের পৃষ্ঠদেশে দন্ত স্পর্শ দান করে) তিনি দাগ করে দিচ্ছিলেন যার এক বিশেষ সৌন্দর্যও ছিল। যেন শ্রীরামচন্দ্রের প্রস্থান যাত্রাকে অনুপম সুন্দর জেনে সর্পরাজ শেষনাগ কূর্মের পৃষ্ঠদেশে তা লিপিরূপে অঙ্কিত করে রাখছিলেন॥ ২ ॥

দোহা— এইভাবে কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রতটে উপনীত হলেন। তখন বহু ঋক্ষ-মর্কট বীর যোদ্ধাগণ নানা স্থানে ফল ভক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হল॥ ৩৫ ॥

চৌপাই— শ্রীহনুমানের লঙ্কাদহনের পর থেকে রাক্ষসগণ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিল। তাদের মনে ঘরে বসেই চিন্তা হতে লাগল যে এইবার আর রাক্ষসকুলের রক্ষা পাওয়ার পথ রইল না॥ ১ ॥ যাঁর দূতের এইরূপ অপরিমিত শক্তি তিনি স্বয়ং লঙ্কাপুরীতে উপনীত হলে না জানি সকলের কী দশা (দুর্দশা) হবে ? দূতীদের মুখে জনগণের এই দুর্ভাবনারা কথা মন্দোদরীর কানে গেল। তিনি অতিশয় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন॥ ২ ॥

চৌপাই (৩—৫)

রহসি জোরি কর পতি পগ লাগী। বোলী বচন নীতি রস পাগী।।
কন্ত করষ হরি সন পরিহরহূ। মোর কহা অতি হিত হিয়ঁ ধরহূ।।
সমুঝত জাসু দূত কই করনী। স্রবহিঁ গর্ভ রজনীচর ঘরনী।।
তাসু নারি নিজ সচিব বোলাঈ। পঠবহু কন্ত জো চহহু ভলাঈ।।
তব কুল কমল বিপিন দুখদাঈ। সীতা সীত নিসা সম আঈ।।
সুনহু নাথ সীতা বিনু দীনহেঁ। হিত ন তুম্হার সম্ভু অজ কীন্হেঁ।।

দোহা (৩৬)

রাম বান অহি গন সরিস নিকর নিসাচর ভেক।
জব লগি গ্রসত ন তব লগি জতনু করহু তজি টেক।।

চৌপাই (১—৫)

শ্রবন সুনী সঠ তা করি বানী। বিহসা জগত বিদিত অভিমানী।।
সভয় সুভাউ নারি কর সাচা। মঙ্গল মহুঁ ভয় মন অতি কাচা।।
জৌঁ আবই মর্কট কটকাঈ। জিঅহিঁ বিচারে নিসিচর খাঈ।।
কম্পহিঁ লোকপ জাকীঁ ত্রাসা। তাসু নারি সভীত বড়ি হাসা।।
অস কহি বিহসি তাহি উর লাঈ। চলেউ সভাঁ মমতা অধিকাঈ।।
মন্দোদরী হৃদয়ঁ কর চিন্তা। ভয়উ কন্ত পর বিধি বিপরীতা।।
বৈঠেউ সভাঁ খবরি অসি পাঈ। সিন্ধু পার সেনা সব আঈ।।
বূঝেসি সচিব উচিত মত কহহূ। তে সব হঁসে মষ্ট করি রহহূ।।
জিতেহু সুরাসুর তব শ্রব নাহীঁ। নর বানর কেহি লেখে মাহীঁ।।

চৌপাই—মন্দোদরী একান্তে জোড়হস্ত হয়ে পতির (রাবণের) পদযুগল ধারণ করে এইরূপ নীতিগত কথা নিবেদন করল—হে প্রিয়তম ! শ্রীহরির বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত হন। আমি এই কথা সার্বিক মঙ্গলের জন্য বলছি, এমন ভাবুন॥ ৩ ॥ তাঁর দূতের পরাক্রম স্মরণ করে রাক্ষসীদের গর্ভপাত হয়ে যাচ্ছে ; হে প্রিয় পতিদেব ! যদি সত্যই মঙ্গল চান তবে মন্ত্রীকে ডেকে তার সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিন॥ ৪ ॥ সীতার আগমন আপনার বংশরূপ কমলবন বিনষ্টকারী শীতের রাত্রি সম মনে হচ্ছে। হে নাথ ! শুনুন। সীতা প্রত্যর্পণ না হলে আপনার কল্যাণ করা শিব ও ব্রহ্মার পক্ষেও সম্ভব হবে না॥ ৫ ॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের অহিগণসম ভয়ংকর শরের সম্মুখে রাক্ষসগণ ভেক সম অসহায়। কিছু ঘটবার পূর্বেই এক-গুঁয়েমি ছেড়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন॥ ৩৬॥

চৌপাই—মহামূর্খ জগদ্বিখ্যাত অহংকারী রাবণ মন্দোদরীর কথাবার্তা শুনে খুব একচোট হেসে নিল (আর তারপর বলল—) নারীজাতি স্বভাবেই ভীরু হয়ে থাকে। মঙ্গলেও তোমার ভয় ! তুমি তো দেখছি অতিশয় দুর্বল চিত্ত ! ॥ ১॥ মর্কট সৈন্য এসে উপস্থিত হলে বেচার রাক্ষসেরা তাদের ভক্ষণ করে বাঁচবে। লোকপালগণ যার ভয়ে কম্পমান তারই ভার্যা ভয়ে কাঁপছে ! এ যে অতি হাস্যকর ঘটনা হয়ে যাচ্ছে॥ ২ ॥ এমন উত্তর দিয়ে রাবণ মন্দোদরীকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করে সুগভীর প্রেম প্রদর্শন করল আর তারপর সে রাজসভায় চলে গেল। মন্দোদরী তখনও বিষণ্ণ চিত্তে ভাবতে লাগল তাহলে বিধাতাও বুঝি প্রতিকূল হয়ে গেলেন ! ॥ ৩ ॥ সভায় উপস্থিত হয়েই সে (রাবণ) জানতে পারল যে শত্রুসৈন্য সাগরের অন্য পাড়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। রাবণ তখন মন্ত্রীদের নিকট পরামর্শ চাইল (জিজ্ঞাসা করল—কী করণীয় ?)। মন্ত্রীগণ একযোগে হেসে উঠে বলল—চুপচাপ থাকুন (পরামর্শের আবার কী প্রয়োজন ?) ॥ ৪ ॥ আপনি তো অনায়াসে সুর ও অসুর সকলকে পরাজিত করেছেন। আর এরা তো নর ও বানর॥ ৫ ॥

দোহা (৩৭)

সচিব বৈদ গুর তীনি জৌঁ প্রিয় বোলহিঁ ভয় আস।
রাজ ধর্ম তন তীনি কর হোই বেগিহীঁ নাস॥

চৌপাই (১—৪)

সোই রাবন কহুঁ বনী সহাঈ। অস্তুতি করহিঁ সুনাই সুনাঈ॥
অবসর জানি বিভীষনু আবা। ভ্রাতা চরন সীসু তেহিঁ নাবা॥
পুনি সিরু নাই বৈঠ নিজ আসন। বোলা বচন পাই অনুসাসন॥
জৌ কৃপাল পূঁছিহু মোহি বাতা। মতি অনুরূপ কহউঁ হিত তাতা॥
জো আপন চাহৈ কল্যানা। সুজসু সুমতি সুভ গতি সুখ নানা॥
সো পরনারি লিলার গোসাঈঁ। তজউ চউথি কে চন্দ কি নাঈঁ॥
চৌদহ ভুবন এক পতি হোঈ। ভূতদ্রোহ তিষ্টই নহিঁ সোঈ॥
গুন সাগর নাগর নর জোউ। অলপ লোভ ভল কহই ন কোউ॥

দোহা (৩৮)

কাম ক্রোধ মদ লোভ সব নাথ নরক কে পন্থ।
সব পরিহরি রঘুবীরহি ভজহু ভজহিঁ জেহি সন্ত॥

চৌপাই (১—৩)

তাত রাম নহিঁ নর ভূপালা। ভুবনেস্বর কালহু কর কালা॥
ব্রহ্ম অনাময় অজ ভগবন্তা। ব্যাপক অজিত অনাদি অনন্তা॥
গো দ্বিজ ধেনু দেব হিতকারী। কৃপাসিন্ধু মানুষ তনুধারী॥
জন রঞ্জন ভঞ্জন খল ব্রাতা। বেদ ধর্ম রচ্ছক সুনু ভ্রাতা॥
তাহি বয়রু তজি নাইঅ মাথা। প্রনতারতি ভঞ্জন রঘুনাথা॥
দেহু নাথ প্রভু কহুঁ বৈদেহী। ভজহু রাম বিনু হেতু সনেহী॥

দোহা — মন্ত্রী, বৈদ্য ও গুরু যদি (বিরাগভাজন হওয়ার) ভয়ে অথবা (বাড়তি লাভের) আশায় (যথার্থ পরামর্শ দান না করে) মনমোহন কথা বলে যথাক্রমে রাজ্য, শরীর ও ধর্ম সকলকে সমূহ বিনাশের পথে টেনে নিয়ে যায়॥ ৩৭ ॥

চৌপাই—রাবণের ক্ষেত্রে সেই যোগাযোগেরই আগমন হয়েছিল। মন্ত্রী তাকে প্রসন্ন করবার জন্য তার স্তুতিতে নিত্যযুক্ত থাকত। এই পরিস্থিতিতে রঙ্গমঞ্চে বিভীষণের প্রবেশ হল। তিনি অগ্রজকে মস্তক অবনত করে প্রণাম করলেন। এরপর বিভীষণ আবার মস্তক অবনত করে আসন গ্রহণ করলেন। মতামত জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন—হে তাত ! আমার বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে ও আপনার মঙ্গল কামনায় বলছি॥ ২ ॥ হে প্রভু ! কল্যাণ, সুযশ, সুমতি, শুভগতি আদি সুখ সকল কামনাকারী ব্যক্তির পরস্ত্রীর মুখ চতুর্থীর চন্দ্রসম দর্শনে অপারগ থাকা উচিত (অর্থাৎ যেমন চতুর্থীর চন্দ্রদর্শন অনুচিত তেমনই পরস্ত্রীর মুখ দর্শনও অনুচিত)॥ ৩ ॥ চতুর্দশ ভুবনের অধিপতিও জীবদ্রোহ করে বাঁচতে পারে না। জ্ঞানীগুণী চতুর ব্যক্তির একটুও লোভ থাকলে কেউ তার সুখ্যাতি করে না॥ ৪ ॥

দোহা— হে নাথ ! কাম, ক্রোধ, মদ ও লোভ এই সকলই তো নরকের দ্বার (পথ)। তা পরিহার করে সাধু ব্যক্তি সম শ্রীরামচন্দ্রের ভজনায় নিত্যযুক্ত হয়ে যান॥ ৩৮ ॥

চৌপাই— হে তাত ! শ্রীরামচন্দ্রকে (কেবল মাত্র) এক নরপতি মনে করবেন না। তিনি ত্রিলোকেশ আর কালেরও কাল। তিনি (ঐশ্বর্য, যশ, শ্রী, ধর্ম, বৈরাগ্য ও জ্ঞানসম্পন্ন) শ্রীভগবান স্বয়ং ; তিনিই অজ, অজেয়, অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী, বিকাররহিত ব্রহ্ম॥ ১ ॥ সেই কৃপাসিন্ধু শ্রীভগবান জগৎ, ব্রাহ্মণ, ধেনু ও দেবতাদের কল্যাণ কামনাতেই নরদেহ ধারণ করেছেন। হে ভ্রাতা ! শুনুন। তিনি জনরঞ্জন, খলভঞ্জন ও বেদ ও ধর্মের রক্ষক॥ ২ ॥ তাঁর সঙ্গে শত্রুতা পরিহার করে তাঁর শরণাগত হয়ে যান। শ্রীরঘুনাথ শরণাগত বৎসল। হে নাথ ! সেই শ্রীপ্রভুকে (সর্বেশ্বরকে) সীতাদেবী প্রত্যর্পণ করুন। অহেতুক স্নেহবর্ষক সেই শ্রীরামচন্দ্রের ভজনায় নিত্য যুক্ত হয়ে যান॥ ৩ ॥

চৌপাই (৪)

সরন গএঁ প্রভু তাহু ন ত্যাগা। বিশ্ব দ্রোহ কৃত অঘ জেহি লাগা॥
জাসু নাম ত্রয় তাপ নসাবন। সোই প্রভু প্রগট সমুঝু জিয়ঁ রাবন॥

দোহা (৩৯ ক, খ)

বার বার পগ লাগউঁ বিনয় করউঁ দসসীস।
পরিহরি মান মোহ মদ ভজহু কোসলাধীস॥
মুনি পুলস্তি নিজ সিষ্য সন কহি পঠঈ যহ বাত।
তুরত সো মৈঁ প্রভু সন কহী পাই সুঅবসরু তাত॥

চৌপাই (১—৪)

মাল্যবন্ত অতি সচিব সয়ানা। তাসু বচন সুনি অতি সুখ মানা॥
তাত অনুজ তব নীতি বিভূষন। সো উর ধরহু জো কহত বিভীষন॥
রিপু উতকরষ কহত সঠ দোউ। দূরি ন করহু ইহাঁ হই কোউ॥
মাল্যবন্ত গৃহ গয়উ বহোরী। কহই বিভীষনু পুনি কর জোরী॥
সুমতি কুমতি সব কেঁ উর রহহীঁ। নাথ পুরান নিগম অস কহহীঁ॥
জহাঁ সুমতি তহঁ সম্পতি নানা। জহাঁ কুমতি তহঁ বিপতি নিদানা॥
তব উর কুমতি বসী বিপরীতা। হিত অনহিত মানহু রিপু প্রীতা॥
কালরাতি নিসিচর কুল কেরী। তেহি সীতা পর প্রীতি ঘনেরী॥

দোহা (৪০)

তাত চরন গহি মাগউঁ রাখহু মোর দুলার।
সীতা দেহু রাম কহুঁ অহিত ন হোই তুম্হার॥

চৌপাই (১)

বুধ পুরান শ্রুতি সম্মত বানী। কহী বিভীষন নীতি বখানী॥
সুনত দসানন উঠা রিসাঈ। খল তোহি নিকট মৃত্যু অব আঈ॥

চৌপাই—বিশ্বদ্রোহে অভিযুক্ত পাপীও যদি শ্রীপ্রভুর শরণাগত হয় তিনি তাকেও অস্বীকার করেন না। যাঁর নাম উচ্চারণ করলে ত্রিতাপ দূরীভূত হয়, সেই শ্রীপ্রভুই (শ্রীভগবানই) নররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। হে রাবণ ! এই কথাটা ভালোভাবে বুঝে দেখবার চেষ্টা করুন॥ ৪ ॥

দোহা—আমি বারে বারে আপনার চরণে নিজেকে অর্পণ করে এই নিবেদন রাখছি যে আপনি অহং, মোহ, মদ পরিহার করে কৌশলাধীশ শ্রীরামচন্দ্রের ভজনায় নিত্যযুক্ত হয়ে যান॥ ৩৯ (ক)॥ এই উপদেশ পুলস্ত্য ঋষি স্বয়ং শিষ্যের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। হে তাত ! সুসময় সমাগত দেখে আমি সেই উপদেশ আমার প্রভুর (আপনার) সম্মুখে নিবেদন করলাম॥ ৩৯ (খ)॥

চৌপাই—রাবণের এক অত্যন্ত বুদ্ধিমান মন্ত্রী ছিল মাল্যবান। (সে বলল—) হে তাত ! আপনার অনুজ নীতিবিভূষণ (অর্থাৎ নীতিপরায়ণ)। বিভীষণের কথাতেই স্বীকৃতি প্রদানে আমাদের মঙ্গল নিহিত॥ ১ ॥ (রাবণ বলল—) এই মূর্খদ্বয় শত্রুর মহিমা কীর্তন করছে। কে আছে ? এদের এখনই দূর করে দাও। তখন মাল্যবান ঘরে ফিরে গেল আর বিভীষণ হাতজোড় করে বলতে লাগলেন॥ ২॥ পুরাণ ও বেদ অনুসারে সুবুদ্ধি ও দুর্বুদ্ধি সকলের মধ্যেই বর্তমান থাকে। সুবুদ্ধির অবস্থানে বহুবিধসম্পদ (সুখ) লাভ হয় আর দুর্বুদ্ধির অবস্থানে পরিণাম বিপত্তিকর (দুঃখ) হয়॥ ৩ ॥ আপনার চিত্তে এখন বিপরীত বুদ্ধি বাসা বেঁধেছে। তাই আপনি কল্যাণকে অকল্যাণ ও শত্রুকে মিত্র জ্ঞান করছেন। সীতাদেবী রাক্ষসদের পক্ষে কালরাত্রিস্বরূপ আর তাতেই আপনার বিশেষ প্রীতি॥ ৪ ॥

দোহা — হে তাত ! আপনার চরণ ধারণ করে আমি ভিক্ষা চাইছি (মিনতি করছি)। আমার এই আবদার মেনে নিন (না হয় স্নেহ পরবশ হয়েই মেনে নিন)। সীতাদেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিন যাতে আপনার অমঙ্গল আটকানো যায়॥ ৪০ ॥

চৌপাই—শ্রুতি পুরাণের নীতি কথা সকল জ্ঞানীসম বিভীষণ বলে গেলেন। তা শ্রবণ করে দশানন খেপে উঠল আর বলল—ওরে দুষ্ট ! তোর মৃত্যু দেখছি শিয়রে উপস্থিত হয়েছে॥ ১ ॥

চৌপাই (২—৫)

জিঅসি সদা সঠ মোর জিআবা। রিপু কর পচ্ছ মূঢ় তোহি ভাবা॥
কহসি ন খল অস কো জগ মাহীঁ। ভুজ বল জাহি জিতা মৈঁ নাহীঁ॥

মম পুর বসি তপসিন্হ পর প্রীতী। সঠ মিলু জাই তিন্হহি কহু নীতী॥
অস কহি কীন্হেসি চরন প্রহারা। অনুজ গহে পদ বারহিঁ বারা॥

উমা সন্ত কই ইহই বড়াঈ। মন্দ করত জো করই ভলাঈ॥
তুম্হ পিতু সরিস ভলেহিঁ মোহি মারা। রামু ভজেঁ হিত নাথ তুম্হারা॥

সচিব সঙ্গ লৈ নভ পথ গয়উ। সবহি সুনাই কহত অস ভয়উ॥

দোহা (৪১)

রামু সত্যসঙ্কল্প প্রভু সভা কালবস তোরি।
মৈঁ রঘুবীর সরন অব জাউঁ দেহু জনি খোরি॥

চৌপাই (১—৪)

অস কহি চলা বিভীষনু জবহীঁ। আয়ুহীন ভএ সব তবহীঁ॥
সাধু অবগ্যা তুরত ভবানী। কর কল্যান অখিল কৈ হানী॥

রাবন জবহিঁ বিভীষন ত্যাগা। ভয়উ বিভব বিনু তবহিঁ অভাগা॥
চলেউ হরষি রঘুনায়ক পাহীঁ। করত মনোরথ বহু মন মাহীঁ॥

দেখিহউঁ জাই চরন জলজাতা। অরুন মৃদুল সেবক সুখদাতা॥
জে পদ পরসি তরী রিষিনারী। দন্ডক কানন পাবনকারী॥

জে পদ জনকসুতাঁ উর লাএ। কপট কুরঙ্গ সঙ্গ ধর ধাএ॥
হর উর সর সরোজ পদ জেঈ। অহোভাগ্য মৈঁ দেখিহউঁ তেঈ॥

চৌপাই — ওরে মূর্খ ! আমার দয়াতেই তুই বেঁচে আছিস (অর্থাৎ আমার অন্নেই তোর ভরণ পোষণ হচ্ছে) আর তুই শত্রুপক্ষকে সমর্থন করছিস ? ওরে দুষ্ট ! বল তো, জগতে কে এমন আছে যাকে আমি পর্যুদস্ত করিনি ? ২ ॥ আমার ঘরে বসে তাপসদের উপর প্রেমপ্রীতি ধারণ করা ! ওরে মূর্খ ! দূর হয়ে যায়, তোর নীতিকথা তাদেরই শোনা। এইকথা বলে রাবণ বিভীষণকে পদাঘাত করল। কিন্তু তখনও অনুজ বিভীষণ রাবণের চরণ বারে বারে ধারণ করে তাকে সংযত করবার চেষ্টা করে যেতে লাগলেন॥ ৩ ॥ (মহাদেব বললেন—) হে উমা ! সন্ত প্রকৃতির মহিমা এমনই যে কেউ মন্দ করলেও তারা তাদের ভালো করবার চেষ্টা করেই যায়। (বিভীষণ বললেন—) আপনি তো আমার পিতৃতুল্য, শাসন করেছেন বলে আমার মনে কোনও খেদ নেই। কিন্তু, হে নাথ ! (তবুও আমি বলব যে) আপনার মঙ্গল কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র ভজনাতেই নিহিত॥ ৪ ॥ (এইকথা বলে) বিভীষণ তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে আকাশপথে গমন করতে করতে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন— ॥ ৫ ॥

দোহা — সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্রই (সর্বসমর্থ) প্রভু আর (হে রাবণ !) তোমার রাজসভা কালের বশীভূত হয়েছে। অতএব এখন আমি শ্রীরঘুবীরের আশ্রয় গ্রহণ করতে যাচ্ছি ; এতে আমার দোষ নেই॥ ৪১ ॥

চৌপাই — বিভীষণ এইরূপ বলে বলে যেতেই রাক্ষসদের আয়ুক্ষয় হয়ে গেল (তাদের মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেল)। হে ভবানী ! সাধুদের অসম্মান করলে সকল কল্যাণই খর্ব হয়ে যায়॥ ১ ॥ বিভীষণকে ত্যাগ করবার মুহূর্ত থেকেই রাবণ ঐশ্বর্যহীন মন্দভাগ্য হয়ে গেল। (এদিকে) বিভীষণ বহু আশা নিয়ে হৃষ্টচিত্তে শ্রীরঘুপতির নিকটে চললেন॥ ২ ॥ (গমনকালে বিভীষণ চিন্তা করছেন—) এইবার আমার শ্রীভগবানের কোমল অরুণাভ শ্রীপাদপদ্ম দর্শন হবে যা সেবকদের সুখ প্রদানকারী, ঋষিপত্নী অহল্যা উদ্ধারকারী আর দণ্ডকবনকে পবিত্রতা প্রদানকারী॥ ৩ ॥ সীতাদেবীর হৃদয়ে ধারণ করা সেই শ্রীচরণ (আবার) মায়ামৃগ অনুসরণ করে ধরণিকে স্পর্শদান করেছিল। মহাদেবের হৃদয় সরোবরে বিরাজমান সেই শ্রীচরণ দর্শন করবার পরম সৌভাগ্য লাভ আজ আমার হবে॥ ৪ ॥

দোহা (৪২)

জিন্হ পায়ন্হ কে পাদুকন্হি ভরতু রহে মন লাই।
তে পদ আজু বিলোকিহউঁ ইন্হ নয়নন্হি অব জাঈ॥

চৌপাই (১—৫)

এহি বিধি করত সপ্রেম বিচারা। আয়উ সপদি সিন্ধু এহিঁ পারা॥
কপিন্হ বিভীষনু আবত দেখা। জানা কোউ রিপু দূত বিসেষা॥
তাহি রাখি কপীস পহিঁ আএ। সমাচার সব তাহি সুনাএ॥
কহ সুগ্রীব সুনহু রঘুরাঈ। আবা মিলন দসানন ভাঈ॥
কহ প্রভু সখা বূঝিঐ কাহা। কহই কপীস সুনহু নরনাহা॥
জানি ন জাই নিসাচর মায়া। কামরূপ কেহি কারন আয়া॥
ভেদ হমার লেন সঠ আবা। রাখিঅ বাঁধি মোহি অস ভাবা॥
সখা নীতি তুম্হ নীকি বিচারী। মম পন সরনাগত ভয়হারী॥
সুনি প্রভু বচন হরষ হনুমানা। সরনাগত বচ্ছল ভগবানা॥

দোহা (৪৩)

সরনাগত কহুঁ জে তজহিঁ নিজ অনহিত অনুমানি।
তে নর পাবঁর পাপময় তিন্হহি বিলোকত হানি॥

চৌপাই (১—৩)

কোটি বিপ্র বধ লাগহিঁ জাহূ। আএঁ সরন তজউঁ নহিঁ তাহূ॥
সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ॥
পাপবন্ত কর সহজ সুভাউ। ভজনু মোর তেহি ভাব ন কাউ॥
জৌঁ পৈ দুষ্ট হৃদয় সোই হোঈ। মোরেঁ সনমুখ আব কি সোঈ॥
নির্মল মন জন সো মোহি পাবা। মোহি কপট ছল ছিদ্র ন ভাবা॥
ভেদ লেন পঠবা দসসীসা। তবহুঁ ন কছু ভয় হানি কপীসা॥

দোহা— যে চরণের পাদুকাতে শ্রীভরতের মন নিত্যযুক্ত থাকে, আজ সেই শ্রীচরণ দর্শন আমার স্বচক্ষে হবে।। ৪২ ।।

চৌপাই—এইভাবে উত্তম ভাবনা চিন্তা করতে করতে তিনি সমুদ্রের অপর ধারে (যেদিকে শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনী ছিল) এসে উপস্থিত হলেন। বানরগণ দেখল বিভীষণ আসছে। তারা তাঁকে শত্রুপক্ষের বিশেষ দূত বলেই মনে করল।। ১ ।। তাঁকে প্রহরাধীন রেখে বানরগণ সুগ্রীবকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করালো। সুগ্রীব (শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে গমন করে) বললেন— হে শ্রীরঘুনাথ ! শুনুন। রাবণের ভাই (আপনার সঙ্গে) দেখা করতে এসেছে।। ২ ।। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বললেন—হে সখা ! তোমার কী মনে হয় ? বানররাজ সুগ্রীব বললেন— হে মহারাজ ! মায়াবী রাক্ষসের কলাকৌশল বোঝা কঠিন ; তারা ইচ্ছানুসার রূপধারণ করতে পারে। এ যে কেন এসেছে, তা বুঝি না ? ।। ৩ ।। এই মূর্খ হয়ত আমাদের ক্ষমতা যাচাই করতে এসেছে। তাকে বেঁধে রাখলেই মনে হয় ভালো হয়। (শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে বন্ধু ! নীতিগত বিচারে তোমার কথা ঠিক বলে মনে হয়। কিন্তু শরণাগতকে অভয়দান করা তো আমার প্রত্যয় ও প্রকৃতি।। ৪ ।। শ্রীপ্রভুর কথা শুনে শ্রীহনুমানের খুব আনন্দ হল। (তিনি ভাবতে লাগলেন) শ্রীভগবান শরণাগতবৎসল (তিনি শরণাগতকে পিতাসম স্নেহ প্রদান করে থাকেন)।। ৫ ।।

দোহা— (অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) অমঙ্গলের আশঙ্কা করে যে শরণাগতকে অস্বীকার করে সে তো পামর অধম ও পাপী। তাকে দেখাও পাপ।। ৪৩ ।।

চৌপাই— কোটি ব্রাহ্মণ হত্যাকারীও যদি আমার শরণাগত হয় আমি তাকে কখনও ত্যাগ করি না। জীব আমার সম্মুখে এলেই তার কোটি জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়।। ১।। পাপীদের স্বভাবই এমন যে আমার সাধনাভজন তাদের ভালো লাগে না। যদি সে (রাবণের ভাই) দুষ্টবুদ্ধি হোত তাহলে কি সে আমার নিকট আসতে পারত ? ।। ২ ।। নির্মল বিশুদ্ধ মনই আমাকে লাভ করতে সমর্থ হয়ে থাকে। আমি কাপট্য, ছলচাতুরী ও দোষদর্শন পছন্দ করি না। রাবণ যদি তাকে আমাদের যাচাই করবার জন্যও প্রেরণ করে থাকে, তবুও হে সুগ্রীব ! (তার সঙ্গে দেখা করলে) আমাদের ভয়ের অথবা ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।। ৩ ।।

চৌপাই (৪)

জগ মহুঁ সখা নিসাচর জেতে। লছিমনু হনই নিমিষ বহুঁ তেতে॥
জৌঁ সভীত আবা সরনাঈঁ। রখিহউঁ তাহি প্রান কী নাঈঁ॥

দোহা (৪৪)

উভয় ভাঁতি তেহি আনহু হঁসি কহ কৃপানিকেত।
জয় কৃপাল কহি কপি চলে অঙ্গদ হনূ সমেত॥

চৌপাই (১—৪)

সাদর তেহি আগেঁ করি বানর। চলে জহাঁ রঘুপতি করুনাকর॥
দূরিহি তে দেখে দ্বৌ ভ্রাতা। নয়নানন্দ দান কে দাতা॥

বহুরি রাম ছবিধাম বিলোকী। রহেউ ঠটুকি একটক পল রোকী॥
ভুজ প্রলম্ব কঞ্জারুন লোচন। স্যামল গাত প্রনত ভয় মোচন॥

সিঙ্ঘ কন্ধ আয়ত উর সোহা। আনন অমিত মদন মন মোহা॥
নয়ন নীর পুলকিত অতি গাতা। মন ধরি ধীর কহীঁ মৃদু বাতা॥

নাথ দসানন কর মৈঁ ভ্রাতা। নিসিচর বংস জনম সুরত্রাতা॥
সহজ পাপপ্রিয় তামস দেহা। জথা উলূকহি তম পর নেহা॥

দোহা (৪৫)

শ্রবন সুজসু সুনি আয়উঁ প্রভু ভঞ্জন ভব ভীর।
ত্রাহি ত্রাহি আরতি হরন সরন সুখদ রঘুবীর॥

চৌপাই (১)

অস কহি করত দন্ডবত দেখা। তুরত উঠে প্রভু হরষ বিসেষা॥
দীন বচন সুনি প্রভু মন ভাবা। ভুজ বিসাল গহি হৃদয়ঁ লগাবা॥

দোহা— কারণ হে সখা ! জগতে যত রাক্ষস আছে লক্ষ্মণ (একলাই) তাদের সকলকে এক মুহূর্তে বধ করে ফেলতে সক্ষম। আর যদি সে ভয় পেয়ে আমার শরণাগত হতে এসে থাকে তাহলে তাকে তো আমি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব॥ ৪ ॥

দোহা— কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্র (তখন) হেসে বললেন—উভয় দিক ভেবে তাকে আসতে দেওয়াই ভালো। তখন সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমানসহ সকলে কৃপালু শ্রীরামচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে চললেন॥ ৪৪ ॥

চৌপাই— অতঃপর অতি সমাদরে বিভীষণকে সম্মুখে রেখে বানরগণ সেই স্থানে উপনীত হল যেখানে করুণাকর শ্রীরঘুপতি বিরাজমান ছিলেন। দৃষ্টিনন্দন ভ্রাতৃযুগলকে বিভীষণ দূর থেকেই দর্শন করলেন॥ ১ ॥ বিভীষণ অনিমেষ নয়নে অতি শোভাধার শ্রীরামচন্দ্রকে বহুক্ষণ ধরে দেখতে থাকলেন। শ্রীভগবানের আজানুলম্বিত বাহুযুগল, অরুণকমলনয়ন, সিংহ স্কন্ধদ্বয়, বিশাল বক্ষঃস্থল আর শরণাগতবৎসল নবজলদ শ্যামল অঙ্গ বিভীষণকে মোহিত করেছিল। তাঁর বদনমণ্ডলে ছিল অসংখ্য কামদেবের মনমোহন সৌন্দর্য। শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করে বিভীষণের নয়নযুগল প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল ; তাঁর অঙ্গে পুলক শিহরণের অনুভূতি জাগছিল। ধৈর্য সহকারে বিভীষণ বিনীত ভাবে নিবেদন করলেন॥ ২-৩ ॥ হে নাথ ! আমি দশানন রাবণের ভাই। হে সুরত্রাতা ! রাক্ষসকুলে জন্ম বলে আমি তামসিক গুণসম্পন্ন। পেচক অন্ধকার যেমন পছন্দ করে তেমন ভাবেই জন্মসূত্রে পাপেই আমার স্বাভাবিক প্রীতি॥ ৪ ॥

দোহা —শ্রীপ্রভুর (জন্ম-মৃত্যু রূপ) ভবভয়হারী রূপে সুনাম আছে জেনে আমি এসেছি। হে শরণাগতবৎসল অরাতিদমন শ্রীরঘুবীর ! আমি আপনার শরণাগত হলাম। আমাকে রক্ষা করুন॥ ৪৫ ॥

চৌপাই—এই বলে বিভীষণ দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করলেন। তাই প্রত্যক্ষ করে শ্রীপ্রভু উঠে দাঁড়ালেন। বিভীষণের সবিনয় নিবেদন শ্রীপ্রভুকে প্রসন্নতা প্রদান করল। তিনি তাঁর বিশালবাহুদ্বয় দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন॥ ১ ॥

চৌপাই (২—৫)

অনুজ সহিত মিলি ঢিগ বৈঠারী। বোলে বচন ভগত ভয়হারী।।
কহু লঙ্কেস সহিত পরিবারা। কুসল কুঠাহর বাস তুম্হারা।।
খল মন্ডলী বসহু দিনু রাতী। সখা ধরম নিবহই কেহি ভাঁতী।।
মৈঁ জানউঁ তুম্হারী সব রীতী। অতি নয় নিপুন ন ভাব অনীতী।।
বরু ভল বাস নরক কর তাতা। দুষ্ট সঙ্গ জনি দেই বিধাতা।।
অব পদ দেখি কুসল রঘুরায়া। জৌঁ তুম্হ কীন্হি জানি জন দায়া।।

দোহা (৪৬)

তব লগি কুসল ন জীব কহুঁ সপনেহুঁ মন বিশ্রাম।
জব লগি ভজত ন রাম কহুঁ সোক ধাম তজি কাম।।

চৌপাই (১—৪)

তব লগি হৃদয়ঁ বসত খল নানা। লোভ মোহ মচ্ছর মদ মানা।।
জব লগি উর ন বসত রঘুনাথা। ধরেঁ চাপ সায়ক কটি ভাথা।।
মমতা তরুন তমী অঁধিআরী। রাগ দ্বেষ উলূক সুখকারী।।
তব লগি বসতি জীব মন মাহীঁ। জব লগি প্রভু প্রতাপ রবি নাহীঁ।।
অব মৈঁ কুসল মিটে ভয় ভারে। দেখি রাম পদ কমল তুম্হারে।।
তুম্হ কৃপাল জা পর অনুকূলা। তাহি ন ব্যাপ ত্রিবিধ ভব সূলা।।
মৈঁ নিসিচর অতি অধম সুভাউ। সুভ আচরনু কীন্হ নহিঁ কাউ।।
জাসু রূপ মুনি ধ্যান ন আবা। তেহিঁ প্রভু হরষি হৃদয়ঁ মোহি লাবা।।

দোহা (৪৭)

অহোভাগ্য মম অমিত অতি রাম কৃপা সুখ পুঞ্জ।
দেখেউঁ নয়ন বিরঞ্চি সিব সেব্য জুগল পদ কঞ্জ।।

চৌপাই— অনুজ শ্রীলক্ষ্মণও আলিঙ্গন দান করলেন। এরপর ভক্তকে অভয়প্রদানকারী প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন—হে লঙ্কেশ ! আমি তোমার সপরিবার কুশল কামনা করি। তোমার নিবাস (কিন্তু) পবিত্র স্থানে নয়॥ ২ ॥ দিবানিশি তুমি দুষ্টজন দ্বারা পরিবৃত থাক। (সেইভাবে) হে সখা ! তোমার ধর্মপালন কেমন করে সম্ভব হয়ে থাকে ? আমি তোমার রীতিনীতির সঙ্গে সম্যক ভাবে পরিচিত। তুমি নীতিপরায়ণ আর অন্যায় সহ্য করতে পার না॥ ৩ ॥ হে তাত ! দুষ্ট সঙ্গ নরক থেকেও কষ্টকর ; বিধাতা তা যেন না দেন। (বিভীষণ বললেন—) হে শ্রীরঘুবীর ! আপনার অভয়চরণ লাভ করে আমি এখন নিশ্চিন্ত। আপনি আমাকে ভক্তরূপে স্বীকৃতি প্রদান করে আমার উপর কৃপাবর্ষণ করেছেন॥ ৪ ॥

দোহা— কাম (বিষয়াসক্তি) হল শোকের নিবাসস্থান। কাম বর্জন না করলে জীবের সার্বিক কল্যাণ ও স্বপ্নেও শান্তিলাভ সম্ভব হয় না॥ ৪৬ ॥

চৌপাই—লোভ, মোহ, মাৎসর্য, মদ ও মান ততক্ষণই হৃদয়ে বাস করে যে পর্যন্ত ধনুক ও তূণীর ধারণকারী প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না করা হয়॥ ১ ॥ মমতা অমানিশার অন্ধকার রাত্রিসম যা রাগ-দ্বেষরূপ পেচকের অতি প্রিয়। সেই অন্ধকার রাত্রি থেকে মুক্তি লাভের জন্য শ্রীপ্রভুরূপী সূর্যের উদয় অপরিহার্য॥ ২ ॥ হে শ্রীরামচন্দ্র ! আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেই আমার কুশল মঙ্গল প্রাপ্তি হয়েছে, আমি এখন আর ভয় পাই না। হে কৃপালু ! আপনার কৃপা লাভ করলে তো আপনা আপনি ত্রিতাপ (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাপ) থেকে মুক্তি লাভ হয়ে যায়॥ ৩ ॥ রাক্ষস বংশে আমার জন্ম আর আমি অতিশয় অধম। সদাচার তো আমার কখনও ছিল না। (তবুও) যে রূপ ধ্যানেও মুনিমনের অগম্য তারই স্পর্শ আমি শ্রীপ্রভুর আলিঙ্গনে লাভ করেছি॥ ৪ ॥

দোহা— হে সুখধাম শ্রীরামচন্দ্র ! আপনি (সত্যই) কৃপানিধান। ব্রহ্মা-শংকর বন্দিত শ্রীপাদপদ্মের দর্শন লাভ করে আমি নিজেকে পরম ভাগ্যবান বলে মনে করছি॥ ৪৭ ॥

চৌপাই (১—৪)

সুনহু সখা নিজ কহউঁ সুভাউ। জান ভুসুন্ডি সম্ভু গিরিজাউ॥
জৌঁ নর হোই চরাচর দ্রোহী। আবৈ সভয় সরন তকি মোহী॥
তজি মদ মোহ কপট ছল নানা। করউঁ সদ্য তেহি সাধু সমানা॥
জননী জনক বন্ধু সুত দারা। তনু ধনু ভবন সুহৃদ পরিবারা॥
সব কৈ মমতা তাগ বটোরী। মম পদ মনহি বাঁধ বরি ডোরী॥
সমদরসী ইচ্ছা কছু নাহীঁ। হরষ সোক ভয় নহিঁ মন মাহীঁ॥
অস সজ্জন মম উর বস কৈসেঁ। লোভী হৃদয়ঁ বসই ধনু জৈসেঁ॥
তুম্হ সারিখে সন্ত প্রিয় মোরেঁ। ধরউঁ দেহ নহিঁ আন নিহোরেঁ॥

দোহা (৪৮)

সগুন উপাসক পরহিত নিরত নীতি দৃঢ় নেম।
তে নর প্রান সমান মম জিন্হ কেঁ দ্বিজ পদ প্রেম॥

চৌপাই (১—৫)

সুনু লঙ্কেস সকল গুন তোরেঁ। তাতেঁ তুম্হ অতিসয় প্রিয় মোরেঁ॥
রাম বচন সুনি বানর যূথা। সকল কহহিঁ জয় কৃপা বরূথা॥
সুনত বিভীষনু প্রভু কৈ বানী। নহিঁ অঘাত শ্রবনামৃত জানী॥
পদ অম্বুজ গহি বারহিঁ বারা। হৃদয়ঁ সমাত ন প্রেমু অপারা॥
সুনহু দেব সচরাচর স্বামী। প্রনতপাল উর অন্তরজামী॥
উর কছু প্রথম বাসনা রহী। প্রভু পদ প্রীতি সরিত সো বহী॥
অব কৃপাল নিজ ভগতি পাবনী। দেহু সদা সিব মন ভাবনী॥
এবমস্তু কহি প্রভু রনধীরা। মাগা তুরত সিন্ধু কর নীরা॥
জদপি সখা তব ইচ্ছা নাহীঁ। মোর দরসু অমোঘ জগ মাহীঁ॥
অস কহি রাম তিলক তেহি সারা। সুমন বৃষ্টি নভ ভঈ অপারা॥

চৌপাই— (শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে সখা ! শোনো। আমি আমার এমন এক স্বভাবের কথা বলছি যা কাকভূশণ্ডী ও শম্ভু গিরিজাও জানেন। বিশ্ব চরাচরের কল্যাণদ্রোহীও যদি মদ, মোহ, ছল, চাতুরী পরিহার করে ভয় পেয়ে আমার শরণাগত হয় তাকেও আমি অনতিবিলম্বে সাধুর স্তরে উন্নীত করে দিই। আমার প্রীতির লক্ষণসকল বলছি। জনক-জননী, ভ্রাতা, পুত্র, ভার্যা, দেহ, সম্পদ, গৃহ, বন্ধু, পরিবার সকলের মমতার বন্ধন সূত্র সকলকে রজ্জু রূপে ব্যবহার করে যে তার মনকে আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত করে দেয় (অর্থাৎ আমাকেই সমস্ত সাংসারিক বন্ধনের মূলরূপে স্বীকৃতি দেয়), যে সমদর্শী, যার নিজস্ব ইচ্ছা বলে কিছু নেই আর যে হর্ষ ও বিষাদে, ভয়ে কাতর হয়ে পড়ে না, তেমন ব্যক্তিই আমার হৃদয়ে লোভীর হৃদয়ে ধনসম্পদসম স্থান পায়। তোমার মত সন্ত আমার প্রিয়। আমি অন্য কারও কৃতজ্ঞতার বশীভূত হয়ে দেহধারণ করি না॥ ১-৪॥

দোহা — যারা সগুণ (সাকার) ব্রহ্মের উপাসক, অপরের মঙ্গলে নিত্যযুক্ত, নীতি ও নিয়মে অবিচল আর ব্রাহ্মণ চরণে প্রেমপ্রীতি ধারণ করে তারাই আমার প্রাণসম প্রিয় হয়ে থাকে॥ ৪৮ ॥

চৌপাই— হে লঙ্কেশ ! শোনো। তোমার মধ্যে এইসকল গুণ বর্তমান তাই তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীপ্রভুর কথা শ্রবণ করে বানরগণ বলে উঠল —কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্রের জয় হোক॥ ১ ॥ শ্রীপ্রভুর কথা বিভীষণের কানে অমৃত বর্ষণ করছিল তাই তিনি নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলেন না। তিনি বারে বারে শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম জড়িয়ে ধরছিলেন। হৃদয়ে সেই অপার প্রেম ধারণ করে রাখতে তিনি সমর্থ হচ্ছিলেন না॥ ২ ॥ (বিভীষণ বললেন—) হে প্রভু ! হে বিশ্বচরাচরের দেবতা ! হে শরণাগত বৎসল ! হে অন্তর্যামী ! শুনুন। আমার হৃদয়ের সঞ্চিত বাসনা সমূহ শ্রীপ্রভুর চরণে প্রীতিরূপ নদীতে ভেসে গিয়েছে॥ ৩ ॥ এখন হে কৃপালু ! মহাদেবের মনকেও সতত প্রীতিপ্রদানকারী আপনার পবিত্র ভক্তি কৃপা করে আমাকে দিন। 'বেশ তাই হোক !'— বলে রণকুশল শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের জল আনতে বললেন॥ ৪ ॥ (শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে সখা ! যদিও তুমি চাওনি তবুও আমার দর্শন লাভ কখনও বিফলে যায় না। এইরূপ বলে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণের ললাটে রাজটিকা অঙ্কন করে দিলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল॥ ৫ ॥

দোহা (৪৯ ক, খ)

রাবন ক্রোধ অনল নিজ স্বাস সমীর প্রচন্ড।
জরত বিভীষনু রাখেউ দীন্হেউ রাজু অখন্ড॥
জো সম্পতি সিব রাবনহি দীন্হি দিএঁ দস মাথ।
সোই সম্পদা বিভীষনহি সকুচি দীন্হ রঘুনাথ॥

চৌপাই (১—৪)

অস প্রভু ছাড়ি ভজহিঁ জে আনা। তে নর পসু বিনু পূঁছ বিষানা॥
নিজ জন জানি তাহি অপনাবা। প্রভু সুভাব কপি কুল মন ভাবা॥
পুনি সর্বগ্য সর্ব উর বাসী। সর্বরূপ সব রহিত উদাসী॥
বোলে বচন নীতি প্রতিপালক। কারন মনুজ দনুজ কুল ঘালক॥
সুনু কপীস লঙ্কাপতি বীরা। কেহি বিধি তরিঅ জলধি গম্ভীরা॥
সঙ্কুল মকর উরগ ঝষ জাতী। অতি অগাধ দুস্তর সব ভাঁতী॥
কহ লঙ্কেস সুনহু রঘুনায়ক। কোটি সিন্ধু সোষক তব সায়ক॥
জদ্যপি তদপি নীতি অসি গাঈ। বিনয় করিঅ সাগর সন জাঈ॥

দোহা (৫০)

প্রভু তুম্হার কুলগুর জলধি কহিহি উপায় বিচারি।
বিনু প্রয়াস সাগর তরিহি সকল ভালু কপি ধারি॥

চৌপাই (১—২)

সখা কহী তুম্হ নীকি উপাঈ। করিঅ দৈব জৌঁ হোই সহাঈ॥
মন্ত্র ন যহ লছিমন মন ভাবা। রাম বচন সুনি অতি দুখ পাবা॥
নাথ দৈব কর কবন ভরোসা। সোষিঅ সিন্ধু করিঅ মন রোসা॥
কাদর মন কহুঁ এক অধারা। দৈব দৈব আলসী পুকারা॥

দোহা— রাবণের ক্রোধ রূপ অগ্নি বিভীষণের শ্বাসরূপ পবনে প্রচণ্ড আকার ধারণ করছিল। শ্রীরামচন্দ্র তা নির্বাপিত করে বিভীষণকে অখণ্ড সাম্রাজ্য উপহার দিলেন।। ৪৯ (ক)।। দশমুণ্ড কেটে মহাদেবের চরণে নিবেদন করে রাবণ যে সম্পত্তি লাভ করেছিল তাই শ্রীরঘুনাথ বিভীষণকে পরম সংকোচে দান করলেন।। ৪৯ (খ)।।

চৌপাই—এমন কৃপালু প্রভুর ভজনা না করে যারা অন্যত্র ঘুরে মরে তারা তো শৃঙ্গ-পুচ্ছহীন পশুমাত্র। বিভীষণকে আপনজনরূপে স্বীকৃতি দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে কাছে টেনে নিলেন। শ্রীপ্রভুর এই কার্য বানরগণ মুগ্ধচিত্তে গ্রহণ করল।। ১ ।। অতঃপর সর্বজ্ঞ, সর্বহৃদয়ে নিবাসকারী, সর্বরূপ (সর্বরূপে বিরাজমান), সর্বরহিত (সর্বকামনা রহিত), অনাসক্ত, বিশেষ কারণে (ভক্তের উপর কৃপা বর্ষণ) নররূপধারী ও রাক্ষসকুল বিনাশকারী শ্রীরামচন্দ্র নীতি পালনের জন্য বললেন— ।। ২ ।। হে বানররাজ সুগ্রীব ও লঙ্কাধিপতি বিভীষণ ! শোনো। এই সুগভীর বিশাল জলরাজি অতিক্রম কেমন করে করা সম্ভব, তার পরামর্শ দাও। এই সমুদ্র তো মকর, সর্প ও মৎস্য সঙ্কুল বলে অতিক্রম করা কঠিন কার্য বলেই মনে হয়।। ৩ ।। বিভীষণ বললেন—হে শ্রীরঘুনাথ ! যদিও আপনার এক শরাঘাতে কোটি সমুদ্র বিশুষ্ক করে দেওয়ার ক্ষমতা বর্তমান তবুও নীতিগত ভবে আমাদের সমুদ্রের কাছে প্রার্থনা করাই শ্রেয় বলে মনে হয়।। ৪ ।।

দোহা— হে প্রভু ! সমুদ্র আপনার কুলের আদি পূর্বপুরুষ। তিনি বিচার করে একটা উপায় অবশ্যই বলে দেবেন। তখন ঋক্ষ ও বানর সৈন্যবাহিনী অনায়াসে সমুদ্র অতিক্রম করে যাবে।। ৫০ ।।

চৌপাই—(শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে সখা ! তুমি উত্তম পরামর্শ দিয়েছ। দৈবসহায় থাকলে তাই করাই যাক। পরামর্শ (কিন্তু) শ্রীলক্ষ্মণকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। শ্রীরামচন্দ্রের কথা তাঁর পছন্দ হল না।। ১ ।। (শ্রীলক্ষ্মণ বললেন—) হে নাথ ! দৈবের সাহায্য প্রার্থনা কেন ? মনে ক্রোধ এনে সমুদ্রকে শোষণ করে ফেলুন। দৈব সাহায্য তে কাপুরুষগণ ও অলস প্রকৃতির ব্যক্তিগণ কামনা করে থাকেন।। ২ ।।

চৌপাই (৩—৪)

সুনত বিহসি বোলে রঘুবীরা। ঐসেহিঁ করব ধরহু মন ধীরা॥
অস কহি প্রভু অনুজহি সমুঝাঈ। সিন্ধু সমীপ গএ রঘুরাঈ॥
প্রথম প্রনাম কীন্হ সিরু নাঈ। বৈঠে পুনি তট দর্ভ ডসাঈ॥
জবহিঁ বিভীষন প্রভু পহিঁ আএ। পাছেঁ রাবন দূত পঠাএ॥

দোহা (৫১)

সকল চরিত তিন্হ দেখে ধরেঁ কপট কপি দেহ।
প্রভু গুন হৃদয়ঁ সরাহহিঁ সরনাগত পর নেহ॥

চৌপাই (১—৪)

প্রগট বখানহিঁ রাম সুভাউ। অতি সপ্রেম গা বিসরি দুরাউ॥
রিপু কে দূত কপিন্হ তব জানে। সকল বাঁধি কপীস পহিঁ আনে॥
কহ সুগ্রীব সুনহু সব বানর। অঙ্গ ভঙ্গ করি পঠবহু নিসিচর।
সুনি সুগ্রীব বচন কপি ধাএ। বাঁধি কটক চহু পাস ফিরাএ॥
বহু প্রকার মারন কপি লাগে। দীন পুকারত তদপি ন ত্যাগে॥
জো হমার হর নাসা কানা। তেহি কোসলাধীস কৈ আনা॥
সুনি লছিমন সব নিকট বোলাএ। দয়া লাগি হঁসি তুরত ছোড়াএ॥
রাবন কর দীজহু যহ পাতী। লছিমন বচন বাচু কুলঘাতী॥

দোহা (৫২)

কহেহু মুখাগর মূঢ় সন মম সন্দেসু উদার।
সীতা দেই মিলহু ন ত আবা কালু তুম্হার॥

চৌপাই (১)

তুরত নাই লছিমন পদ মাথা। চলে দূত বরনত গুন গাথা॥
কহত রাম জসু লঙ্কা আএ। রাবন চরন সীস তিন্হ নাএ॥

চৌপাই—শ্রীলক্ষ্মণের কথা শুনে শ্রীরঘুবীর হেসে বললেন — দরকার হলে তাই করা হবে, একটু ধৈর্য ধর। এইরূপ বলে অনুজকে শান্ত করে শ্রীরঘুনাথ সমুদ্রের সমীপে গমন করলেন॥ ৩ ॥ সমুদ্র তীরে তিনি মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন করে কুশাসনে উপবেশন করলেন। অপরদিকে বিভীষণের শ্রীপ্রভুর নিকটে আগমন কালে রাবণ তাঁর পিছনে গুপ্তচর পাঠিয়েছিল॥ ৪ ॥

দোহা— সে মায়াবলে বানররূপ ধরে ঘটনাসকল দেখে ও শুনে যাচ্ছিল। শ্রীপ্রভুর মহিমা দেখে সে মুগ্ধ হল আর শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত বৎসলতা দেখে প্রশংসা করতে লাগল॥ ৫১ ॥

চৌপাই —প্রেমবিহ্বল হয়ে সে প্রকাশ্যভাবে শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসা করতে লাগল। সে তার ছদ্মবেশের কথা ভুলে গিয়েছিল, ফলে শত্রুপক্ষের চররূপে বানরদের হাতে ধরা পড়ে গেল। বানরেরা তাকে বেঁধে সুগ্রীবের সামনে হাজির করল॥ ১ ॥ সুগ্রীব বললেন— বানরগণ ! হাড়গোড় ভেঙে রাক্ষসকে ফেরত পাঠিয়ে দাও। তাঁর আদেশ পালন করতে বানরগর তৎপর হল। তারা গুপ্তচরকে বেঁধে ছাউনি প্রদক্ষিণ করিয়ে আনল॥ ২ ॥ বানরগণ তাকে যথেচ্ছভাবে প্রহার করতে লাগল। অসহায় হয়ে সে আর্তনাদ করতে থাকলেও বানরগণ তাকে রেহাই দিচ্ছিল না। (তখন সেই দূত চিৎকার করে বলল—) আমার নাসিকা-কর্ণ ছেদন করবার চেষ্টা করলে তোমাদের অমঙ্গল হবে—আমি কৌশলাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের নামে শপথ করছি॥ ৩ ॥ তার কথা শ্রীলক্ষ্মণের কানে যেতেই তিনি সকলকে কাছে ডাকলেন। তাঁর দয়া হল। তিনি তৎক্ষণাৎ হেসে তাকে রেহাই দিয়ে বললেন—রাবণকে আমার এই বার্তা দিও (আর বোলো—) ওরে কুলাঙ্গার ! লক্ষ্মণের এই বার্তা পড়ে দেখ॥ ৪ ॥

দোহা— আর সেই মূর্খকে আমার উদার আহ্বানের কথা বলবে —সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ করে তাঁর (শ্রীরামচন্দ্রের) শরণাগত হও। যদি তা না কর তাহলে জেনো যে তোমার কাল সমাগত॥ ৫২ ॥

চৌপাই—দূত শ্রীলক্ষ্মণকে প্রণাম করে শ্রীরামচন্দ্রের যশঃকীর্তন করতে করতে তৎক্ষণাৎ লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা করল। লঙ্কায় প্রবেশকালেও সে শ্রীপ্রভুর গুণগানে মত্ত হয়ে ছিল। অতঃপর সে অল্প সময়েই রাবণের সকাশে উপস্থিত হল আর তাকে প্রণাম নিবেদন করল॥ ১ ॥

চৌপাই (২—৪)

বিহসি দসানন পূঁছী বাতা। কহসি ন সুক আপনি কুসলাতা।।
পুনি কহু খবরি বিভীষন কেরী। জাহি মৃত্যু আঈ অতি নেরী।।
করত রাজ লঙ্কা সঠ ত্যাগী। হোইহি জব কর কীট অভাগী।।
পুনি কহু ভালু কীস কটকাঈ। কঠিন কাল প্রেরিত চলি আঈ।।
জিন্হ কে জীবন কর রখবারা। ভয়উ মৃদুল চিত সিন্ধু বিচারা।।
কহু তপসিন্হ কৈ বাত বহোরী। জিন্হ কে হৃদয়ঁ ত্রাস অতি মোরী।।

দোহা (৫৩)

কী ভই ভেট কি ফিরি গএ শ্রবন সুজসু সুনি মোর।
কহসি ন রিপু দল তেজ বল বহুত চকিত চিত তোর।।

চৌপাই (১—৪)

নাথ কৃপা করি পূঁছেহু জৈসেঁ। মানহু কহা ক্রোধ তজি তৈসেঁ।।
মিলা জাই জব অনুজ তুম্হারা। জাতহিঁ রাম তিলক তেহি সারা।।
রাবন দূত হমহি সুনি কানা। কপিন্হ বাঁধি দীন্হে দুখ নানা।।
শ্রবন নাসিকা কাটৈ লাগে। রাম সপথ দীন্হেঁ হম ত্যাগে।।
পূঁছিহু নাথ রাম কটকাঈ। বদন কোটি সত বরনি না জাঈ।।
নানা বরন ভালু কপি ধারী। বিকটানন বিসাল ভয়কারী।।
জেহিঁ পুর দহেউ হতেউ সুত তোরা। সকল কপিন্হ মহঁ তেহি বলু থোরা।
অমিত নাম ভট কঠিন করালা। অমিত নাগ বল বিপুল বিসালা।।

চৌপাই— দশানন রাবণ হেসে তাকে প্রশ্ন করল—ওরে শুক ! চুপ করে না থেকে খবর বল। আর যার শিয়রে মৃত্যু দণ্ডায়মান, সেই বিভীষণের খবর বল॥ ২ ॥ মূর্খ এখানে ছিল, রাজত্ব করছিল। সেই হতভাগা তো এখন যবের কীটের মতন মরবে। (অর্থাৎ যেমন যবের কীট যবের সঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় তেমন ভাবেই এই বিভীষণ নর-বানরদের সঙ্গে একসঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে)। আর ঋক্ষ-বানর সৈন্যবাহিনীর কথা বল। তারা তো কাল প্রেরিত হয়ে মারা পড়তে এখানে উপস্থিত হয়েছে॥ ৩ ॥ সমুদ্র দয়া করে ঋক্ষ-বানরদের জীবন-রক্ষক হয়ে আছে তাই ঋক্ষ-বানরগণ এখনও বেঁচে আছে (অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে থেকে তাদের রক্ষা না করলে এতদিনে রাক্ষসেরা তাদের খেয়ে ফেলত)। আর সেই তাপসদের কথা আমি জানতে চাই যারা আমার ভয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করছে॥ ৪ ॥

দোহা— তাদের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে না তারা ভয়ে তোর যাওয়ার আগেই পলায়ন করেছে ? শত্রুসৈন্য সংখ্যা কত ? তাদের শক্তি কেমন ? তুই এত বিহ্বল চিত্ত কেন ? ৫৩ ॥

চৌপাই— (দূত বলল—) হে নাথ ! যেমন কৃপা করে প্রশ্ন করেছেন তেমন ভাবেই কৃপা করে শান্ত হয়ে আমার কথা শুনুন (অর্থাৎ আমার কথায় বিশ্বাস করুন)। যখন আপনার অনুজ সাক্ষাৎ করলেন তখনই শ্রীরামচন্দ্র তাঁর রাজটিকা করে দিলেন॥ ১ ॥ আমি রাবণের দূত জেনে বানরগণ আমার উপর খুব অত্যাচার করেছে ; এমনকী তারা আমার নাসিকা-কর্ণ ছেদন করতে উদ্যত হয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্রের নামে শপথ নিয়ে তবে আমি রেহাই পেয়েছি॥ ২ ॥ হে নাথ ! আপনি শ্রীরামচন্দ্রের বানর সৈন্য কেমন জানতে চেয়েছেন। তাদের বর্ণনা দেওয়া তো শতকোটি মুখেও সম্ভব নয়। রংবেরং-এর ঋক্ষ ও বানর। বিকট তাদের মুখ, বিকট তাদের শরীর। তারা অতি ভয়ংকর॥ ৩ ॥ যে বানর নগরদহন করেছিল আর আপনার পুত্র অক্ষয়কুমারকে বধ করেছিল তার শক্তি তে অপেক্ষাকৃত কম। তাদের মধ্যে বহু জগদ্বিখ্যাত কীর্তিমান ভয়ংকর যোদ্ধা আছে। তাদের দেহে অসংখ্য হস্তীর বল আর তারা বিশাল দর্শন॥ ৪ ॥

দোহা (৫৪)

দ্বিবিদ ময়ন্দ নীল নল অঙ্গদ গদ বিকটাসি।
দধিমুখ কেহরি নিসঠ সঠ জামবন্ত বলরাসি॥

চৌপাই (১—৪)

এ কপি সব সুগ্রীব সমানা। ইন্হ সম কোটিন্হ গনই কো নানা॥
রাম কৃপাঁ অতুলিত বল তিন্হহীঁ। তৃন সমান ত্রৈলোকহি গনহীঁ॥

অস মৈঁ সুনা শ্রবন দসকন্ধর। পদুম অঠারহ জূথপ বন্দর॥
নাথ কটক মহঁ সো কপি নাহীঁ। জো ন তুম্হহি জীতৈ রন মাহীঁ॥

পরম ক্রোধ মীজহিঁ সব হাথা। আয়সু পৈ ন দেহিঁ রঘুনাথা॥
সোষহিঁ সিন্ধু সহিত ঝষ ব্যালা। পূরহিঁ ন ত ভরি কুধর বিসালা॥

মর্দি গর্দ মিলবহিঁ দসসীসা। ঐসেই বচন কহহিঁ সব কীসা॥
গর্জহিঁ তর্জহিঁ সহজ অসঙ্কা। মানহুঁ গ্রসন চহত হহিঁ লঙ্কা॥

দোহা (৫৫)

সহজ সূর কপি ভালু সব পুনি সির পর প্রভু রাম।
রাবন কাল কোটি কহুঁ জীতি সকহিঁ সংগ্রাম॥

চৌপাই (১—২)

রাম তেজ বল বুধি বিপুলাঈ। সেষ সহস সত সকহিঁ ন গাঈ॥
সক সর এক সোষি সত সাগর। তব ভ্রাতহি পূঁছেউ নয় নাগর॥

তাসু বচন সুনি সাগর পাহীঁ। মাগত পন্থ কৃপা মন মাহীঁ॥
সুনত বচন বিহসা দসসীসা। জৌঁ অসি মতি সহায় কৃত কীসা॥

দোহা—দ্বিবিধ, ময়ন্দ, নীল, নল, অঙ্গদ, গদ, বিকটাস্য, দধিমুখ, কেশরী, নিশঠ, শঠ ও জাম্ববান—এরা সকলেই এক একটি শক্তিপুঞ্জ রূপে পরিচিত॥ ৫৪ ॥

চৌপাই—এই বানরসকল শক্তিতে সুগ্রীবের সমতুল্য। সংখ্যায় তারা কোটি কোটি। তাদের গুণে শেষ করা যাবে না। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তারা সকলেই অতুলনীয় শক্তিধর। এরা ত্রিভুবনকে তৃণসম (তুচ্ছ) জ্ঞান করে॥ ১ ॥ হে দশগ্রীব ! আমি শুনেছি যে বানর সেনাপতিদের সংখ্যাই অষ্টাদশ পদ্ম। হে নাথ ! ঐ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এমন একজনও নেই যে আপনাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে সক্ষম নয়॥ ২ ॥ তারা সকলেই হাত গুটিয়ে রেগে বসে আছে। শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতির জন্য তারা অপেক্ষা করে আছে। বানরগণ বলছিল—তারা মৎস্য ও সর্প সমেত সমুদ্রকে বিশুষ্ক করে ফেলবে অথবা বিশালাকার পর্বত শিলা দিয়ে সমুদ্র ভরাট করে দেবে॥ ৩ ॥ আর রাবণকে মর্দন করে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। এমনই তাদের কথাবার্তা। তারা কিন্তু স্বভাবে নিঃশঙ্ক। তাদের তর্জন-গর্জন দেখে মনে হয় তারা যেন লঙ্কাকেই গ্রাস করে ফেলবে॥ ৪ ॥

দোহা — ঋক্ষ বানরদের মধ্যে সকলেই মহাবীর। তার উপর তাদের উপরে প্রভু (সর্বেশ্বর) শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদ বর্তমান। হে রাবণ ! তারা কোটি কালকেও পর্যুদস্ত করতে সক্ষম॥ ৫৫ ॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্র অমিত তেজ (সামর্থ্য), বল ও বুদ্ধিসম্পন্ন ; তার বর্ণনা শতকোটি শেষনাগের পক্ষেও শেষ করা সম্ভব নয়। তিনি এক শরাঘাতে সমুদ্র বিশুষ্ক করে দিতে সক্ষম কিন্তু নীতিপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্র (নীতি মর্যাদা রক্ষায়) আপনার অনুজের পরামর্শ আহ্বান করেছিলেন॥ ১ ॥ আপনার অনুজের পরামর্শ অনুসারে তিনি (শ্রীরামচন্দ্র) সাগরের কাছে পথ প্রার্থনা করলেন কারণ তিনি অপরিসীম কৃপালু (আর তাই সমুদ্রকে বিশুষ্ক করতে তিনি চাননি)। দূতের মুখে এইকথা শ্রবণ করে রাবণ খুব জোরে হেসে উঠল আর বলল— বুঝতে পেরেছি বুদ্ধির দৌড় ! নাহলে কেউ বানরদের সাহায্য নেয় ! ২ ॥

চৌপাই (৩—৫)

সহজ ভীরু কর বচন দৃঢ়াঈ। সাগর সন ঠানী মচলাঈ॥
মূঢ় মৃষা কা করসি বড়াঈ। রিপু বল বুদ্ধি থাহ মৈঁ পাঈ॥
সচিব সভীত বিভীষন জাকেঁ। বিজয় বিভূতি কহাঁ জগ তাকেঁ॥
সুনি খল বচন দূত রিস বাঢ়ী। সময় বিচারী পত্রিকা কাঢ়ী॥
রামনুজ দীন্হী যহ পাতী। নাথ বচাই জুড়াবহু ছাতী॥
বিহসি বাম কর লীন্হী রাবন। সচিব বোলি সঠ লাগ বচাবন॥

দোহা (৫৬ ক, খ)

বাতন্হ মনহি রিঝাই সঠ জনি ঘালসি কুল খীস।
রাম বিরোধ ন উবরসি সরন বিষ্নু অজ ঈস॥
কী তজি মান অনুজ ইব প্রভু পদ পঙ্কজ ভৃঙ্গ।
হোহি কি রাম সরানল খল কুল সহিত পতঙ্গ॥

চৌপাই (১—৪)

সুনত সভয় মন মুখ মুসুকাঈ। কহত দসানন সবহি সুনাঈ॥
ভূমি পরা কর গহত অকাসা। লঘু তাপস কর বাগ বিলাসা॥
কহ সুক নাথ সত্য সব বানী। সমুঝহু ছাড়ি প্রকৃতি অভিমানী॥
সুনহু বচন মম পরিহরি ক্রোধা। নাথ রাম সন তজহু বিরোধা॥
অতি কোমল রঘুবীর সুভাউ। জদ্যপি অখিল লোক কর রাউ॥
মিলত কৃপা তুম্হ পর প্রভু করিহী। উর অপরাধ ন একউ ধরিহী॥
জনকসুতা রঘুনাথহি দীজে। এতনা কহা মোর প্রভু কীজে॥
জব তেহিঁ কহা দেন বৈদেহী। চরন প্রহার কীন্হ সঠ তেহী॥

চৌপাই—ভীরুস্বভাব বিভীষণের কথায় তারা (শ্রীরামচন্দ্র) সমুদ্রের কাছে বালকসম আবদার করছে ! ওরে মূর্খ ! ঢের হয়েছে ! কেবল বড় বড় কথা বলে যাচ্ছিস। শত্রুর (শ্রীরামচন্দ্রের) বল ও বুদ্ধির দৌড় আমি বুঝতে পেরে গিয়েছি॥ ৩ ॥ ভীরু বিভীষণ যার সচিব তার বিজয় ও বিভূতি (ঐশ্বর্য) লাভ করা অসম্ভব। দুষ্ট রাবণের কথায় দূত রেগে উঠল আর উপযুক্ত সময় সমাগত মনে করে শ্রীলক্ষ্মণের বার্তা বার করল॥ ৪ ॥ (আর সে বলল—) শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ এই বার্তা প্রেরণ করেছেন। হে নাথ ! এটির অর্থোদ্ধার করে চিত্ত শান্ত করুন। রাবণ হেসে সেটি বাম হস্তে গ্রহণ করল আর মন্ত্রীকে ডেকে সেই মূর্খ (রাবণ) তা (সভায়) পাঠ করতে বলল॥ ৫ ॥

দোহা—(বার্তা এইরূপ ছিল) ওরে মূর্খ ! কেবল বড় বড় কথা বলে মনকে মদমত্ত করে নিজ কুলক্ষয় থেকে বিরত হয়ে যা ! শ্রীরামচন্দ্রের বিরোধিতা করলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও তোকে রক্ষা করতে পারবেন না॥ ৫৬ (ক)॥ (তোর সম্মুখে এখন দুইটি পথ খোলা) হয় অহংকার ত্যাগ করে তোর অনুজ বিভীষণসম শ্রীপ্রভুর পদপঙ্কজের ভ্রমর হয়ে যা অথবা ওরে দুষ্ট ! শ্রীরামচন্দ্রের শররূপ অগ্নিতে সপরিবারে পতঙ্গসম দগ্ধ হয়ে যা। (যেটা ভালো লাগে তাই কর)॥ ৫৬ (খ)॥

চৌপাই—বার্তা শ্রবণ করে রাবণ মনে মনে ভয় পেল আর তা ঢাকবার জন্য মুচকি হেসে বলে উঠল—মাটিতে পড়ে থেকে আকাশকে ধরবার সাধ হয়েছে ! এই লঘু তাপস (শ্রীলক্ষ্মণ) কেবল বাগ্‌জাল বিস্তার করছে ! (বড় আজেবাজে বকছে !)॥ ১ ॥ শুক (দূত) বলল—হে নাথ ! অহংকার ভুলে (এই বার্তার) প্রতিটা কথা সত্য বলে মেনে নিন। ক্রোধ পরিহার করে আমার কথা শুনুন। হে নাথ ! শ্রীরামচন্দ্রের বিরোধিতা থেকে সরে আসুন॥ ২ ॥ শ্রীরঘুনাথ ত্রিলোকেশ্বর হলেও অতিশয় কোমল স্বভাবের। সাক্ষাৎ হলেই তিনি আপনার উপর কৃপা (অবশ্যই) করবেন আর আপনার অপরাধসকল ভুলে যাবেন॥ ৩ ॥ জনকনন্দিনীকে শ্রীরঘুনাথের হস্তে প্রত্যর্পণ করুন। হে প্রভু ! আমার এই অনুরোধ আপনি রাখুন। দূত সীতাদেবীর প্রত্যর্পণের কথা বলতেই দুষ্ট রাবণ তাকে পদাঘাত করল॥ ৪ ॥

চৌপাই (৫—৬)

নাই চরন সিরু চলা সো তহাঁ। কৃপাসিন্ধু রঘুনায়ক জহাঁ।।
করি প্রনামু নিজ কথা সুনাঈ। রাম কৃপাঁ আপনি গতি পাঈ।।
রিষি অগস্তি কীঁ সাপ ভবানী। রাছস ভয়উ রহা মুনি গ্যানী।।
বন্দি রাম পদ বারহিঁ বারা। মুনি নিজ আশ্রম কহুঁ পগু ধারা।।

দোহা (৫৭)

বিনয় ন মানত জলধি জড় গএ তীনি দিন বীতি।
বোলে রাম সকোপ তব ভয় বিনু হোই ন প্রীতি।।

চৌপাই (১—৪)

লছিমন বান সরাসন আনূ। সোষৌঁ বারিধি বিসিখ কৃসানু।।
সঠ সন বিনয় কুটিল সন প্রীতী। সহজ কৃপন সন সুন্দর নীতী।।
মমতা রত সন গ্যান কহানী। অতি লোভী সন বিরতি বখানী।।
ক্রোধিহি সম কামিহি হরিকথা। উসর বীজ বএঁ ফল জথা।।
অস কহি রঘুপতি চাপ চঢ়াবা। যহ মত লছিমন কে মন ভাবা।।
সন্ধানেউ প্রভু বিসিখ করালা। উঠী উদধি উর অন্তর জ্বালা।।
মকর উরগ ঝষ গন অকুলানে। জরত জন্তু জলনিধি জব জানে।।
কনক থার ভরি মনি গন নানা। বিপ্র রূপ আয়উ তজি মানা।।

দোহা (৫৮)

কাটেহিঁ পই কদরী ফরই কোটি জতন কোউ সীঁচ।
বিনয় ন মান খগেস সুনু ডাটেহিঁ পই নব নীচ।।

চৌপাই — সেও (বিভীষণের মতো) রাবণের চরণে প্রণাম করে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করল। সে (শ্রীরামচন্দ্রকে) প্রণাম নিবেদন করে ঘটনা বৃত্তান্ত বলল। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তার নিজ গতি (মুনির স্বরূপ) লাভ হল॥ ৫ ॥ (মহাদেব বললেন—) হে ভবানী ! সে এক জ্ঞানী মুনি ছিল। অগস্ত্য ঋষির অভিশাপে তার রাক্ষস জন্ম হয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে বারে বারে প্রণাম করে মুনি নিজ আশ্রমে গমন করলেন॥ ৬ ॥

দোহা— তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল কিন্তু জড় সমুদ্রের দিক থেকে অনুনয় বিনয়ের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তখন শ্রীরামচন্দ্র কুপিত হয়ে বললেন— ভয় ছাড়া প্রীতি হয় না (সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি !)॥ ৫৭॥

চৌপাই— হে লক্ষ্মণ ! ধনুর্বাণ নিয়ে এস। আমি অগ্নিবাণে সমুদ্র শোষণ করে নেব। মূর্খের সঙ্গে বিনয় প্রদর্শন, কুটিলের সঙ্গে প্রীতি, স্বভাবে কৃপণের সঙ্গে সুনীতি বচন (ঔদার্য উপদেশ দান), মমতায় নিত্যযুক্তকে জ্ঞান দান, অতি লোভীর সঙ্গে বৈরাগ্যের কথা, কুপিত ব্যক্তির সঙ্গে শম (শান্তি) আলোচনা ও কামনাসক্ত ব্যক্তির সঙ্গে হরিকথা আলোচনা অনুর্বর ভূমিতে বীজ বপন সম (বৃথা কার্য) হয়ে থাকে (অর্থাৎ তা ফলপ্রসূ হয় না)॥ ১-২ ॥ এই কথা বলে শ্রীরঘুপতি ধনুকে জ্যারোপ করলেন। তাঁর এই কার্য শ্রীলক্ষ্মণের মনঃপূত হল। অতঃপর শ্রীপ্রভু ভয়ংকর (অগ্নি) বাণ আহ্বান করলেন যাতে সমুদ্রের হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে গেল॥ ৩ ॥ মকর, সর্প, মৎস্যাদি সামুদ্রিক জীব সকল ব্যাকুল হয়ে পড়ল। জীবসকল দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে জানতে পেরে সমুদ্র অহংকার ত্যাগ করে সুবর্ণ পাত্রে বহু মণিমুক্তা (রত্ন রাজি) নিয়ে ব্রাহ্মণ বেশে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এল॥ ৪ ॥

চৌপাই — (কাকভূশণ্ডী বললেন) হে শ্রীগরুড় ! শুনুন ! কোটি উপায়ে সিঞ্চন করলেও, না কাটলে কলাগাছে ফলন হয় না। নীচ ব্যক্তি বিনয়ের ভাষা বোঝে না। তাকে বাঁকা পথে (তিরস্কার, ভয় দেখিয়ে) ঠিক করতে হয়॥ ৫৮ ॥

চৌপাই (১—৪)

সভয় সিন্ধু গহি পদ প্রভু কেরে। ছমহু নাথ সব অবগুন মেরে॥
গগন সমীর অনল জল ধরনী। ইন্হ কই নাথ সহজ জড় করনী॥

তব প্রেরিত মায়াঁ উপজাএ। সৃষ্টি হেতু সব গ্রন্থনি গাএ॥
প্রভু আয়ুস জেহি কহঁ জস অহঈ। সো তেহি ভাঁতি রহেঁ সুখ লহঈ॥

প্রভু ভল কীন্হ মোহি সিখ দীন্হি। মরজাদা পুনি তুম্হরী কীন্হী॥
ঢোল গবাঁর সূদ্র পসু নারী। সকল তাড়না কে অধিকারী॥

প্রভু প্রতাপ মৈঁ জাব সুখাঈ। উতরিহি কটকু ন মোরি বড়াঈ॥
প্রভু অগ্যা অপেল শ্রুতি গাঈ। কৌঁ সো বেগি জো তুম্হহি সোহাঈ॥

দোহা (৫৯)

সুনত বিনীত বচন অতি কহ কৃপাল মুসুকাই।
জেহি বিধি উতরৈ কপি কটকু তাত সো কহহু উপাই॥

চৌপাই (১—৪)

নাথ নীল নল কপি দ্বৌ ভাঈ। লরিকাঈঁ রিষি আসিষ পাঈ॥
তিন্হ কেঁ পরস কিএঁ গিরি ভারে। তরিহহিঁ জলধি প্রতাপ তুম্হারে॥

মৈঁ পুনি উর ধরি প্রভু প্রভুতাঈ। করিহউঁ বল অনুমান সহাঈ॥
এহি বিধি নাথ পয়োধি বঁধাইঅ। জেহিঁ যহ সুজসু লোক তিহুঁ গাইঅ॥

এহিঁ সর মম উত্তর তট বাসী। হতহু নাথ খল নর অঘ রাসী॥
সুনি কৃপাল সাগর মন পীরা। তুরতহিঁ হরী রাম রনধীরা॥

দেখি রাম বল পৌরুষ ভারী। হরষি পয়োনিধি ভয়উ সুখারী॥
সকল চরিত কহি প্রভুহি সুনাবা। চরন বন্দি পাথোধি সিধাবা॥

চৌপাই—ভীত সমুদ্র শ্রীপ্রভুর চরণ ধারণ করে বলল—হে নাথ ! আমার দোষসকল ক্ষমা করে দিন। হে প্রভু ! ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম সবই তো জড়-প্রকৃতিযুক্ত ॥ ১ ॥ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আপনারই ইচ্ছায় মায়া এদের সৃষ্টি করেছে—শাস্ত্রবচন তো এইরূপই বলে। শ্রীপ্রভুর বিধানে যে যেখানে যেমন, তেমন ভাবে থেকেই সুখ পেয়ে থাকে॥ ২ ॥ শ্রীপ্রভু আমাকে শাসন করে সমুচিত কার্য করেছেন কিন্তু মর্যাদাও (জীবের স্বভাবও) তো আপনারই সৃষ্টি। ঢোল, গ্রাম্যব্যক্তি, শূদ্র, পশু ও নারী—এরা সকলেই শিক্ষার অধিকার অর্থাৎ এরা যথাযথ শিক্ষা পাওয়ার পাত্র॥ ৩ ॥ শ্রীপ্রভুর প্রতাপে আমি বিশুষ্ক হয়ে পড়ব আর ঋক্ষ বানর সৈন্যবাহিনী অতিক্রম করে যাবে—এতে যে আমার মর্যাদা খর্ব হবে। বেদ বলেন যে শ্রীপ্রভুর আদেশ অবশ্য পালনীয়। তাই বলুন ! আমাকে কী করতে হবে ? ॥ ৪ ॥

দোহা—সমুদ্র এইভাবে বিনীত বচনে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে তুষ্ট করতে প্রয়াসী হল। তখন কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র হাস্য বদনে বললেন—হে তাত ! এমন উপায় বল যাতে বানরসৈন্য সাগর পার করতে সক্ষম হয়॥ ৫৯ ॥

চৌপাই—(সমুদ্র বলল—) হে নাথ ! সহোদর নীল ও নল শৈশবে ঋষির কাছে আশীর্বাদ লাভ করেছিল। আপনার কৃপায় তাদের স্পর্শ লাভ করে বিশাল প্রস্তরখণ্ড সকল সমুদ্রের উপর ভেসে থাকবে॥ ১ ॥ আমিও আপনার কৃপা চিত্তে ধারণ করে (সাধ্যমতো) আপনাকে সাহায্য করতে প্রয়াসী হব। হে নাথ ! এইভাবে আপনি সমুদ্র বন্ধন (লীলা) করুন। ত্রিলোকে ভক্তগণ তার যশঃকীর্তন করবেন॥ ২ ॥ আমার উত্তর তটে কিন্তু দুষ্ট পাপীদের অত্যাচারে আমি ক্লিষ্ট—আপনি এই শরের দ্বারা তাদের সংহার করে আমাকে রক্ষা করুন। কৃপালু রণকুশল শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের ক্লেশের কথা শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ তা হরণ করে দিলেন (অর্থাৎ শরাঘাতে তাদের বধ করলেন)॥ ৩ ॥ শ্রীরামচন্দ্রের অমিত শক্তি ও পৌরুষের নিদর্শন পেয়ে সমুদ্র আনন্দে সুখানুভূতি লাভ করল। সে সেই সকল দুষ্টদের কুকীর্তি সকল শ্রীপ্রভুকে বলল। অতঃপর সে শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে বন্দনা করে প্রত্যাগমন করল॥ ৪ ॥

ছন্দ

নিজ ভবন গবনেউ সিন্ধু শ্রীরঘুপতিহি যহ মত ভায়উ।
যহ চরিত কলি মলহর জথামতি দাস তুলসী গায়উ।।
সুখ ভবন সংসয় সমন দবন বিষাদ রঘুপতি গুন গনা।
তজি সকল আস ভরোস গাবহি সুনহি সন্তত সঠ মনা।।

দোহা (৬০)

সকল সুমঙ্গল দায়ক রঘুনায়ক গুন গান।
সাদর সুনহিঁ তে তরহিঁ ভব সিন্ধু বিনা জলজান।।

ছন্দ—সমুদ্র ঘরে ফিরে গেল আর শ্রীরঘুপতি সমুদ্রের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। তুলসীদাস সাধ্যানুসারে কলি কলুষহারী চরিতাবলির কীর্তন করলেন। শ্রীরঘুনাথ আদর্শ সুখদায়ক, সন্দেহ নিবারক ও বিষাদহারক। ওরে মূর্খ মন ! তুই জগতের কামনাবাসনা (আশা আকাঙ্ক্ষা) তাগ করে সতত তাঁর শ্রবণ কীর্তনে নিত্যযুক্ত হয়ে যা।।

দোহা—শ্রীরঘুনাথের গুণগান সকল অতিশয় সুন্দর ও সর্বমঙ্গল প্রদায়ক। তা সমাদরে শ্রবণ-কীর্তন যে করবে সে জলযান (অন্য সাহায্য) ছাড়াই ভবসাগর অতিক্রম করে যায় ।। ৬০

মাসপারায়ণ, চব্বিশতম বিশ্রাম

কলিযুগের সমস্ত পাপের বিনাশের জন্য শ্রীরামচরিতমানসের এই পঞ্চম সোপান সমাপ্ত হল।

ইতি শ্রীমদ্‌রামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে পঞ্চমঃ সোপানঃ সমাপ্ত।

(সুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত)

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

শ্রীজানকীবল্লভো বিজয়তে

শ্রীরামচরিতমানস

ষষ্ঠ সোপান

লঙ্কাকাণ্ড

শ্লোক (১—৩)

রামং কামারিসেব্যং ভবভয়হরণং কালমত্তেভসিংহং
যোগীন্দ্রং জ্ঞানগম্যং গুণনিধিমজিতং নির্গুণং নির্বিকারম্।
মায়াতীতং সুরেশং খলবধনিরতং ব্রহ্মবৃন্দৈকদেবং
বন্দে কন্দাবদাতং সরসিজনয়নং দেবমুর্বীশরূপম্॥ ১
শঙ্খেন্দ্বাভমতীবসুন্দরতনুং শার্দূলচর্মাম্বরং
কালব্যালকরালভূষণধরং গঙ্গাশশাঙ্কপ্রিয়ম্।
কাশীশং কলিকল্মষৌঘশমনং কল্যাণকল্পদ্রুমং
নৌমীড্যং গিরিজাপতিং গুণনিধিং কন্দর্পহং শঙ্করম্॥ ২
যো দদাতি সতাং শম্ভুঃ কৈবল্যমপি দুর্লভম্।
খলানাং দণ্ডকৃদ্যোঽসৌ শঙ্করঃ শং তনোতু মে॥ ৩

শ্লোক—নির্বিকার, জ্ঞানগম্য, দেবপতি, যোগীন্দ্র, সর্বগুণাধার, কমললোচন, নবনীরদ অঙ্গ শ্যামসুন্দর পরব্রহ্ম পরমেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রকে সবিনয় বন্দনা করি। তিনি অজেয়, মায়াতীত, ধরণীপতি আর সতত কামারি ভগবান শ্রীশংকরসেব্য। তিনি দ্বিজকুলরক্ষক, ভবভয়হারী, দুষ্ট-দলমর্দন ও কালরূপ মদমত্তকরীর জন্য সিংহসম॥ ১॥ শঙ্খ-শশাঙ্কসম শুভ্রকান্তি, অনিন্দ্যসুন্দর, ব্যাঘ্রাম্বরধারী, ভয়ংকর কালসর্পাভরণযুক্ত, কিরীটে গঙ্গা ও চন্দ্রকে প্রীতিপূর্বক ধারণকারী, কলিকল্মষহারী, কল্যাণ কল্পতরু, কন্দর্প-ভস্মকারী, গুণনিধি, পার্বতীপতি ভগবান শ্রীশংকরকে আমি প্রণাম নিবেদন করি॥ ২॥ যে কল্যাণবিগ্রহ শ্রীশম্ভু সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সুদুর্লভ কৈবল্যমুক্তি পর্যন্তও দিয়ে থাকেন আর দুষ্টদের শাসন করে থাকেন, তিনি যেন আমার মঙ্গল করেন॥ ৩॥

দোহা

লব নিমেষ পরমানু জুগ বরষ কলপ সর চণ্ড।
ভজসি ন মন তেহিঁ রাম কো কালু জাসু কোদণ্ড॥

সোরঠা

সিন্ধু বচন সুনি রাম সচিব বোলি প্রভু অস কহেউ।
অব বিলম্বু কেহি কাম করহু সেতু উতরৈ কটকু॥

সোরঠা

সুনহু ভানুকুল কেতু জামবন্ত কর জোরি কহ।
নাথ নাম তব সেতু নর চঢ়ি ভবসাগর তরহিঁ॥

চৌপাই (১—৫)

যহ লঘু জলধি তরত কতি বারা। অস সুনি পুনি কহ পবনকুমারা॥
প্রভু প্রতাপ বড়বানল ভারী। সোষেউ প্রথম পয়োনিধি বারী॥
তব রিপু নারি রুদন জল ধারা। ভরেউ বহোরি ভয়উ তেহিঁ খারা॥
সুনি অতি উকুতি পবনসুত কেরী। হরষে কপি রঘুপতি তন হেরী॥
জামবন্ত বোলে দোউ ভাঈ। নল নীলহি সব কথা সুনাঈ॥
রাম প্রতাপ সুমিরি মন মাহীঁ। করহু সেতু প্রয়াস কছু নাহীঁ॥
বোলি লিএ কপি নিকর বহোরী। সকল সুনহু বিনতী কছু মোরী॥
রাম চরন পঙ্কজ উর ধরহূ। কৌতুক এক ভালু কপি করহূ॥
ধাবহু মর্কট বিকট বরূথা। আনহু বিটপ গিরিন্হ কে জূথা॥
সুনি কপি ভালু চলে করি হূহা। জয় রঘুবীর প্রতাপ সমূহা॥

দোহা (১)

অতি উতঙ্গ গিরি পাদপ লীলহিঁ লেহিঁ উঠাই।
আনি দেহিঁ নল নীলহি রচহিঁ তে সেতু বনাই॥

দোহা—লব, নিমেষ, পরমাণু, বর্ষ, যুগ ও কল্প যাঁর প্রচণ্ড বাণ, আর কাল যাঁর ধনুক, ওরে মন! সেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভজনায় তুই নিত্যযুক্ত হয়ে যা॥

সোরঠা—সমুদ্রের নিবেদন শ্রবণ করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র মন্ত্রীদের আহ্বান করে বললেন—আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না। সেতু নির্মাণ করতে এখনই তৎপর হও যাতে সৈন্যদল সাগর লঙ্ঘন করতে সক্ষম হয়॥

সোরঠা—তখন জাম্ববান হাতজোড় করে বললেন—হে সূর্যবংশকীর্তি-বর্ধন প্রভু শ্রীরামচন্দ্র! আমার কথাটা শুনুন। আপনার নামই তো সর্বশ্রেষ্ঠ সেতু যা ভক্তকে ভবসাগর পার করাতে সক্ষম॥

চৌপাই—তাহলে এই ক্ষুদ্রাকার সমুদ্র লঙ্ঘন করতে কত সময় লাগবে? এইরূপ কথা শ্রবণ করে তখন পবনপুত্র শ্রীহনুমান বললেন—শ্রীপ্রভুর প্রতাপ সমুদ্রগর্ভের পক্ষে আগ্নেয়গিরিসম। তা পূর্বেই সমুদ্রের জল বিশুষ্ক করে দিয়েছে॥ ১॥ কিন্তু সমুদ্র এখন শ্রীপ্রভুর শত্রুদের ভার্যাসকলের অশ্রুজলে পরিপূর্ণ তাই তার স্বাদ নোনতা। শ্রীহনুমানের এই অতিশয়োক্তি শ্রবণ করে বানরগণ শ্রীরঘুনাথের দিকে দৃষ্টিপাত করে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল॥ ২॥ জাম্ববান ভ্রাতাযুগল নীল ও নলকে ডেকে সকল কথা অবগত করিয়ে বললেন—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা স্মরণ করে এখনই সেতু নির্মাণে প্রবৃত্ত হও। তাঁর কৃপায় তা অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়ে যাবে॥ ৩॥ অতঃপর তিনি বানরগণকে আহ্বান করে বললেন—আমার একটি নিবেদন শুনুন। হে ঋক্ষ ও বানরগণ! প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম অন্তরে ধারণ করে তাঁর লীলা সম্পাদনে এগিয়ে আসা প্রয়োজন॥ ৪॥ বিরাট মর্কট সৈন্যবাহিনী ছুটে গিয়ে বৃক্ষ ও পর্বতসকল উৎপাটন করে নিয়ে আসুক। জাম্ববানের আদেশ পেয়ে বিকট শব্দ করে ঋক্ষ ও বানরসকল প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে ছুটে চলতে লাগল॥ ৫॥

দোহা—তারা বহু বিশালাকার প্রস্তর খণ্ড ও বৃক্ষ অনায়াসে উৎপাটন করে নিয়ে এসে, নল ও নীলকে দিতে লাগল। ভ্রাতাদ্বয় তাই দিয়ে সুদৃঢ় সেতু নির্মাণে প্রবৃত্ত হল॥ ১॥

চৌপাই (১—৪)

সৈল বিসাল আনি কপি দেহীঁ। কন্দুক ইব নল নীল তে লেহীঁ।।
দেখি সেতু অতি সুন্দর রচনা। বিহসি কৃপানিধি বোলে বচনা।।

পরম রম্য উত্তম যহ ধরনী। মহিমা অমিত জাই নহিঁ বরনী।।
করিহউঁ ইহাঁ সম্ভু থাপনা। মোরে হৃদয়ঁ পরম কলপনা।।

সুনি কপীস বহু দূত পঠাএ। মুনিবর সকল বোলি লৈ আএ।।
লিঙ্গ থাপি বিধিবত করি পূজা। সিব সমান প্রিয় মোহি ন দূজা।।

সিব দ্রোহী মম ভগত কহাবা। সো নর সপনেহুঁ মোহি ন পাবা।।
সঙ্কর বিমুখ ভগতি চহ মোরী। সো নারকী মূঢ় মতি থোরী।।

দোহা (২)

সঙ্করপ্রিয় মম দ্রোহী সিব দ্রোহী মম দাস।
তে নর করহিঁ কলপ ভরি ঘোর নরক মহুঁ বাস।।

চৌপাই (১—৪)

জে রামেস্বর দরসনু করিহহিঁ। তে তনু তজি মম লোক সিধরিহহিঁ।।
জো গঙ্গাজলু আনি চঢ়াইহি। সো সাজুজ্য মুক্তি নর পাইহি।।

হোই অকাম জো ছল তজি সেইহি। ভগতি মোরি তেহি সঙ্কর দেইহি।।
মম কৃত সেতু জো দরসনু করিহী। সো বিনু শ্রম ভবসাগর তরিহী।।

রাম বচন সব কে জিয় ভাএ। মুনিবর নিজ নিজ আশ্রম আএ।।
গিরিজা রঘুপতি কৈ যহ রীতী। সন্তত করহিঁ প্রনত পর প্রীতী।।

বাঁধা সেতু নীল নল নাগর। রাম কৃপাঁ জসু ভয়উ উজাগর।।
বূড়হিঁ আনহি বোরহিঁ জেঈ। ভএ উপল বোহিত সম তেঈ।।

চৌপাই—বানরগণ বিশাল আকার প্রস্তর খণ্ডসকল এনে নল ও নীলের দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগল যা তারা কন্দুকসম লুফে নিতে থাকল। সেতুর অনুপম নির্মাণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র হেসে বললেন—অতিশয় সুরম্য ও উত্তম এইখানকার ভূমি যা বর্ণনাতীত মহিমাসম্পন্ন। আমি ঠিক করেছি যে এইখানে ভগবান শ্রীশংকরকে প্রতিষ্ঠা করে পূজার্চনা করব॥ ১-২॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সংকল্পের কথা শ্রবণ করে বানররাজ সুগ্রীব দ্বারা বহু দূত চতুর্দিকে প্রেরণ করা হল। দূতগণ শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিদের সেইখানে নিয়ে এল। সেইখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে উত্তমরূপে পূজার্চনা করা হল। (অতঃপর শ্রীভগবান বললেন—) দেবাদিদেব মহাদেবসম প্রিয় আমার জগতে নেই। আমাকে ভক্তি করেও যদি কেউ শিবদ্রোহ করে তাহলে সে স্বপ্নেও আমাকে লাভ করতে পারে না। শ্রীশংকরবিমুখ (দ্বেষী) ব্যক্তি যদি আমার ভক্তিতে সচেষ্ট হয় তাহলে সে নরকগামী হবে ; সে অতিশয় মূর্খ ও অল্পবুদ্ধি॥ ৩-৪॥

দোহা— যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীশংকর ও আমার মধ্যে একজনের উপর প্রীতি ধারণ করে অন্যজনকে অশ্রদ্ধা করে সে কল্পকাল পর্যন্ত ঘোর নরকে বাস করে থাকে॥ ২॥

চৌপাই— আমার প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর মহাদেবকে যে দর্শন করবে সে মৃত্যুর পরে সোজা আমার বৈকুণ্ঠধামে গমন করবে ; আর যে গঙ্গাজল বয়ে এনে রামেশ্বরের জলাভিষেক করবে সে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করবে (অর্থাৎ আমার অঙ্গে বিলীন হবে)॥ ১॥ যে ছলচাতুরি পরিহার করে নিষ্কামচিত্তে ভগবান শ্রীরামেশ্বরের সেবায় নিত্যযুক্ত থাকবে তাকে দেবাদিদেব মহাদেব আমার উপর অচলা ভক্তি প্রদান করবেন ; আর যে আমার নির্মিত সেতু দর্শন করবে সে অনায়াসে ভবসাগর পার করতে সক্ষম হবে॥ ২॥ শ্রীরামচন্দ্রের কথা সকলকে আনন্দ দিল। অতঃপর সেই শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিগণ নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে গেলেন। (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে পার্বতী ! অনুপম শরণাগত বৎসল এই শ্রীরঘুনাথ॥ ৩॥ সুচতুর নল ও নীল সেতু বন্ধন করল। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তাদের যশোগাথা দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। যে প্রস্তর ডুবে যায় আর

চৌপাই (৫)

মহিমা যহ ন জলধি কই বরনী। পাহন গুন ন কপিন্‌হ কই করনী॥

দোহা (৩)

শ্রী রঘুবীর প্রতাপ তে সিন্ধু তরে পাষান।
তে মতিমন্দ জে রাম তজি ভজহিঁ জাই প্রভু আন॥

চৌপাই (১—৪)

বাঁধি সেতু অতি সুদৃঢ় বনাবা। দেখি কৃপানিধি কে মন ভাবা॥
চলী সেন কছু বরনি ন জাঈ। গর্জহিঁ মর্কট ভট সমুদাঈ॥

সেতুবন্ধ ঢিগ চঢ়ি রঘুরাঈ। চিতব কৃপাল সিন্ধু বহুতাঈ॥
দেখন কহুঁ প্রভু করুনা কন্দা। প্রগট ভএ সব জলচর বৃন্দা॥

মকর নক্র নানা ঝষ ব্যালা। সত জোজন তন পরম বিসালা॥
অইসেউ এক তিন্‌হহি জে খাহীঁ। একন্‌হ কেঁ ডর তেপি ডেরাহীঁ॥

প্রভুহি বিলোকহিঁ টরহিঁ ন টারে। মন হরষিত সব ভএ সুখারে॥
তিন্‌হ কীঁ ওট ন দেখিঅ বারী। মগন ভএ হরি রূপ নিহারী॥

চলা কটকু প্রভু আয়সু পাঈ। কো কহি সক কপি দল বিপুলাঈ॥

দোহা (৪)

সেতু বন্ধ ভই ভীর অতি কপি নভ পন্থ উড়াহিঁ।
অপর জলচরন্‌হি উপর চঢ়ি চঢ়ি পারহি জাহিঁ॥

অন্যদেরও ডুবিয়ে দেয়, তাই জাহাজসম হয়ে নিজে ভেসে থেকে অপরকে পার করতে সক্ষম হয়ে গেল॥ ৪॥ বস্তুত তাকে সমুদ্রের মহিমা, প্রস্তরের গুণ কিংবা বানরের কুশলতা—কিছুই বলা যায় না॥ ৫॥

দোহা—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নাম-মাহাত্ম্যই প্রস্তরকে জলে ভাসমান করে তুলেছিল। এইরূপ মহিমাসম্পন্ন প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে পরিহার করে যে অন্য কোনো প্রভুর ভজনা করে তাকে মন্দমতি বলাই শ্রেয়॥ ৩॥

চৌপাই—নল ও নীল নির্মিত সেতুকে সুদৃঢ় করা হল। তা দেখে কৃপানিধি প্রীত হলেন। তার উপর দিয়ে সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলল ; তাদের শৌর্যবীর্য বলে বোঝানো যাবে না। গমনকালে মর্কট সৈন্যবাহিনী গর্জন করছিল॥ ১॥ সেতুবন্ধ তটে দাঁড়িয়ে কৃপানিধি শ্রীরঘুনাথ বিশাল সমুদ্রের ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। এইসময়ে করুণাকর শ্রীপ্রভুকে দর্শন করবার জন্য জলচর প্রাণীসকল জলের উপর ভেসে উঠল॥ ২॥ জলচর প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মকর, নক্র, মৎস্য, সর্প আদি ছিল। তারা (আকারে) শত শত যোজন বৃহদাকার ছিল। আবার এমন সব জন্তুও বর্তমান ছিল যারা এই সকল জলচরদের বধ করতে সক্ষম। অবশ্যই তারা অন্য জন্তুদের ভয়ে ভীতও ছিল॥ ৩॥ তারা পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার সম্বন্ধ বিস্মরণ হল এবং একদৃষ্টে শ্রীপ্রভুকে দর্শন করতে থাকল। কেউ স্থান ছাড়ছিল না। তারা আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল। সুখ তাদের ধরছিল না। এত বেশি সংখ্যায় তারা এসেছিল যে তখন সমুদ্রের জলও দেখা যাচ্ছিল না। শ্রীভগবানের রূপ প্রত্যক্ষ করে তারা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল॥ ৪॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে মর্কট সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলল। সেই বাহিনী এত বিশাল ছিল যে তা গণনা করা সম্ভব নয়॥ ৫॥

দোহা—সেতুবন্ধে ঠাসাঠাসি ভীড় দেখে কিছু বানর লাফিয়ে আকাশ পথে চলল। বহু আবার ভেসে ওঠা জলচর জীবদের পীঠের উপর দিয়ে ছুটে চলতে লাগল॥ ৪॥

চৌপাই (১—৫)

অস কৌতুক বিলোকি দ্বৌ ভাঈ। বিহঁসি চলে কৃপাল রঘুরাঈ॥
সেন সহিত উতরে রঘুবীরা। কহি ন জাই কপি জুথপ ভীরা॥
সিন্ধু পার প্রভু ডেরা কীন্হা। সকল কপিন্হ কহুঁ আয়সু দীন্হা॥
খাহু জাই ফল মূল সুহাএ। সুনত ভালু কপি জহঁ তহঁ ধাএ॥
সব তরু ফরে রাম হিত লাগী। রিতু অরু কুরিতু কাল গতি ত্যাগী॥
খাহিঁ মধুর ফল বিটপ হলাবহিঁ। লঙ্কা সন্মুখ সিখর চলাবহিঁ॥
জহঁ কহুঁ ফিরত নিসাচর পাবহিঁ। ঘেরি সকল বহু নাচ নচাবহিঁ॥
দসনন্হি কাটি নাসিকা কানা। কহি প্রভু সুজসু দেহিঁ তব জানা॥
জিন্হ কর নাসা কান নিপাতা। তিন্হ রাবনহি কহী সব বাতা॥
সুনত শ্রবন বারিধি বঁধানা। দস মুখ বোলি উঠা অকুলানা॥

দোহা (৫)

বাঁধ্যো বননিধি নীরনিধি জলধি সিন্ধু বারীস।
সত্য তোয়নিধি কম্পতি উদধি পয়োধি নদীস॥

চৌপাই (১—৩)

নিজ বিকলতা বিচারি বহোরী। বিহঁসি গয়উ গৃহ করি ভয় ভোরী॥
মন্দোদরীঁ সুন্যো প্রভু আয়ো। কৌতুকহীঁ পাথোধি বঁধায়ো॥
কর গহি পতিহি ভবন নিজ আনী। বোলী পরম মনোহর বানী॥
চরন নাই সিরু অঞ্চলু রোপা। সুনহু বচন পিয় পরিহরি কোপা॥
নাথ বয়রু কীজে তাহী সোঁ। বুধি বল সকিঅ জীতি জাহী সোঁ॥
তুম্হহি রঘুপতিহি অন্তর কৈসা। খলু খদ্যোত দিনকরহি জৈসা॥

চৌপাই—সৈন্যবাহিনী গমনকালে এইরূপ কৌতুকপূর্ণ ঘটনাসকল প্রত্যক্ষ করে কৃপানিধি শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীলক্ষ্মণ সহাস্যে সেনাসহ সমুদ্র অতিক্রম করলেন। সেই মর্কটবাহিনী ও সেনাপতিদের বিপুল সমাগম বলে বোঝানো যাবে না॥ ১॥ সাগর লঙ্ঘন করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র শিবির স্থাপন করলেন। তিনি তখন মর্কটদের সুন্দর ফলমূল ভক্ষণ করবার অনুমতি দিলেন। নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঋক্ষ-মর্কটগণ দিকে দিকে ছুটে গেল॥ ২॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করবার এমন অপূর্ব সুযোগ পেয়ে বৃক্ষসকল পত্রপুষ্প ফলমূল পরিশোভিত হয়ে নিজেদের ধন্য মনে করল। মর্কট-ঋক্ষসকল সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করবার সঙ্গে সঙ্গে বানর স্বভাবে গাছপালা ভাঙতে লাগল আর বিশালাকার প্রস্তরখণ্ড-সকল লঙ্কার দিয়ে ছুঁড়ে মারতে থাকল॥ ৩॥ যেখানেই মর্কটগণ রাক্ষস দেখতে পেল তারা তাকে উত্যক্ত করতে লাগল। তারা দন্ত দ্বারা রাক্ষসদের নাসিকা-কর্ণ-বিহীন করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনি দিয়ে (অথবা তাদের দিতে বাধ্য করে) তবে যেতে দিল॥ ৪॥ যে সকল রাক্ষস নাসিকা-কর্ণ বিরহিত হয়েছিল তারা সোজা ছুটে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত রাবণের কানে তুলল। সেতুবন্ধ সংবাদ শ্রবণ করেই লঙ্কাপতি রাবণ বিচলিত হল আর বলল॥ ৫॥

দোহা—(রাবণ বলে উঠল—) বননিধি, নীরনিধি, কম্পতি, অম্বুনিধি, জলধি, সিন্ধু, করীশ, তোয়নিধি, উদধি, পয়োধি, জলেশ—এগুলিকে বেঁধে ফেলা হয়েছে। খবরটা সত্য ! ॥ ৫॥

চৌপাই—ব্যাকুলতা সর্বসমক্ষে জানাজানি হয়ে যাচ্ছে দেখে সামলে নিয়ে রাবণ হাসতে হাসতে ভয় না পাওয়ার অভিনয় করে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেল। মন্দোদরী জানতে পারল যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় এসে পড়েছেন আর হেলায় সেতুবন্ধ কার্য সম্পন্ন করেছেন। তখন সে হাত ধরে পতিদেবতাকে নিজ মহলে নিয়ে গেল আর বলল—হে প্রিয়তম ! রাগ করবেন না। আমার কথাটা শুনুন॥ ১-২॥ (মন্দোদরী বলল—) হে নাথ ! আমার (বিবেক-বিবেচনা অনুসারে) বুদ্ধি ও পরাক্রম দ্বারা যাকে পরাজিত করা সম্ভব তার সঙ্গেই বৈরিতা করা ভালো। আপনার ও প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে তফাত যে অনেক বেশি ; তিনি সূর্য হলে আপনি জোনাকির বেশি নন॥ ৩॥

চৌপাই (৪—৫)

অতিবল মধু কৈটভ জেহিঁ মারে। মহাবীর দিতিসুত সঙ্ঘারে।।
জেহিঁ বলি বাঁধি সহসভুজ মারা। সোই অবতরেউ হরন মহি ভারা।।
তাসু বিরোধ ন কীজিঅ নাথা। কাল করম জিব জাকেঁ হাথা।।

দোহা (৬)

রামহি সৌঁপি জানকী নাই কমল পদ মাথ।
সুত কহুঁ রাজ সমর্পি বন জাই ভজিঅ রঘুনাথ।।

চৌপাই (১—৪)

নাথ দীনদয়াল রঘুরাঈ। বাঘউ সনমুখ গএঁ ন খাঈ।।
চাহিঅ করন সো সব করি বীতে। তুম্হ সুর অসুর চরাচর জীতে।।
সন্ত কহহিঁ অসি নীতি দসানন। চৌথেঁপন জাইহ নৃপ কানন।
তাসু ভজনু কীজিঅ তহঁ ভর্তা। জো কর্তা পালক সংহর্তা।।
সোই রঘুবীর প্রনত অনুরাগী। ভজহু নাথ মমতা সব ত্যাগী।।
মুনিবর জতনু করহিঁ জেহি লাগী। ভূপ রাজু তজি হোহিঁ বিরাগী।।
সোই কোসলাধীস রঘুরায়া। আয়উ করন তোহি পর দায়া।।
জৌঁ পিয় মানহু মোর সিখাবন। সুজসু হোই তিহুঁ পুর অতি পাবন।।

দোহা (৭)

অস কহি নয়ন নীর ভরি গহি পদ কম্পিত গাত।
নাথ ভজহু রঘুনাথহি অচল হোই অহিবাত।।

যিনি (শ্রীবিষ্ণু রূপে) অতিশয় বলবান মধু ও কৈটভ দৈত্য বধ করেছেন আর (শ্রীবরাহ ও শ্রীনৃসিংহরূপে) মহা শৌর্যবীর্যসম্পন্ন দিতি পুত্রদের (হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুকে) সংহার করেছেন ; যিনি (শ্রীবামনরূপে) বলিকে বেঁধেছেন আর (শ্রীপরশুরামরূপে) সহস্রবাহুকে বধ করেছেন। তিনিই (শ্রীভগবান স্বয়ং) ভূভার হরণ করবার জন্য (শ্রীরামরূপে) আবির্ভূত হয়েছেন।। ৪ ।। হে নাথ ! তাঁর বিরোধিতা থেকে সরে আসুন। কাল, কর্ম ও জীব সকলই তাঁর অধীন।। ৫ ।।

দোহা—আপনি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর শরণাগতি প্রার্থনা করুন। তাঁকে সীতাদেবী ফিরিয়ে দিন। তারপর আপনি পুত্রকে রাজত্ব দান করে অরণ্যে গমন করে শ্রীরঘুনাথের ভজনায় নিত্যযুক্ত হন।। ৬ ।।

চৌপাই—হে নাথ ! শুনেছি যে শ্রীরঘুনাথ দীনদয়াময়। শরণাগত হলে তো ব্যাঘ্রও হিংসা ভুলে যায়। আপনার কোনো বাসনা তো এখন অপূর্ণ নেই। আপনি তো দেবতা, রাক্ষস ও বিশ্বচরাচর বিজয় করেই ফেলেছেন।। ১ ।। হে দশানন ! সুধীগণের মতে বার্ধক্যে উপনীত হলে রাজার অরণ্যে গমন করে চতুর্থ আশ্রম পালন করাই শ্রেয় হয়। হে প্রভু ! সেইখানে (অরণ্যে) আপনি শ্রীভগবানের ভজনায় নিত্যযুক্ত হন ; তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করে থাকেন।। ২ ।। হে নাথ ! আপনি বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে সেই শরণাগতবৎসল শ্রীভগবানের ভজনা করুন। তাঁকে লাভ করবার জন্য শ্রেষ্ঠ মুনিগণ সতত তপস্যা করে থাকেন আর রাজারা তাদের সাম্রাজ্য ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। সেই কৌশলাধিপতি শ্রীরঘুনাথ কৃপা করবার জন্য আপনার দ্বারে এসেছেন। হে প্রিয়তম ! আমার নিবেদন গ্রহণ করুন। আমার কথা মতন চললে ত্রিভুবনে আপনার অতি পবিত্র ও অনুপম যশ ছড়িয়ে পড়বে।। ৩-৪ ।।

দোহা—এ কথা বলে সজল নয়নে প্রকম্পিত তনু মন্দোদরী পতির চরণ ধারণ করে পুনরায় বলল—হে নাথ ! তাই আপনি শ্রীরঘুনাথের ভজনায় নিত্যযুক্ত হন যাতে আমি সীমন্তিনী হয়ে থাকতে পারি।। ৭ ।।

চৌপাই (১—৪)

তব রাবন ময়সুতা উঠাঈ। কহৈ লাগ খল নিজ প্রভুতাঈ।।
সুনু তৈঁ প্রিয়া বৃথা ভয় মানা। জগ জোধা কো মোহি সমানা।।
বরুন কুবের পবন জম কালা। ভুজ বল জিতেউঁ সকল দিগপালা।।
দেব দনুজ নর সব বস মোরেঁ। কবন হেতু উপজা ভয় তোরেঁ।।
নানা বিধি তেহি কহেসি বুঝাঈ। সভাঁ বহোরি বৈঠ সো জাঈ।।
মন্দোদরীঁ হৃদয়ঁ অস জানা। কাল বস্য উপজা অভিমানা।।
সভাঁ আই মন্ত্রিন্হ তেহিঁ বূঝা। করব কবন বিধি রিপু সৈঁ জূঝা।।
কহহিঁ সচিব সুনু নিসিচর নাহা। বার বার প্রভু পূছহু কাহা।।
কহহু কবন ভয় করিঅ বিচারা। নর কপি ভালু অহার হমারা।।

দোহা (৮)

সব কে বচন শ্রবন সুনি কহ প্রহস্ত কর জোরি।
নীতি বিরোধ ন করিঅ প্রভু মন্ত্রিন্হ মতি অতি থোরি।।

চৌপাই (১—৪)

কহহিঁ সচিব সঠ ঠকুরসোহাতী। নাথ ন পূর আব এহি ভাঁতী।।
বারিধি নাঘি এক কপি আবা। তাসু চরিত মন মহুঁ সবু গাবা।।
ছুধা ন রহী তুম্হহি তব কাহূ। জারত নগরু কস ন ধরি খাহূ।।
সুনত নীক আগেঁ দুখ পাবা। সচিবন অস মত প্রভুহি সুনাবা।।
জেহিঁ বারীস বঁধায়উ হেলা। উতরেউ সেন সমেত সুবেলা।।
সো ভনু মনুজ খাব হম ভাঈ। বচন কহহিঁ সব গাল ফুলাঈ।।
তাত বচন মম সুনু অতি আদর। জনি মন গুনহু মোহি করি কাদর।।
প্রিয় বানী জে সুনহি জে কহহীঁ। ঐসে নর নিকায় জগ অহহীঁ।।

চৌপাই—তখন দুষ্ট রাবণ মন্দোদরীকে হাত ধরে তুলে নিজের পরাক্রমের কথা বলতে লাগল। সে বলল—হে প্রিয়া ! কেন বৃথা ভয় পাচ্ছ ! বল না, আমার সমকক্ষ যোদ্ধা জগতে কে আছে ? ১॥ বরুণ, কুবের, পবন, যমরাজ আদি দিকপালদের ও কালকেও আমি আমার বাহুবলে পরাভূত করেছি। দেবতা, দানব ও মানব সকলেই আমার বশীভূত। তাই অকারণে কেন তোমার এত ভয় হচ্ছে ? ২॥ মন্দোদরী বহুভাবে রাবণকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য বলল (কিন্তু রাবণ সেই কথা গ্রাহ্য করল না)। এরপর সে গিয়ে রাজসভায় বসল। মন্দোদরী অনুভব করল যে কালের প্রভাবেই তার পতির অহংকার হয়েছে॥ ৩॥ রাজসভায় এসে রাবণ মন্ত্রীদের কাছে রণকৌশল কী হবে তা স্থির করতে বলল। মন্ত্রী উত্তর দিল—হে রাক্ষসরাজ ! হে প্রভু ! কেন বৃথা ভয় পেয়ে একই কথা জিজ্ঞাসা করছেন ! আরে ! আপনিই বলুন। কী এমন ভয়ানক সমস্যা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে যে তাতে বিচার-বিবেচনা করতে হবে ? মানুষ আর ঋক্ষ-মর্কট তো বস্তুত আমাদের আহার্য বস্তু॥ ৪-৫॥

দোহা—*(রাবণের পুত্র) প্রহস্ত এতক্ষণ সকলের কথা চুপচাপ শুনছিল। সে এইবার হাতজোড় করে বলতে লাগল—হে প্রভু ! নীতি বহির্ভূত কোনো কার্য করা ঠিক নয়। মন্ত্রীদের পরামর্শকে খুব সময়োচিত বলে আমার মনে হচ্ছে না॥ ৮॥*

চৌপাই—এই সব মোসাহেব মন্ত্রীগণ আপনার মন জোগানো কথা বলছেন। এইভাবে শেষরক্ষা হওয়া কঠিন। একটি মাত্র বানর পূর্বে সমুদ্র লঙ্ঘন করে এসেছিল। তার কথা মনে পড়লেই সকলে এখনও ভয়ে শিউরে ওঠে॥ ১॥ এঁদের তখন ক্ষুধার কথা মনে ছিল না ? লঙ্কাদহনের সময়ে সেই বানরকে ধরে এঁরা ভক্ষণ করে নিলেন না কেন ? এই মন্ত্রীদের পরামর্শসকল এখন শ্রুতিমধুর মনে হলেও পরে তা দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে॥ ২ ॥ যিনি অনায়াসে সেতুবন্ধ করে সসৈন্যে সুবেলপর্বতে উপনীত হলেন তাকে সাধারণ মানুষ মনে করে ভক্ষণ করে নেওয়ার কথা বলা কী ঠিক ? এখন এই সব বাগাড়ম্বরের কোনো মানে আছে ? ৩॥ হে তাত ! আমার কথাও ভালোভাবে শুনে রাখুন। আমাকে যেন কাপুরুষ ঠাওরে বসবেন না। জগতে চাটুকারিতা করতে আর তা শুনে আনন্দ পেতে উৎসুক লোক প্রচুর আছে॥ ৪॥

চৌপাই (৫)

বচন পরম হিত সুনত কঠোরে। সুনহিঁ জে কহহিঁ তে নর প্রভু থোরে।।
প্রথম বসীঠ পঠউ সুনু নীতী। সীতা দেই করহু পুনি প্রীতী।।

দোহা (৯)

নারি পাই ফিরি জাহিঁ জৌঁ তৌ ন বঢ়াইঅ রারি।
নাহিঁ ত সন্মুখ সমর মহি তাত করিঅ হঠি মারি।।

চৌপাই (১—৪)

যহ মত জৌঁ মানহু প্রভু মোরা। উভয় প্রকার সুজসু জগ তোরা।।
সুত সন কহ দসকন্ঠ রিসাঈ। অসি মতি সঠ কেহিঁ তোহি সিখাঈ।।
অবহীঁ তে উর সংসয় হোঈ। বেনুমূল সুত ভয়হু ঘমোঈ।।
সুনি পিতু গিরা পরুষ অতি ঘোরা। চলা ভবন কহি বচন কঠোরা।।
হিত মত তোহি ন লাগত কৈসেঁ। কাল বিবস কহুঁ ভেষজ জৈসেঁ।।
সন্ধ্যা সময় জানি দসসীসা। ভবন চলেউ নিরখত ভুজ বীসা।।
লঙ্কা সিখর উপর আগারা। অতি বিচিত্র তহঁ হোই অখারা।।
বৈঠ জাই তেহিঁ মন্দির রাবন। লাগে কিন্নর গুন গন গাবন।।
বাজহিঁ তাল পখাউজ বীনা। নৃত্য করহিঁ অপছরা প্রবীনা।।

দোহা (১০)

সুনাসীর সত সরিস সো সন্তত করই বিলাস।
পরম প্রবল রিপু সীস পর তদ্যপি সোচ ন ত্রাস।।

চৌপাই (১—২)

ইহাঁ সুবেল সৈল রঘুবীরা। উতরে সেন সহিত অতি ভীরা।।
সিখর এক উতঙ্গ অতি দেখী। পরম রম্য সম সুভ্র বিসেষী।।
তহঁ তরু কিসলয় সুমন সুহাএ। লছিমন রচি নিজ হাথ ডসাএ।।
তা পর রুচির মৃদুল মৃগছালা। তেহিঁ আসন আসীন কৃপালা।।

হে প্রভু ! শ্রবণে কঠোর হলেও পরিণামে পরম কল্যাণকর কথা বলবার ও শোনবার লোক জগতে বেশি নেই। নীতি যদি মানেন তাহলে প্রথমে দূত প্রেরণ করুন আর তারপর সীতাদেবীকে ফিরিয়ে দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সখ্যতা করে নিন॥ ৫॥

দোহা—তিনি নিজ স্ত্রীকে ফিরে পেয়ে যদি ফিরে যান তাহলে আর অনর্থক বিবাদ-কলহে কী দরকার ? যদি তিনি তবুও ফিরে না যান তাহলে হে তাত ! আমরা সম্মুখ সমরে তাঁকে পর্যুদস্ত করবার চেষ্টা করব॥ ৯॥

চৌপাই—হে প্রভু ! আমার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করলে আপনি উভয় প্রকারের সুযশ লাভ করবেন। এই কথা শোনামাত্র রাবণ রেগে উঠল আর বলল—ওরে মূর্খ ! এমন বদবুদ্ধি কে তোকে দিল ? ১॥ এখন থেকেই তোর মনে ভয় ঢুকেছে ? হে পুত্র ! তুই তো দেখছি কুলের কলঙ্ক ! পিতার মুখে ভর্ৎসনা শুনে প্রহস্ত রাগ করে ঘরে ফিরে গেল ; গমনকালে বলে গেল—সৎ পরামর্শ আপনার ভালো লাগে না ; মৃত্যুপথযাত্রীর কি ঔষধে কাজ হয় ! সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হয়েছে জেনে রাবণ নিজের কুড়িটি বাহু নিরীক্ষণ করতে করতে সদর্পে রাজমহলে গমন করল॥ ২-৩॥ লঙ্কার পর্বত শিখরে এক বিচিত্র মহল ছিল যেখানে নৃত্যগীতের আসর বসত। রাবণ সেইখানে গিয়ে বসল। কিন্নরগণ তার গুণসংকীর্তন করতে লাগল। করতাল, পাখোয়াজ (মৃদঙ্গ) ও বীণা বাজছিল আর তালে তালে নৃত্যপটীয়সী অপ্সরাগণ নৃত্য করছিল॥ ৪-৫॥

দোহা—রাবণ সতত শত শত ইন্দ্রসম ভোগবিলাসে নিত্যযুক্ত থাকত। যদিও (শ্রীরামচন্দ্রসম) প্রবল পরাক্রমসম্পন্ন শত্রু তার শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিল তবু তার চিন্তা অথবা ভয়—কোনোটাই ছিল না॥ ১০॥

চৌপাই—এদিকে বিশাল সৈন্য নিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সুবেল পর্বতে উপনীত হলেন। পর্বতের এক সুউচ্চ পরম রমণীয়, সমতল ও বিশেষভাবে উজ্জ্বল শিখরে শ্রীলক্ষ্মণ লতাপাতা ও সুন্দর পুষ্প দ্বারা স্বয়ং শয্যা সজ্জিত করে তার উপর সুন্দর কোমল মৃগচর্ম পেতে দিলেন। তার উপরেই কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র বিরাজমান হলেন॥ ১-২॥

চৌপাই (৩—৪)

প্রভু কৃত সীস কপীস উছঙ্গা। বাম দহিন দিসি চাপ নিষঙ্গা॥
দুহুঁ কর কমল সুধারত বানা। কহ লঙ্কেস মন্ত্র লগি কানা॥
বড়ভাগী অঙ্গদ হনুমানা। চরন কমল চাপত বিধি নানা।
প্রভু পাছেঁ লছিমন বীরাসন। কটি নিষঙ্গ কর বান সরাসন॥

দোহা (১১ ক)

এহি বিধি কৃপা রূপ গুন ধাম রামু আসীন।
ধন্য তে নর এহিঁ ধ্যান জে রহত সদা লয়লীন॥

দোহা (১১ খ)

পূরব দিসা বিলোকি প্রভু দেখা উদিত ময়ঙ্ক।
কহত সবহি দেখহু সসিহি মৃগপতি সরিস অসঙ্ক॥

চৌপাই (১—৫)

পূরব দিসি গিরিগুহা নিবাসী। পরম প্রতাপ তেজ বল রাসী॥
মত্ত নাগ তম কুম্ভ বিদারী। সসি কেসরী গগন বন চারী॥
বিথুরে নভ মুকুতাহল তারা। নিসি সুন্দরী কের সিঙ্গারা॥
কহ প্রভু সসি মহুঁ মেচকতাঈ। কহহু কাহ নিজ নিজ মতি ভাঈ॥
কহ সুগ্রীব সুনহু রঘুরাঈ। সসি মহুঁ প্রগট ভূমি কৈ ঝাঁঈ॥
মারেউ রাহু সসিহি কহ কোঈ। উর মহঁ পরী স্যামতা সোঈ॥
কোউ কহ জব বিধি রতি মুখ কীন্হা। সার ভাগ সসি কর হরি লীন্হা॥
ছিদ্র সো প্রগট ইন্দু উর মাহীঁ। তেহি মগ দেখিঅ নভ পরিছাহীঁ॥
প্রভু কহ গরল বন্ধু সসি কেরা। অতি প্রিয় নিজ উর দীন্হ বসেরা॥
বিষ সংজুত কর নিকর পসারী। জারত বিরহবন্ত নর নারী॥

বানররাজ সুগ্রীবের কোলে মাথা রেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র শয়ন করলেন। তাঁর বামে ধনুক ও ডানদিকে তরকচ রাখা ছিল। তিনি করকমলযুগল দ্বারা শরগুলি সজ্জিত করে রাখছিলেন। শ্রীবিভীষণ কানে কানে মন্ত্রণা দিচ্ছিলেন॥ ৩॥ পরম ভাগ্যবান অঙ্গদ ও শ্রীহনুমান বহুভাবে শ্রীপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম সেবা করে যাচ্ছিলেন। আর শ্রীলক্ষ্মণ কটিতে তরকচ ধারণ করে ধনুর্বাণ হস্তে বীরাসনে বসে ছিলেন শ্রীপ্রভুর পিছনে॥ ৪ ॥

দোহা *—এইভাবে কৃপা-রূপ-গুণ-ধাম-প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণ মহিমায় বিরাজমান ছিলেন। শ্রীপ্রভুর স্মরণ-মননে নিত্যযুক্ত ব্যক্তিগণ জগতে ধন্য॥ ১১ ক॥*

দোহা *—পূর্বগগনের চন্দ্রোদয় শ্রীপ্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি উপস্থিত সকলকে বললেন—ওই সিংহসম অসমসাহসী চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে দেখো॥ ১১ খ॥*

চৌপাই —পূর্বদিকে গিরিগুহায় নিবাসকারী অমিত বিক্রম তেজ ও প্রতাপসম্পন্ন এই চন্দ্ররূপ সিংহ অন্ধকাররূপ মদমত্তকরীর মস্তক বিদারণ করে আকাশরূপ অরণ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করছে॥ ১॥ তারাসকল মুক্তোর মতন আকাশে রাত্রিদেবীর আভরণরূপে ছড়িয়ে আছে। শ্রীপ্রভু তখন সকলকে চন্দ্রের কলঙ্ক সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত ব্যাখ্যা করতে বললেন॥ ২॥ সুগ্রীব বললেন—হে শ্রীরঘুবীর ! শুনুন। আমার মতে চন্দ্রে পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে তাই কলঙ্ক বলে মনে হয়। অন্য কেউ বলল—সেই কলঙ্ক আসলে রাহুর চন্দ্রকে আঘাত করবার দাগ॥ ৩॥ কেউ বলল—(মদন ভার্যা) রতির মুখমণ্ডল সৃষ্টিকালে বিধাতা চন্দ্রের মুখমণ্ডলের সার বস্তু বার করে নিয়েছিলেন (যার ফলে তাঁর মুখ অতিশয় সুন্দর হল কিন্তু চন্দ্রের হৃদয়ে গহ্বর সৃষ্টি করেছিল)। সেই গহ্বর চন্দ্রের হৃদয়ে এখনও বর্তমান যার ভিতর দিয়ে আকাশের কালো ছায়া দেখা যায়॥ ৪॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বললেন—বিষ চন্দ্রের অতি প্রিয় সহোদর ; তাই সে বিষকে অন্তরে স্থান দেয়। সেই জন্যই চন্দ্র বিষাক্ত চন্দ্রালোক বিস্তার করে বিরহাকুল নরনারীকে ক্লেশ প্রদান করতেই থাকে॥ ৫॥

দোহা (১২ ক)

কহ হনুমন্ত সুনহু প্রভু সসি তুম্হার প্রিয় দাস।
তব মূরতি বিধু উর বসতি সোই স্যামতা অভাস॥

নবাহ্নপারায়ণ, সপ্তম বিশ্রাম

দোহা (১২ খ)

পবন তনয় কে বচন সুনি বিহঁসে রামু সুজান।
দচ্ছিন দিসি অবলোকি প্রভু বোলে কৃপানিধান॥

চৌপাই (১—৪)

দেখু বিভীষণ দচ্ছিন আসা। ঘন ঘমন্ড দামিনী বিলাসা॥
মধুর মধুর গরজই ঘন ঘোরা। হোই বৃষ্টি জনি উপল কঠোরা॥
কহত বিভীষন সুনহু কৃপালা। হোই ন তড়িত ন বারিদ মালা॥
লঙ্কা সিখর উপর আগারা। তহঁ দসকন্ধর দেখ অখারা॥
ছত্র মেঘডম্বর সির ধারী। সোই জনু জলদ ঘটা অতি কারী॥
মন্দোদরী শ্রবন তাটঙ্কা। সোই প্রভু জনু দামিনী দমঙ্কা॥
বাজহিঁ তাল মৃদঙ্গ অনূপা। সোই রব মধুর সুনহু সুরভূপা॥
প্রভু মুসুকান সমুঝি অভিমানা। চাপ চঢ়াই বান সন্ধানা॥

দোহা (১৩ ক)

ছত্র মুকুট তাটঙ্ক তব হতে একহীঁ বান।
সব কেঁ দেখত মহি পরে মরমু ন কোউ জান॥

দোহা (১৩ খ)

অস কৌতুক করি রাম সর প্রবিসেউ আই নিষঙ্গ।
রাবন সভা সসঙ্ক সব দেখি মহা রসভঙ্গ॥

চৌপাই (১)

কম্প ন ভূমি ন মরুত বিসেষা। অস্ত্র সস্ত্র কছু নয়ন ন দেখা॥
সোচহিঁ সব নিজ হৃদয় মঝারী। অসগুন ভয়উ ভয়ংকর ভারী॥

দোহা—শ্রীহনুমান বললেন—হে প্রভু! শুনুন। চন্দ্র আপনার অতিশয় প্রিয় সেবক। সেই সতত আপনার শ্যামসুন্দর বিগ্রহ অন্তরে ধারণ করে থাকে, তাই দূর থেকে তাঁকে শ্যামবর্ণ মনে হয়॥ ১২ (ক)॥

দোহা—পবনপুত্রের ব্যাখ্যা উদার চিত্ত প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে প্রমোদিত করল। অতঃপর দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে কৃপানিধান শ্রীপ্রভু বললেন—১২ (খ)॥

চৌপাই— (শ্রীপ্রভু বললেন—) হে বিভীষণ! দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখো। মনে হচ্ছে খুব মেঘ করেছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মৃদুমন্দ মেঘ গর্জনও শোনা যাচ্ছে। প্রবল শিলাবৃষ্টি না হয়! ১॥ শ্রীবিভীষণ উত্তর দিলেন—হে কৃপালু! শুনুন। এ মেঘ নয়, বিদ্যুৎও নয়। লঙ্কার পর্বত শিখরে এক প্রমোদ মহল আছে। দশানন রাবণ সেইখানে নৃত্যগীতের আসর বসিয়েছে। রাবণের মাথার উপর মেঘসদৃশ বিশাল ও কালো ছত্র আছে, তাকেই দূর থেকে মেঘের ঘনঘটা মনে হচ্ছে। মন্দোদরীর কর্ণাভরণ দোদুল্যমান ; তাতেই মনে হচ্ছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হে দেবশ্রেষ্ঠ! শুনুন। অনুপম করতাল ও মৃদঙ্গ বাদ্য পরিবেশিত হচ্ছে তাকেই মধুর মেঘগর্জন মনে হচ্ছে। রাবণের অহংকারের কথা শ্রবণ করে শ্রীপ্রভু মুচকি হাসলেন। তিনি ধনুকের সঙ্গে শরও তুলে নিলেন॥ ২-৪॥

দোহা—অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র একটি মাত্র শর নিক্ষেপ করে (রাবণের) ছত্র, কিরীট ও (মন্দোদরীর) ঝুমকো কর্ণাভরণ কেটে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। ঘটনাটি সর্বসমক্ষে ঘটল কিন্তু তার কারণ কেউই ধরতে পারল না॥ ১৩ (ক)॥

দোহা—এই পরম কৌতুকাবহ কার্য সম্পাদন করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শর তাঁর তরকচে ফিরে এল। ঘটনা আকস্মিক ও রসভঙ্গকারী ছিল যা রাবণের সভাসদদের চিন্তাক্লিষ্ট করে তুলল॥ ১৩ (খ)॥

চৌপাই— ভূমিকম্প ও ঝড়ঝাপটা ছিল না ; কোনো অস্ত্রের দেখাও পাওয়া গেল না। (তবু ছত্র, কিরীট ও ঝুমকো কেমন করে স্থানচ্যুত হয়ে ভূমিতে আছড়ে পড়ল) সকলেই কারণ অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করবার সময়ে বুঝতে পারল যে ঘটনাটা আদৌ শুভ নয়॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

দসমুখ দেখি সভা ভয় পাঈ। বিহসি বচন কহ জুগুতি বনাঈ॥
সিরউ গিরে সন্তত সুভ জাহী। মুকুট পরে কস অসগুন তাহী॥
সয়ন করহু নিজ নিজ গৃহ জাঈ। গবনে ভবন সকল সির নাঈ॥
মন্দোদরী সোচ উর বসেউ। জব তে শ্রবনপূর মহি খসেউ॥
সজল নয়ন কহ জুগ কর জোরী। সুনহু প্রানপতি বিনতী মোরী॥
কন্ত রাম বিরোধ পরিহরহূ। জানি মনুজ জনি হঠ মন ধরহূ॥

দোহা (১৪)

বিস্বরূপ রঘুবংস মনি করহু বচন বিস্বাসু।
লোক কল্পনা বেদ কর অঙ্গ অঙ্গ প্রতি জাসু॥

চৌপাই (১—৪)

পদ পাতাল সীস অজ ধামা। অপর লোক অঁগ অঁগ বিশ্রামা॥
ভৃকুটি বিলাস ভয়ংকর কালা। নয়ন দিবাকর কচ ঘন মালা॥
জাসু ঘ্রান অশ্বিনীকুমারা। নিসি অরু দিবস নিমেষ অপারা॥
শ্রবন দিসা দস বেদ বখানী। মারুত স্বাস নিগম নিজ বানী॥
অধর লোভ জম দসন করালা। মায়া হাস বাহু দিগপালা॥
আনন অনল অম্বুপতি জীহা। উতপতি পালন প্রলয় সমীহা॥
রোম রাজি অষ্টাদস ভারা। অস্থি সৈল সরিতা নস জারা॥
উদর উদধি অধগো জাতনা। জগময় প্রভু কা বহু কলপনা॥

দোহা (১৫ ক)

অহংকার সিব বুদ্ধি অজ মন সসি চিত্ত মহান।
মনুজ বাস সচরাচর রূপ রাম ভগবান॥

দোহা (১৫ খ)

অস বিচারি সুনু প্রানপতি প্রভু সন বয়রু বিহাই।
প্রীতি করহু রঘুবীর পদ মম অহিবাত ন জাই॥

রাবণ দেখল, সভাসদগণ শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সে হেসে একটা উক্তি করে সকলকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করল। সে বলল—যার মস্তক ভূলুণ্ঠিত হলেও তা শুভলক্ষণ বলে বিবেচিত হয়, তার কিরীট ভূমিতে পড়লে অশুভ লক্ষণ ভাবা ঠিক হবে না॥ ২ ॥ গৃহে ফিরে গিয়ে (নিশ্চিন্তে) নিদ্রাগমন করো। তখন সকলে রাবণকে প্রণাম নিবেদন করে চলে গেল। কর্ণাভরণ ঝুমকো কেটে ভূমিতে আছড়ে পড়ার ঘটনা মন্দোদরীকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল॥ ৩॥ মন্দোদরী সজল নয়নে হাতজোড় করে (রাবণকে) বলল—হে প্রাণনাথ ! আমার নিবেদন শুনুন। হে প্রিয়তম। শ্রীরামচন্দ্রের বিরোধিতা থেকে সরে আসুন। তাঁকে সামান্য মানুষ জ্ঞানে জেদাজেদি করবেন না॥ ৪॥

দোহা—*রঘুকুল শিরোমণি শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বিশ্বস্বরূপ বলেই আমি জানি। বেদ তাঁরই অঙ্গে বিশ্বচরাচরের (ত্রিলোকের) অবস্থান বলে থাকেন॥ ১৪॥*

চৌপাই—পাতাললোক (সেই বিশ্বরূপ শ্রীভগবানের) চরণে, ব্রহ্মলোক মস্তকে আর অন্যান্য লোকসকল তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অবস্থান করে। ভয়ংকর কাল তাঁর ভ্রূকুটি চালনা। সূর্য তাঁর নয়ন আর ঘনমেঘরাজি তাঁর কেশরাজি॥ ১॥ অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁর নাসিকা, দিবা ও রাত্রি তাঁর পলক পড়া, দশ দিক তাঁর কর্ণ। এই সকলই বেদের অভিমত। বায়ু চলাচল তাঁর নিঃশ্বাস আর বেদই তাঁর বাণী। লোভ তাঁর অধর, যমরাজ তাঁর ভয়ংকর দন্তরাজি, মায়া হাসা, দিকপালগণ তাঁর বাহু, অগ্নি তাঁর মুখ, বরুণ তাঁর জিহ্বা। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ক্রিয়া তাঁর কার্যসকল। অষ্টাদশ প্রকারের বনস্পতি তাঁর রোম, পর্বত তাঁর অস্থিসকল, নদীসকল তাঁর শিরা-উপশিরা, সমুদ্র তাঁর উদর আর নরক তাঁর অধঃস্থ ইন্দ্রিয়সকল। এইভাবে প্রভু বিশ্বময়। এতে তো কল্পনা কিছু নেই॥ ২-৪॥

দোহা—*মহাদেব তাঁর অহংকার, ব্রহ্মা তাঁর বুদ্ধি, চন্দ্র তাঁর মন ও মহান (বিষ্ণু) তাঁর চিত্ত। সেই বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত শ্রীপ্রভু নরদেহে শ্রীরামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন॥ ১৫ (ক)*

দোহা—*হে প্রাণেশ্বর ! শুনুন। এমন জেনে শ্রীপ্রভুর বিরোধিতা থেকে বিরত হয়ে আপনি তাঁর শরণাগত হন যাতে আমার শাঁখা-সিন্দূর অক্ষুণ্ণ থাকে॥ ১৫ (খ)॥*

চৌপাই (১—৪)

বিহঁসা নারি বচন সুনি কানা। অহো মোহ মহিমা বলবানা।।
নারি সুভাউ সত্য সব কহহীঁ। অবগুন আঠ সদা উর রহহীঁ।।
সাহস অনৃত চপলতা মায়া। ভয় অবিবেক অসৌচ অদায়া।।
রিপু কর রূপ সকল তৈঁ গাবা। অতি বিসাল ভয় মোহি সুনাবা।।
সো সব প্রিয়া সহজ বস মোরেঁ। সমুঝি পরা প্রসাদ অব তোরেঁ।।
জানিউঁ প্রিয়া তোরি চতুরাঈ। এহি বিধি কহহু মোরি প্রভুতাঈ।।
তব বতকহী গূঢ় মৃগলোচনি। সমুঝত সুখদ সুনত ভয় মোচনি।।
মন্দোদরি মন মহুঁ অস ঠয়উ। পিয়হি কাল বস মতি ভ্রম ভয়উ।।

দোহা (১৬ ক)

এহি বিধি করত বিনোদ বহু প্রাত প্রগট দসকন্ধ।
সহজ অসঙ্ক লঙ্কপতি সভাঁ গয়উ মদ অন্ধ।।

সোরঠা (১৬ খ)

ফূলই ফরই ন বেত জদপি সুধা বরষহিঁ জলদ।
মূরুখ হৃদয়ঁ ন চেত জৌঁ গুর মিলহিঁ বিরঞ্চি সম।।

চৌপাই (১—৪)

ইহাঁ প্রাত জাগে রঘুরাঈ। পূছা মত সব সচিব বোলাঈ।।
কহহু বেগি কা করিঅ উপাঈ। জামবন্ত কহ পদ সিরু নাঈ।।
সুনু সর্বগ্য সকল উর বাসী। বুধি বল তেজ ধর্ম গুন রাসী।।
মন্ত্র কহউঁ নিজ মতি অনুসারা। দূত পঠাইঅ বালিকুমারা।।
নীক মন্ত্র সব কে মন মানা। অঙ্গদ সন কহ কৃপানিধানা।।
বালিতনয় বুধি বল গুন ধামা। লঙ্কা জাহু তাত মম কামা।।
বহুত বুঝাই তুম্হহি কা কহউঁ। পরম চতুর মৈঁ জানত অহউঁ।।
কাজু হমার তাসু হিত হোঈ। রিপু সন করেহু বতকহী সোঈ।।

চৌপাই—প্রিয়া মন্দোদরীর কথা শুনে রাবণ একচোট খুব হাসল। (তারপর সে বলল—) মোহের (অজ্ঞানের) মহিমা যথার্থই অসীম। নারী স্বভাবের কথা লোকেরা যা বলে থাকে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য ; নারী চিত্তে সতত সাহস, অসত্য, চঞ্চলতা, মায়া (ছলনা), ভীতি, অবিবেক (নির্বুদ্ধি), অপবিত্রতা ও নির্দয়তা—এই অষ্ট অবগুণ সদা বিরাজমান। তুমি আমার সামনে আমার শত্রুর বিশাল রূপের গুণগান করলে আর তাকে ভয় করতে বললে ! ১-২ ॥ হে প্রিয়তমা ! যে বিশ্বচরাচরের তুমি গুণসংকীর্তন করলে তা তো এমনিতেই আমার পদানত। তুমি তা যেন চোখে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিলে। এই সকল কথা বলে বস্তুত তুমি আমারই গুণসংকীর্তন করেছ ॥ ৩ ॥ হে মৃগনয়না ! তোমার কথাগুলি গূঢ়রহস্যযুক্ত যা বুঝতে পারলে সুখকর ও শ্রবণে ভীতি মোচক। (রাবণের কথা শুনে) মন্দোদরী তখন নিশ্চিত হয়ে পড়ল যে পতিদেবতা কালের প্রভাবে মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন ॥ ৪ ॥

দোহা—এইভাবে (অজ্ঞানপ্রসূত) ঠাট্টা তামাসায় রাত্রিকাল কেটে গেল আর সকাল হল। সহজ নিঃশঙ্ক ও অহংকারে অন্ধ (মত্ত) লঙ্কাপতি তখন রাজসভাতে গমন করল ॥ ১৬ (ক) ॥

সোরঠা—জলদ অমৃতোপম জল সিঞ্চন করলেও বেতগাছে তার কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। ঠিক সেইভাবেই ব্রহ্মাসম জ্ঞানীগুরু লাভ করলেও মূর্খের মধ্যে চৈতন্য জাগরণ হয় না ॥ ১৬ (খ) ॥

চৌপাই—এদিকে (সুবেল পর্বতে) প্রাতঃকালেই শ্রীরামচন্দ্র শয্যাত্যাগ করলেন। তিনি তখনই মন্ত্রীদের আহ্বান করে করণীয় কর্তব্য স্থির করতে বললেন। জাম্ববান শ্রীপ্রভুর চরণে প্রণাম নিবেদন করে বললেন—হে সর্বজ্ঞ ! হে অন্তর্যামী ! হে বল-বুদ্ধি-তেজ-ধর্ম-গুণ রাশি ! শুনুন। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমি বালীনন্দন অঙ্গদকে দূত রূপে প্রেরণ করবার পরামর্শ দিলাম ॥ ১-২ ॥ তাঁর পরামর্শ সর্বসম্মত হল। কৃপানিধি শ্রীরামচন্দ্র অঙ্গদকে বললেন—হে বল-বুদ্ধি-গুণ-ধাম বালীনন্দন ! হে তাত ! তুমি আমার কার্য সম্পাদনে লঙ্কা গমন করো ॥ ৩ ॥ তোমাকে আর বুঝিয়ে কী বলব! আমি জানি যে তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান। শত্রুপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে আমাদের কার্য উদ্ধার ও তাদের মঙ্গল সাধন—উভয়দিকেই যেন লক্ষ্য থাকে ॥ ৪ ॥

সোরঠা (১৭ ক)

প্রভু অগ্যা ধরি সীস চরন বন্দি অঙ্গদ উঠেউ।
সোই গুন সাগর ঈস রাম কৃপা জা পর করহু॥

সোরঠা (১৭ খ)

স্বয়ংসিদ্ধ সব কাজ নাথ মোহি আদরু দিয়উ।
অস বিচারি জুবরাজ তন পুলকিত হরষিত হিয়উ॥

চৌপাই (১—৪)

বন্দি চরন উর ধরি প্রভুতাঈ। অঙ্গদ চলেউ সবহি সিরু নাঈ॥
প্রভু প্রতাপ উর সহজ অসঙ্কা। রন বাঁকুরা বালিসুত বঙ্কা॥

পুর পৈঠত রাবন কর বেটা। খেলত রহা সো হোই গৈ ভেটা॥
বাতহিঁ বাত করষ বঢ়ি আঈ। জুগল অতুল বল পুনি তরুনাঈ॥

তেহি অঙ্গদ কহুঁ লাত উঠাঈ। গহি পদ পটকেউ ভূমি ভবাঁঈ॥
নিসিচর নিকর দেখি ভট ভারী। জহঁ তহঁ চলে ন সকহিঁ পুকারী॥

এক এক সন মরমু ন কহহীঁ। সমুঝি তাসু বধ চুপ করি রহহীঁ॥
ভয়উ কোলাহল নগর মঝারী। আবা কপি লঙ্কা জেহি জারী॥

অব ধোঁ কহা করিহি করতারা। অতি সভীত সব করহিঁ বিচারা॥
বিনু পূছেঁ মগু দেহিঁ দিখাঈ। জেহি বিলোক সোই জাই সুখাঈ॥

দোহা (১৮)

গয়উ সভা দরবার তব সুমিরি রাম পদ কঞ্জ।
সিংহ ঠবনি ইত উত চিতব ধীর বীর বল পুঞ্জ॥

সোরঠা—শ্রীপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য করে অঙ্গদ উঠে দাঁড়ালেন (আর বললেন—) হে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র! আপনার কৃপাকটাক্ষে সকলেই গুণসাগর হয়ে যায়॥ ১৭ (ক)॥

সোরঠা—শ্রীপ্রভুর কার্যসকল স্বয়ংসিদ্ধ। আমি নিমিত্তরূপে প্রেরিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। কথাগুলি বলবার সময়ে যুবরাজ অঙ্গদের চিত্ত হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল আর অঙ্গে পুলক শিহরণ হতে থাকল॥ ১৭ (খ)॥

চৌপাই—যাত্রাকালে যুবরাজ অঙ্গদ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণ বন্দনা করলেন। অতঃপর তিনি অন্যান্য গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আদেশকে চিত্তে ধারণ করে প্রস্থান করলেন। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীপ্রভুকে চিত্তে ধারণ করে বীর অঙ্গদের তখন ভয়ডর কিছুই ছিল না॥ ১॥ লঙ্কায় প্রবেশ কালেই অঙ্গদের রাবণপুত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ক্রীড়ায় মত্ত রাবণপুত্রের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হল। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কারণ দুজনই বীর ও যুবক বয়সী॥ ২॥ রাবণনন্দন অঙ্গদকে পদাঘাত করতে উদ্যত হলে অঙ্গদ সেই পা ধরে তাকে ঘুরিয়ে ভূমিতে আছাড় মারলেন। সম্মুখে এক ভয়ানক বীরকে দেখে রাক্ষসগণ নিঃশব্দে এধার ওধার পালিয়ে বাঁচল॥ ৩॥ রাক্ষসদের তখন ঘটনা-বিবরণ বলবার অবস্থা ছিল না ; লঙ্কাপতি রাবণের পুত্র নিহত হয়েছে জেনেও সকলে চুপ করে থাকল। (রাবণের পুত্র বধ হয়েছে আর রাক্ষসেরা ভয়ে পলায়ন করছে দেখে) নগরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল ; সকলেই ভাবল যে লঙ্কাদহনকারী বানর বুঝি আবার হানা দিয়েছে॥ ৪॥ সকলেই তখন শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল ; বিধাতার মতিগতিতে সকলেই তখন সন্দিহান। জিজ্ঞাসা করবার আগেই তারা অঙ্গদকে (রাবণের রাজসভার) পথ বলে দিচ্ছিল। অঙ্গদকে দেখা মাত্রই তারা ভয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল॥ ৫॥

দোহা—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে অঙ্গদ রাবণের রাজসভার দ্বারে উপনীত হলেন। অঙ্গদ সিংহ বিক্রমে গম্ভীরভাবে সভার চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলেন॥ ১৮॥

চৌপাই (১—৪)

তুরত নিসাচর এক পঠাবা। সমাচার রাবনহি জনাবা॥
সুনত বিহঁসি বোলা দসসীসা। আনহু বোলি কহাঁ কর কীসা॥
আয়সু পাই দূত বহু ধাএ। কপিকুঞ্জরহি বোলি লৈ আএ॥
অঙ্গদ দীখ দসানন বৈসেঁ। সহিত প্রান কজ্জলগিরি জৈসে॥
ভুজা বিটপ সির সৃঙ্গ সমানা। রোমাবলী লতা জনু নানা॥
মুখ নাসিকা নয়ন অরু কানা। গিরি কন্দরা খোহ অনুমানা॥
গয়উ সভাঁ মন নেকু ন মুরা। বালিতনয় অতিবল বাঁকুরা॥
উঠে সভাসদ কপি কহুঁ দেখী। রাবন উর ভা ক্রোধ বিসেষী॥

দোহা (১৯)

জথা মত্ত গজ জূথ মহুঁ পঞ্চানন চলি জাই।
রাম প্রতাপ সুমিরি মন বৈঠ সভাঁ সিরু নাই॥

চৌপাই (১—৪)

কহ দসকন্ঠ কবন তৈঁ বন্দর। মৈঁ রঘুবীর দূত দসকন্ধর॥
মম জনকহি তোহি রহী মিতাঈ। তব হিত কারন আয়উঁ ভাঈ॥
উত্তম কুল পুলস্তি কর নাতী। সিব বিরঞ্চি পূজেহু বহু ভাঁতী॥
বর পায়হু কীন্হেহু সব কাজা। জীতেহু লোকপাল সব রাজা॥
নৃপ অভিমান মোহ বস কিংবা। হরি আনিহু সীতা জগদম্বা॥
অব সুভ কহা সুনহু তুম্হ মোরা। সব অপরাধ ছমিহি প্রভু তোরা॥
দসন গহহু তৃন কন্ঠ কুঠারী। পরিজন সহিত সঙ্গ নিজ নারী॥
সাদর জনকসুতা করি আগেঁ। এহি বিধি চলহু সকল ভয় ত্যাগেঁ॥

চৌপাই—অতঃপর অঙ্গদ এক রাক্ষসের মুখে তাঁর আগমন বার্তা রাবণের কাছে প্রেরণ করলেন। শুনেই রাবণ হেসে বলল—ডেকে নিয়ে এসো। দেখি, কোথাকার বানর ! ১॥ রাবণের আদেশ পালন করতে দূত ছুটে গেল আর কুঞ্জরসম বিশাল অঙ্গদকে লঙ্কাপতির কাছে নিয়ে এল। প্রথম দর্শনে রাবণ অঙ্গদের চোখে জীবন্ত কজ্জলগিরিসম উপবিষ্ট বলে মনে হল॥ ২॥ রাবণের বাহুযুগল বৃক্ষসম ও মস্তক পর্বত শৃঙ্গসম আর রোমসকল লতাবৃক্ষসম ছিল। বদন, নাসিকা, নয়ন আর কর্ণ যেন গিরি কন্দর ও গহ্বররূপে প্রতিভাত হচ্ছিল॥ ৩॥ অমিত বিক্রম দুর্ধর্ষ বীর বালীনন্দন অঙ্গদ নিঃশঙ্ক চিত্তে রাবণের রাজসভায় প্রবেশ করলেন। অঙ্গদকে দেখে সভাসদগণ সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করল যা দেখে রাবণ বিশেষভাবে রেগে গেল॥ ৪॥

দোহা—যেমন মদমত্তকরীযূথের মধ্যেও সিংহ নিঃশঙ্ক চিত্তে বিচরণ করে তেমনই শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রম চিত্তে স্মরণ করে তিনি (নির্ভয়ে) সভার সকলকে অভিবাদন করে বসলেন॥ ১৯॥

চৌপাই— রাবণ গর্জন করে উঠল—ওরে বানর ! তোর পরিচয় দে। (অঙ্গদ বললেন—) হে দশগ্রীব ! আমি শ্রীরঘুবীরের দূত। আমার পিতার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব ছিল। তাই হে ভাই ! তোমার মঙ্গল কামনাতেই আমার এখানে আগমন হয়েছে॥ ১॥ তুমি তো ঋষি পুলস্ত্যর পৌত্র তাই উত্তম কুলজাত। তোমার দ্বারা ভগবান শ্রীশংকর ও ভগবান শ্রীব্রহ্মা বহুভাবে পূজিত হয়েছেন। তুমি তাঁদের কাছ থেকে বরও লাভ করেছ আর সর্বকর্মে সিদ্ধিলাভও করেছ। লোকপাল ও নৃপতিসকল তো তোমার দ্বারা পরাভূত॥ ২॥ নৃপতিসুলভ অহমিকা অথবা মোহে বশীভূত হয়ে তুমি জগজ্জননী সীতাদেবীকে হরণ করে এনেছ। তোমার পক্ষে মঙ্গলকর একটি কথা বলছি। (তাহলে) তুমি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কৃত অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে॥ ৩॥ দন্তে তৃণ কর্তন করে (অর্থাৎ শরণাগত হয়ে), গলদেশে কুঠার ঝুলিয়ে নিজ ভার্যাসহিত অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে সীতাদেবীকে সসম্মানে সর্বাগ্রে রেখে নির্ভয়ে তাঁর কাছে চলো॥ ৪॥

দোহা (২০)

প্রনতপাল রঘুবংসমনি ত্রাহি ত্রাহি অব মোহি।
আরত গিরা সুনত প্রভু অভয় করৈগো তোহি॥

চৌপাই (১—৪)

রে কপিপোত বোলু সম্ভারী। মূঢ় ন জানেহি মোহি সুরারী॥
কহু নিজ নাম জনক কর ভাঈ। কেহি নাতেঁ মানিঐ মিতাঈ॥
অঙ্গদ নাম বালি কর বেটা। তাসোঁ কবহুঁ ভঈ হী ভেটা॥
অঙ্গদ বচন সুনত সকুচানা। রহা বালি বানর মৈঁ জানা॥
অঙ্গদ তহীঁ বালি কর বালক। উপজেহু বংস অনল কুল ঘালক॥
গর্ভ ন গয়হু ব্যর্থ তুম্হ জায়হু। নিজ মুখ তাপস দূত কহায়হু॥
অব কহু কুসল বালি কহঁ অহঈ। বিহঁসি বচন তব অঙ্গদ কহঈ॥
দিন দস গএঁ বালি পহিঁ জাঈ। বূঝেহু কুসল সখা উর লাঈ॥
রাম বিরোধ কুসল জসি হোঈ। সো সব তোহি সুহাইহি সোঈ॥
সুনু সঠ ভেদ হোই মন তাকেঁ। শ্রীরঘুবীর হৃদয় নহিঁ জাকেঁ॥

দোহা (২১)

হম কুল ঘালক সত্য তুম্হ কুল পালক দসসীস।
অন্ধউ বধির ন অস কহহিঁ নয়ন কান তব বীস॥

চৌপাই (১—২)

সিব বিরঞ্চি সুর মুনি সমুদাঈ। চাহত জাসু চরন সেবকাঈ॥
তাসু দূত হোই হম কুল বোরা। অইসিহুঁ মতি উর বিহর ন তোরা॥
সুনি কঠোর বানী কপি কেরী। কহত দসানন নয়ন তরেরী॥
খল তব কঠিন বচন সব সহউঁ। নীতি ধর্ম মৈঁ জানত অহউঁ॥

দোহা—*(তদ্‌গতচিত্তে শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা নিবেদন করে বল—) হে শরণাগতবৎসল রঘুবংশ শিরোমণি শ্রীরামচন্দ্র ! আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। তোমার সবিনয় নিবেদন শুনে শ্রীপ্রভু তোমাকে অবশ্যই অভয় দান করবেন॥ ২০॥*

চৌপাই—(রাবণ তখন গর্জন করে বলল—) আরে বাঁদরছানা ! মুখ সামলে কথা বল। অর্বাচীন মূর্খ কোথাকার ! জানিস না যে আমি সতত দেবদ্রোহী ! আরে ! তোর আর তোর বাপের নামটা তো বল। কেমন বন্ধুত্ব তা দেখি ! ১॥ (অঙ্গদ বললেন—) আমি বালীনন্দন অঙ্গদ। তাঁর সঙ্গে তোমার কখনো দেখা হয়েছিল কিনা বল ? অঙ্গদের কথায় রাবণ একটু লজ্জিত হল (আর বলল—) হ্যাঁ, মনে পড়েছে বালী নামে এক বানর ছিল॥ ২॥ ওরে অঙ্গদ ! তুইই বালীর ছেলে ? তুই তো কুলাঙ্গার। তুই তো তোর বংশকে ধ্বংস করবার জন্য অগ্নিরূপে জন্মগ্রহণ করেছিস। তোর গর্ভেই নাশ হলে ভালো হত। তুই বৃথাই জন্মগ্রহণ করেছিস কারণ তুই নিজেকে সেই তাপসের দূত বলে পরিচয় দিয়েছিস॥ ৩॥ এখন বল, বালী কেমন আছে ? সে এখন কোথায় ? তখন অঙ্গদ হেসে বলল— দশ (কিছু) দিন পরে তুমিই না হয় সেখানে (পরলোকে) গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে তার ভালোমন্দ জেনে নিও॥ ৪॥ শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধিতা করলে কেমন কুশল হয়, সে কথা তিনিই তোমাকে জানাবেন। ওরে মূর্খ ! শোনো ! ভেদাভেদ বুদ্ধি তার মনেই জন্ম নেয় যার চিত্তে শ্রীরঘুবীরের উপর প্রীতি নেই॥ ৫॥

দোহা—*বেশ বলেছ ! আমি হলাম কুলাঙ্গার আর তুমি কিনা কুল-পালক ! অন্ধ-বধিরও এমন কথা বলবে না আর তোমার চক্ষু-কর্ণ দুইই তো বিংশ সংখ্যক॥ ২১॥*

চৌপাই— দেবাদিদেব মহাদেব, ভগবান শ্রীব্রহ্মা ও মুনিঋষিগণ যাঁর পদসেবা করতে সতত উৎসুক তাঁর দূত হয়ে তোমার কাছে এসে আমি কুলাঙ্গার হয়ে গেলাম। এই তো তোমার বুদ্ধির দৌড় তবুও তোমার চিত্ত ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে না ! ১॥ বানরের (অঙ্গদের) কাটাকাটা কথাগুলি শ্রবণ করে রাবণ তির্যক দৃষ্টিপাত করে বলল—বজ্জাত কোথাকার ! আমি তোর বাঁকাকথা কেন সহ্য করছি জানিস ? আমি নীতি ও ধর্ম পথে চলতে ভালোবাসি॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

কহ কপি ধর্মসীলতা তোরী। হমহুঁ সুনী কৃত পর ত্রিয় চোরী।।
দেখী নয়ন দূত রখবারী। বূড়ি ন মরহু ধর্ম ব্রতধারী।।
কান নাক বিনু ভগিনি নিহারী। ছমা কীন্হি তুম্হ ধর্ম বিচারী।।
ধর্মসীলতা তব জগ জাগী। পাবা দরসু হমহুঁ বড়ভাগী।।

দোহা (২২ ক)

জনি জল্পসি জড় জন্তু কপি সঠ বিলোকু মম বাহু।
লোকপাল বল বিপুল সসি গ্রসন হেতু সব রাহু।।

দোহা (২২ খ)

পুনি নভ সর মম কর নিকর কমলন্হি পর করি বাস।
সোভত ভয়উ মরাল ইব সম্ভু সহিত কৈলাস।।

চৌপাই (১—৫)

তুম্হরে কটক মাঝ সুনু অঙ্গদ। মো সন ভিরিহি কবন জোধা বদ।।
তব প্রভু নারি বিরহঁ বলহীনা। অনুজ তাসু দুখ দুখী মলীনা।।
তুম্হ সুগ্রীব কূলদ্রুম দোউ। অনুজ হমার ভীরু অতি সোউ।।
জামবন্ত মন্ত্রী অতি বূঢ়া। সো কি হোই অব সমরারূঢ়া।।
সিল্পি কর্ম জানহিঁ নল নীলা। হৈ কপি এক মহা বলসীলা।।
আবা প্রথম নগরু জেহিঁ জারা। সুনত বচন কহ বালিকুমারা।।
সত্য বচন কহু নিসিচর নাহা। সাঁচেহুঁ কীস কীন্হ পুর দাহা।।
রাবন নগর অল্প কপি দহঈ। সুনি অস বচন সত্য কো কহঈ।।
জো অতি সুভট সরাহেহু রাবন। সো সুগ্রীব কের লঘু ধাবন।।
চলই বহুত সো বীর ন হোঈ। পঠবা খবরি লেন হম সোঈ।।

অঙ্গদ বললেন—তোমার ধর্মপরায়ণতা ও নীতিজ্ঞান আমার জানা আছে। তুমি পরস্ত্রী হরণ করে ধর্মপালন করেছ ! আর দূতের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের কথা তো আমি নিজের চোখেই দেখলাম। এমন ধর্মধ্বজীর তো ডুবে মরা উচিত॥ ৩॥ নাসিকা-কর্ণ-বিরহিত সহোদরাকে দেখে তুমি ধর্মপরায়ণ বলেই তো ক্ষমা করে দিয়েছিলে ! তোমার ধর্মপরায়ণতা তো জগদ্বিখ্যাত। আমিও কত ভাগ্যবান যে তোমার (মতন মহাপুরুষের) দর্শন লাভ করে ধন্য হয়ে গেলাম॥ ৪॥

দোহা—(রাবণ বলল—) ওরে হতচ্ছাড়া জড় জন্তু বানর ! তোর বকবকানি থামা। ওরে মূর্খ ! আমার এই বাহুযুগল দেখেছিস ? এই বাহুযুগল রাহুসম লোকপালদের অমিত বিক্রম চন্দ্রকে নিত্য গ্রাস করে থাকে॥ ২২ (ক)॥

দোহা—(আর তুই নিশ্চয়ই শুনেছিস যে) আকাশরূপ সরোবরে আমার বাহুরূপ করকমলে মহাদেবসহ কৈলাসপর্বত হংসসম শোভমান হয়েছিল॥ ২২ (খ)॥

চৌপাই—ওরে অঙ্গদ ! শোন। তোর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবার ক্ষমতা কার আছে ? তোর প্রভু তো স্ত্রীর বিরহে মুহ্যমান হয়ে আছে আর তার অনুজ তো তার দুঃখেই দুঃখী ও উদাস হয়ে রয়েছে॥ ১॥ তুই আর সুগ্রীব তো নদীকূলের বৃক্ষসম অপদার্থ। (আর) আমার ছোট ভাই বিভীষণ তো ভীরুপ্রবর। মন্ত্রী জাম্ববান বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। সে কি আর যুদ্ধ করতে সাহস পাবে ? ২॥ নীল-নল তো শিল্পী (তারা যুদ্ধের কী জানে ?)। অবশ্য একটি বানর বলবান আছে যে পূর্বে এসে লঙ্কা দাহন করেছিল। কথাগুলি শুনে বালীনন্দন অঙ্গদ বললেন—হে রাক্ষসরাজ ! একটা কথা সত্য বলছ ? সেই বানর কি সত্যই নগরদাহন করেছিল ? রাবণ-সম (বিশ্ববিখ্যাত) যোদ্ধার নগর একটি ক্ষুদ্র বানর এসে দাহ করে দিল— এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় ? ৩-৪॥ হে রাবণ ! তুমি যাকে মহাবীর বলে প্রশংসা করছ সে তো সুগ্রীবের এক তুচ্ছ হরকরা। সে ছুটতে অভ্যস্ত, বীর আদৌ নয়। আমরা তো তাকে খবর জোগাড় করবার জন্য পাঠিয়েছিলাম॥ ৫॥

দোহা (২৩ ক)

সত্য নগরু কপি জারেউ বিনু প্রভু আয়সু পাই।
ফিরি ন গয়উ সুগ্রীব পহিঁ তেহিঁ ভয় রহা লুকাই॥

দোহা (২৩ খ)

সত্য কহহি দসকন্ঠ সব মোহি ন সুনি কছু কোহ।
কোউ ন হমারেঁ কটক অস তো সন লরত জো সোহ॥

দোহা (২৩ গ)

প্রীতি বিরোধ সমান সন করিঅ নীতি অসি আহি।
জৌঁ মৃগপতি বধ মেড়ুকন্হি ভল কি কহই কোউ তাহি॥

দোহা (২৩ ঘ)

জদ্যপি লঘুতা রাম কহুঁ তোহি বধেঁ বড় দোষ।
তদপি কঠিন দসকণ্ঠ সুনু ছত্র জাতি কর রোষ॥

দোহা (২৩ ঙ)

বক্র উক্তি ধনু বচন সর হৃদয় দহেউ রিপু কীস।
প্রতিউত্তর সড়সিন্হ মনহুঁ কাঢ়ত ভট দসসীস॥

দোহা (২৩ চ)

হঁসি বোলেউ দসমৌলি তব কপি কর বড় গুন এক।
জো প্রতিপালই তাসু হিত করই উপায় অনেক॥

চৌপাই (১—৩)

ধন্য কীস জো নিজ প্রভু কাজা। জহঁ তহঁ নাচই পরিহরি লাজা॥
নাচি কূদি করি লোগ রিঝাঈ। পতি হিত করই ধর্ম নিপুনাঈ॥
অঙ্গদ স্বামিভক্ত তব জাতী। প্রভু গুন কস ন কহসি এহি ভাঁতী॥
মৈঁ গুন গাহক পরম সুজানা। তব কটু রটনি করউঁ নহিঁ কানা॥
কহ কপি তব গুন গাহকতাঈ। সত্য পবনসুত মোহি সুনাঈ॥
বন বিধ্বংসি সুত বধি পুর জারা। তদপি ন তেহিঁ কছু কৃত অপকারা॥

দোহা—হে রাক্ষসরাজ ! সত্য বল তো ! শ্রীপ্রভুর অনুমতি না নিয়েই কি সে তোমার নগর দাহন করেছে ? মনে হচ্ছে তাই সে ফিরে সুগ্রীবের কাছে যায়নি, অন্য কোথাও লুকিয়ে পড়েছে ! ২৩ (ক)॥

দোহা—হে রাবণ ! অভ্রান্ত তোমার উক্তিসকল ; শুনে আমার একটুও রাগ হয়নি। আমাদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এমন ব্যক্তি কোথায় যে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে ? ২৩ (খ)॥

দোহা—নীতি অনুসারে প্রীতি ও বিরোধিতা সমানে সমানে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সিংহ যদি ভেক মারে তাহলে কে তার প্রশংসা করবে ? ২৩ (গ)॥

দোহা—যদিও তোমাকে বধ করা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে সমযুদ্ধ নয়, তবুও হে রাবণ ! শোনো, ক্ষত্রিয়জাতির ক্রোধ যে অতিশয় সাংঘাতিক হয়॥ ২৩ (ঘ)॥

দোহা—বক্রোক্তিরূপ ধনুকে সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে অঙ্গদ শত্রুর অন্তরে অগ্নিসংযোগ করল। বীর রাবণ যেন সেই বাণসকল প্রত্যুত্তর রূপ সাঁড়াশি দিয়ে বার করবার চেষ্টা করতে লাগল॥ ২৩ (ঙ)॥

দোহা—তখন রাবণ হেসে বলল—বানরের মধ্যে এই এক বিশেষ গুণ থাকে যে সে প্রতিপালক প্রভুর নানাভাবে উপকার করতে সতত প্রয়াসী হয়॥ ২৩ (চ)॥

চৌপাই—লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে রঙ্গ-তামাশা করে প্রভুর সেবায় লোকজনকে আমোদপ্রমোদ বিতরণ করেই বানরজাতি নিজেকে ধন্য মনে করে। এই তো বানরজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য॥ ১॥ হে অঙ্গদ ! প্রভুভক্ত জাতি তোরা, তাই তোর মুখে প্রভুর এত গুণগান ! আমি কিন্তু গুণগ্রাহী ও পরম সহিষ্ণু ; তাই তোর হাড়জ্বালানো কচকচিকে আমল দিই না॥ ২॥ অঙ্গদ বললেন—তোমার গুণগ্রাহিতার বৃত্তান্ত তো আমি হনুমানের মুখে শুনেছি। সে অশোকবাটিকা তছনছ করে তোমার পুত্রকে বধ করে নগরদাহন করল তবুও (বোধহয় গুণগ্রাহিতা হেতুই) তুমি ভাবল যে সে তোমার কোনো

চৌপাই (৪—৮)

সোই বিচারি তব প্রকৃতি সুহাঈ। দসকন্ধর মৈঁ কীন্‌হি ঢিঠাঈ॥
দেখেউঁ আই জো কছু কপি ভাষা। তুম্‌হরেঁ লাজ ন রোষ ন মাখা॥

জৌঁ অসি মতি পিতু খাএ কীসা। কহি অস বচন হঁসা দসসীসা॥
পিতহি খাই খাতেউঁ পুনি তোহী। অবহীঁ সমুঝি পরা কছু মোহী॥

বালি বিমল জস ভাজন জানী। হতউঁ ন তোহি অধম অভিমানী॥
কহু রাবন রাবন জগ কেতে। মৈঁ নিজ শ্রবন সুনে সুনু জেতে॥

বলিহি জিতন এক গয়উ পতালা। রাখেউ বাঁধি সিসুন্‌হ হয়সালা॥
খেলহিঁ বালক মারহিঁ জাঈ। দয়া লাগি বলি দীন্‌হ ছোড়াঈ॥

এক বহোরি সহসভুজ দেখা। ধাই ধরা জিমি জন্তু বিসেষা॥
কৌতুক লাগি ভবন লৈ আবা। সো পুলস্তি মুনি জাই ছোড়াবা॥

দোহা (২৪)

এক কহত মোহি সকুচ অতি রহা বালি কীঁ কাঁখ।
ইন্‌হ মহুঁ রাবন তৈঁ কবন সত্য বদহি তজি মাখ॥

চৌপাই (১—৩)

সুনু সঠ সোই রাবন বলসীলা। হরগিরি জান জাসু ভুজ লীলা॥
জান উমাপতি জাসু সুরাঈ। পূজেউঁ জেহি সির সুমন চঢ়াঈ॥

সির সরোজ নিজ করন্‌হি উতারী। পূজেউঁ অমিত বার ত্রিপুরারী॥
ভুজ বিক্রম জানহিঁ দিগপালা। সঠ অজহূঁ জিন্‌হ কেঁ উর সালা॥

জানহিঁ দিগ্গজ উর কঠিনাঈ। জব জব ভিরউঁ জাই বরিআঈ॥
জিন্‌হ কে দসন করাল ন ফূটে। উর লাগত মূলক ইব টূটে॥

ক্ষতিই করেনি॥ ৩॥ তোমার সেই সুমধুর গুণ বিবেচনা করে হে দশগ্রীব! আমি কিছু কথা বলে ধৃষ্টতা করেছি। যা হনুমান বলেছিল আমি তা এসে চাক্ষুস দেখলাম ; তোমার তো লজ্জা, ক্রোধ, আত্মমর্যাদাজ্ঞানের বালাই নেই॥ ৪॥ (রাবণ বলল—) ওরে বানর! তোর এই বুদ্ধি বলেই তুই বাপকে খেয়ে বসে আছিস। এই বলেই রাবণ হেসে উঠল। (অঙ্গদ উত্তর দিলেন—) পিতার পর তোমাকেও খেয়ে ফেলতাম কিন্তু হঠাৎ মনে এক বিষম চিন্তার উদয় হয়েছে॥ ৫॥ ওরে অধম অহংকারী! বালীর যশঃকীর্তনের কথা ভেবেই আমি তোমাকে মারিনি। রাবণ! বল তো জগতে কয়টা রাবণ আছে? যে রাবণের নাম আমি নিজের কানে শুনেছি তা বলছি—এক রাবণ বলিকে পরাভূত করবার জন্য পাতালে গিয়েছিল তখন বালকগণ তাকে আস্তাবলে বেঁধে রেখেছিল। বালকগণ ক্রীড়ায় ছুটে গিয়ে তাকে প্রহার করে আসছিল। তখন বলির দয়া হল আর সে তাকে মুক্তি দিল॥ ৬-৭॥ আর এক রাবণকে সহস্রবাহু দেখেছিল আর তাকে বিচিত্র জন্তু মনে করে ধরে রেখেছিল। তামাশা করে তাকে সে ঘরেও নিয়ে এসেছিল। তখন পুলস্ত্য মুনির দয়ায় তার পরিত্রাণ হয়॥ ৮॥

দোহা — আর এক রাবণের কথা বলতে বড় সংকোচ হয় সে তো (বহুদিন পর্যন্ত) বালীর কাঁখে চাপা ছিল। এদের মধ্যে তুমি কোন জন? রাগ না করে সত্য বলো তো! ২৪॥

চৌপাই—(রাবণ বলল—) ওরে মূর্খ! শোন্ ; আমি সেই অমিত বিক্রম রাবণ যার বাহুবল কৈলাস পর্বত ভালোভাবে জানে। আমার পরাক্রম সেই মহাদেবও জানেন যাঁকে আমি নিজ মস্তকরূপ পুষ্প নিবেদন করে পূজা করেছি॥ ১॥ মস্তকরূপ কমলবৃন্দকে নিজ হস্তে উৎপাটন করে আমি অগণিত বার ত্রিপুরারি শংকরকে নিবেদন করেছি। ওরে মূর্খ! আমার বাহুবল পরাক্রম বৃত্তান্ত দিকপালরা ভালোভাবে জানে ; তা তাদের বুকে আজও শেলসম বাজে॥ ২॥ দিগ্‌গজসকল আমার বুকের পাটার কথা ভালোভাবে জানে। তাদের গজদন্তসকল সুতীক্ষ্ণ ও ভয়াবহ। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের বারে বারে উত্ত্যক্ত করেছি কিন্তু তারা আমার বুকে দাগ কাটতেও পারেনি ; বরং তাদের গজদন্ত কন্দমূলসম দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

জাসু চলত ডোলতি ইমি ধরনী। চঢ়ত মত্ত গজ জিমি লঘু তরনী॥
সোই রাবন জগ বিদিত প্রতাপী। সুনেহি ন শ্রবন অলীক প্রলাপী॥

দোহা (২৫)

তেহি রাবন কহঁ লঘু কহসি নর কর করসি বখান।
রে কপি বর্বর খর্ব খল অব জানা তব গ্যান॥

চৌপাই (১—৪)

সুনি অঙ্গদ সকোপ কহ বানী। বোলু সঁভারি অধম অভিমানী॥
সহসবাহু ভুজ গহন অপারা। দহন অনল সম জাসু কুঠারা॥

জাসু পরসু সাগর খর ধারা। বূড়ে নৃপ অগনিত বহু বারা॥
তাসু গর্ব জেহি দেখত ভাগা। সো নর ক্যা দসসীস অভাগা॥

রাম মনুজ কস রে সঠ বঙ্গা। ধন্বী কামু নদী পুনি গঙ্গা॥
পসু সুরধেনু কল্পতরু রূখা। অন্ন দান অরু রস পীযূষা॥

বৈনতেয় খগ অহি সহসানন। চিন্তামনি পুনি উপল দসানন॥
সুনু মতিমন্দ লোক বৈকুন্ঠা। লাভ কি রঘুপতি ভগতি অকুন্ঠা॥

দোহা (২৬)

সেন সহিত তব মান মথি বন উজারি পুর জারি।
কস রে সঠ হনুমান কপি গয়উ জো তব সুত মারি॥

চৌপাই (১)

সুনু রাবন পরিহরি চতুরাঈ। ভজসি ন কৃপাসিন্ধু রঘুরাঈ॥
জৌঁ খল ভএসি রাম কর দ্রোহী। ব্রহ্ম রুদ্র সক রাখি ন তোহী॥

আমি সেই জগদ্বিখ্যাত অমিত বিক্রম রাবণ যার পদভারে ধরণীও প্রকম্পিত হয়। মদমত্তকরী ক্ষুদ্র নৌকায় তা যেমন টলমল করে, গমনকালে আমার পদভারে ধরণীরও সেই অবস্থা হয়। ওরে প্রলাপবাক্য বিশারদ ! এই সকল কথা তোর শোনা নেই ? ৪ ॥

দোহা—সেই (অমিত বিক্রম জগদ্বিখ্যাত) রাবণকে তুই তাচ্ছিল্য করছিস আর সামান্য মানুষের সুখ্যাতি করছিস ? ওরে দুষ্ট, অসভ্য, তুচ্ছ বানর ! তোর বিদ্যার দৌড় আমার জানা হয়ে গিয়েছে॥ ২৫ ॥

চৌপাই —রাবণের কথায় অঙ্গদ সক্রোধে বলল—আরে অর্বাচীন অহংকারী ! মুখ সামলে কথা বল। যাঁর কুঠার সহস্রবাহুর বাহুরূপ দুস্তর অরণ্যকে অগ্নিসম ভস্মসাৎ করেছিল আর যাঁর কুঠাররূপ সমুদ্রের খরস্রোতে অসংখ্য নৃপতি কুটোর মতন বারে বারে ভেসে গিয়েছিল, সেই শ্রীপরশুরামের অহংকার যাঁকে দেখেই পালিয়ে বাঁচল, ওরে অভাগা দশানন ! তাঁকে তুই সাধারণ মানুষ মনে করিস ? ১-২ ॥ আরে এ তো দেখছি মূর্খের সর্দার ! শ্রীরামচন্দ্রকে মানুষ বলে। তাহলে কি কামদেব ধনুর্ধারী ? আর গঙ্গা কেবল একটা নদী ? কামধেনু কি পশু ? কল্পতরু কি একটা বৃক্ষ মাত্র ? অন্নদান কি নিছক দান ? আর অমৃত একটা রস মাত্র ? গরুড় কি একটা সাধারণ পক্ষী ? শেষনাগ কি একটা সর্প মাত্র ? ওরে রাবণ ! পরশপাথর কি কেবল একটা পাথর ? ওরে ও মূর্খের রাজা ! শোন, তাহলে কি বৈকুণ্ঠ একটা লোক মাত্র ? আর শ্রীরঘুনাথের অখণ্ড ভক্তিলাভ কি একটি সাধারণ লাভ মাত্র ? ৩-৪ ॥

দোহা—সৈন্যসামন্ত সমেত তোর সম্মান যে ধুলোয় মিশিয়ে দিল, অশোক বাটিকাকে যে তছনছ করে দিয়ে গেল, নগরদাহন করে দিয়ে যে ফিরে গেল, যে তোর পুত্রকে বধ করল আর তোর কিছু করবার আগেই যে ফিরে গেল, ওরে দুষ্ট ! সেই শ্রীহনুমানকে কি কেবল একটা বানর বলেই মনে হয় ? ২৬ ॥

চৌপাই—ওরে রাবণ ! চালাকি ছেড়ে শুনে রাখ। তোর মঙ্গল কৃপাসাগর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভজনাতেই নিহিত। ওরে দুষ্ট ! যদি তুই শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে শত্রুতা অব্যাহত রাখিস তাহলে তোকে ব্রহ্মা ও রুদ্রও রক্ষা করতে পারবেন

চৌপাই (২—৪)

মূঢ় বৃথা জনি মারসি গালা। রাম বয়র অস হোইহি হালা॥
তব সির নিকর কপিন্হ কে আগেঁ। পরিহহিঁ ধরনি রাম সর লাগেঁ॥
তে তব সির কন্দুক সম নানা। খেলিহহিঁ ভালু কীস চৌগানা॥
জবহিঁ সমর কোপিহি রঘুনায়ক। ছুটিহহিঁ অতি করাল বহু সায়ক॥
তব কি চলিহি অস গাল তুম্হারা। অস বিচারি ভজু রাম উদারা॥
সুনত বচন রাবন পরজরা। জরত মহানল জনু ঘৃত পরা॥

দোহা (২৭)

কুম্ভকরন অস বন্ধু মম সুত প্রসিদ্ধ সক্রারি।
মোর পরাক্রম নহিঁ সুনেহি জিতেউঁ চরাচর ঝারি॥

চৌপাই (১—৪)

সঠ সাখামৃগ জোরি সহাঈ। বাঁধা সিন্ধু ইহই প্রভুতাঈ॥
নাঘহিঁ খগ অনেক বারীসা। সূর ন হোহিঁ তে সুনু সব কীসা॥
মম ভুজ সাগর বল জল পূরা। জহঁ বূড়ে বহু সুর নর সূরা॥
বীস পয়োধি অগাধ অপারা। কো অস বীর জো পাইহি পারা॥
দিগপালন্হ মৈঁ নীর ভরাবা। ভূপ সুজস খল মোহি সুনাবা॥
জৌঁ পৈ সমর সুভট তব নাথা। পুনি পুনি কহসি জাসু গুন গাথা॥
তৌ বসীঠ পঠবত কেহি কাজা। রিপু সন প্রীতি করত নহিঁ লাজা॥
হরগিরি মথন নিরখু মম বাহূ। পুনি সঠ কপি নিজ প্রভুহি সরাহূ॥

দোহা (২৮)

সূর কবন রাবন সরিস স্বকর কাটি জেহিঁ সীস।
হুনে অনল অতি হরষ বহু বার সাখি গৌরীস॥

না।। ১ ।। ওরে মূঢ় ! হামবড়া কেন করছিস ? শ্রীরামচন্দ্রের বিরোধিতা করলে তোর খুব দুর্দশা হবে ; শ্রীরামচন্দ্রের শরাঘাতে তোর মস্তকসকল ওই বানরের সম্মুখেই ভূমিতে গড়াগড়ি দেবে আর তা কন্দুকরূপে ঋক্ষ-মর্কটগণ খেলবে। যখন শ্রীরঘুনাথ যুদ্ধক্ষেত্রে কুপিত হয়ে সুতীক্ষ্ণ শরবর্ষণ করবেন তখন তোর বুলি কোথায় থাকবে ? তাই বলি এখনও কৃপালু শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হয়ে যা। অঙ্গদের কথা শুনে রাবণ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল ; মনে হল যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল।। ২-৪ ।।

দোহা *— (রাবণ তখন হুংকার করে বলল—ওরে মূর্খ !) আমার যে কুম্ভকর্ণসম ভ্রাতা আর ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদসম পুত্র আছে তা তুই জানিস ? তুই আমার পরাক্রমের কথা ভুলে যাচ্ছিস ; আমার ত্রিভুবন বিশ্বচরাচর বিজয়ের কথা তুই শুনিসনি।। ২৭ ।।*

চৌপাই—ওরে শঠ ! রাম বানরের সাহায্যে সেতুবন্ধ করেছে ; তার ওইটুকুই ক্ষমতা। সমুদ্রকে তো বহু পক্ষীও অতিক্রম করে যায় তাই বলে কি তারা সকলে শৌর্যবীর্যসম্পন্ন হয়ে যায় ? ওরে মূর্খ ! বানর ! শোন, আমার প্রত্যেক বাহুরূপ সমুদ্র সুগভীর জলে পূর্ণ যাতে পূর্বে বহু দেবতা ও মানুষ ডুবে মরেছে। (বল) কে এমন শৌর্যবীর্যসম্পন্ন আছে যে আমার এই বিংশ সংখ্যক অসীম সুগভীর সমুদ্র পার করতে সক্ষম ? ১-২ ।। ওরে দুষ্ট ! আমি দিকপালদের পর্যন্ত সেবা করতে বাধ্য করেছি আর তুই কিনা এক সামান্য রাজার যশঃকীর্তন আমাকে শোনাচ্ছিস। যে প্রভুর বারে বারে যশঃকীর্তন করে যাচ্ছিস সে যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবার যোগ্য হয় তাহলে সে আবার দূত পাঠিয়েছে কেন ? শত্রুপক্ষের সঙ্গে সন্ধির কথা বলতে তার লজ্জা হয় না ? তাই তার গুণসংকীর্তন করবার আগে আমার এই কৈলাস মন্থনকারী বাহুগুলির দিকে তাকিয়ে দেখ ! তারপর না হয় মূর্খ বানর ! প্রভুর গুণগান করিস।। ৩-৪ ।।

দোহা *—রাবণের মতন মহাবীর কয়জন আছে ? সে নিজের হাতে নিজের মাথা কেটে বহুবার পরম আনন্দে অগ্নিতে আহুতি দান করেছে। এই ঘটনার সাক্ষী হলেন স্বয়ং গৌরীপতি মহাদেব।। ২৮ ।।*

চৌপাই (১—৫)

জরত বিলোকেউঁ জবহিঁ কপালা। বিধি কে লিখে অঙ্ক নিজ ভালা॥
নর কেঁ কর আপন বধ বাঁচী। হসেউঁ জানি বিধি গিরা অসাঁচী॥
সোউ মন সমুঝি ত্রাস নহিঁ মোরেঁ। লিখা বিরঞ্চি জরঠ মতি ভোরেঁ॥
আন বীর বল সঠ মম আগেঁ। পুনি পুনি কহসি লাজ পতি ত্যাগেঁ॥
কহ অঙ্গদ সলজ্জ জগ মাহীঁ। রাবন তোহি সমান কোউ নাহীঁ॥
লাজবন্ত তব সহজ সুভাউ। নিজ মুখ নিজ গুন কহসি ন কাউ॥
সির অরু সৈল কথা চিত রহী। তাতে বার বীস তেঁ কহী॥
সো ভুজবল রাখেহু উর ঘালী। জীতেহু সহসবাহু বলি বালী॥
সুনু মতিমন্দ দেহি অব পূরা। কাটে সীস কি হোইঅ সূরা॥
ইন্দ্রজালি কহুঁ কহিঅ ন বীরা। কাটই নিজ কর সকল সরীরা॥

দোহা (২৯)

জরহি পতঙ্গ মোহ বস ভার বহহি খর বৃন্দ।
তে নহিঁ সূর কহাবহিঁ সমুঝি দেখু মতিমন্দ॥

চৌপাই (১—৪)

অব জনি বতবঢ়াব খল করহীঁ। সুনু মম বচন মান পরিহরহী॥
দসমুখ মৈঁ ন বসীঠীঁ আয়উঁ। অস বিচারি রঘুবীর পঠায়উঁ॥
বার বার অস কহই কৃপালা। নহিঁ গজারি জসু বধেঁ সৃকালা॥
মন মহুঁ সমুঝি বচন প্রভু কেরে। সহেউঁ কঠোর বচন সঠ তেরে॥
নাহিঁ ত করি মুখ ভঞ্জন তোরা। লৈ জাতেউঁ সীতহি বরজোরা॥
জানেউঁ তব বল অধম সুরারী। সূনেঁ হরি আনিহি পরনারী॥
তৈঁ নিসিচর পতি গর্ব বহূতা। মৈঁ রঘুপতি সেবক কর দূতা॥
জৌঁ ন রাম অপমানহিঁ ডরউঁ। তোহি দেখত অস কৌতুক করউঁ॥

চৌপাই— মস্তকসকল যখন জ্বলছিল তখন আমি বিধাতা দ্বারা লিখিত ললাট লিপিও দেখেছিলাম। দেখলাম যে, আমার মৃত্যু মানুষের হাতে হবে লেখা আছে। তা কখনই সম্ভব নয় জেনে আমি ললাট লিপিকে অসত্য জেনে খুব হেসেছিলাম॥ ১॥ সেই কথা স্মরণ করেও আমি আদৌ ভীত নই। আমি নিশ্চিত যে বৃদ্ধ বিধাতা বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে এই সব লিখেছেন। ওরে মূর্খ ! তুই লজ্জা ও আমার মর্যাদার কথা ভুলে আমারই সামনে অন্য বীরের প্রশংসা করে যাচ্ছিস ! ২॥ অঙ্গদ বললেন—ওরে রাবণ ! তোর মতন নির্লজ্জ জগতে বিরল। নির্লজ্জতা যেন তোর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তুই না কি আবার নিজের মুখে নিজের গুণগান করিস না ! ৩॥ মুণ্ড কাটা আর কৈলাস তোলা তোকে চিত্তে অহংকার প্রদান করেছে। তাই তুই সেই কথা বিশ বার বলছিস। আর সেই বাহুবলকে তুই লুকিয়ে রাখিস যা দিয়ে তুই সহস্রবাহু, বলি ও বালীকে পর্যুদস্ত করেছিলিস ! ৪॥ ওরে মন্দমতি ! যথেষ্ট হয়েছে চুপ কর। মাথা কাটলে কেউ শৌর্যবীর্যসম্পন্ন হয়ে যায় বলে আমার জানা নেই। ইন্দ্রজালিক নিজের হাতে নিজের সমস্ত শরীর কেটে ফেলে, তাকে কেউ বীর বলে— এরূপ আমার জানা নেই॥ ৫॥

দোহা—ওরে মন্দবুদ্ধি ! ভেবে দেখ। মোহের বশীভূত হয়ে পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে ; আর গর্দভ বিশাল ভার বহন করে নিয়ে যায় ; সেই জন্য তাদের কি কেউ বীর বলে ? ২৯॥

চৌপাই—ওরে দুষ্ট ! এইবার আর কথা বাড়াস না ; আমার কথা শোন। অহংকার ত্যাগ কর। হে দশানন ! আমি দূতসম (সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে) এইখানে আসিনি। শ্রীরঘুবীর অনেক ভেবেচিন্তেই আমাকে এইখানে পাঠিয়েছেন। কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র বারে বারে বলে থাকেন—শৃগাল বধ করলে সিংহের মর্যাদা বাড়ে না। ওরে মূর্খ ! শ্রীপ্রভুর (সেই) কথা স্মরণ করেই আমি তোর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা সহ্য করেছি॥ ১-২॥ না হলে তোর মুখ ভেঙে দিয়ে সীতাদেবীকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতাম। ওরে অধম দেবারি ! তোর ক্ষমতা তো আমরা তখনই জানতে পেরে গিয়েছি যখন জেনেছি যে তুই পরস্ত্রীকে চুরি করে এনেছিস॥ ৩॥ রাক্ষসরাজ ! তোর ভয়ানক অহংকার। কিন্তু আমি যে শ্রীরঘুনাথের সেবকের (সুগ্রীবের) দূত (অর্থাৎ সেবকেরও সেবক)। শ্রীরামচন্দ্রের অপমানের ভয় না থাকলে তোকে মজা দেখাতাম॥ ৪॥

দোহা (৩০)

তোহি পটকি মহি সেন হতি চৌপট করি তব গাউঁ।
তব জুবতিন্হ সমেত সঠ জনকসুতহি লৈ জাউঁ॥

চৌপাই (১—৪)

জৌ অস করৌঁ তদপি ন বড়াঈ। মুএহি বধেঁ নহি কছু মনুসাঈ॥
কৌল কামবস কৃপিন বিমূঢ়া। অতি দরিদ্র অজসী অতি বূঢ়া॥
সদা রোগবস সন্তত ক্রোধী। বিষ্নু বিমুখ শ্রুতি সন্ত বিরোধী॥
তনু পোষক নিন্দক অঘ খানী। জীবত সব সম চৌদহ প্রানী॥
অস বিচারি খল বদউঁ ন তোহী। অব জনি রিস উপজাবসি মোহী॥
সুনি সকোপ কহ নিসিচর নাথা। অধর দসন দসি মীজত হাথা॥
রে কপি অধম মরন অব চহসী। ছোটে বদন বাত বড়ি কহসী॥
কটু জল্পসি জড় কপি বল জাকেঁ। বল প্রতাপ বুধি তেজ ন তাকেঁ॥

দোহা (৩১ ক)

অগুন অমান জানি তেহি দীন্হ পিতা বনবাস।
সো দুখ অরু জুবতী বিরহ পুনি নিস দিন মম ত্রাস॥

দোহা (৩১ খ)

জিন্হ কে বল কর গর্ব তোহি অইসে মনুজ অনেক।
খাহিঁ নিসাচর দিবস নিসি মূঢ় সমুঝু তজি টেক॥

চৌপাই (১—৩)

জব তেহিঁ কীন্হি রাম কৈ নিন্দা। ক্রোধবন্ত অতি ভয়উ কপিন্দা॥
হরি হর নিন্দা সুনই জো কানা। হোই পাপ গোঘাত সমানা॥
কটকটান কপিকুঞ্জর ভারী। দুহু ভুজদন্ড তমকি মহি মারী॥
ডোলত ধরনি সভাসদ খসে। চলে ভাজি ভয় মারুত গ্রসে॥
গিরত সঁভারি উঠা দসকন্ধর। ভূতল পরে মুকুট অতি সুন্দর॥
কছু তেহিঁ লৈ নিজ সিরন্হি সঁবারে। কছু অঙ্গদ প্রভু পাস পবারে॥

দোহা— (প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অপমানের ভয় না থাকলে) আমি তোকে ভূমিতে আছাড় মেরে, তোর সৈন্যসামন্ত সংহার করে, নগর ধ্বংস করে, ওরে মূর্খ! তোর যুবতী স্ত্রীদের তুলে নিয়ে জানকীদেবীকে নিয়ে যেতাম॥ ৩০॥

চৌপাই—যদি এমনও করি তাতে গৌরবের কিছু নেই। মৃতকে বধ করে বাহাদুরি কিছু হয় না। মদমত্ত, কামাসক্ত, কৃপণ, বিমূঢ়মতি, অতি দরিদ্র, অযশস্কর, অতি-বৃদ্ধ, চিররুগ্ন, সতত ক্রোধান্বিত, ভগবান শ্রীবিষ্ণুবিমুখ, বেদ ও সাধুসন্ত বিদ্বেষী, স্বতনু পোষক, নিন্দুক এবং পাপাসক্ত—এই চতুর্দশ শ্রেণীর প্রাণী তো মৃতসমই॥ ১-২॥ ওরে দুষ্ট! এই মনে করে আমি তোকে রেহাই দিয়েছি। এখন তুই আর আমাকে রাগিয়ে দিস না। অঙ্গদের কথা শুনে রাক্ষসরাজ রাবণ ওষ্ঠ দংশন করে হাত কচলাতে কচলাতে সক্রোধে বলল—ওরে অধম বানর! এখন তুই মরতেই চাস। তাই ছোট মুখে বড় বড় কথা বলছিস। ওরে মূর্খ বানর! তুই যার ভরসায় এই কটু বাক্য বলছিস তার মধ্যে বল, প্রতাপ, বুদ্ধি অথবা তেজ কিছুই নেই॥ ৩-৪॥

দোহা—গুণহীন, মানহীন বলেই তো পিতা তাকে বনবাসে পাঠিয়েছে। তার মনে একে তো রাজ্য হারাবার দুঃখ, তার উপর যুবতী স্ত্রীর বিরহ আর আমার ভয় তাকে তটস্থ করে রেখেছে॥ ৩১ (ক)॥

দোহা—যার পরাক্রমের জন্য তোর এত গর্ব তেমন মানুষদের রাক্ষসগণ রাতদিন চিবিয়ে খেয়ে থাকে। ওরে মূঢ়! জিদ ছেড়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা কর॥ ৩১ (খ)॥

চৌপাই—যখন রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের নিন্দা করল তখন কপিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ অতিশয় কুপিত হল কারণ (শাস্ত্র মতে) ভগবান শ্রীবিষ্ণু আর ভগবান শ্রীশংকরের নিন্দা শ্রবণ করে যে চুপ করে থাকে তার গোহত্যার পাপ হয়ে থাকে॥ ১॥ এইবার বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ চিৎকার করে সজোরে মাটিতে যুগল মুষ্ট্যাঘাত করলেন। এই আঘাতে ধরণী টলমল করে উঠল আর যে সকল সভাসদ বসে ছিল তারা ভূমিতে ছিটকে পড়ল। তারা ভয়ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করতে লাগল॥ ২॥ রাবণ ছিটকে পড়ছিল ; কোনও মতে সামলে নিল। তার সুন্দর কিরীটসকল ভূলুণ্ঠিত হল। কয়েকটি সে তুলে মস্তকের উপর আবার পরে নিল আর এরমধ্যেই কয়েকটি কিরীট অঙ্গদ তুলে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দিকে ছুঁড়ে

চৌপাই (৪—৫)

আবত মুকুট দেখি কপি ভাগে। দিনহীঁ লূক পরন বিধি লাগে।।
কী রাবন করি কোপ চলাএ। কুলিস চারি আবত অতি ধাএ।।
কহ প্রভু হঁসি জনি হৃদয়ঁ ডেরাহূ। লূক ন অসনি কেতু নহিঁ রাহূ।।
এ কিরীট দসকন্ধর কেরে। আবত বালিতনয় কে প্রেরে।।

দোহা (৩২ ক)

তরকি পবন সুত কর গহে আনি ধরে প্রভু পাস।
কৌতুক দেখহিঁ ভালু কপি দিনকর সরিস প্রকাস।।

দোহা (৩২ খ)

উহাঁ সকোপি দসানন সব সন কহত রিসাই।
ধরহু কপিহি ধরি মারহু সুনি অঙ্গদ মুসুকাই।।

চৌপাই (১—৪)

এহি বধি বেগি সুভট সব ধাবহু। খাহু ভালু কপি জহঁ জহঁ পাবহু।।
মর্কটহীন করহু মহি জাঈ। জিঅত ধরহু তাপস দ্বৌ ভাঈ।।
পুনি সকোপ বোলেউ জুবরাজা। গাল বজাবত তোহি ন লাজা।।
মরু গর কাটি নিলজ কুলঘাতী। বল বিলোকি বিহরতি নহিঁ ছাতী।।
রে ত্রিয় চোর কুমারগ গামী। খল মল রাসি মন্দমতি কামী।।
সন্যপাত জল্পসি দুর্বাদা। ভএসি কালবস খল মনুজাদা।।
য়াকো ফলু পাবহিগো আগেঁ। বানর ভালু চপেটন্হি লাগেঁ।
রামু মনুজ বোলত অসি বানী। গিরহিঁ ন তব রসনা অভিমানী।।
গিরিহহিঁ রসনা সংসয় নাহীঁ। সিরন্হি সমেত সমর মহি মাহীঁ।।

সোরঠা (৩৩ ক)

সো নর কৌ দসকন্ধ বালি বধ্যো জেহি এক সর।
বীসহুঁ লোচন অন্ধ ধিগ তব জন্ম কুজাতি জড়।।

দিলেন।। ৩।। কিরীটসকল আকাশ পথে ছুটে আসাতে মর্কটগণ পলায়ন করতে শুরু করল। (ভাবল—) হায় ভগবান ! দিনের বেলায় উল্কাপাত হচ্ছে ? অথবা রাবণ সক্রোধে চারটি বজ্র ছুঁড়ে মেরেছে যা প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে ? ৪।। (ঘটনা দেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) ভয় নেই। এ উল্কা নয়, বজ্রও নয় ; কেতু নয়, রাহুও নয়। আরে ভাই ! এগুলো তো রাবণের কিরীট ; যা বালীনন্দন অঙ্গদ ছুঁড়ে ফেলেছে।। ৫।।

দোহা—পবননন্দন শ্রীহনুমান লাফিয়ে কিরীটসকল লুফে নিলেন আর তা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এনে রেখে দিলেন। ঘটনা ঋক্ষ-মর্কট সকলকে আনন্দ দিল। রাবণের কিরীট সূর্যসম জ্যোতির্ময় লাগছিল।। ৩২ (ক)।।

দোহা—সভায় কুপিত হয়ে রাবণ আদেশ দিল—বানরটাকে ধরে মেরে ফেল। অঙ্গদ রাবণের কথা শুনে মুচকি হাসতে লাগলেন।। ৩২ (খ)।।

চৌপাই—(রাবণ আবার চিৎকার করে উঠল—) একে বধ করে সকল যোদ্ধা দিকে দিকে ছুটে যাক আর পথে যেখানেই মর্কট-ঋক্ষ দেখবে সেইখানেই যেন ভক্ষণ করে শেষ করে দেয়। আমি পৃথিবীকে মর্কটশূন্য দেখতে চাই। আর তাপস ভ্রাতাযুগলকে (রাম-লক্ষ্মণকে) জীবিত অবস্থায় বন্দী করতে চাই।। ১।। (কুপিত রাবণের তর্জনগর্জন শুনে) যুবরাজ অঙ্গদ ক্রোধান্বিত হলেন আর বললেন— আস্ফালন করতে তোর লজ্জা হয় না। ওরে নির্লজ্জ ! ওরে কুলঘ্ন ! গলায় কোপ মেরে তোর মরাই ভালো। আমার পরাক্রম দেখেও তুই শিখলি না।। ২।। ওরে পরস্ত্রী তস্কর ! ওরে কুপথগামী ! ওরে দুষ্ট পাপপুঞ্জ মন্দমতি ! ওরে কামাসক্ত ! তুই বিকারগ্রস্ত রোগীর মতন প্রলাপ বকছিস কেন ? কাল তোর শিয়রে দণ্ডায়মান।। ৩।। পরে যখন মর্কট-ঋক্ষদের চপেটাঘাত খাবি তখন এর ফল হাড়ে হাড়ে টের পাবি। ওরে অহংকারী ! প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে মানুষ বলতে তোর জিভ খসে পড়ল না।। ৪।। তবে এতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে তোর জিভ (আলাদা ভাবে নয়) মুণ্ডসমেত রণক্ষেত্রে ভূলুণ্ঠিত হবে।। ৫।।

সোরঠা—ওরে দশগ্রীব ! যিনি এক বাণেই বালীকে ধরাশায়ী করতে পারেন, তাঁকে তোর সাধারণ মানুষ বলে বোধ হয় ? ওরে বজ্জাত জড়বুদ্ধি ! বিশ চোখ থাকতেও তুই অন্ধ। ধিক্কারজনক তোর জীবন ! ৩৩ (ক)।।

সোরঠা (৩৩ খ)

তব সোনিত কী প্যাস তৃষিত রাম সায়ক নিকর।
তজউঁ তোহি তেহি ত্রাস কটু জল্পক নিসিচর অধম।।

চৌপাই (১—৭)

মৈঁ তব দসন তোরিবে লায়ক। আয়সু মোহি ন দীন্হ রঘুনায়ক।।
অসি রিস হোতি দসউ মুখ তোরৌঁ। লঙ্কা গহি সমুদ্র মহঁ বোরৌঁ।।

গূলরি ফল সমান তব লঙ্কা। বসহু মধ্য তুম্হ জন্তু অসঙ্কা।।
মৈঁ বানর ফল খাত ন বারা। আয়সু দীন্হ ন রাম উদারা।।

জুগুতি সুনত রাবন মুসুকাঈ। মূঢ় সিখিহি কহঁ বহুত ঝুঠাঈ।।
বালি ন কবহুঁ গাল অস মারা। মিলি তপসিন্হ তেঁ ভএসি লবারা।।

সাঁচেহুঁ মৈঁ লবার ভুজ বীহা। জৌঁ ন উপারিউঁ তব দস জীহা।।
সমুঝি রাম প্রতাপ কপি কোপা। সভা মাঝ পন করি পদ রোপা।।

জৌঁ মম চরন সকসি সঠ টারী। ফিরহিঁ রামু সীতা মৈ হারী।।
সুনহু সুভট সব কহ দসসীসা। পদ গহি ধরনি পছারহু কীসা।।

ইন্দ্রজীত আদিক বলবানা। হরষি উঠে জহঁ তহঁ ভট নানা।।
ঝপটহিঁ করি বল বিপুল উপাঈ। পদ ন টরই বৈঠহিঁ সিরু নাঈ।।

পুনি উঠি ঝপটহিঁ সুর আরাতী। টরই ন কীস চরন এহি ভাঁতী।।
পুরুষ কুজোগী জিমি উরগারী। মোহ বিটপ নহিঁ সকহিঁ উপারী।।

সোরঠা—*প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শরগুলি তোর রক্তের জন্য তৃষিত হয়ে আছে। (তারা তৃষিত থেকে যাবে ভেবে) ওরে কটুভাষী নিশাচর ! আমি এখন তোকে রেহাই দিচ্ছি।। ৩৩ (খ)।।*

চৌপাই—আমি তোর দাঁত ভেঙে দিতে সক্ষম। কিন্তু কী করব ? শ্রীরঘুনাথ তেমন নির্দেশ দেননি। রাগে তোর দশটা মাথাই গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করছে আর তোর লঙ্কাকে ঠেলে সমুদ্রের জলে ফেলে দিতে ইচ্ছা করছে।। ১ ।। তোর লঙ্কা আমার কাছে ডুমুর ফলের মতন যার মধ্যে বাস করে তোরা নিশ্চিন্তে আছিস। আমি তো বানর জাতি তাই (এই ডুমুর) ফল ভক্ষণে আমার অরুচি নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে তেমন কিছু করবার আদেশ আমি কৃপালু শ্রীরামচন্দ্রের কাছ থেকে নিয়ে আসিনি।। ২ ।। অঙ্গদের কথাগুলি শ্রবণ করে রাবণ মুচকি হাসল (আর বলল—) ওরে মূর্খ ! এত মিথ্যা কথা বলা কোথায় শিখলি ? বালীর তো এমন স্বভাব কখনই ছিল না। মনে হচ্ছে যে তুই সেই তাপসদের সঙ্গে থেকে গালগল্প করা শিখেছিস।। ৩।। অঙ্গদ বললেন— ওরে বিংশভুজ ! যখন তোর দশটা জিভই টেনে ছিঁড়ে আনব তখন বুঝবি আমি গালগল্প করছি কিনা ! অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অমিত বিক্রম স্মরণ করে অঙ্গদ সক্রোধে রাবণের সভাতে শক্ত করে ভূমিতে পা চেপে ধরলেন।। ৪ ।। (আর বললেন—) ওরে মূর্খ ! যদি তুই আমার এই চরণ সরাতে পারিস তাহলে আমি কথা দিলাম যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ফিরে চলে যাবেন আর সীতাদেবীকে হারানোর জন্য আমি সর্বতোভাবে দায়ী থাকব। রাবণ তখন বলল—হে বীরসকল ! শোনো। এখনই এই বানরটার পা ধরে মাটিতে আছাড় মারো।। ৫ ।। ইন্দ্রজিৎ (মেঘনাদ) আদি বহু যোদ্ধা নিজ শক্তি প্রদর্শনের জন্য উঠে দাঁড়ালো। সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও কেউ অঙ্গদের পা নড়াতে সক্ষম হল না ; তারা অবনত মস্তকে যে যার আসনে গিয়ে বসে পড়ল।। ৬।। (কাকভূশণ্ডি বললেন—) সেই দেবারি (রাক্ষস)সকল আবার উঠে চেষ্টাও করল কিন্তু হে সর্পারি শ্রীগরুড় ! কুযোগীর (বিষয়ীর) মোহরূপ বৃক্ষ উৎপাটন করবার যেমন ক্ষমতা হয় না তেমনই অঙ্গদের চরণ কেউ একটুও নাড়াতে পারল না।। ৭ ।।

দোহা (৩৪ ক)

কোটিন্হ মেঘনাদ সম সুভট উঠে হরষাই।
ঝপটহিঁ টরৈ ন কপি চরন পুনি বৈঠহিঁ সির নাই॥

দোহা (৩৪ খ)

ভূমি ন ছাঁড়ত কপি চরন দেখত রিপু মদ ভাগ।
কোটি বিঘ্ন তে সন্ত কর মন জিমি নীতি ন ত্যাগ॥

চৌপাই (১—৭)

কপি বল দেখি সকল হিয়ঁ হারে। উঠা আপু কপি কেঁ পরচারে॥
গহত চরন কহ বালিকুমারা। মম পদ গহে ন তোর উবারা॥

গহসি ন রাম চরন সঠ জাঈ। সুনত ফিরা মন অতি সকুচাঈ॥
ভয়উ তেজহত শ্রী সব গঈ। মধ্য দিবস জিমি সসি সোহঈ॥

সিংঘাসন বৈঠেউ সির নাঈ। মানহুঁ সম্পতি সকল গঁবাঈ॥
জগদাতমা প্রানপতি রামা। তাসু বিমুখ কিমি লহ বিশ্রামা॥

উমা রাম কী ভৃকুটি বিলাসা। হোই বিস্ব পুনি পাবই নাসা॥
তৃন তে কুলিস তৃন করঈ। তাসু দূত পন কহু কিমি টরঈ॥

পুনি কপি কহী নীতি বিধি নানা। মান ন তাহি কালু নিঅরানা॥
রিপু মদ মথি প্রভু সুজসু সুনায়ো। যহ কহি চল্যো বালি নৃপ জায়ো॥

হতৌঁ ন খেত খেলাই খেলাঈ। তোহি অবহিঁ কা করৌঁ বড়াঈ॥
প্রথমহিঁ তাসু তনয় কপি মারা। সো সুনি রাবন ভয়উ দুখারা॥

জাতুধান অঙ্গদ পন দেখী। ভয় ব্যাকুল সব ভএ বিসেষী॥

দোহা—কোটি কোটি বীর যোদ্ধা, যারা পরাক্রমে মেঘনাদের সমকক্ষ ছিল, তারা অতি উৎসাহে উঠে চেষ্টা করতেই থাকল কিন্তু অঙ্গদের চরণ নাড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব হল না। তখন তারা লজ্জিত হয়ে নতমস্তকে বসে পড়ল॥ ৩৪ (ক)॥

দোহা—যেমন কোটি বিঘ্ন সত্ত্বেও সাধুসন্তদের মন নীতিপথ ত্যাগ করে না তেমনইভাবে বানরের (অঙ্গদের) চরণ ভূমিকে ত্যাগ করল না। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে শত্রু (রাবণের) দর্প চূর্ণ হল ! ৩৪ (খ)॥

চৌপাই— অঙ্গদের পরাক্রম সকলকে ভগ্নচিত্ত করল। তখন অঙ্গদের আহ্বানে স্বয়ং রাবণ উঠে এল। যখন সে অঙ্গদের চরণ ধারণ করতে উদ্যত হল তখন বালীনন্দন অঙ্গদ বললেন— আমার চরণ ধারণ করলে তোর রক্ষা হবে না॥ ১॥ ওরে মূর্খ ! তুই গিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণ কেন ধারণ করছিস না ? তখন রাবণ লজ্জা পেয়ে ফিরে গেল। সে যেন শ্রীহীন, তেজহীন হয়ে গেল। তাকে দেখে মধ্যাহ্নকালে চন্দ্রসম মনে হচ্ছিল॥ ২॥ সে মাথা হেঁট করে সিংহাসনে গিয়ে বসল। তাকে দেখে বোধ হচ্ছিল যেন সে সকল ধনসম্পদ খুইয়ে বসে আছে। শ্রীরামচন্দ্র জগদাত্মা ও প্রাণনাথ। শ্রীরামচন্দ্র বিমুখ ব্যক্তির যে শান্তি কখনই সম্ভব নয় ! ৩॥ (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে উমা ! যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রূকুটি বিলাসে বিশ্বের সৃষ্টি আর সংহার হয়ে থাকে আর যিনি তৃণকে বজ্রসম ও বজ্রকে তৃণসম (অর্থাৎ বলহীনকে সবল ও সবলকে বলহীন) করে দিতে সক্ষম, তাঁর দূতের প্রতিজ্ঞা কখনো মিথ্যা হতে পারে ? ৪॥ এরপর অঙ্গদ রাবণকে বহু নীতিকথা বললেন। কিন্তু তার কোনো কথাই রাবণ গ্রাহ্য করল না ; কারণ কাল তখন তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। শত্রুপক্ষের দর্পখর্ব করে তখন অঙ্গদ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের গুণসংকীর্তন করলেন। যাত্রাকালে বালীনন্দন অঙ্গদ বলে গেলেন—যুদ্ধক্ষেত্রে হেনস্তা করে তবে তোকে বধ করা হবে ; তাই আর কিছু বললাম না। রাবণের রাজসভায় প্রবেশের পূর্বেই অঙ্গদ তার পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। তখন সেই সংবাদ পেয়ে সে বিষণ্ণ চিত্ত হয়ে পড়ল॥ ৫-৬॥ অঙ্গদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা গেল না দেখে রাক্ষসকুল উদ্বিগ্ন চিত্ত হয়ে পড়ল॥ ৭ ॥

দোহা (৩৫ ক)

রিপু বল ধরষি হরষি কপি বালিতনয় বল পুঞ্জ।
পুলক সরীর নয়ন জল গহে রাম পদ কঞ্জ॥

দোহা (৩৫ খ)

সাঁঝ জানি দসকন্ধর ভবন গয়উ বিলখাই।
মন্দোদরীঁ রাবনহি বহুরি কহা সমুঝাই॥

চৌপাই (১—৪)

কন্ত সমুঝি মন তজহু কুমতিহী। সোহ ন সমর তুম্হহি রঘুপতিহী॥
রামানুজ লঘু রেখ খচাঈ। সোউ নহিঁ নাঘেহু অসি মনুসাঈ॥
পিয় তুম্হ তাহি জিতব সংগ্রামা। জাকে দূত কের যহ কামা॥
কৌতুক সিন্ধু নাঘি তব লঙ্কা। আয়উ কপি কেহরী অসঙ্কা॥
রখবারে হতি বিপিন উজারা। দেখত তোহি অচ্ছ তেহিঁ মারা॥
জারি সকল পুর কীন্হেসি ছারা। কহাঁ রহা বল গর্ব তুম্হারা॥
অব পতি মৃষা গাল জনি মারহু। মোর কহা কছু হৃদয়ঁ বিচারহু॥
পতি রঘুপতিহি নৃপতি জনি মানহু। অগ জগ নাথ অতুলবল জানহু॥
বান প্রতাপ জান মারীচা। তাসু কহা নহিঁ মানেহি নীচা॥
জনক সভাঁ অগনিত ভূপালা। রহে তুম্হউ বল অতুল বিসালা॥
ভঞ্জি ধনুষ জানকী বিআহী। তব সংগ্রাম জিতেহু কিন তাহী॥
সুরপতি সুত জানই বল থোরা। রাখা জিঅত আঁখি গহি ফোরা॥
সূপনখা কৈ গতি তুম্হ দেখী। তদপি হৃদয়ঁ নহিঁ লাজ বিসেষী॥

দোহা (৩৬)

বধি বিরাধ খর দূষনহি লীলাঁ হত্যো কবন্ধ।
বালি এক সর মার্‍যো তেহি জানহু দসকন্ধ॥

দোহা—শত্রুকে পর্যুদস্ত করে অমিত বিক্রম বালীনন্দন অঙ্গদ প্রফুল্লচিত্তে ফিরে এলেন আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম ধারণ করলেন। তাঁর অঙ্গে ছিল রোমাঞ্চ অনুভূতি আর নয়নে আনন্দাশ্রু॥ ৩৫ (ক)॥

দোহা — ওদিকে দিবাবসান হচ্ছে দেখে দশগ্রীব বিষণ্ণ চিত্তে প্রাসাদে ফিরে গেল। ভার্যা মন্দোদরী আবার তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল॥ ৩৫ (খ)॥

চৌপাই—হে কান্ত ! ভেবেচিন্তে কুমতি পরিহার করাতেই মঙ্গল নিহিত। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। তাঁর অনুজ মাটিতে একটা দাগ কেটে রেখেছিলেন তাও তো লঙ্ঘন করা সম্ভব হয়নি। কাজেই বলবিক্রমে যে প্রভেদ আছে তাতে সন্দেহ নেই॥ ১॥ হে প্রিয়তম ! যাঁর দূতেরই এমন প্রতাপ তাঁকে যুদ্ধে পরাভূত করা আদৌ সম্ভব ? অনায়াসে সমুদ্র লঙ্ঘন করে বানরকেশরী (শ্রীহনুমান) আপনার লঙ্কায় নির্ভয়ে ঢুকে পড়েছিল। অতঃপর সে অশোকবন রক্ষকদের বধ করে তা তছনছ করল। আপনার চোখের সামনে সে অক্ষয়কুমারকে বধ করল। আর সম্পূর্ণ লঙ্কাদাহন করে ছাই করে দিল। তখন আপনার ক্ষমতার অহংকার কোথায় ছিল ? ২-৩॥ এখন হে স্বামী ! আর হঠকারিতা করা ভালো হবে না। আমার কথাটা একটু ভেবে দেখুন। হে নাথ ! শ্রীরঘুনাথকে (কেবল) একজন রাজা বলে মনে করবেন না বরং তাঁকে বিশ্বচরাচরের প্রভু ও অতুলনীয় বলবান বলে মেনে নিন॥ ৪॥ শ্রীরামচন্দ্রের শরাঘাতের প্রতাপ সম্বন্ধে মারীচও অবগত ছিল কিন্তু আপনি তার কথা গ্রাহ্য করলেন না। রাজর্ষি জনকের সভাতে অগণিত নৃপতি ছিল ; সেইখানে অমিত পরাক্রমযুক্ত আপনিও ছিলেন। সেই ধনুর্যজ্ঞে হরধনু ভঙ্গ করে শ্রীরামচন্দ্র জানকীদেবীকে বিবাহ করলেন তখন আপনি তাঁকে যুদ্ধে হারালেন না কেন ? ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত তাঁর পরাক্রম সম্বন্ধে অল্প কিছু জানে। শ্রীরামচন্দ্র কেবল তার একটা চোখ নষ্ট করে দিয়ে তাকে জীবিতই ছেড়ে দিলেন॥ ৫-৬॥ সূর্পণখার অবস্থা তো আপনার নিজের চোখে দেখা। তবুও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবার কথা মনে করে আপনার একটুও লজ্জা হয় না॥ ৭ ॥

দোহা—যিনি বিরাধ ও খর-দূষণকে বধ করে লীলাচ্ছলেই কবন্ধকেও বধ করলেন আর একটিমাত্র শরাঘাতে বালীকে বধ করলেন, হে দশানন ! তাঁর মাহাত্ম্য আপনি বোঝবার চেষ্টা করুন॥ ৩৬ ॥

চৌপাই (১—৪)

জেহিঁ জলনাথ বঁধায়উ হেলা। উতরে প্রভু দল সহিত সুবেলা॥
কারুনীক দিনকর কুল কেতূ। দূত পঠায়উ তব হিত হেতূ॥
সভা মাঝ জেহিঁ তব বল মথা। করি বরূথ মহুঁ মৃগপতি জথা॥
অঙ্গদ হনুমত অনুচর জাকে। রন বাঁকুরে বীর অতি বাঁকে॥
তেহি কহঁ পিয় পুনি পুনি নর কহহূ। মুধা মান মমতা মদ বহহূ॥
অহহ কন্ত কৃত রাম বিরোধা। কাল বিবস মন উপজ ন বোধা॥
কাল দন্ড গহি কাহু ন মারা। হরই ধর্ম বল বুদ্ধি বিচারা॥
নিকট কাল জেহিঁ আবত সাঈঁ। তেহি ভ্রম হোই তুম্হারিহি নাঈঁ॥

দোহা (৩৭)

দুই সুত মরে দহেউ পুর অজহুঁ পূর পিয় দেহু।
কৃপাসিন্ধু রঘুনাথ ভজি নাথ বিমল জসু লেহু॥

চৌপাই (১—৫)

নারি বচন সুনি বিসিখ সমানা। সভাঁ গয়উ উঠি হোত বিহানা॥
বৈঠ জাই সিংঘাসন ফূলী। অতি অভিমান ত্রাস সব ভূলী॥
ইহাঁ রাম অঙ্গদহি বোলাবা। আই চরন পঙ্কজ সিরু নাবা॥
অতি আদর সমীপ বৈঠারী। বোলে বিহঁসি কৃপাল খরারী॥
বালিতয়ন কৌতুক অতি মোহী। তাত সত্য কহু পূছউঁ তোহী॥
রাবনু জাতুধান কুল টীকা। ভুজ বল অতুল জাসু জগ লীকা॥
তাসু মুকুট তুম্হ চারি চলাএ। কহহু তাত কবনী বিধি পাএ॥
সুনু সর্বগ্য প্রনত সুখকারী। মুকুট ন হোহিঁ ভূপ গুন চারী॥
সাম দান অরু দন্ড বিভেদা। নৃপ উর বসহিঁ নাথ কহ বেদা॥
নীতি ধর্ম কে চরন সুহাএ। অস জিয়ঁ জানি নাথ পহিঁ আএ॥

চৌপাই—যিনি হেলায় সেতুবন্ধন করে সসৈন্যে সুবেল পর্বতে উপনীত হলেন সেই সূর্যবংশধ্বজ করুণাকর শ্রীভগবান আপনার হিতাকাঙ্ক্ষায়ই দূত পাঠিয়েছেন॥ ১॥ সেই দূত আপনার রাজসভায় উপস্থিত হয়ে আপনার পরাক্রমের দর্প চূর্ণ করে গেল ; যেন সিংহ এসে হস্তীযূথকে ছত্রভঙ্গ করল। অতিশয় বিকট বলবান অঙ্গদ ও হনুমান যাঁর সেবক আপনি তাঁকে বারে বারে মানুষ বলে অবজ্ঞা করছেন। আপনি বৃথাই সম্মান, ক্ষমতা ও অহংকারের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন। হে প্রিয়তম ! আপনি শ্রীরামচন্দ্রের বিরোধিতা করে যেন কালের বশীভূত হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছেন ! ২-৩॥ কাল বধ করবার জন্য দণ্ড ব্যবহার করে না। সে শুধু ধর্ম, বল, বুদ্ধি ও বিচারকে হরণ করে নিয়ে থাকে। হে স্বামী ! আপনার মতন বিভ্রান্ত হলেই বুঝতে হয় যে কাল শিয়রে দণ্ডায়মান হয়ে আছে॥ ৪॥

দোহা—আপনার দুই পুত্র প্রাণ দিল, লঙ্কাও পুড়ে ছারখার হল। (এইবার থামুন।) হে প্রিয়তম ! এখনই সংযত হন আর শ্রীরামচন্দ্রের বিরোধিতা থেকে বিরত হন আর হে নাথ ! কৃপাসাগর শ্রীরঘুনাথের শরণাগত হয়ে নির্মল যশ লাভ করুন॥ ৩৭॥

চৌপাই—ভার্যার সুতীক্ষ্ণ শরসম বাক্যসকল শ্রবণ করেও প্রাতঃকালেই রাবণ রাজসভায় গমন করল। সে সকল ভয় ভুলে মদমত্ত হয়ে সিংহাসনে গিয়ে বসল॥ ১॥ এদিকে (সুবেল পর্বতে) প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সেবক অঙ্গদকে ডেকে পাঠালেন। অঙ্গদ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এসে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করলেন। পরম সমাদরে শ্রীপ্রভু খরারি তাঁকে কাছে বসিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—হে বালীনন্দন ! আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছা করছে। হে তাত ! তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। যা ঘটেছিল তাই বলবে। যে রাবণ রাক্ষসদের কুলতিলক আর অতুলনীয় বাহুবলের জন্য জগতে বিখ্যাত, তার চারটি কিরীট তুমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে। হে তাত ! বল, তুমি তা কীভাবে পেলে ? (অঙ্গদ উত্তর দিলেন—) হে সর্বজ্ঞ ! হে শরণাগতবৎসল ! শুনুন। তা কিরীট নয় নৃপতির চারটি গুণ। হে নাথ ! বেদ মতে নীতিধর্মের চারটি গুণ (সাম, দান, দণ্ড, ভেদ) নৃপতির চিত্তে বিরাজমান থাকে। কিন্তু রাবণের মধ্যে নীতিধর্ম (ধর্মের বিধির) অভাব রয়েছে। তাই তা শ্রীপ্রভুর কাছে এসে পড়েছে॥ ২-৫॥

দোহা (৩৮ ক)

ধর্মহনী প্রভু পদ বিমুখ কাল বিবস দসসীস।
তেহি পরিহরি গুন আএ সুনহু কোসলাধীস॥

দোহা (৩৮ খ)

পরম চতুরতা শ্রবন সুনি বিহঁসে রামু উদার।
সমাচার পুনি সব কহে গঢ় কে বালিকুমার॥

চৌপাই (১—৫)

রিপু কে সমাচার জব পাএ। রাম সচিব সব নিকট বোলাএ॥
লঙ্কা বাঁকে চারি দুআরা। কেহি বিধি লাগিঅ করহু বিচারা॥
তব কপীস রিচ্ছেস বিভীষন। সুমিরি হৃদয়ঁ দিনকর কুল ভূষন॥
করি বিচার তিন্হ মন্ত্র দৃঢ়াবা। চারি অনী কপি কটকু বনাবা॥
জথাজোগ সেনাপতি কীন্হে। জূথপ সকল বোলি তব লীন্হে॥
প্রভু প্রতাপ কহি সব সমুঝাএ। সুনি কপি সিংঘনাদ করি ধাএ॥
হরষিত রাম চরন সির নাবহিঁ। গহি গিরি সিখর বীর সব ধাবহিঁ॥
গর্জহিঁ তর্জহিঁ ভালু কপীসা। জয় রঘুবীর কোসলাধীসা॥
জানত পরম দুর্গ অতি লঙ্কা। প্রভু প্রতাপ কপি চলে অসঙ্কা॥
ঘটাটোপ করি চহুঁ দিসি ঘেরী। মুখহিঁ নিসান বজাবহিঁ ভেরী॥

দোহা (৩৯)

জয়তি রাম জয় লছিমন জয় কপীস সুগ্রীব।
গর্জহিঁ সিংঘনাদ কপি ভালু মহা বল সীঁব॥

চৌপাই (১—২)

লঙ্কা ভয়উ কোলাহল ভারী। সুনী দসানন অতি অহঁকারী॥
দেখহু বনরন্হ কেরি ঢিঠাঈ। বিহঁসি নিসাচর সেন বোলাঈ॥
আএ কীস কাল কে প্রেরে। ছুধাবন্ত সব নিসিচর মেরে॥
অস কহি অট্টহাস সঠ কীন্হা। গৃহ বৈঠে অহার বিধি দীন্হা॥

দোহা—দশানন রাবণ ধর্মহীন, শ্রীপ্রভুর পদবিমুখ আর কালের বশীভূত। তাই হে কৌশলরাজ ! শুনুন। তাই সেই গুণসকল রাবণকে ত্যাগ করে আপনার কাছে এসেছে॥ ৩৮ (ক)॥

দোহা— অঙ্গদের রহস্যপূর্ণ উক্তি শ্রবণ করে প্রশস্তচিত্ত প্রভু শ্রীরামচন্দ্র হেসে ফেললেন। অতঃপর বালীনন্দন লঙ্কা দুর্গের খবরাখবর তাঁর গোচরে আনলেন॥ ৩৮ (খ)॥

চৌপাই— শত্রুপক্ষের খবরাখবরে পুষ্ট হয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র মন্ত্রীদের ডেকে পাঠালেন (আর বললেন—) লঙ্কার চারটি বিকটাকার প্রবেশদ্বার আছে। এখন আক্রমণের পরিকল্পনা করা প্রয়োজন॥ ১॥ তখন বানররাজ সুগ্রীব, ঋক্ষপতি জাম্ববান ও বিভীষণ অন্তরে সূর্যকুলভূষণ শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে তাঁদের কর্তব্যকর্ম স্থির করে ফেললেন। বানর সৈন্যকে চার ভাগে বিভাজন করা হল আর প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন সেনাপতি ঠিক করা হল। এই সেনাপতিদের ডেকে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রমের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যা তারা মর্কটদেরও জানিয়ে দিল। মর্কটগণ সিংহসম গর্জন করে ছুটতে লাগল॥ ২-৩॥ তারা পরমানন্দে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণে মস্তক অবনত করে পর্বত শিখরসম বিশালাকার প্রস্তরখণ্ড সকল নিয়ে বীরদর্পে ছুটে চলল। তর্জন-গর্জন করতে করতে তারা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল॥ ৪॥ লঙ্কার দুর্গ দুর্ভেদ্য জেনেও মর্কটগণ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রমের কথা মনে করে নিঃশঙ্কচিত্তে চলল। মেঘাড়ম্বরসম লঙ্কাকে ঘিরে ফেলে মর্কটগণ মুখেই ডঙ্কা ও ভেরি যুদ্ধবাদ্য বাজতে থাকল॥ ৫॥

দোহা—পরম শক্তিধর সেই মর্কট-ঋক্ষ সৈন্যবাহিনী সিংহসম গর্জন করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীলক্ষ্মণ ও বানররাজ সুগ্রীবের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল॥ ৩৯॥

চৌপাই—লঙ্কা ভীষণ কোলাহল মুখর হয়ে উঠল। অহংকারী রাবণের তা কর্ণগত হতে সে বলল— বানরদের ঔদ্ধত্য তো দেখো ! তারপর সে রাক্ষস সৈন্য ডেকে পাঠাল॥ ১॥ কালের প্রেরণায় মর্কটগণ এসে পড়েছে। আমার রাক্ষসেরাও সকলে ক্ষুধার্ত। বিধাতা তাদের জন্য ঘরেই আহার্য প্রেরণ করেছেন। এই কথা বলেই সেই মূর্খ অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল॥ ২॥

চৌপাই (৩—৫)

সুভট সকল চারিহুঁ দিসি জাহূ। ধরি ধরি ভালু কীস সব খাহূ॥
উমা রাবনহি অস অভিমানা। জিমি টিট্টিভ খগ সূত উতানা॥
চলে নিসাচর আয়সু মাগী। গহি কর ভিণ্ডিপাল বর সাঁগী॥
তোমর মুদ্গর পরসু প্রচন্ডা। সূল কৃপান পরিঘ গিরিখন্ডা॥
জিমি অরুনোপল নিকর নিহারী। ধাবহিঁ সঠ খগ মাংস অহারী॥
চোঁচ ভঙ্গ দুখ তিন্হহি ন সূঝা। তিমি ধাএ মনুজাদ অবূঝা॥

দোহা (৪০)

নানাযুধ সর চাপ ধর জাতুধান বল বীর।
কোট কঁগূরন্হি চঢ়ি গএ কোটি কোটি রনধীর॥

চৌপাই (১—৪)

কোট কঁগূরন্হি সোহহিঁ কৈসে। মেরু কে সৃংগনি জনু ঘন বৈসে॥
বাজহিঁ ঢোল নিসান জুঝাউ। সুনি ধুনি হোই ভটন্হি মন চাউ॥
বাজহিঁ ভেরি নফীরি অপারা। সুনি কাদর উর জাহিঁ দরারা॥
দেখিন্হ জাই কপিন্হ কে ঠট্টা। অতি বিসাল তনু ভালু সুভট্টা॥
ধাবহিঁ গনহিঁ ন অবঘট ঘাটা। পর্বত ফোরি করহি গহিঁ বাটা॥
কটকটাহিঁ কোটিন্হ ভট গর্জহিঁ। দসন ওট কাটহিঁ অতি তর্জহিঁ॥
উত রাবন ইত রাম দোহাঈ। জয়তি জয়তি জয় পরী লরাঈ॥
নিসিচর সিখর সমূহ ঢহাবহিঁ। কূদি ধরহিঁ কপি ফেরি চলাবহিঁ॥

ছন্দ

ধরি কুধর খন্ড প্রচন্ড মর্কট ভালু গঢ় পর ডারহীঁ।
ঝপটহিঁ চরন গহি পটকি মহি ভজি চলত বহুরি পচারহীঁ॥
অতি তরল তরুন প্রতাপ তরপহিঁ তমকি গঢ় চঢ়ি চঢ়ি গএ।
কপি ভালু চঢ়ি মন্দিরন্হ জহঁ তহঁ রাম জসু গাবত ভএ॥

(আর সে বলল—) হে বীরসকল ! তোমরা চতুর্দিকে গমন কর আর ঋক্ষ-মর্কটদের ধরে ধরে ভক্ষণ করো। (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে উমা ! রাবণের অহংকার অত্যন্ত বেশি ; সে যেন টিট্টিভসম উর্ধ্বপদ হয়ে ঘুমিয়ে থাকে ; (আকাশ পড়ে গেলে পা দিয়ে ধরবার কথা ভাবে)॥ ৩॥ রাক্ষসগণ রাবণের আদেশ পেয়ে এগিয়ে চলল ; তাদের হস্তে উত্তম ভিন্দিপাল, সড়কি, তোমর, মুদ্গর, প্রচণ্ড কুঠার, শূল, কৃপাণ, পরিঘ, বিশালাকার প্রস্তরখণ্ড ছিল॥ ৪॥ যেমন নির্বোধ মাংসাশী পক্ষী লাল প্রস্তর খণ্ড দেখলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ; চঞ্চু ভেঙে যাওয়ার দুঃখ মনে করে না তেমন ভাবেই সেই নির্বোধ রাক্ষসরা ছুটল॥ ৫॥

দোহা—বহু রকমের অস্ত্রশস্ত্র ও ধনুর্বাণ ধারণ করে কোটি কোটি বলবান রণকুশল রাক্ষস যোদ্ধা দুর্গের কার্ণিশে উঠে বসল॥ ৪০॥

চৌপাই—প্রাকারের কার্ণিশে বসে থাকা রাক্ষসগণকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সুমেরু পর্বত শিখরে ঘন মেঘ উঠেছে। রণবাদ্য ঢোল, কাড়ানাকাড়া বাজছিল যা যোদ্ধাদের মনে যুদ্ধ করবার উৎসাহ জোগাচ্ছিল॥ ১॥ অসংখ্য তূরী ও ভেরি বাজছিল যা ভীরুদের চিত্তে হৃৎকম্প (ফাটল) সৃষ্টি করছিল। তারা এসে অতি বিশালাকার মহান যোদ্ধা বানর ও ঋক্ষদের সমাগমকে দেখল॥ ২॥ (তারা আরও দেখল যে) ঋক্ষ-মর্কটগণ পথের বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করে ছুটে আসছে। পথে পর্বতশ্রেণী পথ আটকালে তাকে তারা চুরমার করে দিয়ে পথ করে নিচ্ছিল। কোটি কোটি যোদ্ধাদের তর্জনগর্জন শোনা যাচ্ছিল। তারা ঠোঁট কামড়ে আস্ফালন করছিল॥ ৩॥ সমরে সমাগত যোদ্ধাগণ নিজ প্রভুর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছিল ; একদিকে লঙ্কাপতি রাবণের ও অন্যদিকে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের। জয়ধ্বনির মধ্যেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রাক্ষসগণ বিশালাকার প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করছিল যা বানরগণ লুফে নিয়ে রাক্ষসদের দিকেই ছুঁড়ে মারছিল॥ ৪॥

ছন্দ—অতিশয় বলবান মর্কট ও ঋক্ষসকল প্রস্তরখণ্ড দিয়ে প্রাচীরের গায়ে আঘাত করছিল ; তারা ছুটে এসে রাক্ষসদের প্রাকারের কার্ণিশ থেকে ভূমিতে নামিয়ে এনে আছাড় মেরে, প্রাকারে সরে গিয়ে তাদের যুদ্ধে আহ্বান করছিল। বহু স্বভাব-চঞ্চল তেজস্বী ঋক্ষ-মর্কট অনায়াসে লাফ দিয়ে প্রাকারের উপরে উঠে গেল আর তা পার করে লঙ্কার বিভিন্ন মহলে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের যশঃকীর্তন গাইতে লাগল॥

দোহা (৪১)

একু একু নিসিচর গহি পুনি কপি চলে পরাই।
উপর আপু হেঠ ভট গিরহিঁ ধরনি পর আই॥

চৌপাই (১—৪)

রাম প্রতাপ প্রবল কপিজূথা। মর্দহিঁ নিসিচর সুভট বরূথা॥
চঢ়ে দুর্গ পুনি জহঁ তহঁ বানর। জয় রঘুবীর প্রতাপ দিবাকর॥
চলে নিসাচর নিকর পরাঈ। প্রবল পবন জিমি ঘন সমুদাঈ॥
হাহাকার ভয়উ পুর ভারী। রোবহিঁ বালক আতুর নারী॥
সব মিলি দেহিঁ রাবনহি গারী। রাজ করত এহিঁ মৃত্যু হঁকারী॥
নিজ দল বিচল সুনী তেহিঁ কানা। ফেরি সুভট লঙ্কেস রিসানা॥
জো রন বিমুখ সুনা মৈঁ কানা। সো মৈঁ হতব করাল কৃপানা॥
সর্বসু খাই ভোগ করি নানা। সমর ভূমি ভএ বল্লভ প্রানা॥
উগ্র বচন সুনি সকল ডেরানে। চলে ক্রোধ করি সুভট লজানে॥
সন্মুখ মরন বীর কৈ সোভা। তব তিন্হ তজা প্রান কর লোভা॥

দোহা (৪২)

বহু আয়ুধ ধর সুভট সব ভিরহিঁ পচারি পচারি।
ব্যাকুল কিএ ভালু কপি পরিঘ ত্রিসূলন্হি মারি॥

চৌপাই (১—৩)

ভয় আতুর কপি ভাগন লাগে। জদ্যপি উমা জীতিহহিঁ আগে॥
কোউ কহ কহঁ অঙ্গদ হনুমন্তা। কহঁ নল নীল দুবিদ বলবন্তা॥
নিজ দল বিকল সুনা হনুমানা। পচ্ছিম দ্বার রহা বলবানা॥
মেঘনাদ তহঁ করই লরাঈ। টূট ন দ্বার পরম কঠিনাঈ॥
পবনতনয় মন ভা অতি ক্রোধা। গর্জেউ প্রবল কাল সম জোধা॥
কূদি লঙ্ক গঢ় উপর আবা। গহি গিরি মেঘনাদ কহুঁ ধাবা॥

দোহা—বানরগণ একটা একটা রাক্ষস ধরে ছুটে প্রাকারে উঠে পুনরায় তার উপর মাটিতে ঝাঁপ দিচ্ছিল॥ ৪১॥

চৌপাই—শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাবে বানরদল প্রবল শক্তিশালী হয়ে উঠল। তারা রাক্ষসদের ধরে ধরে পিষে মারতে লাগল। এইবার বহু বানর নানা পথ দিয়ে দুর্গের উপর উঠে গেল আর সূর্যসম প্রতাপযুক্ত শ্রীরঘুবীরের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল॥ ১॥ রাক্ষসদল তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে শুরু করল ; তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন প্রবল বাতাস মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লঙ্কায় হাহাকার রব শোনা গেল ; আতুর, রুগ্ন, নারী ও বালকের ক্রন্দন শোনা যেতে লাগল॥ ২॥ সকলে রাজ্য শাসন করতে গিয়ে মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করার জন্য রাবণকে দায়ী করতে লাগল। সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হওয়ার সংবাদ রাবণের কর্ণগোচর হল। তখন সে পলায়নপর সৈন্যদের ফিরিয়ে এনে তিরস্কার করে বলল—রণক্ষেত্র থেকে কেউ পলায়ন করেছে যদি শুনি তাহলে তার আমার হাতে প্রাণ যাবে। আমার খেয়ে, ভোগ করে, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণের মায়া হচ্ছে ! রাবণের ভর্ৎসনা শ্রবণ করে বীরগণ ভীত হল আর লজ্জিত হয়ে আবার যুদ্ধ করতে এল। সম্মুখ সমরে প্রাণ দিলে বীরের যশ হয় জেনে তারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করল॥ ৩-৫॥

দোহা—রাক্ষসগণ বহু আয়ুধ ধারণ করে অতি ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হল। তারা পরিঘ ও ত্রিশূল দ্বারা আঘাত করে ঋক্ষ-বানরদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল॥ ৪২॥

চৌপাই—(ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) এক্ষেত্রে যদিও আমরা মর্কটদের ভয়াতুর হয়ে পলায়ন করতে দেখি, তবুও হে উমা ! পরে তাদেরই জয় হবে। কেউ কেউ বলে উঠল—এখন অঙ্গদ, শ্রীহনুমান কোথায় ? বলবান নল-নীল ও দ্বিবিধ কোথায় ? ১॥ শ্রীহনুমান তখন লঙ্কাদুর্গের পশ্চিম দ্বারে মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। দুর্ভেদ্য পশ্চিম দ্বার ভাঙা কঠিন কার্য ছিল। এই সময়ে বানরদের ভয়াতুর হয়ে পলায়ন করবার সংবাদ শ্রীহনুমান পেলেন॥ ২॥ সেই সংবাদ পবনপুত্র শ্রীহনুমানকে ক্রোধান্বিত করল। অতঃপর কালসম ভয়ংকর শ্রীহনুমান গর্জন করে উঠলেন আর এক লাফে লঙ্কার দুর্গের উপর এসে পড়লেন। অতঃপর তিনি এক পর্বতসম বিশাল প্রস্তরখণ্ড নিয়ে

চৌপাই (৪)

ভঞ্জেউ রথ সারথী নিপাতা। তাহি হৃদয় মহুঁ মারেসি লাতা॥
দুসরেঁ সূত বিকল তেহি জানা। স্যন্দন ঘালি তুরত গৃহ আনা॥

দোহা (৪৩)

অঙ্গদ সুনা পবনসুত গঢ় পর গয়উ অকেল।
রন বাঁকুরা বালিসুত তরকি চঢ়েউ কপি খেল॥

চৌপাই (১—৪)

জুদ্ধ বিরুদ্ধ ক্রুদ্ধ দ্বৌ বন্দর। রাম প্রতাপ সুমিরি উর অন্তর॥
রাবন ভবন চঢ়ে দ্বৌ ধাঈ। করহিঁ কোসলাধীস দোহাঈ॥

কলস সহিত গহি ভবনু ঢহাবা। দেখি নিসাচরপতি ভয় পাবা॥
নারি বৃন্দ কর পীটহিঁ ছাতী। অব দুই কপি আএ উতপাতী॥

কপিলীলা করি তিন্হহি ডেরাবহিঁ। রামচন্দ্র কর সুজসু সুনাবহিঁ॥
পুনি কর গহি কঞ্চন কে খম্ভা। কহেন্হি করিঅ উতপাত অরম্ভা॥

গর্জি পরে রিপু কটক মঝারী। লাগে মর্দৈ ভুজ বল ভারী॥
কাহুহি লাত চপেটন্হি কেহূ। ভজহু ন রামহি সো ফল লেহূ॥

দোহা (৪৪)

এক এক সোঁ মর্দহি তোরি চলাবহিঁ মুন্ড।
রাবন আগেঁ পরহিঁ তে জনু ফুটহিঁ দধি কুন্ড॥

চৌপাই (১)

মহা মহা মুখিআ জে পাবহিঁ। তে পদ গহি প্রভু পাস চলাবহিঁ॥
কহই বিভীষনু তিন্হ কে নামা। দেহিঁ রাম তিন্হহূ নিজ ধামা॥

মেঘনাদের দিকে তেড়ে গেলেন॥ ৩॥ অতঃপর তিনি মেঘনাদের রথকে চূর্ণবিচূর্ণ করে সারথিকে বধ করলেন আর মেঘনাদের বক্ষে সজোরে পদাঘাত করলেন। মেঘনাদের দুর্দশা অন্য এক সারথির চোখে পড়ল। সে তখন মেঘনাদকে রথে তুলে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পলায়ন করে গৃহে নিয়ে গেল॥ ৪॥

দোহা—*এদিকে একা পবননন্দন শ্রীহনুমানের লঙ্কার দুর্গে গমনের কথা অঙ্গদ জানতে পারলেন ; তখন রণনিপুণ বালীনন্দন অঙ্গদ ক্রীড়াচ্ছলে এক লাফে দুর্গের উপর চড়ে বসলেন॥ ৪৩॥*

চৌপাই—সরোষে তাঁরা একসঙ্গে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অন্তরে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রমকে স্মরণ করে তাঁরা ছুটে রাবণের প্রাসাদের উপর উঠে পড়লেন আর কৌশলরাজ শ্রীরামচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন॥ ১॥ তারা প্রথমে কলস সমেত রাবণের মহলকে ধূলিসাৎ করলেন। তাঁদের পরাক্রম দেখে রাক্ষসরাজ রাবণের বুক দুরদুর করে উঠল। অন্দর-মহলের রমণীগণ বুক চাপড়ে কেঁদে বলে উঠল—এইবার একটা নয় দুইটা উৎপীড়ক বানর একসঙ্গে এসেছে॥ ২॥ অতঃপর বানরের বিভিন্ন কলাকৌশলে ভীতি প্রদর্শন কার্য চলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের যশঃকীর্তনও করছিলেন। এইবার তাঁরা সুবর্ণময় স্তম্ভগুলি তুলে নিয়ে একযোগে উৎপাত শুরু করবার জন্য প্রস্তুত হলেন॥ ৩॥ উভয়েই গর্জন করে শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আর প্রচণ্ড বাহুবল প্রয়োগ করে তাদের পেষণ করতে লাগলেন। কারো ভাগ্যে জুটল পদাঘাত আর কারো ভাগ্যে মুষ্ট্যাঘাত। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপদেশ দানও চলতে থাকল—এই তোমার প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা না করবার ফল লাভ হল॥ ৪॥

দোহা—*তাঁরা রাক্ষসদের একে অপরের সঙ্গে মর্দন করে মারছিলেন আর রাক্ষসদের মুণ্ডগুলি ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিলেন। মুণ্ডগুলি রাবণের সম্মুখে গিয়ে পড়ছিল আর দধিভাণ্ডসম ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল॥ ৪৪॥*

চৌপাই—কিছু প্রধান সেনাপতিও তাঁদের হাতে ধরা পড়ল। তাঁরা তাদের পা ধরে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে ফেলে দিচ্ছিলেন। বিভীষণ কর্তৃক পরিচয় দানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাদেরও নিজ পরমধামে (পরমপদ) প্রেরণ

চৌপাই (২—৪)

খল মনুজাদ দ্বিজামিষ ভোগী। পাবহিঁ গতি জো জাচত জোগী।।
উমা রাম মৃদুচিত করুনাকর। বয়র ভাব সুমিরত মোহি নিসিচর।।
দেহিঁ পরম গতি সো জিয়ঁ জানী। অস কৃপাল কো কহহু ভবানী।।
অস প্রভু সনি ন ভজহিঁ ভ্রম ত্যাগী। নর মতিমন্দ তে পরম অভাগী।।
অঙ্গদ অরু হনুমন্ত প্রবেসা। কীন্হ দুর্গ অস কহ অবধেসা।।
লঙ্কাঁ দ্বৌ কপি সোহহিঁ কৈসেঁ। মথহিঁ সিন্ধু দুই মন্দর জৈসেঁ।।

দোহা (৪৫)

ভুজ বল রিপু দল দলমলি দেখি দিবস কর অন্ত।
কূদে জুগল বিগত শ্রম আএ জহঁ ভগবন্ত।।

চৌপাই (১—৬)

প্রভু পদ কমল সীস তিন্হ নাএ। দেখি সুভট রঘুপতি মন ভাএ।।
রাম কৃপা করি জুগল নিহারে। ভএ বিগতশ্রম পরম সুখারে।।
গএ জানি অঙ্গদ হনুমানা। ফিরে ভালু মর্কট ভট নানা।।
জাতুধান প্রদোষ বল পাঈ। ধাএ করি দসসীস দোহাঈ।।
নিসিচর অনী দেখি কপি ফিরে। জহঁ তহঁ কটকটাই ভট ভিরে।।
দ্বৌ দল প্রবল পচারি পচারী। লরত সুভট নহিঁ মানহিঁ হারী।।
মহাবীর নিসিচর সব কারে। নানা বরন বলীমুখ ভারে।।
সবল জুবল দল সমবল জোধা। কৌতুক করত লরত করি ক্রোধা।।
প্রাবিট সরদ পয়োদ ঘনেরে। লরত মনহুঁ মারুত কে প্রেরে।।
অনিপ অকম্পন অরু অতিকায়া। বিচলত সেন কীন্হি ইন্হ মায়া।।
ভয়উ নিমিষ মহঁ অতি অঁধিআরা। বৃষ্টি হোই রুধিরোপল ছারা।।

করছিলেন॥ ১॥ সহজলভ্য না হয়েও যে পরমপদ যোগীদের চির আকাঙ্ক্ষিত তাই সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণমাংসভোজী রাক্ষসগণ লাভ করছিল। (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে উমা! প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পরম দয়ালু ও অমিত করুণাকর। (তিনি বিলক্ষণ জানতেন যে) বৈরীভাবাপন্ন হয়েও রাক্ষসগণ তাঁর স্মরণ-মননে নিত্যযুক্ত থাকে॥ ২॥ তাই সেই রাক্ষসদেরও পরমপদ লাভ হচ্ছিল। হে ভবানী! তুমিই বল, এমন কৃপালু আর কেউ আছে? শ্রীপ্রভুর এমন কৃপালু স্বভাব জেনেও যে সকল ব্যক্তি ভ্রান্তি ত্যাগ করে তাঁর ভজনায় নিত্যযুক্ত হয় না তারা অবশ্যই নিতান্ত মন্দমতি ও অভাগা॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্র বললেন—অঙ্গদ ও হনুমান দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বানরযুগল ধ্বংসলীলায় পরম শোভমান; মনে হচ্ছে যেন দুই মন্দার পর্বত সমুদ্র মন্থন করছে॥ ৪॥

দোহা—বাহুবলে শত্রুসৈন্যকে পর্যুদস্ত করে এবং পদদলিত ও মর্দন করে দিবাবসান সমাসন্ন জেনে শ্রীহনুমান ও অঙ্গদ দুইজনই লাফিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁরা অক্লেশে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সকাশে উপনীত হলেন॥ ৪৫॥

চৌপাই—তাঁরা এসে শ্রীপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করলেন। দুই বিশিষ্ট বীরকে দেখে শ্রীরঘুবীর প্রসন্নচিত্ত হলেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র কৃপা করে তাঁদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা সকল ক্লান্তি বিরহিত ও পরম সুখী হয়ে গেলেন॥ ১॥ অঙ্গদ ও শ্রীহনুমান ফিরে গিয়েছেন জেনে অন্য সকল ঋক্ষ-বানর বীরসকল ফিরে চলল। রাক্ষসগণ সায়ংকালের (সায়ংকালে রাক্ষসদের বলের বৃদ্ধি হয়ে থাকে) সুযোগ পেয়ে এইবার রাবণের জয়ধ্বনি দিয়ে বানরদের তাড়া করে এল॥ ২॥ অন্ধকারের মধ্যে রাক্ষসসৈন্য আক্রমণ করছে দেখে মর্কটসকলও রুখে দাঁড়াল আর প্রচণ্ড গর্জন করে সর্বত্র যুদ্ধ করতে লাগল। উভয় পক্ষেই বলবান যোদ্ধা ছিল। তাই তর্জনগর্জন সহকারে যুদ্ধ চলতে লাগল; কেউই পশ্চাদপসরণ করতে রাজি ছিল না॥ ৩॥ মহাবীর রাক্ষসগণ কৃষ্ণবর্ণ আর বানরগণ বিশালকার বিভিন্ন বর্ণের ছিল। উভয় পক্ষই শক্তিমান আর সমকক্ষ যোদ্ধায় পরিপূর্ণ। তারা কুপিত হয়ে যুদ্ধ করছিল আর ক্রীড়াচ্ছলে রণকৌশল দেখাচ্ছিল॥ ৪॥ মনে হচ্ছিল যেন বর্ষার ও শরতের মেঘের মধ্যে বায়ুর প্রভাবে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়েছে। রাক্ষসসৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত হতে দেখে রাক্ষস সেনাপতি অকম্পন ও অতিকায় রাক্ষসী-মায়া

দোহা (৪৬)

দেখি নিবিড় তম দসহুঁ দিসি কপিদল ভয়উ খভার।
একহি এক ন দেখঈ জহঁ তহঁ করহিঁ পুকার॥

চৌপাই (১—৪)

সকল মরমু রঘুনায়ক জানা। লিএ বোলি অঙ্গদ হনুমানা॥
সমাচার সব কহি সমুঝাএ। সুনত কোপি কপিকুঞ্জর ধাএ॥
পুনি কৃপাল হঁসি চাপ চঢ়াবা। পাবক সায়ক সপদি চলাবা॥
ভয়উ প্রকাস কতহুঁ তম নাহীঁ। গ্যান উদয়ঁ জিমি সংসয় জাহীঁ॥
ভালু বলীমুখ পাই প্রকাসা। ধাএ হরষ বিগত শ্রম ত্রাসা॥
হনূমান অঙ্গদ রন গাজে। হাঁক সুনত রজনীচর ভাজে॥
ভাগত ভট পটকহিঁ ধরি ধরনী। করহিঁ ভালু কপি অদ্ভুত করনী॥
গহি পদ ডারহিঁ সাগর মাহীঁ। মকর উরগ ঝষ ধরি ধরি খাহীঁ॥

দোহা (৪৭)

কছু মারে কছু ঘায়ল কছু গঢ় চঢ়ে পরাই।
গর্জহিঁ ভালু বলীমুখ রিপু দল বল বিচলাই॥

চৌপাই (১—২)

নিসা জানি কপি চারিউ অনী। আএ জহাঁ কোসলা ধনী॥
রাম কৃপা করি চিতবা সবহী। ভএ বিগতশ্রম বানর তবহী॥
উহাঁ দসানন সচিব হঁকারে। সব সন কহেসি সুভট জে মারে॥
আধা কটকু কপিন্হ সংঘারা। কহহু বেগি কা করিঅ বিচারা॥

বিস্তার করল। তাতে আচমকা ঘন অন্ধকার নেমে এল আর রুধির, প্রস্তর ও ভস্ম বর্ষণ হওয়া শুরু হয়ে গেল॥ ৫-৬॥

দোহা— *চতুর্দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে আসায় বানর সৈনাবাহিনীর মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। একজন অপরজনকে দেখতে পাচ্ছিল না তাই সকলে উচ্চনাদে কোলাহলে লিপ্ত হল॥ ৪৬॥*

চৌপাই—ঘটনা (অন্তর্যামী) শ্রীরঘুনাথের কাছে অজানা রইল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গদ ও শ্রীহনুমানকে ডেকে জানিয়ে দিলেন। উভয়েই ভয়ানক রেগে গিয়ে ছুটে গেলেন॥ ১॥ তখন প্রভু শ্রীরামচন্দ্র মৃদু হেসে হাতে ধনুক তুলে নিলেন। কৃপালু শ্রীপ্রভু অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলেন। অগ্নিবাণ নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল। অন্ধকার সরে যাওয়ার ঘটনাকে দেখে মনে হল যে জ্ঞানোদয় হয়ে সকল সংশয় কেটে গেল॥ ২॥ রণভূমিকে আলোকিত দেখে ঋক্ষ-মর্কটগণ তাদের পরিশ্রম ও ভয় ভুলে গেল আর প্রসন্নচিত্তে রাক্ষসদের দিকে তেড়ে গেল। শ্রীহনুমান ও অঙ্গদও গর্জন করতে লাগলেন। তাঁদের হাঁকাহাঁকি শ্রবণ করে রাক্ষসগণ পালিয়ে বাঁচল॥ ৩॥ পলায়মান রাক্ষসসৈন্যদের ঋক্ষ-বানরগণ ভূমিতে আছাড় মেরে বধ করতে লাগল। এই সময় অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন চলতে লাগল। তারা বহু রাক্ষসদের পা ধরে ছুঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দিল যেখানে তারা হাঙর, সর্প ও মৎস্যের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হল॥ ৪॥

দোহা—*এইভাবে কিছু রাক্ষসের প্রাণ গেল, কিছু আহত হল আর কিছু দুর্গে ঢুকে পড়ে প্রাণ রক্ষা করল। নিজ সামর্থ্যে শত্রুসৈন্যকে বিচলিত করতে পেরে বীর ঋক্ষ-বানরগণ গর্জন করতে লাগল॥ ৪৭॥*

চৌপাই—রাত্রিকাল সমাগত জেনে সৈন্যবাহিনীর চারটি দলই কৌশলপতি শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ফিরে এল। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাদৃষ্টি তাদের উপর পড়তেই বানরদের সকল ক্লান্তি দূরীভূত হয়ে গেল॥ ১॥ ওদিকে লঙ্কায় অর্ধেক সৈন্য বধ হওয়ায় রাবণ মন্ত্রীদের সঙ্গে সলাপরামর্শয় বসল। রাবণ বলল—বানরেরা অর্ধেক সৈন্য সংহার করে ফেলেছে ! সত্বর ঠিক কর এখন কী করণীয় ? ২॥

চৌপাই (৩—৪)

মাল্যবন্ত অতি জরঠ নিসাচর। রাবন মাতু পিতা মন্ত্রী বর॥
বোলা বচন নীতি অতি পাবন। সুনহু তাত কছু মোর সিখাবন॥
জব তে তুম্হ সীতা হরি আনী। অসগুন হোহিঁ ন জাহিঁ বখানী॥
বেদ পুরান জাসু জসু গায়ো। রাম বিমুখ কাহুঁ ন সুখ পায়ো॥

দোহা (৪৮ ক)

হিরন্যাচ্ছ ভ্রাতা সহিত মধু কৈটভ বলবান।
জেহিঁ মারে সোই অবতরেউ কৃপাসিন্ধু ভগবান॥

মাসপারায়ণ, পঁচিশতম বিশ্রাম

দোহা (৪৮ খ)

কালরূপ খল বন দহন গুনাগার ঘনবোধ।
সিব বিরঞ্চি জেহি সেবহিঁ তাসো কবন বিরোধ॥

চৌপাই (১—৫)

পরিহরি বয়রু দেহু বৈদেহী। ভজহু কৃপানিধি পরম সনেহী॥
তাকে বচন বান সম লাগে। করিআ মুহ করি জাহি অভাগে॥
বূঢ় ভএসি ন ত মরতেউঁ তোহী। অব জনি নয়ন দেখাবসি মোহী॥
তেহি অপনে মন অস অনুমানা। বধ্যো চহত এহি কৃপানিধানা॥
সো উঠি গয়উ কহত দুর্বাদা। তব সকোপ বোলেউ ঘননাদা॥
কৌতুক প্রাত দেখিঅহু মোরা। করিহউঁ বহুত কহৌঁ কা থোরা॥
সুনি সুত বচন ভরোসা আবা। প্রীতি সমেত অঙ্ক বৈঠাবা॥
করত বিচার ভয়উ ভিনুসারা। লাগে কপি পুনি চহূঁ দুআরা॥
কোপি কপিন্হ দুর্ঘট গঢ় ঘেরা। নগর কোলাহলু ভয়উ ঘনেরা॥
বিবিধায়ুধ ধর নিসিচর ধাএ। গঢ় তে পর্বত সিখর ঢহাএ॥

মাল্যবন্ত নামক এক বৃদ্ধ রাক্ষস ছিল। সম্পর্কে সে রাবণের মাতামহ ও সভায় অন্যতম মন্ত্রী ছিল। মাল্যবন্ত অতিশয় পবিত্র নীতিকথা বলল—হে বৎস ! আমার কিছু উপদেশও শোনো। যে দিন থেকে তুমি সীতাকে হরণ করে এনেছ সে দিন থেকে ক্রমাগত অমঙ্গল হয়েই যাচ্ছে। বেদ-পুরাণ যার যশঃকীর্তন করেছে সেই শ্রীরামচন্দ্রের বিরোধিতা করে কেউ কখনো সুখ পায়নি॥ ৩-৪॥

দোহা— ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষসহ হিরণ্যকশিপুকে ও বলবান মধু-কৈটভকে যিনি বধ করেছিলেন, সেই কৃপাসিন্ধু শ্রীভগবান (শ্রীরামচন্দ্ররূপে) অবতরণ করেছেন॥ ৪৮ (ক)॥

দোহা—তিনি কালস্বরূপ, দুষ্টদের জন্য অরণ্য ভস্মকারী অগ্নিসম, গুণনিধি ও জ্ঞানগম্য। ভগবান শ্রীশংকর ও ভগবান শ্রীব্রহ্মা তাঁর সেবায় নিত্যযুক্ত থাকেন। তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করা ঠিক নয়॥ ৪৮ (খ)॥

চৌপাই—অতএব শত্রুতা পরিহার করে তাঁকে জানকীদেবী ফিরিয়ে দাও আর তুমি সেই পরম করুণাকর শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হও। মাল্যবন্তের কথাগুলি রাবণকে সুতীক্ষ্ণ বাণসম আঘাত করল। (সে চিৎকার করে বলে উঠল) ওরে হতভাগা ! মুখে চুনকালি মেখে দূর হয়ে যা॥ ১॥ তুই বৃদ্ধ বলে পার পেয়ে গেলি। না হলে আমার হাতেই তোর ভবলীলা সাঙ্গ হোত। তোর মুখ দেখাও পাপ। রাবণের এই দুর্ব্যবহার দেখে মাল্যবন্ত বুঝল যে কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্র এখন বোধহয় রাবণকে বধ করতেই চান॥ ২॥ সে রাবণকে দোষারোপ করতে করতে চলে গেল। তখন মেঘনাদ সক্রোধে বলল—কাল সকালেই আমার প্রভাব দেখাব। বলব কম, করব অনেক বেশি॥ ৩॥ পুত্র মেঘনাদের কথায় রাবণ যেন ভরসা পেল। সে পরম স্নেহে মেঘনাদকে কোলে টেনে নিল। মন্ত্রণা করতেই রাত কেটে গেল। সকালেই বানর সৈন্য আবার দুর্গের চার দ্বারে উপস্থিত হল॥ ৪॥ সক্রোধে বানরগণ কেল্লা ঘিরে ফেলল। নগর কোলাহল মুখর হয়ে উঠল। বহু রকমের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাক্ষসগণ ছুটল। তারা কেল্লার উপর থেকে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়তে লাগল॥ ৫॥

ছন্দ

ঢাহে মহীধর সিখর কোটিন্হ বিবিধ বিধি গোলা চলে।
ঘহরাত জিমি পবিপাত গর্জত জনু প্রলয় কে বাদলে।।
মর্কট বিকট ভট জুটত কটত ন লটত তন জর্জর ভএ।
গহি সৈল তেহি গঢ় পর চলাবহিঁ জহঁ সো তহঁ নিসিচর হএ।।

দোহা (৪৯)

মেঘনাদ সুনি শ্রবন অস গঢ় পুনি ছেঁকা আই।
উতর্‌য়ো বীর দুর্গ তেঁ সন্মুখ চল্যো বজাই।।

চৌপাই (১—৪)

কহঁ কোসলাধীস দ্বৌ ভ্রাতা। ধন্বী সকল লোক বিখ্যাতা।।
কহঁ নল নীল দুবিদ সুগ্রীবা। অঙ্গদ হনূমন্ত বল সীঁবা।।
কহাঁ বিভীষনু ভ্রাতাদ্রোহী। আজু সবহি হঠি মারউঁ ওহী।।
অস কহি কঠিন বান সন্ধানে। অতিসয় ক্রোধ শ্রবন লগি তানে।।
সর সমূহ সো ছাড়ৈ লাগা। জনু সপচ্ছ ধাবহিঁ বহু নাগা।।
জহঁ তহঁ পরত দেখিঅহিঁ বানর। সন্মুখ হোই ন সকে তেহি অবসর।।
জহঁ তহঁ ভাগি চলে কপি রীছা। বিসরী সবহি জুদ্ধ কৈ ঈছা।।
সো কপি ভালু ন রন মহঁ দেখা। কীন্হেসি জেহি ন প্রান অবসেষা।।

দোহা (৫০)

দস দস সর সব মারেসি পরে ভূমি কপি বীর।
সিংহনাদ করি গর্জা মেঘনাদ বল ধীর।।

চৌপাই (১)

দেখি পবনসুত কটক বিহালা। ক্রোধবন্ত জনু ধায়উ কালা।।
মহাসৈল এক তুরত উপারা। অতি রিস মেঘনাদ পর ডারা।।

ছন্দ—রাক্ষসরা কোটি কোটি বিশালাকার প্রস্তরখণ্ড কেল্লার উপর থেকে গড়িয়ে ফেলে দিচ্ছিল যা গোলার মতন প্রচণ্ড শব্দ করে বানরদের উপর আছড়ে পড়ছিল। যোদ্ধাদের গর্জনকে প্রলয়কালীন গর্জনসম মনে হচ্ছিল। গোলার শব্দ যেন বজ্রপাতসম ছিল। বিশালাকার বানরগণ সেই গড়ানো প্রস্তরের আঘাতে আহত হচ্ছিল। জর্জরিত দেহেও বানরগণ পরাভূত হচ্ছিল না। তারা সেই বিশালাকার প্রস্তরখণ্ডগুলি তুলে আবার কেল্লার উপরে ছুঁড়ে মারছিল। তার আঘাতে কেল্লার উপর দাঁড়িয়ে থেকেও রাক্ষসগণ মৃত্যুবরণ করছিল॥

দোহা—বানর দ্বারা পুনরায় কেল্লা ঘিরে ফেলবার কথা মেঘনাদের কানে উঠল। তখন বীর মেঘনাদ কেল্লা থেকে নীচে নেমে এল আর ডঙ্কা বাদ্য সহকারে তাদের সম্মুখে গমন করল॥ ৪৯॥

চৌপাই— (মেঘনাদ চিৎকার করে বলে উঠল—) সেই ত্রিলোক বিখ্যাত অতি প্রসিদ্ধ কৌশলপতি ভ্রাতাযুগল কোথায় ? আর সেই বীর নল, নীল, দ্বিবিদ, সুগ্রীব ও অমিতবিক্রম অঙ্গদ ও হনুমান কোথায় ? সেই ভ্রাতৃদ্রোহী বিভীষণ কোথায় ? আজ আমি সকলের সঙ্গে তাকেও বধ করব। এই বলে সে ধনুকে জ্যারোপ করে তাতে বিশেষ শর যুক্ত করল আর জ্যাতে আকর্ণ টান দিল॥ ১-২ ॥ সে মুহুর্মুহু শর বর্ষণ করতে লাগল। তার নিক্ষেপ করা শরগুলি ডানাওয়ালা সর্পসম ছুটে যাচ্ছিল। সেই শরাঘাতে বহু বানরকে পড়ে যেতে দেখা গেল। কেউই তার সম্মুখে যেতে সাহস করছিল না॥ ৩॥ ঋক্ষ-বানরদের মধ্যে ছোটাছুটি পড়ে গেল। যুদ্ধের বাসনা তখন সকলের মধ্যেই অন্তর্ধান করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে এমন ঋক্ষ-বানর ছিল না যার পুরুষকার মেঘনাদ কেড়ে নেয়নি॥ ৪॥

দোহা — অতঃপর মেঘনাদ সকলকে দশটা করে শরাঘাত করল যার ফলে বানর যোদ্ধাসকল ভূমিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল। এইবার ধীরচিত্ত বলবান মেঘনাদ রণক্ষেত্রে সিংহসম হুঙ্কার ছাড়ল॥ ৫০॥

চৌপাই—মর্কট বাহিনীর বেহাল অবস্থা পবননন্দন শ্রীহনুমানকে কুপিত করল। তিনি কালসম মেঘনাদের দিকে ছুটে এলেন। অনায়াসে একটি পর্বত-সম প্রস্তরখণ্ড তুলে শ্রীহনুমান সক্রোধে মেঘনাদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

আবত দেখি গয়উ নভ সোঙ্গি। রথ সারথী তুরগ সব খোঙ্গি॥
বার বার পচার হনুমানা। নিকট ন আব মরমু সো জানা॥
রঘুপতি নিকট গয়উ ঘননাদা। নানা ভাঁতি করেসি দুর্বাদা॥
অস্ত্র সস্ত্র আয়ুধ সব ডারে। কৌতুকহীঁ প্রভু কাটি নিবারে॥
দেখি প্রতাপ মূঢ় খিসিআনা। করৈ লাগ মায়া বিধি নানা॥
জিমি কোউ করৈ গরুড় সৈঁ খেলা। ডরপাবৈ গহি স্বল্প সপেলা॥

দোহা (৫১)

জাসু প্রবল মায়া বস সিব বিরঞ্চি বড় ছোট।
তাহি দিখাবই নিসিচর নিজ মায়া মতি খোট॥

চৌপাই (১—৪)

নভ চঢ়ি বরষ বিপুল অঙ্গারা। মহি তে প্রগট হোহিঁ জলধারা॥
নানা ভাঁতি পিসাচ পিসাচী। মারু কাটু ধুনি বোলহিঁ নাচী॥
বিষ্টা পূয় রুধির কচ হাড়া। বরষই কবহুঁ উপল বহু ছাড়া॥
বরষি ধূরি কীন্হেসি অঁধিআরা। সূঝ ন আপন হাথ পসারা॥
কপি অকুলানে মায়া দেখেঁ। সব কর মরন বনা এহি লেখেঁ॥
কৌতুক দেখি রাম মুসুকানে। ভএ সভীত সকল কপি জানে॥
এক বান কাটী সব মায়া। জিমি দিনকর হর তিমির নিকায়া॥
কৃপাদৃষ্টি কপি ভালু বিলোকে। ভএ প্রবল রন রহহিঁ ন রোকে॥

দোহা (৫২)

আয়সু মাগি রাম পহিঁ অঙ্গদাদি কপি সাথ।
লছিমন চলে ক্রুদ্ধ হোই বান সরাসন হাথ॥

সুবিশাল পর্বতসম প্রস্তরখণ্ড তার দিকে ছুটে আসছে দেখে মেঘনাদ মায়াবলে আকাশে উঠে গেল। তার রথ, সারথি ও অশ্বসকল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। শ্রীহনুমান বারে বারে মেঘনাদকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করলেন। কিন্তু মেঘনাদ তখন শ্রীহনুমানের ধারেকাছে এল না কারণ শ্রীহনুমানের পরাক্রমের কথা মেঘনাদের বিলক্ষণ জানা ছিল॥ ২॥ তখন মেঘনাদ শ্রীরঘুনাথের কাছে উপস্থিত হল আর তাঁকে অনেক কটু কথা বলল। (অতঃপর) সে শ্রীপ্রভুর উপর অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য আয়ুধ নিক্ষেপ করল। শ্রীপ্রভু সেই সকল হেলায় ছেদন করলেন॥ ৩॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রম সেই মূর্খকে লজ্জিত করল। তখন মেঘনাদ বহুরকমের মায়াজাল রচনা করল। তার আচরণ শিশুর ক্ষুদ্রসর্পহস্তে গরুড়কে ভয় দেখানোর মতনই হাস্যকর ছিল॥ ৪॥

দোহা—*শ্রীপ্রভুর মায়ার পরাক্রম অপরিসীম। তা ভগবান শ্রীশংকর ও ভগবান শ্রীব্রহ্মা সহ ছোট-বড় সকলকেই বশীভূত করে রাখতে সক্ষম। তাঁকেই সেই মন্দমতি নিশাচর নিজ মায়াজাল দেখাতে গেল॥ ৫১॥*

চৌপাই—মেঘনাদ আকাশ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার ও ভূমি থেকে প্রবল বেগে জলধারা প্রবাহ সৃষ্টি করছিল। তাঁরই মায়াজালে বহু পিশাচ ও পিশাচিনি 'মারো-কাটো' রব তুলে নৃত্য করছিল॥ ১॥ সে কখনো বিষ্ঠা, পুঁজরজ, কেশ ও হাড়গোড় বৃষ্টি করছিল আর কখনো মুহুর্মুহু প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর সে ধূলিধূসর পরিবেশ সৃষ্টি করে ঘুটঘুটে অন্ধকার করে দিল ; তখন নিজের প্রসারিত হাতও দেখা যাচ্ছিল না॥ ২॥ মায়াজাল বানরদলকে ব্যাকুল করে তুলল। তারা ভাবল যে এমন হলে তো প্রাণ রাখাই দায় হবে। কৌতুক প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে আনন্দ দিল ; তিনি মৃদু হাসলেন। অন্তর্যামী শ্রীভগবানের কাছে শরণাগত বানরদের ভীতির কথা অজানা রইল না॥ ৩॥ তখন প্রভু শ্রীরামচন্দ্র একটি মাত্র শর নিক্ষেপ করে সকল মায়াজাল হরণ করে নিলেন ; মনে হল যেন সূর্য আচমকা সকল অন্ধকার হরণ করে নিল। অতঃপর তিনি ভীত ঋক্ষ-বানরদের কৃপাকটাক্ষ দান করলেন। বানরগণ আবার পরম শক্তিধর হয়ে রণভূমিতে অপ্রতিরোধ্য হয়ে গেল॥ ৪॥

দোহা—*প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে অনুমতি নিয়ে অঙ্গদাদি বানরদের সঙ্গে নিয়ে ধনুর্বাণ হস্তে কুপিত হয়ে শ্রীলক্ষ্মণ রণাঙ্গনে অগ্রসর হলেন॥ ৫২॥*

চৌপাই (১—৪)

ছতজ নয়ন উর বাহু বিসালা। হিমগিরি নিভ তনু কছু এক লালা।।
ইহাঁ দসানন সুভট পঠাএ। নানা অস্ত্র সস্ত্র গহি ধাএ।।

ভূধর নখ বিটপায়ুধ ধারী। ধাএ কপি জয় রাম পুকারী।।
বিরে সকল জোরিহি সন জোরী। ইত উত জয় ইচ্ছা নহিঁ থোরী।।

মুঠিকন্হ লাতন্হ দাতন্হ কাটহিঁ। কপি জয়সীল মারি পুনি ডাটহিঁ।।
মারু মারু ধরু ধরু মারূ। সীস তোরি গহি ভুজা উপারূ।।

অসি রব পূরি রহী নব খণ্ডা। ধাবহিঁ জহঁ তহঁ রুণ্ড প্রচণ্ডা।।
দেখহিঁ কৌতুক নভ সুর বৃন্দা। কবহুঁক বিসময় কবহুঁ অনন্দা।।

দোহা (৫৩)

রুধির গাড় ভরি ভরি জম্যো উপর ধূরি উড়াই।
জনু অঁগার রাসিন্হ পর মৃতক ধূম রহ্যো ছাই।।

চৌপাই (১—৪)

ঘায়ল বীর বিরাজহিঁ কৈসে। কুসুমিত কিংসুক কে তরু জৈসে।।
লছিমন মেঘনাদ দ্বৌ জোধা। ভিরহিঁ পরস্পর করি অতি ক্রোধা।।

একহি এক সকই নহিঁ জীতী। নিসিচর ছল বল করই অনীতী।।
ক্রোধবন্ত তব ভয়উ অনন্তা। ভঞ্জেউ রথ সারথী তুরন্তা।।

নানা বিধি প্রহার কর সেষা। রাচ্ছস ভয়উ প্রান অবসেষা।।
রাবন সুত নিজ মন অনুমানা। সংকঠ ভয়উ হরিহি মম প্রানা।।

বীরঘাতিনী ছাড়িসি সাঁগী। তেজপুঞ্জ লছিমন উর লাগী।।
মুরুছা ভঈ সক্তি কে লাগেঁ। তব চলি গয়উ নিকট ভয় ত্যাগেঁ।।

চৌপাই— নেত্র কিঞ্চিৎ অরুণাভ, সুপ্রশস্ত বক্ষ ও আজানুলম্বিত বাহু। অঙ্গে হিমাচল পর্বতসম উজ্জ্বল গৌরবর্ণতে দুধে আলতা রং ফুটে বেরোচ্ছে। এদিকে রাবণও বহু বড় বড় যোদ্ধা পাঠাল যারা বহুরকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটে গেল॥ ১॥ বানরগণ বিশালাকার প্রস্তরখণ্ড, নখ ও বৃক্ষরূপ আয়ুধ ধারণ করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে ছুটল। বানর ও রাক্ষসদের মধ্যে জনে জনে যুদ্ধ হতে লাগল। উভয় পক্ষই জয়লাভ করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল॥ ২॥ বানরগণ মুষ্টিযুদ্ধ, পদাঘাত ও দন্তাঘাত করে রাক্ষসদের পর্যুদস্ত করছিল আর জয়লাভ করে আস্ফালন করে যাচ্ছিল। জম্বুদ্বীপের নয় খণ্ড যা পৃথিবী বলে পরিচিত তাতে সর্বত্র শোনা যাচ্ছিল— 'মারো', 'ধরো', 'ধরে মেরে ফেল', 'মাথা ফাটিয়ে দাও', 'হাত দুটো খুলে নাও'। বিশালাকার কবন্ধ সকল এধার ওধার ছুটে বেড়াচ্ছিল। আকাশে অবস্থান করে দেবতাগণ কৌতুক দেখছিলেন। তারা কখনো আনন্দিত আবার কখনো ব্যথিত হচ্ছিলেন॥ ৩-৪॥

দোহা—*গর্ত-খোন্দলসকল রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল যাতে ধুলোর আস্তরণ পড়ছিল ও মনে হচ্ছিল যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর স্তূপাকার ভস্মরাশি জমা হয়েছে॥ ৫৩॥*

চৌপাই— রণক্ষেত্রে শায়িত আহত বীর যোদ্ধাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন সারি সারি পলাশবৃক্ষ পড়ে রয়েছে। এইবার শ্রীলক্ষ্মণ ও মেঘনাদ পরস্পরের সঙ্গে সক্রোধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন॥ ১॥ দুইজনই মহাবীর তাই হারজিত হওয়া সহজ ছিল না। রাক্ষস মেঘনাদ ছলনা ও অনীতি (অর্থাৎ মায়া জাল রচনা ও অধর্ম) পথ অবলম্বন করছে দেখে ভগবান শ্রীঅনন্ত (শ্রীলক্ষ্মণ) কুপিত হলেন আর তাই তিনি মেঘনাদের রথকে চূর্ণবিচূর্ণ করে তার সারথিকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেললেন॥ ২॥ শ্রীশেষনাগ (শ্রীলক্ষ্মণ) মেঘনাদের উপর বিবিধ অস্ত্রপ্রহার করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। রাক্ষসের তখন প্রাণটুকুই অবশিষ্ট রইল। রাবণনন্দন মেঘনাদ দেখল যে শ্রীলক্ষ্মণ যে কোনো সময় তাকে বধ করে ফেলবেন॥ ৩॥ তখন (মেঘনাদ প্রাণসংশয় হয়েছে দেখে) বীরঘাতন শক্তিশেল প্রয়োগ করল। সেই তেজোময় শক্তিশেল শ্রীলক্ষ্মণের বুকে আঘাত করল। শক্তিশেলের আঘাতে শ্রীলক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখন মেঘনাদ নির্ভয়ে তাঁর কাছে গেল॥ ৪॥

দোহা (৫৪)

মেঘনাদ সম কোটি সত জোধা রহে উঠাই।
জগদাধার সেষ কিমি উঠৈ চলে খিসিআই॥

চৌপাই (১—৪)

সুনু গিরিজা ক্রোধানল জাসূ। জারই ভুবন চারিদস আসূ॥
সক সংগ্রাম জীতি কো তাহী। সেবহিঁ সুর নর অগ জগ জাহী॥

যহ কৌতূহল জানই সোঈ। জা পর কৃপা রাম কৈ হোঈ॥
সন্ধ্যা ভই ফিরি দ্বৌ বাহনী। লগে সঁভারন নিজ নিজ অনী॥

ব্যাপক ব্রহ্ম অজিত ভুবনেস্বর। লছিমন কহাঁ বূঝ করুনাকর॥
তব লগি লৈ আয়উ হনুমানা। অনুজ দেখি প্রভু অতি দুখ মানা॥

জামবন্ত কহ বৈদ সুষেনা। লঙ্কা রহই কো পঠঈ লেনা॥
ধরি লঘু রূপ গয়উ হনুমন্তা। আনেউ ভবন সমেত তুরন্তা॥

দোহা (৫৫)

রাম পদারবিন্দ সির নায়উ আই সুষেন।
কহা নাম গিরি ঔষধী জাহু পবনসুত লেন॥

চৌপাই (১—২)

রাম চরন সরসিজ উর রাখী। চলা প্রভঞ্জনসুত বল ভাষী॥
উহাঁ দূত এক মরমু জনাবা। রাবনু কালনেমি গৃহ আবা॥

দসমুখ কহা মরমু তেহিঁ সুনা। পুনি পুনি কালনেমি সিরু ধুনা॥
দেখত তুম্হহি নগরু জেহিঁ জারা। তাসু পন্থ কো রোকন পারা॥

দোহা—মেঘনাদসম শতকোটি (অগণিত) রাক্ষস বীর যোদ্ধা শ্রীলক্ষ্মণকে তোলবার চেষ্টা করল কিন্তু জগতের আধার শ্রীশেষকে (শ্রীলক্ষ্মণকে) তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হল না। তারা লজ্জিত হয়ে চলে গেল॥ ৫৪॥

চৌপাই—(ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে গিরিজা ! শোনো। (প্রলয়কালে) যে (শেষনাগের) ক্রোধ চতুর্দশ ভুবনকে (তৎক্ষণাৎ) নিমেষে ভস্ম করে ফেলে আর যাঁর সেবায় দেবতা, মানব ও সমগ্র বিশ্বচরাচর সতত নিত্যযুক্ত থাকে, তাঁকে সংগ্রামে পরাজিত করা কার পক্ষে সম্ভব ? ১॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা থাকলে তবে এই লীলা বোঝা সম্ভব। দিবাবসানে উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী নিজ নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন করল ; সেনাপতিগণ নিজ নিজ সৈন্যদলকে সামলাতে তৎপর হলেন॥ ২॥ এইবার সর্বগত, অজেয়, অখিল ভুবনেশ্বর, করুণাকর, পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জানতে চাইলেন—লক্ষ্মণ কোথায় ? তখনই শ্রীহনুমান শ্রীলক্ষ্মণকে তুলে শ্রীপ্রভুর সম্মুখে নিয়ে এলেন। অনুজকে ওই অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে শ্রীপ্রভু দুঃখিত হলেন॥ ৩॥ জাম্ববান বললেন—চিকিৎসা করবার জন্য সুষেণ বৈদ্য দরকার। তার নিবাস লঙ্কায়। তাকে আনবার জন্য কাউকে কী পাঠানো সম্ভব ? তখন শ্রীহনুমান ক্ষুদ্ররূপ ধারণ করে লঙ্কায় ঢুকে পড়লেন আর ভবন শুদ্ধ সুষেণ বৈদ্যকে তুলে নিয়ে এলেন॥ ৪॥

দোহা—সুষেণ বৈদ্য এসে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে মস্তক অবনমন করে পর্বত ও ঔষধির নাম বলল আর তা পবননন্দন শ্রীহনুমানকে জোগাড় করতে বলল॥ ৫৫॥

চৌপাই— অন্তরে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করে ও ঔষধি আনয়নে নিজের শক্তির পরিচয় দিয়ে পবনপুত্র শ্রীহনুমান তৎক্ষণাৎ যাত্রা করলেন। গুপ্তচরের মুখে রাবণ সকল সংবাদ জানতে পারল। তখন সে কালনেমির গৃহে গেল॥ ১॥ রাবণ সবিস্তারে ঘটনা বিবরণ কালনেমিকে বলল। সব কথা শুনে কালনেমি মাথা চাপড়ে বলল—তাকে আটকাতে বলছ যে তোমার চোখের সামনে লঙ্কাকে ভস্মসাৎ করে দিয়েছিল ? ২॥

চৌপাই (৩—৪)

ভজি রঘুপতি করু হিত আপনা। ছাঁড়েহু নাথ মৃষা জল্পনা।।
নীল কঞ্জ তনু সুন্দর স্যামা। হৃদয়ঁ রাখু লোচনাভিরামা।।
মৈঁ তৈঁ মোর মূঢ়তা ত্যাগূ। মহা মোহ নিসি সূতন জাগূ।।
কাল ব্যাল কর ভচ্ছক জোঈ। সপনেহুঁ সমর কি জীতিঅ সোঈ।।

দোহা (৫৬)

সুনি দসকন্ঠ রিসান অতি তেহিঁ মন কীন্হ বিচার।
রাম দূত কর মরৌঁ বরু যহ খল রত মল ভার।।

চৌপাই (১—৪)

অস কহি চলা রচিসি মগ মায়া। সর মন্দির বর বাগ বনায়া।।
মারুতসুত দেখা সুভ আশ্রম। মুনিহি বূঝি জল পিয়ৌঁ জাই শ্রম।।
রাচ্ছস কপট বেষ তহঁ সোহা। মায়াপতি দূতহি চহ মোহা।।
জাই পবনসুত নায়উ মাথা। লাগ সো কহৈ রাম গুন গাথা।।
হোত মহা রন রাবন রামহিঁ। জিতিহহিঁ রাম ন সংসয় যা মহিঁ।।
ইহাঁ ভএঁ মৈঁ দেখেউঁ ভাঈ। গ্যানদৃষ্টি বল মোহি অধিকাঈ।।
মাগা জল তেহিঁ দীন্হ কমন্ডল। কহ কপি নহিঁ অঘাউঁ থোরেঁ জল।।
সর মজ্জন করি আতুর আবহু। দিচ্ছা দেউঁ গ্যান জেহিঁ পাবহু।।

দোহা (৫৭)

সর পৈঠত কপি পদ গহা মকরীঁ তব অকুলান।
মারী সো ধরি দিব্য তনু চলী গগন চঢ়ি জান।।

চৌপাই (১)

কপি তব দরস ভইউঁ নিষ্পাপা। মিটা তাত মুনিবর কর সাপা।।
মুনি ন হোই যহ নিসিচর ঘোরা। মানহু সত্য বচন কপি মোরা।।

শ্রীরঘুনাথের শরণাগত হয়ে তুমি তোমার মঙ্গল চিন্তায় মন দাও। হে নাথ ! অলীক কল্পনা পরিহার করো। নয়নাভিরাম নীলকমল শ্যামাঙ্গ শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ চিত্তে স্থান দাও॥ ৩॥ ভেদাভেদ ও মোহ-মূঢ়তায় তুমি ডুবে আছ। তুমি মহামোহ রাত্রিতে ঘুমিয়ে আছ। এইবার জাগো। যিনি কালসম সর্পকে ভক্ষণ করতে সক্ষম তাঁকে কি যুদ্ধে পরাজিত করা যায় ? ৪॥

দোহা — কালনেমির কথা শুনে রাবণ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। কালনেমি দেখল যে পাপাসক্ত রাবণের হাতে মৃত্যু হওয়ার চেয়ে তা শ্রীরামচন্দ্রের দূতের হাতে মৃত্যু হওয়াই অনেক ভালো॥ ৫৬॥

চৌপাই — অতএব কালনেমিকে রাবণ সেই কার্য করতে বাধ্য করল। তখন কালনেমি শ্রীহনুমানের যাত্রাপথে এক কৃত্রিম সরোবর, মন্দির ও সুন্দর উদ্যান রচনা করল। শ্রীহনুমান পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন। তৃষ্ণা নিবারণ হেতু শ্রীহনুমান নেমে মুনির অনুমতি নিয়ে জল পান করতে চাইলেন॥ ১॥ কালনেমি রাক্ষস সেই সুরম্য আশ্রমে মুনি সেজে বসে ছিল। সেই মূর্খ নিজ মায়া দ্বারা মায়াপতির দূতকে মোহিত করতে চাইল। শ্রীহনুমান সেই মুনির কাছে গিয়ে প্রণাম নিবেদন করে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা সংকীর্তন করতে লাগলেন॥ ২॥ (মুনি বেশধারী কালনেমি বলল—) রাবণ ও শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হচ্ছে যাতে জয়লাভ যে শ্রীরামচন্দ্রের হবে তা সুনিশ্চিত। আমি এইখানে বসেই সব দেখতে পাই। সেই দিব্যদৃষ্টি আমার আছে॥ ৩॥ শ্রীহনুমান মুনির কাছে জল চাইলে মুনি কমণ্ডলু ভর্তি জল এগিয়ে দিলে হনুমান বললেন—এত অল্প জলে আমার তৃষ্ণা নিবারণ হবে না। মুনিবেশধারী কালনেমি উত্তর দিল—সরোবরে স্নান করে এখনই ফিরে এসো আমি তোমাকে দীক্ষা দান করব যাতে তুমি জ্ঞানলাভ করবে॥ ৪॥

দোহা— অবগাহন হেতু সরোবরে প্রবেশ করতেই এক স্ত্রী-কুম্ভীর শ্রীহনুমানের পা কামড়ে ধরল। শ্রীহনুমান তাকে বধ করলেন ? তখন সে দিব্য দেহ ধারণ করে আকাশে উঠে গেল॥ ৫৭॥

চৌপাই— (সে বলল—) হে বানর ! তোমার দর্শন লাভ করে আমি পাপমুক্ত হয়ে গেলাম। হে তাত ! মুনিবরের অভিশাপ দূর হল। হে কপি ! মুনি ভণ্ড ; আসলে রাক্ষস। সাবধান হও। আমার বাক্য সত্য বলে জানবে॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

অস কহি গঈ অপছরা জবহীঁ। নিসিচর নিকট গয়উ কপি তবহীঁ॥
কহ কপি মুনি গুরদছিনা লেহূ। পাছেঁ হমহিঁ মন্ত্র তুম্হ দেহূ॥
সির লঙ্গূর লপেটি পছারা। নিজ তনু প্রগটেসি মরতী বারা॥
রাম রাম কহি ছাড়েসি প্রানা। সুনি মন হরষি চলেউ হনুমানা॥
দেখা সৈল ন ঔষধ চীন্হা। সহসা কপি উপারি গিরি লীন্হা॥
গহি গিরি নিসি নভ ধাবত ভয়উ। অবধপুরী উপর কপি গয়উ॥

দোহা (৫৮)

দেখা ভরত বিসাল অতি নিসিচর মন অনুমানি।
বিনু ফর সায়ক মারেউ চাপ শ্রবন লগি তানি॥

চৌপাই (১—৪)

পরেউ মুরুছি মহি লাগত সায়ক। সুমিরত রাম রাম রঘুনায়ক॥
সুনি প্রিয় বচন ভরত তব ধাএ। কপি সমীপ অতি আতুর আএ॥
বিকল বিলোকি কীস উর লাবা। জাগত নহিঁ বহু ভাঁতি জগাবা॥
মুখ মলীন মন ভএ দুখারী। কহত বচন ভরি লোচন বারী॥
জেহিঁ বিধি রাম বিমুখ মোহি কীন্হা। তেহি পুনি যহ দারুন দুখ দীন্হা॥
জৌঁ মোরেঁ মন বচ অরু কায়া। প্রীতি রাম পদ কমল অমায়া॥
তৌ কপি হোউ বিগত শ্রম সূলা। জৌঁ মো পর রঘুপতি অনুকূলা॥
সুনত বচন উঠি বৈঠ কপীসা। কহি জয় জয়তি কোসলাধীসা॥

সোরঠা (৫৯)

লীন্হ কপিহি উর লাই পুলকিত তনু লোচন সজল।
প্রীতি ন হৃদয়ঁ সমাই সুমিরি রাম রঘুকুল তিলক॥

এই কথা বলে অপ্সরা চলে যাওয়ার পর শ্রীহনুমান রাক্ষসের কাছে গেলেন। শ্রীহনুমান বললেন—হে মুনি ! আগে গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করুন। পরে না হয় মন্ত্র দেবেন॥ ২ ॥ শ্রীহনুমান এইবার সেই কপট মুনির মাথাটা লাঙ্গুল দিয়ে জাপটে ধরে তাকে ভূমিতে আছাড় মারলেন। মৃত্যুকালে কালনেমি রাক্ষসদেহ লুকিয়ে রাখতে পারল না। সে রাম-নাম নিয়ে প্রাণত্যাগ করল। তার মুখেও রাম নাম শ্রবণ করে শ্রীহনুমান এইবার প্রসন্নচিত্তে এগিয়ে গেলেন॥ ৩ ॥ শ্রীহনুমান পর্বত দেখলেন কিন্তু ঔষধি চিনতে সক্ষম হলেন না। তখন শ্রীহনুমান সম্পূর্ণ পর্বতকেই উৎপাটন করে নিলেন। পর্বত নিয়েই শ্রীহনুমান রাত্রিকালেই আকাশ পথে ছুটে চললেন আর অযোধ্যার উপর উপনীত হলেন॥ ৪ ॥

দোহা—আকাশ পথে বিশাল কোনো বস্তু ছুটছে দেখে শ্রীভরত ভাবলেন তা নিশ্চয়ই কোনো রাক্ষস। অতএব তিনি ধনুকে আকর্ণ জ্যারোপ করে এক ফলা ছাড়া শর নিক্ষেপ করলেন॥ ৫৮ ॥

চৌপাই—শরাঘাতে শ্রীহনুমান 'রাম রাম রঘুপতি' বলতে বলতে মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। অতি প্রিয় শব্দ (রামনাম) শ্রবণ করে শ্রীভরত উঠে ছুটে গেলেন আর উদ্বিগ্ন চিত্তে শ্রীহনুমানের সমীপে উপনীত হলেন॥ ১ ॥ জ্ঞানহীন শ্রীহনুমানকে শ্রীভরত বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর নানাভাবে তাঁর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু তিনি সফল হলেন না। তখন শ্রীভরতের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বিষণ্ণচিত্তে সজল নয়নে বললেন—যে বিধাতা আমার প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বিরহ যাতনা দিয়েছেন তিনিই আবার আমাকে ভয়ানক দুঃখ দিলেন। যদি কায়মনোবাক্যে আমায় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে অচলা প্রীতি থাকে আর যদি প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আমার উপর প্রসন্ন থাকেন তাহলে যেন এই বানর ক্লান্তি ও পীড়া বিরহিত হয়ে যায়। শ্রীভরতের কথা শ্রবণ করে কপিরাজ শ্রীহনুমান কৌশলরাজ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে উঠে বসলেন॥ ২-৪ ॥

সোরঠা— শ্রীভরত বানরকে (শ্রীহনুমানকে) বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অঙ্গে তাঁর তখন পুলক শিহরণ ও নয়নে প্রেমানন্দাশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে শ্রীভরতের অঙ্গে প্রীতিকে হৃদয় কলসে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না॥ ৫৯ ॥

চৌপাই (১—৪)

তাত কুসল কহু সুখনিধান কী। সহিত অনুজ অরু মাতু জানকী॥
কপি সব চরিত সমাস বখানে। ভএ দুখী মন মহুঁ পছিতানে॥
অহহ দৈব মৈঁ কত জগ জায়উঁ। প্রভু কে একহু কাজ ন আয়উঁ॥
জানি কুঅবসরু মন ধরি ধীরা। পুনি কপি সন বোলে বলবীরা॥
তাত গহরু হোইহি তোহি জাতা। কাজু নসাইহি হোত প্রভাতা॥
চঢু মম সায়ক সৈল সমেতা। পঠবৌঁ তোহি জহঁ কৃপানিকেতা॥
সুনি কপ মন উপজা অভিমানা। মোরেঁ ভার চলিহি কিমি বানা॥
রাম প্রভাব বিচারি বহোরী। বন্দি চরন কহ কপি কর জোরী॥

দোহা (৬০ ক)

তব প্রতাপ উর রাখি প্রভু জৈহউঁ নাথ তুরন্ত।
অস কহি আয়সু পাই পদ বন্দি চলেউ হনুমন্ত॥

দোহা (৬০ খ)

ভরত বাহু বল সীল গুন প্রভু পদ প্রীতি অপার।
মন মহুঁ জাত সরাহত পুনি পুনি পবনকুমার॥

চৌপাই (১—৩)

উহাঁ রাম লছিমনহি নিহারী। বোলে বচন মনুজ অনুসারী॥
অর্ধ রাতি গই কপি নহিঁ আয়উ। রাম উঠাই অনুজ উর লায়উ॥
সকহু ন দুখিত দেখি মোহি কাউ। বন্ধু সদা তব মৃদুল সুভাউ॥
মম হিত লাগি তজেহু পিতু মাতা। সহেহু বিপিন হিম আতপ বাতা॥
সো অনুরাগ কহাঁ অব ভাঈ। উঠহু ন সুনি মম বচ বিকলাঈ॥
জৌ জনতেউঁ বন বন্ধু বিছোহূ। পিতা বচন মনতেউঁ নহিঁ ওহূ॥

চৌপাই—(শ্রীভরত বললেন—) হে তাত ! অনুজ লক্ষ্মণ ও মাতা জানকী দেবী সহিত সুখধাম প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কুশল বার্তা আমি জানতে চাই। বানর (শ্রীহনুমান) তখন সংক্ষেপে সব কথা শ্রীভরতকে জানালেন। ঘটনা বৃত্তান্ত শ্রবণ করে শ্রীভরতের আর দুঃখের সীমা রইল না ; তিনি আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন— দৈব দোষে আমি শ্রীপ্রভুর কোনো কাজেই আসলাম না। জগতে আমার জন্মগ্রহণ করাই বৃথা গেল। অতঃপর হা-হুতাশ করবার সময় তখন নয় মনে করে শ্রীভরত শান্ত হয়ে শ্রীহনুমানকে বললেন —হে তাত ! তোমার পৌঁছাতে দেরি হয়ে গেলে সকাল হয়ে গেলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি পর্বত নিয়ে আমার শরের উপর বসে পড়। আমি তোমাকে কৃপাধাম শ্রীরামচন্দ্র সমীপে পৌঁছে দিচ্ছি॥ ১-৩॥ শ্রীভরতের কথা শ্রবণ করে ক্ষণিকের জন্য শ্রীহনুমানের মনে সন্দেহ হল যে তাঁর ভার বহন করে শর কেমন করে যাবে ? (কিন্তু) পরক্ষণেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রম বিবেচনা করে শ্রীহনুমান শ্রীভরতের চরণ বন্দনা করে হাতজোড় করে বললেন— ॥ ৪॥

দোহা—*(শ্রীহনুমান শ্রীভরতকে বললেন—) হে নাথ ! হে প্রভু ! আপনার পরাক্রম অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে আমি অল্পক্ষণেই পৌঁছে যাব। এইরূপ বলে শ্রীভরতের অনুমতি নিয়ে ও তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে শ্রীহনুমান আবার যাত্রা করলেন॥ ৬০ (ক)॥*

দোহা—*শ্রীভরতের শৌর্যবীর্য, সদাচার, গুণ ও শ্রীপ্রভুর চরণে অনন্য ভক্তির কথা বারে বারে স্মরণ করতে করতে শ্রীহনুমান ঝড়ের বেগে ছুটে চললেন॥ ৬০ (খ)॥*

চৌপাই—এদিকে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে সাধারণ মানুষসম আলিঙ্গন করে বলতে লাগলেন— অর্ধরাত্রি অতিক্রান্ত হল তবুও হনুমান এসে পৌঁছাল না। ভাই আমার ! তুমি কখনো আমার দুঃখ সহ্য করতে পারতে না। তোমার যে অতি কোমল প্রকৃতি। আমার মঙ্গলের জন্য তুমি মা-বাবাকে ছেড়ে অরণ্যে এসে শীত, গ্রীষ্ম, ঝড়, জল সবই সহ্য করেছ॥ ১-২ ॥ হে ভাই আমার ! সেই প্রেম (প্রীতি) তুমি আবার দেখাবে না ! তাহলে আমার করুণ অবস্থা দেখে উঠে দাঁড়াচ্ছ না কেন ? আমি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতাম যে অরণ্যে গমন করলে ভ্রাতাকে হারাতে হবে তাহলে আমি আমার সেই (পরম

চৌপাই (৪—৯)

সুত বিত নারি ভবন পরিবারা। হোহিঁ জাহিঁ জগ বারহিঁ বারা॥
অস বিচারি জিয়ঁ জাগহু তাতা। মিলই ন জগত সহোদর ভ্রাতা॥
জথা পঙ্খ বিনু খগ অতি দীনা। মনি বিনু ফনি করিবর কর হীনা॥
অস মম জিবন বন্ধু বিনু তোহী। জৌঁ জড় দৈব জিআবৈ মোহী॥
জৈহউঁ অবধ কবন মুহু লাঈ। নারি হেতু প্রিয় ভাই গঁবাঈ॥
বরু অপজস সহতেউঁ জগ মাহীঁ। নারি হানি বিসেষ ছতি নাহীঁ॥
অব অপলোকু সোকু সুত তোরা। সহিহি নিঠুর কঠোর উর মোরা॥
নিজ জননী কে এক কুমারা। তাত তাসু তুম্হ প্রান অধারা॥
সৌঁপেসি মোহি তুম্হহি গহি পানী। সব বিধি সুখদ পরম হিত জানী॥
উতরু কাহ দৈহউঁ তেহি জাঈ। উঠি কিন মোহি সিখাবহু ভাঈ॥
বহু বিধি সোচত সোচ বিমোচন। স্রবত সলিল রাজিব দল লোচন॥
উমা এক অখন্ড রঘুরাঈ। নর গতি ভগত কৃপাল দেখাঈ॥

সোরঠা (৬১)

প্রভু প্রলাপ সুনি কান বিকল ভএ বানর নিকর।
আই গয়উ হনুমান জিমি করুনা মহঁ বীর রস॥

চৌপাই (১—৩)

হরষি রাম ভেটেউ হনুমানা। অতি কৃতগ্য প্রভু পরম সুজানা॥
তুরত বৈদ তব কীন্হি উপাঈ। উঠি বৈঠে লছিমন হরষাঈ॥
হৃদয়ঁ লাই প্রভু ভেঁটেউ ভ্রাতা। হরষে সকল ভালু কপি ব্রাতা॥
কপি পুনি বৈদ তহাঁ পহুঁচাবা। জেহি বিধি তবহিঁ তাহি লই আবা॥
যহ বৃত্তান্ত দসানন সুনেউ। অতি বিষাদ পুনি পুনি সির ধুনেউ॥
ব্যাকুল কুম্ভকরন পহিঁ আবা। বিবিধ জতন করি তাহি জগাবা॥

কর্তব্যরূপ) পিতৃবাক্যও লঙ্ঘন করতাম॥ ৩॥ পুত্র, ধনসম্পদ, স্ত্রী, গৃহ ও আত্মীয়স্বজন—জগতে পুনঃ পুনঃ প্রাপ্তি হতে পারে কিন্তু সহোদর ভ্রাতা বারে বারে পাওয়া যায় না। এই কথার গুরুত্ব বুঝে হে তাত! তুমি উঠে বস॥ ৪॥ ডানা ছাড়া পক্ষী, মণি ছাড়া সর্প ও কুঞ্জরাস্য ছাড়া কুঞ্জর অসহায় হয়ে যায়। হে ভাই! যদি নিষ্ঠুর বিধাতা আমাকে জীবিত রাখেন তাহলে আমার অবস্থাও যে তাদের মতন হয়ে যাবে॥ ৫॥ স্ত্রীকে উদ্ধার করতে গিয়ে প্রিয় ভ্রাতাকে হারিয়ে আমি কোন্ মুখে অযোধ্যা ফিরে যাব ? জগতে না হয় আমার অপযশই হোত (যে রামের মধ্যে সেই পরাক্রম নেই যার জন্য সে স্ত্রীকে খুইয়েছে)। এই ক্ষতির তুলনায় সেই ক্ষতি বোধহয় কম হোত॥ ৬॥ এখন তো হে পুত্র! আমার নিষ্ঠুর সুকঠিন হৃদয় এই অপযশ ও তোমার শোক দুইই সহ্য করতে বাধ্য হবে। হে তাত ! তুমি তোমার মাতার পরম আদরের সন্তান ও তাঁর প্রাণসম প্রিয়। সর্বসুখকর ও পরম কল্যাণকর জেনে তিনি তোমাকে আমার হাতে অর্পণ করেছিলেন। আমি ফিরে গিয়ে তাঁকে কী উত্তর দেব ? তুমি হে ভ্রাতা ! উঠে আমাকে বলে দাও॥ ৭-৮॥ চিন্তা বিমোচন শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে নানারকম চিন্তা করছেন। তাঁর কমলদলসম নয়ন থেকে বিষাদের অশ্রু ঝরে পড়ছিল। (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে উমা! শ্রীরঘুনাথ অদ্বিতীয় ও অখণ্ড। ভক্তের উপর কৃপাকারী শ্রীভগবান (লীলাচ্ছলে) সাধারণ মানুষের অবস্থা দেখালেন॥ ৯॥

দোহা—শ্রীপ্রভুর (লীলাচ্ছলে কৃত) বিলাপ শ্রবণ করে বানরসকল ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেই মুহূর্তেই শ্রীহনুমান উপস্থিত হলেন। যেন করুণরসের পরিবেশ বদলে বীররসের আগমন হল॥ ৬১॥

চৌপাই—প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পরমানন্দে শ্রীহনুমানকে আলিঙ্গন দান করলেন। শ্রীপ্রভুকে হনুমানের প্রতি অতিশয় কৃতজ্ঞ মনে হল। তখন বৈদ্য (সুষেণ) তৎক্ষণাৎ ঔষধি প্রয়োগ করল আর শ্রীলক্ষ্মণ আনন্দে উঠে বসলেন॥ ১॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অনুজকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ঋক্ষ-বানর সকলের মধ্যে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। অতঃপর শ্রীহনুমান বৈদ্যকে স্বগৃহে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন॥ ২॥ ঘটনা-বিবরণ জানতে পেরে রাবণ মর্মাহত হল আর মাথা চাপড়াতে লাগল। সে তখন ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের কাছে ছুটে গেল আর বহু সাধ্যসাধনা করে তার ঘুম ভাঙাল॥ ৩॥

চৌপাই (৪—৬)

জাগা নিসিচর দেখিঅ কৈসা। মানহুঁ কালু দেহ ধরি বৈসা॥
কুম্ভকরন বূঝা কহু ভাঈ। কাহে তব মুখ রহে সুখাঈ॥
কথা কহী সব তেহিঁ অভিমানী। জেহি প্রকার সীতা হরি আনী॥
তাত কপিন্হ সব নিসিচর মারে। মহা মহা জোধা সংঘারে॥
দুর্মুখ সুররিপু মনুজ অহারী। ভট অতিকায় অকম্পন ভারী॥
অপর মহোদর আদিক বীরা। পরে সমর মহি সব রনধীরা॥

দোহা (৬২)

সুনি দসকন্ধর বচন তব কুম্ভকরন বিলখান।
জগদম্বা হরি আনি অব সঠ চাহত কল্যান॥

চৌপাই (১—৪)

ভল ন কীন্হ তৈঁ নিসিচর নাহা। অব মোহি আই জগাএহি কাহা॥
অজহূঁ তাত ত্যাগ অভিমানা। ভজহু রাম হোইহি কল্যানা॥
হৈ দসসীস মনুজ রঘুনায়ক। জাকে হনূমান সে পায়ক॥
অহহ বন্ধু তৈঁ কীন্হি খোটাঈ। প্রথমহিঁ মোহি ন সুনাএহি আঈ॥
কীন্হেহু প্রভু বিরোধ তেহি দেবক। সিব বিরঞ্চি সুর জাকে সেবক॥
নারদ মুনি মোহি গ্যান জো কহা। কহতেউঁ তোহি সময় নিরবহা॥
অব ভরি অঙ্ক ভেঁটু মোহি ভাঈ। লোচন সুফল করৌঁ মৈঁ জাঈ॥
স্যাম গাত সরসীরুহ লোচন। দেখৌঁ জাই তাপ ত্রয় মোচন॥

দোহা (৬৩)

রাম রূপ গুন সুমিরত মগন ভয়উ ছন এক।
রাবন মাগেউ কোটি ঘট মদ অরু মহিষ অনেক॥

চৌপাই (১)

মহিষ খাই করি মদিরা পানা। গর্জা বজ্রাঘাত সমানা॥
কুম্ভকরন দুর্মদ রন রঙ্গা। চলা দুর্গ তজি সেন ন সঙ্গা॥

কুম্ভকর্ণ জেগে উঠে বসল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং কাল সশরীরে সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে আছে। কুম্ভকর্ণ তখন জিজ্ঞাসা করল—হে ভাই ! বল, তোমার মুখটা শুকনো লাগছে কেন ? ৪ ॥ তখন সেই অহংকারী (রাবণ) তাকে সীতা হরণ থেকে এ পর্যন্ত সকল কথা সবিস্তারে বলল। (অতঃপর রাবণ বলল —) হে তাত ! বানরগণ সকল রাক্ষসকে বধ করেছে। বড় বড় বীর যোদ্ধাদেরও সংহার করে ফেলেছে॥ ৫ ॥ দুর্মুখ, দেবশত্রু (দেবান্তক), মানুষভক্ষক (নরান্তক), মহাবীর অতিকায় ও অকম্পন আর মহোদর আদি অন্য রণকুশল বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে॥ ৬ ॥

দোহা— *রাবণের কথাগুলি শুনে কুম্ভকর্ণ দুঃখিত চিত্তে বলল—ওরে মূর্খ ! জগজ্জননী জানকীকে হরণ করে এনে তুই এখন কল্যাণ চাস ? ৬২ ॥*

চৌপাই—ওরে রাক্ষসরাজ ! তুই ভালো কাজ করিসনি। এখন আমাকে ঘুম থেকে তুলে কী হবে ? হে তাত ! এখনও সময় আছে। অহংকার ছেড়ে শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হ। তাহলেই তোর কল্যাণ হওয়া সম্ভব॥ ১ ॥ হে রাবণ ! যার হনুমানসম সেবক বর্তমান সেই শ্রীরঘুনাথ সাধারণ একজন মানুষ কখনই নন। হায়রে ! ভাই আমার ! তুই ঠিক কাজ করিসনি। এ সব করবার আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করলি না কেন ? ২ ॥ হে লঙ্কাপতি ! তুমি সেই দেবেশ্বরের বিরোধিতা করেছ যাঁর সেবায় শিব, ব্রহ্মা নিত্যযুক্ত থাকেন। নারদ মুনি যে কথা আমাকে বলেছিলেন তা আমি তোমায় বললাম ; কিন্তু এখন তো আর তা সম্ভব নয়॥ ৩ ॥ হে ভাই ! এইবার (শেষবারের মতন) আমাকে প্রাণভরে আলিঙ্গন করে নাও। আমি রণক্ষেত্রে গিয়ে তাঁকে দর্শন করে চক্ষু সার্থক করি ; যাই, ত্রিতাপহারী শ্যামসুন্দর কমলনয়ন শ্রীরামচন্দ্রকে গিয়ে দর্শন করে আসি॥ ৪ ॥

দোহা— *প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের রূপ ও গুণসকল স্মরণ করে কুম্ভকর্ণ এক মুহূর্তের জন্য প্রেমময় হয়ে গেল। অতঃপর রাবণ তার খাদ্যরূপে সুপ্রচুর পরিমাণ সুরা ও মাংসের ব্যবস্থা করে দিল॥ ৬৩ ॥*

চৌপাই—সুরা-মাংস গ্রহণ করে কুম্ভকর্ণ গর্জন করে উঠল ; মনে হল যেন বজ্রপাত হল। মাতাল রণমত্ত কুম্ভকর্ণ কেল্লা থেকে যাত্রা করল। সঙ্গে

চৌপাই (২—৫)

দেখি বিভীষনু আগেঁ আয়উ। পরেউ চরন নিজ নাম সুনায়উ।।
অনুজ উঠাই হৃদয়ঁ তেহি লায়ো। রঘুপতি ভক্ত জানি মন ভায়ো।।

তাত লাত রাবন মোহি মারা। কহত পরম হিত মন্ত্র বিচারা।।
তেহিঁ গলানি রঘুপতি পহিঁ আয়উঁ। দেখি দীন প্রভু কে মন ভায়উঁ।।

সুনু সুত ভয়উ কালবস রাবন। সো কি মান অব পরম সিখাবন।।
ধন্য ধন্য তৈঁ ধন্য বিভীষন। ভয়হু তাত নিসিচর কুল ভূষন।।

বন্ধু বংস তৈঁ কীন্হ উজাগর। ভজেহু রাম সোভা সুখ সাগর।।

দোহা (৬৪)

বচন কর্ম মন কপট তজি ভজেহু রাম রনধীর।
জাহু ন নিজ পর সূঝ মোহি ভয়উঁ কালবস বীর।।

চৌপাই (১—৫)

বন্ধু বচন সুনি চলা বিভীষন। আয়উ জহঁ ত্রৈলোক বিভূষন।।
নাথ ভূধরাকার সরীরা। কুম্ভকরন আবত রনধীরা।।
এতনা কপিন্হ সুনা জব কানা। কিলকিলাই ধাএ বলবানা।।
লিএ উঠাই বিটপ অরু ভূধর। কটকটাই ডারহিঁ তা উপর।।
কোটি কোটি গিরি সিখর প্রহারা। করহিঁ ভালু কপি এক এক বারা।।
মুর্‍যো ন মনু তনু টর্‍যো ন টার্‍যো। জিমি গজ অর্ক ফলনি কো মার্‍যো।।
তব মারুতসুত মঠিকা হন্যো। পর্‍যো ধরনি ব্যাকুল সির ধুন্যো।।
পুনি উঠি তেহিঁ মারেউ হনুমন্তা। ঘুর্মিত ভূতল পরেউ তুরন্তা।।
পুনি নল নীলহি অবনি পছারেসি। জহঁ তহঁ পটকি পটকি ভট ডারেসি।।
চলী বলীমুখ সেন পরাঈ। অতি ভয় ত্রসিত ন কোউ সমুদাঈ।।

কোনো সৈন্য নিল না॥ ১॥ তাকে দেখে বিভীষণ এগিয়ে এলেন আর তাকে প্রণাম করে পরিচয় দিলেন। কুম্ভকর্ণ অনুজকে তুলে আলিঙ্গন করল। তাঁকে শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত জেনে সে প্রসন্নচিত্ত হল॥ ২॥ (বিভীষণ বললেন—) হে তাত ! আমি যখন দাদাকে পরম মঙ্গলকর পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত জানালাম তখন আমার ভাগ্যে পদাঘাত জুটেছিল। সেই গ্লানি আমাকে শ্রীরঘুনাথের শরণাগত করেছে। আমাকে দীনহীন জ্ঞানে শ্রীপ্রভু আশ্রয় দান করেছেন॥ ৩॥ (কুম্ভকর্ণ বলল—) হে বৎস ! শোনো। রাবণ তো কালের বশীভূত হয়ে আছে (কাল তার শিয়রে দণ্ডায়মান)। তার পক্ষে এখন কী কোনো সদুপদেশ শোনা সম্ভব ? হে বিভীষণ ! তুই ধন্য, ধন্য, ধন্য। হে বৎস ! তুই তো রাক্ষসকুলের ভূষণ হয়ে গিয়েছিস ! ৪॥ হে ভাই ! তুই নিজ কুলকে শোভাসাগর ও সুখসাগর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে পূজার্চনা করে জ্যোতির্ময় করে দিয়েছিস (অর্থাৎ বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছিস)॥ ৫॥

দোহা—*ছলচাতুরি বিরহিত হয়ে রণনিপুণ শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় নিত্যযুক্ত থাকো। আমিও কালের গ্রাস হয়ে গিয়েছি তাই আমার আপন-পর বোধ ঘুচে গিয়েছে। তাই এইবার তুমি এসো॥ ৬৪॥*

চৌপাই— দাদার কথা মতন বিভীষণ ফিরে এলেন আর ত্রিলোকভূষণ শ্রীরামচন্দ্রের কাছে উপনীত হলেন। (বিভীষণ বললেন—) হে নাথ ! পর্বতসম (বিশাল) দেহ রণনিপুণ কুম্ভকর্ণ আসছে॥ ১॥ কুম্ভকর্ণের আগমন বার্তা বলবান মর্কটদলকে আনন্দ দানের সঙ্গে চঞ্চল করে তুলল। তারা ছুটে বৃক্ষ ও পর্বতখণ্ড উৎপাটন করে গর্জন করে তা কুম্ভকর্ণের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল॥ ২॥ ঋক্ষ-বানরদের প্রতি বারের কোটি সংখ্যক পর্বতশৃঙ্গ প্রহার কুম্ভকর্ণকে এতটুকুও বিচলিত করল না। অর্ক ফল দিয়ে হস্তীকে আঘাত করলে হস্তী তা জানতেও পারে না, কুম্ভকর্ণেরও সেরূপ প্রতিক্রিয়া হল॥ ৩॥ তখন শ্রীহনুমান তাকে এক মুষ্ট্যাঘাত করলেন ; এতে কুম্ভকর্ণ বিহ্বল হয়ে ভূমিতে পড়ল আর মাথা চাপড়াতে লাগল। এরপর কুম্ভকর্ণ উঠে শ্রীহনুমানকে মারল। তাতে তিনি ঘুরে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পড়ে গেলেন॥ ৪॥ অতঃপর কুম্ভকর্ণ নল ও নীলকে ধরে ভূমিতে আছাড় মারল আর অন্যান্য যোদ্ধাদেরও এদিক ওদিক ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। তার অমিত বিক্রম দেখে বানরসৈন্য পলায়ন করতে লাগল। সকলেই তখন এত ভয় পেয়েছিল যে কেউ তার সামনে এগিয়ে যেতে সাহস করছিল না॥ ৫॥

দোহা (৬৫)

অঙ্গদাদি কপি মুরুছিত করি সমেত সুগ্রীব।
কাঁখ দাবি কপিরাজ কহুঁ চলা অমিত বল সীঁব॥

চৌপাই (১—৪)

উমা করত রঘুপতি নরলীলা। খেল গরুড় জিমি অহিগন মীলা॥
ভৃকুটি ভঙ্গ জো কালহি খাঈ। তাহি কি সোহই ঐসি লরাঈ॥

জগ পাবনি কীরতি বিস্তরিহহিঁ। গাই গাই ভবনিধি নর তরিহহিঁ॥
মুরুছা গই মারুতসুত জাগা। সুগ্রীবাদি তব খোজন লাগা॥

সুগ্রীবহু কৈ মুরুছা বীতী। নিবুকি গয়উ তেহি মৃতক প্রতীতী॥
কাটেসি দসন নাসিকা কানা। গরজি অকাস চলেউ তেহিঁ জানা॥

গহেউ চরন গহি ভূমি পছারা। অতি লাঘবঁ উঠি পুনি তেহি মারা।
পুনি আয়উ প্রভু পহিঁ বলবানা। জয়তি জয়তি জয় কৃপানিধানা॥

নাক কান কাটে জিয়ঁ জানী। ফিরা ক্রোধ করি ভই মন গ্লানী॥
সহজ ভীম পুনি বিনু শ্রুতি নাসা। দেখত কপি দল উপজী ত্রাসা॥

দোহা (৬৬)

জয় জয় জয় রঘুবংস মনি ধাএ কপি দৈ হূহ।
একহি বার তাসু পর ছাড়েন্হি গিরি তরু জূহ॥

চৌপাই (১)

কুম্ভকরন রন রঙ্গ বিরুদ্ধা। সন্মুখ চলা কাল জনু ক্রুদ্ধা॥
কোটি কোটি কপি ধরি ধরি খাঈ। জনু টীড়ী গিরি গুহাঁ সমাঈ॥

দোহা—*সুগ্রীব, অঙ্গদ আদিকে মূর্ছিত করে এবং বানররাজ সুগ্রীবকে বগলদাবা করে সেই অমিত বিক্রম কুম্ভকর্ণ এগিয়ে চলল।। ৬৫ ।।*

চৌপাই—ভগবান শ্রীশংকর বললেন—হে উমা ! শ্রীরঘুনাথের নরলীলা দেখে মনে হচ্ছিল যেন গরুড় সর্পদের সঙ্গে খেলা করছে। যাঁর ভ্রূকুটি বিলাসে (অনায়াস ইচ্ছায়) কালকেও গ্রাস হতে হয় তাঁর পক্ষে এমন যুদ্ধ করা কি আদৌ প্রয়োজন ? ১।। শ্রীভগবান (এইভাবে) জগৎকে পবিত্রতা প্রদানকারী সেই অক্ষয় কীর্তি করবেন যার সংকীর্তন করে মানব ভবসাগর অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। মূর্ছাভঙ্গ হলে পবননন্দন শ্রীহনুমান ধাতস্থ হলেন। তিনি তখন সুগ্রীবকে অন্বেষণ করতে লাগলেন।। ২ ।। এদিকে সুগ্রীবেরও মূর্ছাভঙ্গ হল তখন তিনি (মৃতদেহসম) পিছলে ভূমিতে পড়ে গেলেন। কুম্ভকর্ণ তাঁকে মৃত বলে রেহাই দিল। যখন তিনি কুম্ভকর্ণের নাসিকা-কর্ণ দন্ত দ্বারা ছেদন করলেন আর গর্জন করে আকাশে উঠে গেলেন তখন কুম্ভকর্ণ জানল যে তিনি মৃত নয়, জীবিত রয়েছেন।। ৩।। এইবার কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবের পা ধরে তাকে মাটিতে আছাড় মারল। সুগ্রীবও বিদ্যুৎগতিতে উঠে কুম্ভকর্ণকে আবার আঘাত হানলেন। এইবার অমিত বিক্রম সুগ্রীব শ্রীপ্রভুর কাছে এলেন আর বললেন— কৃপানিধি শ্রীপ্রভুর জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক ! ৪।। নাসিকা-কর্ণ বিরহিত হয়ে কুম্ভকর্ণ গ্লানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল আর সে সরোষে যুদ্ধ করতে ফিরে এল। এমনিতেই কুম্ভকর্ণ আকৃতিতে ভয়ংকর ছিল তারপর নাসিকা-কর্ণ বিবর্জিত হওয়ায় সে অতি ভয়ানক লাগছিল। তাকে আবার যুদ্ধ করতে আসতে দেখে বানরসৈন্যবাহিনীর মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হল।। ৫ ।।

দোহা—*এইবার বানরসৈন্য শ্রীরঘুবীরের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে একযোগে কুম্ভকর্ণের উপর আঘাত হানল। প্রত্যেকে পর্বতখণ্ড অথবা বৃক্ষ নিয়ে যুগপৎ আক্রমণ করল।। ৬৬ ।।*

চৌপাই—যুদ্ধের উন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ কুম্ভকর্ণ সক্রোধে এমনভাবে এগিয়ে গেল যেন কাল স্বয়ং অগ্রসর হচ্ছে। সে কোটি কোটি মর্কটকে একসঙ্গে ধরে ভক্ষণ করতে লাগল। বিশাল মুখগহ্বরে বানরগণ ঢুকে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল যেন পর্বতগহ্বরে পঙ্গপাল প্রবেশ করছে।। ১।।

চৌপাই (২—৪)

কোটিন্হ গহি সরীর সন মর্দা। কোটিন্হ মীজি মিলব মহি গর্দা॥
মুখ নাসা শ্রবনন্হি কী বাটা। নিসরি পরাহিঁ ভালু কপি ঠাটা॥
রন মদ মত্ত নিসাচর দর্পা। বিশ্ব গ্রসিহি জনু এহি বিধি অর্পা॥
মুরে সুভট সব ফিরহিঁ ন ফেরে। সূঝ ন নয়ন সুনহিঁ নহিঁ টেরে॥
কুম্ভকরন কপি ফৌজ বিডারী। সুনি ধাঈ রজনীচর ধারী॥
দেখী রাম বিকল কটকাঈ। রিপু অনীক নানা বিধি আঈ॥

দোহা (৬৭)

সুনু সুগ্রীব বিভীষন অনুজ সঁভারেহু সৈন।
মৈঁ দেখউঁ খল বল দলহি বোলে রাজিবনৈন॥

চৌপাই (১—৪)

কর সারঙ্গ সাজি কটি ভাথা। অরি দল দলন চলে রঘুনাথা॥
প্রথম কীন্হি প্রভু ধনুষ টঁকোরা। রিপু দল বধির ভয়উ সুনি সোরা॥
সত্যসন্ধ ছাঁড়ে সর লচ্ছা। কালসর্প জনু চলে সপচ্ছা॥
জহঁ তহঁ চলে বিপুল নারাচা। লগে কটন ভট বিকট পিসাচা॥
কটহিঁ চরন উর সির ভুজদন্ডা। বহুতক বীর হোহিঁ সত খন্ডা॥
ঘুর্মি ঘুর্মি ঘায়ল মহি পরহীঁ। উঠি সম্ভারি সুভট পুনি লরহীঁ॥
লাগত বান জলদ জিমি গাজহিঁ। বহুতক দেখি কঠিন সর ভাজহিঁ॥
রুন্ড প্রচন্ড মুন্ড বিনু ধাবহিঁ। ধরু ধরু মারু মারু ধুনি গাবহিঁ॥

দোহা (৬৮)

ছন মহুঁ প্রভু কে সায়কন্হি কাটে বিকট পিসাচ।
পুনি রঘুবীর নিষঙ্গ মহুঁ প্রবিসে সব নারাচ॥

কুম্ভকর্ণ কোটি কোটি বানরদের ধরে তার অঙ্গে পিষে মারল। কোটি কোটিকে হাত দিয়ে চটকে ধুলোয় মিশিয়ে দিল। ভক্ষণ করা ঋক্ষ-বানরদল কুম্ভকর্ণের নাসিকা, মুখ ও কর্ণের পথে বেরিয়ে এসে সদলে পলায়ন করতে লাগল॥ ২॥ রণমদমত্ত রাক্ষস কুম্ভকর্ণের তখন এমন ভাব যেন বিধাতা তাকে সমগ্র বিশ্ব অর্পণ করে দিয়েছেন যাকে সে গ্রাস করে ফেলবে। বীর যোদ্ধাগণ সব তখন পলায়ন করেছে ; তাদের ফিরে আসতে বললেও তারা ফিরে আসছে না। তারা যেন চোখেও দেখছিল না, কানেও শুনছিল না॥ ৩॥ কুম্ভকর্ণ বানর সৈন্যবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করেছে—এই বার্তা শুনে রাক্ষস সৈন্যও ছুটে এল। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন যে তাঁর সৈন্যবাহিনী ব্যাকুল হয়ে পড়েছে আর শত্রুপক্ষের বিভিন্ন সৈন্যও উপস্থিত হয়েছে॥ ৪॥

দোহা—*তখন কমললোচন শ্রীরামচন্দ্র বললেন—হে সুগ্রীব ! হে বিভীষণ ! আর হে লক্ষ্মণ ! শোনো। তোমরা সৈন্যবাহিনীকে সামলাও। আমি এই দুষ্ট কুম্ভকর্ণের পরাক্রম ও সৈন্যবল দেখছি ! ৬৭॥*

চৌপাই—হস্তে শার্ঙ্গধনু ও কটিতে তূণ ধারণ করে শ্রীরঘুনাথ শত্রুসৈন্য দলন করতে অগ্রসর হলেন। শ্রীপ্রভু প্রথমে ধনুকে টঙ্কার করলেন যা শত্রুদের কর্ণপটে আঘাত করতেই তারা বধির হয়ে গেল॥ ১॥ অতঃপর সত্যসংকল্প শ্রীরামচন্দ্র যুগপৎ এক লক্ষ সর নিক্ষেপ করলেন। সেই শরসকল পাখাওয়ালা কালসর্পসম ধেয়ে চলল। অগণিত শর বর্ষণ হল যাতে ভয়ংকর রাক্ষস যোদ্ধাগণ বধ হতে লাগল॥ ২॥ তাদের চরণ, বক্ষ, মস্তক আর হস্ত খণ্ডিত হতে লাগল। বহু বীর যোদ্ধা শতছিন্ন হয়ে গেল। তারা আহত হয়ে ঘুরে ঘুরে ভূপতিত হতে লাগল। যারা উত্তম যোদ্ধা ছিল তারা সামলে নিয়ে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছিল॥ ৩॥ শরাঘাত হতেই রাক্ষসগণ মেঘসম গর্জন করে উঠছিল। অনেকে সুতীক্ষ্ণ শরাঘাত প্রত্যক্ষ করে পলায়ন করল। মুণ্ড ছাড়া কবন্ধসকল ছোটাছুটি করছিল আর 'ধর-ধর, মার-মার' বলে চিৎকার করছিল॥ ৪॥

দোহা—*শ্রীপ্রভুর নিক্ষিপ্ত শরসকল মুহূর্তের মধ্যে রাক্ষসসৈন্যকে বধ করে আবার তাঁর তূণের মধ্যে এসে প্রবেশ করল॥ ৬৮॥*

চৌপাই (১—৪)

কুম্ভকরন মন দীখ বিচারী। হতি ছন মাঝ নিসাচর ধারী।।
ভা অতি ক্রুদ্ধ মহাবল বীরা। কিয়ো মৃগনায়ক নাদ গঁভীরা।।
কোপি মহীধর লেই উপারী। ডারই জহঁ মর্কট ভট ভারী।।
আবত দেখি সৈল প্রভু ভারে। সরন্হি কাটি রজ সম করি ডারে।।
পুনি ধনু তানি কোপি রঘুনায়ক। ছাঁড়ে অতি করাল বহু সায়ক।।
তনু মহুঁ প্রবিসি নিসরি সর জাহীঁ। জিমি দামিনি ঘন মাঝ সমাহীঁ।।
সোনিত স্রবত সোহ তন কারে। জনু কজ্জল গিরি গেরু পনারে।।
বিকল বিলোকি ভালু কপি ধাএ। বিহঁসা জবহিঁ নিকট কপি আএ।।

দোহা (৬৯)

মহানাদ করি গর্জা কোটি কোটি গহি কীস।
মহি পটকই গজরাজ ইব সপথ করই দসসীস।।

চৌপাই (১—৪)

ভাগে ভালু বলীমুখ জূথা। বৃকু বিলোকি জিমি মেষ বরূথা।।
চলে ভাগি কপি ভালু ভবানী। বিকল পুকারত আরত বানী।।
যহ নিসিচর দুকাল সব অহঈ। কপিকুল দেস পরন অব চহঈ।।
কৃপা বারিধর রাম খরারী। পাহি পাহি প্রনতারতি হারী।।
সকরুন বচন সুনত ভগবানা। চলে সুধারি সরাসন বানা।।
রাম সেন নিজ পাছেঁ ঘালী। চলে সকোপ মহা বলসালী।।
খৈঁচি ধনুষ সর সত সন্ধানে। ছূটে তীর সরীর সমানে।।
লাগত সর ধাবা রিস ভরা। কুধর ডগমগত ডোলতি ধরা।।

চৌপাই — কুম্ভকর্ণ দেখে স্তম্ভিত হল যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র এক মুহূর্তে রাক্ষসসৈন্য সংহার করে ফেললেন। তখন সেই মহাবল রাক্ষস প্রচণ্ড রেগে উঠল আর সিংহসম গর্জন করে উঠল॥ ১॥ অতঃপর কুম্ভকর্ণ বীর বানরদের অবস্থান চিহ্নিত করে সক্রোধে পর্বতসম বিশাল প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়ে মারতে লাগল। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন যে বিশালাকার প্রস্তরখণ্ড সকল তাঁর শরণাগত ভক্তদের দিকে ধেয়ে আসছে। তিনি শর নিক্ষেপ করে সেইগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন॥ ২॥ অতঃপর শ্রীরঘুনাথ কুপিত হয়ে কুম্ভকর্ণের দিকে বহু ভয়ংকর শর নিক্ষেপ করলেন। সেই শরগুলি কুম্ভকর্ণের দেহে এক দিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল ; মনে হল যেন বিদ্যুন্মালা মেঘের ভিতর মিলিয়ে গেল॥ ৩॥ ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ অঙ্গ থেকে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল ; যেন কাজলসম কৃষ্ণবর্ণ পর্বত থেকে গিরিমাটির প্রণালী বয়ে যাচ্ছিল। বিধ্বস্ত দেখে ঋক্ষ-বানর সকল তার দিকে তেড়ে এল। বানরগণ নিকটে আসতেই কুম্ভকর্ণ হেসে উঠল॥ ৪॥

দোহা—কুম্ভকর্ণ তখন প্রবল গর্জন করে কোটি কোটি বানরদের ধরে গজরাজসম মাটিতে আছড়ে ফেলতে লাগল। আঘাত হানবার সময়ে সে রাবণের নাম করছিল॥ ৬৯॥

চৌপাই—মনে হল যেন ভেড়ার পালে নেকড়ে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে তা তছনছ করে দিচ্ছে। ঋক্ষ বানরগণ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করতে লাগল। (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে ভবানী ! তারা পলায়ন কালে আর্তনাদ করছিল॥ ১॥ তারা আর্তনাদ করে বলছিল— বানর-কুলসম দেশে যেন রাক্ষসরূপী দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে। হে কৃপাজলধর শ্রীরামচন্দ্র ! হে খরনাশন ! হে শরণাগতবৎসল। আমাদের বাঁচান॥ ২॥ আর্তনাদ শ্রবণ করে (শরণাগত বৎসল) শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্বাণ নিয়ে ঘটনাস্থলে উপনীত হলেন। তিনি সৈন্যবাহিনীকে সম্মুখে দেখে নেতৃত্ব দান করতে এগিয়ে এলেন॥ ৩॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শার্ঙ্গধনু থেকে শত শত শর ছুটে গিয়ে কুম্ভকর্ণকে আঘাত করল। কুম্ভকর্ণ এইবার আহত হয়ে অগ্নি মূর্তি ধারণ করল। পর্বতসহ ধরণী রাক্ষসের পদভারে প্রকম্পিত হল॥ ৪॥

চৌপাই (৫—৬)

লীনহ এক তেহিঁ সৈল উপাটী। রঘুকুলতিলক ভুজা সোই কাটী॥
ধাবা বাম বাহু গিরি ধারী। প্রভু সোউ ভুজা কাটি মহি পারী॥

কাটেঁ ভুজা সোহ খল কৈসা। পাচ্ছহীন মন্দর গিরি জৈসা॥
উগ্র বিলোকনি প্রভুহি বিলোকা। গ্রসন চহত মানহুঁ ত্রৈলোকা॥

দোহা (৭০)

করি চিক্কার ঘোর অতি ধাবা বদনু পসারি।
গগন সিদ্ধ সুর ত্রাসিত হা হা হেতি পুকারি॥

চৌপাই (১—৬)

সভয় দেব করুনানিধি জান্যো। শ্রবন প্রজন্ত সরাসনু তান্যো॥
বিসিখ নিকর নিসিচর মুখ ভরেউ। তদপি মহাবল ভূমি ন পরেউ॥

সরন্হি ভরা মুখ সন্মুখ ধাবা। কাল ত্রোন সজীব জনু আবা॥
তব প্রভু কোপি তীব্র সর লীন্হা। ধর তে ভিন্ন তাসু সির কীন্হা॥

সো সির পরেউ দসানন আগেঁ। বিকল ভয়উ জিমি ফনি মনি ত্যাগেঁ॥
ধরনি ধসই ধর ধাব প্রচণ্ডা। তব প্রভু কাটি কীন্হ দুই খণ্ডা॥

পরে ভূমি জিমি নভ তেঁ ভূধর। হেঠ দাবি কপি ভালু নিসাচর॥
তাসু তেজ প্রভু বদন সমানা। সুর মুনি সবহিঁ অচম্ভব মানা॥

সুর দুন্দুভীঁ বজাবহিঁ হরষহিঁ। অস্তুতি করহিঁ সুমন বহু বরষহিঁ॥
করি বিনতী সুর সকল সিধাএ। তেহী সময় দেবরিষি আএ॥

গগনোপরি হরি গুন গন গাএ। রুচির বীররস প্রভু মন ভাএ॥
বেগি হতহু খল কহি মুনি গএ। রাম সমর মহি সোভত ভএ॥

এইবার একটি পর্বত উৎপাটন করে কুম্ভকর্ণ শ্রীপ্রভুর দিকে তেড়ে এল। তখন রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র কুম্ভকর্ণের সেই পর্বত ধারণ করা বাহুই অবচ্ছেদন করলেন। এইবার কুম্ভকর্ণ তার অন্য (বাম) হস্তে পর্বত নিয়ে আঘাত হানতে ছুটে এল। শ্রীপ্রভুর শরাঘাতে সেই হস্তও কাটা গেল॥ ৫॥ বাহুহীন দুষ্ট তখন যেন পক্ষহীন মন্দার পর্বত। অতিশয় উগ্র দৃষ্টি দ্বারা কুম্ভকর্ণ শ্রীপ্রভুর দিকে তাকাল ; মনে হল যেন সে গিলে খেতে চায়॥ ৬॥

দোহা—এইবার কুম্ভকর্ণ গর্জন করে হাঁ করে ছুটে এল। আকাশে উপস্থিত সিদ্ধ ও দেবতাগণ ওই দৃশ্য দেখে ভয়ে হাহাকার করে উঠলেন॥ ৭০॥

চৌপাই—করুণানিধান শ্রীভগবান বুঝলেন যে দেবতাগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। শ্রীপ্রভু এইবার ধনুকে আকর্ণ টান দিলেন আর শর নিক্ষেপ করে কুম্ভকর্ণের মুখ শরে ভরিয়ে দিলেন। মহাবল কুম্ভকর্ণ তখনও কিন্তু ভূমিতে পড়ল না॥ ১॥ কুম্ভকর্ণ সেই শরে পরিপূর্ণ মুখেই শ্রীপ্রভুর দিকে তেড়ে এল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কালরূপ তূণীর জীবিত হয়ে ধেয়ে আসছে। তখন শ্রীপ্রভু কুপিত হয়ে সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করে কুম্ভকর্ণের মস্তককে দেহচ্যুত করলেন॥ ২॥ মস্তক গিয়ে রাবণের সম্মুখে আছড়ে পড়ল। মণিহারা সর্পসম রাবণ অস্থির হয়ে পড়ল। কুম্ভকর্ণের কবন্ধ রণক্ষেত্রে ছুটে বেড়াচ্ছিল যাতে ভূমি ধসে পড়ছিল। তখন শ্রীপ্রভু শর নিক্ষেপ করে তা দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন॥ ৩॥ কুম্ভকর্ণের দ্বিখণ্ডিত দেহ ভূমিতে পড়বার সময় ঋক্ষ-বানর ও রাক্ষসদের ঘাড়ে পড়ল ; তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন দুটি পর্বত আছড়ে পড়ল। কুম্ভকর্ণের দেহ থেকে তেজ নির্গত হয়ে তা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মুখে মিলিয়ে গেল। এই দৃশ্য উপস্থিত দেবতা, মুনি আদি সকলকে আশ্চর্য করল॥ ৪॥ দেবতাগণ দুন্দুভিবাদ্য সহকারে পরমানন্দে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। প্রণতি জ্ঞাপন করে দেবতাগণ চলে গেলেন আর তখনই দেবর্ষি নারদের আগমন হল॥ ৫॥ গগন থেকে তিনি শ্রীহরির বীরত্বব্যঞ্জক লীলা সংকীর্তন করলেন যা শ্রীপ্রভুকে প্রসন্ন চিত্ত করে তুলল। মুনি গমনকালে অনতিবিলম্বে রাবণকে বধ করবার অনুরোধ করলেন। তখন রণভূমিতে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অনুপম শোভাসম্পন্ন লাগছিলেন॥ ৬॥

ছন্দ

সংগ্রাম ভূমি বিরাজ রঘুপতি অতুল বল কোসল ধনী।
শ্রম বিন্দু মুক রাজীব লোচন অরুন তন সোনিত কনী॥
ভুজ জুগল ফেরত সর সরাসন ভালু কপি চহু দিসি বনে।
কহ দাস তুলসী কহি ন সক ছবি সেষ জেহি আনন ঘনে॥

দোহা (৭১)

নিসিচর অধম মলাকার তাহি দীন্হ নিজ ধাম।
গিরিজা তে নর মন্দমতি জে ন ভজহিঁ শ্রীরাম॥

চৌপাই (১—৬)

দিন কে অন্ত ফিরীঁ দ্বৌ অনী। সমর ভঈ সুভটন্হ শ্রম ঘনী॥
রাম কৃপাঁ কপি দল বল বাঢ়া। জিমি তৃন পাই লাগ অতি ডাঢ়া॥
ছীজহিঁ নিসিচর দিনু অরু রাতী। নিজ মুখ কহে সুকৃত জেহি ভাঁতী॥
বহু বিলাপ দসকন্ধর করঈ। বন্ধু সীস পুনি পুনি উর ধরঈ॥
রোবহিঁ নারি হৃদয় হতি পানী। তাসু তেজ বল বিপুল বখানী॥
মেঘনাদ তেহি অসবর আয়উ। কহি বহু কথা পিতা সমুঝায়উ॥
দেখেহু কালি মোর মনুসাঈ। অবহিঁ বহুত কা করৌঁ বড়াঈ॥
ইষ্টদেব সৈঁ বল রথ পায়উঁ। সো বল তাত ন তোহি দেখায়উঁ॥
এহি বিধি জল্পত ভয়উ বিহানা। চহুঁ দুআর লাগে কপি নানা॥
ইত কপি ভালু কাল সম বীরা। উত রজনীচর অতি রনধীরা॥
লরহিঁ সুভট নিজ নিজ জয় হেতূ। বরনি ন জাই সমর খগকেতূ॥

ছন্দ— *অমিত বিক্রম কৌশলপতি প্রভু শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে স্বমহিমায় বিরাজমান রয়েছেন। মুখমণ্ডলে স্বেদবিন্দুর অনুপম শোভা। তাঁর কমলনয়ন যুগল ঈষৎ অরুণাভাযুক্ত ছিল। সর্বাঙ্গে তাঁর শোণিতবিন্দুর ছিটে। তিন হস্তদ্বয়ে ধনুর্বাণ ধারণ করে ঋক্ষ-বানরদের মধ্যে পরম শোভমান লাগছিলেন। তুলসীদাস বলেন— শেষনাগের পক্ষেও শ্রীপ্রভুর এই বিশেষ রূপের বর্ণনা সহস্র মুখেও করা সম্ভব হবে না॥*

দোহা—*(ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে গিরিজা ! অধম রাক্ষসদেহ পাপের আধার ছিল কুম্ভকর্ণ। তাকেও শ্রীপ্রভু নিজ পরমধাম দান করলেন। অতএব সেই সকল মানব অবশ্যই মন্দভাগ্য যারা সেই (করুণাকর) শ্রীরামচন্দ্রের ভজনায় নিত্যযুক্ত হয় না॥ ৭১॥*

চৌপাই— দিবাবসানে দুই পক্ষের সৈন্যদলই শিবিরে প্রত্যাগমন করল। সেইদিনের যুদ্ধে বীরযোদ্ধাগণ অতিশয় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল ; কিন্তু প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তারা সকলেই পূর্বের চেয়ে বেশি শক্তিমান হয়ে গেল ; ঘাসপাতা পেয়ে যেমন স্তিমিত অগ্নি উসকে ওঠে॥ ১॥ রাক্ষসদের সংখ্যায় অবক্ষয় অব্যাহত ছিল ; যেমন নিজ মুখে বড়াই করলে পুণ্যক্ষয়ও দ্রুত হয়ে থাকে। রাবণ বিলাপ করে বারে বারে কুম্ভকর্ণের মস্তককে বুকে জড়িয়ে ধরছিল॥ ২॥ কুম্ভকর্ণের শক্তি ও সামর্থ্যের বিপুলতা স্মরণ করে রমণীগণ বুক চাপড়াচ্ছিল। এই সময়েই রাবণ সকাশে মেঘনাদের আগমন হল। সে নানা কথায় পিতাকে সান্ত্বনা দিল॥ ৩॥ (মেঘনাদ বলল—) আগামীকাল আমি আমার পরাক্রম দেখাব। আগে থেকে তার সম্বন্ধে কিছু বলছি না। হে তাত ! আমি আমার ইষ্টদেবতার কাছ থেকে যে শক্তি ও রথ লাভ করেছি এখনও পর্যন্ত আপনাকে দেখাইনি॥ ৪॥ এইভাবে আত্মগৌরব সংকীর্তনেই রাত কেটে গেল। লঙ্কার চার সিংহদ্বারে প্রত্যূষেই বহু বানরের সমাবেশ হল। দ্বারের বাইরে ছিল কালসম বীর ঋক্ষ-বানরসকল আর ভিতরে রণনিপুণ রাক্ষসদল॥ ৫॥ উভয় পক্ষের লক্ষ্য, জয়লাভ করা। হে গরুড় ! সেই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দান সম্ভব নয়॥ ৬॥

দোহা (৭২)

মেঘনাদ মায়াময় রথ চঢ়ি গয়উ অকাস।
গর্জেউ অট্টহাস করি ভই কপি কটকহি ত্রাস।।

চৌপাই (১—৭)

সক্তি সূল তরবারি কৃপানা। অস্ত্র সস্ত্র কুলিসায়ুধ নানা।।
ডারই পরসু পরিঘ পাষানা। লাগেউ বৃষ্টি করৈ বহু বানা।।
দস দিসি রহে বান নভ ছাঈ। মানহুঁ মঘা মেঘ ঝরি লাঈ।।
ধরু ধরু মারু সুনিঅ ধুনি কানা। জো মারই তেহি কোউ ন জানা।।
গহি গিরি তরু অকাস কপি ধাবহিঁ। দেখহিঁ তেহি ন দুখিত ফিরি আবহিঁ।।
অবঘট ঘাট বাট গিরি কন্দর। মায়া বল কীন্হেসি সর পঞ্জর।।
জাহিঁ কহাঁ ব্যাকুল ভএ বন্দর। সুরপতি বন্দি পরে জনু মন্দর।।
মারুতসুত অঙ্গদ নল নীলা। কীন্হেসি বিকল সকল বলসীলা।।
পুনি লছিমন সুগ্রীব বিভীষন। সরন্হি মারি কীন্হেসি জর্জর তন।।
পুনি রঘুপতি সৈঁ জূঝৈ লাগা। সর ছাঁড়ই হোই লাগহিঁ নাগা।।
ব্যাল পাস বস ভএ খরারী। স্ববস অনন্ত এক অবিকারী।।
নট ইব কপট চরিত কর নানা। সদা স্বতন্ত্র এক ভগবানা।।
রন সোভা লগি প্রভুহিঁ বঁধায়ো। নাগপাস দেবন্হ ভয় পায়ো।।

দোহা (৭৩)

গিরিজা জাসু নাম জপি মুনি কাটহিঁ ভব পাস।
সো কি বন্ধ তর আবই ব্যাপক বিস্ব নিবাস।।

চৌপাই (১)

চরিত রাম কে সগুন ভবানী। তর্কি ন জাহি বুদ্ধি বল বানী।।
অস বিচারি জে তগ্য বিরাগী। রামহি ভজহিঁ তর্ক সব ত্যাগী।।

দোহা—মেঘনাদ সেই (পূর্বোক্ত) মায়াময় রথে চড়ে আকাশপথে বেরিয়ে এসে অট্টহাস্য সহকারে গর্জন করে উঠল যা শুনে মর্কটদল বিশেষভাবে ভীত হল॥ ৭২ ॥

চৌপাই—মেঘনাদ শক্তি, শূল, তরবারি, কৃপাণ আদি অস্ত্রশস্ত্র আর বজ্রাদি আয়ুধ ব্যবহার করতে লাগল ; তার সঙ্গে সে কুঠার, পরিঘ, প্রস্তর আদিও নিক্ষেপ করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সে বহু শর বর্ষণও করতে থাকল॥ ১॥ আকাশের দশ দিক শরে ছেয়ে গেল ; মনে হল যেন মঘা নক্ষত্রে মেঘ থেকে প্রচণ্ড বর্ষণ হচ্ছে। 'ধরো, মারো'—শব্দ শোনা যেতে লাগল। কিন্তু কে মারছে তা বোঝা যাচ্ছিল না॥ ২॥ প্রস্তরখণ্ড ও বৃক্ষাদি নিয়ে বানরদল আকাশে ছোটাছুটি করতে লাগল। কিন্তু আক্রমণকারীকে দেখা যাচ্ছিল না তাই তারা হতোদ্যম হয়ে ফিরে আসছিল। মেঘনাদ মায়াবলে দুর্গম পথ, ঘাট, পর্বতকন্দর আদিকে শরপিঞ্জর করে তুলল॥ ৩॥ পথ নির্ধারণ করতে অক্ষম হয়ে বানরগণ ব্যাকুল হয়ে উঠল। মনে হচ্ছিল যেন পর্বত ইন্দ্রের হাতে বন্দী হয়ে গিয়েছে। এইভাবে মেঘনাদ পবননন্দন শ্রীহনুমান, অঙ্গদ, নল ও নীল আদি বীরদের ব্যাকুল করে দিল॥ ৪॥ অতঃপর সে শ্রীলক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। এবার সে শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। সে যা শর নিক্ষেপ করছিল তা সর্পসম দংশন করছিল॥ ৫॥ যিনি সার্বভৌম, অনন্ত, অখণ্ড ও বিকার বিরহিত সেই খরারি শ্রীরামচন্দ্রকে মেঘনাদ নাগপাশে বন্দী করল। যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সতত আত্মাধীন, অদ্বিতীয় স্বয়ং শ্রীভগবান, তিনি লীলাচ্ছলে সুনিপুণ নটসম উত্তম চরিত্রাভিনয় করলেন॥ ৬॥ রণাঙ্গনের মর্যাদা বৃদ্ধি উপলক্ষে শ্রীপ্রভু স্বেচ্ছায় নাগপাশ বন্ধন স্বীকার করে নিলেন। ঘটনা দেবতাদের চিন্তান্বিত করে তুলল॥ ৭॥

দোহা—(ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে গিরিজা ! যাঁর নাম জপ করে মুনিগণ ভববন্ধন ছিন্ন করে থাকেন সেই সার্বভৌম বিশ্বম্ভর কি বন্ধনে পড়তে পারেন ? ৭৩ ॥

চৌপাই—হে ভবানী ! প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সগুণ লীলাসকল বুদ্ধি ও বাণীর অগোচর। তাই তো তত্ত্বজ্ঞানী ও বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তিসকল সংশয় পরিহার করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভজনায় নিত্যযুক্ত থাকেন॥ ১॥

চৌপাই (২—৫)

ব্যাকুল কটকু কীন্হ ঘননাদা। পুনি ভা প্রগট কহই দুর্বাদা।।
জামবন্ত কহ খল রহু ঠাঢ়া। সুনি করি তাহি ক্রোধ অতি বাঢ়া।।
বূঢ় জানি সঠ ছাঁড়েউঁ তোহী। লাগেসি অধম পচারৈ মোহী।।
অস কহি তরল ত্রিসূল চলায়ো। জামবন্ত কর গহি সোই ধায়ো।।
মারিসি মেঘনাদ কৈ ছাতী। পরা ভূমি ঘুর্মিত সুরঘাতী।।
পুনি রিসান গহি চরন ফিরায়ো। মহি পছারি নিজ বল দেখরায়ো।।
বর প্রসাদ সো মরই ন মারা। তব গহি পদ লঙ্কা পর ডারা।।
ইহাঁ দেবরিষি গরুড় পঠায়ো। রাম সমীপ সপদি সো আয়ো।।

দোহা (৭৪ ক)

খগপতি সব ধরি খাএ মায়া নাগ বরূথ।
মায়া বিগত ভএ সব হরষে বানর জূথ।।

দোহা (৭৪ খ)

গহি গিরি পাদপ উপল নখ ধাএ কীস রিসাই।
চলে তমীচর বিকলতর গঢ় পর চঢ়ে পরাই।।

চৌপাই (১—৪)

মেঘনাদ কৈ মুরছা জাগী। পিতহি বিলোকি লাজ অতি লাগী।।
তুরত গয়উ গিরিবর কন্দরা। করৌঁ অজয় মখ অস মন ধরা।।
ইহাঁ বিভীষন মন্ত্র বিচারা। সুনহু নাথ বল অতুল উদারা।।
মেঘনাদ মখ করই অপাবন। খল মায়াবী দেব সতাবন।।
জৌঁ প্রভু সিদ্ধ হোই সো পাইহি। নাথ বেগি পুনি জীতি ন জাইহি।।
সুনি রঘুপতি অতিসয় সুখ মানা। বোলে অঙ্গদাদি কপি নানা।।
লছিমন সঙ্গ জাহু সব ভাঈ। করহু বিধংস জগ্য কর জাঈ।।
তুম্হ লছিমন মারেহু রন ওহী। দেখি সভয় সুর দুখ অতি মোহী।।

এইভাবে মেঘনাদ শত্রুপক্ষকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। এইবার সে সশরীরে দেখা দিয়ে কটুবাক্য বর্ষণ করতে শুরু করল। তখন জাম্ববান বললেন —ওরে দুষ্ট ! চুপ কর। কথাটা মেঘনাদকে ক্রোধান্বিত করল॥ ২ ॥ (সে বলল—) ওরে মূর্খ ! তোকে বৃদ্ধ বলে রেহাই দিয়েছি। ওরে হতভাগা ! আমার সঙ্গে লড়তে চাস ? এই কথা বলেই মেঘনাদ জাম্ববানের দিকে সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূল নিক্ষেপ করল। জাম্ববান সেই ত্রিশূল লুফে নিয়ে মেঘনাদের দিকে এগিয়ে গেলেন॥ ৩ ॥ সেই ত্রিশূল দ্বারা জাম্ববান মেঘনাদের বুকেই আঘাত হানলেন। দেবারি (দেবতাদের শত্রু) সেই আঘাতে ঘুরে ভূমিতে পড়ে গেল। জাম্ববান তখন মেঘনাদের পা ধরে সক্রোধে পাক দিয়ে তাকে মাটিতে আছাড় মেরে নিজের শক্তির পরিচয় দিলেন॥ ৪ ॥ কিন্তু বরের প্রভাবে তাকে বধ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তখন জাম্ববান তাকে পা ধরে লঙ্কার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। ঘটনাস্থলে ততক্ষণে দেবর্ষি নারদের ইচ্ছায় শ্রীগরুড় এসে উপস্থিত হয়েছেন। এসেই শ্রীগরুড় প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সকাশে গমন করলেন॥ ৫ ॥

দোহা—*পক্ষীরাজ শ্রীগরুড় তখন মায়াসর্পসকলকে ধরে ধরে ভক্ষণ করে ফেললেন। মায়ার হাত থেকে মুক্তিলাভ করে বানরদল হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল॥ ৭৪ (ক)॥*

দোহা—*কুপিত বানরদল তখন পর্বত, বৃক্ষ, বিশাল প্রস্তরখণ্ড নিয়ে রাক্ষসদের দিকে ছুটে গেল। রাক্ষসগণ ভয় পেয়ে পলায়ন করতে লাগল আর দুর্গের উপর ওঠে প্রাণ বাঁচাল॥ ৭৪ (খ)॥*

চৌপাই— মূর্ছাভঙ্গ হতেই মেঘনাদ পিতাকে কাছে দেখতে পেয়ে সবিশেষ লজ্জিত হল। সে তখন অজয় (অজেয় হওয়ার) যজ্ঞ করবার উদ্দেশ্যে পর্বত-কন্দরে গমন করল॥ ১ ॥ এই সময়ে বিভীষণ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে গুপ্ত মন্ত্রণা দিয়ে বললেন—হে অমিত বিক্রম উদার শ্রীপ্রভু ! দেবতাদের কষ্টদায়ী দুষ্ট মায়াবী মেঘনাদ অপবিত্র যজ্ঞ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। সে যদি যজ্ঞ সম্পাদন করতে সক্ষম হয় তাহলে হে নাথ ! মেঘনাদকে সহজে পরাজিত করা যাবে না। বিভীষণের পরামর্শ শ্রীরঘুনাথ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করলেন আর অঙ্গদাদি বানরদের ডেকে বললেন—হে ভাইসকল ! তোমরা সকলে লক্ষ্মণের সঙ্গে যাও আর যজ্ঞ পণ্ড করো। হে লক্ষ্মণ ! যুদ্ধে তুমি মেঘনাদকে বধ করবে। দেবতারা উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে॥ ২-৪॥

চৌপাই (৫—৭)

মারেহু তেহি বল বুদ্ধি উপাঈ। জেহিঁ ছীজৈ নিসিচর সুনু ভাঈ॥
জামবন্ত সুগ্রীব বিভীষন। সেন সমেত রহেহু তীনিউ জন॥
জব রঘুবীর দীন্হি অনুসাসন। কটি নিষঙ্গ কসি সাজি সরাসন॥
প্রভু প্রতাপ উর ধরি রনধীরা। বোলে ঘন ইব গিরা গঁভীরা॥
জৌঁ তেহি আজু বধেঁ বিনু আবৌঁ। তৌ রঘুপতি সেবক ন কহাবৌঁ॥
জৌঁ সত সংকর করহিঁ সহাঈ। তদপি হতউঁ রঘুবীর দোহাঈ॥

দোহা (৭৫)

রঘুপতি চরন নাই সিরু চলেউ তুরন্ত অনন্ত।
অঙ্গদ নীল ময়ন্দ নল সঙ্গ সুভট হনুমন্ত॥

চৌপাই (১—৬)

জাই কপিন্হ সো দেখা বৈসা। আহুতি দেত রুধির অরু ভৈসা॥
কীন্হ কপিন্হ সব জগ্য বিধংসা। জব ন উঠই তব করহিঁ প্রসংসা॥
তদপি ন উঠই ধরেন্হি কচ জাঈ। লাতন্হি হতি হতি চলে পরাঈ॥
লৈ ত্রিসূল ধাবা কপি ভাগে। আএ জহঁ রামানুজ আগে॥
আবা পরম ক্রোধ কর মারা। গর্জ ঘোর রব বারহিঁ বারা॥
কোপি মরুতসুত অঙ্গদ ধাএ। হতি ত্রিসূল উর ধরনি গিরাএ॥
প্রভু কহঁ ছাঁড়েসি সূল প্রচন্ডা। সর হতি কৃত অনন্ত জুগ খন্ডা॥
উঠি বহোরি মারুতি জুবরাজা। হতহিঁ কোপি তেহি ঘাউ ন বাজা॥
ফিরে বীর রিপু মরই ন মারা। তব ধাবা করি ঘোর বিকারা॥
আবত দেখি ক্রুদ্ধ জনু কালা। লছিমন ছাড়ে বিসিখ করালা॥
দেখেসি আবত পবি সম বানা। তুরত ভয়উ খল অন্তরধানা॥
বিবিধ বেষ ধরি করই লরাঈ। কবহুঁক প্রগট কবহুঁ দুরি জাঈ॥

হে ভাইসকল ! শোনো। তাকে বল ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে এমনভাবে মারবে যাতে সেই নক্তচর সুনিশ্চিত ভাবে মরে। হে জাম্ববান, সুগ্রীব ও বিভীষণ ! তোমরা তিনজনেই সৈন্যসামন্ত নিয়ে (এর) সঙ্গে থেকো॥ ৫॥ শ্রীরঘুবীরের আদেশ শিরোধার্য করে কটিতে তূণ ও হস্তে ধনুক নিয়ে রণনিপুণ শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীপ্রভুর পরাক্রমকে অন্তরে ধারণ করে গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন—আমি আজ সেই মেঘনাদকে বধ করে শ্রীরঘুনাথের সেবকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করব। যদি শত শত শংকরও তাকে সাহায্য করেন তবুও শ্রীরঘুনাথের নামে প্রতিজ্ঞা করছি যে তাকে আজ বধ করেই ছাড়ব॥ ৬-৭॥

দোহা—শ্রীরঘুপতির চরণযুগলে প্রণাম নিবেদন করে শেষাবতার শ্রীলক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলেন। তাঁর সঙ্গে অঙ্গদ, নীল, ময়ন্দ, নল ও শ্রীহনুমান আদি উত্তম যোদ্ধাগণও ছিলেন॥ ৭৫॥

চৌপাই—মর্কটগণ গিয়ে দেখল যে মেঘনাদ বসে বসে রক্ত ও মহিষ আহুতি দিচ্ছে। তারা সব যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে দিল। তবুও যখন মেঘনাদ যজ্ঞ থেকে নিবৃত্ত হল না তখন তারা মেঘনাদকে প্রশংসা করতে লাগল॥ ১॥ তবুও মেঘনাদ উঠে এল না (তখন) তারা গিয়ে তার কেশাকর্ষণ করে পদাঘাত করে পালিয়ে যেতে লাগল। মেঘনাদ তখন ত্রিশূল নিয়ে ছুটল আর বানরেরা পলায়ন করল। সে এসে সেই স্থানে পৌঁছাল যেখানে পূর্বেই শ্রীলক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে ছিলেন॥ ২॥ মেঘনাদ অতিশয় কুপিত হয়ে তর্জনগর্জন করছিল। তাকে শ্রীহনুমান ও অঙ্গদ যুগপৎ আক্রমণ করলেন। মেঘনাদ ত্রিশূলের আঘাতে উভয়কেই ভূপাতিত করল॥ ৩॥ অতঃপর সে প্রভু শ্রীলক্ষ্মণের দিকে প্রচণ্ড ত্রিশূল নিক্ষেপ করল। অনন্ত (শ্রীলক্ষ্মণ) শরাঘাতে ত্রিশূলকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। শ্রীহনুমান ও যুবরাজ অঙ্গদ পুনরায় উঠে সক্রোধে মেঘনাদকে আঘাত করতে লাগলেন কিন্তু তাতেও মেঘনাদ আহত হল না॥ ৪॥ শত্রু মেঘনাদ আঘাত করলে মরছে না দেখে বীরগণ থমকে দাঁড়াল তখন প্রচণ্ড গর্জন করে মেঘনাদ ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্রুদ্ধ মেঘনাদকে কালসম তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে শ্রীলক্ষ্মণ ভয়ানক বাণ নিক্ষেপ করলেন॥ ৫॥ বজ্রসম শরসকলকে ধেয়ে আসতে দেখে সেই দুষ্ট মেঘনাদ তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান হয়ে গেল আর তারপর নানারূপ ধারণ করে যুদ্ধ করতে লাগল। সে কখনো দৃশ্য আবার কখনো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল॥ ৬॥

চৌপাই (৭—৮)

দেখি অজয় রিপু ডরপে কীসা। পরম ক্রুদ্ধ তব ভয়উ অহীসা।।
লছিমন মন অস মন্ত্র দৃঢ়াবা। এহি পাপিহি মৈঁ বহুত খেলাবা।।
সুমিরি কোসলাধীস প্রতাপা। সর সন্ধান কীন্হ করি দাপা।।
ছাড়া বান মাঝ উর লাগা। মরতী বার কপটু সব ত্যাগা।।

দোহা (৭৬)

রামানুজ কহঁ রামু কহঁ অস কহি ছাঁড়েসি প্রান।
ধন্য ধন্য তব জননী কহ অঙ্গদ হনুমান।।

চৌপাই (১—৪)

বিনু প্রয়াস হনুমান উঠায়ো। লঙ্কা দ্বার রাখি পুনি আয়ো।।
তাসু মরন সুনি সুর গন্ধর্বা। চঢ়ি বিমান আএ নভ সর্বা।।
বরষি সুমন দুন্দুভীঁ বজাবহিঁ। শ্রীরঘুনাথ বিমল জসু গাবহিঁ।।
জয় অনন্ত জয় জগদাধারা। তুম্হ প্রভু সব দেবন্হি নিস্তারা।।
অস্তুতি করি সুর সিদ্ধ সিধাএ। লছিমন কৃপাসিন্ধু পহিঁ আএ।।
সুত বধ সুনা দসানন জবহীঁ। মুরুছিত ভয়উ পরেউ মহি তবহীঁ।।
মন্দোদরী রুদন কর ভারী। উর তাড়ন বহু ভাঁতি পুকারী।।
নগর লোগ সব ব্যাকুল সোচা। সকল কহহিঁ দসকন্ধর পোচা।।

দোহা (৭৭)

তব দসকন্ঠ বিবিধি বিধি সমুঝাঈঁ সব নারি।
নস্বর রূপ জগত সব দেখহু হৃদয়ঁ বিচারি।।

চৌপাই (১)

তিন্হহি গ্যান উপদেসা রাবন। আপুন মন্দ কথা সুভ পাবন।।
পর উপদেস কুসল বহুতেরে। জে আচরহিঁ তে নর ন ঘনেরে।।

শত্রু পরাভূত হচ্ছে না দেখে বানরগণ ভয় পেয়ে গেল। তখন সর্পরাজ শ্রীশেষ (শ্রীলক্ষ্মণ) প্রচণ্ড কুপিত হলেন। শ্রীলক্ষ্মণ মনে মনে ভাবলেন যে এই পাপীকে আমি অনেকক্ষণ খেলিয়েছি (আর নয়, এইবার একে শেষ করে দেওয়াই ভালো)॥ ৭॥ কৌশলপতি শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রম স্মরণ করে শ্রীলক্ষ্মণ বীরত্বব্যঞ্জক দর্প সহকারে শর সন্ধান করলেন। শর নিক্ষিপ্ত হতেই তা তার বক্ষের মধ্যে লাগল। মৃত্যুকালে সে ছলচাতুরিসকল ত্যাগ করল॥ ৮॥

দোহা— কোথায় রামানুজ শ্রীলক্ষ্মণ ? শ্রীরামচন্দ্র কোথায় ? এই কথা বলে মেঘনাদ প্রাণত্যাগ করল। অঙ্গদ ও শ্রীহনুমান বললেন—তোর মা ধন্য ! ধন্য ! (যে তুই শ্রীলক্ষ্মণের হাতে প্রাণ দিলি আর মৃত্যুকালে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীলক্ষ্মণকে স্মরণ করলি)॥ ৭৬॥

চৌপাই— শ্রীহনুমান অনায়াসে মেঘনাদকে তুলে নিলেন আর লঙ্কার দ্বারে রেখে ফিরে এলেন। মেঘনাদের সংহারকার্য সুসম্পন্ন হয়েছে জেনে দেবতা ও গন্ধর্বসকল বিমানে চড়ে আকাশে এলেন॥ ১॥ তাঁরা কাড়া-নাকাড়া বাদ্য সহকারে পুষ্পবৃষ্টি করলেন আর শ্রীরঘুনাথের নির্মল যশঃকীর্তন গাইলেন। হে অনন্ত ! আপনার জয় হোক ! হে জগৎ আধার। আপনার জয় হোক ! হে প্রভু ! আপনি দেবতাসকলকে মহাবিপত্তি থেকে উদ্ধার করলেন॥ ২॥ দেবতা ও সিদ্ধগণ স্তুতি করে চলে গেলেন। তখন শ্রীলক্ষ্মণ কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে উপনীত হলেন। রাবণ যেই পুত্রবধের সংবাদ পেল, সে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল॥ ৩॥ মন্দোদরী বুক চাপড়ে নানারকম বিলাপ করে রোদন করতে লাগল। লঙ্কার পুরবাসীসকল তখন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। সকলেই এই পরিস্থিতির জন্য রাবণকে দায়ী করতে লাগল॥ ৪॥

দোহা— রাবণ রমণীদের প্রবোধ বাক্য শোনাল— এই দৃশ্যমান জগতের সব কিছুই নশ্বর, এই কথা মনে রাখতে হবে॥ ৭৭॥

চৌপাই—রাবণ অন্যদের জ্ঞানোপদেশ দান করছে। স্বয়ং মন্দমতি হয়েও অপরকে শুভ ও পবিত্র কথা বলছে। অন্যকে উপদেশ দান করবার সুনিপুণ ব্যক্তিদের জগতে অভাব নেই। অভাব কেবল তেমন ব্যক্তির যে উপদেশ

চৌপাই (২—৪)

নিসা সিরানি ভয়উ ভিনুসারা। লগে ভালু কপি চারিহুঁ দ্বারা।।
সুভট বোলাই দসানন বোলা। রন সন্মুখ জা কর মন ডোলা।।
সো অবহীঁ বরু জাউ পরাঈ। সংজুগ বিমুখ ভএঁ ন ভলাঈ।।
নিজ ভুজবল মৈঁ বয়রু বঢ়াবা। দেহউঁ উতরু জো রিপু চঢ়ি আবা।।
অস কহি মরুত বেগ রথ সাজা। বাজে সকল জুঝাউ বাজা।।
চলে বীর সব অতুলিত বলী। জনু কজ্জল কৈ আঁধী চলী।।
অসগুন অমিত হোহিঁ তেহি কালা। গনই ন ভুজবল গর্ব বিসালা।।

ছন্দ

অতি গর্ব গনই ন সগুন অসগুন স্রবহিঁ আয়ুধ হাথ তে।
ভট গিরত রথ তে বাজি গজ চিক্করত ভাজহিঁ সাথ তে।।
গোমায় গীধ করাল খর রব স্বান বোলহিঁ অতি ঘনে।
জনু কালদূত উলূক বোলহিঁ বচন পরম ভয়াবনে।।

দোহা (৭৮)

তাহি কি সম্পতি সগুন সুভ সপনেহুঁ মন বিশ্রাম।
ভূত দ্রোহ রত মোহবস রাম বিমুখ রতি কাম।।

চৌপাই (১—৩)

চলেউ নিসাচর কটকু অপারা। চতুরঙ্গিনী অনী বহু ধারা।।
বিবিধি ভাঁতি বাহন রথ জানা। বিপুল বরন পতাক ধ্বজ নানা।।
চলে মত্ত গজ জূথ ঘনেরে। প্রাবিট জলদ মরুত জনু প্রেরে।।
বরন বরন বিরদৈত নিকায়া। সমর সূর জানহিঁ বহু মায়া।।
অতি বিচিত্র বাহিনী বিরাজী। বীর বসন্ত সেন জনু সাজী।।
চলত কটক দিগসিন্ধুর ডগহীঁ। ছুভিত পয়োধি কুধর ডগমগহীঁ।।

অনুসারে নিজেও তেমন আচরণ করে॥ ১॥ রাত্রি অবসান হল, ভোর হল। ঋক্ষ-বানরগণ আবার লঙ্কার চার সিংহদ্বারে হাজির হল। যোদ্ধাদের ডেকে দশানন রাবণ বলল— সম্মুখ সমরে গমন করতে যার বুক দুরদুর করে, তার এখনই চলে যাওয়া ভালো। যুদ্ধে গমন করে পলায়ন করলে সুনাম বাড়ে না। আমি আমার বাহুবলে শত্রুকে আহ্বান করেছি। যে শত্রু এগিয়ে এসেছে তাকে প্রত্যুত্তর আমিই দেব॥ ২-৩॥ এই বলে রাবণ নিজ পবনের ন্যায় গতিবেগ-সম্পন্ন রথ সুসজ্জিত করল। যুদ্ধের বাদ্যসকল আবার বাজতে লাগল। অতুলনীয় বলবান বীরসকল যুদ্ধ করতে এগিয়ে চলল ; মনে হচ্ছিল যেন কাজল কৃষ্ণবর্ণ ঝড় এগিয়ে যাচ্ছে॥ ৪॥ তখনই চতুর্দিকে অমঙ্গলজনক চিহ্নসকল দেখা দিতে লাগল। কিন্তু রাবণের নিজ বাহুবলের উপর অগাধ বিশ্বাস। গর্ব এতই বেশি ছিল যে সেই অমঙ্গলজনক চিহ্নসকলকে রাবণ অগ্রাহ্য করল॥ ৫॥

দোহা— *অহমিকার শিখরে দাঁড়িয়ে রাবণ মঙ্গলামঙ্গল বিচারের ধারে কাছে যেতে রাজি নয়। হাত থেকে অস্ত্রশস্ত্র পড়ে যাচ্ছে। যোদ্ধা রথ থেকে পড়ে যাচ্ছে। অশ্ব, গজ ডাক দিয়ে পালাচ্ছে। শৃগাল, শকুন, কাক ও গর্দভ অমঙ্গলজনক শব্দ করছে। দলে দলে সারমেয় কাঁদছে। পেচকসকল কালের দূতসম ভীতি প্রদর্শন করছে॥*

দোহা—*যে জীবদ্রোহী, মোহের বশীভূত, রামবিমুখ আর কামাসক্ত তার কখনো কি স্বপ্নেও সম্পদ, শুভলক্ষণ ও চিত্তের প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব ? ৭৮॥*

চৌপাই— বিপুল রাক্ষস সৈন্যবাহিনী এগিয়ে গেল। চতুরঙ্গ সেনারই কত দল ছিল। বহু রকমের বাহন, রথ ও যান ব্যবহৃত হল। ধ্বজা পতাকাও বহু রঙের ছিল॥ ১॥ দলে দলে মদমত্ত হস্তীসকল চলল। মনে হল যেন তা পবনের প্রেরণায় বর্ষার মেঘের মিছিল ! চিত্রবিচিত্র সাজসজ্জায় বীর-সকল চলছিল ; তারা অতিশয় রণকুশল, বহু মায়াযুদ্ধ নিপুণও বটে॥ ২॥ অতি বিচিত্র ছিল সেই সৈন্যবাহিনীর শোভা। মনে হচ্ছিল যেন বসন্ত সৈন্যবাহিনী সুসজ্জিত করে অগ্রসর হচ্ছে। সৈন্যবাহিনীর পদভারে দিগ্‌গজ-সকল টালমাটাল হল, সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হল আর পর্বত দুলে উঠল॥ ৩॥

চৌপাই (৪—৭)

উঠী রেনু রবি গয়উ ছপাঈ। মরুত থকিত বসুধা অকুলাঈ॥
পনব নিসান ঘোর রব বাজহিঁ। প্রলয় সময় কে ঘন জনু গাজহিঁ॥

ভেরি নফীরি বাজ সহনাঈ। মারূ রাগ সুভট সুখদাঈ॥
কেহরি নাদ বীর সব করহীঁ। নিজ নিজ বল পৌরুষ উচ্চরহীঁ॥

কহই দসানন সুনহু সুভট্টা। মর্দহু ভালু কপিন্হ কে ঠট্টা॥
হৌঁ মারিহউঁ ভূপ দ্বৌ ভাঈ। অস কহি সন্মুখ ফৌজ রেঁগাঈ॥

যহ সুধি সকল কপিন্হ জব পাঈ। ধাএ করি রঘুবীর দোহাঈ॥

ছন্দ

ধাএ বিসাল করাল মর্কট ভালু কাল সমান তে।
মানহুঁ সপচ্ছ উড়াহিঁ ভূধর বৃন্দ নানা বান তে॥
নখ দসন সৈল মহাদ্রুমায়ুধ সবল সঙ্ক ন মানহীঁ।
জয় রাম রাবন মত্ত গজ মৃগরাজ সুজসু বখানহীঁ॥

দোহা (৭৯)

দুহু দিসি জয় জয়কার করি নিজ নিজ জোরী জানি।
ভিরে বীর ইত রামহি উত রাবনহি বখানি॥

চৌপাই (১—২)

রাবনু রথী বিরথ রঘুবীরা। দেখি বিভীষন ভয়উ অধীরা॥
অধিক প্রীতি মন ভা সন্দেহা। বন্দি চরন কহ সহিত সনেহা॥

নাথ ন রথ নহিঁ তন পদ ত্রানা। কেহি বিধি জিতব বীর বলবানা॥
সুনহু সখা কহ কৃপানিধানা। জেহি জয় হোই সো স্যন্দন আনা॥

সৈন্যবাহিনীর পদভারে দিগ্‌দিগন্ত ধূলি ধূসরিত হল যাতে সূর্যালোকও রুদ্ধ হল। (অতঃপর সহসা) পবন প্রবাহ স্তব্ধ হল আর বসুধা বিহ্বল চিত্ত হয়ে পড়ল। উচ্চগ্রামে ঢোল নাকাড়া বেজে উঠল ; তখন তাকে প্রলংকর মেঘের গর্জন বলে মনে হচ্ছিল॥ ৪॥ ভেরি, তূরী ও সানাই বেজে উঠল। তাতে যোদ্ধাদের প্রিয় মারুবেহাগ বাজছিল। বীরসকল সিংহনাদ করে উঠছিল ; তারা নিজ বলবত্তা জাহির করে নিজেদের উদ্বুদ্ধ করতে চাইছিল॥ ৫॥ রাবণ তাদের উদ্দেশ্যে বলল—হে উত্তম যোদ্ধাসকল ! শোনো। তোমরা ঋক্ষ-মর্কটদের পিষে মার আর আমি রাজকুমারযুগলকে শেষ করব। এই বলে রাবণ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করল॥ ৬॥ বানরদের কাছে রাবণের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ পৌঁছাল। তখন তারা শ্রীরঘুবীরের নামে শপথ নিয়ে সম্মুখ সমরের জন্য ছুটে গেল॥ ৭॥

ছন্দ—বিশালকায় ও কালসম করাল ঋক্ষ-মর্কটদল ছুটে গেল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন পর্বত সকল ডানা মেলে উড়ে চলেছে। এখন সেইখানে অগণিত বর্ণের সম্ভার দেখা দিয়েছিল। ঋক্ষ-মর্কটদের অস্ত্র ছিল নখ, দন্ত, পর্বত ও বিশালাকার বৃক্ষসকল। বলবান সৈন্যবাহিনীর ভয়ডর বলে কিছু ছিল না। রাবণরূপ মত্তগজের বিপক্ষে সিংহরূপ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনী প্রভুর জয়ধ্বনি ও যশঃকীর্তন করে এগিয়ে চলল॥

দোহা—উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণই নিজ প্রভুর পরাক্রমের জয়গান করে কে কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে ঠিক করে নিল। এইবার তাঁদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল॥ ৭৯॥

চৌপাই—রাবণকে রথের উপর বসে ও শ্রীরামচন্দ্রকে রথ ছাড়া দেখে বিভীষণ উৎকণ্ঠাযুক্ত হয়ে উঠলেন। প্রীতি অত্যধিক ছিল তাই তাঁর মনে সন্দেহ জাগল (যে প্রভু রথবিহীন হয়ে কেমন করে রাবণের সঙ্গে পেরে উঠবেন)। তিনি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগল বন্দনা করে সস্নেহে বলতে লাগলেন—হে নাথ ! আপনার তো রথ নেই, দেহরক্ষা নিমিত্ত বর্ম নেই আর পাদুকাও নেই। তাহলে বলবান বীর রাবণকে জয় কেমন করে হবে ? কৃপানিধি শ্রীরামচন্দ্র তাকে উত্তর দিলেন—হে সখা ! শোনো। যে রথে আরূঢ় হলে জয় সুনিশ্চিত, সেই রথ তো ভিন্ন প্রকারের ॥ ১-২॥

চৌপাই (৩—৬)

সৌরজ ধীরজ তেহি রথ চাকা। সত্য সীল দৃঢ় ধ্বজা পতাকা॥
বল বিবেক দম পরহিত ঘোরে। ছমা কৃপা সমতা রজু জোরে॥
ঈস ভজনু সারথী সুজানা। বিরতি চর্ম সন্তোষ কৃপানা॥
দান পরসু বুধি সক্তি প্রচন্ডা। বর বিগ্যান কঠিন কোদন্ডা॥
অমল অচল মন ত্রোন সমানা। সম জম নিয়ম সিলীমুখ নানা॥
কবচ অভেদ বিপ্র গুর পূজা। এহি সম বিজয় উপায় ন দূজা॥
সখা ধর্মময় অস রথ জাকেঁ। জীতন কহঁ ন কতহুঁ রিপু তাকেঁ॥

দোহা (৮০ ক)

মহা অজয় সংসার রিপু জীতি সকই সো বীর।
জাকেঁ অস রথ হোই দৃঢ় সুনহু সখা মতিধীর॥

দোহা (৮০ খ)

সুনি প্রভু বচন বিভীষন হরষি গহে পদ কঞ্জ।
এহি মিস মোহি উপদেসেহু রাম কৃপা সুখ পুঞ্জ॥

দোহা (৮০ গ)

উত পচার দসকন্ধর ইত অঙ্গদ হনুমান।
লরত নিসাচর ভালু কপি করি নিজ নিজ প্রভু আন॥

চৌপাই (১—৩)

সুর ব্রহ্মাদি সিদ্ধ মুনি নানা। দেখত রন নভ চঢ়ে বিমানা॥
হমহূ উমা রহে তেহিঁ সঙ্গা। দেখত রাম চরিত রন রঙ্গা॥
সুভট সমর রস দুহু দিসি মাতে। কপি জয়সীল রাম বল তাতে॥
এক এক সন ভিরহিঁ পচারহিঁ। একন্হ এক মর্দি মহি পারহিঁ॥
মারহিঁ কাটহিঁ ধরহিঁ পছারহিঁ। সীস তোরি সীসন্হ সন মারহিঁ॥
উদর বিদারহিঁ ভুজা উপারহিঁ। গহি পদ অবনি পটকি ভট ডারহিঁ॥

সেই রথের দুইটি চাকা হল শৌর্য ও ধৈর্য। সত্য ও সদাচার সেই রথের অভেদ্য ধ্বজা ও পতাকা। বল, বিবেক, দম (ইন্দ্রিয় সংযম) আর পরোপকার—এই চার সেই রথের অশ্ব যা ক্ষমা দয়া আর সাম্য রজ্জু দ্বারা রথের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ঈশ্বর ভজনাই হয় সেই রথের সুচতুর চালক। বৈরাগ্য হয় ঢাল আর সন্তোষ তরবারি। দান হয় কুঠার, বুদ্ধি প্রচণ্ড শক্তি ও শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান হয় কঠিন ধনুক। নির্মল (পাপ বিরহিত) ও অচঞ্চল মন তূণীর হয়। শম (মনের বশীভূত থাকা), (অহিংসাদি) যম ও (শৌচাদি) নিয়ম—এই সকল শর হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ ও গুরু পূজা অভেদ্য কবচ হয়। এর মতন বিজয়ের অন্য কোনো পথ নেই। হে সখা ! এমন ধর্মময় রথ যার কাছে থাকে তাকে তো কোনও শত্রু কখনো পরাজিত করতে পারে না॥ ৩-৬॥

দোহা—*হে সুধীর সখা আমার ! শোনো। যার কাছে এমন সুদৃঢ় রথ, তার পক্ষে ভব (জন্ম-মৃত্যু) রূপ দুর্জয় শত্রুকেও পরাভূত করবার ক্ষমতা থাকে (রাবণ তো তার তুলনায় তুচ্ছ)॥ ৮০ (ক)॥*

দোহা—*শ্রীপ্রভুর কথাসকল শ্রবণ করে বিভীষণ পরমানন্দে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করলেন (আর বললেন—) হে কৃপাকর ও সুখাকর শ্রীরামচন্দ্র ! আপনি এই কথার সূত্র ধরে আমাকে এক মহান উপদেশ দিলেন॥ ৮০ (খ)॥*

দোহা—*একদিকে রাবণের প্রবল আস্ফালন আর অন্যদিকে অঙ্গদ ও শ্রীহনুমানের প্রত্যুত্তর চলল। রাক্ষস ও ঋক্ষ-বানরের যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রভুর জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল॥ ৮০ (গ)॥*

চৌপাই—আকাশে বিমানে আরূঢ় হয়ে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, বহু সিদ্ধগণ ও মুনিগণ এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছিলেন। (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে উমা ! আমিও ঘটনাস্থলে সশরীরে উপস্থিত ছিলাম আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের রণরঙ্গলীলা প্রত্যক্ষ করেছিলাম॥ ১॥ উভয় পক্ষই তখন রণমদমত্ত হয়ে গিয়েছিল। বানরদের কাছে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রমরূপ সম্পদ ছিল তাই তারা জয়লাভ করেছিল। আস্ফালন করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে একে-অপরকে মর্দন করে রণভূমিতে ছুড়ে ফেলছিল॥ ২॥ চপেটাঘাত, দংশন, ভুঁড়ি ফাসানো, হাত উপড়ে নেওয়া, মাথা উপড়ে নিয়ে তার দ্বারাই প্রহার করা আর যোদ্ধাদের পা টেনে নিয়ে ভূমিতে আছাড় দেওয়া হচ্ছিল॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

নিসিচর ভট মহি গাড়হিঁ ভালূ। উপর ঢারি দেহিঁ বহু বালূ॥
বীর বলীমুখ জুদ্ধ বিরুদ্ধে। দেখিঅত বিপুল কাল জনু ক্রুদ্ধে॥

ছন্দ (১)

ক্রুদ্ধে কৃতান্ত সমান কপি তন স্রবত সোনিত রাজহীঁ।
মর্দহিঁ নিসাচর কটক ভট বলবন্ত ঘন জিমি গাজহীঁ॥
মারহিঁ চপেটন্হি ডাটি দাতন্হ কাটি লাতন্হ মীজহীঁ।
চিক্করহিঁ মর্কট ভালু ছল বল করহিঁ জেহিঁ খল ছীজহীঁ॥

ছন্দ (২)

ধরি গাল ফারহিঁ উর বিদারহিঁ গল অঁতাবরি মেলহীঁ।
প্রহ্লাদপতি জনু বিবিধ তনু ধরি সমর অঙ্গন খেলহীঁ॥
ধরু মারু কাটু পছারু ঘোর গিরা গগন মহি ভরি রহী।
জয় রাম জো তৃন তে কুলিস কর কুলিস তে কর তৃন সহী॥

দোহা (৮১)

নিজ দল বিচলত দেখেসি বীস ভুজাঁ দস চাপ।
রথ চঢ়ি চলেউ দসানন ফিরহু ফিরহু করি দাপ॥

চৌপাই (১—৪)

ধায়উ পরম ক্রুদ্ধ দসকন্ধর। সন্মুখ চলে হূহ দৈ বন্দর॥
গহি কর পাদপ উপল পহারা। ডারেন্হি তা পর একহিঁ বারা॥
লাগহিঁ সৈল বজ্র তন তাসূ। খন্ড খন্ড হোই ফূটহিঁ আসূ॥
চলা ন অচল রহা রথ রোপী। রন দুর্মদ রাবন অতি কোপী॥
ইত উত ঝপটি দপটি কপি জোধা। মর্দৈ লাগ ভয়উ অতি ক্রোধা॥
চলে পরাই ভালু কপি নানা। ত্রাহি ত্রাহি অঙ্গদ হনুমানা॥
পাহি পাহি রঘুবীর গোসাঈঁ। যহ খল খাই কাল কী নাঈঁ॥
তেহিঁ দেখে কপি সকল পরানে। দসহুঁ চাপ সায়ক সন্ধানে॥

মৃত রাক্ষসদের ঋক্ষগণ কবর দিয়ে তার উপর বালির ঢিপি করে দিচ্ছিল। শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় বানরগণকে কুপিত কালসম লাগছিল॥ ৪॥

ছন্দ—*আহত মর্কটগণ রক্তমাখা দেহে রণক্ষেত্রে অতিশয় শোভমান ছিল। তারা রাক্ষস বীরদের মর্দন করে সরোষে মেঘসম গর্জন করছিল। ধমকে, চাপড় মেরে, কামড়ে দিয়ে, পা দিয়ে পিষে তারা রাক্ষসদের মারছিল। ঋক্ষ-বানরগণ ঘনঘন হুঙ্কার ছাড়ছিল আর ছলেবলে কৌশলে দুষ্ট রাক্ষসদের বিনাশ করছিল॥ ১॥*

ছন্দ—*বানরগণ রাক্ষসদের গাল ধরে চিরে ফেলছিল। বক্ষঃস্থল চিরে ফেলছিল আর রাক্ষসদের নাড়িভুঁড়ি বার করে তা গলায় পরে নিচ্ছিল। তখন বানরদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন ভক্ত প্রহ্লাদের প্রভু শ্রীনৃসিংহ ভগবান বহুরূপ ধারণ করে রণক্ষেত্রে ক্রীড়া করছেন। আকাশে-বাতাসে-ভূমিতে তখন কেবল ধরো, মারো, কেটে ফেলো, আছাড় মারো আদি কথা শোনা যাচ্ছিল। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের জয় হোক—যিনি সত্যই তৃণকে বজ্রসম শক্তিধর ও বজ্রকে তৃণসম দুর্বল করে থাকেন॥ ২॥*

দোহা—*রাক্ষস সৈন্যদলকে বিহ্বল হয়ে পলায়ন করতে দেখে বিংশ বাহুতে দশটি ধনুক ধারণ করে রথে আসীন রাবণ রণক্ষেত্রে সগর্বে 'ফিরে এসো, ফিরে এসো বলে' ছুটে গেল॥ ৮১॥*

চৌপাই—সক্রোধে রাবণ এগিয়ে চলল। (যুদ্ধ করবার জন্য) মর্কটগণ হুঙ্কার করে সামনে এগিয়ে এল। তারা বৃক্ষ, প্রস্তর ও পর্বত নিয়ে একসঙ্গে রাবণের উপর আক্রমণ করল॥ ১॥ রাবণের বজ্রসম কঠোর দেহে পর্বত ধাক্কা খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। রাবণ তখন ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ছিল। রণোন্মত্ত রাবণ তখন রথ থামিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে নিজের জায়গা থেকে একচুলও নড়ল না॥ ২॥ এইবার রাবণ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে এধার ওধার দাপাদাপি ও আস্ফালন করতে লাগল আর মর্কটদের ধরে মর্দন করতে লাগল। ঋক্ষ-বানরদল ভয়ানক ভীত হয়ে 'হে অঙ্গদ! হে হনুমান! রক্ষা করো' বলে পলায়ন করতে লাগল॥ ৩॥ হে শ্রীরঘুবীর! হে গোঁসাই! বাঁচান, বাঁচান। এই দুষ্ট আমাদের কালসম গিলে ফেলছে। রাবণ দেখল যে ঋক্ষ-বানরগণ পালাচ্ছে। তখন সে দশটি ধনুকে শরসন্ধান করল॥ ৪॥

ছন্দ

সন্ধানি ধনু সর নিকর ছাড়েসি উরগ জিমি উড়ি লাগহীঁ।
রহে পূরি সর ধরনী গগন দিসি বিদিসি কহঁ কপি ভাগহীঁ॥
ভয়ো অতি কোলাহল বিকল কপি দল ভালু বোলহিঁ আতুরে।
রঘুবীর করুনা সিন্ধু আরত বন্ধু জন রচ্ছক হরে॥

দোহা (৮২)

নিজ দল বিকল দেখি কটি কসি নিষঙ্গ ধনু হাথ।
লছিমন চলে ক্রুদ্ধ হোই নাই রাম পদ মাথ॥

চৌপাই (১—৪)

রে খল কা মারসি কপি ভালূ। মোহি বিলোকু তোর মৈ কালূ॥
খোজত রহেউঁ তোহি সুতঘাতী। আজু নিপাতি জুড়াবউঁ ছাতী॥
অস কহি ছাড়েসি বান প্রচন্ডা। লছিমন কিএ সকল সত খন্ডা॥
কোটিন্হ আয়ুধ রাবন ডারে। তিল প্রবান করি কাটি নিবারে॥
পুনি নিজ বানন্হ কীন্হ প্রহারা। স্যন্দনু ভঞ্জিঁ সারথী মারা॥
সত সত সর মারে দস ভালা। গিরি সৃংগন্হ জনু প্রবিসহিঁ ব্যালা॥
পুনি সত সর মারা উর মাহীঁ। পরেউ ধরনি তল সুধি কছু নাহীঁ॥
উঠা প্রবল পুনি মুরুছা জাগী। ছাড়িসি ব্রহ্ম দীন্হি জো সাঁগী॥

ছন্দ

সো ব্রহ্ম দত্ত প্রচন্ড সক্তি অনন্ত উর লাগী সহী।
পর্য়ো বীর বিকল উঠাব দসমুখ অতুল বল মহিমা রহী॥
ব্রহ্মান্ড ভবন বিরাজ জাকেঁ এক সির জিমি রজ কনী।
তেহি চহ উঠাবন মূঢ় রাবন জান নহিঁ ত্রিভুঅন ধনী॥

ছন্দ— *রাবণ দ্বারা নিক্ষিপ্ত শরসকল সর্পসম উড়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশ বাতাস ও ভূমি সর্বত্র এত বেশি শর ছেয়ে গেল যে তা বস্তুত পিঞ্জরসম মনে হতে লাগল ফলে বানরদের জন্য পলায়নের আর পথ খোলা রইল না। অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ানক কোলাহল শুরু হয়ে গেল। ঋক্ষ-বানরদের সৈনাবাহিনী ব্যাকুল হয়ে আর্ত-স্বরে বলতে লাগল—হে শ্রীরঘুবীর ! হে করুণাসিন্ধু ! হে আর্তবৎসল ! হে সেবকরক্ষক শ্রীহরি ! রক্ষা করুন॥*

দোহা— *নিজ সৈনাদলকে ব্যাকুল হতে দেখে শ্রীলক্ষ্মণ কটিতে তূণীর ধারণ করে হস্তে ধনুক তুলে দিলেন। অতঃপর তিনি শ্রীরঘুনাথকে প্রণাম নিবেদন করে সক্রোধে এগিয়ে গেলেন॥ ৮২ ॥*

চৌপাই—(শ্রীলক্ষ্মণ রাবণ সকাশে গমন করে বললেন—) ওরে শঠ ! ঋক্ষ-বানরদের মেরে বীরত্ব দেখাচ্ছিস ? এইদিকে দেখ, তোর কাল দাঁড়িয়ে আছে ! (রাবণ বলল—) আমার পুত্রহন্তা তুই ! আমি তোকেই তো এতক্ষণ খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আজ তোকে বধ করে বুক জুড়াব॥ ১॥ এই বলে রাবণ তখন প্রচণ্ড গতিতে শরবর্ষণ করতে লাগল। শ্রীলক্ষ্মণ সেই শরসকলকে কচুকাটা করতে লাগলেন। রাবণ শ্রীলক্ষ্মণের উপর কোটি কোটি অস্ত্রশস্ত্র প্রহার করল। শ্রীলক্ষ্মণ সেই সকলও কুচিকুচি করে ফেললেন॥ ২ ॥ এইবার শ্রীলক্ষ্মণ রাবণের উপর শরাঘাত করে আক্রমণ করলেন। তাতে রাবণের রথ চূর্ণবিচূর্ণ হল আর তার সারথি মারা গেল। অতঃপর তিনি দশাননের দশ মস্তক লক্ষ্য করে শতশত শরবর্ষণ করতে থাকলেন যা মস্তকসমূহে প্রবেশ করে গেল ; মনে হচ্ছিল যেন পর্বত শিখরে সর্পসকল প্রবেশ করছে॥ ৩॥ অতঃপর শ্রীলক্ষ্মণ শত শর রাবণের বুকে মারলেন। সে ভূমিতে পড়ে গেল আর জ্ঞান হারাল। মূর্ছাভঙ্গ হলে প্রবল বিক্রম রাবণ আবার উঠে দাঁড়াল আর সে শ্রীব্রহ্মা প্রদত্ত শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করল॥ ৪॥

ছন্দ— *শ্রীব্রহ্মার প্রদত্ত সেই প্রচণ্ড শক্তিশেল শ্রীঅনন্তের (শ্রীলক্ষ্মণের) বুকে আঘাত হানল। বীর শ্রীলক্ষ্মণ তখন ব্যাকুল হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন। রাবণ যখন শ্রীলক্ষ্মণকে তোলবার চেষ্টা করল সে কিন্তু তার সামর্থ্যের গর্ব রক্ষা করতে সক্ষম হল না (তুলতে পারল না)। যে শ্রীশেষনাগের একটি মস্তকে ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভবন (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) একটি ধূলিকণাসম বিরাজমান থাকে তাকে মূর্খ রাবণ তুলতে চাইল ! শ্রীলক্ষ্মণের প্রকৃত পরিচয় তার জানা ছিল না॥*

দোহা (৮৩)

দেখি পবনসুত ধায়উ বোলত বচন কঠোর।
আবত কপিহি হন্যো তেহিঁ মুষ্টি প্রহার প্রঘোর॥

চৌপাই (১—৪)

জানু টেকি কপি ভূমি ন গিরা। উঠা সঁভারি বহুত রিস ভরা॥
মুঠিকা এক তাহি কপি মারা। পরেউ সৈল জনু বজ্র প্রহারা॥
মুরুছা গৈ বহোরি সো জাগা। কপি বল বিপুল সরাহন লাগা॥
ধিগ ধিগ মম পৌরুষ ধিগ মোহী। জৌঁ তৈঁ জিঅত রহেসি সুরদ্রোহী॥
অস কহি লছিমন কহুঁ কপি ল্যায়ো। দেখি দসানন বিসময় পায়ো॥
কহ রঘুবীর সমুঝু জিয়ঁ ভ্রাতা। তুম্হ কৃতান্ত ভচ্ছক সুর ত্রাতা॥
সুনত বচন উঠি বৈঠ কৃপালা। গঈ গগন সো সকতি করালা॥
পুনি কোদন্ড বন গহি ধাএ। রিপু সন্মুখ অতি আতুর আএ॥

ছন্দ

আতর বহোরি বিভঞ্জি স্যন্দন সূত হতি ব্যাকুল কিয়ো।
গির্‌য়ো ধরনি দসকন্ধর বিকলতর বান সত বেধ্যো হিয়ো॥
সারথী দূসর ঘালি রথ তেহি তুরত লঙ্কা লৈ গয়ো।
রঘুবীর বন্ধু প্রতাপ পুঞ্জ বহোরি প্রভু চরনন্হি নয়ো॥

দোহা (৮৪)

উহাঁ দসানন জাগি করি করৈ লাগ কছু জগ্য।
রাম বিরোধ বিজয় চহ সঠ হঠ বস অতি অগ্য॥

দোহা—এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে পবনপুত্র শ্রীহনুমান রাবণকে তিরস্কার করে তেড়ে এলেন। শ্রীহনুমান আসবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাগ্যে রাবণের এক অতিশয় ভয়ংকর মুষ্টিপ্রহার জুটল॥ ৮৩॥

চৌপাই—শ্রীহনুমান হাঁটু গেড়ে সামলে নিলেন, ভূমিতে পড়লেন না। এরপর তিনি সামলে নিয়ে সক্রোধে উঠে দাঁড়ালেন। এইবার শ্রীহনুমান রাবণকে এক মুষ্ট্যাঘাত করলেন। রাবণ তখন ছিটকে ভূমিতে পড়ল ; মনে হল যেন বজ্রাঘাতে পর্বত পড়ে গেল॥ ১॥ মূর্ছাভঙ্গ হলে রাবণ ধাতস্থ হল। সে তখন শ্রীহনুমানের প্রচণ্ড শক্তির প্রশংসা করল। (শ্রীহনুমান তখন বললেন—) আমার পৌরুষকে ধিক ! ধিক ! আমাকেও ধিক ! আমাকেও ধিক যে তোর মতন দেবদ্রোহী এখনও জীবিত আছে॥ ২॥ এই বলে আর শ্রীলক্ষ্মণকে তুলে শ্রীহনুমান শ্রীরঘুনাথের কাছে নিয়ে এলেন। ঘটনা রাবণকে আশ্চর্যান্বিত করল। শ্রীরঘুবীর (শ্রীলক্ষ্মণকে বললেন—) হে ভাই ! তুমি জেনে রাখো—তুমি কালেরও ভক্ষক আর দেবতাদের রক্ষক॥ ৩॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কথা কানে যেতেই কৃপালু শ্রীলক্ষ্মণ উঠে বসলেন। তখন সেই করাল শক্তিশেল আকাশে উঠে গেল। শ্রীলক্ষ্মণ আবার ধনুর্বাণ ধারণ করে ছুটলেন। তিনি বিদ্যুৎগতিতে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হলেন॥ ৪॥

ছন্দ — তাঁর শরাঘাতে মুহূর্তের মধ্যে রাবণের রথ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল আর রথের সারথি প্রাণ দিল। এইবার ঘটনাপ্রবাহ রাবণকে ব্যাকুল করে তুলল। এইবার শত শর নিক্ষেপ করে শ্রীলক্ষ্মণ রাবণের বুকে আঘাত হানলেন যাতে রাবণ অতিশয় ব্যাকুল হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন অন্য এক সারথি রাবণকে রথে তুলে নিয়ে তৎক্ষণাৎ লঙ্কায় ফিরে গেল। প্রতাপপুঞ্জ শ্রীরঘুবীরের অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ আবার এসে শ্রীপ্রভুর চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন॥

দোহা —ওদিকে (লঙ্কায়) রাবণ মূর্ছাভঙ্গ হওয়ার পর যজ্ঞাদি করতে লাগল। সেই মূর্খ ও অতিশয় নির্বোধ জেদ করে শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে বিরোধিতা পূর্বক জয়লাভ করতে চায় ! ৮৪॥

চৌপাই (১—৪)

ইহাঁ বিভীষন সব সুধি পাঈ। সপদি জাই রঘুপতিহি সুনাঈ॥
নাথ করই রাবন এক জাগা। সিদ্ধ ভএঁ নহিঁ মরিহি অভাগা॥
পঠবহু নাথ বেগি ভট বন্দর। করহি বিধংস আব দসকন্ধর॥
প্রাত হোত প্রভু সুভট পঠাএ। হনুমদাদি অঙ্গদ সব ধাএ॥
কৌতুক কূদি চঢ়ে কপি লঙ্কা। পৈঠে রামন ভবন অসংকা॥
জগ্য করত জবহীঁ সো দেখা। সকল কপিন্হ ভা ক্রোধ বিসেষা॥
রন তে নিলজ ভাজি গৃহ আবা। ইহাঁ আই বক ধ্যান লগাবা॥
অস কহি অঙ্গদ মারা লাতা। চিতব ন সঠ স্বারথ মন রাতা॥

ছন্দ

নহি চিতব জব করি কোপ কপি গহি দসন লাতন্হ মারহীঁ।
ধরি কেস নারি নিকারি বাহের তেহতিদীন পুকারহীঁ॥
তব উঠেউ ক্রুদ্ধ কৃতান্ত সম গহি চরন বানর ডারঈ।
এহি বীচ কপিন্হ বিধংস কৃত মখ দেখি মন মহুঁ হারঈ॥

দোহা (৮৫)

জগ্য বিধংসি কুসল কপি আএ রঘুপতি পাস।
চলেউ নিসাচর ক্রুদ্ধ হোই ত্যাগি জিবন কৈ আস॥

চৌপাই (১—২)

চলত হোহিঁ অতি অসুভ ভয়ংকর। বৈঠহিঁ গীধ উড়াই সিরন্হ পর॥
ভয়উ কালবস কাহু ন মানা। কহেসি বজাবহু জুদ্ধ নিসানা॥
চলী তমীচর অনী অপারা। বহু গজ রথ পদাতি অসবারা॥
প্রভু সন্মুখ ধাএ খল কৈসেঁ। সলভ সমূহ অনল কহঁ জৈসেঁ॥

চৌপাই—এদিকে রাবণের যজ্ঞ সম্পাদন কার্য সংবাদ বিভীষণ পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীরঘুনাথকে গিয়ে বললেন—হে নাথ ! রাবণ এক যজ্ঞ করছে। ওই যজ্ঞে সফল হলে তাকে সহজে মারা যাবে না॥ ১॥ হে নাথ ! এখনই বানর যোদ্ধাদের প্রেরণ করুন। যজ্ঞ তছনছ করে দিলে রাবণ যুদ্ধ করতে আসতে বাধ্য হবে। প্রাতঃকালেই শ্রীপ্রভু বীর যোদ্ধাদের প্রেরণ করলেন। শ্রীহনুমান আর অঙ্গদ আদি সকল (প্রধান বীর) ছুটে গেলেন॥ ২॥ বানরগণ অনায়াসে লাফ দিয়ে লঙ্কায় উঠে গেলেন আর নির্ভয়ে রাবণের মহলে ঢুকে পড়লেন। রাবণকে যজ্ঞ করতে দেখে বানরগণ ভয়ানক ক্ষেপে গেলেন॥ ৩॥ (তিনি বললেন—) ওরে ও বেহায়া ! যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসে এইখানে বকধার্মিক সেজে ধ্যানে বসে আছিস ? এই কথা বলে অঙ্গদ তাকে পদাঘাত করলেন। কিন্তু রাবণ সেই সব ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁদের দিকে ফিরেও তাকাল না। সেই দুষ্টের মন তখন স্বার্থসিদ্ধির জন্য উদগ্রীব ছিল॥ ৪॥

ছন্দ—যখন রাবণ ভ্রূক্ষেপ করল না তখন বানরগণ সক্রোধে তাকে দাঁত দিয়ে ধরে পদাঘাত করতে লাগল। তাঁরা রমণীদের কেশাকর্ষণ করে টেনে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে লাগলেন ; রমণীগণ অতিশয় কাতর হয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। তখন কালসম কুপিত হয়ে রাবণ যজ্ঞ ত্যাগ করে উঠে পড়ল আর বানরদের পা ধরে আছাড় মারতে লাগল। ওদিকে সেই ফাঁকে বানরগণ যজ্ঞ পণ্ড করে দিল। ঘটনাপ্রবাহ রাবণকে হতাশ করল॥

দোহা—যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে চতুর বানরগণ শ্রীরঘুনাথের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তখন রাবণ জীবনের আশা পরিত্যাগ করে সক্রোধে চলল॥ ৮৫॥

চৌপাই—রাবণের গমনকালে আবার ভয়ংকর অমঙ্গলজনক লক্ষণ-সকল দেখা যেতে লাগল। শকুন সকলে উড়ে এসে তার মাথায় বসতে লাগল। কিন্তু রাবণ তখন কালের বশীভূত ছিল, তাই সে কোনো অমঙ্গলজনক চিহ্নকে গুরুত্ব দিল না। সে রণবাদ্য বাজাতে আদেশ দিল॥ ১॥ অতি বিশাল নক্তচর সৈন্যদল আবার যাত্রা করল। তাতে অগণিত গজ, রথ, অশ্বারোহী ও পদাতিক ছিল। সেই দুষ্ট রাক্ষসসৈন্য শ্রীপ্রভুর সম্মুখে ছুটে যেতে লাগল ; তারা যেন পতঙ্গসম প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে ধাবিত হচ্ছিল॥ ২॥

চৌপাই (৩—৫)

ইহাঁ দেবতন্হ অস্তুতি কীন্হী। দারুন বিপতি হমহি এহিঁ দীন্হী॥
অব জনি রাম খেলাবহু এহী। অতিসয় দুখিত হোতি বৈদেহী॥
দেব বচন সুনি প্রভু মুসুকানা। উঠি রঘুবীর সুধারে বানা॥
জটা জুট দৃঢ় বাঁধেঁ মাথে। সোহহিঁ সুমন বীচ বিচ গাথে॥
অরুন নয়ন বারিদ তনু স্যামা। অখিল লোক লোচনাভিরামা॥
কটিতট পরিকর কস্যো নিষঙ্গা। কর কোদন্ড কঠিন সারঙ্গা॥

ছন্দ

সারঙ্গ কর সুন্দর নিষঙ্গ সিলীমুখাকর কটি কস্যো।
ভুজদন্ড পীন মনোহরায়ত উর ধরাসুর পদ লস্যো॥
কহ দাস তুলসী জবহিঁ প্রভু সর চাপ কর ফেরন লগে।
ব্রহ্মান্ড দিগ্গজ কমঠ অহি মহি সিন্ধু ভূধর ডগমগে॥

দোহা (৮৬)

সোভা দেখি হরষি সুর বরষহিঁ সুমন অপার।
জয় জয় জয় করুনানিধি ছবি বল গুন আগার॥

চৌপাই (১—৪)

এহীঁ বীচ নিসাচর অনী। কসমসাত আঈ অতি ঘনী॥
দেখি চলে সন্মুখ কপি ভট্টা। প্রলয়কাল কে জনু ঘন ঘট্টা॥
বহু কৃপান তরবারি চমঁকহিঁ। জনু দহঁ দিসি দামিনীঁ দমঁকহিঁ॥
গজ রথ তুরগ চিকার কঠোরা। গর্জহিঁ মনহুঁ বলাহক ঘোরা॥
কপি লঙ্গূর বিপুল নভ ছাএ। মনহুঁ ইন্দ্রধনু উএ সুহাএ॥
উঠই ধূরি মানহুঁ জলধারা। বান বুন্দ ভৈ বৃষ্টি অপারা॥
দুহুঁ দিসি পর্বত করহিঁ প্রহারা। বজ্রপাত জনু বারহিঁ বারা॥
রঘুপতি কোপি বান ঝরি লাঈ। ঘায়ল ভৈ নিসিচর সমুদাঈ॥

এদিকে দেবতাগণ স্তুতি করতে লাগলেন—হে শ্রীরামচন্দ্র ! এই রাবণ আমাদের অশেষ দুঃখ দিয়েছে। আপনি আর এর সঙ্গে বেশি লীলাক্রীড়া করবেন না। সীতাদেবীরও দুঃখের শেষ নেই এখন॥ ৩॥ দেবতাদের স্তুতি শ্রবণ করে শ্রীপ্রভু মৃদু হাসলেন। অতঃপর শ্রীরঘুবীর উঠে শর ও শরাসন তুলে নিলেন। তাঁর মস্তকে জটাজুট সুদৃঢ়ভাবে বাঁধা ছিল আর তাতে বহু সুন্দর পুষ্প গোঁজা ছিল॥ ৪॥ অরুণাভাযুক্ত নয়ন আর নীরদসম শ্যামাঙ্গে ত্রিলোকের সকল নয়নের আনন্দদাতা শ্রীপ্রভু তখন অনুপম সৌন্দর্যসম্পন্ন লাগছিলেন। শ্রীপ্রভু কটিতে পীতাম্বর কষে নিয়ে তূণীর ধারণ করে নিলেন আর নিজ শার্ঙ্গধনু হাতে তুলে নিলেন॥ ৫॥

ছন্দ—শ্রীপ্রভু হস্তে শার্ঙ্গধনু ও কটিতে অক্ষয় তূণ ধারণ করে পূর্ণ মহিমায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর সুপুষ্ট বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্নে অনুপম সৌন্দর্য ছিল। তুলসীদাস বলেন—শ্রীপ্রভুকে ধনুর্বাণ তুলে নিতে দেখে ব্রহ্মাণ্ড, দিগ্‌গজসকল, কূর্ম, শেষনাগ, সমুদ্র ও পর্বত সবই টলমল করে উঠল॥

দোহা—রণক্ষেত্রে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে স্বমহিমায় বিরাজমান দেখে দেবতাগণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করে বললেন—অনন্ত শোভাসম্পন্ন পরম শক্তিধর গুণধাম করুণানিধান প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের জয় হোক ! জয় হোক ! জয় হোক ! ৮৬॥

চৌপাই—ইত্যবসরে বহু রাক্ষসসমন্বিত সৈন্যদল যুদ্ধের মহড়া করতে করতে এগিয়ে এল। তাদের দেখে প্রলয়কালের ঘনঘটাসম বানরদলও এগিয়ে গেলেন॥ ১॥ কৃপাণ ও কোষমুক্ত তরবারি রণক্ষেত্রে ঝকমক করে উঠল। মনে হচ্ছিল যেন দিকে দিকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হস্তীর বৃংহণ, অশ্বের হ্রেষা ও রথের ঘড়ঘড়ানি পরিবেশকে কলহমুখর করে তুলল। তাকে বর্ষার মেঘের ভয়ংকর গর্জন মনে হতে লাগল॥ ২॥ আকাশে মেলে ধরা বানরপুচ্ছসকলও সুন্দর শোভা বিস্তার করেছিল ; তাকে রামধনু বলে মনে হচ্ছিল। রণক্ষেত্র ধুলোর জন্য অন্ধকার হয়ে ছিল ; তা জলধারাসম লাগছিল। তখন বারিবর্ষণসম শরবর্ষণ হতে লাগল॥ ৩॥ উভয় পক্ষের যোদ্ধারাই পর্বতখণ্ড দ্বারা প্রহার করে যাচ্ছিল যাকে বজ্রপাত বলে মনে হচ্ছিল। শ্রীরঘুনাথ সক্রোধে তুমুল শরবর্ষণ করতে লাগলেন যার ফলে অগণিত শত্রুসৈন্য আহত হল॥ ৪॥

চৌপাই (৫)

লাগত বান বীর চিক্করহীঁ। ঘুর্মি ঘুর্মি জহঁ তহঁ মহি পরহীঁ॥
স্রবহিঁ সৈল জনু নির্ঝর ভারী। সোনিত সরি কাদর ভয়কারী॥

ছন্দ

কাদর ভয়ংকর রুধির সরিতা চলী পরম অপাবনী।
দোউ কূল দল রথ রেত চক্র অবর্ত বহতি ভয়াবনী॥
জলজন্তু গজ পদচর তুরগ খর বিবিধ বাহন কো গনে।
সর সক্তি তোমর সর্প চাপ তুরঙ্গ চর্ম কমঠ ঘনে॥

দোহা (৮৭)

বীর পরহিঁ জনু তীর তরু মজ্জা বহু বহ ফেন।
কাদর দেখি ডরহিঁ তহঁ সুভটন্হ কে মন চেন॥

চৌপাই (১—৫)

মজ্জহিঁ ভূত পিসাচ বেতালা। প্রমথ মহা ঝোটিঙ্গ করালা॥
কাক কঙ্ক লৈ ভুজা উড়াহীঁ। এক তে ছীনি এক লৈ খাহীঁ॥
এক কহহিঁ ঐসিউ সৌঁঘাঈ। সঠহু তুম্হার দরিদ্র ন জাঈ॥
কহঁরত ভট ঘায়ল তট গিরে। জহঁ তহঁ মনহুঁ অর্ধজল পরে॥
খৈঁচহিঁ গীধ আঁত তট ভএ। জনু বংসী খেলত চিত দএ॥
বহু ভট বহহিঁ চঢ়ে খগ জাহীঁ। জনু নাবরি খেলহিঁ সরি মাহীঁ॥
জোগিনি ভরি ভরি খপ্পর সঞ্চহিঁ। ভূত পিসাচ বধূ নভ নঞ্চহিঁ॥
ভট কপাল করতাল বজাবহিঁ। চামুন্ডা নানা বিধি গাবহিঁ॥
জম্বুক নিকর কটক্কট কট্টহিঁ। খাহিঁ হুআহিঁ অঘাহিঁ দপট্টহিঁ॥
কোটিন্হ রুন্ড মুন্ড বিনু ডোল্লহিঁ। সীস পরে মহি জয় জয় বোল্লহিঁ॥

শরাঘাতে যোদ্ধা বীরগণ আর্তনাদ করে ছিটকে এধার ওধার ভূমিতে পড়ে যাচ্ছিল। সেই বীরদের অঙ্গ থেকে পাহাড়ের গায়ে ঝরনার মতন রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছিল। সেই রক্তের নদী ভীরুদের হৃৎকম্পনের কারণ হল॥ ৫॥

ছন্দ—ভীরুদের হৃৎকম্পনকারী সেই রুধির ধারাকে একটি অপবিত্র নদী বলে মনে হচ্ছিল। বিবদমান দুই সৈন্যদল সেই নদীর দুই কূল, রথ বালি ও রথচক্র ঘূর্ণিজল। সেই নদী অতিশয় ভয়াবহ ছিল। গজ, অশ্ব, পদাতিক, গর্দভ আর অন্যান্য বাহনসকল যেন নদীর অসংখ্য জলজন্তুসকল। নদীতে দেখতে পাওয়া শর, শক্তি, তোমর যেন সর্প, ধনুক নদীর তরঙ্গ আর ঢালসকলকে কূর্ম বলে মনে হচ্ছিল॥

দোহা—বীরগণ নদীর কূলে অবস্থান করা বৃক্ষসকলসম পাড় ধসে সেই রক্তনদীতে পড়ে যাচ্ছিল। মেদ-মজ্জাসকল সেই নদীর ফেনা মনে হচ্ছিল। এই রক্তের নদী একধারে যেমন ভীরুগণের মনে ভীতি সঞ্চার করছিল অন্য দিকে তাই উত্তম যোদ্ধাদের মনে সুখানুভূতি প্রদান করছিল॥ ৮৭॥

চৌপাই—ভূত, পিশাচ, বেতাল, বিশাল ঝুঁটিবাঁধা করাল ব্রহ্মদৈত্য আর শিবানুচর প্রমথগণ সেই নদীতে স্নান করছিল। নদীতে বয়ে যাওয়া খণ্ডিত হস্তাদি নিয়ে কাক চিল উড়ে যাচ্ছিল আর তা কাড়াকাড়ি করে ভক্ষণ করছিল॥ ১॥ যুদ্ধক্ষেত্রে যেন অনুচ্চ কণ্ঠে শোনা যাচ্ছিল— ওরে মূর্খ! সব কিছু এত সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে তবুও তোদের দারিদ্র্য কেন? মৃত্যুপথযাত্রী যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে সেই রক্তনদীতে পড়ে আর্তনাদ করছিল—যেন তাদের অন্তর্জলিযাত্রা করিয়ে রাখা হয়েছে॥ ২॥ শকুনিরা নাড়িভুঁড়ি নিয়ে টানাটানি করছিল। তাদের দেখে মনে হয় যেন নদীর কূলে বসে ধৈর্য ধরে কেউ বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরছে। রক্তপ্রবাহে বহু যোদ্ধা ভেসে যাচ্ছিল আর পক্ষীগণ তাদের দেহের উপর বসে চলেছিল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা নদীতে বাইচ প্রতিযোগিতায় নেমেছে॥ ৩॥ ডাকিনী-প্রেতিনিরা মৃতদের খর্পরে রক্ত ভরে নিচ্ছিল। ভূত-পিশাচদের রমণীগণ আকাশে নৃত্য করে বেড়াচ্ছিল। পিশাচিনিবৃন্দ খর্পর (মাথার খুলি) সংগ্রহ করে বাদ্য পরিবেশন করছিল আর গান গাইছিল॥ ৪॥ গৃধ্রসকল সশব্দে মৃতদেহগুলি কামড়াচ্ছিল আর শব্দ করতে করতে ভক্ষণ করছিল আর উদরপূর্তির পরেও দাপাদাপি করছিল। কোটি কোটি কবন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর ছিন্ন মস্তকগুলি ভূমিতে পড়েও জয়ধ্বনি করেই যাচ্ছিল॥ ৫॥

ছন্দ

বেলাল্লহিঁ জো জয় জয় মুন্ড রুন্ড প্রচন্ড সির বিনু ধাবহীঁ।
খপ্পরিন্হ খগ্গ অলুজ্ঝি জুজ্ঝহিঁ সুভট ভটন্হ ঢহাবহীঁ॥
বানর নিসাচর নিকর মর্দহিঁ রাম বল দর্পিত ভএ।
সংগ্রাম অঙ্গন সুভট সোবহিঁ রাম সর নিকরন্হি হএ॥

দোহা (৮৮)

রাবন হৃদয়ঁ বিচারা ভা নিসিচর সঙ্ঘার।
মৈ অকেল কপি ভালু বহু মায়া করৌ অপার॥

চৌপাই (১—৪)

দেবন্হ প্রভুহি পয়াদেঁ দেখা। উপজা উর অতি ছোভ বিসেষা॥
সুরপতি নিজ রথ তুরত পঠাবা। হরষ সহিত মাতলি লৈ আবা॥
তেজ পুঞ্জ রথ দিব্য অনূপা। হরষি চঢ়ে কোসলপুর ভূপা॥
চঞ্চল তুরগ মনোহর চারী। অজর অমর মন সম গতিকারী॥
রথারূঢ় রঘুনাথহি দেখী। ধাএ কপি বলু পাই বিসেষী॥
সহী ন জাই কপিন্হ কৈ মারী। তব রাবন মায়া বিস্তারী॥
সো মায়া রঘুবীরহি বাঁচী। লছিমন কপিন্হ সো মানী সাঁচী॥
দেখী কপিন্হ নিসাচর অনী। অনুজ সহিত বহু কোসলধনী॥

ছন্দ

বহু রাম লছিমন দেখি মর্কট ভালু মন অতি অপডরে।
জনু চিত্র লিখিত সমেত লছিমন জহঁ সো তহঁ চিতবহিঁ খরে॥
নিজ সেন চকিত বিলোকি হঁসি সর চাপ সজি কোসল ধনী।
মায়া হরী হরি নিমিষ মহুঁ হরষী সকল মর্কট অনী॥

দোহা (৮৯)

বহুরি রাম সব তন চিতই বোলে বচন গঁভীর।
দ্বন্দজুদ্ধ দেখহু সকল শ্রমিত ভএ অতি বীর॥

ছন্দ—ছিন্ন মস্তকসকল জয়ধ্বনি করছে আর প্রচণ্ড কবন্ধ ছুটে বেড়াচ্ছে। পক্ষীগণ খর্পরের মধ্যে ঢুকে পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে মারামারি করছিল ; উত্তম যোদ্ধা অন্য যোদ্ধাদের ভূপাতিত করছিল। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বানরগণ রাক্ষসদলকে মর্দন করছিল। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শরাঘাতে অসংখ্য যোদ্ধা রণক্ষেত্রে শায়িত হয়ে ছিল॥

দোহা—পরিস্থিতি ভয়াবহ ছিল। রাবণ ধরে নিল যে তার রাক্ষস সৈন্য আর জীবিত নেই। একা তাকে এত ঋক্ষ-মর্কটের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে ভেবে সে মায়া রচনায় প্রবৃত্ত হল॥ ৮৮॥

চৌপাই—দেবতাগণ দেখলেন যে শ্রীপ্রভু তখনও রথ ছাড়া যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। ঘটনা তাঁদের বিশেষভাবে দুঃখিত করল। (তাই) দেবরাজ ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁর রথ পাঠিয়ে দিলেন। সারথি মাতলি সেই রথ নিয়ে এল॥ ১॥ সেই দিব্য অনুপম জ্যোতির্ময় রথে কোসলপতি প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সানন্দে উঠে এলেন। সেই রথে চারটি চঞ্চল, মনোহর, অজর, অমর ও মনসম দ্রুতগতি (দেবলোকের) অশ্ব যুক্ত করা ছিল॥ ২॥ শ্রীরঘুনাথকে রথারূঢ় দেখে বানরগণ বিশেষভাবে উৎসাহ পেল। ঋক্ষ-বানরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ল। তখন রাবণ মায়া বিস্তার করল॥ ৩॥ সেই মায়া একমাত্র প্রভু শ্রীরঘুবীরকে স্পর্শ করতে সক্ষম হল না। বানরগণ, এমনকী শ্রীলক্ষ্মণও সেই মায়াকে সত্য বলে ধরে নিলেন। বানরগণ রাক্ষসসৈন্যদলের মধ্যে অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ সহিত বহু শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করতে লাগল॥ ৪॥

ছন্দ—শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীলক্ষ্মণকে বহুরূপে সম্মুখে দেখে ঋক্ষ-মর্কটগণ সশঙ্কিত হল। তারা অবাক হয়ে শ্রীলক্ষ্মণের সঙ্গে এক স্থানে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগল। নিজ সৈন্যদলকে রাবণের মায়ায় হতচকিত হতে দেখে কৌশলপতি ভগবান শ্রীহরি (দুঃখহরণকারী শ্রীরামচন্দ্র) সহাস্যে শরসন্ধান করে সকল মায়া মুহূর্তের মধ্যে হরণ করে নিলেন। ঋক্ষ-মর্কটগণ তাই দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও উৎফুল্ল হল॥

দোহা—অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সকলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—হে বীরসকল ! তোমরা সকলে ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তাই এখন তোমরা আমার ও রাবণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখো ॥ ৮৯॥

চৌপাই (১—৫)

অস কহি রথ রঘুনাথ চলাবা। বিপ্র রচন পঙ্কজ সিরু নাবা॥
তব লঙ্কেস ক্রোধ উর ছাবা। গর্জত তর্জত সন্মুখ ধাবা॥
জীতেহু জে ভট সংজুগ মাহীঁ। সুনু তাপস মৈঁ তিন্হ সম নাহীঁ॥
রাবন নাম জগত জস জানা। লোকপ জাকেঁ বন্দীখানা॥
খর দূষন বিরাধ তুম্হ মারা। বধেহু ব্যাধ ইব বালি বিচারা॥
নিসিচর নিকর সুভট সংঘারেহু। কুম্ভকরন ঘননাদহি মারেহু॥
আজু বয়রু সবু লেউঁ নিবাহী। জৌঁ রন ভূপ ভাজি নহিঁ জাহী॥
আজু করউঁ খলু কাল হবালে। পরেহু কঠিন রাবন কে পালে॥
সুনি দুর্বচন কালবস জানা। বিহঁসি বচন কহ কৃপানিধানা॥
সত্য সত্য সব তব প্রভুতাঈ। জল্পসি জনি দেখাউ মনুসাঈ॥

ছন্দ

জনি জল্পনা করি সুজসু নাসহি নীতি সুনহি করহি ছমা।
সংসার মহঁ পূরুষ ত্রিবিধ পাটল রসাল পনস সমা॥
এক সুমনপ্রদ এক সুমন ফল এক ফলই কেবল লাগহীঁ।
এক কহহিঁ কহহিঁ করহিঁ অপর এক করহিঁ কহত ন বাগহীঁ॥

দোহা (৯০)

রাম বচন সুনি বিহঁসা মোহি সিখাবত গ্যান।
বয়রু করত নহিঁ তব ডরে অব লাগে প্রিয় প্রান॥

চৌপাই (১—২)

কহি দুর্বচন ক্রুদ্ধ দসকন্ধর। কুলিস সমান লাগ ছাঁড়ৈ সর॥
নানাকার সিলীমুখ ধাএ। দিসি অরু বিদিস গগন মহি ছাএ॥
পাবক সর ছাঁড়েউ রঘুবীরা। ছন মহুঁ জরে নিসাচর তীরা॥
ছাড়িসি তীব্র সক্তি খিসিআঈ। বান সঙ্গ প্রভু ফেরি চলাঈ॥

চৌপাই—এই কথা বলে শ্রীরঘুনাথ ব্রাহ্মণদের শ্রীপাদপদ্মে মস্তক অবনত করলেন আর রথ চালনা করতে নির্দেশ দিলেন। তখন তাই দেখে রাবণের চিত্তে প্রবল ক্রোধ উৎপন্ন হল আর সে গর্জন ও আস্ফালন করে সম্মুখে ধেয়ে এল॥ ১॥ (রাবণ বলল—) ওরে তাপস ! শোনো, তুমি পূর্বে যে সকল যোদ্ধাদের পরাজিত করেছ আমি কিন্তু তাদের মতন আদৌ নই। আমি হলাম রাবণ। আমাকে সমগ্র জগৎ জানে। আমি সেই ব্যক্তি যার বন্দিশালায় লোকপালও বাস করে॥ ২॥ তুমি খর, দূষণ ও বিরাটকে বধ করেছ। নিরুপায় বালীকে ব্যাধের মতন বধ করেছ। তুমি বড় বড় রাক্ষস যোদ্ধাসকলকে সংহার করেছ ; এমনকী কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদকেও বধ করেছ॥ ৩॥ ও রাজামহাশয় ! যদি তুমি আজ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে না যাও তাহলে আমি শোধ তুলে নেব। আমি আজ তোমাকে অবশ্যই কালের কবলে পাঠাব। এইবার তুমি কঠিন রাবণের পাল্লায় পড়েছ॥ ৪॥ রাবণের কাটাকাটা কথা শ্রবণ করে ও তাকে কালের গ্রাস জেনে কৃপানিধি শ্রীরামচন্দ্র হেসে বললেন—তোমার পরাক্রম তেমনই, যেমন তুমি এতক্ষণ বললে। আর শুধু শুধু বাগাড়ম্বর না করে তোমার পরাক্রম প্রদর্শন করা শুরু করো॥ ৫॥

ছন্দ—বৃথা বাক্‌চাতুর্য দেখিয়ে নিজের সুযশ ক্ষয় কোরো না। কথা বলবার জন্য ক্ষমা কোরো। কিন্তু নীতিকথা জেনে রাখো—জগতে তিন রকমের ব্যক্তিত্ব দেখা যায়—পাটল (গোলাপ), আম আর কাঁঠালের মতন। পাটল (গোলাপ) ফুল দেয়, আম ফুল ও ফল দুইই দেয় আর কাঁঠাল কেবল ফল দেয়। একই ভাবে একদল বলে (করে না), দ্বিতীয় দল বলে আর করে দুইই আর তৃতীয় দল কেবল করে, বলে না॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের কথাগুলি শ্রবণ করে রাবণ খুব হাসতে লাগল ; (তারপর সে বলল—) আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছ ? শত্রুতা করবার সময় তো ভয় পাওনি এখন বুঝি প্রাণ যাওয়ার ভয় ঢুকেছে ! ৯০॥

চৌপাই—গালিগালাজ করে কুপিত রাবণ বজ্রসম ভয়ংকর শর নিক্ষেপ করতে লাগল। নানা আকারের শর ছুটতে লাগল। আর তাতে দিগ্‌দিগন্ত আকাশ ও ভূমি সর্বত্র ছেয়ে গেল॥ ১॥ এইবার শ্রীরঘুবীর অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলেন যা রাবণ নিক্ষিপ্ত শরসকলকে মুহূর্তের মধ্যে ভস্ম করে ফেলল। তখন

চৌপাই (৩—৪)

কোটিন্হ চক্র ত্রিসূল পবারৈ। বিনু প্রয়াস প্রভু কাটি নিবারৈ।।
নিফল হোহিঁ রাবন সর কৈসে। খল কে সকল মনোরথ জৈসেঁ।।
তব সত বান সারথী মারেসি। পরেউ ভূমি জয় রাম পুকারেসি।।
রাম কৃপা করি সূত উঠাবা। তব প্রভু পরম ক্রোধ কহুঁ পাবা।।

ছন্দ

ভএ ক্রুদ্ধ জুদ্ধ বিরুদ্ধ রঘুপতি ত্রোন সায়ক কসমসে।
কোদন্ড ধুনি অতি দন্ড সুনি মনুজাদ সব মারুত গ্রসে।।
মন্দোদরী উর কম্প কম্পতি কমঠ ভূ ভূধর ত্রসে।
চিক্করহিঁ দিগ্গজ দসন গহি মহি দেখি কৌতুক সুর হঁসে।।

দোহা (৯১)

তানেউ চাপ শ্রবন লগি ছাঁড়ে বিসিখ করাল।
রাম মারগন গন চলে লহলহাত জনু ব্যাল।।

চৌপাই (১—৪)

চলে বান সপচ্ছ জনু উরগা। প্রথমহিঁ হতেউ সারথী তুরগা।।
রথ বিভঞ্জি হতি কেতু পতাকা। গর্জা অতি অন্তর বল থাকা।।
তুরত আন রথ চঢ়ি খিসিআনা। অস্ত্র সস্ত্র ছাঁড়েসি বিধি নানা।।
বিফল হোহিঁ সব উদ্যম তাকে। জিমি পরদ্রোহ নিরত মনসা কে।।
তব রাবন দস সূল চলাবা। বাজি চারি মহি মারি গিরাবা।।
তুরগ উঠাই কোপি রঘুনায়ক। খৈঁচি সরাসন ছাঁড়ে সায়ক।।
রাবন সির সরোজ বনচারী। চলি রঘুবীর সিলীমুখ ধারী।।
দস দস বান ভাল দস মারে। নিসরি গএ চলে রুধির পনারে।।

রাবণ সক্রোধে সুতীক্ষ্ণ শক্তিবাণ নিক্ষেপ করল (কিন্তু) প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তা শর নিক্ষেপ করে ফিরিয়ে দিলেন॥ ২॥ রাবণ ঝাঁকে ঝাঁকে চক্র ও ত্রিশূল নিক্ষেপ করতে থাকল যা শ্রীপ্রভু অনায়াসে কেটে ফেলে দিলেন। দুষ্ট ব্যক্তির মনোরথ যেমন সফল হয় না রাবণের নিক্ষিপ্ত শরসকলেরও অবস্থা তেমনই হচ্ছিল॥ ৩॥ তখন রাবণ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সারথির উপর শত শরাঘাত করল। সারথি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে ভূমিতে পড়ে গেল। শ্রীপ্রভু কৃপা করে সারথিকে তুলে নিলেন। এইবার শ্রীপ্রভু কুপিত হলেন॥ ৪॥

ছন্দ—সম্মুখ সমরে (সতত শান্ত) শ্রীরঘুনাথ কুপিত হয়েছেন দেখে তূণীরের ভিতরে রাখা শরগুলির মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। তাঁর শার্ঙ্গধনুকের প্রচণ্ড টঙ্কার শ্রবণ করে রাক্ষসগণ অতিশয় ভীত হয়ে পড়ল। মন্দোদরীর বুক দুরদুর করে উঠল ; সাগর, কূর্ম, ধরণী ও পর্বত ভয়ে প্রকম্পিত হল। দিগ্‌গজসকল ধরণীকে দন্তে ধারণ করে বৃংহণ করতে লাগল। এই কৌতুক দেবতাদের আনন্দ দান করল॥

***দোহা**—এইবার শ্রীপ্রভু ধনুকের জ্যা আকর্ণ আকর্ষণ করে ভয়ানক শর নিক্ষেপ করলেন যা সর্পসম তির্যকগতিতে এগিয়ে চলল॥ ৯১॥*

চৌপাই—শরগুলি দেখে মনে হচ্ছিল যেন ডানাওয়ালা সর্প উড়ে যাচ্ছে। শ্রীপ্রভুর শরাঘাতে রাবণের সারথি ও রথের অশ্বসকল নিহত হল। অতঃপর রাবণের রথ চূর্ণবিচূর্ণ হল আর ধ্বজা ও পতাকা কেটে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। এইবার রাবণ প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল ; তখন কিন্তু তার মনোবলে টান পড়েছিল॥ ১॥ রাবণ তৎক্ষণাৎ অন্য এক রথে উঠে সক্রোধে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগল। পরদ্বেষী ব্যক্তিদের চিত্তসম তার সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হল॥ ২॥ তখন সে একসঙ্গে দশটি ত্রিশূল নিক্ষেপ করে প্রভু শ্রীরঘুনাথের রথের চারটি অশ্বকেই ভূপতিত করল। অশ্বদের তুলে শ্রীরঘুনাথ সক্রোধে ধনুক টেনে শর নিক্ষেপ করলেন॥ ৩॥ রাবণের মস্তকে আঘাত হানবার জন্য সারি সারি শর ধেয়ে ছুটল ; মনে হচ্ছিল যেন কমলবনে ভ্রমরকুল সারে সারে বিচরণ করছে। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র রাবণের দশটি মুণ্ড লক্ষ্য করে দশটি করে শর নিক্ষেপ করেছিলেন। শরগুলি রাবণের মস্তক ভেদ করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। মস্তকসকল থেকে অঝোরে রক্তস্রোত প্রবাহিত হতে লাগল॥ ৪॥

চৌপাই (৫—৭)

স্রবত রুধির ধায়উ বলবানা। প্রভু পুনি কৃত ধনু সর সন্ধানা।।
তীস তীর রঘুবীর পবারে। ভুজন্হি সমেত সীস মহি পারে।।
কাটতহীঁ পুনি ভএ নবীনে। রাম বহোরি ভুজা সির ছীনে।।
প্রভু বহু বার বাহু সির হএ। কটত ঝাটিতি পুনি নূতন ভএ।।
পুনি পুনি প্রভু কাটত ভুজ সীসা। অতি কৌতুকী কোসলাধীসা।।
রহে ছাই নভ সির অরু বাহূ। মানহুঁ অমিত কেতু অরু রাহূ।।

ছন্দ

জনু রাহু কেতু অনেক নভ পথ স্রবত সোনিত ধাবহীঁ।
রঘুবীর তীর প্রচন্ড লাগহিঁ ভূমি গিরন ন পাবহীঁ।।
এক এক সর সির নিকর ছেদে নভ উড়ত ঝমি সোহহীঁ।
জনু কোপি দিনকর কর নিকর জহঁ তহঁ বিধুঁতুদ পোহহীঁ।।

দোহা (৯২)

জিমি জিমি প্রভু হর তাসু সির তিমি তিমি হোহিঁ অপার।
সেবত বিষয় বিবর্ধ জিমি নিত নিত নূতন মার।।

চৌপাই (১—৪)

দসমুখ দেখি সিরন্হ কৈ বাঢ়ী। বিসরা মরন ভঈ রিস গাঢ়ী।।
গর্জেউ মূঢ় মহা অভিমানী। ধায়উ দসহু সরাসন তানী।।
সমর ভূমি দসকন্ধর কোপ্যো। বরষি বান রঘুপতি রথ তোপ্যো।।
দন্ড এক রথ দেখি ন পরেউ। জনু নিহার মহুঁ দিনকর দুরেউ।।
হাহাকার সুরন্হ জব কীন্হা। তব প্রভু কোপি কারমুক লীন্হা।।
সর নিবারি রিপু কে সির কাটে। তে দিসি বিদিসি গগন মহি পাটে।।
কাটে সির নভ মারগ ধাবহিঁ। জয় জয় ধুনি করি ভয় উপজাবহিঁ।।
কহঁ লছিমন সুগ্রীব কপীসা। কহঁ রঘুবীর কোসলাধীসা।।

সেই রক্তাক্ত অবস্থাতেই বলবান রাবণ ছুটল। তখন শ্রীপ্রভু আবার ধনুকে শরসন্ধান করলেন। তিনি এইবার ত্রিংশ সংখ্যক শর যুগপৎ নিক্ষেপ করলেন যা বিংশ বাহু ও দশ মস্তক একসঙ্গে ছেদন করে ভূপাতিত করল॥ ৫॥ (মস্তক ও বাহু) ছেদন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে নূতন মস্তক ও বাহু দেখা গেল। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আবার বাহুসকল ও মস্তকসকল ছেদন করলেন। স্থানচ্যুত হতেই সেইখানে নূতন বাহু ও মস্তক গজিয়ে উঠল॥ ৬॥ শ্রীপ্রভু বারে বারে তার বাহু ও মস্তক ছেদন করতে লাগলেন। এইকার্যে শ্রীপ্রভু বিশেষ কৌতুক অনুভব করছিলেন। আকাশে ছেদন করা মস্তক ও বাহু এমনভাবে ছড়িয়ে গেল যেন মনে হচ্ছিল তা অসংখ্য কেতু ও রাহু॥ ৭॥

ছন্দ—মনে হচ্ছিল যেন অসংখ্য রাহু ও কেতু শোণিত সিক্ত হয়ে আকাশ পথে ধাবমান হয়েছে। শ্রীরঘুবীরের প্রচণ্ড মুহুর্মুহু শরাঘাতে তারা ভূমিতে পড়তে পারছিল না। এক একটি শরে মস্তকসকল গ্রথিত হয়ে আকাশ পথে উড়ে শোভমান লাগছিল ; দেখে মনে হচ্ছিল যেন সূর্যালোক সক্রোধে সর্বত্র রাহুদের গ্রথিত করে ফেলেছে॥

দোহা—ক্রমাগত শ্রীপ্রভু রাবণের মস্তক ছেদন করেই যাচ্ছিলেন আর ছেদন করা মস্তকের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল ; এ যেন বিষয় সেবন করে তার ভোগ করবার ইচ্ছার ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়া॥ ৯২॥

চৌপাই—নূতন মস্তক গজিয়ে ওঠা প্রত্যক্ষ করে রাবণ তার মৃত্যুর কথা বিস্মরণ করল আর অতিশয় ক্রোধান্বিত হল। সেই প্রচণ্ড অহংকারী মূর্খ গর্জন করে দশটি ধনুক নিয়ে আবার যুদ্ধ করতে এগিয়ে গেল॥ ১॥ রণক্ষেত্রে রাবণ তখন সক্রোধে ছোটাছুটি করছে। সে শরবর্ষণ করে শ্রীরঘুপতির রথকে ঢেকে দিল। এক দণ্ড কাল পর্যন্ত রথ দেখা যাচ্ছিল না ; যেন কুয়াশায় সূর্য ঢাকা পড়েছে॥ ২॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র শুনতে পেলেন যে দেবতারা হাহাকার করছেন। তিনি তখন সক্রোধে ধনুক তুলে নিলেন আর শত্রুর শর প্রতিহত করে শত্রুর মস্তক ছেদন করলেন আর তাই দিয়ে দিগ্‌দিগন্ত, আকাশ ও ভূমি ছেয়ে ফেললেন॥ ৩॥ খণ্ডিত মস্তকসকল আকাশপথে ছুটছে আর জয়ধ্বনি করে ভয় উৎপন্ন করছে—লক্ষ্মণ আর বানররাজ সুগ্রীব কোথায় ? কৌশলপতি রঘুবীর কোথায় ? ৪॥

ছন্দ

কহুঁ রামু কহি সির নিকর ধাএ দেখি মর্কট ভজি চলে।
সন্ধানি ধনু রঘুবংসমনি হঁসি সরন্হি সির বেধে ভলে॥
সির মালিকা কর কালিকা গহি বৃন্দ বৃন্দন্হি বহু মির্লীঁ।
করি রুধির সরি মজ্জনু মনহুঁ সংগ্রাম বট পূজন চর্লীঁ॥

দোহা (৯৩)

পুনি দসকন্ঠ ক্রুদ্ধ হোই ছাঁড়ী সক্তি প্রচন্ড।
চলী বিভীষন সন্মুখ মনহুঁ কাল কর দন্ড॥

চৌপাই (১—৪)

আবত দেখি সক্তি অতি ঘোরা। প্রনতারতি ভঞ্জন পন মোরা॥
তুরত বিভীষন পাছেঁ মেলা। সন্মুখ রাম সহেউ সোই সেলা॥
লাগি সক্তি মুরুছা কছু ভঈ। প্রভু কৃত খেল সুরন্হ বিকলঈ॥
দেখি বিভীষন প্রভু শ্রম পায়ো। গহি কর গদা ক্রুদ্ধ হোই ধায়ো॥
রে কুভাগ্য সঠ মন্দ কুবুদ্ধে। তৈঁ সুর নর মুনি নাগ বিরুদ্ধে॥
সাদর সিব কহুঁ সীস চঢ়াএ। এক এক কে কোটিন্হ পাএ॥
তেহি কারন খল অব লগি বাঁচ্যো। অব তব কালু সীস পর নাচ্যো॥
রাম বিমুখ সঠ চহসি সম্পদা। অস কহি হনেসি মাঝ উর গদা॥

ছন্দ

উর মাঝ গদা প্রহার ঘোর কঠোর লাগত মহি পর্য্যো।
দস বদন সোনিত শ্রবত পুনি সম্ভারি ধায়ো রিস ভর্য্যো।
দ্বৌ ভিরে অতিবল মল্লজুদ্ধ বিরুদ্ধ একু একহি হনৈ।
রঘুবীর বল দর্পিত বিভীষনু ঘালি নহিঁ তা কহুঁ গনৈ॥

ছন্দ— 'কোথায় রাম ?'—বলে খণ্ডিত মস্তকসকল আকাশপথে ছুটছে দেখে মর্কটগণ ভীত হল। তাদের ভয় নিবারণ করবার জন্য রঘুকুলমণি প্রভু শ্রীরামচন্দ্র শরসন্ধান করে তাদের মালারূপে গেঁথে ফেললেন। এক অনুপম দৃশ্য রণক্ষেত্রে অভিনীত হতে লাগল। অসংখ্য দেবী মহাকালী যেন সেই মুণ্ডমালা ধারণ করে রক্তস্নাত অবস্থায় সেই রণক্ষেত্রে দেখা দিলেন। মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন জোটবদ্ধ হয়ে সংগ্রামরূপ বটবৃক্ষের পূজার জন্য আবির্ভূতা হয়েছেন॥

***দোহা**—রাবণ পুনরায় কুপিত হয়ে প্রচণ্ড শক্তিশেল ছাড়ল। সেই ভয়ানক শক্তিশেল বিভীষণকে লক্ষ্য করে কালদণ্ডসম অগ্রসর হল॥ ৯৩॥*

***চৌপাই**— ভয়ানক শক্তি অস্ত্র শরণাগত ভক্তের দিকে আঘাত হানবার জন্য ছুটে আসছে দেখে শরণাগতবৎসল বিভীষণকে আড়াল করে তা নিজ বক্ষে আঘাত করতে দিলেন॥ ১॥ শক্তিশেল আঘাতে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র মূর্ছিত হওয়ার অভিনয় লীলা করলেন। দেবতাগণ প্রকৃত রহস্য না জেনে উৎকণ্ঠিত হলেন। শ্রীপ্রভুকে রাবণ আঘাত হেনেছে দেখে বিভীষণ কুপিত হয়ে গদা হস্তে তেড়ে এসে বললেন—ওরে হতভাগা ! তুই মহামূর্খ অতিশয় অধম ও কুমতি-যুক্ত। তুই দেবতা, মানব, মুনি ও নাগ সকলের সঙ্গে শত্রুতা করেই যাচ্ছিস। তুই সাদরে ভগবান শংকরকে মুণ্ডদান করে পূজার্চনা করেছিলিস বলে কোটি কোটি মুণ্ড পেয়েছিস॥ ২-৩॥ ওরে মন্দমতি ! তাই এখনও তুই বেঁচে আছিস। (কিন্তু) শমন তোর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরে মহামূর্খ ! তুই রামবিমুখ হয়ে সম্পদ (সুখ ভোগ করতে) চাস ? এই বলে বিভীষণ রাবণের বক্ষঃস্থলের মাঝখানে গদাপ্রহার করলেন॥ ৪॥

ছন্দ—বুকে গদার প্রচণ্ড আঘাতে রাবণ ভূমিতে ছিটকে পড়ে গেল। তার দশ আননে রক্তবমন হতে লাগল। সে আবার সামলে নিয়ে সক্রোধে ছুটে এল। তখন দুই প্রচণ্ড বলবান যোদ্ধার মধ্যে মল্লযুদ্ধ হতে লাগল আর একে অপরকে আঘাত করতে লাগল। শ্রীরঘুবীরের বলে পুষ্ট বীর বিভীষণ তাকে (জগদ্বিখ্যাত যোদ্ধা রাবণকে) তুচ্ছ মনে করে যুদ্ধ করছিলেন॥

দোহা (৯৪)

উমা বিভীষনু রাবনহি সন্মুখ চিতব কি কাউ।
সো অব ভিরত কাল জ্যোঁ শ্রীরঘুবীর প্রভাউ॥

চৌপাই (১—৪)

দেখা শ্রমিত বিভীষনু ভারী। ধায়উ হনূমান গিরি ধারী॥
রথ তুরঙ্গ সারথী নিপাতা। হৃদয় মাঝ তেহি মারেসি লাতা॥
ঠাঢ় রহা অতি কম্পিত গাতা। গয়উ বিভীষনু জহঁ জনত্রাতা॥
পুনি রাবন কপি হতেউ পচারী। চলেউ গগন কপি পূঁছ পসারী॥
গহিসি পূঁছ কপি সহিত উড়ানা। পুনি ফিরি ভিরেউ প্রবল হনুমানা॥
লরত অকাস জুগল সম জোধা। একহি একু হনত করি ক্রোধা॥
সোহহিঁ নভ ছল বল বহু করহীঁ। কজ্জলগিরি সুমেরু জনু লরহীঁ॥
বুধি বল নিসিচর পরই ন পার্যো। তব মারুতসুত প্রভু সম্ভার্যো॥

ছন্দ

সম্ভারি শ্রীরঘুবীর ধীর পচারি কপি রাবনু হন্যো।
মহি পরত পুনি উঠি লরত দেবন্হ জুগল কহুঁ জয় জয় ভন্যো॥
হনুমন্ত সংকট দেখি মর্কট ভালু ক্রোধাতুর চলে।
রন মত্ত রাবন সকল সুভট প্রচন্ড ভুজ বল দলমলে॥

দোহা (৯৫)

তব রঘুবীর পচারে ধাএ কীস প্রচন্ড।
কপি বল প্রবল দেখি তেহিঁ কীন্হ প্রগট পাষন্ড॥

চৌপাই (১)

অন্তরধান ভয়উ ছন একা। পুনি প্রগটে খল রূপ অনেকা॥
রঘুপতি কটক ভালু কপি জেতে। জহঁ তহঁ প্রগট দসানন তেতে॥

দোহা—*(ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে উমা ! বিভীষণের কী পূর্বে রাবণের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহসও ছিল ? আজ সেই বিভীষণ সাক্ষাৎ কালসম রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল। তা অবশ্যই শ্রীরঘুবীরের কৃপায় সম্ভব হয়েছিল ! ৯৪ ॥*

চৌপাই—বিভীষণকে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়তে দেখে শ্রীহনুমান পর্বত নিয়ে ছুটলেন। তিনি পর্বত নিক্ষেপ করে রাবণের রথ, অশ্ব ও সারথিকে সংহার করে ফেললেন আর তারপর তার বুকে পদাঘাত করলেন॥ ১॥ যদিও রাবণ পদাঘাত সহ্য করে দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু তার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। বিভীষণ তখন সেইখানে গমন করলেন যেখানে ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন। তখন রাবণ আস্ফালন করে শ্রীহনুমানকে আঘাত করল। শ্রীহনুমান লাঙ্গুল বিস্তার করে আকাশে উঠলে রাবণ তা ধরে ফেলল। শ্রীহনুমান তাকে জড়িয়ে ধরে আকাশে উঠে গেলেন। অতঃপর নেমে এসে মহাবলবান শ্রীহনুমান রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। উভয়েই বলবান যোদ্ধা ছিলেন। তাই আকাশে যুদ্ধ করবার সময়ে সক্রোধে আঘাত হানা চলতে লাগল॥ ২-৩॥ ছলে-বলে-কৌশলে যুদ্ধে রত মহাবীরদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন কজ্জলগিরি ও সুমেরু পর্বত যুদ্ধ করছে। যখন বল ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে রাক্ষসকে পরাভূত করা সম্ভব হল না তখন পবননন্দন শ্রীহনুমান শ্রীপ্রভুকে স্মরণ করলেন॥ ৪॥

ছন্দ—*শ্রীরঘুবীরকে স্মরণ করে বীর শ্রীহনুমান গর্জন করে রাবণকে আঘাত হানলেন। তারা উভয়েই ভূমিতে পড়ে গিয়ে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছিলেন ; দেবতাগণ তখন উভয়ের নামে জয়ধ্বনি দিলেন। শ্রীহনুমানের উপর সংকটের ছায়া দেখে ঋক্ষ-মর্কটগণ সক্রোধে ছুটে গেল। কিন্তু রণমদমত্ত রাবণ সেই যোদ্ধাদের নিজ প্রচণ্ড বাহুবলে মর্দন করল॥*

দোহা—*তখন শ্রীরঘুবীরের রণহুঙ্কারে উদ্বুদ্ধ হয়ে বীর বানরগণ একত্রে রাবণকে তেড়ে গেল। অমিত বিক্রম বানরদলকে দেখে রাবণ মায়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত হল॥ ৯৫॥*

চৌপাই—কিছুক্ষণ অদৃশ্য থেকে সেই দুষ্ট রাবণ বহুরূপে দেখা দিল। শ্রীরঘুবীরের সৈন্যদলে যত ঋক্ষ-বানর ছিল ততগুলি রাবণ চারদিকে দেখা

চৌপাই (২—৪)

দেখে কপিন্হ অমিত দসসীসা। জহঁ তহঁ ভজে ভালু অরু কীসা॥
ভাগে বানর ধরহিঁ ন ধীরা। ত্রাহি ত্রাহি লছিমন রঘুবীরা॥
দহঁ দিসি ধাবহিঁ কোটিন্হ রাবন। গর্জহিঁ ঘোর কঠোর ভয়াবন॥
ডরে সকল সুর চলে পরাঈ। জয় কৈ আস তজহু অব ভাঈ॥
সব সুর জিতে এক দসকন্ধর। অব বহু ভএ তকহু গিরি কন্দর॥
রহে বিরঞ্চি সম্ভু মুনি গ্যানী। জিন্হ জিন্হ প্রভু মহিমা কছু জানী॥

ছন্দ

জানা প্রতাপ তে রহে নির্ভয় কপিন্হ রিপু মানে ফুরে।
চলে বিচলি মর্কট ভালু সকল কৃপাল পাহি ভয়াতুরে॥
হনুমন্ত অঙ্গদ নীল নল অতিবল লরত রন বাঁকুরে।
মর্দহিঁ দসানন কোটি কোটিন্হ কপট ভূ ভট অঙ্কুরে॥

দোহা (৯৬)

সুর বানর দেখে বিকল হঁস্যো কোসলাধীস।
সজি সারঙ্গ এক সর হতে সকল দসসীস॥

চৌপাই (১—৩)

প্রভু ছন মহুঁ মায়া সব কাটী। জিমি রবি উএঁ জাহিঁ তম ফাটী॥
রাবনু একু দেখি সুর হরষে। ফিরে সুমন বহু প্রভু পর বরষে॥
ভুজ উঠাই রঘুপতি কপি ফেরে। ফিরে এক একন্হ তব টেরে॥
প্রভু বলু পাই ভালু কপি ধাএ। তরল তমকি সংজুগ মহি আএ॥
অস্তুতি করত দেবতন্হি দেখেঁ। ভয়উঁ এক মৈঁ ইন্হ কে লেখেঁ॥
সঠহু সদা তুম্হ মোর মরায়ল। অস কহি কোপি গগন পর ধায়ল॥

যেতে লাগল॥ ১॥ বানরগণ অসংখ্য রাবণ দেখে ধৈর্যচ্যুত হয়ে এধার ওধার পলায়ন করতে লাগল। তারা পলায়ন করবার সময়ে আর্তনাদ করছিল—হে শ্রীলক্ষ্মণ ! হে শ্রীরঘুবীর ! রক্ষা করুন॥ ২॥ সর্বত্র তখন কোটি কোটি মায়া রাবণ অতি ভয়ংকর গর্জন করতে করতে ছুটে বেড়াচ্ছিল। দেবতাগণও ভয় পেলেন। তাঁরাও পলায়ন করবার সময়ে বললেন—হে ভাই ! জয়লাভ করবার আশা ত্যাগ করো। একটা রাবণই সকল দেবতাদের পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল, এখন তো দেখছি বহু রাবণের আগমন হয়েছে। এখন পর্বত কন্দরে লুকিয়ে থাকাই শ্রেয়। সেইখানে কেবল ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও জ্ঞানী মুনিগণ নিশ্চিন্ত রইলেন কারণ তাঁরা শ্রীপ্রভুর মহিমা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন॥ ৩-৪॥

ছন্দ—যাঁরা শ্রীপ্রভুর পরাক্রম সম্বন্ধে জানতেন তাঁরা নির্ভয়ে যুদ্ধ দেখতে থাকলেন। বানরগণ অসংখ্য রাবণকেই সত্য মনে করল। তাই ঋক্ষ-বানর সকল ভয়ার্ত হয়ে 'হে কৃপালু ! রক্ষা করুন' বলতে বলতে পলায়ন করতে লাগল। অতিশয় বলবান রণকুশল শ্রীহনুমান, অঙ্গদ, নীল ও নল যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন আর কপট ভূমি থেকে অঙ্কুরিত কোটি কোটি যোদ্ধা রাবণকে মর্দন করে ফেলছিলেন॥

দোহা—দেবতাদের ও বানরদের বিহ্বলচিত্ত হতে দেখে কৌশলপতি শ্রীরামচন্দ্র মৃদুহাস্যে শার্ঙ্গধনুকে শরসন্ধান করে (মায়ানির্মিত) সকল রাবণকে একটি মাত্র শরেই বধ করলেন॥ ৯৬॥

চৌপাই—এক মুহূর্তে শ্রীপ্রভু সকল মায়া কেটে ফেললেন। যেমন সূর্যোদয় হলেই অন্ধকার নিবারণ হয় তেমন ভাবেই তখন একটি মাত্র রাবণ দেখে দেবতাগণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন আর শ্রীপ্রভুর উপর প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি করলেন॥ ১॥ শ্রীরঘুনাথ হাত তুলে সকল বানরদের ফিরিয়ে আনলেন। তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে ফিরে এল। শ্রীপ্রভুর শক্তি লাভ করে ঋক্ষ-বানরগণ আবার ছুটল। তারা দ্রুতগতিতে লাফ দিয়ে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হল॥ ২॥ দেবতাদেরও প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে স্তুতি করতে দেখে রাবণ ভাবল—এরা ভাবছে আমি একা হয়ে গেলাম (কিন্তু এরা জানে না যে আমি একাই এদের জন্য যথেষ্ট)। রাবণ তখন বলল—ওরে মূর্খের দল ! তোমরা তো সতত আমার হাতে মার খেয়েই থাকো। এই বলে সে সক্রোধে আকাশে (দেবতাদের দিকে) ছুটে গেল॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

হাহাকর করত সুর ভাগে। খলহু জাহু কহঁ মোরেঁ আগে।।
দেখি বিকল সুর অঙ্গদ ধায়ো। কূদি চরন গহি ভূমি গিরায়ো।।

ছন্দ

গহি ভূমি পার্‌য়ো লাত মার্‌য়ো বালিসুত প্রভু পহিঁ গয়ো।
সম্ভারি উঠি দসকণ্ঠ ঘোর কঠোর রব গর্জত ভয়ো।।
করি দাপ চাপ চঢ়াই দস সন্ধানি সর বহু বরষঈ।
কিএ সকল ভট ঘায়ল ভয়াকুল দেখি নিজ বল হরষঈ।।

দোহা (৯৭)

তব রঘুপতি রাবন কে সীস ভুজা সর চাপ।
কাটে বহুত বঢ়ে পুনি জিমি তীরথ কর পাপ।।

চৌপাই (১—৫)

সির ভুজ বাঢ়ি দেখি রিপু কেরী। ভালু কপিন্হ রিস ভঈ ঘনেরী।।
মরত ন মূঢ় কটেহুঁ ভুজ সীসা। ধাএ কোপি ভালু ভট কীসা।।
বালিতনয় মারুতি নল নীলা। বানররাজ দুবিদ বলসীলা।।
বিটপ মহীধর করহিঁ প্রহারা। সোই গিরি তরু গহি কপিন্হ সো মারা।।
এক নখন্হি রিপু বপুষ বিদারী। ভাগি চলহিঁ এক লাতন্হ মারী।।
তব নল নীল সিরন্হি চঢ়ি গয়উ। নখন্হি লিলার বিদারত ভয়উ।।
রুধির দেখি বিষাদ উর ভারী। তিন্হহি ধরন কহুঁ ভুজা পসারী।।
গহে ন জাহিঁ করন্হি পর ফিরহীঁ। জনু জুগ মধুপ কমল বন চরহীঁ।।
কোপি কূদি দ্বৌ ধরেসি বহোরী। মহি পটকত ভজে ভুজা মরোরী।।
পুনি সকোপ দস ধনু কর লীন্হে। সরন্হি মারি ঘায়ল কপি কীন্হে।।

রাবণ তেড়ে আসছে দেখে দেবতাগণ হাহাকার করে পলায়ন করতে লাগলেন। (রাবণ বলল—) ওরে দুষ্টের দল ! আমার হাত থেকে পালিয়ে আর কোথায় যাবে ? দেবতাদের ব্যাকুলতা দেখে অঙ্গদ ছুটে গেলেন আর তাকে পা ধরে মাটিতে নামিয়ে আনলেন॥ ৪ ॥

ছন্দ—রাবণকে ধরে মাটিতে ফেলে দিয়ে পদাঘাত করে বালীপুত্র অঙ্গদ শ্রীপ্রভুর কাছে চলে গেলেন। রাবণ সামলে নিয়ে আবার উঠল আর অতিশয় ভয়ংকর গর্জন করতে লাগল। সে সদর্পে দশটি ধনুকে শরসন্ধান করে শরবর্ষণ করতে লাগল আর যোদ্ধাদের আহত ও ভয়ার্ত করে ছাড়ল। তার ক্ষমতা তখনও বর্তমান দেখে সে মনে মনে আশ্বস্ত হল॥

***দোহা**—তখন শ্রীরঘুনাথ শরাঘাতে রাবণের মস্তক, বাহু, ধনুর্বাণ সকল একসঙ্গে কেটে ফেললেন। সেই সকল আবার নূতন করে বেড়ে উঠল যেমন তীর্থে কৃত পাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পায় (অনেক গুণ বেশি ভয়ানক ফল উৎপন্ন করে) ! ৯৭ ॥*

***চৌপাই**—*শত্রুর মস্তক ও বাহুর ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি ঋক্ষ-বানরদের অতিশয় কুপিত করল। তারা আলোচনা করতে লাগল—এই মূর্খ তো বাহু ও মস্তক কেটে ফেললেও মরছে না। তারা আবার নবোদ্যমে কুপিত হয়ে ছুটল॥ ১॥ বালীনন্দন অঙ্গদ, পবননন্দন শ্রীহনুমান, নল, নীল, বানররাজ সুগ্রীব ও দ্বিবিদ আদি বীরগণ রাবণের উপর বৃক্ষ ও পর্বতখণ্ড প্রহার করতে লাগলেন। রাবণ সেই বৃক্ষ ও পর্বতখণ্ড লুফে নিয়ে বানরদের মারতে লাগল॥ ২॥ একটি বানর নখ দিয়ে রাবণের দেহ ফালাফালা করে দিল আর পলায়ন করল। অন্য একজন তাকে পদাঘাত করল। তখন নল ও নীল রাবণের মাথায় চড়ে নখ দিয়ে তার কপালে ক্ষত সৃষ্টি করতে লাগল॥ ৩॥ রক্ত ঝরছে দেখে রাবণের ভয়ানক দুঃখ হল। সে তখন তাকে ধরবার জন্য হাত বাড়াল কিন্তু ধরতে সক্ষম হল না। বানরগণ তার হাতের উপর চড়েই চলাফেরা করতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন দুইটি ভ্রমর কমলবনে বিচরণ করছে॥ ৪॥ তখন সে সক্রোধে লাফিয়ে দুইজনকেই ধরে ফেলল। যখন সে তাদের ভূমিতে আছাড় মারতে চাইল তখন তারা রাবণের হাত মুচড়ে পালিয়ে গেল। রাবণ এইবার কুপিত হয়ে দশটি ধনুক ধরে বানরদের আহত করে ছাড়ল॥ ৫॥

চৌপাই (৬—৮)

হনুমদাদি মুরুছিত করি বন্দর। পাই প্রদোষ হরষ দসকন্ধর॥
মুরুছিত দেখি সকল কপি বীরা। জামবন্ত ধায়উ রনধীরা॥
সঙ্গ ভালু ভূধর তরু ধারী। মারন লগে পচারি পচারী॥
ভয়উ ক্রুদ্ধ রাবন বলবানা। গহি পদ মহি পটকই ভট নানা॥
দেখি ভালুপতি নিজ দল ঘাতা। কোপি মাঝ উর মারেসি লাতা॥

ছন্দ

উর লাত ঘাত প্রচন্ড লাগত বিকল রথ তে মহি পরা।
গহি ভালু বীসহুঁ কর মনহুঁ কমলন্হি বসে নিসি মধুকরা॥
মুরুছিত বিলোকি বহোরি পদ হতি ভালুপতি প্রভু পহিঁ গয়ো।
নিসি জানি স্যন্দন ঘালি তেহি তব সূত জতনু করত ভয়ো॥

দোহা (৯৮)

মুরুছা বিগত ভালু কপি সব আএ প্রভু পাস।
নিসিচর সকল রাবনহি ঘেরি রহে অতি ত্রাস॥

মাসপারায়ণ, ছাব্বিশতম বিশ্রাম

চৌপাই (১—৫)

তেহী নিসি সীতা পহিঁ জাঈ। ত্রিজটা কহি সব কথা সুনাঈ॥
সির ভুজ বাঢ়ি সুনত রিপু কেরী। সীতা উর ভই ত্রাস ঘনেরী॥
মুখ মলীন উপজী মন চিন্তা। ত্রিজটা সন বোলী তব সীতা॥
হোইহ কহা কহসি কিন মাতা। কেহি বিধি মরিহি বিস্ব দুখদাতা॥
রঘুপতি সর সির কটেহুঁ ন মরঈ। বিধি বিপরীত চরিত সব করঈ॥
মোর অভাগ্য জিআবত ওহী। জেহি হৌঁ হরি পদ কমল বিছোহী॥
জেহিঁ কৃত কপট কনক মৃগ ঝূঠা। অজহুঁ সো দৈব মোহি পর রূঠা॥
জেহিঁ বিধি মোহি দুখ দুসহ সহাএ। লছিমন কহুঁ কটু বচন কহাএ॥
রঘুপতি বিরহ সবিষ সর ভারী। তকি তকি মার বার বহু ভারী॥
ঐসেহুঁ দুখ জো রাখ মম প্রানা। সোই বিধি তাহি জিআব ন আনা॥

শ্রীহনুমানাদি বানরসকল মূর্ছিত আর দিবাবসান সমাগত জেনে রাবণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল। সকল বানর বীরদের মূর্ছিত দেখে রণকুশল জাম্ববান এগিয়ে গেলেন॥ ৬ ॥ জাম্ববানের সঙ্গে যে সকল ঋক্ষ ছিল তারা পর্বত ও বৃক্ষ ধারণ করে রাবণকে গর্জন করে আঘাত করতে লাগল। বলবান রাবণ প্রচণ্ড কুপিত ছিল ; সে বীরদের পা ধরে ভূমিতে আছাড় মারতে শুরু করল॥ ৭ ॥ জাম্ববান নিজ দলকে ছত্রভঙ্গ হতে দেখে সক্রোধে রাবণের বক্ষে পদাঘাত করলেন॥ ৮ ॥

ছন্দ—*বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড পদাঘাত হতেই রাবণ বিহ্বলচিত্তে ভূমিতে পড়ে গেল। সে বিংশ হস্তে ঋক্ষদের ধরে রেখেছিল। (তা দেখে মনে হচ্ছিল) যেন ভ্রমরগণ রাত্রিকালে পদ্মবনে বাস করছে। রাবণকে মূর্ছিত দেখে তাকে আবার পদাঘাত করে ঋক্ষরাজ জাম্ববান শ্রীপ্রভুর কাছে চলে এলেন। রাত্রি সমাগত জেনে সারথি রাবণকে রথে তুলে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগল॥*

দোহা—*মূর্ছা কেটে যাওয়ার পর ঋক্ষ-বানরসকল শ্রীপ্রভুর কাছে এলেন। ওদিকে রাক্ষসগণ ভয়ানক ভয় পেয়ে রাবণকে ঘিরে দাঁড়াল॥ ৯৮ ॥*

চৌপাই—সেই রাত্রে ত্রিজটা সীতাদেবীর কাছে গিয়ে তাঁকে সব কথা বলল। রাবণের বারে বারে মস্তক ও হস্ত গজানোর কথা শুনে সীতাদেবীর মনে ভীষণ ভয় হল॥ ১ ॥ (তাঁর) মুখ বিশুষ্ক হল আর মনে ভয়ানক উৎকণ্ঠা জাগল। তখন সীতাদেবী ত্রিজটাকে বললেন—হে মাতা ! বলছ না কেন ? কী হবে ? সমগ্র বিশ্বকে দুঃখপ্রদানকারী এই রাবণের মৃত্যু কেমন করে হবে ? ২ ॥ শ্রীরঘুনাথের শরাঘাতে রাবণের মস্তক কাটা গেলেও সে মরছে না। বিধাতা সব কার্য দেখছি বিরুদ্ধেই করছেন। (আসলে) আমার দুর্ভাগ্যই তাকে আবার বাঁচিয়ে তুলছে, যা আমাকেও শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে বিচ্যুত করেছে॥ ৩ ॥ যিনি কপট স্বর্ণমৃগ সৃষ্টি করেছিলেন সেই বিধাতাই এখনও আমার উপর কুপিত রয়েছেন আর আমাকে দুঃসহ দুঃখ সহ্য করাচ্ছেন ; তিনিই আমাকে দিয়ে দেবর লক্ষ্মণকে কটুবচন বলিয়েছিলেন। যিনি শ্রীরঘুনাথের বিরহরূপ অতিশয় বিষাক্ত শরসকল আমার দিকে তাক করে বারে বারে আঘাত করে এখনও তিলে তিলে বধ করছেন আর এত দুঃসহ দুঃখেও আমার প্রাণটা ধরে রেখেছেন, সেই বিধাতাই সেই রাবণকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, অন্য কেউ নয়॥ ৪-৫ ॥

চৌপাই (৬—৭)

বহু বিধি কর বিলাপ জানকী। করি করি সুরতি কৃপানিধান কী॥
কহ ত্রিজটা সুনু রাজকুমারী। উর সর লাগত মরই সুরারী॥
প্রভু তাতে উর হতই ন তেহী। এহি কে হৃদয়ঁ বসতি বৈদেহী॥

ছন্দ

এহি কে হৃদয়ঁ বস জানকী জানকী উর মম বাস হৈ।
মম উদর ভুঅন অনেক লাগত বান সব কর নাস হৈ॥
সুনি বচন হরষ বিষাদ মন অতি দেখি পুনি ত্রিজটা কহা।
অব মরিহি রিপু এহি বিধি সুনহি সুন্দরি তজহি সংসয় মহা॥

দোহা (৯৯)

কাটত সির হোইহি বিকল ছুটি জাইহি তব ধ্যান।
তব রাবনহি হৃদয় মহুঁ মরিহহিঁ রামু সুজান॥

চৌপাই (১—৫)

অস কহি বহুত ভাঁতি সমুঝাঈ। পুনি ত্রিজটা নিজ ভবন সিধাঈ॥
রাম সুভাউ সুমিরি বৈদেহী। উপজী বিরহ বিথা অতি তেহী॥
নিসিহি সসিহি নিন্দতি বহু ভাঁতী। জুগ সম ভঈ সিরাতি ন রাতী॥
করতি বিলাপ মনহিঁ মন ভারী। রাম বিরহঁ জানকী দুখারী॥
জব অতি ভয়উ বিরহ উর দাহূ। ফরকেউ বাম নয়ন অরু বাহূ॥
সগুন বিচারি ধরী মন ধীরা। অব মিলিহহিঁ কৃপাল রঘুবীরা॥
ইহাঁ অর্ধনিসি রাবনু জাগা। নিজ সারথি সন খীঝন লাগা॥
সঠ রনভূমি ছড়াইসি মোহী। ধিগ ধিগ অধম মন্দমতি তোহী॥
তেহিঁ পদ গহি বহু বিধি সমুঝাবা। ভোরু ভএঁ রথ চঢ়ি পুনি ধাবা॥
সুনি আগবনু দসানন কেরা। কপিদল খরভর ভয়উ ঘনেরা॥

কৃপানিধি শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে সীতাদেবী অতিশয় বিলাপ করছিলেন। ত্রিজটা বলল—হে রাজকুমারী ! শোনো। দেবারি রাবণের হৃদয়ে শরাঘাত হলেই তার মৃত্যু হবে॥ ৬॥ কিন্তু শ্রীপ্রভু রাবণের হৃদয়ে শরাঘাত করছেন না কারণ তার হৃদয়ে যে জানকীদেবী (আপনি) বসবাস করছেন॥ ৭॥

ছন্দ—(তিনি এই মনে করে সংযত রয়েছেন যে) রাবণের অন্তরে জানকী দেবী বাস করছেন, জানকীর অন্তরে আমার নিবাস আর আমার উদরে বহু ভুবন অবস্থান করছে। তাই রাবণের হৃদয়ে শরাঘাত হতেই সকল ভুবন নাশ হয়ে যাবে। এই কথা শ্রবণ করে সীতাদেবীর মনে যুগপৎ অতিশয় আনন্দ ও বিষাদ উৎপন্ন হয়েছে দেখে ত্রিজটা আবার বলল—হে সুন্দরী ! এই সকল সন্দেহ ত্যাগ করো। কেবল শুনে রাখো যে শত্রু নিধন কেমন ভাবে হবে !

দোহা—মস্তকসকল বারে বারে কাটা গেলে যখন সে ব্যাকুল হয়ে পড়বে আর তার অন্তরে তোমার অবস্থান মুছে যাবে তখন (কৃতহস্ত) অন্তর্যামী শ্রীরামচন্দ্র তার হৃদয় লক্ষ্য করে শরাঘাত করবেন॥ ৯৯॥

চৌপাই—এইরূপ বলে আর সীতাদেবীকে বহুভাবে প্রবোধ দিয়ে ত্রিজটা নিজ গৃহে চলে গেল। শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য স্মরণ করে জানকীদেবীর অতিশয় বিরহ ব্যথা হল॥ ১॥ তিনি নিশি ও চন্দ্রের বহুভাবে নিন্দা করলেন (আর বললেন—) রাত্রি যুগসম বড় হয়ে গিয়েছে, তা আর কাটতেই চায় না। জানকীদেবী বিরহে দুঃখিত হয়ে মনে মনে বিলাপ করতে থাকলেন॥ ২॥ যখন বিরহ হেতু অন্তরে প্রচণ্ড প্রদাহ হতে শুরু হল তখন তাঁর বাম নেত্র ও বাহুতে স্পন্দন অনুভূতি লাভ হল। শুভ সংকেত মনে করে তিনি মনে ধৈর্য ধারণ করে বুঝলেন যে এইবার কৃপালু শ্রীরঘুবীরকে তিনি অবশ্যই লাভ করবেন॥ ৩॥ এদিকে মধ্যরাত্রিতে রাবণের মূর্ছাভঙ্গ হল। সে তখন নিজ সারথির উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল—ওরে মূর্খ ! তুই আমাকে রণক্ষেত্র থেকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিস। ওরে অধম ! ওরে মন্দমতি ! তোকে ধিক্ ! তোকে ধিক্ ! ॥ ৪॥ সারথি রাবণের পা ধরে বহুভাবে বোঝাল। ভোর হতেই সে রথে চড়ে আবার রণক্ষেত্র অভিমুখে ছুটল। রাবণ আবার আসছে শুনে বানর সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিল॥ ৫॥

চৌপাই (৬)

জহঁ তহঁ ভূধর বিটপ উপারী। ধাএ কটকটাই ভট ভারী॥

ছন্দ

ধাএ জো মর্কট বিকট ভালু করাল কর ভূধর ধরা।
অতি কোপ করহিঁ প্রহার মারত ভজি চলে রজনীচরা॥
বিচলাই দল বলবন্ত কীসন্হ ঘেরি পুনি রাবনু লিয়ো।
চহুঁ দিসি চপেটন্হি মারি নখন্হি বিদারি তনু ব্যাকুল কিয়ো॥

দোহা (১০০)

দেখি মহা মর্কট প্রবল রাবন কীন্হ বিচার।
অন্তরহিত হোই নিমিষ মহুঁ কৃত মায়া বিস্তার॥

ছন্দ (১—৮)

জব কীন্হ তেহিঁ পাষন্ড। ভএ প্রগট জন্তু প্রচন্ড।
বেতাল ভূত পিসাচ। কর ধরেঁ ধনু নারাচ॥
জোগিনি গহেঁ করবাল। এক হাথ মনুজ কপাল।
করি সদ্য সোনিত পান। নাচহিঁ করহিঁ বহু গান॥
ধরু মারু বোলহিঁ ঘোর। রহি পূরি ধুনি চহুঁ ওর।
মুখ বাই ধাবহিঁ খান। তব লগে কীস পরান॥
জহঁ জাহিঁ মর্কট ভাগি। তহঁ বরত দেখহিঁ আগি।
ভএ বিকল বানর ভালু। পুনি লাগ বরষৈ বালু॥
জহঁ তহঁ থকিত করি কীস। গর্জেউ বহুরি দসসীস।
লছিমন কপীস সমেত। ভএ সকল বীর অচেত॥
হা রাম হা রঘুনাথ। কহি সুভট মীজহিঁ হাথ।
এহি বিধি সকল বল তোরি। তেহিঁ কীন্হ কপট বহোরি॥
প্রগটেসি বিপুল হনুমান। ধাএ গহে পাষান।
তিন্হ রামু ঘেরে জাই। চহুঁ দিসি বরূথ বনাই॥
মারহু ধরহু জনি জাই। কটকটহিঁ পূঁছ উঠাই॥
দহঁ দিসি লঁগূর বিরাজ। তেহিঁ মধ্য কোসলরাজ॥

সেই বিশাল যোদ্ধাসকল এধার ওধার থেকে পর্বত ও বৃক্ষ উৎপাটন করে (সক্রোধে) দন্ত কিড়মিড় করে ছুটল।। ৬।।

ছন্দ—*বিকট করাল ঋক্ষ-মর্কটগণ পর্বত হস্তে ছুটে যাচ্ছিল। তারা সক্রোধে প্রহার করলে নক্তচরগণ পলায়ন করতে লাগল। বলবান বানর সৈন্য আবার শত্রু সৈন্যকে পর্যুদস্ত করে রাবণকে ঘিরে ধরল। চতুর্দিক থেকে চপেটাঘাত করে আর নখ দিয়ে রাবণকে ক্ষতবিক্ষত করে তারা ব্যাকুল করে তুলল।।*

দোহা—*মর্কটদের প্রবল পরাক্রম দেখে কৌশলে অন্তর্হিত হয়ে রাবণ মায়া বিস্তার করল।। ১০০।।*

ছন্দ—*সেই পাষণ্ড রাবণ মায়া বিস্তার করবার সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় ভয়ানক জীবসকল দেখা গেল। ভয়ংকর জীবসকলের মধ্যে ধনুর্বাণ হস্তে বেতাল, ভূত ও পিশাচাদিও ছিল।। ১।। পিশাচিনিগণ এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে নরমুণ্ড নিয়ে টাটকা রক্ত পান করে নেচে নেচে গান করছিল।। ২।। তাদের মুখে 'ধরো, মারো' আদি ভয়ানক চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। চতুর্দিক এই শব্দে ভরে গিয়েছিল। তারা হাঁ করে গিলতে ছুটে যাচ্ছিল। তখন বানরগণ পলায়ন করতে লাগল।। ৩।। বানরগণ যে দিকেই ছুটে যাচ্ছিল দেখছিল যে আগুন জ্বলছে। সেই দেখে ঋক্ষ-বানরগণ ব্যাকুল হয়ে উঠল। অতঃপর রাবণ বালি বর্ষণ করতে লাগল।। ৪।। এইভাবে বানরদের হতবাক করে রাবণ প্রচণ্ড রবে গর্জন করে উঠল। সেই গর্জন এত ভয়ানক ছিল যে শ্রীলক্ষ্মণ ও সুগ্রীব-সহিত বীরসকল অচেতন হয়ে পড়লেন।। ৫।। হা রাম! হা রঘুনাথ! বলতে বলতে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাসকল হাত কচলাতে থাকল (তাদের অসহায় ভাব প্রকাশ করল)। এইভাবে সকলের শক্তি হরণ করে রাবণ আবার দ্বিতীয় মায়া রচনা করল।। ৬।। সে অগণিত হনুমান সৃষ্টি করল যারা বিশাল প্রস্তরখণ্ড নিয়ে ছুটল। চতুর্দিক থেকে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে ঘিরে ধরল।। ৭।। তারা পুচ্ছ তুলে চিৎকার করে বলতে লাগল—'মারো, ধরো, যেন পালাতে না পারে।' তাদের লাঙ্গুল চতুর্দিকে দেখা যাচ্ছিল আর তার মধ্যে কৌশলরাজ শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন।। ৮।।*

ছন্দ (১)

তেহিঁ মধ্য কোসলরাজ সুন্দর স্যাম তন সোভা লহী।
জনু ইন্দ্রধনুষ অনেক কী বর বারি তুঙ্গ তমালহী॥
প্রভু দেখি হরষ বিষাদ উর সুর বদত জয় জয় জয় করী।
রঘুবীর একহিঁ তীর কোপি নিমেষ মহুঁ মায়া হরী॥

ছন্দ (২)

মায়া বিগত কপি ভালু হরষে বিটপ গিরি গহি সব ফিরে।
সর নিকর ছাড়ে রাম রাবন বাহু সির পুনি মহি গিরে॥
শ্রীরাম রাবন সমর চরিত অনেক কল্প জো গাবহীঁ।
সত সেষ সারদ নিগম কবি তেউ তদপি পার ন পাবহীঁ॥

দোহা (১০১ ক)

তাকে গুন গন কছু কহে জড়মতি তুলসীদাস।
জিমি নিজ বল অনুরূপ তে মাছী উড়ই অকাস॥

দোহা (১০১ খ)

কাটে সির ভুজ বার বহু মরত ন ভট লঙ্কেস।
প্রভু ক্রীড়ত সুর সিদ্ধ মুনি ব্যাকুল দেখি কলেস॥

চৌপাই (১—৪)

কাটত বঢ়হিঁ সীস সমুদাঈ। জিমি প্রতি লাভ লোভ অধিকাঈ॥
মরই ন রিপু শ্রম ভয়উ বিসেষা। রাম বিভীষন তন তব দেখা॥
উমা কাল মর জাকীঁ ঈছা। সো প্রভু জন কর প্রীতি পরীছা॥
সুনু সরবগ্য চরাচর নায়ক। প্রনতপাল সুর মুনি সুখদায়ক॥
নাভিকুন্ড পিযূষ বস যাকেঁ। নাথ জিঅত রাবনু বল তাকেঁ॥
সুনত বিভীষন বচন কৃপালা। হরষি গহে কর বান করালা॥
অসুভ হোন লাগে তব নানা। রোবহিঁ খর সৃকাল বহু স্বানা॥
বোলহি খগ জগ আরতি হেতূ। প্রগট ভএ নভ জহঁ তহঁ কেতূ॥

ছন্দ—তার মধ্যে কৌশলরাজের সুন্দর শ্যাম শরীর সৌন্দর্যযুক্ত লাগছিল, যেন উচ্চ তমালবৃক্ষের জন্য শ্রেষ্ঠ রামধনুর বেষ্টনী সৃষ্টি করা হয়েছিল। শ্রীপ্রভুকে দেখে দেবতাগণ হর্ষ ও বিষাদযুক্ত হৃদয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। তখন শ্রীরঘুবীর সক্রোধে একটি শরেই মুহূর্তে রাবণের সকল মায়া হরণ করে নিলেন॥ ১॥

ছন্দ—মায়া কেটে যেতে মর্কট-ঋক্ষগণ হর্ষোৎফুল্ল হল আর বৃক্ষ ও পর্বতখণ্ড নিয়ে ফিরে এল। শ্রীরামচন্দ্র আবার শরাঘাত করলেন যাতে রাবণের হস্ত ও মস্তক আবার খণ্ডিত হয়ে ভূমিতে পড়তে লাগল। শ্রীরামচন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধের বিবরণ যদি শত শত শেষ নাগ, সরস্বতী, বেদ ও কবি বহু কল্প পর্যন্ত গান করেন তবুও তা শেষ করতে পারবেন না॥ ২॥

***দোহা**—সেই যুদ্ধের কিছু গুণাগুণ ক্ষুদ্রবুদ্ধি তুলসীদাস বর্ণনা করলেন ; তা যেন নিজ পুরুষার্থ অনুসারে মাছির আকাশে উড়া॥ ১০১ (ক)॥*

***দোহা**—মস্তক ও বাহু বহুবার খণ্ডিত হল তবুও রাবণ মরল না। শ্রীপ্রভু তো তখন লীলাভিনয় করছেন কিন্তু ঘটনা দেখে মুনি, সিদ্ধ ও দেবতা সেই ক্লেশ প্রত্যক্ষ করে (তাঁরা ভাবছেন যে শ্রীপ্রভু ক্লেশ অনুভব করছেন) ব্যাকুল হয়ে পড়লেন॥ ১০১ (খ)॥*

***চৌপাই**—* মুণ্ড, মুণ্ডচ্ছেদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার গজিয়ে উঠছিল যেমন প্রতিবার লাভ হলে লোভের বৃদ্ধি হয়। শত্রুবধ করা যাচ্ছে না অথচ পরিশ্রম প্রচুর হচ্ছে। তখন প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণের দিকে তাকালেন॥ ১॥ (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে উমা ! যাঁর ইচ্ছা হলে কালেরও মৃত্যু হয় সেই শ্রীপ্রভুর সেবকের প্রীতির পরীক্ষা নিচ্ছেন। (বিভীষণ বললেন—) হে সর্বজ্ঞ ! হে বিশ্বচরাচরের প্রভু ! হে শরণাগতবৎসল হে দেবতা ও মুনিদের সুখ প্রদায়ক ! শুনুন। এর নাভিকুণ্ডে অমৃতের নিবাস। হে নাথ ! তার ফলেই রাবণ বারে বারে জীবিত হয়ে উঠছে। তাঁর কথা শ্রবণ করে কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র সানন্দে হস্তে করাল শর তুলে নিলেন॥ ২-৩॥ তখনই নানারকম অশুভ অমঙ্গলসূচক চিহ্ন দেখা যেতে লাগল। বহু গর্দভ, শৃগাল ও সারমেয় ক্রন্দন করতে লাগল। জগতের দুঃখের (অশুভের) সূচনা দেওয়ার জন্য পক্ষীসকল ডাকতে লাগল। আকাশে এখানে সেখানে ধূমকেতু দেখা গেল॥ ৪॥

চৌপাই (৫)

দস দিসি দাহ হোন অতি লাগা। ভয়উ পরব বিনু রবি উপরাগা॥
মন্দোদরি উর কম্পতি ভারী। প্রতিমা স্রবহিঁ নয়ন মগ বারী॥

ছন্দ

প্রতিমা রুদহিঁ পবিপাত নভ অতি বাত বহ ডোলতি মহী।
বরষহিঁ বলাহক রুধির কচ রজ অসুভ অতি সক কো কহী॥
উতপাত অমিত বিলোকি নভ সুর বিকল বোলহিঁ জয় জএ।
সুর সভয় জানি কৃপাল রঘুপতি চাপ সর জোরত ভএ॥

দোহা (১০২)

খৈঁচি সরাসন শ্রবন লগি ছাড়ে সর একতীস।
রঘুনায়ক সায়ক চলে মানহুঁ কাল ফনীস॥

চৌপাই (১—৬)

সায়ক এক নাভি সর সোষা। অপর লগে ভুজ সির করি রোষা॥
লৈ সির বাহু চলে নারাচা। সির ভুজ হীন রুন্ড মহি নাচা॥
ধরনি ধসই ধর ধাব প্রচন্ডা। তব সর হতি প্রভু কৃত দুই খন্ডা॥
গর্জেউ ভরত ঘোর রব ভারী। কহাঁ রামু রন হতৌঁ পচারী॥
ডোলী ভূমি গিরত দসকন্ধর। ছুভিত সিন্ধু সরি দিগ্গজ ভূধর॥
ধরনি পরেউ দ্বৌ খন্ড বঢ়াঈ। চাপি ভালু মর্কট সমুদাঈ॥
মন্দোদরি আগেঁ ভুজ সীসা। ধরি সর চলে জহাঁ জগদীসা॥
প্রবিসে সব নিষঙ্গ মহুঁ জাঈ। দেখি সুরন্হ দুন্দুভীঁ বজাঈ॥
তাসু তেজ সমান প্রভু আনন। হরষে দেখি সম্ভু চতুরানন॥
জয় জয় ধুনি পূরী ব্রহ্মন্ডা। জয় রঘুবীর প্রবল ভুজদন্ডা॥
বরষহিঁ সুমন দেব মুনি বৃন্দা। জয় কৃপাল জয় জয়তি মুকুন্দা॥

চতুর্দিকে অগ্নি জ্বলে উঠল। অসময়ে সূর্যগ্রহণ হতে দেখা গেল। মন্দোদরীর অন্তরে প্রবল কাঁপুনি অনুভূত হল। বিগ্রহের নয়ন দিয়েও অশ্রুপাত হতে লাগল॥ ৫ ॥

ছন্দ—বিগ্রহ অশ্রুপাত করছে, আকাশে বজ্রপাত হচ্ছে, প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। ধরণী টলমল করে উঠল। মেঘ থেকে শোণিত, কেশ ও ধূলি বর্ষণ হতে লাগল। এইভাবে চতুর্দিকে অমঙ্গল হতে লাগল যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। অত্যধিক উৎপাত দেখে আকাশে দেবতারা জয়ধ্বনি দিয়েও ব্যাকুল হয়ে রইলেন। দেবতাদের ভীত জেনে কৃপালু শ্রীরঘুনাথ ধনুকে শরসন্ধান করলেন॥

দোহা—আকর্ণ জ্যা আকর্ষণ করে শ্রীরঘুনাথ একসঙ্গে একত্রিশ শর নিক্ষেপ করলেন। শ্রীরামচন্দ্রের শরসকল কালসর্পসম এগিয়ে চলল॥ ১০২ ॥

চৌপাই— একটি শর নাভির অমৃতকুণ্ডকে শুষে নিল। অন্য ত্রিশ শর সকোপে তার মস্তক ও বাহুসকলকে আঘাত করল। শরগুলি ছিন্ন মস্তক ও বাহুসকল নিয়ে আকাশ পথে চলল। মস্তক-বাহুহীন কবন্ধ ভূমিতে নৃত্য করতে লাগল॥ ১ ॥ কবন্ধ প্রচণ্ড গতিতে ছুটছিল যাতে মাটি বসে যেতে লাগল। তখন শ্রীপ্রভু শরাঘাতে কবন্ধকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। মৃত্যুকালে রাবণ প্রচণ্ড গর্জন করে বলল—রাম কোথায় ? আমি তাকে সম্মুখ সমরে পরাস্ত করতে চাই॥ ২ ॥ রাবণ ভূমিতে পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধরণী প্রকম্পিত হল। সমুদ্র, নদী, দিগ্‌গজ ও পর্বতসকল বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। রাবণের দ্বিখণ্ডিত কবন্ধ বহু ঋক্ষ-বানরদের চাপা দিয়ে ভূমিতে পড়ল॥ ৩॥ রাবণের বাহু ও মস্তক সকলকে মন্দোদরীর সম্মুখে রেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শরসকল জগদীশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ফিরে এল। শরগুলি আবার তাঁর অক্ষয় তূণীরে প্রবেশ করে গেল। রাবণ বধ হয়েছে দেখে দেবতারা নাকাড়া বাজাতে লাগলেন॥ ৪ ॥ রাবণের দেহ থেকে তেজপুঞ্জ নির্গত হয়ে শ্রীপ্রভুর মুখে মিলিয়ে গেল। সেই দৃশ্য দেখে ভগবান শ্রীশংকর ও ভগবান শ্রীব্রহ্মা অতিশয় আনন্দিত হলেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে ব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে গেল—প্রবল বাহুবলসম্পন্ন শ্রীরঘুবীরের জয় হোক॥ ৫ ॥ দেবতা ও মুনিগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন—কৃপালুর জয় হোক ! মুকুন্দর জয় হোক ! জয় হোক ! ৬ ॥

ছন্দ (১)

জয় কৃপা কন্দ মুকুন্দ দ্বন্দ হরন সরন সুখপ্রদ প্রভো।
খল দল বিদারন পরম কারন কারুনীক সদা বিভো॥
সুর সুমন বরষহিঁ হরষ সঙ্কুল বাজ দুন্দুভি গহগহী।
সংগ্রাম অঙ্গন রাম অঙ্গ অনঙ্গ বহু সোভা লহী॥

ছন্দ (২)

সির জটা মুকুট প্রসূন বিচ বিচ অতি মনোহর রাজহীঁ।
জনু নীলগিরি পর তড়িত পটল সমেত উড়ুগন ভ্রাজহীঁ॥
ভুজদন্ড সর কোদন্ড ফেরত রুধির কন তন অতি বনে।
জনু রায়মুনীঁ তমাল পর বৈঠীঁ বিপুল সুখ আপনে॥

দোহা (১০৩)

কৃপাদৃষ্টি করি বৃষ্টি প্রভু অভয় কিএ সুর বৃন্দ।
ভালু কীস সব হরষে জয় সুখ ধাম মুকুন্দ॥

চৌপাই (১—৫)

পতি সির দেখত মন্দোদরী। মুরুছিত বিকল ধরনি খসি পরী॥
জুবতি বৃন্দ রোবত উঠি ধাঈঁ। তেহি উঠাই রাবন পহিঁ আঈঁ॥
পতি গতি দেখি তে করহিঁ পুকারা। ছূটে কচ নহিঁ বপুষ সঁভারা॥
উর তাড়না করহিঁ বিধি নানা। রোবত করহিঁ প্রতাপ বখানা॥
তব বল নাথ ডোল নিত ধরনী। তেজ হীন পাবক সসি তরনী॥
সেষ কমঠ সহি সকহিঁ ন ভারা। সো তনু ভূমি পরেউ ভরি ছারা॥
বরুন কুবের সুরেস সমীরা। রন সন্মুখ ধরি কাহুঁ ন ধীরা॥
ভুজবল জিতেহু কাল জম সাঈঁ। আজু পরেহু অনাথ কী নাঈঁ॥
জগত্ বিদিত তুম্হারি প্রভুতাঈ। সুত পরিজন বল বরনি ন জাঈ॥
রাম বিমুখ অস হাল তুম্হারা। রহা ন কোউ কুল রোবনিহারা॥

ছন্দ—হে কৃপাময় ! হে মোক্ষদ মুকুন্দ ! হে (রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক, জন্ম-মৃত্যু আদি) দ্বন্দ্বহারী ! হে শরণাগতবৎসল প্রভু ! হে দুষ্টদল বিদারণকারী ! হে কারণেরও পরম কারণ ! হে সতত করুণাকর ! হে সর্বব্যাপী বিভু ! আপনার জয় হোক। দেবতাগণ আনন্দে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। প্রবল নাদে কাড়ানাকাড়া বাজতে লাগল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন বহু কামদেবের সৌন্দর্য যুগপৎ সেইখানে উপস্থিত।। ১।।

ছন্দ—শ্রীপ্রভুর মস্তকে জটাজুট কিরীটের বহু স্থানে সুমনোহর পুষ্পের শোভা ছিল। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন নীল পর্বতের উপর বিদ্যুন্মালা সহিত নক্ষত্র শোভা পাচ্ছে। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র নিজ বাহুর দ্বারা ধনুর্বাণ নাড়াচাড়া করছিলেন। তাঁর সর্বাঙ্গে রক্তবিন্দুর এক বিশেষ শোভা ছিল ; যেন তমাল বৃক্ষে লালমুনিয়া মহাসুখে বিরাজমান রয়েছে।। ২।।

দোহা—প্রভু শ্রীরামচন্দ্র কৃপাকটাক্ষ দান করে দেবতাদের অভয় দান করলেন। ঋক্ষ-বানরগণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে সুখধাম ভগবান শ্রীমুকুন্দের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন।। ১০৩।।

চৌপাই—পতির মুণ্ড দেখেই মন্দোদরী ব্যাকুল হল ও মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। রমণীকুল রোরুদ্যমান অবস্থায় এসে মন্দোদরীকে তুলে নিয়ে রাবণের কাছে এল।। ১।। পতির অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মন্দোদরী চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তার কেশপাশ করবী মুক্ত হয়ে এলিয়ে পড়ল ; সে দেহভাব বিস্মরণ করল। নানাভাবে বুক চাপড়ে ক্রন্দন মুখর হয়ে মন্দোদরী রাবণের পরাক্রম বর্ণনা করতে লাগল।। ২।। (সে বলতে লাগল—) হে নাথ ! তোমার প্রতাপে ধরণী প্রকম্পিত হোত। সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি তোমার সম্মুখে দীপ্তিহীন লাগত। শেষনাগ ও কূর্ম যে দেহের ভার সহ্য করতে পারত না সেই দেহ আজ ধূলি ধূসরিত হয়ে ভূমিতে পড়ে আছে।। ৩।। বরুণ, কুবের, ইন্দ্র ও বায়ু—এর মধ্যে কেউই যুদ্ধে তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে পারেনি। হে প্রভু ! তুমি নিজ বাহুবলে কাল ও যমরাজকেও পরাজিত করেছিলে। সেই তুমি আজ অনাথের মতন পড়ে আছ।। ৪।। তোমার পরাক্রম তো জগদ্বিখ্যাত ; তোমার পুত্রগণ ও আত্মীয়স্বজনদেরও প্রবল পরাক্রম ছিল। হায় ! তাদের এমন অবস্থা হল যে তা বলে বোঝানো যাবে না। শ্রীরামচন্দ্রবিমুখ হয়েই সকলের এইরকম দুর্দশা হল ;

চৌপাই (৬—৭)

তব বস বিধি প্রপঞ্চ সব নাথা। সভয় দিসিপ নিত নাবহিঁ মাথা।।
অব তব সির ভুজ জম্বুক খাহীঁ। রাম বিমুখ যহ অনুচিত নাহীঁ।।

কাল বিবস পতি কহা ন মানা। অগ জগ নাথু মনুজ করি জানা।।

ছন্দ

জান্যো মনুজ করি দনুজ কানন দহন পাবক হরি স্বয়ং।
জেহি নমত সিব ব্রহ্মাদি সুর পিয় ভজেহু নহিঁ করুনাময়ং।।
আজন্ম তে পরদ্রোহ রত পাপৌঘময় তব তনু অয়ং।
তুম্হহূ দিয়ো নিজ ধাম রাম নমামি ব্রহ্ম নিরাময়ং।।

দোহা (১০৪)

অহহ নাথ রঘুনাথ সম কৃপাসিন্ধু নহিঁ আন।
জোগি বৃন্দ দুর্লভ গতি তোহি দীন্হি ভগবান।।

চৌপাই (১—৪)

মন্দোদরী বচন সুনি কানা। সুর মুনি সিদ্ধ সবন্হি সুখ মানা।।
অজ মহেস নারদ সনকাদী। জে মুনিবর পরমারথবাদী।।

ভরি লোচন রঘুপতিহি নিহারী। প্রেম মগন সব ভএ সুখারী।।
রুদন করত দেখীঁ সব নারী। গয়উ বিভীষনু মন দুখ ভারী।।

বন্ধু দসা বিলোকি দুখ কীন্হা। তব প্রভু অনুজহি আয়সু দীন্হা।।
লছিমন তেহি বহু বিধি সমুঝায়ো। বহুরি বিভীষন প্রভু পহিঁ আয়ো।।

কৃপাদৃষ্টি প্রভু তাহি বিলোকা। করহু ক্রিয়া পরিহরি সব সোকা।।
কীন্হি ক্রিয়া প্রভু আয়সু মানী। বিধিবত দেস কাল জিয়ঁ জানী।।

বংশে যে ক্রন্দন করবার মতন কেউ রইল না॥ ৫॥ হে নাথ ! বিধাতার সকল সৃষ্টিই তোমার বশীভূত ছিল। লোকপালগণ সভয়ে তোমার সামনে মাথা অবনত করতেন। কিন্তু এখন তোমার মস্তক ও বাহু গৃধ্রের খাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রামচন্দ্রবিমুখ হওয়ায় এতে অনুচিত কিছু দেখছি না॥ ৬॥ হে পতি ! সম্পূর্ণরূপে কালের বশীভূত হয়ে তুমি কারও কোনো কথা শুনলে না আর বিশ্বচরাচরের প্রভু স্বয়ং শ্রীভগবানকে মানুষ মনে করে বসলে ! ৭॥

ছন্দ—দৈত্যরূপ অরণ্যদাহনকারী অগ্নিস্বরূপ সাক্ষাৎ শ্রীহরিকে তুমি মানুষ জ্ঞান করলে ! ভগবান শ্রীশংকর ও ভগবান শ্রীব্রহ্মা যাঁকে নমস্কার করে থাকেন সেই করুণাময় শ্রীভগবানকে হে প্রিয়তম ! তুমি ভজনা করলে না ! তোমার এই দেহ জন্মাবধি অপরের প্রতি বিদ্বেষে তৎপর ও পাপাসক্ত ছিল ! এরপরও নিরপেক্ষ ব্রহ্ম শ্রীরাম তোমাকে নিজ পরমধাম দিয়েছেন। আমি তাঁকে নমস্কার করি॥

দোহা— আহা ! শ্রীরঘুনাথসম কৃপাসিন্ধু বস্তুত বিরল। হে নাথ ! যিনি যোগীজনের জন্যও দুর্লভ বলে পরিচিত তিনি তোমাকেও পরমগতি দিলেন॥ ১০৪॥

চৌপাই — মন্দোদরীর কথাসকল দেবতা, মুনি ও সিদ্ধগণকে প্রসন্ন করল। ভগবান শ্রীব্রহ্মা, ভগবান শ্রীশংকর, সনকাদি পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানী মুনিগণ তখন পরব্রহ্ম পরমেশ্বর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে ধন্য হলেন ও সুখানুভূতি লাভ করলেন। পরমাত্মীয়া রমণীদের করুণ ক্রন্দন বিভীষণকে বিচলিত করে তুলল। তিনি তাদের কাছে গমন করলেন॥ ১-২॥ বিভীষণ অগ্রজ রাবণের দুর্দশা দেখে অতিশয় কাতর হয়ে পড়লেন। তাই দেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে (বিভীষণকে সান্ত্বনা প্রদান করতে) আদেশ দিলেন। শ্রীলক্ষ্মণের প্রবোধ বাক্যে বিভীষণ শান্ত হয়ে আবার শ্রীপ্রভুর কাছে ফিরে এলেন॥ ৩॥ শ্রীপ্রভুর কৃপাকটাক্ষ সেবককে শান্ত করল। (প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) সকল শোক ভুলে এখন রাজধর্ম পালন করে রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করা প্রয়োজন। বিভীষণ শ্রীপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য করে দেশাচার ও কালবিচার করে সকল ক্রিয়াবিধি পালন করলেন॥ ৪॥

দোহা (১০৫)

মন্দোদরী আদি সব দেই তিলাঞ্জলি তাহি।
ভবন গঙ্গ রঘুপতি গুন গন বরনত মন মাহি॥

চৌপাই (১—৪)

আই বিভীষন পুনি সিরু নায়ো। কৃপাসিন্ধু তব অনুজ বোলায়ো॥
তুম্হ কপীস অঙ্গদ নল নীলা। জামবন্ত মারুতি নয়সীলা॥
সব মিলি জাহু বিভীষন সাথা। সারেহু তিলক কহেউ রঘুনাথা॥
পিতা বন মৈঁ নগর ন আবউঁ। আপু সরিস কপি অনুজ পঠাবউঁ॥
তুরত চলে কপি সুনি প্রভু বচনা। কীন্হী জাই তিলক কী রচনা॥
সাদর সিংহাসন বৈঠারী। তিলক সারি অস্তুতি অনুসারী॥
জোরি পানি সবহীঁ সির নাএ। সহিত বিভীষন প্রভু পহিঁ আএ॥
তব রঘুবীর বোলি কপি লীন্হে। কহি প্রিয় বচন সুখী সব কীন্হে॥

ছন্দ

কিএ সুখী কহি বানী সুধা সম বল তুম্হারেঁ রিপু হয়ো।
পায়ো বিভীষন রাজ তিহুঁ পুর জসু তুম্হারো নিত নয়ো॥
মোহি সহিত সুভ কীরতি তুম্হারী পরম প্রীতি জো গাইহেঁ।
সংসার সিন্ধু অপার পার প্রয়াস বিনু নর পাইহেঁ॥

দোহা (১০৬)

প্রভু কে বচন শ্রবন সুনি নহিঁ অঘাহি কপি পুঞ্জ।
বারবারসির নাবহিঁ গহহিঁ সকল পদ কঞ্জ॥

চৌপাই (১—২)

পুনি প্রভু বোলি লিয়উ হনুমানা। লঙ্কা জাহু কহেউ ভগবানা॥
সমাচার জানকিহি সুনাবহু। তাসু কুসল লৈ তুম্হ চলি আবহু॥
তব হনুমন্ত নগর মহুঁ আএ। সুনি নিসিচরী নিসাচর ধাএ॥
বহু প্রকার তিন্হ পূজা কীন্হী। জনকসুতা দেখাই পুনি দীন্হী॥

দোহা—মন্দোদরী আদি রমণীগণ রাবণের উদ্দেশে তিলাঞ্জলি নিবেদন করে মনে মনে শ্রীরঘুনাথের গুণসংকীর্তন করতে করতে প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করল॥ ১০৫॥

চৌপাই—সকল ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করে বিভীষণ ফিরে এসে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে আবার প্রণাম করলেন। তখন কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে ডাকলেন। শ্রীরঘুনাথ বললেন— তুমি, বানররাজ সুগ্রীব, অঙ্গদ, নল, নীল, জাম্ববান আর পবননন্দন শ্রীহনুমান সকলেই নীতিকুশল। এখন তোমরা বিভীষণের কাছে যাও আর তাকে রাজটিকা পরিয়ে দাও। পিতৃবচন উল্লঙ্ঘন করে আমি নগরে প্রবেশ করতে পারি না। তাই আমি আমার প্রতিনিধি রূপে আত্মতুল্য বানর ও অনুজকে প্রেরণ করছি॥ ১-২॥ শ্রীপ্রভুর কথা শিরোধার্য করে বানরগণ তৎক্ষণাৎ রাজটিকার সকল আয়োজন করে ফেলল। তারা পরম সমাদরে বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যাভিষেক করে তাঁর স্তুতি করল॥ ৩॥ সকলে হাতজোড় করে তাঁকে প্রণাম করল। তদনন্তর বিভীষণসহিত সকলে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এলেন। তখন শ্রীরঘুবীর বানরদের ডাকলেন আর সুমিষ্ট কথায় তাদের সন্তুষ্ট করলেন॥ ৪॥

ছন্দ—শ্রীভগবান অমৃতসম সুমিষ্ট কথাগুলি বলে সকলকে বললেন— তোমাদের শক্তিতেই এই প্রবল শত্রু বধ করা সম্ভব হল আর বিভীষণ রাজ্যলাভ করল। এই কার্যের জন্য তোমাদের যশ ত্রিলোকে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা আমার সঙ্গে তোমাদের এই সুমহান কীর্তি পরম প্রীতিপূর্বক সংকীর্তন করবে তারা অনায়াসে এই অপার ভবসাগর অতিক্রম করে যাবে॥

দোহা—শ্রীপ্রভুর কথাগুলি শ্রবণ করেই বানরগণের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হল না, তারা বারে বারে শ্রীপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে তা ধারণ করতে লাগল॥ ১০৬॥

চৌপাই—অতঃপর প্রভু শ্রীহনুমানকে ডাকলেন। শ্রীভগবান তাঁকে বললেন—তুমি অবিলম্বে লঙ্কায় গমন করো। জানকীকে সকল সমাচার দাও আর তাঁর খবরাখবর নিয়ে এসো॥ ১॥ তখন শ্রীহনুমান লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। তাঁর আগমন বার্তা লাভ করে রাক্ষস-রাক্ষসীসকল (তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য) ছুটে গেল। তারা নানাভাবে শ্রীহনুমানের পূজার্চনা করল আর তাঁকে জানকীদেবীর কাছে নিয়ে গেল॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

দূরিহি তে প্রনাম কপি কীন্‌হা। রঘুপতি দূত জানকীঁ চীন্‌হা॥
কহহু তাত প্রভু কৃপানিকেতা। কুসল অনুজ কপি সেন সমেতা॥
সব বিধি কুসল কোসলাধীসা। মাতু সমর জীত্যো দসসীসা॥
অবিচল রাজু বিভীষন পায়ো। সুনি কপি বচন হরষ উর ছায়ো॥

ছন্দ

অতি হরষ মন তন পুলক লোচন সজল কহ পুনি পুনি রমা।
কা দেউঁ তোহি ত্রৈলোক মহুঁ কপি কিমপি নহিঁ বানী সমা॥
সুনু মাতু মৈঁ পায়ো অখিল জগ রাজু আজু ন সংসয়ং।
রন জীতি রিপুদল বন্ধু জুত পস্যামি রামমনাময়ং॥

দোহা (১০৭)

সুনু সুত সদগুন সকল তব হৃদয়ঁ বসহুঁ হনুমন্ত।
সানুকূল কোসলপতি রহহুঁ সমেত অনন্ত॥

চৌপাই (১—৪)

অব সোই জতন করহু তুম্হ তাতা। দেখৌঁ নয়ন স্যাম মৃদু গাতা॥
তব হনুমান রাম পহিঁ জাঈ। জনকসুতা কৈঁ কুসল সুনাঈ॥
সুনি সন্দেসু ভানুকুলভূষন। বোলি লিএ জুবরাজ বিভীষন॥
মারুতসুত কে সঙ্গ সিধাবহু। সাদর জনকসুতহি লৈ আবহু॥
তুরতহিঁ সকল গএ জহঁ সীতা। সেবহিঁ সব নিসিচরীঁ বিনীতা॥
বেগি বিভীষন তিনহ্‌হি সিখায়ো। তিন্‌হ বহু বিধি মজ্জন করবায়ো॥
বহু প্রকার ভূষন পহিরাএ। সিবিকা রুচির সাজি পুনি ল্যাএ॥
তা পর হরষি চঢ়ী বৈদেহী। সুমিরি রাম সুখধাম সনেহী॥

শ্রীহনুমান (সীতাদেবীকে দেখে) দূর থেকেই প্রণাম করলেন। জানকীদেবী তাঁকে সেই শ্রীরঘুনাথের দূত রূপে চিনতে পারলেন (আর জিজ্ঞাসা করলেন—) হে তাত ! বল, কৃপাময় আমার প্রভুদের অনুজ ও বানর সৈন্যদের সঙ্গে কুশলে আছেন তো ? ৩॥ (শ্রীহনুমান বললেন—) হে মাতা ! কৌশলপতি শ্রীরামচন্দ্র সর্বপ্রকারে কুশলে আছেন। তিনি সংগ্রামে দশানন রাবণকে পরাজিত করেছেন আর বিভীষণকে একছত্র অধিপতিরূপে রাজ্যাভিষেক করিয়েছেন। শ্রীহনুমানের কথাসকল শুনে সীতাদেবীর বুক জুড়িয়ে গেল॥ ৪॥

ছন্দ—জানকীদেবীর অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তাঁর অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূত হল আর নয়ন আনন্দাশ্রুসজল হল। তিনি বারে বারে বলতে লাগলেন—হে হনুমান ! আমি তোমাকে কী দেব ? এই বাণী (সমাচার) সম ত্রিভুবনে আর কিছুই সুন্দর নেই ! (শ্রীহনুমান বললেন—) হে মাতা ! শুনুন। আজ আমি যথার্থরূপে সমগ্র জগতের রাজত্ব লাভ করেছি কারণ আমি রণক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যকে পরাজিত করে অনুজসহিত নিস্পৃহ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করতে পেরেছি॥

দোহা— (জানকীদেবী বললেন—) হে পুত্র ! শোনো। সকল সদ্‌গুণ তোমার অন্তরে চির অধিষ্ঠান করুক। হে হনুমান ! শেষ (শ্রীলক্ষ্মণ) সহিত কৌশলপতি প্রভু সতত যেন তোমার উপর প্রসন্ন থাকেন॥ ১০৭॥

চৌপাই—হে তাত ! এখন তুমি সত্বর সেই ব্যবস্থা করো যাতে আমি এই চোখে কোমল শ্যামতনু শ্রীপ্রভুকে দর্শন করতে পারি। তখন শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে গমন করে শ্রীহনুমান জানকীদেবীর খবরাখবর দিলেন॥ ১॥ সূর্যকুলভূষণ শ্রীরামচন্দ্র সংবাদ অবগত হয়ে অঙ্গদ ও বিভীষণকে ডাকলেন (আর বললেন—) পবননন্দন হনুমানের সঙ্গে যাও আর জানকীকে অতি সমাদরে নিয়ে এসো॥ ২॥ তাঁরা সকলে অবিলম্বে সীতাদেবীর সকাশে গমন করলেন। রাক্ষসীসকল সবিনয়ে সীতাদেবীর সেবা করছিল। শ্রীবিভীষণ তৎক্ষণাৎ সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। তারা প্রীতিপূর্বক সীতাদেবীকে অবগাহন করিয়ে দিল॥ ৩॥ সীতাদেবীকে বহুবিধ আভরণ করিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা একটি সুসজ্জিত সুন্দর শিবিকা নিয়ে এল। পরম সুখধাম প্রিয়তম প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে সীতাদেবী সানন্দে সেই শিবিকায় উঠে বসলেন॥ ৪॥

চৌপাই (৫—৭)

বেতপানি রচ্ছক চহু পাসা। চলে সকল মন পরম হুলাসা॥
দেখন ভালু কীস সব আএ। রচ্ছক কোপি নিবারন ধাএ॥
কহ রঘুবীর কহা মম মানহু। সীতহি সখা পয়াদেঁ আনহু॥
দেখহুঁ কপি জননী কী নাঈঁ। বিহসি কহা রঘুনাথ গোসাঈঁ॥
সুনি প্রভু বচন ভালু কপি হরষে। নভ তে সুরন্হ সুমন বহু বরষে॥
সীতা প্রথম অনল মহুঁ রাখী। প্রগট কীন্হি চহ অন্তর সাখী॥

দোহা (১০৮)

তেহি কারন করুনানিধি কহে কছুক দুর্বাদ।
সুনত জাতুধানীঁ সব লাগীঁ করৈ বিষাদ॥

চৌপাই (১—৪)

প্রভু কে বচন সীস ধরি সীতা। বোলী মন ক্রম বচন পুনীতা॥
লছিমন হোহু ধরম কে নেগী। পাবক প্রগট করহু তুম্হ বেগী॥
সুনি লছিমন সীতা কৈ বানী। বিরহ বিবেক ধরম নিতি সানী॥
লোচন সজল জোরি কর দোউ। প্রভু সন কছু কহি সকত ন ওউ॥
দেখি রাম রুখ লছিমন ধাএ। পাবক প্রগটি কাঠ বহু লাএ॥
পাবক প্রবল দেখি বৈদেহী। হৃদয়ঁ হরষ নহিঁ ভয় কছু তেহী॥
জৌঁ মন বচ ক্রম মম উর মাহীঁ। তজি রঘুবীর আন গতি নাহীঁ॥
তৌ কৃসানু সব কৈ গতি জানা। মো কহুঁ হোউ শ্রীখন্ড সমানা॥

ছন্দ (১)

শ্রীখন্ড সম পাবক প্রবেস কিয়ো সুমিরি প্রভু মৈথিলী।
জয় কোসলেস মহেস বন্দিত চরন রতি অতি নির্মলী॥
প্রতিবিম্ব অরু লৌকিক কলঙ্ক প্রচন্ড পাবক মহুঁ জরে।
প্রভু চরিত কাহুঁ ন লখে নভ সুর সিদ্ধ মুনি দেখহিঁ খরে॥

শিবিকা গমনকালে দণ্ড হস্তে রক্ষকগণ এগিয়ে চলল। তখন সকলের মনেই উচ্ছ্বাসের জোয়ার এসেছিল। সীতাদেবীকে শিবিকায় আসতে দেখে ঋক্ষ-বানরগণ তাঁকে দর্শন করবার জন্য ছুটে এল। তাঁর সুরক্ষায় নিযুক্ত পাইকগণ সেই ঋক্ষ-বানরদের বাধা দিতে উদ্যত হল॥ ৫॥ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে শ্রীরঘুবীর হেসে বলে উঠলেন—হে মিত্রগণ ! আমার কথাটা শোনো। সীতাকে পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এসো যাতে ঋক্ষ-বানরগণ তাঁকে মাতৃরূপে দর্শন করতে পারে॥ ৬॥ শ্রীপ্রভুর কথা সকলকে আনন্দ দান করল। তখন দেবতাগণ আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। সীতাদেবী (প্রকৃত স্বরূপে) পূর্বেই অগ্নিতে সুরক্ষিত ছিলেন। অন্তর্যামী শ্রীভগবান এইবার তাঁর প্রকৃত স্বরূপকে অনাবরণ করতে চাইলেন॥ ৭॥

দোহা—এই (গুপ্ত) কারণে করুণানিধি শ্রীরামচন্দ্র লীলা সম্পাদন করে সীতাকে কিছু কঠিন কথা বললে রাক্ষসীগণ বিষাদগ্রস্তা হয়ে পড়ল॥ ১০৮॥

চৌপাই—শ্রীপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য করে কায়মনোবাক্যে পরম পবিত্র সীতাদেবী বললেন—হে লক্ষ্মণ ! তুমি আমার ধর্মাচরণে সহায়ক হও আর এখনই অগ্নি প্রস্তুত করে দাও॥ ১॥ সীতাদেবীর কথাসকল বিরহ, বিবেক, ধর্ম ও নীতিসঙ্গত ছিল। তা শুনে শ্রীলক্ষ্মণের নয়নযুগলে (বিষাদের) অশ্রু দেখা দিল। তিনি হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি শ্রীপ্রভুকে বারণও করতে পারছিলেন না। অতঃপর শ্রীপ্রভুর মনোভাব বুঝে তিনি প্রচুর কাঠ আয়োজন করে অগ্নি প্রজ্বলিত করে দিলেন। অগ্নির লেলিহান শিখা উঠতেই জানকীদেবীর অন্তর আনন্দমগ্ন হল। তাঁকে ভীত বলে মনে হল না॥ ২-৩॥ (সীতাদেবীও লীলা সম্পাদন করে বললেন—) যদি কায়মনোবাক্যে আমার অন্তরে শ্রীরঘুবীর ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের প্রতি আনুগত্য না থাকে তাহলে হে অগ্নিদেব ! আপনি তো সকলের গতি সম্বন্ধে সম্যকভাবে পরিচিত। আমার রক্ষায় আপনি চন্দনসম শীতল হয়ে যান॥ ৪॥

ছন্দ—যাঁর শ্রীচরণ ভগবান শ্রীশংকর দ্বারাও সেবিত সেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে ও তাঁর উপরে বিশুদ্ধ প্রীতি ধারণ করে আর তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে জানকীদেবী চন্দনসম শীতল অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করলেন। প্রতিবিম্ব (সীতাদেবীর ছায়ামূর্তি) ও তাঁর লৌকিক কলঙ্ক প্রচণ্ড অগ্নিতে

ছন্দ (২)

ধরি রূপ পাবক পানি গহি শ্রী সত্য শ্রুতি জগ বিদিত জো।
জিমি ছীরসাগর ইন্দিরা রামহি সমর্পী আনি সো॥
সো রাম বাম বিভাগ রাজতি রুচির অতি সোভা ভলী।
নব নীল নীরজ নিকট মানহুঁ কনক পঙ্কজ কী কলী॥

দোহা (১০৯ ক)

বরষহিঁ সুমন হরষি সুর বাজহিঁ গগন নিসান।
গাবহি কিন্নর সুরবধূ নাচহিঁ চঢ়ীঁ বিমান॥

দোহা (১০৯ খ)

জনকসুতা সমেত প্রভু সোভা অমিত অপার।
দেখি ভালু কপি হরষে জয় রঘুপতি সুখ সার॥

চৌপাই (১—৫)

তব রঘুপতি অনুসাসন পাঈ। মাতলি চলেউ চরন সিরু নাঈ॥
আএ দেব সদা স্বারথী। বচন কহহিঁ জনু পরমারথী॥

দীন বন্ধু দয়াল রঘুরায়া। দেব কীন্হি দেবন্হ পর দায়া॥
বিস্ব দ্রোহ রত যহ খল কামী। নিজ অঘ গয়উ কুমারগগামী॥

তুম্হ সমরূপ ব্রহ্ম অবিনাসী। সদা একরস সহজ উদাসী॥
অকল অগুন অজ অনঘ অনাময়। অজিত অমোঘসক্তি করুনাময়॥

মীন কমঠ সূকর নরহরী। বামন পরসুরাম বপু ধরী॥
জব জব নাথ সুরন্হ দুখু পায়ো। নানা তনু ধরি তুম্হইঁ নসায়ো॥

যহ খল মলিন সদা সুরদ্রোহী। কাম লোভ মদ রত অতি কোহী॥
অধম সিরোমনি তব পদ পাবা। যহ হমরেঁ মন বিসময় আবা॥

ভস্মীভূত হল। শ্রীপ্রভুর এই লীলা সকলের বোধগম্য হল না। দেবতা, সিদ্ধ ও মুনিগণ আকাশে অবস্থান করে ঘটনাসকল প্রত্যক্ষ করে গেলেন॥ ১॥

ছন্দ—তখন অগ্নিদেব দেহধারণ করে বেদসম্মত জগদ্বিখ্যাত প্রকৃত লক্ষ্মীদেবীর (সীতাদেবীর) হাত ধরে উঠে এলেন ও তাঁকে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে অর্পণ করেন। এই ঘটনা তেমন ভাবেই ঘটল যেমনভাবে পূর্বে ক্ষীরসাগর, দেবী মহালক্ষ্মীকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর হাতে সমর্পণ করেছিলেন। সেই সীতাদেবী প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বাম ভাগে বিরাজমান হলেন। সেই যুগলমূর্তির অনুপম সৌন্দর্য দেখা গেল ; মনে হল যেন সদ্যপ্রস্ফুটিত নীলকমলের পাশে সুবর্ণ কমল কলিকা শোভমান রয়েছে॥ ২॥

***দোহা**—দেবতাগণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। আকাশে দুন্দুভি বাদ্য বেজে উঠল। কিন্নরসকল গান করতে লাগল। বিমানে অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগল॥ ১০৯ (ক)॥*

***দোহা**—জানকীদেবী সহিত প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের যুগলমূর্তির অপরিমিত ও অনবদ্য শোভা দেখে ঋক্ষ-বানরগণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল আর সুখদ শ্রীরঘুপতির নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল॥ ১০৯ (খ)॥*

***চৌপাই**—* তখন শ্রীরঘুনাথের অনুমতি নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি মাতলি তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে (রথ নিয়ে) চলে গেল। অতঃপর সতত স্বার্থপর দেবতাগণের আগমন হল। তাঁরা পরমার্থতত্ত্বজ্ঞসম বললেন—হে দীনবন্ধু ! হে দয়ালু শ্রীরঘুনাথ ! হে পরমদেবতা ! দেবতাদের উপর আপনার অশেষ কৃপা। বিশ্বদ্রোহিতায় তৎপর ওই দুষ্ট কামাসক্ত ও কুপথগামী রাবণ নিজ কৃত পাপেই ধ্বংস হল॥ ১-২॥ আপনি নিত্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম স্বয়ং ; আপনি সনাতন ও সতত নিরপেক্ষ। আপনি অখণ্ড, নির্গুণ, অজ, অনঘ ও অপ্রমেয় (সর্বপ্রমাণাতীত)। আপনি অজিত, অমোঘশক্তি ও করুণাময়। আপনি স্বয়ংই মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও পরশুরাম দেহ ধারণ করেছিলেন। হে নাথ ! যখনই দেবতাদের দুঃখের সময় এসেছে তখনই আপনি প্রয়োজন মতো দেহ ধারণ করে তাদের দুঃখ হরণ করেছিলেন॥ ৩-৪॥ এই দুষ্ট মলিন চিত্ত, দেবতাদের নিত্য শত্রু, কামাসক্ত, লোভী, মদমত্ত ও ক্রোধী ছিল। এমন অধম শিরোমণিও আপনার পরমপদ (মুক্তি) লাভ করল। এতে আমরা খুব আশ্চর্য হয়েছি॥ ৫॥

চৌপাই (৬)

হম দেবতা পরম অধিকারী। স্বারথ রত প্রভু ভগতি বিসারী।।
ভব প্রবাহঁ সন্তত হম পরে। অব প্রভু পাহি সরন অনুসরে।।

দোহা (১১০)

করি বিনতী সুর সিদ্ধ সব রহে জহঁ তহঁ কর জোরি।
অতি সপ্রেম তন পুলকি বিধি অস্তুতি করত বহোরি।।

ছন্দ (১)

জয় রাম সদা সুখধাম হরে। রঘুনায়ক সায়ক চাপ ধরে।।
ভব বারন দারন সিংহ প্রভো। গুন সাগর নাগর নাথ বিভো।।

ছন্দ (২)

তন কাম অনেক অনূপ ছবী। গুন গাবত সিদ্ধ মুনীন্দ্র কবী।।
জসু পাবন রাবন নাগ মহা। খগনাথ জথা করি কোপ গহা।।

ছন্দ (৩)

জন রঞ্জন ভঞ্জন সোক ভয়ং। গতক্রোধ সদা প্রভু বোধময়ং।।
অবতার উদার অপার গুনং। মহি ভার বিভঞ্জন গ্যানঘনং।।

ছন্দ (৪)

অজ ব্যাপকমেকমনাদি সদা। করুনাকর রাম নমামি মুদা।।
রঘুবংস বিভূষন দূষন হা। কৃত ভূপ বিভীষন দীন রহা।।

ছন্দ (৫)

গুন গ্যান নিধান অমান অজং। নিত রাম নমামি বিভুং বিরজং।।
ভুজদন্ড প্রচন্ড প্রতাপ বলং। খল বৃন্দ নিকন্দ মহা কুসলং।।

ছন্দ (৬)

বিনু কারন দীন দয়াল হিতং। ছবি ধাম নমামি রমা সহিতং।।
ভব তারন কারন কাজ পরং। মন সম্ভব দারুন দোষ হরং।।

আমরা (দেবতারা) আপনার পরম পদের শ্রেষ্ঠ অধিকারী হয়েও স্বার্থপরায়ণ হয়ে আপনার প্রতি ভক্তিকে বিস্মৃত করে সতত ভবসাগর প্রবাহে (জন্ম-মৃত্যু) চক্রে পড়ে আছি। এখন হে প্রভু ! আমরা আপনার শরণাগত হলাম। আমাদের রক্ষা করুন॥ ৬॥

দোহা—এইরূপ নিবেদন করে দেবতা ও সিদ্ধ সকল যে যার জায়গায় হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন পরম প্রীতিপূর্বক পুলকিত অঙ্গে ভগবান শ্রীব্রহ্মা স্তুতি করতে লাগলেন॥ ১১০॥

ছন্দ—(ভগবান শ্রীব্রহ্মা বললেন—) হে সতত সুখধাম (দুঃখহারী) শ্রীহরি ! হে ধনুর্ধারী শ্রীরঘুনাথ ! আপনার জয় হোক। হে প্রভু ! আপনি ভব (জন্ম-মৃত্যু)রূপ হস্তী বিদারক সিংহসম। হে নাথ ! হে সর্বব্যাপী ! আপনি গুণধাম ও পরম দক্ষ॥ ১॥ বহু কামদেবের যুগপৎ সৌন্দর্যসম্পন্ন আপনার শ্রীবিগ্রহ ! সিদ্ধ, মুনি ও কবিসকল সতত আপনার গুণসংকীর্তন করে থাকেন। ত্রিভুবন আপনার যশে পরিপূর্ণ। গরুড় যেমনভাবে মহাসর্পকে হেলায় বিনাশ করে থাকে আপনি তেমনভাবেই কুপিত হয়ে রাবণকে বধ করেছেন॥ ২॥ হে প্রভু ! আপনি জনরঞ্জন, ভয়-শোক ভঞ্জন, জিতক্রোধ ও বোধগম্য। আপনার এই অবতারে আগমন পরম তাৎপর্যসম্পন্ন, দিব্যগুণযুক্ত, ভূভারহরণকারী ও নিত্য জ্ঞানস্বরূপ॥ ৩॥ (যদিও আপনি প্রকৃতরূপ গোপন করে এসেছেন তবুও আমি জানি যে) আপনি অনাদি অনন্ত সর্বব্যাপী অদ্বিতীয় অক্ষর ব্রহ্ম স্বয়ং। হে করুণাকর শ্রীরামচন্দ্র ! আমি আপনাকে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে প্রণাম নিবেদন করছি। হে রঘুবংশ শিরোমণি ! হে দূষণ নিসূদন ! হে কল্মষহরণ ! যে বিভীষণ দীনহীন ছিল তাকেও আপনি (লঙ্কার) রাজা করে দিয়েছেন॥ ৪॥ হে গুণসম্পন্ন জ্ঞানাকর ! হে মানবোধ বিরহিত শ্রীপ্রভু ! হে সত্য সনাতন মায়িক বিকার বিরহিত শ্রীরামচন্দ্র ! আমি সতত আপনাকে নমস্কার করি। আপনি অমিত বিক্রম, অতিশয় পরাক্রমযুক্ত। দুষ্টদলনে আপনি সুনিপুণ॥ ৫॥ আপনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু দীনশরণ ও পরম শোভাকর। হে প্রভু ! দেবী জানকী সহিত আপনার যুগলমূর্তিকে আমি প্রণাম নিবেদন করছি। আপনি ভবসাগরতারণ ! আপনি কারণরূপ প্রকৃতি ও কার্যরূপ জগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে ঊর্ধ্বে। আপনি মনোগত কঠিন দোষহারী॥ ৬॥

ছন্দ (৭)

সর চাপ মনোহর ত্রোন ধরং। জলজারুন লোচন ভূপবরং॥
সুখ মন্দির সুন্দরং শ্রীরমনং। মদ মার মুধা মমতা সমনং॥

ছন্দ (৮)

অনবদ্য অখন্ড ন গোচর গো। সবরূপ সদা সব হোই ন গো॥
ইতি বেদ বদন্তি ন দন্তকথা। রবি আতপ ভিন্নমভিন্ন জথা॥

ছন্দ (৯)

কৃতকৃত্য বিভো সব বানর এ। নিরখন্তি তবানন সাদর এ॥
ধিগ জীবন দেব সরীর হরে। তব ভক্তি বিনা ভব ভূলি পরে॥

ছন্দ (১০)

অব দীনদয়াল দয়া করিঐ। মতি মোরি বিভেদকরী হরিঐ॥
জেহি তে বিপরীত ক্রিয়া করিঐ। দুখ সো সুখ মানি সুখী চরিঐ॥

ছন্দ (১১)

খল খন্ডন মন্ডন রম্য ছমা। পদ পঙ্কজ সেবিত সম্ভু উমা॥
নৃপ নায়ক দে বরদানমিদং। চরনাম্বুজ প্রেমু সদা সুভদং॥

দোহা (১১১)

বিনয় কীন্‌হি চতুরানন প্রেম পুলক অতি গাত।
সোভাসিন্ধু বিলোকত লোচন নহীঁ অঘাত॥

চৌপাই (১—৩)

তেহি অবসর দসরথ তহঁ আএ। তয়ন বিলোকি নয়ন জল ছাএ॥
অনুজ সহিত প্রভু বন্দন কীন্‌হা। আসিরবাদ পিতাঁ তব দীন্‌হা॥
তাত সকল তব পুন্য প্রভাউ। জীত্যোঁ অজয় নিসাচর রাউ॥
সুনি সুত বচন প্রীতি অতি বাঢ়ী। নয়ন সলিল রোমাবলি ঠাঢ়ী॥
রঘুপতি প্রথম প্রেম অনুমানা। চিতই পিতহি দীন্‌হেউ দৃঢ় গ্যানা॥
তাতে উমা মোচ্ছ নহিঁ পায়ো। দসরথ ভেদ ভগতি মন লায়ো॥

আপনি তূণ-ধনুর্বাণধারী পরম সুন্দর, অরুণাভলোচন। আপনি নৃপতিরূপেও আদর্শ ও পরমসুখধাম। হে সুমনোহর জানকীবল্লভ ! আপনি মদ, কামনা ও মোহ নাশ করে থাকেন॥ ৭॥ আপনি অনবদ্য অখণ্ড ও অগোচর। আপনি সর্বাত্মক হয়েও নিরাকার—এমনই বেদের অভিমত। এই কথা পরম সত্য, নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়। যেমন সূর্য ও সূর্যালোক ভিন্নরূপে প্রতীত হলেও বস্তুত অভিন্ন আপনিও তেমন জগতের সঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্ন দুই-ই॥ ৮॥ হে সর্বব্যাপী বিভু ! এই বানরসকল যারা আপনার মুখারবিন্দ সুধা পান করতে সক্ষম হয়েছে তারা তো কৃতকৃত্য হয়ে গিয়েছে। (আর) হে শ্রীহরি ! আমাদের জীবন ও দিব্য দেহও ধিকৃত কারণ আমরা আপনার উপর ভক্তিলাভ না করে তুচ্ছ জাগতিক ভোগে লিপ্ত হয়ে আছি॥ ৯॥ হে কৃপা-বৎসল ! কৃপা করুন আর আমার বিভেদ সৃষ্টিকারী সেই বুদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে হরণ করে নিন যা সতত আমাকে অনুচিত কর্ম করতে প্ররোচনা দেয় আর দুঃখকে সুখ মনে করে তাতেই আনন্দে বিচরণ করায়॥ ১০॥ হে অরিমর্দন ! আপনি শ্যামসুন্দর জগতের সুরম্য আভরণস্বরূপ। দেবী গিরিজাসহিত ভগবান শ্রীশংকর আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবায় নিত্যযুক্ত থাকেন। হে রাজরাজেশ্বর ! কৃপা করুন আমি যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মে পরম কল্যাণকর প্রীতি সতত ধারণ করে থাকতে পারি॥ ১১॥

দোহা—এইভাবে প্রেম পুলক কণ্টকিত অঙ্গে ভগবান শ্রীব্রহ্মা অতিশয় শোভমান শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করে একদৃষ্টে তাঁর দিকে দেখতে লাগলেন। তাঁর যেন শ্রীভগবানকে দর্শন করে তৃপ্তি তৃষ্ণা মিটছিল না॥ ১১১॥

চৌপাই— তখনই শ্রীদশরথের আগমন হল। পুত্রকে (শ্রীরামচন্দ্রকে) দেখে তাঁর নয়নযুগল প্রেমাশ্রুসজল হল। অনুজ শ্রীলক্ষ্মণসহিত শ্রীপ্রভু তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন আর পিতৃদেব তাঁদের আশীর্বাদ দান করলেন॥ ১॥ (প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে তাত ! এই সকল আপনার পুণ্যবলেই সম্ভব হয়েছে ; তা না থাকলে অজেয় রাক্ষসরাজকে পরাজিত করা সম্ভব হোত না। পুত্রের কথা শ্রবণ করে পিতার প্রীতি অতিশয় বৃদ্ধি পেল। তাঁর নয়নযুগল অশ্রুপ্লাবিত হল ; অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি হল॥ ২॥ শ্রীরঘুনাথ পূর্বের (জীবিত কালের) প্রেম ও স্নেহ স্মরণ করে পিতার দিকে তাকিয়ে তাঁকে তাঁর প্রকৃত স্বরূপের দৃঢ় জ্ঞান দান করলেন। শ্রীদশরথ যেহেতু ভেদভক্তিতে নিত্যযুক্ত থাকতেন, হে উমা ! তাই তিনি (কৈবল্য) মোক্ষ লাভ করলেন না॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

সগুনোপাসক মোচ্ছ ন লেহীঁ। তিন্হ কহুঁ রাম ভগতি নিজ দেহীঁ॥
বার বার করি প্রভুহি প্রনামা। দসরথ হরষি গএ সুরধামা॥

দোহা (১১২)

অনুজ জানকী সহিত প্রভু কুসল কোসলাধীস।
সোভা দেখি হরষি মন অস্তুতি কর সুর ঈস॥

ছন্দ (১—৮)

জয় রাম সোভা দাম। দায়ক প্রনত বিশ্রাম॥
ধৃত ত্রোন বর সর চাপ। ভুজদন্ড প্রবল প্রতাপ॥
জয় দূষনারি খরারি। মর্দন নিসাচর ধারি॥
যহ দুষ্ট মারেউ নাথ। ভএ দেব সকল সনাথ॥
জয় হরন ধরনী ভার। মহিমা উদার অপার॥
জয় রাবনারি কৃপাল। কিএ জাতুধান বিহাল॥
লঙ্কেস অতি বল গর্ব। কিএ বস্য সুর গন্ধর্ব॥
মুনি সিদ্ধ নর খগ নাগ। হঠি পন্থ সব কেঁ লাগ॥
পরদ্রোহ রত অতি দুষ্ট। পায়ো সো ফলু পাপিষ্ট।
অব সুনহু দীন দয়াল। রাজীব নয়ন বিসাল॥
মোহি রহা অতি অভিমান। নহিঁ কোউ মোহি সমান॥
অব দেখি প্রভু পদ কঞ্জ। গত মান প্রদ দুখ পুঞ্জ॥
কোউ ব্রহ্ম নির্গুন ধ্যাব। অব্যক্ত জেহি শ্রুতি গাব॥
মোহি ভাব কোসল ভূপ। শ্রীরাম সগুন সরূপ॥
বৈদেহি অনুজ সমেত। মম হৃদয়ঁ করহু নিকেত॥
মোহি জানিঐ নিজ দাস। দে ভক্তি রমানিবাস॥

(মায়া বিরহিত সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ ও দিব্যগুণযুক্ত) সগুণ স্বরূপ উপাসকগণ এইভাবে মোক্ষও গ্রহণ করেন না। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের নিজ ভক্তি দান করেন। শ্রীপ্রভুকে (ইষ্টজ্ঞানে) বারে বারে প্রণাম নিবেদন করে শ্রীদশরথ পরম আনন্দে দেবলোকে গমন করলেন॥ ৪॥

দোহা—অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ আর দেবী জানকীসহিত মঙ্গলময় কৌশলাধিপতি শ্রীপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অনিন্দ্যসুন্দর অবস্থানের দৃশ্য অবলোকন করে দেবরাজ ইন্দ্র পরম আনন্দিত হয়ে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন॥ ১১২॥

চৌপাই— (দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—) সৌন্দর্য নিকেতন, শরণাগত-বৎসল, অক্ষয় তূণীর ও ধনুর্বাণধারী পরম বাহুবল ও পরাক্রমসম্পন্ন প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের জয় হোক॥ ১॥ হে খর-দূষণ রাক্ষস নিধনকারী ও রাক্ষসসৈন্য-মর্দনকারী ! আপনার জয় হোক। হে নাথ ! আপনি এই দুষ্টকে বধ করে দেবতাদের অশেষ কৃপা করেছেন॥ ২॥ হে ভূভারহারী ! হে অনুপম মহিমা-সম্পন্ন পরব্রহ্ম ! আপনার জয় হোক। হে রাবণারি ! হে কৃপালু ! আপনার জয় হোক। আপনি রাক্ষসদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। তাদের সেই অত্যাচার আর নেই॥ ৩॥ লঙ্কাপতি রাবণের নিজ পরাক্রমের অতিশয় দম্ভ ছিল। সে দেবতা ও গন্ধর্বদের সকলকেই পরাজিত করে নিজের অধীন করে রেখেছিল। তারপরেও সে মুনি, সিদ্ধ, মানব, পক্ষী ও নাগ আদি সকলের সঙ্গে যেচে শত্রুতা করছিল॥ ৪॥ সে পরদ্বেষে অতিশয় তৎপর আর অতিশয় দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। সেই পাপাসক্ত যথোপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। এখন হে দীন দয়াময় ! হে রাজীবায়তলোচন ! শুনুন আমারও প্রবল অহংকার ছিল যে আমার সমকক্ষ আর কেউ নেই। কিন্তু এখন শ্রীপ্রভুর (আপনার) শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে সেই দুঃখপ্রদ আমার অহংকার চিরতরে মুছে গিয়েছে॥ ৫-৬॥ কেউ সেই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে যাকে বেদ অব্যক্ত (নিরাকার) বলে থাকে। কিন্তু হে শ্রীরামচন্দ্র ! আমার তো আপনার এই সগুণ কৌশলরাজ স্বরূপই প্রিয় বলে বোধ হয়॥ ৭ ॥ সীতাদেবী ও অনুজ শ্রীলক্ষ্মণসহিত আপনি আমার চিত্তে নিবাস করুন। হে শ্রীনিবাস ! আমাকে শরণাগতি প্রদান করে আপনার প্রেম-ভক্তি প্রদান করুন॥ ৮॥

ছন্দ

দে ভক্তি রমানিবাস ত্রাস হরন সরন সুখদায়কং।
সুখ ধাম রাম নমামি কাম অনেক ছবি রঘুনায়কং॥
সুর বৃন্দ রঞ্জন দ্বন্দ ভঞ্জন মনুজতনু অতুলিতবলং।
ব্রহ্মাদি সংকর সেব্য রাম নমামি করুনা কোমলং॥

দোহা (১১৩)

অব করি কৃপা বিলোকি মোহি আয়সু দেহু কৃপাল।
কাহ করৌঁ সুনি প্রিয় বচন বোলে দীনদয়াল॥

চৌপাই (১—৫)

সুনু সুরপতি কপি ভালু হমারে। পরে ভূমি নিসিচরন্হি জে মারে॥
মম হিত লাগি তজে ইন্হ প্রানা। সকল জিআউ সুরেস সুজানা॥

সুনু খগেস প্রভু কৈ যহ বানী। অতি অগাধ জানহি মুনি গ্যানী॥
প্রভু সক ত্রিভুঅন মারি জিআঈ। কেবল সক্রহি দীন্হি বড়াঈ॥

সুধা বরষি কপি ভালু জিআএ। হরষি উঠে সব প্রভু পহিঁ আএ॥
সুধাবৃষ্টি ভৈ দুহু দল উপর। জিএ ভালু কপি নহিঁ রজনীচর॥

রামাকার ভএ তিন্হ কে মন। মুক্ত ভএ ছূটে ভব বন্ধন॥
সুর অংসিক সব কপি অরু রীছা। জিএ সকল রঘুপতি কীঁ ঈছা॥

রাম সরিস কো দীন হিতকারী। কীন্হে মুকুত নিসাচর ঝারী॥
খল মল ধাম কাম রত রাবন। গতি পাঈ জো মুনিবর পাব ন॥

ছন্দ—হে শ্রীনিবাস ! হে শরণাগতবৎসল ও তাদের সর্বসুখ প্রদানকারী ! আমাকে ভক্তি প্রদান করুন। হে সুখদ ! হে বহু কামদেবের যুগপৎ সৌন্দর্যযুক্ত রঘুকুলপতি শ্রীরামচন্দ্র ! আমি আপনাকে প্রণাম নিবেদন করছি। হে দেব সকলের আনন্দ প্রদানকারী (জন্ম-মৃত্যু, হর্ষ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ আদি) দ্বন্দ্ব বিনাশন, নরদেহধারী, অমিত বিক্রম, ব্রহ্মা ও মহাদেব আদি দ্বারা সতত সেবিত করুণাকর শ্রীরামচন্দ্রদেব ! আমি আপনাকে প্রণাম করছি॥

দোহা—হে কৃপালু ! কৃপাকটাক্ষ দান করে আমাকে আদেশ দান করলে আমি ধন্য হয়ে যাব। দেবরাজ ইন্দ্রের এই সকল স্তুতি শ্রবণ করে দীনদয়াময় প্রভু শ্রীরামচন্দ্র উত্তর দিলেন॥ ১১৩॥

চৌপাই—(প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে দেবরাজ ! শোনো। আমার সেবক ঋক্ষ-মর্কটগণ, যাদের রাক্ষসেরা বধ করেছে, ভূমিতে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এরা আমার সেবায় প্রাণ দিয়েছে। হে সুবিজ্ঞ দেবরাজ ! এদের সকলকে জীবিত করে দাও॥ ১॥ (শ্রীকাকভূশণ্ডি বললেন—) হে গরুড় ! শুনুন। শ্রীপ্রভুর এই কথার মধ্যে সুগূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে যা একমাত্র জ্ঞানী মুনিগণই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়ে থাকেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তো স্বয়ংই ত্রিলোককে বধ করে আবার জীবিত করে দিতে সক্ষম। এই আদেশ তিনি ইন্দ্রের মহিমা বৃদ্ধির জন্যই দিয়েছিলেন॥ ২॥ দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত বর্ষণ করে ঋক্ষ-বানরদের জীবিত করে দিলেন। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে দাঁড়াল আর শ্রীপ্রভুর কাছে এল। অমৃতবর্ষণ উভয় দলের উপরই হয়েছিল কিন্তু তাতে ঋক্ষ-বানর দলই প্রাণ ফিরে পেল, রাক্ষসরা পেল না॥ ৩॥ রাক্ষসগণ জীবিত না হওয়ার কারণ ছিল যে মৃত্যুকালে রাক্ষসগণ রামময় হয়ে গিয়েছিল তাই তারা মুক্তি লাভ করেছিল। তাদের ভববন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঋক্ষ-বানরগণ তো শ্রীভগবানের লীলা সহচর ছিল। তাই প্রভু শ্রীরঘুনাথের ইচ্ছায় তারা প্রাণ ফিরে পেল॥ ৪॥ অতএব (সহায়ক ও বিরোধী) উভয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রভু শ্রীরামচন্দ্রসম কে আছে ! তিনি সকল রাক্ষসদের ভববন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন ! তাই দুষ্ট, পাপাসক্ত ও কামাসক্ত রাবণও সেই পরমগতি (মোক্ষ) লাভ করল যা শ্রেষ্ঠ মুনিগণও পান না॥ ৫॥

দোহা (১১৪ ক)

সুমন বরষি সব সুর চলে চঢ়ি চঢ়ি রুচির বিমান।
দেখি সুঅবসর প্রভু পহিঁ আয়উ সম্ভু সুজান॥

দোহা (১১৪ খ)

পরম প্রীতি কর জোরি জুগ নলিন নয়ন ভরি বারি।
পুলকিত তন গদগদ গিরাঁ বিনয় করত ত্রিপুরারি॥

চৌপাই (১—৫)

মামভিরক্ষয় রঘুকুল নায়ক। ধৃত বর চাপ রুচির কর সায়ক॥
মোহ মহা ঘন পটল প্রভঞ্জন। সংসয় বিপিন অনল সুর রঞ্জন॥

অগুন সগুন গুন মন্দির সুন্দর। ভ্রম তম প্রবল প্রতাপ দিবাকর॥
কাম ক্রোধ মদ গজ পঞ্চানন। বসহু নিরন্তর জন মন কানন॥

বিষয় মনোরথ পুঞ্জ কঞ্জ বন। প্রবল তুষার উদার পার মন॥
ভব বারিধি মন্দর পরমং দর। বায়য় তারয় সংসৃতি দুস্তর॥

স্যাম গাত রাজীব বিলোচন। দীন বন্ধু প্রনতারতি মোচন॥
অনুজ জানকী সহিত নিরন্তর। বসহু রাম নৃপ মম উর অন্তর॥

মুনি রঞ্জন মহি মন্ডল মন্ডন। তুলসিদাস প্রভু ত্রাস বিখন্ডন॥

দোহা (১১৫)

নাথ জবহি কোসলপুরীঁ হোইহি তিলক তুম্হার।
কৃপাসিন্ধু মৈঁ আউব দেখন চরিত উদার॥

চৌপাই (১)

করি বিনতী জব সম্ভু সিধাএ। তব প্রভু নিকট বিভীষনু আএ॥
নাই চরন সিরু কহ মৃদু বানী। বিনয় সুনহু প্রভু সারঁগপানী॥

দোহা—পুষ্পবৃষ্টি করে দেবতাসকল সুন্দর বিমানে চড়ে চলে গেলেন। উপযুক্ত সময় উপস্থিত জেনে পরমজ্ঞানী ভগবান শ্রীশংকর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপনীত হলেন॥ ১১৪ (ক)॥

দোহা—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে ত্রিপুরারি শ্রীশংকর পুলকিত হলেন আর তাঁর কমলনয়নে আনন্দাশ্রু দেখা গেল। তিনি তখন হাতজোড় করে পরম প্রীতি সহকারে গদগদ হয়ে শ্রীপ্রভুর স্তুতি করতে লাগলেন॥ ১১৪ (খ)॥

চৌপাই—(ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে রঘুকুলপতি ! আপনার অনুপম সুন্দর হস্তে শ্রেষ্ঠ (শার্ঙ্গ) ধনুক ও সুন্দর বাণ ধারণ করে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আপনি মহামোহরূপ মেঘরাশিকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড পবনসম আর সংশয়রূপ অরণ্য ভস্মকারী অগ্নিসম। আপনি দেবতাদেরও আনন্দ প্রদান করে থাকেন॥ ১॥ আপনি সগুণ আবার নির্গুণও। আপনি অনন্ত দিব্যগুণসম্পন্ন পরম সুন্দর। আপনি ভ্রমান্ধকার বিনাশে প্রবল পরাক্রমযুক্ত সূর্যসম। কাম-ক্রোধ-মদমত্তকারী সংহারে আপনি সিংহসম। আপনি এই সেবকের মনারণ্যে সতত নিবাস করুন॥ ২॥ বিষয়বাসনাসম কমলবনকে বিশুষ্ক করে দেওয়ার জন্য আপনি প্রবল তুষারপাতসম ভয়ংকর। আপনি উদার চিত্ত হয়েও মনাতীত এবং ভবসাগর মন্থন করবার জন্য মন্দার পর্বতসম। আপনি ভবভয়নাশন। কৃপা করে সেবককে দুস্তর ভবসাগর অতিক্রম করিয়ে দিন॥ ৩॥ হে নবনীরদ অঙ্গ শ্যামসুন্দর ! হে কমললোচন ! হে শরণাগত-বৎসল ! হে রাজা শ্রীরামচন্দ্র ! অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীসহিত আপনি সতত আমার চিত্তে অধিষ্ঠান করুন। হে মুনিমনরঞ্জন ভূমণ্ডলভূষণ ! আপনি তুলসীদাসের শ্রীপ্রভু, ভবভয়নাশন॥ ৪-৫॥

দোহা—হে নাথ ! যখন অযোধ্যায় আপনার রাজ্যাভিষেক হবে তখন হে কৃপাসিন্ধু ! আপনার সেই সুমহান লীলা স্বচক্ষে দর্শন করে ধন্য হতে আমি আবার উপস্থিত হব॥ ১১৫॥

চৌপাই—যখন ভগবান শ্রীশংকর স্তুতি করে বিদায় গ্রহণ করলেন তখন শ্রীপ্রভু সকাশে শ্রীবিভীষণের আগমন হল। শ্রীপ্রভুর চরণে প্রণতি নিবেদন করে তিনি সবিনয়ে বললেন—হে শার্ঙ্গধনুর্ধারী শ্রীপ্রভু ! আমার কথা একটু

চৌপাই (২—৪)

সকুল সদল প্রভু রাবন মার্‌য়ো। পাবন জস ত্রিভুবন বিস্তার্‌য়ো॥
দীন মলীন হীন মতি জাতী। মো পর কৃপা কীন্‌হি বহু ভাঁতী॥

অব জন গৃহ পুনীত প্রভু কীজে। মজ্জনু করিঅ সমর শ্রব ছীজে॥
দেখি কোস মন্দির সম্পদা। দেহু কৃপাল কপিন্‌হ কহুঁ মুদা॥

সব বিধি নাথ মোহি অপনাইঅ। পুনি মোহি সহিত অবধপুর জাইঅ॥
সুনত বচন মৃদু দীনদয়ালা। সজল ভএ দ্বৌ নয়ন বিসালা॥

দোহা (১১৬ ক)

তোর কোস গৃহ মোর সব সত্য বচন সুনু ভ্রাত।
ভরত দসা সুমিরত মোহি নিমিষ কল্প সম জাত॥

দোহা (১১৬ খ)

তাপস বেষ গাত কৃস জপত নিরন্তর মোহি।
দেখৌঁ বেগি সো জতনু করু সখা নিহোরউঁ তোহি॥

দোহা (১১৬ গ)

বীতেঁ অবধি জাউঁ জৌঁ জিঅত ন পাবউঁ বীর।
সুমিরত অনুজ প্রীতি প্রভু পুনি পুনি পুলক সরীর॥

দোহা (১১৬ ঘ)

করেহু কল্প ভরি রাজু তুম্‌হ মোহি সুমিরেহু মন মাহিঁ।
পুনি মম ধাম পাইহহু জহাঁ সন্ত সব জাহিঁ॥

শুনুন—আপনি রাবণকে তার বংশধর ও সৈন্যবাহিনী সহিত সংহার করে ত্রিভুবনে নিজ পবিত্র যশ বিস্তার করেছেন আর আমার মতন দীনহীন, হীনমতি, হীনজাতিকে অনন্ত কৃপা করেছেন॥ ১-২॥ এইবার হে প্রভু ! এই দাসের গৃহে পদরজস্পর্শ দান করে তাকে কৃতার্থ করুন। আপনি চলুন, সেইখানে অবগাহন করে যুদ্ধের ক্লান্তি দূর করবেন। হে কৃপালু ! লঙ্কার ধনসম্পদ, ভূমিসম্পদ ও রাজপ্রাসাদ যেমন ভালো মনে করেন প্রসন্নচিত্তে তা বানরদের মধ্যে বিতরণ করে দিন॥ ৩॥ হে নাথ ! আমাকে সর্বতোভাবে আপন করে নিন আর তারপর হে প্রভু ! আমাকেও অযোধ্যায় নিয়ে চলুন ; আপনার সঙ্গে আমিও গমন করতে ইচ্ছুক। শ্রীবিভীষণের সবিনয় নিবেদন শ্রবণ করেই দীনদয়াময় শ্রীপ্রভুর বিশাল নয়নযুগল প্রেমাশ্রুসজল হয়ে উঠল॥ ৪॥

দোহা—*(প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে ভাই ! শোনো। তোমার ধনসম্পদ ও গৃহাদি যে সকলই আমার, সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু এখন আমার ভরতের জন্য চিন্তা হচ্ছে ; বস্তুত প্রতি পল কল্পসম বোধ হচ্ছে॥ ১১৬ (ক)॥*

দোহা—*কৃশকায় তাপস বেশে ভরত অবিরাম আমার নাম জপ করে যাচ্ছে। হে সখা ! আমি যাতে তার সঙ্গে অবিলম্বে মিলিত হতে পারি তার ব্যবস্থা তুমি এখনই করো। এই তোমার কাছে আমার অনুরোধ রইল॥ ১১৬ (খ)॥*

দোহা—*যদি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আমি তার কাছে পৌঁছাতে না পারি তাহলে আমি আমার প্রিয় ভ্রাতাকে জীবিত দেখতে পাব না। অনুজ শ্রীভরতের প্রীতির কথা স্মরণ করে শ্রীপ্রভুর অঙ্গে বারে বারে পুলক শিহরণ অনুভূতি লাভ হল॥ ১১৬ (গ)॥*

দোহা—*(অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে বিভীষণ ! তুমি কল্পকাল ধরে রাজত্ব কোরো আর মনে মনে আমাকে স্মরণ করে যেও। অতঃপর তুমি আমার সেই ধাম লাভ করতে সক্ষম হবে যা সাধুসন্তগণ পেয়ে থাকেন॥ ১১৬ (ঘ)॥*

চৌপাই (১—৪)

সুনত বিভীষন বচন রাম কে। হরষি গহে পদ কৃপাধাম কে॥
বানর ভালু সকল হরষানে। গহি প্রভু পদ গুন বিমল বখানে॥

বহুরি বিভীষন ভবন সিধায়ো। মনি গন বসন বিমান ভরায়ো॥
লৈ পুষ্পক প্রভু আগেঁ রাখা। হঁসি করি কৃপাসিন্ধু তব ভাষা॥

চঢ়ি বিমান সুনু সখা বিভীষন। গগন জাই বরষহু পট ভূষন॥
নভ পর জাই বিভীষন তবহী। বরষি দিএ মনি অম্বর সবহী॥

জোই জোই মন ভাবই সোই লেহীঁ। মনি মুখ মেলি ডারি কপি দেহীঁ॥
হঁসে রামু শ্রী অনুজ সমেতা। পরম কৌতুকী কৃপা নিকেতা॥

দোহা (১১৭ ক)

মুনি জেহি ধ্যান ন পাবহিঁ নেতি নেতি কহ বেদ।
কৃপাসিন্ধু সোই কপিন্হ সন করত অনেক বিনোদ॥

দোহা (১১৭ খ)

উমা জোগ জপ দান তপ নানা মখ ব্রত নেম।
রাম কৃপা নহিঁ করহিঁ তসি জসি নিষ্কেবল প্রেম॥

চৌপাই (১—২)

ভালু কপিন্হ পট ভূষন পাএ। পহিরি পহিরি রঘুপতি পহিঁ আএ॥
নানা জিনস দেখি সব কীসা। পুনি পুনি হঁসত কোসলাধীসা॥

চিতই সবন্হি পর কীন্হী দায়া। বোলে মৃদুল বচন রঘুরায়া॥
তুম্হরেঁ বল মৈঁ রাবনু মারো্যা। তিলক বিভীষন কহঁ পুনি সারো্যা॥

চৌপাই—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করেই আনন্দে বিভীষণ কৃপানিধি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগল ধারণ করলেন। ঋক্ষ-মর্কটদের মধ্যেও আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল। তারা শ্রীপ্রভুর চরণ ধারণ করে তাঁর বিশুদ্ধ গুণসংকীর্তন করতে লাগল॥ ১॥ এইবার বিভীষণ প্রাসাদে এলেন আর পুষ্পক বিমানকে বস্ত্রালংকার আদি দ্বারা পরিপূর্ণ করে তা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে নিয়ে এলেন। সেবক বিভীষণের কার্যে প্রসন্ন হয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সহাস্যে বললেন—হে সখা বিভীষণ ! পুষ্পক বিমানে চড়ে বস্ত্রালংকারাদি আকাশ থেকে বর্ষণ করে দাও। সেবক বিভীষণ শ্রীপ্রভুর আদেশ পালন করে ধন্য হলেন॥ ২-৩॥ সকলে নিজ পছন্দের বস্তুসকলই তুলে নিতে লাগল। মর্কটগণ মণিমুক্তোসকল নিয়ে খাওয়ার বস্তু ভেবে মুখে পুরল কিন্তু যখন তারা বুঝল যে সেগুলি আহার্য বস্তু আদৌ নয় তারা তা ফেলে দিতে লাগল। এই পরম কৌতুকজনক দৃশ্য অবলোকন করে কৌতুকপ্রিয় ও কৃপানিধি শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণসহিত হাসতে লাগলেন॥ ৪॥

দোহা—যিনি মুনিগণকে ধ্যানেও দর্শন দেন না আর যাঁর প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ করতে সক্ষম না হয়ে বেদও তাঁকে নেতি নেতি বলে চুপ করে যান, সেই কৃপানিধি শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে বানরদের সঙ্গে বহুবিধ কৌতুকে অংশগ্রহণ করছেন॥ ১১৭ (ক)॥

দোহা—(ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে উমা ! প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সতত অনন্য প্রেমের বশীভূত। তাই অনন্য অনুরাগে তাঁর যেরূপ কৃপা লাভ করা সম্ভব হয়, সেরূপ কৃপা বহুপ্রকারের যোগ, জপ, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, ব্রত ও নিয়ম দ্বারাও লাভ করা সম্ভব নয়॥ ১১৭ (খ)॥

চৌপাই—ঋক্ষ-বানরগণ যেমন বস্ত্রালংকার কুড়িয়ে পেল তা তারা ধারণ করে শ্রীরঘুপতির সম্মুখে আসতে লাগল। বহু জাতির বানরদের দেখে কৌশলপতি শ্রীরামচন্দ্র বারে বারে হেসে উঠতে লাগলেন॥ ১॥ শ্রীরঘুপতি কৃপাকটাক্ষ দান করে সকলকে কৃপা করলেন। অতঃপর তিনি সুমধুর কণ্ঠে বললেন—হে ভাইসকল ! রাবণ বধ ও তারপর বিভীষণের রাজ্যাভিষেক সকলই তোমাদের শক্তির দ্বারা সম্ভব হয়েছে॥ ২॥

চৌপাই (৩—৫)

নিজ নিজ গৃহ অব তুম্হ সব জাহূ। সুমিরেহু মোহি ডরপহু জনি কাহূ॥
সুনত বচন প্রেমাকুল বানর। জোরি পানি বোলে সব সাদর॥
প্রভু জোই কহহু তুম্হরি সব সোহা। হমরেঁ হোত বচন সুনি মোহা॥
দীন জানি কপি কিএ সনাথা। তুম্হ ত্রৈলোক ঈস রঘুনাথা॥
সুনি প্রভু বচন লাজ হম মরহীঁ। মসক কহূঁ খগপতি হিত করহীঁ॥
দেখি রাম রুখ বানর রীছা। প্রেম মগন নহিঁ গৃহ কৈ ঈছা॥

দোহা (১১৮ ক)

প্রভু প্রেরিত কপি ভালু সব রাম রূপ উর রাখি।
হরষ বিষাদ সহিত চলে বিনয় বিবিধ বিধি ভাষি॥

দোহা (১১৮ খ)

কপিপতি নীল রীছপতি অঙ্গদ নল হনুমান।
সহিত বিভীষন অপর জে জূথপ কপি বলবান॥

দোহা (১১৮ গ)

কহি ন সকহিঁ কছু প্রেম বস ভরি ভরি লোচন বারি।
সন্মুখ চিতবহিঁ রাম তন নয়ন নিমেষ নিবারি॥

চৌপাই (১—৩)

অতিসয় প্রীতি দেখি রঘুরাঈ। লীন্হে সকল বিমান চঢ়াঈ॥
মন মহুঁ বিপ্র চরন সিরু নায়ো। উত্তর দিসিহি বিমান চলায়ো॥
চলত বিমান কোলাহল হোঈ। জয় রঘুবীর কহই সবু কোঈ॥
সিংহাসন অতি উচ্চ মনোহর। শ্রী সমেত প্রভু বৈঠে তা পর॥
রাজত রামু সহিত ভামিনী। মেরু সৃঙ্গ জনু ঘন দামিনী॥
রুচির বিমানু চলেউ অতি আতুর। কীন্হী সুমন বৃষ্টি হরষে সুর॥

এইবার তোমরা যে যার ঘরে ফিরে যাও। আমাকে স্মরণ করে নির্ভয়ে থাকবে। এই কথা শ্রবণ করে বানরসকল প্রেমময় হয়ে হাতজোড় করে পরম সমাদরে বলল—হে প্রভু ! আপনি যা কিছু বললেন তা আপনারই উপযুক্ত কথা, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার উক্তি শ্রবণ করে আমরা যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। হে শ্রীরঘুনাথ ! আপনি ত্রিভুবনের পরমেশ্বর স্বয়ং। আমাদের মতন বানরদের দীনহীন জেনে আপনি আমাদের কৃতার্থ করেছেন॥ ৩-৪ ॥ শ্রীপ্রভুর উক্তি যে আমাদের জন্য লজ্জাজনক। মশক কখনও গরুড়ের উপহার করতে পারে ? শ্রীরামচন্দ্রের সদাচার দেখে ঋক্ষ-বানরগণ প্রেমবিহ্বল হয়ে পড়ল। তাদের মনে গৃহে ফিরে যাবার কোনো ইচ্ছাই ছিল না॥ ৫ ॥

দোহা—*কিন্তু শ্রীপ্রভুর আদেশ অমান্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হল না। তাদের অন্তরে তখন প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠান করছিল। এইবার তারা বহুভাবে শ্রীপ্রভুর চরণে প্রীতি নিবেদন করে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদযুক্ত হয়ে গৃহাভিমুখে রওনা হল॥ ১১৮ (ক)॥*

দোহা—*বানররাজ সুগ্রীব, নীল, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, অঙ্গদ, নল ও শ্রীহনুমান আর বিভীষণসহ অন্যান্য বীর বানর সেনাপতিগণ বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের নয়ন অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। পরম প্রীতিপূর্বক তাঁরা একদৃষ্টে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দেখতে থাকলেন॥ ১১৮ (খ, গ)॥*

চৌপাই—সেবকদের অনুরাগরঞ্জিত দেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের সকলকে পুষ্পক বিমানে তুলে নিলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ-চরণে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করে তিনি উত্তরদিকে বিমান চালনার নির্দেশ দিলেন॥ ১ ॥ পুষ্পক বিমান গমন কালে তা অতিশয় কোলাহল মুখর হয়ে উঠেছিল। সকলেই তখন প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। পুষ্পক বিমানে একটি সুউচ্চ মনোহর সিংহাসন ছিল। সীতাদেবীকে নিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সেই সিংহাসনে বিরাজমান হলেন॥ ২॥ শ্রীসীতারামের সেই যুগলমূর্তি অনিন্দ্যসুন্দর ছিল ; মনে হচ্ছিল যেন সুমেরু পর্বতে বিদ্যুন্মালা সহিত ঘনশ্যাম মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সুন্দর পুষ্পক বিমান দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। এই দৃশ্য দেবতাদের হর্ষোৎফুল্ল করল ; তাঁরা পুষ্পবৃষ্টি করে আনন্দ জ্ঞাপন করলেন॥ ৩॥

চৌপাই (৪—৬)

পরম সুখদ চলি ত্রিবিধ বয়ারী। সাগর সর সরি নির্মল বারী॥
সগুন হোহিঁ সুন্দর চহুঁ পাসা। মন প্রসন্ন নির্মল নভ আসা॥
কহ রঘুবীর দেখু রন সীতা। লছিমন ইহাঁ হত্যো ইঁদ্রজীতা॥
হনূমান অঙ্গদ কে মারে। রন মহি পরে নিসাচর ভারে॥
কুম্ভকরন রাবন দ্বৌ ভাঈ। ইহাঁ হতে সুর মুনি দুখদাঈ॥

দোহা (১১৯ ক)

ইহাঁ সেতু বাঁধ্যোঁ অরু থাপেউঁ সিব সুখ ধাম।
সীতা সহিত কৃপানিধি সম্ভুহি কীন্হ প্রনাম॥

দোহা (১১৯ খ)

জহঁ জহঁ কৃপাসিন্ধু বন কীন্হ বাস বিশ্রাম।
সকল দেখাএ জানকিহি কহে সবন্হি কে নাম॥

চৌপাই (১—৪)

তুরত বিমান তহাঁ চলি আবা। দন্ডক বন জহঁ পরম সুহাবা॥
কুম্ভজাদি মুনিনায়ক নানা। গএ রামু সব কেঁ অস্থানা॥
সকল রিষিন্হ সন পাই অসীসা। চিত্রকূট আএ জপদীসা॥
তহঁ করি মুনিন্হ কের সন্তোষা। চলা বিমানু তহাঁ তে চোখা॥
বহুরি রাম জানকিহি দেখাঈ। জমুনা কলি মল হরনি সুহাঈ॥
পুনি দেখী সুরসরী পুনীতা। রাম কহা প্রনাম করু সীতা॥
তীরথপতি পুনি দেখু প্রয়াগা। নিরখত জন্ম কোটি অঘ ভাগা॥
দেখু পরম পাবনি পনি বেনী। হরনি সোক হরি লোক নিসেনী॥
পুনি দেখু অবধপুরী অতি পাবনি। ত্রিবিধ তাপ ভব রোগ নসাবনি॥

দোহা (১২০ ক)

সীতা সহিত অবধ কহুঁ কীন্হ কৃপাল প্রনাম।
সজল নয়ন তন পুলকিত পুনি পুনি হরষিত রাম॥

পরম সুখ প্রদানকারী মৃদুমন্দ, সুগন্ধিত শীতল—এই ত্রিবিধ বায়ু প্রবাহ হচ্ছিল। সাগর, সরোবর ও স্রবন্তীর জল নির্মল হয়ে গেল। চতুর্দিকে মঙ্গলসূচক চিহ্ন সকল দেখা যেতে লাগল। সকলে তখন প্রসন্নচিত্ত ছিল। আকাশ ও দিক সকলও নির্মল হয়ে উঠল॥ ৪॥ শ্রীরঘুবীর বললেন—হে সীতা ! ওই সেই রণাঙ্গন যেখানে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকে বধ করেছিল। হনুমান ও অঙ্গদ দ্বারা বধ করা ওই সকল বিশাল নক্তচর রণাঙ্গনে শায়িত রয়েছে॥ ৫॥ এই সেই রণাঙ্গন যেখানে দেবতা ও মুনিদের দুঃখ প্রদানকারী কুম্ভকর্ণ ও রাবণ—রাক্ষস ভ্রাতাদ্বয় বধ হয়েছে॥ ৬॥

দোহা—এইখানে সেই সেতুবন্ধ করা হয়েছে আর সুখধাম ভগবান শ্রীশংকরের প্রতিষ্ঠা করেছি। তদনন্তর কৃপানিধি শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীসহিত শ্রীরামেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম নিবেদন করলেন॥ ১১৯ (ক)॥

দোহা— অরণ্যে যে সকল স্থানে কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র নিবাস ও বিশ্রাম করেছিলেন সেইসকল স্থান শ্রীপ্রভু জানকীদেবীকে দেখালেন আর নাম বলে চিনিয়ে দিলেন॥ ১১৯ (খ)॥

চৌপাই— অনতিবিলম্বে পুষ্পক বিমান সেই পরম সুন্দর দণ্ডকারণ্যে উপনীত হল ; এইখানেই সেই বিখ্যাত মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যাদি নিবাস করতেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সেই সকল স্থানেও গেলেন॥ ১॥ সকল ঋষিদের আশীর্বাদ নিয়ে জগদীশ্বর শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূটে এলেন। সেইখানে তিনি মুনিদের দর্শন দান করে সন্তুষ্ট করলেন। (অতঃপর) পুষ্পক বিমান সুতীব্র গতিতে এগিয়ে চলল॥ ২॥ অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র জানকীদেবীকে কলিকল্মষহারী মনোরম শ্রীযমুনা দর্শন করালেন। অতঃপর তাঁরা পবিত্র শ্রীগঙ্গা দর্শন করলেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বললেন — হে সীতা ! এঁকে প্রণাম করো॥ ৩॥ অতঃপর তীর্থরাজ প্রয়াগ দর্শন করো যা শোকসকল হরণ করে আর শ্রীহরির পরম ধাম (পৌঁছাবার) সোপান স্বরূপ। অতঃপর ওই অতিশয় পবিত্র অযোধ্যা দর্শন করো যা ত্রিতাপ ও ভব (জন্মমৃত্যুরূপ) রোগ বিনাশন॥ ৪-৫॥

দোহা— এইরূপ বলে কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীসহিত অযোধ্যাকে প্রণাম করলেন। প্রভু তখন সজলনয়ন পুলকিত অঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন॥ ১২০ (ক)॥

দোহা (১২০ খ)

পুনি প্রভু আই ত্রিবেনীঁ হরষিত মজ্জনু কীন্হ।
কপিন্হ সহিত বিপ্রন্হ কহুঁ দান বিবিধ বিধি দীন্হ॥

চৌপাই (১—৬)

প্রভু হনুমন্তহি কহা বুঝাঈ। ধরি বটু রূপ অবধপুর জাঈ॥
ভরতহি কুসল হমারি সুনাএহু। সমাচার লৈ তুম্হ চলি আএহু॥

তুরত পবনসুত গবনত ভয়ঊ। তব প্রভু ভরদ্বাজ পহি গয়ঊ॥
নানা বিধি মুনি পূজা কীন্হী। অস্তুতি করি পুনি আসিষ দীন্হী॥

মুনি পদ বন্দি জুগল কর জোরী। চঢ়ি বিমান প্রভু চলে বহোরী॥
ইহাঁ নিষাদ সুনা প্রভু আএ। নাব নাব কহঁ লোগ বোলাএ॥

সুরসরি নাঘি জান তব আয়ো। উতরেউ তট প্রভু আয়সু পায়ো॥
তব সীতাঁ পূজী সুরসরী। বহু প্রকার পুনি চরনন্হি পরী॥

দীন্হি অসীস হরষি মন গঙ্গা। সুন্দরি তব অহিবাত অভঙ্গা।
সুনত গুহা ধায়উ প্রেমাকুল। আয়উ নিকট পরম সুখ সঙ্কুল॥

প্রভুহি সহিত বিলোকি বৈদেহী। পরেউ অবনি তন সুধি নহিঁ তেহী॥
প্রীতি পরম বিলোকি রঘুরাঈ। হরষি উঠাই লিয়ো উর লাঈ॥

ছন্দ (১)

লিয়ো হৃদয়ঁ লাই কৃপা নিধান সুজান রায়ঁ রমাপতী।
বৈঠারি পরম সমীপ বূঝী কুসল সো কর বীনতী॥
অব কুসল পদ পঙ্কজ বিলোকি বিরঞ্চি সংকর সেব্য জে।
সুখ ধাম পূরনকাম রাম নমামি রাম নমামি তে॥

দোহা— অতঃপর ত্রিবেণীতে এসে শ্রীপ্রভু হর্ষোৎফুল্লচিত্তে অবগাহন করলেন আর বানরদের নিয়ে ব্রাহ্মণদের বহু রকমের দানাদি করলেন ॥ ১২০ (খ)॥

চৌপাই— অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র শ্রীহনুমানকে ব্রহ্মচারী বেশে অযোধ্যায় গমন করতে বললেন ; তিনি আরও বললেন— ভরতকে আমার আগমন বার্তা দেবে আর সে কেমন আছে জেনে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে॥ ১॥ শ্রীপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য করে শ্রীহনুমান তৎক্ষণাৎ যাত্রা করলেন। অতঃপর শ্রীপ্রভু শ্রীভরদ্বাজ মুনির নিকট গমন করলেন। মুনিবর ভরদ্বাজ শ্রীপ্রভুকে (ইষ্টজ্ঞানে) বহুভাবে পূজার্চনা করলেন। অতঃপর তিনি স্তুতি করে (লীলা সহায়ক রূপে) আশীর্বাদ দিলেন॥ ২॥ হাত জোড় করে ও মুনির চরণযুগলে বন্দনা করে শ্রীপ্রভু বিমানে আরোহণ করে যাত্রা করলেন। এদিকে নিষাদরাজ গুহকের কানে শ্রীপ্রভুর আগমন সংবাদ পৌঁছাল। তখন সে উত্তেজিত হয়ে 'নৌকা কোথায় ? নৌকা কোথায় ?' বলতে বলতে সকলকে ডাকাডাকি করতে লাগল॥ ৩॥ ইতিমধ্যে পুষ্পক বিমান গঙ্গা নদীকে আকাশ পথে পার করে এই পারে এল আর শ্রীপ্রভুর অনুমতি নিয়ে গঙ্গার ধারে নামল। তখন সীতাদেবী নানাভাবে গঙ্গাদেবীর পূজার্চনা করে তাঁর চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন॥ ৪॥ গঙ্গাদেবী পরম আনন্দে তাঁকে আশীর্বাদ দিলেন— হে সুন্দরী ! তুমি চিরসীমন্তিনী হও। গঙ্গাতীরে শ্রীপ্রভুর আগমন বার্তা শ্রবণ করেই নিষাদরাজ গুহক প্রেমবিহ্বল হয়ে ছুটল এবং পরম সুখানুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে শ্রীপ্রভু সকাশে উপস্থিত হল॥ ৫॥ গুহক পরম আনন্দে মত্ত হয়ে ও দেহবোধ বিরহিত হয়ে সীতাদেবী সহিত শ্রীপ্রভুকে দেখতে পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। শ্রীরঘুনাথ সেবকের পরম প্রীতিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে সানন্দে তুলে ধরে আলিঙ্গন দান করলেন॥ ৬॥

ছন্দ— ক্ষেত্রজ্ঞ কৃপানিধি শ্রীরমাপতি গুহককে উষ্ণ আলিঙ্গন দান করে তাকে পাশে বসালেন আর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। গুহকরাজ তখন সবিনয় নিবেদন করে বলল— শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীশংকর সেবিত আপনার চরণ যুগলের দর্শন লাভ করে আমি কৃতার্থ হয়েছি। হে সুখধাম পূর্ণকাম প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ! আমি আপনার শরণাগত ; আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন॥ ১॥

ছন্দ (২)

সব ভাঁতি অধম নিষাদ সো হরি ভরত জ্যোঁ উর লাইয়ো।
মতিমন্দ তুলসীদাস সো প্রভু মোহ বস বিসরাইয়ো॥
যহ রাবনারি চরিত্র পাবন রাম পদ রতিপ্রদ সদা।
কামাদিহর বিগ্যানকর সুর সিদ্ধ মুনি গাবহিঁ মুদা॥

দোহা (১২১ ক)

সমর বিজয় রঘুবীর কে চরিত জে সুনহিঁ সুজান।
বিজয় বিবেক বিভূতি নিত তিন্‌হহি দেহিঁ ভগবান॥

দোহা (১২১ খ)

যহ কলিকাল মলায়তন মন করি দেখু বিচার।
শ্রীরঘুনাথ নাম তজি নাহিন আন অধার॥

ছন্দ—শ্রীভগবান সেই অধম নিষাদকে শ্রীভরতসম বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তুলসীদাস বলেন—এই (আমি) মন্দমতি মোহের বশীভূত হয়ে সেই শ্রীভগবানকে বিস্মরণ করে ছিলাম। এই পরম পবিত্র রাবণারি চরিতলীলা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণে সতত প্রীতি বর্ধন করে। তা কামাদি বিকারসকল হরণ করে এবং (শ্রীভগবানের স্বরূপের) বিশেষ জ্ঞান উৎপন্ন করে। দেবতা, সিদ্ধ ও মুনিগণ পরম আনন্দে এই লীলা সংকীর্তন করে থাকেন॥ ২ ॥

দোহা—যে সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রভু শ্রীরঘুবীরের সমর বিজয় বৃত্তান্ত-লীলা শ্রবণ করেন, শ্রীভগবান তাঁদের সতত বিজয়, বিবেক ও বিভূতি (ঐশ্বর্য) দান করে থাকেন॥ ১২১ (ক)॥

দোহা—ওরে মন ! বিচার করে দেখ ! এই কলিকাল হচ্ছে পাপের আগার। এই কলিকালে শ্রীরঘুনাথের নাম ছাড়া (পাপ থেকে) রেহাই পাওয়ার অন্য কোনো পথ নেই॥ ১২১ (খ)॥

মাসপারায়ণ, সাতাশতম বিশ্রাম

ইতি শ্রীমদ্‌রামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে ষষ্ঠঃ সোপানঃ সমাপ্ত।

কলিযুগে সমস্ত পাপের বিনাশকারী শ্রীরামচরিতমানসের ষষ্ঠ সোপান সমাপ্ত হল।

(লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত)

।। শ্রীগণেশায় নমঃ ।।

শ্রীজানকীবল্লভো বিজয়তে

শ্রীরামচরিতমানস

সপ্তম সোপান

উত্তরকাণ্ড

শ্লোক (১—৩)

কেকীকণ্ঠাভনীলং সুরবরবিলসদ্বিপ্রপাদাব্জচিহ্নং
শোভাঢ্যং পীতবস্ত্রং সরসিজনয়নং সর্বদা সুপ্রসন্নম্।
পাণৌ নারাচচাপং কপিনিকরযুতং বন্ধুনা সেব্যমানং
নৌমীড্যং জানকীশং রঘুবরমনিশং পুষ্পকারূঢরামম্।। ১

কোসলেন্দ্রপদকঞ্জমঞ্জুলৌ কোমলাবজমহেশবন্দিতৌ।
জানকীকরসরোজলালিতৌ চিন্তকস্য মনভৃঙ্গসঙ্গিনৌ।। ২

কুন্দইন্দুদরগৌরসুন্দরং অম্বিকাপতিমভীষ্টসিদ্ধিদম্।
কারুণীককলকঞ্জলোচনং নৌমি শঙ্করমনঙ্গমোচনম্।। ৩

শ্লোক—যাঁর অঙ্গ ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় নীলাভ, যিনি সুরশ্রেষ্ঠ, যাঁর বক্ষঃস্থল ব্রাহ্মণের (ভৃগুর) পদচিহ্ন দ্বারা শোভিত, যিনি সৌন্দর্যমণ্ডিত, পীতাম্বরধারী, কমললোচন, সতত সুপ্রসন্ন, যাঁর হস্তে ধনুর্বাণ, যিনি বানরগণ পরিবেষ্টিত, অনুজ শ্রীলক্ষ্মণসেবিত এবং পুষ্পকরথে আরূঢ়, সেই পরমপূজ্য রঘুকুল শিরোমণি সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত নমস্কার করি।। ১।। কৌশল্যেয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অনিন্দ্যসুন্দর সুকোমল পাদপদ্মদ্বয় সতত ব্রহ্মা ও শংকর বন্দিত। তার সেবায় শ্রীজানকীদেবীর করপঙ্কজদ্বয় নিত্যযুক্ত। সেই শ্রীপাদপদ্ম ভক্তের মনভ্রমরের নিত্যসঙ্গী।। ২।। কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও শঙ্খসম সুন্দর গৌরবর্ণ, উমাপতি, কমললোচন, পরম কারুণিক অভীষ্ট ফলদাতা অনঙ্গারি অম্বিকানাথ (কল্যাণ বিগ্রহরূপ) ভগবান শ্রীশংকরকে আমি নমস্কার করি।। ৩।।

দোহা

রহা এক দিন অবধি কর অতি আরত পুর লোগ।
জহঁ তহঁ সোচহিঁ নারি নর কৃস তন রাম বিয়োগ॥

সগুন হোহিঁ সুন্দর সকল মন প্রসন্ন সব কের।
প্রভু আগবন জনাব জনু নগর রম্য চহুঁ ফের॥

কৌসল্যাদি মাতু সব মন অনন্দ অস হোই।
আয়উ প্রভু শ্রী অনুজজুত কহন চহত অব কোই॥

ভরত নয়ন ভুজ দচ্ছিন ফরকত বারহিঁ বার।
জানি সগুন মন হরষ অতি লাগে করন বিচার॥

চৌপাই (১—৫)

রহেউ এক দিন অবধি অধারা। সমুঝত মন দুখ ভয়উ অপারা॥
কারন কবন নাথ নহিঁ আয়উ। জানি কুটিল কিধোঁ মোহি বিসরায়উ॥
অহহ ধন্য লছিমন বড়ভাগী। রাম পদারবিন্দু অনুরাগী॥
কপটী কুটিল মোহি প্রভু চীন্হা। তাতে নাথ সঙ্গ নহিঁ লীন্হা॥
জৌঁ করনী সমুঝৈ প্রভু মোরী। নহিঁ নিস্তার কলপ সত কোরী॥
জন অবগুন প্রভু মান ন কাউ। দীন বন্ধু অতি মৃদুল সুভাউ॥
মোরে জিয়ঁ ভরোস দৃঢ় সোঈ। মিলিহহিঁ রাম সগুন সুভ হোঈ॥
বীতেঁ অবধি রহহিঁ জৌ প্রানা। অধম কবন জগ মোহি সমানা॥

দোহা (১ক)

রাম বিরহ সাগর মহঁ ভরত মগন মন হোত।
বিপ্র রূপ ধরি পবনসুত আই গয়উ জনু পোত॥

দোহা— (প্রত্যাশিত) প্রত্যাগমন কাল মাত্র একদিন বাকি তবুও প্রভুর সংবাদ এল না দেখে অযোধ্যার জনগণ অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। শ্রীপ্রভুর বিরহে কৃশ অযোধ্যার জনগণ তখন অতিশয় চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।। হঠাৎ চতুর্দিকে মঙ্গলময় লক্ষণসকল দেখা যেতে সকলের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। নগরের চারদিকও রমণীয় রূপ ধারণ করল। এই সকলই যেন শ্রীপ্রভুর আগমন বার্তা ঘোষণা করছিল।। কৌশল্যাদি মাতাগণের মনে এমন আনন্দ হচ্ছিল যেন সেই মুহূর্তেই কেউ ঘোষণা করতে যাচ্ছিল যে সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণকে নিয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের আগমন হয়েই গিয়েছে। শ্রীভরতের দক্ষিণ নয়নে ও দক্ষিণ হস্তে কম্পন অনুভূতি হতে লাগল। এই কম্পনকে মঙ্গলসূচক শুভলক্ষণ মনে করে তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠল। তখনই আবার এক অন্য চিন্তা এসে মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল।

চৌপাই— প্রাণাধার কাল সমাপনে মাত্র একদিন অবশিষ্ট রয়েছে। কী হল ? প্রভু এলেন না কেন ? আমাকে কুটিল জ্ঞানে তিনি বিস্মরণ করলেন না তো ? ১।। আহা ! লক্ষ্মণের কত সৌভাগ্য ! কারণ সে তো প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মের যথার্থ অনুরাগী (তাই তাকে আমার মতন বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে হল না)। ধন্য লক্ষ্মণ ! শ্রীপ্রভু ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি কুটিল ও প্রতারক তাই তিনি আমাকে সঙ্গে নেননি।। ২ ।। (কথাটা একটুও অসত্য নয়) কারণ শ্রীপ্রভু যদি আমার কৃত কর্মের উপর দৃষ্টি দেন তাহলে তো শত কোটি (অসংখ্য) কল্প পর্যন্তও আমার নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়। (কিন্তু এইটাই ভরসা যে) শ্রীপ্রভু সেবকের অবগুণের দিকে কখনও দৃষ্টিপাত করেন না। তিনি দীনবন্ধু আর স্বভাবে অতিশয় কোমল।। ৩।। অতএব আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অবশ্যই দর্শনলাভ হবে, (কারণ) আমার মঙ্গলসূচক শুভ অনুভূতিসকল হচ্ছে। কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে জগতে আমার মতন অধম আর কে আছে ! ৪।।

দোহা— শ্রীরামচন্দ্রের বিরহসাগরে শ্রীভরতের মন নিমজ্জিত হচ্ছিল। সেই মুহূর্তেই পবননন্দন শ্রীহনুমানের ব্রাহ্মণ বেশে আগমন হল ; যেন নিমজ্জমানকে রক্ষা করবার জন্য তরীর আগমন হল।। ১ (ক)।।

দোহা (১ খ)

বৈঠে দেখি কুসাসন জটা মুকুট কৃস গাত।
রাম রাম রঘুপতি জপত স্রবত নয়ন জলজাত॥

চৌপাই (১—৭)

দেখত হনূমান অতি হরষেউ। পুলক গাত লোচন জল বরষেউ॥
মন মহঁ বহুত ভাঁতি সুখ মানী। বোলেউ শ্রবন সুধা সম বানী॥

জাসু বিরহঁ সোচহু দিন রাতী। রটহু নিরন্তর গুন গন পাঁতী॥
রঘুকুল তিলক সুজন সুখদাতা। আয়উ কুসল দেব মুনি ত্রাতা॥

রিপু রন জীতি সুজস সুর গাবত। সীতা সহিত অনুজ প্রভু আবত॥
সুনত বচন বিসরে সব দূখা। তৃষাবন্ত জিমি পাই পিযূষা॥

কোম তুম্হ তাত কহাঁ তে আএ। মোহি পরম প্রিয় বচন সুনাএ॥
মারুত সুত মৈঁ কপি হনুমানা। নামু মোর সুনু কৃপানিধানা॥

দীনবন্ধু রঘুপতি কর কিঙ্কর। সুনত ভরত ভেঁটেউ উঠি সাদর॥
মিলত প্রেম নহিঁ হৃদয়ঁ সমাতা। নয়ন স্রবত জল পুলকিত গাতা॥

কপি তব দরস সকল দুখ বীতে। মিলে আজু মোহি রাম পিরীতে॥
বার বার বূঝী কুসলাতা। তো কহুঁ দেউঁ কাহ সুনু ভ্রাতা॥

এহি সন্দেস সরিস জগ মাহীঁ। করি বিচার দেখেউঁ কছু নাহীঁ॥
নাহিন তাত উরিন মৈঁ তোহী। অব প্রভু চরিত সুনাবহু মোহী॥

দোহা—শ্রীহনুমান জটাজুট কিরীটধারী কৃশকায় শ্রীভরতকে দেখলেন ; তিনি তখন কমলনয়নে প্রেমাশ্রু ধারণ করে কুশাসনে বসে রামনাম জপ করছিলেন॥ ১ (খ)॥

চৌপাই—শ্রীভরতকে দেখেই শ্রীহনুমান হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁর নয়নযুগলে প্রেমাশ্রু টলমল করতে লাগল। তিনি পরমপ্রীতি সহকারে অমৃতোপম শ্রবণমঙ্গল কথা বললেন— যাঁর বিরহে আপনি দিবানিশি চিন্তামগ্ন থাকেন আর যাঁর লীলাসংকীর্তনে নিত্যযুক্ত রয়েছেন, সেই রঘুকুলতিলক সুখদাতা সুরমুনিদলরক্ষক শ্রীরামচন্দ্র নিরাপদে এসে পৌঁছেছেন॥ ১-২॥ রণভূমিতে শত্রুপক্ষ পর্যুদস্ত হয়েছে। তাই সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণ সহিত প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ফিরে আসছেন। দেবতাসকল তাঁর স্তুতি করছেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের আগমন বার্তা শ্রীভরতকে দুঃখ ও বিরহ ব্যথা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল ; মনে হল যেন অতিশয় তৃষ্ণাকাতর ব্যক্তি অমৃত লাভ করে সকল দুঃখের কথা বিস্মরণ করল॥ ৩॥ (শ্রীভরত জিজ্ঞাসা করলেন—) হে তাত ! তুমি কে ? আর কোথা থেকে এসে আমাকে এই পরমপ্রিয় (পরম আনন্দপ্রদানকারী) কথা শোনালে ? (শ্রীহনুমান বললেন—) হে কৃপানিধান ! শুনুন। আমি পবননন্দন ও জাতিতে বানর ; আমার নাম হনুমান॥ ৪॥ আমি দীনবন্ধু শ্রীরঘুনাথের এক (দীনহীন) সেবকমাত্র। শ্রীহনুমানের কথা শ্রবণ করেই শ্রীভরত উঠে পরম সমাদরে শ্রীহনুমানকে আলিঙ্গন দান করলেন। আনন্দ আতিশয্যকে চিত্তে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। নয়নযুগল প্রেমানন্দাশ্রুসজল হয়ে উঠল, আর সমগ্র অঙ্গ পুলকিত হয়ে উঠল॥ ৫॥ (শ্রীভরত বললেন—) হে হনুমান ! তোমার দর্শনলাভ করে আমার সকল দুঃখের অবসান হল। আমি তোমার মধ্যেই আমার প্রিয় শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করলাম। শ্রীভরত বারে বারে সকলের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন ; আরও জিজ্ঞসা করলেন— হে ভাই ! শোনো। (এই শুভ সংবাদ আনবার প্রতিদানে) বল, আমি তোমাকে কী দেব ? ॥ ৬॥ এই বার্তাসম (প্রতিদানে দান করবার মতন বস্তু) জগতে আদৌ নেই ; অনেক ভেবে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। (তাই) হে তাত ! আমি তোমার কাছে কখনও ঋণমুক্ত হতে পারব না। এখন তুমি শ্রীপ্রভুর কথা সবিস্তারে বলো॥ ৭॥

চৌপাই (৮)

তব হনুমন্ত নাই পদ মাথা। কহে সকল রঘুপতি গুন গাথা॥
কহু কপি কবহুঁ কৃপাল গোসাঈঁ। সুমিরহিঁ মোহি দাস কী নাঈঁ॥

ছন্দ

নিজ দাস জ্যোঁ রঘুবংসভূষন কবহুঁ মম সুমিরন করো্যা।
সুনি ভরত বচন বিনীত অতি কপি পুলকি তন চরনন্হি পরো্যা॥
রঘুবীর নিজ মুখ জাসু গুন গন কহত অগ জগ নাথ জো।
কাহে ন হোই বিনীত পরম পুনীত সদগুন সিন্ধু সো॥

দোহা (২ক)

রাম প্রান প্রিয় নাথ তুম্হ সত্য বচন মম তাত।
পুনি পুনি মিলত ভরত সুনি হরষ ন হৃদয়ঁ সমাত॥

সোরঠা (২খ)

ভরত চরন সিরু নাই তুরিত গয়উ কপি রাম পহিঁ।
কহী কুসল সব জাই হরষি চলেউ প্রভু জান চঢ়ি॥

চৌপাই (১—৪)

হরষি ভরত কোসলপুর আএ। সমাচার সব গুরহি সুনাএ॥
পুনি মন্দির মহঁ বাত জনাঈ। আবত নগর কুসল রঘুরাঈ॥
সুনত সকল জননী উঠি ধাঈঁ। কহি প্রভু কুসল ভরত সমুঝাঈঁ॥
সমাচার পুরবাসিন্হ পাএ। নর অরু নারি হরষি সব ধাএ॥
দধি দুর্বা রোচন ফল ফূলা। নব তুলসী দল মঙ্গল মূলা॥
ভরি ভরি হেম থার ভামিনী। গাবত চলিঁ সিন্ধুরগামিনী॥
জে জৈসেহিঁ তৈসেহিঁ উঠি ধাবহিঁ। বাল বৃদ্ধ কহঁ সঙ্গ ন লাবহিঁ॥
এক একন্হ কহঁ বূঝহিঁ ভাঈ। তুম্হ দেখে দয়াল রঘুরাঈ॥

তখন শ্রীহনুমান শ্রীভরতের চরণে প্রণাম নিবেদন করে শ্রীরঘুপতির লীলা সংকীর্তন করলেন। (শ্রীভরত জিজ্ঞাসা করলেন—) হে হনুমান ! বলো। কৃপালু প্রভু শ্রীরামচন্দ কী কখনও আমাকে নিজ সেবকসম স্মরণ করে থাকেন॥ ৮॥

ছন্দ— রঘুকুলভূষণ শ্রীরামচন্দ্র কী কখনও আমাকে নিজ সেবকজ্ঞানে স্মরণ করেন ? শ্রীভরতের বিনয়াবনত কথাসকল শুনে শ্রীহনুমান পুলকিত তনু হয়ে গেলেন। তিনি শ্রীভরতের চরণ সংলগ্ন হয়ে ভাবতে লাগলেন— অখিল বিশ্ব-চরাচরের পরমেশ্বর শ্রীরঘুবীর নিজ শ্রীমুখে যাঁর গুণ সংকীর্তন করে থাকেন সেই শ্রীভরতের তো এমন নম্র, পরম পবিত্র ও সদ্‌গুণসাগর হওয়াই স্বাভাবিক॥

দোহা— (শ্রীহনুমান বললেন—) হে নাথ ! আপনি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে তাঁর প্রাণসম প্রিয়। হে তাত ! এই কথা সর্বতোভাবে সত্য। এই কথা শুনে শ্রীভরত শ্রীহনুমানকে বারে বারে আলিঙ্গন দান করতে লাগলেন। আনন্দ তিনি অন্তরে ধরে রাখতে পারছিলেন না॥ ২ (ক)॥

সোরঠা—অতঃপর শ্রীভরতের চরণযুগলে প্রণাম নিবেদন করে শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ফিরে গেলেন আর কুশল সংবাদ নিবেদন করলেন। তখন শ্রীপ্রভু সানন্দে বিমানে চড়ে চললেন॥ ২ (খ)॥

চৌপাই — এদিকে শ্রীভরতও পরম আনন্দে অযোধ্যায় এলেন। তিনি গুরুদেব বশিষ্ঠদেবকে শ্রীপ্রভুর প্রত্যাগমন বার্তা শোনালেন। অতঃপর তিনি রাজপ্রাসাদে খবর পাঠালেন যে শ্রীরঘুনাথ ভালোভাবে অযোধ্যায় আসছেন॥ ১॥ বার্তা শুনেই মাতাসকল উঠে ছুটলেন। শ্রীভরত তাঁদের বোঝালেন যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ভালো আছেন। অযোধ্যায় প্রজাগণ সংবাদ পেয়ে আনন্দে ছোটাছুটি করতে লাগল॥ ২॥ (শ্রীরামচন্দ্রকে বরণ করবার জন্য) সোনার থালায় দধি, দূর্বা, গোরোচনা, ফল, ফুল আর মঙ্গলের মূল নবতুলসীদল সুসজ্জিত করে কুলবধূগণ গজেন্দ্রগমনে এগিয়ে চললেন ; তারা মাঙ্গলিক গীতিও পরিবেশন করছিলেন॥ ৩॥ যে যেমন অবস্থায় ছিল তেমন ভাবেই ছুটে গেল। (যেতে বিলম্ব হবে এই ভয়ে) কেউ শিশু ও বৃদ্ধদের সঙ্গে নিল না। সকলের মুখেই তখন একটাই প্রশ্ন— ও ভাই ! তুমি দয়ালু শ্রীরঘুনাথকে দেখেছ ? ৪॥

চৌপাই (৫)

অবধপুরী প্রভু আবত জানী। ভঈ সকল সোভা কৈ খানী॥
বহই সুহাবন ত্রিবিধ সমীরা। ভই সরজু অতি নির্মল নীরা॥

দোহা (৩ ক, খ, গ)

হরষিত গুর পরিজন অনুজ ভূসুর বৃন্দ সমেত।
চলে ভরত মন প্রেম অতি সন্মুখ কৃপানিকেত॥
বহুতক চঢ়ীঁ অটারিন্হ নিরখহিঁ গগন বিমান।
দেখি মধুর সুর হরষিত করহিঁ সুমঙ্গল গান॥
রাকা সসি রঘুপতি পুর সিন্ধু দেখি হরষান।
বঢ়্যো কোলাহল করত জনু নারি তরঙ্গ সমান॥

চৌপাই (১—৪)

ইহাঁ ভানুকুল কমল দিবাকর। কপিন্হ দেখাবত নগর মনোহর॥
সুনু কপীস অঙ্গদ লঙ্কেসা। পাবন পুরী রুচির যহ দেসা॥
জদ্যপি সব বৈকুণ্ঠ বখানা। বেদ পুরান বিদিত জগু জানা॥
অবধপুরী সম প্রিয় নহিঁ সোঊ। যহ প্রসঙ্গ জানই কোউ কোউ॥
জন্মভূমি মম পুরী সুহাবনি। উত্তর দিসি বহ সরজূ পাবনি॥
জা মজ্জন তে বিনহিঁ প্রয়াসা। মম সমীপ নর পাবহিঁ বাসা॥
অতি প্রিয় মোহি ইহাঁ কে বাসী। মম ধামদা পুরী সুখ রাসী॥
হরষে সব কপি সুনি প্রভু বানী। ধন্য অবধ জো রাম বখানী॥

দোহা (৪ ক)

আবত দেখি লোগ সব কৃপাসিন্ধু ভগবান।
নগর নিকট প্রভু প্রেরেউ উতরেউ ভূমি বিমান॥

শ্রীপ্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদে অযোধ্যা যেন সকল সৌন্দর্যের আকর হয়ে গেল। মৃদুমন্দ শীতল ও সুগন্ধযুক্ত ত্রিগুণময় সুন্দর পবন বইতে লাগল। সরযূতে কাকচক্ষুর মতো নির্মল জল প্রবাহ দেখা গেল॥ ৫॥

দোহা— গুরু বশিষ্ঠদেব, আত্মীয়স্বজন, অনুজ শ্রীশত্রুঘ্ন ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে আনন্দে উৎফুল্ল শ্রীভরত পরমপ্রীতি সহকারে করুণানিধান শ্রীরামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে গেলেন॥ ৩(ক)॥

দোহা—রমণীকুলের একাংশ অট্টালিকার শীর্ষে আরোহণ করে আকাশ পথে আসা পুষ্পক বিমান দেখতে লাগলেন ; তাঁরা আনন্দিত চিত্তে সুমধুর স্বরে মাঙ্গলিক গীতিও গাইছিলেন॥ ৩ (খ)॥

দোহা—শ্রীরঘুপতি পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র আর অযোধ্যা সাগর। সেই সাগর, পূর্ণচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করে উল্লসিত হয়ে উঠল আর কোলাহল মুখর হয়ে স্ফীত হতে লাগল। ধাবমান রমণীকুলকে সেই সমুদ্রের তরঙ্গ মনে হচ্ছিল॥ ৩ (গ)॥

চৌপাই—এদিকে (পুষ্পক বিমানে) সূর্যকুলকমল দিবাকর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বানরদের তাঁর মনোহর অযোধ্যা নগরী দর্শন করাচ্ছিলেন (তিনি বললেন—) হে সুগ্রীব ! হে অঙ্গদ ! হে লঙ্কাপতি বিভীষণ ! শোনো। এই অযোধ্যা পরমপবিত্র ও অতিশয় সুন্দর॥ ১॥ যদিও সকলে বৈকুণ্ঠের প্রশংসা করে থাকে যা বেদ-পুরাণেরও অভিমত আর পৃথিবীর সকলেরই জানা, তবুও তা আমার কাছে অযোধ্যাসম প্রিয় নয়। অবশ্য এই কথা অল্প কিছু ব্যক্তিই জানে॥ ২॥ জন্মভূমি অযোধ্যা আমার পরম সুন্দর। এর উত্তরে পবিত্রতা প্রদানকারী সরযূনদীর প্রবাহ যাতে অবগাহন করলে মানুষ অনায়াসে আমার সান্নিধ্য (সামীপ্য মুক্তি) লাভ করে থাকে॥ ৩॥ অযোধ্যাবাসী আমার পরম প্রিয়। এই অযোধ্যা সুখরাজি আর আমার পরমধাম প্রদান করে থাকে। শ্রীপ্রভুর কথাসকল শুনে বানরগণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল (আর বলতে লাগল) যে অযোধ্যার প্রশংসা প্রভু শ্রীরামচন্দ্র নিজ শ্রীমুখে করছেন তা অবশ্যই ধন্য॥ ৪॥

দোহা—কৃপাসিন্ধু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন যে অযোধ্যার জনগণ তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ছুটে আসছেন। তাই দেখে তিনি পুষ্পক বিমানকে অযোধ্যার নিকটে অবতরণ করাবার নির্দেশ দিলেন। বিমান নির্বিঘ্নে ভূমিতে নেমে এল॥ ৪ (ক)॥

দোহা (৪ খ)

উতরি কহেউ প্রভু পুষ্পকহি তুম্হ কুবের পহিঁ জাহু।
প্রেরিত রাম চলেউ সো হরষু বিরহু অতি তাহু॥

চৌপাই (১—৪)

আএ ভরত সঙ্গ সব লোগা। কৃস তন শ্রীরঘুবীর বিয়োগা॥
বামদেব বসিষ্ঠ মুনিনায়ক। দেখে প্রভু মহি ধরি ধনু সায়ক॥
ধাই ধরে গুর চরন সরোরুহ। অনুজ সহিত অতি পুলক তনোরুহ॥
ভেঁটি কুসল বূঝী মুনিরায়া। হমরেঁ কুসল তুম্হারিহিঁ দায়া॥
সকল দ্বিজন্হ মিলি নায়উ মাথা। ধর্ম ধুরন্ধর রঘুকুলনাথা॥
গহে ভরত পুনি প্রভু পদ পঙ্কজ। নমত জিন্হহি সুর মুনি সংকর অজ॥
পরে ভূমি নহিঁ উঠত উঠাএ। বর করি কৃপাসিন্ধু উর লাএ॥
স্যামল গাত রোম ভএ ঠাঢ়ে। নব রাজীব নয়ন জল বাঢ়ে॥

ছন্দ (১)

রাজীব লোচন স্রবত জল তন ললিত পুলকাবলি বনী।
অতি প্রেম হৃদয়ঁ লগাই অনুজহি মিলে প্রভু ত্রিভুঅন ধনী॥
প্রভু মিলত অনুজহি সোহ মো পহিঁ জাতি নহিঁ উপমা কহী।
জনু প্রেম অরু সিঙ্গার তনু ধরি মিলে বর সুষমা লহী॥

ছন্দ (২)

বূঝত কৃপানিধি কুসল ভরতহি বচন বেগি ন আবঈ।
সুনু সিবা সো সুখ বচন মন তে ভিন্ন জান জো পাবঈ॥
অব কুসল কৌসলনাথ আরত জানি জন দরসন দিয়ো।
বূড়ত বিরহ বারীস কৃপানিধান মোহি কর গহি লিয়ো॥

দোহা— বিমান থেকে অবতরণ করে শ্রীপ্রভু পুষ্পক রথকে কুবেরের কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ইচ্ছায় পুষ্পক বিমান চলে গেল ; তখন তার যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ অনুভূতি লাভ হল। আনন্দ হচ্ছিল নিজ প্রভুর সমীপে গমনের জন্য আর (বিষাদ হচ্ছিল) পরমপ্রিয় পরব্রহ্ম পরমেশ্বর থেকে বিচ্ছেদ হওয়াতে।। ৪ (খ)।।

চৌপাই— শ্রীপ্রভু দেখলেন যে শ্রীভরতের সঙ্গে অনেকে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ছুটে এসেছেন ; তাঁদের মধ্যে বামদেব, বশিষ্ঠদেব আদি শ্রেষ্ঠ মুনিগণও রয়েছেন। গুরুদেবকে দেখতে পেয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্বাণ মাটিতে রেখে অনুজ শ্রীলক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম সংলগ্ন হলেন। রোমাঞ্চিত তনু শ্রীপ্রভু ও শ্রীলক্ষ্মণকে গুরু বশিষ্ঠদেব ভূমি থেকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর কুশল প্রশ্ন করলেন। (শ্রীপ্রভু উত্তর দিলেন—) আপনার কৃপায় আমরা ভালো আছি।। ১-২।। ধর্মনিপুণ রঘুকুলনাথ শ্রীরামচন্দ্র এরপর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর শ্রীভরত ব্রহ্মা-শংকর-পূজিত শ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম পরমপ্রীতি সহকারে ধারণ করলেন।। ৩।। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করে শ্রীভরত ভূমিতে পড়ে রইলেন ; তাঁকে ভূমি থেকে তোলা যাচ্ছিল না। তখন কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে জোর করে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। (তাঁর) দূর্বাদলশ্যাম অঙ্গে তখন রোমাঞ্চ অনুভূতি দৃষ্ট হল। নবকঞ্জলোচনে প্রেমাশ্রু তখন ধরে রাখা সম্ভব হল না।। ৪।।

ছন্দ—তাঁর রাজীবলোচন অশ্রুসজল হল, পুলকিত অঙ্গে অনুপম কান্তি দেখা দিল। ত্রিভুবনের প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অনুজ শ্রীভরতের প্রীতিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। অনুপম অনিন্দ্যসুন্দর এই দৃশ্য ; তার উপমা কবির জানা নেই। মনে হচ্ছিল যেন প্রেম ও শৃঙ্গাররস দেহ ধারণ করে মিলিত হয়ে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা হয়ে বিরাজমান রয়েছে।। ১।।

ছন্দ —কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্র শ্রীভরতকে কুশলপ্রশ্ন করলেন ; কিন্তু আনন্দ প্রাবল্যে শ্রীভরতের মুখ দিয়ে কথা বাহির হতে বিলম্ব হচ্ছিল। (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে পার্বতী ! শোনো। শ্রীভরত অনুভূত সুখ মন-বাণীর অতীত, সেই সুখ যে কী—তা যে অনুভব করেছে, সেই বুঝতে পারে। (শ্রীভরত বললেন—) হে কৌশলনাথ ! দাসের আর্তির কথা জেনেই আপনি কৃপা করে

দোহা (৫)

পুনি প্রভু হরষি সত্রুহন ভেঁটে হৃদয়ঁ লগাই।
লছিমন ভরত মিলে তব পরম প্রেম দোউ ভাই॥

চৌপাই (১—৫)

ভরতানুজ লছিমন পুনি ভেঁটে। দুসহ বিরহ সম্ভব দুখ মেটে॥
সীতা চরন ভরত সিরু নাবা। অনুজ সমেত পরম সুখ পাবা॥

প্রভু বিলোকি হরষে পুরবাসী। জনিত বিয়োগ বিপতি সব নাসী॥
প্রেমাতুর সব লোগ নিহারী। কৌতুক কীন্হ কৃপাল খরারী॥

অমিত রূপ প্রগটে তেহি কালা। জথা জোগ মিলে সবহি কৃপালা॥
কৃপাদৃষ্টি রঘুবীর বিলোকী। কিএ সকল নর নারি বিসোকী॥

ছন মহিঁ সবহি মিলে ভগবানা। উমা মরম যহ কাহুঁ ন জানা॥
এহি বিধি সবহি সুখী করি রামা। আগেঁ চলে সীল গুন ধামা॥

কৌসল্যাদি মাতু সব ধাঈ। নিরখি বচ্ছ জনু ধেনু লবাঈ॥

ছন্দ

জনু ধেনু বালক বচ্ছ তজি গৃহঁ চরন বন পরবস গঈঁ।
দিন অন্ত পুর রুখ স্রবত থন হুঙ্কার করি ধাবত ভঈঁ॥
অতি প্রেম প্রভু সব মাতু ভেটীঁ বচন মৃদু বহুবিধি কহে।
গই বিষম বিপতি বিয়োগভব তিন্হ হরষ সুখ অগনিত লহে॥

দর্শন দান করেছেন ; এখন তো আর দুঃখ নেই, সবই কুশল। বিরহসাগরে নিমজ্জমানকে কৃপানিধান অবলম্বন দান করে রক্ষা করলেন॥ ২ ॥

দোহা— অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পরম আনন্দে শ্রীশত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীভরত ভ্রাতাযুগল পরমপ্রীতি সহকারে মিলিত হলেন॥ ৫ ॥

চৌপাই— অতঃপর শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীশত্রুঘ্নের সঙ্গে আলিঙ্গন করে বিরহ-জনিত দুঃসহ দুঃখ নাশ করলেন। অতঃপর ভ্রাতা শ্রীশত্রুঘ্নকে নিয়ে শ্রীভরত সীতাদেবীর চরণে মস্তক অবনমন করে পরম সুখ লাভ করলেন॥ ১ ॥ শ্রীপ্রভুকে (আবার) দেখতে পেয়ে অযোধ্যার জনগণ আনন্দিত হল। তাদের বিরহজনিত সকল দুঃখের অবসান হল। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন যে সকলেই প্রেমবিহ্বল হয়ে তাঁর সঙ্গে সর্বাগ্রে মিলিত হতে উৎসুক। তাই দেখে খরারি কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র এক অভিনব লীলা প্রদর্শন করলেন॥ ২ ॥ তখনই কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র অসংখ্য রূপে আবির্ভূত হয়ে সকলের সঙ্গেই এককভাবে একই সময়ে মিলিত হলেন। (সকলেই মনে করল যে শ্রীভগবান তার সঙ্গেই প্রথমে মিলিত হলেন)। কৃপাকটাক্ষ দান করে তিনি সকলকে শোক বিরহিত করলেন॥ ৩॥ শ্রীভগবান ক্ষণিকেই সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন। (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে উমা ! এই রহস্য কেউ অনুধাবন করতে সক্ষম হল না। এইভাবে সদাচার ও গুণের আধার শ্রীরামচন্দ্র সকলকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্টি প্রদান করে এগিয়ে গেলেন॥ ৪ ॥ সদ্যোজাত বাছুরের জন্য গাভী যেরূপ বিকল হয়ে ছুটে আসে তদনুরূপ কৌশল্যাদি মাতাগণও শ্রীরামচন্দ্রের জন্য ছুটে গেলেন॥ ৫ ॥

ছন্দ—মাতাদের অবস্থা নব প্রসূতী গাভীসম লাগছিল। মনে হচ্ছিল যেন সেই নবপ্রসূতি গাভীসকল সদ্যপ্রসূত বৎসকে গোয়ালে রেখে পরাধীনতা হেতু অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোচারণে যেতে বাধ্য হয়েছিল আর দিবাবসানে (সদ্যপ্রসূত বৎসের সহিত মিলিত হওয়ার আশায়) হাম্বারবে স্তনে দুগ্ধ ক্ষরণ করতে করতে গৃহাভিমুখে ছুটে আসছে। শ্রীপ্রভু পরমপ্রীতি সহকারে মাতাসকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের নানাবিধ সুমধুর বচনে তুষ্ট করলেন। বিরহজনিত ভয়ানক দুঃখের অবসান হল আর সকলে (শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলিত হয়ে ও তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে) অনুপম সুখ ও আনন্দ লাভ করলেন॥

দোহা (৬ ক, খ)

ভেটেউ তনয় সুমিত্রাঁ রাম চরন রতি জানি।
রামহি মিলত কৈকঈ হৃদয়ঁ বহুত সকুচানি॥
লছিমন সব মাতন্হ মিলি হরষে আসিষ পাই।
কৈকই কহঁ পুনি পুনি মিলে মন কর ছোভু ন জাই॥

চৌপাই (১—৪)

সাসুন্হ সবনি মিলী বৈদেহী। চরনন্হি লাগি হরষু অতি তেহী॥
দেহিঁ অসীস বূঝি কুসলাতা। হোই অচল তুম্হার অহিবাতা॥
সব রঘুপতি মুখ কমল বিলোকহিঁ। মঙ্গল জানি নয়ন জল রোকহিঁ॥
কনক থার আরতী উতারহিঁ। বার বার প্রভু গাত নিহারহিঁ॥
নানা ভাঁতি নিছাবরি করহীঁ। পরমানন্দ হরষ উর ভরহীঁ॥
কৌসল্যা পুনি পুনি রঘুবীরহি। চিতবতি কৃপাসিন্ধু রনধীরহি॥
হৃদয়ঁ বিচারতি বারহিঁ বারা। কবন ভাঁতি লঙ্কাপতি মারা॥
অতি সুকুমার জুগল মেরে বারে। নিসিচর সুভট মহাবল ভারে॥

দোহা (৭)

লছিমন অরু সীতা সহিত প্রভুহি বিলোকতি মাতু।
পরমানন্দ মগন মন পুনি পুনি পুলকিত গাতু॥

চৌপাই (১—২)

লঙ্কাপতি কপীস নল নীলা। জামবন্ত অঙ্গদ সুভসীলা॥
হনুমদাদি সব বানর বীরা। ধরে মনোহর মনুজ সরীরা॥
ভরত সনেহ সীল ব্রত নেমা। সাদর সব বরনহিঁ অতি প্রেমা॥
দেখি নগরবাসিন্হ কৈ রীতী। সকল সরাহহিঁ প্রভু পদ প্রীতী॥

দোহা—মাতা সুমিত্রা শ্রীপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার কালে স্মরণ করলেন যে তাঁর পুত্র শ্রীলক্ষ্মণের যেন প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণে অশেষ প্রীতি বর্তমান থাকে। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কালে মাতা কৈকেয়ীর হৃদয়ে সংকোচ অনুভূতি হল॥ ৬ (ক)॥

দোহা—শ্রীলক্ষ্মণও মাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ও তাঁদের আশীর্বাদ লাভ করে উৎফুল্ল হলেন। তিনি মাতা কৈকেয়ীর সঙ্গে বারে বারে মিলিত হলেন কিন্তু তাঁর মনের ক্ষোভ দূর হচ্ছিল না॥ ৬ (খ)॥

চৌপাই— জানকীদেবী শ্বশ্রুমাতাদের সঙ্গে মিলিত হলেন আর তাঁদের চরণ সংলগ্ন হতে পেরে অতিশয় আনন্দিত হলেন। শ্বশ্রুমাতাগণ কুশল প্রশ্ন করে আশীর্বাদ দান করে বললেন—চির সীমন্তিনী হও॥ ১॥ মাতাগণ শ্রীরঘুনাথের মুখারবিন্দের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। (আনন্দে নয়নযুগল প্রেমাশ্রুসজল হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু) সন্তানের কল্যাণ কামনায় তাঁরা প্রেমাশ্রুকে প্রকাশ করছিলেন না। তাঁরা সোনার বরণ থালায় সন্তানকে বরণ করলেন আর বারে বারে শ্রীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গকে দর্শন করে সেই আনন্দময় মুহূর্তকে উপভোগ করছিলেন॥ ২॥ সন্তানের মঙ্গল কামনায় তাঁরা হরির লুঠ ও ভাণ্ডারা (করলেন) দিলেন। তাঁদের অন্তরে তখন পরমানন্দ ও উল্লাস অধিষ্ঠিত ছিল। মাতা কৌশল্যা বারে বারে কৃপাসিন্ধু ও রণনিপুণ শ্রীরঘুবীরের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন—আমার এই সন্তান ভয়ানক রাক্ষস লঙ্কাপতি রাবণকে কেমন করে বধ করল ? আমার এই শিশুসন্তানদ্বয় তো সুকুমার বালক মাত্র আর রাক্ষসেরা তো বিশাল যোদ্ধা ও অতিশয় বলবান হয়ে থাকে ! ৩-৪॥

দোহা—শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সঙ্গে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে মাতা সকলের আশ মিটছিল না। তাঁদের মন তখন পরমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত ছিল, অঙ্গে ঘনঘন রোমাঞ্চ অনুভূতি লাভ করছিলেন॥ ৭॥

চৌপাই— লঙ্কাপতি বিভীষণ, বানররাজ সুগ্রীব, নল, নীল, জাম্ববান, অঙ্গদ ও শ্রীহনুমান তখন বানর দেহ ত্যাগ করে উত্তম ও মনোহর নররূপ ধারণ করে নিলেন॥ ১॥ তাঁরা সকলে শ্রীভরতের প্রেম, সদাচার, ত্যাগ আর ব্রত ও নিয়ম পালনের পরম সমাদরে প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁরা অযোধ্যা-বাসীদের (প্রেম, সদাচার ও বিনয়) দেখে শ্রীপ্রভুর চরণে তাদের প্রেমের

চৌপাই (৩—৫)

পুনি রঘুপতি সব সখা বোলাএ। মুনি পদ লাগহু সকল সিখাএ॥
গুর বসিষ্ট কুলপূজ্য হমারে। ইন্হ কী কৃপাঁ দনুজ রন মারে॥
এ সব সখা সুনহু মুনি মেরে। ভএ সমর সাগর কহঁ বেরে॥
মম হিত লাগি জন্ম ইন্হ হারে। ভরতহু তে মোহি অধিক পিআরে॥
সুনি প্রভু বচন মগন সব ভএ। নিমিষ নিমিষ উপজত সুখ নএ॥

দোহা (৮ ক, খ)

কৌসল্যা কে চরনন্হি পুনি তিন্হ নায়উ মাথ।
আসিষ দীন্হে হরষি তুম্হ প্রিয় মম জিমি রঘুনাথ॥
সুমন বৃষ্টি নভ সঙ্কুল ভবন চলে সুখকন্দ।
চঢ়ী অটারিন্হ দেখহিঁ নগর নারি নর বৃন্দ॥

চৌপাই (১—৫)

কঞ্চন কলস বিচিত্র সঁবারে। সবহিঁ ধরে সজি নিজ নিজ দ্বারে॥
বন্দনবার পতাকা কেতূ। সবন্হি বনাএ মঙ্গল হেতূ॥
বীথীঁ সকল সুগন্ধ সিঞ্চাঈঁ। গজমনি রচি বহু চৌক পুরাঈঁ॥
নানা ভাঁতি সুমঙ্গল সাজে। হরষি নগর নিসান বহু বাজে॥
জহঁ তহঁ নারি নিছাবরি করহীঁ। দেহিঁ অসীস হরষ উর ভরহীঁ॥
কঞ্চন থার আরতীঁ নানা। জুবতীঁ সজেঁ করহিঁ সুভ গানা॥
করহিঁ আরতী আরতিহর কেঁ। রঘুকুল কমল বিপিন দিনকর কেঁ॥
পুর সোভা সম্পতি কল্যানা। নিগম সেষ সারদা বখানা॥
তেউ যহ চরিত দেখি ঠগি রহহীঁ। উমা তাসু গুন নর কিমি কহহীঁ॥

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন॥ ২॥ অতঃপর শ্রীরঘুপতি সখা সকলকে কাছে ডাকলেন আর সকলকে মুনিদের প্রণাম করতে বললেন। গুরু বশিষ্ঠদেবের পরিচয় দান করে শ্রীপ্রভু বললেন—ইনি আমাদের কুলগুরু ও পরম পূজনীয়। এঁর কৃপাতেই যুদ্ধে রাক্ষস বধ করা সম্ভব হয়েছে॥ ৩॥ (অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র গুরু বশিষ্ঠদেবকে বললেন—) হে মুনি ! শুনুন। এরা আমার সখা। এরা সংগ্রাম সাগরে জাহাজ হয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। আমার জন্য এরা তাদের প্রিয় জীবন পর্যন্ত অর্পণ করেছিল। (আর প্রাণ বিসর্জনেও প্রস্তুত ছিল)। আমার কাছে এরা ভরত থেকেও প্রিয়॥ ৪॥ শ্রীপ্রভুর উক্তি শ্রবণ করে সকলে প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন। এইভাবে প্রতিক্ষণে সকলে নিত্যনূতন সুখানুভূতি লাভ করছিলেন॥ ৫॥

***দোহা**—অতঃপর তাঁরা মাতা কৌশল্যার চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। মাতা প্রীত হয়ে সকলকে আশীর্বাদ দিলেন (আর বললেন—) তোমরা সকলে আমার রঘুনাথসম প্রিয়॥ ৮ (ক)॥*

***দোহা**— আনন্দনিকেতন শ্রীরামচন্দ্র এইবার তাঁর প্রাসাদ অভিমুখে গমন করলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। নগরের নরনারী নির্বিশেষে ছাদে, অলিন্দে, গবাক্ষে উঠে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে ধন্য হয়ে গেল॥ ৮ (খ)॥*

***চৌপাই**—*অযোধ্যার পুরজন গৃহদ্বারে মণিমাণিক্যখচিত সুবর্ণ কলস রেখেছিল। মঙ্গলময় তোরণ, ধ্বজা, পতাকা দ্বারা পথ ও গৃহাদি সুসজ্জিত করা হয়েছিল॥ ১॥ গলিপথে সকল সুগন্ধিত বারি দ্বারা সিঞ্চন করা হয়েছিল। গজমুক্তা ব্যবহার করে বহু আনন্দে চতুর্দিকে নানারকম বাদ্য পরিবেশিত হচ্ছিল॥ ২॥ রমণীগণ অকাতরে বিভিন্ন বস্তু বিলিয়ে দিচ্ছিলেন ; পরম আনন্দে তারা আশীর্বাদও করছিলেন। বহু সৌভাগ্যবতী রমণী সোনার থালায় বহু মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি নিয়ে মঙ্গলকর গীতি পরিবেশন করে যাচ্ছিলেন॥ ৩॥ তারা আর্তিহরণ, সূর্যবংশরূপ কমলবনকে প্রফুল্লতা প্রদানকারী সূর্য শ্রীরামচন্দ্রকে আরতি করে নিজেদের ধন্য মনে করছিলেন। অযোধ্যার সৌন্দর্য, সম্পদ ও কল্যাণের বিবরণ দিতে গিয়ে বেদ, শেষনাগ ও দেবী সরস্বতীও হতবাক হয়ে চুপ হয়ে যান। (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে উমা ! তাহলে মানুষের পক্ষে সেই শোভা বর্ণনা করা কেমন করে সম্ভব ? ৪-৫॥

দোহা (৯ ক, খ)

নারি কুমুদিনীঁ অবধ সর রঘুপতি বিরহ দিনেস।
অস্ত ভএঁ বিগসত ভঈ নিরখি রাম রাকেস॥

হোহি সগুন সুভ বিবিধি বিধি বাজহিঁ গগন নিসান।
পুর নর নারি সনাথ করি ভবন চলে ভগবান॥

চৌপাঈ (১—৪)

প্রভু জানী কৈকঈ লজানী। প্রথম তাসু গৃহ গএ ভবানী॥
তাহি প্রবোধি বহুত সুখ দীন্হা। পুনি নিজ ভবন গবন হরি কীন্হা॥

কৃপাসিন্ধু জব মন্দির গএ। পুর নর নারি সুখী সব ভএ॥
গুর বসিষ্ঠ দ্বিজ লিএ বুলাঈ। আজু সুঘরী সুদিন সমুদাঈ॥

সব দ্বিজ দেহু হরষি অনুসাসন। রামচন্দ্র বৈঠহিঁ সিংঘাসন॥
মুনি বসিষ্ঠ কে বচন সুহাএ। সুনত সকল বিপ্রন্হ অতি ভাএ॥

কহহিঁ বচন মৃদু বিপ্র অনেকা। জগ অভিরাম রাম অভিষেকা॥
অব মুনিবর বিলম্ব নহি কীজৈঁ। মহারাজ কহঁ তিলক করীজৈ॥

দোহা (১০ ক, খ)

তব মুনি কহেউ সুমন্ত্র সন সুনত চলেউ হরষাই।
রথ অনেক বহু বাজি গজ তুরত সঁবারে জাই॥

জহঁ তহঁ ধাবন পঠই পুনি মঙ্গল দ্রব্য মগাই।
হরষ সমেত বসিষ্ঠ পদ পুনি সিরু নায়উ আই॥

নবাহ্ন পারায়ণ, অষ্টম বিশ্রাম

দোহা—শ্রীরঘুপতিবিরহ সূর্যের পরিতাপে অযোধ্যা সরোবরের রমণীকুলসম কুমুদিনী মুষড়ে পড়েছিল। এখন সেই বিরহরূপ সূর্য অস্ত যেতে শ্রীরামচন্দ্ররূপ পূর্ণচন্দ্রকে অবলোকন করে সেই কুমুদিনী রমণীকুল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল।। ৯ (ক)।।

দোহা— বহু রকমের মঙ্গলময় শুভলক্ষণ দেখা গেল ; আকাশবাতাস তখন দুন্দুভিবাদ্যে উৎসব মুখর হয়ে উঠল। অযোধ্যার নরনারী নির্বিশেষে সকলকে দর্শন দানে কৃতার্থ করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নিজ মহলে গেলেন।। ৯ (খ)।।

চৌপাই—(ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে ভবানী ! শ্রীপ্রভু জানতেন যে পূর্বকৃত অপরাধ হেতু মাতা কৈকেয়ী সংকুচিত হয়ে সময় কাটাচ্ছেন। (তাই) তিনি সর্বপ্রথম মাতা কৈকেয়ীর মহলে গমন করে তাঁকে বিভিন্ন প্রবোধবাক্য বলে চিন্তা থেকে মুক্তি দিলেন ; মাতা কৈকেয়ী স্বস্তি লাভ করলেন। এইবার শ্রীহরি নিজ মহলে গেলেন।। ১ ।। কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ মহলে প্রবেশ করতে দেখে সমবেত পুরজন সুখানুভূতি লাভ করে ধন্য হল। এইবার কুলগুরু বশিষ্ঠদেব ব্রাহ্মণদের ডেকে বললেন—আজই শুভ দিন ও শুভমুহূর্ত উপস্থিত। তাই হে ব্রাহ্মণগণ সানন্দে অনুমতি প্রদান করুন যাতে আজই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হয় আর তিনি অযোধ্যার সিংহাসনে বিরাজমান হন। কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের পরামর্শ উৎকৃষ্ট বলে মনে হল।। ২-৩।। তখন বহু ব্রাহ্মণগণ একযোগে বললেন—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সমগ্র জগৎকেই আনন্দ প্রদান করবে। হে মুনিবর ! আর বিলম্ব করে দরকার নেই। অবিলম্বে মহারাজের রাজ্যাভিষেক হোক।। ৪ ।।

দোহা—তখন মুনিবর মন্ত্রী শ্রীসুমন্তকে বললেন—প্রস্তুত হন। মন্ত্রী পরম আনন্দে ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বহু রথ, অশ্ব ও গজ সুসজ্জিত করবার আদেশ দিলেন।। ১০ (ক)।।

দোহা—মন্ত্রীমহাশয় চতুর্দিকে সেবক প্রেরণ করে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি জোগাড় করলেন। তিনি তারপর পরমানন্দে ফিরে এসে গুরু বশিষ্ঠদেবের চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন।। ১০ (খ)।।

চৌপাই (১—৪)

অবধপুরী অতি রুচির বনাঈ। দেবন্হ সুমন বৃষ্টি ঝরি লাঈ॥
রাম কহা সেবকন্হ বুলাঈ। প্রথম সখন্হ অন্হবাবহু জাঈ॥

সুনত বচন জহঁ তহঁ জন ধাএ। সুগ্রীবাদি তুরত অন্হবাএ॥
পুনি করুনানিধি ভরতু হঁকারে। নিজ কর রাম জটা নিরুআরে॥

অন্হবাএ প্রভু তীনিউ ভাঈ। ভগত বছল কৃপাল রঘুরাঈ॥
ভরত ভাগ্য প্রভু কোমলতাঈ। সেষ কোটি সত সকহিঁ ন গাঈ॥

পুনি নিজ জটা রাম বিবরাএ। গুর অনুসাসন মাগি নহাএ॥
কর মজ্জন প্রভু ভূষন সাজে। অঙ্গ অনঙ্গ দেখি সত লাজে॥

দোহা (১১ ক, খ, গ)

সাসুন্হ সাদর জানকিহি মজ্জন তুরত করাই।
দিব্য বসন বর ভূষন অঁগ অঁগ সজে বনাই॥

রাম বাম দিসি সোভতি রমা রূপ গুন খানি।
দেখি মাতু সব হরষীঁ জন্ম সুফল নিজ জানি॥

সুনু খগেস তেহি অবসর ব্রহ্মা সিব মুনি বৃন্দ।
চঢ়ি বিমান আএ সব সুর দেখন সুখকন্দ॥

চৌপাই (১—২)

প্রভু বিলোকি মুনি মন অনুরাগা। তুরত দিব্য সিংঘাসন মাগা॥
রবি সম তেজ সো বরনি ন জাঈ। বৈঠে রাম দ্বিজন্হ সিরু নাঈ॥

জনকসুতা সমেত রঘুরাঈ। পেখি প্রহরষে মুনি সমুদাঈ॥
বেদ মন্ত্র তব দ্বিজন্হ উচারে। নভ সুর মুনি জয় জয়তি পুকারে॥

চৌপাই—অযোধ্যাকে তখন অনুপম সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত করে তোলা হল। দেবতাগণ অঝোরে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। শ্রীরামচন্দ্র সেবকদের ডেকে বললেন—প্রথমে আমার সখাদের স্নান করাও॥ ১॥ শ্রীভগবানের কথা শুনেই সেবকগণ দিকে দিকে ছুটে গেল আর তারা সুগ্রীবাদিকে স্নান করিয়ে দিল। অতঃপর করুণানিধান শ্রীরামচন্দ্র শ্রীভরতকে ডেকে পাঠালেন আর তাঁর জটাজুট নিজ হস্তে মোচন করলেন॥ ২॥ তদনন্তর ভক্তবৎসল কৃপালু প্রভু শ্রীরঘুবীর নিজ হস্তে তাঁর তিন অনুজকে স্নান করিয়ে দিলেন। শ্রীভরতের ভাগ্য ও শ্রীপ্রভুর কোমলতার প্রকৃত বিবরণ শত কোটি শেষনাগও দিতে সক্ষম হবেন না॥ ৩॥ অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র নিজ জটাজুট খুলে ফেললেন আর গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে স্নান করলেন। স্নানের পর শ্রীপ্রভু অলংকারাদি ধারণ করলেন। তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি দেখে শত শত (অসংখ্য) মদনেরও লজ্জা হবে॥ ৪॥

***দোহা**—(এদিকে) শ্বশ্রুমাতাগণ জানকীদেবীকে পরম সমাদরে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়ে দিলেন আর দিব্য বস্ত্র ও শ্রেষ্ঠ আভরণ দ্বারা তাঁকে সুসজ্জিত করলেন॥ ১১ (ক)॥*

***দোহা** — প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বাম দিকে রূপ ও গুণের আকর রমা (জানকীদেবী) শোভমান হলেন। সেই যুগল মূর্তি দর্শন করে মাতাসকল নিজ জন্ম সার্থক করে আনন্দিত হলেন॥ ১১ (খ)॥*

***দোহা**—(কাকভূশণ্ডি বললেন—) হে পক্ষীরাজ শ্রীগরুড়! শুনুন। তখন ভগবান শ্রীব্রহ্মা, ভগবান শ্রীশংকর, মুনিগণ আর বিমানে চড়ে দেবতাগণ আনন্দ নিকেতন শ্রীভগবানকে দর্শন করবার জন্য এলেন॥ ১১ (গ)॥*

চৌপাই—শ্রীপ্রভুকে দেখে গুরু বশিষ্ঠদেবের মন অনুরাগে ভরে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ দিব্য সিংহাসন আনালেন ; সেই দিব্য সিংহাসন সূর্যসম জ্যোতির্ময় ছিল। তার সৌন্দর্য বলে বোঝানো যাবে না। ব্রাহ্মণদের প্রণাম নিবেদন করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তার উপর বিরাজমান হলেন॥ ১॥ জনক-নন্দিনীকে শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে দর্শন করে মুনিসম্প্রদায় পরম আনন্দিত হয়ে গেলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। আকাশে দেবতা ও মুনিসকল জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

প্রথম তিলক বসিষ্ট মুনি কীন্‌হা। পুনি সব বিপ্রন্‌হ আয়সু দীন্‌হা॥
সুত বিলোকি হরষীঁ মহতারী। বার বার আরতী উতারী॥
বিপ্রন্‌হ দান বিবিধি বিধি দীন্‌হে। জাচক সকল অজাচক কীন্‌হে॥
সিংঘাসন পর ত্রিভুঅন সাঈঁ। দেখি সুরন্‌হ দুন্দুভীঁ বজাঈঁ॥

ছন্দ (১)

নভ দুন্দুভীঁ বাজহিঁ বিপুল গন্ধর্ব কিন্নর গাবহীঁ।
নাচহিঁ অপছরা বৃন্দ পরমানন্দ সুর মুনি পাবহীঁ॥
ভরতাদি অনুজ বিভীষনাঙ্গদ হনুমদাদি সমেত তে।
গহেঁ ছত্র চামর ব্যজন ধনু অসি চর্ম সক্তি বিরাজতে॥

ছন্দ (২)

শ্রী সহিত দিনকর বংস ভূষন কাম বহু ছবি সোহঈ।
নব অম্বুধর বর গাত অম্বর পীত সুর মন মোহঈ॥
মুকুটাঙ্গদাদি বিচিত্র ভূষন অঙ্গ অঙ্গন্‌হি প্রতি সজে।
অম্ভোজ নয়ন বিসাল উর ভুজ ধন্য নর নিরখঁতি জে॥

দোহা (১২ ক, খ, গ)

বহ সোভা সমাজ সুখ কহত ন বনই খগেস।
বরনহিঁ সারদ সেষ শ্রুতি সো রস জান মহেস॥
ভিন্ন ভিন্ন অস্তুতি করি গএ সুর নিজ নিজ ধাম।
বন্দী বেষ বেদ তব আএ জহঁ শ্রীরাম॥
প্রভু সর্বগ্য কীন্‌হ অতি আদর কৃপানিধান।
লখেউ ন কাহূঁ মরম কছু লগে করন গুন গান॥

(প্রথমে) প্রথম রাজটিকা মুনি বশিষ্ঠদেব দিলেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণদের রাজটিকা দান করতে অনুমতি দিলেন। পুত্রকে রাজসিংহাসনে বিরাজমান দেখে মাতাগণ বারে বারে আরতি করলেন আর পরম আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন॥ ৩॥ মাতাসকল ব্রাহ্মণদের বহু রকমের দানাদি করলেন আর যাচকদের দান করে ধনসম্পদে পূর্ণ করে দিলেন। অখিল বিশ্বচরাচর পতি শ্রীরামচন্দ্রকে (অযোধ্যার) সিংহাসনে (বিরাজমান) দেখে দেবতাগণ দুন্দুভি বাদ্য সহকারে আনন্দ প্রকাশ করলেন॥ ৪॥

__ছন্দ__—আকাশে দুন্দুভি বাদ্য বাজছে আর গন্ধর্ব-কিন্নরসকল গান পরিবেশনে রত হল। অপ্সরাগণ দল বেঁধে নৃত্য করতে লাগল। দেবতা ও মুনিগণ পরমানন্দ আস্বাদন করে তৃপ্ত হলেন। শ্রীভরত, শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীশত্রুঘ্ন, বিভীষণ, অঙ্গদ, শ্রীহনুমান ও সুগ্রীব যথাক্রমে ছত্র, চামর, ব্যজন, ধনুক, তরবারি, ঢাল ও শক্তি নিয়ে শোভমান ছিলেন॥ ১॥

__ছন্দ__—সীতাদেবীর সঙ্গে সূর্যবংশ বিভূষণ শ্রীরামচন্দ্রদেবের সৌন্দর্য তখন বহু মদনের যুগপৎ সৌন্দর্যকেও ম্লান করেছিল। নবনীরদকান্তি শ্যামসুন্দর তখন পীতাম্বর ধারণ করে ছিলেন যা দেবতাদের মনকেও মোহিত করতে সক্ষম ছিল। অঙ্গে অঙ্গে তাঁর তখন কিরীট, বাজুবন্ধের বিচিত্র আভরণের অনুপম সজ্জা ছিল। তিনি তখন রাজীবায়তলোচন, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল ও আজানুলম্বিত বাহুতে অনিন্দ্যসুন্দর (সৌন্দর্যমণ্ডিত) লাগছিলেন। ধন্য সেই সকল ব্যক্তি যাঁরা তাঁকে দর্শন করেছিল॥ ২॥

__দোহা__—হে পক্ষীরাজ শ্রীগরুড়! তখনকার সৌন্দর্য, দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য ও সুখ আমি বলে বোঝাতে সক্ষম নই। দেবী সরস্বতী, শেষনাগ ও বেদ তার সতত জয়গান করে থাকেন আর তার রস (আনন্দ) কেবল ভগবান শ্রীশংকরেরই জানা॥ ১২ (ক)॥

__দোহা__—দেবতাগণ পৃথক পৃথক ভাবে স্তুতি করে নিজ নিজ লোকে প্রত্যাগমন করলেন। তখন ভাটগণ (বন্দকগণ)রূপে শ্রীপ্রভুর কাছে চতুর্বেদের আগমন হল॥ ১২ (খ)॥

__দোহা__—কৃপানিধান (অন্তর্যামী) শ্রীপ্রভু (তাঁদের চিনতে পেরে) প্রভূত সমাদর করলেন। এই ঘটনা কেউ অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন না। বেদ তাঁর গুণসংকীর্তন করতে লাগলেন॥ ১২ (গ)॥

ছন্দ (১)

জয় সগুন নির্গুন রূপ রূপ অনূপ ভূপ সিরোমনে।
দসকন্ধরাদি প্রচণ্ড নিসিচর প্রবল খল ভুজবল হনে॥
অবতার নর সংসার ভার বিভঞ্জি দারুন দুখ দহে।
জয় প্রনতপাল দয়াল প্রভু সংজুক্ত সক্তি নমামহে॥

ছন্দ (২)

তব বিষম মায়া বস সুরাসুর নাগ নর অগ জগ হরে।
ভব পন্থ ভ্রমত অমিত দিবস নিসি কাল কর্ম গুননি ভরে॥
জে নাথ করি করুনা বিলোকে ত্রিবিধি দুখ তে নির্বহে।
ভব খেদ ছেদন দচ্ছ হম কহুঁ রচ্ছ রাম নমামহে॥

ছন্দ (৩)

জে গ্যান মান বিমত্ত তব ভব হরনি ভক্তি ন আদরী।
তে পাই সুর দুর্লভ পদাদপি পরত হম দেখত হরী॥
বিস্বাস করি সব আস পরিহরি দাস তব জে হোই রহে।
জপি নাম তব বিনু শ্রম তরহিঁ ভব নাথ সো সমরামহে॥

ছন্দ (৪)

জে চরন সিব অজ পূজ্য রজ সুভ পরসি মুনিপতিনী তরী।
নখ নির্গতা মুনি বন্দিতা ত্রৈলোক পাবনি সুরসরী॥
ধ্বজ কুলিস অঙ্কুস কঞ্জ জুত বন ফিরত কণ্টক কিন লহে।
পদ কঞ্জ দ্বন্দ মুকুন্দ রাম রমেস নিত্য ভজামহে॥

ছন্দ (৫)

অব্যক্তমূলমনাদি তরু ত্বচ চারি নিগমাগম ভনে।
ষট কন্ধ সাখা পঞ্চ বীস অনেক পর্ন সুমন ঘনে॥
ফল জুগল বিধি কটু মধুর বেলি অকেলি জেহি আশ্রিত রহে।
পল্লবত ফূলত নবল নিত সংসার বিটপ নমামহে॥

ছন্দ—হে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম ! হে অনুপম রূপ লাবণ্য আকর ! হে ভূপশিরোমণি ! আপনার জয় হোক। আপনি রাবণাদি প্রচণ্ড, প্রবল ও অতিশয় দুষ্ট নক্তচরদের নিজ বাহুবলে পরাভূত করেছেন। আপনি নরদেহে আবির্ভূত হয়ে ভবভার হরণ করে অতিশয় কঠোর দুঃখকে ভস্মসাৎ করেছেন। হে দয়ালু ! হে শরণাগতবৎসল প্রভু ! আপনার জয় হোক। আমরা আপনার আদ্যাশক্তি (সীতাদেবী) সহিত শক্তিমান আপনাকে প্রণাম নিবেদন করছি॥ ১॥ হে শ্রীহরি ! আপনার দুস্তর মায়ার বশীভূত হয়ে দেবতা, রাক্ষস, নাগ, মানুষ আর বিশচরাচর কাল, কর্ম ও গুণে বশীভূত হয়ে দিন-রাত অনন্ত ভব (যাতায়াত) মার্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হে নাথ ! এদের মধ্যে যার উপর আপনার কৃপাদৃষ্টি পড়ে সে (মায়াজনিত) ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে। হে জন্ম-মৃত্যু শ্রমের ছেদনে কুশল শ্রীরামচন্দ্র ! আমাদের রক্ষা করুন। আমরা আপনার শরণাগত হয়ে প্রণাম নিবেদন করছি॥ ২॥ যারা জ্ঞানাভিমানে মত্ত হয়ে ভবভয়হরণকারী আপনার ভক্তির সমাদর করেনি, হে শ্রীহরি ! দেব দুর্লভ পদ লাভ করেও তাদের আমরা পদচ্যুত হতে দেখেছি। (কিন্তু) যারা সকল পথ পরিহার করে কেবলমাত্র আপনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ধারণ করে আপনার সেবকরূপে অবস্থান করেন তাঁরা শুধুমাত্র আপনার নাম জপ করেই অনায়াসে ভবসাগর উত্তরণ করে যান। হে নাথ ! আমরা এইভাবেই আপনাকে স্মরণ করে থাকি॥ ৩॥ আপনার শ্রীচরণের মাহাত্ম্য অপরিসীম। তা সতত ভগবান শ্রীশংকর ও ভগবান শ্রীব্রহ্মা দ্বারা পূজিত ; তার পূত স্পর্শ লাভ করে শিলীভূত গৌতমভার্যা দেবী অহল্যা মুক্তি পেয়েছেন ; সেই চরণ নখ থেকে প্রবাহিত মুনিবন্দিত ত্রিলোকপাবনী দেবনদী দেবী গঙ্গার আবির্ভাব ; আর ধ্বজ, অঙ্কুশ ও কমল চিহ্নযুক্ত যে চরণে অরণ্য পথে গমনের সময়ে কাঁটাও বিঁধেছে, হে মুকুন্দ ! হে শ্রীরাম ! হে রমাপতি ! আমরা সেই শ্রীপাদপদ্মযুগল সতত ভজনা করি॥ ৪॥ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর আপনি সংসারবৃক্ষ স্বরূপ । আপনি বিশ্বরূপে উপস্থিত আছেন। বেদ ও শাস্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ মূল অব্যক্ত (প্রকৃতি) বলা আছে যা (প্রবাহরূপে) অনাদি ; তার ত্বক চারটি, কাণ্ড ছয়টি, শাখা পাঁচিশটি আর অগুনতি পত্র ও পুষ্প। তাতে কটু ও সুমিষ্ট ফল ফলে। একটি লতা তাকে আশ্রয় করে থাকে, যাতে নিত্যনূতন নবপত্রের ও নবপুষ্পের বিকাশ হয়। সেই

ছন্দ (৬)

জে ব্রহ্ম অজমদ্বৈতমনুভবগম্য মন পর ধ্যাবহীঁ।
তে কহহুঁ জানহুঁ নাথ হম তব সগুন জস নিত গাবহীঁ॥
করুনায়তন প্রভু সদগুনাকর দেব যহ বর মাগহীঁ।
মন বচন কর্ম বিকার তজি তব চরন হম অনুরাগহীঁ॥

দোহা (১৩ ক, খ)

সব কে দেখত বেদন্হ বিনতী কীন্হি উদার।
অন্তর্ধান ভএ পুনি গএ ব্রহ্ম আগার॥

বৈনতেয় সুনু সম্ভু তব আএ জহঁ রঘুবীর।
বিনয় করত গদগদ গিরা পূরিত পুলক সরীর॥

ছন্দ (১—৫)

জয় রাম রমারমনং সমনং। ভবতাপ ভয়াকুল পাহি জনং॥
অবধেস সুরেস রমেস বিভো। সরনাগত মাগত পাহি প্রভো॥

দসসীস বিনাসন বীস ভুজা। কৃত দূরি মহা মহি ভূরি রুজা॥
রজনীচর বৃন্দ পতঙ্গ রহে। সর পাবক তেজ প্রচণ্ড দহে॥

মহি মণ্ডল মণ্ডন চারুতরং। ধৃত সায়ক চাপ নিষঙ্গ বরং॥
মদ মোহ মহা মমতা রজনী। তম পুঞ্জ দিবাকর তেজ অনী॥

মনজাত কিরাত নিপাত কিএ। মৃগ লোগ কুভোগ সরেন হিএ॥
হতি নাথ অনাথনি পাহি হরে। বিষয়া বন পাবঁর ভূলি পরে॥

বহু রোগ বিয়োগন্হি লোগ হএ। ভবদঙ্ঘ্রি নিরাদর কে ফল এ॥
ভব সিন্ধু অগাধ পরে নর তে। পদ পঙ্কজ প্রেম ন জে করতে॥

সংসারবৃক্ষরূপ পরব্রহ্ম আপনাকে আমরা প্রণাম করি॥ ৫ ॥ নির্গুণ উপাসকগণ আপনাকে অজ (জন্মশূন্য), অদ্বৈত ও অনুভবগম্য আর মনাতীত রূপে উপাসনা করে থাকেন ; তাঁরা সতত আমাদের প্রণম্য। তবে হে নাথ ! আমরা আপনাকে সগুণ ব্রহ্মরূপেই সতত উপাসনা করি আর যশঃকীর্তন করি। হে করুণাকর শ্রীপ্রভু ! হে সদ্‌গুণাকর ! হে দেব ! আমরা প্রার্থনা করি যেন সতত সকল বিকার ত্যাগ করে আমরা কায়মনোবাক্যে আপনার শ্রীচরণে প্রীতি ধারণ করতে সক্ষম হই॥ ৬॥

দোহা—সকলের সম্মুখেই এইরূপ উক্তি নিবেদন করে বেদগণ অন্তর্ধান হয়ে গেলেন আর ব্রহ্মলোকে গমন করলেন॥ ১৩ (ক)॥

দোহা— (শ্রীকাকভূশণ্ডি বললেন—) হে শ্রীগরুড় ! শুনুন। অতঃপর সেইখানে শ্রীরঘুবীর সকাশে ভগবান শ্রীশংকরের শুভাগমন হল। তিনি এসেই গদগদ হয়ে স্তুতি করতে শুরু করলেন। তখন তাঁর অঙ্গে পুলক শিহরণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল॥ ১৩ (খ)॥

ছন্দ— (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে শ্রীরামচন্দ্র ! হে শ্রীরমাকান্ত ! হে ভবসন্তাপনাশন ! আপনার জয় হোক। গতায়াত ভয়ে কাতর এই সেবককে রক্ষা করুন। হে অযোধ্যানাথ ! হে শ্রীরমাপতি ! হে বিভু ! আমি শরণাগত ! আমার একান্ত প্রার্থনা এই যে, হে শ্রীপ্রভু ! আমাকে রক্ষা করুন॥ ১ ॥ হে বিংশহস্ত দশমুণ্ড রাবণনাশনে জগতের সকল কষ্ট নিবারণকারী শ্রীরামচন্দ্র ! রাক্ষসসমগ্ররূপ পতঙ্গসকল আপনার শরাগ্নির প্রচণ্ড তেজে ভস্মসাৎ হয়ে গিয়েছে॥ ২ ॥ আপনি ভুবনমণ্ডলের পরম সুন্দর আভরণসম দেদীপ্যমান ; আপনার শ্রেষ্ঠ ধনুর্বাণ ও তূণীরের অনন্ত শোভা। আপনি জ্যোতির্ময় সূর্যালোকসম প্রচণ্ড মদ, মোহ, মমত্বর অহংকার রূপ অন্ধকার বিনাশ করেন॥ ৩॥ কামদেবরূপ ব্যাধ মানবরূপ মৃগের চিত্তে ভোগবাদরূপ শরাঘাত করে তাকে কাহিল করেছে। হে নাথ ! হে (পাপসন্তাপহারী) শ্রীহরি ! তাকে বধ করে বিষয়ারণ্যে পথভ্রষ্ট এই পামর অনাথ জীবদের রক্ষা করুন॥ ৪ ॥ মানবকুল রোগ ও বিয়োগে ক্লিষ্ট হয়ে আছে। আপনার শরণাগত না হওয়ায় তাদের এই অবস্থা হয়েছে। যারা আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রীতি ধারণ করে না তারা অসীম ভবসাগরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে॥ ৫ ॥

ছন্দ (৬—১০)

অতি দীন মলীন দুখী নিতহীঁ। জিন্‌হ কেঁ পদ পঙ্কজ প্রীতি নহীঁ॥
অবলম্ব ভবন্ত কথা জিন্‌হ কেঁ। প্রিয় সন্ত অনন্ত সদা তিন্‌হ কেঁ॥

নহিঁ রাগ ন লোভ ন মান মদা। তিন্‌হ কেঁ সম বৈভব বা বিপদা॥
এহি তে তব সেবক হোত মুদা। মুনি ত্যাগত জোগ ভরোস সদা॥

করি প্রেম নিরন্তর নেম লিএঁ। পদ পঙ্কজ সেবত সুদ্ধ হিএঁ॥
সম মানি নিরাদর আদরহী। সব সন্ত সুখী বিচরন্তি মহী॥

মুনি মানস পঙ্কজ ভৃঙ্গ ভজে। রঘুবীর মহা রনধীর অজে॥
তব নাম জপামি নমামি হরী। ভব রোগ মহাগদ মান অরী॥

গুন সীল কৃপা পরমায়তনং। প্রনমামি নিরন্তর শ্রীরমনং॥
রঘুনন্দ নিকন্দয় দ্বন্দ্বঘনং। মহিপাল বিলোকয় দীনজনং॥

দোহা (১৪ ক, খ)

বার বার বর মাগউঁ হরষি দেহু শ্রীরঙ্গ।
পদ সরোজ অনপায়নী ভগতি সদা সতসঙ্গ॥

বরনি উমাপতি রাম গুন হরষি গএ কৈলাস।
তব প্রভু কপিন্‌হ দিবাএ সব বিধি সুখপ্রদ বাস॥

চৌপাই (১—২)

সুনু খগপতি যহ কথা পাবনী। ত্রিবিধ তাপ ভব ভয় দাবনী॥
মহারাজ কর সুভ অভিষেকা। সুনত লহহিঁ নর বিরতি বিবেকা॥

জে সকাম নর সুনহিঁ জে গাবহিঁ। সুখ সম্পতি নানা বিধি পাবহিঁ॥
সুর দুর্লভ সুখ করি জগ মাহীঁ। অন্তকাল রঘুপতি পুর জাহীঁ॥

যাদের অন্তরে আপনার শ্রীপাদপদ্মের উপর অনুরাগ নেই তারা সতত দীন, মলিন (উদাস) ও দুঃখী হয়ে বেঁচে থাকে। আর যাঁদের মনে আপনার লীলাবৃত্তান্তের আধার বর্তমান তাঁদের সন্ত ও ভগবান সতত প্রিয় বোধ হয়ে থাকে॥ ৬॥ তাদের মধ্যে আসক্তি, লোভ, মান, মদ আদৌ থাকে না। তাদের সম্পত্তি (সুখ) ও বিপত্তি (দুঃখ) কালে সমান অনুভূতি থাকে। তাই মুনিগণ যোগপথ ত্যাগ করে পরম আনন্দে আপনার সেবক হয়ে যান॥ ৭॥ তাঁরা শুদ্ধ চিত্তে ও অন্তরে অনুরাগ ধারণ করে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিত্যযুক্ত থাকেন আর অনাদর-সমাদরের ঊর্ধ্বে উঠে সন্তরূপে পরম সুখানুভূতি নিয়ে ভূমণ্ডলে বিচরণ করেন॥ ৮॥ হে মুনিমন-কমলভ্রমর ! হে সুমহান রণনিপুণ অজেয় শ্রীরঘুবীর ! আমি আপনার শরণাগত। হে শ্রীহরি ! আমি আপনার নাম জপ করি ও সতত আপনাকে প্রণাম করি। আপনি গতায়াত (জন্ম-মৃত্যু) রূপ রোগের মহৌষধি ও অহংকারের শত্রু॥ ৯॥ আপনি গুণ, সদাচার ও কৃপার পরম আধার। আপনি লক্ষ্মীপতি (সীতাপতি)। আমি আপনাকে সতত প্রণাম করি। হে রঘুনন্দন ! (আপনি জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ) সংশয়রূপ অন্ধকার হরণ করুন। হে মহীপাল ! এই দীনহীনকেও কৃপাকটাক্ষ দান করুন॥ ১০॥

দোহা—*আমি আপনার কাছে বারে বারে এই নিবেদন রাখি যে আমার যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মে অচলাভক্তি থাকে আর আমার যেন সতত আপনার ভক্তদের সাধুসঙ্গ লাভ হয়। হে লক্ষ্মীপতী (সীতাপতি) ! আনন্দে আমাকে এই বর দিন॥ ১৪ (ক)॥*

দোহা—*প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের গুণসংকীর্তন করে উমাপতি ভগবান শ্রীশংকর পরমানন্দে কৈলাস উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তখন শ্রীপ্রভু বানরদের সর্বসুখকর নিবাস স্থান দিলেন॥ ১৪ (খ)*

চৌপাই—হে শ্রীগরুড় ! শুনুন ! এই লীলামন্থন (সকলকে) পবিত্রতা প্রদান করে ; তা ত্রিতাপ (আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক) সন্তাপ ও গতায়াতের (জন্ম-মৃত্যুর) ভয় নাশকারী। মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের কল্যাণময় রাজ্যাভিষেকের বৃত্তান্ত (নিষ্কামভাবে) শ্রবণ করে মানব জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভ করে থাকে॥ ১॥ আর যাঁরা সকামভাবে তা শ্রবণ-কীর্তন করেন তাঁরা বহু

চৌপাই (৩—৫)

সুনহিঁ বিমুক্ত বিরত অরু বিষঈ। লহহিঁ ভগতি গতি সম্পতি নঈ॥
খগপতি রাম কথা মৈঁ বরনী। স্বমতি বিলাস ত্রাস দুখ হরনী॥

বিরতি বিবেক ভগতি দৃঢ় করনী। মোহ নদী কহঁ সুন্দর তরনী॥
নিত নব মঙ্গল কৌসলপুরী। হরষিত রহহিঁ লোগ সব কুরী॥

নিত নই প্রীতি রাম পদ পঙ্কজ। সব কেঁ জিন্হহি নমত সিব মুনি অজ॥
মঙ্গন বহু প্রকার পহিরাএ। দ্বিজন্হ দান নানা বিধি পাএ॥

দোহা (১৫)

ব্রহ্মানন্দ মগন কপি সব কে প্রভু পদ প্রীতি।
জাত ন জানে দিবস তিন্হ গএ মাস ষট বীতি॥

চৌপাই (১—৪)

বিসরে গৃহ সপনেহুঁ সুধি নাহীঁ। জিমি পরদ্রোহ সন্ত মন মাহীঁ॥
তব রঘুপতি সব সখা বোলাএ। আই সবন্হি সাদর সিরু নাএ॥

পরম প্রীতি সমীপ বৈঠারে। ভগত সুখদ মৃদু বচন উচারে॥
তুম্হ অতি কীন্হি মোরি সেবকাঈ। মুখ পর কেহি বিধি করৌ বড়াঈ॥

তাতে মোহি তুম্হ অতি প্রিয় লাগে। মম হিত লাগি ভবন সুখ ত্যাগে॥
অনুজ রাজ সম্পতি বৈদেহী। দেহ গেহ পরিবার সনেহী॥

সব মম প্রিয় নহিঁ তুম্হহি সমানা। মৃষা ন কহউঁ মোর যহ বানা॥
সব কেঁ প্রিয় সেবক যহ নীতী। মোরেঁ অধিক দাস পর প্রীতী॥

প্রকারের সুখ ও সম্পত্তি লাভ করে থাকেন। তাঁরা জগতে দেবদুর্লভ সুখ ভোগ করে অন্তকালে শ্রীরঘুনাথের পরমধামে গমন করেন॥ ২॥ যে সকল জীবন্মুক্ত, বৈরাগী ও বিষয়ী শ্রবণ করেন তাঁরা যথাক্রমে ভক্তি, মুক্তি ও নবীন সম্পত্তি (নিত্যনূতন ভোগ) লাভ করেন। হে পক্ষীরাজ শ্রীগরুড় ! আমি সাধ্য মতন শ্রীরামলীলা সংকীর্তন করলাম যা (গতায়াত) ভয় ও দুঃখ হরণ করে থাকে॥ ৩॥ এই রামচরিত বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তি দৃঢ় করে এবং মোহরূপী নদী অতিক্রমণের জন্য সুন্দর জলযান। অযোধ্যায় নিত্যপ্রতি নবসাজে মঙ্গলোৎসব হতে লাগল, সকল বর্গের লোকই আনন্দে পরিপূর্ণ॥ ৪॥ ভগবান শ্রীশংকর, ভগবান শ্রীব্রহ্মা ও মুনিগণ অর্চিত প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে সকলের নিত্যনূতন প্রীতি অধিষ্ঠিত হতে লাগল। ভিক্ষুকদের বহুরকমের বস্ত্রালংকার ধারণ করানো হল আর ব্রাহ্মণগণ বিবিধ প্রকারের দান লাভ করলেন॥ ৫॥

দোহা—বানরদের তখন ব্রহ্মানন্দ অনুভূতি লাভ হচ্ছিল। সকলেই শ্রীপ্রভুর চরণে অনুরাগরঞ্জিত হয়ে ছিল। কীভাবে কালাতিপাত হল তারা জানতেও পারল না আর ছয় মাস কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেল॥ ১৫॥

চৌপাই—তারা সকলে নিজ গৃহ বিস্মরণ হয়েছিল। (জেগে থাকবার সময়ের কথার প্রশ্নই ওঠে না) তাদের স্বপ্নেও গৃহের কথা মনে পড়ত না ; যেমন সাধুদের মনে অপরের সঙ্গে শত্রুতা করবার কথা কখনও মনে আসে না। তখন শ্রীরঘুনাথ সখা সকলকে ডাকলেন। সকলে এসে পরম সমাদরে তাঁকে প্রণাম জানাল॥ ১॥ পরম প্রীতি সহকারে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাদের কাছে বসালেন আর ভক্তদের সুখদ স্নেহসিক্ত উক্তি করলেন—তোমরা আমার খুব সেবা করেছ। তোমাদের সামনে তোমাদের সুখ্যাতি করবার ইচ্ছা আমার নেই। আমার সেবায় তোমরা গৃহ ও সকল সুখ বিসর্জন দিয়েছিলে, তাই তোমরা আমার অতিশয় প্রিয়। অনুজ, সাম্রাজ্য, সম্পত্তি, জানকী, নিজ দেহ, গৃহ, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু এ সবই আমার প্রিয় কিন্তু এরা তোমাদের মতন আমার কাছে প্রিয় কেউই নয়। আমি মিথ্যা বলি না কারণ তা আমার স্বভাব। সকল সেবকে প্রীত করা আমার নীতি কিন্তু দাসের উপর স্বাভাবিক ভাবেই আমার বিশেষ প্রীতি॥ ২-৪॥

দোহা (১৬)

অব গৃহ জাহু সখা সব ভজেহু মোহি দৃঢ় নেম।
সদা সর্বগত সর্বহিত জানি করেহু অতি প্রেম॥

চৌপাই (১—৪)

সুনি প্রভু বচন মগন সব ভএ। কো হম কহাঁ বিসরি তন গএ॥
একটক রহে জোরি কর আগে। সকহিঁ ন কছু কহি অতি অনুরাগে॥
পরম প্রেম তিন্হ কর প্রভু দেখা। কহা বিবিধি বিধি গ্যান বিসেষা॥
প্রভু সন্মুখ কছু কহন ন পারহিঁ। পুনি পুনি চরন সরোজ নিহারহিঁ॥
তব প্রভু ভূষন বসন মগাএ। নানা রঙ্গ অনূপ সুহাএ॥
সুগ্রীবহি প্রথমহিঁ পহিরাএ। বসন ভরত নিজ হাথ বনাএ॥
প্রভু প্রেরিত লছিমন পহিরাএ। লঙ্কাপতি রঘুপতি মন ভাএ॥
অঙ্গদ বৈঠ রহা নহিঁ ডোলা। প্রীতি দেখি প্রভু তাহি ন বোলা॥

দোহা (১৭ ক, খ)

জামবন্ত নীলাদি সব পহিরাএ রঘুনাথ।
হিয়ঁ ধরি রাম রূপ সব চলে নাই পদ মাথ॥
তব অঙ্গদ উঠি নাই সিরু সজল নয়ন কর জোরি।
অতি বিনীত বোলেউ বচন মনহুঁ প্রেম রস বোরি॥

চৌপাই (১—৩)

সুনু সর্বগ্য কৃপা সুখ সিন্ধো। দীন দয়াকর আরত বন্ধো॥
মরতী বের নাথ মোহি বোলী। গয়উ তুম্হারেহি কোঁছেঁ ঘালী॥
অসরন সরন বিরদু সম্ভারী। মোহি জনি তজহু ভগত হিতকারী॥
মোরেঁ তুম্হ প্রভু গুর পিতু মাতা। জাউঁ কহাঁ তজি পদ জলজাতা॥
তুম্হহি বিচারি কহহু নরনাহা। প্রভু তজি ভবন কাজ মম কাহা॥
বালক গ্যান বুদ্ধি বল হীনা। রাখহু সরন নাথ জন দীনা॥

দোহা—হে সখাসকল ! এইবার তোমরা গৃহে ফিরে যাও ; সেইখানে আমার স্মরণ-মননে সতত নিত্যযুক্ত থেকো। আমাকে সর্বাত্মক ও সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী জেনে আমাতে প্রেমপ্রীতি রাখবে॥ ১৬॥

চৌপাই—শ্রীপ্রভুর উক্তি শ্রবণ করে সকলে প্রেমময় হয়ে গেলেন। তাঁরা স্থান, কাল ও দেহবোধ বিরহিত হয়ে গেলেন। শ্রীপ্রভুর সামনে হাতজোড় করে সকলেই তাকিয়ে রইলেন। প্রেমাতিশয্যে তাঁদের মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছিল না॥ ১॥ শ্রীপ্রভু তখন তাঁদের কৃপাকটাক্ষ দান করলেন আর বিবিধভাবে বহু জ্ঞানোপদেশ দিলেন। শ্রীপ্রভুর সম্মুখে তাঁরা কিছু বলতে পারছিলেন না। তাঁরা বারে বারে শ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করছিলেন॥ ২॥ অতঃপর শ্রীপ্রভু অনুপম সুন্দর চিত্রবিচিত্র বস্ত্রালংকার আনলেন। প্রথমে শ্রীভরত নিজ হস্তে সুগ্রীবকে বস্ত্রালংকার ধারণ করালেন॥ ৩॥ অতঃপর শ্রীপ্রভুর প্রেরণায় শ্রীলক্ষ্মণ বিভীষণকে বস্ত্রালংকার ধারণ করালেন ; শ্রীরঘুপতি তাই দেখে আনন্দিত হলেন, অঙ্গদ বসেই থাকলেন, তিনি নিজের স্থান থেকে একটুও নড়লেন না। তাঁর প্রবল প্রীতি দেখে শ্রীপ্রভু তাঁকে ডাকলেন না॥ ৪॥

দোহা—*জাম্ববান ও নীল আদিকে শ্রীরঘুনাথ স্বয়ং বস্ত্রালংকার ধারণ করিয়ে দিলেন। তাঁরা সকলে অন্তরে শ্রীরামচন্দ্রকে অধিষ্ঠিত রেখে শ্রীপ্রভুর চরণে প্রণাম নিবেদন করে চললেন॥ ১৭ (ক)॥*

দোহা—*তখন অঙ্গদ উঠে প্রণাম নিবেদন করে সজল নয়নে হাতজোড় করে সবিনয়ে প্রেমসিঞ্চিত সুমধুর উক্তি করলেন॥ ১৭ (খ)॥*

চৌপাই— (বালীপুত্র অঙ্গদ বললেন—) হে অন্তর্যামী শ্রীভগবান ! হে সুখদ কৃপাসিন্ধু ! হে দীনশরণ ! হে আর্তবন্ধু ! শুনুন। হে নাথ ! মৃত্যুকালে আমার পিতৃদেব বালী আমাকে আপনার ক্রোড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। অতএব হে ভক্তবৎসল ! শরণাগতকে রক্ষা করবার আপনার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না। আমার প্রভু, গুরু, পিতা-মাতা সব কিছুই তো আপনি স্বয়ং। আপনার শ্রীপাদপদ্ম ছেড়ে আমি কোথায় যাব ? ১-২॥ হে মহারাজ ! আপনিই বিচার করে দেখুন শ্রীপ্রভুকে ছেড়ে গৃহে আমার জন্য কোন কার্য অপেক্ষা করে আছে ? হে নাথ ! এই জ্ঞান-বুদ্ধি-বল বিরহিত দীনহীন বালক ও দীনহীন সেবককে শরণাগতি দান করুন॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

নীচি টহল গৃহ কৈ সব করিহউঁ। পদ পঙ্কজ বিলোকি ভব তরিহউঁ॥
অস কহি চরন পরেউ প্রভু পাহী। অব জনি নাথ কহহু গৃহ জাহী॥

দোহা (১৮ ক, খ)

অঙ্গদ বচন বিনীত সুনি রঘুপতি করুনা সীঁব।
প্রভু উঠাই উর লায়উ সজল নয়ন রাজীব॥
নিজ উর মাল বসন মনি বালিতনয় পহিরাই।
বিদা কীন্হি ভগবান তব বহু প্রকার সমুঝাই॥

চৌপাই (১—৫)

ভরত অনুজ সৌমিত্রি সমেতা। পঠবন চলে ভগত কৃত চেতা॥
অঙ্গদ হৃদয়ঁ প্রেম নহি থোরা। ফিরি ফিরি চিতব রাম কী ওরা॥
বার বার কর দন্ড প্রনামা। মন অস রহন কহহিঁ মোহি রামা॥
রাম বিলোকনি বোলনি চলনী। সুমিরি সুমিরি সোচত হঁসি মিলনী॥
প্রভু রুখ দেখি বিনয় বহু ভাষী। চলেউ হৃদয়ঁ পদ পঙ্কজ রাখী॥
অতি আদর সব কপি পহুঁচাএ। ভাইন্হ সহিত ভরত পুনি আএ॥
তব সুগ্রীব চরন গহি নানা। ভাঁতি বিনয় কীন্হে হনুমানা॥
দিন দস করি রঘুপতি পদ সেবা। পুনি তব চরন দেখিহউঁ দেবা॥
পুন্য পুঞ্জ তুম্হ পবনকুমারা। সেবহু জাই কৃপা আগারা॥
অস কহি কপি সব চলে তুরন্তা। অঙ্গদ কহই সুনহু হনুমন্তা॥

দোহা (১৯ ক)

কহেহু দন্ডবত প্রভু সৈঁ তুম্হহি কহউঁ কর জোরি।
বার বার রঘুনায়কহি সুরতি করাএহু মোরি॥

আমি গৃহের অকিঞ্চিতকর সেবার নিত্যযুক্ত থাকব আর আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে করতে ভবসাগর অতিক্রম করে যাব। এইরূপ নিবেদন করে তিনি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণ সংলগ্ন হয়ে বললেন—হে প্রভু ! আমাকে রক্ষা করুন। আমাকে গৃহে ফিরে যেতে বলবেন না॥ ৪॥

দোহা—অঙ্গদের কাতর প্রার্থনা শুনে করুণাকর প্রভু শ্রীরঘুপতি তাঁকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। শ্রীপ্রভুর রাজীবলোচন প্রেমাশ্রু সজল হয়ে উঠল॥ ১৮ (ক)॥

দোহা—তখন শ্রীভগবান নিজ অঙ্গের মাল্য, বস্ত্রালংকার আদি ধারণ করিয়ে এবং তাঁকে অনেক বুঝিয়ে বিদায় দিলেন॥ ১৮(খ)॥

চৌপাই—ভক্তকৃত কার্যসকল স্মরণ করে শ্রীভরত, অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীশত্রুঘ্ন অঙ্গদকে পৌঁছে দিতে চললেন। গমনকালে অঙ্গদের চিত্তে অপরিসীম প্রীতি ছিল তাই তিনি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে বারে বারে পিছন ফিরে দর্শন করে নিচ্ছিলেন॥ ১॥ তিনি বারে বারে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দণ্ডবৎ প্রণামও করছিলেন। তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করেছিলেন যে প্রভু তাঁকে থাকতে বলবেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাকটাক্ষ, কথন-চলন-হসন ভঙ্গি স্মরণ করে তিনি বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিলেন॥ ২॥ কিন্তু শ্রীপ্রভু সিদ্ধান্তে অটল দেখে বহু সবিনয় নিবেদন করে ও চিত্তে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করে তিনি চললেন। পরম সমাদরে সকল বানরকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে অনুজদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীভরত ফিরে এলেন॥ ৩॥ তখন শ্রীহনুমান সুগ্রীবের চরণ ধারণ করে মিনতি করে বললেন—হে দেব ! দশ (কিছু) দিন শ্রীরঘুনাথের চরণ সেবা করে তারপর আমি আপনার চরণযুগল দর্শন করব॥ ৪॥ (সুগ্রীব বললেন—) হে পবননন্দন ! তুমি মহা পুণ্যবান (তাই শ্রীভগবান তোমাকে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করেছেন) বেশ, তুমি কৃপাকর শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় নিত্যযুক্ত থাকো। এইরূপ বলে বানরগণ তৎক্ষণাৎ যাত্রা করলেন। অঙ্গদ বললেন—হে হনুমান ! শোনো ॥ ৫॥

দোহা—(অঙ্গদ বললেন—হে হনুমান ! শোনো।) আমি তোমাকে করজোড়ে বলছি শ্রীপ্রভুকে আমার দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করে বারে বারে আমার কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিও॥ ১৯ (ক)॥

দোহা (১৯ খ, গ)

অস কহি চলেউ বালিসুত ফিরি আয়উ হনুমন্ত।
তাসু প্রীতি প্রভু সন কহী মগন ভএ ভগবন্ত॥

কুলিসহু চাহি কঠোর অতি কোমল কুসুমহু চাহি।
চিত্ত খগেস রাম কর সমুঝি পরই কহু কাহি॥

চৌপাই (১—৪)

মুনি কৃপাল লিয়ো বোলি নিষাদা। দীন্হে ভূষন বসন প্রসাদা॥
জাহু ভবন মম সুমিরন করহূ। মন ক্রম বচন ধর্ম অনুসরেহূ॥

তুম্হ মম সখা ভরত সম ভ্রাতা। সদা রহেহু পুর আবত জাতা॥
বচন সুনত উপজা সুখ ভারী। পরেউ চরন ভরি লোচন বারী॥

চরন নলিন উর ধরি গৃহ আবা। প্রভু সুভাউ পরিজনন্হি সুনাবা॥
রঘুপতি চরিত দেখি পুরবাসী। পুনি পুনি কহহি ধন্য সুখরাসী॥

রাম রাজ বৈঠেঁ ত্রৈলোকা। হরষিত ভএ গএ সব সোকা॥
বয়রু ন কর কাহূ সন কোঈ। রাম প্রতাপ বিষমতা খোঈ॥

দোহা (২০)

বরনাশ্রম নিজ নিজ ধরম নিরত বেদ পথ লোগ।
চলহি সদা পাবহি সুখহি নহিঁ ভয় সোক ন রোগ॥

চৌপাই (১—২)

দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা। রাম রাজ নহিঁ কাহুহি ব্যাপা॥
সব নর করহিঁ পরস্পর প্রীতী। চলহিঁ স্বধর্ম নিরত শ্রুতি নীতী॥

চারিউ চরন ধর্ম জগ মাহীঁ। পূরি রহা সপনেহুঁ অঘ নাহীঁ॥
রাম ভগতি রত নর অরু নারী। সকল পরম গতি কে অধিকারী॥

দোহা— এইরূপ বলে বালীপুত্র অঙ্গদ চললেন আর শ্রীহনুমান ফিরে এলেন। তিনি প্রত্যাগমন করে শ্রীপ্রভুকে অঙ্গদের অনুরাগের কথা জানালেন। তা শ্রবণ করে শ্রীভগবান প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন॥ ১৯ (খ)॥

দোহা —(কাকভূশণ্ডি বললেন —) হে শ্রীগরুড় ! শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত একাধারে বজ্রসম কঠোর আবার পুষ্পসম অতিশয় কোমল। তাহলে বলুন, তা কার পক্ষে বোধগম্য হওয়া সম্ভব ? ১৯ (গ)॥

চৌপাই— অতঃপর কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র নিষাদরাজ গুহককে ডাকলেন আর তাকে অলংকার ও বস্ত্র প্রসাদরূপে দিলেন। (অতঃপর তাকে বললেন—) এখন তুমিও ঘরে ফিরে যাও। সেইখানে আমার স্মরণ-মননে নিত্যযুক্ত থেকো আর কায়মনোবাক্যে ধর্মপথে অবিচল থেকো॥ ১॥ তুমি আমার সখা আর ভরতসম ভ্রাতা। অযোধ্যার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখো। শ্রীপ্রভুর কথা শ্রবণ করে গুহক কৃতকৃত্য হয়ে গেল। প্রেমানন্দে অশ্রুসজল হয়ে সে শ্রীপ্রভুর চরণ সংলগ্ন হল॥ ২॥ গুহক অন্তরে শ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম ধারণ করে ঘরে ফিরে গেল। অতঃপর সে তাঁর আত্মীয়স্বজনকে শ্রীপ্রভুর গুণগান করে মুগ্ধ করল। শ্রীরঘুনাথের নয়নাভিরাম লীলা প্রত্যক্ষ করে অযোধ্যার জনগণ সুখরাজি শ্রীরামচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় নিত্যযুক্ত হল॥ ৩॥ রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ত্রিভুবনে আনন্দের হিল্লোল দেখা দিল, সর্বত্র শোক মুছে গেল। সকলে শত্রুতা ভুলে গেল। শ্রীপ্রভুর কৃপায় সকলে বৈষম্য বিস্মৃত হল॥ ৪॥

দোহা— সকলেই নিজ বর্ণ ও আশ্রম অনুকূলে ধর্মপালনে তৎপর হল। বেদ কথিত পথে গমন করে সকলে সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করল। ভয় ও শোক অন্তর্নিহিত হল। সকলেই ভবরোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করে আনন্দময় হয়ে গেল॥ ২০॥

চৌপাই— রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জগতের ত্রিতাপ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক আর কাউকে সন্তপ্ত করতে পারল না। জনগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি বৃদ্ধি হল। সকলেই বেদ কথিত নীতি অনুসরণ করে নিজ নিজ ধর্মপালনে নিত্যযুক্ত থাকতে লাগল॥ ১॥ (সত্য, শৌচ, দয়া ও দান রূপে) চতুর্বিধ পথে ধর্ম জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করল ; স্বপ্নেও কোথাও পাপ রইল না। তখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই রামভক্ত হয়ে পরমগতি (মোক্ষ)

চৌপাই (৩—৪)

অল্পমৃত্যু নহিঁ কবনিউ পীরা। সব সুন্দর সব বিরুজ সরীরা॥
নহি দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা। নহিঁ কোউ অবুধ ন লচ্ছন হীনা॥

সব নির্দম্ভ ধর্মরত পুনী। নর অরু নারি চতুর সব গুনী॥
সব গুনগ্য পণ্ডিত সব গ্যানী। সব কৃতগ্য নহিঁ কপট সয়ানী॥

দোহা (২১)

রাম রাজ নভগেস সুনু সচরাচর জগ মাহিঁ।
কাল কর্ম সুভাব গুন কৃত দুখ কাহুহি নাহিঁ॥

চৌপাই (১—৪)

ভূমি সপ্ত সাগর মেখলা। এক ভূপ রঘুপতি কোসলা॥
ভুঅন অনেক রোম প্রতি জাসূ। যহ প্রভুতা কছু বহুত ন তাসূ॥

সো মহিমা সমুঝত প্রভু কেরী। যহ বরনত হীনতা ঘনেরী॥
সোউ মহিমা খগেস জিন্হ জানী। ফিরি এহিঁ চরিত তিন্হহুঁ রতি মানী॥

সোউ জানে কর ফল যহ লীলা। কহহিঁ মহা মুনিবর দমসীলা॥
রাম রাজ কর সুখ সম্পদা। বরনি ন সকই ফনীস সারদা॥

সব উদার সব পর উপকারী। বিপ্র চরন সেবক নর নারী॥
একনারি ব্রত রত সব ঝারী। তে মন বচ ক্রম পতি হিতকারী॥

দোহা (২২)

দণ্ড জতিন্হ কর ভেদ জহঁ নর্তক নৃত্য সমাজ।
জীতহু মনহি সুনিঅ অস রামচন্দ্র কে রাজ॥

লাভ করবার যোগ্যতা অর্জন করল॥ ২॥ অকাল মৃত্যু বন্ধ হল। সকলেই রোগভোগ বিরহিত হয়ে সুন্দর দেহ লাভ করল। দারিদ্র্য, দুঃখ ও দীনহীন ভাবের অবসান হল। কেউ মূর্খ রইল না। শুভলক্ষণ বিরহিত কেউ রইল না॥ ৩॥ সকলেই দম্ভ বিরহিত, ধর্মপরায়ণ ও পুণ্যাত্মা হয়ে উঠল। নরনারী নির্বিশেষে সকলেই চতুর ও গুণধাম হয়ে উঠল। সকলেই গুণের সমাদরকারী, পণ্ডিত ও জ্ঞানী হয়ে উঠল। সকলের মধ্যেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবার গুণ দেখা গেল ; ছলচাতুরী তখন অন্তর্ধান করল॥ ৪॥

দোহা— (কাকভূশণ্ডি বললেন—) হে পক্ষীরাজ শ্রীগরুড় ! শুনুন। রামরাজ্যে জগতে স্থাবর জঙ্গম সকলই কাল, কর্ম, স্বভাব ও গুণ উদ্ভূত দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করল (বন্ধন ছিন্ন হল)॥ ২১॥

চৌপাই—চন্দ্রহারসম সপ্তসাগর বেষ্টিত এই পৃথিবীতে শ্রীরঘুপতি একমাত্র রাজা—যাঁর প্রতি লোমকূপে অগণিত ব্রহ্মাণ্ড। তাঁর কাছে এই সপ্তদ্বীপের প্রভুত্ব এমন কী ! ১॥ বস্তুত শ্রীপ্রভুর সেই মহিমা বোঝবার পরও এই কথা বললে (যে তিনি সপ্তসাগর পরিবেষ্টিত সপ্তদ্বীপময় পৃথিবীর একছত্র সম্রাট), তাঁকে ছোট করা হবে। তবুও হে শ্রীগরুড় ! যাঁরা তাঁর মহিমা জানেন তাঁরাও তাঁর এই লীলাতে অতিশয় প্রীতি আস্বাদন করে থাকেন॥ ২॥ তাদের প্রীতি আস্বাদন করবার কারণ ও মহিমা জানতে পারবার ফল এই লীলার অনুভূতি লাভ করা—এইরূপই ইন্দ্রিয় নিগ্রহকারী শ্রেষ্ঠ মহামুনিগণ বলে থাকেন। রামরাজ্যে শেষনাগ ও দেবী সরস্বতীও সুখসম্পদের বর্ণনা করে শেষ করতে পারবেন না॥ ৩॥ রামরাজ্যে সকল ব্যক্তিই উদারচিত্ত, সকলেই পরোপকারী আর সকলেই ব্রাহ্মণদের চরণের সেবক। সকল পুরুষই স্বভার্যার সেবনকারী। এইভাবে রমণীগণও কায়মনোবাক্যে পতির অনুকূল॥ ৪॥

দোহা—রামরাজ্যে দণ্ড কেবল সন্ন্যাসীদের হস্তে থাকে আর ভেদ নর্তক ও নৃত্যশিল্পে ব্যবহৃত হয়। সেখানে 'জয় কর' কেবল মনকে জয় করবার জন্য ব্যবহৃত হয় (অর্থাৎ রাজনীতিতে শত্রুকে পরাভূত করতে ও চোর-ডাকাতকে দমন করবার জন্য সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ— এই চার উপায় ব্যবহৃত হয়। রামরাজ্যে কেউ শত্রু নয় তাই 'জয় কর' কেবল মনকে জয় করবার জন্যই বলা হয়ে থাকে। কেউ অপরাধই করে না তাই কারও দণ্ড হয় না ; দণ্ড তাই কেবল

চৌপাই (১—৫)

ফূলহিঁ ফরহিঁ সদা তরু কানন। রহহিঁ এক সঁগ গজ পঞ্চানন॥
খগ মৃগ সহজ বয়রু বিসরাঈ। সবন্হি পরস্পর প্রীতি বঢ়াঈ॥
কূজহিঁ খগ মৃগ নানা বৃন্দা। অভয় চরহিঁ বন করহিঁ অনন্দা॥
সীতল সুরভি পবন বহ মন্দা। গুঞ্জত অলি লৈ চলি মকরন্দা॥
লতা বিটপ মাগে মধু চবহীঁ। মনভাবতো ধেনু পয় স্রবহীঁ॥
সসি সম্পন্ন সদা রহ ধরনী। ত্রেতাঁ ভই কৃতজুগ কৈ করনী॥
প্রগটীঁ গিরিন্হ বিবিধি মনি খানী। জগদাতমা ভূপ জগ জানী॥
সরিতা সকল বহহিঁ বর বারী। সীতল অমল স্বাদ সুখকারী॥
সাগর নিজ মরজাদাঁ রহহীঁ। ডারহিঁ রত্ন তটন্হি নর লহহীঁ॥
সরসিজ সঙ্কুল সকল তড়াগা। অতি প্রসন্ন দস দিসা বিভাগা॥

দোহা (২৩)

বিধু মহি পূর ময়ূখন্হি রবি তপ জেতনেহি কাজ।
মাগেঁ বারিদ দেহিঁ জল রামচন্দ্র কেঁ রাজ॥

চৌপাই (১—৩)

কোটিন্হ বাজিমেধ প্রভু কীন্হে। দান অনেক দ্বিজন্হ কহঁ দীন্হে॥
শ্রুতি পথ পালক ধর্ম ধুরন্ধর। গুনাতীত অরু ভোগ পুরন্দর॥
পতি অনুকূল সদা রহ সীতা। সোভা খানি সুসীল বিনীতা॥
জানতি কৃপাসিন্ধু প্রভুতাঈ। সেবতি চরন কমল মন লাঈ॥
জদ্যপি গৃহঁ সেবক সেবকিনী। বিপুল সদা সেবা বিধি গুনী॥
নিজ কর গৃহ পরিচরজা করঈ। রামচন্দ্র আয়সু অনুসরঈ॥

সন্ন্যাসীদের হস্তে ধারণ করা দণ্ডকেই বোঝায়। সকলেই অনুকূল তাই ভেদনীতি প্রয়োজন হয় না ; 'ভেদ' শব্দ কেবল সুর ও তালের ভেদকে বোঝাবার কাজেই লাগে)॥ ২২॥

চৌপাই—অরণ্যে বৃক্ষকুল সদা পল্লবিত ও পুষ্পিত আর ফলভারে অবনমিত থাকে। গজ ও সিংহ (শত্রুতা ভুলে) এক সঙ্গে বাস করে। পক্ষী ও পশু সকলেই স্বাভাবিক শত্রুতা বিসর্জন দিয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ করে মিলেমিশে থাকে॥ ১॥ পক্ষীগণ কূজন করে। বিভিন্ন রকমের পশুগণ অরণ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করে আর আনন্দে থাকে। মৃদুমন্দ সুশীতল সুগন্ধিত বায়ুপ্রবাহ সকলকে সুখ বিতরণ করে। ভ্রমর পুষ্পরস মধু গ্রহণ করে সুমধুর গুঞ্জরণে মত্ত হয়ে থাকে॥ ২॥ চাওয়ামাত্র লতা-বৃক্ষ মকরন্দ সুধা (মধু) ক্ষরণ করে। গাভীসকল প্রাণভরে দুগ্ধ দান করে। ভূমি সদা শস্য শ্যামল থাকে। ত্রেতা যুগেই তখন সত্যযুগের সম্ভার দেখা দিয়েছিল॥ ৩॥ অখিল জগদাত্মা শ্রীভগবানকে জগৎপতি জেনে পর্বতসকল বহু রকমের মণিমুক্তো খনি উপহার দিয়েছে। নদীতে তখন শ্রেষ্ঠ, শীতল, নির্মল ও সুখপ্রদ সুস্বাদু জলপ্রবাহ দেখা গেল॥ ৪॥ সমুদ্র কখনও তার মর্যাদা লঙ্ঘন করবার সাহস করে না ; তা তরঙ্গ দ্বারা সমুদ্র তটে রত্নসম্ভার বিতরণ করে যা জনগণ পেয়ে রামরাজ্যের মহিমা সংকীর্তন করে। সরোবরসকল তখন কমলে পূর্ণ থাকে। অঙ্গরাজ্যসকল প্রসন্নচিত্তে রামরাজ্যসুখ ভোগ করে॥ ৫॥

দোহা—রামরাজ্যে চন্দ্র নিজ (অমৃতসম সুখপ্রদ) চন্দ্রালোকে ধরণীকে প্লাবিত করে রাখে। সূর্যালোকের উত্তাপ পরিমিত হয় আর কামনা করলেই মেঘ পরিমিত জল দান করে সকলকে সুখ প্রদান করে॥ ২৩॥

চৌপাই—প্রভু শ্রীরামচন্দ্র কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করলেন আর ব্রাহ্মণদের প্রভূত দানাদি দিলেন। তিনি বেদপথপালনকারী, ধর্মপথ অনুসরণকারী, (প্রকৃতিগত সত্ত্ব, রজ ও তম) ত্রিগুণাতীত আর ভোগে (ঐশ্বর্যে) ইন্দ্রসম॥ ১॥ শোভাকার, সুশীলা ও বিনীতা সীতাদেবী সতত পতির অনুকূল থাকেন। তিনি জানেন যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ; তিনি সতত তাই শ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম সেবায় নিত্যযুক্ত থাকেন॥ ২॥ যদিও গৃহে সেবা নিপুণ দাসদাসীর অভাব নেই তবু (শ্রীপ্রভুর সেবার মাহাত্ম্য জেনে) সীতাদেবী

চৌপাই (৪—৫)

জেহি বিধি কৃপাসিন্ধু সুখ মানই। সোই কর শ্রী সেবা বিধি জানই॥
কৌসল্যাদি সাসু গৃহ মাহীঁ। সেবই সবন্হি মান মদ নাহীঁ॥
উমা রমা ব্রহ্মাদি বন্দিতা। জগদম্বা সন্ততমনিন্দিতা॥

দোহা (২৪)

জাসু কৃপা কটাচ্ছু সুর চাহত চিতব ন সোই।
রাম পদারবিন্দ রতি করতি সুভাবহি খোই॥

চৌপাই (১—৪)

সেবহিঁ সানকূল সব ভাঈ। রাম চরন রতি অতি অধিকাঈ॥
প্রভু মুখ কমল বিলোকত রহহীঁ। কবহুঁ কৃপাল হমহি কছু কহহীঁ॥
রাম করহিঁ ভ্রাতন্হ পর প্রীতী। নানা ভাঁতি সিখাবহিঁ নীতী॥
হরষিত রহহিঁ নগর কে লোগা। করহিঁ সকল সুর দুর্লভ ভোগা॥
অহনিসি বিধিহি মনাবত রহহীঁ। শ্রীরঘুবীর চরন রতি চহহীঁ॥
দুই সুত সুন্দর সীতাঁ জাএ। লব কুস বেদ পুরানন্হ গাএ॥
দোউ বিজঈ বিনঈ গুন মন্দির। হরি প্রতিবিম্ব মনহুঁ অতি সুন্দর॥
দুই দুই সুত সব ভ্রাতন্হ কেরে। ভএ রূপ গুন সীল ঘনেরে॥

দোহা (২৫)

গ্যান গিরা গোতীত অজ মায়া মন গুন পার।
সোই সচ্চিদানন্দ ঘন কর নর চরিত উদার॥

চৌপাই (১)

প্রাতকাল সরউ করি মজ্জন। বৈঠহিঁ সভাঁ সঙ্গ দ্বিজ সজ্জন॥
বেদ পুরান বসিষ্ট বখানহিঁ। সুনহিঁ রাম জদ্যপি সব জানহিঁ॥

গৃহের সকল সেবা নিজ হস্তে করে থাকেন। তিনি সতত প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ পালনে তৎপর থাকেন॥ ৩॥ কৃপাসাগর শ্রীরামচন্দ্র যাতে সুখানুভূতি লাভ করেন, সীতাদেবী তাই করে থাকেন ; কারণ তিনি সেবাধর্ম বিধি জানেন। গৃহে সীতাদেবী কৌশল্যাদি সকল শ্বশ্রূমাতার সেবা নিজ হস্তে করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর অহংকার ও মদ আদৌ নেই॥ ৪॥ (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে উমা ! জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবী (সীতাদেবী) তো ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বন্দিতা ও সতত অনিন্দিতা (সর্বগুণসম্পন্না)॥ ৫॥

দোহা—সতত কৃপাকটাক্ষ কামনা করলেও যে লক্ষ্মীদেবী চঞ্চলা হওয়ার কারণে দেবতাদের দিকে ফিরেও তাকান না তিনিই (আবার সীতাদেবীরূপে) নিজ স্বাভাবিক চঞ্চল স্বভাব সংযত করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম সেবায় নিত্যযুক্ত থাকেন॥ ২৪॥

চৌপাই—অনুজ ভ্রাতাগণ শ্রীপ্রভুর অনুকূল থেকে তাঁর সেবায় রত থাকেন, শ্রীরামচন্দ্রের চরণে যে তাদের অদম্য প্রীতি। তাঁরা সতত শ্রীপ্রভুর মুখারবিন্দ দর্শন করতে থাকেন আর আশা করেন যে শ্রীপ্রভু তাঁদের কিছু করতে আদেশ করবেন॥ ১॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রেরও ভ্রাতাদের উপর প্রবল প্রীতি। তিনি সতত তাঁদের বহু রকমের নীতির শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অযোধ্যার প্রজাগণ মহানন্দে বাস করেন আর সকল রকমের দেবদুর্লভ সুখ ও ভোগ উপভোগ করেন॥ ২॥ তাঁরা দিবারাত্র বিধাতার কাছে একটাই প্রার্থনা করে যান যেন শ্রীরঘুবীরের চরণযুগলে তাঁদের প্রীতি চিরন্তন হয়। সীতাদেবীর লব ও কুশ নামক পুত্র সন্তান লাভ হল যার উল্লেখ বেদ ও পুরাণে পাওয়া যায়॥ ৩॥ সন্তানযুগল ছিলেন সুনিপুণ যোদ্ধা, নম্র ও গুণধাম আর অনিন্দ্যসুন্দর তনু। তাঁদের দেখে শ্রীহরির প্রতিবিম্বরূপই মনে হোত। ভ্রাতাদেরও দুইটি করে পুত্র সন্তান লাভ হল। সন্তানসকল পরম সুন্দর গুণবান ও সুশীল ছিলেন॥ ৪॥

দোহা—যিনি (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) জ্ঞান-বাণী-ইন্দ্রিয়াতীত ও শাশ্বত সত্য সনাতন আর মায়াতীত, মনাতীত ও গুণাতীত—সেই সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানই শ্রেষ্ঠ নরলীলা করছেন॥ ২৫॥

চৌপাই—শ্রীপ্রভু প্রাতঃকালেই সরযূ নদীতে স্নানাদি সমাপন করে ব্রাহ্মণ ও বিদ্বৎসমাজ সহিত সভাতে বসেন। গুরু বশিষ্ঠদেব বেদ ও পুরাণ কথা বলে

চৌপাই (২—৪)

অনুজন্হ সংজুত ভোজন করহীঁ। দেখি সকল জননীঁ সুখ ভরহীঁ॥
ভরত সত্রুহন দোনউ ভাঈ। সহিত পবনসুত উপবন জাঈ॥
বূঝহিঁ বৈঠি রাম গুন গাহা। কহ হনুমান সুমতি অবগাহা॥
সুনত বিমল গুন অতি সুখ পাবহিঁ। বহুরি বহুরি করি বিনয় কহাবহিঁ॥
সব কেঁ গৃহ গৃহ হোহিঁ পুরানা। রামচরিত পাবন বিধি নানা॥
নর অরু নারি রাম গুন গানহিঁ। করহিঁ দিবস নিসি জাত ন জানহিঁ॥

দোহা (২৬)

অবধপুরী বাসিন্হ কর সুখ সম্পদা সমাজ।
সহস সেষ নহিঁ কহি সকহিঁ জহঁ নৃপ রাম বিরাজ॥

চৌপাই (১—৪)

নারদাদি সনকাদি মুনীসা। দরসন লাগি কোসলাধীসা॥
দিন প্রতি সকল অজোধ্যা আবহিঁ। দেখি নগরু বিরাগু বিসরাবহিঁ॥
জাতরূপ মনি রচিত অটারীঁ। নানা রঙ্গ রুচির গচ ঢারী॥
পুর চহুঁ পাস কোট অতি সুন্দর। রচে কঁগূরা রঙ্গ রঙ্গ বর॥
নব গ্রহ নিকর অনীক বনাঈ। জনু ঘেরী অমরাবতি আঈ॥
মহি বহু রঙ্গ রচিত গচ কাঁচা। জো বিলোকি মুনিবর মন নাচা॥
ধবল ধাম উপর নভ চুম্বত। কলস মনহুঁ রবি সসি দুতি নিন্দত॥
বহু মনি রচিত ঝরোখা ভ্রাজহিঁ। গৃহ গৃহ প্রতি মনি দীপ বিরাজহিঁ॥

ছন্দ

মনি দীপ রাজহিঁ ভবন ভ্রাজহিঁ দেহরীঁ বিদ্রুম রচী।
মনি খম্ভ ভীতি বিরঞ্চি বিরচী কনক মনি মরকত খচী॥
সুন্দর মনোহর মন্দিরায়ত অজির রুচির ফটিক রচে।
প্রতি দ্বার দ্বার কপাট পুরট বনাই বহু বজ্রন্হি খচে॥

যান আর সর্বজ্ঞ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তা শ্রবণ করে যেতে থাকেন॥ ১॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতাদের সঙ্গে আহার করেন। তাঁকে এইরূপ মিলেমিশে একাকার হতে দেখে জননীসকল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যান। শ্রীভরত ও শ্রীশত্রুঘ্ন ভ্রাতাযুগল শ্রীহনুমানের সঙ্গে পুষ্পোদ্যানে গমন করে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন আর শ্রীহনুমান অন্তরে প্রীতি ধারণ করে বুদ্ধি-বিচারপূর্বক তার বর্ণনা করেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নির্মল লীলাবৃত্তান্ত শ্রবণ করে অনুজদ্বয় পরম সুখানুভূতি লাভ করেন আর সবিনয়ে তা বারে বারে বলবার জন্য অনুরোধ করে যান॥ ২-৩॥ অযোধ্যায় তখন ঘরে ঘরে পুরাণ ও পবিত্র রামচরিত কথার আলোচনা হয়। সেই লীলা সংকীর্তনে নরনারী নির্বিশেষে সকলকেই যুক্ত হতে দেখা যায়। তারা সেই লীলাকথা শ্রবণের আনন্দে এমন মশগুল থাকে যে দিবারাত্রের গমনাগমনের হিসাব তাদের থাকে না॥ ৪॥

দোহা—যেখানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং নৃপতিরূপে নিজ পূর্ণ মহিমায় বিরাজমান, সেই অযোধ্যাবাসীদের সুখসম্পদসমূহের বর্ণনা সহস্র শেষনাগও করতে পারবেন না॥ ২৬॥

চৌপাই—দেবর্ষি নারদ ও সনকাদি শ্রেষ্ঠ মুনিগণ কৌশলরাজ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করবার জন্য প্রতিদিন অযোধ্যায় আসেন আর সেই (দিব্য) নগরকে অবলোকন করে বৈরাগ্য বিস্মরণ করেন॥ ১॥ অট্টালিকাসকল (দিব্য) সুবর্ণমণ্ডিত ও মণিমাণিক্যখচিত। সেই অট্টালিকার কক্ষতলও চিত্রবিচিত্র ও মণিমাণিক্যখচিত। নগরের চতুর্দিকে পরম সুন্দর প্রাচীর যাতে চিত্রবিচিত্র কার্নিসের অনুপম শোভা বর্তমান॥ ২॥ সেই অনুপম সুন্দর প্রাচীর দেখে মনে হয় যেন নবগ্রহ বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অমরাবতীকে ঘিরে ফেলেছে। ভূমিতে (পথে) বিভিন্ন বর্ণের স্ফটিকের ঢালাই যা শ্রেষ্ঠ মুনিদের মনও হরণ করতে সক্ষম॥ ৩॥ অট্টালিকাসমূহের শীর্ষসকল আকাশচুম্বী। নিজ দিব্য জ্যোতিতে অট্টালিকার শীর্ষে অবস্থিত কলসসকল যেন সূর্যের ও চন্দ্রের জ্যোতিকেও উপহাস করে। (মহলে) বহু মণিমাণিক্যখচিত গবাক্ষের অনুপম সৌন্দর্য। প্রতি গৃহে মণিময় দীপের শোভা বর্তমান॥ ৪॥

ছন্দ—ঘরে ঘরে মণিময় দীপের অনুপম শোভা। প্রবালখচিত সিংহদ্বার দেদীপ্যমান। স্তম্ভসকল মণিময়। মরকতমণি (পান্না) খচিত সুবর্ণময় পরম সুন্দর

দোহা (২৭)

চারু চিত্রসালা গৃহ গৃহ প্রতি লিখে বনাই।
রাম চরিত জে নিরখ মুনি তে মন লেহিঁ চোরাই॥

চৌপাই (১—৪)

সুমন বাটিকা সবহিঁ লগাঈঁ। বিবিধ ভাঁতি করি জতন বনাঈঁ॥
লতা ললিত বহু জাতি সুহাঈঁ। ফূলহি সদা বসন্ত কি নাঈঁ॥
গুঞ্জত মধুকর মুখর মনোহর। মারুত ত্রিবিধি সদা বহ সুন্দর॥
নানা খগ বালকন্হি জিআএ। বোলত মধুর উড়াত সুহাএ॥
মোর হংস সারস পারাবত। ভবননি পর সোভা অতি পাবত॥
জহঁ তহঁ দেখহি নিজ পরিছাহীঁ। বহু বিধি কূজহিঁ নৃত্য করাহীঁ॥
সুক সারিকা পঢ়াবহিঁ বালক। কহহু রাম রঘুপতি জনপালক॥
রাজ দুআর সকল বিধি চারূ। বীথীঁ চৌহট রুচির বজারূ॥

ছন্দ

বাজার রুচির ন বনই বরনত বস্তু বিনু গথ পাইএ।
জহঁ ভূপ রমানিবাস তহঁ কী সম্পদা কিমি গাইএ॥
বৈঠে বজাজ সরাফ বনিক অনেক মনহুঁ কুবের তে।
সব সুখী সব সচ্চরিত সুন্দর নারি নর সিসু জরঠ জে॥

দোহা (২৮)

উত্তর দিসি সরজূ বহ নির্মল জল গম্ভীর।
বাঁধে ঘাট মনোহর স্বল্প পঙ্ক নহিঁ তীর॥

চৌপাই (১)

দূরি ফরাক রুচির সো ঘাটা। জহঁ জল পিঅহিঁ বাজি গজ ঠাটা॥
পনিঘট পরম মনোহর নানা। তহাঁ ন পুরুষ করহিঁ অস্নানা॥

দেওয়ালসকল দেখে মনে হয় তা যেন বিধাতার স্বহস্তে নির্মিত। মহল সুন্দর মনোহর ও বিশালাকার। তাতে সুন্দর স্ফটিক নির্মিত আঙিনা। প্রতি দ্বারে দেদীপ্যমান হীরক খচিত সুবর্ণময় কপাট॥

দোহা—*প্রতি গৃহে চিত্রকলার মনোহর বিন্যাস যাতে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের লীলার কথাগুলি পটচিত্র রূপে অঙ্কিত হয়ে বিরাজমান আছে। সেই সকল এত সুন্দর যে মুনিগণেরও তা দেখে চিত্ত হরণ হয়ে থাকে॥ ২৭॥*

চৌপাই— সকলেই যত্নপূর্বক বিভিন্ন প্রকারের পুষ্পোদ্যান রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। তাতে সতত বসন্ত কালসম নানা জাতির সুন্দর ও ললিত লতা-বৃক্ষাদি পল্লবিত ও পুষ্পিত থাকে॥ ১॥ পুষ্পোদ্যানে সতত সুমধুর স্বরে ভ্রমর গুঞ্জরণ করে। সেখানে সতত মৃদুমন্দ, শীতল ও সুগন্ধিত বাতাস প্রবাহিত হয়। বালকেরা বহু পাখী পোষে যা সুন্দর কথা বলেও তারা উড়লে খুব সুন্দর দেখায়॥ ২॥ গৃহ সকলের উপর বসে থাকা ময়ূর, হংস, সারস ও পারাবত সকল খুব সুন্দর লাগে। সেই পক্ষীসকল মণিময় দেওয়াল ও ছাদে নিজ প্রতিবিম্বকে অন্য একটি পক্ষী মনে করে তার সঙ্গে কথা বলে ও নৃত্য করে॥ ৩॥ বালকগণ টিয়া-ময়নাদের 'রাম', 'রঘুপতি', 'জনপালক' বলা শেখায়। রাজদ্বার সর্বতোভাবে সুন্দর। গলিপথ, চৌমাথা ও পণ্যবীথিসকল সকলই সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ॥ ৪॥

ছন্দ— *হাট-বাজার এত সুন্দর যে তা বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়। সেইখানে বহু জিনিষ বিনামূল্যেই পাওয়া যায়। যেখানে নৃপতি স্বয়ং শ্রীপতি সেখানে সম্পদের বর্ণনা করা কেমন করে সম্ভব ? বস্ত্র ব্যবসায়ী ও মহাজনকে সেইখানে কুবেরসম বসে থাকতে দেখা যায়। নারী-পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ সকলেই সুখী ; সদাচারযুক্ত ও সুন্দর॥*

দোহা—*নগরের উপকণ্ঠে উত্তর দিকে সরযূ ধারা প্রবাহ যার জল নির্মল ও গভীর। সেই নদীর তীরে অনুপম সুন্দর ঘাট বাঁধানো ; সেইখানে কোথাও কর্দমের চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না॥ ২৮॥*

চৌপাই—সেইসকল ঘাট থেকে অল্প কিছু দূরে সেই সুন্দর ঘাট যেখানে অশ্ব ও গজ দল বেঁধে জলপান করে থাকে। পানীয় জল সংগ্রহ করবার জন্য (মহিলাদের) বহু পৃথক ঘাট আছে যা অতীব সুন্দর। সেইখানে পুরুষগণ স্নান

চৌপাই (২—৪)

রাজঘাট সব বিধি সুন্দর বর। মজ্জহিঁ তহাঁ বরন চারিউ নর।।
তীর তীর দেবন্হ কে মন্দির। চহুঁ দিসি তিন্হ কে উপবন সুন্দর।।
কহুঁ কহুঁ সরিতা তীর উদাসী। বসহি গ্যান রত মুনি সন্ন্যাসী।।
তীর তীর তুলসিকা সুহাঈ। বৃন্দ বৃন্দ বহু মুনিন্হ লগাঈ।।
পুর সোভা কছু বরনি ন জাঈ। বাহের নগর পরম রুচিরাঈ।।
দেখত পুরী অখিল অঘ ভাগা। বন উপবন বাপিকা তড়াগা।।

ছন্দ

বাপীঁ তড়াগ অনূপ কূপ মনোহরায়ত সোহহীঁ।
সোপান সুন্দর নীর নির্মল দেখি সুর মুনি মোহহীঁ।।
বহু রঙ্গ কঞ্জ অনেক খগ কূজহিঁ মধুপ গুঞ্জারহীঁ।
আরাম রম্য পিকাদি খগ রব জনু পথিক হঙ্কারহীঁ।।

দোহা (২৯)

রমানাথ জহঁ রাজা সো পুর বরনি কি জাই।
অনিমাদিক সুখ সম্পদা রহীঁ অবধ সব ছাই।।

চৌপাই (১—৩)

জহঁ তহঁ নর রঘুপতি গুন গাবহিঁ। বৈঠি পরস্পর ইহই সিখাবহিঁ।।
ভজহু প্রনত প্রতিপালক রামহি। সোভা সীল রূপ গুন ধামহি।।
জলজ বিলোচন স্যামল গাতহি। পলক নয়ন ইব সেবক ত্রাতহি।।
ধৃত সর রুচির চাপ তূনীরহি। সন্ত কঞ্জ বন রবি রনধীরহি।।
কাল করাল ব্যাল খগরাজহি। নমত রাম অকাম মমতা জহি।।
লোভ মোহ মৃগজূথ কিরাতহি। মনসিজ করি হরি জন সুখদাতহি।।

করে না॥ ১॥ সর্বশ্রেষ্ঠ হল রাজঘাট যা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যসম্পন্ন। সেইখানে চতুর্বর্ণের পুরুষগণ স্নান করে থাকেন। সরযূর তীরে নানা স্থানে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে যার প্রত্যেকটি পুষ্পোদ্যান দ্বারা পরিবেষ্টিত॥ ২॥ নদীতটে স্থানে স্থানে বৈরাগ্যবান জ্ঞানী, সাধু-সন্ন্যাসী ও মুনিগণ নিবাস করেন। তাই সরযূর তীরে সুন্দর নব তুলসীকমল দেখা যায় যা মুনিগণ সংরক্ষণ করে থাকেন॥ ৩॥ নগরের সৌন্দর্য বর্ণনাতীত যা বলাই বাহুল্য। নগরের বাইরেও সেই পরম সৌন্দর্য দেখা যায়। শ্রীঅযোধ্যা অতীব পুণ্যভূমি যা দর্শন করলে সম্পূর্ণ পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয়। (সেইখানে) অরণ্য উদ্যান, কূপ ও সরোবরের এক ভিন্ন সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান॥ ৪॥

ছন্দ—জলাধার, সরোবর আর মনোহর বিশাল কূপ সর্বত্র শোভমান যার মণিময় সোপান ও নির্মল জল দেখে দেবতা ও মুনিগণ পর্যন্ত মোহিত হয়ে যান। (সরোবরে) বিভিন্ন বর্ণের কমল প্রস্ফুটিত থাকে যার উপর বহু পক্ষী কূজন করে ও ভ্রমর গুঞ্জরণ করে। (পরম) রমণীয় পুষ্পোদ্যান কোকিল আদি পক্ষীগণের সুন্দর ডাক যেন পথচারীকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে থাকে॥

***দোহা**—যেখানে শ্রীলক্ষ্মীপতি ভগবান স্বয়ং রাজারূপে বিরাজমান সেই নগরের বর্ণনা করা কি আদৌ সম্ভব ? অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ও সকল সুখসম্পদ অযোধ্যায় যেন ছেয়ে আছে॥ ২৯॥*

চৌপাই— সর্বত্র জনগণ শ্রীরঘুপতির গুণসংকীর্তনে নিত্যযুক্ত থাকে আর বসে পরস্পরকে এই কথা বলে যে শরণাগতবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করো ; শোভা-সদাচার-রূপ-গুণধাম শ্রীরঘুনাথের ভজনা করো॥ ১॥ রাজীবলোচন দূর্বাদলশ্যাম সুন্দরের ভজনা করো। অক্ষিপল্লব যেমনভাবে নয়নকে রক্ষা করে থাকে তেমনভাবে যিনি সেবকদের রক্ষা করে থাকেন সেই শ্রীপ্রভুর ভজনা করো। সুন্দর ধনুর্বাণ তরকচ ধারণকারীর ভজনা করো। সন্তরূপ কমলবনকে (প্রস্ফুটিত) করবার জন্য সূর্যরূপ রণকুশল শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করো॥ ২॥ কালরূপ ভয়ানক সর্প ভক্ষণকারী শ্রীরামরূপ গরুড়কে ভজনা করো। নিষ্কামভাবে প্রণাম নিবেদন করা মাত্র যিনি মোহ বিনাশ করেন সেই শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করো। লোভ-মোহ রূপ মৃগসকল বধকারী শ্রীরামচন্দ্ররূপ ব্যাধকে ভজনা করো। মদনরূপ গজর জন্য সিংহরূপ ও সেবকদের সুখ

চৌপাই (৪—৫)

সংসয় সোক নিবিড় তম ভানুহি। দনুজ গহন ঘন দহন কৃসানুহি॥
জনকসুতা সমেত রঘুবীরহি। কস ন ভজহু ভঞ্জন ভব ভীরহি॥
বহু বাসনা মসক হিম রাসিহি। সদা একরস অজ অবিনাসিহি॥
মুনি রঞ্জন ভঞ্জন মহি ভারহি। তুলসিদাস কে প্রভুহি উদারহি॥

দোহা (৩০)

এহি বিধি নগর নারি নর করহিঁ রাম গুন গান।
সানুকূল সব পর রহহি সন্তত কৃপানিধান॥

চৌপাই (১—৪)

জব তে রাম প্রতাপ খগেসা। উদিত ভয়উ অতি প্রবল দিনেসা॥
পূরি প্রকাস রহেউ তিহুঁ লোকা। বহুতেন্হ সুখ বহুতন মন সোকা॥
জিন্হহি সোক তে কহউঁ বখানী। প্রথম অবিদ্যা নিসা নসানী॥
অঘ উলূক জহঁ তহাঁ লুকানে। কাম ক্রোধ কৈরব সকুচানে॥
বিবিধ কর্ম গুন কাল সুভাউ। এ চকোর সুখ লহহিঁ ন কাউ॥
মৎসর মান মোহ মদ চোরা। ইন্হ কর হুনর ন কবনিহুঁ ওরা॥
ধরম তড়াগ গ্যান বিগ্যানা। এ পঙ্কজ বিকসে বিধি নানা॥
সুখ সন্তোষ বিরাগ বিবেকা। বিগত সোক এ কোক অনেকা॥

দোহা (৩১)

যহ প্রতাপ রবি জাকেঁ উর জব করই প্রকাস।
পছিলে বাঢ়হিঁ প্রথম জে কহে তে পাবহিঁ নাস॥

চৌপাই (১)

ভ্রাতন্হ সহিত রামু এক বারা। সঙ্গ পরম প্রিয় পবনকুমারা॥
সুন্দর উপবন দেখন গএ। সব তরু কুসুমিত পল্লব নএ॥

প্রদানকারী শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করো॥ ৩॥ সংশয় ও শোকরূপ ঘন অন্ধকার বিনাশকারী শ্রীরামরূপ সূর্যকে ভজনা করো। রাক্ষসরূপ গহন অরণ্য ভস্মকারী শ্রীরামরূপ সূর্যকে ভজনা করো। রাক্ষসরূপ গহন অরণ্য ভস্মকারী শ্রীরামরূপ অগ্নির ভজনা করো। ভব (জন্ম-মৃত্যু) ভয় বিনাশকারী জানকীদেবী সহিত শ্রীরঘুবীরের কেন ভজনা করিস না ? ৪॥ প্রভূত বাসনারূপ মশক বিনাশকারী শ্রীরামরূপ হিমরাশির ভজনা করো। সতত নির্বিকার শাশ্বত অবিনাশী শ্রীরঘুনাথের ভজনা করো। মুনিমনরঞ্জন ভবভারভঞ্জন তুলসীদাসের উদার (দয়ালু) প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভজনায় নিত্যযুক্ত হয়ে যাও॥ ৫॥

দোহা—এইভাবে নরনারী নির্বিশেষে অযোধ্যার জনগণ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের লীলা সংকীর্তন করে থাকেন আর কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্র সতত সকলের উপর অতিশয় প্রসন্ন থাকেন॥ ৩০॥

চৌপাই—(শ্রীকাকভূশণ্ডি বললেন—) হে পক্ষীরাজ শ্রীগরুড় ! যখন থেকে শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রমরূপ প্রবল প্রতাপ সূর্য উদয় হয়েছে তার প্রভাবে ত্রিভুবন সূর্যালোকে পরিপূর্ণ হয়েছে। তা কারো মনে সুখ আর কারো মনে দুঃখদায়ক হল॥ ১॥ যাদের দুঃখ হল তাদের কথা আগে শুনুন। (ত্রিভুবন সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হতে) অবিদ্যারূপ রাত্রির অবসান হল আর পাপরূপ পেচক যেখানে পারল মুখ লুকিয়ে ফেলল ; আর কাম-ক্রোধরূপ কুমুদিনী বিশুষ্ক হয়ে পড়ল॥ ২॥ (বন্ধনকারী) কর্ম, গুণ, কালের স্বভাব চকোরসম হয়, তাই শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রমরূপ সূর্যোদয় হলে তাদের সুখানুভূতি লাভ না হওয়াই স্বাভাবিক। মৎসর, মান, মোদ ও মদের স্বভাব চোর-প্রতারকসম হয়, তাই সূর্যোদয়ে তাদের বৃত্তি (জীবিকা) নষ্ট হল॥ ৩॥ ধর্মরূপ সরোবরে জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ কমল প্রস্ফুটিত হল। সুখ সন্তোষ, বৈরাগ্য ও বিবেকরূপ চক্রবাক শোক বিরহিত হল॥ ৪॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রমরূপ সূর্য অন্তরকে আলোকোদ্ভাসিত করলে ধর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সুখ, সন্তোষ, বৈরাগ্য ও বিবেকের উন্নতি হয় আর অবিদ্যা, পাপ, কাম, ক্রোধ, কর্ম, কাল, গুণ, স্বভাবাদি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়॥ ৩১॥

চৌপাই—একবার অনুজগণসহ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পরম প্রিয় শ্রীহনুমানকে সঙ্গে নিয়ে সুরম্য পুষ্পোদ্যানে এলেন। পুষ্পোদ্যান নবপত্রদল যুক্ত

চৌপাই (২—৪)

জানি সময় সনকাদিক আএ। তেজ পুঞ্জ গুন সীল সুহাএ॥
ব্রহ্মানন্দ সদা লয়লীনা। দেখত বালক বহুকালীনা॥

রূপ ধরে জনু চারিউ বেদা। সমদরসী মুনি বিগত বিভেদা॥
আসা বসন ব্যসন যহ তিন্হহীঁ। রঘুপতি চরিত হোই তহঁ সুনহীঁ॥

তহাঁ রহে সনকাদি ভবানী। জহঁ ঘটসম্ভব মুনিবর গ্যানী॥
রাম কথা মুনিবর বহু বরনী। গ্যান জোনি পাবক জিমি অরনী॥

দোহা (৩২)

দেখি রাম মুনি আবত হরষি দন্ডবত কীন্হ।
স্বাগত পূঁছি পীত পট প্রভু বৈঠন কহঁ দীন্হ॥

চৌপাই (১—৪)

কীন্হ দণ্ডবত তীনিউঁ ভাঈ। সহিত পবনসুত সুখ অধিকাঈ॥
মুনি রঘুপতি ছবি অতুল বিলোকী। ভএ মগন মন সকে ন রোকী॥

স্যামল গাত সরোরুহ লোচন। সুন্দরতা মন্দির ভব মোচন॥
একটক রহে নিমেষ ন লাবহিঁ। প্রভু কর জোরেঁ সীস নবাবহিঁ॥

তিন্হ কৈ দসা দেখি রঘুবীরা। শ্রবত নয়ন জল পুলক সরীরা॥
কর গহি প্রভু মুনিবর বৈঠারে। পরম মনোহর বচন উচারে॥

আজু ধন্য মৈঁ সুনহু মুনীসা। তুম্হরেঁ দরস জাহিঁ অঘ খীসা॥
বড়ে ভাগ পাইব সতসঙ্গা। বিনহিঁ প্রয়াস হোহিঁ ভব ভঙ্গা॥

বৃক্ষসকলে পরিপূর্ণ ছিল॥ ১॥ উত্তম সময় সমাগত মনে করে সনকাদি মুনিগণের আগমন হল। মুনিগণ তেজপুঞ্জস্বরূপ, সদ্‌গুণ ও সদাচারযুক্ত ছিলেন। তাঁরা সতত ব্রহ্মানন্দে লীন থাকতেন, অতি প্রাচীনকালের হলেও তাঁদের বালকসম মনে হোত॥ ২॥ তাঁদের দেখে মনে হোত যেন বেদ চতুষ্টয় বালকরূপ ধারণ করে এসেছেন। মুনিগণ সমদর্শী ও ভেদাভেদ জ্ঞানরহিত এবং দিগ্বসন। শ্রীরঘুপতি লীলাপ্রসঙ্গে তাঁদের পরম প্রীতি ছিল। তাই শ্রীহরি কথা হলেই তাঁরা সেখানে ছুটে যেতেন॥ ৩॥ (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে ভবানী ! সনকাদি মুনিগণ জ্ঞানী মুনিবর অগস্ত্যের কাছ থেকে এসেছিলেন। মুনিবর তাঁদের শ্রীরামচন্দ্রের বহু লীলাবৃত্তান্ত বলেছিলেন। যেমন অরণি কাষ্ঠ অগ্নি উৎপন্ন করতে সক্ষম তেমনই মুনিবরের কথা জ্ঞান উৎপন্ন করতে সক্ষম ছিল॥ ৪॥

দোহা—সনকাদি মুনিগণকে আসতে দেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আনন্দে তাঁদের দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর কুশল প্রশ্ন করে তাঁদের উপবেশন করবার জন্য প্রভু নিজের পীতাম্বর পেতে দিলেন॥ ৩২॥

চৌপাই—অতঃপর শ্রীহনুমানসহিত অনুজ তিনজন দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করলেন। সকলেই তখন সুখানুভূতি লাভ করলেন। মুনিগণ শ্রীরঘুপতির অতুলনীয় ও অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি দেখে তাতেই মগ্ন হয়ে গেলেন। তাঁরা মনকে বশীভূত রাখতে সক্ষম ছিলেন না॥ ১॥ তাঁরা ভব (জন্ম-মৃত্যু) বন্ধন থেকে মুক্তিপ্রদানকারী কমলনয়ন নয়নাভিরাম শ্যামসুন্দর শ্রীরামচন্দ্রের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ; তখন তাঁদের চোখের পাতাও পড়ছিল না। এদিকে শ্রীপ্রভু হাতজোড় করে মস্তক অবনত করে তাঁদের প্রণাম নিবেদন করলেন॥ ২॥ তাঁদের (প্রেমবিহ্বল) অবস্থা প্রত্যক্ষ করে (তাঁদের মতনই) শ্রীরঘুবীরের নয়ন প্রেমাশ্রুসজল হল আর অঙ্গ পুলকিত হল। তদনন্তর শ্রীপ্রভু তাঁদের হাত ধরে উপবেশন করালেন আর সুমধুর উক্তি করলেন—হে মহামুনিগণ ! শুনুন। আপনাদের আগমনে আমি ধন্য। আপনাদের দর্শন লাভ করলেই সকল পাপ স্খালন হয়ে যায়। পরম সৌভাগ্যেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়ে থাকে, যাতে অনায়াসে জন্ম-মৃত্যু চক্র ছিন্ন হয়ে যায়॥ ৩-৪॥

দোহা (৩৩)

সন্ত সঙ্গ অপবর্গ কর কামী ভব কর পন্থ।
কহহিঁ সন্ত কবি কোবিদ শ্রুতি পুরান সদগ্রন্থ॥

চৌপাই (১—৪)

সুনি প্রভু বচন হরষি মুনি চারী। পুলকিত তন অস্তুতি অনুসারী॥
জয় ভগবন্ত অনন্ত অনাময়। অনঘ অনেক এক করুনাময়॥

জয় নির্গুন জয় জয় গুন সাগর। সুখ মন্দির সুন্দর অতি নাগর॥
জয় ইন্দিরা রমন জয় ভূধর। অনুপম অজ অনাদি সোভাকর॥

গ্যান নিধান অমান মানপ্রদ। পাবন সুজস পুরান বেদ বদ॥
তগ্য কৃতগ্য অগ্যতা ভঞ্জন। নাম অনেক অনাম নিরঞ্জন॥

সর্ব সর্বগত সর্ব উরালয়। বসসি সদা হম কহুঁ পরিপালয়॥
দ্বন্দ বিপতি ভব ফন্দ বিভঞ্জয়। হৃদি বসি রাম কাম মদ গঞ্জয়॥

দোহা (৩৪)

পরমানন্দ কৃপায়তন মন পরিপূরন কাম।
প্রেম ভগতি অনপায়নী দেহু হমহি শ্রীরাম॥

চৌপাই (১—২)

দেহু ভগতি রঘুপতি অতি পাবনি। ত্রিবিধি তাপ ভব দাপ নসাবনি॥
প্রনত কাম সুরধেনু কলপতরু। হোই প্রসন্ন দীজৈ প্রভু যহ বরু॥

ভব বারিধি কুম্ভজ রঘুনায়ক। সেবত সুলভ সকল সুখ দায়ক॥
মন সম্ভব দারুন দুখ দারয়। দীনবন্ধু সমতা বিস্তারয়॥

দোহা—সাধুসঙ্গে মোক্ষ (ভববন্ধন থেকে মুক্তি) লাভ আর কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ লাভে ভববন্ধন (জন্মমৃত্যু বন্ধন) হয়ে থাকে। এই কথাই সাধুসন্ত, কবি, পণ্ডিত ও বেদ-পুরাণ আদি সকল সদ্গ্রন্থই বলে থাকেন॥ ৩৩॥

চৌপাই—শ্রীপ্রভুর উক্তি শ্রবণ করে মুনিচতুষ্টয় হর্ষোৎফুল্ল ও পুলকিত চিত্ত হয়ে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন—হে ভগবান ! আপনার জয় হোক। আপনি অনন্ত, অসীম, বিকার বিরহিত, নিষ্পাপ, বিশ্বরূপ, অদ্বিতীয় ও কল্যাণময়॥ ১॥ হে নির্গুণ ! আপনার জয় হোক। হে গুণসাগর ! আপনার জয় হোক, জয় হোক। আপনি সুখধাম, পরমসুন্দর ও সুচতুর। হে শ্রীলক্ষ্মীপতি ! আপনার জয় হোক। হে ধরণীধর ! আপনার জয় হোক। আপনি অনুপম, শাশ্বত, অনাদি ও শোভাকর॥ ২॥ আপনি জ্ঞানবিগ্রহ। আপনি স্বয়ং মান-সম্মানের ঊর্ধ্বে হয়েও অপরকে সম্মান দান করে থাকেন। বেদ ও পুরাণ সতত আপনার পবিত্র লীলা সংকীর্তন করেন। আপনি তত্ত্বজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও অজ্ঞাননাশক। হে নিরঞ্জন (মায়াতীত) ! আপনার বহু (অনন্ত) নাম হয়েও আপনি নামাতীত॥ ৩॥ আপনি সর্বরূপ, সর্বব্যাপী ও সকলের অন্তরে সতত বিরাজমান থাকেন ; (অতএব) আমাদের আপনি রক্ষা করুন। আপনি (রাগ-দ্বেষ, অনুকূল-প্রতিকূল, জন্ম-মৃত্যু আদি) দ্বন্দ্ব, দুর্গতি ও জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি দিন। হে শ্রীরামচন্দ্র ! আপনি আমাদের অন্তরে বিরাজমান থেকে কাম ও মদকে সমূলে বিনাশ করুন॥ ৪॥

দোহা—আপনি স্বয়ং পরমানন্দ বিগ্রহ। আপনি কৃপাসিন্ধু। আপনি মনের কামনা-বাসনা পূরণ করে থাকেন। হে শ্রীরামচন্দ্র ! আপনি আমাদের অবিচল প্রেম ও ভক্তি দান করুন॥ ৩৪॥

চৌপাই—হে শ্রীরঘুনাথ ! আমাদের আপনার অতিশয় পবিত্রতা প্রদানকারী ভক্তি প্রদান করুন ; ত্রিতাপ ও ভবভয় নিবারক ভক্তিও প্রদান করুন। হে কামধেনু ও কল্পতরুসম শরণাগতবৎসল শ্রীপ্রভু ! প্রসন্ন হয়ে আমাদের এই বর প্রদান করুন॥ ১॥ হে শ্রীরঘুনাথ ! আপনি অগস্ত্যমুনিসম জন্ম-মৃত্যুরূপ সাগরকে শোষণ করতে সক্ষম। আপনি সেবকের (ভক্তজনের) জন্য সহজলভ্য আর সর্বসুখপ্রদায়ক। হে দীনবন্ধু ! মনোজাত দারুণ দুঃখ

চৌপাই (৩—৫)

আস ত্রাস ইরিষাদি নিবারক। বিনয় বিবেক বিরতি বিস্তারক॥
ভূপ মৌলি মনি মন্ডন ধরনী। দেহি ভগতি সংসৃতি সরি তরনী॥
মুনি মন মানস হংস নিরন্তর। চরন কমল বন্দিত অজ সংকর॥
রঘুকুল কেতু সেতু শ্রুতি রচ্ছক। কাল করম সুভাউ গুন ভচ্ছক॥
তারন তরন হরন সব দূষন। তুলসিদাস প্রভু ত্রিভুবন ভূষন॥

দোহা (৩৫)

বার বার অস্তুতি করি প্রেম সহিত সিরু নাই।
ব্রহ্ম ভবন সনকাদি গে অতি অভীষ্ট বর পাই॥

চৌপাই (১—৪)

সনকাদিক বিধি লোক সিধাএ। ভ্রাতন্হ রাম চরন সির নাএ॥
পূছত প্রভুহি সকল সকুচাহীঁ। চিতবহিঁ সব মারুতসুত পাহীঁ॥
সুনী চহহিঁ প্রভু মুখ কৈ বানী। জো সুনি হোই সকল ভ্রম হানী॥
অন্তরজামী প্রভু সভ জানা। বূঝত কহহু কাহ হনুমানা॥
জোরি পানি কহ তব হনুমন্তা। সুনহু দীনদয়াল ভগবন্তা॥
নাথ ভরত কছু পূঁছন চহহীঁ। প্রশ্ন করত মন সকুচত অহহীঁ॥
তুম্হ জানহু কপি মোর সুভাউ। ভরতহি মোহি কছু অন্তর কাউ॥
সুনি প্রভু বচন ভরত গহে চরনা। সুনহু নাথ প্রনতারতি হরনা॥

দোহা (৩৬)

নাথ ন মোহি সন্দেহ কছু সপনেহুঁ সোক ন মোহ।
কেবল কৃপা তুম্হারিহি কৃপানন্দ সন্দোহ॥

চৌপাই (১)

করউঁ কৃপানিধি এক ঢিঠাঈ। মৈঁ সেবক তুম্হ জন সুখদাঈ॥
সন্তন্হ কৈ মহিমা রঘুরাঈ। বহু বিধি বেদ পুরনন্হ গাঈ॥

নিবারণ করুন ; আমাদের মধ্যে সমদৃষ্টির বিস্তার করুন॥ ২॥ আপনি বিষয়াসক্তি, ভয় ও ঈর্ষা আদি দূর করে থাকেন। আপনি বিনয়, বিবেক ও বৈরাগ্য বিস্তার করে থাকেন। হে রাজরাজেশ্বর ও ধরণীর আভরণ শ্রীরামচন্দ্র। সংসৃতি (জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রবাহ) রূপ নদী অতিক্রম করবার জন্য তরণীরূপ আপনার ভক্তি আমাদের প্রদান করুন॥ ৩॥ হে মুনিমন মানস সরোবরে সতত নিবাসকারী হংস ! আপনার শ্রীপাদপদ্ম শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীশংকর দ্বারা সেবিত। আপনি রঘুকুলকেতু, বেদ মর্যাদারক্ষক আর কাল, কর্ম ও গুণ (রূপ বন্ধন) নাশন॥ ৪॥ আপনি স্বয়ং মুক্ত তাই অন্যকে মুক্তি প্রদানে সক্ষম ও সকল দোষহারী। আপনি ত্রিভুবনের বিভূষণ। আপনিই তুলসীদাসের প্রভু॥ ৫॥

দোহা—প্রেমানুরাগরঞ্জিতভাবে বারে বারে মস্তক অবনমনপূর্বক স্তুতি করে বাঞ্ছিত বর পেয়ে সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মলোকে ফিরে গেলেন॥ ৩৫॥

চৌপাই—সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মলোকে গমন করবার পর অনুজগণ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণে মস্তক অবনমন করলেন। অনুজদের প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে কিছু প্রশ্ন করবার ছিল কিন্তু সংকোচে তা জিজ্ঞাসা না করতে পেরে শ্রীহনুমানের দিকে তাঁরা তাকিয়ে রইলেন॥ ১॥ তাঁরা শ্রীপ্রভুর কথিত উত্তর নিজের কানে শুনতে চান যাতে তাঁদের সকল সংশয় তিরোহিত হয়। অন্তর্যামী শ্রীপ্রভু সব কথাই জানতে পেরে গেলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন—বল হনুমান ! কী বলতে চাও ? ২॥ তখন শ্রীহনুমান হাতজোড় করে বললেন—হে দীনশরণ শ্রীভগবান ! শুনুন। হে নাথ ! শ্রীভরত আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চান কিন্তু তিনি প্রশ্ন করতে সংকোচ বোধ করছেন॥ ৩॥ (শ্রীভগবান বললেন—) হে হনুমান ! তুমি তো ভালোভাবে জান যে ভরত আর আমার মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। শ্রীপ্রভুর কথা শ্রবণ করে শ্রীভরত তাঁর শ্রীচরণ ধারণ করলেন (আর বললেন—) হে নাথ ! হে শরণাগতবৎসল ! শুনুন॥ ৪॥

দোহা—(শ্রীভরত বললেন—) হে নাথ ! কোনও সন্দেহ অথবা স্বপ্নেও শোক ও মোহ আমার নেই। হে কৃপাকর আনন্দধাম ! এই সকল আপনারই কৃপারই ফল॥ ৩৬॥

চৌপাই— তবুও হে কৃপানিধান ! আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। আমি সেবক ও আপনি সেবকবৎসল সুখধাম। হে শ্রীরঘুনাথ ! বেদ ও পুরাণে

চৌপাই (২—৪)

শ্রীমুখ তুম্হ পুনি কীন্হি বড়াঈ। তিন্হ পর প্রভুহি প্রীতি অধিকাঈ॥
সুনা চহউঁ প্রভু তিন্হ কর লচ্ছন। কৃপাসিন্ধু গুন গ্যান বিচচ্ছন॥
সন্ত অসন্ত ভেদ বিলগাঈ। প্রনতপাল মোহি কহহু বুঝাঈ॥
সন্তন্হ কে লচ্ছন সুনু ভ্রাতা। অগনিত শ্রুতি পুরান বিখ্যাতা॥
সন্ত অসন্তন্হি কৈ অসি করনী। জিমি কুঠার চন্দন আচরনী॥
কাটই পরসু মলয় সুনু ভাঈ। নিজ গুন দেই সুগন্ধ বসাঈ॥

দোহা (৩৭)

তাতে সুর সীসন্হ চঢ়ত জগ বল্লভ শ্রীখন্ড।
অনল দাহি পীটত ঘনহিঁ পরসু বদন যহ দন্ড॥

চৌপাই (১—৪)

বিষয় অলম্পট সীল গুনাকর। পর দুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর॥
সম অভূতরিপু বিমদ বিরাগী। লোভামরষ হরষ ভয় ত্যাগী॥
কোমলচিত দীনন্হ পর দায়া। মন বচ ক্রম মম ভগতি অমায়া॥
সবহি মানপ্রদ আপু অমানী। ভরত প্রান সম মম তে প্রানী॥
বিগত কাম মম নাম পরায়ন। সান্তি বিরতি বিনীত মুদিতায়ন॥
সীতলতা সরলতা ময়ত্রী। দ্বিজ পদ প্রীতি ধর্ম জনয়ত্রী॥
এ সব লচ্ছন বসহিঁ জাসু উর। জানেহু তাত সন্ত সন্তত ফুর॥
সম দম নিয়ম নীতি নহিঁ ডোলহিঁ। পরুষ বচন কবহূঁ নহিঁ বোলহিঁ॥

সাধুসন্তদের মহিমার বিবিধ বিবরণ আছে॥ ১॥ আপনিও সাধুসন্তদের প্রশংসা বহু বার করেছেন। তাঁদের উপর আপনার বিশেষ প্রীতি বর্তমান। হে প্রভু ! আমি তাঁদের চেনবার জন্য লক্ষণসকল জানতে ইচ্ছুক। আপনি তো কৃপাসিন্ধু আর বিচক্ষণ জ্ঞানী ও গুণী॥ ২॥ হে শরণাগত বৎসল। সাধু ও অসাধু ব্যক্তির লক্ষণসকল আমাকে বুঝিয়ে বলুন। (প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে ভাই ! সাধুসন্তদের বহু লক্ষণ বর্তমান যার বিস্তৃত বিবরণ বেদ ও পুরাণে উল্লিখিত আছে॥ ৩॥ সজ্জন আর দুর্জন ব্যক্তির আচরণ চন্দন ও কুঠারসম হয়ে থাকে। হে ভাই ! শোনো। কুঠার চন্দনকে কাটে (কারণ তার স্বভাব ও কর্মই বৃক্ষসকল ছেদন করা) ; কিন্তু চন্দন (তার স্বভাব হেতু) নিজ গুণ দান করে (আঘাত হানা কুঠারকে) সুগন্ধে সুবাসিত করে॥ ৪॥

দোহা—*তার এই মহৎ গুণের জন্য চন্দন দেবতাদের মস্তকে স্থান পায় আর জগতে সকলেরই প্রিয় কিন্তু কুঠারের মুখ শাস্তি পায় যাতে তাকে আগুনে গরম করে হাতুড়ি দিয়ে পিটুনি সহ্য করতে হয়॥ ৩৭॥*

চৌপাই—সাধুসন্তদের বিষয়াসক্তি থাকে না। তাঁরা সদাচার ও সদ্‌গুণের খনি হয়ে থাকেন। তাঁদের অপরের সুখে সুখ ; অপরের দুঃখে দুঃখ হয়ে থাকে। (স্থান কাল পাত্র নির্বিশেষে) তাঁরা সাম্যভাব বজায় রাখেন। তাদের মনে কারো প্রতি শত্রুতা থাকে না। তাঁরা মদ বিরহিত ও বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে থাকেন তথা লোভ, ক্রোধ ও ভয় সর্বতোভাবে ত্যাগ করেন॥ ১॥ তাঁদের চিত্ত সুকোমল হয়ে থাকে, দীনহীনদের উপর তাদের অসীম দয়া। তাঁরা কায়মনোবাক্যে আমাতে অকপট (বিশুদ্ধ) ভক্তি রাখেন, সকলকে সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন কিন্তু নিজেরা নিরভিমান হন। হে ভরত ! তাঁরা (সাধুসন্তজন) আমার প্রাণসম প্রিয় হয়ে থাকেন॥ ২॥ তাঁদের কামনা-বাসনা বলে কিছু থাকে না, আমার নামে তাঁরা প্রীতি ধারণ করেন ও শান্তি, বৈরাগ্য, বিনয় ও প্রসন্নতার ধাম হয়ে থাকেন। তাঁদের মধ্যে শীতলতা, সরলতা, সকলের প্রতি মৈত্রীভাব থাকে। তাঁদের ব্রাহ্মণের চরণে প্রীতি থাকে যা ধর্মের পথ নির্দেশ করে॥ ৩॥ হে তাত ! এই লক্ষণসকল যাঁর অন্তরে বিরাজমান থাকে তাঁকে সতত প্রকৃত সন্ত ও যথার্থ সাধু বলে জানবে। যাঁরা শম (মনের নিগ্রহ), দম (ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ), নিয়ম ও নীতিতে অবিচল থাকেন আর মুখে কখনও

দোহা (৩৮)

নিন্দা অস্তুতি উভয় সম মমতা মম পদ কঞ্জ।
তে সজ্জন মম প্রানপ্রিয় গুন মন্দির সুখ পুঞ্জ॥

চৌপাই (১—৪)

সুনহু অসন্তন্হ কের সুভাউ। ভূলেহুঁ সঙ্গতি করিঅ ন কাউ॥
তিন্হ কর সঙ্গ সদা দুখদাঈ। জিমি কপিলহি ঘালই হরহাঈ॥

খলন্হ হৃদয়ঁ অতি তাপ বিসেষী। জরহি সদা পর সম্পতি দেখী॥
জহঁ কহুঁ নিন্দা সুনহিঁ পরাঈ। হরষহিঁ মনহুঁ পরী নিধি পাঈ॥

কাম ক্রোধ মদ লোভ পরায়ন। নির্দয় কপটী কুটিল মলায়ন॥
বয়রু অকারন সব কাহূ সোঁ। জো কর হিত অনহিত তাহূ সোঁ॥

ঝূঠই লেনা ঝূঠই দেনা। ঝূঠই ভোজন ঝূঠ চবেনা॥
বোলহি মধুর বচন জিমি মোরা। খাই মহা অহি হৃদয় কঠোরা॥

দোহা (৩৯)

পর দ্রোহী পর দার রত পর ধন পর অপবাদ।
তে নর পাঁবর পাপময় দেহ ধরে মনুজাদ॥

চৌপাই (১)

লোভই ওঢ়ন লোভই ডাসন। সিস্নোদর পর জমপুর ত্রাস ন॥
কাহূ কী জৌ সুনহিঁ বড়াই। স্বাস লেহিঁ জনু জূড়ী আঈ॥

কঠোর বচন ব্যবহার করেন না (সেই সন্তগণ আমার প্রাণসম প্রিয় হতে থাকেন)॥ ৪॥

দোহা— (যাঁরা শম, দম, নিয়ম ও নীতিতে অটল আর মুখে কখনও কঠোর বাক্য ব্যবহার করেন না) যাঁদের নিন্দা ও স্তুতি দুইই সমান হয় আর আমার পাদপদ্মে যাঁদের অনুরাগ বর্তমান থাকে, সেই গুণধাম ও সুখরাজি সাধুসন্তগণ আমার প্রাণসম প্রিয় হয়ে থাকেন॥ ৩৮॥

চৌপাই—এইবার অসাধু (নিকৃষ্ট) ব্যক্তিদের স্বভাব শোনো। ভুল করেও তাদের সঙ্গ করতে নেই। তাদের সঙ্গ সতত দুঃখদায়ক হয়ে থাকে ; যেমন দুষ্ট গাভী কপিলা গাভীকেও দুষ্ট করে তোলে॥ ১॥ দুষ্ট ব্যক্তির চিত্তে অত্যধিক সন্তাপ থাকে। তারা অপরের সম্পদ (সুখ) সহ্য করতে পারে না, অপরের নিন্দা শ্রবণ করে তারা এতই আনন্দিত হয় যেন প্রভূত ধনসম্পদ কুড়িয়ে পেয়েছে॥ ২॥ তারা কাম, ক্রোধ, মদ ও লোভে আসক্ত আর দয়ামায়াহীন, কপটাচারী, কুটিল ও পাপাসক্ত হয়ে থাকে। অকারণে তারা সকলের সঙ্গে শত্রুতা করে আর উপকারকারীরও ক্ষতিসাধন করে থাকে॥ ৩॥ তাদের আদান-প্রদানে মিথ্যার আশ্রয় থাকে। পদে পদে তাদের মিথ্যার ব্যবহার থাকে (অর্থাৎ আদান-প্রদানে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অপরের ভাগ তারা ছিনিয়ে নেয় অথবা মিথ্যা প্রচার করে যে আমি লাখ লাখ টাকা নিয়েছি, কোটি কোটি টাকা দান করেছি। তারা শুকনো রুটি খেয়ে খুব উপাদেয় বস্তু খেয়েছি বলে অথবা মুড়ি চিবিয়ে থেকে বলে বেড়ায় যে তার উত্তম খাদ্যে অরুচি রয়েছে। তাৎপর্য এই যে তারা পদে পদে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে।) ময়ূর (সুমিষ্ট কণ্ঠ হলেও) কঠোর চিত্ত, সে অতি বিষধর সর্পদের ধরে ভক্ষণ করে থাকে। তেমনই দুষ্ট ব্যক্তি মুখে সুমিষ্ট হলেও (অন্তরে অতিশয় দয়ামায়াহীন হয়ে থাকে)॥ ৪॥

দোহা—তারা অপরের সঙ্গে শত্রুতা করে আর পরস্ত্রী, পরসম্পদ ও পরনিন্দায় সর্বদাই আসক্ত থাকে। সেই পামর ও পাপাসক্ত নররূপধারী ব্যক্তিদের রাক্ষস বলাই সমীচীন॥ ৩৯॥

চৌপাই—লোভই তাদের আবরণ ও লোভই তাদের শয্যা হয়ে থাকে (অর্থাৎ লোভেই তারা আবৃত থাকে)। তারা পশুসম আহার ও মৈথুনে সর্বদাই উন্মুখ। তাদের চিত্তে যমালয়ের ভয় থাকে না। কারো প্রশংসা শুনতে

চৌপাই (২—৪)

জব কাহূ কৈ দেখহিঁ বিপতী। সুখী ভএ মানহুঁ জগ নৃপতী॥
স্বারথ রত পরিবার বিরোধী। লম্পট কাম লোভ অতি ক্রোধী॥

মাতু পিতা গুর বিপ্র ন মানহিঁ। আপু গএ অরু ঘালহিঁ আনহিঁ॥
করহিঁ মোহ বস দ্রোহ পরাবা। সন্ত সঙ্গ হরি কথা ন ভাবা॥

অবগুন সিন্ধু মন্দমতি কামী। বেদ বিদূষক পরধন স্বামী॥
বিপ্র দ্রোহ পর দ্রোহ বিসেষা। দম্ভ কপট জিয়ঁ ধরেঁ সুবেষা॥

দোহা (৪০)

ঐসে অধম মনুজ খল কৃতজুগ ত্রেতাঁ নাহিঁ।
দ্বাপর কছুক বৃন্দ বহু হোইহহিঁ কলিজুগ মাহিঁ॥

চৌপাই (১—৪)

পর হিত সরিস ধর্ম নহিঁ ভাঈ। পর পীড়া সম নহিঁ অধমাঈ॥
নির্নয় সকল পুরান বেদ কর। কহেউঁ তাত জানহিঁ কোবিদ নর॥

নর সরীর ধর জে পর পীরা। করহিঁ তে সহহিঁ মহা ভব ভীরা॥
করহিঁ মোহ বস নর অঘ নানা। স্বারথ রত পরলোক নসানা॥

কালরূপ তিন্হ কহঁ মৈঁ ভ্রাতা। সুভ অরু অসুভ কর্ম ফল দাতা॥
অস বিচারি জে পরম সয়ানে। ভজহিঁ মোহি সংসৃত দুখ জানে॥

ত্যাগহিঁ কর্ম সুভাসুভ দায়ক। ভজহিঁ মোহি সুর নর মুনি নায়ক॥
সন্ত অসন্তন্হ কে গুন ভাষে। তে ন পরহিঁ ভব জিন্হ লখি রাখে॥

পেলে তারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যেন তাদের সান্নিপাতিক জ্বর হয়েছে॥ ১॥ আর যখন তারা কারো বিপদ দেখে তখন এমন সুখানুভূতি পায় যেন তারা হঠাৎ পৃথিবীর রাজা হয়ে বসেছে। তারা স্বার্থপর, আত্মীয়স্বজনদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, কাম ও লোভের কারণে লম্পট ও অতিশয় ক্রোধী হয়ে থাকে॥ ২॥ মাতা, পিতা, গুরু ও ব্রাহ্মণ—কাউকে তারা মান্য করে না। তারা নিজেরা তো বিনষ্ট হয়ই আর (সঙ্গদান করে) অপরকেও নষ্ট করে। মোহের বশীভূত হয়ে অপরের সঙ্গে শত্রুতা করে, তাদের সাধুসঙ্গ ভালো লাগে না ; ভগবৎ কথাও ভালো লাগে না॥ ৩॥ তারা অবগুণসাগর, মন্দমতি, কামাসক্ত, বেদ নিন্দুক ও সবলে অপরের সম্পদ হরণকারী হয়ে থাকে। সকলের সঙ্গে শত্রুতাকারী আর বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ করে থাকে। সুন্দর বেশবাস ধারণ করে থাকলেও তাদের অন্তর দম্ভ ও কপটে পরিপূর্ণ থাকে॥ ৪॥

দোহা *— এমন অধম ও দুষ্ট ব্যক্তি সত্য ও ত্রেতাযুগে হয় না। দ্বাপরে তারা অল্প সংখ্যক হয় আর কলিযুগে দলে দলে অর্থাৎ প্রচুর সংখ্যক হয়ে থাকে॥ ৪০॥*

চৌপাই—হে ভাই ! অপরের উপকার করবার মতন ধর্ম আর নেই আর অপরকে দুঃখদানসম পাপ আর নেই। হে তাত ! সকল পুরাণ ও বেদ সকলের এই সিদ্ধান্ত আমি তোমাকে বললাম। এই কথা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানেন॥ ১॥ নরদেহ ধারণ করেও যারা অপরকে দুঃখ দিয়ে থাকে তাদের জন্ম-মৃত্যুর ভবসঙ্কট সহ্য করতে হয়। মানব মোহের বশীভূত ও স্বার্থপর হয়ে প্রভূত পাপ করে, যাতে তাদের পরলোকে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়॥ ২॥ হে ভাই ! আমি সেই দুষ্ট ব্যক্তিদের জন্য কালসম ভয়ংকর আর তাদের ভালোমন্দ কর্মের যথাযোগ্য ফল প্রদান করে থাকি ! এই কথা জেনে যারা সুচতুর তারা ভবপ্রবাহকে দুঃখরূপ জ্ঞান করে আমারই ভজনা করে থাকে॥ ৩॥ তাই তারা শুভাশুভ ফলপ্রদায়ক কর্মসকল ত্যাগ করে দেবতা, মানব ও মুনিদের প্রভুদের আমারই ভজনা করে থাকে। (এইভাবে) আমি সাধু ও অসাধুদের লক্ষণ বললাম। এ বিষয়ে যারা সতর্ক তারা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয় না॥ ৪॥

দোহা (৪১)

সুনহু তাত মায়া কৃত গুন অরু দোষ অনেক।
গুন যহ উভয় ন দেখিঅহিঁ দেখিঅ সো অবিবেক॥

চৌপাই (১—৪)

শ্রীমুখ বচন সুনত সব ভাঈ। হরষে প্রেম ন হৃদয়ঁ সমাঈ॥
করহিঁ বিনয় অতি বারহিঁ বারা। হনূমান হিয়ঁ হরষ অপারা॥
পুনি রঘুপতি নিজ মন্দির গএ। এহি বিধি চরিত করত নিত নএ॥
বার বার নারদ মুনি আবহিঁ। চরিত পুনীত রাম কে গাবহিঁ॥
নিত নব চরিত দেখি মুনি জাহীঁ। ব্রহ্মলোক সব কথা কহাহীঁ॥
সুনি বিরঞ্চি অতিসয় সুখ মানহিঁ। পুনি পুনি তাত করহু গুন গানহিঁ॥
সনকাদিক নারদহি সরাহহিঁ। জদ্যপি ব্রহ্ম নিরত মুনি আহহিঁ॥
সুনি গুন গান সমাধি বিসারী। সাদর সুনহিঁ পরম অধিকারী॥

দোহা (৪২)

জীবনমুক্ত ব্রহ্মপর চরিত সুনহিঁ তজি ধ্যান।
জে হরি কথাঁ ন করহিঁ রতি তিন্হ কে হিয় পাষান॥

চৌপাই (১—২)

এক বার রঘুনাথ বোলাএ। গুর দ্বিজ পুরবাসী সব আএ॥
বৈঠে গুর মুনি অরু দ্বিজ সজ্জন। বোলে বচন ভগত ভব ভঞ্জন॥
সুনহু সকল পুরজন মম বানী। কহউঁ ন কছু মমতা উর আনী॥
নহি অনীতি নহি কছু প্রভুতাঈ। সুনহু করহু জো তুম্হহি সোহাঈ॥

দোহা—হে তাত ! শোনো। মায়াসৃষ্ট বহু দোষগুণ দেখা যায় (যার কোনো প্রকৃত সত্তা নেই)। গুণ (বিবেক)বলে দুইই না দেখা ভালো কারণ এদিকে দৃষ্টি থাকলে তা অবিবেচনা প্রসূত হবে॥ ৪১॥

চৌপাই—শ্রীভগবানের শ্রীমুখকথিত উক্তি শ্রবণ করে ভ্রাতাগণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন। তাঁদের অন্তরে প্রেম উথলে উঠল, বারে বারে তাঁরা স্তুতি করতে লাগলেন। অবশ্যই শ্রীহনুমানের চিত্তে যেন আনন্দ ধরছিল না॥ ১॥ তদনন্তর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র নিজ মহলে গেলেন। তিনি নিত্যনতুন লীলা সম্পাদন করতে লাগলেন। দেবর্ষি নারদ ঘন ঘন অযোধ্যায় আসতেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের পরম পবিত্র লীলা সংকীর্তন করতেন ॥ ২॥ প্রতিবারেই দেবর্ষি অযোধ্যায় এসে নতুন নতুন লীলা দেখে যেতেন আর সেইগুলি সবিস্তারে ব্রহ্মলোকে সংকীর্তন করতেন। ভগবান শ্রীব্রহ্মা সেই সকল কথা শ্রবণ করে আনন্দে মত্ত হয়ে (আর পুনঃ পুনঃ বলতেন—) হে তাত ! শ্রীপ্রভুর কথা আরও বল॥ ৩॥ সনকাদি দেবর্ষি নারদের ভাগ্যের প্রশংসা করেন। যদিও সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী তবুও তারা শ্রীরামচন্দ্রের গুণসংকীর্তন শুনে ব্রহ্মসমাধি দশা বিস্মরণ হন আর পরম সমাদরে লীলাকথা শ্রবণ করেন। তাঁরা বস্তুত (রামকথা) শ্রবণের শ্রেষ্ঠ অধিকারী॥ ৪॥

দোহা—সনকাদি মুনিসম জীবন্মুক্ত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণও ধ্যান (ব্রহ্ম-সমাধি) ভুলে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাসংকীর্তন শোনেন। এই তত্ত্ব জানবার পরও যারা শ্রীহরির কথায় প্রীতি ধারণ করেন না তাঁরা তো প্রস্তরসম কঠোর চিত্ত॥ ৪২॥

চৌপাই—একবার শ্রীরঘুনাথের ইচ্ছায় গুরু বশিষ্ঠদেব, ব্রাহ্মণগণ আর অন্য সকল পুরবাসী সভায় এলেন। যখন গুরুদেব, মুনি, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সুধীজন যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করলেন তখন ভক্তদের জন্ম-মৃত্যুতারণ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের কিছু কথা বললেন॥ ১॥ (শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে পুরবাসীসকল ! আমার কথা শুনুন। এই কথা আমি ভাবাবেগে বলছি না। এই কথা নীতি বহির্ভূত নয় আর অহংকার করে বলাও নয়। তাই (সংকোচ ও ভয় ত্যাগ করে মন দিয়ে) আমার কথা শুনুন আর (তারপর) যদি তা আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে তা অনুসরণ করবেন॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

সোই সেবক প্রিয়তম মম সোঈ। মম অনুসাসন মানৈ জোঈ॥
জৌ অনীতি কছু ভাষৌঁ ভাঈ। তৌ মোহি বরজহু ভয় বিসরাঈ॥
বড়ে ভাগ মানুষ তনু পাবা। সুর দুর্লভ সব গ্রন্থন্হি গাবা॥
সাধন ধাম মোচ্ছ কর দ্বারা। পাই ন জেহিঁ পরলোক সঁবারা॥

দোহা (৪৩)

সো পরত্র দুখ পাবই সির ধুনি ধুনি পছিতাই।
কালহি কর্মহি ঈশ্বরহি মিথ্যা দোস লগাই॥

চৌপাই (১—৪)

এহি তন কর ফল বিষয় ন ভাঈ। স্বর্গউ স্বল্প অন্ত দুখদাঈ॥
নর তনু পাই বিষয়ঁ মন দেহীঁ। পলটি সুধা তে সঠ বিষ লেহীঁ॥
তাহি কবহুঁ ভল কহই ন কোঈ। গুঞ্জা গ্রহই পরস মনি খোঈ॥
আকর চারি লচ্ছ চৌরাসী। জোনি ভ্রমত যহ জিব অবিনাসী॥
ফিরত সদা মায়া কর প্রেরা। কাল কর্ম সুভাব গুন ঘেরা॥
কবহুঁক করি করুনা নর দেহী। দেত ঈস বিনু হেতু সনেহী॥
নর তনু ভব বারিধি কহুঁ বেরো। সন্মুখ মরুত অনুগ্রহ মেরো॥
করনধার সদগুর দৃঢ় নাবা। দুর্লভ সাজ সুলভ করি পাবা॥

দোহা (৪৪)

জো ন তরৈ ভব সাগর নর সমাজ অস পাই।
সো কৃত নিন্দক মন্দমতি আত্মাহন গতি জাই॥

চৌপাই (১)

জৌঁ পরলোক ইহাঁ সুখ চহহূ। সুনি মম বচন হৃদয়ঁ দৃঢ় গহহূ॥
সুলভ সুখদ মারগ যহ ভাঈ। ভগতি মোরি পুরান শ্রুতি গাঈ॥

যে আমার নির্দেশ পালন করে তাকে আমি প্রিয়তম ও সেবক জ্ঞান করে থাকি। হে ভাই ! যদি আমি কিছু অনুচিত কথা বলি তাহলে নির্ভয়ে প্রতিবাদ করবেন॥ ৩॥ নরদেহ ধারণ করা মহা সৌভাগ্যের কথা। সকল গ্রন্থই এই কথা সমর্থন করে যে নরদেহ লাভ করা দেবতাদের পক্ষেও দুর্লভ (বহু সাধ্য সাধনায় লাভ হয়)। এই নরদেহে সাধনা করা যায় ; তা বস্তুত মোক্ষের দ্বারস্বরূপ। অতএব নরদেহ লাভ করেও যে পরলোক চিন্তা করে না (সে পরে আক্ষেপ করে)॥ ৪॥

দোহা—*তার পরকালে অশেষ দুর্গতি হয় এবং সে মস্তকে করাঘাত করে (নিজেকে দায়ী মনে না করে) অযথা কাল, কর্ম ও ভগবানের উপর দোষারোপ করে॥ ৪৩॥*

চৌপাই—হে ভাই ! নরদেহ লাভ বিষয় ভোগের জন্য কখনও নয়। (ইহলোকের ভোগের কথা তো ছেড়েই দিলাম) স্বর্গের ভোগও অতিশয় তুচ্ছ আর অন্তে তা দুঃখ প্রদানই করে থাকে। অতএব যারা নরদেহ লাভ করে বিষয়াসক্ত হয় তারা মূর্খসম অমৃত ছেড়ে বিষ পান করে থাকে॥ ১॥ যে পরশপাথর ছেড়ে গুঞ্জা তুলে নেয় তাকে কি কেউ ভালো (বুদ্ধিমান) বলে ? এই অবিনাশী জীব (অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ) চার ক্ষেপে চুরাশি লক্ষ যোনিতে আবর্তিত হয়ে থাকে॥ ২॥ মায়ার প্রভাবে কাল, কর্ম, স্বভাব ও গুণের বশীভূত হয়ে সে সতত আবর্তন করে। অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীভগবান কদাচিৎ তাকে এই নরদেহ দান করে থাকেন॥ ৩॥ এই নরদেহ ভবসাগর তারণের জন্য খেয়া স্বরূপ। আমার কৃপা হল অনুকূল বাতাস। সদ্‌গুরু এই জলযানের কর্ণধার ! এইভাবে ভগবৎ কৃপায় দুর্লভ বস্তু সুলভ হয়ে সহজে তা তার কাছে এসে পৌঁছায়॥ ৪॥

দোহা—*এইরূপ যোগাযোগ উপস্থিত থাকলেও যে ভবসাগর অতিক্রম করবার প্রয়াস করে না সে তো অকৃতজ্ঞ ও মন্দমতি ; বস্তুত সে তো আত্মহননকারী॥ ৪৪॥*

চৌপাই—যদি ইহলোকে ও পরলোকে (দুই স্থানেই) সুখ লাভ করবার বাসনা থাকে তাহলে আমার কথা অন্তরে দৃঢ়তা সহকারে ধারণ করে রাখাই কর্তব্য। হে ভাই ! আমার ভক্তি পথ সহজ সরল ও সুখপ্রদ। বেদ ও পুরাণেরও

চৌপাই (২—৪)

গ্যান অগম প্রত্যূহ অনেকা। সাধন কঠিন ন মন কহুঁ টেকা॥
করত কষ্ট বহু পাবই কোউ। ভক্তি হীন মোহি প্রিয় নহিঁ সোউ॥
ভক্তি সুতন্ত্র সকল সুখ খানী। বিনু সতসঙ্গ ন পাবহিঁ প্রানী॥
পুন্য পুঞ্জ বিনু মিলহিঁ ন সন্তা। সতসঙ্গতি সংসৃতি কর অন্তা॥
পুন্য এক জগ মহুঁ নহিঁ দূজা। মন ক্রম বচন বিপ্র পদ পূজা॥
সানুকূল তেহি পর মুনি দেবা। জো তজি কপটু করই দ্বিজ সেবা॥

দোহা (৪৫)

ঔরউ এক গুপুত মত সবহি কহউঁ কর জোরি।
সংকর ভজন বিনা নর ভগতি ন পাবই মোরি॥

চৌপাই (১—৪)

কহহু ভগতি পথ কবন প্রয়াসা। জোগ ন মখ জপ তপ উপবাসা॥
সরল সুভাব ন মন কুটিলাঈ। জথা লাভ সন্তোষ সদাঈ॥
মোর দাস কহাই নর আসা। করই তৌ কহহু কহা বিস্বাসা॥
বহুত কহউঁ কা কথা বঢ়াঈ। এহি আচরন বস্য মৈঁ ভাঈ॥
বৈর ন বিগ্রহ আস ন ত্রাসা। সুখময় তাহি সদা সব আসা॥
অনারম্ভ অনিকেত অমানী। অনঘ অরোষ দচ্ছ বিগ্যানী॥
প্রীতি সদা সজ্জন সংসর্গা। তৃন সম বিষয় স্বর্গ অপবর্গা॥
ভগতি পচ্ছ হঠ নহিঁ সঠতাঈ। দুষ্ট তর্ক সব দূরি বহাঈ॥

দোহা (৪৬)

মম গুন গ্রাম নাম রত গত মমতা মদ মোহ।
তা কর সুখ সোই জানই পরানন্দ সন্দোহ॥

এই অভিমত॥ ১॥ জ্ঞানপথ অতি দুর্গম (আর) তার প্রাপ্তিতেও অনেক বাধা। সেই পথে সাধনা করা কঠিন আর তাতে মনের জন্য কোনো আধার থাকে না। অনেক কষ্ট করে কেউ তাতে সাফল্য লাভ করলেও যেহেতু তা ভক্তি বিরহিত তাই সে আমার প্রিয় হয় না॥ ২॥ ভক্তি স্বতন্ত্র পথ আর তা সর্বসুখের আকর স্বরূপ কিন্তু সাধুসঙ্গ ছাড়া জীব তা লাভ করতে সক্ষম হয় না আর পুণ্য না থাকলে সাধুও পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গই সংসৃতি (জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ) বন্ধ করে॥ ৩॥ জগতে পুণ্য একটি পথেই হয় ; তার মতন অন্য কোনো পথ নেই। তা হল, কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণদের চরণযুগল পূজা করা। যে নির্মল চিত্তে ব্রাহ্মণ সেবা করে তার উপর মুনি ও দেবতারা প্রসন্ন থাকেন॥ ৪॥

দোহা—আরও একটি গুপ্ত মত আছে। তাই আমি সকলকে হাতজোড় করে বলছি যে ভগবান শ্রীশংকরের প্রীতি ছাড়া মানুষ আমার ভক্তি লাভ করতে সক্ষম হয় না॥ ৪৫॥

চৌপাই—বলুন, ভক্তিপথে কী এমন পরিশ্রম করতে হয় ? তাতে যোগ, যজ্ঞ, জপ, তপস্যা ও উপবাস কিছুই দরকার হয় না। (দরকার কেবল) সহজ সরল স্বভাব, কপটতাহীন মন আর যা পাওয়া যায় তাতে সন্তুষ্ট চিত্ত থাকা॥ ১॥ আমার সেবক বলেও যদি কেউ মানুষের কাছে কিছু আশা করে তাহলে বলুন তাদের বিশ্বাস কতটুকু ? (অর্থাৎ আমার উপর আস্থা অতিশয় দুর্বল) আর কী বলব ? হে ভাইসকল ! আমি তো এই আচরণেরই বশীভূত॥ ২॥ যে শত্রুতা করে না, বিবাদ করে না, অপরের কাছে কিছু আশা করে না, আর অপরকে ভয় করে না তার জন্য তো সকল দিকই সুখময়। যে আরম্ভ (ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম) করে না, যার নিজস্ব কোনো বাসস্থান নেই (অর্থাৎ গৃহে মমতারহিত), যে অহংকার বিরহিত, পাপহীন ও ক্রোধহীন, যে (ভক্তিপথে) নিপুণ আর বিচক্ষণ, সাধুসঙ্গে যার সতত প্রীতি, যার মনে বিষয় এমনকী স্বর্গ ও মুক্তি পর্যন্ত (ভক্তির সম্মুখে) তৃণবৎ, যে ভক্তির স্বপক্ষে কথা বলেও কিন্তু (অন্যান্য মতকে খণ্ডন করবার) মূর্খতা করে না আর সকল বিচারকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, সে আমার প্রিয়॥ ৩-৪॥

দোহা—যে আমার গুণরাশি ও নামপরায়ণ হয়ে মদ, মোহ, মমতাশূন্য হয়ে বিরাজমান থাকে, সে (পরমাত্মারূপ) পরমানন্দরাজি লাভ করে সতত সুখানুভূতিতে নিমগ্ন থাকে॥ ৪৬॥

চৌপাই (১—৪)

সুনত সুধাসম বচন রাম কে। গহে সবনি পদ কৃপাধাম কে॥
জননি জনক গুর বন্ধু হমারে। কৃপা নিধান প্রান তে প্যারে॥

তনু ধনু ধাম রাম হিতকারী। সব বিধি তুম্হ প্রনতারতি হারী॥
অসি সিখ তুম্হ বিনু দেই ন কোউ। মাতু পিতা স্বারথ রত ওউ॥

হেতু রহিত জগ জুগ উপকারী। তুম্হ তুম্হার সেবক অসুরারী॥
স্বারথ মীত সকল জগ মাহীঁ। সপনেহুঁ প্রভু পরমারথ নাহীঁ॥

সব কে বচন প্রেম রস সানে। সুনি রঘুনাথ হৃদয়ঁ হরষানে॥
নিজ নিজ গৃহ গএ আয়সু পাঈ। বরনত প্রভু বতকহী সুহাঈ॥

দোহা (৪৭)

উমা অবধবাসী নর নারি কৃতারথ রূপ।
ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ঘন রঘুনায়ক জহঁ ভূপ॥

চৌপাই (১—৪)

এক বার বসিষ্ট মুনি আএ। জহাঁ রাম সুখধাম সুহাএ॥
অতি আদর রঘুনায়ক কীন্হা। পদ পখারি পাদোদক লীন্হা॥

রাম সুনহু মুনি কহ কর জোরী। কৃপাসিন্ধু বিনতী কছু মোরী॥
দেখি দেখি আচরন তুম্হারা। হোত মোহ মম হৃদয়ঁ অপারা॥

মহিমা অমিতি বেদ নহিঁ জানা। মৈঁ কেহি ভাঁতি কহউঁ ভগবানা॥
উপরোহিত্য কর্ম অতি মন্দা। বেদ পুরান সুমৃতি কর নিন্দা॥

জব ন লেউঁ মৈঁ তব বিধি মোহী। কহা লাভ আগেঁ সুত তোহী॥
পরমাতমা ব্রহ্ম নর রূপা। হোইহি রঘুকুল ভূষন ভূপা॥

চৌপাই—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অমৃতোপম কথা শ্রবণ করে সকলে কৃপাসিন্ধুর চরণ ধারণ করে বলল—হে কৃপানিধান ! আপনি আমাদের মাতা, পিতা, গুরু, বন্ধু সব কিছু আর প্রাণাধিক প্রিয়॥ ১॥ আর হে শরণাগতবৎসল শ্রীরামচন্দ্র ! আপনিই আমাদের দেহ, সম্পদ, সম্পত্তি ও সর্বতোভাবে হিতাকাঙ্ক্ষী। এমন শিক্ষা আপনি ছাড়া আর কে দিতে পারে ! মাতা-পিতা (হিতাকাঙ্ক্ষী আর শিক্ষাও দিয়ে থাকেন) কিন্তু স্বার্থপর (তাই তাঁরা এমন পরম হিতকর শিক্ষা দান করেন না)॥ ২॥ হে অসুরারি ! জগতে নিঃস্বার্থ উপকারী কেবল দুইজন—এক আপনি, অন্য জন্য আপনার সেবক। অন্য সকলে স্বার্থে মিত্রতা করে থাকে। হে প্রভু ! তাদের মধ্যে স্বপ্নেও পরমার্থ ভাব থাকে না॥ ৩॥ সকলের প্রেমরস সিঞ্চিত কথাসকল শ্রবণ করে শ্রীরঘুনাথ প্রসন্নচিত্ত হয়ে উঠলেন। সকলে তখন শ্রীপ্রভুর অনুমতি নিয়ে সেই সকল উপদেশের প্রশংসা করতে করতে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করলেন॥ ৪॥

দোহা—(ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে উমা ! অযোধ্যাবাসী জনগণ নরনারী নির্বিশেষে কত সৌভাগ্যসম্পন্ন ; তারা সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে তাদের রাজারূপে লাভ করেছিল॥ ৪৭॥

চৌপাই—একবার অনিন্দ্যসুন্দর সুখধাম শ্রীরামচন্দ্র সকাশে গুরু বশিষ্ঠদেবের আগমন হল। শ্রীরঘুপতি গুরুদেবকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন আর স্বয়ং তাঁর শ্রীপাদপ্রক্ষালন করে পাদোদক ধারণ করলেন॥ ১॥ মুনিবর তখন হাতজোড় করে বললেন—হে কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র ! আমার নিবেদন শুনুন। আপনার নরলীলা দেখে আমার চিত্তেও অপার মোহ (ভ্রম) হয়॥ ২॥ হে ভগবন্ ! আপনার মহিমা সীমাহীন ; তা বেদও কুল পায় না। আমি তা কেমন করে জানব ? পুরোহিতের কর্ম মোটেই সম্মানজনক নয়। বেদ, পুরাণ ও স্মৃতি সকলেই তার নিন্দা করে থাকে॥ ৩॥ আমি সূর্যবংশের কুলপুরোহিতের কর্ম নিতে চাইনি তখন ভগবান শ্রীব্রহ্মা আমাকে বলেছিলেন—হে পুত্র ! এতে পরবর্তী কালে তোমার প্রভূত লাভ হবে। স্বয়ং পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নররূপ ধারণ করে রঘুকুলভূষণরূপে রাজা হবেন॥ ৪॥

দোহা (৪৮)

তব মৈ হৃদয়ঁ বিচারা জোগ জগ্য ব্রত দান।
জা কহুঁ করিঅ সো পৈহউঁ ধর্ম ন এহি সম আন॥

চৌপাই (১—৪)

জপ তপ নিয়ম জোগ নিজ ধর্মা। শ্রুতি সম্ভব নানা সুভ কর্মা॥
গ্যান দয়া দম তীরথ মজ্জন। জহঁ লগি ধর্ম কহত শ্রুতি সজ্জন॥
আগম নিগম পুরান অনেকা। পঢ়ে সুনে কর ফল প্রভু একা॥
তব পদ পঙ্কজ প্রীতি নিরন্তর। সব সাধন কর যহ ফল সুন্দর॥
ছূটই মল কি মলহি কে ধোএঁ। ঘৃত কি পাব কোই বারি বিলোএঁ॥
প্রেম ভগতি জল বিনু রঘুরাঈ। অভিঅন্তর মল কবহুঁ ন জাঈ॥
সোই সর্বগ্য তগ্য সোই পণ্ডিত। সোই গুন গৃহ বিগ্যান অখণ্ডিত॥
দচ্ছ সকল লচ্ছন জুত সোঈ। জাকেঁ পদ সরোজ রতি হোঈ॥

দোহা (৪৯)

নাথ এক বর মাগউঁ রাম কৃপা করি দেহু।
জন্ম জন্ম প্রভু পদ কমল কবহুঁ ঘটৈ জনি নেহু॥

চৌপাই (১—৩)

অস কহি মুনি বসিষ্ঠ গৃহ আএ। কৃপাসিন্ধু কে মন অতি ভাএ॥
হনূমান ভরতাদিক ভ্রাতা। সঙ্গ লিএ সেবক সুখদাতা॥
পুনি কৃপাল পুর বাহের গএ। গজ রথ তুরগ মগাবত ভএ॥
দেখি কৃপা করি সকল সরাহে। দিএ উচিত জিন্হ জিন্হ তেই চাহে॥
হরন সকল শ্রম প্রভু শ্রম পাঈ। গএ জহাঁ সীতল অবঁরাঈ॥
ভরত দীন্হ নিজ বসন ডসাঈ। বৈঠে প্রভু সেবহিঁ সব ভাঈ॥

দোহা—*তখন আমি অন্তরে বিচার করে দেখলাম যে যাঁর জন্য যোগ, যজ্ঞ, ব্রত ও দান আদি করা হয় তাঁকেই আমি এই (পৌরহিত্য)কর্মে লাভ করব ; তাই রঘুবংশের পুরোহিতের কার্যে যুক্ত থাকাই আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্মপালন হবে।। ৪৮।।*

চৌপাই—জপ, তপস্যা, নিয়ম, যোগ, নিজ বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম, শ্রুতিসকল উৎপন্ন (বেদবিহিত) বহু শুভ কর্ম, জ্ঞান, দয়া, দম (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ), তীর্থস্নান আদি—যাকে বেদ ও বিদ্বজ্জন ধর্ম বলেন (ও তা পালন করতে বলেন) (আর) হে প্রভু ! বহু তন্ত্র, বেদ ও পুরাণসকল পাঠ ও শ্রবণের সর্বোত্তম ফল একটাই আর সকল সাধনারও সেই একই সুন্দর ফল—তা হল আপনার শ্রীপাদপদ্মে সতত অনুরাগ ধারণ করা।। ১-২।। কল্মষ ধৌত করলে কি তার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ? জল মন্থন করলে কি কখনও ঘৃত লাভ হয় ? (তেমনই) হে শ্রীরঘুনাথ ! প্রেমানুরাগরূপ (নির্মল) জল ছাড়া অন্তঃকরণের কল্মষ কখনও দূর করা যায় না।। ৩।। সেই ব্যক্তি সর্বজ্ঞ, সেই তত্ত্বজ্ঞ ও পণ্ডিত, সেই গুণধাম, সেই পূর্ণ বিজ্ঞানী, সেই চতুর, সেই সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন যার আপনার শ্রীপাদপদ্মে রতি বর্তমান।। ৪।।

দোহা—*হে নাথ ! হে শ্রীরামচন্দ্র ! আমি আপনার কাছে একটা বরই প্রার্থনা করি। কৃপা করে আমাকে তা দিয়ে ধন্য করুন। শ্রীপ্রভুর (আপনার) শ্রীপাদপদ্মে আমার ভক্তি জন্ম-জন্মান্তরেও যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।। ৪৯।।*

চৌপাই—এমন নিবেদন করে মুনিবর বশিষ্ঠদেব গৃহে প্রত্যাগমন করলেন। তাঁর কথাগুলি কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্রের মনকে প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ করে দিল। তদনন্তর সেবকদের জন্য সতত সুখদ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র শ্রীভরতাদি অনুজদের ও শ্রীহনুমানকে নিয়ে কৃপা করে নগরের বাইরে গমন করলেন। সেইখানে তিনি গজ, রথ ও অশ্ব আনতে আদেশ দিলেন এবং সেবকসকলের প্রশংসা করে যে যা চাইল তাই তাদের দিয়ে দিলেন।। ১-২।। জগশ্রমনাশক শ্রীপ্রভু (গজ, অশ্ব আদি বিতরণে) পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সুশীতল আম্রকুঞ্জে গমন করলেন। শ্রীভরত শ্রীপ্রভুকে উপবেশন করবার জন্য নিজ উত্তরীয় পেতে দিলেন। শ্রীপ্রভু তখন তার উপর বসলেন ; ভ্রাতাগণ তাঁর সেবায়

চৌপাই (৪—৫)

মারুতসুত তব মারুত করঈ। পুলক বপুষ লোচন জল ভরঈ॥
হনূমান সম নহিঁ বড়ভাগী। নহিঁ কোউ রাম চরন অনুরাগী॥
গিরিজা জাসু প্রীতি সেবকাঈ। বার বার প্রভু নিজ মুখ গাঈ॥

দোহা (৫০)

তেহি অবসর মুনি নারদ আএ করতল বীন।
গাবন লগে রাম কল কীরতি সদা নবীন॥

চৌপাই (১—৫)

মামবলোকয় পঙ্কজ লোচন। কৃপা বিলোকনি সোচ বিমোচন॥
নীল তামরস স্যাম কাম অরি। হৃদয় কঞ্জ মকরন্দ মধুপ হরি॥
জাতুধান বরূথ বল ভঞ্জন। মুনি সজ্জন রঞ্জন অঘ গঞ্জন॥
ভূসুর সসি নব বৃন্দ বলাহক। অসরন সরন দীন জন গাহক॥
ভুজ বল বিপুল ভার মহি খণ্ডিত। খর দূষন বিরাধ বধ পণ্ডিত॥
রাবনারি সুখরূপ ভূপবর। জয় দসরথ কুল কুমুদ সুধাকর॥
সুজস পুরান বিদিত নিগমাগম। গাবত সুর মুনি সন্ত সমাগম॥
কারুনীক ব্যলীক মদ খণ্ডন। সব বিধি কুসল কোসলা মণ্ডন॥
কলি মল মথন নাম মমতাহন। তুলসিদাস প্রভু পাহি প্রনত জন॥

দোহা (৫১)

প্রেম সহিত মুনি নারদ বরনি রাম গুন গ্রাম।
সোভাসিন্ধু হৃদয়ঁ ধরি গএ জহাঁ বিধি ধাম॥

চৌপাই (১)

গিরিজা সুনহু বিসদ যহ কথা। মৈঁ সব কহী মোরি মতি জথা॥
রাম চরিত সত কোটি অপারা। শ্রুতি সারদা ন বরনৈ পারা॥

যুক্ত হলেন॥ ৩॥ তখন পবননন্দন শ্রীহনুমান তাঁকে ব্যজন করতে লাগলেন। তাঁর অঙ্গ পুলকিত হয়ে উঠল আর নয়নযুগল অনুরাগের অশ্রুতে সজল হয়ে উঠল। (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে গিরিজা! শ্রীহনুমানসম সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই কারণ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগলে তাঁর মতন অনুরাগ আর কারও নেই; তাঁর প্রেম ও সেবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বারে বারে নিজ মুখে করেছেন॥ ৪-৫॥

দোহা—এমন সময়ে ঘটনাস্থলে বীণাহস্তে দেবর্ষি নারদের আগমন হল। তিনি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অনুপম সুন্দর নিত্যনতুন লীলা সংকীর্তন করতে লাগলেন॥ ৫০॥

চৌপাই— কৃপাকটাক্ষে শোকহরণকারী হে কমলনয়ন! আমার উপর কৃপাদৃষ্টি দান করুন। হে শ্রীহরি! আপনি নীলকলেবর শ্যামসুন্দর। আপনি কামারি ভগবান শ্রীশংকরের হৃৎকমলের মকরন্দ সুধা পানকারী ভ্রমর॥ ১॥ আপনি রাক্ষসসৈন্য পরাক্রম নিবারক, মুনি ও বিদ্বজ্জন আনন্দদায়ক ও পাপনাশক। ব্রাহ্মণরূপ শস্যক্ষেত্রের জন্য আপনি নবনীরদসম। আপনি অশরণ শরণ আর দীনহীনদের আশ্রয়দায়ক॥ ২॥ নিজ পরাক্রমে বিপুল ভবভারনাশন, খর-দূষণ-বিরাট বধে কুশল, রাবণারি, আনন্দস্বরূপ, নৃপতি শিরোমণি ও দশরথকুলরূপ কুমুদিনীর চন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র! আপনার জয় হোক॥ ৩॥ আপনার প্রতিপত্তির সুখ্যাতি পুরাণ, বেদ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে ছেয়ে আছে। তা দেবতা, মুনি ও সাধুসন্তসকল সংকীর্তন করে থাকেন। আপনি করুণাসম ও মিথ্যা মদ বিনাশক; আপনি সুনিপুণ শ্রীঅযোধ্যার ভূষণ॥ ৪॥ আপনি কলিযুগে কল্মষনাশন ও মমতা বিদূরণকারী। হে তুলসীদাসের প্রভু! শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করুন॥ ৫॥

দোহা—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের গুণসকল পরম প্রীতি সহকারে সংকীর্তন করে দেবর্ষি নারদ শোভাসাগর শ্রীপ্রভুকে চিত্তে অধিষ্ঠিত করে ব্রহ্মলোকে গমন করলেন॥ ৫১॥

চৌপাই—(ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে গিরিজা! শোনো। এই সুমধুর কথা যতটা পারলাম বলবার চেষ্টা করলাম। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের লীলাসমূহের বিস্তার অসীম। শ্রুতি ও দেবী সরস্বতীর পক্ষেও তা সম্পূর্ণ

চৌপাই (২—৫)

রাম অনন্ত অনন্ত গুনানী। জন্ম কর্ম অনন্ত নামানী॥
জল সীকর মহি রজ গনি জাহীঁ। রঘুপতি চরিত ন বরনি সিরাহীঁ॥
বিমল কথা হরি পদ দায়নী। ভগতি হোই সুনি অনপায়নী॥
উমা কহিউঁ সব কথা সুহাঈ। জো ভুসুন্ডি খগপতিহি সুনাঈ॥
কছুক রাম গুন কহেউঁ বখানী। অব কা কহৌঁ সো কহহু ভবানী॥
সুনি সুভ কথা উমা হরষানী। বোলী অতি বিনীত মৃদু বানী॥
ধন্য ধন্য মৈ ধন্য পুরারী। সুনেউঁ রাম গুন ভব ভয় হারী॥

দোহা (৫২ ক, খ)

তুম্হরী কৃপাঁ কৃপায়তন অব কৃতকৃত্য ন মোহ।
জানেউঁ রাম প্রতাপ প্রভু চিদানন্দ সন্দোহ॥
নাথ তবানন সসি স্রবত কথা সুধা রঘুবীর।
শ্রবন পুটন্হি মন পান করি নহিঁ অঘাত মতিধীর॥

চৌপাই (১—৪)

রাম চরিত জে সুনত অঘাহীঁ। রস বিসেষ জানা তিন্হ নাহীঁ॥
জীবনমুক্ত মহামুনি জেউ। হরি গুন সুনহিঁ নিরন্তর তেউ॥
ভব সাগর চহ পার জো পাবা। রাম কথা তা কহঁ দৃঢ় নাবা॥
বিষইন্হ কহঁ পুনি হরি গুন গ্রামা। শ্রবন সুখদ অরু মন অভিরামা॥
শ্রবনবন্ত অস কো জগ মাহীঁ। জাহি ন রঘুপতি চরিত সোহাহীঁ॥
তে জড় জীব নিজাত্মক ঘাতী। জিন্হহি ন রঘুপতি কথা সোহাতী॥
হরিচরিত্র মানস তুম্হ গাবা। সুনি মৈঁ নাথ অমিতি সুখ পাবা॥
তুম্হ জো কহী যহ কথা সুহাঈ। কাগভসুণ্ডি গরুড় প্রতি গাঈ॥

বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়॥ ১॥ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বিস্তার অনন্ত। তিনি অনন্ত গুণসম্পন্ন। তার অনন্ত নাম অর্থাৎ তিনি বহুরূপে আমাদের সম্মুখে বিরাজমান থাকেন। জলের বিন্দু ও পৃথিবীর রজকণা যদিও গোনা সম্ভব হয় কিন্তু শ্রীরঘুপতির লীলা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না॥ ২॥ এই পবিত্র কথা শ্রীভগবানের পরমপদ দানে সক্ষম। তা শ্রবণ করলে অবিচল ভক্তি লাভ হয়ে থাকে। হে উমা ! যে সকল কথা শ্রীকাকভূশণ্ডি শ্রীগরুড়কে শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন আমি সেই সকল কথাই তোমাকে শোনালাম॥ ৩॥ আমি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সামান্য কিছু গুণ বর্ণনা করলাম। হে ভবানী ! এখন আর কী শুনতে চাও ? বল। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গলময় লীলাসংকীর্তন শ্রবণ করে দেবী পার্বতী হর্ষোৎফুল্ল হলেন। তিনি সবিনয়ে সুকোমল উক্তি করলেন—হে ত্রিপুরারি ! আমি ধন্য। ভবভয়নিবারণকারী শ্রীরামচন্দ্রের লীলা সকল শ্রবণ করে আমি কৃতকৃত্য হয়ে গিয়েছি॥ ৪-৫ ॥

দোহা—*হে কৃপায়তন ! আমি আপনার কৃপায় কৃতকৃত্য হয়ে গিয়েছি। আমার মোহের অবসান হয়েছে। হে প্রভু ! আমি সচ্চিদানন্দঘন প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রম সম্বন্ধে এখন পরম বিশ্বাসী॥ ৫২ (ক)॥*

দোহা—*হে নাথ ! আপনার বিধুবদন শ্রীরঘুবীরের লীলামৃত বর্ষণ করে আমাকে ধন্য করেছে। হে ধীরপ্রকৃতি ! তা কর্ণপটহে পান করে যেন আমার মন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হতে পারছে না॥ ৫২ (খ)॥*

চৌপাই—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে যারা সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয়ে থেমে যায় তারা তো প্রেম-রস বিশেষভাবে লাভই করেনি। যারা জীবন্মুক্ত মহামুনি তাঁরাও শ্রীভগবানের লীলা কথা সতত শ্রবণ করে থাকেন॥ ১॥ যাঁরা ভবসাগর উত্তরণে আগ্রহী তাঁদের পক্ষে তো শ্রীরামচন্দ্রের লীলা সুদৃঢ় খেয়াসম। শ্রীহরির গুণসংকীর্তন বিষয়ী ব্যক্তিদের শ্রবণসুখ আর মনকে আনন্দ প্রদান করে থাকে॥ ২॥ জগতে এমন কে আছে যার শ্রীরামচরিত সুখপ্রদ বলে বোধ হয় না ? যার শ্রীরঘুপতি কথা ভালো লাগে না সে তো মহামূর্খ ও আত্মহন্তা॥ ৩॥ হে নাথ ! আপনি যে শ্রীরামচরিতমানস সংকীর্তন করলেন তাতে আমি অপার সুখানুভূতি লাভ করলাম। আপনিই তো বলেছেন যে সেই রাম-কথা শ্রীকাকভূশণ্ডি শ্রীগরুড়কে বলেছিলেন॥ ৪॥

দোহা (৫৩)

বিরতি গ্যান বিগ্যান দৃঢ় রাম চরন অতি নেহ।
বায়স তন রঘুপতি ভগতি মোহি পরম সন্দেহ॥

চৌপাই (১—৪)

নর সহস্র মহঁ সুনহু পুরারী। কোউ এক হোই ধর্ম ব্রতধারী॥
ধর্মসীল কোটিক মহঁ কোঈ। বিষয় বিমুখ বিরাগ রত হোঈ॥
কোটি বিরক্ত মধ্য শ্রুতি কহঈ। সম্যক গ্যান সকৃত কোউ লহঈ॥
গ্যানবন্ত কোটিক মহঁ কোউ। জীবনমুক্ত সকৃত জগ সোউ॥
তিন্হ সহস্র মহুঁ সব সুখ খানী। দুর্লভ ব্রহ্ম লীন বিগ্যানী॥
ধর্মসীল বিরক্ত অরু গ্যানী। জীবনমুক্ত ব্রহ্মপর প্রানী॥
সব তে সো দুর্লভ সুররায়া। রাম ভগতি রত গত মদ মায়া॥
সো হরিভগতি কাগ কিমি পাঈ। বিস্বনাথ মোহি কহহু বুঝাঈ॥

দোহা (৫৪)

রাম পরায়ন গ্যান রত গুনাগার মতি ধীর।
নাথ কহহু কেহি কারন পায়উ কাক সরীর॥

চৌপাই (১—৫)

যহ প্রভু চরিত পবিত্র সুহাবা। কহহু কৃপাল কাগ কহঁ পাবা॥
তুম্হ কেহি ভাঁতি সুনা মদনারী। কহহু মোহি অতি কৌতুক ভারী॥
গরুড় মহাগ্যানী গুন রাসী। হরি সেবক অতি নিকট নিবাসী॥
তেহি কেহি হেতু কাগ সন জাঈ। সুনী কথা মুনি নিকর বিহাঈ॥
কহহু কবন বিধি ভা সম্বাদা। দোও হরিভগত কাগ উরগাদা॥
গৌরি গিরা সুনি সরল সুহাঈ। বোলে সিব সাদর সুখ পাঈ॥
ধন্য সতী পাবন মতি তোরী। রঘুপতি চরন প্রীতি নহিঁ থোরী॥
সুনহু পরম পুনীত ইতিহাসা। জো সুনি সকল লোক ভ্রম নাসা॥
উপজই রাম চরন বিস্বাসা। ভব নিধি তর নর বিনহিঁ প্রয়াসা॥

দোহা—আমি জানতে ইচ্ছুক যে কেমন করে কাক দেহ লাভ করেও কাকভূশণ্ডি বৈরাগ্য, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন ? কেমন করে তাঁর শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগলে প্রেম হল ও তিনি শ্রীরঘুনাথের ভক্তি লাভ করলেন ? ৫৩॥

চৌপাই—হে ত্রিপুরারি ! শুনুন। সহস্র সহস্র ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ধার্মিক হয় আর কোটি কোটি ধার্মিকদের মধ্যে একজন বিষয়বিমুখ বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে থাকে॥ ১ ॥ বেদ অনুসারে কোটি কোটি বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন সম্যক (যথার্থ) জ্ঞানী হয়ে থাকে আর কোটি কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন অসংশ্লিষ্ট (জীবন্মুক্ত) ব্যক্তি হয়ে থাকে যাদের সংখ্যা জগতে নগণ্য॥ ২ ॥ সহস্র সহস্র অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সর্বসুখাকর, ব্রহ্মে লীন জ্ঞান-বিজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি আরও দুর্লভ হয়ে থাকে। হে দেবাদিদেব মহাদেব ! ধার্মিক, বৈরাগ্যযুক্ত, জ্ঞানী, অসংশ্লিষ্ট ও ব্রহ্মে লীন জ্ঞান-বিজ্ঞানমুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও এমন ব্যক্তি অতিশয় দুর্লভ যে মদ-মায়া অতিক্রম করে শ্রীরামচন্দ্র ভক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়। হে বিশ্বনাথ ! এমন দুর্লভ হরিভক্তি কাক কেমন করে লাভ করল, তা আমাকে কৃপা করে বুঝিয়ে বলুন॥ ৩-৪ ॥

দোহা—হে নাথ ! বলুন (এমন) শ্রীরামচন্দ্রপরায়ণ, জ্ঞানী, গুণধাম ও ধীসম্পন্ন শ্রীভূশণ্ডি কাকের দেহ কেন পেলেন ? ৫৪॥

চৌপাই—হে কৃপালু ! বলুন, সেই কাক শ্রীপ্রভুর এই পবিত্র সুন্দর লীলাবৃত্তান্ত কোথা থেকে পেলেন ? আর হে কামারি ! এও বলুন যে আপনি এই লীলাকথা কেমন করে শুনলেন ? আমার এই কথা জানতে কৌতূহল হচ্ছে॥ ১ ॥ শ্রীগরুড় তো মহাজ্ঞানী, সদ্ গুণাকর ও শ্রীহরির সেবক রূপে তাঁর অতিশয় আপন (বাহন)। তিনি মুনিদের না জিজ্ঞাসা করে হরিকথা কাকের কাছ থেকে কেন শুনতে গেলেন ? ২ ॥ আর বলুন, কাকভূশণ্ডি ও গরুড়—এই দুই হরিভক্তর মধ্যে বাক্যালাপ কেমন করে হল ? দেবী পার্বতীর সহজ সরল সুন্দর প্রশ্ন শ্রবণ করে ভগবান শ্রীশংকর সুখানুভূতি লাভ করে পরম সমাদরে বললেন—হে সতী ! ধন্য তুমি। অতিশয় পবিত্র তোমার মতি। শ্রীরঘুপতির চরণযুগলে তোমার প্রীতিও অসামান্য। এইবার তুমি সেই পরম পবিত্র বৃত্তান্ত শ্রবণ করো যাতে ত্রিলোকের সকল সংশয় বিনাশ হয়॥ ৩-৪ ॥ আর শ্রীরামচন্দ্রের চরণে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় এবং মানব অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হয়॥ ৫ ॥

দোহা (৫৫)

ঐসিঅ প্রস্ন বিহঙ্গপতি কীন্হি কাগ সন জাই।
সো সব সাদর কহিহউঁ সুনহু উমা মন লাই॥

চৌপাই (১—৫)

মৈঁ জিমি কথা সুনী ভব মোচনি। সো প্রসঙ্গ সুনু সুমুখি সুলোচনি॥
প্রথম দচ্ছ গৃহ তব অবতারা। সতী নাম তব রহা তুম্হারা॥
দচ্ছ জগ্য তব ভা অপমানা। তুম্হ অতি ক্রোধ তজে তব প্রানা॥
মম অনুচরন্হ কীন্হ মখ ভঙ্গা। জানহু তুম্হ সো সকল প্রসঙ্গা॥
তব অতি সোচ ভয়উ মন মোরেঁ। দুখী ভয়উঁ বিয়োগ প্রিয় তোরেঁ॥
সুন্দর বন গিরি সরিত তড়াগা। কৌতুক দেখত ফিরউঁ বেরাগা॥
গিরি সুমের উত্তর দিসি দূরী। নীল সৈল এক সুন্দর ভূরী॥
তাসু কনকময় সিখর সুহাএ। চারি চারু মোরে মন ভাএ॥
তিন্হ পর এক এক বিটপ বিসালা। বট পীপর পাকরী রসালা॥
সৈলোপরি সরি সুন্দর সোহা। মনি সোপান দেখি মন মোহা॥

দোহা (৫৬)

সীতল অমল মধুর জল জলজ বিপুল বহুরঙ্গ।
কূজত কল রব হংস গন গুঞ্জত মঞ্জুল ভৃঙ্গ॥

চৌপাই (১—৪)

তেহিঁ গিরি রুচির বসই খগ সোঈ। তাসু নাস কল্পান্ত ন হোঈ॥
মায়া কৃত গুন দোষ অনেকা। মোহ মনোজ আদি অবিবেকা॥
রহে ব্যাপি সমস্ত জগ মাহীঁ। তেহি গিরি নিকট কবহুঁ নহিঁ জাহীঁ॥
তহঁ বসি হরিহি ভজই জিমি কাগা। সো সুনু উমা সহিত অনুরাগা॥
পীপর তরু তর ধ্যান সো ধরঈ। জাপ জগ্য পাকরি তর করঈ॥
আঁব ছাঁহ কর মানস পূজা। তজি হরি ভজনু কাজু নহিঁ দূজা॥
বর তর কহ হরি কথা প্রসঙ্গা। আবহিঁ সুনহিঁ অনেক বিহঙ্গা॥
রাম চরিত বিচিত্র বিধি নানা। প্রেম সহিত কর সাদর গানা॥

দোহা—পক্ষীরাজ শ্রীগরুড়ও গিয়ে শ্রীকাকভূষণ্ডিকে মোটামুটি এমন প্রশ্নই করেছিলেন। হে উমা ! আমি সকল বৃত্তান্তই শ্রদ্ধাসহকারে বলব। তুমি মন দিয়ে শোনো॥ ৫৫॥

চৌপাই—আমি যে ভাবে সেই ভবতারণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করেছি হে সুবদনী ! হে সুনয়নী ! সেই প্রসঙ্গ শ্রবণ করো। এর পূর্বে তোমার জন্ম দক্ষ রাজার গৃহে হয়েছিল। তখন তোমার সতীরূপে পরিচয় ছিল। দক্ষযজ্ঞে তোমার অপমান হল আর তুমি অতিশয় ক্রোধে দেহত্যাগ করেছিলে। অতঃপর আমার সেবকগণ সেই যজ্ঞ পণ্ড করে দিয়েছিল। সেই সকল কথা তোমার অজানা নয়॥ ১-২॥ আমার মনে তখন ভীষণ দুশ্চিন্তা হয়েছিল। হে প্রিয়া ! তোমার বিরহে আমি দুঃখিত হলাম। সেইকালে আমি বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে সুন্দর অরণ্য পর্বত, নদী, সরোবরে পরিভ্রমণ করতাম॥ ৩॥ সুমেরু পর্বতের উত্তরে আরও দূরে এক অতিশয় সুন্দর নীল পর্বত আছে ; তার শৃঙ্গ সুবর্ণময়। তার মধ্যে চারটি সুন্দর শৃঙ্গ আমার খুব ভালো লাগল॥ ৪॥ শিখরসমূহে একটি করে বট, অশ্বত্থ, পাকুড় ও আমগাছ ছিল। পর্বতের উপর একটি অনুপম সুন্দর সরোবরের শোভা ছিল ; সরোবরের মণিময় সোপান দেখে মন মোহিত হয়ে যায়॥ ৫॥

দোহা—সরোবরের জল শীতল, নির্মল ও সুমিষ্ট ; তাতে বিভিন্ন বর্ণের বহু পদ্মফুল প্রস্ফুটিত ছিল। হংসগণ সুমধুর শব্দ করছিল আর ভ্রমর সুন্দর গুঞ্জরণ করছিল॥ ৫৬॥

চৌপাই—সেই সুন্দর পর্বতে সেই পক্ষী (কাকভূশণ্ডি) বাস করত। কল্পেও তার বিনাশ হত না। মায়াজনিত দোষ-গুণ, মোহ, কাম আদি অবিবেক যা সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত আছে, তা সেই পর্বতের ধারে কাছে ঘেঁসতে পারত না। সেইখানে বসবাস করে কাক কেমন ভাবে শ্রীহরি ভজনা করত ; হে উমা ! তা প্রীতি সহকারে শ্রবণ করো॥ ১-২॥ সে অশ্বত্থের নীচে ধ্যান, পাকুড়ের নীচে জপযজ্ঞ, আমগাছের নীচে মানসিক পূজা করত। শ্রীহরির পূজার্চনা ছাড়া তার অন্য কোনো কাজ ছিল না॥ ৩॥ সে বটবৃক্ষের তলায় শ্রীহরি প্রসঙ্গ সংকীর্তন করত। বহু পক্ষী সেখানে এসে তা শ্রবণ করত। সে অনুপম রামলীলা বিভিন্ন ভাবে প্রেমানুরাগ সহিত পরম সমাদরে সংকীর্তন করত॥ ৪॥

চৌপাই (৫)

সুনহিঁ সকল মতি বিমল মরালা। বসহিঁ নিরন্তর জে তেহি তালা॥
জব মৈ জাই সো কৌতুক দেখা। উর উপজা আনন্দ বিসেষা॥

দোহা (৫৭)

তব কছু কাল মরাল তনু ধরি তহঁ কীন্হ নিবাস।
সাদর সুন রঘুপতি গুন পুনি আয়উঁ কৈলাস॥

চৌপাই (১—৪)

গিরিজা কহেউঁ সো সব ইতিহাসা। মৈ জেহি সময় গয়উঁ খগ পাসা॥
অব সো কথা সুনহু জেহি হেতূ। গয়উ কাগ পহিঁ খগ কুল কেতূ॥
জব রঘুনাথ কীন্হি রন ক্রীড়া। সমুঝত চরিত হোতি মোহি ব্রীড়া॥
ইন্দ্রজীত কর আপু বঁধায়ো। তব নারদ মুনি গরুড় পঠায়ো॥
বন্ধন কাটি গয়ো উরগাদা। উপজা হৃদয়ঁ প্রচন্ড বিষাদা॥
প্রভু বন্ধন সমুঝত বহু ভাঁতী। করত বিচার উরগ আরাতী॥
ব্যাপক ব্রহ্ম বিরজ বাগীসা। মায়া মোহ পার পরমীসা॥
সো অবতার সুনেউঁ জগ মাহীঁ। দেখেউঁ সো প্রভাব কছু নাহীঁ॥

দোহা (৫৮)

ভব বন্ধন তে ছূটহিঁ নর জপি জা কর নাম।
খর্ব নিসাচর বাঁধেউ নাগপাস সোই রাম॥

চৌপাই (১—৩)

নানা ভাঁতি মনহি সমুঝাবা। প্রগট ন গ্যান হৃদয়ঁ ভ্রম ছাবা॥
খেদ খিন্ন মন তর্ক বঢ়াঈ। ভয়উ মোহবস তুম্হরিহিঁ নাঈ॥
ব্যাকুল গয়উ দেবরিষি পাহীঁ। কহেসি জো সংসয় নিজ মন মাহীঁ॥
সুনি নারদহি লাগি অতি দায়া। সুনু খগ প্রবল রাম কৈ মায়া॥
জো গ্যানিন্হ কর চিত অপহরঈ। বরিআঈঁ বিমোহ মন করঈ॥
জেহি বহু বার নচাবা মোহী। সোই ব্যাপী বিহঙ্গপতি তোহী॥

সকল নির্মল মতি মরাল যারা সেই সরোবরে বাস করত, তা শুনত। যখন আমি সেই স্থানে উপনীত হতে এই কৌতুকপ্রদ দৃশ্য দেখলাম, তখন আমার চিত্তে বিশেষ আনন্দ উৎপন্ন হল॥ ৫ ॥

দোহা—তখন আমি হংসরূপ ধারণ করে সেইস্থানে কিছুদিন বাস করলাম আর শ্রীরঘুপতির লীলাসকল পরম সমাদরে শ্রবণ করে কৈলাসে ফিরে গেলাম॥ ৫৭ ॥

চৌপাই— হে গিরিজা ! কাকভুশণ্ডির কাছে গমনকালের কথা এতক্ষণ আমি তোমায় বললাম। এখন সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করো যার জন্য পক্ষীকুলরাজা শ্রীগরুড় সেই কাকের কাছে গিয়েছিলেন॥ ১ ॥ শ্রীরঘুনাথ তখন রণক্ষেত্রে এমন লীলাভিনয় করেছিলেন তা স্মরণ করে আজও আমার লজ্জা হয় ; তিনি নিজেকে মেঘনাদের কাছে বন্দী হয়ে অবস্থান করছিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ শ্রীগরুড়কে সেই স্থানে প্রেরণ করেন॥ ২ ॥ সর্পভক্ষক শ্রীগরুড় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সর্পবন্ধন মোচন করলেন কিন্তু তাঁর মনে প্রবল বিষাদের আগমন হল। শ্রীপ্রভুর বন্ধন স্মরণ করে সর্পভক্ষক শ্রীগরুড়ের মনে নানারকম প্রশ্ন জেগে উঠল॥ ৩ ॥ যিনি সর্বব্যাপী, বিকার বিরহিত, বাণীর প্রভু ও মায়া-মোহাতীত পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, শুনেছিলাম তারই নাকি জগতে অবতার রূপে আগমন হয়েছে। কিন্তু সেই (অবতারের) প্রভাব তো কিছু চোখে পড়ছে না॥ ৪ ॥

দোহা—যাঁর নাম জপ করে মানবের ভববন্ধন মোচন হয় তাঁকেই কি না এক তুচ্ছ রাক্ষস নাগপাশে বন্ধন করে নিল ? ৫৮ ॥

চৌপাই—সংশয়ে দোলায়মান মনকে শ্রীগরুড় বহুভাবে বোঝাতে প্রয়াসী হলেন। সংশয় তাতে গেল না বরং চিত্তে তা যেন গভীরভাবে সংক্রমিত হল। তিনি (সন্দেহজনিত) দুঃখে কাতর হয়ে মনে সংশয় সুদৃঢ় হওয়ায় তোমার মতনই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন॥ ১ ॥ তিনি ব্যাকুল হয়ে দেবর্ষি নারদের কাছে গেলেন আর মনের সংশয়ের কথা তাঁকে নিবেদন করলেন। সেই কথা শ্রবণ করে দেবর্ষি নারদের মনে অতিশয় দয়াভাব এল। (তিনি বললেন—) হে গরুড় ! শুনুন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মায়া অতিশয় প্রবল॥ ২ ॥ তা জ্ঞানী চিত্তকেও পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত করে আর তাঁর মনকে জোর করে মোহাচ্ছন্ন করে তোলে। তা আমাকেও

চৌপাই (৪)

মহামোহ উপজা উর তোরেঁ। মিটিহি ন বেগি কহেঁ খগ মোরেঁ॥
চতুরানন পহিঁ জাহু খগেসা। সোই করেহু জেহি হোই নিদেসা॥

চৌপাই (৫৯)

অস কহি চলে দেবরিষি করত রাম গুন গান।
হরি মায়া বল বরনত পুনি পুনি পরম সুজান॥

চৌপাই (১—৪)

তব খগপতি বিরঞ্চি পহি গয়উ। নিজ সন্দেহ সুনাবত ভয়উ॥
সুনি বিরঞ্চি রামহি সিরু নাবা। সমুঝি প্রতাপ প্রেম অতি ছাবা॥
মন মহুঁ করই বিচার বিধাতা। মায়া বস কবি কোবিদ গ্যাতা॥
হরি মায়া কর অমিতি প্রভাবা। বিপুল বার জেহিঁ মোহি নচাবা॥
অগ জগময় জগ মম উপরাজা। নহিঁ আচরজ মোহ খগরাজা॥
তব বোলে বিধি গিরা সুহাঈ। জান মহেস রাম প্রভুতাঈ॥
বৈনতেয় সংকর পহিঁ জাহূ। তাত অনত পূছহু জনি কাহূ॥
তহঁ হোইহি তব সংসয় হানী। চলেউ বিহঙ্গ সুনত বিধি বানী॥

দোহা (৬০)

পরমাতুর বিহংগপতি আয়উ তব মো পাস।
জাত রহেউঁ কুবের গৃহ রহিহু উমা কৈলাস॥

চৌপাই (১—২)

তেহিঁ মম পদ সাদর সিরু নাবা। পুনি আপন সন্দেহ সুনাবা॥
সুনি তা করি বিনতী মৃদু বানী। প্রেম সহিত মৈ কহেউঁ ভবানী॥
মিলেহু গরুড় মারগ মহঁ মোহী। কবন ভাঁতি সমুঝাবৌঁ তোহী॥
তবহিঁ হোই সব সংসয় ভঙ্গা। জব বহু কাল করিঅ সতসঙ্গা॥

বহুবার পর্যুদস্ত করেছে। হে পক্ষীরাজ ! সেই মায়া আপনাকেও বেহাল করেছে॥ ৩॥ হে গরুড় ! আপনার চিত্তে এখন প্রবল মোহ উৎপন্ন হয়েছে। আমি বোঝালেও তা সহজে যাওয়ার নয়। অতএব হে পক্ষীরাজ ! আপনি ভগবান শ্রীব্রহ্মার কাছে যান আর তিনি যে আদেশ দেবেন তা পালন করুন॥ ৪॥

দোহা *— এইরূপ পরামর্শ দান করে জ্ঞানী দেবর্ষি নারদ শ্রীরামচন্দ্রের গুণসংকীর্তন করতে করতে আর শ্রীহরির মায়াশক্তির প্রশংসা করে চলে গেলেন॥ ৫৯॥*

চৌপাই — তখন পক্ষীরাজ গরুড় ভগবান শ্রীব্রহ্মার সকাশে গমন করলেন আর তাঁর পরাক্রম স্মরণ করে প্রেমময় হয়ে গেলেন॥ ১॥ ভগবান শ্রীব্রহ্মা মনে মনে বিচার করতে লাগলেন যে কবি, পণ্ডিত ও জ্ঞানী সকলেই তাঁর মায়ার বশীভূত। শ্রীভগবানের মায়ার প্রভাব অসীম যাতে তিনি নিজেও বহু বার হাবুডুবু খেয়েছেন॥ ২॥ এই বিশ্বচরাচর তো তাঁরই সৃষ্টি। যখন তিনিই মায়ার বশীভূত হয়ে হাবুডুবু খান তখন পক্ষীরাজ গরুড়ের মোহ হওয়া আশ্চর্য কিছুই নয়। তদনন্তর ভগবান শ্রীব্রহ্মা সুকোমল উক্তি করলেন— শ্রীরামচন্দ্রের মহিমার কথা ভগবান শ্রীশংকরই বলতে পারবেন॥ ৩॥ (ভগবান শ্রীব্রহ্মা বললেন—) হে গরুড় ! তুমি ভগবান শ্রীশংকরের কাছে গমন করো। হে তাত ! অন্য কোথাও এই প্রশ্ন উত্থাপন কোরো না তাতে তোমার সন্দেহ নাশ হবে না। ভগবান শ্রীব্রহ্মার কথা শ্রবণ করেই গরুড় যাত্রা করলেন॥ ৪॥

দোহা—*তখন পরম আতুর অবস্থায় পক্ষীরাজ গরুড় আমার কাছে এলেন। হে উমা ! তখন আমি কুবেরের কাছে যাচ্ছিলাম আর তুমি ছিলে কৈলাসে॥ ৬০॥*

চৌপাই—গরুড় আমার চরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করে আমাকে নিজ সন্দেহের কথা বলল। হে ভবানী ! তার সবিনয় নিবেদন ও সুকোমল বাণী শ্রবণ করে আমি প্রীতিপূর্বক বললাম—হে গরুড় ! তুমি আমার সঙ্গে পথে মিলিত হয়েছ। পথে যেতে যেতে আমি তোমাকে কেমন করে বোঝাব ? এই সংশয় তো সুদীর্ঘকাল সাধুসঙ্গ করলে তবে দূর হওয়া সম্ভব ॥ ১-২॥

চৌপাই (৩—৪)

সুনিঅ তহাঁ হরিকথা সুহাঈ। নানা ভাঁতি মুনিন্হ জো গাঈ॥
জেহি মহুঁ আদি মধ্য অবসানা। প্রভু প্রতিপাদ্য রাম ভগবানা॥
নিত হরি কথা হোত জহঁ ভাঈ। পঠবউঁ তহাঁ সুনহু তুম্হ জাঈ॥
জাইহি সুনত সকল সন্দেহা। রাম চরন হোইহি অতি নেহা॥

দোহা (৬১)

বিনু সতসঙ্গ ন হরি কথা তেহি বিনু মোহ ন ভাগ।
মোহ গএঁ বিনু রাম পদ হোই ন দৃঢ় অনুরাগ॥

চৌপাই (১—৫)

মিলহিঁ ন রঘুপতি বিনু অনুরাগা। কিএঁ জোগ তপ গ্যান বিরাগা॥
উত্তর দিসি সুন্দর গিরি নীলা। তহঁ রহ কাকভুসুণ্ডি সুসীলা॥
রাম ভগতি পথ পরম প্রবীনা। গ্যানী গুন গৃহ বহু কালীনা॥
রাম কথা সো কহই নিরন্তর। সাদর সুনহিঁ বিবিধ বিহঙ্গবর॥
জাই সুনহু তহঁ হরি গুন ভূরী। হোইহি মোহ জনিত দুখ দূরী॥
মৈ জব তেহি সব কহা বুঝাঈ। চলেউ হরষি মম পদ সিরু নাঈ॥
তাতে উমা ন মৈঁ সমুঝাবা। রঘুপতি কৃপাঁ মরমু মৈঁ পাবা॥
হোইহি কীন্হ কবহুঁ অভিমানা। সো খোবৈ চহ কৃপানিধানা॥
কছু তেহি তে পুনি মৈ নহিঁ রাখা। সমুঝই খগ খগহী কৈ ভাষা॥
প্রভু মায়া বলবন্ত ভবানী। জাহি ন মোহ কবন অস গ্যানী॥

দোহা (৬২ ক, খ)

গ্যানী ভগত সিরোমনি ত্রিভুবনপতি কর জান।
তাহি মোহ মায়া নর পাবঁর করহিঁ গুমান॥

মাসপারায়ণ, আঠাশতম বিশ্রাম

সিব বিরঞ্চি কহুঁ মোহই কো হৈ বপুরা আন।
অস জিয়ঁ জানি ভজহিঁ মুনি মায়া পতি ভগবান॥

সাধুসঙ্গে মনোহর হরিমাহাত্ম্য শ্রবণ করতে হবে। এই শ্রীহরির লীলা সংকীর্তন মুনিগণ বহুভাবে করেছেন আর তার আদি-মধ্য-অন্তে সর্বত্র প্রভু শ্রীরামচন্দ্রই একমাত্র প্রতিপাদ্য প্রভু॥ ৩॥ হে ভাই ! যেখানে প্রতিদিন হরিনাম হয় আমি সেইখানে তোমাকে পাঠাচ্ছি। তুমি সেইখানে গিয়ে তা শোনো। তা শ্রবণ করে তোমার সকল সন্দেহ দূর হয়ে যাবে আর তোমার প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগলে অনন্ত প্রীতি জাগরিত হবে॥ ৪॥

দোহা—সাধুসঙ্গ ছাড়া হরিনাম শ্রবণ করবার সৌভাগ্য হয় না আর তা না হলে মোহভঙ্গ হওয়া সম্ভব নয় আর মোহভঙ্গ না হলে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণে সুদৃঢ় ভক্তিলাভ হয় না॥ ৬১॥

চৌপাই— অনুরাগ ছাড়া যোগ, জ্ঞান, তপস্যা ও বৈরাগ্য আদি পথে শ্রীরঘুনাথকে পাওয়া সম্ভব নয়। (অতএব তুমি সাধুসঙ্গলাভ করবার জন্য সেইখানে গমন করো)। উত্তর দিকে একটি সুন্দর নীল পর্বত আছে। সেইখানে পরম সুশীল শ্রীকাকভূশণ্ডি বাস করেন॥ ১॥ তিনি রামভক্তিতে পরম প্রবীণ, জ্ঞানী, গুণধাম আর কালাতীত। তিনি সতত শ্রীরামচন্দ্রের লীলাসংকীর্তন করে থাকেন যা বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ পক্ষীগণ পরম সমাদরে শ্রবণ করে॥ ২॥ সেইখানে গিয়ে তুমি শ্রীহরির লীলা সংকীর্তন শ্রবণ করো। তা শ্রবণ করলে তোমার মোহজনিত দুঃখের অবসান হবে। যখন এইভাবে আমি তাকে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম তখন সে আমার চরণে প্রণিপাত করে আনন্দে চলে গেল॥ ৩॥ হে উমা ! আমি তাকে নিজে বোঝালাম না কারণ শ্রীরঘুনাথের কৃপা আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সে অবশ্যই অহংকারযুক্ত হয়ে ছিল যা কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্র চূর্ণ করতে চান। আর আমার কাছে তাকে রাখিনি কারণ পক্ষীর ভাষা পক্ষীই ভালো করে বুঝবে। হে ভবানী ! শ্রীপ্রভুর মায়ার শক্তি অসীম ; তার হাত থেকে জ্ঞানীরও রেহাই নেই॥ ৪-৫॥

দোহা—যিনি পরম জ্ঞানী ও ভক্ত শিরোমণি ও অখিল বিশ্বেশ্বর শ্রীভগবানের বাহন সেই গরুড়কেও মায়া রেহাই দেয়নি। তবুও অধম মানব মূর্খামি করে অহংকার করে ! ৬২ (ক)॥

দোহা—যে মায়া ভগবান শ্রীশংকর ও ভগবান শ্রীব্রহ্মাকেও মোহিত করতে সক্ষম তা তো নিরুপায় অন্যদের মোহিত করবেই। এই পরম সত্য

চৌপাই (১—৪)

গয়উ করুড় জহঁ বসই ভুসুন্ডা। মতি অকুন্ঠ হরি ভগতি অখন্ডা॥
দেখি সৈল প্রসন্ন মন ভয়উ। মায়া মোহ সোচ সব গয়উ॥
করি তড়াগ মজ্জন জলপানা। বট তর গয়উ হৃদয়ঁ হরষানা॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধ বিহঙ্গ তহঁ আএ। সুনৈ রাম কে চরিত সুহাএ॥
কথা অরম্ভ করৈ সোই চাহা। তেহী সময় গয়উ খগনাহা॥
আবত দেখি সকল খগরাজা। হরষেউ বায়স সহিত সমাজা॥
অতি আদর খগপতি কর কীন্‌হা। স্বাগত পূছি সুআসন দীন্‌হা॥
করি পূজা সমেত অনুরাগা। মধুর বচন তব বোলেউ কাগা॥

দোহা (৬৩ ক, খ)

নাথ কৃতারথ ভয়উঁ মৈ তব দরসন খগরাজ।
আয়সু দেহু সো করৌঁ অব প্রভু আয়হু কেহি কাজ॥
সদা কৃতারথ রূপ তুম্‌হ কহ মৃদু বচন খগেস।
জেহি কৈ অস্তুতি সাদর নিজ মুখ কীন্‌হি মহেস॥

চৌপাই (১—২)

সুনহু তাত জেহি কারন আয়উঁ। সো সব ভয়উ দরস তব পায়উঁ॥
দেখি পরম পাবন তব আশ্রম। গয়উ মোহ সংসয় নানা ভ্রম॥
অব শ্রীরাম কথা অতি পাবনি। সদা সুখদ দুখ পুঞ্জ নসাবনি॥
সাদর তাত সুনাবহু মোহী। বার বার বিনবউঁ প্রভু তোহী॥

অন্তরে অধিষ্ঠিত করে মুনিগণ সেই মায়ার প্রভু শ্রীভগবানের ভজনা করে থাকেন॥ ৬২ (খ)॥

চৌপাই—এইবার শ্রীগরুড় সেইখানে গমন করলেন যেখানে শুদ্ধ বুদ্ধি ও পূর্ণ ভক্তি ধারণকারী শ্রীকাকভূশণ্ডি বাস করেন। সেই পর্বত দর্শন করেই তাঁর মন প্রসন্নতায় ভরে গেল আর মায়া, মোহ, চিন্তাসকল দূরীভূত হতে লাগল॥ ১॥ সরোবরে স্নান ও জলপান করে প্রসন্নচিত্ত হয়ে সে বটবৃক্ষের তলায় গেল। সেইখানে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অনুপম লীলা শ্রবণ করবার জন্য প্রবীণ পক্ষীগণ সমবেত ছিল॥ ২॥ শ্রীকাকভুশণ্ডি সংকীর্তন শুরু করতে যাচ্ছিলেন তখনই পক্ষীরাজ শ্রীগরুড়ের সেইখানে আগমন হল। পক্ষীরাজ শ্রীগরুড়কে আসতে দেখেই শ্রীকাকভূশণ্ডিসহিত সম্পূর্ণ পক্ষীসমাজ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল॥ ৩॥ তখন পক্ষীরাজ শ্রীগরুড়ের যথাযথ অভ্যর্থনা করে তাঁর কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শ্রীকাকভূশণ্ডি তাঁকে উপবেশন করবার জন্য আসন দান করলেন। অতঃপর প্রীতিপূর্বক পূজার্চনা করে শ্রীকাকভূশণ্ডি মধুর বচন বললেন॥ ৪॥

দোহা—*(শ্রীকাকভূশণ্ডি বললেন—) হে নাথ! হে পক্ষীরাজ! আপনার দর্শন লাভ করে আমরা কৃতার্থ হলাম। আপনি যেমন আদেশ করবেন আমি তেমনই করব। হে প্রভু! আপনার আগমনের হেতু জানতে আমি আগ্রহী॥ ৬৩ (ক)॥*

দোহা—*পক্ষীরাজ শ্রীগরুড় সুমধুর উক্তি করলেন— আপনার প্রশংসা দেবাদিদেব মহাদেব নিজ মুখে করেছেন। তাই আপনি তো সততই কৃতার্থ॥ ৬৩ (খ)॥*

চৌপাই—হে তাত! শুনুন। যে কারণে আমার এইখানে আগমন হয়েছে তা তো এইখানে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তবুও আপনার দর্শন লাভ করে আমি ধন্য। আপনার পবিত্র আশ্রম দেখেই আমার মোহ, সন্দেহ ও ভ্রমসকল দূরীভূত হয়েছে॥ ১॥ এইবার হে তাত! আপনি আমাকে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পরম পবিত্র, সতত সুখদ ও দুঃখসকল নিবারক লীলা প্রীতিপূর্বক বলুন। হে প্রভু! আমি বারে বারে এই নিবেদন রাখলাম॥ ২॥

চৌপাই (৩—৫)

সুনত গরুড় কৈ গিরা বিনীতা। সরল সুপ্রেম সুখদ সুপুনীতা।।
ভয়উ তাসু মন পরম উছাহা। লাগ কহৈ রঘুপতি গুন গাহা।।
প্রথমহিঁ অতি অনুরাগ ভবানী। রামচরিত সর কহেসি বখানী।।
পুনি নারদ কর মোহ অপারা। কহেসি বহুরি রাবন অবতারা।।
প্রভু অবতার কথা পুনি গাঈ। তব সিসু চরিত কহেসি মন লাঈ।।

দোহা (৬৪)

বালচরিত কহি বিবিধি বিধি মন মহঁ পরম উছাহ।
রিষি আগবন কহেসি পুনি শ্রীরঘুবীর বিবাহ।।

চৌপাই (১—৪)

বহুরি রাম অভিষেক প্রসঙ্গা। পুনি নৃপ বচন রাজ রস ভঙ্গা।।
পুরবাসিন্হ কর বিরহ বিষাদা। কহেসি রাম লছিমন সংবাদা।।
বিপিন গবন কেবট অনুরাগা। সুরসরি উতরি নিবাস প্রয়াগা।।
বালমীক প্রভু মিলন বখানা। চিত্রকূট জিমি বসে ভগবানা।।
সচিবাগবন নগর নৃপ মরনা। ভরতাগবন প্রেম বহু বরনা।।
করি নৃপ ক্রিয়া সঙ্গ পুরবাসী। ভরত গএ জহঁ প্রভু সুখ রাসী।।
পুনি রঘুপতি বহুবিধি সমুঝাএ। লৈ পাদুকা অবধপুর আএ।।
ভরত রহনি সুরপতি সুত করনী। প্রভু অরু অত্রি ভেঁট পুনি বরনী।।

দোহা (৬৫)

কহি বিরাধ বধ জেহি বিধি দেহ তজী সরভঙ্গ।
বরনি সুতীছন প্রীতি পুনি প্রভু অগস্তি সতসঙ্গ।।

চৌপাই (১)

কহি দন্ডক বন পাবনতাঈ। গীধ মইত্রী পুনি তেহিঁ গাঈ।।
পুনি প্রভু পঞ্চবটী কৃত বাসা। ভঞ্জী সকল মুনিন্হ কী ত্রাসা।।

শ্রীগরুড়ের সহজ, সরল, সুন্দর, প্রেমময়, সুখপ্রদ ও অতিশয় পবিত্র সবিনয় নিবেদন শ্রবণ করে শ্রীকাকভূশণ্ডির মনে পরম উৎসাহের আগমন হল আর তিনি শ্রীরঘুপতির গুণ সংকীর্তন করতে শুরু করলেন॥ ৩॥ হে ভবানী ! প্রথমে তিনি পরম প্রীতি সহকারে রামচরিতমানস সরোবরের সাদৃশ্যমূলক রূপক বুঝিয়ে বললেন। অতঃপর দেবর্ষি নারদের অপার মোহ ও রাবণের অবতারের কথা আলোচিত হল॥ ৪॥ অতঃপর তিনি শ্রীপ্রভুর অবতাররূপে আগমনের কথা বলে শ্রীপ্রভুর বাল্যলীলার কথা বললেন॥ ৫॥

দোহা—*শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা বৃত্তান্ত বিবিধভাবে পরম উচ্ছ্বাসে সংকীর্তন করে তিনি ঋষি বিশ্বামিত্রের অযোধ্যা আগমন আর শ্রীরঘুবীরের বিবাহ কথা বললেন॥ ৬৪॥*

চৌপাই—অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক প্রসঙ্গ আর প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য রসভঙ্গ (রাজ্যাভিষেকের আনন্দ ভঙ্গ), অযোধ্যাবাসীদের বিরহ, বিষাদ ও শ্রীরামচন্দ্র-শ্রীলক্ষ্মণ সংবাদ পরিবেশিত হল॥ ১॥ শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন, গুহকের অনুরাগ, গঙ্গা নদী অতিক্রম করে প্রয়াগে বিশ্রাম, মহামুনি বাল্মীকি ও প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মিলন আর শ্রীভগবানের চিত্রকূটে নিবাস বৃত্তান্ত বলা হল॥ ২॥ অতঃপর মন্ত্রী শ্রীসুমন্ত্রের নগরে ফিরে আসা, রাজা দশরথের দেহাবসান, (মাতুলালয় থেকে) শ্রীভরতের অযোধ্যা প্রত্যাগমন আর তাঁর সুগভীর প্রীতির কথা বর্ণনা করলেন। মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাঙ্গ করে অযোধ্যাবাসীদের নিয়ে শ্রীভরত সেই স্থানে গমন করলেন যেখানে সুখরাজি প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন॥ ৩॥ তারপর শ্রীরঘুনাথ শ্রীভরতকে বহুভাবে বোঝালেন যাতে শ্রীভরত শ্রীপ্রভুর কাষ্ঠপাদুকা নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন —এইসকল কথা বললেন। শ্রীভরতের নন্দীগ্রামে বাসকালে জীবনযাত্রা, ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তর হীন কার্য আর শ্রীপ্রভু-অত্রিমুনির মিলন কথা বর্ণিত হল॥ ৪॥

দোহা—*যে ভাবে বিরাধ বধ হল আর শরভঙ্গ মুনি দেহত্যাগ করলেন সেই সকল প্রসঙ্গের পর তিনি সুতীক্ষ্ণ মুনির প্রীতি বর্ণনা করে শ্রীপ্রভু ও অগস্ত্য মুনির সাধুসঙ্গ বৃত্তান্ত বললেন॥ ৬৫॥*

চৌপাই—দণ্ডকারণ্য পবিত্র করবার কথা বলে তিনি গৃধ্ররাজের সঙ্গে সখ্যতার কথা বর্ণনা করলেন। অতঃপর শ্রীপ্রভুর পঞ্চবটীতে বাস করা,

চৌপাই (২—৪)

পুনি লছিমন উপদেস অনূপা। সূপনখা জিমি কীন্হি কুরূপা।।
খর দূষন বধ বহুরি বখানা। জিমি সব মরমু দসানন জানা।।
দসকন্ধর মারীচ বতকহী। জেহি বিধি ভঈ সো সব তেহিঁ কহী।।
পুনি মায়া সীতা কর হরনা। শ্রীরঘুবীর বিরহ কছু বরনা।।
পুনি প্রভু গীধ ক্রিয়া জিমি কীন্হী। বধি কবন্ধ সবরিহি গতি দীন্হী।।
বহুরি বিরহ বরনত রঘুবীরা। জেহি বিধি গএ সরোবর তীরা।।

দোহা (৬৬ ক, খ)

প্রভু নারদ সংবাদ কহি মারুতি মিলন প্রসঙ্গ।
পুনি সুগ্রীব মিতাঈ বালি প্রান কর ভঙ্গ।।
কপিহি তিযক করি প্রভু কৃত সৈল প্রবরষন বাস।
বরনন বর্ষা সরদ অরু রাম রোষ কপি ত্রাস।।

চৌপাই (১—৪)

জেহি বিধি কপিপতি কীস পঠাএ। সীতা খোজ সকল দিসি ধাএ।।
বিবর প্রবেস কীন্হ জেহি ভাঁতী। কপিন্হ বহোরি মিলা সম্পাতী।।
সুনি সব কথা সমীরকুমারা। নাঘত ভয়উ পয়োধি অপারা।।
লঙ্কাঁ কপি প্রবেস জিমি কীন্হা। পুনি সীতহি ধীরজু জিমি দীন্হা।।
বন উজারি রাবনহি প্রবোধী। পুর দহি নাঘেউ বহুরি পয়োধী।।
আএ কপি সব জহঁ রঘুরাঈ। বৈদেহী কী কুসল সুনাঈ।।
সেন সমেতি জথা রঘুবীরা। উতরে জাই বারিনিধি তীরা।।
মিলা বিভীষন জেহি বিধি আঈ। সাগর নিগ্রহ কথা সুনাঈ।।

দোহা (৬৭ ক)

সেতু বাঁধি কপি সেন জিমি উতরী সাগর পার।
গয়উ বসীঠী বীরবর জেহি বিধি বালিকুমার।।

মুনিদের অভয় দান, শ্রীপ্রভুর শ্রীলক্ষ্মণকে অনুপম উপদেশ দান ও সূর্পণখাকে কুৎসিত করে দেওয়া বর্ণনা করলেন। অতঃপর খর-দূষণ বধ আর রাবণের সকল সংবাদ অবগত হওয়া বৃত্তান্ত সবিস্তারে বললেন॥ ১-২॥ রাবণ-মারীচ কথোপকথন বলে তিনি মায়াসীতা হরণ ও শ্রীরঘুবীরের বিরহের কথা কিছু বললেন॥ ৩॥ অতঃপর শ্রীপ্রভুর গৃধ্র জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা, কবন্ধ বধ করা, শবরীকে পরমগতি দান বর্ণনা করলেন। এরপর শ্রীপ্রভুর বিরহ বর্ণনা করে তিনি তাঁর পম্পা সরোবরের তীরে আগমনের কথা বললেন॥ ৪॥

দোহা *— শ্রীপ্রভু-দেবর্ষি নারদ সংবাদ আর শ্রীহনুমানের সঙ্গে মিলন প্রসঙ্গ বলে তারপর শ্রীসুগ্রীবের সখ্যতা ও বালীর প্রাণনাশ কথা বর্ণনা করা হল॥ ৬৬ (ক)॥*

দোহা *— সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক করিয়ে শ্রীপ্রভু প্রবর্ষণ পর্বতে বাস, বর্ষা ও শরৎ বর্ণনা, শ্রীরামচন্দ্রের সুগ্রীবের উপর রুষ্ট হওয়া ও সুগ্রীবের ভয় পাওয়া প্রসঙ্গাদি উত্থাপিত হল॥ ৬৬ (খ)॥*

চৌপাই — এরপর বানররাজ সুগ্রীব দ্বারা বানরদের প্রেরণ করা ও তাদের সীতাদেবীর খোঁজে দিকে দিকে গমন করা, বানরদের গিরি কন্দরে প্রবেশ করে সম্পাতির সন্ধান লাভ প্রসঙ্গ বলা হল॥ ১॥ সম্পাতির কাছে সকল কথা জানতে পেরে পবনপুত্র শ্রীহনুমানের অসীম সাগর লঙ্ঘন করা ও তারপর তাঁর লঙ্কায় প্রবেশ করে সীতাদেবীকে আশ্বস্ত করা আদি বৃত্তান্ত বলা হল॥ ২॥ অশোকবন তছনছ করা, রাবণকে সুমতির জন্য আবেদন করা, লঙ্কাদাহন করে আবার সমুদ্র লঙ্ঘন করে কেমন করে উপস্থিত বানরদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীহনুমানের শ্রীরঘুনাথ সকাশে গমন ও জানকীদেবীর কুশলসংবাদ প্রদান, তা বলা হল॥ ৩॥ অতঃপর যে ভাবে সসৈন্য শ্রীরঘুবীর সমুদ্রতটে পৌঁছালেন ও যে ভাবে শ্রীবিভীষণ তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন, সেই সকল ও সেতুবন্ধনের কথা বলা হল॥ ৪॥

দোহা *— সেতুবন্ধন করে যে ভাবে বানরসৈন্য সমুদ্র পার করে লঙ্কায় উপনীত হল আর যে ভাবে বীরশ্রেষ্ঠ বালীপুত্র অঙ্গদ দূতরূপে গেলেন সেই সকল বিবরণ দেওয়া হল॥ ৬৭ (ক)॥*

দোহা (৬৭ খ)

নিসিচর কীস লরাঈ বরনিসি বিবিধ প্রকার।
কুম্ভকরন ঘননাদ কর বল পৌরুষ সংঘার॥

চৌপাই (১—৪)

নিসিচর নিকর মরন বিধি নানা। রঘুপতি রাবন সমর বখানা॥
রাবন বধ মন্দোদরি সোকা। রাজ বিভীষন দেব অসোকা॥
সীতা রঘুপতি মিলন বহোরী। সুরন্হ কীন্হি অস্তুতি কর জোরী॥
পুনি পুষ্পক চঢ়ি কপিন্হ সমেতা। অবধ চলে প্রভু কৃপা নিকেতা॥
জেহি বিধি রাম নগর নিজ আএ। বায়স বিসদ চরিত সব গাএ॥
কহেসি বহোরি রাম অভিষেকা। পুর বরনত নৃপনীতি অনেকা॥
কথা সমস্ত ভুসুন্ড বখানী। জো মৈঁ তুম্হ সন কহী ভবানী॥
সুনি সব রাম কথা খগনাহা। কহত বচন মন পরম উছাহা॥

সোরঠা (৬৮ ক, খ)

গয়উ মোর সন্দেহ সুনেউঁ সকল রঘুপতি চরিত।
ভয়উ রাম পদ নেহ তব প্রসাদ বায়স তিলক॥
মোহি ভয়উ অতি মোহ প্রভু বন্ধন রন মহুঁ নিরখি।
চিদানন্দ সন্দোহ রাম বিকল কারন কবন॥

চৌপাই (১—২)

দেখি চরিত অতি নর অনুসারী। ভয়উ হৃদয়ঁ মম সংসয় ভারী॥
সোই ভ্রম অব হিত করি মৈঁ মানা। কীন্হ অনুগ্রহ কৃপানিধানা॥
জো অতি আতপ ব্যাকুল হোঈ। তরু ছায়া সুখ জানই সোঈ॥
জৌ নহিঁ হোত মোহ অতি মোহী। মিলতেউঁ তাত কবন বিধি তোহী॥

দোহা— অতঃপর রাক্ষস ও বানরদের যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল। কুম্ভকর্ণ আর মেঘনাদের পরাক্রম, পুরুষার্থ ও সংহার কথা বলা হল॥ ৬৭ (খ)॥

চৌপাই— তিনি বিভিন্ন প্রকারে যেমনভাবে রাক্ষসগণ মারা পড়ল ও শ্রীরঘুপতি ও রাবণের বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধের বর্ণনা করলেন। রাবণবধ, মন্দোদরীর বিলাপ, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক আর দেবতাদের দুঃখের অবসান বর্ণনা করে তিনি সীতাদেবী ও শ্রীরঘুপতির মিলনের কথা বললেন। তিনি সবিস্তারে বললেন—কেমনভাবে দেবতাগণ হাত জোড় করে স্তুতি করলেন আর কেমনভাবে বানরদের সঙ্গে নিয়ে পুষ্পক বিমানে চড়ে কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা করলেন॥ ১-২॥ যেভাবে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র নিজ নগরে (অযোধ্যায়) এলেন সেই সকল উজ্জ্বল লীলাসকল কাকভূশণ্ডি সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের কথা বললেন। (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) অযোধ্যার ও বহু প্রকারের রাজনীতির বর্ণনা করে কাকভূশণ্ডি সেই সব কথা বললেন যা হে ভবানী! আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি। সম্পূর্ণ রামলীলা শ্রবণ করে পক্ষীরাজ শ্রীগরুড় পরম আনন্দ সহকারে বললেন—॥ ৩-৪॥

সোরঠা—শ্রীরঘুপতির যে লীলা আমি শ্রবণ করলাম তাতে আমার সন্দেহ তিরোহিত হয়েছে। হে শ্রীকাকভূশণ্ডি! হে ভক্তশিরোমণি! আপনার কৃপায় শ্রীরামচন্দ্র চরণে আমার প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে॥ ৬৮ (ক)॥

সোরঠা—(শ্রীগরুড় বললেন—) যুদ্ধে শ্রীপ্রভুকে নাগপাশে আবদ্ধ হতে দেখে আমার মনে প্রবল সংশয় উপস্থিত হয়েছিল যে যদি প্রভু শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর হন তাহলে তিনি ব্যাকুল হলেন কেন? ৬৮ (খ)॥

চৌপাই— অতি সাধারণ, লৌকিক ও নরসম আচরণ প্রত্যক্ষ করে আমার চিত্তে অতিশয় সন্দেহ হয়েছিল। এখন আমি আমার ভ্রম (সন্দেহ)কে আমার নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করি। কৃপানিধান আমার উপর এই বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন॥ ১॥ যে প্রখর রৌদ্রে অতিশয় ব্যাকুল হয়ে পড়ে সেই বৃক্ষের ছায়ার সুখের গুরুত্ব জানে। হে তাত! যদি আমার মধ্যে প্রবল সংশয় না জাগতো তাহলে আমি আপনাকে কী ভাবে এসে মিলিত হতাম? ২॥

চৌপাই (৩—৪)

সুনতেউঁ কিমি হরি কথা সুহাঈ। অতি বিচিত্র বহু বিধি তুম্হ গাঈ॥
নিগমাগম পুরান মত এহা। কহহিঁ সিদ্ধ মুনি নহিঁ সন্দেহা॥
সন্ত বিসুদ্ধ মিলহিঁ পরি তেহী। চিতবহিঁ রাম কৃপা করি জেহী॥
রাম কৃপাঁ তব দরসন ভয়উ। তব প্রসাদ সব সংসয় গয়উ॥

দোহা (৬৯ ক, খ)

সুনি বিহঙ্গপতি বানী সহিত বিনয় অনুরাগ।
পুলক গাত লোচন সজল মন হরষেউ অতি কাগ॥
শ্রোতা সুমতি সুসীল সুচি কথা রসিক হরিদাস।
পাই উমা অতি গোপ্যমপি সজ্জন করহি প্রকাস॥

চৌপাই (১—৪)

বোলেউ কাকভুসন্ড বহোরী। নভগ নাথ পর প্রীতি ন থোরী॥
সব বিধি নাথ পূজ্য তুম্হ মেরে। কৃপাপাত্র রঘুনায়ক কেরে॥
তুম্হহি ন সংসয় মোহ ন মায়া। মো পর নাথ কীন্হি তুম্হ দায়া॥
পঠই মোহ মিস খগপতি তোহী। রঘুপতি দীন্হি বড়াঈ মোহী॥
তুম্হ নিজ মোহ কহী খগ সাঈঁ। সো নহিঁ কছু আচরজ গোসাঈ॥
নারদ ভব বিরঞ্চি সনকাদী। জে মুনিনায়ক আতমবাদী॥
মোহ ন অন্ধ কীন্হ কেহি কেহী। কো জগ কাম নচাব ন জেহী॥
তৃস্নাঁ কেহি ন কীন্হ বৌরাহা। কেহি কর হৃদয় ক্রোধ নহিঁ দাহা॥

দোহা (৭০ ক, খ)

গ্যানী তাপস সূর কবি কোবিদ গুন আগার।
কেহি কৈ লোভ বিড়ম্বনা কীন্হি ন এহিঁ সংসার॥
শ্রী মদ বক্র ন কীন্হ কেহি প্রভুতা বধির ন কাহি।
মৃগলোচনি কে নৈন সর কো অস লাগ ন জাহি॥

আর কেমন করেই বা এই অনুপম সুন্দর শ্রীহরিনাম সংকীর্তন শ্রবণ করতে পারতাম ? আপনি সেই লীলা সংকীর্তন বহু কৃপা করে করেছেন। বেদ, শাস্ত্র, পুরাণে বলেন ও যা সিদ্ধ ও মুনিগণও বলে থাকেন যে এতে সন্দেহ নেই যে শুদ্ধ (প্রকৃত) সন্ত তিনিই পেয়ে থাকেন যাঁর উপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র কৃপা করেন। শ্রীরামচন্দ্রের অসীম কৃপায় আমি আপনার দর্শন লাভ করলাম আর আপনার কৃপায় আমার সন্দেহের নিরসন হল॥ ৩-৪॥

দোহা—পক্ষীরাজ শ্রীগরুড়ের বিনয়াবনত প্রেমময় উক্তি শ্রবণ করে শ্রীকাকভূশণ্ডির তনু পুলকিত হয়ে গেল। তাঁর নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ ও মন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল॥ ৬৯ (ক)॥

দোহা—হে উমা ! অতিশয় বুদ্ধিমান, সুশীল, পবিত্র লীলাকথা শ্রবণে উৎসুক ও শ্রীহরি সেবক শ্রোতা লাভ করে বিদ্বজ্জন পরম গুহ্য রহস্যও প্রকাশ করে দিয়ে থাকেন॥ ৬৯ (খ)॥

চৌপাই— শ্রীকাকভূশণ্ডি আবার বললেন—পক্ষীরাজের উপরও তাঁর অসামান্য প্রীতি। হে নাথ ! আপনি আমার সর্বতোভাবে পূজ্য আর প্রভু শ্রীরঘুনাথের কৃপাপাত্র॥ ১॥ আপনার মধ্যে সন্দেহ, মোহ ও মায়া কিছুই নেই। হে নাথ ! বস্তুত আপনি আমার উপর কৃপা করেছেন। হে পক্ষীরাজ ! সংশয় সৃষ্টি করে শ্রীরঘুনাথই আপনাকে আমার কাছে প্রেরণ করে আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন॥ ২॥ হে পক্ষীদের প্রভু ! আপনি আপনার সংশয় ব্যক্ত করেছেন তাতে হে গোঁসাই ! আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। দেবর্ষি নারদ, ভগবান শ্রীশংকর, ভগবান শ্রীব্রহ্মা ও সনকাদি যাঁরা আত্মতত্ত্বজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠিত ও শ্রেষ্ঠ উপদেশ প্রদানকারী রূপে সর্বজনবিদিত তাঁদের মধ্যেও কাকে মোহ অন্ধ (বিবেক বিরহিত) করেনি ? জগতে কে এমন আছে যে কামের বশীভূত হয়নি ? তৃষ্ণা কাকে মত্ত করেনি ? ক্রোধ কার চিত্তকে দহন করেনি ? ৩-৪॥

দোহা—জ্ঞানী, তাপস, শৌর্যবীর্যসম্পন্ন, কবি, পণ্ডিত ও গুণনিধি সকলের মধ্যে এমন কে আছেন যাঁকে লোভের বিড়ম্বনায় পড়তে হয়নি ? ৭০ (ক)॥

দোহা—ধনসম্পদের মদ কাকে উন্মাদ আর ক্ষমতা কাকে বধির করেনি ? এমন কে আছে যাকে যুবতী নারীর নয়নবাণে বিদ্ধ হতে হয়নি ? ৭০ (খ)॥

চৌপাই (১—৪)

গুন কৃত সন্যপাত নহিঁ কেহী। কোউ ন মান মদ তজেউ নিবেহী॥
জোবন জ্বর কেহি নহিঁ বলকাবা। মমতা কেহি কর জস ন নসাবা॥
মচ্ছর কাহি কলঙ্ক ন লাবা। কাহি ন সোক সমীর ডোলাবা॥
চিন্তা সাঁপিনি কো নহিঁ খায়া। কো জগ জাহি ন ব্যাপী মায়া॥
কীট মনোরথ দারু সরীরা। জেহি ন লাগ ঘুন কো অস ধীরা॥
সুত বিত লোক ঈষনা তীনী। কেহি কৈ মতি ইন্হ কৃত ন মলীনী॥
যহ সব মায়া কর পরিবারা। প্রবল অমিতি কো বরনৈ পারা॥
সিব চতুরানন জাহি ডেরাহীঁ। অপর জীব কেহি লেখে মাহীঁ॥

দোহা (৭১ ক, খ)

ব্যাপি রহেউ সংসার মহুঁ মায়া কটক প্রচন্ড।
সেনাপতি কামাদি ভট দম্ভ কপট পাষন্ড॥
সো দাসী রঘুবীর কৈ সমুঝেঁ মিথ্যা সোপি।
ছূট ন রাম কৃপা বিনু নাথ কহউঁ পদ রোপি॥

চৌপাই (১—৪)

জো মায়া সব জগহি নচাবা। জাসু চরিত লখি কাহুঁ ন পাবা॥
সোই প্রভু ভ্রূ বিলাস খগরাজা। নাচ নটী ইব সহিত সমাজা॥
সোই সচ্চিদানন্দ ঘন রামা। অজ বিগ্যান রূপ বল ধামা॥
ব্যাপক ব্যাপ্য অখন্ড অনন্তা। অখিল অমোঘসক্তি ভগবন্তা॥
অগুন অদভ্র গিরা গোতীতা। সবদরসী অনবদ্য অজীতা॥
নির্মম নিরাকার নিরমোহা। নিত্য নিরঞ্জন সুখ সন্দোহা॥
প্রকৃতি পার প্রভু সব উর বাসী। ব্রহ্ম নিরীহ বিরজ অবিনাসী॥
ইহাঁ মোহ কর কারন নাহীঁ। রবি সন্মুখ তম কবহুঁ কি জাহীঁ॥

চৌপাই—(রজ, তম আদি) গুণকৃত সান্নিপাতিক জ্বর কাকে রেহাই দিয়েছে ? এমন কে আছে যাকে সম্মান ও মদ স্পর্শ করেনি ? যৌবন জ্বর কাকে প্রলাপ বকতে বাধ্য করেনি ? মমতা কার যশকে বিনষ্ট করেনি ? ১॥ মৎসর কাকে কলঙ্কিত করেনি ? শোকরূপ পবন কাকে দোলায়িত চিত্ত করেনি ? চিন্তারূপ সর্প কাকে দংশন করেনি ? জগতে এমন কে আছে যাকে মায়া মুগ্ধ করেনি ? ২॥ দেহবৃক্ষে মনোরথ কীট (ঘুণ)সম। এমন ব্যক্তি বিরল যার দেহে এই কীট বাসা বাঁধেনি। পুত্রের, ধনসম্পদের ও লোকমান্য হওয়ার বাসনা (ইচ্ছাসকল) কার বুদ্ধিকে মলিন করেনি ? ৩॥ এই সকলই মায়ার এলাকায়। তা অতীব শক্তিশালী যার বর্ণনা কে করতে পারে ? যাকে ভগবান শ্রীশংকর ও ভগবান শ্রীব্রহ্মাও ভয় পান তাকে তো অন্যান্য জীবগণ ভয় পাবেই॥ ৪॥

দোহা—মায়ার প্রবল পরাক্রমযুক্ত সৈন্যসামন্ত জগতে ছেয়ে আছে। কামাদি (কাম, ক্রোধ ও লোভ) তার সেনাপতি আর দম্ভ, কপটতা, নাস্তিকতা তার যোদ্ধা॥ ৭১ (ক)॥

দোহা—সেই মায়া শ্রীরঘুবীরের দাসী। যদিও তাত্ত্বিক বিচারে তা মিথ্যা কিন্তু প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা না হলে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। হে নাথ ! এই কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি॥ ৭১ (খ)॥

চৌপাই—মায়ার ক্রিয়াকর্ম বিশ্বচরাচরকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং তার ক্রিয়াকলাপ বুঝতে কেউই সক্ষম নয়। হে পক্ষীরাজ গরুড় ! সেই মায়াই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রূকুটিবিলাসে নটীসম নৃত্য করে থাকে॥ ১॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রই সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। তিনি অজর, বিজ্ঞানরূপ, রূপ ও সামর্থ্যের আকর, সর্বব্যাপী ও সর্বরূপ, অখণ্ড, অনন্ত, সম্পূর্ণ, ফলপ্রদায়ক শক্তি ও ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত শ্রীভগবান স্বয়ং॥ ২॥ তিনি নির্গুণ (মায়ার গুণ বিরহিত), বাণী ও ইন্দ্রিয়সমূহের সীমার অতীত, সর্বদর্শী, অনবদ্য অজিত। তিনি মমত্ববোধ বিরহিত, নিরাকার, নির্মোহ, নিত্য, নিরঞ্জন, সুখপুঞ্জ পুরুষোত্তম শ্রীভগবান স্বয়ং॥ ৩॥ তিনি প্রকৃতির অতীত, সর্বান্তর্যামী, ইচ্ছা ও বিকার বিরহিত, অবিনশ্বর পুরুষোত্তম ব্রহ্ম স্বয়ং। তাঁর মধ্যে মোহের প্রশ্নই নেই। অন্ধকারের কি কখনও সূর্যের সম্মুখে আসবার ক্ষমতা থাকে ? ৪॥

দোহা (৭২ ক, খ)

ভগত হেতু ভগবান প্রভু রাম ধরেউ তনু ভূপ।
কিএ চরিত পাবন পরম প্রাকৃত নর অনুরূপ॥
জথা অনেক বেষ ধরি নৃত্য করই নট কোই।
সোই সোই ভাব দেখাবই আপুন হোই ন সোই॥

চৌপাই (১—৪)

অসি রঘুপতি লীলা উরগারী। দনুজ বিমোহনি জন সুখকারী॥
জে মতি মলিন বিষয় বস কামী। প্রভু পর মোহ ধরহিঁ ইমি স্বামী॥
নয়ন দোষ জা কহঁ জব হোঈ। পীত বরন সসি কহুঁ কহ সোঈ॥
জব জেহি দিসি ভ্রম হোই খগেসা। সো কহ পচ্ছিম উয়উ দিনেসা॥
নৌকারূঢ় চলত জগ দেখা। অচল মোহ বস আপুহি লেখা॥
বালক ভ্রমহিঁ ন ভ্রমহিঁ গৃহাদী। কহহিঁ পরস্পর মিথ্যাবাদী॥
হরি বিষইক অস মোহ বিহঙ্গা। সপনেহু নহিঁ অগ্যান প্রসঙ্গা॥
মায়াবস মতিমন্দ অভাগী। হৃদয়ঁ জমনিকা বহুবিধি লাগী॥
তে সঠ হঠ বস সংসয় করহীঁ। নিজ অগ্যান রাম পর ধরহীঁ॥

দোহা (৭৩ ক, খ)

কাম ক্রোধ মদ লোভ রত গৃহাসক্ত দুখরূপ।
তে কিমি জানহিঁ রঘুপতিহি মূঢ় পরে তম কূপ॥
নির্গুন রূপ সুলভ অতি সগুন জান নহিঁ কোই।
সুগম অগম নানা চরিত সুনি মুনি মন ভ্রম হোই॥

চৌপাই (১)

সুনু খগেস রঘুপতি প্রভুতাঈ। কহউঁ জথামতি কথা সুহাঈ॥
জেহি বিধি মোহ ভয়উ প্রভু মোহী। সোউ সব কথা সুনাবউঁ তোহী॥

দোহা—*পরব্রহ্ম পরমেশ্বর স্বয়ং ভক্তদের কল্যাণে নরপালরূপে আবির্ভূত হয়েছেন আর তাই তিনি সাধারণ মানবসম বহু লীলা সম্পাদন করেছেন॥ ৭২ (ক)॥*

দোহা—*যেমন কুশল নট বহুভাবে সজ্জিত হয়ে চরিত্র অনুকূল অভিনয় করে থাকে কিন্তু তার নিজস্ব সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে (শ্রীপ্রভুর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে)॥ ৭২ (খ)॥*

চৌপাই—হে শ্রীগরুড় ! শ্রীরঘুপতির লীলার বৈশিষ্ট্য হল যে তা যেমন রাক্ষসদের মোহিত করে তেমনভাবেই তা ভক্তদের সুখ প্রদানও করে থাকে। হে প্রভু ! মোহের দোষারোপ তো তাঁরাই করে থাকেন যাঁরা মলিন চিত্ত, বিষয়াসক্ত ও কামাসক্ত॥ ১॥ কেউ যদি পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হয় তখন সে চন্দ্রকে দেখেও হলদে বলে। হে পক্ষীরাজ ! যদি কারো দিগ্‌ভ্রম হয় তাহলেই যে সূর্য পশ্চিম দিকে উঠছে বলতে পারে॥ ২॥ জলযানে উপবিষ্ট যাত্রী জগৎকে চলমান দেখে আর মোহের বশীভূত হয়ে নিজেকেই গতিহীন মনে করে থাকে। বালকেরা যখন চক্রাকারে ছুটে বেড়ায় তারা ভাবে যে গৃহাদি ছুটছে আর তাই তারা পরস্পরকে মিথ্যাবাদী অপবাদ দেয়॥ ৩॥ হে শ্রীগরুড় ! শ্রীহরির মোহচিন্তা এইরূপই অসত্য। শ্রীভগবান তো স্বপ্নেও অজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন না। কিন্তু মায়ার বশীভূত, মন্দমতি ও ভাগ্যহীন ব্যক্তির চিত্তে বহু রকম আবরণ থাকে যাতে তারা মূর্খসম হঠকারিতা করে সংশয় করে আর নিজ অজ্ঞানতা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের উপর চাপিয়ে দেয়॥ ৪-৫॥

দোহা—*যারা কাম, ক্রোধ, মদ ও লোভের সঙ্গে নিত্যযুক্ত আর দুঃখরূপ গৃহে আসক্ত হয়ে থাকে তারা শ্রীরঘুনাথকে কেমন করে জানতে সক্ষম হবে ? তারা তো অন্ধকূপে পড়ে রয়েছে॥ ৭৩ (ক)॥*

দোহা—*নির্গুণ রূপ অতিশয় সহজলভ্য (সহজেই তা বোঝা যায়) কিন্তু (গুণাতীত দিব্য) সগুণ রূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হওয়া কঠিন নয়। তাই সেই সগুণ শ্রীভগবানের বহু সুগম্য ও অগম্য লীলা দেখে ও শুনে মুনিদের মধ্যেও সন্দেহের অবকাশ হয়॥ ৭৩ (খ)॥*

চৌপাই—হে পক্ষীরাজ শ্রীগরুড় ! শ্রীরঘুপতির মহিমার কথা শুনুন। সেই সুললিত বৃত্তান্ত আমি নিজ সামর্থ্য অনুসারেই বলব। হে প্রভু ! আমারও যেভাবে

চৌপাই (১—৪)

রাম কৃপা ভাজন তুম্হ তাতা। হরি গুন প্রীতি মোহি সুখদাতা॥
তাতে নহিঁ কছু তুম্হহি দুরাবউঁ। পরম রহস্য মনোহর গাবউঁ॥

সুনহু রাম কর সহজ সুভাউ। জন অভিমান ন রাখহিঁ কাউ॥
সংসৃত মূল সূলপ্রদ নানা। সকল সোক দায়ক অভিমানা॥

তাতে করহিঁ কৃপানিধি দূরী। সেবক পর মমতা অতি ভূরী॥
জিমি সিসু তন ব্রন হোই গোসাঈঁ। মাতু চিরাব কঠিন কী নাঈঁ॥

দোহা (৭৪ ক, খ)

জদপি প্রথম দুখ পাবই রোবই বাল অধীর।
ব্যাধি নাস হিত জননী গনতি ন সো সিসু পীর॥

তিমি রঘুপতি নিজ দাস কর হরহিঁ মান হিত লাগি।
তুলসিদাস ঐসে প্রভুহি কস ন ভজহু ভ্রম ত্যাগি॥

চৌপাই (১—৪)

রাম কৃপা আপনি জড়তাঈ। কহউঁ খগেস সুনহু মন লাঈ॥
জব জব রাম মনুজ তনু ধরহীঁ। ভক্ত হেতু লীলা বহু করহীঁ॥

তব তব অবধপুরী মৈ জাউঁ। বালচরিত বিলোকি হরষাউঁ॥
জন্ম মহোৎসব দেখউঁ জাঈ। বরষ পাঁচ তহঁ রহউঁ লোভাঈ॥

ইষ্টদেব মম বালক রামা। সোভা বপুষ কোটি সত কামা॥
নিজ প্রভু বদন নিহারি নিহারী। লোচন সুফল করউঁ উরগারী॥

লঘু বায়স বপু ধরি হরি সঙ্গা। দেখউঁ বালচরিত বহু রঙ্গা॥

মোহ হয়েছিল, সেই কথাই বলছি॥ ১॥ হে তাত ! আপনি তো শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাধন্য। শ্রীহরির লীলায় আপনার বিশেষ প্রীতি তাই আপনি আমার জন্য সুখকর। আপনার কাছে আমি কিছুই গোপন করব না আর অতি গূঢ় রহস্যযুক্ত কথাসকল সংকীর্তন করে ধন্য হব॥ ২॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের একটি মহৎ গুণের কথা শুনুন। তিনি ভক্তর মধ্যে অহংকার কখনও থাকতে দেন না কারণ অহংকারই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারের মূল যা বহু রকমের ক্লেশ ও শোক প্রদান করে থাকে॥ ৩॥ তাই কৃপানিধি শ্রীভগবান তা দূর করেন কারণ তিনি যে ভক্তকে অতিশয় ভালোবাসেন। হে গোঁসাই ! যেমন শিশুসন্তানের দেহে ফোঁড়া হলে মাতা তা নির্মমভাবে ফাটিয়ে দেন (তেমনভাবেই শ্রীপ্রভু ভক্তর অহংকার তার মঙ্গলের জন্য নির্মমভাবে হরণ করে নিয়ে থাকেন)॥ ৪॥

দোহা—*শিশু প্রথমে তাতে (স্ফোটক চিরিয়ে দেওয়ার সময়) কষ্ট পায় আর অধীর হয়ে ক্রন্দন করে কিন্তু রোগ বিনাশ করবার জন্য মাতা শিশুর সেই কষ্টকে গুরুত্ব দেন না। (অর্থাৎ কষ্ট হবে তা জেনেও তা চিরিয়ে দেন)॥ ৭৪ (ক)॥*

দোহা—*সেইভাবেই শ্রীরঘুপতি নিজ দাসের অহংকার তার মঙ্গলের জন্যই হরণ করে নেন। তুলসীদাস বলেন যে ভ্রম ত্যাগ করে এমন প্রভুর ভজনা কেন কর না ! ৭৪ (খ)॥*

চৌপাই— হে পক্ষীরাজ শ্রীগরুড় ! শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা ও নিজ নির্বুদ্ধিতার কথা বলছি, মন দিয়ে শুনুন। যখনই প্রভু শ্রীরামচন্দ্র নরদেহ ধারণ করে ভক্তদের জন্য বহু লীলা সম্পাদন করেন তখনই আমি অযোধ্যা গমন করে থাকি আর তাঁর বাল্যলীলা দর্শন করে আনন্দ উপভোগ করি। অযোধ্যাগমন করে আমি জন্মমহোৎসব প্রত্যক্ষ করি আর (শ্রীভগবানের বাল্যলীলায়) আকৃষ্ট হয়ে পাঁচ বৎসর সেইখানে থেকে যাই॥ ১-২॥ বালক শ্রীরামচন্দ্র হলেন আমার ইষ্টদেবতা। তখন তাঁর অঙ্গে শত কোটি কামদেবের সৌন্দর্য যুগপৎ দেখা যায়। হে শ্রীগরুড় ! নিজ প্রভুর রূপ দর্শন করে আমি আমার নয়ন সার্থক করি॥ ৩॥ ক্ষুদ্র বায়সরূপ ধারণ করে ও শ্রীভগবানের সঙ্গে বিহার করে আমি তাঁর বিভিন্ন বাল্যলীলা স্বচক্ষে দর্শন করে ধন্য হই॥ ৪॥

দোহা (৭৫ ক, খ)

লরিকাঈঁ জহঁ জহঁ ফিরহিঁ তহঁ তহঁ সঙ্গ উড়াউঁ।
জূঠনি পরই অজির মহঁ সো উঠাই করি খাউঁ॥
এক বার অতিসয় সব চরিত কিএ রঘুবীর।
সুমিরত প্রভু লীলা সোই পুলকিত ভয়উ সরীর॥

চৌপাই (১—৪)

কহই ভসুণ্ড সুনহু খগনায়ক। রাম চরিত সেবক সুখদায়ক॥
নৃপ মন্দির সুন্দর সব ভাঁতী। খচিত কনক মনি নানা জাতী॥
বরনি ন জাই রুচির অঁগনাঈ। জহঁ খেলহিঁ নিত চারিউ ভাঈ॥
বালবিনোদ করত রঘুরাঈ। বিচরত অজির জননি সুখদাঈ॥
মরকত মৃদুল কলেবর স্যামা। অঙ্গ অঙ্গ প্রতি ছবি বহু কামা॥
নব রাজীব অরুন মৃদু চরনা। পদজ রুচির নখ সসি দুতি হরনা॥
ললিত অঙ্ক কুলিসাদিক চারী। নূপুর চারু মধুর রবকারী॥
চারু পুরট মনি রচিত বনাঈ। কটি কিঙ্কিনি কল মুখর সুহাঈ॥

দোহা (৭৬ ক)

রেখা ত্রয় সুন্দর উদর নাভী রুচির গঁভীর।
উর আয়ত ভ্রাজত বিবিধি বাল বিভূষন চীর॥

চৌপাই (১—৩)

অরুন পানি নখ করজ মনোহর। বাহু বিসাল বিভূষন সুন্দর॥
কন্ধ বাল কেহরি দর গ্রীবা। চারু চিবুক আনন ছবি সীঁবা॥
কলবল বচন অধর অরুনারে। দুই দুই দসন বিসদ বর বারে॥
ললিত কপোল মনোহর নাসা। সকল সুখদ সসি কর সম হাসা॥
নীল কঞ্জ লোচন ভব মোচন। ভ্রাজত ভাল তিলক গোরোচন॥
বিকট ভৃকুটি সম শ্রবন সুহাএ। কুঞ্চিত কচ মেচক ছবি ছাএ॥

দোহা—শিশুসুলভ চপলতায় বালক শ্রীরামচন্দ্র যখন ক্রীড়া করেন তখন আমিও তাঁর সঙ্গে উড়ে সঙ্গদান করি আর প্রাঙ্গণে তাঁর যে উচ্ছিষ্ট পাই তাই তুলে (প্রসাদ জ্ঞানে) ধারণ করি॥ ৭৫ (ক)॥

দোহা—সেইবার শ্রীপ্রভুর বাল্যলীলা কিছুটা প্রসারিত হয়েছিল। শ্রীপ্রভুর সেই লীলার কথা স্মরণ করে শ্রীকাকভূশণ্ডির অঙ্গে (অনুরাগজনিত) পুলক দেখা দিল॥ ৭৫ (খ)॥

চৌপাই—শ্রীকাকভূশণ্ডি বলতে থাকলেন—হে পক্ষীরাজ! শুনুন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের লীলা সেবকদের সতত সুখ প্রদান করে থাকে। (অযোধ্যার) রাজপ্রাসাদ সর্বতোভাবে সুন্দর। সেই সুবর্ণমণ্ডিত মহল রত্নখচিত॥ ১॥ সুন্দর প্রাঙ্গণের বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সেইখানে ভ্রাতা চতুষ্টয় খেলা করতেন। নানারকম হাস্যকৌতুকে মাতাকে প্রসন্ন করতে করতে তখন বালক শ্রীরঘুনাথ সেই প্রাঙ্গণে খেলে বেড়াচ্ছিলেন॥ ২॥ তাঁর তনু মরকতমণিসম সবুজাভ্রশ্যাম ও কোমল। প্রতি অঙ্গে যেন অসংখ্য কামদেবের যুগপৎ শোভার অবস্থান রয়েছে। তাঁর কোমল চরণযুগল রক্তকমলসম অরুণাভ ছিল। অঙ্গুলিতে ছিল অনুপম সৌন্দর্য আর নখ নিজ জ্যোতিতে চন্দ্রের কান্তিকে হরণ করছিল॥ ৩॥ (পদতলে) বজ্রাদির (বজ্র, অঙ্কুশ, ধ্বজা ও কমল) চিহ্ন চতুষ্টয় ছিল। তাঁর শ্রীচরণে ছিল সুন্দর নূপুর যাতে সুমধুর রুনুঝুনু শব্দ হচ্ছিল। মণি ও রত্নখচিত সুবর্ণময় সুন্দর মেখলাতে শোনা যাচ্ছিল অনুপম কিঙ্কিণী শব্দ॥ ৪॥

দোহা— তাঁর উদরদেশে ছিল সুন্দর ত্রিবলী রেখা, নাভি ছিল সুন্দর ও গভীর। তাঁর বিশাল বক্ষঃস্থলে ছিল বিভিন্ন রকমের বস্ত্রালংকার॥ ৭৬॥

চৌপাই—তাঁর অরুণাভ করতল ; নখে ও অঙ্গুলিতে মনোহর সৌন্দর্য। আজানুলম্বিত বাহুসকল অলংকারে সুসজ্জিত। তিনি তখন বালসিংহস্কন্ধ ও ত্রিবলীযুক্ত কম্বুকণ্ঠ। চিবুক সুন্দর আর বদনমণ্ডলে অনিন্দ্যসুন্দর শোভা বর্তমান॥ ১॥ তাঁর অরুণাভ ওষ্ঠে উচ্চারিত আধো আধো কথা অতিশয় শ্রবণ মধুর ছিল, ছিল মুখের ভিতর মাড়িতে উজ্জ্বল ক্ষুদ্রাকার শ্বেত শুভ্র অতিশয় শোভমান দুইটি করে দন্ত ; ললিত কপোল, মনোহর নাসা আর সর্বসুখ প্রদানকারী চন্দ্রালোকসম সুমধুর মুচকি হাসি॥ ২॥ নীলকঞ্জলোচন যুগল ভববন্ধনমোচন। ললাটে গোরোচনার ললাটিকায় এক বিশেষ সৌন্দর্য ছিল।

চৌপাই (৪—৫)

পীত ঝীনি ঝগুলী তন সোহী। কিলকনি চিতবনি ভাবনি মোহী॥
রূপ রাসি নৃপ অজির বিহারী। নাচহিঁ নিজ প্রতিবিম্ব নিহারী॥
মোহি সন করহিঁ বিবিধি বিধি ক্রীড়া। বরনত মোহি হোতি অতি ব্রীড়া॥
কিলকত মোহি ধরন জব ধাবহিঁ। চলউঁ ভাগি তব পূপ দেখাবহিঁ॥

দোহা (৭৭ ক, খ)

আবত নিকট হঁসহিঁ প্রভু ভাজত রুদন করাহিঁ।
জাউঁ সমীপ গহন পদ ফিরি ফিরি চিতই পরাহিঁ॥
প্রাকৃত সিসু ইব লীলা দেখি ভয়উ মোহি মোহ।
কবন চরিত্র করত প্রভু চিদানন্দ সন্দোহ॥

চৌপাই (১—৪)

এতনা মন আনত খগরায়া। রঘুপতি প্রেরিত ব্যাপী মায়া॥
সো মায়া ন দুখদ মোহি কাহীঁ। আন জীব ইব সংসৃত নাহীঁ॥
নাথ ইহাঁ কছু কারন আনা। সুনহু সো সাবধান হরিজানা॥
গ্যান অখন্ড এক সীতাবর। মায়া বস্য জীব সচরাচর॥
জৌঁ সব কেঁ রহ গ্যান এক রস। ঈস্বর জীবহি ভেদ কহহু কস॥
মায়া বস্য জীব অভিমানী। ঈস বস্য মায়া গুন খানী॥
পরবস জীব স্ববস ভগবন্তা। জীব অনেক এক শ্রীকন্তা॥
মুধা ভেদ জদ্যপি কৃত মায়া। বিনু হরি জাই ন কোটি উপায়া॥

তাঁর বঙ্কিম ভ্রূকুটি, মানানসই সুন্দর কর্ণদ্বয় আর ঘন কুঞ্চিত কেশদাম সৌন্দর্যের যেন পরাকাষ্ঠা ছিল॥ ৩॥ অতিশয় নরম ঢিলেঢালা বালকদের পোষাক তাঁর অঙ্গে অতিশয় শোভমান ছিল। তাঁর আধো আধো কথার কলকলানি আর দৃষ্টিনিক্ষেপ আমার অতিশয় প্রিয় ছিল। মহারাজ শ্রীদশরথের আঙিনায় বিহারকারী রূপরাশি বালক শ্রীরামচন্দ্র নিজের ছায়া দেখে তার সঙ্গে খেলা করেন আর আমার সঙ্গেও বহুরকম খেলা করেন। তার সবিস্তারে বিবরণ দিতে আমার সংকোচ হয়। আধো আধো স্বরে কলকল করে তিনি আমাকে ধরবার জন্য ছুটতেন আর আমিও পালাতাম। তিনি তখন আমাকে মিষ্টির লোভ দেখাতেন॥ ৪-৫ ॥

দোহা—আমি কাছে এলে শ্রীপ্রভু হাসতেন আর পলায়ন করলে চিৎকার করে কাঁদতেন আর যখন আমি তাঁর চরণ স্পর্শ করবার জন্য তাঁর নিকটে যেতাম তখন তিনি পিছন ফিরে আমার দিকে তাকাতেন আর পলায়ন করতেন॥ ৭৭ (ক)॥

দোহা—একটি অতি সাধারণ নরশিশুসম তাঁর লীলা প্রত্যক্ষ করে আমার মনেও সংশয় হল—সচ্চিদানন্দ শ্রীপ্রভুর এ আবার কী বিশেষ লীলাখেলা ? ৭৭ (খ)॥

চৌপাই—হে পক্ষীরাজ ! মনে এইরূপ সংশয় আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রভু শ্রীরঘুনাথ দ্বারা প্রেরণ করা মায়া আমাকে বশীভূত করে ফেলল। কিন্তু সেই মায়া আমার পক্ষে দুঃখের অথবা অন্য জীবসম সংসারে বন্ধনের কারণ হল না॥ ১॥ হে নাথ ! এই ক্ষেত্রে কারণ ছিল অন্য। হে শ্রীভগবানের বাহন শ্রীগরুড় ! মন দিয়ে শুনুন। এক সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ আর স্থাবর-জঙ্গম ব্যতিরেকে সকল জীবই মায়ার বশীভূত॥ ২॥ যদি জীবের মধ্যে অখণ্ড হওয়ার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে তো ঈশ্বর আর জীবের মধ্যে ভেদাভেদই ঘুচে যায়। অহংকারী জীব তোমার বশীভূত আর সেই সত্ত্ব, রজ, তম—ত্রিগুণাকার মায়া ঈশ্বরের অধীন হয়॥ ৩॥ জীব অধীন আর শ্রীভগবান স্বাধীন ; জীব তো বহু আর ঈশ্বর শ্রীপতি ভগবান একজন, অনন্য। যদিও মায়াসৃষ্ট এই ভেদ অসত্য তবুও শ্রীভগবানের কৃপা ছাড়া কোটি উপায়েও তা যাওয়ার নয়॥ ৪॥

দোহা (৭৮ ক, খ)

রামচন্দ্র কে ভজন বিনু জো চহ পদ নির্বান।
গ্যানবন্ত অপি সো নর পসু বিনু পূঁছ বিষান॥
রাকাপতি ষোড়স উঅহিঁ তারাগন সমুদাই।
সকল গিরিন্হ দব লাইঅ বিনু রবি রাতি ন জাই॥

চৌপাই (১—৪)

ঐসেহিঁ হরি বিনু ভজন খগেসা। মিটই ন জীবন্হ কের কলেসা॥
হরি সেবকহি ন ব্যাপ অবিদ্যা। প্রভু প্রেরিত ব্যাপই তেহি বিদ্যা॥
তাতে নাস ন হোই দাস কর। ভেদ ভগতি বাঢ়ই বিহঙ্গবর॥
ভ্রম তেঁ চকিত রাম মোহি দেখা। বিহঁসে সো সুনু চরিত বিসেষা॥
তেহি কৌতুক কর মরমু ন কাহূঁ। জানা অনুজ ন মাতু পিতাহূঁ॥
জানু পানি ধাএ মোহি ধরনা। স্যামল গাত অরুন কর চরনা॥
তব মৈঁ ভাগি চলেউঁ উরগারী। রাম গহন কহঁ ভুজা পসারী॥
জিমি জিমি দূরি উড়াউঁ অকাসা। তহঁ ভুজ হরি দেখউঁ নিজ পাসা॥

দোহা (৭৯ ক, খ)

ব্রহ্মলোক লগি গয়উঁ মৈঁ চিতয়উঁ পাছ উড়াত।
জুগ অঙ্গুল কর বীচ সব রাম ভুজহি মোহি তাত॥
সপ্তাবরন ভেদ করি জহাঁ লগেঁ গতি মোরি।
গয়উঁ তহাঁ প্রভু ভুজ নিরখি ব্যাকুল ভয়উঁ বহোরি॥

চৌপাই (১—২)

মূদেউঁ নয়ন ত্রসিত জব ভয়উঁ। পুনি চিতবত কোসলপুর গয়উঁ॥
মোহি বিলোকি রাম মুসুকাহীঁ। বিহঁসত তুরাত গয়উঁ মুখ মাহীঁ॥
উদর মাঝ সুনু অন্ডজ রায়া। দেখেউঁ বহু ব্রহ্মান্ড নিকায়া॥
অতি বিচিত্র তহঁ লোক অনেকা। রচনা অধিক এক তে একা॥

দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা ছাড়া যে (মোক্ষ) পরমপদ কামনা করে সেই ব্যক্তি তো জ্ঞানী হয়েও শৃঙ্গ-লাঙ্গুলহীন পশুসম হয়ে থাকে॥ ৭৮ (ক)॥

দোহা—নক্ষত্রমালা সহিত ষোড়শ কলাযুক্ত পূর্ণচন্দ্রোদয় আর পর্বত সকলে একযোগে দাবানল প্রজ্বলিত হলেও রাত্রির অবসান হয় না ; তার জন্য সূর্যোদয় প্রয়োজন হয়॥ ৭৮ (খ)॥

চৌপাই—হে পক্ষীরাজ ! একইভাবে শ্রীহরির ভজনা ছাড়া জীবের ক্লেশ হরণ হয় না। শ্রীহরির সেবককে কখনও অবিদ্যা গ্রাস করতে পারে না। শ্রীপ্রভুর প্রেরণায় তাকে বিদ্যাই রক্ষা করে থাকে॥ ১॥ হে পক্ষীবর ! তাই শ্রীপ্রভুর সেবকের বিনাশ হয় না আর তাই ভেদভক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আমাকে যখন বিভ্রান্ত দেখলেন তখন তিনি হেসেছিলেন। সেই অনুপম লীলা শুনুন॥ ২॥ সেই ক্রীড়ার মর্ম কেউই জানতে পারল না ; তাঁর অনুজসকল, জনক-জননী কেউ নয়। তিনি শ্যামতনু ও অরুণাভ করতল ও পদতল বালক মাত্র। সেই বাল্যরূপে শ্রীরামচন্দ্র হাত ও হাঁটু দিয়ে হামা দিয়ে আমাকে ধরতে ছুটলেন॥ ৩॥ হে সর্পারি শ্রীগরুড় ! তখন আমি পলায়ন করতে লাগলাম। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আমাকে ধরবার জন্য বাহু বিস্তার করলেন। আমি দূর আকাশে উড়ে যাওয়ার সময়ে দেখেছিলাম যে শ্রীহরির বাহু আমার নিকটেই রয়েছে॥ ৪॥

দোহা—আমি পলায়ন করে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গেলাম আর উড়ে যাওয়ার সময়ে দেখলাম যে শ্রীরামচন্দ্রের হস্ত ও আমার মধ্যে কেবল দুই অঙ্গুলির ব্যবধান রয়েছে॥ ৭৯ (ক)॥

দোহা—সপ্ত আবরণ ভেদ করে যতদূর পর্যন্ত আমি গমন করতে সক্ষম ছিলাম, ততদূর পর্যন্ত আমি গেলাম। সেইখানেও শ্রীপ্রভুর হস্ত আমাকে তাড়া করে আসছে দেখে আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম॥ ৭৯ (খ)॥

চৌপাই—তখন আমি ভয়ে চক্ষু বন্ধ করে দিয়েছিলাম। যখন আমি চোখ মেললাম তখন দেখি আমি অযোধ্যায় পৌঁছে গিয়েছি। তখন আমাকে দেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র হাসলেন। তাঁর মুখ খুলতেই আমি তাতে প্রবেশ করে গেলাম॥ ১॥ হে পক্ষীরাজ ! শুনুন, আমি তাঁর উদরের ভিতর অনেকগুলি ব্রহ্মাণ্ড দেখলাম। সেইখানে (সেই ব্রহ্মাণ্ডসমূহে) বহু বিচিত্র লোক ছিল যা সৃষ্টির দিক দিয়ে আশ্চর্য থেকে আশ্চর্যতর ছিল॥ ২॥

চৌপাই (৩—৪)

কোটিন্হ চতুরানন গৌরীসা। অগনিত উড়গন রবি রজনীসা॥
অগনিত লোকপাল জম কালা। অগনিত ভূধর ভূমি বিসালা॥
সাগর সরি সর বিপিন অপারা। নানা ভাঁতি সৃষ্টি বিস্তারা॥
সুর মুনি সিদ্ধ নাগ নর কিন্নর। চারি প্রকার জীব সচরাচর॥

দোহা (৮০ ক, খ)

জো নহিঁ দেখা নহিঁ সুনা জো মনহূঁ ন সমাই।
সো সব অদ্ভুত দেখেউঁ বরনি কবনি বিধি জাই॥
এক এক ব্রহ্মান্ড মহুঁ রহউঁ বরষ সত এক।
এহি বিধি দেখত ফিরউঁ মৈ অন্ড কটাহ অনেক॥

চৌপাই (১—৪)

লোক লোক প্রতি ভিন্ন বিধাতা। ভিন্ন বিষ্নু সিব মনু দিসিত্রাতা॥
নর গন্ধর্ব ভূত বেতালা। কিন্নর নিসিচর পসু খগ ব্যালা॥
দেব দনুজ গন নানা জাতী। সকল জীব তহঁ আনহি ভাঁতী॥
মহি সরি সাগর সর গিরি নানা। সব প্রপঞ্চ তহঁ আনই আনা॥
অন্ডকোস প্রতি প্রতি নিজ রূপা। দেখেউঁ জিনস অনেক অনূপা॥
অবধপুরী প্রতি ভুবন নিনারী। সরজূ ভিন্ন ভিন্ন নর নারী॥
দসরথ কৌসল্যা সুনু তাতা। বিবিধ রূপ ভরতাদিক ভ্রাতা॥
প্রতি ব্রহ্মান্ড রাম অবতারা। দেখউঁ বালবিনোদ অপারা॥

দোহা (৮১ ক, খ)

ভিন্ন ভিন্ন মৈঁ দীখ সবু অতি বিচিত্র হরিজান।
অগনিত ভুবন ফিরেউঁ প্রভু রাম ন দেখেউঁ আন॥
সোই সিসুপন সোই সোভা সোই কৃপাল রঘুবীর।
ভুবন ভুবন দেখত ফিরউঁ প্রেরিত মোহ সমীর॥

কোটি কোটি ভগবান শ্রীব্রহ্মা ও ভগবান শ্রীশংকর, অগণিত তারকা, সূর্য, চন্দ্র, অগণিত লোকপাল, যম ও কাল, অগণিত বিশাল পর্বত ও ভূমি, অসংখ্য সমুদ্র, নদী সরোবর আর অরণ্য আর আরো বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির বিস্তার দেখলাম। সেইখানে আমি দেবতা, মুনি, সিদ্ধ, নাগ, মানুষ, কিন্নর আর চার রকমের জড় ও চেতন (স্থাবর ও জঙ্গম) জীব দেখলাম॥ ৩-৪॥

__দোহা__—যে সকল বস্তু আমি পূর্বে কখনও দেখিনি অথবা তার বিষয়ে কখনও শুনিনি আর যার সম্বন্ধে কখনও কল্পনা করা সম্ভব নয়, সেই সকল অদ্ভুত সৃষ্টি আমি দেখতে পেলাম। তাই তার সম্বন্ধে বিবরণ কেমন করে দেব! ৮০ (ক)॥

__দোহা__—আমি প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এক শত বৎসর ধরে বাস করলাম। এইভাবে আমি বহু ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে দেখলাম॥ ৮০ (খ)॥

চৌপাই— প্রতি লোকে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মা, ভিন্ন ভিন্ন বিষ্ণু, শিব, মনু, দিকপাল, মানব, গন্ধর্ব, ভূত, বেতাল, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, সর্প আর নানাজাতির দেবতা ও দৈত্যগণ ছিলেন। সেখানে জীবই অন্য রকমের লেগেছিল। অনেক পৃথিবী, নদী, সমুদ্র, সরোবর, পর্বত ও সকল সৃষ্টিই সেইখানে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছিল॥ ১-২॥ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে আমি নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখলাম আর অনেক অনুপম বস্তুও দেখলাম। কিন্তু প্রত্যেক ভুবনেই অযোধ্যা, সরযূ ও ভিন্ন প্রকারেরই নরনারী ছিল॥ ৩॥ হে তাত! শুনুন। শ্রীদশরথ, কৌশল্যাদেবী ও শ্রীভরত আদি ভ্রাতাগণকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখলাম। আমি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে রামাবতার আর তাঁর অনুপম বাল্যলীলা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম॥ ৪॥

__দোহা__—হে শ্রীহরির বাহন! আমি সকলই ভিন্ন ভিন্ন আর অতিশয় বিচিত্র রূপে দেখলাম। অগণিত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়ালাম কিন্তু প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি কোথাও অন্য রকম দেখলাম না॥ ৮১ (ক)॥

__দোহা__—সর্বত্র সেই বাল্যলীলা, সেই সৌন্দর্য আর সেই কৃপালু শ্রীরঘুবীর! এইভাবে মোহরূপ বায়ুর প্রেরণায় আমি ভুবনে ভুবনে পরিভ্রমণ করতে লাগলাম॥ ৮১ (খ)॥

চৌপাই (১—৪)

ভ্রমত মোহি ব্রহ্মান্ড অনেকা। বীতে মনহুঁ কল্প সত একা॥
ফিরত ফিরত নিজ আশ্রম আয়উঁ। তহঁ পুনি রহি কছু কাল গবাঁয়উঁ॥
নিজ প্রভু জন্ম অবধ সুনি পায়উঁ। নির্ভর প্রেম হরষি উঠি ধায়উঁ॥
দেখউঁ জন্ম মহোৎসব জাঈ। জেহি বিধি প্রথম কহা মৈঁ গাঈ॥
রাম উদর দেখেউঁ জগ নানা। দেখত বনই ন জাই বখানা॥
তহঁ পুনি দেখউঁ রাম সুজানা। মায়া পতি কৃপাল ভগবানা॥
করউঁ বিচার বহোরি বহোরী। মোহ কলিল ব্যাপিত মতি মোরী॥
উভয় ঘরী মহঁ মৈঁ সব দেখা। ভয়উঁ ভ্রমিত মন মোহ বিসেষা॥

দোহা (৮২ ক, খ)

দেখি কৃপাল বিকল মোহি বিহঁসে তব রঘুবীর।
বিহঁসতহীঁ মুখ বাহের আয়উঁ সুনু মতিধীর॥
সোই লরিকাঈ মো সন করন লগে পুনি রাম।
কোটি ভাঁতি সমুঝাবউঁ মনু ন লহই বিশ্রাম॥

চৌপাই (১—৪)

দেখি চরিত যহ সো প্রভুতাঈ। সমুঝত দেহ দসা বিসরাঈ॥
ধরনি পরেউঁ মুখ আব ন বাতা। ত্রাহি ত্রাহি আরত জন ত্রাতা॥
প্রেমাকুল প্রভু মোহি বিলোকী। নিজ মায়া প্রভুতা তব রোকী॥
কর সরোজ প্রভু মম সির ধরেউ। দীনদয়াল সকল দুখ হরেউ॥
কীন্হ রাম মোহি বিগত বিমোহা। সেবক সুখদ কৃপা সন্দোহা॥
প্রভুতা প্রথম বিচারি বিচারী। মন মহঁ হোই হরষ অতি ভারী॥
ভগত বছলতা প্রভু কৈ দেখী। উপজী মম উর প্রীতি বিসেষী॥
সজল নয়ন পুলকিত কর জোরী। কীন্হিউঁ বহু বিধি বিনয় বহোরী॥

চৌপাই— বহু ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে করতে যেন আমার শত কল্প কেটে গেল। ঘুরে ফিরে আমি নিজ আশ্রমে এলাম আর সেইখানে কিছু কাল বাস করলাম॥ ১॥ আবার যখন আমি শ্রীপ্রভুর অযোধ্যায় জন্মগ্রহণের (অবতার গ্রহণের) কথা শুনলাম তখন প্রেমময় হয়ে আমি আনন্দে সেইখানে ছুটলাম। অযোধ্যায় গমন করে আমি জন্মমহোৎসব দেখলাম যার বিবরণ আমি পূর্বেই দিয়েছি॥ ২॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের উদরে আমি বহু জগৎ প্রত্যক্ষ করলাম যা দেখে হতবাক হতে হয় ; তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। সেইখানে আবার আমি পরম নিপুণ মায়াপতি কৃপালু ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দেখলাম॥ ৩॥ আমি আমার দেখা বস্তুসকল সম্বন্ধে বারে বারে ভাবতে লাগলাম। কিন্তু আমার বুদ্ধি তখন মোহ কল্মষে মলিন ছিল। সেই সকল আমি দু-দণ্ডেই দেখলাম। কিন্তু মনে মোহের প্রাবল্যে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম॥ ৪॥

দোহা—আমাকে বিধ্বস্ত দেখে কৃপালু শ্রীরঘুবীর মুখ খুলে হাসলেন। হে সুধীর শ্রীগরুড় ! শুনুন। তিনি হাসতেই আমি তাঁর মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম॥ ৮২ (ক)॥

দোহা— প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আমার সঙ্গে পুনরায় খেলা করতে লাগলেন। আমি মনকে বিভিন্নভাবে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু সফল হলাম না॥ ৮২ (খ)॥

চৌপাই—তাঁর বাল্যলীলা আর (উদরে দেখা) সেই প্রভুত্ব স্মরণ করে আমি দেহবোধ বিস্মরণ করলাম আর হে আর্তজনের পরিত্রাতা। রক্ষা করুন, রক্ষা করুন বলতে বলতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লাম। আমার তখন যেন বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল॥ ১॥ তদনন্তর শ্রীপ্রভু আমাকে প্রেমবিহ্বল দেখে নিজ মায়াকে প্রত্যাহার করে নিলেন। শ্রীপ্রভু তাঁর বরদহস্ত আমার মস্তকে স্থাপন করলেন। দীনশরণ শ্রীপ্রভু এইভাবে আমার সম্পূর্ণ দুঃখ হরণ করে নিলেন॥ ২॥ সেবকবৎসল কৃপাময় প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আমাকে মোহ থেকে সর্বতোভাবে মুক্তি দান করলেন। তাঁর পূর্বের মহিমা স্মরণ করে আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল॥ ৩॥ শ্রীপ্রভুর ভক্তবৎসল আচরণ আমার চিত্তে অতিশয় প্রেমময় অনুভূতি এনেছিল। অতঃপর আমি (আনন্দে) সজল নয়নে পুলকিত তনু হয়ে হাতজোড় করে তাঁর স্তুতি করলাম॥ ৪॥

দোহা (৮৩ ক, খ)

সুনি সপ্রেম মম বানী দেখি দীন নিজ দাস।
বচন সুখদ গম্ভীর মৃদু বোলে রমানিবাস॥
কাকভসুণ্ডি মাগু বর অতি প্রসন্ন মোহি জানি।
অনিমাদিক সিধি অপর রিধি মোচ্ছ সকল সুখ খানি॥

চৌপাই (১—৪)

গ্যান বিবেক বিরতি বিগ্যানা। মুনি দুর্লভ গুন জে জগ নানা॥
আজু দেউঁ সব সংসয় নাহীঁ। মাগু জো তোহি ভাব মন মাহীঁ॥
সুনি প্রভু বচন অধিক অনুরাগেউঁ। মন অনুমান করন তব লাগেউঁ॥
প্রভু কহ দেন সকল সুখ সহী। ভগতি আপনী দেন ন কহী॥
ভগতি হীন গুন সব সুখ ঐসে। লবন বিনা বহু বিঞ্জন জৈসে॥
ভজন হীন সুখ কবনে কাজা। অস বিচারি বোলেউঁ খগরাজা॥
জৌঁ প্রভু হোই প্রসন্ন বর দেহূ। মো পর করহু কৃপা অরু নেহূ॥
মন ভাবত বর মাগউঁ স্বামী। তুম্হ উদার উর অন্তরজামী॥

দোহা (৮৪ ক, খ)

অবিরল ভগতি বিসুদ্ধ তব শ্রুতি পুরান জো গাব।
জেহি খোজত জোগীস মুনি প্রভু প্রসাদ কোউ পাব॥
ভগত কল্পতরু প্রনত হিত কৃপা সিন্ধু সুখ ধাম।
সোই নিজ ভগতি মোহি প্রভু দেহু দয়া করি রাম॥

চৌপাই (১—২)

এবমস্তু কহি রঘুকুলনায়ক। বোলে বচন পরম সুখদায়ক॥
সুনু বায়স তৈ সহজ সয়ানা। কাহে ন মাগসি অস বরদানা॥
সব সুখ খানি ভগতি তৈ মাগী। নহিঁ জগ কোউ তোহি সম বড়ভাগী॥
জো মুনি কোটি জতন নহিঁ লহহীঁ। জে জপ জোগ অনল তন দহহীঁ॥

দোহা—*আমার প্রেমময় কথাগুলি শ্রবণ করে আর তাঁর নিজ সেবককে দীনহীন দেখে শ্রীনিবাস শ্রীরামচন্দ্র সুখকর সুকোমল গম্ভীর উক্তি করলেন॥ ৮৩ (ক)॥*

দোহা—*(তিনি বললেন—) হে কাকভূশণ্ডি ! আমি প্রসন্নতা সহকারে বর দান করতে চাই। তুমি অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, অন্যান্য সিদ্ধিসকল ও পূর্ণসুখকর মোক্ষ (পর্যন্ত চেয়ে নিতে পারো)॥ ৮৩ (খ)॥*

চৌপাই—জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) আর সেই সকল গুণ যা মুনিঋষিদের জন্যও দুর্লভ, সেই সকল আজ তোমাকে দেব। নিঃসন্দেহে যা ভালো লাগে তাই চেয়ে নাও॥ ১॥ শ্রীপ্রভুর কথা শ্রবণ করে আমি অনুরাগে পরিপূর্ণ হয়ে গেলাম। তখন ভেবে দেখলাম যে শ্রীপ্রভু সর্বসুখ প্রদানের কথা তো বললেন তা সত্য ; কিন্তু তিনি নিজ ভক্তি দেওয়ার কথা তো বললেন না॥ ২॥ ভক্তি বিরহিত সকল সুখ ও সকল গুণ তো লবণ ছাড়া ব্যঞ্জনসম বিস্বাদ ভোজ্য পদার্থ। ভজনহীন সুখ নিয়ে কী হবে ? হে পক্ষীরাজ ! এইরূপ বিচার-বিবেচনা করে আমি উত্তর দিয়েছিলাম—হে শ্রীপ্রভু ! যদি প্রসন্নতা সহকারে আমাকে বরদান করে কৃপা ও স্নেহ প্রদান করতে চান, তাহলে হে প্রভু ! আমি মনোমতো বর প্রার্থনা করছি। (আমি জানি) আপনি পরম উদার ও অন্তর্যামী (তাই আমি মনের মতো বর লাভ করব)॥ ৩-৪॥

দোহা—*(আমি বললাম—) আপনার যে প্রগাঢ় ও বিশুদ্ধ (অনন্য ও নিষ্কাম) ভক্তির সংকীর্তন শ্রুতিতে (বেদ) ও পুরাণে করা আছে আর যা পরমযোগী মুনিঋষিগণ কামনা করলেও শ্রীপ্রভুর কৃপায় কদাচিৎ কেউ লাভ করে থাকেন (তাই আমাকে দিন)॥ ৮৪ (ক)॥*

দোহা—*হে ভক্তদের (মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদানকারী) কল্পতরু ! হে শরণাগত বৎসল ! হে কৃপাসিন্ধু ! হে সুখধাম শ্রীরামচন্দ্রদেব ! দয়া করে আমাকে আপনার সেই ভক্তিই প্রদান করুন॥ ৮৪ (খ)॥*

চৌপাই—'তথাস্তু' বলে রঘুকুলনায়ক শ্রীপ্রভু পরম সুখ প্রদানকারী উক্তি করলেন—হে কাক ! তুমি তো সহজ সরল ও বুদ্ধিমান। তাই এমন বর চেয়ে নিলে॥ ১॥ তুমি তো সকল সুখের আকর ভক্তি চেয়ে নিলে। তোমার মতন ভাগ্যবান জগতে আর কে আছে ? যা লাভ করবার জন্য মুনিঋষিগণ জপ ও যজ্ঞাগ্নিতে দেহপাত করে থাকেন, আর কোটি কোটি যজ্ঞ করেও যে ভক্তিকে

চৌপাই (৩—৪)

রীঝেউঁ দেখি তোরি চতুরাঈ। মাগেহু ভগতি মোহি অতি ভাঈ॥
সুনু বিহঙ্গ প্রসাদ অব মোরে। সব সুভ গুন বসিহহিঁ উর তোরেঁ॥
ভগতি গ্যান বিগ্যান বিরাগা। জোগ চরিত্র রহস্য বিভাগা॥
জানব তৈঁ সবহী কর ভেদা। মম প্রসাদ নহিঁ সাধন খেদা॥

দোহা (৮৫ ক, খ)

মায়া সম্ভব ভ্রম সব অব ন ব্যাপিহহিঁ তোহি।
জানেসু ব্রহ্ম অনাদি অজ অগুন গুনাকর মোহি॥
মোহি ভগত প্রিয় সন্তত অস বিচারি সুনু কাগ।
কায়ঁ বচন মন মম পদ করেসু অচল অনুরাগ॥

চৌপাই (১—৪)

অব সুনু পরম বিমল মম বানী। সত্য সুগম নিগমাদি বখানী॥
নিজ সিদ্ধান্ত সুনাবউঁ তোহী। সুনু মন ধরু সব তজি ভজু মোহী॥
মম মায়া সম্ভব সংসারা। জীব চরাচর বিবিধি প্রকারা॥
সব মম প্রিয় সব মম উপজাএ। সব তে অধিক মনুজ মোহি ভাএ॥
তিন্হ মহঁ দ্বিজ দ্বিজ মহঁ শ্রুতিধারী। তিন্হ মহুঁ নিগম ধরম অনুসারী॥
তিন্হ মহঁ প্রিয় বিরক্ত পুনি গ্যানী। গ্যানিহু তে অতি প্রিয় বিগ্যানী॥
তিন্হ তে পুনি মোহি প্রিয় নিজ দাসা। জেহি গতি মোরি ন দূসরি আসা॥
পুনি পুনি সত্য কহউঁ তোহি পাহীঁ। মোহি সেবক সম প্রিয় কোউ নাহীঁ॥
ভগতি হীন বিরঞ্চি কিন হোঈ। সব জীবহু সম প্রিয় মোহি সোঈ॥
ভগতিবন্ত অতি নীচউ প্রানী। মোহি প্রানপ্রিয় অসি মম বানী॥

দোহা (৮৬)

সুচি সুসীল সেবক সুমতি প্রিয় কহু কাহি ন লাগ।
শ্রুতি পুরান কহ নীতি অসি সাবধান সুনু কাগ॥

লাভ করতে সক্ষম হন না, সেই ভক্তিই তুমি চেয়ে নিলে। তোমার বিচক্ষণতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। হে পক্ষী ! শুনে রাখো। আমার কৃপায় সকল শুভগুণ তোমার চিত্তে অধিষ্ঠিত থাকবে॥ ২-৩॥ আমার কৃপায় তুমি ভক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, আমার লীলাসকল— রহস্য ও বিভাগ সহিত সকলই লাভ করবে। তোমাকে আর সাধনা করবার ক্লেশ ভোগ করতে হবে না॥ ৪॥

দোহা—*মায়াসৃষ্ট ভ্রমসকল আর তোমাকে বিভ্রান্ত করবে না। জেনে রাখো যে আমি অজর, অনাদি, গুণাতীত, গুণময় পরব্রহ্ম পরমেশ্বর স্বয়ং॥ ৮৫ (ক)॥*

দোহা—*হে কাক ! শোনো। ভক্ত আমার পরম প্রিয় ; তাই কায়-মনোবাক্যে আমার চরণে অটল অনুরাগ ধারণ করবে॥ ৮৫ (খ)॥*

চৌপাই—এইবার আমার সহজ, সরল, বেদাদি বর্ণিত নির্মল সিদ্ধান্ত বলে দিচ্ছি। তা শ্রবণ করে সযত্নে মনে ধারণ করবে আর সব ছেড়ে আমার ভজনাতেই নিত্য যুক্ত থাকবে॥ ১॥ এই জগৎপ্রপঞ্চ আমার মায়া দ্বারাই সৃষ্ট। এতে বহু রকমের চরাচর জীব অবস্থান করে। তারা সকলেই আমার প্রিয় কারণ তারা তো আমার দ্বারাই সৃষ্ট। (কিন্তু) তাদের মধ্যে মানুষে আমার বিশেষ প্রীতি॥ ২॥ মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদসকলকে (কণ্ঠে) ধারণকারী, তাদের মধ্যেও বেদোক্ত ধর্মপথ আচরণকারী আর তাদের মধ্যেও বৈরাগ্যবান আমার পরম প্রিয় হয়ে থাকে। বৈরাগ্যবানদের মধ্যে জ্ঞানী আর জ্ঞানীদের মধ্যেও বিজ্ঞানী আমার আরও প্রিয় হয়ে থাকে॥ ৩॥ বিজ্ঞানীদের মধ্যেও আমার সেবক প্রিয় হয় যে আমারই শরণাগত হয়েছে অন্য সব ছেড়ে। আমি বারে বারে এই সত্য (সিদ্ধান্ত) বলি যে নিজ সেবকসম প্রিয় আমার কেউ নয়॥ ৪॥ ভক্তিহীন ব্রহ্মা হলেও অন্যান্য জীবের মতনই তিনি প্রিয় হন। কিন্তু ভক্তিমান অতিশয় অধম প্রাণীও আমার প্রাণসম প্রিয় হয়ে থাকে এই কথা আমি সতত বলে থাকি॥ ৫॥

দোহা—*পবিত্র, সুশীল ও সুন্দর বুদ্ধিযুক্ত সেবক কারই বা প্রিয় না হয় ? বেদ ও পুরাণ এই কথাই বলে থাকেন। হে কাক ! ভালোভাবে শুনে রাখো॥ ৮৬॥*

চৌপাই (১—৪)

এক পিতা কে বিপুল কুমারা। হোহিঁ পৃথক গুনি সীল অচারা॥
কোউ পন্ডিত কোউ তাপস গ্যাতা। কোউ ধনবন্ত সূর কোউ দাতা॥
কোউ সর্বগ্য ধর্মরত কোঈ। সব পর পিতহি প্রীতি সম হোঈ॥
কোউ পিতু ভগত বচন মন কর্মা। সপনেহুঁ জান ন দূসর ধর্মা॥
সো সুত প্রিয় পিতু প্রান সমানা। জদ্যপি সো সব ভাঁতি অয়ানা॥
এহি বিধি জীব চরাচর জেতে। ত্রিজগ দেব নর অসুর সমেতে॥
অখিল বিস্ব যহ মোর উপায়া। সব পর মোহি বরাবরি দায়া॥
তিন্হ মহঁ জো পরিহরি মদ মায়া। ভজৈ মোহি মন বচ অরু কায়া॥

দোহা (৮৭ ক)

পুরুষ নপুংসক নারি বা জীব চরাচর কোই।
সর্ব ভাব ভজ কপট তজি মোহি পরম প্রিয় সোই॥

সোরঠা (৮৭ খ)

সত্য কহউঁ খগ তোহি সুচি সেবক মম প্রানপ্রিয়।
অস বিচারি ভজু মোহি পরিহরি আস ভরোস সব॥

চৌপাই (১—৪)

কবহূঁ কাল ন ব্যাপিহি তোহী। সুমিরেসু ভজেসু নিরন্তর মোহী॥
প্রভু বচনামৃত সুনি ন অঘাউঁ। তনু পুলকিত মন অতি হরষাউঁ॥
সো সুখ জানই মন অরু কানা। নহি রসনা পহি জাই বখানা॥
প্রভু সোভা সুখ জানহিঁ নয়না। কহি কিমি সকহিঁ তিনহ্হি নহিঁ বয়না॥
বহু বিধি মোহি প্রবোধি সুখ দেঈ। লগে করন সিসু কৌতুক তেঈ॥
সজল নয়ন কছু মুখ করি রূখা। চিতই মাতু লাগী অতি ভূখা॥
দেখি মাতু আতুর উঠি ধাঈ। কহি মৃদু বচন লিএ উর লাঈ॥
গোদ রাখি করাব পয় পানা। রঘুপতি চরিত ললিত কর গানা॥

চৌপাই—এক পিতার অনেকগুলি পুত্রের মধ্যে গুণ, স্বভাব ও আচরণের পার্থক্য দেখা যায়। পুত্রদের মধ্যে কেউ পণ্ডিত, কেউ তপস্বী, কেউ ধনী, কেউ শৌর্যবীর্যসম্পন্ন, কেউ দানী, কেউ সর্বজ্ঞ ও কেউ ধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে। পিতার প্রেম এদের উপর সমানই হয়ে থাকে। কিন্তু এদের মধ্যে কায়মনোবাক্যে পিতারই ভক্ত হয়ে স্বপ্নেও অন্য ধর্ম মনে আনে না, সেই পুত্রই পিতার প্রাণসম প্রিয় হয়ে থাকে, সর্বতোভাবে অজ্ঞান (মূর্খ) হলেও। এইভাবে পশুপক্ষী, দেবতা, মানুষ ও অসুরসহ স্থাবর জঙ্গম জীবসকলে ভরা এই সম্পূর্ণ বিশ্ব আমারই সৃষ্ট। তাই সকলের উপর আমার দয়া সমান। তবুও এদের মধ্যে যে মদ-মায়া ত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে আমারই ভজনা করে সে আমার প্রিয় হয়ে থাকে॥ ১-৪ ॥

দোহা—(বিশ্বচরাচর আমারই সৃষ্ট। তাই তার উপর আমার দয়ার পার্থক্য থাকে না। কিন্তু তার মধ্যে মদ ও মায়া ত্যাগ করে কেউ যদি কায়মনোবাক্যে আমার ভজনা করে) সে নারী, পুরুষ, নপুংসক যাই হোক অথবা বিশ্বচরাচরের যে কোনও জীব হোক ছলচাতুরি ছেড়ে সে যদি সর্বতোভাবে আমার ভজনা করে সেই আমার পরম প্রিয় হয়ে থাকে॥ ৮৭ (ক)॥

দোহা—হে পক্ষী ! আমি সর্বান্তকরণে বলছি—পবিত্র (অনন্য ও নিষ্কাম) সেবক আমার প্রাণসম প্রিয় হয়ে থাকে। এই বিচার মনে রেখে অন্য কারো আশা বা ভরসা না করে আমার ভজনাতেই নিত্যযুক্ত থেকো॥ ৮৭ (খ)॥

চৌপাই—সতত আমার স্মরণ-মননে নিত্যযুক্ত থেকো ; কাল তোমাকে স্পর্শ করতে সমর্থ হবে না। শ্রীপ্রভুর কথাগুলি শ্রবণ করে যেন আমার আশ মিটছিল না। আমি তখন পুলকিত তনু ও হর্ষোৎফুল্ল ছিলাম॥ ১॥ সেই সুখের কথা কেবল মন আর কালের পক্ষেই জানা সম্ভব। জিভে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শ্রীপ্রভুর নয়নাভিরাম শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য-সুখ নয়নই জানে। কিন্তু নয়ন বলবে কেমন করে তার তো বর্ণনা করবার শক্তিই নেই॥ ২॥ আমাকে বহুভাবে বুঝিয়ে ও সুখপ্রদান করে শ্রীপ্রভু আবার সেই বালকসম ক্রীড়ায় মত্ত হলেন। সজল নয়নে বিশুষ্ক মুখ নিয়ে তিনি জননীর দিকে তাকালেন—যেন ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে॥ ৩॥ এই দেখে জননী তৎক্ষণাৎ উঠলেন আর সুমিষ্ট কথা বলে পুত্রকে বুকে তুলে নিলেন। তিনি সন্তানকে বুকে নিয়ে দুধ খাওয়াতে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরঘুপতিরই লীলা সংকীর্তন করতে লাগলেন॥ ৪॥

সোরঠা (৮৮ ক, খ)

জেহি সুখ লাগি পুরারি অসুভ বেষ কৃত সিব সুখদ।
অবধপুরী নর নারি তেহি সুখ মহুঁ সন্তত মগন॥
সোঈ সুখ লবলেস জিন্হ বারক সপনেহুঁ লহেউ।
তে নহি গনহি খগেস ব্রহ্মসুখহি সজ্জন সুমতি॥

চৌপাই (১—৪)

মৈঁ পুনি অবধ রহেউঁ কছু কালা। দেখেউঁ বালবিনোদ রসালা॥
রাম প্রসাদ ভগতি বর পায়উঁ। প্রভু পদ বন্দি নিজাশ্রম আয়উঁ॥
তব তে মোহি ন ব্যাপী মায়া। জব তে রঘুনায়ক অপনায়া॥
যহ সব গুপ্ত চরিত মৈ গাবা। হরি মায়াঁ জিমি মোহি নচাবা॥
নিজ অনুভব অব কহউঁ খগেসা। বিনু হরি ভজন ন জাহিঁ কলেসা॥
রাম কৃপা বিনু সুনু খগরাঈ। জানি ন জাই রাম প্রভুতাঈ॥
জানেঁ বিনু ন হোই পরতীতী। বিনু পরতীতি হোই নহিঁ প্রীতী॥
প্রীতি বিনা নহিঁ ভগতি দিঢ়াঈ। জিমি খগপতি জল কৈ চিকনাঈ॥

সোরঠা (৮৯ ক, খ)

বিনু গুর হোঈ কি গ্যান গ্যান কি হোই বিরাগ বিনু।
গাবহিঁ বেদ পুরান সুখ কি লহিঅ হরি ভগতি বিনু॥
কোউ বিশ্রাম কি পাব তাত সহজ সন্তোষ বিনু।
চলৈ কি জল বিনু নাব কোটি জতন পচি পচি মরিঅ॥

চৌপাই (১)

বিনু সন্তোষ ন কাম নসাহীঁ। কাম অছত সুখ সপনেহুঁ নাহীঁ॥
রাম ভজন বিনু মিটহিঁ কি কামা। থল বিহীন তরু কবহুঁ কি জামা॥

সোরঠা—যে সুখের জন্য (সকলকে) সুখপ্রদানকারী কল্যাণরূপ ত্রিপুরারি ভগবান শ্রীশংকর অশুভ বেশ ধারণ করেন, সেই সুখেই অযোধ্যার জনগণ সতত ডুবে থাকেন॥ ৮৮ (ক)॥

সোরঠা—সেই সুখের কণিকামাত্রও যে একবার স্বপ্নেও লাভ করতে সক্ষম হয়েছে হে পক্ষীরাজ ! সেই বুদ্ধিমান বিদ্বজ্জন ব্রহ্মসুখকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে॥ ৮৮ (খ)॥

চৌপাই—আমি আরও কিছু কাল অযোধ্যায় ছিলাম আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সরস বাল্যলীলার আনন্দ উপভোগ করলাম। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় আমি ভক্তির বর পেয়েছি। তদনন্তর শ্রীপ্রভুর চরণে বন্দনা করে আমি আমার আশ্রমে ফিরে এলাম॥ ১॥ এইভাবে যে দিন থেকে প্রভু শ্রীরঘুনাথ আমাকে আপন করে নিয়েছেন মায়া আমাকে কখনও স্পর্শ করতে পারেনি। শ্রীহরির মায়া আমাকে যেভাবে নাস্তানাবুদ করেছিল, সেই সুগুপ্ত কথা আমি বললাম॥ ২॥ হে পক্ষীরাজ গরুড় ! এখন আমি আমার নিজস্ব অনুভূতির কথা বলব। (এই কথা পরম সত্য যে) শ্রীভগবানের গুণসংকীর্তন ছাড়া ক্লেশ দূরীভূত হয় না। হে পক্ষীরাজ ! শুনুন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা ছাড়া শ্রীপ্রভুর মাহাত্ম্য জানা যায় না॥ ৩॥ মাহাত্ম্য না জানলে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থায়ী হয় না আর বিশ্বাস ছাড়া যে প্রীতি হয় না ; আর প্রীতি ছাড়া যে ভক্তিও সুদৃঢ় হয় না ; যেমন হে খগপতি ! জলের আর্দ্রতা তো স্থায়ী কখনও হয় না॥ ৪॥

সোরঠা—গুরুকৃপা ছাড়া জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। অথবা বৈরাগ্য ছাড়া জ্ঞান লাভ হয় কি ? তাই বেদ ও পুরাণের সুস্পষ্ট মত যে, হরিনাম (শ্রীহরির ভক্তি) ছাড়া সুখ লাভ কখনও হয় না॥ ৮৯ (ক)॥

সোরঠা—হে তাত ! মনে স্বাভাবিক সন্তোষ না থাকলে কি শান্তি লাভ করা সম্ভব ? হাজার চেষ্টা করলেও জল না থাকলে জলযান চালানো যায় কি ? ৮৯ (ক)॥

চৌপাই—সন্তুষ্টি ছাড়া কামনার বিনাশ হয় না আর কামনা জাগ্রত থাকলে সুখও পাওয়া যাবে না, হরিনাম ছাড়া কামনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। ধরিত্রী ছাড়া কি বৃক্ষ জন্মাতে পারে ? ১॥

চৌপাই (২—৪)

বিনু বিগ্যান কি সমতা আবই। কোউ অবকাস কি নভ বিনু পাবই॥
শ্রদ্ধা বিনা ধর্ম নহিঁ হোঈ। বিনু মহি গন্ধ কি পাবই কোঈ॥
বিনু তপ তেজ কি কর বিস্তারা। জল বিনু রস কি হোই সংসারা॥
সীল কি মিল বিনু বুধ সেবকাঈ। জিমি বিনু তেজ ন রূপ গোসাঁঈ॥
নিজ সুখ বিনু মন হোই কি থীরা। পরস কি হোই বিহীন সমীরা॥
কবনিউ সিদ্ধি কি বিনু বিস্বাসা। বিনু হরি ভজন ন ভব ভয় নাসা॥

দোহা (৯০ ক)

বিনু বিস্বাস ভগতি নহিঁ তেহি বিনু দ্রবহি ন রামু।
রাম কৃপা বিনু সপনেহুঁ জীব ন লহ বিশ্রামু॥

সোরঠা (৯০খ)

অস বিচারি মতিধীর তজি কুতর্ক সংসয় সকল।
ভজহু রাম রঘুবীর করুনাকর সুন্দর সুখদ॥

চৌপাই (১—৪)

নিজ মতি সরিস নাথ মৈঁ গাঈ। প্রভু প্রতাপ মহিমা খগরাঈ॥
কহেউঁ ন কছু করি জুগুতি বিসেষী। যহ সব মৈঁ নিজ নয়নন্হি দেখী॥
মহিমা নাম রূপ গুন গাথা। সকল অমিত অনন্ত রঘুনাথা॥
নিজ নিজ মতি মুনি হরি গুন গাবহিঁ। নিগম সেষ সিব পার না পাবহিঁ॥
তুম্হহি আদি খগ মসক প্রজন্তা। নভ উড়াহিঁ নহিঁ পাবহিঁ অন্তা॥
তিমি রঘুপতি মহিমা অবগাহা। তাত কবহুঁ কোউ পাবকি থাহা॥
রামু কাম সত কোটি সুভগ তন। দুর্গা কোটি অমিত অরি মর্দন॥
সক্র কোটি সত সরিস বিলাসা। নভ সত কোটি অমিত অবকাসা॥

বিজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান লাভ) ছাড়া সাম্যভাব আসা আদৌ সম্ভব ? আকাশ ছাড়া কি রিক্ত স্থান পাওয়া সম্ভব ? শ্রদ্ধা ছাড়া ধর্মাচরণ হয় না। পৃথিবীতত্ত্ব (মৃত্তিকা) ছাড়া কি গন্ধ লাভ হয় ? ২ ॥ তপস্যা ছাড়া কি তেজের বিস্তার সম্ভব ? জলতত্ত্ব ছাড়া কি জগতে রস হওয়া সম্ভব ? বিদ্বজ্জনের সেবা ছাড়া কি শীল (সদাচার) লাভ করা সম্ভব ? হে গোঁসাই ! যেমন তেজ (অগ্নিতত্ত্ব) ছাড়া রূপ লাভ হয় না॥ ৩ ॥ আত্মানন্দ লাভ ছাড়া কি মনের স্থৈর্য লাভ সম্ভব ? বায়ুতত্ত্ব ছাড়া কি স্পর্শ লাভ হয় ? বিশ্বাস ছাড়া কি কোনও সিদ্ধিলাভ হয় ? এইভাবে হরিনাম ছাড়া ভবভয় নাশ হয় না॥ ৪ ॥

দোহা—বিশ্বাস ছাড়া ভক্তিলাভ হয় না, ভক্তি ছাড়া প্রভু শ্রীরামচন্দ্র (প্রীতি) দ্রবিত হন না আর শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা ছাড়া জীব স্বপ্নেও শান্তিলাভ করে না॥ (৯০ ক)॥

সোরঠা—হে ধৃতিমান ! এই তত্ত্বে নিত্যযুক্ত থেকে সকল কূটতর্ক ও সন্দেহ বিসর্জন দিয়ে করুণাকর সুন্দর সুখদ শ্রীরঘুবীরের ভজনায় নিত্যযুক্ত হয়ে যান॥ ৯০ (খ)॥

চৌপাই—হে পক্ষীরাজ ! হে নাথ ! আমি আমার বুদ্ধির সীমা পর্যন্ত শ্রীপ্রভুর প্রতাপ ও মহিমা সংকীর্তন করলাম। এতে কোনো কথা যুক্তির বহির্ভূত বলিনি। তা আপনি জানুন কারণ সকলই যে আমার নিজের চোখে দেখা॥ ১ ॥ শ্রীরঘুনাথের মহিমা, নাম, রূপ ও গুণের কথাসকলই অসীম ও অনন্ত আর প্রভু শ্রীরঘুনাথ স্বয়ংও অনন্ত। মুনিগণ নিজ বুদ্ধির সীমা পর্যন্ত শ্রীহরির গুণসংকীর্তন করে থাকেন। তার সীমা তো বেদ, শেষনাগ ও ভগবান শ্রীশংকরও খুঁজে পান না॥ ২ ॥ আপনি (শ্রীগরুড়) থেকে শুরু করে মশক পর্যন্ত সকল ছোট বড় জীব আকাশে উড়ে থাকেন কিন্তু আমাদের সীমা জানতে কেউ সক্ষম হন না। সেই ভাবেই হে তাত ! শ্রীরঘুনাথের মহিমারও শেষ নেই। তার কুল পাওয়া কখনও সম্ভব হয় কি ? ৩॥ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র শতকোটি কামদেবের যুগপৎ সৌন্দর্যের থেকেও সুন্দর। তিনি অনন্ত কোটি দুর্গাসম শত্রুমর্দন। শতকোটি ইন্দ্র যুগপৎসম তাঁর বিলাস (ঐশ্বর্য)। শতকোটি আকাশসম তাঁর অনন্ত বিস্তৃতি॥ ৪ ॥

দোহা (৯১ ক, খ)

মরুত কোটি সত বিপুল বল রবি সত কোটি প্রকাস।
সসি সত কোটি সুসীতল সমন সকল ভব ত্রাস॥
কাল কোটি সত সরিস অতি দুস্তর দুর্গ দুরন্ত।
ধূমকেতু সত কোটি সম দুরাধরষ ভগবন্ত॥

চৌপাই (১—৪)

প্রভু অগাধ সত কোটি পতালা। সমন কোটি সত সরিস করালা॥
তীরথ অমিত কোটি সম পাবন। নাম অখিল অঘ পূগ নসাবন॥
হিমগিরি কোটি অচল রঘুবীরা। সিন্ধু কোটি সত সম গম্ভিরা॥
কামধেনু সত কোটি সমানা। সকল কাম দায়ক ভগবানা॥
সারদ কোটি অমি চতুরাঈ। বিধি সত কোটি সৃষ্টি নিপুনাঈ॥
বিষ্ণু কোটি সম পালন কর্তা। রুদ্র কোটি সত সম সংহর্তা॥
ধনদ কোটি সত সম ধনবানা। মায়া কোটি প্রপঞ্চ নিধানা॥
ভার ধরন সত কোটি অহীসা। নিরবধি নিরূপম প্রভু জগদীসা॥

ছন্দ

নিরুপম ন উপমা আন রাম সমান রামু নিগম কহৈ।
জিমি কোটি সত খদ্যোত সম রবি কহত অতি লঘুতা লহৈ॥
এহি ভাঁতি নিজ নিজ মতি বিলাস মুনীস হরিহি বখানহীঁ।
প্রভু ভাব গাহক অতি কৃপাল সপ্রেম সুনি সুখ মানহীঁ॥

দোহা (৯২ ক)

রামু অমিত গুন সাগর থাহ কি পাবই কোই।
সন্তন্হ সন জস কিছু সুনেউঁ তুম্হহি সুনায়উঁ সোই॥

সোরঠা (৯২ খ)

ভাব বস্য ভগবান সুখ নিধান করুনা ভবন।
তজি মমতা মদ মান ভজিঅ সদা সীতা রবন॥

দোহা— *তাঁর পরাক্রম যুগপৎ শতকোটি পবনসম আর তিনি শতকোটি যুগপৎ সূর্যসম জ্যোতির্ময়। তিনি শতকোটি যুগপৎ চন্দ্রসম শীতল আর ভবভয়নাশন॥ ৯১ (ক)॥*

দোহা —*শত কোটি যুগপৎ কালসম তিনি দুস্তর, দুর্গম ও দুরন্ত। শ্রীভগবান শতকোটি যুগপৎ ধূমকেতুসম প্রবল পরাক্রম॥ ৯১ (খ)॥*

চৌপাই—শ্রীপ্রভু শত কোটি যুগপৎ পাতালসম সুগভীর। তিনি শতকোটি যুগপৎ যমরাজসম ভয়ানক। যুগপৎ অনন্ত কোটি তীর্থসম পবিত্রতা প্রদানকারী। তাঁর নাম সম্পূর্ণ পাপসকল বিনাশ করে থাকে॥ ১॥ শ্রীরঘুবীর শতকোটি যুগপৎ হিমালয়সম অটল আর শতকোটি যুগপৎ সাগরসম গভীর। শ্রীভগবান শতকোটি যুগপৎ কামধেনুসম সকল কামনা প্রদায়ক॥ ২॥ তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি অনন্তকোটি যুগপৎ দেবী সরস্বতীসম। তাঁতে শতকোটি যুগপৎ ব্রহ্মাসম সৃষ্টি রচনায় নৈপুণ্য বর্তমান। তিনি শতকোটি যুগপৎ বিষ্ণুসম পালনকর্তা আর শতকোটি যুগপৎ রুদ্রসম সংহারকারী॥ ৩॥ তিনি শতকোটি যুগপৎ কুবেরসম ধনসম্পদসম্পন্ন আর শতকোটি মায়াসম সৃষ্টির আধার। ভার গ্রহণ করতে তিনি যুগপৎ শতকোটি শেষনাগসম। (আর কত বলব ?) জগদীশ্বর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সর্বতোভাবে অসীম ও অনুপম॥ ৪॥

ছন্দ—*অনুপম প্রভু শ্রীরামচন্দ্র, তাঁর উপমা নেই। বেদ ঘোষণা করেন যে শ্রীরামচন্দ্রের উপমা শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ংই ; যেমন শতকোটি জোনাকির সমান বললে সূর্যের প্রশংসা না করে নিন্দা করা হয়। এইভাবে নিজ নিজ বুদ্ধির দৌড় অনুসারে মহামুনিগণ শ্রীহরির বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু শ্রীপ্রভু ভক্তদের ভাবটুকু গ্রহণকারী ও অতিশয় কৃপাময়। তাই তিনি সকল বর্ণনাই সানুরাগে শ্রবণ করে সুখানুভূতি লাভ করে থাকেন॥*

দোহা— *প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অমিত বিস্তার গুণসাগর তাই তাঁর কুল পাওয়া কখনও সম্ভব নয় ! সাধুসন্তদের কাছে আমি যেমন শুনেছিলাম আপনাকে তাই বললাম॥ ৯২ (ক)॥*

দোহা—*সুখদায়ক, করুণাকর শ্রীভগবান স্বয়ং প্রেমাধীন। তাই মমত্ব, মদ ও অহংকার বিসর্জন দিয়ে সতত জানকীনামেরই গুণসংকীর্তন করা উচিত॥ ৯২ (খ)॥*

চৌপাই (১—৪)

সুনি ভুসুন্ডি কে বচন সুহাএ। হরষিত খগপতি পঙ্খ ফুলাএ॥
নয়ন নীর মন অতি হরষানা। শ্রীরঘুপতি প্রতাপ উর আনা॥

পাছিল মোহ সমুঝি পছিতানা। ব্রহ্ম অনাদি মনুজ করি মানা॥
পুনি পুনি কাগ চরন সিরু নাবা। জানি রাম সম প্রেম বঢ়াবা॥

গুর বিনু ভব নিধি তরই ন কোঈ। জৌ বিরঞ্চি সংকর সম হোঈ॥
সংসয় সর্প গ্রসেউ মোহি তাতা। দুখদ লহরি কুতর্ক বহু ব্রাতা॥

তব সরূপ গারুড়ি রঘুনায়ক। মোহি জিআয়উ জন সুখদায়ক॥
তব প্রসাদ মম মোহ নসানা। রাম রহস্য অনূপম জানা॥

দোহা (৯৩ ক, খ)

তাহি প্রসংসি বিবিধি বিধি সীস নাই কর জোরি।
বচন বিনীত সপ্রেম মৃদু বোলেউ গরুড় বহোরি॥

প্রভু অপনে অবিবেক তে বূঝউঁ স্বামী তোহি।
কৃপাসিন্ধু সাদর কহহু জানি দাস নিজ মোহি॥

চৌপাই (১—৩)

তুম্হ সর্বগ্য তগ্য তম পারা। সুমতি সুসীল সরল আচারা॥
গ্যান বিরতি বিগ্যান নিবাসা। রঘুনায়ক কে তুম্হ প্রিয় দাসা॥

কারন কবন দেহ যহ পাঈ। তাত সকল মোহি কহহু বুঝাঈ॥
রাম চরিত সর সুন্দর স্বামী। পায়হু কহাঁ কহহু নভগামী॥

নাথ সুনা মৈ অস সিব পাহীঁ। মহা প্রলয়হুঁ নাস তব নাহীঁ॥
মুধা বচন নহিঁ ঈস্বর কহঈ। সোউ মোরেঁ মন সংসয় অহঈ॥

চৌপাই— শ্রীকাকভূশণ্ডির প্রেমময় বৃত্তান্ত শ্রবণ করে পক্ষীরাজ শ্রীগরুড় হর্ষোৎফুল্ল হলেন, তাঁর রোমাঞ্চ হতে লাগল। নয়নে প্রেমানন্দের অশ্রু টলটল করছিল, তিনি অপার আনন্দ অনুভব করছিলেন। তিনি তখন প্রভু শ্রীরঘুপতির মাহাত্ম্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিলেন॥ ১॥ পূর্বের মোহকে স্মরণ করে এই মনে করে অনুতপ্ত হলেন যে তিনি অনাদি অনন্ত ব্রহ্মকে সাধারণ মানুষ জ্ঞানে সন্দেহ করেছিলেন। শ্রীগরুড় বারে বারে শ্রীকাকভূশণ্ডির চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন আর তাঁকে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সমান মনে করে তাঁর প্রতি প্রেম বৃদ্ধি করলেন॥ ২॥ গুরু ছাড়া কেউ ভবসাগর অতিক্রম করতে পারে না ; সে স্বয়ং শ্রীব্রহ্মা আর শ্রীশংকরসম হলেও। (শ্রীগরুড় বললেন—) হে তাত ! আমাকে সন্দেহ সর্প দংশন করেছিল আর তার ফলে কুটতর্করূপ দুঃখের (বিষের) তরঙ্গমালা আমায় নাস্তানাবুদ করেছিল॥ ৩॥ আপনার মতন ওঝা দ্বারা ভক্তদের সুখপ্রদানকারী শ্রীরঘুনাথ আমাকে রক্ষা করেছেন। আপনার কৃপায় আমার মোহনাশ হয়ে গিয়েছে আর আমি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অনুপম রহস্য জানতে পেরেছি॥ ৪॥

দোহা—তাঁর (শ্রীকাকভূশণ্ডির) বহুভাবে স্তুতি করে ও চরণে প্রণাম নিবেদন করে শ্রীগরুড় সবিনয় নিবেদন করলেন॥ ৯৩ (ক)॥

দোহা—(শ্রীগরুড় বললেন—) হে প্রভু ! হে স্বামী ! আমি বিবেক বিরহিত বলে প্রশ্ন করছি। হে কৃপাসাগর ! আপনি আমাকে আপনার সেবক মনে করে তা যদি বলেন ! ৯৩ (খ)॥

চৌপাই—আপনি সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, মায়াতীত, উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন, সুশীল, সরল, জ্ঞান, বৈরাগ্য আর বিজ্ঞানধাম আর শ্রীরঘুনাথের অনন্য প্রিয় সেবক॥ ১॥ আপনি এই কাক দেহ কেন পেলেন ? হে তাত ! একটু সবিস্তারে আমাকে বলবেন ! হে প্রভু ! হে আকাশগামী ! এই সুন্দর রামচরিতমানস আপনি কোথায় পেলেন, বলুন॥ ২॥ হে নাথ ! আমি ভগবান শ্রীশংকরের কাছে শুনেছি যে মহাপ্রলয়কালেও আপনার বিনাশ হয় না আর ঈশ্বর (ভগবান শংকর) যে কখনও মিথ্যা বলবেন না, তা আমি জানি। তাই আমার মনে এই প্রশ্ন এখনও বর্তমান॥ ৩॥

চৌপাই (৪)

অগ জগ জীব নাগ নর দেবা। নাথ সকল জগু কাল কলেবা॥
অন্ড কটাহ অমিত লয় কারী। কালু সদা দুরতিক্রম ভারী॥

সোরঠা (৯৪ ক)

তুম্হহি ন ব্যাপত কাল অতি করাল কারন কবন।
মোহি সো কহহু কৃপাল গ্যান প্রভাব কি জোগ বল॥

দোহা (৯৪ খ)

প্রভু তব আশ্রম আএঁ মোর মোহ ভ্রম ভাগ।
কারন কবন সো নাথ সব কহহু সহিত অনুরাগ॥

চৌপাই (১—৪)

গরুড় গিরা সুনি হরষেউ কাগা। বোলেউ উমা পরম অনুরাগা॥
ধন্য ধন্য তব মতি উরগারী। প্রশ্ন তুম্হারি মোহি অতি প্যারী॥
সুনি তব প্রশ্ন সপ্রেম সুহাঈ। বহুত জন্ম কৈ সুধি মোহি আঈ॥
সব নিজ কথা কহউঁ মৈ গাঈ। তাত সুনহু সাদর মন লাঈ॥
জপ তপ মখ সম দম ব্রত দানা। বিরতি বিবেক জোগ বিগ্যানা॥
সব কর ফল রঘুপতি পদ প্রেমা। তেহি বিনু কোউ ন পাবই ছেমা॥
এহিঁ তন রাম ভগতি মৈঁ পাঈ। তাতে মোহি মমতা অধিকাঈ॥
জেহি তেঁ কছু নিজ স্বারথ হোঈ। তেহি পর মমতা কর সব কোঈ॥

সোরঠা (৯৫ ক, খ)

পন্নগারি অসি নীতি শ্রুতি সম্মত সজ্জন কহহিঁ।
অতি নীচহু সন প্রীতি করিঅ জানি নিজ পরম হিত॥
পাট কীট তেঁ হোই তেহি তেঁ পাটংবর রুচির।
কৃমি পালই সবু কোই পরম অপাবন প্রান সম॥

চৌপাই (১)

স্বারথ সাঁচ জীব কহুঁ এহা। মন ক্রম বচন রাম পদ নেহা॥
সোই পাবন সোই সুভগ সরীরা। জো তনু পাই ভজিঅ রঘুবীরা॥

কারণ হে নাথ ! নাগ, মানব, দেবতা আদি বিশ্বচরাচরের জীবসকল আর সমগ্র জগৎ কালের গ্রাস মাত্র। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিনাশকারী কাল সতত অলঙ্ঘনীয় বলেই বলা হয়॥ ৪॥

সোরঠা— (এমন) অতিশয় ভয়ংকর কাল আপনাকে রেহাই দিয়ে থাকে—কী কারণে ? হে কৃপালু ! বলুন। তা আপনার জ্ঞানের জন্য না যোগবল হেতু ? ॥ ৯৪ (ক)॥

দোহা—হে প্রভু ! আপনার আশ্রমে প্রবেশ করতেই আমার মোহ ও ভ্রম দূরীভূত হয়েছে। তার কারণ আমি জানতে চাই। হে নাথ ! এই সকল কথা সানুরাগে বলুন॥ ৯৪ (খ)॥

চৌপাই— (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে উমা ! শ্রীগরুড়ের প্রশ্ন শ্রবণ করে শ্রীকাকভূশণ্ডি হর্ষোৎফুল্ল হলেন। তিনি পরম প্রীতিপূর্বক বললেন —হে সর্পারি ! আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করি। আপনি ধন্য ! আপনার প্রশ্ন আমাকে আনন্দ দান করেছে॥ ১॥ আপনার প্রেমময় প্রশ্ন শ্রবণ করে আমার পূর্বজন্মের স্মৃতি জেগে উঠেছে। তাই আমি সেই কথা সবিস্তারেই বলব। হে তাত ! পরম সমাদরে মন দিয়ে সেই কথা শুনবেন॥ ২॥ বহু জপ, তপস্যা, যজ্ঞ, শম (মননিগ্রহ), দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ), ব্রত, দান, বৈরাগ্য, বিবেক, যোগ, বিজ্ঞান আদির সম্মিলিত ফল শ্রীরঘুপতির চরণে অনুরাগ লাভ করা। এই সকল ছাড়া কারও কল্যাণ হয় না॥ ৩॥ আমি এই দেহেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তি লাভ করেছি। তাই এই দেহের উপরই আমার বিশেষ আকর্ষণ আছে। যে বস্তু দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি হয় তার উপর তো সকলেই প্রীতি ধারণ করে থাকে॥ ৪॥

সোরঠা—হে শ্রীগরুড় ! বেদ স্বীকৃত বিদ্বজ্জন সমর্থিত নীতিবাক্য হল—মঙ্গলকর হলে অতি অধমের সঙ্গেও প্রীতি করা বাঞ্ছনীয়॥ ৯৫ (ক)॥

সোরঠা—রেশমের উৎস কীট থেকে সুন্দর রেশম বস্ত্র নির্মাণ করা হয়। তাই সেই পরম অপবিত্র কীটকে সকলেই প্রাণসম পালন করে থাকে॥ ৩৫ (খ)॥

চৌপাই—কায়মনোবাক্যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগলে প্রীতি ধারণ করাতেই জীবের প্রকৃত স্বার্থ নিহিত থাকে। যে দেহলাভ করে শ্রীরঘুবীরের ভজনা করা যায় তাই সেই দেহই পরম পবিত্র ও সুন্দর॥ ১॥

চৌপাই (২—৫)

রাম বিমুখ যহি বিধি সম দেহী। কবি কোবিদ ন প্রসংসহিঁ তেহী॥
রাম ভগতি এহিঁ তন উর জামী। তাতে মোহি পরম প্রিয় স্বামী॥
তজউঁ ন তন নিজ ইচ্ছা মরনা। তন ভিনু বেদ ভজন নহিঁ বরনা॥
প্রথম মোহঁ মোহি বহুত বিগোবা। রাম বিমুখ সুখ কবহুঁ ন সোবা॥
নানা জনম কর্ম পুনি নানা। কিএ জোগ জপ তপ মখ দানা॥
কবন জোনি জনমেউঁ জহঁ নাহীঁ। মৈঁ খগেস ভ্রমি ভ্রমি জগ মাহীঁ॥
দেখেউঁ করি সব করম গোসাঈঁ। সুখী ন ভয়উঁ অবহিঁ কী নাঈঁ॥
সুধি মোহি নাথ জন্ম বহু কেরী। সিব প্রসাদ মতি মোহঁ ন ঘেরী॥

দোহা (৯৬ ক, খ)

প্রথম জন্ম কে চরিত অব কহউঁ সুনহু বিহগেস।
সুনি প্রভু পদ রতি উপজই জাতেঁ মিটহিঁ কলেস॥

পূরুব কল্প এক প্রভু জুগ কলিজুগ মল মূল।
নর অরু নারি অধর্মরত সকল নিগম প্রতিকূল॥

চৌপাই (১—৪)

তেহিঁ কলিজুগ কোসলপুর জাঈ। জন্মত ভয়উঁ সূদ্র তনু পাঈ॥
সিব সেবক মন ক্রম অরু বানী। আন দেব নিন্দক অভিমানী॥
ধন মদ মত্ত পরম বাচালা। উগ্রবুদ্ধি উর দম্ভ বিসালা॥
জদপি রহেউঁ রঘুপতি রজধানী। তদপি ন কছু মহিমা তব জানী॥
অব জানা মৈ অবধ প্রভাবা। নিগমাগম পুরান অস গাবা॥
কবনেহুঁ জন্ম অবধ বস জোঈ। রাম পরায়ন সো পরি হোঈ॥
অবধ প্রভাব জান তব প্রানী। জব উর বসহিঁ রামু ধনুপানী॥
সো কলিকাল কঠিন উরগারী। পাপ পরায়ন সব নর নারী॥

যে রামবিমুখ সে যদি ভগবান শ্রীব্রহ্মাসম দেহও লাভ করে তবুও কবি ও পণ্ডিতগণ তার প্রশংসা করেন না। এই দেহেই আমার চিত্তে রামভক্তি জেগেছিল। তাই হে স্বামী ! এই কাক শরীর আমার পরম প্রিয়॥ ২॥ আমার মৃত্যু নিজ ইচ্ছাধীন কিন্তু তবুও আমি এই দেহ ত্যাগ করি না কারণ বেদ অনুসারে দেহ ছাড়া ভজনা করা সম্ভব হয় না। আমার মোহ আমাকে প্রথমে খুব সন্তপ্ত করেছিল। শ্রীরামবিমুখ হয়ে আমি কখনও সুখে নিদ্রাগমন করতে পারিনি॥ ৩॥ বহু জন্মে আমি বহু রকমের যোগ, জপ, তপস্যা, যজ্ঞ ও দানাদি কর্ম করেছি। হে শ্রীগরুড় ! জগতে এমন কোনো যোনি নেই যাতে আমি বারে বারে ঘুরে জন্মগ্রহণ করিনি ! ৪॥ হে গোঁসাই ! আমি সকল কর্ম করে দেখেছি কিন্তু এখনের (এই জন্মের) মতন সুখী কখনও হতে পারিনি। হে নাথ ! আমার বহু জন্মের কথা মনে আছে কারণ ভগবান শ্রীশংকরের কৃপায় আমার বুদ্ধিকে মোহ আচ্ছন্ন করতে পারেনি॥ ৫॥

দোহা—হে পক্ষীরাজ ! শুনুন। এখন আমি আমার প্রথম জন্মের কথা বলছি যা শ্রবণ করে শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে প্রীতি উৎপন্ন হয়ে সকল ক্লেশ দূরীভূত হয়॥ ৯৬ (ক)॥

দোহা—হে প্রভু ! পূর্বের এক কল্পে পাপের মূল কলিযুগের কথা বলছি। সেই যুগে নরনারী নির্বিশেষে সকলেই অধর্মপরায়ণ ও বেদবিরোধী ছিল॥ ৯৬ (খ)॥

চৌপাই—সেই কলিযুগে আমি অযোধ্যায় শূদ্র দেহ লাভ করে জন্ম নিয়েছিলাম। আমি কায়মনোবাক্যে ভগবান শ্রীশংকরের সেবক ও অন্য দেবতাদের নিন্দুক ও অহংকারী ছিলাম॥ ১॥ আমি ধনসম্পদে মদমত্ত, বাচাল ও উগ্রবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলাম। আমার চিত্তে অতিশয় দম্ভ ছিল। যদিও আমি শ্রীরঘুনাথের রাজধানীতে বাস করতাম তবুও আমি তাঁর মহিমা সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম না॥ ২॥ এখন আমি অযোধ্যার মাহাত্ম্য জানি। বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণে বলা আছে যে, যে কোনো জন্মে অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করলে অবশ্যই শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা লাভ হয়॥ ৩॥ অযোধ্যার মাহাত্ম্য তখনই জানতে পারা যায় যখন ধনুর্বাণ ধারণকারী প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তার চিত্তে অধিষ্ঠিত হন। হে শ্রীগরুড় ! সেই কলিকাল (কলিযুগ) ছিল অতিশয় ভয়ংকর। নরনারী নির্বিশেষে সকলেই তখন পাপাসক্ত হয়ে পড়েছিল॥ ৪॥

দোহা (৯৭ ক, খ)

কলিমল গ্রসে ধর্ম সব লুপ্ত ভএ সদগ্রন্থ।
দম্ভিন্হ নিজ মতি কল্পি করি প্রগট কিএ বহু পন্থ।।
ভএ লোগ সব মোহবস লোভ গ্রসে সুভ কর্ম।
সুনু হরিজান গ্যান নিধি কহউঁ কছুক কলিধর্ম।।

চৌপাই (১—৪)

বরন ধর্ম নহিঁ আশ্রম চারী। শ্রুতি বিরোধ রত সব নর নারী।।
দ্বিজ শ্রুতি বেচক ভূপ প্রজাসন। কোউ নহিঁ মান নিগম অনুসাসন।।
মারগ সোই জা কহুঁ জোই ভাবা। পণ্ডিত সোই জো গাল বজাবা।।
মিথ্যারম্ভ দম্ভ রত জোঈ। তা কহুঁ সন্ত কহই সব কোঈ।।
সোই সয়ান জো পরধন হারী। জো কর দম্ভ সো বড় আচারী।।
জো কহ ঝূঁঠ মসখরী জানা। কলিজুগ সোই গুনবন্ত বখানা।।
নিরাচার জো শ্রুতি পথ ত্যাগী। কলিজুগ সোই গ্যানী সো বিরাগী।।
জাকেঁ নখ অরু জটা বিসালা। সোই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা।।

দোহা (৯৮ ক)

অসুভ বেষ ভূষন ধরেঁ ভচ্চাভচ্ছ জে খাহিঁ।
তেই জোগী তেই সিদ্ধ নর পূজ্য তে কলিজুগ মাহিঁ।।

সোরঠা (৯৮ খ)

জে অপকারী চার তিন্হ কর গৌরব মান্য তেই।
মন ক্রম বচন লবার তেই বকতা কলিকাল মহুঁ।।

চৌপাই (১—২)

নারি বিবস নর সকল গোসাঈঁ। নাচহি নট মর্কট কী নাঈঁ।।
সূদ্র দ্বিজন্হ উপদেসহিঁ গ্যানা। মেলি জনেউ লেহিঁ কুদানা।।
সব নর কাম লোভ রত ক্রোধী। দেব বিপ্র শ্রুতি সন্ত বিরোধী।।
গুন মন্দির সুন্দর পতি ত্যাগী। ভজহিঁ নারি পর পুরুষ অভাগী।।

দোহা—কলিযুগের পাপসকল ধর্মকে গ্রাস করে নিয়েছিল ; সদ্‌গ্রন্থসকল লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। দাম্ভিক ব্যক্তিগণ নিজ বুদ্ধি অনুসারে বহু পথ ও মতবাদকে প্রচার করেছিল॥ ৯৭ (ক)॥

দোহা—সকলেই তখন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। লোভ শুভকর্ম-সকলকে গ্রাস করেছিল। হে জ্ঞাননিধি ! হে শ্রীহরির বাহন ! শুনুন। আমি এইবার কলির কিছু যুগ-ধর্মের কথা বলছি॥ ৯৭ (খ)॥

চৌপাই—কলিযুগে না থাকে বর্ণাশ্রমজনিত ধর্ম, না থাকে আশ্রম চতুষ্টয়। তখন নরনারী নির্বিশেষে সকলেই বেদের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যা বিক্রেতা আর রাজা প্রজার শোষণকারী হয়ে যায় আর বেদের বিধানকে অমান্য করতে শুরু করে॥ ১॥ নিজের ইচ্ছাই পথ হয়ে দাঁড়ায়। যে গলাবাজি করে তাকেই কলিযুগে পণ্ডিত বলা হয়। মিথ্যাচারী ও দাম্ভিক সন্ত বলে পরিচিতি পায়॥ ২॥ যে অসৎপথে অপরের ধনসম্পদ হরণ করে তাকেই কলিযুগে বুদ্ধিমান বলা ; যে দাম্ভিক তাকেই সদাচারী বলা হয়। যে মিথ্যা বলে আর হাস্যকৌতুকে নিপুণ হয় তাকেই কলিযুগে গুণী বলা হয়॥ ৩॥ যে অধর্মপরায়ণ ও বেদমার্গত্যাগী তাকেই কলিযুগে জ্ঞানী ও বৈরাগ্যবান বলা হয়। যার বিশাল নখ ও বিশাল জটাজুট তাকেই কলিযুগে প্রসিদ্ধ তপস্বী বলা হয়॥ ৪॥

দোহা—যারা অশুভ বেশবাস আর অশুভ আভরণ ধারণ করে আর ভক্ষ্যাভক্ষ্য সব কিছু গ্রহণ করে (কলিযুগে) তাদেরই যোগী, সিদ্ধ ও পূজ্য বলা হয়॥ ৯৮ (ক)॥

দোহা—যারা অপরের অপকার করে বেড়ায় (কলিযুগে) তাদেরই সুখ্যাতি করা হয় আর তাদের সম্মানও প্রদর্শন করা হয়। যারা কায়মনোবাক্যে মিথ্যাবাদী তাদেরই কলিযুগে বক্তা বলা হয়॥ ৯৮ (খ)॥

চৌপাই—হে গোঁসাই ! কলিযুগে পুরুষ নারীর বশীভূত হয় আর তাদের বানরসম নৃত্য করতে দেখা যায়। তখন শূদ্র ব্রাহ্মণদের জ্ঞানোপদেশ দান করে থাকে আর তারা উপবীতধারী হয়ে কুৎসিত দানও গ্রহণ করে থাকে॥ ১॥ কলিযুগের পুরুষসকল কামাসক্ত, লোভী ও ক্রোধী হয়ে থাকে। তারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, বেদ ও সন্তদের বিরোধী হয়। দুষ্টা স্ত্রীগণ গুণধাম সুন্দর পতিদেবতাকে

চৌপাই (৩—৪)

সৌভাগিনী বিভূষন হীনা। বিধবন্হ কে সিঙ্গার নবীনা॥
গুর সিষ বধির অন্ধ কা লেখা। এক ন সুনই এক নহিঁ দেখা॥
হরই সিষ্য ধন সোক ন হরঈ। সো গুর ঘোর নরক মহুঁ পরঈ॥
মাতু পিতা বালকন্হি বোলাবহিঁ। উদর ভরৈ সোই ধর্ম সিখাবহিঁ॥

দোহা (৯৯ ক, খ)

ব্রহ্ম গ্যান বিনু নারি নর কহহিঁ ন দূসরি বাত।
কৌড়ী লাগি লোভ বস করহিঁ বিপ্র গুর ঘাত॥
বাদহিঁ সূদ্র দ্বিজন্হ সন হম তুম্হ তে কছু ঘাটি।
জানই ব্রহ্ম সো বিপ্রবর আঁখি দেখাবহিঁ ডাটি॥

চৌপাই (১—৪)

পর ত্রিয় লম্পট কপট সয়ানে। মোহ দ্রোহ মমতা লপটানে॥
তেই অভেদবাদী গ্যানী নর। দেখা মৈঁ চরিত্র কলিজুগ কর॥
আপু গএ অরু তিন্হহূ ঘালহিঁ। জে কহুঁ সত মারগ প্রতিপালহিঁ॥
কল্প কল্প ভরি এক এক নরকা। পরহিঁ জে দূষহিঁ শ্রুতি করি তরকা॥
জে বরনাধম তেলি কুম্হারা। স্বপচ কিরাত কোল কলবারা॥
নারি মুঈ গৃহ সম্পতি নাসী। মূঢ় মুড়াই হোহিঁ সন্ন্যাসী॥
তে বিপ্রন্হ সন আপু পুজাবহিঁ। উভয় লোক নিজ হাথ নসাবহিঁ॥
বিপ্র নিরচ্ছর লোলুপ কামী। নিরাচার সঠ বৃষলী স্বামী॥
সূদ্র করহিঁ জপ তপ ব্রত নানা। বৈঠি বরাসন কহহিঁ পুরানা॥
সব নর কল্পিত করহিঁ অচারা। জাই ন বরনি অনীতি অপারা॥

দোহা (১০০ ক)

ভএ বরন সংকর কলি ভিন্নসেতু সব লোগ।
করহি পাপ পাবহিঁ দুখ ভয় রুজ সোক বিয়োগ॥

ত্যাগ করে পর-পুরুষে আসক্ত হয়॥ ২ ॥ এয়োস্ত্রীগণের দেহে অলংকারে দেখা যায় না আর বিধবাদের নিত্যনতুন ভাবে সুসজ্জিত হতে দেখা যায়। শিষ্য ও গুরুর মধ্যে বধির ও অন্ধের সম্বন্ধ দেখা যায়। শিষ্য গুরুর উপদেশ গ্রহণ করে না আর গুরু জ্ঞানদৃষ্টিবিহীন অন্ধ হয়ে থাকে॥ ৩॥ যে গুরু শিষ্যের ধনধম্পদ হরণ করে কিন্তু শোক হরণ করে না সে ঘোর নরকে স্থান পায়। জনক-জননী কলিযুগে সন্তানকে উদর পূর্তির ধর্মে শিক্ষা দান করে থাকে॥ ৪॥

দোহা—*(কলিযুগে) নরনারী নির্বিশেষে সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানীর মতন কথাবার্তা বলে কিন্তু তারা লোভের বশে ব্রাহ্মণ ও গুরুরও মৃত্যুর কারণ হতে দ্বিধাবোধ করে না॥ ৯৯ (ক)॥*

দোহা—*শূদ্র ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করে নিজের প্রাধান্য জাহির করে। ব্রহ্ম জানলে তবে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হওয়া যায়—এইরূপ বলে সে ব্রাহ্মণকে রক্তচক্ষু দেখায়॥ ৯৯ (খ)॥*

চৌপাই— কলিযুগে পরস্ত্রীতে আসক্ত, ছলচাতুরিতে দক্ষ আর মোহ, দ্রোহ ও মমত্বে নিত্যযুক্ত ব্যক্তিগণই অদ্বৈতজ্ঞানী বলে পরিচিত হয়। আমি নিজে কলিযুগের এই বিচিত্র চরিত্র দেখেছি॥ ১ ॥ তারা নিজেরা কুপথগামী হয়ে সৎপথগামীদেরও নিজ পথে আসতে বাধ্য করে। যারা কূটতর্ক উত্থাপন করে বেদের নিন্দায় নিত্যযুক্ত হয়, তাদের কল্প কল্প ধরে নরক বাস করতে হয়॥ ২ ॥ তেলি, কুমোর, চণ্ডাল, কোল, ভীল, শুঁড়ি আদি বর্ণের লোকেরা কলিযুগে ভার্যা অথবা গৃহসম্পদ হারাবার পর মাথা কামিয়ে সন্ন্যাসী সেজে বসে পড়ে॥ ৩॥ তারা নিজেদের ব্রাহ্মণদের দিয়ে পূজা করায় আর নিজেরাই উভয় লোকের বিনাশ করে। তখন ব্রাহ্মণগণও নিরক্ষর, লোভী, কামাসক্ত, আচারহীন, মূর্খ ও অধম জাতির ব্যভিচারিণী নারীদের পতি হয়ে থাকে॥ ৪ ॥ শূদ্র বিভিন্ন প্রকারের জপ, তপস্যা ও ব্রত করে আর উচ্চাসনে বসে পুরাণ ব্যাখ্যা করে থাকে। সকলেই তখন ইচ্ছামতন আচরণ করে। কলিযুগের কদাচারের বর্ণনা করা যায় না॥ ৫ ॥

দোহা—*কলিযুগে লোকে বর্ণসংকর হয়ে যায় আর মর্যাদা অবলুপ্ত হয় যার ফলে দুঃখ, ভয়, রোগ, শোক ও প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়॥ ১০০ (ক)॥*

দোহা (১০০ খ)

শ্রুতি সম্মত হরি ভক্তি পথ সঞ্জুত বিরতি বিবেক।
তেহিঁ ন চলহি নর মোহ বস কল্পহিঁ পন্থ অনেক॥

ছন্দ (১—৫)

বহু দাম সঁবারহি ধাম জতী। বিষয়া হরি লীন্‌হি ন রহি বিরতী॥
তপসী ধনবন্ত দরিদ্র গৃহী। কলি কৌতুক তাত ন জাত কহী॥

কুলবন্তি নিকারহিঁ নারি সতী। গৃহ আনহিঁ চেরি নিবেরি গতী॥
সুত মানহিঁ মাতু পিতা তব লোঁ। অবলানন দীখ নহীঁ জব লোঁ॥

সসুরারি পিআরি লগী জব তেঁ। রিপুরূপ কুটুম্ব ভএ তব তেঁ॥
নৃপ পাপ পরায়ন ধর্ম নহীঁ। করি দণ্ড বিড়ম্ব প্রজা নিতহীঁ॥

ধনবন্ত কুলীন মলীন অপী। দ্বিজ চিন্‌হ জনেউ উঘার তপী॥
নহিঁ মান পুরান ন বেদহি জো। হরি সেবক সন্ত সহী কলি সো॥

কবি বৃন্দ উদার দুনী ন সুনী। গুন দূষক ব্রাত ন কোপি গুনী॥
কলি বারহিঁ বার দুকাল পরৈ। বিনু অন্ন দুখী সব লোক মরৈ॥

দোহা (১০১ ক, খ)

সুনু খগেস কলি কপট হঠ দম্ভ দ্বেষ পাষন্ড।
মান মোহ মারাদি মদ ব্যাপি রহে ব্রহ্মন্ড॥

তামস ধর্ম করহিঁ নর জপ তপ ব্রত মখ দান।
দেব ন বরষহিঁ ধরনীঁ বএ ন জামহিঁ ধান॥

ছন্দ (১)

অবলা কচ ভূষন ভূরি ছুধা। ধনহীন দুখী মমতা বহুধা॥
সুখ চাহহিঁ মূঢ় ন ধর্ম রতা। মতি থোরি কঠোরি ন কোমলতা॥

দোহা— মোহের বশীভূত হয়ে বেদসম্মত ও জ্ঞান-বৈরাগ্যসম্পন্ন যে হরিভক্তির পথ আছে তাকে মানুষ গ্রহণ করে না আর অন্যান্য নিত্যনতুন পথ আবিষ্কার করতে থাকে॥ ১০০ (খ)॥

ছন্দ—সন্ন্যাসী প্রচুর অর্থ ব্যয় করে গৃহসজ্জায় মন দেয়। তাদের মনে বৈরাগ্য আর থাকে না ; তা বিষয়াসক্তি দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। তপস্বী তখন ধনী আর গৃহস্থ দরিদ্র হয়। হে তাত ! কলিযুগের লীলা আর কত বলব ? ১॥ কুলবধূ ও সতীনারীকে পুরুষ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় আর সদাচার ছেড়ে দাসীকে গৃহে স্থান দেয়। পুত্র বিবাহের পর তার মা-বাবাকেও মানে না ॥ ২॥ শ্বশুরালয় প্রিয় আর পূর্বের আত্মীয়স্বজন শত্রুসম হয়ে যায়। রাজাসকল পাপাসক্ত হয়ে যায় ; তাদের মধ্যে ধর্মের প্রভাব থাকে না। তারা প্রজাকে সতত (বিনা অপরাধে) দণ্ড দান করে ও তাদের দুর্দশার কারণ হয়॥ ৩॥ ধনী ব্যক্তি মলিন (নিম্ন জাতির) হয়েও কুলিন হয়ে বসে। দ্বিজের চিহ্ন কেবলমাত্র উপবীতেই থাকে আর তপস্বীর পরিচয় হল অনাবৃত দেহ। যারা বেদ ও পুরাণ মানে না তারাই কলিযুগে হরিভক্ত ও প্রকৃত সন্ত তকমা পায়॥ ৪॥ তখন কবি অজস্র হয় কিন্তু তাদের ধারক কেউ থাকে না। গুণে দোষ ধরবার লোক অনেক থাকলেও প্রকৃত গুণীর অভাব হয়। কলিযুগে বারে বারে দুর্ভিক্ষ হয়। অন্ন বিনা লোকে অনাহারে মারা পড়তে থাকে॥ ৫॥

দোহা—হে পক্ষীরাজ শ্রীগরুড় ! শুনুন। কলিযুগে ছলচাতুরি, হঠকারিতা, দম্ভ, দ্বেষ, ভণ্ডামি, অহংকার, মোহ ও কামাদি (অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ) আর মদমত্ততা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়॥ ১০১ (ক)॥

দোহা—মানুষ জপ, তপস্যা, যজ্ঞ, ব্রত আর দান আদি ধর্ম তামসী ভাবে করে। তখন দেবতা (ইন্দ্র) পৃথিবীতে জলবর্ষণ করেন না আর বোনা ধান বাড়ে না॥ ১০১ (খ)॥

ছন্দ— আভরণহীন নারীদেহে তখন কেবল কেশবিন্যাস থাকে ; তাদের সতত ক্ষুধা পায় আর তারা অতৃপ্ত হয়ে দিন কাটায়। তাদের দুঃখের কারণ হয় তাদের সম্পদহীনতা আর বিভিন্ন ধরনের আসক্তি। ধর্মে প্রীতি বিরহিত থেকে সেই মূর্খগণ সুখ কামনা করে। অল্পবুদ্ধি নারীগণ রূঢ় ব্যবহার করে আর নারীসুলভ কোমলতা অদৃশ্য হয়॥

ছন্দ (২—৫)

নর পীড়িত রোগ ন ভোগ কহীঁ। অভিমান বিরোধ অকারনহীঁ॥
লঘু জীবন সম্বতু পঞ্চ দসা। কলপান্ত ন নাস গুমানু অসা॥
কলিকাল বিহাল কিএ মনুজা। নহিঁ মানত ক্বৌ অনুজা তনুজা॥
নহিঁ তোষ বিচার ন সীতলতা। সব জাতি কুজাতি ভএ মগতা॥
ইরিষা পরুষাচ্ছর লোলুপতা। ভরি পূরি রহী সমতা বিগতা॥
সব লোগ বিয়োগ বিসোক হএ। বরনাশ্রম ধর্ম অচার গএ॥
দম দান দয়া নহিঁ জানপনী। জড়তা পরবঞ্চনতাতি ঘনী॥
তনু পোষক নারি নরা সগরে। পরনিন্দক জে জগ মো বগরে॥

দোহা (১০২ ক, খ)

সুনু ব্যালারি কাল কলি মল অবগুন আগার।
গুনউ বহুত কলিজুগ কর বিনু প্রয়াস নিস্তার॥

কৃতজুগ ত্রেতাঁ দ্বাপর পূজা মখ অরু জোগ।
জো গতি হোই সো কলি হরি নাম তে পাবহিঁ লোগ॥

চৌপাই (১—৪)

কৃতজুগ সব জোগী বিগ্যানী। করি হরি ধ্যান তরহিঁ ভব প্রানী॥
ত্রেতাঁ বিবিধ জগ্য নর করহীঁ। প্রভুহি সমর্পি কর্ম ভব তরহীঁ॥
দ্বাপর করি রঘুপতি পদ পূজা। নর ভব তরহিঁ উপায় ন দূজা॥
কলিজুগ কেবল হরি গুন গাহা। গাবত নর পাবহিঁ ভব থাহা॥
কলিজুগ জোগ ন জগ্য ন গ্যানা। এক অধার রাম গুন গানা॥
সব ভরোস তজি জো ভজ রামহি। প্রেম সমেত গাব গুন গ্রামহি॥
সোই ভব তর কছু সংসয় নাহীঁ। নাম প্রতাপ প্রগট কলি মাহীঁ॥
কলি কর এক পুনীত প্রতাপা। মানস পুন্য হোহি নহিঁ পাপা॥

ছন্দ—মানব তখন রোগগ্রস্ত হয় ; ভোগ (সুখ) তাদের কোথাও থাকে না। তারা অকারণে অহংকার ও বিরোধ করে। অল্পকালের (পাঁচ-দশ বছর) জীবদ্দশায় তাদের এত অহংকার থাকে যে মনে হয় যেন তা কল্পান্তেও (প্রলয় হলেও) যাওয়ার নয়॥ ১॥ কলিকাল মানুষকে বেহাল করে ছাড়ে। তখন ভগিনী কন্যা বিচার চলে যায়। সকলের মধ্যে বিবেক, সন্তোষ ও শীতলতা লোপ পায়। সকলেই যেন ভিক্ষাজীবী হয়ে জীবন ধারণ করে॥ ২॥ ঈর্ষা, কটুকথা বলা ও লোভ বেড়ে যায়, সাম্য অবলুপ্ত হয়। সকলেই বিচ্ছেদে ও বিশেষ শোকে জর্জরিত হয়ে থাকে। তখন বর্ণাশ্রমজনিত আচরণ আর দেখা যায় না॥ ৪॥ কারো মধ্যে ইন্দ্রিয়দমন, দান, দয়া আর বিচক্ষণতা দেখা যায় না। মূর্খতা ও অপরকে প্রবঞ্চনা করবার প্রবৃত্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নিজ দেহের পরিচর্যায়ই নিত্যযুক্ত থাকে। নিন্দুকগণ সর্বত্র ছেয়ে যায়॥ ৫॥

দোহা—হে সর্পারি ! হে শ্রীগরুড় ! শুনুন। কলিকাল পাপ আর অবগুণের ভাণ্ডার হয়। কিন্তু কলিযুগের একটি মহৎ গুণও আছে ; তাতে অনায়াসে ভববন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয়ে থাকে॥ ১০২ (ক)॥

দোহা—সত্যযুগে, ত্রেতাযুগে ও দ্বাপরযুগে যা যোগ, যজ্ঞ ও পূজা দ্বারা লাভ করা সম্ভব হয় তা কলিযুগে কেবল শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্তন থেকেই পাওয়া যায়॥ ১০২ (খ)॥

চৌপাই— সত্যযুগে সকলে যোগী ও বিজ্ঞানী হয়ে থাকেন। শ্রীহরির ধ্যান করে প্রাণীসকল ভবসাগর অতিক্রম করে থাকেন। ত্রেতাযুগে সকলে বহু রকমের যজ্ঞ সম্পাদন করেন আর সকল কর্ম শ্রীপ্রভুকে সমর্পণ করে ভবসাগর পার হয়ে যান॥ ১॥ দ্বাপর যুগে শ্রীরঘুপতির শ্রীচরণ পূজা করে মানব ভবে মুক্তি পেয়ে থাকেন ; সেইখানে অন্য কোনো উপায় নেই ; আর কলিকালে তো কেবল শ্রীহরির লীলাসংকীর্তন করেই মানব ভবসাগর অতিক্রম করে থাকেন॥ ২॥ কলিযুগে তো যোগ, যজ্ঞ, জ্ঞান কিছুই নেই। শ্রীরামচন্দ্রের গুণসংকীর্তনই তখন একমাত্র পথ। অতএব অন্য সকল ভরসা ত্যাগ করে যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করে আর সানুরাগে তাঁর লীলা সংকীর্তন করে, সেই ভবসাগর অতিক্রম করে ; এই পথ সতত সত্য। কলিযুগে নামের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। কলিযুগের এক পবিত্র মহিমা যে তাতে মনে শুভ চিন্তার দ্বারা পুণ্য লাভ হয়, কিন্তু এর বিপরীত অশুভ চিন্তায় মানসিক পাপ হয় না॥ ৩-৪॥

দোহা (১০৩ ক, খ)

কলিজুগ সম জুগ আন নহিঁ জৌ নর কর বিস্বাস।
গাই রাম গুন গন বিমল ভব তর বিনহিঁ প্রয়াস॥
প্রগট চারি পদ ধর্ম কে কলি মহুঁ এক প্রধান।
জেন কেন বিধি দীন্হেঁ দান করই কল্যান॥

চৌপাই (১—৪)

নিত জুগ ধর্ম হোহিঁ সব কেরে। হৃদয়ঁ রাম মায়া কে প্রেরে॥
সুদ্ধ সত্ব সমতা বিগ্যানা। কৃত প্রভাব প্রসন্ন মন জানা॥
সত্ব বহুত রজ কছু রতি কর্মা। সব বিধি সুখ ত্রেতা কর ধর্মা॥
বহু রজ স্বল্প সত্ব কছু তামস। দ্বাপর ধর্ম হরষ ভয় মানস॥
তামস বহুত রজোগুন থোরা। কলি প্রভাব বিরোধ চহুঁ ওরা॥
বুধ জুগ ধর্ম জানি মন মাহীঁ। তজি অধর্ম রতি ধর্ম করাহীঁ॥
কাল ধর্ম নহিঁ ব্যাপহিঁ তাহী। রঘুপতি চরন প্রীতি অতি জাহী॥
নট কৃত বিকট কপট খগরায়া। নট সেবকহি ন ব্যাপই মায়া॥

দোহা (১০৪ ক, খ)

হরি মায়া কৃত দোষ গুন বিনু হরি ভজন ন জাহিঁ।
ভজিঅ রাম তজি কাম সব অস বিচারি মন মাহিঁ॥
তেহি কলিকাল বরষ বহু বসেউঁ অবধ বিহগেস।
পরেউ দুকাল বিপতি বস তব মৈ গয়উঁ বিদেস॥

চৌপাই (১—২)

গয়উঁ উজেনী সুনু উরগারী। দীন মলীন দরিদ্র দুখারী॥
গএঁ কাল কছু সম্পতি পাঈ। তহঁ পুনি করউঁ সম্ভু সেবকাঈ॥
বিপ্র এক বৈদিক সিব পূজা। করই সদা তেহিঁ কাজু ন দূজা॥
পরম সাধু পরমারথ বিন্দক। সম্ভু উপাসক নহিঁ হরি নিন্দক॥

দোহা—বিশ্বাস ধারণ করলে কলিযুগসম অন্য কোনো যুগ নেই (কারণ) এই যুগে শ্রীরামচন্দ্রের নির্মল গুণসংকীর্তন করেই মানব অনায়াসে ভব (রূপ সমুদ্র) অতিক্রম করে॥ ১০৩(ক)॥

দোহা—ধর্মের চরণ চতুষ্টয় (সত্য, দয়া, তপস্যা ও দান) প্রসিদ্ধ যাতে কলিযুগে একটি (দানরূপ) চরণই (পথই) প্রধান। যে ভাবেই হোক না কেন দান করলে মঙ্গলই হয়ে থাকে॥ ১০৩ (খ)॥

চৌপাই— শ্রীপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মায়ার প্রভাবে সকলের অন্তরে সকল যুগধর্ম সতত বিদ্যমান থাকে। শুদ্ধ সত্ত্বগুণ, সমতা, বিজ্ঞান আর মনের প্রসন্নতা সত্যযুগের প্রভাবে হয়ে থাকে॥ ১ ॥ সত্ত্বগুণ অধিক ও রজোগুণ অল্প, কর্মে প্রীতি আর সর্বতোভাবে সুখ ত্রেতাযুগের ধর্ম হয়ে থাকে। রজোগুণের আধিক্য আর তার সঙ্গে অল্প সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ, মনে আনন্দ ও ভয়, দ্বাপরের ধর্ম॥ ২ ॥ তমোগুণের প্রাবল্য, রজোগুণের স্বল্পতা, চতুর্দিকে কলহ-বিবাদ এই সকল কলিযুগের প্রভাব। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যুগধর্মকে চিনে নিয়ে অধর্ম ছেড়ে ধর্মে প্রীতি করে থাকেন॥ ৩ ॥ যার অন্তরে শ্রীরঘুপতির শ্রীচরণে প্রগাঢ় অনুরাগ থাকে, তাকে কালধর্ম (যুগধর্ম) প্রভাবিত করতে পারে না। হে পক্ষীরাজ ! অভিনেতার কপট-চরিত্র (ইন্দ্রজাল) দর্শকদের জন্য বিকট (দুর্গম) হলেও তা অভিনেতার সেবককে প্রভাবিত করতে পারে না॥ ৪ ॥

দোহা—শ্রীহরির মায়াসৃষ্ট দোষ ও গুণ শ্রীহরির ভজনা ছাড়া দূর হয় না। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সকল কামনা ত্যাগ করে (নিষ্কামভাবে) শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করা উচিত॥ ১০৪ (ক)॥

দোহা— হে পক্ষীরাজ ! সেই কলিকালে আমি বহুদিন অযোধ্যায় বাস করেছিলাম। একবার সেইখানে দুর্ভিক্ষ হল, তখন আমি বিপদ দেখে অন্যত্র গমন করলাম॥ ১০৪ (খ)॥

চৌপাই—হে সর্পারি শ্রীগরুড় ! শুনুন। তখন আমি দীন, মলিন (হতাশ), দরিদ্র ও দুঃখী হয়ে উজ্জয়িনী চলে গেলাম। কিছু কাল পরে কিন্তু সম্পদ লাভ করে আমি আবার সেইখানেই ভগবান শ্রীশংকরের আরাধনা করতে লাগলাম॥ ১॥ এক ব্রাহ্মণ সতত শাস্ত্রমতে ভগবান শ্রীশংকরের পূজার্চনা করতেন ; অন্য কোনো কর্ম তিনি করতেন না। তিনি পরম সাধু ও

চৌপাই (৩—৪)

তেহি সেবউঁ মৈঁ কপট সমেতা। দ্বিজ দয়াল অতি নীতি নিকেতা॥
বাহিজ নম্র দেখি মোহি সাঁঈ। বিপ্র পঢ়াব পুত্র কী নাঈঁ॥
সম্ভু মন্ত্র মোহি দ্বিজবর দীন্হা। সুভ উপদেস বিবিধ বিধি কীন্হা॥
জপউঁ মন্ত্র সিব মন্দির জাঈ। হৃদয়ঁ দম্ভ অহমিতি অধিকাঈ॥

দোহা (১০৫ ক)

মৈ খল মল সঙ্কুল মতি নীচ জাতি বস মোহ।
হরিজন দ্বিজ দেখেঁ জরউঁ করউঁ বিষ্নু কর দ্রোহ॥

সোরঠা (১০৫ খ)

গুর নিত মোহি প্রবোধ দুখিত দেখি আচরন মম।
মোহি উপজই অতি ক্রোধ দম্ভিহি নীতি কি ভাবঈ॥

চৌপাই (১—৬)

এক বার গুর লীন্হ বোলাঈ। মোহি নীতি বহু ভাঁতি সিখাঈ॥
সিব সেবা কর ফল সুত সোঈ। অবিরল ভগতি রাম পদ হোঈ॥
রামহি ভজহিঁ তাত সিব ধাতা। নর পাবঁর কৈ কেতিক বাতা॥
জাসু চরন অজ সিব অনুরাগী। তাসু দ্রোহঁ সুখ চহসি অভাগী॥
হর কহুঁ হরি সেবক গুর কহেউ। সুনি খগনাথ হৃদয় মম দহেউ॥
অধম জাতি মৈঁ বিদ্যা পাএঁ। ভয়উঁ জথা অহি দূধ পিআএঁ॥
মানী কুটিল কুভাগ্য কুজাতী। গুর কর দ্রোহ করউঁ দিনু রাতী॥
অতি দয়াল গুর স্বল্প ন ক্রোধা। পুনি পুনি মোহি সিখাব সুবোধা॥
জেহি তে নীচ বড়াঈ পাবা। সো প্রথমহিঁ হতি তাহি নসাবা॥
ধূম অনল সম্ভব সুনু ভাঈ। তেহি বুঝাব ঘন পদবী পাঈ॥
রজ মগ পরী নিরাদর রহঈ। সব কর পদ প্রহার নিত সহঈ॥
মরুত উড়াব প্রথম তেহি ভরঈ। পুনি নৃপ নয়ন কিরীটন্হি পরঈ॥

পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি শৈব বলে শ্রীহরির প্রতি কিন্তু শত্রুভাব রাখতেন না॥ ২॥ আমি ছলচাতুরিতে যুক্ত থেকে তাঁর সেবা করতাম। ব্রাহ্মণ অতিশয় দয়ালু ও নীতিপরায়ণ ছিলেন। হে স্বামী ! আমাকে ব্যবহারে বিনয়ী দেখে ব্রাহ্মণ পুত্রসম শিক্ষা দান করতেন॥ ৩॥ সেই ব্রাহ্মণ আমাকে শিবমন্ত্রে দীক্ষা দান করেছিলেন আর বহু সদুপদেশ দান করেছিলেন। আমি শিবের মন্দিরে গিয়ে মন্ত্র জপ করতাম। আমার চিত্তে তাতে দম্ভ ও অহংকার বৃদ্ধি পেয়েছিল॥ ৪॥

দোহা—আমি দুষ্ট, অধম জাতি ও পাপময় মলিন বুদ্ধিধারী মোহের বশীভূত হয়ে শ্রীহরির ভক্তদের ও ব্রাহ্মণদের দেখেই জ্বলে উঠতাম আর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিরোধিতা করতাম॥ ১০৫ (ক)॥

সোরঠা—গুরুদেব আমার আচরণে কষ্ট পেতেন। তিনি আমাকে প্রত্যহ নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করতেন কিন্তু আমি তা স্বীকার না করে আরও রেগে উঠতাম। দম্ভযুক্ত ব্যক্তির কখনও নীতিকথা ভালো লাগে ? ১০৫ (খ)॥

চৌপাই—একবার গুরুদেব আমাকে ডেকে পাঠালেন আর নানাভাবে (পরমার্থ) তত্ত্ব বোঝালেন আর বললেন—ভগবান শ্রীশংকরের সেবার ফল এই যে তাঁর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণে প্রগাঢ় ভক্তি লাভ হয়॥ ১॥ হে তাত ! ভগবান শ্রীশংকর ও ভগবান শ্রীব্রহ্মাও প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভজনায় নিত্যযুক্ত থাকেন তাহলে অধম মানুষের আর কী কথা ? ওরে অভাগা ! যে শ্রীচরণে ব্রহ্মা ও শিব অনুরাগ ধারণ করেন তাঁর তুই বিরোধিতা করে সুখ কামনা করিস ? ২॥ গুরুদেব মহাদেবকে শ্রীহরির সেবক বললেন। এই কথা শুনেই হে পক্ষীরাজ ! আমার অন্তর যেন জ্বলে গেল। অধম জাতিজাত আমি, বিদ্যা লাভ করে দুগ্ধপান করা সর্পসম হয়ে উঠেছিলাম॥ ৩॥ এইবার অহংকারী, কুটিল, অভাগা, অধম জাত আমি দিবারাত্র গুরুদেবের দ্রোহে নিত্যযুক্ত হলাম। গুরুদেব অতিশয় দয়ালু ছিলেন তাই কখনও তাঁকে ক্রোধ করতে দেখিনি। (আমার গুরুদ্রোহিতা সত্ত্বেও) গুরুদেব কিন্তু আমাকে বারে বারে উত্তম শিক্ষাদানই করে যাচ্ছিলেন॥ ৪॥ অধম ব্যক্তি, যার জন্য প্রশংসা পায়—তাকেই প্রথমে আঘাত করে বিনাশ করে। হে ভাই ! শুনুন অগ্নি উদ্ভূত ধূম্র মেঘ নামধারণ করে সেই অগ্নিকেই নির্বাপন করে॥ ৫॥ ধূলি অনাদরে পথে পড়ে থাকে আর সতত পথচারীদের পদাঘাত সহ্য করে ; কিন্তু প্রবল বায়ু যখন তাকে মাথায় তোলে তখন ধূলি

চৌপাই (৭—৮)

সুনু খগপতি অস সমুঝি প্রসঙ্গা। বুধ নহিঁ করহিঁ অধম কর সঙ্গা॥
কবি কোবিদ গাবহিঁ অসি নীতী। খল সন কলহ ন ভল নহিঁ প্রীতী॥
উদাসীন নিত রহিঅ গোসাঈ। খল পরিহরিঅ স্বান কী নাঈ॥
মৈ খল হৃদয়ঁ কপট কুটিলাঈ। গুর হিত কহই ন মোহি সোহাঈ॥

দোহা (১০৬ ক, খ)

এক বার হর মন্দির জপত রহেউঁ সিব নাম।
গুর আয়উ অভিমান তেঁ উঠি নহিঁ কীন্হ প্রনাম॥
সো দয়াল নহিঁ কহেউ কছু উর ন রোষ লবলেস।
অতি অঘ গুর অপমানতা সহি নহিঁ সকে মহেস॥

চৌপাই (১—৪)

মন্দির মাঝ ভঈ নভবানী। রে হতভাগ্য অগ্য অভিমানী॥
জদপি তব গুর কেঁ নহিঁ ক্রোধা। অতি কৃপাল চিত সম্যক বোধা॥
তদপি সাপ সঠ দৈহউঁ তোহী। নীতি বিরোধ সোহাই ন মোহী॥
জৌঁ নহিঁ দন্ড করৌঁ খল তোরা। ভ্রষ্ট হোই শ্রুতিমারগ মোরা॥
জে সঠ গুর সন ইরিষা করহীঁ। রৌরব নরক কোটি জুগ পরহীঁ॥
ত্রিজগ জোনি পুনি ধরহিঁ সরীরা। অযুত জন্ম ভরি পাবহিঁ পীরা॥
বৈঠি রহেসি অজগর ইব পাপী। সর্প হোহি খল মল মতি ব্যাপী॥
মহা বিটপ কোটর মহুঁ জাঈ। রহু অধমাধম অধগতি পাঈ॥

দোহা (১০৭ ক)

হাহাকার কীন্হ গুর দারুন সুনি সিব সাপ।
কম্পিত মোহি বিলোকি অতি উর উপজা পরিতাপ॥

প্রথমে তাকেই ধূলি ধূসরিত করে আর তারপর নৃপতির নয়ন ও কিরীটে চেপে বসে॥ ৬॥ হে পক্ষীরাজ শ্রীগরুড় ! শুনুন। এই কথা জেনে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও অধমের সঙ্গ করে না। কবি ও পণ্ডিতদের মতে দুষ্টদের সঙ্গে কলহ অথবা প্রেম—কোনোটাই করা ঠিক নয়॥ ৭॥ হে গোঁসাই ! দুষ্টদের প্রতি সতত উদাসীন থাকাই ভালো। সারমেয়সম দুষ্টকে দূর থেকেই ত্যাগ করা উচিত। আমি দুষ্ট আর কুটিলতায় পরিপূর্ণ ছিলাম। (তাই) গুরুদেবের মঙ্গলময় কথা আমার ভালো লাগত না॥ ৮॥

__দোহা__—একদিন আমি শিবমন্দিরে বসে শিবনাম জপ করছিলাম। তখনই গুরুদেব সেইখানে এলেন। অহংকারে মত্ত আমি উঠে তাঁকে প্রণামও করলাম না॥ ১০৬ (ক)॥

__দোহা__—গুরুদেব দয়ালু ছিলেন। (আমার দোষ দেখেও) তিনি কিছু বললেন না ; তাঁর অন্তরে সেই জন্য বিন্দুমাত্রও ক্রোধ হল না। কিন্তু গুরুদেবের অপমান অতি বড় পাপ হয়ে থাকে। তাই দেবাদিদেব মহাদেব তা সহ্য করলেন না॥ ১০৬ (খ)

চৌপাই— মন্দিরে তখন আকাশবাণী শোনা গেল—ওরে হতভাগ্য ! ওরে মূর্খ ! ওরে অহংকারী ! যদিও তোর গুরুদেবের ক্রোধ হয়নি কারণ তিনি অতি কৃপালু চিত্ত ও পূর্ণজ্ঞানী, তবু ওরে মূর্খ ! আমি তোকে অভিশাপ দেব কারণ নীতিবিরোধীকে (মর্যাদাভঙ্গকারীকে) আমার ভালো লাগে না। ওরে দুষ্ট ! যদি আমি তোকে দণ্ডদান না করি তাহলে তো আমার বেদমার্গই নষ্ট হয়ে যাবে॥ ১-২॥ যে মূর্খ গুরুদেবের ঈর্ষা করে সে কোটি যুগ পর্যন্ত রৌরব নরকে স্থান পায়। অতঃপর (সেইখান থেকে বেরিয়ে) সে অধম (পশু, পক্ষী আদি) যোনিতে জন্মগ্রহণ করে আর দশ সহস্র জন্ম পর্যন্ত দুঃখ পেয়ে থাকে॥ ৩॥ ওরে পাপী ! তুই গুরুদেবের সম্মুখে অজগরের মতন বসে রইলি। ওরে দুষ্ট ! তোর বুদ্ধি পাপে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। (অতএব) তুই সর্প হয়ে যা আর ওরে অধমের অধম ! এই অধোগতি (সর্পের অধম গতি) লাভ করে কোনো বৃহৎ বৃক্ষ কোটরে বাস কর॥ ৪॥

__দোহা__—ভগবান শ্রীশংকরের ভয়ংকর অভিশাপের কথা শ্রবণ করে গুরুদেব হাহাকার করে উঠলেন। আমাকে প্রকম্পিত হতে দেখে তাঁর অন্তরে অতিশয় সন্তাপ উৎপন্ন হল॥ ১০৭ (ক)॥

দোহা (১০৭ খ)

করি দন্ডবত সপ্রেম দ্বিজ সিব সন্মুখ কর জোরি।
বিনয় করত গদগদ স্বর সমুঝি ঘোর গতি মোরি॥

ছন্দ (১—৮)

নমামীশমীশান নির্বাণরূপং। বিভুং ব্যাপকং ব্রহ্ম বেদস্বরূপং॥
নিজং নির্গুণং নির্বিকল্পং নিরীহং। চিদাকাশমাকাশবাসং ভজেঽহং॥

নিরাকারমোঙ্কারমূলং তুরীয়ং। গিরা গ্যান গোতীতমীশং গিরীশং॥
করালং মহাকাল কালং কৃপালং। গুণাগার সংসারপারং নতোঽহং॥

তুষারাদ্রি সংকাশ গৌরং গভীরং। মনোভূত কোটি প্রভা শ্রী শরীরং॥
স্ফুরন্মৌলি কল্লোলিনী চারু গঙ্গা। লসদ্ভালবালেন্দু কণ্ঠে ভুজঙ্গা॥

চলৎকুণ্ডলং ভ্রূ সুনেত্রং বিশালং। প্রসন্নাননং নীলকণ্ঠং দয়ালং॥
মৃগাধীশচর্মাম্বরং মুণ্ডমালং। প্রিয়ং শংকরং সর্বনাথং ভজামি॥

প্রচণ্ডং প্রকৃষ্টং প্রগল্ভং পরেশং। অখণ্ডং অজং ভানুকোটিপ্রকাশং॥
ত্রয়ঃ শূল নির্মূলনং শূলপাণিং। ভজেঽহং ভবানীপতিং ভাবগম্যং॥

কলাতীত কল্যাণ কল্পান্তকারী। সদা সজ্জনানন্দদাতা পুরারী॥
চিদানন্দ সন্দোহ মোহাপহারী। প্রসীদ প্রসীদ প্রভো মন্মথারী॥

ন যাবদ্ উমানাথ পাদারবিন্দং। ভজংতীহ লোকে পরে বা নরাণাং॥
ন তাবৎ সুখং শান্তি সন্তাপনাশং। প্রসীদ প্রভো সর্বভূতাধিবাসং॥

ন জানামি যোগং জপং নৈব পূজাং। নতোঽহং সদা সর্বদা শম্ভু তুভ্যং॥
জরা জন্ম দুঃখৌঘ তাতপ্যমানং। প্রভো পাহি আপন্নমামীশ শম্ভো॥

দোহা—সানুরাগে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করে সেই ব্রাহ্মণ ভগবান শ্রীশংকরের সম্মুখে হাতজোড় করে আমার ভয়ংকর গতির (দণ্ডর) কথা ভেবে গদগদ স্বরে স্তুতি করতে লাগলেন॥ ১০৭ (খ)॥

ছন্দ—(গুরুদেব স্তুতি করতে লাগলেন—) হে নির্বাণরূপ বেদমূর্তি অনন্ত ব্রহ্ম ঈশানেশ্বর মহাদেব ! আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। হে স্ব-স্বরূপে অবস্থানকারী, হে অজর, নির্বিকল্প, নির্গুণ, নিঃস্পৃহ, চৈতন্যস্বরূপ, আকাশকে বস্ত্ররূপে ধারণকারী দিগম্বর ! আমি আপনার শরণাগত॥ ১॥ হে নিরাকার, ওঁ-কারের মূল তূরীয় (ত্রিগুণাতীত), বাণী-জ্ঞান-ইন্দ্রিয়াতীত কৈলাসপতি ! আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। হে করাল মহাকালেরও কাল, কৃপালু, গুণাগার, সংসারবোধ বিরহিত পরমেশ্বর ! আমি আপনাকে প্রণাম করি॥ ২॥ যিনি হিমাচলসম শুভ্র ও গম্ভীর, যাঁর শ্রীঅঙ্গে যুগপৎ কোটি কন্দর্প-কান্তি, যাঁর মস্তকে সুরতরঙ্গিনী গঙ্গা বিরাজমানা, যাঁর মস্তকে দ্বিতীয়ার চন্দ্রশোভা ও কণ্ঠে ভুজঙ্গ (তাঁকে আমি সতত প্রণাম করি)॥ ৩॥ যাঁর কর্ণে চঞ্চল সর্পকুণ্ডলের অনুপম সৌন্দর্য, ভ্রূকুটি সুন্দর ও বিশাল নয়নযুগল, যিনি নীলকণ্ঠ ও প্রসন্নানন, যিনি দয়ার মূর্তিমান বিগ্রহ, যিনি ব্যাঘ্রাম্বর ও মুণ্ডমালা ধারণ করেন সেই প্রিয় সর্বনাথ ভগবান শ্রীশংকরকে আমি ভজনা করি॥ ৪॥ যিনি প্রচণ্ড (রুদ্ররূপ), শ্রেষ্ঠ, তেজোময় পরমেশ্বর, যিনি অখণ্ড ও কোটি ভানু প্রকাশযুক্ত, যিনি ত্রিতাপ (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সন্তাপ) হরণ করেন, যিনি ভাবগম্য সেই শূলপাণি ভবানীপতির আমি ভজনা করি॥ ৫॥ হে কালাতীত পূর্ণব্রহ্ম ! আপনি কল্যাণবিগ্রহ, কল্পান্ত (প্রলয়)কারী ও বিদ্বজ্জনের আনন্দদাতা ! হে ত্রিপুরারি ! আপনি চিদানন্দপুঞ্জস্বরূপ মোহাপসরণকারী। হে কামারি ! আপনি শান্ত হন। আপনি প্রসন্ন হন॥ ৪॥ হে উমাপতি ! আপনার শ্রীপাদপদ্ম ভজনা না করলে কেউ ইহলোকে অথবা পরলোকে শান্তি লাভ করে না আর তার সন্তাপও বিনাশ হয় না। অতএব হে সর্বজীবের অন্তরে বিরাজমান শ্রীপ্রভু ! আপনি প্রসন্ন হন॥ ৭॥ আমি যোগ, জপ, পূজা কিছুই জানি না। হে শম্ভু ! আমি সততই আপনার শরণাগত। হে প্রভু ! জরা, জন্ম-মৃত্যু আদির দুঃখে সন্তপ্ত আমাকে, আপনি রক্ষা করুন॥ ৮॥

শ্লোক (৯)

রুদ্রাষ্টকমিদং প্রোক্তং বিপ্রেণ হরতোষয়ে।
যে পঠন্তি নরা ভক্ত্যা তেষাং শম্ভুঃ প্রসীদতি॥

দোহা (১০৮ ক, খ, গ, ঘ)

সুনি বিনতী সর্বগ্য সিব দেখি বিপ্র অনুরাগু।
পুনি মন্দির নভবানী ভই দ্বিজবর বর মাগু॥
জৌ প্রসন্ন প্রভু মো পর নাথ দীন পর নেহু।
নিজ পদ ভগতি দেই প্রভু পুনি দূসর বর দেহু॥
তব মায়া বস জীব জড় সন্তত ফিরই ভুলান।
তেহি পর ক্রোধ ন করিঅ প্রভু কৃপাসিন্ধু ভগবান॥
সঙ্কর দীনদয়াল অব এহি পর হোহু কৃপাল।
সাপ অনুগ্রহ হোই জেহি নাথ থোরেহীঁ কাল॥

চৌপাই (১—৬)

এহি কর হোই পরম কল্যানা। সোই করহু অব কৃপানিধানা॥
বিপ্র গিরা সুনি পরহিত সানী। এবমস্তু ইতি ভই নভবানী॥
জদপি কীন্হ এহিঁ দারুন পাপা। মৈঁ পুনি দীন্হি কোপ করি সাপা॥
তদপি তুম্হারি সাধুতা দেখী। করিহউঁ এহি পর কৃপা বিসেষী॥
ছমাসীল জে পর উপকারী। তে দ্বিজ মোহি প্রিয় জথা খরারী॥
মোর শ্রাপ দ্বিজ ব্যর্থ ন জাইহি। জন্ম সহস অবস্য যহ পাইহি॥
জনমত মরত দুসহ দুখ হোঈ। এহি স্বল্পউ নহিঁ ব্যাপিহি সোঈ॥
কবনেউঁ জন্ম মিটিহি নহিঁ গ্যানা। সুনহি সূদ্র মম বচন প্রবানা॥
রঘুপতি পুরীঁ জন্ম তব ভয়উ। পুনি তৈঁ মম সেবাঁ মন দয়উ॥
পুরী প্রভাব অনুগ্রহ মোরেঁ। রাম ভগতি উপজিহি উর তোরেঁ॥
সুনু মম বচন সত্য অব ভাঈ। হরিতোষন ব্রত দ্বিজ সেবকাঈ॥
অব জনি করহি বিপ্র অপমানা। জানেসু সন্ত অনন্ত সমানা॥

শ্লোক—ভগবান রুদ্রের স্তুতির এই অষ্টক শ্রীভগবানের তুষ্টির জন্য বিপ্র দ্বারা নিবেদিত হল। যে ব্যক্তি পরম ভক্তি সহকারে তা পাঠ করে তার উপর ভগবান শ্রীশংকর কৃপা করেন॥

দোহা—সর্বজ্ঞ ভগবান শ্রীশংকর, স্তুতি শ্রবণ করে ব্রাহ্মণের অনুরাগে মুগ্ধ হলেন। তখন মন্দিরে আকাশবাণী ঘোষণা হল—হে দ্বিজবর ! বর চাও॥ ১০৮ (ক)॥

দোহা—(ব্রাহ্মণ বললেন—) হে প্রভু ! যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন আর হে নাথ ! যদি এই দীনের উপর আপনার স্নেহ থাকে তাহলে তাকে আপনার শ্রীচরণে ভক্তি প্রদান করে, তারপর অন্য বর দিন॥ ১০৮ (খ)॥

দোহা—হে প্রভু ! এই মায়ামোহাবিষ্ট জীব মায়ার প্রভাবেই আপনাকে সতত বিস্মরণ করে থাকে। হে কৃপাসিন্ধু শ্রীভগবান ! তার উপর ক্রোধ করবেন না॥ ১০৮ (গ)॥

দোহা—হে দীনশরণ (কল্যাণবিগ্রহ) ভগবান শ্রীশংকর ! আপনি কৃপা করুন যাতে হে নাথ ! অল্প কালের মধ্যেই এই অভিশাপ থেকে সে যেন মুক্তি লাভ করে॥ ১০৮ (ঘ)॥

চৌপাই—হে কৃপানিধান ! আপনি এমন কিছু করুন যাতে এর পরম কল্যাণ হয়। অপরের কল্যাণের জন্য স্তুতি শ্রবণ করে আবার আকাশবাণী (দৈববাণী) ঘোষিত হল—'তাই হবে'॥ ১॥ যদিও এ অতি ভয়ানক পাপ করেছে আর আমি কুপিত হয়ে অভিশাপ দিয়েছি, তবুও তোমার নীতিনিষ্ঠা দেখে আমি এর উপর বিশেষ কৃপা করব॥ ২॥ হে দ্বিজ ! ক্ষমাশীল ও পরোপকারী ব্যক্তি আমার খরারি শ্রীরামচন্দ্রসম প্রিয় হয়ে থাকে। হে দ্বিজ ! আমার অভিশাপ ব্যর্থ হয় না। এ সহস্র জন্ম অবশ্যই লাভ করবে॥ ৩॥ কিন্তু জন্ম-মৃত্যুজনিত দুঃখ একে ভোগ করতে হবে না আর জন্মান্তরেও এর জ্ঞান খর্ব হবে না। হে শূদ্র ! আমার কথাটা শুনে রাখ। যদিও তোর জন্ম অযোধ্যাপুরীতে হয়েছে, তবুও তুই আমাতে মন নিবিষ্ট করেছিস। অতএব অযোধ্যাপুরীর প্রভাব ও আমার কৃপায় তোর অন্তরে রামভক্তি উৎপন্ন হবে॥ ৪-৫॥ হে ভাই ! আমার আরো একটা কথা শুনে রাখ। দ্বিজ সেবাই শ্রীভগবানকে তুষ্ট করবার ব্রত হয়ে থাকে। আর কখনও ব্রাহ্মণের অপমান

চৌপাই (৭—৮)

ইন্দ্র কুলিস মম সূল বিসালা। কালদন্ড হরি চক্র করালা॥
জো ইন্হ কর মারা নহিঁ মরঈ। বিপ্র দ্রোহ পাবক সো জরঈ॥

অস বিবেক রাখেহু মন মাহীঁ। তুম্হ কহঁ জগ দুর্লভ কছু নাহীঁ॥
ঔরউ এক আসিষা মোরী। অপ্রতিহত গতি হোইহি তোরী॥

দোহা (১০৯ ক, খ, গ, ঘ)

সুনি সিব বচন হরষি গুর এবমস্তু ইতি ভাষি।
মোহি প্রবোধি গয়উ গৃহ সম্ভু চরন উর রাখি॥

প্রেরিত কাল বিঁধি গিরি জাই ভয়উঁ মৈ ব্যাল।
পুনি প্রয়াস বিনু সো তনু তজেউঁ গএঁ কছু কাল॥

জোই তনু ধরউঁ তজউঁ পুনি অনায়াস হরিজান।
জিমি নূতন পট পহিরই নর পরিহরই পুরান॥

সিবঁ রাখী শ্রুতি নীতি অরু মৈ নহিঁ পাবা ক্লেস।
এহি বিধি ধরেউঁ বিবিধি তনু গ্যান ন গয়উ খগেস॥

চৌপাই (১—৩)

ত্রিজগ দেব নর জোই তনু ধরউঁ। তহঁ তহঁ রাম ভজন অনুসরউঁ॥
এক সূল মোহি বিসর ন কাউ। গুর কর কোমল সীল সুভাউ॥

চরম দেহ দ্বিজ কৈ মৈঁ পাঈ। সুর দুর্লভ পুরান শ্রুতি গাঈ॥
খেলউঁ তহূঁ বালকন্হ মীলা। করউঁ সকল রঘুনায়ক লীলা॥

প্রৌঢ় ভএঁ মোহি পিতা পঢ়াবা। সমঝউঁ সুনউঁ গুনউঁ নহিঁ ভাবা॥
মন তে সকল বাসনা ভাগী। কেবল রাম চরন লয় লাগী॥

করবি না। সাধুসন্তদের অনন্ত শ্রীভগবানের সমান জানবি॥ ৬॥ দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র, আমার বিশাল ত্রিশূল, কালদণ্ড ও শ্রীহরির বিকরাল সুদর্শন চক্রের হাত থেকে রক্ষা পেলেও বিপ্রদ্রোহাগ্নি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না॥ ৭॥ সতত এই কথা মনে রাখবি, তাহলে তোর কাছে জগতের কিছুই দুর্লভ থাকবে না। আমি আর একটা বর দিচ্ছি যাতে তুই ইচ্ছানুসার সর্বত্র গমন করতে পারবি॥ ৮॥

দোহা— (দৈববাণী দ্বারা) ভগবান শ্রীশংকরের আশীর্বাণী শ্রবণ করে 'তাই যেন হয়' বলে আর আমাকে বহু প্রবোধ বাক্য বলে শ্রীশংকরের চরণযুগল অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে গুরুদেব নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করলেন॥ ১০৯ (ক)॥

দোহা— কালের বিধানে বিন্ধ্যাচলে গিয়ে আমার সর্প রূপে জন্ম হল। তারপর কিছু কাল কাটলে আমি অনায়াসে সেই দেহ ত্যাগ করলাম॥ ১০৯ (খ)॥

দোহা—হে শ্রীহরির বাহন! যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করে তেমন ভাবেই আমি দেহ ধারণ করে কোনো কষ্ট ছাড়াই তা সুখপূর্বক ত্যাগ করতাম॥ ১০৯ (গ)॥

দোহা—ভগবান শ্রীশংকর বেদ-মর্যাদা রক্ষা করলেন আর আমিও জন্ম-মৃত্যুতে কোনো কষ্ট ভোগ করলাম না। এইভাবে হে পক্ষীরাজ! আমি বহু জন্মে দেহ ধারণ করলাম কিন্তু আমার জ্ঞান অক্ষুণ্ণ রইল॥ ১০৯ (ঘ)॥

চৌপাই — পশু-পক্ষী, দেবতা অথবা মানব— যে দেহই আমি ধারণ করতাম সেই দেহে শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করতাম। (এইভাবে আমি সুখী থাকলেও) একটা কাঁটা থেকেই গেল। গুরুদেবের কোমল, সুশীল স্বভাব আমি কখনও ভুলতাম না (অর্থাৎ এমন কোমল স্বভাব দয়ালু গুরুদেবকে অপমান করবার দুঃখ আমাকে সতত কষ্ট দিত)॥ ১॥ আমি শেষ জন্মে ব্রাহ্মণ শরীর পেলাম যা পুরাণে ও বেদে দেবদুর্লভ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমি তখন (ব্রাহ্মণ-দেহেও) বালকদের সঙ্গে ক্রীড়া কালেও শ্রীরামচন্দ্রের লীলা অনুকরণ করতাম॥ ২॥ বড় হলে পিতা আমাকে পড়াতে লাগলেন। আমি বুঝতাম, শুনতাম আর ভাবতাম কিন্তু পড়াশোনা আমার ভালো লাগত না। আমার মন থেকে সকল বাসনা চলে গিয়েছিল। আমি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণে নিত্যযুক্ত হয়ে গেলাম॥ ৩॥

চৌপাই (৪—৮)

কহু খগেস অস কবন অভাগী। খরী সেব সুরধেনুহি ত্যাগী॥
প্রেম মগন মোহি কছু ন সোহাঈ। হারেউ পিতা পঢ়াই পঢ়াঈ॥

ভএ কালবস জব পিতু মাতা। মৈঁ বন গয়উঁ ভজন জনত্রাতা॥
জহঁ জহঁ বিপিন মুনীশ্বর পাবউঁ। আশ্রম জাই জাই সিরু নাবউঁ॥

বূঝউঁ তিন্হহি রাম গুন গাহা। কহহিঁ সুনউঁ হরষিত খগনাহা॥
সুনত ফিরউঁ হরি গুন অনুবাদা। অব্যাহত গতি সম্ভু প্রসাদা॥

ছূটী ত্রিবিধি ঈষনা গাঢ়ী। এক লালসা উর অতি বাঢ়ী॥
রাম চরন বারিজ জব দেখৌঁ। তব নিজ জন্ম সফল করি লেখৌঁ॥

জেহি পূঁছউঁ সোই মুনি অস কহঈ। ঈশ্বর সর্ব ভূতময় অহঈ॥
নির্গুন মত নহিঁ মোহি সোহাঈ। সগুন ব্রহ্ম রতি উর অধিকাঈ॥

দোহা (১১০ ক, খ, গ, ঘ)

গুর কে বচন সুরতি করি রাম চরন মনু লাগ।
রঘুপতি জস গাবত ফিরউঁ ছন ছন নব অনুরাগ॥

মেরু সিখর বট ছায়াঁ মুনি লোমস আসীন।
দেখি চরন সিরু নায়উঁ বচন কহেউঁ অতি দীন॥

সুনি মম বচন বিনীত মৃদু মুনি কৃপাল খগরাজ।
মোহি সাদর পূঁছত ভএ দ্বিজ আয়হু কেহি কাজ॥

তব মৈঁ কহা কৃপানিধি তুম্হ সর্বগ্য সুজান।
সগুন ব্রহ্ম অবরাধন মোহি কহহু ভগবান॥

হে শ্রীগরুড় ! বলুন। কে এমন মূর্খ হবে যে কামধেনু ছেড়ে গর্দভের সেবা করবে। প্রভুর প্রেমে ডুবে থাকায় আমার কিছুই ভালো লাগত না। পিতা পড়াশোনা শেখাতে হার স্বীকার করলেন॥ ৪॥ যখন পিতা-মাতা গত হলেন তখন আমি ভক্তদের রক্ষাকারী শ্রীরামচন্দ্রের তপস্যা করবার জন্য অরণ্যে গমন করলাম। অরণ্যে আমি যেখানেই মহামুনিদের আশ্রম দেখতাম সেইখানেই ঢুকে সাধুসঙ্গ করতাম॥ ৫॥ হে শ্রীগরুড় ! আমি মুনিবরদের শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করতাম। তাঁরা বলতেন আর আমি হর্ষোৎফুল্ল হয়ে শুনতাম। এইভাবে আমি সতত শ্রীহরির লীলাসংকীর্তন শুনতে থাকতাম। দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপায় আমার সর্বত্র অবারিত দ্বার ছিল (অর্থাৎ আমি ইচ্ছানুসারে সর্বত্র গমন করতে পারতাম)॥ ৬॥ আমার (পুত্র, ধনসম্পদ ও মানসম্মানের) বাসনা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল আর অন্তরে এই বাসনা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে কখন আমি শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করব আর জন্ম সার্থক করব॥ ৭॥ আমি জিজ্ঞাসা করলেই সকলে বলতেন যে ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান রয়েছেন। সেই নির্গুণ মুনিদের মত আমাকে তুষ্ট করতে পারত না। অন্তরে তখন প্রবল সগুণ ব্রহ্মের প্রতি প্রীতি বর্তমান ছিল॥ ৮॥

দোহা—গুরুদেবের পূর্বের উপদেশ স্মরণ করে আমার মন শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণে নিবেদিত ছিল। আমি উত্তরোত্তর নিত্যনতুন অনুরাগে প্রভু শ্রীরঘুনাথের লীলা সংকীর্তন করে বিচরণ করতে লাগলাম॥ ১১০ (ক)॥

দোহা—সুমেরু পর্বত শিখরে বটবৃক্ষের ছায়ায় লোমশ মুনি বসে ছিলেন। তাঁকে দেখে আমি তাঁর চরণযুগলে প্রণাম নিবেদন করলাম আর সবিনয়ে প্রশ্ন করলাম॥ ১১০ (খ)॥

দোহা—হে পক্ষীরাজ ! আমার সবিনয় নিবেদন শ্রবণ করে কৃপালু মুনি আমাকে পরম সমাদরে জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রাহ্মণ ! আপনার আগমনের কারণ বলুন॥ ১১০ (গ)॥

দোহা—তখন আমি বললাম—হে কৃপানিধি ! আপনি সর্বজ্ঞ ও সজ্জন। হে ভগবন্‌ ! আমাকে সগুণ ব্রহ্মের আরাধনার (প্রক্রিয়ার) কথা বলুন॥ ১১০ (ঘ)॥

চৌপাই (১—৮)

তব মুনীস রঘুপতি গুন গাথা। কহে কছুক সাদর খগনাথা॥
ব্রহ্মগ্যান রত মুনি বিগ্যানী। মোহি পরম অধিকারী জানী॥
লাগে করন ব্রহ্ম উপদেসা। অজ অদ্বৈত অগুন হৃদয়েসা॥
অকল অনীহ অনাম অরূপা। অনুভব গম্য অখন্ড অনূপা॥
মন গোতীত অমল অবিনাসী। নির্বিকার নিরবধি সুখ রাসী॥
সো তৈঁ তাহি তোহি নহিঁ ভেদা। বারি বীচি ইব গাবহিঁ বেদা॥
বিবিধি ভাঁতি মোহি মুনি সমুঝাবা। নির্গুন মত মম হৃদয়ঁ ন আবা॥
পুনি মৈঁ কহেউঁ নাই পদ সীসা। সগুন উপাসন কহহু মুনীসা॥
রাম ভগতি জল মম মন মীনা। কিমি বিলগাই মুনীস প্রবীনা॥
সোই উপদেস কহহু করি দায়া। নিজ নয়নন্হি দেখৌঁ রঘুরায়া॥
ভরি লোচন বিলোকি অবধেসা। তব সুনিহউঁ নির্গুন উপদেসা॥
মুনি পুনি কহি হরিকথা অনূপা। খণ্ডি সগুন মত অগুন নিরূপা॥
তব মৈঁ নির্গুন মত কর দূরী। সগুন নিরূপউঁ করি হঠ ভূরী॥
উত্তর প্রতিউত্তর মৈঁ কীন্হা। মুনি তন ভএ ক্রোধ কে চীন্হা॥
সুনু প্রভু বহুত অবগ্যা কিএঁ। উপজ ক্রোধ গ্যানিন্হ কে হিএঁ॥
অতি সংঘরষন জৌঁ কর কোঈ। অনল প্রগট চন্দন তে হোঈ॥

দোহা (১১১ ক, খ)

বারংবার সকোপ মুনি করই নিরূপন গ্যান।
মৈ অপনে মন বৈঠ তব করউঁ বিবিধি অনুমান॥
ক্রোধ কি দ্বৈতবুদ্ধি বিনু দ্বৈত কি বিনু অগ্যান।
মায়াবস পরিছিন্ন জড় জীব কি ঈস সমান॥

চৌপাই—তখন হে পক্ষীরাজ ! মুনিবর আমাকে শ্রীরঘুনাথের লীলার কথা কিছু বললেন। অতঃপর সেই ব্রহ্মজ্ঞ বিজ্ঞানী মুনি আমাকে জ্ঞানদানের অধিকারী বিবেচনা করে বললেন—ব্রহ্ম অজর, অদ্বৈত, নির্গুণ আর অন্তর্যামী। কেউ বুদ্ধি দ্বারা তা পরিমাপ করতে পারে না। ব্রহ্ম অনীহ (ইচ্ছা বিরহিত) নাম ও রূপ হীন, অনুভবগম্য, অখণ্ড ও অনুপম॥ ১-২॥ ব্রহ্ম মনাতীত ও ইন্দ্রিয়াতীত, নির্মল, বিনাশরহিত, নির্বিকার, সীমারহিত ও সুখরাশি। বেদমতে তুমিই তিনি (তত্ত্বমসি), জল ও জলের তরঙ্গসম তোমার ও তাঁর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই॥ ৩॥ মুনিবর আমাকে বিভিন্ন ভাবে জ্ঞান দান করলেন কিন্তু নির্গুণ মত আমার অন্তরে ঠাঁই পেল না। অতঃপর আমি মুনিবরের চরণে প্রণাম করে বললাম—হে মুনিবর ! আমাকে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলুন॥ ৪॥ আমার মন রামভক্তিরূপ জলে মৎস্য হয়ে বিচরণ করে। হে প্রবীণ ও চতুর মুনিবর ! এই অবস্থায় আমি তাঁর থেকে পৃথক কী করে হব ? আপনি কৃপা করে আমাকে সেই উপদেশ (উপায়) বলুন যাতে আমি শ্রীরঘুনাথকে স্বচক্ষে দেখতে পাই॥ ৫॥ আমি (প্রথমে) দুচোখ ভরে অযোধ্যানাথকে দর্শন করে তবে নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশ শুনব। মুনিবর পুনরায় অনুপম হরিকথার মাহাত্ম্য বলে সগুণ মতকে খণ্ডন করে নির্গুণের সংকীর্তন করলেন॥ ৬॥ তখন আমি নির্গুণ মতকে খণ্ডন করে হঠকারিতা সহকারে সগুণ নিরূপণ করতে লাগলাম। আমাকে তর্কবিতর্কে যুক্ত হতে দেখে মুনিবরের মধ্যে ক্রোধের চিহ্ন দেখা গেল॥ ৭॥ হে প্রভু ! শুনুন। বেশি অপমান করলে জ্ঞানীর মধ্যেও ক্রোধ উৎপন্ন হয়ে যায়। কেউ যদি চন্দন কাষ্ঠে ঘর্ষণ করে তাহলে তাতেও অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে যায়॥ ৮॥

দোহা—মুনিবর বারে বারে সক্রোধে জ্ঞানপথের কথা বলতে লাগলেন। তখন আমি বসে বসে নিজের মনে অনেক ভাবনাচিন্তা করতে লাগলাম॥ ১১১ (ক)॥

দোহা—দ্বৈতবুদ্ধি ছাড়া ক্রোধ কেমন করে হয় আর অজ্ঞানতা না থাকলে দ্বৈতবুদ্ধি কেমন করে আসে ? মায়ার বশীভূত পরিচ্ছিন্ন জড় জীব কি ঈশ্বরের সমান হতে পারে ? ১১১ (খ)॥

চৌপাই (১—৮)

কবহুঁ কি দুখ সব কর হিত তাকেঁ। তেহি কি দরিদ্র পরস মনি জাকে॥
পরদ্রোহী কী হোহিঁ নিসংকা। কামী পুনি কি রহহিঁ অকলঙ্কা॥
বংস কি রহ দ্বিজ অনহিত কীন্হে। কর্ম কি হোহি স্বরূপহিঁ চীন্হেঁ॥
কাহূ সুমতি কি খল সঁগ জামী। সুভ গতি পাব কি পরত্রিয় গামী॥
ভব কি পরহিঁ পরমাত্মা বিন্দক। সুখী কি হোহিঁ কবহুঁ হরি নিন্দক॥
রাজু কি রহই নীতি বিনু জানেঁ। অঘ কি রহহিঁ হরিচরিত বখানেঁ॥
পাবন জস কি পুন্য বিনু হোঈ। বিনু অঘ অজস কি পাবই কোঈ॥
লাভু কি কিছু হরি ভগতি সমানা। জেহি গাবহিঁ শ্রুতি সন্ত পুরানা॥
হানি কি জগ এহি সম কিছু ভাঈ। ভজিঅ ন রামহি নর তনু পাঈ॥
অঘ কি পিসুনতা সম কছু আনা। ধর্ম কি দয়া সরিস হরিজানা॥
এহি বিধি অমিতি জুগুতি মন গুনউঁ। মুনি উপদেস ন সাদর সুনউঁ॥
পুনি পুনি সগুন পচ্ছ মৈঁ রোপা। তব মুনি বোলেউ বচন সকোপা॥
মূঢ় পরম সিখ দেউঁ ন মানসি। উত্তর প্রতিউত্তর বহু আনসি॥
সত্য বচন বিস্বাস ন করহী। বায়স ইব সবহী তে ডরহী॥
সঠ স্বপচ্ছ তব হৃদয়ঁ বিসালা। সপদি হোহি পচ্ছী চণ্ডালা॥
লীন্হ শ্রাপ মৈঁ সীস চঢ়াঈ। নহিঁ কছু ভয় ন দীনতা আঈ॥

দোহা (১১২ ক, খ)

তুরত ভয়উঁ মৈঁ কাগ তব পুনি মুনি পদ সিরু নাঈ।
সুমিরি রাম রঘুবংস মনি হরষিত চলেউঁ উড়াই॥

উমা জে রাম চরন রত বিগত কাম মদ ক্রোধ।
নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগত কেহি সন করহিঁ বিরোধ॥

চৌপাই—সকলের হিতাকাঙ্ক্ষায় নিত্যযুক্ত থাকলে কখনও কি দুঃখ আসা সম্ভব ? যার কাছে পরশপাথর আছে তার দারিদ্র্য হয় কীভাবে ? অন্যকে দ্রোহকারী কি স্বনির্ভয় হতে পারে ? কামাসক্ত কি কখনও নিষ্কলঙ্ক হতে পারে ? ১ ॥ ব্রাহ্মণের অপকার করলে কি বংশ রক্ষা করা সম্ভব ? স্বরূপ দর্শন (আত্মজ্ঞান) হলে কি (আসক্তিযুক্ত) কর্ম সম্পাদন সম্ভব ? দুষ্টদের সঙ্গ লাভ করে কারো সুবুদ্ধি উৎপন্ন হয় ? পরস্ত্রীগামী কি উত্তমগতি লাভ করতে পারে ? ২ ॥ পরমাত্মার জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি কি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয় ? শ্রীভগবানের নিন্দা করলে কি কখনও সুখ আসা সম্ভব ? নীতিজ্ঞান ছাড়া কি রাজ্য থাকা সম্ভব ? শ্রীহরির লীলাসংকীর্তন করলে কি পাপ থাকতে পারে ? ৩॥ পুণ্য ছাড়া কি যশোলাভ করা সম্ভব ? পাপ ছাড়া কি কেউ অপযশস্কর হয় ? যে হরিভক্তির মহিমা বেদ, সন্ত ও পুরাণ সংকীর্তন করেন তার মতন অন্য আর কী হতে পারে ? ৪ ॥ হে ভাই ! জগতে কী মানব জীবন লাভ করে শ্রীরামচন্দ্রের গুণসংকীর্তন না করবার মতন অন্য কোনো ক্ষতি সম্ভব ? চুকলীসম পাপ আর হয় কি ? আর হে শ্রীগরুড় ! দয়ার মতন আর ধর্ম আছে কি ? ৫ ॥ আমি এইভাবে ভাবছিলাম আর মুনিবরের উপদেশ মন দিয়ে শুনছিলাম না। যখন আমি বারে বারে সাকার পক্ষে বললাম তখন মুনিবর কুপিত হয়ে বললেন—ওরে মূঢ় ! আমি তোকে সর্বোত্তম শিক্ষা দিচ্ছি আর তুই তা না মেনে আমার সঙ্গে তর্ক করছিস। আমার সত্য কথার উপর বিশ্বাস করছিস না আর কামসম সকলকেই ভয় পাচ্ছিস। ওরে মূর্খ ! তোর চিত্তে নিজের পক্ষ সমর্থনে প্রবল হঠকারিতা বর্তমান। তাই তুই এখনই চণ্ডাল পক্ষী কাক হয়ে যা। আমি পরমানন্দে মুনিবরের অভিশাপকে শিরোধার্য করলাম। আমার ভয় অথবা মনের দৈন্য—কোনোটাই এল না ॥ ৬-৮ ॥

দোহা—তখনই আমি কাক হয়ে গেলাম। অতঃপর মুনিবরকে প্রণাম করে আর রঘুকুলশিরোমণি শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে আমি আনন্দে উড়ে চললাম ॥ ১১২ (ক) ॥

দোহা—(ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে উমা ! যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগলে অনুরাগ ধারণ করে আর কাম, অহংকার ও ক্রোধরহিত সে সমগ্র জগৎকেই নিজ প্রভু দ্বারা পূর্ণ দেখে। সে কী করে কারো সঙ্গে বৈরিতা রাখবে ? ১১২ (খ) ॥

চৌপাই (১—৮)

সুনু খগেস নহিঁ কছু রিষি দূষন। উর প্রেরক রঘুবংস বিভূষন॥
কৃপাসিন্ধু মুনি মতি করি ভোরী। লীন্হী প্রেম পরিচ্ছা মোরী॥
মন বচ ক্রম মোহি নিজ জন জানা। মুনি মতি পুনি ফেরী ভগবানা॥
রিষি মম মহত সীলতা দেখী। রাম চরন বিস্বাস বিসেষী॥
অতি বিসময় পুনি পুনি পছিতাঈ। সাদর মুনি মোহি লীন্হ বোলাঈ॥
মম পরিতোষ বিবিধি বিধি কীন্হা। হরষিত রামমন্ত্র তব দীন্হা॥
বালকরূপ রাম কর ধ্যানা। কহেউ মোহি মুনি কৃপানিধানা॥
সুন্দর সুখদ মোহি অতি ভাবা। সো প্রথমহিঁ মৈঁ তুম্হহি সুনাবা॥
মুনি মোহি কছুক কাল তহঁ রাখা। রামচরিতমানস তব ভাষা॥
সাদর মোহি যহ কথা সুনাঈ। পুনি বোলে মুনি গিরা সুহাঈ॥
রামচরিত সর গুপ্ত সুহাবা। সম্ভু প্রসাদ তাত মৈঁ পাবা॥
তোহি নিজ ভগত রাম কর জানী। তাতে মৈঁ সব কহেউঁ বখানী॥
রাম ভগতি জিন্হ কেঁ উর নাহীঁ। কবহুঁ ন তাত কহিঅ তিন্হ পাহীঁ॥
মুনি মোহি বিবিধি ভাঁতি সমুঝাবা। মৈঁ সপ্রেম মুনি পদ সিরু নাবা॥
নিজ কর কমল পরসি মম সীসা। হরষিত আসিষ দীন্হ মুনীসা॥
রাম ভগতি অবিরল উর তোরেঁ। বসিহি সদা প্রসাদ অব মোরেঁ॥

দোহা (১১৩ ক, খ)

সদা রাম প্রিয় হোহু তুম্হ সুভ গুন ভবন অমান।
কামরূপ ইচ্ছামরন গ্যান বিরাগ নিধান॥

জেহিঁ আশ্রম তুম্হ বসব পুনি সুমিরত শ্রীভগবন্ত।
ব্যাপিহি তহঁ ন অবিদ্যা জোজন এক প্রজন্ত॥

চৌপাই—(শ্রীকাকভূশণ্ডি বললেন—) হে পক্ষীরাজ শ্রীগরুড় ! শুনুন। এতে ঋষিবরের কোনো দোষ ছিল না। রঘুবংশবিভূষণ শ্রীরামচন্দ্র সকলের চিত্তে প্রেরণা জোগান। কৃপাসাগর শ্রীপ্রভু মুনিবরের বুদ্ধি হরণ করে আমার প্রীতির পরীক্ষা নিলেন॥ ১॥ কায়মনোবাক্যে যখন শ্রীপ্রভু আমাকে অনুরাগযুক্ত পেলেন তিনি তখন মুনিবরের বুদ্ধিতে পরিবর্তন আনলেন। ঋষি আমার পুরুষোচিত (অক্রোধ, ধৈর্য, বিনয় আদি) স্বভাব ও প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগলে বিশেষ প্রীতি লক্ষ্য করে অতিশয় দুঃখে অনুতপ্ত হয়ে আমাকে কাছে ডেকে নিলেন। তিনি আমাকে বহুভাবে সন্তুষ্টি বিধান করে সানুরাগে রামমন্ত্র দান করলেন॥ ২-৩॥ কৃপানিধান মুনিবর আমাকে বালকরূপ শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করবার বিধি শিক্ষা দিলেন। সুন্দর ও সুখপ্রদ সেই ধ্যান আমার খুব পছন্দ হল। সেই ধ্যানের কথা আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছি॥ ৪॥ মুনিবর কিছু দিন আমাকে নিজের কাছে রাখলেন। তখন তিনি আমাকে রামচরিতমানস বর্ণনা করলেন। তিনি পরম সমাদরে আমাকে শ্রীরামচরিত বলে সুমধুর স্বরে বললেন—হে তাত ! এই সুগুপ্ত সুন্দর রামচরিতমানস আমি ভগবান শ্রীশংকরের কৃপায় লাভ করেছিলাম। তোমাকে শ্রীরামচন্দ্রের আপন লোক জেনে সবিস্তারে তা বললাম॥ ৫-৬॥ হে তাত ! যার চিত্তে শ্রীরামচন্দ্রের উপর ভক্তি নেই তার সম্মুখে এই কথা কখনও বলা ঠিক নয়। মুনিবর আমাকে অনেকভাবে বোঝালেন। তখন আমি প্রীতি সহকারে মুনিবরের চরণে প্রণাম করলাম॥ ৭॥ মুনিবর তাঁর করকমল আমার মস্তকে স্থাপন করে পরম আনন্দে আমাকে আশীর্বাদ দিলেন—আমার ইচ্ছায় তোমার চিত্তে সতত প্রগাঢ় রামভক্তি বিরাজ করবে॥ ৮॥

দোহা—তুমি সতত প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় হবে আর কল্যাণবিগ্রহ গুণধাম হবে। অহংকার বিরহিত তুমি ইচ্ছানুসার রূপ ধারণ করতে সক্ষম হবে। তুমি ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী হবে আর জ্ঞান-বৈরাগ্যের ভাণ্ডার হবে॥ ১১৩ (ক)॥

দোহা—কেবল তাই নয়। শ্রীভগবানকে স্মরণ করে তুমি যে আশ্রমে বসবাস করবে সেইখানে এক যোজন (চার ক্রোশ) পর্যন্ত অবিদ্যা (মায়া-মোহ) ঢুকতে পারবে না॥ ১১৩ (খ)॥

চৌপাই (১—৮)

কাল কর্ম গুন দোষ সুভাউ। কছু দুখ তুম্হহি ন ব্যাপিহি কাউ।।
রাম রহস্য ললিত বিধি নানা। গুপ্ত প্রগট ইতিহাস পুরানা।।
বিনু শ্রম তুম্হ জানব সব সোউ। নিত নব নেহ রাম পদ হোউ।।
জো ইচ্ছা করিহহু মন মাহীঁ। হরি প্রসাদ কছু দুর্লভ নাহীঁ।।
সুনি মুনি আসিষ সুনু মতিধীরা। ব্রহ্মগিরা ভই গগন গঁভীরা।।
এবমস্তু তব বচ মুনি গ্যানী। যহ মম ভগত কর্ম মন বানী।।
সুনি নভগিরা হরষ মোহি ভয়উ। প্রেম মগন সব সংসয় গয়উ।।
করি বিনতী মুনি আয়সু পাঈ। পদ সরোজ পুনি পুনি সিরু নাঈ।।
হরষ সহিত এহিঁ আশ্রম আয়ঊঁ। প্রভু প্রসাদ দুর্লভ বর পায়ঊঁ।।
ইহাঁ বসত মোহি সুনু খগ ঈসা। বীতে কলপ সাত অরু বীসা।।
করউঁ সদা রঘুপতি গুন গানা। সাদর সুনহিঁ বিহঙ্গ সুজানা।।
জব জব অবধপুরীঁ রঘুবীরা। ধরহিঁ ভগত হিত মনুজ সরীরা।।
তব তব জাই রাম পুর রহউঁ। সিসুলীলা বিলোকি সুখ লহউঁ।।
পুনি উর রাখি রাম সিসুরূপা। নিজ আশ্রম আবউ খগভূপা।।
কথা সকল মৈঁ তুম্হহি সুনাঈ। কাগ দেহ জেহিঁ কারন পাঈ।।
কহিউঁ তাত সব প্রশ্ন তুম্হারী। রাম ভগতি মহিমা অতি ভারী।।

দোহা (১১৪ ক)

তাতে যহ তন মোহি প্রিয় ভয়উ রাম পদ নেহ।
নিজ প্রভু দরসন পায়উঁ গএ সকল সন্দেহ।।

মাসপারায়ণ, ঊনত্রিশতম বিশ্রাম

দোহা (১১৪ খ)

ভগতি পচ্ছ হঠ করি রহেউঁ দীন্হি মহারিষি সাপ।
মুনি দুর্লভ বর পায়ঊঁ দেখহু ভজন প্রতাপ।।

চৌপাই (১)

জে অসি ভগতি জানি পরিহরহীঁ। কেবল গ্যান হেতু শ্রম করহীঁ।।
তে জড় কামধেনু গৃহঁ ত্যাগী। খোজত আকু ফিরহি পয়ঁ লাগী।।

চৌপাই—কাল, কর্ম, গুণ, দোষ ও স্বভাবজনিত দুঃখ তোমাকে কখনও স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি অনায়াসে বহু রকমের অনুপম গুহ্য শ্রীরামচন্দ্রের রহস্য— যা ইতিহাস আর পুরাণে গুপ্তরূপে বর্তমান আছে, করায়ত্ত করবে। তুমি যা চাইবে শ্রীহরির কৃপায় তা তখনই পূর্ণ হবে॥ ১-২॥ হে ধীরস্থির বুদ্ধিযুক্ত শ্রীগরুড় ! শুনুন। মহামুনির আশীর্বাদ শ্রবণ করে আকাশে সুগম্ভীর দৈববাণী প্রতিধ্বনিত হল—হে জ্ঞানী মুনি ! তোমার কথা সত্য হবে। এ কায়মনোবাক্যে আমার পরম ভক্ত॥ ৩॥ ব্রহ্মবাণীতে আমি হর্ষযুক্ত হলাম। আমি প্রেমময় হয়ে গেলাম আর আমার সকল সন্দেহ দূরীভূত হল। তদনন্তর আমি মহামুনিকে সবিনয় নিবেদন করে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে বারে বারে প্রণাম নিবেদন করে ও তাঁর অনুমতি নিয়ে এই আশ্রমে ফিরে এলাম। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় আমি দুর্লভ বর লাভ করেছি। হে পক্ষীরাজ ! আমার এই আশ্রমে নিবাস করে সাতাশ কল্প কেটে গিয়েছে॥ ৪-৫ ॥ আমি এইখানে সতত প্রভু শ্রীরঘুপতির লীলা সংকীর্তন করি আর চতুর পক্ষীগণ তা পরম সমাদরে শ্রবণ করে থাকেন। অযোধ্যায় যখন শ্রীরঘুবীর ভক্তদের হিতার্থে নরদেহ ধারণ করে তখন আমি অযোধ্যায় চলে যাই আর শ্রীপ্রভুর বাল্যলীলা দেখে সুখানুভূতি লাভ করি। অতঃপর হে পক্ষীরাজ ! প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যরূপ অন্তরে ধারণ করে আমি এই আশ্রমে ফিরে আসি॥ ৬-৭॥ আমি কেন কাকদেহ পেলাম, সেই সকল কথা আপনাকে বললাম। হে তাত ! আমি আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। আহা ! কী অপূর্ব রামভক্তির মহিমা ! ৮॥

দোহা—আমার এই কাকদেহ অতিপ্রিয় কারণ এই দিয়েই আমি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণে প্রীতি লাভ করেছি। এই কাকদেহেই আমি আমার প্রভুর দর্শন লাভ করেছি আর আমার সকল সংশয় দূরীভূত হয়েছে॥ ১১৪ (ক)॥

দোহা—আমি সুদৃঢ়ভাবে ভক্তিপথে অধিষ্ঠিত ছিলাম যে কারণে মহর্ষি লোমশ আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন ; কিন্তু তার ফলে আমি এমন বর পেলাম যা মুনিদের পক্ষেও দুর্লভ। ভজনার শক্তি অপরিসীম ! ॥ ১১৪ (খ)॥

চৌপাই—ভক্তির এমন মহিমা জেনেও তা পরিহার করে কেবল জ্ঞানের জন্য ছুটে বেড়ায় তারা সেই মূর্খসম হয়ে থাকে যারা গৃহে থাকা কামধেনুকে

চৌপাই (২—৮)

সুনু খগেস হরি ভগতি বিহাঈ। জে সুখ চাহহিঁ আন উপাঈ॥
তে সঠ মহাসিন্ধু বিনু তরনী। পৈরি পার চাহহিঁ জড় করনী॥
সুনি ভুসন্ডি কে বচন ভবানী। বোলেউ গরুড় হরষি মৃদু বানী॥
তব প্রসাদ প্রভু মম উর মাহীঁ। সংসয় সোক মোহ ভ্রম নাহীঁ॥
সুনেউঁ পুনীত রাম গুন গ্রামা। তুম্হরী কৃপাঁ লহেউঁ বিশ্রামা॥
এক বাত প্রভু পূঁছউঁ তোহী। কহহু বুঝাই কৃপানিধি মোহী॥
কহহিঁ সন্ত মুনি বেদ পুরানা। নহিঁ কছু দুর্লভ গ্যান সমানা॥
সোই মুনি তুম্হ সন কহেউ গোসাঁঈঁ। নহি আদরেহু ভগতি কী নাঈঁ॥
গ্যানহি ভগতিহি অন্তর কেতা। সকল কহহু প্রভু কৃপা নিকেতা॥
সুনি উরগারি বচন সুখ মানা। সাদর বোলেউ কাগ সুজানা॥
ভগতিহি গ্যানহি নহিঁ কছু ভেদা। উভয় হরহিঁ ভব সম্ভব খেদা॥
নাথ মুনীস কহহিঁ কছু অন্তর। সাবধান সোউ সুনু বিহঙ্গবর॥
গ্যান বিরাগ জোগ বিগ্যানা। এ সব পুরুষ সুনহু হরিজানা॥
পুরুষ প্রতাপ প্রবল সব ভাঁতী। অবলা অবল সহজ জড় জাতী॥

দোহা (১১৫ ক)

পুরুষ ত্যাগি সক নারিহি জো বিরক্ত মতি ধীর।
ন তু কামী বিষয়াবস বিমুখ জো পদ রঘুবীর॥

সোরঠা (১১৫ খ)

সোউ মুনি গ্যাননিধান মৃগনয়নী বিধু মুখ নিরখি।
বিবস হোই হরিজান নারি বিষ্নু মায়া প্রগট॥

চৌপাই (১)

ইহাঁ ন পচ্ছপাত কছু রাখউঁ। বেদ পুরান সন্ত মত ভাষউঁ॥
মোহ ন নারি নারি কেঁ রূপা। পন্নগারি যহ রীতি অনূপা॥

ছেড়ে দুগ্ধের জন্য আকন্দ গাছ খুঁজে বেড়ায়॥ ১ ॥ হে পক্ষীরাজ ! শুনুন। যারা শ্রীহরির ভক্তি ছেড়ে অন্য উপায়ে সুখ কামনা করে সেই মূর্খ ও অভাগা ব্যক্তিগণ জাহাজ ছাড়া সাঁতরে মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করতে ইচ্ছুক হয়॥ ২ ॥ (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে ভবানী ! ভূশণ্ডির কথা শ্রবণ করে শ্রীগরুড় আনন্দিত হয়ে সবিনয়ে বলল—হে প্রভু ! আপনার কৃপায় আমার অন্তরে এখন সন্দেহ, শোক, মোহ ও ভ্রম কিছুই অবশিষ্ট নেই॥ ৩ ॥ আমি আপনার কৃপায় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র গুণসকল শ্রবণ করে শান্তি লাভ করলাম। হে প্রভু ! আমি এইবার আপনাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করছি। হে কৃপানিধি ! আমাকে বুঝিয়ে দিন॥ ৪ ॥ সন্ত, মুনি, বেদ ও পুরাণ অনুসারে জ্ঞানসম দুর্লভ কিছু নেই। হে গোঁসাই ! সেই জ্ঞান মুনিবর আপনাকে দিলেন কিন্তু আপনি ভক্তিসম তার সমাদর করলেন না॥ ৫ ॥ হে কৃপানিধি ! হে প্রভু ! জ্ঞান ও ভক্তিতে প্রভেদ কতখানি ? এই সকল কথা আমাকে বলুন। শ্রীগরুড়ের কথা শ্রবণ করে শ্রীকাকভূশণ্ডি সুখানুভূতি পেলেন আর সমাদর সহকারে বললেন—ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নেই। দুইই ভব সৃষ্ট ক্লেশ হরণ করে থাকে। হে নাথ ! মুনিগণ এদের মধ্যে পার্থক্য বলে থাকেন। হে বিহঙ্গবর ! তা একাগ্রচিত্তে শুনুন॥ ৭ ॥ হে শ্রীহরির বাহন ! শুনুন। মুনিদের মতে জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ ও বিজ্ঞান হল পুরুষ (পৌরুষ)। পুরুষের পরাক্রম সর্বতোভাবে প্রবলাকার হয়ে থাকে। অবলা (মায়া) স্বভাবতই দুর্বল ও বুদ্ধিহীন হয়॥ ৮ ॥

দোহা— *কিন্তু যে পুরুষ বৈরাগ্যবান ও স্থিতধী সে সেই নারীকে ত্যাগ করতে পারে আর যে পুরুষ কামাসক্ত ও বিষয়াসক্ত আর শ্রীরামচরণ বিমুখ সে সেই নারীকে ত্যাগ করতে পারে না॥ ১১৫ (ক)॥*

সোরঠা *—সেই জ্ঞানভাণ্ডার মুনিও মৃগনয়নার (যুবতী স্ত্রীর) চন্দ্রবদন দেখে তার বশীভূত হয়ে পড়ে। হে শ্রীগরুড় ! সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মায়া নারীরূপে আবির্ভূত হয়েছে॥ ১১৫ (খ)॥*

চৌপাই—কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব না রেখে বেদ, পুরাণ ও সন্তগণের সিদ্ধান্ত আমি স্পষ্ট করে বলছি। হে পক্ষীরাজ গরুড় ! বিলক্ষণ নিয়ম হল একটি সুন্দরী নারীর রূপে অন্য নারী আসক্ত হয় না॥ ১॥ আপনি শুনুন

চৌপাই (২—৪)

মায়া ভগতি সুনহু তুম্হ দোউ। নারি বর্গ জানই সব কোউ॥
পুনি রঘুবীরহি ভগতি পিআরী। মায়া খলু নর্তকী বিচারী॥
ভগতিহি সানুকূল রঘুরায়া। তাতে তেহি ডরপতি অতি মায়া॥
রাম ভগতি নিরুপম নিরুপাধী। বসই জাস উর সদা অবাধী॥
তেহি বিলোকি মায়া সকুচাঈ। করি ন সকই কছু নিজ প্রভুতাঈ॥
অস বিচারি জে মুনি বিগ্যানী। জাচহিঁ ভগতি সকল সুখ খানী॥

দোহা (১১৬ ক, খ)

যহ রহস্য রঘুনাথ কর বেগি ন জানই কোই।
জো জানই রঘুপতি কৃপাঁ সপনেহুঁ মোহ ন হোই॥
ঔরউ গ্যান ভগতি কর ভেদ সুনহু সুপ্রবীন।
জো সুনি হোই রাম পদ প্রীতি সদা অবিছীন॥

চৌপাই (১—৬)

সুনহু তাত যহ অকথ কহানী। সমুঝত বনই ন জাই বখানী॥
ঈশ্বর অংস জীব অবিনাসী। চেতন অমল সহজ সুখরাসী॥
সো মায়াবস ভয়উ গোসাঈঁ। বঁধ্যো কীর মরকট কী নাঈঁ॥
জড় চেতনহি গ্রন্থি পরি গঈ। জদপি মৃষা ছূটত কঠিনঈ॥
তব তে জীব ভয়উ সংসারী। ছূট ন গ্রন্থি ন হোই সুখারী॥
শ্রুতি পুরান বহু কহেউ উপাঈ। ছূট ন অধিক অধিক অরুঝাঈ॥
জীব হৃদয়ঁ তম মোহ বিসেষী। গ্রন্থি ছূট কিমি পরই ন দেখী॥
অস সংজোগ ঈস জব করঈ। তবহুঁ কদাচিত সো নিরুঅরঈ॥
সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা ধেনু সুহাঈ। জৌঁ হরি কৃপাঁ হৃদয়ঁ বস আঈ॥
জপ তপ ব্রত জম নিয়ম অপারা। জে শ্রুতি কহ সুভ ধর্ম অচারা॥
তেই তৃন হরিত চরৈ জব গাঈ। ভাব বচ্ছ সিসু পাই পেন্হাঈ॥
নোই নিবৃত্তি পাত্র বিস্বাসা। নির্মল মন অহীর নিজ দাসা॥

মায়া ও ভক্তি—দুইই যে স্ত্রীবর্গের তা সকলেই জানেন। আর শ্রীরঘুবীরের নিকট ভক্তি অতিশয় প্রীতিকর হয়। মায়া বেচারি তো অবশ্যই এক নর্তকী মাত্র॥ ২॥ শ্রীরঘুনাথ বিশেষভাবে ভক্তির অনুকূল ; তাই মায়া তাঁকে ভয়ানক ভয় পায়। যার চিত্তে অনুপম বিশুদ্ধ রামভক্তি সতত অবাধে নিবাস করে, তাকে দেখে মায়া সংকোচ অনুভব করে। তাই তার উপর তার ছলাকলা প্রয়োগ করতে পারে না। এই কথা মনে করে মুনি (যিনি বিজ্ঞানী হলেও, তিনিও) সর্বসুখকর ভক্তি কামনাই করে থাকেন॥ ৩-৪॥

দোহা—এই শ্রীরঘুনাথ রহস্য সহজে বোধগম্য হয় না। একমাত্র শ্রীরঘুপতির কৃপা লাভ করলেই তা জানা যায় ; তখন তার স্বপ্নেও মোহ হয় না॥ ১১৬ (ক)॥

দোহা—হে সুচতুর শ্রীগরুড় ! জ্ঞান ও ভক্তির আরও প্রভেদ শুনুন। তা শ্রবণ করলে শ্রীরামচন্দ্র চরণে সতত অবিচ্ছিন্ন ভক্তি লাভ হয়ে থাকে॥ ১১৬ (খ)॥

চৌপাই—হে তাত ! সেই অকথিত কথা শুনুন। তা উপলব্ধিগম্য বলে বোঝানো যায় না। জীব শ্রীভগবানেরই অংশবিশেষ। তাই জীব অবিনশ্বর, চৈতন্যযুক্ত, নির্মল ও স্বভাবতই আনন্দময়॥ ১॥ হে গোঁসাই ! মায়ার বশীভূত হয়ে জীব তোতাপাখি ও বানরসম নিজের ইচ্ছাতেই বন্ধনে পড়েছে। এইভাবে জড় ও চৈতন্যের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। যদিও সে বন্ধন মিথ্যা তবুও তার থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়॥ ২॥ জীব তখন থেকে (জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তনকারী) ভবসাগরের অংশ হয়ে গিয়েছে। বন্ধনও দূর হয় না আর জীবও সুখী হতে পারে না। বেদ ও পুরাণে বহু পথ বলা হয়েছে কিন্তু এই বন্ধন দূর তো হয় না বরং জটিল হয়ে ওঠে॥ ৩॥ জীবের অন্তরে অজ্ঞানান্ধকার (এমন ভাবে) জাঁকিয়ে বসে থাকে যাতে বন্ধনের কথাই সে বিস্মরণ করে, তাহলে তার মুক্তি লাভ করবার প্রশ্নই ওঠে না। যখন শ্রীভগবান এমন যোগাযোগ করিয়ে দেন, (যা পরবর্তী পঙ্ক্তিতে বলা হবে) তখনই কদাচিৎ এই বন্ধন (গ্রন্থি) দূর হয়॥ ৪॥ তখনই সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধারূপ সুন্দর গাভী হৃদয় মন্দিরে অধিষ্ঠিত হয়ে শ্রুতির নির্দেশানুসারে জপ, তপ, ব্রত, যম ও নিয়মাদিরূপ ধর্মাচরণরূপ হরিত তৃণভূমিতে বিচরণ করে আর আস্তিক ভাবরূপ গোবৎস দেখে দুগ্ধ ক্ষরণ করে।

চৌপাই (৭—৮)

পরম ধর্মময় পয় দুহি ভাঈ। অবটৈ অনল অকাম বনাঈ॥
তোষ মরুত তব ছমাঁ জুড়াবৈ। ধৃতি সম জাবনু দেই জমাবৈ॥
মুদিতাঁ মথৈ বিচার মথানী। দম অধার রজু সত্য সুবানী॥
তব মথি কাঢ়ি লেই নবনীতা। বিমল বিরাজ সুভগ সুপুনীতা॥

দোহা (১১৭ ক, খ, গ)

জোগ অগিনি করি প্রগট তব কর্ম সুভাসুভ লাই।
বুদ্ধি সিরাবৈ গ্যান ঘৃত মমতা মল জরি জাঈ॥
তব বিগ্যানরূপিনী বুদ্ধি বিসদ ঘৃত পাই।
চিত্ত দিআ ভরি ধরৈ দৃঢ় সমতা দিঅটি বনাই॥
তীনি অবস্থা তীনি গুন তেহি কপাস তে কাঢ়ি।
তূল তুরীয় সঁবারি পুনি বাতী করৈ সুগাঢ়ি॥

সোরঠা (১১৭ ঘ)

এহি বিধি লেসৈ দীপ তেজ রাসি বিগ্যানময়।
জাতহিঁ জাসু সমীপ জরহিঁ মদাদিক সলভ সব॥

চৌপাই (১—২)

সোহমস্মি ইতি বৃত্তি অখণ্ডা। দীপ সিখা সোই পরম প্রচণ্ডা॥
আতম অনুভব সুখ সুপ্রকাসা। তব ভব মূল ভেদ ভ্রম নাসা॥
প্রবল অবিদ্যা কর পরিবারা। মোহ আদি তম মিটই অপারা॥
তব সোই বুদ্ধি পাই উঁজিআরা। উর গৃহঁ বৈঠি গ্রন্থি নিরুআরা॥

নিবৃত্তি (জাগতিক বিষয় ও বিভিন্ন প্রবঞ্চ থেকে দূরে থাকা) হল রজ্জু (দোহনকালে যার দ্বারা গাভীর পিছনের পা দুটি বেঁধে দেওয়া হয়), বিশ্বাস (যাতে দুগ্ধ দোহন করা হয়) হল পাত্র, দোহনকারীর নির্মল (নিষ্পাপ) মন যেন হয় স্ববশীভূত॥ ৫-৬॥ হে ভাই ! এইভাবে (ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধারূপ গাভী নিবৃত্ত ও বশীভূত নির্মল মনের সাহায্যে) পরম ধর্মময় দুগ্ধ দোহন করে তাকে নিষ্কামভাবরূপ অগ্নিতে ভালোভাবে জ্বাল দিতে থাকে। অতঃপর ক্ষমা ও সন্তোষরূপ বায়ুদ্বারা তা শীতল করে ধৈর্য ও শম (মনের নিগ্রহ) রূপ সাজা দিয়ে দধি পাতা হয়॥ ৭॥ তখন প্রসন্নতারূপ পাত্রে তত্ত্ববিচাররূপ মন্থনদণ্ড দ্বারা ইন্দ্রিয়দমনরূপ আধারে (দমরূপ স্তম্ভাদির সাহায্যে) সত্য ও সুন্দর বাণীরূপ মন্থন রজ্জু দ্বারা তা মন্থন করা হয়। তখন তার থেকে নির্মল, সুন্দর ও অতিশয় পবিত্র বৈরাগ্যরূপ মাখন লাভ হয়॥ ৮॥

দোহা—*তখন যোগরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত করে তাতে শুভাশুভ সকল কর্মরূপ ইন্ধন দেওয়া হয় (আর সকল কর্মকে যোগরূপ অগ্নিতে ভস্ম করে দেওয়া হয়)। যখন (বৈরাগ্যরূপ মাখনের) মমত্বরূপ মালিন্য দগ্ধ হয়ে যায় তখন (অবশিষ্ট) জ্ঞানরূপ ঘৃতকে (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি দ্বারা শীতল করতে হয়॥ ১১৭ (ক)॥*

দোহা—*তখন বিজ্ঞানরূপ বুদ্ধি সেই (জ্ঞানরূপ) নির্মল ঘৃত লাভ করে তাকে চিত্ত প্রদীপে ভরে ও সমতারূপ দেউটি প্রস্তুত করে তার উপর সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করে॥ ১১৭ (খ)॥*

দোহা—*(জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি) তিন অবস্থায় আর (সত্ত্ব, রজ ও তম) ত্রিগুণময় কার্পাস থেকে তুরীয়াবস্থারূপ তুলো বার করে ভালো করে পাকিয়ে তার শক্ত সলতে করতে হয়॥ ১১৭ (গ)॥*

সোরঠা—*এইভাবে জ্যোতির্ময় বিজ্ঞানসম্পন্ন প্রদীপ প্রজ্বলিত করতে হয় যার সান্নিধ্যে গমন করলেই মদাদি সকল পতঙ্গ দগ্ধ হয়ে যায়॥ ১১৭ (ঘ)॥*

চৌপাই—সোহহমস্মি (অহম্ ব্রহ্মাস্মি) যে অখণ্ড (তৈলধারাসম অবিচ্ছিন্ন) বৃত্তি, তাই হল সেই (জ্ঞানদীপের) পরম প্রচণ্ড দীপশিখা। (এইভাবে) যখন আত্মদর্শনের সুন্দর সুখের আলোক বিচ্ছুরণ হয় তখন জগতের মূল ভেদরূপ ভ্রান্তি নাশ হয়ে যায়। আর অতিশয় বলবান অবিদ্যার

চৌপাই (৩—৮)

ছোরন গ্রন্থি পাব জৌঁ সোঈ। তব যহ জীব কৃতারথ হোঈ॥
ছোরত গ্রন্থি জানি খগরায়া। বিঘ্ন অনেক করই তব মায়া॥

রিদ্ধি সিদ্ধি পেরই বহু ভাঈ। বুদ্ধিহি লোভ দিখাবহিঁ আঈ॥
কল বল ছল করি জাহিঁ সমীপা। অঞ্চল বাত বুঝাবহিঁ দীপা॥

হোই বুদ্ধি জৌঁ পরম সয়ানী। তিন্হ তন চিতব ন অনহিত জানী॥
জৌঁ তেহি বিঘ্ন বুদ্ধি নহিঁ বাধী। তৌ বহোরি সুর করহিঁ উপাধী॥

ইন্দ্রী দ্বার ঝরোখা নানা। তহঁ তহঁ সুর বৈঠে করি থানা॥
আবত দেখহিঁ বিষয় বয়ারী। তে হঠি দেহিঁ কপাট উঘারী॥

জব সো প্রভঞ্জন উর গৃহঁ জাঈ। তবহিঁ দীপ বিগ্যান বুঝাঈ॥
গ্রন্থি ন ছূটি মিটা সো প্রকাসা। বুদ্ধি বিকল ভই বিষয় বতাসা॥

ইন্দ্রিন্হ সুরন্হ ন গ্যান সোহাঈ। বিষয় ভোগ পর প্রীতি সদাঈ॥
বিষয় সমীর বুদ্ধি কৃত ভোরী। তেহি বিধি দীপ কো বার বহোরী॥

দোহা (১১৮ ক, খ)

তব ফিরি জীব বিবিধি বিধি পাবই সংসৃতি ক্লেস।
হরি মায়া অতি দুস্তর তরি ন জাই বিহগেস॥

কহত কঠিন সমুঝত কঠিন সাধত কঠিন বিবেক।
হোই ঘুনাচ্ছর ন্যায় জৌঁ পুনি প্রত্যূহ অনেক॥

মোহাদির অন্ধকার তিরোহিত হয়। তখন সেই (বিজ্ঞানরূপ) বুদ্ধি (আত্মদর্শন রূপ) আলোকে অন্তররূপ গৃহে (গর্ভগৃহে) সেই জড় চৈতন্য বন্ধন থেকে মুক্ত হয়॥ ১-২॥ যদি সেই (বিজ্ঞানরূপ বুদ্ধি) সেই বন্ধন মুক্ত করতে সক্ষম হয় তাহলে জীব কৃতার্থ হয়ে যায়। কিন্তু হে পক্ষীরাজ শ্রীগরুড় ! বন্ধন মুক্ত করা হচ্ছে জেনে মায়া তারপর বহু বিঘ্ন উৎপন্ন করে॥ ৩॥ হে ভাই ! মায়া তখন তার সাঙ্গোপাঙ্গ (ঋদ্ধি-সিদ্ধিদের) পাঠায়, যারা বুদ্ধিকে প্রলোভিত করে আর ছলেবলে কৌশলে তার কাছে গমন করে আঁচলের ঝাপটায় জ্ঞানদীপ নির্বাপণ করে॥ ৪॥ যদি বুদ্ধি সুপরিপক্ক হয় তাহলে সে সাঙ্গোপাঙ্গ (ঋদ্ধি-সিদ্ধি) সকলকে ক্ষতিকর মনে করে তার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। এইভাবে যদি মায়ার বিঘ্ন দ্বারা বুদ্ধি বিভ্রান্ত না হয় তাহলে তখন দেবতারা বিঘ্ন উৎপন্ন করবার চেষ্টা করেন॥ ৫॥ ইন্দ্রিয় দ্বার রূপ হৃদয়ের বহু গবাক্ষ বর্তমান। সেইখানে প্রতি দ্বারে দেবতারা উপস্থিত হয়ে থাকেন আর যেই বিষয়রূপ বায়ুর আগমন দেখেন তখন তাঁরা জোর করে গবাক্ষ খুলে দেন॥ ৬॥ যখন প্রবল বিষয় বাতাস হৃদয়রূপ গৃহে আসে তখনই সেই বিজ্ঞানরূপ প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে যায়। বন্ধনও দূর হল না আর (আত্মদর্শনরূপ) আলোকও নিভে যায়। এইভাবে বিষয়বায়ু বুদ্ধিকে আবার ব্যাকুল করে (আর সকল আয়োজন বিফলে যায়)॥ ৭॥ ইন্দ্রিয় ও তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা (স্বাভাবিকভাবেই) জ্ঞান পছন্দ করেন না কারণ তাদের প্রীতি যে সতত বিষয় সেবনে রত থাকা। এলোমেলো বিষয়রূপ বাতাস বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে আর তখন জ্ঞানের প্রদীপকে পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করতে কে আবার প্রয়াসী হবে॥ ৮॥

দোহা—(এইভাবে জ্ঞানদীপ নিভে গেলে) জীব বিভিন্ন প্রকারের ভবের (জন্ম-মৃত্যুর) ক্লেশে পতিত হয়। হে পক্ষীরাজ ! শ্রীহরির মায়া অতিশয় দুস্তর তার থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না॥ ১১৮ (ক)॥

দোহা— জ্ঞান বলা, বোঝা ও সাধন করাও কঠিন হয়। যদি ঘুণাক্ষরেও আচমকা জ্ঞান লাভ হয়েও যায় তাকে সুরক্ষিত রাখার পথে বহু বিঘ্ন দেখা যায়॥ ১১৮ (খ)॥

চৌপাই (১—৫)

গ্যান পন্থ কৃপান কৈ ধারা। পরত খগেস হোই নহিঁ বারা॥
জো নির্বিঘ্ন পন্থ নির্বহঈ। সো কৈবল্য পরম পদ লহঈ॥
অতি দুর্লভ কৈবল্য পরম পদ। সন্ত পুরান নিগম আগম বদ॥
রাম ভজত সোই মুকুতি গোসাঈঁ। অনইচ্ছিত আবই বরিআঈঁ॥
জিমি থল বিনু জল রহি ন সকাঈ। কোটি ভাঁতি কোউ করৈ উপাঈ॥
তথা মোচ্ছ সুখ সুনু খগরাঈ। রহি ন সকই হরি ভগতি বিহাঈ॥
অস বিচারি হরি ভগত সয়ানে। মুক্তি নিরাদর ভগতি লুভানে॥
ভগতি করত বিনু জতন প্রয়াসা। সংসৃতি মূল অবিদ্যা নাসা॥
ভোজন করিঅ তৃপিতি হিত লাগী। জিমি সো অসন পচবৈ জঠরাগী॥
অসি হরি ভগতি সুগম সুখদাঈ। কো অস মূঢ় ন জাহি সোহাঈ॥

দোহা (১১৯ ক, খ)

সেবক সেব্য ভাব বিনু ভব ন তরিঅ উরগারি।
ভজহু রাম পদ পঙ্কজ অস সিদ্ধান্ত বিচারি॥
জো চেতন কহঁ জড় করই জড়হি করই চৈতন্য।
অস সমর্থ রঘুনায়কহি ভজহিঁ জীব তে ধন্য॥

চৌপাই (১—৩)

কহেউঁ গ্যান সিদ্ধান্ত বুঝাঈ। সুনহু ভগতি মনি কৈ প্রভুতাঈ॥
রাম ভগতি চিন্তামনি সুন্দর। বসই গরুড় জাকে উর অন্তর॥
পরম প্রকাস রূপ দিন রাতী। নহিঁ কছু চহিঅ দিআ ঘৃত বাতী॥
মোহ দরিদ্র নিকট নহিঁ আবা। লোভ বাত নহিঁ তাহি বুঝাবা॥
প্রবল অবিদ্যা তম মিটি জাঈ। হারহিঁ সকল সলভ সমুদাঈ॥
খল কামাদি নিকট নহিঁ জাহীঁ। বসই ভগতি জাকে উর মাহীঁ॥

চৌপাই— জ্ঞানপথ হল দুমুখো তরবারিসম ক্ষুরধার। হে পক্ষীরাজ ! এই জ্ঞানপথে পতনে দেরি লাগে না। যে এই পথে নির্বিঘ্নে সাধনায় সফল হতে সক্ষম হয় সেই কৈবল্য (মোক্ষ)রূপ পরমপদ লাভ করে॥ ১॥ সন্ত, পুরাণ, বেদ ও (তন্ত্রাদি) শাস্ত্র (সকল) বলেন—কৈবল্যরূপ পরমপদ অতিশয় দুর্লভ। কিন্তু হে গোঁসাই ! সেই (অতিশয় দুর্লভ) মুক্তি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করলে কামনা ছাড়াই আপনি চলে আসে॥ ২॥ কোটি চেষ্টা করলেও যেমন স্থল ছাড়া জল থাকতে পারে না ; তেমনই হে পক্ষীরাজ ! শুনুন মোক্ষসুখও শ্রীহরির ভক্তি ছাড়া থাকতে পারে না॥ ৩॥ বুদ্ধিমান ভক্ত এই কথায় বিশ্বাস ধারণ করে ভক্তির উপরে প্রলুব্ধ হয়ে মুক্তির তিরস্কার করেন। ভক্তি করলে সংসৃতির (জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ) মূল অবিদ্যা আপনাআপনি বিনষ্ট হয়ে যায়॥ ৪॥ যেমন আহার্য ধারণ তৃপ্তি লাভের জন্য করা হয়ে থাকে আর সেই খাদ্যকে জঠরাগ্নি আপনাআপনি (আমাদের কোনো চেষ্টা ছাড়াই) পরিপাক করে দেয়, তেমনই সহজ পরম সুখপ্রদায়ক হরিভক্তি কার ভালো লাগবে না ! এমন মূঢ় কে হবে ? ৫॥

দোহা—হে সর্পারি শ্রীগরুড় ! আমি সেবক আর শ্রীভগবান আমার সেব্য (প্রভু)—এই ভাবে নিত্যযুক্ত না হলে ভবসাগর তারণ সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্তে নিত্যযুক্ত হয়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মের ভজনা করুন॥ ১১৯ (ক)॥

দোহা—শ্রীরঘুনাথের শক্তি অসীম ; তা চৈতন্যময়কে জড় আর জড়কে চৈতন্যময় করে দেয়। ধন্য সেই জীব যারা অমিত বিক্রম শ্রীরঘুনাথের ভজনা করে থাকে॥ ১১৯ (খ)॥

চৌপাই—আমি আপনাকে জ্ঞানপথ বললাম। এইবার আপনি ভক্তিরূপ মণির মহিমা শুনুন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তি সুন্দর চিন্তামণি। যার চিত্তে তা অধিষ্ঠান করে সে দিবারাত্র (স্বভাবতই) পরম আলোকিত থাকে ; তার প্রদীপ আর ঘৃত আদি কিছুই দরকার হয় না। (এইরূপ মণির নিজস্ব দ্যুতি থাকে) আর মোহরূপ দারিদ্র্য তার কাছে ঘেঁসে না (কারণ মণি স্বয়ং সম্পদরূপ হয়) ; আর লোভরূপ বাতাস সেই মণিময় দীপকে নেভাতে পারে না (কারণ মণি স্বয়ং আলোকিত হয়, কারো সাহায্যে নয়)॥ ১-২॥ (সেই আলোকে) অবিদ্যার প্রবল অন্ধকার দূরীভূত হয়। মদাদি পতঙ্গসকল সদলে সরে যায়। যার চিত্তে

চৌপাই (৪—১০)

গরল সুধাসম অরি হিত হোঈ। তেহি মনি বিনু সুখ পাব ন কোঈ॥
ব্যাপহিঁ মানস রোগ ন ভারী। জিন্হ কে বস সব জীব দুখারী॥
রাম ভগতি মনি উর বস জাকেঁ। দুখ লবলেস ন সপনেহুঁ তাকেঁ॥
চতুর সিরামনি তেই জগ মাহীঁ। জে মনি লাগি সুজতন করাহীঁ॥
সো মনি জদপি প্রগট জগ অহঈ। রাম কৃপা বিনু নহিঁ কোউ লহঈ॥
সুগম উপায় পাইবে কেরে। নর হতভাগ্য দেহিঁ ভটভেরে॥
পাবন পর্বত বেদ পুরানা। রাম কথা রুচিরাকর নানা॥
মর্মী সজ্জন সুমতি কুদারী। গ্যান বিরাগ নয়ন উরগারী॥
ভাব সহিত খোজই জো প্রানী। পাব ভগতি মনি সব সুখ খানী॥
মোরে মন প্রভু অস বিস্বাসা। রাম তে অধিক রাম কর দাসা॥
রাম সিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা। চন্দন তরু হরি সন্ত সমীরা॥
সব কর ফল হরি ভগতি সুহাঈ। সো বিনু সন্ত ন কাহূঁ পাঈ॥
অস বিচারি জোই কর সতসঙ্গা। রাম ভগতি তেহি সুলভ বিহঙ্গা॥

দোহা (১২০ ক, খ)

ব্রহ্ম পয়োনিধি মন্দর গ্যান সন্ত সুর আহিঁ।
কথা সুধা মথি কাঢ়হিঁ ভগতি মধুরতা জাহিঁ॥
বিরতি চর্ম অসি গ্যান মদ লোভ মোহ রিপু মারি।
জয় পাইঅ সো হরি ভগতি দেখু খগেস বিচারি॥

চৌপাই (১)

পুনি সপ্রেম বোলেউ খগরাউ। জৌঁ কৃপাল মোহি উপর ভাউ॥
নাথ মোহি নিজ সেবক জানী। সপ্ত প্রস্ন মম কহহু বখানী॥

ভক্তি বিরাজমান হয় তার কাছেও কাম, ক্রোধ ও লোভ আদি দুষ্টদল আসতে পারে না॥ ৩॥ তার জন্য বিষ অমৃতসম ও শত্রু মিত্রসম হয়ে থাকে। সেই মণি ছাড়া কেউ সুখানুভূতি পায় না। জীবের দুঃখপ্রদায়ক মনের (দৈন্যসম) রোগসকল, যার বশীভূত হয়ে সকলে দুঃখ পায়, সেগুলি তাঁর কাছে আসতে পারে না॥ ৪॥ শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তিরূপ মণি যার চিত্তে বিরাজমান থাকে সে স্বপ্নেও লেশমাত্র দুঃখ পায় না। জগতে সেই সকল ব্যক্তিই চতুর শিরোমণি যারা সেই ভক্তিরূপ মণিকে সযত্নে ধরে রাখে॥ ৫॥ যদিও সেই মণি জগতে প্রত্যক্ষ (বাস্তব সত্য) কিন্তু তা শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না। তাকে লাভ করবার উপায় সহজ হলেও অভাগা মানুষ তা তাকে অবহেলা করে॥ ৬॥ বেদ-পুরাণ পবিত্র পর্বতসম হয়। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের লীলাবৃত্তান্ত সেই পর্বতের সুন্দর আকরসম। সন্ত পুরুষগণ (এই সকল আকর রহস্যজ্ঞানী) এর মর্মজ্ঞানী হয়ে থাকেন যাঁদের সুন্দর বুদ্ধি (খননকারী) কোদালসম। হে শ্রীগরুড় ! জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাঁর দুই নয়ন॥ ৭॥ যে ব্যক্তি অন্তরে অনুরাগ ধারণ করে তা অন্বেষণ করে থাকে সে সর্বসুখের আকর এই ভক্তি মণি লাভ করে থাকে। হে প্রভু ! আমার মনে প্রবল বিশ্বাস যে শ্রীরামচন্দ্রের সেবক শ্রীরামচন্দ্র থেকেও বেশি শক্তিমান হয়ে থাকেন॥ ৮॥ শ্রীরামচন্দ্র যদি সমুদ্র তাহলে সজ্জন সন্তজন মেঘ। শ্রীহরি চন্দন বৃক্ষ আর সন্ত হলেন বায়ু। সর্বসাধনার ফল হল পরম সুন্দর হরিভক্তি লাভ করা। তা সন্ত ছাড়া আর কেউ লাভ করেনি॥ ৯॥ এই কথা সম্যক্‌ভাবে জেনে যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গ করে, হে শ্রীগরুড় ! তার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের অনুরাগ সহজলভ্য হয়ে যায়॥ ১০॥

দোহা—ব্রহ্ম (শ্রুতি জ্ঞান) পয়োনিধি, জ্ঞান মন্দার পর্বত আর সন্তগণ হলেন দেবতা। সন্তদেবতাগণ সেই পয়োনিধিকে মন্থন করে লীলারূপ অমৃত আহরণ করেন যাতে ভক্তিরূপ মধুরতা বাস করে॥ ১২০ (ক)॥

দোহা—বৈরাগ্য বর্মে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে জ্ঞানরূপ তরবারি দ্বারা মদ, লোভ ও মোহরূপ শত্রুদের হনন করে যা জয়ী হয় তা বস্তুত হরিভক্তিই ; হে পক্ষীরাজ ! কথাটা ঠিক কি না ভেবে দেখুন॥ ১২০ (খ)॥

চৌপাই—পক্ষীরাজ শ্রীগরুড় তখন সানুরাগে বললেন—যদি সত্যই আপনি আমার উপর অনুরাগ ধারণ করেন, তাহলে হে নাথ ! আমাকে

চৌপাই (২—১০)

প্রথমহিঁ কহহু নাথ মতিধীরা। সব তে দুর্লভ কবন সরীরা॥
বড় দুখ কবন কবন সুখ ভারী। সোউ সংছেপহিঁ কহহু বিচারী॥

সন্ত অসন্ত মরম তুম্হ জানহু। তিন্হ কর সহজ সুভাব বখানহু॥
কবন পুন্য শ্রুতি বিদিত বিসালা। কহহু কবন অঘ পরম করালা॥

মানস রোগ কহহু সমুঝাঈ। তুম্হ সর্বগ্য কৃপা অধিকাঈ॥
তাত সুনহু সাদর অতি প্রীতি। মৈ সংছেপ কহউঁ যহ নীতি॥

নর তন সম নহিঁ কবনিউ দেহী। জীব চরাচর জাচত তেহী॥
নরক স্বর্গ অপবর্গ নিসেনী। গ্যান বিরাগ ভগতি সুভ দেনী॥

সো তনু ধরি হরি ভজহিঁ ন জে নর। হোহিঁ বিষয় রত মন্দ মন্দ তর॥
কাঁচ কিরিচ বদলেঁ তে লেহীঁ। কর তে ডারি পরস মনি দেহীঁ॥

নহি দরিদ্র সম দুখ জগ মাহীঁ। সন্ত মিলন সম সুখ জগ নাহীঁ॥
পর উপকার বচন মন কায়া। সন্ত সহজ সুভাউ খগরায়া॥

সন্ত সহহিঁ দুখ পরহিত লাগী। পর দুখ হেতু অসন্ত অভাগী॥
ভূর্জ তরু সম সন্ত কৃপালা। পরহিত নিতি সহ বিপতি বিসালা॥

সন ইব খল পর বন্ধন করঈ। খাল কঢ়াই বিপতি সহি মরঈ॥
খল বিনু স্বারথ পর অপকারী। অহি মূষক ইব সুনু উরগারী॥

পর সম্পদা বিনাসি নসাহীঁ। জিমি সসি হতি হিম উপল বিলাহীঁ॥
দুষ্ট উদয় জগ আরতি হেতূ। জথা প্রসিদ্ধ অধম গ্রহ কেতূ॥

আপনার দাস মনে করে আমার সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিন॥ ১॥ হে নাথ ! হে ধীরচিত্ত ! প্রথমে বলুন সব থেকে দুর্লভ শরীর কী ? তারপর বলুন সব থেকে বড় দুঃখ কী আর সব থেকে বড় সুখও বা কী ? কথাগুলি অল্প কথায় আমাকে বুঝিয়ে দিন॥ ২॥ সাধু (সন্ত) ও অসাধুর লক্ষণসকল আপনি জানেন ; তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি কী হয়ে থাকে তা সবিস্তারে বলে দিন। অতঃপর বলে দিন যে শ্রুতির শাসন অনুসারে সব থেকে বড় পুণ্য কী আর সব থেকে ভয়ংকর পাপও বা কী ? ৩॥ তারপর মানস রোগসকল বুঝিয়ে বলুন। আমি জানি যে আপনি সর্বজ্ঞ আর আমাকে আপনি ভালোও বাসেন। (শ্রীকাকভূশণ্ডি বললেন—) হে তাত ! তাহলে অনুরাগ সহকারে একাগ্রচিত্তে তা শ্রবণ করুন। আমি অবশ্য তা অল্প কথায় বলবার চেষ্টা করব॥ ৪॥ মানবদেহসম দেহ আর নেই। বিশ্বচরাচরের প্রাণীকুল তা লাভ করবার কামনা রাখে। এই মানবদেহ স্বর্গ, নরক ও মোক্ষ লাভ করবার সোপানসম। তা সতত কল্যাণকর ও জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি প্রদান করতে সক্ষম॥ ৫॥ দুর্লভ মানবদেহ লাভ করেও যে শ্রীহরির ভজনায় নিত্যযুক্ত না থেকে মন্দ থেকে মন্দতর বিষয়ে অনুরক্ত থাকে সে তো হাতে পাওয়া পরশপাথর ফেলে কাচের টুকরো নিয়ে সন্তুষ্ট হয়॥ ৬॥ জগতে দারিদ্র্যের মতন দুঃখ আর নেই আর সাধুসঙ্গ লাভের মতন সুখও আর নেই। হে পক্ষীরাজ ! কায়মনোবাক্যে পরোপকার করাই সাধুদের সহজ স্বভাব॥ ৭॥ সাধু-সন্তদের জীবন বহুজনহিতায় ও বহুজনসুখায় নিবেদিত হয়। দুঃখকষ্ট সহ্য করে পরের উপকার করা সাধুর লক্ষণ। ভূর্জতরু যেমন পরের উপকার করবার জন্য চরম কষ্ট (নিজের ছাল খুলে দেওয়া) সহ্য করে, সাধু ব্যক্তিও তেমনই করে থাকেন॥ ৮॥ কিন্তু অসাধু ব্যক্তি শনের রজ্জুসম অপরকে বন্ধন করে আর তার জন্য নিজের ছাল ছাড়িয়েও বিপত্তি সহ্য করে মৃত্যু বরণ করে। হে সর্পারি শ্রীগরুড় ! শুনুন। অসাধু ব্যক্তি সর্প ও মূষিকসম অকারণে অপরের ক্ষতি করে॥ ৯॥ অসাধু ব্যক্তি অপরের সম্পত্তি নাশ করে নিজেও ধ্বংস হয়ে থাকে। এ যেন শস্যশ্যামল ধান্যক্ষেত্র নষ্ট করে শিলাবৃষ্টির নিজেরও ধ্বংস ডেকে আনা। অসাধু ব্যক্তির উত্থান প্রসিদ্ধ অধম গ্রহ কেতুর উদয়সম জগতে দুঃখ-কষ্ট প্রদানের জন্যই হয়ে থাকে॥ ১০॥

চৌপাই (১১—১৯)

সন্ত উদয় সন্তত সুখকারী। বিস্ব সুখদ জিমি ইন্দু তমারী॥
পরম ধর্ম শ্রুতি বিদিত অহিংসা। পর নিন্দা সম অঘ ন গরীসা॥

হর গুর নিন্দক দাদুর হোঈ। জন্ম সহস্র পাব তন সোঈ॥
দ্বিজ নিন্দক বহু নরক ভোগ করি। জগ জনমই বায়স সরীর ধরি॥

সুর শ্রুতি নিন্দক জে অভিমানী। রৌরব নরক পরহিঁ তে প্রানী॥
হোহি উলূক সন্ত নিন্দা রত। মোহ নিসা প্রিয় গ্যান ভানু গত॥

সব কৈ নিন্দা জে জড় করহীঁ। তে চমগাদুর হোই অবতরহীঁ॥
সুনহু তাত অব মানস রোগা। জিন্হ তে দুখ পাবহিঁ সব লোগা॥

মোহ সকল ব্যাধিন্হ কর মূলা। তিন্হ তে পুনি উপজহিঁ বহু সূলা॥
কাম বাত কফ লোভ অপারা। ক্রোধ পিত্ত নিত ছাতী জারা॥

প্রীতি করহিঁ জৌঁ তীনিউ ভাঈ। উপজই সন্যপাত দুখদাঈ॥
বিষয় মনোরথ দুর্গম নানা। তে সব সূল নাম কো জানা॥

মমতা দাদু কন্ডু ইরষাঈ। হরষ বিষাদ গরহ বহুতাঈ॥
পর সুখ দেখি জরনি সোই ছঈ। কুষ্ট দুষ্টতা মন কুটিলঈ॥

অহংকার অতি দুখদ ডমরুআ। দম্ভ কপট মদ মান নেহরুআ॥
তৃস্না উদরবৃদ্ধি অতি ভারী। ত্রিবিধি ঈষনা তরুন তিজারী॥

জুগ বিধি জ্বর মৎসর অবিবেকা। কহঁ লগি কহৌঁ কুরোগ অনেকা॥

দোহা (১২১ ক)

এক ব্যাধি বস নর মরহিঁ এ অসাধি বহু ব্যাধি।
পীড়হি সন্তত জীব কহুঁ সো কিমি লহৈ সমাধি॥

আর সাধু ব্যক্তির অভ্যুদয় সতত সুখকর হয়ে থাকে যেমন বিশ্বচরাচরকে সুখ প্রদান করবার জন্যই চন্দ্র ও সূর্যের উদয় হয়। বেদে অহিংসাকে পরম ধর্ম বলা হয়েছে আর পরনিন্দাকে সব চেয়ে বড় পাপ বলা হয়েছে॥ ১১॥ ভগবান শ্রীশংকর ও গুরুর নিন্দাকারী ব্যক্তি (পরের জন্মে) ভেক জন্ম লাভ করে আর সহস্র জন্মাবধি সেই দেহই লাভ করে থাকে। বিপ্রনিন্দাকারী ব্যক্তি বহু নরক জন্ম ভোগ করে জগতে আবার কাকদেহ নিয়ে ফিরে আসে॥ ১২॥ যে অহংকারী জীব দেবতা ও শ্রুতির নিন্দা করে সে রৌরব নরকে পতিত হয়। সন্ত নিন্দায় নিত্যযুক্ত ব্যক্তি পেচক জন্ম লাভ করে। তার জন্য জ্ঞানসূর্য অস্ত হয়ে যায় আর তার মোহরূপ রাত্রি প্রিয় হয়॥ ১৩॥ যে মূর্খ ব্যক্তি সকলের নিন্দায় নিত্যযুক্ত, সে চামচিকে হয়ে জন্ম লাভ করে। হে তাত ! এইবার মানস-রোগ বৃত্তান্ত শুনুন যা সকলকে সন্তপ্ত করে রাখে॥ ১৪॥ সকল রোগের মূলে থাকে মোহ বা অজ্ঞান। মোহজনিত মনের রোগ থেকে বহুবিধ ব্যাধির সৃষ্টি হয়ে থাকে। মোহ বা অজ্ঞান থেকে কাম, ক্রোধ, লোভ উৎপন্ন হয়। মানবদেহে ব্যাধি সংক্রমণ কফ, পিত্ত ও বায়ুর জন্য হয়ে থাকে যা সতত ক্লেশ প্রদান করে থাকে। কফ লোভের বৃদ্ধি, পিত্ত ক্রোধ ও বায়ু ঈর্ষা ও কাম বৃদ্ধি করে॥ ১৫॥ যদি এই তিন দুষ্ট (কফ, পিত্ত ও বায়ু) একত্রে আক্রমণ করে তখন কষ্টকর সান্নিপাতিক জ্বর উৎপন্ন হয়। কষ্টে লাভ করা বিষয় সম্পদই শূল (কষ্টকর রোগ) যার প্রভাব অসীম হয়ে থাকে॥ ১৬॥ মমতা দাদ, ঈর্ষা চুলকানি, হর্ষ-বিষাদে গলরোগের বৃদ্ধি হয়ে থাকে ; অপরের সুখ থেকে ঈর্ষা হয়ে থাকে তাই হল ক্ষয়রোগ। দুষ্টবুদ্ধি ও কুটিলতাই হল কুষ্ঠ রোগ॥ ১৭॥ অহংকার অতি কষ্টকর হাড়ের রোগ। দম্ভ, ছলচাতুরি, মদ ও মান শিরার রোগ। আকাঙ্ক্ষা অতি বড় উদরী রোগ। পুত্র, ধনসম্পদ ও সম্মানের প্রবল ইচ্ছাসকল তো প্রচণ্ড জ্বর॥ ১৮॥ মৎসর ও অবিবেক হল দুই প্রকারের জ্বর। এমন সব মানসিক রোগের কথা আর কত বলব ? ১৯॥

দোহা—*যেখানে মৃত্যুর জন্য একটা রোগই যথেষ্ট আর এ সকল তো হল অসাধ্য রোগ। তারা জীবকে সতত কষ্ট দিতেই থাকে তাই এই অবস্থায় সমাধি (শান্তি) লাভ হবে কেমন করে ? ১২১ (ক)॥*

দোহা (১২১ খ)

নেম ধর্ম আচার তপ গ্যান জগ্য জপ দান।
ভেষজ পুনি কোটিন্হ নহিঁ রোগ জাহিঁ হরিজান॥

চৌপাই (১—৯)

এহি বিধি সকল জীব জগ রোগী। সোক হরষ ভয় প্রীতি বিয়োগী॥
মানস রোগ কছুক মৈঁ গাএ। হহিঁ সব কেঁ লখি বিরলেন্হ পাএ॥

জানে তে ছীজহিঁ কছু পাপী। নাস ন পাবহিঁ জন পরিতাপী॥
বিষয় কুপথ্য পাই অঙ্কুরে। মুনিহু হৃদয়ঁ কা নর বাপুরে॥

রাম কৃপাঁ নাসহিঁ সব রোগা। জৌঁ এহি ভাঁতি বনৈ সংযোগা॥
সদগুর বৈদ বচন বিস্বাসা। সংজম যহ ন বিষয় কৈ আসা॥

রঘুপতি ভগতি সজীবন মূরী। অনূপান শ্রদ্ধা মতি পূরী॥
এহি বিধি ভলেহিঁ সো রোগ নসাহীঁ। নাহিঁ ত জতন কোটি নহিঁ জাহীঁ॥

জানিঅ তব মন বিরুজ গোসাঁঈ। জব উর বল বিরাগ অধিকাঈ॥
সুমতি ছুধা বাঢ়ই নিত নঈ। বিষয় আস দুর্বলতা গঈ॥

বিমল গ্যান জল জব সো নহাঈ। তব রহ রাম ভগতি উর ছাঈ॥
সিব অজ সুক সনকাদিক নারদ। জে মুনি ব্রহ্ম বিচার বিসারদ॥

সব কর মত খগনায়ক এহা। করিঅ রাম পদ পঙ্কজ নেহা॥
শ্রুতি পুরান সব গ্রন্থ কহাহীঁ। রঘুপতি ভগতি বিনা সুখ নাহীঁ॥

কমঠ পীঠ জামহিঁ বরু বারা। বন্ধ্যা সুত বরু কাহুহি মারা॥
ফূলহিঁ নভ বরু বহুবিধি ফূলা। জীব ন লহ সুখ হরি প্রতিকূলা॥

তৃষা জাই বরু মৃগজল পানা। বরু জামহিঁ সস সীস বিষানা॥
অন্ধকারু বরু রবিহি নসাবৈ। রাম বিমুখ ন জীব সুখ পাবৈ॥

দোহা—নিয়ম, ধর্ম, উত্তম আচরণ, তপস্যা, জ্ঞান, যজ্ঞ, জপ, দান ছাড়া আরও কোটি কোটি ঔষধি আছে কিন্তু হে শ্রীগরুড় ! সেই সকলে যে এই সকল ব্যাধির নিরাময় হয় না॥ ১২১ (খ)॥

চৌপাই—এইভাবে জগতে সকলেই বস্তুত রোগী ; যারা শোক, হর্ষ, ভয়, প্রীতি ও বিয়োগের দুঃখে আরও দুঃখ ভোগ করে থাকে। আমি অল্প কয়েকটি মানসিক রোগের কথা বললাম। জীবের এই সকল রোগ থাকলেও অল্প কিছু সংখ্যক লোকেই কিন্তু তা জানতে পারে॥ ১॥ জীবের এই রোগ ধরা পড়লে তা অবশ্য কিছুটা ক্ষীণ হয়ে যায় কিন্তু তার বিনাশ হয় না। বিষয়রূপ কুপথ্য লাভে তা মুনিদের চিত্তেও অঙ্কুরিত হয়ে যায়, তাহলে সাধারণ মানুষ তো প্রভাবিত হবেই॥ ২॥ যদি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় এমন যোগাযোগ হয়ে যায় তাহলে সর্বরোগ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয় ; তাতে সদ্‌গুরুরূপ বৈদ্যের কথার উপর বিশ্বাস, বিষয়ে বিতৃষ্ণা আর সংযম প্রয়োজন হয়॥ ৩॥ শ্রীরঘুনাথের ভক্তি হল ভেষজ মূল। শ্রদ্ধাতে পূর্ণ বুদ্ধিই হল অনুপান অর্থাৎ ওষুধের (ভেষজ) সঙ্গে নেওয়া মধু প্রভৃতি। এইরূপ যোগাযোগ হলে তখন রোগ নির্মূল হয় অন্যথায় কোটি উপায়েও তা যায় না॥ ৪॥ হে গোঁসাই ! মন নীরোগ তখনই বোঝা যায় যখন চিত্তে বৈরাগ্যের শক্তি বৃদ্ধি পায়, উত্তম বুদ্ধিরূপ ক্ষুধা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে আর বিষয়ের আশারূপ দুর্বলতা দূরীভূত হয়॥ ৫॥ (এইভাবে সকল রোগ থেকে মুক্তিলাভ করে) যখন মানুষ জ্ঞানরূপ জলে অবগাহন করে তখন তার চিত্তে রামভক্তি রূপ আনন্দ ছেয়ে যায়। ভগবান শ্রীশংকর, ভগবান শ্রীব্রহ্মা, মহাত্মা শুকদেব, সনকাদি ও দেবর্ষি নারদ আদি যাঁরা ব্রহ্মবিচারে নিপুণ, তাঁরা সকলেই একমত যে শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে প্রীতিলাভ করা আবশ্যক। হে পক্ষীরাজ ! শ্রুতি, পুরাণ আদি গ্রন্থসকলও ঘোষণা করেন যে শ্রীরঘুনাথের প্রতি ভক্তি ছাড়া সুখ পাওয়া সম্ভব নয়॥ ৬-৭॥ অসম্ভব ঘটনা— যেমন কূর্মের পৃষ্ঠদেশে কেশ উৎপন্ন হওয়া, বন্ধ্যানারীর পুত্রের দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা যদিও বা সম্ভব হয় আর আকাশে কুসুম প্রস্ফুটনও যদি বা সম্ভব কিন্তু শ্রীহরি বিমুখ জীবের সুখী হওয়া সর্বতোভাবে অসম্ভব হয়ে থাকে॥ ৮॥ তেমন ভাবেই যদিও বা মরীচিকার জলে তৃষ্ণা নিবারণ, শশকের মস্তকে শৃঙ্গলাভ, অন্ধকারের সূর্যকে বিনাশ করা যদিও বা সম্ভব হয় কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রবিমুখ জীব কখনও সুখী হতে পারে না॥ ৯॥

চৌপাই (১০)

হিম তে অনল প্রগট বরু হোঈ। বিমুখ রাম সুখ পাব ন কোঈ॥

দোহা (১২২ ক, খ)

বারি মথেঁ ঘৃত হোই বরু সিকতা তে বরু তেল।
বিনু হরি ভজন ন ভব তরিঅ যহ সিদ্ধান্ত অপেল॥

মসকহি করই বিরঞ্চি প্রভু অজহি মসক তে হীন।
অস বিচারি তজি সংসয় রামহি ভজহিঁ প্রবীন॥

শ্লোক (১২২ গ)

বিনিশ্চিতং বদামি তে ন অন্যথা বচাংসি মে।
হরিং নরা ভজন্তি যেঽতিদুস্তরং তরন্তি তে॥

চৌপাই (১—৪)

কহেউঁ নাথ হরি চরিত অনূপা। ব্যাস সমাস স্বমতি অনুরূপা॥
শ্রুতি সিদ্ধান্ত ইহই উরগারী। রাম ভজিঅ সব কাজ বিসারী॥

প্রভু রঘুপতি তজি সেইঅ কাহী। মোহি সে সঠ পর মমতা জাহী॥
তুম্হ বিগ্যানরূপ নহিঁ মোহা। নাথ কীন্হি মো পর অতি ছোহা॥

পূঁছিহু রাম কথা অতি পাবনি। সুক সনকাদি সম্ভু মন ভাবনি॥
সত সঙ্গতি দুর্লভ সংসারা। নিমিষ দন্ড ভরি একউ বারা॥

দেখু গরুড় নিজ হৃদয়ঁ বিচারী। মৈঁ রঘুবীর ভজন অধিকারী॥
সকুনাথম সব ভাঁতি অপাবন। প্রভু মোহি কীন্হ বিদিত জগ পাবন॥

বরফের দ্বারা যদিও বা অগ্নিসংযোগ সম্ভব হয় কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র-বিমুখ হয়ে কেউ সুখ লাভ করতে পারে না॥ ১০॥

দোহা—যদিও বা জল মন্থন করে ঘৃত উৎপাদন আর বালুকা পেষণ করে তৈল আহরণ সম্ভব হয় তবুও শ্রীহরির ভজনা না করলে ভবসাগর পার করা যায় না। এই সিদ্ধান্তের হেরফের হওয়া অসম্ভব॥ ১১২ (ক)॥

দোহা—শ্রীপ্রভু তুচ্ছ মশককে বিধাতা করে দিতে পারেন আর বিধাতাকে মশক থেকেও তুচ্ছ করে দিতে পারেন। তাই জেনে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সকল সংশয় পরিহার করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করে থাকেন॥ ১২২ (খ)॥

দোহা—একটি অমোঘ সত্য জেনে রাখবেন— যে শ্রীহরির ভজনায় নিত্যযুক্ত থাকে সে এই দুস্তর ভবসাগর অনায়াসে পার করে যায়॥ ১২২ (গ)॥

চৌপাই—হে নাথ ! আমি শ্রীহরির অনুপম লীলা সংকীর্তন নিজ ক্ষমতা অনুসারে কোথাও সবিস্তারে আর কোথাও সংক্ষেপে করলাম। হে সর্পারি শ্রীগরুড় ! শ্রুতিসকলের সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল কর্ম ত্যাগ করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করাতেই সর্বমঙ্গল নিহিত থাকে॥ ১॥ প্রভু শ্রীরঘুনাথকে ত্যাগ করে আর কার সেবন (ভজনা) করা যায় কারণ আমার মতন মূর্খের উপরও তাঁর অপার ভালোবাসা বর্তমান। হে নাথ ! আপনি বিজ্ঞানরূপ তাই আপনার মোহ নেই। আপনি তো আমার উপর অসীম কৃপা করেছেন॥ ২॥ আপনি কৃপা করে শ্রীশুকদেব, সনকাদি ও ভগবান শ্রীশংকরের অতিশয় প্রিয় শ্রীরামকথা জিজ্ঞাসা করেছেন। জগতে তো এক দণ্ড বা পলসম সাধুসঙ্গও দুর্লভ হয়ে থাকে॥ ৩॥ হে শ্রীগরুড় ! আপনি একবারের জন্যও ভেবে দেখুন, আমি কি আদৌ শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করবার জন্য উপযুক্ত আধার ? আমি পক্ষীকূলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নীচ (অধম) ও অপবিত্র পক্ষী। তবুও শ্রীপ্রভু আমাকে সমগ্র জগৎকে পবিত্রতা প্রদানকারী প্রসিদ্ধি দিলেন (অথবা শ্রীপ্রভু আমাকে জগৎপ্রসিদ্ধ পবিত্র করে দিলেন)॥ ৪॥

দোহা (১২৩ ক, খ)

আজু ধন্য মৈঁ ধন্য অতি জদ্যপি সব বিধি হীন।
নিজ জন জানি রাম মোহি সন্ত সমাগম দীন॥

নাথ জথামতি ভাষেউঁ রাখেউঁ নহিঁ কছু গোই।
চরিত সিন্ধু রঘুনায়ক থাহ কি পাবই কোঈ॥

চৌপাই (১—৪)

সুমিরি রাম কে গুন গন নানা। পুনি পুনি হরষ ভুসুণ্ডি সুজানা॥
মহিমা নিগম নেতি করি গাঈ। অতুলিত বল প্রতাপ প্রভুতাঈ॥

সিব অজ পূজ্য চরন রঘুরাঈ। মো পর কৃপা পরম মৃদুলাঈ॥
অস সুভাউ কহুঁ সুনউঁ ন দেখউঁ। কেহি খগেস রঘুপতি সম লেখউঁ॥

সাধক সিদ্ধ বিমুক্ত উদাসী। কবি কোবিদ কৃতগ্য সন্ন্যাসী॥
জোগী সূর সুতাপস গ্যানী। ধর্ম নিরত পন্ডিত বিগ্যানী॥

তরহিঁ ন বিনু সেএঁ মম স্বামী। রাম নমামি নমামি নমামী॥
সরন গএঁ মো সে অঘ রাসী। হোহিঁ সুদ্ধ নমামি অবিনাসী॥

দোহা (১২৪ ক, খ)

জাসু নাম ভব ভেষজ হরন ঘোর ত্রয় সূল।
সো কৃপাল মোহি তো পর সদা রহউ অনুকূল॥

সুনি ভুসুণ্ডি কে বচন সুভ দেখি রাম পদ নেহ।
বোলেউ প্রেম সহিত গিরা গরুড় বিগত সন্দেহ॥

চৌপাই (১)

মৈঁ কৃতকৃত্য ভয়উঁ তব বানী। সুনি রঘুবীর ভগতি রস সানী॥
রাম চরন নূতন রতি ভঈ। মায়া জনিত বিপতি সব গঈ॥

দোহা—আমি জানি যে আমি সব দিক দিয়ে দীনহীনই। তবুও আজ আমি ধন্য হয়ে গেলাম। ধন্য হলাম এই জেনে যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আমাকে একান্ত আপনজন জ্ঞানে সাধুসঙ্গ দান করেছেন (আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিয়েছেন)॥ ১২৩ (ক)॥

দোহা—হে নাথ! আমার বুদ্ধির সীমা অনুসারে আমি বললাম, কিছুই গোপন করিনি। (তবু) যে শ্রীরঘুনাথ লীলাবৃত্তান্ত সমুদ্রসম বিশাল, তার কুল পাওয়া সম্ভব কী? ১২৩ (খ)॥

চৌপাই—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা স্মরণ করে জ্ঞানী শ্রীকাকভূশণ্ডি বারে বারে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠতে লাগলেন। যাঁর মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বেদসকলও 'নেতি নেতি' বলে চুপ করে গিয়েছেন, যাঁর ক্ষমতা, পরাক্রম ও সামর্থ্য অতুলনীয়, যাঁর শ্রীপাদপদ্ম দেবাদিদেব মহাদেব ও বিধাতাও পূজা করে থাকেন, তাঁর আমার উপর কৃপা হওয়া প্রভুর কুসুমকোমল অনুগ্রহ ছাড়া আর কী হতে পারে? এমন অনুগ্রহর কথা আমি কোথাও শুনিনি, দেখিনি। অতএব, হে পক্ষীরাজ শ্রীগরুড়! আমি যে শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে তুলনা করবার আর কাউকে পাই না! ১-২॥ সাধক, সিদ্ধ, জীবন্মুক্ত, উদাসীন, কবি, বিদ্বান, কর্মজ্ঞানী, সন্ন্যাসী, যোগী, শৌর্যবীর্যসম্পন্ন, বড় তপস্বী, ধর্মপরায়ণ, পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী— কেউই আমার প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা না করে মুক্তি পেতে পারেন না। আমি সেই শ্রীরামচন্দ্রকে বারে বারে নমস্কার করি। যাঁর শরণাগত হলে আমার মতন পাপপুঞ্জও শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হয়ে যায় সেই অজর-অমর শ্রীরামচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি॥ ৩-৪॥

দোহা—যাঁর নামই জন্ম-মৃত্যুরূপ ভবরোগের অব্যর্থ ঔষধি আর (আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক) ত্রিতাপ হরণকারী, সেই কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র আমার আর আপনার উপর সতত প্রসন্ন থাকুন॥ ১২৪ (ক)॥

দোহা—শ্রীকাকভূশণ্ডির মঙ্গলময় কথাসকল শ্রবণ করে আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগলে তাঁর অতিশয় প্রীতি দেখে সন্দেহমুক্ত শ্রীগরুড় সানুরাগে বললেন॥ ১২৪ (খ)॥

চৌপাই—শ্রীরঘুবীরের ভক্তিরসে সিক্ত আপনার কথাগুলি শ্রবণ করে আমি কৃতকৃত্য হয়ে গিয়েছি। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগলে আমার প্রীতি

চৌপাই (২—৫)

মোহ জলধি বোহিত তুম্হ ভএ। মো কহঁ নাথ বিবিধ সুখ দএ॥
মো পহিঁ হোই ন প্রতি উপকারা। বন্দউঁ তব পদ বারহিঁ বারা॥

পূরন কাম রাম অনুরাগী। তুম্হ সম তাত ন কোউ বড়ভাগী॥
সন্ত বিটপ সরিতা গিরি ধরনী। পর হিত হেতু সবন্হ কৈ করনী॥

সন্ত হৃদয় নবনীত সমানা। কহা কবিন্হ পরি কহৈ ন জানা॥
নিজ পরিতাপ দ্রবই নবনীতা। পর দুখ দ্রবহিঁ সন্ত সুপুনীতা॥

জীবন জন্ম সুফল মম ভয়উ। তব প্রসাদ সংসয় সব গয়উ॥
জানেহু সদা মোহি নিজ কিঙ্কর। পুনি পুনি উমা কহই বিহঙ্গবর॥

দোহা (১২৫ ক, খ)

তাসু চরন সিরু নাই করি প্রেম সহিত মতিধীর।
গয়উ গরুড় বৈকুণ্ঠ তব হৃদয়ঁ রাখি রঘুবীর॥

গিরিজা সন্ত সমাগম সম ন লাভ কছু আন।
বিনু হরি কৃপা ন হোই সো গাবহিঁ বেদ পুরান॥

চৌপাই (১—৩)

কহেউঁ পরম পুনীত ইতিহাসা। সুনত শ্রবন ছূটহিঁ ভব পাসা॥
প্রনত কল্পতরু করুনা পুঞ্জা। উপজই প্রীতি রাম পদ কঞ্জা॥

মন ক্রম বচন জনিত অঘ জাঈ। সুনহিঁ জে কথা শ্রবন মন লাঈ॥
তীর্থাটন সাধন সমুদাঈ। জোগ বিরাগ গ্যান নিপুনাঈ॥

নানা কর্ম ধর্ম ব্রত দানা। সংজম দম জপ তপ মখ নানা॥
ভূত দয়া দ্বিজ গুর সেবকাঈ। বিদ্যা বিনয় বিবেক বড়াঈ॥

নবকলেবর লাভ করল আর মায়াসৃষ্ট সকল বিপত্তি কেটে গেল॥ ১॥ মোহরূপ সাগরে নিমজ্জমান আমার জন্য আপনি খেয়ারূপ হলেন। হে নাথ ! আপনি আমাকে নানাভাবে সুখ প্রদান করেছেন। আমি কখনও এই ঋণ পরিশোধ করতে পারব না। আমি তাই বারে বারে আপনার শ্রীচরণ বন্দনাই করি॥ ২॥ আপনি পূর্ণকাম ও প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের এক অনন্য ভক্ত। হে তাত ! আপনার মতন সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই। সন্ত, বৃক্ষ, নদী, পর্বত ও পৃথিবী—এই সকলের কার্যসকল তো অপরের কল্যাণেই নিবেদিত হয়ে থাকে॥ ৩॥ সন্তদের অন্তর, কবিদের মতে নবনীতসম হয়ে থাকে কিন্তু তাঁরা (প্রকৃত সত্য) প্রকাশ করতে পারেন না কারণ নবনীত তো তাপ লাভ করলে তবে দ্রবীভূত হয় আর পরম পবিত্র সন্ত তো অপরের দুঃখেই বিগলিত হয়ে থাকেন॥ ৪॥ আমার জন্ম ও জীবন সার্থক হল। আপনার কৃপায় সকল সন্দেহ কেটে গেল। আমাকে সতত আপনার সেবক মনে করবেন। (ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে উমা ! পক্ষীশ্রেষ্ঠ শ্রীগরুড় বারে বারে এই কথা বলতে লাগলেন॥ ৫॥

দোহা—তাঁর (শ্রীকাকভূশণ্ডির) চরণযুগলে সানুরাগে প্রণাম নিবেদন করে আর অন্তরে শ্রীরঘুবীরকে প্রতিষ্ঠিত করে বুদ্ধিমান শ্রীগরুড় বৈকুণ্ঠ অভিমুখে যাত্রা করলেন॥ ১২৫ (ক)॥

দোহা—হে গিরিজা ! সন্ত সমাগমসম লাভ আর নেই আর সাধুসন্ত সমাগম শ্রীহরির কৃপা ছাড়া হয় না, বেদ ও পুরাণে এইরকমই কথিত আছে॥ ১২৫ (খ)॥

চৌপাই— যে পবিত্র লীলা প্রসঙ্গ শ্রবণ পথে পান করলে ভবপাশ মোচন হয়ে যায়, আমি তাই নিবেদন করলাম ; তা শরণাগতদের (মনোবাঞ্ছিত) ফলপ্রদানকারী কল্পবৃক্ষসম। তা শ্রবণ করলে করুণাপুঞ্জ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে অনুরাগ উৎপন্ন হয়॥ ১॥ যে শ্রবণপথে একাগ্রচিত্তে এই লীলা-প্রসঙ্গ পান করে তার কায়মনোবাক্যে (দেহ) সৃষ্ট সকল পাপ নষ্ট হয়ে যায়। তীর্থযাত্রা আদি অনেক সাধনা, যোগ, বৈরাগ্য, জ্ঞাননৈপুণ্য ; বহু রকমের কর্ম, ধর্ম, ব্রত ও দান ; বহু সংযম, দম, জপ, তপস্যা আর যজ্ঞ ; জীবে দয়া, ব্রাহ্মণ ও গুরুদেবের সেবা ; বিদ্যা, বিনয় আর বিবেকের উৎকর্ষের

চৌপাই (৪)

জহঁ লগি সাধন বেদ বখানী। সব কর ফল হরি ভগতি ভবানী॥
সো রঘুনাথ ভগতি শ্রুতি গাঈ। রাম কৃপাঁ কাহূঁ এক পাঈ॥

দোহা (১২৬)

মুনি দুর্লভ হরি ভগতি নর পাবহিঁ বিনহিঁ প্রয়াস।
জে যহ কথা নিরন্তর সুনহিঁ মানি বিস্বাস॥

চৌপাই (১—৪)

সোই সর্বগ্য গুনী সোই গ্যাতা। সোই মহিঁ মণ্ডিত পণ্ডিত দাতা॥
ধর্ম পরায়ন সোই কুল ত্রাতা। রাম চরন জা কর মন রাতা॥
নীতি নিপুন সোই পরম সয়ানা। শ্রুতি সিদ্ধান্ত নীক তেহিঁ জানা॥
সোই কবি কোবিদ সোই রনধীরা। জো ছল ছাড়ি ভজই রঘুবীরা॥
ধন্য দেস সো জহঁ সুরসরী। ধন্য নারি পতিব্রত অনুসরী॥
ধন্য সো ভূপু নীতি জো করঈ। ধন্য সো দ্বিজ নিজ ধর্ম ন টরঈ॥
সো ধন ধন্য প্রথম গতি জাকী। ধন্য পুন্য রত মতি সোই পাকী॥
ধন্য ঘরী সোই জব সতসঙ্গা। ধন্য জন্ম দ্বিজ ভগতি অভঙ্গা॥

দোহা (১২৭)

সো কুল ধন্য উমা সুনু জগত পূজ্য সুপুনীত।
শ্রীরঘুবীর পরায়ন জেহিঁ নর উপজ বিনীত॥

চৌপাই (১—২)

মতি অনুরূপ কথা মৈঁ ভাষী। জদ্যপি প্রথম গুপ্ত করি রাখী॥
তব মন প্রীতি দেখি অধিকাঈ। তব মৈঁ রঘুপতি কথা সুনাঈ॥
যহ ন কহিঅ সঠহী হঠসীলহি। জো মন লাই ন সুন হরি লীলহি॥
কহিঅ ন লোভিহি ক্রোধিহি কামিহি। জো ন ভজই সচরাচর স্বামিহি॥

যত সাধনার পথ বেদসকল সংকীর্তন করেছেন, হে ভবানী ! সেই সকলের চরম ফল হল শ্রীহরির চরণকমলে ভক্তি লাভ। শ্রুতিসকলে উক্ত এই শ্রীরঘুনাথের উপর ভক্তি লাভ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় কদাচিৎই কেউ লাভ করে থাকে॥ ২-৪॥

দোহা— *কিন্তু যাঁরা বিশ্বাসপুষ্ট থেকে এই লীলাপ্রসঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শ্রবণ করেন তাঁরা অনায়াসে সেই মুনিদুর্লভ হরিভক্তি লাভ করেন॥ ১২৬॥*

চৌপাই—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগলে অনুরাগসম্পন্ন ব্যক্তিই সর্বজ্ঞ, গুণী ও জ্ঞানী। তাঁরাই পৃথিবীর ভূষণ, পণ্ডিত ও দানী বলে পরিচিত হয়ে থাকেন। তাঁরাই ধর্মপরায়ণ ও কুলধর্মরক্ষক রূপে পরিচিত হন॥ ১॥ ছলচাতুরি ছেড়ে শ্রীরঘুবীরের ভজনাকারী ব্যক্তিই নীতিনিপুণ ও পরম বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন। বেদ-সিদ্ধান্ত জ্ঞানীর তাই লক্ষণ হয়। তাই তো কবি, বিদ্বান ও স্থিতধী হওয়ার লক্ষণ॥ ২॥ সেই দেশ ধন্য যেখানে সুরতরঙ্গিণী মা গঙ্গা প্রবাহিতা। সেই নারী ধন্য যে পাতিব্রত্য ধর্ম পালন করে। সেই রাজা ধন্য যে ন্যায়-নীতি-পরায়ণ আর সেই ব্রাহ্মণ ধন্য যে নিজ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় না॥ ৩॥ সেই সম্পদ ধন্য যা প্রথম গতি অর্থাৎ সুপাত্র দানে ব্যয় করা হয়। সেই বুদ্ধি ধন্য ও পরিপক্ক যা পুণ্যকার্য সম্পাদন করায়। সেই কাল ধন্য যা সাধুসঙ্গ লাভ করে কাটে আর সেই জন্ম ধন্য যাতে ব্রাহ্মণের প্রতি অখণ্ড ভক্তি আসে ॥ ৪॥ (ধনসম্পদের গতি তিন প্রকার—দান, ভোগ ও নাশ। দান উত্তম, ভোগ মধ্যম ও নাশ হল অধম গতি। যে দান ও ভোগ করে না তার ধনসম্পদ তৃতীয় গতি লাভ করে)

দোহা—*(ভগবান শ্রীশংকর বললেন—) হে উমা ! শোনো। সেই কুল ধন্য, বিশ্ববরেণ্য ও পরম পবিত্র যাতে শ্রীরঘুবীরপরায়ণ (অনন্য রামভক্ত) বিনম্র পুরুষের জন্ম হয়॥ ১২৭॥*

চৌপাই— আমি আমার জ্ঞান অনুসারে এই শ্রীরামকথা বর্ণনা করলাম যদিও তা পূর্বে গুপ্তই রেখেছিলাম। তোমার মনে প্রীতির প্রাবল্য দেখে আমি শ্রীরঘুপতির লীলা বর্ণনা করলাম॥ ১॥ যে শ্রীহরিপ্রসঙ্গ শঠতা ও হঠকারিতায় যুক্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করতে ইচ্ছুক নয় তাকে তা না বলাই শ্রেয়। লোভ-ক্রোধ-

চৌপাই (৩—৪)

দ্বিজ দ্রোহিহি ন সুনাইঅ কবহূঁ। সুরপতি সরিস হোই নৃপ জবহূঁ॥
রাম কথা কে তেই অধিকারী। জিন্হ কেঁ সত সংগতি অতি প্যারী॥
গুর পদ প্রীতি নীতি রত জেঈ। দ্বিজ সেবক অধিকারী তেঈ॥
তা কহঁ যহ বিসেষ সুখদাঈ। জাহি প্রানপ্রিয় শ্রীরঘুরাঈ॥

দোহা (১২৮)

রাম চরন রতি জো চহ অথবা পদ নির্বান।
ভাব সহিত সো যহ কথা করউ শ্রবন পুট পান॥

চৌপাই (১—৪)

রাম কথা গিরিজা মৈঁ বরনী। কলি মল সমনি মনোমল হরনী॥
সংসৃতি রোগ সজীবন মূরী। রাম কথা গাবহিঁ শ্রুতি সূরী॥
এহি মহঁ রুচির সপ্ত সোপানা। রঘুপতি ভগতি কের পন্থানা॥
অতি হরি কৃপা জাহি পর হোঈ। পাউঁ দেই এহিঁ মারগ সোঈ॥
মন কামনা সিদ্ধি নর পাবা। জে যহ কথা কপট তজি গাবা॥
কহহিঁ সুনহিঁ অনুমোদন করহীঁ। তে গোপদ ইব ভবনিধি তরহীঁ॥
সুনি সব কথা হৃদয় অতি ভাঈ। গিরিজা বোলী গিরা সুহাঈ॥
নাথ কৃপাঁ মম গত সন্দেহা। রাম চরন উপজেউ নব নেহা॥

দোহা (১২৯)

মৈ কৃতকৃত্য ভইউঁ অব তব প্রসাদ বিস্বেস।
উপজী রাম ভগতি দৃঢ় বীতে সকল কলেস॥

চৌপাই (১)

যহ সুভ সম্ভু উমা সংবাদা। সুখ সম্পাদন সমন বিষাদা॥
ভব ভঞ্জন গঞ্জন সন্দেহা। জন রঞ্জন সজ্জন প্রিয় এহা॥

কামাসক্ত ; যে চরাচর জীব প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করে না তাকেও তা বলা ঠিক নয়॥ ২॥ দেবরাজ ইন্দ্রসম ঐশ্বর্যযুক্ত রাজাও যদি ব্রাহ্মণদ্রোহী হয় তাকেও এই লীলা বিবরণ সংকীর্তন করতে নেই। শ্রীরামচন্দ্রের লীলাপ্রসঙ্গ শ্রবণের প্রকৃত অধিকারী তারাই, যারা সাধুসঙ্গে অতীব প্রীতি ধারণ করে থাকে॥ ৩॥ যাঁদের শ্রীগুরুর চরণযুগলে প্রীতি বর্তমান, নীতিপরায়ণ ও ব্রাহ্মণভক্ত, তাঁরাই এই লীলাপ্রসঙ্গ শ্রবণের প্রকৃত অধিকারী। যাঁদের নিকট শ্রীরঘুনাথ প্রাণসম প্রিয় —এই লীলাসংকীর্তন তাঁদের কাছে প্রভূত সুখদায়ক হয়॥ ৪॥

দোহা—যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগলে অনুরাগ বৃদ্ধি কামনা করে অথবা মোক্ষপদ প্রয়াসী হয় সে এই লীলারূপ অমৃতকে প্রীতি সহকারে যেন শ্রবণপথে পান করে॥ ১২৮॥

চৌপাই—হে গিরিজা ! আমি কলিযুগের পাপ বিনাশক, মনের কলুষ নিবারক শ্রীরামকথা বললাম। তা সংসৃতি (জন্ম-মৃত্যু)রূপ রোগবিনাশক ভেষজ ঔষধি ; এইরূপই বেদ ও বিদ্বান পুরুষগণ ঘোষণা করেছেন॥ ১॥ এই লীলাপ্রসঙ্গ সংকীর্তনে সাতটি সুন্দর সোপান আছে যা শ্রীরঘুপতির ভক্তি লাভ করবার পথ রূপে প্রতিষ্ঠিত। যার উপর শ্রীহরির প্রভূত কৃপা হয় সেই এই পথে গমন করে॥ ২॥ যে ছলচাতুরি ত্যাগ করে এই লীলা প্রসঙ্গ সংকীর্তন করে সে নিজ মনস্কামনাতে সিদ্ধিলাভ করে। যে তা শোনে ও অনুমোদন করে সে ভবসাগরকে গোষ্পদসম অতিক্রম করে যায়॥ ৩॥ (শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বললেন—) অমৃতময় কথাগুলি শ্রবণ করে দেবী পার্বতী প্রসন্নচিত্ত হলেন আর সবিনয় নিবেদন করলেন—শ্রীপ্রভুর কৃপায় আমার সন্দেহর নিরসন হয়েছে আর চিত্তে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগলে পরম প্রীতি উৎপন্ন হয়েছে॥ ৪॥

দোহা—হে বিশ্বনাথ ! আপনার কৃপায় আমি কৃতকৃত্য হয়ে গেলাম। আমার চিত্তে সুদৃঢ় রামভক্তি অধিষ্ঠিত হয়েছে আর আমার সকল ক্লেশের নিবারণ হয়েছে॥ ১২৯॥

চৌপাই—এই শম্ভু-উমা সংবাদ অতিশয় কল্যাণপ্রদ ; তা সুখ উৎপন্ন করে ও শোক নাশ করে ; তা জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তিপ্রদানকারী। সন্দেহ বিনাশকারী, ভক্তদের আনন্দ প্রদানকারী ও সাধুসন্তদের প্রিয় হয়ে থাকে॥ ১॥

চৌপাই (২—৪)

রাম উপাসক জে জগ মাহীঁ। এহি সম প্রিয় তিন্হ কেঁ কছু নাহীঁ॥
রঘুপতি কৃপাঁ জথামতি গাবা। মৈঁ যহ পাবন চরিত সুহাবা॥
এহিঁ কলিকাল ন সাধন দূজা। জোগ জগ্য জপ তপ ব্রত পূজা॥
রামহি সুমিরিঅ গাইঅ রামহি। সন্তত সুনিঅ রাম গুন গ্রামহি॥
জাসু পতিত পাবন বড় বানা। গাবহিঁ কবি শ্রুতি সন্ত পুরানা॥
তাহি ভজহি মন তজি কুটিলাঈ। রাম ভজেঁ গতি কেহিঁ নহিঁ পাঈ॥

ছন্দ (১—৩)

পাই ন কেহিঁ গতি পতিত পাবন রাম ভজি সুনু সঠ মনা।
গনিকা অজামিল ব্যাধ গীধ গজাদি খল তারে ঘনা॥
আভীর জমন কিরাত খস স্বপচাদি অতি অঘরূপ জে।
কহি নাম বারক তেপি পাবন হোহিঁ রাম নমামি তে॥
রঘুবংস ভূষন চরিত যহ নর কহহিঁ সুনহিঁ জে গাবহীঁ।
কলি মল মনোমল ধোই বিনু শ্রম রাম ধাম সিধাবহীঁ॥
সত পঞ্চ চৌপাঈ মনোহর জানি জো নর উর ধরৈ।
দারুন অবিদ্যা পঞ্চ জনিত বিকার শ্রী রঘুবীর হরৈ॥
সুন্দর সুজান কৃপা নিধান অনাথ পর কর প্রীতি জো।
সো এক রাম অকাম হিত নির্বানপ্রদ সম আন কো॥
জাকী কৃপা লবলেস তে মতিমন্দ তুলসীদাসহূঁ।
পায়ো পরম বিশ্রামু রাম সমান প্রভু নাহীঁ কহূঁ॥

দোহা (১৩০ ক)

মো সম দীন ন দীন হিত তুম্হ সমান রঘুবীর।
অস বিচারি রঘুবংস মনি হরহু বিষম ভব ভীর॥

জগতের সকল রাম-উপাসকগণের এই রামকথাসম প্রিয় আর কিছুই নেই। শ্রীরঘুপতির কৃপায় আমি এই সুন্দর ও পবিত্রতা প্রদানকারী লীলা নিজ সামর্থ্য অনুসারে সংকীর্তন করলাম॥ ২॥ (তুলসীদাস বলেন—) এই কলিকালে যোগ, যজ্ঞ, জপ, তপস্যা, ব্রত ও পূজা আদি অন্য কোনো পথ খোলা নেই। কেবল প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের লীলা স্মরণ, মনন, সংকীর্তন করলেই যথেষ্ট হয়॥ ৩॥ পতিতকে উদ্ধার করবার তাঁর সুদৃঢ় সংকল্প ; এইরূপই কবি, বেদ, সন্ত ও পুরাণের অভিমত। ওরে মন ! সকল ছলচাতুরি ত্যাগ করে তাঁর ভজনাতেই নিত্যযুক্ত হয়ে যা। শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করে কে এমন আছে যে পরমগতি (মুক্তি) পায়নি ? ৪॥

ছন্দ—ওরে মূর্খ মন ! শোন। পতিতকেও পবিত্রতা প্রদানকারী শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করে কে আর পরমগতি (মুক্তি) পায়নি ? গণিকা, অজামিল, ব্যাধ, গৃধ্র, গজ আদি বহু শঠকেও তিনি উদ্ধার করেছেন। গোয়ালা, যবন, কিরাত, খস, চণ্ডাল আদি যারা মূর্তিমান পাপস্বরূপ তারাও একবার যার নাম নিয়ে পবিত্র হয়ে গিয়েছে ; সেই শ্রীরামচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি॥ ১॥

ছন্দ—যে ব্যক্তি রঘুবংশভূষণ শ্রীরামচন্দ্রের এই লীলা বর্ণনা ও শ্রবণ-কীর্তন করে, সে কলিযুগের পাপ ও মনের কল্মষ বিধৌত করে অনায়াসেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পরমধামে গমন করে। যে ব্যক্তি অন্ততপক্ষে পাঁচ-সাতটি চৌপদীকে উত্তম জ্ঞানে (অথবা শ্রেষ্ঠ কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞান নির্ণয়কারী জেনে) অন্তরে ধারণ করে, তারও পঞ্চ-অবিদ্যা সৃষ্ট বিকারসকল প্রভু শ্রীরামচন্দ্র হরণ করেন॥ ২॥

ছন্দ—(পরম) সুন্দর, জ্ঞানসম্পন্ন ও কৃপানিধান—যিনি অনাথেরও নাথ তিনি একমাত্র শ্রীরামচন্দ্রই। তাঁর মতন নিষ্কাম (নিঃস্বার্থ), হিতাকাঙ্ক্ষী (সুহৃদ) ও মোক্ষপ্রদায়ক আর কে আছেন ? যাঁর কৃপাকণিকার স্পর্শলাভ করে মন্দমতি তুলসীদাসও পরম শান্তি লাভ করল সেই শ্রীরামচন্দ্রসম প্রভু কোথাও নেই॥ ৩॥

দোহা—হে শ্রীরঘুবীর ! আমার মতন দীনদরিদ্র কেউ নেই আর আপনার মতন দীনদয়াময়ও আর কেউ নেই। এইরূপ জেনে হে রঘুবংশ শিরোমণি ! আমার জন্ম-মৃত্যুর ভয়ানক দুঃখ হরণ করে নিন॥ ১৩০ (ক)॥

দোহা (১৩০খ)

কামিহি নারি পিআরি জিমি লোভিহি প্রিয় জিমি দাম।
তিমি রঘুনাথ নিরন্তর প্রিয় লাগহু মোহি রাম॥

শ্লোক (১, ২)

যৎপূর্বং প্রভুণা কৃতং সুকবিনা শ্রীশম্ভুনা দুর্গমং
শ্রীমদ্রামপদাব্জভক্তিমনিশং প্রাপ্ত্যৈ তু রামায়ণম্।
মত্বা তদ্রঘুনাথনামনিরতং স্বান্তস্তমঃশান্তয়ে
ভাষাবদ্ধমিদং চকার তুলসীদাসস্তথা মানসম্॥
পুণ্যং পাপহরং সদা শিবকরং বিজ্ঞানভক্তিপ্রদং
মায়ামোহমলাপহং সুবিমলং প্রেমাম্বুপূরং শুভম্।
শ্রীমদ্রামচরিত্রমানসমিদং ভক্ত্যাবগাহন্তি যে
তে সংসারপতঙ্গঘোরকিরণৈর্দহ্যন্তি নো মানবাঃ॥

দোহা—যেমন কামাসক্ত ব্যক্তির নারী প্রিয় হয় আর লোভীর ধনসম্পদ প্রিয় হয় তেমনই হে শ্রীরঘুনাথ! হে শ্রীরামচন্দ্র! আপনি আমার সতত প্রিয় হয়ে বিরাজমান থাকুন॥ ১৩০ (খ)॥

শ্লোক—শ্রেষ্ঠ কবি ভগবান শ্রীশংকর শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে অনন্য ভক্তি লাভ করবার জন্য সর্বপ্রথমে যে দুর্গম মানস-রামায়ণ (শ্রীরামচরিতমানস) রচনা করেছিলেন, সেই মানস-রামায়ণকে শ্রীরঘুনাথের নামের সঙ্গে অভেদ জেনে নিজ অন্তঃকরণের অন্ধকার দূরীভূত করবার জন্য তুলসীদাস সেই মানসকে ভাষা দান করে উপস্থাপিত করে ধন্য হল॥ ১॥

শ্লোক—এই শ্রীরামচরিতমানস মূর্তিমান পুণ্য স্বয়ং ; তা পাপহারী, সতত কল্যাণপ্রদায়ক, বিজ্ঞান ও ভক্তিদায়ক আর মায়া, মোহ ও কল্মষ বিনাশন। তা অতিশয় নির্মল প্রেমরূপ জলে পরিপূর্ণ। তা পরম মঙ্গলকারক। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে এই মানস সরোবরে ডুব দেয় সে ভবরূপ সূর্যের প্রচণ্ড তাপে সন্তপ্ত হয় না॥ ২॥

নবাহ্নপারায়ণ, নবম বিশ্রাম

মাসপারায়ণ, ত্রিশ বিশ্রাম

ইতি শ্রীমদ্রামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে সপ্তমঃ সোপানঃ সমাপ্ত।

কলিযুগে সমস্ত পাপের বিনাশকারী শ্রীরামচরিতমানসের সপ্তম সোপান সমাপ্ত হল।

(উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত)

শ্রীরামায়ণের আরতি

আরতি শ্রীরামায়নজী কী।
কীরতি কলিত ললিত সিয় পী কী॥
গাবত ব্রহ্মাদিক মুনি নারদ।
বাল্মীক বিগ্যান বিসারদ॥
সুক সনকাদি সেষ অরু সারদ।
বরনি পবনসুত কীরতি নীকী॥
গাবত বেদ পুরান অষ্টদস।
ছও সাস্ত্র সব গ্রন্থন কো রস॥
মুনি জন ধন সন্তন কো সরবস।
সার অংস সম্মত সবহী কী॥
গাবত সন্তত সম্ভু ভবানী।
অরু ঘটসম্ভব মুনি বিগ্যানী॥
ব্যাস আদি কবিবর্জ বখানী।
কাগভুসুণ্ডি গরুড় কে হী কী॥
কলিমল হরনি বিষয় রস ফীকী।
সুভগ সিঙ্গার মুক্তি জুবতী কী॥
দলন রোগ ভব মূরি অমী কী।
তাত মাত সব বিধি তুলসী কী॥